



মুন্সীরাং কলিকটক এম্বালসীর নবম বর্ষ

## পঞ্চদশী

মুন্সীরাং জার্মানীভীর্ষ ৪ নিয়ন্ত্রণানিষ্ঠিত ।

১. জার্মান, বঙ্গদেশীয়, এম্বালসীর বিবর্তিত টিকার নবম বর্ষের নবম বর্ষ

অথবা জার্মানীভীর্ষ জার্মান (বিশ্বকোষ) ।



অনুবাদক—শ্রীমদ্রাজেন চন্দ্রপাণ্ডা ।

২. কলিকট । ৪৪ নং কাগজালয়স্থ মুন্সীরাং যত্নে প্রকাশিত ।

প্রকাশক—ব্রজচন্দ্রী পরমানন্দ ।

[মূল্য—১১/৬০ এগার টাকা চৌক আনা অর্থাৎ]





মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন ।



প্রথম খণ্ড  
( “বিবেক” পঞ্চক )

মুনীশ্বরভারতীতীর্থ ও বিজ্ঞানব্যবিরচিত ।

মূল, অন্নয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ,

অত্যাচ্য টীকাটিপ্পণীর সাহায্যে বিশদীকৃত ।

একস্তুং জ্ঞানদাতাহমপি চ হতধীজ্ঞানলাভে ছুরাশাং  
জ্ঞানোপায়ং হজ্ঞানন্ হর সন্ন্যতদশাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রদীপে ।  
পুষ্পাসং পুরস্তু রবিশশিদহনৈনৈত্রৈর্গৈর্বাগ্যমাণো  
মুকাকুতিং তু বুদ্ধা প্রতিবচনমদাঃ পঞ্চ বিদ্বান্ বাপোহ -  
বিস্ময়বাসনাং হত্না মানে মেয়েইপ্যসম্ভবন্  
ভাবনাং বিপরীতাপ্ত সাধনে চ তথা ফলে ॥  
পঞ্চদশী প্রদীপোহয়ং মুনিভ্যাং জ্ঞানিতো যতঃ ।  
“বিজ্ঞানতীর্থমহেশ্বর”-মুণ্ডিস্তুং তত্র পাবকঃ ॥

( ৬২৩৬ ) মায়াধেনোহি বৎসস্তমিতি মুনিবরো নাকরোত্তেভ্যসূয়াং  
মায়াজাতস্য মায়ানিয়মনপটুতাং বোধয়েদন্থথা কঃ ।  
ক্ৰোড়ীকৃত্য দ্রবেদ্বাং যদি জড়মিষণঃ সানুধাবেদ্ বরাকী  
হিহা ব্রজাবৃতিবৎ,—ধ্বনতি কবিবরো—ব্রজাতামেতি ভক্তঃ ॥

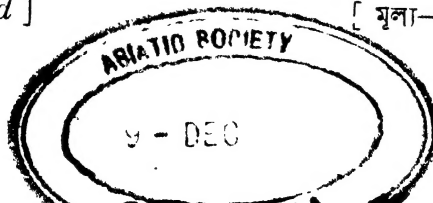
অনুবাদক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায় ।

৬কাশীধাম । ৪৪ নং কামাপ্যালেনস্থ মগনীরাম মঠ হইতে প্রকাশিত ।

প্রকাশক—ব্রজাচারী পরমানন্দ ।

All rights reserved ]

[ মূল্য—২/- দুইটাকা



## অনুবাদের নিবেদন—

‘পঞ্চদশী’র প্রথম পাঁচ অধ্যায় প্রথমখণ্ডরূপে ‘বিবেকপঞ্চক’ নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অর্থ, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে। উক্ত টীকায় অনুক্ত অনেক অর্থ, অচ্যুতরায় মোড়ক-বিরচিত টীকা এবং আচার্য্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম-বিরচিত টিপ্পনী হইতে সংগ্রহ করিয়া, আবশ্যকমত পরিবর্তিত, পরিবদ্ধিত এবং মূলকারের গ্রন্থান্তরে প্রকটিত মতের অনুযায়ী, করিয়া সরল বাঙ্গালাভাষায় সংযোজিত হইয়াছে। রামকৃষ্ণ-বিরচিত টীকার অনেক দুৰুক্ত অর্থ শাস্ত্রান্তর হইতে সংগৃহীত প্রমাণাদির সাহায্যে পরিষ্কৃত করা হইয়াছে। উক্ত টীকা-টিপ্পনীকার ও শাস্ত্রব্যাখ্যাকারদিগের নিকট অনুবাদক সবিশেষ কৃতজ্ঞ।

এই সংস্করণের বিশেষত্ব এই যে, ইহাতে গ্রন্থকার ও টীকার কর্তৃক উক্ত প্রমাণবচনসমূহের আকর যথাসাধ্য উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাতে তাহাদের প্রকৃত অর্থের নির্ণয় করিবার জন্য প্রকরণসম্বন্ধ বুঝিতে আধুনিক পাঠক একান্ত অসহায় ও নিরবলম্ব হইয়া না পড়েন। যে কয়েকটি প্রমাণের আকর উল্লিখিত হয় নাই, তাহাদের অনুসন্ধান পরিত্যক্ত হয় নাই। সমগ্র গ্রন্থের মুদ্রাস্থান পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত অনুসন্ধান চলিবে।

কাগজের মূল্য অসম্ভবরূপে বদ্ধিত হওয়ায় দ্বিতীয় খণ্ডের অর্থাৎ “দীপপঞ্চকের” মুদ্রাস্থানে কিঞ্চিৎ বিলম্ব হইতে পারে। যাহাতে যথাসম্ভব স্বল্প-মূল্যে গ্রন্থখানি গ্রাহকগণের নিকট উপস্থাপিত করিতে পারা যায়, তজ্জন্য চেষ্টার ক্রটি করা হইতেছে না। ইতি—

1280.

মহাষ্টমী

১১ই আশ্বিন সন ১৩৪৮।

মগনীরাম মঠ, কাশী।

SL. No-070548

অনুবাদক—

শ্রীহুগাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

এই গ্রন্থের মুদ্রাস্থান কল্লের অর্থামূল্যপ্রাপ্তি স্বীকার।

শ্রীযুক্ত বাবু হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—সাং শুঁড়ো কলিকাতা—৩০

„ রায়সাহেব সত্যেন্দ্রনাথ নন্দী—সাং রাণাঘাট—২৫

„ বাবু পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ( অবসরপ্রাপ্ত ) ভাইস প্রিন্সিপাল

হুগলী কলেজ—৫

সরলা প্রেস, বাঁশকাটক, বেনারস সিটি হইতে শ্রীপরেশনাথ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত।

## শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	২৮	প্রাচীন বলিয়া	প্রাচীন সিকান্ত বা বেদোক্তি বলিয়া
৫	১৯	প্রতি সম্বন্ধ	সহিত সম্বন্ধ
১৬	নিম্নে বাম কোণে (ঙ) অংশ পাঁচটি		অংশ হইতে পাঁচটি
৩১	ফুটনোট (গ) পরিশিষ্ট		(খ) পরিশিষ্ট
৪১	২০	তাদায়া জায়মতে	তাদায়া, জায়মতে
৭১	{ ২১ (২ স্থলে) ২৭	মাণ্ডুকা, "	মাণ্ডুকা "
৭২	৫, ৭	(স্পর্শ)	"স্পর্শ"
৮৭	২২	{ স্বরূপসম্বন্ধ বিশেষ্যকেই তাদায়া বলে ;	তাদায়া স্বরূপ- সম্বন্ধ বিশেষ্য ;
৯৯	১৬	অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা	অর্থাৎ এই-একটা- কিছু-রূপতা
১০১	২৪	কল্পিত।	কল্পিত ;
১১৫	৮ (৫)	অনাদরেব	অনাদরে
১৩৩	১৮	বিজ্ঞাতারম	বিজ্ঞাতারম্
১৩৪	২৪	বিদিতাবিদিতভ্যাম্	বিদিতাবিদিতাভ্যাম্
১৪৭	২১	হেতদ্বন্ধ	হেতদ্বন্ধ
১৫৮	২৪	সামান্তরূপ	সামান্তরূপ
১৬৪	১৪	জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্	জ্ঞানকর্ম্মভ্যাম্
১৭০	ফুটনোট	{ পুণাসংস্করণ স্বরাজ্যসিক্তিতে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ; (ব্রহ্মসিক্তি ও ব্রহ্ম- স্বত্রবৃত্তি গ্রন্থদ্বয়ে	( পুণাসংস্করণ ) 'স্বরাজ্যসিক্তি' ও 'ব্রহ্মসিক্তিতে' খুঁজিয়া পাওয়া গেল না ; ( 'ব্রহ্মস্বত্রবৃত্তি' গ্রন্থ
২০১	৪	ছান্দোগ্যোপনিষদগত	ছান্দোগ্যোপনিষদগত
২০৩	১২	ঔকার	ঔকার
২১৬	১১	মিতাদৃশঃ	মিতীদৃশঃ



# পঞ্চদশী

## বিষয়বিশ্লেষণ সূচী।

### প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক

বিষয়	(বন্ধনীব মধ্য শ্লোকের সংখ্যা)	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
গ্রন্থকারের মজলাচরণ	...	(১)	১
গ্রন্থারম্ভ প্রতিজ্ঞা	...	(২)	২
যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন		(৩-৪২)	৩-৩১

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রেয় নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সম্বন্ধে

(এক ও) অভিন্ন, শব্দাদিবিষয় (বহু ও) ভিন্ন — (৩-৭) ৩-৭

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু বিষয়াদি হইতে পৃথক্ সম্বন্ধে অভিন্ন (৩)। (খ) জাগ্রদবস্থার ও স্বপ্নাবস্থার পাথক্য। সম্বন্ধে উভয় অবস্থাতেই একরূপ (৪)। (গ) সুষুপ্তি-অবস্থায় জ্ঞানের বিद्यমানতা (৫)। (ঘ) সেই জ্ঞান (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, অপর দুই অবস্থাব জ্ঞান হইতে অভিন্ন (৬)। (ঙ) সেই প্রকারে, একদিনের অবস্থাত্রেয়ের সম্বন্ধেব চ্যাব, সাবাজীবনের এবং অতীতানাগত যুগকল্পের সম্বন্ধ এক, নিত্য এবং স্বয়ংপ্রকাশ (৭)।

২। সেই সম্বন্ধেই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ ... (৮-১৪) ৭-১৩

(ক) পরমপ্রেমের অস্পন্দ বলিয়া সেই সম্বন্ধরূপ আত্মা পরমানন্দস্বরূপ (৮-৯)। (খ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই (১০)। (গ) আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তদ্ব্যয়ে শব্দা ও সমাধান (১১-১২)। (ঘ) যে প্রতিবন্ধকহেতু আত্মাব পরমানন্দকপতার ভান হয় না, তাহার স্বরূপ (১৩)। (ঙ) দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্তক্রমে উক্ত প্রতিবন্ধকের কাবণপ্রদর্শন (১৪)।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ ... (১৫-১৭) ১৩-১৪

(ক) প্রকৃতির স্বরূপ ও ভেদ (১৫)। (খ) মায়া ও অবিচার ভেদ, ঈশ্বরের স্বরূপ (১৬)। (গ) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ 'প্রাক্ত'-স্বরূপ নিরূপণ (১৭)।

৪। অপঙ্কীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি ... (১৮-২২) ১৫-১৭

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি (১৮)। (খ) পঞ্চভূতের পঞ্চসাত্ত্বিকাংশ হইতে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (১৯)। (গ) পঞ্চভূতের সাধারণ সাত্ত্বিকাংশ হইতে মন ও বুদ্ধি—এই দ্বিবিধ অন্তঃকরণের উৎপত্তি (২০)। (ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চরাজসিকাংশ হইতে পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি (২১)। (ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ রাজসিকাংশ হইতে পঞ্চপ্রাণের উৎপত্তি (২২)।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ ... (২৩-২৫) ১৭-১৯

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন (২৩)। (খ) তৈজস ও হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ (২৪)। (গ) সমস্ত তৈজসের সহিত অভেদজ্ঞানহেতু হিরণ্যগর্ভ সমষ্টি, তদভাবে তৈজস ব্যাপ্তি (২৫)।

- বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক
- ৬। পক্ষীকরণ-নিরূপণ ... ( ২৬-৩০ ) ১৯-২৩
- ( ক ) পক্ষীকরণের প্রয়োজন -জীবের ভোগ ( ২৬ )। ( খ ) পক্ষীকরণের প্রকার ( ২৭ )। ( গ ) ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তি; বৈজ্ঞানিকের স্বরূপ ( ২৮ )। ( ঘ ) বিশ্বের স্বরূপ ও সংসারভোগ ( ২৯-৩০ )।
- ৭। 'বিশ্ব'-জীবগণের সংসার-নিবৃত্তির উপায় ... ( ৩১-৩২ ) ২৩
- ( ক ) আবর্তপতিত কীটের দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির উপায় ( ৩১ )। ( খ ) সিদ্ধান্ত 'বিশ্ব'-জীবের প্রতি দৃষ্টান্তেব যোজনা-ক্রমে পঞ্চকোশবিশেষের উপদেশ ( ৩২ )।
- ৮। পঞ্চকোশনিরূপণ ... ( ৩৩-৩৬ ) ২৩-২৬
- ( ক ) পঞ্চকোশের নামকরণের হেতুপ্রদর্শন ( ৩৩ )। ( খ ) অন্নময় ও প্রাণময় কোশের স্বরূপ ( ৩৪ )। ( গ ) মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ( ৩৫ )। ( ঘ ) আনন্দময়কোশের স্বরূপ ; উহাদিগকে আত্মাবকাশ বলিবার কারণ ( ৩৬ )।
- ৯। অঘরব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন ( ৩৭-৪২ ) ২৬-৩১
- ( ক ) অঘর ও ব্যতিরেকযুক্তির ফল ( ৩৭ )। ( খ ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার অঘর ও স্থূলদেহের ব্যতিরেক ( ৩৮ )। ( গ ) সুষুপ্তাবস্থায় আত্মার অঘর ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক ( ৩৯ )। ( ঘ ) লিঙ্গদেহের বিচারে অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা ও তাহার সমাধান ( ৪০ )। ( ঙ ) সমাধি অবস্থায় আত্মার অঘর ও কারণদেহের ব্যতিরেক ( ৪১ )। ( চ ) পঞ্চকোশ ইহাতে পৃথকরূপে আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি ( ৪২ )।
- মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন ( ৪৩-৬৫ ) ৩১-৫০
- ১। 'তত্ত্বমসি' বাক্যের অর্থ ... ( ৪৩-৫১ ) ৩১-৩৯
- ( ক ) এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতিপাদিত বস্তু ও উত্তর প্রবন্ধের তাৎপৰ্য্য ( ৪৩ )। ( খ ) 'তৎ'-পদের বাচ্যার্থ ( ৪৪ )। ( গ ) 'ত্বম্'-পদের বাচ্যার্থ ( ৪৫ )। ( ঘ ) লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থজ্ঞান ( ৪৬ )। ( ঙ ) ভাগত্যাগ লক্ষণাব দৃষ্টান্ত ( ৪৭ )। ( চ ) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত ( ৪৮ )। ( ছ ) মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থে পূর্ববাদিকঙ্ক দোষারোপ ( ৪৯ )। ( জ ) সিদ্ধান্তীয় শব্দে শাষ্টিচরণ বা অসঙ্গত্ব ( ৫০ )। ( ঝ ) সিদ্ধান্তীয় সঙ্গত্ব ( ৫১ )।
- ২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান, সমর্থন ও
- শ্রবণ, মনন ও নির্দিধাসনের লক্ষণ ... ( ৫২-৫৪ ) ৩৯-৪৩
- ( ক ) শ্রবণ ও মননের লক্ষণ ( ৫৩ )। ( খ ) নির্দিধাসনের লক্ষণ ( ৫৪ )।
- ৩। নির্বিকল্পসমাধিনিরূপণ ... ( ৫৫-৬১ ) ৪৩-৪৮
- ( ক ) সমাধির স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ও গীতাপ্রমাণ ( ৫৫-৫৮ )। ( খ ) সমাধির অবান্তর ফল—ধর্মমেষ ( ৫৯-৬০ )। ( গ ) সমাধির পবন প্রয়োজন ( ৬১ )।
- ৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ ... ( ৬২-৬৫ ) ৪৮-৫০
- ( ক ) মহাবাক্য ইহাতে অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি ( ৬২ )। ( খ ) পরোক্ষ জ্ঞানের ফল ( ৬৩ )। ( গ ) অপরোক্ষ জ্ঞানের ফল ( ৬৪ )। ( ঘ ) এই তত্ত্ববিশেষ প্রকরণের আলোচনার ফল ( ৬৫ )।



## দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিবেক ।

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা  
পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা . . . . . ( ১ ) ৫১

অপর্যায়িত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্যের বিবরণ . . . . . ( ২-১৭ ) ৫২-৬২

১। আকাশাদির গুণবর্ণন . . . . . ( ২-৬ প্রথমার্দ্ধ ) ৫১-৫৪

( ক ) পঞ্চভূতের গুণসমূহের নাম ও ভূতাত্ত্বিক কার্যাদি ( ২ )। ( খ ) পঞ্চভূতের গুণ-  
সমূহের বিভাগ ( ৩-৬ প্রথমার্দ্ধ )

২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন . . . . . ( ৬ শেষার্দ্ধ—৯ ) ৫৪-৫৬

( ক ) পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম ( ৬ শেষার্দ্ধ )। ( খ ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, ব্যাপাব, অস্তিত্ব ও স্বভাব ( ৭ )। ( গ ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ আভ্যন্তর বিষয়ে প্রাহিক ( ৮-৯ )।

৩। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন . . . . . ( ১০-১১ ) ৫৬-৫৭

( ক ) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের ব্যাপাব ( ১০ )। ( খ ) কর্মেন্দ্রিয়গণের নাম, অস্তিত্ব প্রমাণ ও স্থান ( ১১ )।

৪। মনের বর্ণন . . . . . ( ১২-১৬ ) ৫৭-৬০

( ক ) মনের কাণ্ড, স্থান ও অন্তরীন্দ্রিয়রূপতা ( ১২ )। ( খ ) মন, দর্শ ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ ও  
স্বভাব গুণত্রয়যুক্ত ( ১৩ )। ( গ ) গুণভেদবশতঃই মনের বিবিধ রূপে বিকাবপ্রাপ্তি  
( ১৪-১৫ প্রথমার্দ্ধ )। ( ঘ ) গুণবিকাবসমূহের ফলের বর্ণন এবং অতীতকবাদের নিয়ামক  
চিদাভাসের বর্ণন ( ১৫ শেষার্দ্ধ—১৬ )।

৫। জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য, এইরূপে নিশ্চয় ( ১৭ ) ৬০-৬২

“হে সৌম্য ! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ ( কারণস্বরূপ ) ছিল”

এই শ্রুতিদ্বারা ‘সৎ অদ্বিতীয়ের’ প্রতিপাদন . . . . . ( ১৮-৪৬ ) ৬২-৮২

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ . . . . . ( ১৮-২৬ প্রথমার্দ্ধ ) ৬২-৭০

( ক ) তদন্তর্গত ‘ইদম্’ বা ‘এই’ শব্দের অর্থ ( ১৮ )। ( খ ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের  
অর্থতঃ পাঠ ( ১৯ )। ( গ ) ব্যবহারে স্বগতাদি তিনপ্রকার ভেদের নির্ণয় ( ২০ )। ( ঘ ) শ্রুতান্ত  
পদব্যয়ের দ্বারা সদ্বস্ততে সম্ভাবিত উক্ত ভেদত্রয়ের নিষেধ ( ২১ )। ( ঙ ) সদ্বস্ততে স্বগতভেদের  
খণ্ডন ( ২২-২৩ )। ( চ ) সদ্বস্ততে সজাতীয়ভেদের খণ্ডন ( ২৪ )। ( ছ ) সদ্বস্ততে বিজাতীয়  
ভেদের খণ্ডন ( ২৫ )। ( জ ) নির্ণীত সিদ্ধান্ত কথন ( ২৬ প্রথমার্দ্ধ )।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্বপক্ষ ও তাহার খণ্ডন ( ২৬ শেষার্দ্ধ—৪৬ ) ৬৯-৮২

( ক ) শূন্যবাদের পূর্বপক্ষের বিস্তার ২৬ শেষার্দ্ধ। ( খ ) শূন্যবাদীর ব্যাকুলতাব দৃষ্টান্ত ও  
প্রমাণ ( ২৭-৩১ )। ( গ ) বিকল্প করিয়া শূন্যবাদে দোষপ্রদর্শন ( ৩২-৩৪ )। ( ঘ ) ‘সৎ-ভ  
ছিল’—এই শ্রুত্যাৎ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ( ৩৫-৩৯ )। ( ঙ ) বাস্তব বৈত নাই—তদ্ব্যয়ে  
শ্রুতিপ্রমাণ ( ৪০ )। ( চ ) আকাশের অসঙ্গততা বিষয়ে শঙ্কাসমাধান ( ৪১-৪৩ )। ( ছ ) সদ্বস্তব  
দর্শন আকাশদর্শনের তায় অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার সমাধান ( ৪৪ )। ( জ ) সদ্বস্তব অস্তিত্বে শঙ্কা ও  
সমাধান ( ৪৫-৪৬ )।

মায়াশক্তির বর্ণন . . . . . ( ৪৭-৫৮ ) ৮২-৯৩

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়া থাকিতেও দ্বৈতাত্ত্ব ( ৪৭-৫৩ ) ৮২-৮৯

( ক ) মায়ার লক্ষণ ( ৪৭-৪৯ )। ( খ ) মায়ার অনির্কটনীয়তা স্বত্বকে শ্রুতিপ্রমাণ ( ৫০ )।



(ক) ক্ষতি হইতে সদস্যকে পৃথক করিবার ফল (২৫)। (খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তু-

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
সমূহের বর্ণন ( ৯৬-৯৭ )। ( গ ) সর্বস্ব হইতে ব্রহ্মাণ্ডাদিব পৃথক্করণের ফল ; ব্রহ্মাণ্ডাদিব  
প্রতীতির সহিত অবিবোধ ( ৯৮ )। ( ঘ ) ক্ষিতি প্রভৃতি অসৎ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারে লোপ  
হয় না ( ৯৯ )। ( ঙ ) ব্যবহারিক জগতে ভেদস্বীকার ( ১০০ )। ( চ ) বাস্তব-ভেদের অনাদরে  
ক্ষতি নাই ( ১০১ )।

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্বারণ ... ( ১০২-১০৯ ) ১১৫-১২০

( ক ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন ( ১০২ )। ( খ ) দ্বৈতের অনাদরের প্রয়োজন-বিষয়ে  
প্রমাণ ( ১০৩ )। ( গ ) জ্ঞানীর 'অনুভব' শব্দের দুইটি অর্থ ( ১০৪-১০৫ )। ( ঘ ) জ্ঞানীর  
নাস্তি সম্ভাবনা নাই ( ১০৬ )। ( ঙ ) মরণকালেও জ্ঞানীর ব্রহ্মবিজ্ঞা বিনষ্ট হয় না ( ১০৭-১০৮ )।  
( চ ) পঞ্চভূতবিরেকের ফল—মুক্তির সিদ্ধি ( ১০৯ )।

—o—

### তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিরেক।

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্করণ ( ১-১০ প্রথমার্ধ ) ১২১-১২৮

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ ... ( ১ ) ১২২-১২৩

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনাস্থতা ( ৩-১০ প্রথমার্ধ ) ১২৩-১২৮

( ক ) অন্নময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাস্থতা ( ৩-৪ )। ( খ ) প্রাণময়কোশের স্বরূপ  
ও তাহার অনাস্থতা ( ৫ )। ( গ ) মনোময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাস্থতা ( ৬ )। ( ঘ ) বিজ্ঞান-  
ময়কোশের স্বরূপ ও তাহার অনাস্থতা ( ৭ )। ( ঙ ) মনোময় কোশ ও বিজ্ঞানময় কোশের প্রভেদ ( ৮ )।  
( চ ) আনন্দময় কোশের স্বরূপ ( ৯ )। ( ছ ) আনন্দময়কোশের অনাস্থতা ( ১০ প্রথমার্ধ )।

আত্মার স্বরূপ ( ১০ শেষার্ধ-৩৬ ) ১২৮-১৪৯

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ ... ( ১০ শেষার্ধ ) ১১৮-১২৯

২। আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ... ( ১১-২২ প্রথমার্ধ ) ১২৯-১৩৭

( ক ) বাদীর শঙ্কা—আত্মাবলিখ্য বস্তু নাই ( ১১ )। ( খ ) পূর্বেকৃত আশঙ্ক্যের সমাধান ( ১২ )।  
( গ ) আত্মা জ্ঞানের 'বিষয়' নহে, কেননা, আত্মা জ্ঞানস্বরূপ ( ১৩ )। ( ঘ ) আত্মা যে জ্ঞানের  
বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ১৪ )। ( ঙ ) ফলিতার্থ আত্মা জ্ঞানের বিষয় না হইলেও  
জ্ঞানরূপ ( ১৫ )। ( চ ) ১৪-১৫ শ্লোকে বর্ণিত অর্থে ক্ষতিপ্রমাণ ( ১৬-১৮ )। ( ছ ) অনুভবস্বরূপ  
আত্মার অনুভবের অভাবাশঙ্কা ও তাহার সমাধান ( ১৯-২০ )। ( জ ) ব্রহ্মের জ্ঞান বৃত্তিকর ( ২১ )।  
( ঝ ) ব্রহ্মজ্ঞানে পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা ( ২২ প্রথমার্ধ )।

৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ ( ২২ শেষার্ধ-২৮ ) ১৩৭-১৪২

( ক ) সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না ( ২২ শেষার্ধ )। ( খ ) আত্মার  
শূন্যতা অসম্ভাব্য ( ২৩-২৫ )। ( গ ) আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?—উত্তর ( ২৬-২৭ )। ( ঘ )  
আত্মা স্বপ্রকাশ,—শূন্য নহেন ( ২৮ প্রথমার্ধ )। ( ঙ ) আত্মায়—'সত্য-জ্ঞান-অনন্ত' এই ব্রহ্মলক্ষণ-  
যোজনা ( ২৮ শেষার্ধ )।

৪। আত্মা সত্যস্বরূপ ... ( ২৯-৩৪ ) ১৪২-১৪৬

( ক ) সত্যত্বের লক্ষণ ( ২৯ প্রথমার্ধ )। ( খ ) সাক্ষীর বাদবাহিত্য ( ২৯ শেষার্ধ-৩২ )  
( গ ) বাদের যোগ্য ও বাদের অযোগ্য ( ৩৩ )। ( ঘ ) আত্মার জ্ঞানরূপতাব পুনরুল্লেখ করিয়া  
আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ 'সত্যতা'র সিদ্ধি ( ৩৪ )।

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

৫। আত্মা অনন্তরূপ ... ( ৩৫-৩৬ ) ১৪৭-১৪৯

( ক ) প্রথমে শ্রুতিপ্রমাণ দ্বারা ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততার সিদ্ধি ( ৩৫ )। ( খ ) আত্মস্বরূপ ব্রহ্মে ত্রিবিধ অনন্ততা যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ ( ৩৬ )।

জীবব্রহ্মের অভেদতা ... ( ৩৭-৪৩ ) ১৪৯-১৫৩

১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব ( ৩৭-৪১ ) ১৪৯-১৫২

( ক ) ব্রহ্মের অনন্ততা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ; ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বরভাব করিত ( ৩৭ )। ( খ ) শক্তির নিরূপণ ( ৩৮-৪০ প্রথমাদ্ধ )। ( গ ) ব্রহ্ম মায়ারূপ উপাধিদ্বারা ঈশ্বরভাবপ্রাপ্ত ( ৪০ শেষাদ্ধ )। ( ঘ ) পক্ষক্ষেপক উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ( ৪১ প্রথমাদ্ধ )। ( ঙ ) একই ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব দৃষ্টান্তদ্বারা সম্ভব ( ৪১ শেষাদ্ধ )।

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবহ ও বাস্তব ঈশ্বরহ নাই ... ( ৪২-৪৩ ) ১৫২-১৫৩

( ক ) ব্রহ্মে উপাধি বিনা ঈশ্বরভাব বা জীবভাব কিছুই নাই ( ৪২ )। ( খ ) ৪২ শ্লোকে বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের ফল ( ৪৩ )।

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিরোধক ।

ঈশ্বর ও জীবরচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা ( ১-৪২ ) ১৫৩-১৭৭

১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত ... ( ২-১৩ ) ১৫৫-১৬২

( ক ) ঈশ্বর জগতের স্রষ্টা তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ ( ২-৯ )। ( খ ) জীবরূপ দ্বিধা ব্রহ্মের সেই দ্বৈতমধ্যে প্রবেশ ( ১০ )। ( গ ) জীবের স্বরূপ ( ১১ )। ( ঘ ) মায়াবশতঃ জীবের অজ্ঞতা, ছাঃখিতাদিক্রম মোহ ( ১২ )। ( ঙ ) মোহ হইতেই জীবের অনাস্থবতারূপ দ্বীনতা ( ১৩ )।

২। জীবরচিত দ্বৈত ... ( ১৪-১৭ ) ১৬১-১৬৪

( ক ) সম্ভ্রান্ত জীবদ্বৈতবিষয়ে বৃহদাবলম্বক শ্রুতি প্রমাণ ( ১৪ )। ( খ ) অধিকাংশভেদে সম্ভ্রান্তের উপযোগিতা ( ১৫ )। ( গ ) সম্ভ্রান্তের নাম ( ১৬ )। ( ঘ ) সম্ভ্রান্তের ভোগ্যত্বাকাংক্ষা জীবরূপ ( ১৭ )।

৩। উক্ত সম্ভ্রান্তরূপ জগতের স্রষ্টৃ হু লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই

উভয়ের সম্বন্ধ ... ( ১৮-৩১ ) ১৬৪-১৭১

( ক ) একই জগতের, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সহিত সম্বন্ধবিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ১৮ )। ( খ ) জীবের ও ঈশ্বরের জগৎসৃজন সাধন ( ১৯ )। ( গ ) ঈশ্বর রচিত এক আকারে, জীব-রচিত অনেকাকার ( ২০-২৩ )। ( ঘ ) উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়োক্ত বিষয়ে শঙ্কা ( ২৪ )। ( ঙ ) ২৪ শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান ( ২৫ )। ( চ ) প্রমার বিষয় যে বাহ্যবস্তু তাহাব মনোমততা বিষয়ে শঙ্কা ( ২৬ )। ( ছ ) প্রমারূপে বাহ্যবস্তু অস্তিত্বস্বীকার ও তাহাব মনোমততাব প্রমাণ ( ২৭ )। ( জ ) প্রমার বিষয় যে মনোময় তদ্বিষয়ে ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্যের বচনই প্রমাণ ( ২৮-২৯ )। ( ঝ ) উক্ত বিষয়ে বাস্তবিকতার বচন প্রমাণ ( ৩০ )। ( ঞ ) বিষয়ের দুই রূপ ও দুই গ্রাহক ( ৩১ )।

৪। জীব-রচিত দ্বৈতই সূখ-দুঃখরূপ ব্রহ্মের হেতু ( ৩২-৪২ ) ১৭১-১৭৭

( ক ) জীব-রচিত দ্বৈতের ব্রহ্মহেতুতা বিষয়ে অম্বয়ব্যতিরোধক ( ৩২-৩৩ )। ( খ ) ৩২-৩৩ শ্লোকদ্বয়ে উল্লিখিত অম্বয়ব্যতিরোধকের উদাহরণ ( ৩৪ )। ( গ ) ফলিত অর্থ ( ৩৫ শেষাদ্ধ )। ( ঘ ) মনোময় বস্তু ব্রহ্মহেতুত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ( ৩৬ )। ( ঙ ) বাহ্যপ্রপঞ্চের ব্যর্থতা স্বীকার ( ৩৭ )। ( চ ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই বন্ধনিবৃত্তি—এ কথায় বিরোধশঙ্কা ( ৩৮ )। ( ছ ) উক্ত

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
শঙ্কর সমাধান ( ৩৯ )। ( জ ) বাহ্যদৈতের বিনাশসম্পাদন বিনাও মিথ্যাঅনিশ্চয়মাত্রদ্বারা বন্ধজ্ঞান-  
সিদ্ধি হয় ( ৪০-৪১ )। ( ঝ ) ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের অবাধক, বরং সাধক বলিয়া দ্বৈতের-  
অপাত্র ( ৪২ )।

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্বক ত্যাজ্যতা ... ( ৪৩-৭০ ) ১৭৮-১৯৫

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্বক গ্রহণ ও ত্যাগ ( ৪৩-৪৮ ) ১৭৮-১৮১

( ক ) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম ( ৪৩ )। ( খ ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেব এবং শাস্ত্রীয় দ্বৈত  
জ্ঞানোদয়ের পর্যায়ে উপাদেব ( ৪৩ )। ( গ ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ( ৪৪ )। ( ঘ ) জ্ঞানোদয়েব পর  
শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য ( ৪৪ )। ( ঙ ) জ্ঞানোদয়েব পর শাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাজ্যতা বিষয়ে  
শ্রুতিপ্রমাণ ( ৪৫-৪৮ )।

২। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের

প্রয়োজন ... ( ৪৯-৫৩ ) ১৮১-১৮৩

( ক ) তীব্র ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই প্রকার ( ৪৯ )। ( খ ) উভয় প্রকার মানসদ্বৈত  
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে জ্ঞানোদয় জন্ম পরিত্যাজ্য ( ৫০ )। ( গ ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়েব পবেও জীবশ্রুতির  
জন্ম অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য ( ৫১ )। ( ঘ ) জীবশ্রুতির প্রাপ্তিবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ( ৫২ )।  
( ঙ ) কামাদির ত্যাগযোগ্যতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ( ৫৩ )।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই অনর্থের হেতু

বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য ... ( ৫৪-৫৮ ) ১৮৩-১৮৯

( ক ) কামাদির ত্যাগ ন হইলে জ্ঞানীয় যথোচ্ছাচরণের সম্ভাবনা ( ৫৪ )। ( খ ) যথোচ্ছা-  
চরণে অনিষ্টতা ও তাহাব প্রমাণ ( ৫৫-৫৬ )। ( গ ) বুদ্ধির কামাদি সকলপ্রকার দোষেবই বর্জন  
বিবেক ( ৫৭ )। ( ঘ ) কামাদির ত্যাগের উপায় ( ৫৮ )।

৪। জীবকৃত মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, আর সেই

পরিত্যাগের উপায় ... ( ৫৯-৭০ ) ১৮৯-১৯৫

( ক ) মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের পরিত্যাগ বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান ( ৫৯ )। ( খ ) মনোবাজ্য  
পরম্পরাক্রমে অনর্থের হেতু, তদ্বিষয়ে গীতাবচন প্রমাণ ( ৬০-৬১ )। ( গ ) মনোরাজ্যের নিবৃত্তির  
উপায় দ্বিবিধ। ( ৬২-৬৩ )। ( ঘ ) মনোরাজ্যের জয়েব ফল—চিন্তের উদাসীনতা ( ৬৪ )। ( ঙ ) উক্ত  
অর্থের বশিষ্টবচনদ্বয় প্রমাণরূপে উক্ত ( ৬৫-৬৬ )। ( চ ) বৃত্তিহীন চিন্তে অকস্মাৎ উপস্থিত বিক্ষেপেব  
নিবৃত্তির উপায় ( ৬৭ )। ( ছ ) অবিকল্পচিত্ত পুরুষ বন্ধরূপ ( ৬৮ )। ( জ ) উক্ত বিষয়ে বশিষ্ট  
বামাষণ-বচন প্রমাণ ( ৬৯ )। ( ঝ ) ফলকথন সহিত দ্বৈতবিরুদ্ধের সমাপ্তি ( ৭০ )।

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিরেক।

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐশ্বরেয়োপনিষদগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”

এই মহাবাক্যের অর্থ ... ( ১-২ ) ১৯৬-১৯৮

১। “প্রজ্ঞানম্” পদের অর্থ ... ( ১ ) ১৯৬-১৯৭

২। “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং উভয়ের একতাক্রম্য বাক্যার্থ ( ২ ) ১৯৭-১৯৮

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মাস্মি”

এই মহাবাক্যের অর্থ ... ( ৩-৪ ) ১৯৯-২০১

বিষয়	( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
১। 'অহম্' পদের অর্থ ... ..	( ৩ )	১৯৯-২০০	
২। 'ব্রহ্ম' পদের অর্থ এবং 'অস্মি' পদের অর্থের দ্বারা 'অহম্' ও 'ব্রহ্ম' উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ ... ..	( ৪ )	২০০-২০১	
সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদগত "তত্ত্বমসি" এই মহাবাক্যের অর্থ ( ৫-৬ )	২০১-২০২		
১। 'তৎ'পদের অর্থ ... ..	( ৫ )	২০১	
২। 'হম্'পদের অর্থ ; 'অসি'পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ ... ..	( ৬ )	২০১-২০২	
অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত "অয়মাত্মা ব্রহ্ম" এই মহাবাক্যের অর্থ ( ৭-৮ )	২০২-২০৪		
১। 'অয়ম্' ও 'আত্মা' এই পদদ্বয়ের অর্থ ... ..	( ৭ )	২০২-২০৪	
২। 'ব্রহ্ম'পদের অর্থ এবং একতারূপ বাক্যার্থ ... ..	( ৮ )	২০৪	
পরিশিষ্ট ( ক ) দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম ... ..		২০৫	
পরিশিষ্ট ( খ ) মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থ নির্ণয় .. ..		২০৭	
পরিশিষ্ট ( গ ) শ্বেতকেতুবিজ্ঞাপ্রকাশ ( ছান্দোগ্য উ, ৬ অ )		২১১	

# পঞ্চদশী

(বিবেকপঞ্চক - 'তৎ'পদার্থশোধান)।

প্রথম অধ্যায়—তত্ত্ববিবেক।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

## টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমঃ শ্রীভাবতীতীর্থবিজ্ঞাবণ্যমুনীশ্বরৌ।

প্রত্যাক্তত্ত্ববিবেকস্ত ক্রিয়তে পদদীপিকা ॥

সন্মাদিগণেব আচাৰ্য্য শ্রীভাবতীতীর্থ ও শ্রীবিজ্ঞাবণ্য - উভয়েকেই প্রণাম কবিয়া, প্রত্যাক্ত-তত্ত্ববিবেক (নামক পঞ্চদশীর প্রথম-) প্রকবণেব পদদীপিকানাম্নী টীকা, আমি (বামরক্ষ) কচনা কবিতেছি।

## গ্রন্থকারের মঙ্গলাচরণ

গ্রন্থকর্ত্তা মুনীশ্বর শ্রীবিজ্ঞাবণ্য, যে পঞ্চদশী গ্রন্থেব বচনা আবন্ত কবিত্তে ইচ্ছা কবিয়াছেন, সেই গ্রন্থ বাহাতে নির্ঝিয়ে পরিসমাপ্ত হয় এবং জিজ্ঞাসুসমাজে প্রচলিত কবিত্তে পারে, এই উভয় পবোজনে, শিষ্টগণেব আচরণ ইহতে প্রাপ্ত, ইষ্টদেবতা গুণবননধাবরূপ মঙ্গলেব আচরণ, স্বয়ং অলুঠান কবিয়া, শিষ্যগণের প্রতি সেইরূপ অলুঠান উপদেশ কবিবাব জগ্গ, শ্লোকে তাহাব বর্ণনা কবিত্তেছেন এবং এই শ্লোকেব অর্থবাণ। এই বেদান্ত-প্রকরণ-গ্রন্থেব বিবরণ ও প্রয়োজন স্থচনা কবিত্তেছেন।

নমঃ শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাশুজ্ঞানে।

সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে ॥১

অর্থ—সবিলাসমহামোহগ্রাহগ্রাসৈককৰ্ম্মণে শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাশুজ্ঞানে নমঃ।

অনুবাদ—শ্রীশঙ্করানন্দগুরুদেবের চরণযুগলরূপ কমলে আমার প্রণতি হউক ; কারণ, সেই চরণকমল, মূলজ্ঞানরূপ হিংস্র জলজন্তুর এবং তাহার সহিত সেই মূলজ্ঞানের কার্য্যের—সমষ্টি-ব্যষ্টি-স্থূল-সূক্ষ্ম প্রপঞ্চসমূহের, একমাত্র বিনাশক।

টীকা—“শ্রীশঙ্করানন্দগুরুপাদাশুজ্ঞানে”—‘শম্’ শব্দের অর্থ স্থখ, তাহাই যিনি করেন, তিনি ‘শঙ্কর’—সকল জগতের আনন্দকর পরমাত্মা। [ এষ হোবানন্দায়তি ইতি -তৈত্তি, উ ২।৭।২ ] ‘যেহেতু এই পরমাত্মা সমস্ত সংসারকে স্বধৰ্ম্মাধ্বরূপ আনন্দ প্রদান করেন’ এই ক্রটিবচন ইহতে এবং সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া, পরমানন্দস্বরূপ প্রত্যাক্ত-আত্মাই (জীবাত্মাই), ‘আনন্দ’ শব্দের অর্থ পাওয়া যায়। আর যিনিই শঙ্কর, তিনিই আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মই প্রত্যগাত্মা। এইরূপে প্রত্যাক্ত-আত্মা ইহতে অভিন্ন পরমাত্মাই “শঙ্করানন্দ” পদের অর্থ। সেই প্রত্যগাত্মা ইহতে অভিন্ন ব্রহ্মই গুরু। যেহেতু আগমবচন (সময়বলে অর্থাৎ প্রাচীন বলিয়া সম্যকরূপে পবোক্ষাত্বভবের সাধক বচন) রহিয়াছে—

“পরিপক্কমলাং যে তাম্বুৎসাদনহেতুশক্তিপাতেন । যোজয়তি পরে তত্ত্বৈ স দীক্ষণাচার্যমূর্তিস্থঃ” ॥  
 ‘যাঁহাদের দেহ, আসক্তি প্রভৃতি চিত্তমন বিদগ্ধ হইয়াছে, সেই সকল অধিকাৰকে, অজ্ঞানাদি  
 প্রতিবন্ধকনাশের উপায়স্বরূপ শক্তিপাত করিয়া, যিনি প্রত্যক্-অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মার স্বরূপভূত  
 পরমাত্মার উপলব্ধিতে নিয়োজিত করেন, সেই প্রত্যক্-অভিন্ন পরমাত্মাই দীক্ষার নিমিত্ত আচার্য  
 মূর্তিতে অবস্থিত।’ সেই শ্রীমান্ শঙ্করানন্দগুরু—‘শ্রীশঙ্করানন্দগুরু’। গুরুবান্ দ্বিপকে বা হস্তাকে  
 বেক্ষপ গুরুদ্বিপ বলা হয়, এ স্থলেও সেইরূপ মন্যপদলোপী কস্মৎকারয় সমাস হইয়াছে। ‘শ্রী’শব্দ দ্বাৰা  
 গুরু যে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন তাহাই সূচিত হইল। অথবা ‘শ্রী’ দ্বারা যিনি ‘শম্’ স্ত্ব (বিধান)  
 কবেন, তিনি “শ্রীশঙ্কর”, এইরূপেও সমাস হইতে পারে; কেননা শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[বাস্তির্দাতুঃ  
 পবাবণন্ বৃহদা, উ অৱা২৮] (বাস্তিঃ, পাত্তেঃ-যষ্ঠার্থে প্রথমা, ধনস্ত ইত্যর্থঃ, ধনস্ত দাতুঃ  
 কস্মৎকৃতে বজ্রমানস্ত পবাবণন্ পবাগতিঃ কস্মৎকলস্ত প্রদাতুহ্মা২) ধনদাতা কস্মান্ পরমাত্মভূত একই  
 (ফললাভে মূণকারণ, কেননা তিনিই কস্মৎকলপ্রদাতা)। ইহাব দ্বাৰা শ্রীশঙ্কর যে ভক্তের ইষ্ট-  
 সাধনে সমর্থ, তাহাই সূচিত হইল। সেই গুরুব ‘পাদ’বাক্যে যে ‘অম্বুজম্’ বা কমন, তাহাব প্রতি  
 আমার ‘নমঃ’ প্রণতি বা নমস্কাব হউক। সেই চরণকমল কি প্রকাব? এহঁ হেতু বলিতেছেনঃ—  
 “সবিনাসমহামোহগ্রাহগ্রাসিককস্মণে” ‘বিনাস’—সমষ্টি-বাস্তি, ধূল-হস্ত প্রপঞ্চরূপ কায্যসমূহ, তাহার  
 সহিত যে ‘মহা’মোহ’ বা মনোজ্ঞান, তাহাই মকবাদিব ছায় আপনাব বর্ষাভূত প্রস্তুত অতিশয় দুঃখের  
 হেতু; সেই কাবণে তাহা ‘গ্রাহ’ বা মকব, তাহাব ‘গ্রাস’—গলাব-কবণ বা নিবৃত্তি, ‘এক’ মূখ্য,  
 ‘কস্ম’ ব্যাপাব, বাহাব—সেই চরণকমলকে নমস্কাব। ইহঁই অর্থ। এস্থলে ‘শঙ্করানন্দ’ এই কৃতসমাস  
 পদে যে শঙ্কর ও আনন্দ এই দুই পদের সামান্যবিকবণ্য বহিয়াছে অর্থাৎ ভিন্নার্থক উক্ত শব্দদ্বয়ের  
 একাধিবোধকতাশক্তি বহিয়াছে, তদ্বাৰা জীবব্রহ্মের একতাবক (গ্রহপ্রতিপাত্ত) ‘বিবব’ সূচিত হইল।  
 আব জীব ভূমরন্ধকূপ বণিয়া—দেশকণাদি দ্বাৰা অপবিক্ষ্ম স্বপ্নস্বরূপ বলিয়া, পবিপূর্ণ স্থপব  
 আবভাবকূপ ‘প্রবোজ্ঞন’ও সূচিত হইল। আব ‘সবিনাস’ ইত্যাদি শব্দ দ্বাৰা সম্পূর্ণ অনর্থক বা  
 কায্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তিকূপ ‘প্রবোজ্ঞন’, গ্রহকাব আপনাব বচন দ্বাৰাই বাক্ত করিয়াছেন। ১

### প্রাস্তারম্ভ প্রতিজ্ঞা

এক্ষণে গ্রন্থেব অবাস্তব প্রয়োজন বর্ণনপূর্বক গ্রন্থেব আবস্ত কবিবাব প্রতিজ্ঞা করিতেছেনঃ—

তৎপাদাস্মকৃহদম্বসেবানির্মলচেতসাম্ ।

সুখবোধায় তত্ত্বস্ত বিবেকোহয়ং বিধীয়তে ॥ ২

অম্বয়—তৎপাদাস্মকৃহদম্বসেবানির্মলচেতসাম্ সুখবোধাব অম্ব তত্ত্বস্ত বিবেকঃ বিদীয়তে ।

অনুবাদ—গুরু চরণকমলযুগল সেবা করিয়া যাঁহাদের চিত্ত নির্মল হইয়াছে,  
 তাঁহারা যাহাতে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারেন, এই হেতু এই তত্ত্ববিচার করা  
 যাইতেছে ।

টীকা—“তৎপাদাস্মকৃহদম্বসেবানির্মলচেতসাম্”—সেই গুরু চরণকমলযুগল, তাহার  
 স্তন্যমস্কাবদিকূপ পক্ষিধাদ্বাৰা, যাঁহাদের চিত্ত নির্মল অর্থাৎ আসক্তি-প্রভৃতি-রহিত হইয়াছে,

সেই অধিকাবিগণেব, “স্বথবোধায়”—যাহাতে অন্যায়সে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে, সেই জন্ম, “অয়ম্”—নিম্নবর্ণিতপ্রকার, “তত্ত্বস্ত বিবেকঃ”—তত্ত্বেব অর্থাৎ যাহাব স্বরূপ অকল্পিত, সেই মহা-বাক্যেব লক্ষ্যার্থে—প্রত্যক্-অভিন্ন ব্রহ্মেব—যাহা অগ্রে ( ৪৬ সংখ্যক শ্লোকে ) “অপুণ্ডরীকানন্দ”-রূপে বর্ণিত হইবে, তাহার, “বিবেকঃ”—কল্পিত পঞ্চকোশরূপ জগৎ হইতে বিচাৰ দ্বারা পৃথক্‌করণ, “বিদীয়তে” করা যাইতেছে। ইহাই শ্লোকেব অর্থ।২

### যুক্তিদ্ধারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে নিত্য ও স্বয়ংপ্রকাশ সন্ধিং ( এক ও ) অভিন্ন, শব্দাদি বিষয় ( বহু ও ) ভিন্ন।

জীবব্রহ্মেব একতাই এই গ্রন্থেব প্রতিপাদ্য বিষয়। তাহাই প্রমাণ করিবাব জন্ম জীব যে “সত্য-জ্ঞান-অনন্ত,” ইত্যাদিরূপ, তাহাই দেখাইবাব ইচ্ছা করিয়া, গ্রন্থকাব তৃতীয় শ্লোকদ্বারা প্রথম জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয়ে জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদন করিবা, সেই জ্ঞানেব নিত্যতা প্রমাণ করিতেছেন—“শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যাঃ” ইত্যাদি শব্দ দ্বারা। সেই তিন অবস্থাব মধ্যে স্পষ্ট-ব্যবহাববিশিষ্ট জাগ্রদবস্থায় জ্ঞান যে অভিন্ন, তাহাই সপ্রমাণ করিতেছেন : -

(ক) জাগ্রদবস্থায় শব্দাদি-  
বিষয়সমূহ পরস্পর ভিন্ন,  
কিন্তু বিষয়াদি হইতে  
পৃথক্‌ সন্ধিং অভিন্ন।

শব্দস্পর্শাদয়ো বেদ্যা বৈচিত্র্যাজ্জাগরে পৃথক্‌।

ততো বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যাম ভিষ্ঠতে॥ ৩

অয়ম্—জাগরে বেদ্যাঃ শব্দস্পর্শাদয়ঃ বৈচি ন্যাং পৃথক্‌। ততঃ বিভক্তা তৎসম্বিদৈকরূপ্যাং ন ভিষ্ঠতে।

অনুবাদ—জাগ্রদবস্থায় শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় বস্তুসকল পরস্পর ভিন্ন ; তাহা তৎসমুদয়ের বিচিত্রতা দ্বারাষ্ট প্রমাণিত হয় ; কিন্তু তত্ত্বদ্বিয়ক সন্ধিং বা জ্ঞানকে, বুদ্ধি দ্বারা সেই সেই বিষয় হইতে পৃথক্‌ করিয়া লইলে, দেখা যায়, তাহা জ্ঞানমাত্র অর্থাৎ একই প্রকারের জ্ঞান ; এই হেতু তাহাতে ভেদ নাই।

টীকা—“জাগরে বেদ্যাঃ”—‘পর্যাকরণ বাস্তবিক’ স্ববেশবাচ্য জাগ্রদবস্থাব লক্ষণ করিবাহে—“ইন্দ্রিয়ৈবার্থোপলব্ধিজীবিতম্”—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা শব্দাদি বিষয়েব প্রত্যাক্ষিক জাগ্রদবস্থাব বোধ। সেই প্রকার অবস্থায় সন্ধিত্তের বিষয়ীভূত অর্থাৎ জ্ঞেয়, “শব্দস্পর্শাদয়ঃ”—শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি বাচ্য আকাশাদি গুণ বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং সেই সকল গুণেব আধাব বলিয়া প্রসিদ্ধ আকাশাদি স্রব্য, “বৈচিত্র্যং”—গো, অশ্ব প্রভৃতিব ন্যায় বিলক্ষণধর্মবিশিষ্ট বলিয়া “পৃথক্‌”—পরস্পর ভিন্ন। “ততঃ বিভক্তা” আর সেই সেই বিষয় হইতে বুদ্ধি দ্বারা বিচার করিবা পৃথক্‌ করিলে, “তৎসম্বিদৈকরূপ্যাম ভিষ্ঠতে”—একই আকারে ভাসমান হয় বলিয়া, পরস্পর ভিন্ন নহে ; যেমন আকাশ ( ঘটাকাশ, মটাকাশ, কুপাকাশ ইত্যাদি স্থলে ) একই। এই স্থলে এই ‘অন্তমান’ আছে—বাবাদেব বিষয়



যে সন্ধিং—( পক্ষ ), তাহা স্বরূপতঃ ভেদরহিত—( সাধ্য ), যেহেতু উপাধির গ্রহণ বিনা ভেদের প্রতীতি হয় না—( হেতু ), যেমন আকাশ ( উদাহরণ )। এইরূপে শব্দের জ্ঞান স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু ( উভয়ই ) সন্ধিং বা জ্ঞানরূপ; যেমন স্পর্শসন্ধিং ( অর্থাৎ স্পর্শের জ্ঞান ), জ্ঞান বলিয়া ( অত্ ) স্পর্শের জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ। যেমন একই আকাশে, ঘট, মঠ প্রভৃতি উপাধিকৃত ভেদবশতঃ ঘটাকাশ, মঠাকাশ ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হয়, সেইরূপ একই জ্ঞানে শব্দ, স্পর্শ প্রভৃতি উপাধিবশতঃ শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, ইত্যাদিরূপে ভেদকথন সম্ভব হইলেও, বাস্তবভেদের কল্পনা করিলে গৌরবদোষজনিত \* বাধা ঘটে, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩

আবিষ্কৃত নিয়ম স্বপ্নে অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন :—

(খ) জাগ্রদবস্থায় ও স্বপ্না-  
বস্থায় পার্থক্য। সন্ধিং  
উভয় অবস্থাতেই একরূপ।

তথা স্বপ্নেহ ত বেত্তন্তু ন স্থিরং জাগরে স্থিরম্  
তদ্ভেদোহ তস্য যোঃ সন্ধিদেকরূপা ন ভিद्यতে ॥ ৪

অর্থ—তথা স্বপ্নে। অত্র বেত্তম্ ন স্থিরম্, জাগরে তু স্থিরম্, অতঃ তদ্ভেদঃ। তয়োঃ সন্ধিং একরূপা ন ভিद्यতে।

অনুবাদ—স্বপ্নেও সেই প্রকার। এই স্বপ্নে, পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ স্থির থাকে না, জাগ্রদবস্থায় কিন্তু তাহাবা স্থির থাকে। এই কারণে তত্ত্বভয়ের মধ্যে প্রভেদ। কিন্তু তত্ত্বভয়ে সন্ধিং একইরূপ, তাহা ভিন্ন নহে।

টাকা—“তথা স্বপ্নে”—যেমন জাগ্রদবস্থায় বিষয়সমূহের বিচিত্রতাবশতঃ পদস্পর্শভেদ, এবং সন্ধিং একইরূপে থাকে বলিয়া তাহাবা অভেদ দৃষ্ট হয়, “তথা” ঠিক সেই প্রকারদেই, “স্বপ্নে”—‘পক্ষীকবণ বার্তিক’ সুরেরখরাচাণ্য স্বপ্নাবস্থায় যে লক্ষণ করিয়াছেন—‘কবণেষু পসংস্কৃত্য জাগরিতসংস্কারজঃ প্রত্যয়ঃ সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ’—শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় ( নিদ্রাভিভূত হইয়া ) বাহ্যবস্তুর অভিমুখে গমনে বিরত হইলে, জাগ্রৎকালীন সংস্কারজনিত ( বাসনাময় ) শব্দাদি বিষয় ও তাহাদের প্রতীতিকে স্বপ্নাবস্থা বলে; সেই স্বপ্নাবস্থাতেও বিষয়সমূহ ভিন্ন, কিন্তু সন্ধিং ভিন্ন নহে।

( শঙ্ক ) ভাল, যদি উভয় স্থলেই বিষয়সমূহের ভেদহেতু এবং জ্ঞানের অভেদহেতু, স্বপ্ন ও জাগ্রৎ একাকার হব তবে, ইহা স্বপ্ন, ইহা জাগ্রৎ, এইরূপ ভেদব্যবহাব কি কাৰণে হব? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“অব”—এই স্বপ্নে, “বেত্তম্”—পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ, “ন স্থিরম্”—স্থায়ী নহে, কেননা তৎসমূহ ব্যক্তিগত প্রতীতি দ্বারা নির্মিত। “জাগরে তু স্থিরম্”—জাগ্রদবস্থায় পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহ কিন্তু স্থায়ী, কেননা সমসত্ত্বের ( দুই এক বৎসর পবেও অথবা অল্প জাগ্রদবস্থায় ) তাহাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায়। “অতঃ তদ্ভেদঃ”—এই হেতু অর্থাৎ নিজ নিজ বিষয়ের স্থায়িতা ও অস্থায়িতাহেতু বৈলক্ষণ্যাবশতঃ জাগ্রৎ ও স্বপ্নের পদস্পর্শভেদ। ( শঙ্ক ) ভাল, স্বপ্ন ও জাগ্রৎবেদ যদি এইরূপ পদস্পর্শভেদ রহিল, তবে তত্ত্বভয়ে সন্ধিতেরও ভেদ হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“তয়োঃ সন্ধিং একরূপা ন ভিद्यতে”—স্বপ্ন ও জাগ্রৎ এই

: যে স্থলে অন্ন মানিলেই কাণা নিকট হই, সে স্থলে ততোধিক মানিলে গৌরবদোষ হয়, যেমন এক পয়সা মূল্যে বস্তু এক আনাধ খরিদ করা দোষ, সেইরূপ।

উভয় অবস্থায় সম্বিতের (জ্ঞানের) পরস্পর ভেদ নাই, কেননা উভয় অবস্থায় জ্ঞান একইরূপ। ‘একরূপ’ এই শব্দটি হেতুগর্ভ বিশেষণ, অর্থাৎ ইহা দ্বাৰা হেতু স্মৃতি হইতেছে। ৪।

এইরূপে জাগ্রৎ ও স্বপ্ন এই দুই অবস্থায় জ্ঞানের একতা সিদ্ধ করিয়া স্মৃষ্টিকালীন জ্ঞানের ও জাগ্রৎস্বপ্নকালীন জ্ঞানের সহিত একতাপাদন কবিবাব জগ্না, স্মৃষ্টিতে যে সম্বিং অর্থাৎ জ্ঞান থাকে—তাহার বিলোপ হয় না, তাহাই প্রথমে সিদ্ধ কবিতোছেন :—

(গ) স্মৃষ্টি অবস্থায়  
জ্ঞানের বিজ্ঞানতা।

সুপ্তোখিতস্য সৌষ্প্ততমোবোধো ভবেৎ স্মৃতিঃ।

সা চাববুদ্ধাবিষয়াববুদ্ধং তত্তদা তমঃ ॥ ৫

অর্থ—সুপ্তোখিতস্য সৌষ্প্ততমোবোধঃ স্মৃতিঃ ভবেৎ। সা চ অববুদ্ধাবিষয়া; তং তমঃ তদা অববুদ্ধম্।

অনুবাদ—সুপ্তোখিত ব্যক্তির যে স্মৃষ্টিকালীন অজ্ঞানের বোধ জন্মে, তাহা স্মৃতিরূপ। (পূর্বে) অনুভূত বিষয়েরই (পশ্চাৎ) স্মৃতি হইয়া থাকে। সেই হেতু স্মৃষ্টিতে, সেই অজ্ঞান অনুভূত হয়।

টীকা—“সুপ্তোখিতস্য”—প্রথমে স্মৃষ্টি, পবে উখিত এইরূপে (স্নাতানুলিপ্তবৎ) সমাস ভাঙিতে হইবে অথবা স্মৃষ্টি হইতে অর্থাৎ স্মৃষ্টি হইতে উখিত, এইরূপেও (পঞ্চমীতৎপুরুষ) সমাস ধবা বাইতে পারে; সেই সুপ্তোখিত পুরুষেব, “সৌষ্প্ততমোবোধঃ”—স্মৃষ্টিকালীন অজ্ঞানের যে জ্ঞান,— অর্থাৎ তখন কিছুই জানিতেছিলাম না—এইরূপ যে জ্ঞান, “স্মৃতিঃ ভবেৎ”—তাহা স্মৃতিরূপই হইতে পাবে, অন্তত্বরূপ হইতে পাবে না, যেহেতু অজ্ঞতবের কাৰণ যে ইন্দ্রিয়েব সন্নিবৰ্ধ অর্থাৎ বিষয়ের প্রতি সম্বন্ধ, ‘ব্যাখিলিঙ্গ’ প্রভৃতি তাহাতে নাই অর্থাৎ সুপ্তোখিত পুরুষেব যে অজ্ঞানের জ্ঞান হয়, তাহাকে প্রত্যক্ষজ্ঞান বলিতে পাব না, কেননা সেই অজ্ঞানের সহিত ইন্দ্রিয়েব সম্বন্ধ ঘটে না; তাহাকে অনুমানজ্ঞান বলিতে পাব না, কেননা ধূমকপ লিঙ্গের জ্ঞান দ্বাৰা যেমন অগ্নিব ধূমে অবিনাভাব সম্বন্ধহেতু—অগ্নি বিনা ধূম হয় না বলিয়া—অগ্নিরূপ ‘সাধ্যো’ব জ্ঞান হয়; এতলে সেইরূপ কোনও লিঙ্গের জ্ঞানদ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না। তাহাকে উপমানজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোন সাদৃশ্যজ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে শাব্দজ্ঞান বলিতে পাব না কেননা, বর্ণের —অক্ষরের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও শব্দের জ্ঞান দ্বারা সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না; তাহাকে অর্থাপত্তিজ্ঞান বলিতে পার না, কেননা কোনও উপপাত্তেব জ্ঞানদ্বারা উপপাদকের জ্ঞানের জায় সেই অজ্ঞানজ্ঞান হয় না এবং তাহা অভাবজ্ঞান নহে, কেননা অভাবজ্ঞানের সামগ্রী অপ্রতীতি তাহাতে নাই। এই ছয় প্রমাণজনিত জ্ঞানই অনুভবজ্ঞান; তদতিবিক্ত বলিয়া, এই সুপ্তোখিতের অজ্ঞানজ্ঞান স্মৃতিরূপ।

(শঙ্ক) ভাল, তাহা দ্বাৰা কি সিদ্ধ হইল? সেইরূপ আশঙ্কার সমাধানহেতু বলিতেছেন— “সা চ অববুদ্ধাবিষয়া”—সেই স্মৃতি পূর্বে স্মৃষ্টিকালে অববুদ্ধ অর্থাৎ বাহাব অনুভব হইয়া গিয়াছে সেইরূপ, বিষয়কে প্রকাশ করিয়া থাকে; এই হেতু স্মৃতি ‘অববুদ্ধ-বিষয়া,’ কেননা, সংসারে সকল স্মৃতিই অনুভবপূর্বক হইয়া থাকে—এইরূপ ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ দেখিতে পাওয়া যায়। (শঙ্ক)

ভাল, তাহা ঠিক হইলেও, কি পাওয়া গেল ? এই হেতু বলিতেছেন—“তৎ তমঃ তদা অববুদ্ধম্”—সেই কাৰণে অর্থাৎ যেহেতু অনুভূত বিষয়েবই স্মৃতি হইয়া থাকে, সেই হেতু সেই জ্ঞাপ্তিকালীন তমঃ ( অজ্ঞান ) স্মৃতিপুঙ্কালে অনুভূত হইয়াছিল, বৃত্তিতে হইবে। এতলে এই ‘অনুমান’ রহিয়াছে—“স্মৃতিপুঙ্কালে আমি কিছুই জানিতেছিলাম না” এইরূপ যে অজ্ঞানের জ্ঞান, জাগ্রৎকালে হইয়া থাকে, এবং বাহ্যকে লইয়া এই বিবাদ বা মন্দেহ—( পক্ষ ) ; তাহা অনুভবপূর্বকই হইতে পারে, — ( মাপ্য ) ; যেহেতু তাহা স্মৃতি—( হেতু ) ; বাহ্য বাহ্য স্মৃতি, তাহা তাহা অনুভবপূর্বকই হইয়া থাকে—( ব্যাপ্তি )। অতদেগে অবস্থিত পুঙ্কালে—সেই আমাব নাতা—এইরূপ স্মৃতির তায়—( উদাহরণ )। ৫

সেই অনুভব, আপনাব বিষয়—অজ্ঞান হইতে ভিন্ন, কিন্তু জাগ্রৎ ও স্বপ্নেব বোধ-জ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে। ইহাট পদবাণী দুইটি শ্লোকদ্বারা বুঝাইতেছেন—

(পা) সেই জ্ঞান (অজ্ঞান-  
কথা) বিষয় হইতে ভিন্ন,  
অপব দুই অবস্থাব জ্ঞান  
হইতে ভিন্ন।

(ডা) সেই প্রকারে এক-  
দিনেব অবস্থাবসেব সন্ধি-  
তেব তায় মানাবাপনেব  
এবং অতঃপূর্বাণ্ড যুগ-  
কালেব সন্ধিৎ এক, নিত্য  
এবং স্বয়ংপ্রকাশ।

স বোধো বিষয়াভিন্নো ন বোধোঃ স্বপ্নবোধবৎ ।  
এবং স্থানত্রয়েহপ্যেকা সন্ধিতদ্বাদিনান্তরে ॥ ৬

মাসাক্ষয়ুগকল্পেযু গতাগম্যেধ্বনেকথা ।

নোদেতি নাস্তমেত্যেকা সন্ধিদেধা স্বয়ম্প্রভা ॥ ৭

অম্বব সঃ বোধঃ বিষয়াৎ ভিন্নঃ ; বোধোঃ ন, স্বপ্নবোধবৎ । এতন্ স্থানত্রয়ো অপি সন্ধিৎ একা ( এব ) ; তদ্বৎ দিনান্তরে । অনেকথা গতাগম্যেযু মাসাক্ষয়ুগকল্পেযু সন্ধিৎ একা, ন উদেতি, ন অন্তন্ এতি, এথা স্বয়ংপ্রভা ।

অনুবাদ—সেই বোধ—স্মৃতিপুঙ্কালের অনুভবজ্ঞান, আপন (অজ্ঞানরূপ) বিষয় হইতে ভিন্ন, বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেমন স্বপ্নাবস্থার বোধ, বোধ হইতে ভিন্ন নহে। এইরূপে জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃতিপুঙ্কালে এই তিন অবস্থাতে জ্ঞান একই। একদিনের তিন অবস্থার তায় অতঃ দিনেও জ্ঞানের ভেদ নাই। বিবিধপ্রকারে অতীত ও আগামী মাস, বর্ষ, যুগ ও কল্পেও জ্ঞান একই ; তাহাব উদয় নাই, অন্ত নাই। সেই জ্ঞান অপ্রকাশ।

টীকা—“সঃ বোধঃ”—সেই স্মৃতিপুঙ্কালেব অনুভবজ্ঞান, “বিষয়াৎ ভিন্নঃ”—অজ্ঞানরূপ বিষয় হইতে অবশুই পৃথক্, যেহেতু তাহা বোধ, যেমন ঘটিব বোধ ( ঘট হইতে পৃথক্ )। “বোধোঃ ন, স্বপ্নবোধবৎ”—আর সেই বোধ জাগ্রৎস্বপ্নেব বোধ হইতে ভিন্ন নহে, যেহেতু তাহা বোধ ; স্বপ্নেব বোধেব তায় ; ( স্বপ্নেব বোধ যেমন জাগ্রৎেব বোধ হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ । )

এইরূপে যে অর্গটি সিদ্ধ হইল, তাহাবই উল্লেখ করিরা সেই তায়টিকে—সিদ্ধ অর্থকে অন্ত দিবসাদি সম্বন্ধেও অভিদেশ করিতেছেন,—প্রযোজ্য বলিরা দেখাইতেছেন—“এবং স্থানত্রয়ে অপি

একা" (এব)—এইরূপে জাগ্রদাদি অবস্থায় সন্নিব একই। (মূল্যে পাঠ 'একা এব' এইরূপ না থাকিলেও, টীকাকার 'এব' শব্দ উল্ল করিয়া অর্থ করিয়াছেন। তাহাও সমর্থন জ্ঞাত বলাতেছেন— কেননা একটি 'ত্বা' আছে যে, সকল বাক্যই নিশ্চয়যুক্ত, সূতরাং নিশ্চয়্যার্থ 'এব' শব্দের গ্রহণে দোষ নাই। এইরূপ 'ত্বা' না মানিলে, প্রমা বা বার্থ জ্ঞান উৎপাদন কবিবার জ্ঞাত যে বাক্য প্রয়োগ করা যাইবে, তাহা অপ্রমাণ হইয়া পড়িবে)। "তদ্বৎ দিনান্তরে"—যেমন একদিনে জাগ্রদাদি তিন অবস্থাতেই জ্ঞান এক, সেইরূপ অর্থাৎ দিনেও জ্ঞান এক। "অনেকদা গতাগমোষু মাসান্ধবুগকল্পে"—অনেক প্রকারে অতীত ও ভবিষ্যৎ, চৈত্রাদি মাস, 'প্রভব' প্রভৃতি সমস্তসম, মতাত্ত্বতাদিযুগে, 'ব্রাহ্ম', 'বাবাহ' প্রভৃতি করে, "সন্নিব একা" জ্ঞান অভিন্নই, ইহাই অর্থ। সন্নিবেব একতা সিদ্ধ কবিবার কন বলিতেছেন— "ন উদিত, ন অস্তম্ এতি"—যেহেতু সন্নিব একই, এই হেতু ইহা উৎপন্ন হয় না, বিনষ্টও হয় না, কেননা সাক্ষিগোচর উৎপত্তি ও বিনাশ দুইটাই অসিদ্ধ অর্থাৎ "উৎপত্তি" বলিতে প্রাণভাবের অন্তক্ষণকে ও "বিনাশ" বলিতে প্রধ্বংসভাবের প্রথম ক্ষণকে বুঝা বলিয়া, কেহই আপনাব জন্ম ও নাশকে দেখিতে সমর্থ নহে। দীপ যেমন কেবল আপনাব সমানকামান বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়, সন্নিবও ঠিক সেইরূপ। সন্নিবেব স্থিতিকালে প্রাণভাব উপস্থিত নাই, এবং প্রধ্বংসভাবও হয় না, সূতরাং তদ্বৎযেব বার্থ্যমে অন্তনক্ষণকপ জন্মকে ও প্রথমক্ষণকপ বিনাশকে, সন্নিব জ্ঞানিতে সমর্থ হয় না। সন্নিব আপনাব উৎপত্তি-বিনাশকে আপনাব দ্বারা বলিতে অসমর্থ বলিয়া এবং অল্প সন্নিব নাই বলিয়া, সন্নিবেব উৎপত্তি-বিনাশ সাক্ষিহীন। সাক্ষা না থাকতে সন্নিবেব উৎপত্তি বিনাশ অসিদ্ধ; ইহাই অতিপ্রায়।

(শব্দা) ভাষা, যখন অল্প সন্নিব নাই, তখন জ্ঞাত হইবার বোঝা সাক্ষ্যেব অভাব হেতু, এই সন্নিবও প্রতীত হইবে না; তাহা হইলে, জগৎসমস্তে অজ্ঞাত বা অপ্রতীতি হইবার সম্ভব অর্থাৎ জগৎ প্রকাশিতই হইতে পারে না। এই হেতু বলিতেছেন— "এবা স্বপ্নং ভা"—এই সন্নিব স্বপ্রকাশকপ অর্থাৎ আপনাব প্রকাশেব জ্ঞাত প্রকাশান্তর্গত অপেক্ষাবহিত বা অবৈজ্ঞ হইয়াও অপেক্ষাক বা আপনাব সত্তাব দ্বারাও সংশয়াদিবহিত। এহল বে "অল্পমান" হইয়াছে, তাহা এইরূপ—সন্নিব স্বপ্রকাশ, যেহেতু জ্ঞানেব অব্যব হইয়াও অপেক্ষাক, যেমন ঘট। এইটি ব্যাতিবেকী দৃষ্টান্ত। এই হেতুটি (অবৈজ্ঞতাকপ) বিশেষণেব অসাক্ষ্যবিশিষ্ট নহে। কেননা যদি বলা যায় সন্নিব আপনাই আপনাকে জ্ঞানিতে সমর্থ, তাহা হইলে, একই সন্নিবকে কল্প ও কল্প উভয়ই হইতে হয়; তাহা বিরুদ্ধ বলিয়া হইতে পারে না; আর যদি বলা যায়, সন্নিব অপর সন্নিব দ্বারা বেজ্ঞ, তাহা হইলে অবস্থা দোষ হয়; সেই কারণে হেতুও বিশেষণ সিদ্ধ। এই হেতু স্বপ্রকাশকপে ভাসমান সন্নিবেব সমস্ত অনাত্ম বস্তুর প্রকাশকতা সম্ভব বলিয়া অজ্ঞাত অপ্রতীতি সম্ভাবনা খণ্ডিতে পারে না। ৭

এই প্রকারে প্রতিপাদিত হইল, যে নিত্য ও স্বপ্রকাশ সন্নিব জাগ্রদাদি অবস্থায়—এক ও অভিন্ন এবং তাহা বিষয় হইতে ভিন্ন।

২। সেই সন্নিবই আত্মা—আত্মা পরমানন্দস্বরূপ।

ভাল মানিলাম সন্নিব এই প্রকারে নিত্য ও স্বপ্রকাশ। তদ্বা কি সিদ্ধ হইল? এই হেতু বলিতেছেন :—

(ক) পরমপ্রেমের আত্মা  
বলিয়া সেই সন্ধিক্তপ আত্মা  
পরমানন্দস্বরূপ।

ইয়মাত্মা পরানন্দঃ পরপ্রেমাস্পদং যতঃ।

মা ন ভুবং হি ভূয়াসমিতি প্রেমাত্মনীক্ষ্যতে ॥ ৮

অর্থ—ইয়ম্ আত্মা পরানন্দঃ, যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্। হি (যতঃ) আত্মনি ‘মা ভুবং ন, ভূয়াসম্’ ইতি প্রেম সীমাক্রান্তে।

অনুবাদ—এই সন্ধিৎসই আত্মা এবং আত্মা পরমানন্দস্বরূপ, কেননা ইনিই পরম প্রেমের আধার, যেহেতু দেখা যায়, ‘আমি যেন না থাকি’ (এইরূপ ইচ্ছা কাহারও হয় না, বরং) ‘আমি যেন (চিরদিনই) থাকি’ এইরূপ ইচ্ছা সকলেরই হয়। ‘আত্মা’-সম্বন্ধে এইরূপ প্রেম দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—এস্থলে ‘অনুমানট’ এইরূপ হইয়াছে—এই সন্ধিৎসই আত্মা হইতে পারে। যেহেতু ইহা নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিনাশহীনতাহেতু জগদ্বহীন হইবা স্বপ্রকাশ। যাহা এইরূপ (আত্মা) নহে তাহা এইরূপ নিত্য হইবা স্বপ্রকাশও নহে। যেমন ঘট আত্মা নহে (ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত, এই হেতু নিত্য স্বপ্রকাশকও নহে। সেই হেতু তাহা সন্ধিৎস নহে)। আত্মার নিত্য সন্ধিক্তপতা সিদ্ধ হওয়ার, সত্যতাও সিদ্ধ হইল, কেননা নিত্যতা হইতে ভিন্ন সত্যতা নাই, যেহেতু বাচস্পতি মিশ্র বলিয়াছেন—‘নিত্যতাকপ যে সত্যতা, তাহাই যে বস্তুব আছে, সেই বস্তুই “নিত্য” ও “সত্য”।’ “ত্রিকালাব্যাহারঃ সত্যত্বম্,” “প্রমিত্তিবিষয়ত্বং বা”—কালত্রয়দ্বাবা যাহা বাদিত হয় না তাহা সত্য, অথবা যাহা প্রমাজ্ঞানের বিষয় তাহা সত্য। “উৎপত্তিবিনাশবাহিত্যং নিত্যত্বম্,” “স্বংসাপ্রতিযোগিত্বং বা” যাহা উৎপত্তিবিনাশবাহিত তাহা নিত্য, অথবা যাহা স্বংসরূপ অভাবেব প্রতিযোগী হয় না, তাহা নিত্য। যাহার অভাব সূচিত হয়—তাহাকে প্রতিযোগী বলে। (এইরূপে নিত্যতার সিদ্ধিদ্বারা সত্যতাসিদ্ধি হইল)। ইহাই অভিপ্রায়। আত্মার আনন্দকপতা প্রতিপাদন কবিত্তেছেন—“পরানন্দঃ”—ইহাব পূর্বে পূর্বোক্ত ‘আত্মা’ শব্দটি বসাইয়া অর্থ করিতে হইবে। সেই সন্ধিক্তপ আত্মা ‘পরঃ আনন্দঃ’, নিবর্তনশ স্বরূপ (সেই অর্থাৎ সর্কান্তবপ্রকাশক সাক্ষী)। তাহাব হেতু এই—“যতঃ পরপ্রেমাস্পদম্”—যেহেতু আত্মা পরম প্রেমের আত্মদ, পুত্র-ধন-দেহেন্দ্রিয়াদি উপাধিবর্জিত হইলে, আত্মাই সর্কাদিক প্রীতিব বিষয়রূপে অনুভূত হন, এই হেতু “পরানন্দঃ” (পঞ্চদশী ১১শ অধ্যায় ১২৭ শ্লোক হইতে ১২৭ অব্যায় ৩১ শ্লোক পর্যন্ত দ্রষ্টব্য)। এস্থলে এইরূপ ‘অনুমান’—আত্মা হইতেছেন পরানন্দরূপ, যেহেতু পরম প্রেমের বিষয়। যাহা পরানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের বিষয়ও নহে, যেমন ঘট। সেইরূপ এই আত্মা পরম প্রেমের আত্মদ নহে—এরূপ নহে, সেই হেতু পরানন্দরূপ নহে—এরূপ নয়, কিন্তু পরানন্দরূপই। (শব্দা) ভাল, লোকে বলে ‘আমাকে ধিক্;’ এইরূপে আপনার সম্বন্ধে অর্থাৎ ‘আত্মা’-সম্বন্ধে দ্বেষ প্রতীত হয়; সেইহেতু আত্মাকে যে প্রেমাস্পদ বলা হইতেছে, তাহা অসিদ্ধ। তাহা হইলে আত্মা কি প্রকারে পরমপ্রেমের বিষয় হইতে পারেন?

এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, এই বলিয়া ইহার পরিহার করিতেছেন যে আত্মায় সেই দ্বেষ হৃৎপথের সহিত সম্বন্ধরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়, অর্থাৎ আত্মা স্বভাবতঃ হৃৎ-সম্বন্ধ-বিবর্জিত হইলেও, হৃৎ-সম্বন্ধযুক্ত দেহাদি উপাধির যোগে আত্মার হৃৎ-সম্বন্ধ প্রতীত হয়, সেই হৃৎ-সম্বন্ধে দেহাদি উপাধি

দেবের বিষয় হয় এবং দেহাদির অধ্যাসবশতঃ আত্মাও দেবের বিষয় বলিয়া প্রতীত হন, আত্মা স্বরূপতঃ দেবের বিষয় হন না। মণিমন্ত্রেষবাদি দ্বারা লুপ্তদাহিকাশক্তি অগ্নিব্রহ্মাণ্ডঃখসম্বন্ধজনিত দেবরূপ নিমিত্তবশতঃ আত্মাও স্বভাবসিদ্ধ প্রেমাস্পদতাবিরহিত বলিয়া প্রতীত হন এবং তখন প্রেমাস্পদতার ধনপুত্রাদিও আত্মাকে অতিক্রম করে। এইরূপে সেই আত্মদেব দুঃখ-সম্বন্ধকপ নিমিত্তজনিত বলিয়া অল্প প্রকারে সিদ্ধ হয়; আব প্রেম আত্মা অল্পভবসিদ্ধ। এইহেতু আত্মাব প্রেমাস্পদতা অসিদ্ধ নহে। এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কাব সমাধান কবিতোছেন—“হি আত্মনি মা ভবম্ ন, ভ্রাসম্ ইতি প্রেম স্ফুটতে”—“হি”—যেহেতু, জনসাধারণে “আত্মনি”—আত্মবিষয়ে, “মা (অ) ভবং ন”—আমি যেন (কোনও কালে) না থাকি—এইরূপ আকাংক্ষা নহে, অর্থাৎ কোনও কালে আমার অনস্তিত্ব যেন না ঘটে; কিন্তু “ভ্রাসম্ এব”—যেন চিৎদিনই আমার অস্তিত্ব থাকে, এইরূপ আকাংক্ষার “প্রেম আত্মনি স্ফুটতে”—প্রেম, আত্মা সকলেই অল্পভব করে। এই হেতু আত্মা যে প্রেমের বিষয়, ইহা অসিদ্ধ নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ৮।

ভাল, আত্ম-বিষয়ে প্রেমের স্বরূপ অসিদ্ধ নহে, ইহা যেন সিদ্ধ হইল, কিন্তু আত্ম-বিষয়ে প্রেম যে সর্বাপেক্ষা অধিক তদ্বিষয়ে প্রমাণাভাব। সেইহেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সাধিতে গিয়া পব-প্রেমের আশ্পদতাকপ যে হেতু দেখান হইয়াছে, সেইহেতু “পর”—পবম বা সর্বাপেক্ষা অধিক, এই বিশেষণটি অসিদ্ধ—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

তৎ প্রেমাত্মার্থমন্যত্র নৈবমন্যার্থমাত্মনি ।

অতস্তৎ পরমন্তেন পরমানন্দতাত্মনঃ ॥ ৯

অর্থ—অন্যত্র (যং) প্রেম, তৎ আত্মার্থম্, এবম্ আত্মনি অন্যার্থম্ ন। অতঃ তৎ পবম্। তেন আত্মনঃ পবমানন্দতা।

অনুবাদ—অন্যত্র যে প্রেম, তাহা আত্মার জ্ঞান; আত্মায় যে প্রেম তাহা অন্যের জ্ঞান নহে। এই কারণেই সেই (আত্ম-বিষয়ে) প্রেম পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। সেই কারণেই আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ হয়।

টীকা—“অন্যত্র প্রেম”—আপনা হইতে ভিন্ন বিষয়ে অর্থাৎ পুত্রাদিতে, যে প্রেম, “তৎ আত্মার্থম্”—তাহা আত্মার জ্ঞানই অর্থাৎ সেই পুত্রাদি আত্মার উপকারক বলিয়া; তাহা স্বভাবতঃ অর্থাৎ তাহাদেব জ্ঞান নহে; “এবম্ আত্মনি প্রেম অন্যার্থম্ ন”—এইরূপে, আত্মাতে বিद्यমান যে প্রেম, তাহা অন্যের অর্থাৎ পুত্রাদির জ্ঞান নহে—আত্মার পুত্রাদিব উপকারকতাহেতু নহে কিন্তু আপনাবই নিমিত্ত। “অতঃ তৎ পরমম্”—এইরূপে সেই আত্ম-বিষয়ক প্রেম অন্য কোন কিছুব অপেক্ষা রাখে না বলিয়া ‘পরম’—সর্বাপেক্ষা অধিক। এইরূপে যে সিদ্ধান্ত হইল, তাহাই বলিতেছেন—“তেন আত্মনঃ পবমানন্দতা”—সেই, নিরতিশয় প্রেমের আশ্পদতাহেতু, আত্মাব নিরতিশয় স্বরূপতা সিদ্ধ হইল। এই প্রসঙ্গে বৃহদারণ্যকে উপনিষদে (২।৪।৫) মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণে শ্রৌত প্রমাণ দ্রষ্টব্য। ৯।

(তৃতীয় হইতে নবম পর্য্যন্ত) এই সাতটি শ্লোকে যে বিষয়টি প্রতিপাদিত হইল, তাহাই সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) আত্মা ও ব্রহ্ম একই।

ইথং সচ্চিৎপরমানন্দ আত্মা যুক্ত্যা তথাবিধম্।

পরং ব্রহ্ম তয়োঽনৈক্যং, শ্রুত্যন্তেষুপদিশ্যতে ॥১০

অর্থ—ইথং যুক্ত্যা আত্মা সচ্চিৎপরমানন্দঃ; তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম; তয়োঃ ঐক্যং চ শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে।

অনুবাদ—এই প্রকারে যুক্তিবাচী আত্মা (জীবাত্মা) যে সং (নিতা), চিৎ (জ্ঞানস্বরূপ) ও পরমানন্দস্বরূপ (তাহা সিদ্ধ হইল)। বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎ-সমূহে উপদিষ্ট হইয়াছে, পবব্রহ্মও সেইরূপ অর্থাৎ সং-চিৎ-পরমানন্দস্বরূপ, আর জীবাত্মা ও পরব্রহ্ম একই।

টীকা—“ইথম্”—তৃতীয় হইতে সপ্তম পদন্ত প্লোকপঞ্চকে জ্ঞানের নিতাতা সপ্রমাণ করিয়া, ‘সেই জ্ঞানই এই আত্মা’, এইরূপে অষ্টম প্লোকে সেই জ্ঞানের আত্মরূপতা প্রতিপাদন করিলেন এবং ‘পরমানন্দঃ’ ইত্যাদি শব্দদ্বারা আত্মার পবমানন্দরূপতা সিদ্ধ কবিলেন। ইহার দ্বারা আত্মা যে মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘অম্’ পদের অর্থ—সচ্চিদানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল।

এস্থলে এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে—ভাল, যুক্তিদ্বারাই যদি উক্ত সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মার জ্ঞান হইয়া যায়, তাহা হইলে উপনিষৎসমূহে ত’ প্রতিপাণ্ড বিষয়াভাবে অপ্রমাণ বলিয়া পবিগণিত হইতে পারে (অথবা আত্মা উপনিষৎসমূহে বিষয় না হওয়াতে, আত্মসম্বন্ধে উপনিষৎ অপমাণ বলিয়া উপেক্ষিত হইতে পারে)। এইরূপ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন—“তথাবিধম্ পরম্ ব্রহ্ম”—সেই প্রকারেই সচ্চিদানন্দস্বরূপ পবব্রহ্ম মহাবাক্যের (অর্থাৎ উপনিষদের অন্তর্গত ‘তত্ত্বমসি’ মহাবাক্যের) অন্তর্গত ‘তং’ পদের অর্থ। “তবোঃ ঐক্যম্”,—সেই ‘তং’ ও ‘অম্’ এই দুই পদের অর্থ একাত্ম্যাব অথও-একরসতারূপ একতা, “শ্রুত্যন্তেষু উপদিশ্যতে”—উপনিষৎসমূহে প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইহেতু উপনিষৎসমূহ নিষিদ্ধ নয়। ইহাই অর্থ। ১০

এস্থলে প্রতিবাদী আত্মার পরমানন্দস্বরূপতার আপত্তি উত্থাপন করিতেছেন :—

(গ) আত্মা যে পরমানন্দ-  
স্বরূপ, তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও  
সমাধান।

অভানে ন পরং প্রেম ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা।

অতো ভানেহপ্যভাতাসৌ পরমানন্দতাত্ত্বনঃ ॥ ১১

অর্থ—(শঙ্কা) অভানে পরম্ প্রেম ন, ভানে বিষয়ে স্পৃহা ন। (পরিহারঃ) অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দতা ভানে অপি অভাতা।

অনুবাদ—(শঙ্কা) আত্মার পরমানন্দরূপতা জানিতে না পারিলে আত্মাতে পরম প্রেম হয় না; (আবার) তাহা জানিতে পারিলে বিষয় সমূহের কামনা থাকে না। (অর্থাৎ আত্মায় পরম প্রেমও আছে, আবার বিষয়েচ্ছাও আছে, একরূপ হওয়া উচিত নহে, কিন্তু তাহা দেখিতে পাওয়া যায়; অতএব আত্মা যে পরমানন্দস্বরূপ, তাহা সিদ্ধ হইল না)। (পরিহারঃ)—ইহার উত্তরে বলি, এইহেতু সেই পরমানন্দতা

জ্ঞাত হইয়াও অজ্ঞাত,—প্রতীত হইয়াও অপ্রতীত। ( তাহা কিরূপ, পর শ্লোকে বলিতেছেন )।

টীকা—( প্রতিবাদী বলিতেছেন—জিজ্ঞাসা কবি, সেই পরমানন্দরূপতা ‘প্রতীত হয় না’ বলিবেন, অথবা ‘প্রতীত হয়’ বলিবেন ) ? “অভানে পরম প্রেম ন” — ( যদি বলেন ) তাহা প্রতীত হয় না, ( তবে বলি, তাহা হইলে ) আত্মায় যে নিবতিশয় স্নেহরূপ পরম প্রেম আছে, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা বিষয়ের সৌন্দর্যের জ্ঞান হইতেই স্নেহেব উৎপত্তি। ( আব যদি বলেন সেই পরমানন্দরূপতা প্রতীত হয়, তবে বলি ) “ভানে ন বিষয়ে স্পৃহা” — আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইলে, স্নেহের অর্থাৎ বিষয়ানন্দের সাধন যে মালা, চন্দন, বনিতা প্রভৃতি, তৎসমূহে অথবা সেই সেই বিষয়জনিত স্নেহে যে লোকের ইচ্ছা হয়, তাহা না হওয়াই উচিত, কেননা পরমসুখরূপ ফলেন প্রাপ্তি হইলে, বিষয়রূপ সাধনের ইচ্ছা সম্ভবে না ; আব সর্বাঙ্গপেক্ষা অধিক আনন্দের লাভ হইলে, ক্ষণিক তা ও সাধনের অধীনতাদিদোষদুষ্ট বিষয়জনিত স্নেহে ইচ্ছা হইতে পারে না ; সেই হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না। ( ইহাই গেল শঙ্কা )। ( সমাধান ) এতলে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই প্রকারান্তরে সম্ভব হইতে পারে বলিয়া, ‘আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল না,’ বলিতে পার না—এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত আপত্তি পরিহার্য কবিতেন—“অতঃ আত্মনঃ অসৌ পরমানন্দ তা ভানে অপি অভাতা” — যেহেতু প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয় পক্ষেই দোষ বিহীন, এই-হেতু আত্মার পরমানন্দরূপতা প্রতীত হইয়াও প্রতীত হয় না ( ইহাই সিদ্ধান্ত )। ১১

( শঙ্কা ) —একই বস্তু একই সময়ে প্রতীতি-অপ্রতীতি উভয়ই হয়, এইরূপ বলা ঠিক হয় না। —এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, ‘ঠিক হয় না’ অথ কি ? তাহা পূর্বে কেহ কখনও দেখে নাই ? অথবা তাহা যুক্তিহীন বলিয়া একেবারেই অসম্ভব ? ( এইরূপ দুইটি বিকল্প হইতে পারে )। যদি বল, কেহ কখনও দেখে নাই, তবে বলি : -

**অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ ।**

**ভানেহ্যভানং ভানশ্চ প্রতিবন্ধেন যুক্ত্যতে ॥ ১২**

অর্থ — অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ ( আনন্দশ্চ ) ভানে অপি অভানম্ ( ভবতি )। ভানশ্চ প্রতিবন্ধেন ( ভানে অপি অভানম্ ) যুক্ত্যতে।

অনুবাদ—একসঙ্গে অনেক বালক যখন ( উচ্চৈঃস্বরে বেদ- ) পাঠ করে, তখন পুত্রের কণ্ঠস্বর যেমন ( পিতার কর্ণে সামান্যতঃ ) অন্তর্ভূত হইয়াও ( বিশেষভাবে ) অন্তর্ভূত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি হইয়াও হয় না। প্রতীতির প্রতিবন্ধক থাকায়, ‘প্রতীতি হইয়াও হয় না’ এইরূপ কথা সঙ্গত হয়।

টীকা — “অধ্যোত্ববর্গমধ্যস্থপুত্রাধ্যয়নশব্দবৎ” — বেদপাঠক ( বালক ) দিগেব ‘বর্গ’ বা সমূহ মধ্যে অবস্থিত পুত্রের অধ্যয়নশব্দেব শ্রায়, অর্থাৎ পুত্ররূপ অধ্যয়নের শব্দ যেমন বহিঃস্থিত পিতার নিকট সামান্যতঃ প্রতীত হইয়া, ‘এটি আমার পুত্রের কণ্ঠস্বর’ এইরূপ বিশেষভাবে প্রতীত হয় না, সেইরূপ সেই আনন্দের প্রতীতি, হইয়াও হয় না। দ্বিতীয় বিকল্পের উত্তরে বলিতেছেন — “ভানশ্চ



প্রতিবন্ধেন (তানে অপি অভানম্) যুক্ত্যেত” এইরূপে শব্দত্রয় সংযোজিত করিয়া অম্বয় করিতে হইবে। অর্থ এই—সেই তানের অর্থাৎ ক্ষুব্ধগের, (ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধক হেতু তান হইয়াও অভান, অর্থাৎ সামান্যভাবে প্রতীতি হইলেও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, সঙ্গত হয়। আনন্দের এই সাধারণভাবে প্রতীতি ও বিশেষভাবে অপ্রতীতি, যাহাতে আত্মায় পরম প্রেম সত্ত্বেও বিষয়েচ্ছা সম্ভবপর হয়, তাহা অজ্ঞানীতে দামাচ্ছাদিত জ্ঞানশয়ে দামাচ্ছাদিত জলের ত্বায় অথবা অন্তঃসলিলা নদীতে বালুকাচ্ছাদিত জলের ত্বায় অপ্রকাশ, এবং জ্ঞানীতে দামিনিস্থুক্ত অংশবিশেষে বা বালুকা মধ্যে খাত গর্তে, জলের ত্বায় সপ্রকাশ। অজ্ঞানীতে আবরণই সেই জলের প্রকাশপ্রতিবন্ধক এবং জ্ঞানীতে দামের বা বালুকার অনিবারণ অর্থাৎ অবিচারবশতঃ সাময়িক বহিষ্কৃত্যবৃত্তি, জলের বা আনন্দের সাময়িক অপ্রকাশের কারণ। সেই আবরণই ত্রয়োদশ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ১২

সেই প্রতিবন্ধকটি কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) যে প্রতিবন্ধকহেতু  
আত্মার পবমানন্দরূপতার  
ভান হয় না, তাহার  
স্বরূপ।

প্রতিবন্ধোহস্তি ভাতীতি ব্যবহার্যবস্তুনি।

তন্নিরম্য বিরুদ্ধস্ত তস্মোৎপাদনমুচ্যতে ॥ ১৩

অম্বয়—অস্তি ভাতী ইতি ব্যবহার্যবস্তুনি তন্নিরম্য বিরুদ্ধস্ত তস্ম উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—“আছে,” “প্রকাশ পাইতেছে” এইরূপে ব্যবহারযোগ্য বস্তুসম্বন্ধে, তদ্বিরুদ্ধ “নাই,” “প্রকাশ পাইতেছে না”—এইরূপে নাস্তিঃ ও অপ্রকাশঃ ব্যবহারের উৎপাদনকেই প্রতিবন্ধক বলে।

টীকা—“অস্তি ভাতী ইতি” আছে, প্রকাশ পাইতেছে, এই প্রকারে “ব্যবহার্যবস্তুনি”—প্রতীতি ও কখনেবো যোগ্য বস্তু বিষয়ে, “তন্নিরম্য” পূর্বোক্ত “বিদ্যমান আছে,” ‘প্রকাশ পাইতেছে’—এইরূপ ব্যবহারকে বিদ্বিত করিয়া, “বিরুদ্ধস্ত তস্ম” উক্ত ব্যবহারের বিপরীত ‘বিদ্যমান নাই’ ‘প্রকাশ পাইতেছে না’—এইরূপ ব্যবহারের, “উৎপাদনম্ প্রতিবন্ধঃ উচ্যতে”—উৎপত্তিকে ‘প্রতিবন্ধ’ বলে। ১৩

উক্তলক্ষণবিশিষ্ট প্রতিবন্ধকের কাণ, দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তিক এই দুইটিতে যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন:

(ঘ) দৃষ্টান্ত ও দ্বিতীয়াঙ্কঃ  
উক্ত প্রতিবন্ধকের কাণ  
প্রদর্শন।

তস্ম হেতুঃ সমানাভিহারঃ পুত্রধনিশ্চতো।

ইহানাদিরবিদ্যেব ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ ॥ ১৪

অম্বয় পুত্রধনিশ্চতো তস্ম হেতুঃ সমানাভিহারঃ; ইহ ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্ অনাদিঃ অবিদ্যা এব।

অনুবাদ—দৃষ্টান্তে—পুত্রের অধ্যয়নশব্দের বিশেষভাবে শ্রবণবিষয়ে যে বাধা হয়, তাহা হইতেছে তৎসদৃশ নানাশব্দের সহিত সম্মেলন। দার্ষ্টান্তিকে—আত্মার আনন্দরূপতার বিশেষভাবে পরিজ্ঞানের যে বাধা হয়, তাহার কারণ অনাদি অবিদ্যা যাহা বিপরীতজ্ঞানের মুখ্য কারণ।

টীকা—“পুন্ড্রবিশিষ্টো”—পুন্ড্রের কণ্ঠস্বরশব্দরূপ দৃষ্টান্তে, “তন্তু”—সেই প্রতিবন্ধক, “হেতুঃ”—কারণ, “সমানাভিহারঃ”—অনেকের সহিত (এক সঙ্গে) উচ্চারণ। “ইহ”—দার্ষ্টান্তিক, “ব্যামোহৈকনিবন্ধনম্”—‘ব্যামোহ’ সমূহের অর্থাৎ বিবিধ বিপবীত জ্ঞানেন, ‘এক’ অর্থাৎ মগ্না, কাষণ; “অনাদিঃ”—উৎপত্তিহীন, “অবিজ্ঞা”—অবিজ্ঞা, যাহা পবে বর্ণিত হইতেছে, তাহাই ‘প্রতিবন্ধক’র হেতু। ১৪

এই প্রকারে প্রদর্শিত হইল যে সম্বন্ধই আত্মা এবং আত্মাই পবমানন্দ।

৩। প্রকৃতির স্বরূপ।

এক্ষণে প্রতিবন্ধক হেতুস্বরূপ সেই অবিজ্ঞাব বর্ণন কবিরাব জ্ঞাত সেই অবিজ্ঞাব মূলকাষণ প্রকৃতিব প্রতিপাদন কবিতেন, (অর্থাৎ প্রকৃতিরহিত ব্রহ্মে প্রকৃতিব আরোপ করিমা বর্ণনা কবিতেন) :—

চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমম্বিতা।

(ক) প্রকৃতিব স্বরূপ ও  
ভেদ।

তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিদ্বিবিধা চ সা ॥ ১৫

অর্থ—চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমম্বিতা, তমোরজঃসত্ত্বগুণা প্রকৃতিঃ, সা দ্বিবিধা চ।

অনুবাদ—চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিশ্ব যাহাতে বর্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা রূপ। তাহা দুই প্রকার,— (মায়া ও অবিজ্ঞা)।

টীকা—“চিদানন্দময়ব্রহ্মপ্রতিবিশ্বসমম্বিতা”—চিদানন্দস্বরূপ যে এক তাঁহাই প্রতিজ্ঞায়া যাহাতে বিদ্যমান, সেইকণ; “তমোরজঃসত্ত্বগুণা”—সত্ত্বরজঃ ও তমোগুণেব যে সাম্যাবস্থা—“প্রকৃতিঃ”

তাহাকেই প্রকৃতি বলে; “সা দ্বিবিধা চ”—সেই প্রকৃতি দুই প্রকার। মূলশ্লোকস্থিত ‘চ’কণ দ্বাবা হইই সূচনা কবিতেন যে, প্রকৃতিব তমঃপ্রধানা তৃতীয় প্রকার রূপ আছে, তাহা অষ্টাদশ শ্লোকে বর্ণিত হইবে। ১৫

কারণ প্রদর্শন করিমা প্রকৃতিব প্রকাবদয় বুঝাইতেছেন :—

(খ) মায়া ও অবিজ্ঞার  
ভেদ, দ্বন্দ্বের স্বরূপ।

সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাং মায়াবিদ্যে চ তে মতে।

মায়াবিশ্বে বশীকৃত্য তাং স্ম্যাং সর্বজ্ঞ ঈশ্বরঃ ॥ ১৬

অর্থ—সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাম্ তে চ মায়াবিদ্যে মতে। মায়াবিশ্বঃ তাম্ বশীকৃত্য সর্বজ্ঞঃ ঈশ্বরঃ স্ম্যাং।

অনুবাদ—(পূর্বোক্ত) প্রকৃতির সত্ত্বগুণ, শুদ্ধ হইলে, তাহাকে ‘মায়া’ বলা হয় এবং তাহাই অবিশুদ্ধ হইলে, তাহাকে ‘অবিজ্ঞা’ বলা হয়। মায়ায় প্রতিকলিত ব্রহ্মপ্রতিবিশ্ব, সেই মায়াকে আপনার বশবত্তিনী করিলে, সর্বজ্ঞ ‘ঈশ্বর’ হন।

টীকা—“সত্ত্বশুদ্ধাবিশুদ্ধিভ্যাম্”—প্রকাশস্বরূপ সত্ত্ব গুণের ‘শুদ্ধি’ অপর দুই গুণের অর্থাৎ রজোগুণ ও তমোগুণের দ্বারা মলিন না হওয়া এবং ‘অবিশুদ্ধি’ সেইরূপে মলিন হওয়া, এই দুইটি

দ্বারা “তে চ মায়াবিশ্বে মতে” —সেই দুইটি প্রকার, যথাক্রমে ‘মায়া’ ও ‘অবিজ্ঞা’ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে বাহ্যতে বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই মায়া এবং বাহ্যতে মলিন সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, তাহাই অবিজ্ঞা। যে প্রয়োজনে মায়া ও অবিজ্ঞার ভেদবর্ণন করিলেন, এখন সেই প্রয়োজন বুঝাইতেছেন —“মায়াবিশ্বঃ তন্ম বশীকৃত্য” —মায়াতে প্রতিকলিত চিদান্দ্রা, সেই মায়াকে আপনায় শে আনিয়া বিজ্ঞমান হইলে, “সর্বজ্ঞঃ দ্বৈতঃ স্রাং” সর্বজ্ঞত্বাদি গুণযুক্ত দ্বৈত হন। ১৬

১) জীবের স্বরূপ অর্থাৎ  
'প্রাজ্ঞ'রূপে নিরূপণ।

অবিজ্ঞাবশগস্তত্ত্বত্বদ্বৈচিত্র্যাদনেকধা।

সা কারণশরীরং স্রাং প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানবান্ ॥ ১৭

অর্থঃ অবিজ্ঞাবশগঃ তু অতঃ, তদ্বৈচিত্র্যং অনেকধা; সা কাবণশরীরম্; তত্র অভিমান-  
ব, ( প্রাজ্ঞঃ স্রাং।

অনুবাদ—কিন্তু অত্যাঁটি অর্থাৎ অবিজ্ঞায় প্রতিকলিত চিদান্দ্রা বা জীব, অবিজ্ঞার বশবত্তী। সেই অবিজ্ঞার অবিশুদ্ধির তারতম্যানুসারে জীবও তিরাগাদিভেদে নানা-প্রকার। সেই অবিজ্ঞাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদান্দ্রাধ্যাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় “প্রাজ্ঞ”।

টীকা “অবিজ্ঞাবশগঃ তু অতঃ” অবিজ্ঞায় প্রতিবিশ্বরূপে অবস্থিত এবং অবিজ্ঞার অধীন হইয়া চিদান্দ্রা কিন্তু জীব হইয়া থাকে। সেই জীব “তদ্বৈচিত্র্যং” —সেই উপাধিভূত অবিজ্ঞার বিচিত্রতা হেতু অর্থাৎ অবিশুদ্ধির তাবতম্যাবশতঃ, “অনেকধা” অনেক প্রকার অর্থাৎ, দেবতা, তিগাক্ প্রভৃতি ভেদে বিবিধপ্রকাব হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। অগ্রে ৪২ সংখ্যক শ্লোকে, শরীরত্ব হইতে বিচাৰ দ্বারা পৃথক্কৃত জীবেরই ব্রহ্মভাব বর্ণনা কবিলেন, —‘যেনম মুগ্ধত্ব হইতে শলাকাটি (কৌশল) নিষ্কাশিত হয়, সেইরূপ স্থূল, সূক্ষ্ম ও কাবণ, এই শরীরত্ব হইতে দীব পুরুষদিগের কড়ক বিচাবদ্বারা আত্মা পৃথক্কৃত হইলে, আত্মা পরব্রহ্ম হইয়া থাকেন।’ সেই স্থূল সেই শবাব তিনটি কি কি? আব সেই সেই শরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট জীব কি কি রূপ ধবে, এইরূপ জানিবাব ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেইগুলি একে একে বলিতেছেন “সা কারণশরীরম্ স্রাং” —সেই অবিজ্ঞাই কারণ-শরীর ইত্যাদিরূপ হয়। সেই অবিজ্ঞাই স্থূল, সূক্ষ্ম শরীরাদির কারণরূপ হয়। সেই অবিজ্ঞা, (মূল কাবণ) প্রকৃতিবই অবস্থাবিশেষ বলিয়া, সেই অবিজ্ঞাকে উপচারপূর্বক ‘কারণ’ বলা হইয়াছে অর্থাৎ ‘অবিজ্ঞা’ শব্দেব শব্দার্থ পরিত্যাগ কবিয়া, অনিয়ত সম্বন্ধে স্থূল সূক্ষ্ম শরীরের কারণ, এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে, যেনম ‘মঞ্চসকল চাঁৎকার কবিতোছে’ বলিলে মাঁচার উপরে উপবিষ্ট পুরুষদিগকে বুঝাব, তথায় মাঁচার সহিত পুরুষের সম্বন্ধ অনিয়ত। বাহা ‘শীর্ণ’ হয়, তাহাকে শরীর বলে। সেই অবিজ্ঞা, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়—এই কারণে তাহাকে ‘শরীর’ বলা হয়। “তত্র অভিমানবান্” —সেই অবিজ্ঞারূপ কাবণ-শরীরে অভেদ অধ্যাস কবিয়া, ‘আমি হইতেছ অজ্ঞ’, (আমি কিছুই জানি না) এইরূপ অবস্থাপন্ন জীব, “প্রাজ্ঞঃ স্রাং” —প্রজ্ঞা বাহ্যার আছে, তিনি প্রজ্ঞ। প্রজ্ঞা শব্দের অর্থ অবিনাশিস্বরূপজ্ঞানদৃষ্টি। প্রজ্ঞেরই নামান্তর প্রাজ্ঞ (প্রজ্ঞ + স্বার্থে ঞ্)। ১৭

এই প্রকারে প্রকৃতির স্বরূপ প্রদর্শিত হইল।

## ৪। অপক্ষীকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি।

কারণশরীরের পর সূক্ষ্মশরীর, এইরূপ উৎপত্তির ক্রমে, বিচারার্থ উপস্থিত, সূক্ষ্মশরীরের এবং সেই সূক্ষ্মশরীর যাহার উপাধি, সেই জীবের বর্ণন কবিবাব জ্ঞান, সেই সূক্ষ্মশরীরের কাণ্ড আকাশাদি উৎপত্তি বর্ণন করিতেছেন :

(ক) তমঃপ্রধান প্রকৃতি  
হইতে সূক্ষ্ম পঞ্চ মহা-  
ভূতের উৎপত্তি।

তমঃপ্রধানপ্রকৃতেস্তত্ত্বোগায়েশ্বরাজয়া।

বিয়ংপবনতেজোহম্বুভুবো ভূতানি জজিগ্ৰে ॥ ১৮

অর্থ—তত্ত্বোগায় তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ ঈশ্বরাজয়া বিয়ংপবনতেজোহম্বুভুবো ভূতানি জজিগ্ৰে।

অনুবাদ—সেই প্রাজ্ঞ নামক জীবগণের ভোগের জন্য ঈশ্বরের ইচ্ছায় তমঃপ্রধান প্রকৃতি হইতে আকাশ, বায়ু, তেজ, জল ও পৃথিবী এই পঞ্চভূত জন্মিল।

টীকা—“তত্ত্বোগায়” -সেই প্রাজ্ঞনামক জীবগণের ভোগের জন্য অর্থাৎ তাহাদিগের স্বখভোগ-সাধ্যাকাংক্ষা সিক্ত করিবার জন্য, “তমঃপ্রধানপ্রকৃতেঃ” তমোগুণ যাহাতে মুখ্য, এইরূপ যে জগতের উপাদানরূপ তৃতীয় প্রকারের প্রকৃতি, ১৫শ শ্লোকে ‘চ’কার দ্বারা সূচিত হইবাছে, তাহা হইতে, “ঈশ্বরাজয়া” -প্রবণাদিশক্তিবিশিষ্ট জগদধিপতিতাব ‘ঈক্ষণা’পূর্বক সৃষ্টি কবিবাব ইচ্ছাবশতঃ, যে ইচ্ছা জগতের নিমিত্তকারণ, সেই ইচ্ছারূপ আত্মা দ্বারা, আকাশাদি স্রষ্টি পশ্যন্ত “ভূতানি জজিগ্ৰে” -পঞ্চভূত আবির্ভূত বা উৎপন্ন হইল। ইহাই অর্থ। ১৮

এইরূপে পঞ্চভূতের উৎপত্তি বর্ণন কবিবা, সেই পঞ্চভূতের কাণ্ডরূপ সৃষ্টির বর্ণনা কবিবাব ১৯ প্রথমে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সৃষ্টির বর্ণনা কবিতেছেন :

(খ) পঞ্চভূতের পঞ্চ  
দ্বাণ্ডক অংশ হইতে পঞ্চ  
জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি।

সত্ত্বাংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্।

শ্রোত্রহৃৎগন্ধিরসনস্রাবাণাথ্যমুপজায়তে ১৯ ॥

অর্থ—তেষাং পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ শ্রোত্রহৃৎগন্ধিরসনস্রাবাণাথ্যম্ দীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ক্রমাৎ উপজায়তে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের পাঁচটি সাদৃশ্যকংশ হইতে যথাক্রমে শ্রোত্র, হৃৎ, চক্ষু, জিহ্বা এবং নাসিকা এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—“তেষাম্”—সেই আকাশাদি, “পঞ্চভিঃ সত্ত্বাংশৈঃ”—পাঁচটি উপাদানরূপ সত্ত্বগুণের ভাগ দ্বারা, “শ্রোত্রহৃৎগন্ধিরসনস্রাবাণাথ্যম্ দীন্দ্রিয়পঞ্চকম্”—শ্রোত্র, হৃৎ, চক্ষু, জিহ্বা, নাসিকা এই এই নামক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের পঞ্চক, “ক্রমাৎ উপজায়তে”—যথাক্রমে উৎপন্ন হয়। এক একটি ভূতের সত্ত্বাংশ দ্বারা এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় উৎপন্ন হয়—ইহাই অর্থ। ১৯।

পঞ্চভূতের পাঁচটি সত্ত্বাংশের প্রত্যেকটির অনন্তসাধারণ কার্যের অর্থাৎ এতৎপন্ন এক একটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উল্লেখ করিয়া এক্ষণে পঞ্চভূতের সকলগুলিবই সত্ত্বাংশ সমূহের সাধারণ কার্যের উল্লেখ করিতেছেন :—

(গ) পঞ্চভূতের সাধারণ  
সাত্ত্বিক অংশ হইতে মন  
ও বুদ্ধি এই দ্বিবিধ অন্তঃ-  
করণের উৎপত্তি।

তৈরন্তঃকরণং সৰ্বৈষ্বর্যবৃত্তিভেদেন তদ্বিধা।

মনো বিমর্ষরূপং স্রাৎ বুদ্ধিঃ স্রান্নিশ্চয়াগ্নিকা ॥ ২০

অর্থঃ—তৈঃ সৰ্বৈঃ অন্তঃকরণম্ (উপজাতং) ; তং বৃত্তিভেদেন দ্বিধা ; মনঃ বিমর্ষরূপম্  
স্রাৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াগ্নিকা স্রাৎ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত সাত্ত্বিক অংশ হইতে অন্তঃকরণ উৎপন্ন হয়।  
বৃত্তিভেদে অন্তঃকরণ দ্বিবিধ ; সংশয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত  
অন্তঃকরণই বুদ্ধি।

টীকা—“তৈঃ সৰ্বৈঃ” সেই সত্ত্বাংশসমূহ সম্মিলিত হইলে তদ্বাচ্য, “অন্তঃকরণম্”—মন  
বুদ্ধির উপাদানস্বরূপ অন্তঃকরণদ্বারা, (উপজাতং—) উৎপন্ন হয়। সেই অন্তঃকরণের অবাস্তব ভেদ  
দেখাইতেছেন এবং কি নিমিত্ত সেই ভেদ কবা হয়, তাহাও দেখাইতেছেন “তং” সেই  
অন্তঃকরণ, “বৃত্তিভেদেন”—অন্তঃকরণের পবিবর্তন-ভেদে, “দ্বিধা”—দুই প্রকারে হয়। বৃত্তিব ভেদ  
দেখাইতেছেন “মনঃ বিমর্ষরূপম্ স্রাৎ, বুদ্ধিঃ নিশ্চয়াগ্নিকা স্রাৎ”—মন বিমর্ষরূপ অর্থাৎ সংশয়-  
বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই মন ; নিশ্চয়বৃত্তিযুক্ত অন্তঃকরণই বুদ্ধি। ‘বিমর্ষরূপম্’-বিমর্ষ শব্দের অর্থ  
সংশয়াগ্নিকা বৃত্তি, তাহাই ‘রূপ’ বাহ্য তাহা ‘বিমর্ষরূপ’, তাহাই হইতেছে মন। “নিশ্চয়াগ্নিকা  
বুদ্ধিঃ স্রাৎ”—নিশ্চয় হইয়াছে স্বরূপ বাহ্য। এইরূপ যে বৃত্তি, তাহাই হইতেছে বুদ্ধি। ২০

এইরূপে সাত্ত্বিকাংশের কাথ্যবর্ণনের পব অনন্তব-প্রাপ্ত ভূতপঞ্চকের বজ্রোপগ্ণের অংশসমূহের  
এক একটির অসাধারণ কাথ্য বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) পঞ্চভূতের পঞ্চ  
বাস্তবিক অংশ হইতে  
পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয়ের  
উৎপত্তি।

রজোহংশৈঃ পঞ্চভিস্তেষাং ক্রমাৎ কর্মেন্দ্রিয়াণি তু।

বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি জজ্ঞিরে ॥ ২১

অর্থঃ—তেষাং পঞ্চভিঃ রজোহংশৈঃ বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি কর্মেন্দ্রিয়াণি তু ক্রমাৎ  
জজ্ঞিরে।

অনুবাদ—সেই পঞ্চভূতের রাজসিক অংশ হইতে যথাক্রমে বাক্, হস্ত, পদ, গুহা,  
এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় জন্মে।

টীকা—“তেষাং”—সেই আকাশাদি। “পঞ্চভিঃ রজোহংশৈঃ”—উপাদানস্বরূপ পাঁচটি  
রজোপগ্ণের ভাগ দ্বারা, “বাক্পাণিপাদপায়ুপস্থাভিধানানি কর্মেন্দ্রিয়াণি”—বাক্, হস্ত, পদ, গুহা  
এবং শিশ্ন নামক পাঁচটি ক্রিয়াজনক কর্মেন্দ্রিয়, “ক্রমাৎ জজ্ঞিরে”—ক্রমে ক্রমে উৎপন্ন হয়। এক  
এক ভূতের এক এক রজোপগ্ণের ভাগ হইতে এক একটি কর্মেন্দ্রিয় উৎপন্ন হইল—ইহাই অর্থ। ২১

ভূতপঞ্চকের রজোপগ্ণসমূহের সাধারণ কাথ্য বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পঞ্চভূতের সাধারণ  
বাস্তবিক অংশ পাঁচটি  
প্রাণের উৎপত্তি।

তৈঃ সৰ্বৈঃ সহিতৈঃ প্রাণো বৃত্তিভেদাৎ স পঞ্চধা।

প্রাণোহপানঃ সমানশ্চোদানব্যানো চ তে পুনঃ ॥ ২২

অর্থ—সহিতৈঃ তৈঃ সর্কৈঃ প্রাণঃ; সঃ (প্রাণঃ) বৃত্তিভেদাৎ পঞ্চা (ভবতি)। তে পুনঃ প্রাণঃ, অপানঃ, সমানঃ চ উদানব্যানৌ চ (ভবন্তি)।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের সম্মিলিত রাজসিক অংশ হইতে প্রাণের উৎপত্তি। বৃত্তি-ভেদে প্রাণ পাঁচ প্রকারের, যথা :—প্রাণ, অপান, সমান, উদান এবং ব্যান।

টীকা—“সহিতৈঃ তৈঃ সর্কৈঃ প্রাণঃ”—মিলিত হইলে বাহ্যার উপাদান কারণ হয়, এইরূপ পাঁচটি রজোগুণভাগদ্বারা প্রাণ জন্মে। সেই প্রাণের অবাস্তব ভেদ বলিতেছেন—“সঃ বৃত্তি-ভেদাৎ পঞ্চা ভবতি”—সেই প্রাণ, প্রাণন আদি ক্রিয়ার ভেদে পাঁচ প্রকার। সেই ক্রিয়াভেদ দেখাইতেছেন—“তে পুনঃ”—সেই সকল ভেদ, ‘প্রাণ’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা সূচিত হয় অর্থাৎ দ্রুতগতিতে অবস্থিত হইয়া খাসপ্রদানরূপে বাহিরে ভিতবে, বাইরে ও আসিলে, তাহাব নাম প্রাণন ক্রিয়া। পায়ুপৃষ্ঠদেশে থাকিয়া মলমূত্র নীচে বাহিব কবিত্তা দেওয়ার নাম অপানন ক্রিয়া। নাভি-দেশে থাকিয়া ভুক্ত অন্নের রসকে বাহিব কবিত্তা নাড়ীদ্বারা সর্কশরীরে পৌছাইয়া দেওয়ার নাম সমানন ক্রিয়া। কণ্ঠদেশে থাকিয়া ভুক্তপীত অন্নজনকে বিভাগ করিয়া দেওয়া এবং উদগাব প্রভৃতি কবাব নাম উদানন ক্রিয়া। আর সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত থাকিয়া সর্কশরীরের সন্ধিসমূহকে ফিরাইবার নাম ব্যানন ক্রিয়া। ঐ ঐ ক্রিয়া যে যে বায়ুর স্বভাব, তাহার যথাক্রমে প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান নামে অভিহিত হয়। ২২

এই প্রকারে অপেক্ষাকৃত পঞ্চমহাভূতের উৎপত্তি প্রদর্শিত হইল।

৫। সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ।

যে প্রয়োজনে ‘আকাশ’ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘প্রাণ’ পর্যন্ত পদার্থের উৎপত্তি বর্ণনা করিলেন, সেই প্রয়োজন এখন দেখাইতেছেন :—

বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈর্মনসা ধিয়া।

(ক) লিঙ্গদেহের বর্ণন।

শরীরং সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্মং তল্লিঙ্গমুচ্যতে ॥ ২৩

অর্থ—বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ মনসা ধিয়া সপ্তদশভিঃ সূক্ষ্ম শরীরম্। তং লিঙ্গম্ উচ্যতে।

অনুবাদ—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়, পঞ্চপ্রাণ, এই তিন পঞ্চক, মন ও বুদ্ধি এই সপ্তদশ ( অঙ্গে ), সূক্ষ্ম শরীর ( গঠিত ) ; তাহাই লিঙ্গশরীর নামে কথিত হয়।

টীকা—“বুদ্ধিকর্মেন্দ্রিয়প্রাণপঞ্চকৈঃ”—বুদ্ধি—জ্ঞান ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই হইতেছে বুদ্ধীন্দ্রিয়। কর্ম—ক্রিয়া ; তাহার উৎপাদক যে ইন্দ্রিয়, তাহাই কর্মেন্দ্রিয়। জ্ঞানেন্দ্রিয়, কর্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চপ্রাণ এই তিন পঞ্চক এবং “মনসা”—সংশয়রূপ মন, “ধিয়া চ”—ও নিশ্চয়রূপ বুদ্ধি, “সপ্তদশভিঃ”—এই সকলগুলি মিলিয়া যে সতেরটি তত্ত্ব হয়, তাহাদের দ্বারা সূক্ষ্ম শরীর নির্মিত হয়। সেই সূক্ষ্ম শরীরের অপর নাম বলিতেছেন—“তং লিঙ্গম্ উচ্যতে”—সেই সূক্ষ্ম শরীর উপনিষৎসমূহে ‘লিঙ্গ’ নামে কথিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। ২৩

এই প্রকারে সূক্ষ্ম শরীরের বর্ণনা করিয়া সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানাশতঃ প্রাজ্ঞ ও ঈশ্বর যে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তাহাই দেখাইতেছেন। ‘প্রাজ্ঞ’—বাষ্টিস্বপ্তির অভিমানী যে

1280.



জীব, ‘প্র’ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট স্বয়ংপ্রকাশরূপ আনন্দাত্মা ইহাও ‘অজ্ঞ’ অর্থাৎ অজ্ঞানের বৃত্তিরূপ বোধযুক্ত। সৃষ্টি-অবস্থায় অজ্ঞানের সংস্কাররূপ অস্পষ্ট উপাধিযুক্ত হওয়াতে এবং সেই উপাধি দ্বারা আবৃত হওয়াতে, বাহার অতিপ্রকাশতা তিরোহিত হয়, সেই সৃষ্টির অভিমানী জীবের নাম ‘প্রাজ্ঞ’। ‘ঈশ্বর’—সকলজীবের কৰ্ম্মানুসারে ‘ঈশিতা’ অর্থাৎ ফলদাতা হন বলিয়া পরমাত্মাই ‘ঈশ্বর’।

(গ) তৈজস ও হিরণ্য-  
গর্ভের স্বরূপ।

প্রাজ্ঞস্তত্রাভিমানেন তৈজসস্বং প্রপত্ততে।

হিরণ্যগর্ভতামীশস্তয়োর্ব্যষ্টিসমষ্টিতাম্ ॥ ২৪

অর্থ—প্রাজ্ঞঃ তত্র অভিমানেন তৈজসস্বং প্রপত্ততে, ঈশঃ হিরণ্যগর্ভতাম্ (প্রপত্ততে)।  
তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতাম্।

অনুবাদ—সেই সূক্ষ্ম শরীরে অভিমানবশতঃ প্রাজ্ঞ জীবের নাম হয় ‘তৈজস’, ঈশ্বরের নাম হয় ‘হিরণ্যগর্ভ’। (তদুভয়েব প্রভেদ এই), ‘তৈজস’ ব্যষ্টি, এবং ‘হিরণ্যগর্ভ’ সমষ্টি, অর্থাৎ এক একটি সূক্ষ্মশরীরে অভিমানী জীবের নাম হয় ‘তৈজস’, এবং সমস্ত সূক্ষ্ম শরীরের অভিমানী ঈশ্বরের নাম হয় ‘হিরণ্যগর্ভ’।

টীকা—“প্রাজ্ঞঃ”—যে অবিচার মলিন সত্ত্বগুণবহু প্রাণাত্ম, সেই অবিচারি বাহার উপাধি, সেই কারণশরীরে অভিমানী জীব ‘প্রাজ্ঞ’। “তত্র”—তাহাতে অর্থাৎ ‘তৈজঃ’ শব্দে যে অন্তঃকরণকে বুঝায় তাহার সহিত, তৎসম্বন্ধ পঞ্চ প্রাণ ও পঞ্চ ইন্দ্রিয় লইয়া যে সূক্ষ্ম শরীর হয়, তাহাতে; “অভিমানেন”—তাহা হইতে আপনাকে অভিন্ন মনে করিয়া, “তৈজসস্বং প্রপত্ততে”—‘তৈজস’ নাম প্রাপ্ত হয়। যেমন ‘লাল দৌড়িতেছে’—এস্থলে, লোহিতবর্ণবিশিষ্ট অশ্বাদি কোন জন্তু দৌড়িতেছে, এইরূপ বুঝিতে হয়; সেইরূপ, ‘তৈজস’ বলিতে প্রকাশস্বভাব অন্তঃকরণবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়-পঞ্চক ও প্রাণ-পঞ্চক—অর্থাৎ সূক্ষ্মশরীরকে বুঝিতে হয়। অথবা, তৈজস অর্থাৎ অন্তঃকরণের স্বামী ‘তৈজস’—স্বপ্রাভিমানী জীব বা চিদাভাস। “ঈশঃ”—যে মায়ায় বিশ্বক সত্ত্বগুণের প্রাধান্য, সেই মায়া রূপ উপাধি-বিশিষ্ট পরমেশ্বর “তত্র”—সেই লিঙ্গশরীরে, ‘আমি হইতেছি তাহাই, এইরূপ অভেদাভিমানদ্বারা “হিরণ্যগর্ভতাম্”—‘হিরণ্যগর্ভ’ বা সূত্রাত্মা এই নাম প্রাপ্ত হন। এইরূপে পূর্ববাক্য হইতে ‘প্রপত্ততে’ শব্দটির যোজন্য করিয়া অর্থ করিতে হইবে। (এস্থলে আশঙ্কা হইতে পারে—‘ভাল, লিঙ্গশরীরে অভিমান—ইহা ত’ তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ উভয়েরই সমান; তাহা হইলে কি কারণে তদুভয়ের পরস্পর ভেদ? এই হেতু বলিতেছেন)—“তয়োঃ ব্যষ্টিসমষ্টিতাম্”—সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির যথাক্রমে ব্যষ্টিভাব ও সমষ্টিভাব থাকাতেই, সেইরূপ ভেদ হয়, অর্থাৎ সকল জীবের প্রত্যেকটিই নিজ নিজ লিঙ্গশরীরকে বনের অন্তর্গত এক একটি বৃক্ষের স্থায়, অনেক বৃক্ষের বিষয় করে এবং ঈশ্বর সমস্ত সূক্ষ্মশরীরকে বনের স্থায় এক বৃক্ষের বিষয় করেন বলিয়াই সেইরূপ ভেদ—ইহাই অর্থ। ২৪

ঈশ্বরের ‘সমষ্টি’রূপতার এবং জীবের ‘ব্যষ্টি’রূপতার কারণ বলিতেছেন :—

(গ) সমস্ত তৈজসের সহিত  
অভেদজ্ঞানহেতু হিবণ্য-  
গর্ভ সমষ্টি, তদভাবে  
তৈজস ব্যষ্টি।

সমষ্টিরীশঃ সর্বেষাং স্বাত্মতাদাত্ম্যবেদনাৎ।

তদভাবান্ততোহন্যে তু কথ্যন্তে ব্যষ্টিসংজ্ঞয়া ॥ ২৫

অম্বয়—ঈশঃ সৰ্বেষাম্ স্বাত্মতাদাত্মাবেদনাং সমষ্টিঃ। ততঃ অন্তে তু তদভাবাং ব্যাপ্তিসংজ্ঞয়া কথ্যাস্তে।

অনুবাদ—হিরণ্যগর্ভ বা সূত্রাত্মা সকল জীবের সূক্ষ্মশরীরের সহিত আপনার অভেদ বিদিত আছেন বলিয়া, তাঁহাকে ‘সমষ্টি’ বলা হয়। আর ‘তৈজস’ জীবসকলের সেইরূপ জ্ঞান নাই বলিয়া তাহাদিগকে ‘ব্যাপ্তি’ বলা হয়।

টীকা—“ঈশঃ”—ঈশ্বর যিনি হিরণ্যগর্ভ তিনি, “সৰ্বেষাম্”—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত ‘তৈজস’জীবের, “স্বাত্মতাদাত্মাবেদনাং”—‘স্বাত্মা’ অর্থাৎ স্বরূপ, তাহার সহিত আপনার একতার জ্ঞানহেতু—“সমষ্টিঃ ( স্মৃৎ )”—সমষ্টি হন। “ততঃ অন্তে তু”—কিন্তু সেই ঈশ্বর হইতে ভিন্ন যে জীব, “তদভাবাং”—সেই সমস্ত ‘তৈজস’জীবের স্বরূপের সহিত আপনার একতার জ্ঞানের অভাবহেতু, “ব্যাপ্তিসংজ্ঞয়া কথ্যাস্তে”—‘ব্যাপ্তি’ শব্দে অভিহিত হয়। ২৫

৬। পক্ষীকরণ নিরূপণ।

এইরূপে সূক্ষ্মশরীরের স্বরূপ নিরূপিত হইল।

এইরূপে লিঙ্গশরীরের, এবং সেই লিঙ্গ শরীর যাহাদের উপাদি সেই তৈজস ও হিরণ্যগর্ভ এই দুইটির বর্ণনা করিয়া, স্থূল শরীরাদির অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডাদির উৎপত্তিসিদ্ধির নিমিত্ত পক্ষীকরণ নিরূপণ করিবার জন্ত বলিতেছেন :—

তদ্ভোগায় পুনর্ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন।

(ক) পক্ষীকরণের প্রয়ো-  
জন জীবের ভোগ।

পক্ষীকরোতি ভগবান্ প্রত্যেকং বিয়দাদিকম্ ॥ ২৬

অম্বয়—ভগবান্ পুনঃ তদ্ভোগায় ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্ পক্ষীকরোতি।

অনুবাদ—ভগবান্ সেই জীবগণের ভোগের নিমিত্ত, অন্নপানাদি ভোগ্য, এবং ভোগায়তন দেহের উৎপত্তির জন্ত, আকাশাদি পঞ্চভূতের প্রত্যেকেরই পক্ষীকরণ করিয়া থাকেন।

টীকা—“ভগবান্”—ঐশ্বর্যাদিগুণসম্পন্ন অর্থাৎ ( ১ ) সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য বা বিভূতি, ( ২ ) সম্পূর্ণ ধর্ম, ( ৩ ) সম্পূর্ণ যশঃ, ( ৪ ) সম্পূর্ণ লক্ষ্মী, ( ৫ ) সম্পূর্ণ জ্ঞান, ও ( ৬ ) সম্পূর্ণ বৈবাগ্য এই ছয়টি গুণসম্পন্ন পরমেশ্বর; “পুনঃ”—আবার, “তদ্ভোগায়”—সেই জীবগণের ভোগেব অর্থাৎ সুখ-দুঃখানুভবের নিমিত্তই, “ভোগ্যভোগায়তনজন্মেন”—‘ভোগ্যের’ অন্নপানাদির, ‘ভোগায়তনের’ জরায়ুজ, অণুজ, উদ্ভিজ্জ ও ষেদজ এই চারিপ্রকার শরীররূপ ভোগস্থানের উৎপত্তির নিমিত্ত, “বিয়দাদিকম্ প্রত্যেকম্”—আকাশাদি পাঁচটি ভূতের এক একটিকে, “পক্ষীকরোতি”—পঞ্চায়ক করেন। যাহা পঞ্চরূপাত্মক ছিল না তাহাকে পঞ্চরূপাত্মক করার নাম পক্ষীকরণ। ২৬

( শঙ্কা ) ভাল, এক একটি ভূত কি প্রকারে পাঁচ পাঁচ প্রকারের হইবে? তহুত্তরে বলিতেছেন :—

দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্দ্ধা প্রথমং পুনঃ।

(খ) পক্ষীকরণের প্রকার।

স্বস্বৈতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাং পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ ২৭



অম্বয়—একৈকম্ দ্বিধা বিধায়, পুনঃ চ প্রথমম্ চতুর্ধা ( বিধায় ) স্বশ্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ যোজনাং তে পঞ্চ পঞ্চ ।

অনুবাদ—পঞ্চভূতের প্রত্যেকটিকে দুই দুই ভাগে বিভক্ত করিবে । তদনন্তর প্রথম প্রথম অর্দ্ধভাগকে পুনর্ববার চারি চারি ভাগে বিভক্ত করিবে । তাহার পর প্রত্যেক ভূতের প্রথমার্দ্ধের এক এক চতুর্থাংশকে অপর ভূতের দ্বিতীয়ার্দ্ধের সহিত সম্মিলিত করিলে পঞ্চীকৃত পঞ্চভূত হইবে [ নিম্নে ( খ ) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য ] ।

টীকা—আকাশাদির “একৈকম্” —এক একটিকে, “দ্বিধা বিধায়”—দুই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া ; এস্থলে ‘দ্বিধা’ শব্দ অনেকার্থ প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, ( সেই হেতু ইহার অর্থ কেবলমাত্র ‘দুই’ না হইয়া ‘দুই দুই’ এইরূপ হইল ) প্রত্যেক ভূতকে দুইভাগে বিশিষ্ট করিয়া, “পুনঃ চ” আবার, “প্রথমম্ চতুর্ধা ( বিধায় )”—প্রথম প্রথম ভাগকে চারি চারি ভাগযুক্ত করিয়া, “স্বশ্বেতরদ্বিতীয়াংশৈঃ”—আপন আপন হইতে অপব বা ভিন্ন চারিটি ভূতের যে যে দ্বিতীয় স্থলভাগ আছে, তাহাব তাহাব সহিত প্রথম প্রথম ভাগের চারি চারি অংশের মধ্য হইতে এক এক অংশের, “যোজনাং”—মিশ্রণ করিলে, আকাশাদি এক একটি পাঁচ পাঁচরূপ হয় [ নিম্নে ( ক ) প্রক্রিয়া দ্রষ্টব্য ] । ( মূল শ্লোকের অন্তর্গত ‘প্রথম’ শব্দ, ‘চতুর্ধা’ শব্দ এবং ‘দ্বিতীয়’ শব্দও ‘দ্বিধা’ শব্দের ত্রায় অনেকার্থ-প্রয়োজনে উচ্চারিত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে, অর্থাৎ তাহাদেবও আবৃত্তি কবিত্তে হইবে ) । ২৭

(ক) ক্ষিতি—॥০	অপ্—॥০	তেজ—॥০	মরুৎ—॥০	ব্যোম—॥০
অপ্—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০	ক্ষিতি—০/০
তেজ—০/০	তেজ—০/০	অপ্—০/০	অপ্—০/০	অপ্—০/০
মরুৎ—০/০	মরুৎ—০/০	মরুৎ—০/০	তেজ—০/০	তেজ—০/০
ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	ব্যোম—০/০	মরুৎ—০/০
স্থল ক্ষিতি ১\	স্থল অপ্ ১\	স্থল তেজ ১\	স্থল মরুৎ ১\	স্থল ব্যোম ১\

ক  
চি  
ল

ক  
চি  
ল

(গ) মোট ক্ষিতি পাঁচ প্রকারে বিভক্তমান যথা :—

(খ) ক্ষিতি—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	১। ক্ষিতিপ্রধান ক্ষিতি
অপ্—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	২। অপপ্রধান ক্ষিতি
তেজ—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৩। তেজপ্রধান ক্ষিতি
মরুৎ—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৪। মরুৎপ্রধান ক্ষিতি
ব্যোম—॥০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ + ০/০ = ১\	৫। ব্যোমপ্রধান ক্ষিতি
	এইরূপ অপর চারিটিতে ।

এইরূপে পক্ষীকরণের বর্ণনা করিলেন ; তদনন্তর সেই সকল ভূতদ্বারা উৎপাদ্য কাগাসমূহ দেখাইতেছেন :—

তৈরগুস্তত ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ।

(গ) ব্রহ্মাণ্ডাদিব উৎপত্তি ;  
বৈশ্বানবের স্বরূপ ।

হিরণ্যগর্ভঃ স্থুলেহস্মিন্ দেহে বৈশ্বানরো ভবেৎ ।

তৈজসা বিশ্বতাং যাতা দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ ॥ ২৮

অর্থ—তৈঃ অণ্ডঃ (উৎপত্তিতে), তত্র ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ ; অস্মিন্ স্থুলে দেহে (বর্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ ; তৈজসাঃ দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ বিশ্বতাম্ যাতাঃ ।

অনুবাদ—সেই পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয় । সেই ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত চতুর্দশ ভুবন, ভোগ্যবস্তু ও স্থূল শরীরের উৎপত্তিও (পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতেই) হইয়া থাকে । এই সমষ্টিরূপ স্থূল দেহের অভিমানী হইয়া অর্থাৎ স্থূলদেহ-সমষ্টিতে ‘আমি’ এইরূপ জ্ঞান করিয়া, হিরণ্যগর্ভই ‘বৈশ্বানর’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন । তৈজস জীবগণই এক একটি স্থূলদেহের অভিমানী হইয়া দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি নানাপ্রকারে ‘বিশ্ব’ সংজ্ঞা পাইয়া থাকে ।

টীকা—“তৈঃ অণ্ডঃ”—সেই পক্ষীকৃত ভূতপঞ্চক উপাদান কাষণ হইলে, তদ্বাচ্য ব্রহ্মাণ্ড উৎপন্ন হয় । “তত্র”—সেই ব্রহ্মাণ্ডের ভিতর “ভুবনভোগ্যভোগাশ্রয়োদ্ভবঃ”—পৃথিবী হইতে উপরি উপবিভাগে বর্তমান পৃথিবী প্রভৃতি সপ্তলোক এবং পৃথিবীর নীচে অবস্থিত অতল হইতে আবিস্কৃত কার্ণা পাताल পর্যন্ত সপ্তলোক (ভুবন) ; সেই চতুর্দশ ভুবনে নিজ নিজ প্রাণগণদ্বারা ভোগের বোগ্য অন্নাদি এবং সেই সেই ভুবনের যোগ্য শবীৰ, সেই পক্ষীকৃত ভূতপঞ্চক দ্বারাই ঈশ্বরের আঞ্জার ঘণ্টাং ইচ্ছায় উৎপন্ন হয় । এইরূপে স্থূলদেহের উৎপত্তির বর্ণনা কবির, সেই স্থূল শবীৰে অভিমানী সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভের ‘বৈশ্বানব’-নামপ্রাপ্তি, আর এক একটি স্থূল শবীরে অভিমানী ব্যষ্টিরূপ তৈজস জীবগণের ‘বিশ্ব’-নামপ্রাপ্তি হয়—এই কথাই দুইটি শ্লোকাক্ষি দ্বারা বর্ণনা কবিতেন—“অস্মিন্ স্থুলে দেহে (বর্তমানঃ) হিরণ্যগর্ভঃ বৈশ্বানরঃ ভবেৎ” এবং “তৈজসাঃ বিশ্বতাং যাতাঃ”—সেই স্থূলদেহে বর্তমান তৈজস জীবগণই ‘বিশ্ব’ হয় । (স্থূলদেহের অভিমান ত্যাগ না করিয়াই বিশেষ বিশেষ স্থূল শরীরে ‘আমি’ এইরূপ অভিমানযুক্ত হইলে জাগ্রদভিমানী জীবকেই ‘বিশ্ব’ বলে এবং ‘বিশ্ব’ অর্থাৎ সকল, ‘নর’ অর্থাৎ প্রাণী—সকল প্রাণীতে ‘আমি’ এইরূপে অভিমানী ঈশ্বরের নাম বৈশ্বানর । তাঁহারই নামান্তর ‘বিরাট’—কেননা, তিনি বিবিধ প্রকারে ‘রাজতে’ প্রকাশমান হন ।) সেই বিশ্বনামক জীবসমূহের অবান্তর ভেদ বর্ণন করিতেছেন—“দেবতির্য্যঙ্নরাদয়ঃ”—দেবতা, পশু, পক্ষী, মনুষ্য ইত্যাদি । ২৮

এক্ষণে সেই ‘বিশ্ব’ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত জীবগণ, তত্ত্বজ্ঞানবহিত বলিয়া কি প্রকারে সংসার প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া দুইটি শ্লোকে বুঝাইতেছেন :—

তে পরাগ্দর্শিনঃ প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ।

(ঘ) বিশ্বের স্বরূপ ও  
সংসারভোগ ।

কুর্স্বতে কৰ্ম ভোগায় কৰ্ম কৰ্ত্তৃঞ্চ ভুঞ্জতে ॥ ১৯

নত্যাং কীটা ইবাবর্তাদাবর্তান্তরমাশু তে ।

ব্রজন্তো জন্মনো জন্ম লভন্তে নৈব নিব্বৃতিম্ ॥ ৩০

অর্থ - তে পরাগ্দর্শিনঃ, প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ ভোগায় কৰ্ম কুর্স্বতে, কৰ্ম কৰ্ত্তৃম্ ভুঞ্জতে চ ; তে নত্যাং কীটাঃ আশু আবর্তাং আবর্তান্তরম্ ইব জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ নিব্বৃতিম্ ন এব লভন্তে ।

অনুবাদ—দেবতা প্রভৃতি ‘বিশ্ব’-নামক জীবগণ বাহ্যদৃষ্টিপরায়ণ ( অন্তর্দৃষ্টিশূন্য ) ও আত্মজ্ঞানবিবর্জিত ; তাহারা ভোগের জন্য কৰ্ম করিয়া থাকে, আবার কৰ্ম করিবার জন্য ভোগ করিয়া থাকে । যেমন, নদীর স্রোতে পতিত কীট অল্পকাল মধ্যেই এক আবর্ত হইতে অগ্ন্য আবর্তে নীত হয়, কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, সেইরূপ, সেই বিশ্বনামক জীবগণও এক জন্ম হইতে অগ্ন্য জন্ম প্রাপ্ত হয়, কিছুতেই শান্তিলাভ করিতে পারে না ।

টীকা - “তে”—সেই দেবতা প্রভৃতি, বিশ্বনামক জীবগণ, “পরাগ্দর্শিনঃ”—বাহ্য শব্দাদি বিষয় সমূহই দেখিয়া থাকে, প্রত্যক্-আত্মাকে দেখে না, কেননা শ্রুতি বলিতেছেন—[ পরাঞ্চি থানি ব্যতৃণৎ স্বয়ম্ভুঃ তস্মাৎ পবাক্ পশুতি নাস্তবাস্ত্বন,—কঠোপনিষৎ ৪।১ ] স্বয়ম্ভু ( পরমাত্মা ) ইন্দ্রিয় সকলকে বহিস্মুখ করিয়া স্বজন করিলেন ; সেইহেতু পুরুষ বাহ্যবস্ত্র সমূহকেই দেখিয়া থাকে, অন্তরাত্মাকে দেখে না । ( শঙ্কা ) নৈরাগিক প্রভৃতি, ( ‘বিশ্ব’নামক জীব ) ত’ আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে - এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, যद्यপি নৈরাগিক প্রভৃতি আত্মাকে দেহ হইতে ভিন্ন বলিয়া জানে, তথাপি তাহারা শ্রুতিপ্রতিপাদিত শূন্য আত্মস্বরূপ জানে না, ( এই হেতু তাহারা বহিস্মুখই বটে । ) এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“প্রত্যকৃত্ত্ববোধবিবর্জিতাঃ”—সেই সকল জীব, সাক্ষিরূপ আত্মার জ্ঞানবহিত বলিগা বাহ্যদর্শী হইয়া থাকে । অতএব “ভোগায়”—( প্রত্যকৃত্ত্বের জ্ঞানের অভাবে ) স্পৃহাদিভোগের জন্য মমুষ্যা প্রভৃতি শরীর ধারণ করিয়া, “কৰ্ম কুর্স্বতে”—সেই সেই শরীরের বোগ্য কৰ্ম করিয়া থাকে ; ( এতলে ‘কৰ্ম’শব্দ জাতিবাচক বলিয়া একবচনান্ত, অর্থাৎ প্রারম্ভ কৰ্মফলের ভোগের নিমিত্ত সাক্ষাৎ ভোগপ্রদ দর্শনস্পর্শনাদি ক্রিয়া এবং গোণভাবে ভোগপ্রদ ধনোপার্জনাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে । ) “কৰ্ম কৰ্ত্তৃম্ ভুঞ্জতে চ”—আবার কৰ্ম করিবার জন্য ( দেবাদিশরীর দ্বারা ) সেই সেই কৰ্মফল ভোগ করে, কেননা, ভোগ অর্থাৎ ফলাভূতব না হইলে, সেই সেই ফলের সজাতীয় সুখের ইচ্ছা অসম্ভব হয়, এবং সেই সেই সাধনের অমুষ্ঠানও অসম্ভব হয় । “তে”—এইরূপে অবস্থিত জীবগণ, “নত্যাং কীটাঃ আশু আবর্তাং আবর্তান্তরম্ ( ব্রজন্তঃ ) ইব”—যেমন নদীর প্রবাহে পতিত কীটসকল অল্প সময় মধ্যেই এক আবর্ত হইতে অগ্ন্য আবর্ত প্রাপ্ত হয়, ( কিছুতেই শান্তি লাভ করিতে পারে না, ) সেইরূপ, “জন্মনঃ জন্ম ব্রজন্তঃ”—

একজন্ম হইতে জন্মান্তর প্রাপ্ত হইয়া, “নির্বৃত্তি ন এব লভন্তে”—কিছুতেই শান্তি পায় না। ২২, ৩০

৭। ‘বিশ্ব’-জীবগণের সংসারনিবৃত্তির উপায়।

- জীবের যে প্রকারে সংসারপ্রাপ্তি ঘটে, তাহা এই প্রকারে বর্ণনা কবিয়া, সেই সংসারের নিবৃত্তির উপায় দেখাইবার জন্য, প্রথমে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) আবর্ভপতিত কীটের  
দৃষ্টান্তে সংসারনিবৃত্তির  
উপায়।

(খ) সিদ্ধান্ত ‘বিশ্ব’জীবের  
প্রতি দৃষ্টান্তের যোজনা-  
কমে পঞ্চকোশবিবেকের  
উপদেশ।

সংকর্মপরিপাকান্তে করুণানিধিনোদ্ধতাঃ ।

প্রাপ্য তীরতরুচ্ছায়াং বিশ্রাম্যন্তি যথাসুখম্ ॥ ৩১

উপদেশমবাপ্যবমাচার্য্যান্তত্বদর্শিনঃ ।

পঞ্চকোশবিবেকেন লভন্তে নিবৃত্তিং পরাম্ ॥ ৩২

অর্থ—তে সংকর্মপরিপাকান্তে করুণানিধিনা উদ্ধৃতাঃ, তীরতরুচ্ছায়াম্ প্রাপ্য যথাসুখম্ বিশ্রাম্যন্তি। এবং তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাং উপদেশম্ অবাপ্য পঞ্চকোশবিবেকেন পরাম্ নিবৃত্তিম্ লভন্তে।

অনুবাদ—সেই নদীপ্রবাহপতিত কীটগণ পূর্বোপার্জিত পুণ্যকর্ম ফলোন্মুখ হইলে, কোনও দয়ালুবাক্তিদ্বারা আবর্ত্ত হইতে উদ্ধৃত হইয়া, নদীতীরস্থ বৃক্ষের ছায়ায় উপস্থিত হইয়া সুখে বিশ্রাম করে। সেইরূপ, জীবগণও পূর্বোপার্জিত সুকৃতি ফলোন্মুখ হইলে, কোনও তত্ত্বদর্শী আচার্য্যের নিকট উপদেশ প্রাপ্ত হইয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার পার্থক্য নিঃশয় করিয়া, পরম সুখ লাভ করেন।

টীকা—“তে”—সেই (নদীপ্রবাহপতিত) কীটগণ, “সংকর্মপরিপাকান্তে”—পূর্বজন্মে উপার্জিত পুণ্যকর্মের পরিপাকহত, “করুণানিধিনা”—কোনও রূপালু পুরুষদ্বারা, “উদ্ধৃতাঃ”—নদী-প্রবাহ হইতে বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইয়া, “তীরতরুচ্ছায়াং প্রাপ্য যথাসুখং বিশ্রাম্যন্তি”—(নদী-তীরস্থিত তরুর ছায়া প্রাপ্ত হইয়া যেরূপে পরম সুখ লাভ হয়, সেইরূপে বিশ্রাম করে।

এক্ষণে কীটের দৃষ্টান্তদ্বারা যে অর্থ সিদ্ধ হইল, সিদ্ধান্তে তাহারই যোজনা করিতেছেন—“এবম্”—উক্ত প্রকারে পূর্বোপার্জিত পুণ্যকর্মের পরিপাকবশে, “তত্ত্বদর্শিনঃ আচার্য্যাং”—জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মতত্ত্বের যিনি সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন, এইরূপ গুরু হইতে, “উপদেশম্ অবাপ্য”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যের, ব্রহ্ম ও জীবাত্মার একতারূপ অর্থ উপলব্ধি করিবার সাধন শ্রবণরূপ উপদেশ, যাহা অগ্রে ৫৩ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণনা করিবেন, তাহা পাইয়া, “পঞ্চকোশবিবেকেন”—অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচার দ্বারা (যাহা পরবর্ত্তী শ্লোকে বলিবেন, তাহার দ্বারা,) “পরাম্ নিবৃত্তিম্ লভন্তে”—মোক্ষসুখ প্রাপ্ত হয়। ৩১, ৩২

এই প্রকারে ‘বিশ্ব’সংজ্ঞক জীবের সংসার-নিবৃত্তির উপায় প্রদর্শন করিলেন।

৮। পঞ্চকোশ নিরূপণ।

‘সেই অন্নময়াদি পাচটি কোশ কি প্রকার?’ এইরূপ জ্ঞানিবার আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া সেই পঞ্চকোশের উপদেশ করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চকোশের নাম-  
করণের হেতুপ্রদর্শন।

অন্নং প্রাণো মনো বুদ্ধিরানন্দশ্চেতি পঞ্চ তে।

কোশাষ্টৈরারূতঃ স্মাত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিং ব্রজেৎ ॥ ৩৩

অর্থ—অন্নম্ প্রাণঃ মনঃ বুদ্ধিঃ আনন্দঃ চ ইতি তে পঞ্চ কোশাঃ। তৈঃ আবৃতঃ স্মাত্মা বিশ্বত্যা সংসৃতিম্ ব্রজেৎ।

অম্মবাদ—অন্ন, প্রাণ, মন, বিজ্ঞান ও আনন্দ ( দ্বারা আত্মস্বরূপ আবৃত থাকে, এইজন্য ) এই পাঁচটি সেই কোশ। সেই সকল কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আত্মা স্বরূপবিশ্বত হন বলিয়া সংসারপ্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

টাকা—অন্ন, প্রাণ, মন, বুদ্ধি ও আনন্দ এই পাঁচটি কোশ। ( তন্মধ্যে ) বুদ্ধি শব্দের অর্থ বিজ্ঞান; এই বিজ্ঞানময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া জীবাত্মা আপনাকে জ্ঞানশক্তিমান্ কর্তা মনে করে, আনন্দময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোক্তা মনে করে, মনোময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া ইচ্ছাশক্তিমান্ কারণ মনে কবে, প্রাণময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ক্রিয়াশক্তিমান্ কাৰ্য্যরূপ মনে করে, অন্নময় কোশদ্বারা আবৃত হইয়া আপনাকে ভোগায়তনরূপ মনে করে। সেই অন্নাদিকে ‘কোশ’ এই নাম দিবার কারণ বলিতেছেন—“তৈঃ আবৃতঃ”—সেই কোশসমূহের দ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া “স্মাত্মা”—স্বরূপভূত আত্মা, “বিশ্বত্যা”—নিজের স্বরূপবিশ্বত্বিত বশতঃ, “সংসৃতিম্ ব্রজেৎ”—জন্মানুপ্রাপ্তিরূপ সংসার পাইয়া থাকেন। কোশ যেমন কোশকার নামক কাঁটের ( গুটিপোকাকার ) আচ্ছাদক বলিয়া ক্লেশের কারণ হয়, সেইরূপ অন্নময়াদিও আত্মার অদ্বয়ত্ব, আনন্দত্ব প্রভৃতি বিশেষণের আবরণক হইয়া আত্মার ক্লেশের কারণ হয়। এই কারণে অন্নময়াদিকে কোশ বলিয়া থাকে। ইহাই অর্থ।

অভিপ্রায় এই যে, পূর্বে দেখাইয়াছেন আত্মা—সং, চিং, আনন্দ ও অদ্বয় এবং আমরা বিচারদ্বারা জানি দেহ—অঙ্গ, অচেতন বা জড়, হৃৎপকপ এবং সর্বব বা বহু। আত্মা ও দেহের যে অব্যাস, তাহা অস্ত্রোক্তাব্যাস অর্থাৎ আত্মাতে যেমন দেহের অব্যাস হয়, সেইরূপ, দেহেও আত্মার অব্যাস হয়। প্রথম অব্যাসের ফলে, আত্মার আনন্দরূপতা ও অদ্বয়রূপতা এই দুইটি আচ্ছাদিত হইয়া, আত্মা দুঃখী ও বহু বলিয়া প্রতীত হন; দ্বিতীয় অব্যাসের ফলে, দেহের অসত্তা ( মিথ্যাত্ব ) ও অচেতনতা আচ্ছাদিত হইয়া, দেহ সং ও চেতন বলিয়া প্রতীত হয়। আত্মা যে পূর্ণ ও নিত্যমুক্ত হইয়াও এইরূপ বলিয়া প্রতীত হন না, তাহা সেই প্রথমোক্ত অব্যাসের, অর্থাৎ আত্মাতে দেহাব্যাসেরই ফল। এইরূপে, দেহ বা অন্নময় কোশদ্বারা আবরণ ঘটে এবং সেই আবরণ ছুঁথের কারণ হয়।

অনন্তর আড়াইটি শ্লোকে, এক একটি করিয়া সেই পঞ্চকোশের স্বরূপ জানাইতেছেন :—

(খ) অন্নময় ও প্রাণময়  
কোশের স্বরূপ।

স্মাত্মং পঞ্চীকৃতভূতোখো দেহঃ স্মুলোহন্নসংজ্ঞকঃ।

লিঙ্গে তু রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কশ্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ॥ ৩৪

অর্থ—পঞ্চীকৃতভূতোখঃ স্মুলঃ দেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ স্মাত্মং। প্রাণৈঃ তু লিঙ্গে রাজসৈঃ প্রাণৈঃ কশ্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ ( স্মাত্মং )।

অনুবাদ—পক্ষীকৃত পাঁচটি ভূত হইতে উৎপন্ন স্থূলদেহকে অন্ন বা অন্নময় কোশ বলে। আর লিঙ্গদেহের অন্তর্গত রজোগুণসমুৎপন্ন পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়ের

- সহিত মিলিত হইয়া প্রাণ বা প্রাণময়কোশ হয়।

টীকা—“পক্ষীকৃতভূতোথঃ”—পক্ষীকৃত পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন, “স্থূলদেহঃ অন্নসংজ্ঞকঃ”—স্থূলদেহ অন্ন বা অন্নময়নামক কোশ হইয়া থাকে। “প্রাণঃ তু”—প্রাণময়কোশ কিন্তু, “লিঙ্গে”—লিঙ্গশরীরে বর্তমান, “রাজসৈঃ প্রাণৈঃ”—রজোগুণেব কাণ্ডরূপ প্রাণ, অপান, সমান, উদান, বায়ন এই পাঁচটি প্রাণবায়ুর সহিত, “কশ্মেন্দ্রিয়ৈঃ সহ”—বাক, পানি, পাদ, উপস্থ ও পায়ু এই পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়ের সহিত, (মোট দশটি) মিলিত হইয়া, প্রাণময়কোশ হয়। ৩৪

(গ) মনোময় ও বিজ্ঞানময়  
কোশের স্বরূপ।

**সাত্ত্বিকৈর্ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকং বিমর্ষাত্মা মনোময়ঃ।**  
**তৈরেব সাকং বিজ্ঞানময়ো ধীর্নিশ্চয়াভিত্তিকা ॥ ৩৫**

অর্থ—বিমর্ষাত্মা সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্ মনোময়ঃ (স্তাং), নিশ্চয়াভিত্তিকা ধীঃ তৈঃ এব সাকম্ বিজ্ঞানময়ঃ (স্তাং)।

অনুবাদ—সংশয়াত্মক অন্তঃকরণই সাত্ত্বিক জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া মনোময় কোশ হয় এবং নিশ্চয়াত্মক অন্তঃকরণই অর্থাৎ বুদ্ধিই উক্ত জ্ঞানেন্দ্রিয় পাঁচটির সহিত মিলিত হইয়া বিজ্ঞানময় কোশ হয়।

টীকা—“বিমর্ষাত্মা”—সংশয়স্বভাব এবং পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কাণ্ডস্বরূপ যে মনের কথা বলা হইয়াছে, সেই মন, “সাত্ত্বিকৈঃ ধীন্দ্রিয়ৈঃ সাকম্”—এক এক ভূতের সত্ত্বগুণরূপ অংশের কাণ্ডস্বরূপ যে শ্রোত্রাদি পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, তাহাদেব সহিত মিলিত হইয়া, “মনোময়ঃ”—মনোময় কোশ হয়। “নিশ্চয়াভিত্তিকা ধীঃ”—নিশ্চয়স্বভাব এবং সেই পঞ্চভূতের সাত্ত্বিক অংশের কাণ্ডস্বরূপ যে বুদ্ধি, তাহা, “তৈঃ এব সাকম্”—পূর্বোক্ত পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সহিত মিলিত হইয়া, “বিজ্ঞানময়ঃ (স্তাং)”—বিজ্ঞানময় কোশ হয়। ৩৫

(ঘ) আনন্দময় কোশের  
স্বরূপ, উহাদিগকে আত্মার  
কোশ বলিবার কারণ।

**কারণে সত্ত্বমানন্দময়ো মোদাদিরুত্তিভিঃ।**  
**তত্ত্বংকোশৈস্তু তাদাত্মাদাত্মা তত্ত্বময়ো ভবেৎ ॥ ৩৬**

অর্থ—কারণে সত্ত্বম্ মোদাদিরুত্তিভিঃ আনন্দময়ঃ (স্তাং)। আত্মা তু তত্ত্বংকোশৈঃ তাদাত্মাং তত্ত্বময়ঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—কারণশরীরে যে (মলিন) সত্ত্বগুণ আছে, তাহা ‘মোদ’ প্রভৃতি বৃত্তির সহিত মিলিত হইয়া আনন্দময় কোশ হয়। সেই সেই কোশের সহিত তাদাত্মাবশতঃই আত্মা সেই সেই কোশময় হইয়া যান।

টীকা—“কারণে সত্ত্বম্”—কারণশরীররূপ অবিভায়া যে মলিন সত্ত্বগুণ আছে, তাহা, “মোদাদিরুত্তিভিঃ”—ইষ্ট বস্তুর দর্শন, লাভ ও ভোগ হইতে উৎপন্ন যথাক্রমে প্রিয়, মোহ ও

প্রেমোদ নামক যে যে বিশেষ বিশেষ স্থপ, তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া, “আনন্দময়ঃ স্ত্রাং” - আনন্দময় নামক কোশ হয়।

এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতেছে :—( শঙ্কা ) ভাল, স্থূলশরীর প্রভৃতিকেই ‘অন্নময়’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা বুঝিতে হয় এইরূপ তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে শুনা যায়, বথা :—

“এই জন্তুই এই পুংস্ব ( অর্থাৎ হস্তমস্তকাদিসম্পন্ন দেহ ) অন্নরসময় অর্থাৎ অন্নরসের পরিণাম বা বিকার বলিয়া প্রসিদ্ধ” ( তৈত্তিরীয় উ ২।১।১ ) এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া “সেই ( ব্রাহ্মণোক্ত ) এই ( মন্ত্রোক্ত ) অন্নরসময় বা অন্নরসের পরিণতিভূত স্থূলদেহ অপেক্ষা আভ্যন্তর অপব ‘আত্মা’ আছে, তাহার নাম ( প্রাণময় কোশ )” ( ঐ ২।২।১ ) ; “সেই এই প্রাণময় কোশ অপেক্ষাও আভ্যন্তর অল্প একটি ‘আত্মা’ আছে, তাহার নাম মনোময় কোশ।” ( ঐ ২।৩।১ )

তাহা হইলে আত্মাকে ‘অন্নময়’ প্রভৃতি শব্দেব বাচ্য ( অর্থ ) কি প্রকারে বলিতেছেন ?

এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিগা, বলিতেছেন দেহাদি অন্নাদির বিকার বলিগা ‘অন্নময়াদি’ শব্দেব বাচ্য বটে, কিন্তু আত্মাব সেই কোশেব সহিত অভেদ-অধ্যাসবশতঃ উক্ত শ্রুতিবচনে আত্মা অন্নময়াদি শব্দেব বাচ্য হইয়াছেন, “আত্মা তু”—প্রত্যগাত্মা কিন্তু, “তত্ত্বংকোশঃ”—সেই সেই অন্নময়াদি কোশের সহিত, “তাদাত্মাং”—তাদাত্ম্যাত্মানবশতঃ, “তত্ত্বমগঃ ভবেৎ”—সেই সেই কোশরূপ হন। অভিপ্রায় এই যে, ব্যবহার কালে ( আত্মা ) অন্নময়াদি কোশের প্রাধান্যবশতঃ অন্নময়াদি শব্দেব বাচ্য হন। ‘তু’শব্দ দ্বাৰা ইহাই সূচিত হইতেছে যে আত্মা উক্ত কোশপঞ্চক হইতে পৃথক্। ৩৬।

৯। অঘরব্যতিরেকদ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপতাপ্রাপ্তি প্রদর্শন।

( শঙ্কা ) ভাল, তাহা হইলে এই প্রকার আত্মাব কি প্রকারে ব্রহ্মরূপতা হইতে পারে ?— এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, কোশপঞ্চক হইতে আত্মাকে পৃথক্ কবিত্তে পারিলে আত্মার ব্রহ্মরূপতা হয়।

## অঘরব্যতিরেকাভ্যাস পঞ্চকোশবিবেকতঃ।

(ক) অঘর ও ব্যতিরেক  
যুক্তিৰ ফল।

স্বাত্মানং তত উক্ত্য পরং ব্রহ্ম প্রপচ্ছতে ॥ ৩৭

অঘর—অঘরব্যতিরেকাভ্যাস পঞ্চকোশবিবেকতঃ স্বাত্মানং ততঃ উক্ত্য পরং ব্রহ্ম প্রপচ্ছতে।

অনুবাদ—নিম্নবর্ণিত প্রকারে অঘরব্যতিরেকদ্বারা পঞ্চকোশ হইতে আত্মাকে পৃথক্ করিয়া, অথবা উক্ত কোশসকলকে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া, পঞ্চকোশ হইতে আত্মার উদ্ধার করিলে, আত্মা পরব্রহ্মরূপ হইয়া থাকেন।

টীকা—“অঘরব্যতিরেকাভ্যাস” —৩৮ হইতে ৪২ শ্লোকে যে “অঘরব্যতিরেক” বর্ণিত হইবে তাহাব দ্বাৰা, “পঞ্চকোশবিবেকতঃ”—অন্নময়াদি যে পাঁচটি কোশ আছে তাহাদিগকে প্রত্যগাত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিলে, কিম্বা অন্নময়াদি পাঁচটি কোশ হইতে, আত্মাকে পৃথক্ করিলে, “স্বাত্মানং”—প্রত্যগাত্মাকে অর্থাৎ আপনি আপনাকে, “ততঃ উক্ত্য”—সেই সকল কোশ হইতে বুদ্ধিদ্বারা নিষ্কাশিত করিয়া তাহাকে চিদানন্দস্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় করিলে, অধিকারী মুমুক্শু, “পরং

ব্রহ্ম”—( ১০ হইতে ১৫ শ্লোকে বর্ণিত ) ব্রহ্মকে, “প্রপত্ততে”—পাইয়া থাকেন, অর্থাৎ ব্রহ্মই হইয়া যান । ৩৭

এক্ষণে যে অম্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তাহাই দেখাইতেছেন :

(খ) স্বপ্নাবস্থায় আত্মার  
অম্বয় ও স্থলদেহের  
ব্যতিরেক ।

অভানে স্থলদেহস্য স্বপ্নে যদ্ভানমাত্মনঃ ।

সোহম্বয়ো ব্যতিরেকস্তদ্ভানেহত্মানবভাসনম্ ॥ ৩৮

অম্বয়—স্বপ্নে স্থলদেহস্য অভানে আত্মনঃ যৎ ভানম্ সঃ অম্বয়ঃ, তদ্ভানে অত্মানবভাসনম্ ব্যতিরেকঃ ।

অনুবাদ—স্বপ্নাবস্থায় স্থলদেহের অপ্রতীতি হইলেও আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই ( আত্মার ) অম্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃততা । আর আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্থলদেহের বা অন্নময় কোশের অপ্রতীতি, তাহাই স্থলদেহের বা অন্নময় কোশের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা । ( স্থলদেহের প্রতীতি না হইলেও আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে, এবং আত্মপ্রতীতিতে স্থলদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—স্বপ্নাবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা, স্থলদেহ বা অন্নময় কোশ হইতে পৃথক্ । )

টীকা—“স্বপ্নে”—স্বপ্নাবস্থায়, “স্থলদেহস্য অভানে”—অন্নময়কোশরূপ স্থলদেহের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ”—প্রত্যগাত্মার, “যৎ ভানম্”—স্বপ্নের সাক্ষি-রূপে যে স্মরণ থাকে, “সঃ অম্বয়ঃ”—তাহাই আত্মার অম্বয় ( অনুস্মৃতি ) । সেই স্বপ্নাবস্থাতেই “তদ্ভানে”—সেই আত্মার স্মরণ হইলে, “অত্মানবভাসনম্”—অন্তের অর্থাৎ “স্থলদেহের” অনবভাসন বা অপ্রতীতি, “ব্যতিরেকঃ”—তাহাই স্থলদেহের ব্যতিরেক । “স্থলদেহস্য” এই শব্দটি যোগাইতে হইবে । এই প্রসঙ্গে ‘অম্বয়’ ও ‘ব্যতিরেক’ ( ‘একটি থাকিলে অপরটি থাকে’, ‘একটি না থাকিলে অপরটি থাকে না’—এইরূপ পারিভাষিক ধর্মে ব্যবহৃত হয় নাই ) এই দুই শব্দদ্বারা সাধাবণতঃ অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃততা ও ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা কথিত হইতেছে । ৩৮

স্থলদেহ আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অম্বয় ও ব্যতিরেক প্রদর্শন করিয়া লিঙ্গদেহও আত্মা নহে, এই তথ্যের জ্ঞাপক অম্বয়ব্যতিরেক প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) অল্পপ্ৰাবস্থায় আত্মার  
অম্বয় ও লিঙ্গদেহের  
ব্যতিরেক ।

লিঙ্গাভানে সুষুপ্তৌ স্মাদাত্মনো ভানমম্বয়ঃ ।

ব্যতিরেকস্ত তদ্ভানে লিঙ্গস্মাভানমুচ্যতে ॥ ৩৯

অম্বয়—সুষুপ্তৌ লিঙ্গাভানে আত্মনঃ ভানম্ অম্বয়ঃ স্মাৎ । তদ্ভানে লিঙ্গস্য অভানম্ তু ব্যতিরেকঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—সুষুপ্তি-অবস্থায় লিঙ্গদেহের অপ্রতীতি হইলেও, আত্মার যে ভান বা প্রতীতি থাকে, তাহাই ( আত্মার ) অম্বয়—অনুবৃত্তি বা অনুস্মৃততা । আর



আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে লিঙ্গদেহের ( অর্থাৎ প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশের ) অপ্রতীতি, তাহাই লিঙ্গদেহের অর্থাৎ উক্ত কোশত্রয়ের ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা। ( লিঙ্গদেহের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে লিঙ্গদেহের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সুষ্টি অবস্থায় ইহা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, আত্মা প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোশ হইতে পৃথক্ । )

টকা—“সুষ্টি” —সুষ্টি অবস্থাতে, “লিঙ্গভানে”—লিঙ্গদেহের অর্থাৎ সূক্ষ্মদেহের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ ভানম্”—সেই অবস্থার সাক্ষরূপে আত্মার স্ফূরণ, “অময়ঃ স্তাৎ”—তাহাই আত্মার অময়—অমুভূতি বা অমুহ্যততা। “তত্ত্বান্”—সেই আত্মার স্ফূরণ থাকিতে, “লিঙ্গস্য অভানং”—লিঙ্গদেহের অস্ফূরণ, “ব্যতিরেকঃ উচ্যতে”—তাহাকেই লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক বলিতে হইবে। ৩০

এইরূপে সুষ্টিতে আত্মার অময় ও লিঙ্গদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

( শঙ্কা )—ভাল, পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করিয়া এই যে লিঙ্গদেহের বিচারে প্রবৃত্ত হইলেন, ইহা ত’আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত হওয়াতে, অসঙ্গত হইল—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রাণময়াদি কোশত্রয় উক্ত লিঙ্গদেহেরই অন্তর্গত বলিয়া লিঙ্গদেহের বিচার আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত নহে।

(য) লিঙ্গদেহের বিচারে  
অপ্রাসঙ্গিকতার আশঙ্কা  
ও তাহার সমাধান।

তদ্বিবেকাদিবিভাঃ স্যুঃ কোশাঃ প্রাণমনোধিযঃ ।

তে হি তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃত্যঃ ॥ ৪০

অময়—তদ্বিবেকাৎ প্রাণমনোধিযঃ কোশাঃ বিবিভক্তাঃ স্যুঃ, হি ( যতঃ ) তে তত্র গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ পৃথক্কৃত্যঃ ( সন্তি ) ।

অনুবাদ—সেই লিঙ্গদেহের বিচারদ্বারা অর্থাৎ আত্মা হইতে লিঙ্গদেহের পার্থক্য নির্ণীত হইলে, প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় এই তিন কোশেরই আত্মা হইতে পার্থক্য নিরূপিত হইবে, কেননা, প্রাণময়াদি কোশত্রয় সেই লিঙ্গশরীরে, কেবল সম্বন্ধজোড়গুণজনিত অবস্থাভেদবশতঃই পৃথগ্ভাবে নিরূপিত হইয়াছে।

টকা—“তদ্বিবেকাৎ”—সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন হইতে, “প্রাণমনোধিযঃ”—প্রাণময়, মনোময় ও বিজ্ঞানময় নামক কোশত্রয়, “বিবিভক্তাঃ স্যুঃ”—আত্মা হইতে পৃথক্কৃত হইবে। সেই লিঙ্গদেহের বিবেচন অর্থাৎ পৃথক্করণ দ্বারা তিনটি কোশ কি প্রকারে পৃথক্কৃত হইবে? এই হেতু বলিতেছেন—“হি”—যেহেতু, “তে”—প্রাণময় প্রভৃতি কোশত্রয়, “তত্র”—সেই লিঙ্গশরীরে, “গুণাবস্থাভেদমাত্রাৎ”—সম্বন্ধজোড়গুণের কেবলমাত্র অবস্থাভেদবশতঃ অর্থাৎ গৌণ ও মুখ্যভাবে বিশেষ বিশেষ অবস্থিতিহেতু, “পৃথক্কৃত্যঃ”—ভিন্ন ভিন্ন করিয়া কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ প্রাণময় কোশ কেবল রজোগুণের অবস্থা, মনোময় কোশ সত্ত্বরজ এই দুই গুণেরই অবস্থা, কেননা,

ইহার দ্বারা কৰ্ম্মেন্দ্রিয়ের ব্যবহার ও ইচ্ছাদি ক্রিয়া সংসাধিত হয়, এবং বিজ্ঞানময় কোশ কেবল সম্বন্ধের অবস্থা, এই প্রকারে অবস্থার ভেদবশতঃ একই লিঙ্গদেহে তিনটি কোশ পরিকল্পিত হইয়াছে । ৪০

এইরূপে পঞ্চকোশ বিচারে লিঙ্গদেহের বিচার-উত্থাপন বিষয়ে যে আশঙ্কা উঠিতে পারে, তাহার সমাধান হইল ।

এক্ষণে যাহাকে আনন্দময়কোশরূপে বর্ণনা করিবার ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই কারণশরীরকে পৃথক্ করিবার উপায় বলিতেছেন :—

(৫) সমাধি অবস্থার আত্মার  
অঙ্গ ও কাবণদেহের  
ব্যতিরেক ।

স্মৃপ্ত্যভানে ভানং তু সমাধাবাত্মনোহম্ময়ঃ ।

ব্যতিরেকস্ত্বাত্মভানে স্মৃপ্ত্যানবভাসনম্ ॥ ৪১

অঙ্গ—সমাধৌ স্মৃপ্ত্যভানে আত্মনঃ তু ভানম্ অঙ্গমঃ ; আত্মভানে স্মৃপ্ত্যানবভাসনং তু ব্যতিরেকঃ ।

অনুবাদ—সমাধিকালে, স্মৃপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের অভান বা অপ্রতীতি হয় ; তখন কিন্তু আত্মবিষয়ক ভান বা প্রতীতি থাকে । তাহাই ( আনন্দময়কোশ সম্বন্ধে ) আত্মার অঙ্গ—অনুস্মৃত্য বা অনুবৃত্তি । আবার আত্মার ভান বা প্রতীতি থাকিতেও যে স্মৃপ্তির অপ্রতীতি, তাহাই স্মৃপ্তির ( অর্থাৎ আনন্দময় কোশের ) ব্যতিরেক—ব্যাবৃত্তি বা ভিন্নতা । ( সমাধি অবস্থায় স্মৃপ্তির অর্থাৎ অজ্ঞানের বা কারণশরীরের প্রতীতি না হইলেও, আত্মপ্রতীতি তুল্যভাবে থাকে এবং আত্মপ্রতীতিতে সেই কারণশরীরের একান্ত আবশ্যকতা নাই—সমাধি অবস্থায় ইহা অনুভব করা যায় ; ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে আত্মা আনন্দময়কোশ হইতে পৃথক্ । )

টীকা—“সমাধৌ”—সমাধি অবস্থাতে, যখন “লীর্নে” পূর্ববিকল্পে তু বাবদন্ত্য নোদয়ঃ । নিবিকল্পকচৈতন্ত্যং স্পষ্টং তাবদ্বিভাসতে ॥”—‘পূর্ববিকল্প বিলীন হইয়া গেলে, যে পর্য্যন্ত না অত্ম বিকল্পের উদয় হয়, সেই পর্য্যন্ত চৈতন্ত্য নিবিকল্পক ভাবে প্রকাশিত থাকেন’, এইরূপ অবস্থায়, অথবা যে সমাধির লক্ষণ অগ্রে ৫৫ সংখ্যক শ্লোকে বলিবেন, সেই অবস্থায়, “স্মৃপ্ত্য-ভানে”—‘স্মৃপ্তি’ শব্দ দ্বারা উপলক্ষিত কারণ-দেহরূপ অজ্ঞানের অপ্রতীতি হইলে, “আত্মনঃ তু”—‘তু’ শব্দের অর্থ ‘অবধারণ’, অর্থাৎ আত্মারই, “ভানম্”—যে স্মরণ হয়, তাহাই আত্মার “অঙ্গ”—অনুবৃত্তি । আর “আত্মভানে”—আত্মার স্মৃতি বা প্রকাশ থাকিতেও, “স্মৃপ্ত্য-নবভাসনম্”—‘স্মৃপ্তি’ শব্দদ্বারা উপলক্ষিত অজ্ঞানের অপ্রতীতি, “ব্যতিরেকঃ” সেই অজ্ঞানের ব্যতিরেক বা ব্যাবৃত্তি । এস্থলে এই ‘অনুমান’ আছে—প্রত্যগাত্মা অঙ্গময় প্রভৃতি হইতে ভিন্ন, কেননা, তাহারা ( সেই কোশসকল ) পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, আত্মা নিজে অভিন্ন থাকেন ; সেই কোশসকল পরস্পর ভিন্ন বলিয়া

প্রতীত হইলেও, বাহ্য ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, তাহা সেই কোশসকল হইতে ভিন্ন ; যেমন, ( মালাতে ) পুষ্পসকল পরস্পর ভিন্ন হইলেও, তন্মধ্যে অল্পহাত যে স্বত্র, তাহা আপনার স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। এইহেতু তাহা পুষ্পসকল হইতে ভিন্ন। অথবা, ধোঁড়া, কানা প্রভৃতি অনেক আকারের গরু পরস্পর ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হইলেও, সেই সকল গো-ব্যক্তিতে অল্পহাত গোত্র জাতি, যেমন আপনার স্বরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয় না, এইহেতু সেই গোত্রজাতি সেই সকল গো-ব্যক্তি হইতে ভিন্ন, সেইরূপ। ৪১

এইরূপে সমাধিতেও আত্মার অময় ও কারণদেহের ব্যতিরেক প্রদর্শিত হইল।

অময়ব্যতিরেক দ্বাণা পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্কৃত হইলে, আত্মার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হয়,—  
৩৭ সংখ্যক শ্লোকে যে এইরূপ কথিত হইয়াছে, সেই কথাব প্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন ( ৬১৭ )  
( অথবা ঋতাস্থতবেব শ্রুতিবচন ৩১৩ )—[অমৃতমাত্রঃ পুরুষোহক্ষবায়ী, সদা জনানাং হৃদয়ে  
সন্নিবিষ্টঃ। তং স্বাক্ষরীবাং প্রবহেশুজ্ঞাদিবৈশীকাং দৈবোণ্যং তং বিভাচ্চুক্রমমৃতং তং বিভাচ্চুক্রম-  
মৃতমিতি ॥]\*—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৫) পঞ্চকোশ হইতে যথা মুঞ্জাদিবীকৈবমাত্মা যুক্ত্যা সমুদ্ধৃতঃ।

পৃথক্কৃত আত্মার ব্রহ্ম-  
রূপতা প্রাপ্তি।

শরীরত্রিতয়াদ্বিতৈঃ পরং ব্রহ্মৈব জায়তে ॥ ৪২

অময়---যথা মুঞ্জাং ইণীকা, এবম্ আত্মা যুক্ত্যা শরীরত্রিতয়াং দ্বিতৈঃ সমুদ্ধৃতঃ পরম্  
ব্রহ্ম এব জায়তে।

অমুবাদ—যে রূপ মুঞ্জতৃণ হইতে কৌশলে গর্ভপত্রটি বা গর্ভ-শলাকাটি  
নিষ্কাশিত করিতে হয়, সেইরূপ, অময়ব্যতিরেক-বিচারকৌশলে আত্মা শরীরত্রয়  
অথবা পঞ্চকোশ হইতে, ব্রহ্মচারী বিষয়বিরক্ত মুমুক্শুকর্ষক পৃথক্কৃত হইলে,  
পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন।

টীকা—“যথা”—যেমন “মুঞ্জাং”—মুঞ্জনামক তৃণবিশেষ হইতে, “ইণীকা”—গর্ভস্থ  
কেমলতৃণরূপ শলাকাটিকে “যুক্ত্যা”—বাহিরে আববন্ধরূপে অবস্থিত স্থূলপত্রগুলিকে পৃথক্-  
করণরূপ উপায়দ্বারা বাহির করিতে হয়, “এবং” এইরূপে, আত্মাও “যুক্ত্যা”—অময়-  
ব্যতিরেকরূপ উপায়দ্বারা, “শরীরত্রিতয়াং” পূর্বে ক্রম তিনটি শরীর হইতে, “দ্বিতৈঃ”—দ্বাহারা  
যীকে অর্থাৎ বুদ্ধিকে বিষয়ালুসন্ধান হইতে রক্ষা কবিতো পাবেন, সেই ব্রহ্মচর্য  
( বৈরাগ্য- ) প্রভৃতি সাধনসম্পন্ন অধিকারিগণকর্তৃক, “সমুদ্ধৃতঃ”—যদি পৃথক্কৃত হয়, তাহা

\* ইহাও অর্থ অজুষ্ঠপবিমিত অষ্ট্যামৌ পূর্ব প্রাণিগণের হৃদয়ে সন্দর্ভা সন্নিবিষ্ট আছেন। মুমুক্শু ব্যক্তি  
মুঞ্জতৃণ হইতে যেকণ ইণীকাকে ( গর্ভপত্রটিকে ) বাহির করা হয়, সেইরূপ বৈরাগ্য সহিত, সেই অষ্ট্যামৌ পূর্বককে নিজ  
শরীর হইতে বাহির কবিলেন এবং তাহাকেই শুদ্ধ অমৃতময় ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন। ( আত্মার উপাধি অষ্টকরণ,  
অষ্টকরণের উপাধি হৃদয়দেশ, তাহাই অজুষ্ঠপবিমাণ : এইরূপ পরম্পরা সধক ধরিত শ্রুতি, উপচারক্রমে আত্মাকে  
অজুষ্ঠমাত্র বলিয়াছেন। )

হইলে, সেই আত্মা “পরম ব্রহ্ম এবং জায়তে”—পরব্রহ্মই হইয়া থাকেন, যেহেতু চিদানন্দ স্বরূপতরূপ লক্ষণ ব্রহ্ম ও আত্মা উভয়ে তুল্যরূপে দেখা যায়—ইহাই অভিপ্রায়। ৪২

এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিলে আত্মার ব্রহ্মরূপাঙ্গি হয়, ইহাই প্রদর্শিত হইল।

### মহাবাক্যদ্বারা জীবব্রহ্মের একতা প্রতিপাদন

১। “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের অর্থ।

এতগুলি শ্লোকরচনা দ্বারা আত্মার ব্রহ্মরূপাঙ্গিরূপ ফলেব সহিত তত্ত্বজ্ঞান নিকপিত হইয়া যাওয়াতে, পববত্তী শ্লোকগুলির বচনাবস্ত হওয়াই উচিত ছিল না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পববত্তী গ্রন্থভাগেব আনন্ত্য সিদ্ধ করিবাব জন্ত এপথান্ত যে অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহাব পুনঃকীৰ্ত্তনপূৰ্ণক পববত্তী গ্রন্থেব তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

ক এতাবৎ প্রবন্ধে প্রতি-  
পাদিত বস্তু ও উক্তব  
প্রবন্ধেব তাৎপৰ্য্য।

পরাপরাত্মনোরবং যুক্ত্যা সম্ভাবিতৈকতা।

তত্ত্বমস্মাদিবাক্যৈঃ সা ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৩

অর্থ—এবম্ পরাপরাত্মনোঃ একতা যুক্ত্যা সম্ভাবিতা ; সা তত্ত্বমস্মাদিবাক্যৈঃ ভাগ-  
ত্যাগেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—এইরূপে পরমাত্মা ও জীবাত্মা এই উভয়ের অভেদ, যুক্তি দ্বারা জিজ্ঞাস্যকে অথবা প্রতিবাদীকে অঙ্গীকার কবাইলেন। একণে সেই অভেদ, “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি শ্রোত মহাবাক্যদ্বারা, ভাগত্যাগলক্ষণার সাহায্যে প্রতিপাদন করিতেছেন।

টীকা—“এবম্”—এ পর্যন্ত যে যুক্তিপ্রণালী প্রদর্শিত হইল, তদ্বারা “পরাপরাত্মনোঃ”—পরমাত্মা ও জীবাত্মা বাহা যথাক্রমে, ‘তত্ত্বমসি’ এই মহাবাক্যেব অন্তর্গত ‘তৎ’পদ ও ‘মসি’পদেব অর্থ, তদ্রূপেব “একতা”—অভিন্নতা, “যুক্ত্যা”—সচ্চিদানন্দরূপতরূপ লক্ষণ তত্বে তুল্যরূপে বর্তমান, ইহা দেখাইয়া এবং অত্যাগ যুক্তি দ্বারা অর্থাৎ অধ্যাবোপ—অপবাদ এবং অময়-ব্যতিরেক ইত্যাদি উপায় দ্বারা), “সম্ভাবিতা”—জিজ্ঞাস্য বা প্রতিবাদী বৃত্তিকে স্বীকার করাইলেন বা বুদ্ধিতে ধরাইলেন। “সা”—সেই অভেদ, “তত্ত্বমস্মাদিবাক্যৈঃ”—তত্ত্বমসি, প্রভৃতি (অর্থাৎ “অহং ব্রহ্মাস্মি,” “অয়মাত্মা ব্রহ্ম,” ও “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই সকল) মহাবাক্যদ্বারা—অর্থাৎ জীবব্রহ্মের অভেদবোধক প্রতিবাদ্যদ্বারা, “ভাগত্যাগেন লক্ষ্যতে”—বিরুদ্ধাংশ—দ্বন্দ্বের সর্গজ্ঞতা দি ও জীবের অন্তর্জ্ঞতা দিরূপ একতাবিরোধী অংশ পরিত্যাগপূৰ্ণক লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা\* বুঝান হইতেছে—(এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিলেন)। ৪৩

এইরূপে এ পর্যন্ত ব্যাখ্যাত বিষয়ের সারসংগ্রহ করিয়া ব্যাখ্যাতব্য বিষয়ের তাৎপৰ্য্য প্রদান করিতেছেন।

\* মণিরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ২য় গ্রন্থ “দৃগদৃশ্য বিবেকেব” (খ) পবিশিষ্ট এবং এই পঞ্চদশী (গ), পবিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।

“তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের, জীবব্রহ্মের একত্বরূপ অর্থ, উক্ত বাক্যের অন্তর্গত ‘তং’পদ ও ‘ত্ব’পদের অর্থ বুঝিলেই, বুঝিতে পারা যায়; এই হেতু প্রথমে ‘তং’পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন -

জগতো যতুপাদানং মায়ামাদায় তামসীম্ ।  
(খ) ‘তং’পদের বাচ্যার্থ।

নিমিত্তং শুক্লসত্ত্বাং তাম্রচ্যতে ব্রহ্ম তদ্বিরা ॥ ৪৪

অর্থ—যং তামসীম্ মায়াম্ আদায়, জগতঃ উপাদানম্ ( ভবতি ), শুক্লসত্ত্বাম্ তাম্ ( আদায় ) নিমিত্তম্ ( ভবতি, তং ) ব্রহ্ম, “তং”-গিরা উচ্যতে ।

অনুবাদ—যিনি তামসী মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির তমোগুণপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের উপাদান কারণ, এবং শুক্লসত্ত্বা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির রজ-স্তুমোদ্বারা অনভিভূত বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান অবস্থাকে অবলম্বন করিয়া, জগতের —নিমিত্তকারণ, সেই ঈশ্বরস্বরূপ ব্রহ্মই ‘তং’ শব্দের দ্বারা কথিত হইতেছেন।

টীকা—“যং”—যে সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম, “তামসীম্”—তমোগুণপ্রধান, “মায়াম্ আদায়”—মায়াকে উপাধিরূপে অর্থাৎ প্রতিবিশ্বস্থানরূপে গ্রহণ করিয়া, “জগতঃ”—স্বাববজ্জন্মান্ময়ক কাঁচ্যসমূহের, “উপাদানম্ ভবতি” জগতের অধ্যাসেব অধিষ্ঠান অর্থাৎ কল্পিত সর্বের উপাদানস্বরূপ বিবর্তোপাদান হন, “শুক্লসত্ত্বাম্ তাম্ আদায়”—বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণপ্রধান সেই মায়াকে অর্থাৎ ঘাহাতে সত্ত্বগুণ বজ্রস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত হয় নাই, সেইরূপ মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করিয়া “নিমিত্তম্ ভবতি”—নিমিত্তকারণ হন, অর্থাৎ তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদান প্রভৃতির বিশেষজ্ঞানসম্পন্ন কর্তা হন। অভিপ্রায় এই—ইষ্টকার যেমন ঘটোপাদান যুক্তিকা এবং তাহার সহিত দণ্ডচক্রাদি অন্যান্য নিমিত্তের বিশেষ বিশেষ জ্ঞানদ্বারা ঘটের কর্তা হন, সেইরূপ বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান মায়োপহিত ব্রহ্ম তমঃপ্রধান প্রকৃতিরূপ উপাদানের এবং জীবের অদৃষ্ট, আপনার ইচ্ছা, জ্ঞান, প্রবৃত্ত, কাল, দিক্, প্রাগভাব ও প্রতিবন্ধকভাব এই কয়েকটি নিমিত্তকারণের, বিশেষ বিশেষ জ্ঞান লইয়া জগতের কর্তা হন। (তং) “ব্রহ্ম”—সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ ঈশ্বর অর্থাৎ অন্তর্যামো। “তং”-গিরা উচ্যতে—এই “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যস্থিত ‘তং’ পদের বাচ্যার্থ। ৪৪

এইরূপে ‘তং’পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

( এক্ষণে ) “ত্ব”পদের বাচ্যার্থ বলিতেছেন :—

যদা মলিনসত্ত্বাং তাং কামকর্মাদিদূষিতাম্ ।  
(গ) ‘ত্ব’পদের বাচ্যার্থ।

আদন্তে তং পরং ব্রহ্ম ত্বং পদেন তদোচ্যতে ॥ ৪৫

অর্থ—তং পরম্ ব্রহ্ম যদা মলিনসত্ত্বাম্ কামকর্মাদিদূষিতাম্ তাম্ আদন্তে তদা “ত্বম্”—পদেন উচ্যতে ।

অনুবাদ—সেই পরব্রহ্ম যখন মলিনসত্ত্বগুণযুক্ত, কামকর্মাদিদূষিত সেই মায়াকে উপাধিরূপে গ্রহণ করেন, তখন সেই পরব্রহ্মই (জীবরূপ ধরিয়া) “হম্”—পদের বাচ্যার্থ হন।

টীকা—“তং পরম্ ব্রহ্ম”—সেই পরব্রহ্মই অর্থাৎ যিনি অত্যা উপাধিব্যাগে জগতেব অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণ, “যদা”—যে সংসারাবস্থায়, “মলিনসত্ত্বাম্”—কিঞ্চিং বজ্রগুণ ও তমোগুণের সহিত মিশ্রণবশতঃ মলিন অর্থাৎ বজ্রসত্ত্বোদ্ভূত সত্ত্বগুণপ্রধান, এবং “কামকর্মাদিদূষিতাম্”—বিষয়ভোগেচ্ছা, অদৃষ্ট প্রভৃতিদ্বারা দূষিত, “তাম্ আদত্তে”—সেই অবিচ্ছিন্নবাক্য মায়া বা প্রকৃতিকে উপাধি বা প্রতিবিম্বস্থানরূপে গ্রহণ করেন, “তদা ‘হম্’ পদেন উচ্যতে”—তখন সেই ‘হম্’-পদের বাচ্যার্থ হন। ৪৫.

এইরূপে “হম্” পদের বাচ্যার্থ কথিত হইল।

এই প্রকারে ‘তং’ ও ‘যং’ পদের অর্থ বলিয়া, উক্ত পদসমুদায়ের অর্থাৎ মহাবাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

ত্রিতীয়মপি তাং মুক্ত্বা পরম্পরবিরোধিনীম্।

(৭) লক্ষণার দ্বারা বাক্যার্থ-  
জ্ঞান।

অথগুং সচ্চিদানন্দং মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে ॥ ৪৬

অনুবাদ—ত্রিতীয়ম্ অপি পরম্পরবিরোধিনীম্ তাম্ মুক্ত্বা অথগুং সচ্চিদানন্দম্ মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে।

অনুবাদ—তমঃপ্রধান, বিশুদ্ধসত্ত্বপ্রধান ও মলিনসত্ত্বপ্রধান—এই তিন-প্রকারের মায়া পরম্পরবিরোধিনী। সেই তিনপ্রকার মায়াকে পরিত্যাগ করিয়া উক্ত মহাবাক্য অথগুং সচ্চিদানন্দকেই লক্ষ্য করিতেছে অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ।

টীকা—“ত্রিতীয়ম্ অপি”—তিন প্রকারের মায়াকেই অর্থাৎ তমঃপ্রধানতা, বিশুদ্ধসত্ত্ব-প্রধানতা ও মলিনসত্ত্বপ্রধানতা—এই তিন প্রকার ভেদবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত (মায়াকে), যতএব “পরম্পরবিরোধিনীম্ তাম্”—পরম্পরবিরোধিনী সেই মায়াকে, “মুক্ত্বা”—ছাড়িয়া অর্থাৎ শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা অসং বলিয়া জানিয়া, “অথগুং সচ্চিদানন্দম্”—সঙ্গাতীয়াদি তিনপ্রকার ভেদরহিত (অর্থাৎ অগ্রে দ্বিতীয় পবিচ্ছেদে ২০শ হইতে ২৫শ শ্লোকোক্ত, সঙ্গাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগতভেদবর্জিত, অথবা—১। জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, ২। জীব জীবে পরম্পর ভেদ, ৩। জড় ও ঈশ্বরের ভেদ, ৪। জড় ও জীবের ভেদ ও ৫। জড় ও জড়ের পরম্পর ভেদ, এই পাঁচ প্রকার ভেদবর্জিত) ব্রহ্ম, “মহাবাক্যেন লক্ষ্যতে”—মহাবাক্যের দ্বারা, লক্ষণাবৃত্তির সাহায্যে জ্ঞাপিত হইতেছে, অর্থাৎ তাহাই উক্ত মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ। ৪৬

এইরূপে লক্ষণার দ্বারা কি প্রকারে মহাবাক্যের অর্থ বুঝিতে হইবে, তাহা দেখান হইল।

( শঙ্কা ) ভাল, এইরূপ লক্ষণাবৃ্ত্তির দ্বারা বাক্যের অর্থবুঝান কোথায় দেখিয়াছেন ?  
তত্বস্তরে বলিতেছেন—

- (৬) ভাগত্যাগ লক্ষণার দৃষ্টান্ত।  
সোহয়মিত্যাদিবাক্যেষু বিরোধান্তদিদন্তয়োঃ ।  
ত্যাগেন ভাগয়োঃ এক আশ্রয়ো লক্ষ্যতে যথা ॥ ৪৭
- (৮) ভাগত্যাগ লক্ষণার সিদ্ধান্ত।  
মায়াবিচ্ছে বিহায়ৈবমুপাধী পরজীবয়োঃ ।  
অথগুং সচ্চিদানন্দং পরং ব্রহ্মৈব লক্ষ্যতে ॥ ৪৮

অর্থ—‘সঃ অয়ম্’ ইত্যাদিবাক্যেষু তদিদন্তয়োঃ বিরোধঃ ভাগয়োঃ ত্যাগেন একঃ আশ্রয়ঃ যথা লক্ষ্যতে, এতন্ পরজীবয়োঃ উপাধী মায়াবিচ্ছে বিহাব অথগুং সচ্চিদানন্দম্ পবন্ ব্রহ্ম এব লক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—‘সেই ব্যক্তি এই’—এইপ্রকার বাক্যে ‘সেই’ ও ‘এই’ এই দুই অর্থ ( যথাক্রমে অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশ এবং বর্তমান কাল ও অপরোক্ষ সমীপদেশ বুঝায় বলিয়া ) ‘সেই’ অর্থাৎ অতীতকাল ও পরোক্ষ দূরদেশবিশিষ্ট ব্যক্তি হইতেছে—‘এই’ অর্থাৎ বর্তমানকাল ও প্রত্যক্ষ সমীপদেশ-বিশিষ্ট ব্যক্তি, এইরূপ, পরস্পরবিরুদ্ধ ধর্মাক্রান্ত অর্থ পাওয়া যায় এবং এরূপ ধর্মদ্বয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া ঐ বিরুদ্ধ অংশ দুইটিকে ত্যাগ করিয়া যেমন তত্বভয়ের এক আশ্রয়—উক্ত ব্যক্তির শরীররূপ স্বরূপই লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়, সেইরূপ, “তং+ইম্+অসি”—এই বাক্যও ‘তং’পদবাচ্য ঈশ্বরের ও ‘ইম্’পদবাচ্য জীবের উপাধি যথাক্রমে মায়াকৃত সর্বশক্তিসত্তা, সর্বজ্ঞতাদিধর্ম ও অবিচ্ছাদিত অল্পশক্তিসত্তা, অল্পজ্ঞতাদিধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ হওয়ায় এবং তত্বভয়ের একতা অসম্ভব বলিয়া তত্বভয়কে পরিত্যাগ করিয়া, তত্বভয়ের এক আশ্রয়, অথগুং সচ্চিদানন্দকে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয় ।

টীকা—“সঃ অয়ম্ ইত্যাদিবাক্যেষু”—‘সেই ( দেবদত্ত ) এই’—এইপ্রকার বাক্যসমূহে “তদিদন্তয়োঃ”—‘তত্তা’ ও ‘ইদন্তা’ এই উভয়ের অর্থাৎ ‘সেই’ বলিতে যে পরোক্ষ দূরদেশ ও অতীতকালবিশিষ্টরূপ ধর্মাক্রান্ত এবং ‘এই’ বলিতে যে অপরোক্ষ সমীপদেশ ও বর্তমান কালবিশিষ্টরূপ ধর্মাক্রান্ত বুঝায়, সেই উভা ধর্মের, “বিরোধঃ”—একতার অসম্ভব বলিয়া, “ভাগয়োঃ ত্যাগেন”—বিরুদ্ধ অংশসমূহেব ত্যাগ করিয়া, “একঃ আশ্রয়ঃ”—সেই দেবদত্ত নামক ব্যক্তির শরীররূপ একটিমাত্র স্বরূপ, “যথা লক্ষ্যতে”—যেমন লক্ষণাবৃ্ত্তিদ্বারা বুঝিতে হয়,—এইরূপে দৃষ্টান্ত বলিয়া পরবর্তী শ্লোকে সিদ্ধান্ত বলিতেছেন—“এবং”—‘সেই দেবদত্ত এই’ এই বাক্যে যেপ্রকার, এইরূপ, “পরজীবয়োঃ”—পরমায়া ও জীব উভয়ের, “উপাধী”—উপাধিভূত মায়া ও অবিজ্ঞা, বাহা ১৬ সংখ্যক এবং ৪৪ ও ৪৫ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে,

তদুভয়কে, “বিহায়”—পরিত্যাগ করিয়া, “অথওম্”—ভেদরহিত, “সচ্চিদানন্দম্”—পরব্রহ্মকেই মহাবাক্য হইতে লক্ষণাদ্বারা বুঝিতে হয়। ৪৭, ৪৮

এইরূপে ভাগত্যাগলক্ষণার দৃষ্টান্ত দিলেন।

(শঙ্ক্য)—ভাল মহাবাক্য হইতে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্ম, তাহা সবিকল্প অথবা নির্বিকল্প? অর্থাৎ তাহা নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট? অথবা নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মরহিত?

দুইটি পক্ষ উঠাইয়া প্রতিবাদী উভয় পক্ষেই দোষ দেখাইতেছেন:—

(তা) মহাবাক্যেব লক্ষ্যার্থে  
পূর্ববাদীকঙ্ক  
দোষাবোপ।

সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য স্মাদবস্তুতা।

নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বং ন দৃষ্টং ন চ সম্ভবি ॥ ৪৯

অম্বয়—সবিকল্পস্য লক্ষ্যত্বে লক্ষ্যস্য অবস্তুতা স্মাৎ। (দ্বিতীয় পক্ষে দোষ দেখাইয়া বলিতেছেন) নির্বিকল্পস্য লক্ষ্যত্বম্ ন দৃষ্টম্ ন চ সম্ভবি।

অনুবাদ—মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তুটি সবিকল্পক অর্থাৎ নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট বস্তু হইলে, তাহা অবস্তু হইয়া পড়ে অর্থাৎ তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না; (কেননা, নাম প্রভৃতি কল্পনামাত্র এবং তাহা যাহাব ধর্ম তাহা অনিত্য)। আবার সেই বস্তুটি নির্বিকল্পক হইলে লক্ষ্য হইতে পারে না; (অর্থাৎ যাহাতে নাম, জাতি প্রভৃতি বিকল্পদ্বারা লক্ষ্যরূপ ধর্মই নাই, তাহা কি প্রকারে লক্ষ্য হইবে?)

টীকা—“সবিকল্পস্য”-বিকল্প শব্দের অর্থ যাহা বিপবীতরূপে (এবং সেইহেতু বিবিধ-রূপে) কল্পিত হয়, (যেমন রজ্জুর স্করূপ হইতে বিপবীতরূপে এবং সেইহেতু নানারূপে কল্পিত সর্প, দণ্ড, ভূমির ফাট, ঘাঁড়ের মূত্র, ইত্যাদিকে বিকল্প বলা যায়, অথও সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম হইতে বিপবীত অর্থাৎ খণ্ডিত অসং ইত্যাদিরূপে কল্পিত নাম, জাতি ইত্যাদি ধর্মও সেইরূপ বিকল্প।) সেই নাম, জাতি ইত্যাদিরূপ বিকল্পের সহিত যাহা বর্তমান তাহা সবিকল্প; সেই বস্তুর “লক্ষ্যত্বে”—মহাবাক্যের অর্থরূপে লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা জানিবার যোগ্যতা থাকিত হইলে, “লক্ষ্যস্য”—মহাবাক্যের অর্থরূপে জানিবার যোগ্য যে ব্রহ্মবস্তু, তাহাব, “অবস্তুতা স্মাৎ”—মিথ্যাত্ব অনিবার্য হইবে, কেননা, নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মবিশিষ্ট ঘটাদি সকল বস্তুরই মিথ্যাত্ব দেখিতে পাওয়া যায়; আবার “নির্বিকল্পস্য”—নাম জাতি ইত্যাদি ধর্মবহিত বস্তুর “লক্ষ্যত্বম্”—লক্ষ্যতারূপ ধর্ম, সংসাবে “ন দৃষ্টম্” কোথাও দেখা যায় নাই, “ন চ সম্ভবি”—সিদ্ধ করাও বাইতে পারে না, কেননা, লক্ষ্যতারূপ ধর্মবিশিষ্ট বস্তুকে ‘নির্বিকল্পক’ বলিলে ব্যাঘাত দোষ ঘটে। কোনও বস্তুকে ‘লক্ষ্য’ বলিয়া মানিলে, তাহাকে লক্ষ্যত্বধর্মরূপ বিকল্পবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করা হইল। তাহাকেই আবার নির্বিকল্প বলিলে, ‘আমার মুখে জিহ্বা নাই’ অথবা ‘আমার পিতা বাল-ব্রহ্মচারী’ এইরূপ আপনার বচন-দ্বাবাই আপনার বচনের বাধা বা ব্যাঘাতদোষ ঘটে। ৪৯



ইহাই হইল মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ লইয়া পূৰ্ণপক্ষীর দোষারোপ।

মহাবাক্যের লক্ষ্যার্থ অথওসচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম, এই যথার্থ সিদ্ধান্ত লইয়া উক্তরূপ ফাঁকি বা অসং প্রশ্ন উঠাইলে, অনুরূপ অসং উত্তর ভিন্ন অল্প প্রতীকার নাই। যে উদ্বেচালক চাবুক ব্যবহার করে না, তাহার উদ্বে জব্বত হইলে সে যেমন তাহারই পৃষ্ঠে বোঝা হইতে একথানা চেলা কাঠ লইয়া তাহার সংশোধন করে, সেইরূপ সেই অসং প্রশ্নেব অসং উত্তরও প্রতিপ্রশ্নস্বরূপ; অর্থাৎ প্রতিবাদীর উপর প্রত্যাভিযোগ বা প্রত্যারোপ বা পাণ্টা প্রশ্ন করিলেই তাহার সংশোধন হয়। সেইরূপ প্রত্যাভিযোগদ্বারা প্রতিবাদীর উক্তরূপ ফাঁকি অনস্বত বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, এইহেতু সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘তোমার উপযুক্ত অসং উত্তর (‘জাতি’-উত্তর) থাকিতে তোমার ঐরূপ বিশ্ববকর প্রশ্ন চলিবে না’। এইহেতু প্রতিবাদীর মতো সিদ্ধান্তীও বিকল্প করিয়া প্রশ্ন কবিতেন:—

(জ) সিদ্ধান্তীবা শঠে পাণ্টা-বিকল্পে নির্বিকল্পস্ত সবিবকল্পস্ত বা ভবেৎ।

চবণ বা অসদুত্তর।

আত্মে ব্যাহতিরন্যত্ৰানবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ ॥ ৫০

অম্বয়—বিকল্পঃ নির্বিকল্পস্ত বা সবিবকল্পস্ত ভবেৎ? আত্মে ব্যাহতিঃ, অন্তত্ৰ অনবস্থাত্মাশ্রয়াদয়ঃ।

অনুবাদ—এই যে বিকল্প কবিলে (একই বিষয়ে মতভেদ উঠাইলে) তাহা নির্বিকল্পের (অর্থাৎ নির্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে, অথবা সবিবকল্পে (সবিবকল্প ব্রহ্মবিষয়ে) বিকল্প করিলে? প্রথম পক্ষে (‘অর্থাৎ যদি বল নির্বিকল্পের বিকল্প, তাহা হইলে’) তুমি যে ব্যাঘাত দোষ আমার উপর চাপাইলে, তাহা তোমার স্বক্ষে পড়িবে, কেননা, নির্বিকল্পেব আবার বিকল্প কি? দ্বিতীয় পক্ষে, আত্মাশ্রয়, অনবস্থা প্রভৃতি (চারিটি) দোষ ঘটবে। (টীকা দ্রষ্টব্য)।

টীকা হে প্রতিবাদিন্, ‘মহাবাক্যের দ্বারা লক্ষিত যে ব্রহ্ম, তাহা নির্বিকল্প কিস্তা তাহা সবিবকল্প?—এইপ্রকারে যে নির্বিকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ও সবিবকল্প ব্রহ্মবিষয়ক ‘বিকল্প’ করিলে—তাহা কি নির্বিকল্প ব্রহ্মের ইহাবে অথবা সবিবকল্প ব্রহ্মের ইহাবে?’ অর্থাৎ যে ব্রহ্মবিষয়ে একেবারেই বিকল্প নাই তাহার, অথবা যে ব্রহ্মে বিকল্প আছে তাহার? \* তন্মধ্যে যদি বল ‘নির্বিকল্পের বিকল্প করিয়াছি,’ তাহা হইলে

\* সিদ্ধান্তীবা প্রতিপ্রশ্ন অস্বাভাৱ নহে। প্রতিবাদী জিজ্ঞাসা কবিলেন, মহাবাক্যের লক্ষ্য বস্তু সবিবকল্প অথবা নির্বিকল্প? তাহার অর্থ সেই বস্তু নামজাতাদিগণিত অথবা তদ্রহিত? সিদ্ধান্তীর পাণ্টা প্রশ্ন ‘তুমি যে বস্তু লইয়া বিকল্প’, অর্থাৎ একট বিষয়ে মতভেদ উঠাইতেছ, তাহা সবিবকল্প অথবা নির্বিকল্প অর্থাৎ যাহাতে বিকল্প আছে তাহা, অথবা যাহাতে বিকল্প একেবারেই নাই তাহা? আমাকে আগে বল। প্রতিবাদীর ‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ ‘ও সিদ্ধান্তীবা প্রতিপ্রশ্নে ‘বিকল্প’ শব্দের অর্থ ঠিক এক বলিখা না বুঝিলেও নামজাতাদি ধর্ম লইয়াই মতভেদ হয় বলিয়া বিকল্প শব্দের অর্থ ‘নামজাতাদি’ ইউক অথবা ‘মতভেদ’ই ইউক, তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না, কেননা, বিকল্প শব্দের অর্থ লইয়া তর্ক নহে।

এই প্রথম পক্ষে যে নির্বিকল্পের বিকল্পের কথা বলিলে, তাহা উক্ত ব্যাঘাতদোষযুক্ত, কেননা, যাহাকে নির্বিকল্প বলিতেছ, তাহারই আবার বিকল্পের কথা বলিতেছ। আবার যদি দ্বিতীয় পক্ষই আশ্রয় কর অর্থাৎ যদি বল সর্বিকল্পেরই বিকল্প কবিগাছি, তাহা হইলে ‘আত্মাশ্রয়’, ‘অনবস্থা’ প্রভৃতি চারিটি দোষ ঘটে।

‘আত্মাশ্রয়’ দোষ অর্থাৎ আপনার সিদ্ধির জন্ত আপনারই অপেক্ষা; তাহা কি প্রকারে ঘটে দেখ—তোমার ‘সর্বিকল্প ব্রহ্মেরই বিকল্প’ এই বাক্যে ‘সর্বিকল্প’ শব্দের অর্থ কি তাহা প্রশ্ন কর। ‘বিকল্পেন (তৃতীয়াবিভক্ত্যন্ত) সহ বর্ততে’ [যঃ তন্তু বিকল্পঃ (প্রথমাবিভক্ত্যন্ত)]। বিকল্পেব সহিত বর্তমান সেই সর্বিকল্প ব্রহ্মরূপ ধর্ম্মী বা আশ্রয় (অর্থাৎ অধিকরণ বা অল্পযোগী) সেই ‘সর্বিকল্প ব্রহ্ম’ যে বিকল্পের সহিত বর্তমান, সেই বিকল্প এই প্রসঙ্গে তৃতীয়াস্ত “বিকল্পেন” এই পদদ্বারা উক্ত হইয়াছে। আর তুমি যে সেই ‘সর্বিকল্প ব্রহ্মে’ বিকল্প কবিলে, সেই বিকল্প এতলে প্রথমান্ত “বিকল্পঃ” এই পদদ্বারা উক্ত হইল। এক্ষণে বল, তুমি উক্ত তৃতীয়াস্ত “বিকল্পেন”-পদদ্বারা এবং প্রথমান্ত “বিকল্পঃ”-পদদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলে অথবা দুইটি পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইলে? যদি বল ‘উক্ত তৃতীয়াস্ত ও প্রথমান্ত “বিকল্পঃ”-শব্দদ্বারা একই বিকল্পকে বুঝাইলাম’, তাহা হইলে, সেই একই বিকল্প, বিকল্পের আশ্রয় যে ‘সর্বিকল্প ব্রহ্ম’ তাহাব বিশেষণ হওয়াতে, আপনিই আপনার আশ্রয় হইল, অর্থাৎ তোমার প্রথমান্তরূপ যে বিকল্প তাহাব আশ্রয় যে সর্বিকল্প ব্রহ্ম, তাহাব বিশেষণরূপ যে তৃতীয়াস্ত বিকল্প, তাহাই তোমার প্রথমান্ত বিকল্পেব আশ্রয় হইল। যদি বল ‘কি প্রকারে?’ তবে বলি, নিম্নমত বহিয়াছে যে, কোনও বিশেষণ-দ্বারা বিশিষ্ট বস্তুতে, যে ধর্ম্ম বিद्यমান, তাহা সেই বিশেষণেও বিद्यমান; যেমন ‘খজুরী আসিতেছে’ এই বাক্যে আগমনক্রিয়াকরূপ যে ধর্ম্ম, তাহা যেমন সেই খজুরাবাদী পুরুষে বিद्यমান, সেইরূপ তাহাব বিশেষণীভূত খজুরও বিद्यমান, যেহেতু যেমন সেই খজুরাপুরুষ আসিতেছে, সেইরূপ সেই খজুরও (তৎসঙ্গে) আসিতেছে; সেইরূপ তৃতীয়াস্ত ‘বিকল্পঃ’রূপ বিশেষণদ্বারা বিশিষ্ট যে ব্রহ্ম সেই ব্রহ্ম, প্রথমান্ত ‘বিকল্পঃ’-রূপ দাম্ব্যব আশ্রয় হওয়াতে, সেই ব্রহ্মেব বিশেষণরূপ যে তৃতীয়াস্ত ‘বিকল্পঃ’ তাহাও সেই প্রথমান্ত বিকল্পরূপ দাম্ব্যব আশ্রয় হইল, কিন্তু তুমি উক্ত তৃতীয়াস্ত বিকল্পকে ও প্রথমান্ত বিকল্পকে একই বিকল্প বলিয়া বুঝাইয়াছ; স্মৃতবাং একই বিকল্প, বিকল্পাশ্রয় ব্রহ্মেব বিশেষণ হওয়াতে প্রথমান্তরূপ আপনার আশ্রয় হইল। তাহা হইলে আপনার সিদ্ধির জন্ত আপনারই অপেক্ষা থাকিতে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ হইল।

আর যদি বল, ‘উক্ত তৃতীয়াস্ত ও প্রথমান্ত ‘বিকল্পঃ’-শব্দদ্বারা পরস্পর ভিন্ন বিকল্পকে বুঝাইতেছি’, তাহা হইলে ‘অন্তোচ্চাশ্রয়’ দোষ হইল অর্থাৎ পরস্পরের সিদ্ধির জন্ত পরস্পরের অপেক্ষা ঘটিল; তাহা কি প্রকারে ঘটিল, দেখ। সেই তৃতীয়াস্ত ‘বিকল্পঃ’ যেহেতু বিকল্প, এবং তাহার আশ্রয় ব্রহ্ম যেহেতু ‘সর্বিকল্প’, সেইহেতু সেই তৃতীয়াস্ত বিকল্পের আশ্রয় যে ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপ কোনও বিকল্প অবশ্য মানিতে হইবে,

অর্থাৎ তুমি যখন সবিকল্পের বিকল্প হইবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছ, তখন যাহাই বিকল্প বলিয়া স্বীকৃত হইবে, তাহাই সবিকল্প আশ্রয়ে বিद्यমান হইবে—নির্সিকল্প আশ্রয়ে নহে। যেমন তোমার প্রথমাস্তরূপ বিকল্প, সবিকল্প আশ্রয়ে বর্তমান, সেইরূপ সকল বিকল্পই সবিকল্প আশ্রয়ে বর্তমান হইবে। এইহেতু যেমন তোমার প্রথমাস্তরূপ বিকল্পের স্থিতির জ্ঞা, তৃতীয়াস্ত বিকল্পদ্বারা আশ্রয় ব্রহ্মরূপ ধর্মীকে সবিকল্প করিলে, সেইরূপ সেই তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা কোনও বিশেষণরূপ বিকল্পদ্বারা আশ্রয়কে সবিকল্প করা চাই। তৃতীয়াস্ত বিকল্পের আশ্রয়ের বিশেষণরূপ যে বিকল্প তাহার নাম দাও ‘বিশেষণীভূত বিকল্প’। এখন জিজ্ঞাসা করি, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প কি সেই প্রথমাস্তরূপ বিকল্প? অথবা সেই প্রথমাস্ত বিকল্প ও তৃতীয়াস্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প? যদি বল তাহা সেই প্রথমাস্তরূপ বিকল্প, তাহা হইলে পূর্বাঙ্ক ‘অন্তোন্তাশ্রয়’-রূপ দোষ হয়—কেননা, প্রথমাস্তরূপ বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা তৃতীয়াস্ত বিকল্পের অপেক্ষা এবং তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতির জ্ঞা সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের অর্থাৎ সেই প্রথমাস্ত বিকল্পের অপেক্ষা হইল।

আবার যদি বল, সেই বিশেষণীভূত বিকল্প উক্ত প্রথমাস্ত বিকল্প ও তৃতীয়াস্ত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক তৃতীয় বিকল্প, তাহা হইলে চক্রিকা দোষ (স্বগ্রহসাপেক্ষগ্রহসাপেক্ষ-গ্রহসাপেক্ষগ্রহকত্ব) হয়, অর্থাৎ চক্রেব হ্যায় ভ্রমণরূপ দোষ ঘটে। কেননা, সেই তৃতীয় বিকল্প ‘বিকল্প’ বলিয়া, এবং সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের আশ্রয় ব্রহ্ম সবিকল্প রূপ হওয়াতে, সেই ধর্মী ব্রহ্মের বিশেষণীভূত অস্ত্র এক বিকল্প অঙ্গীকার করিতে হয়। তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, এই অপন বিকল্পটি অর্থাৎ ধর্মী-বিশেষণীভূত বিকল্পটি কি সেই প্রথমাস্ত বিকল্পরূপই হইবে, অথবা সেই প্রথমাস্ত, তৃতীয়াস্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন এক চতুর্থ বিকল্প হইবে? যদি তাহাকে সেই প্রথমাস্ত বিকল্পরূপই বল, তাহা হইলে উক্ত ‘চক্রিকা’ দোষ ঘটে, কেননা, ত্রিটি প্রথমাস্ত বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা তৃতীয়াস্ত বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তৃতীয়াস্ত বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা বিশেষণীভূত তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার সেই বিশেষণীভূত বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা অস্ত্র বিশেষণরূপ ধর্মী-বিশেষণীভূত বিকল্পের অপেক্ষা। আব তুমি স্বীকার করিয়াছ সেই অস্ত্র বিশেষণরূপ বিকল্পটি প্রথমাস্তরূপই। তাহা হইলে সেই প্রথমাস্ত বিকল্পের স্থিতিব জ্ঞা আবার সেই তৃতীয়াস্তের অপেক্ষা, সেই তৃতীয়াস্তের স্থিতিব জ্ঞা আবার তৃতীয় বিকল্পের অপেক্ষা, আবার তাহার স্থিতিব জ্ঞা পুনর্বার সেই প্রথমাস্তের অপেক্ষা, এইরূপে চক্রেব হ্যায় ভ্রমণ করিতে হয় বলিয়া উক্ত ‘চক্রিকা’ দোষ ঘটে।

আবার যদি বল, সেই ধর্মী-বিশেষণীভূত বিকল্পটি, প্রথমাস্ত, তৃতীয়াস্ত ও বিশেষণীভূত বিকল্প হইতে ভিন্ন একটি চতুর্থ বিকল্প, তাহা হইলে, যেহেতু সেই অস্ত্র বিশেষণরূপ চতুর্থ বিকল্পটি একটি বিকল্প, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জ্ঞা কোনও বিশেষণরূপ এক পঞ্চম বিকল্প অঙ্গীকার করা আবশ্যক। আবার সেই পঞ্চম বিকল্পও যেহেতু ‘বিকল্প’, সেইহেতু তাহার আশ্রয় ব্রহ্মকে সবিকল্প করিবার জ্ঞা কোনও বিশেষণরূপ আর

এক ঘণ্টা বিকল্পকে মানিতে হয়। এইরূপে তাহার স্থিতির জন্ত পরে সপ্তম বিকল্প মানিতে হয় : এইরূপে যে ধারা চলিতেই থাকিল তাহা প্রমাণরহিতই হয়। ইহাব নাম অনবস্থা দোষ, ইহা মূলের বিনাশক। ৫০

‘ব্যাঘাত’ দোষ হইতে আরম্ভ করিয়া ‘অনবস্থা’, পর্যান্ত এই দোষগুলি যে কেবল ঐ বিকল্প সম্বন্ধেই খাটে, এরূপ নহে; এগুলি গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি সমস্ত অনাস্ব্যবস্থ সম্বন্ধেই খাটে। এরূপ বিকল্প করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এই কথাই বলিতেছেন :—

**ইদং গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তুষু।**

অ সিদ্ধান্তীয় সহস্রতর।

**সমন্তেন স্বরূপস্য সর্বমেতদিতীষ্যতাম্ ॥ ৫১**

অর্থ—ইদম্ গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তু সমম্। তেন এতৎ সর্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইয়াতাম্।

অনুবাদ—এইরূপ আপত্তি,—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধরূপ সকল বস্তুর পক্ষেই সমান। এইহেতু গুণ প্রভৃতি আপন আপন আশ্রয়, গুণী প্রভৃতি বস্তুরা উপহিত চৈতনের স্বরূপে বিद्यমান—এইরূপ নিশ্চয় কবিয়া তাহাবই লক্ষ্য, বিকল্প, গুণ, ক্রিয়া ইত্যাদি স্বীকার কর।

টাকা—“ইদম্” বিকল্প সম্বন্ধে যে এই ‘ব্যাঘাত’, ‘আত্মাশ্রয়’ প্রভৃতি হইতে আবস্ত করিয়া ‘অনবস্থা’ পর্যান্ত দোষগুলি দেখান হইল, সেইগুলিই আপত্তি, “গুণক্রিয়াজাতিদ্রব্যসম্বন্ধবস্তু সমম্”—গুণ, ক্রিয়া, জাতি, দ্রব্য ও সম্বন্ধ, এই পাঁচ বস্তুসম্বন্ধেও তুল্যরূপে খাটে। কেননা দেখ, গুণ কি নিগুণে বিद्यমান অথবা সত্ত্বে? ক্রিয়া কি ক্রিয়ারহিতে বিद्यমান অথবা ক্রিয়াসহিতে বিद्यমান?

প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত দোষ ঘটে, এবং দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারটি দোষ ঘটে; তাহা পূর্বের ত্রায় বিচার করিলেই বুঝা যাইবে। এইরূপে জাতি প্রভৃতি সম্বন্ধেও বুঝিয়া ধইতে হইবে।

ভাল, বুঝিলাম পূর্নোক্তরূপ প্রশ্নের উত্তরে এরূপ পুনঃপ্রশ্ন করিয়া অসং উত্তর দেওয়া যাইতে পারে; তাহা হইলে সহস্রতর কি? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী সহস্রতর দিতেছেন :— “তেন”—সেইহেতু অর্থাৎ উক্তরূপে বিকল্প করিয়া প্রশ্ন করিলে, গুণাদি কিছুই টিকে না কিন্তু ব্যবহারে প্রতীত হয়, এই কারণে, “এতৎ সর্বম্ স্বরূপস্য ইতি ইয়াতাম্”—এই গুণাদি সমস্ত ধর্মই আপন আপন আশ্রয় গুণ প্রভৃতি বস্তুরা উপহিত চৈতন্যের স্বরূপে কল্পিত, তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা বিद्यমান, এইরূপ মানিয়া লও। ইহাই অভিপ্রায়। ৫১

২। মহাবাক্যসূচিত অভেদের অনুসন্ধান সমর্থন ও শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

ভাল, অতঃস্থলে অর্থাৎ অনাস্ব্যবস্থায় এইরূপ হইতে পারে, কিন্তু প্রাসঙ্গ্যাদীন বিষয়ে অর্থাৎ আত্মস্বরূপে কি পাওয়া গেল? তাহাই বলিতেছেন :—

বিকল্পতদভাবাভ্যামসংস্পৃষ্টাভ্যবস্থানি ।

বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্ত কল্পিতাঃ ॥ ৫২

অর্থ—বিকল্পতদভাবাভ্যাম্ অসংস্পৃষ্টাভ্যবস্থানি বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্ত তু কল্পিতাঃ ।

অনুবাদ—আভ্যবস্ত অর্থাৎ জীবাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাভ্যবস্ত, বিকল্প ও বিকল্পাভাব উভয়েরই সংস্পর্শরহিত। তাঁহাতে যে বিকল্পিতত্ব অর্থাৎ বাদিকর্তৃক উপস্থাপিত পূর্বোক্তরূপ বিবিধ কল্পনার বিষয়তা, লক্ষ্যত্ব অর্থাৎ শব্দের লক্ষণাবৃত্তি-দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা এবং ‘সংযোগ’দি সম্বন্ধ, সে সকলই কল্পিত।

টীকা—“বিকল্পতদভাবাভ্যাম্”—বিকল্পের ও বিকল্পাভাব এই উভয়ের দ্বারা, “অসংস্পৃষ্টাভ্যবস্থানি” সংস্পর্শরহিত ( জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ) পরমাভ্যবস্ততে, “বিকল্পিতত্বলক্ষ্যত্বসম্বন্ধাচ্ছান্তাঃ”—‘বিকল্পিতত্ব’—বিকল্প, নির্বিকল্পে বিद्यমান অথবা সর্বিকল্পে বিद्यমান? গুণ, নিগুণে বিद्यমান অথবা সগুণে বিद्यমান? ইত্যাদিরূপ পূর্বকথিত প্রকারে বাদিকর্তৃক উপস্থাপিত বিবিধ কল্পনার বিষয় হওয়া, ‘লক্ষ্যত্ব’—শব্দের লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা জ্ঞাপিত হইবার যোগ্যতা, ‘সম্বন্ধ’—‘সংযোগ’ প্রভৃতিরূপ; ‘সম্বন্ধেব’ লক্ষণ ( definition ) বা ‘অসাধারণ বা একবৃত্তি ধর্ম এইরূপ’—ইহা বলিতে হইলে, দুইটি পানিভাসিক শব্দের অর্থ মনে বাখা আবশ্যক; যথা, বাঁহিতে অন্নবস্তুর সম্বন্ধ থাকে, তাহা সেই সম্বন্ধের ‘অন্নযোগী’ এবং বাঁহার সম্বন্ধ অন্ন বস্তুতে থাকে, তাহা সম্বন্ধের ‘প্রতিযোগী’; প্রতিযোগিব প্রতীতিপূর্বক বাহাদেব প্রতীতি হয়, ‘সম্বন্ধ’ তজ্জাতীয় বস্তু। কিন্তু ‘অভাব’ ও ‘সাদৃশ্য’ এই দুইটিবও প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিপূর্বকই হইয়া থাকে; সেইহেতু সেই দুইটি, ‘সম্বন্ধেব’ সম্ভাতীয় হইল। এইহেতু উক্ত ধর্মটি ‘অসাধারণ বা একবৃত্তি’ হইল না। সম্বন্ধের উক্ত লক্ষণটিতে দোষ রহিয়া গেল। সেই কাবণে সম্বন্ধেব লক্ষণ এইরূপ করিলে নিদোষ হইবে—‘অভাব ও সাদৃশ্য হইতে ভিন্ন, বাহা প্রতিযোগীর অপেক্ষাসহিত প্রতীতির বিষয় হয়, তাহাকে ‘সম্বন্ধ’ বলে।’ এই লক্ষণটি নিদোষ হইল; পৰীক্ষা করিলেই বুঝিতে পারা যাইবে; এই লক্ষণটি লক্ষ্যেব একাংশমাত্রে বর্ত্তিল না অর্থাৎ “too narrow” হইল না, অর্থাৎ সকল প্রকার ‘সম্বন্ধ’ই এই লক্ষণেব অন্তর্ভূত হইয়া গেল; এইহেতু এই লক্ষণে অব্যাপ্তিদোষ বটিল না। আবার এ লক্ষণটি লক্ষ্যে বর্ত্তিয়াও অনলক্ষ্যে বর্ত্তিল না, “too wide” হইল না অর্থাৎ অভাব, সাদৃশ্য ও সম্বন্ধ এই তিনটিকে ছাড়িয়া, ঘটাদিবস্তুতে বর্ত্তিল না, কেননা ঘটাদির প্রতীতি প্রতিযোগীর প্রতীতিসাপেক্ষ নহে। আবার উক্ত লক্ষণটি লক্ষ্যকে ছাড়িয়া অনলক্ষ্যেও বর্ত্তিল না বা ‘অসম্ভব’ ( অর্থাৎ altogether missing the thing to be defined ) হইল না।

সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে এই ‘সম্বন্ধ’ অনেকপ্রকার; দুই “দ্রব্যের” মধ্যেই ‘সংযোগসম্বন্ধ’ হইয়া থাকে। [ ‘দ্রব্যের’ লক্ষণ ( ক ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ] সেই সংযোগ-সম্বন্ধ (১) কর্মজ, (২) সংযোগজ, ও (৩) সহজ—ভেদে তিন প্রকার।

(১) যে সংযোগের উৎপত্তিতে ক্রিয়া অসমবাবি-কাবণ হ'ল অর্থাৎ সেই সংযোগরূপ কাযের সহিত নিত্যসম্বন্ধ থাকে না, তাহাকে কক্ষজ সংযোগ বলে। কক্ষজ সংযোগ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা (ক) অন্ততরকক্ষজ ও (খ) উভয়কক্ষজ। উহা দুইটি সংযোগের উপাদানকারণরূপ আশ্রয়। (ক) তন্মধ্যে একেব ক্রিয়াদ্বারা যখন সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহাকে 'অন্ততরকক্ষজ সংযোগ' বলে, যেমন পক্ষাব ক্রিয়াদ্বারা বৃক্ষ ও পক্ষাব সংযোগ। (খ) যখন উভয় আশ্রয়ের ক্রিয়াদ্বারা সংযোগ উৎপন্ন হয়, তখন তাহা 'উভয়কক্ষজ'। যেমন দুই ছাগীর ক্রিয়াদ্বারা দুই ছাগীব সংযোগ।

(২) সংযোগরূপ অসমবাবিকাণবাবা যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহা 'সংযোগজ সংযোগ'; যেমন হাত ও শুস্তের সংযোগ দ্বারা উৎপন্ন, শবাব ও শুস্তের সংযোগ।

(৩) সংযোগাব জন্মের সহিত যে সংযোগ উৎপন্ন হয় তাহাকে সহজসংযোগ বলে। যেমন সুবর্ণে, (পীত্ব ও গুরুত্বের আশ্রয়রূপ) পাখিবভাগ এবং (অগ্নিসংযোগে আনিষ্ঠা দ্রব্যের আশ্রয়রূপ) তৈজসভাগের সংযোগকে 'সহজসংযোগ বলে।'

নিত্যসম্বন্ধকে সমবাবসম্বন্ধ বলে। জায়মতে গুণ-গুণাব সম্বন্ধ, জাতি-বাস্তব সম্বন্ধ, ক্রিয়াক্রিয়াবানের সম্বন্ধ, উপাদান কাবণ ও কাযাব পরস্পর সম্বন্ধ, অংশ ও সমবাব সম্বন্ধ। কিন্তু পূর্ণমানাসক ভট্টের মতে ও বেদান্তের মতে এগুলি তাদীয়াসম্বন্ধ, অর্থাৎ ভেদগাভিত্ত অভেদসম্বন্ধ। বেদান্তমতে এতদে ভেদ হ'ল কার্ত্তিক, এবং অভেদটা হ'ল বাস্তব। মৌল্যাসক মতে কিন্তু ভেদবুদ্ধি অভেদকে অর্থাৎ ভেদভেদকে তাদীয়া সম্বন্ধ বলা হ'ল। বেদান্তমতে এই ভেদভেদ 'অনিষ্ঠচনা' অর্থাৎ ইহাকে ভেদ ও বলা যায় না, যেহেতু সেই সেই স্থলে বাস্তব অভেদ; আবাব অভেদ ও বলা যায় না, কেননা, সেই কল্পিত ভেদ নব্বা বাবচাচনে। তাদীয়াসম্বন্ধমতে স্বকপ-সম্বন্ধবিশেষ। এই সংযোগ, সমবাব ও তাদীয়া সম্বন্ধব্যাভাত আবও অনেক "সম্বন্ধ" আছে।

এই বিকল্পিতত, লক্ষ্য ও সম্বন্ধ, বাহাদিগের আভা বা মুখ্য, সেইগুলি হ'তেছে, জীব, গুণ, জাতি ও ক্রিয়া। "তু কল্পিতাঃ"—এহগুলি কল্পিত; 'তু' শব্দেব অর্থ অবদাবণ। তন্মধ্যে গুণের আশ্রয়কে দ্রব্য বলে; অথবা সমবাবিকাণবকে 'দ্রব্য' বলে। দ্রব্যাব শেষোক্ত লক্ষণটি নৈয়ায়িকদিগের অন্তর্মোদিত। বাহা কক্ষ নহে, অথচ জাতিমাত্রের আশ্রয় তাহাব নাম 'গুণ'। বাহা নিত্য ও এক হইয়া (সমবাব সম্বন্ধে) অনেক দর্শ্যতে অল্পগত বা 'অল্পমাত' দর্শ্য, তাহা 'সামান্য' বা 'জাতির' লক্ষণ। সংযোগ ও বিযোগের অসমবাবিকাণবের সম্ভাবী কষ্মের নাম 'ক্রিয়া'। এই সকলগুলিই বজুতে সপেব জ্ঞান আয়ববতে কল্পিত, ইহাই গ্রাংপর্ধ্য। ৫২

এতদূর গ্রহণচনা করিয়া, কি বলা হইল?—এটকপ জার্মাবাব ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া ইহার ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ক) প্রবণ ও মননের লক্ষণ। ইথং বাকৈ্যস্তদর্থানুসন্ধানং শ্রবণং ভবেৎ।

যুক্ত্যা সম্ভাবিতত্বানুসন্ধানং মননস্ত তৎ ॥ ৫৩

অর্থ—ইথম্ বাট্যৈঃ তদর্থানুসন্ধানম্ শ্রবণম্ ভবেৎ। যুক্ত্যাসম্ভাবিতহানুসন্ধানম্, তৎ তু মননম্।

অনুবাদ—এইরূপে মহাবাক্যচতুষ্টয়ের সাহায্যে জীবব্রহ্মের অভেদরূপ সেই সকল বাক্যের যে তাৎপর্য, তাহার অনুসন্ধানকেই ‘শ্রবণ’ বলে। আন যুক্তিদ্বারা জীবব্রহ্মের সেই অভেদরূপ তাৎপর্যার্থের যে সম্ভাবিতত্ব, তাহার অনুসন্ধানের—আপন হৃদয়ে সমর্থনের, নাম ‘মনন’।

টীকা—“ইথম্”—৪৪ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৫২ সংখ্যক শ্লোক পধ্যন্ত অংশে যে প্রকার বা প্রণালী কথিত হইয়াছে, সেই প্রকারে, “বাট্যৈঃ” - ‘তত্ত্বমসি’ প্রচীতি মহাবাক্যচতুষ্টয়দ্বারা, “তদর্থানুসন্ধানম্” সেই সকল বাক্যের, জীবব্রহ্মের একতা বা অভেদরূপ যে অর্থ, তাহার অনুসন্ধানই ‘শ্রবণ’। এতলে গুরুমুখ হইতে উপদিষ্ট মহাবাক্যের সহিত শ্রোত্রসংযোগ বা জ্ঞানের হেতুভূত যে শ্রবণ, তাহাই অভিপ্রেত। তাহা অর্থাৎ তাহার অঙ্গরূপ অপর প্রকার শ্রবণ অর্থাৎ শ্রুতিবদ্ভিদ্বেব \* সাহায্যে অদ্বৈতব্রহ্মই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য, এইরূপ নিশ্চয় যাহার ফল, সেই বেদান্তবাক্যবিচাররূপ দ্বিতীয়প্রকার শ্রবণ এতলে অভিপ্রেত নহে। কেননা, ইহা দ্বারা প্রমাণগত সংশয় নিবৃত্ত হয় না। জ্ঞান হয় না। ( ইহা ৭ম অধ্যায় তৃপ্তিদীপে ১০১ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। ) “যুক্ত্যা” ৩ সংখ্যক শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া ৪৩ সংখ্যক শ্লোক পধ্যন্ত বর্ণিতপ্রকার যুক্তির সাহায্যে “সম্ভাবিতহানুসন্ধানম্”—যে অর্থ শ্রুত হইয়াছে, তাহা সম্ভবপর, এইরূপ যে জ্ঞান, “তৎ তু মননম্”—তাহাকেই ‘মনন’ বলে। ( তাহা ‘তৃপ্তিদীপে’ ১০২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। ) ৫৩

এইরূপে শ্রবণ ও মননের লক্ষণ কবিলেন। এক্ষণে ‘নিদিধ্যাসন’ বর্ণনা করিতেছেন।

তাত্ধ্যাং নির্বিচিকিৎসেহর্থে চেতসঃ স্থাপিতস্ত যৎ।

(খ) নিদিধ্যাসনের লক্ষণ।

একতানত্মমেতদ্ধি নিদিধ্যাসনমুচ্যতে ॥ ৫৪

অর্থ—তাত্ধ্যাম্ নির্বিচিকিৎসে অর্থে স্থাপিতস্ত চেতসঃ যৎ একতানত্মম্ এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি।

অনুবাদ—সেই শ্রবণমননদ্বারা জীবব্রহ্মের অভেদরূপ অর্থ নিঃসন্দেহরূপে অবধারিত হইলে, তাহাতে চিত্ত স্থির করিলে, চিত্তে একাকার বৃত্তিপ্ৰবাহ চলিতে থাকে, তাহাকেই নিদিধ্যাসন বলে।

টীকা—“তাত্ধ্যাম্”—সেই শ্রবণমননদ্বারা, “নির্বিচিকিৎসে অর্থে” তাহা ‘নির্বিচিকিৎস’—নিবৃত্ত হইয়াছে বিচিকিৎসা বা সংশয় বাহা হইতে, সেইরূপ অর্থে অর্থাৎ জীবব্রহ্মের একতারূপ মহাবাক্যার্থরূপ বিষয়ে, “স্থাপিতস্ত চেতসঃ”—ধারণাবিশিষ্ট চিত্তের, কেননা, পতঞ্জলি কহিয়াছেন, ‘দেশসংবন্ধ ( বন্ধ ? ) শিত্তস্ত ধাবণা’ ( যোগসূত্র ৩।১ ), ইন্দ্রিয়সকল প্রত্যাক্রান্ত

\* ( ১ ) উপকম-উপসংহাৰেৰ একতা, ( ২ ) অভ্যাস, ( ৩ ) অপূৰ্ণতা, ( ৪ ) ফল, ( ৫ ) অৰ্থবাদ ও ( ৬ ) উপপত্তি বেদবাক্যেৰ তাৎপৰ্যনিশ্চয়সাধক যদ্ভিল্লম্।

হইলে ছৎপদ্মাদি আধ্যাত্মিক দেশে অথবা বাহ্যদেশে চিত্তেব বন্ধনের নাম ধারণা। আধ্যাত্মিক দেশে ভাবনাদ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। বাহ্যদেশে তদাকার বৃত্তিব দ্বারা চিত্ত বদ্ধ হয়। এই ধারণাদ্বারাই ধ্যান অর্থাৎ প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির, একতানতা বা একাকারতা সম্ভব হয় বলিয়া ‘ধারণাবিশিষ্ট চিত্তেব’ এইরূপ অর্থ করিতে হইল। (৩ষ্ঠ অধ্যায় চিত্রদীপ ২৮০ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। “যং একতানত্বম্”—(ব্রহ্ম ও আত্মা) একতাক্রম্যে যে একবস্ত, তাহাব আকারে আকারিত চিত্তবৃত্তিব প্রবাহরূপতা, “এতৎ নিদিধ্যাসনম্ উচ্যতে হি”—ইহাকেই ‘নিদিধ্যাসন’ বলে, ইহা যোগশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। নিদিধ্যাসন—বিজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ অনান্যাকার বৃত্তিসমূহের তিবন্ধরণ বা নিবাস ও স্বজাতীয় প্রত্যয়ের অর্থাৎ আত্মাকার বৃত্তিসমূহেব প্রবণতা বা প্রবাহস্থাপন। (তৃত্তিদীপ ১০৫-১২২ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। “হি”—শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, এই নিদিধ্যাসন যোগশাস্ত্রে ‘ধ্যান’ নামে) প্রসিদ্ধ, কেননা, যোগস্থত্রে (৩২২) ইহাব লক্ষণ করা হইয়াছে ‘প্রত্যয়েকতানতা ধ্যানম্’, দাবণাব জ্ঞানবৃত্তিব একতানতা বা অবিচ্ছিন্ন ধাবা হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। ৫৪

### ৩। নির্বিকল্প সমাধিরূপণ

সেই নিদিধ্যাসনেব পরিপাকদশারূপ সমাধিব বর্ণন করিতেছেন :—

১। সমাধিব স্বরূপ,  
২। ধ্যানযে শব্দসমাধান ও  
গীতাপ্রমাণ।

ধ্যাতৃধ্যানে পরিত্যজ্য ক্রমাক্রোয়ৈকগোচরম্।

নিবাতদীপবচ্ছিত্তং সমাধিরভিধীয়তে ॥ ৫৫

অর্থ—ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য (যদা চিত্তম্) ধোয়ৈকগোচরম্ (ভবেৎ, তদা) নবাতদীপবৎ চিত্তম্ সমাধিঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—(সেই নিদিধ্যাসনে অভ্যাস-পটুতাদ্বারা) ধাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া চিত্তবৃত্তি যখন কেবল ধোয়াকপতা ধারণ করে, তখন নিবাতদেশে অবস্থিত (নিষ্কম্প) প্রদীপেব ত্রায় চিত্তের সেই অবস্থাকে সমাধি বলে।

টীকা নিদিধ্যাসনেব প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ অপরিপক্যবস্থায় (১) ধাতা, ধ্যানেব কণ্ঠা যথাং চিদাভাসবৃত্ত অস্তবন্ধরণ, (২) ধ্যান ধোয়াকার চিত্তেব বৃত্তিপ্রবাহ ও (৩) ধোয়—ধ্যানেব বিষয় ব্রহ্ম, এই ত্রিপুটী প্রতীত হয়। তন্মধ্যে চিত্ত যখন অভ্যাসের পটুতাবশতঃ, “ধ্যাতৃধ্যানে ক্রমাৎ পরিত্যজ্য”—ধ্যাতা ও ধ্যানকে ক্রমে পরিত্যাগ করিয়া, “ধোয়ৈকগোচরম্” (ভবেৎ)—ধোয় যে ব্রহ্ম, তাহাই একমাত্র গোচর বা বিষয় বাহ্যর, এইরূপ হইবে, তখন, “সমাধিঃ অভিধীয়তে” সেই চিত্তকে ‘সমাধি’ এইরূপ বলা হয়। ইহাই সমাধিব আকার বা স্বরূপ। (সমাধির লক্ষণ, চিত্রদীপের ২৮০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য)। চিত্তের সেই সমাধিরূপতার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—“নিবাতদীপবৎ” (‘নিবাত’ শব্দে একান্ত বায়ুশূন্য স্থান নহে, কেননা, সেইরূপ স্থলে প্রদীপ জলিতেই পারে না) নিবাত স্থানে অর্থাৎ বেস্থলে বায়ু নিশ্চল হইয়াছে, সেইরূপ স্থানে বিদ্যমান দীপ যেমন নিশ্চল



হয়, সেইরূপ নিশ্চল অগাং ধোয়াফারে আকারিত যে চিত্ত, তাহাকেই সমাধি বলে, ইহাও অভিপ্রায়। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ( ২।১।১ ) আছে বায়ু হইতেই অগ্নির উৎপত্তি, অগাং বায়ুই অগ্নির উপাদান কাবণ বলিয়া, অগ্নির উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় বায়ুর অধীন। এইহেতু বায়ুর সর্বণা অভাব ঘটিলে, প্রদীপেব স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। সেই কাবণ ‘নিবাত’ শব্দে, বায়ুর স্ফূরণরূপে অভাব ও অক্ষরণ বা হৃক্ষকপে বায়ুর স্থিতি স্থচিত হইয়াছে। সেইরূপ সমাধির অবস্থায় অন্তঃকরণেব একান্ত অভাব হইলে শব্দাদেব স্থিতি অসম্ভব হইয়া পড়ে। এই কারণে মন, বুদ্ধি, চিত্ত ‘ও অহঙ্কাররূপ স্ফূরণশূন্য বৃত্তিরহিত হইয়া অন্তঃকরণ হৃক্ষকপে অর্থাৎ মূর্ণ অন্তঃকরণরূপে অবস্থিত হইলে, তাহাট ‘সমাধি’। ৫৫

( শঙ্কা ) ভাল, সমাধিতে যখন বৃত্তি প্রভীত হয় না, তখন ‘বৃত্তিসমূহ ধোয়মাত্রকেই বিষয় কবিল’, এইরূপ নিশ্চয় কবা ত’ ওঘট। এইরূপ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন যে সমাধিকালে বৃত্তিসমূহ থাকে; তাহা অনুমান প্রমাণদ্বারা জানিতে পাব। যাহ বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে না।

**বৃত্তয়ন্ত তদানীমজ্ঞাতা অপ্যাগোচরাঃ।**

**স্মরণাদনুমীয়ন্তে ব্যুথিতস্ত সমুখিতাৎ ॥ ৫৬**

অর্থ—আগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি, ব্যুথিতস্ত সমুখিতাৎ স্ববণাং অনুমীয়ন্তে।

অনুবাদ—আত্মবিষয়িণী বৃত্তিসমূহ সমাধিকালে অজ্ঞাত থাকিলেও সমাধিভঙ্গে যখন স্মৃতি জাগিয়া উঠে, তখন সেই স্মরণ হইতে সেই সকল বৃত্তির অনুমান হয়।

টীকা—“আগোচরাঃ বৃত্তয়ঃ”—আগোচর অর্থাৎ বিষয় বাহ্যদেব, এইরূপ বৃত্তি-সকল, “তু তদানীম্ অজ্ঞাতাঃ অপি”—সেই সমাধিকালে অপ্রভীত থাকিলেও, “ব্যুথিতস্ত সমুখিতাৎ স্ববণাং” সমাধি হইতে উথিত পুরুষেব যে স্মৃতি সমাক্ত প্রকারে উৎপন্ন হয়—যে আমি এতক্ষণ সমাধি অনুভব করিতেছিলাম, এইরূপ স্মৃতি হইতে, “অনুমীয়ন্তে”—অনুমিত হইয়া থাকে, কেননা, যাহা যাহা স্মৃত হয়, তাহা তাহা পূর্বে অজ্ঞাত হইয়াছে, এই ব্যাপ্তি বা অবিনাভাবসম্বন্ধ লোকসিদ্ধ অর্থাৎ সর্গজনবিদিত, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৬।

( শঙ্কা ) ভাল, যে প্রযত্নে বৃত্তি উৎপাদিত হইয়া থাকে, সেই প্রযত্ন ত’ সেই সমাধিকালে থাকে না; তাহা হইলে কি প্রকারে বৃত্তির অনুবৃত্তি থাকিতে পারে? অর্থাৎ ব্রহ্মাকাব প্রবাহরূপে একবৃত্তির পবে অপব বৃত্তির বিচ্যমানতা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন যে, তাত্‌কালিক প্রযত্ন না থাকিলেও পুণ্যরূপ অদৃষ্ট প্রভৃতি সহকারীরা সহিত মিলিত হইলে, আবশ্যকানীন প্রযত্ন হইতেই বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে।

**বৃত্তীনামনুরতিস্ত প্রযত্নাৎ প্রথমাদপি।**

**অদৃষ্টাসকৃদভ্যাসসংস্কারসচিবাস্তুবেৎ ॥ ৫৭**

অম্বয়—বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ তু প্রথমাং অপি প্রযত্নাং অদৃষ্টাসকুদভ্যাসসংস্কারসচিবাং ভবেৎ ।

অনুবাদ—( সমাধিকালে ব্রহ্মাকারা অন্তঃকরণবৃত্তির উৎপাদক প্রযত্ন না থাকিলেও পূণ্যরূপ ) অদৃষ্ট ও নিরন্তর অভ্যাসজনিত সংস্কার সহকারী হইলে পূর্বকৃত প্রযত্ন হইতেই ব্রহ্মাকারা বৃত্তির অনুবৃত্তি চলিতে থাকে ; ( যেমন কুম্ভকার দণ্ডদ্বারা চক্রকে ঘুরাইয়া দণ্ডটি উঠাইয়া লইলেও চক্র পূর্বকালীন চেষ্টাদিবশতঃ আপনিই ঘুরিতে থাকে, বৃত্তির অনুবৃত্তিও সেইরূপ ) ।

টীকা—“প্রথমাং অপি প্রযত্নাং”—সমাধিব পূর্বকালীন কৃতি বা উৎসাহবিশেষ হইতে ও “অদৃষ্টাসকুদভ্যাসসংস্কারসচিবাং”—“অদৃষ্ট” অর্থাৎ অশুদ্ধ-অক্লম্ব-কম্ম নামক যে পুণ্যবিশেষ তাহা ; কেননা, পতঞ্জলি হুত্র কবিয়াছেন—‘কম্মাশুদ্ধাক্লম্বং যোগিনাং ত্রিবিদ-মিতবেদাম্ ।’ ( ৪।৭ )—যোগিগণের কম্ম অশুদ্ধ-অক্লম্ব, অন্য সকলের কম্ম ত্রিবিদ অর্থাৎ হয় ক্লম্ব, না হয় শুদ্ধ, না হয় শুদ্ধক্লম্ব । ( হিংসাদি তামসিক কম্ম, বাহ্য ফল দুঃখ, তাহাই ক্লম্বকম্ম । বাগাদি বাজসিক কম্ম, বাহ্য ফল অরতঃখমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুদ্ধক্লম্ব । স্বাধ্যাসাদি সাত্ত্বিক কম্ম, বাহ্য ফল অমিশ্রিত সুখ, তাহাই শুদ্ধ কম্ম । সম্প্রজ্ঞাত সমাধি প্রভৃতি কম্ম যাহা ত্রিগুণজনিত নহে এবং বাহ্য ফল সুখদুঃখবর্জিত তাহাই অশুদ্ধ-অক্লম্বকম্ম । ) ; “অসকুদভ্যাসসংস্কার”—পুনঃ পুনঃ সমাধিব অভ্যাসদ্বারা উৎপাদিত ‘ভাবনা’ নামক সংস্কার অর্থাৎ যে সংস্কার অন্তর্ভব হইতে উৎপন্ন এবং স্থিতি হেতু, সেই সংস্কার । অদৃষ্ট ও ভাবনা নামক সংস্কার এই দুইটি ‘সচিব’ অর্থাৎ সহকারী কাবণরূপে বর্তমান বাহ্য, সেইরূপ, “প্রথমাং অপি প্রযত্নাং”—সমাধিব পূর্বকালীন উৎসাহবিশেষ হইতে, “বৃত্তীনাম্ অনুবৃত্তিঃ ভবেৎ” ধোয়মাত্রবিশয়ক অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মাকাবা বৃত্তিসমূহের প্রবাহরূপে অনুব্রূগমন ঘটিয়া থাকে । ৫৭

( শঙ্কা ) ভাব, ‘এই সমাধি পূর্বাচাঙ্গাদিগের কষ্টক নিকপিত হইয়াছে বলিয়া ত’ দেখা যায় না—এইকপ আশঙ্কা কবিয়া বলিতেছেন, অগিলগুরু পুণ্যমোহম শ্রীকৃষ্ণকষ্টক এই সমাধি নিকপিত হইয়াছে বলিয়া, ঐরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে না ।

যথা দীপো নিবাতস্থ ইত্যাদিভিরনেকধা ।

ভগবানিমমেবার্থমর্জ্জুনায় ব্যক্ৰপয়ৎ ॥ ৫৮

অম্বয়—“যথা নিবাতস্থঃ দীপঃ” ( গীতা ৬।১২ ) ইত্যাদিভিঃ ভগবান্ অনেকধা ইমম্ এব অর্থম্ অর্জ্জুনায় ব্যক্ৰপয়ৎ ।

অনুবাদ—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ের উনবিংশ শ্লোকে “যথা দীপো নিবাতস্থঃ” ইত্যাদি বচনসমূহদ্বারা অনেক প্রকারে অর্জ্জুনকে এই কথাই বুঝাইয়াছেন ।

টীকা—“যথা দীপঃ নিবাতস্থঃ ইত্যাদিভিঃ”—‘যেমন নিবাত স্থানে অবস্থিত দীপ কম্পিত হয় না, আত্মসমাধিরূপ যোগের অন্তর্য্যানে রত সংযতচিত্ত যোগীর অচঞ্চল চিত্তের উহাই উপমা.’ ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা, “অনেকধা”—অনেক প্রকারে, “ভগবান্”—জ্ঞানৈশ্বর্য্যাদিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ অর্থাৎ

ধর্ম-গণ-লক্ষী-বৈরাগাদিসম্পন্ন ভগবান্, “ঐমম্ এব অর্থম্ অর্জুনায়” —শিষ্যরূপ অর্জুনকে, এই সমাধিক্রপ বিয়য়টি, “অরূপয়ং”—বৃষ্টিবাব জ্ঞান নিক্রপণ কবিয়াছেন। ৫৮

এই সমাধির অবাস্তব ফল, অর্থাৎ মূখ্য ফলের সাধনস্বরূপ গোণ ফল, বলিতেছেন :—

(খ) সমাধির অবাস্তব  
ফল ধর্মমেনব।

অনাদাবিহ সংসারে সক্ষিতাঃ কস্ম্যকোটয়ঃ।

অনেন বিলয়ং যান্তি শুদ্ধো ধর্মো বিবদ্ধতে ॥ ৫৯

অর্থ—“অনাদো ইহ সংসারে সক্ষিতাঃ কস্ম্যকোটয়ঃ অনেন বিলয়ম্ বাস্তি ; শুদ্ধঃ ধর্মঃ বিবদ্ধতে।

অনুবাদ—অনাদি এই সংসারে সক্ষিত কোটি কোটি কস্ম এই নির্বিকল্প সমাধিপ্রভাবে বিলীন হইয়া যায় ও তত্ত্বসাক্ষাৎকারের হেতুভূত পবিত্র ধর্ম বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

টীকা “অনাদো ইহ সংসারে” —অনাদিকালের (জন্মমরণপ্রবাহকপ) এই সংসারে, “সক্ষিতাঃ কস্ম্যকোটয়ঃ” পূণ্য-অপূণ্যরূপ অপরিমিত সক্ষিত কস্ম্যের, “কোটয়ঃ”—কোটি কোটি, ইহা উপলক্ষ্য মাত্র অর্থাৎ অপরিমিত কস্ম্য, “অনেন বিলয়ম্ বাস্তি”—এই (নির্বিকল্প) সমাধির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ নির্দিব্যাসনের পবিত্রাকদশাক্রপ সমাধির ফল যে ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, তাহাব দ্বাবাই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, কেননা, সেই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারদ্বাবা অজ্ঞানরূত আবরণ নিবৃত্ত হয় এবং সেই আবরণকপ আশ্রয়ের নিবৃত্তি হইলে, তদাশ্রিত অনন্ত সাক্ষত কস্ম্যেবও নিবৃত্তি হয়, স্ততবাং জ্ঞানদ্বাবাই কস্ম্য বা কস্ম্যফল বিনাশপ্রাপ্ত হয়, যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন [‘ক্ষীয়ন্তে চাস্ত কস্ম্যাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পবাববে’ মৃণ্ডক উ, ২।৯ ] সেই পবাববের দর্শনলাভ হইলে পর, এই পুরুষের কস্ম্যক্ষয় হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলোকাদি পুনরাবৃত্তিবিশিষ্ট ‘পব’ বা শ্রেষ্ঠ পদ ‘অবব’ বা নিক্রপ্ত যাহা হইতে, সেই প্রাপ্যগভিন্ন পরব্রহ্মকপ ‘পরাববের’ দর্শনলাভ বা অপবোক্ষ জ্ঞান হইলে পর, সেই জ্ঞানীর অনন্তজন্মসম্পাদিত সক্ষিত কস্ম্য, সেই তত্ত্বজ্ঞানের দ্বাবা বিনষ্ট হয়, যেহেতু, জ্ঞানীর প্রারম্ভ কস্ম্য ভোগদ্বাবাই ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, এবং ‘আমি অকন্তা, অভোক্তা, অসঙ্গ’ এইকপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণ কস্ম্য পদ্যপত্রস্থিত জলবিন্দুর তায় জ্ঞানীর স্বরূপকে স্পর্শ কবিত্তে পাবে না। আর স্মৃতিও বলিতেছেন—হে অর্জুন, ‘জ্ঞানায়িঃ সর্পকস্ম্যাণি ভস্মসাৎ কৃৎতে তথা’ (গীতা ৪।৩৭) হে অর্জুন, জ্ঞানরূপ অগ্নি, সকল কস্ম্যকে ভস্মেব হায় কবিয়া ফেলে। “শুদ্ধঃ ধর্মঃ”—পূণ্যবিশেষ—যাহা স্থূলহৃক্ষকাযের সহিত অবিচার নিবৃত্তি করিয়া (এবং চিত্ত হইতে মল ও বিক্ষেপদোষরূপ প্রতিবন্ধক বিদূষিত করিয়া) সাক্ষাৎকারের সাধনস্বরূপ হয়, তাহা, “বিবদ্ধতে” বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, ইহা স্পষ্ট। ৫৯

(শঙ্কা) সমাধিদ্বাবা ধর্ম্য বুদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?—এতদ্বাবে বলিতেছেন :—

ধর্ম্মমেঘমিমং প্রাজ্জঃ সমাধিং যোগবিন্ধ্যমাঃ।

বর্ষতোষ যতো ধর্ম্মামৃতধারাঃ সহস্রশঃ ॥ ৬০

অথ যোগবিভ্রমাঃ ইমম্ সমাধিম্ 'ধম্মমেঘম্' প্রোক্তঃ, যতঃ এষঃ ধম্মায়ত্তদাৰাঃ সহস্রশঃ বৰ্ধতি ।

অনুবাদ—শ্রেষ্ঠ যোগবিদগণ এই সমাধিকে “ধম্মমেঘ” নাম দিয়াছেন, কেননা, এই সমাধি সহস্রপ্রকারে ধম্মরূপ অমৃতধারা বর্ষণ করিয়া থাকে ।

টীকা—“যোগবিভ্রমাঃ” বাহ্যিক প্রভূত পরিমাণে যোগবিষয়ক জ্ঞানলাভ কবিয়াছেন অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকারবান্ পুরুষ, “ইমম্ সমাধিম্”—এই নির্বিচল সমাধিকে, “ধম্মমেঘম্ প্রোক্তঃ”—‘ধম্মমেঘ’ বলিয়া থাকেন, ইহা স্পষ্ট । ( যথা—‘প্রসংখ্যানহৃদ্যাকসীদন্ত্য সর্লগথা বিবেকখ্যাতে-ধম্মমেঘসমাধিঃ’ পাতঞ্জল ‘যোগসূত্র,’ কৈবল্যপাদ ২৯ সূত্র—যখন বিবেকখ্যাতিবিশিষ্ট অর্থাৎ বুদ্ধি ও চৈতন্যের পৃথক্ক বিষয়ক প্রজ্ঞা-বিশিষ্ট, ব্রাহ্মণ অর্থাৎ আপনাব ব্রহ্মরূপতা উপলব্ধি করিতে উচ্চক মুগ্ধ, প্রসংখ্যানেও বিবেকখ্যাতিজনিত সর্লগতাসিক্সিনাভেতঃ, অমোদ—স্পৃহাশূন্য হন, তখন তাঁহাব যে সর্লগথা বিবেকখ্যাতি হয় অর্থাৎ সংস্কারবীজের ফল ভোগ্য, আব প্রত্যাহ্ব উৎপন্ন হয় না, সেইরূপ বিবেকস্বতি ইহেতেই ধম্মমেঘসমাধি হয়, অর্থাৎ মেঘ যেমন জলবষণ করে, সেই সমাধি সেইরূপ পরমধম্মকে বষণ করে বিনা প্রযত্নে পাদন করে অর্থাৎ সর্লবিঘ্ননিবৃত্তিপূর্বক প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকার প্রদান করে ) । সেই সমাধির “ধম্মমেঘ”রূপ নামকরণের কারণ উপপাদন কবিতেছেন—যুক্তিধারা সমর্থন কবিতেছেন,—“যতঃ”—যেহেতু, “এষঃ”—এই সমাধি, “ধম্মায়ত্তদাৰাঃ সহস্রশঃ বৰ্ধতি” পূর্ণাবিশেষরূপ ধম্মকে সহস্র সহস্র অমৃতদাবারূপে বর্ষণ কবিয়া থাকে \* । ( জ্ঞানী মুগ্ধ বলিয়া, তাঁহাব উত্তম লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি অল্প ফললাভ হয় না বটে, কিন্তু তাঁহাব প্রত্যগ্ব্রহ্মৈক্যসাক্ষাৎকারের ফলস্বরূপ সমূহ তিবোধিত হয় । তবে, তাঁহাব দর্শন ও সেবাদির দ্বারা অল্প লোকের পাপনিবৃত্তি হয় এবং বাসনানুরূপ সিদ্ধিলাভ হয় ) । যেহেতু শ্রুতি বলিতেছেন :—[‘ফলমেকং কৃত্ত্বশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপোতি’—অপর্যায়িতোপনিষৎ, ৩য় কণ্ডিকা ] । [ ‘ধোয়ঃ সর্লৈধ্বয়াসম্পন্নঃ সর্লৈধ্ববঃ শম্মুবাকাশমধো ফলং স্ত্রুদ্বিকং ফলমেবঃ কৃত্ত্বশতস্যাপি চতুঃসপ্তত্যা যৎ ফলং তদবাপোতি । ক্লম্মমোক্ষাবগতিশ্চ’ । ইহাব ব্যাখ্যা—“সর্লকাবরণেন যো ধোয়ঃ সোতয়ঃ সর্লজহ-সর্লৈধ্বরহ-সর্লকাবণহ-সর্লান্ত্যামিহাদি সর্লৈধ্বয়াসম্পন্নঃ সর্লৈধ্ববঃ স্বাংশজসর্লপ্রাণি-স্বামিহাঃ, শম্মুঃ সর্লস্বকল্পাঃ এবংবিশেষণবিশিষ্টঃ পবমায়্যা সদা যো বিজ্ঞতে তমেতঃ ফলং আত্মানং যঃ কোচপি বা পুরুষঃ স্বজদয়াকাশমধো অদিকং ফলম্ একং ফলাদ্বং বা ধ্যানপূর্বকং স্ত্রুদ্বা স্ত্রুদ্বিহা ধায়ীত তন্ত তদ্বাবাপ্তিবাব পবমফলম্ আত্মবালিকফলং চ চতুঃসপ্তত্যাধিকশতক্রান্তম্ভানতো যৎ ফলং তদবাপোতি ক্লম্মমোক্ষাবগতিশ্চানেন বিদিতা ভবেৎ ।” পৃ ১৯ “শৈবোপনিষদঃ” উপনিষদব্রহ্মযোগিবিরচিত-ব্যাখ্যাসূত্রঃ: Ed by Mahendra Shastri ] । ( যে কেহ পরমাত্মাকে স্বজদয়মধো ধ্যানদ্বারা নিশ্চল কবিয়া দীর্ঘকাল, ফলকাল বা ফলাকালমাত্র ধ্যান করেন, তিনি পবমাত্মাবাপ্ত হন এবং অন্ততঃ ১৭৪টি যজ্ঞের অন্তর্গত

\* ধম্ম সকলকে অর্থাৎ জ্ঞেয় পরার্থ সকলকে ‘মেহন’ করে বা যুগপৎ জ্ঞানাক্রান্ত করে বলিয়া ইহার নাম ধর্মমেঘ ।  
ওঁকপ অর্থ, সিদ্ধিলিপ্যুগণের অন্তর্মোদিত ।

করিলে যে ফললাভ হয়, সেই ফললাভ করেন।) এই নিমিত্ত এই সমাধিকে ‘ধম্মমেঘ’ বলিয়াছেন। এইরূপে শ্লোকের পূর্বোক্তের সহিত অময় হইবে। ৬০

এক্ষণে সমাধির মুখ্য প্রয়োজন বা ফল বলিতেছেন :—

(গ) সমাধির পঞ্চম  
প্রয়োজন।

অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষং প্রবিলাপিতে।

সমূলোন্মূলিতে পুণ্যাপাথায্যে কস্মসঞ্চয়ে ॥ ৬১

৪। উত্তরপ্রবন্ধের ফলিতার্থ।

(ক) মহাবাক্য হইতে অপ- বাক্যমপ্রতিবন্ধং সৎ প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে।  
রোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

করামলকবদোদধমপরোক্ষং প্রসূয়তে ॥ ৬২

অময়—অমুনা বাসনাজালে নিঃশেষম প্রবিলাপিতে পুণ্যাপাথায্যে কস্মসঞ্চয়ে সমূলোন্মূলিতে, বাক্যম্ অপ্রতিবন্ধম্ সৎ প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে ( তদ্বৎ ) করামলকবৎ অপরোক্ষম্ বোধম্ প্রসূয়তে।

অনুবাদ—এই সমাধিদ্বারা জ্ঞানবিরোধী সংস্কারসমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনাশিত হইলে এবং ধম্মাধম্ম কস্মসমূহ সমূলে উন্মূলিত হইলে, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্য প্রতিবন্ধকরহিত হইয়া, যে আত্মতত্ত্ব প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই আত্মতত্ত্ববিষয়ে করস্থিত আমলকফলবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা অথবা করস্থিত নিম্নলজলবিষয়ক জ্ঞানের দ্বারা, অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপাদন করিয়া থাকে।

টীকা “অমুনা”—এই সমাধির দ্বারা, “বাসনাজালে”—‘আমি’, ‘আমাব’ ‘আমি কত্তা’ ইত্যাদিপ্রকার অভিমানের হেতুভূত, জ্ঞানবিরুদ্ধ সংস্কারসমূহ, “নিঃশেষম্”—যাহাতে তাহার অবশেষ না থাকে, এইরূপে, সম্পূর্ণরূপে, “প্রবিলাপিতে”—বিনাশিত হইলে, এবং “পুণ্যাপাথায্যে কস্মসঞ্চয়ে”—পুণ্যাপাপনামক কস্মসমূহ, “সমূলোন্মূলিতে” ( বৃক্ষলতাাদি ) মূলের সহিত যে প্রকারে উন্মূলিত হয়, সেইপ্রকারে উন্মূলিত হইলে, উদ্ধৃত হইলে, অর্থাৎ বিনাশিত হইলে; কি ফললাভ হয়, তাহাই বলিতেছেন;—“বাক্যম্ অপ্রতিবন্ধম্ সৎ”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যসমূহ, কস্ম ও বাসনারূপ প্রতিবন্ধকশূন্য হইয়া, “প্রাকৃপরোক্ষাবভাসিতে ( তদ্বৎ )”—প্রথমে পরোক্ষভাবে প্রকাশিত যে প্রত্যগরূপ বন্ধতত্ত্ব, সেই তত্ত্ববিষয়ে, “করামলকবৎ”—করস্থিত আমলকফলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ, অথবা করস্থিত নিম্নল-জলবিষয়ে যেরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান\* হয়, সেইরূপ; “অপরোক্ষম্ বোধম্”—অপরোক্ষভাবে তত্ত্বপ্রকাশনে সমর্থ যে জ্ঞান সেই জ্ঞানকে, “প্রসূয়তে”—উৎপাদন করিয়া থাকে। ৬১, ৬২

\* করস্থিত আমলক ফলের বহির্দেশ জানা যায় বটে কিন্তু অতর্কিত জানা যায় না, সেইহেতু, কর+ আমলক = করস্থিত আমল বা বন্ধ জল ( ক = জল ), এইরূপ অর্থ গ্রহণ করিলে উক্ত দোষের পরিহার হয়।

পরোক্ষং ব্রহ্মবিজ্ঞানং শাক্তং দেশিকপূর্বকম্ ।

(বা) পরোক্ষজ্ঞানেব ফল ।

বুদ্ধিপূর্বকতং পাপং ক্লেশং দহতি বহুবৎ ॥ ৬৩

অর্থ—দেশিকপূর্বকম্ শাক্তম্ পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্ বুদ্ধিপূর্বকতম্ ক্লেশম্ পাপম্ বহুবৎ দহতি ।

অনুবাদ—গুরুমুখলক ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি মহাবাক্যজনিত পরোক্ষ ব্রহ্মবিজ্ঞান, জ্ঞানপূর্বকৃত সমস্ত পাপকে অগ্নির ত্রায় দগ্ধ করিয়া থাকে ।

টীকা—“দেশিকপূর্বকম্” ( ব্রহ্মনিষ্ঠ ) গুরুর মুখ হইতে প্রাপ্ত, “শাক্তম্”—‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন, এইরূপ, “পরোক্ষম্ ব্রহ্মবিজ্ঞানম্” ব্রহ্মবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞান, “বুদ্ধিপূর্বকতম্ ক্লেশম্ পাপম্”—জ্ঞানপূর্বকৃত সমস্ত পাপকে ( অর্থাৎ কোনও কস্ম্যকে পাপকর্ম্ম বলিয়া জানিয়া তাহাব অন্তর্ধান কবিলে যে পাপ হয় সেই পাপকে অথবা জন্মের পব, জ্ঞানোৎপত্তির পূর্বে, কৃত সকল পাপকে ) “বহুবৎ দহতি”—অগ্নির ত্রায় দগ্ধ কবিয়া থাকে । ৬৩

(গা) অপবোক্ষ জ্ঞানেব ফল ।

অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞানং শাক্তং দেশিকপূর্বকম্ ।

সংসারকারণাজ্ঞানতমসচ্চণ্ডভাস্করঃ ॥ ৬৪

অর্থ—শাক্তম্ দেশিকপূর্বকম্ অপবোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্ সংসারকাবণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ ।

অনুবাদ—গুরুপদেশলক মহাবাক্যজনিত অপবোক্ষ আত্মসাক্ষাৎকাররূপ জ্ঞান, সংসারের ( মূলীভূত ) কারণ অজ্ঞানাক্ষকারের পক্ষে প্রচণ্ডমাত্তণ্ডসদৃশ (নিবর্তক) ।

টীকা—“শাক্তম্ দেশিকপূর্বকম্”—গুরুমুখদ্বারা উপদিষ্ট মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, “অপবোক্ষাত্মবিজ্ঞানম্”—নিত্য সাক্ষাৎ প্রত্যক্ষ যে আত্মা, তদ্বিষয়ক সংশয়বিপদ্যাবহিত যে জ্ঞান, তাহা, “সংসারকারণাজ্ঞানতমসঃ চণ্ডভাস্করঃ”—সংসারের কাবণ যে অজ্ঞান, তাহাই তমঃ অর্থাৎ অন্ধকার, তাহার সম্বন্ধে “চণ্ডভাস্করঃ” মধ্যাজ্জ্বলীন হুয়া ; সেই চণ্ডভাস্কর যেকপ বাহ অন্ধকারের নিবর্তক সেইরূপ, সেই জ্ঞান অজ্ঞানরূপ অন্ধকারের নিবর্তক ; ইহাই ভাবার্থ । ৬৪

(বা) এই তত্ত্ববিবেক-  
প্রকবণের  
প্রালোচনার ফল ।

ইথং তত্ত্ববিবেকং বিধায় বিধিবদ্ব্যনঃ সমাধায় ।

বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ প্রাপ্নোতি পরং পদং নরো  
ন চিরাৎ ॥ ৬৫

ইতি তত্ত্ববিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

অর্থ—নরঃ ইথম্ তত্ত্ববিবেকম্ বিধায় বিধিবৎ মনঃ সমাধায় বিগলিতসংসৃতিবন্ধঃ ( মন ) পরম্ পদম্ ন চিরাৎ প্রাপ্নোতি ।

অমুবাদ—লোকে এইরূপে আত্মাকে পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ বুলিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, বিধিপূর্বক মনের একাগ্রতা সম্পাদন করিলে, সংসারবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া পরমপদ লাভ করে। ইতি তত্ত্ববিবেকসমাপ্তি।

টীকা—লোকে “ইথম্” উক্ত প্রকারে অর্থাৎ সমস্ত প্রথম প্রকরণে বর্ণিত বে অধ্যারোপ-অপবাদের প্রকার, সেই প্রকারে, “তত্ত্ববিবেকম্ বিধায়”—ব্রহ্ম ও আত্মার একতরূপ তত্ত্বের বিবেক, পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্করণ, তাহা করিয়া, সেই আত্মতত্ত্বে, “বিধিবৎ”—শাস্ত্রোক্তপ্রকারে অর্থাৎ একতাব বিচার ও লয়চিন্তনাদি উপায়দ্বারা সৰ্ব্বপ্রপঞ্চের অভাব বিচার করিয়া, ‘আমিই হইতেছি ব্রহ্ম’ এইপ্রকারে মনকে তদাকার করিয়া, “মনঃ সমাধায়”—মনকে স্থির করিয়া, “বিগলিতসংসৃত্তিবন্ধঃ”—অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হইয়াছে সংসাররূপ বন্ধ বাহার, এইরূপ হইয়া, “পরম্ পদম্”—নিরতিশয় আনন্দস্বরূপ যে মোক্ষপদ তাহাই, “ন চিরায়ং”—অবিলম্বে, “প্রাপ্নোতি”—লাভ করেন—সত্যজ্ঞানানন্দরূপ ব্রহ্মই হইয়া যান, ইহাই তাৎপর্য। সৰ্গশেষে আচাৰ্য্যজ্ঞানের দ্বারা ছন্দঃপরিবর্তন। ৬৫

ইতি প্রত্যক্তত্ত্ববিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

দ্বিতীয় অধ্যায়—পঞ্চভূতবিশেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমো শ্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞান্যমুনীশ্বরো

পঞ্চভূতবিশেকস্ত ব্যাখ্যানং ক্রিয়তে ময়া ॥

শ্রীভাবতীতীর্থ ও শ্রীবিজ্ঞান্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি ( শ্রীবামরুঞ্চ ) এই 'পঞ্চভূত বিশেক' ( -নামক পঞ্চদশীর দ্বিতীয়- ) প্রকরণের -বাহাতে, ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের বিশেচন এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের বিশেচন, বর্ণিত হইয়াছে, তাহা ব ব্যাখ্যান করিতেছি ।

ব্রহ্ম হইতে পঞ্চভূতের এবং পঞ্চভূত হইতে ব্রহ্মের, বিচারদ্বারা পৃথক্করণ প্রতিজ্ঞা ।

সদদ্বৈতং শ্রুতং যৎ তৎ পঞ্চভূতবিশেকতঃ ।

বোদ্ধুং শক্যং ততো ভূতপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১

অর্থ—যৎ সৎ অদ্বৈতং শ্রুতং, তৎ পঞ্চভূতবিশেকতঃ বোদ্ধুং শক্যং; ততঃ পৃথক্করণং প্রবিবিচ্যতে ।

অনুবাদ—সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদে যে সংস্করণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায়, তাহা পঞ্চভূতের বিচার করিলে বুঝিতে পারা যায়; সেইহেতু প্রকৃষ্টরূপে পঞ্চভূতের বিচার করা যাইতেছে ।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে (৬।২।১) উদ্ধালক মুনী আপনার পুত্র স্নেহকে তুকে বর্ণিতে-ছেন—[‘সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্’]—হে ভদ্র, সৃষ্টিব পূর্বে এই জগৎ একই\* অদ্বিতীয়†

\* ‘একই’ ‘এক’ অর্থে ‘একভাবে’ বলিয়া স্বগতভেদবহিত, ‘ই’ শব্দদ্বারা পুৰাণ হইতেছে অগ্নির সাক্ষ্য বিনাই, ইহার দ্বারা স্বজাতীয়ভেদবহিত বুঝা গেল ।

† ‘অদ্বিতীয়’ অর্থাৎ বিজাতীয়ভেদবহিত । এহলে কেহ এইরূপ আপত্তি করিতে পারেন যে, সৃষ্টিব পূর্বে কেবল ব্রহ্ম ছিলেন, একথা অসিদ্ধ; কেননা, শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে সৃষ্টি অনন্তব । সৃষ্টিব উপাদান মায়া যে বস্তু ছিল, একথা শ্রুতি নিজেই স্থানান্তরে বলিতেছেন [‘মায়াং তু প্রকৃতিং বিভ্রাম্যমিনং তুমহেৎসবনং’ খেতাখতব উ ৪।১০ ] মাথাকেই সৃষ্টিব উপাদান বলিয়া জানিবে এবং পরমাত্মাকে মায়া বলিয়া জানিবে । তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত মায়া থাকিলে, ব্রহ্ম কি প্রকারে অদ্বিতীয় হইলেন? তদ্বস্তুর বলা হইয়া থাকে যে, প্রলয়কালে সেই মায়া বা মিথ্যাযন্ত্রিকি বা স্থত্ব্যপাদান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হন না বলিয়া প্রলয়কালে এক অদ্বিতীয় । যখন ব্যক্তিগত প্রলয়কালে অর্থাৎ স্বপ্নস্থিতে, আত্মায় যে মিথ্যা অবিজ্ঞা থাকে, আত্মার সৃষ্টি তাহার ভেদ, আপনাব দৃষ্টিতে বা অপরের দৃষ্টিতে বা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা প্রতীত হয় না । সেইহেতু সেই স্বপ্নস্থিকালে আত্মাকে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রতীতি করা যায়, ব্রহ্মও সেইরূপ অদ্বিতীয় আর সৃষ্টিকালে জগৎ ব্রহ্মে আরোপিত বা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তার বাধা হয় না ।



সংস্করণ \* ব্রহ্ম + ছিল †, অর্থাৎ প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ পরিদৃশ্যমান এই জগৎ প্রথমে তৎকারণ ব্রহ্মরূপেই ছিল, যেমন ঘট আপনার উৎপত্তির পূর্বে মৃৎপিণ্ডরূপে থাকে, সেইরূপ। এট প্রতিবচনদ্বারা জগতের উৎপত্তির পূর্বে জগতের যে তৎকারণরূপে অর্থাৎ সংস্করণ অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে থাকার কথা শুনা যায়, সেই ব্রহ্ম মনোবচনের অগোচর বলিয়া অর্থাৎ জাতি, গুণ, ক্রিয়া, নাম, সম্বন্ধ ইত্যাদি সর্বদম্যাবিবর্জিত বলিয়া সেই ব্রহ্মকে, আপনা হইতেই অর্থাৎ বিনা বিচারে, ঘটাদি বস্তুব হ্রাস অন্য়ভব করিতে পাবা যায় না; সেইহেতু ব্রহ্মের উপাধি ধবিত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ট বাবর্তক চিহ্ন ধরিয়া ব্রহ্মকে বুঝিতে হয়, যেমন গৃহোপরি উপবিষ্ট আগন্তুক কাককে লইয়া গৃহেব নির্দেশ হইতে পাবে। যেহেতু পঞ্চভূত সেই ব্রহ্মের (বিবর্তরূপ) কায়া ‡ এবং সেইরূপে ব্রহ্মের উপাধি, সেইহেতু সেই পঞ্চভূতের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য উপোদ্ঘাতরূপে পঞ্চভূতের বিচার করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। 'স্বার্থ' মনসি নিধায় 'তদর্থমর্থাস্তরবর্ণনমুপোদ্ঘাতম্'। প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে মনে রাখিয়া তাহার প্রতিপাদনের সুবিধার জন্য অগ্রে বিষয়ান্তরের বর্ণনের নাম 'উপোদ্ঘাত'। এস্থলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেব প্রতিপাদনেন জন্ম—শিষ্যবুদ্ধিতে আরোপণ কবিবার জন্য, সেই উদ্দেশ্যটিকে মনে রাখিয়া তাহারই সিদ্ধি জন্ম পঞ্চভূতের বিচার প্রভৃতিকে উপোদ্ঘাত বলা হইতেছে। ১

### অপক্ষীকৃত পঞ্চভূতের গুণ ও কার্যের বিবরণ

#### ১। আকাশাদির গুণবর্ণন।

সেই প্রসঙ্গে আকাশাদি পঞ্চভূতের মধ্যে স্ব স্ব গুণদ্বারা যে পবম্প্রবেব ভেদ আছে, তাহা বুঝাইবার জন্য সেই পঞ্চভূতের গুণসমূহেব বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) পঞ্চভূতের গুণসমূহেব শব্দস্পর্শে রূপরসৌ গন্ধো ভূতগণা ইমে।  
নাম ও ভূতাত্মপর একদ্বিত্রিচতুষ্পঞ্চ গুণা ব্যোমাদিষু ক্রমাৎ ॥ ২

\* 'সং' অর্থাৎ ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিন কালদ্বারা অবাসিত বা অপরিস্ক্রিয়।

† 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বৃহৎ' মাত্রা এবং মাথাকায়াপেক্ষা অধিক ব্যাপক অর্থাৎ নিরপেক্ষ ব্যাপক বস্তুর নাম ব্রহ্ম।

‡ 'ছিল' বলিতে যে অতীতকালের সহিত সম্বন্ধ বুঝায়, তাহা কেবল কালসংস্কারবুদ্ধ শিষ্টকে বুঝাইবার জন্য। কাল নামক দ্বিতীয় বস্তুর সেইরূপে স্মৃতি কবি হইল বলিয়া দ্বৈতাপত্তি হইল না।

§ পঞ্চভূতকে যে নিষ্ক্রিয় ব্রহ্মেব কায়া বলা হইল, তাহাব অভিশ্রায এই যে ব্রহ্মেব সত্তা ও প্রকাশ লইয়াই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, অর্থাৎ ব্রহ্মেব সহিত পঞ্চভূতের অদ্বৈতবাস্তবিক সম্বন্ধ; ব্রহ্মকে পাইলেই পঞ্চভূতের সত্তা ও প্রকাশ, না পাইলে নহে। সেই পঞ্চভূত ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ট বাবর্তক অর্থাৎ ব্রহ্মলক্ষণ পঞ্চভূত না থাকিলেও পঞ্চভূত ব্রহ্মকে আকাশকুসুম, শশশূঙ্গ প্রভৃতি একান্ত অসং বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া বুঝাইয়া দেয়। এহেতু পঞ্চভূত ব্রহ্মেব উপাধি। আবার সেই উপাধির সহিত ব্রহ্মেব তাদাত্ম্য সম্বন্ধ রহিয়াছে বলিয়া উভয়ের পবম্পর বিবেকের প্রয়োজন।

অময় - শব্দস্পর্শে রূপবসৌ গন্ধঃ ইমে ভূতগুণাঃ ( ভবন্তি )। বোয়ামাদিসু ক্রমাৎ একদ্বিত্রিচতুঃপঞ্চ গুণাঃ ( ভবন্তি )।

অনুবাদ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই কয়েকটি পঞ্চভূতের গুণ ; আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই, তিন, চারি এবং পাঁচটি গুণ আছে। ( ‘গুণ’ শব্দের অর্থ যাহা দ্রব্য বা কস্ম নহে, অথচ সমবায় সম্বন্ধে দ্রব্য মাত্রেরই আশ্রিত, তাহা )।

টীকা—তাল, এই পাঁচটি গুণ কি সকল ভূতেরই আছে অথবা এক এক ভূতের কি পাঁচ পাঁচ গুণ অথবা এক একটি ভূতের এক একটি গুণ আছে ?—এইরূপ প্রশ্ন করা কথিত আছে—এই উভয় প্রকারই নহে, কিন্তু অত্র এক তৃতীয় প্রকার। এই অভিপায়ে বলিতেছেন—আকাশ প্রভৃতি পঞ্চভূতে যথাক্রমে এক, দুই ইত্যাদি। ( তাৎপর্য্য এই—আকাশে শব্দ, বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ, তেজে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ ; জলে শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এবং পৃথিবীতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ আছে )। ২

এক্ষণে সেই অত্র তৃতীয় উপায়রূপ প্রকারান্তর স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

প্রতিধ্বনিবিরয়চ্ছন্দো বায়ৌ বীসীতি শব্দনম্ ।

অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শো বহৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ ॥ ৩

উষ্ণঃ স্পর্শঃ প্রভা রূপং জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ ।

(৩) পঞ্চভূতের গুণসমূহের বিভাগ। শীতঃ স্পর্শঃ শুক্ররূপং রসো মাধুর্য্যমীরিতম্ ॥ ৪

ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ কাঠিষ্ঠ্যং স্পর্শ ইষ্যতে ।

নীলাদিকং চিত্ররূপং মধুরান্নাদিকো রসঃ ॥ ৫

সূরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ গুণাঃ সম্যগ্বেচিতাঃ ।

অময়—বিরয়চ্ছন্দঃ প্রতিধ্বনিঃ ( ভবতি )। বায়ৌ ‘বীসী’ ইতি শব্দনম্, অনুষ্ণাশীতসং-স্পর্শঃ ( ভবতঃ ) ; বহৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ, উষ্ণঃ স্পর্শঃ, প্রভা রূপম্ ( ভবন্তি )। জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ, ( পাঠান্তরে বুলবুলধ্বনিঃ ) শীতঃ স্পর্শঃ, শুক্রম্ রূপম্, রসঃ মাধুর্য্যম্ ঈষিতম্ । ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ, কাঠিষ্ঠ্যম্ স্পর্শঃ ইষ্যতে, নীলপীতাদিকম্ চিত্ররূপম্, মধুরান্নাদিকঃ রসঃ, সূরভীতরগন্ধৌ দ্বৌ ( ভবন্তি ) ( ইতি ) গুণাঃ সম্যক্ বিবেচিতাঃ ।

অনুবাদ—আকাশের এক গুণ, শব্দমাত্র ; তাহা প্রতিধ্বনি বা শব্দপ্রতিবিম্ব ; বায়ুতে ‘বীসী’ বা সোঁ সোঁ এই বর্ণাত্মক অনুকরণ শব্দদ্বারা কথঞ্চিৎ ব্যক্ত

‘ধ্বনি’-শব্দ \* (১), এবং অনুষ্ণ-অশীত-স্পর্শ (২), এই দুই মাত্র গুণ ; অগ্নিতে—‘ভুগুভুগু’ ধ্বনি-শব্দ (১), উষ্ণ স্পর্শ (২), ও প্রভা-রূপ (৩) এই তিন গুণ । জলে ‘চুলুচুলু’ ( বা বুলু বুলু ) এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), শীত-স্পর্শ (২), শুষ্ক-রূপ (৩), ও মাধুর্য-রস (৪) এই চারিটি গুণ কথিত হইয়া থাকে । পৃথিবীতে ‘কড়কড়া’ এইরূপে অনুকরণীয় ধ্বনি-শব্দ (১), কঠিন-স্পর্শ (২), নীল প্রভৃতি বিচিত্ররূপ (৩), মধুরামাদি রস (৪), সুগন্ধ ও তুর্গন্ধ এই দুই গন্ধ (৫) এই পাঁচগুণ বর্তমান । এই প্রকারে পঞ্চভূতের সম্যক্ প্রকারে বিচার করা হইল অর্থাৎ গুণদ্বারা পঞ্চভূতের পরস্পর প্রভেদ বিবেচিত হইল ।

টীকা—আকাশে এক শব্দই গুণ ; আকাশের গুণরূপ সেই শব্দ হইতেছে প্রতিধ্বনিকরূপ । বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি গুণ আছে । তন্মধ্যে বায়ুতে যে শব্দ আছে, তাহা সেই শব্দের অনুকরণশব্দদ্বারা দেখাইতেছেন “বীমী হীত শব্দনম্”—বায়ুতে ‘বীমী’ ( বা সোঁ সোঁ ) এই আকাশের ধ্বনি-শব্দ আছে । এই প্রকারে অগ্নি, তেজ প্রভৃতি, শব্দের অনুকরণ-শব্দদ্বারা হুচিত ধ্বনিশব্দ আছে, বুঝিয়া লইতে হইবে । সেই বায়ু স্পর্শের কথা বলিতেছেন—“অনুষ্ণাশীতসংস্পর্শঃ” ইত্যাদি । বহিতে শব্দ, স্পর্শ ও রূপ এই তিনটি গুণ আছে । তাহারা যথাক্রমে উল্লিখিত হইতেছে—“বহৌ ভুগুভুগুধ্বনিঃ” ইত্যাদি হইতে “প্রভা-রূপম্” পর্য্যন্ত । জলে শব্দ হইতে বসপথ্যস্ত চারিটি গুণ আছে ; তাহাদের কথা বলিতেছেন—“জলে চুলুচুলুধ্বনিঃ”—জলে চুলুচুলু ( বা বুলু বুলু ) এই আকারের শব্দ, “শীত-মাধুর্যমাবিতম্” শীত-স্পর্শ শুষ্ক-রূপ ও মধুর-রস—কথিত হইয়া থাকে । পৃথিবীতে শব্দ হইতে অবস্থ কবিতা গন্ধ পর্য্যন্ত যে পাঁচটি গুণ আছে, তাহাদের কথা বলিতেছেন “ভূমৌ কড়কড়াশব্দঃ” ইত্যাদি হইতে “স্বরভীতবগন্ধৌ ধৌ”—এই পর্য্যন্ত শব্দদ্বারা । পৃথিবীতে সুগন্ধ ও তুর্গন্ধ অর্থাৎ তুর্গন্ধ এই দুইটি আছে । উল্লিখিত ভূতসমূহের গুণদ্বারা প্রভেদবর্ণনের সমাপ্তি কবিত্তেছেন—“গুণাঃ সম্যগ্ বিবেচিতাঃ”—পঞ্চভূতের গুণসমূহ সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইল । ৩,৫২

## ২। পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের বর্ণন ।

এইরূপে পঞ্চভূতের গুণানুসারে ভেদ বর্ণন কবিতা, এক্ষণে কার্য্যানুসারে ভেদ বুঝাইবার জন্য সেই সেই ভূতের কার্য্য জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের প্রথমে বর্ণনা কবিত্তেছেন :—

(ক) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের নাম ।

শ্রোত্রং তক্চক্ষুযৌ জিহ্বা ঘ্রাণং চেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৬

(খ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহের স্থান, বাপাব, অস্তিত্ব ও স্বভাব ।

কর্ণাদিগোলকস্থং তচ্ছব্দাদিগ্রাহকং ক্রমাৎ ।

সৌম্ভ্যাত্ কার্য্যানুমেয়ং তৎ প্রায়ো

ধাবেদহিন্মুখম্ ॥ ৭

\* শব্দ দুই প্রকার—বর্ণায়ক (articulate) ও ধ্বনায়ক (inarticulate) । ধ্বনায়ক শব্দকে লিখিয়া প্রকাশ কবিত্তে যাটলেই বর্ণের বা বর্ণায়ক শব্দের সাহায্য ভিন্ন গত্যন্তর নাই । শুদ্ধ বা ধ্বনায়ক শব্দ সম্পূর্ণ প্রকাশিত হয় না । বর্ণবালার তাহা নানতা ।

অম্বর - শ্রোত্রম্, অক্চক্ষুযী, জিহ্বা চ ঘ্রাণম্—ইন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ; তৎ ক্রমাৎ কর্ণাদিগোলকম্  
শব্দাদিগ্রাহকম্ সৌম্যাতঃ কাথ্যাহমেবম্ ( ভবতি )। তৎ প্রায়ঃ বহিস্মৃৎখম্ ধাবেৎ।

অনুবাদ—শ্রোত্র, অক্, চক্ষু, জিহ্বা ও নাসিকা - এই ইন্দ্রিয় পাঁচটি, কর্ণ প্রভৃতি গোলকে ( স্কুলদেহের বিশেষ বিশেষ অবয়বে ) অবস্থিত হইয়া যথাক্রমে শব্দাদির অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধের গ্রাহক হয়। এই সকল ইন্দ্রিয় অতি সূক্ষ্ম বলিয়া, ( ইহাদিগকে প্রত্যক্ষ করা যায় না, ইহাদিগের ) কার্যাদ্বারা ইহাদিগের অস্তিত্বের অনুমান করিয়া লইতে হয়। ইহারা প্রায়ই বাহ্য বিষয়ে ধাবিত হয়।

টীকা—ইন্দ্রিয়সমূহ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বাণী, কার্যাদিগকে অনুমানই এ বিষয়ে প্রশ্ন, ইহাই বলিতেছেন। কাথ্য অর্থাৎ রূপাদি-জ্ঞানরূপ ব্যাপার ইহা আছে লিঙ্গ বা 'হেতু' যে 'অনুমান', সেই অনুমানেব কথা বলিতেছেন। সেই ইন্দ্রিয়পঞ্চক সূক্ষ্ম বলিয়া, তাহা আপন কার্যরূপ লিঙ্গদ্বারা অর্থাৎ রূপাদিবিষয়ক জ্ঞানরূপ হেতুদ্বারা অনুমানের সাহায্যে জানিবার যোগ্য। আর সেই রূপের উপলব্ধি বা জ্ঞান কণজনিত ; যেহেতু তাহা ক্রিয়া। বাহ্য বাহ্য ক্রিয়া তাহা অবশ্যই কণজনিত, যেমন ছেদনক্রিয়া কাষ্ঠাদিকে কঠাবাদিদ্বারা দ্বিভাগে বিভক্ত করা ; সেই ছেদন, ক্রিয়া বাণী অবশ্যই কঠাবাদিকণজনিত। সেইরূপ রূপাদির পবিচ্ছেদক জ্ঞান অর্থাৎ যে জ্ঞান রূপাদিকে বসাদি হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝাইয়া দেয়, সেই জ্ঞানও ক্রিয়া বলিয়া অবশ্য কণজনিত। ইহাই ইন্দ্রি়েব অস্তিত্ব বিসয়ে অনুমান। এইরূপ জ্ঞানের ত্রায় শব্দজ্ঞান, স্পর্শজ্ঞান, বসজ্ঞান, গন্ধজ্ঞানও শ্রোত্র, অক্, জিহ্বা, ও ঘ্রাণেন্দ্রি়েব অস্তিত্ববিষয়ে অনুমানের বস। “সৌম্যাতঃ”—ইন্দ্রিয়সমূহের সূক্ষ্মতাহেতু অর্থাৎ তাহারা অপকীকৃত ভূতের কাথ্য বলিয়া, তাহাদের দূর্বল্যতা হেতু। অপকীকৃত ভূতপঞ্চক সূক্ষ্ম ; তাহারা পঞ্চীকৃত স্কুল-ভূতের ও তাহাদের কার্যের ত্রায় প্রত্যক্ষ হয় না। দশ ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং পঞ্চপ্রাণ, সেই সূক্ষ্মভূতের কার্য ; এইহেতু তাহারা ইন্দ্রি়ের বিষয় নহে। এই কারণে তাহাদের অস্তিত্ব অনুমানদ্বারা জানিতে হয়। তাহাদের স্বভাবের কথা বলিতেছেন—“প্রায়ঃ বহিস্মৃৎখম্ ধাবেৎ”—সেই জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক সাধারণতঃ বহিস্মৃৎখ ইহারা ঘট-পটাদি বাহ্য বিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়। কঠোপনিষদে ( ৪।১ ) পঠিত হইয়া থাকে [ ‘পরাক্ষিণানি ব্যাতৃণং স্বয়ন্তুঃ’ ]—পরমেশ্বর শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে বহিস্মৃৎখ করিয়া অর্থাৎ শব্দাদি বাহ্যবিষয়প্রকাশনসমর্থ করিয়া এবং এইরূপে তাহাদিগকে আত্মদর্শনে অসমর্থ করিয়া, তাহাদের বিনাশ করিলেন ; কেননা, বহিস্মৃৎখতা তাহাদের অহিতকর বলিয়া তাহাদিগকে বহিস্মৃৎখ করা এক প্রকার তাহাদের হত্যা। ৬, ৭

‘তাহারা সাধারণতঃ বহিস্মৃৎখ হইয়া ঘট-পটাদি বাহ্যবিষয়ের অভিমুখে দৌড়ায়’—ইহার দ্বারা যে সূচিত হইয়াছে, ইন্দ্রির কোন কোন সময়ে আভ্যন্তর বিষয়ও গ্রহণ করে, সেই আভ্যন্তরবিষয়গ্রাহকতা দুই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

কদাচিৎ পিহিতে কর্ণে শ্রয়তে শব্দ আন্তরঃ ।

(গ) জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ  
আভ্যন্তর বিষয়েরও  
গ্রাহক ।

প্রাণবায়ো জাঠিবায়ৌ জলপানেহন্নভক্ষণে ॥ ৮

বাজ্যন্তে হ্যন্তরাঃ স্পর্শা মীলনে চান্তরং তমঃ ।

উদগারে রসগন্ধৌ চেত্যক্ষাণামান্তরগ্রহঃ ॥ ৯

অর্থ—কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে প্রাণবায়ো জাঠিবায়ৌ (যঃ) আন্তরঃ শব্দঃ (অস্তি, সঃ শ্রয়তে)। জলপানে হন্নভক্ষণে চ আন্তরাঃ স্পর্শাঃ (অভি-) বাজ্যন্তে হি। মীলনে চ আন্তরং তমঃ (উপলভ্যতে)। উদগারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)। ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ (ভবতি)।

অনুবাদ—কিন্তু কোন সময়ে কর্ণদ্বার রুদ্ধ করিলে প্রাণবায়ুতে ও জাঠিবায়ুতে যে আভ্যন্তর শব্দ আছে, তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। জলপান করিলে এবং হন্নভক্ষণ করিলে শীতোষ্ণাদিরূপ আভ্যন্তর স্পর্শ পরিষ্কৃত হয়। চক্ষুনির্মীলন করিলে ভিতরের অন্ধকার, এবং উদগার উঠিলে ভিতরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। এই প্রকারে ইন্দ্রিয়গণ আভ্যন্তরীণ বিষয় গ্রহণ করিয়া থাকে।

টীকা—“কদাচিৎ কর্ণে পিহিতে”—কোনও সময়ে কর্ণের অপদান বা হস্তাদিব দ্বারা দৃঢ়ভাবে আচ্ছাদন করিলে পর, “প্রাণবায়ো জাঠিবায়ৌ চ”—প্রাণবায়ুতে এবং জাঠিবায়ুতে বিদ্যমান (আন্তর শব্দ শ্রুত হয়)। “জলপানে হন্নভক্ষণে চ” জলপান করিবাব কালে এবং হন্নভক্ষণসময়ে, “আন্তরঃ স্পর্শাঃ (অভি-) বাজ্যন্তে”—আভ্যন্তরীণ স্পর্শসকল অভিব্যক্ত হয়। (আভ্যন্তরীণ রূপাদি দেখাইতেছেন) —“মীলনে চ আন্তরং তমঃ” চক্ষু নির্মীলিত করিলে আভ্যন্তরের অন্ধকারের উপলব্ধি হয়। “উদগারে চ রসগন্ধৌ (গৃহ্যেতে)” —উদগার উঠিলে আভ্যন্তরের রস ও গন্ধ অনুভূত হয়। “ইতি অক্ষাণাম্ আন্তরগ্রহঃ”—এই প্রকারে ইন্দ্রিয়সমূহের আভ্যন্তর বিষয়ের গ্রহণ বা অনুভব হয়। ‘অক্ষাণাম্’—এই শব্দে কত্বকারকে ষষ্ঠী বিভক্তি হইয়াছে, যেমন ‘রামের বনগমন’ এইস্থলে ‘রাম’ ‘গমন’ ক্রিয়াব কর্তা এবং ‘বন’ হইতেছে গমন ক্রিয়াব কৰ্ম্ম, সেইরূপ ‘আন্তর বিষয়’ হইতেছে গ্রহণ ক্রিয়ার কৰ্ম্ম এবং ‘ইন্দ্রিয়’ হইতেছে সেই গ্রহণ ক্রিয়ার কর্তা। ৮, ৯

৩। পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের বর্ণন।

এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ব্যাপার বর্ণনা করিলেন; তদনন্তর ষাঁহার কর্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, সেই নৈয়ায়িকদিগকে লক্ষ্য করিয়া কর্মেন্দ্রিয়ের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিবার জন্য সেই অস্তিত্বের সমর্থকহেতুস্বরূপ তাহাদের ব্যাপারসমূহ বর্ণনা করিতেছেন:—

(ক) পঞ্চকর্মেন্দ্রিয়ের  
ব্যাপার।

পঞ্চোক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ক্রিয়াঃ ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাচ্চাঃ পঞ্চস্বত্ত্বভবন্তি হি ॥ ১০

অর্থ—উক্ত্যাদানগমনবিসর্গানন্দকাঃ ( ইতি ) পঞ্চ ক্রিয়াঃ ( প্রসিক্কাঃ ভবন্তি ) ।  
কৃষিবাণিজ্যসেবাভাঃ পঞ্চসু হি অন্তর্ভবন্তি ।

অনুবাদ—সেই পাঁচটি ক্রিয়া—ভাষণ, গ্রহণ, গমন, মলোৎসর্গ ও আনন্দ বা মৈথুন, সর্বজনবিদিত । কৃষিবাণিজ্যসেবাদি সকল কৰ্ম এই পাঁচটির অন্তর্গত ।

টীকা—উক্তি, আদান, গমন, বিসর্গ ও আনন্দ এই পাঁচটি শব্দেই দ্বন্দ্বসমাস । সেই ভাষণ, আদান, গমন, মলত্যাগ ও মৈথুন নামক পাঁচটি ক্রিয়া প্রসিক্কা অর্থাৎ সর্বজনবিদিত ; এক্ষেপে “প্রসিক্কা” এই শব্দেই অব্যাহাব করিয়া অর্থ কবিত হইবে । ( শব্দ ) ভাণ, কৃষিকৰ্ম পদ্ধতি আবও আবও কৰ্ম ত’ বহিবাছে ; তাহা হইলে কিহেতু বলা হইল, সেই ক্রিয়া পাঁচটি বৈ নহে ? ( সমাধান ) কৃষি, বাণিজ্য, সেবা, পান, আকর্ষণ, প্রসাধন ইত্যাদি সমস্ত ক্রিয়া উক্ত পাঁচটি ক্রিয়াবই অন্তর্গত । ১০

ভাল, কোন্ কোন্ ইন্দ্রিয় ( যথাক্রমে ) এই সকল ক্রিয়া উৎপাদন করে ? এইহেতু বলিতেছেন :—

বাক্পাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈস্তংক্রিয়াজনিঃ ।

(১) কশ্মেন্দ্রিয়গণের নাম,  
পৈশ্চর্যের প্রমাণ ও স্থান ।

মুখাদিগোলকেষু তংকশ্মেন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ১১

অর্থ—বাক্পাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈস্তংক্রিয়াজনিঃ ( ভবতি ) । তং কশ্মেন্দ্রিয়-  
পঞ্চকম্ মুখাদিগোলকেষু আস্তে ।

অনুবাদ—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ এই পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়দ্বারা সেই সেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় । সেই কশ্মেন্দ্রিয় পাঁচটি মুখাদি গোলকে ( অভিব্যক্তিস্থানে বা আধারে ) অবস্থিত ।

টীকা—“বাক্পাণিপাদপায়ুপৈশ্চর্যৈকৈস্তংক্রিয়াজনিঃ” বাক্ প্রভৃতি পাঁচটি কশ্মেন্দ্রিয়ের দ্বারা, “তংক্রিয়াজনিঃ ( ভবতি )”—সেই সকল ক্রিয়ার উৎপত্তি হয় । ‘ভবতি’ এই ক্রিয়াপদেই অব্যাহাব করিয়া অর্থ কবিত হইবে । এস্থলেও একটি কাণ্যলিঙ্গক অনুমান আছে, তাহা বুঝিয়া লইতে হইবে—যথা, বচনরূপ ক্রিয়া করণজনিত ( প্রতিক্রিয়া ) ; যেহেতু তাহা ক্রিয়া ( হেতু ) ; যেমন ছেদনাদি ক্রিয়া, ( উদাহরণ ) । সেই কশ্মেন্দ্রিয়পঞ্চকের স্থানসমূহ বর্ণনা করিতেছেন :—“মুখাদিগোলকেষু আস্তে”—সেই সকল ইন্দ্রিয় ‘মুখাদি’ গোলকে অবস্থান করে । এস্থলে মুখাদি বলিতে কব, চবণ, মলদ্রাবচ্ছিন্ন ও শিশ্যচ্ছিন্ন লক্ষিত হইবাছে, প্রকৃতি হইবে । ১১

৪। মনের বর্ণন ।

এক্ষণে উক্ত দশেন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে প্রসঙ্গক্রমে উপস্থিত মনের কার্য ও স্থান পদর্শন করিতেছেন :—

মনো দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষং হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ।

(ক) মনোব কাণা, স্থান  
ও অন্তরেন্দ্রিয়রূপতা ।

তচ্চাস্তঃকরণং বাহ্যেষ্বস্মাতন্ত্রাদিনেন্দ্রিয়ৈঃ ॥ ১১

অর্থ—দশেন্দ্রিয়াধ্যক্ষম্ মনঃ হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্ ( ভবতি ) ; তং চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা বাহ্যেষু অস্মাতন্ত্রাং অন্তঃকরণম্ উচ্যতে ।

অনুবাদ—উক্ত দশপ্রকার ইন্দ্রিয়ের অধ্যক্ষ মন হৃৎপদ্মরূপ গোলকে অবস্থিত। সেই মন, ইন্দ্রিয়গণের সাহায্যবাহিত্যেরকে বাহ্য শব্দাদিবিষয়ে প্রবৃত্ত হইতে পারে না বলিয়া সেই স্বতন্ত্রতাভাববশতঃ মনকে অন্তঃকরণ বা আভ্যন্তর ইন্দ্রিয় বলা হয়।

টীকা—“হৃৎপদ্মগোলকে স্থিতম্”—মন একই সময়ে সমগ্র শরীরে ব্যাপ্ত থাকিলেও, হৃদয় (heart) মনোব প্রধান নিবাসস্থান বলিয়া মনকে হৃৎপদ্মগোলকে অবস্থিত বলা হইল। (সেই হৃদয় বা heart দেখিতে অসোমুখ পদ্মকোবকসদৃশ)। কক্ষমধ্যস্থিত দীপালোক কক্ষমধ্যে ব্যাপ্ত থাকিলেও দীপশিখাকেই যেমন তাহাব মুখস্থান বলা হয়, ইহাও সেইরূপ। মনকে কেন অন্তরিন্দ্রিয় বলা হয়, তদ্বিশেষে হেতুপ্রদর্শন করিয়া বলিতেছেন “তং চ ইন্দ্রিয়ৈঃ বিনা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ১২

মন য়ে দশ ইন্দ্রিয়ৈব অধ্যাক্ষরূপ, এই কথা স্পষ্ট করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :

(খ) মন দশ ইন্দ্রিয়ৈব  
অধ্যাক্ষ ও সঙ্গাদি  
গুণবিশিষ্ট ।

অক্ষেষ্বর্থাপিতেষ্বেতদ গুণদোষবিচারকম্ ।

সত্ত্বং রজস্তমশ্চাস্মা গুণা বিক্রিয়তে হি তৈঃ ॥ ১৩

অর্থ—অক্ষেষু অর্থাপিতেষু এতৎ গুণদোষবিচারকম্ ( ভবতি ) । সত্ত্বম্ বজঃ তমঃ চ অস্ত গুণাঃ ভবন্তি ; হি ( যতঃ ) তৈঃ ( গুণৈঃ ) বিক্রিয়তে ।

অনুবাদ—জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ যখন আপন আপন বিষয়ের সতিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয়, তখন এই মন সেই সেই বিষয়ের গুণদোষের বিচারক হয়। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিনটি মনের গুণ, যেহেতু এই তিন গুণবশতঃই মন বৈরাগ্যাদি বিবিধ প্রকারেব বিকারপ্রাপ্ত হয়।

টীকা—“অক্ষেষু অর্থাপিতেষু ( সংজ্ঞা )”—ইন্দ্রিয়সকল অর্থাৎ চক্ষুরাদি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ রূপাদি নিজ নিজ বিষয়ে স্থাপিত হইলে, “এতৎ গুণদোষবিচারকম্ ( ভবতি )”—এই মন ‘ইহা সমীচীন, ইহা অসমীচীন’ ইত্যাদিকপে গুণদোষবিচারক হইয়া থাকে। এইরূপ বলিবার তাৎপৰ্য্য এই যে—আত্মা অর্থাৎ চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণ য়ে চৈতন্যের উপাদি, সেই চৈতন্য, জ্ঞানমাত্রাই প্রমাতা বা সকল জ্ঞানের আশ্রয়স্বরূপ বলিয়া, তাহা সকল জ্ঞানবিষয়ে সাধাবণ ( কাবণ ) ; আব চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণ রূপাদি বিষয়ের জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহাদের অত্ৰা কোনও কাৰ্য্য অবশিষ্ট থাকে না। সূত্ররূপে পূর্বেকৃত আত্মা এবং বর্ণিত ইন্দ্রিয়গণদ্বারা রূপাদিবিষয়গত গুণদোষের বিচার সম্ভবপূর্ণ হয়

না, কিন্তু সেই গুণদোষবিচার স্পষ্টই প্রতীত হয়, এবং তাহা প্রকারান্তরে উপপন্ন হয় না বলিয়া, অবশেষে মনকেই সেই গুণদোষবিচারেব কাষণ বলিয়া মানিতে হয়। যেমন, কোনও পুষ্টিদেহ পুরুষ দিবাভাগে ভোজন কবে না, ইহা নিশ্চিতরূপে জানা গেলে সেই পুষ্টিভোজনরূপ কারণ বিনা কাষণান্তবদ্বারা সম্ভাবিত নহে বলিয়া তাহাব বাত্রিকালীন ভোজন করণা কবিত্তে হয়, এস্থলেও সেইরূপ। সেই পুষ্টিভোজন সম্ভবতাজ্ঞানকে ত্রায়শাপ্তে 'অর্থাপত্তি-প্রমাণ' বলে এবং বাত্রিভোজনরূপ যথার্থ জ্ঞানকে 'অর্থাপত্তি-প্রমাণ' বলে। মন—বৈরাগ্য, কাম প্রভৃতি অনেক প্রকার বৃত্তিবিশিষ্ট, ইহা দেখাইবার জন্য মনে সঙ্গাদি গুণবিশিষ্ট তাহা বর্ণিতোছেন—“সংস্কার বজ্রসমশাস্তা” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। সেই সঙ্গাদি বো মনের গুণ গদ্যমগে হেতুপ্রদর্শন করিতেছেন—“হি তৈঃ বিক্লিষতে”—যেহেতু, সেই সেই সঙ্গাদি গুণদ্বারা মন বৈরাগ্যাদি বিকার প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ১৩

সঙ্গাদি গুণবশতঃই মনের বিকারশালতা, ইহাই দেখাইতেছেন :

বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্য্যমিত্যাচ্চাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ ।

কামক্ৰোধৌ লোভযত্নাবিত্যাচ্চা রজসোথিতাঃ ॥১৪

আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাচ্চা বিকারাস্তমসোথিতাঃ ॥১৪ঃ

১৩. গুণভেদবশতঃ  
মনের বিভিন্ন বৃত্তিরূপে  
বিকারপ্রাপ্তি।

অন্য বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ উদার্য্যম্ ইত্যাত্মাঃ সত্ত্বসম্ভবাঃ ( ভবন্তি )। কামক্ৰোধৌ লোভাভ্যৌ ইত্যাত্মাঃ রজসা উথিতাঃ ( ভবন্তি )। আলস্যভ্রান্তিতন্দ্রাচ্চা বিকারাঃ তমসা উপাতাঃ ( ভবন্তি )।

অনুবাদ—বৈরাগ্য, ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি শাস্তবৃত্তিসমূহ অস্তঃকরণের সত্ত্বগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ, যত্ন ইত্যাদি ঘোর বৃত্তিসমূহ রজঃকরণেব রজোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়। আলস্য, ভ্রান্তি, তন্দ্রা প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তিসমূহ তমঃকরণের তমোগুণদ্বারা উৎপাদিত হয়।\*

টীকা—অর্থ স্পষ্ট বলিয়া ব্যাখ্যা কবা হইল না। ১৪, ১৪ঃ

বৈরাগ্যাদি বৃত্তিসমূহেব কাযসকল বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন ; এত বৈরাগ্যাদি মনোবৃত্তিসমূহ বুদ্ধিতে অবস্থিত বলিয়া অস্তঃকরণাদি সকলের অঃ অস্তঃকরণেব বৃত্তিসমূহেব এবং ইন্দ্রিয়াদির নিয়ামক বা প্রভাব বর্ণনা কবিতোছেন :-

১৪. গুণবিকারসমূহের  
মনেব বণন, এবং  
অস্তঃকরণাদির নিয়ামক  
চিদাভাসেব বণন।

সাত্ত্বিকৈঃ পুণ্যনিষ্পত্তিঃ পাণ্ডোপপত্তিঃ চ রাজসৈঃ ॥১৫

তামসৈর্নোভয়ং কিন্তু ব্রথাযুক্তপণং ভবেৎ ।

অত্রাহংপ্রত্যয়ী কৰ্ত্তেত্যেবং লোকব্যবস্থিতিঃ ॥১৬

\* গীতায় জ্যোতিষ অব্যাহতঃ—১১ প্রোক্ত বর্ণিত জ্ঞানেব লক্ষণসমূহ এবং মোড়শাখায় বর্ণিত দৈবসম্পদঃ সত্ত্বগোংপন্ন। মোড়শাখায়েব ‘আত্মরী সম্পদে’ব অস্ত্যন্ত কতকগুলি বগোত্তগোংপন্ন ও কতকগুলি তমোগোংপন্ন। বহুপটকগ্রন্থাবলীৰ “জীবমুক্তিবিবেক”—২৩ পৃঃ দ্রষ্টব্য।



অগ্নয়—সাক্ষিকৈঃ পুণ্যানিপত্তিঃ ( ভবতি ) চ রাজসৈঃ পাপোৎপত্তিঃ ( ভবতি ), তামসৈঃ ন উভয়ম্ কিন্তু ব্রূথায়ুঃক্ষণম্ ভবেৎ । অত্র “অহম্” ইতি প্রত্যয়ী কৰ্ত্তা, এবম্ লোকব্যবস্থিতিঃ ।

অনুবাদ—সদ্বগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পুণ্যার্জন হয়, রজোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা পাপোৎপত্তি হয় । তমোগুণোৎপন্ন বৃত্তিসমূহের দ্বারা, তত্ত্বভয়ের কোনটিই হয় না, অর্থাৎ পুণ্য, পাপ কিছুই হয় না, ব্রূথা আয়ুক্ষয় হয় মাত্র । ইহাদের মধ্যে যাহাতে “অহম্” ( আমি ) এইরূপ প্রত্যয় হয়, তাহাই কৰ্ত্তা । লোকব্যবহারেও ঠিক এইরূপ নিয়ম ।

টীকা—“অহপ্রত্যয়ী”—এই অন্তঃকরণ ও তাহার বৃত্তিসমূহের মধ্যে বাহা ‘আমি’ এইরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট, তাহাই কৰ্ত্তা বা প্রভু, ইহাই অর্থ । ইহা বস্তুতঃ অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহে অহপ্রত্যয়বিশিষ্ট অভাসগুক্ত অহঙ্কার । “লোকব্যবস্থিতিঃ”—যেহেতু লোকব্যবহারে কার্যের কৰ্ত্তাকে ‘স্বামী’ বলা হইয়া থাকে অথবা এইরূপে সংসারপ্রবাহ নির্বাহ হইয়া থাকে । ১৫, ১৬

৫ । জগৎ দ্বিতীয়শ্লোকোক্ত ভূতসমূহের কার্য—এইরূপে নিশ্চয় ।

এই প্রকারে সংসারের স্থিতি বা ব্যবহারের কথা বলিয়া অথবা সংসারপ্রবাহ-নির্বাহের কথা বলিয়া, সেই সংসার যে ভৌতিক, তদ্ব্যয়ক জ্ঞানলাভের উপায় বলিতেছেন :—

স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বমতিশ্ফুটম্ ।

অক্ষাদাবপি তচ্ছাস্ত্রযুক্তিভ্যামবধার্যাতাম্ ॥ ১৭

অথবা স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু ভৌতিকত্বম্ অতিশ্ফুটম্ ( ভবতি ), অক্ষাদৌ অপি শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ তৎ অবধার্যাতাম্ ।

অনুবাদ—স্পষ্ট শব্দাদিযুক্ত বস্তুসমূহের ভৌতিকতা অর্থাৎ তাহারা যে পঞ্চভূত হইতে উৎপন্ন তাহা সহজেই বুঝা যায় । ইন্দ্রিয়াদিবিষয়েও শাস্ত্র ও যুক্তির সাহায্যে তাহাদের ভৌতিকতা নিশ্চয় করিয়া লইবে ।

টীকা—“স্পষ্টশব্দাদিযুক্তেষু”—স্পষ্ট যে শব্দস্পর্শাদিগুণ, সেই সকল গুণের সহিত যুক্ত বা মিলিত যে ঘটাদি বস্তু তাহাতে, “ভৌতিকত্বম্”—ভূতকার্য্যতা, “অতিশ্ফুটম্”—স্পষ্টই বুঝা যায় অর্থাৎ ( অর্থপত্তিপ্রমাণের সাহায্যে ) উৎপাদ্যবস্তুর গুণ দেখিয়া তদুৎপাদক উৎপাদক বস্তুকে ধরা যায় । আকাশের শব্দ বায়ুতে দেখিয়া বায়ুকে আকাশের কাথ্য বলিয়া ধরা যায় । সেইরূপ বায়ুর স্পর্শগুণ তেজে দেখিয়া তেজকে বায়ুর কাথ্য বলিয়া বুঝা যায় । এইরূপ উত্তরোত্তর বুঝিয়া লইতে হইবে । এইরূপে পঞ্চভূতের গুণযুক্ত ঘটাদি বস্তু যে পঞ্চভূতের কার্য্য, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায় । ( শব্দ ) ভাল, ইন্দ্রিয়াদি সম্বন্ধে, তাহারা যে ভূতকার্য্য, তাহা কি প্রকারে নিশ্চয় করা যাইবে ? ( সমাধান ) আগম ও অনুমানদ্বারা তাহার নিশ্চয় হয় এই কথাই বলিতেছেন :—“অক্ষাদৌ অপি”—“ইন্দ্রিয়াদি

বিষয়েও' ইত্যাদি। এখানে 'আদি' শব্দদ্বারা মন, প্রাণ, দেহ ও মনোবৃত্তি বুঝিতে হইবে। \* আগম বা শাস্ত্র এই—[‘অন্নময়ং হি সোম্য মনঃ, আপোময়ঃ প্রাণঃ ; তেজোময়ী বাক্’—ছান্দোগ্য উ, ৬।৫।৪]—হে সোম্য, মন নিঃসন্দেহ অন্নময় অর্থাৎ অন্নের স্কৃৎশ বা পৃথিবী হইতে যেমন বিষ্ঠা, মধ্যমাংশ রস হইতে মাংস উৎপন্ন হয়, সেইরূপ অন্নের স্কৃৎশ পূর্ণ্যাপাণ হইতে মন হব; দধি হইতে তাহার স্কৃৎশাংশ যেমন নবনীতরূপে উৎপন্ন হব, সেইরূপ। শিশু অন্নভক্ষণ করিতে শিখিলে তাহার মন বুদ্ধিপাপ্ত হয় এবং কেহ অন্ন ভক্ষণ না করিলে, তাহার মন ক্ষীণ হইতে থাকে। সেইহেতু মন হইতেছে অন্নময়। + প্রাণ হইতেছে আপোময় (অম্ময়) অর্থাৎ পীতজলের স্কৃৎশাংশ হইতে যেমন মূত্র, মধ্যমভাগ হইতে রক্ত উৎপন্ন হয়, সেইরূপ জলের স্কৃৎশাংশ হইতে প্রাণ উৎপন্ন হয়। বাক্ হইতেছে তেজোময় অর্থাৎ ভূক্ত বস্তুাদি তৈজস পদার্থের স্কৃৎশাংশ হইতে যেমন অস্থি উৎপন্ন হয়, মধ্যমভাগ হইতে মেদ উৎপন্ন হয়, সেইরূপ ভূক্ত তৈজস পদার্থের স্কৃৎশাংশ হইতে বাণী উৎপন্ন হয়। বাগিল্লিয়েব স্ত্র্য্য অস্ত্রাচ্চ ইন্দ্রিয়ও ভৌতিক বৃত্তিতে হইবে। দ্বিঘনক ‘অল্পমান’ এই—বিবাদাস্পদ যে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তাহা অল্প ভূতগণেরই কায়া—‘প্রোক্তজা’; যেহেতু, তাহাবা ভূতগণের সহিত অঘব্যাতিবেকনিয়মানুসারী অর্থাৎ ভূতের সত্তায় ইন্দ্রিয়ের সত্তা, ভূতের অভাবে ইন্দ্রিয়ের অভাব। বাহা যে বস্তুর সহিত অঘব ও ব্যাতিবেকেব নিয়মানুসারী, তাহা সেই বস্তুর কায়া, ইহা দেখা গিয়াছে; যেমন মৃত্তিকাব সহিত অঘবব্যতিবেক-নিয়মানুসারী ঘট, মৃত্তিকাবই কায়া দেখা গিয়াছে; সেইরূপ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়ও ভূতের সহিত অঘবব্যতিবেকনিয়মানুসারী, সেইহেতু সেই প্রকার ভূতের কায়া। “হে সোম্য এই পূর্ণ্য অর্থাৎ এক হইতে অল্প প্রত্যগায়ী, বোড়শকলানব” ইত্যাদি বচনদ্বারা ছান্দোগ্য শ্রুতিতেও (৬।১।১) প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, মন ভূতগণের সহিত অঘবব্যতিরেকনিয়মানুসারী, অর্থাৎ প্রশ্লোপনিষদে (৬।৪) যে বোড়শকলা উল্লিখিত হইয়াছে, তন্মধ্যে মনকেও দবা হইয়াছে, যথা : প্রাণ, শ্রীক, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী, (দশ) ইন্দ্রিয়, মন, অন্ন,

\* জ্ঞানেন্দ্রিয়পক্ষের এক একটি এক এক ভূতের গুণের গ্রাহক, যেমন, শ্রোতেন্দ্রিয় আকাশের শব্দগুণের গ্রাহক। এইরূপে জ্ঞানেন্দ্রিয়সকল ভূতপক্ষের সহিত সংকলিষিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কায়া, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়। ওরোধে ইচ্ছা ও চক্ষু যথাক্রমে স্পর্শ ও রূপের গ্রাহক হইয়া, সেই গুণের আশ্রয় পাঠি ও দীপাদিবও গ্রাহক, জীব শ্রোত্র, জিহ্বা ও শ্রাব, যথাক্রমে কেবলমাত্র শব্দ, রস ও রূপের গ্রাহক। এইরূপ কিছু অশ্বেদ আছে। কণ্ঠেন্দ্রিয়পক্ষের এক একটি, এক এক ভূতের গুণের নিকাগ্রাহক। যেমন, বাগিল্লিয়েব স্ত্র্য্য, আকাশের শব্দগুণের উৎপাদননিকাগ্রাহক। পাবিব গ্রহণ ক্রিয়া, বায়ুর স্পর্শগুণের গ্রহণনিকাগ্রাহক। পানের গমন ক্রিয়া, রূপগুণের গ্রহণের নিকাগ্রাহক। (রূপ দশনবহিভূত হইলে, লোকে পায় ইটিয়া রূপ গ্রহণের গন্ত নিকটবর্তী হয়)। উপস্থের রসভোগক্রিয়া জলের রসগুণের ভোগের নিকাগ্রাহক। এইরূপে ভূতপক্ষের সহিত সংকলিষিষ্ট হওয়াতে, তাহাদের এক একটি, এক একটি ভূতের কায়া, এইরূপ নিশ্চয় করা যায়।

অব জ্ঞানেন্দ্রিয়পক্ষ ভূতপক্ষের এক একটির সংকলিষিষ্ট কায়া, কণ্ঠেন্দ্রিয়পক্ষ ভূতপক্ষের এক একটির ভোগগুণের কায়া। মন সর্বেন্দ্রিয়সমানীত জ্ঞানের গ্রাহক বলিয়া পাঁচটি ভূতেরই সংকলিষিষ্ট কায়া, এইরূপ অশ্বেদেব নিশ্চয় হয়।

+ সবিস্তর ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠ প্রশ্নাটকে দ্রষ্টব্য।

বীথ্য, তপঃ, মম্ব, কশ্ম (যজ্ঞাদি), লোক (স্বর্গাদি) ও নাম (দেবদত্তাদি) এবং সেই মন সমষ্টিপ্রাণের (সম্মিলিত ভূতস্বল্পেব) কাষা বলিয়া কথিত হইয়াছে। এইহেতু মন ভূতগণের সহিত অসংখ্যবিরেকনিয়মানুসারী। অতএব অর্থাৎ কস্মোদ্রিয় ও প্রাণ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ১৭

“হে সৌম্য! সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একই অদ্বিতীয় সৎ  
( কারণস্বরূপ ) ছিল” এই শ্রুতিদ্বারা ‘সৎ  
অদ্বিতীয়ের’ প্রতিপাদন

১। উক্ত শ্রুতির অর্থ।

এইরূপে ভূতসমূহ ও ভৌতিকপদার্থসমূহকে বিভাগপূর্বক দেখাইয়া, এই প্রকরণেব আদিতে উল্লিখিত “সদেব সৌম্য ইদমথ আসাং”—‘হে সৌম্য এই অগৎ আগে সংকারণ রূপই ছিল’ এই অদ্বিতীয়বাক্যপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যানপ্রসঙ্গে, সেই শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ‘ইদম্’ পদেব অর্থ বলিতেছেন :

(ক) তদন্তুগং একাদশেন্দ্রিয়ৈর্যুক্ত্য শাস্ত্রেণাপ্যবগম্যতে।

“ইদম্” বা ‘এই’  
শব্দের অর্থ।

যাবৎ কিঞ্চিদ ভবেদেতদিদং শব্দোদিতং জগৎ ॥ ১৮

অর্থ—একাদশেন্দ্রিয়ৈঃ, বুদ্ধ্যা, শাস্ত্রেণ অপি যাবৎ কিঞ্চিদ জগৎ অবগম্যতে, এতৎ “ইদম্”—শব্দোদিতম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—পঞ্চকস্মোদ্রিয়, পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ও মন, এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বারা, অনুমান প্রভৃতি যুক্তিদ্বারা, এবং শব্দপ্রমাণদ্বারা যত কিছু জগৎপ্রপঞ্চ অবগত হওয়া যায়, সেই সমস্তই উক্ত শ্রুতিবাক্যস্থ ‘ইদম্’-পদেব অর্থ।

টীকা—পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চকস্মোদ্রিয় ও মন প্রভৃতি এগাবটি ইন্দ্রিয়। তন্মধ্যে পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়কণ করণদ্বারা প্রত্যক্ষপ্রমাণ বিষয় শব্দাদি পাচটিব গ্রহণ হয়। পাচটি কস্মোদ্রিয়-দ্বারা ভাষণ, গ্রহণ প্রভৃতি সকল প্রকার ক্রিয়া ও সেই সেই ক্রিয়ার বিষয়—বস্তব্য, গ্রহীতব্য ইত্যাদির গ্রহণ হয়। মনদ্বারা, মানসপ্রত্যক্ষ, আভাস্তরবিষয় স্মৃতি, দৃশ্য প্রভৃতির, এবং প্রত্যক্ষপ্রমাণ, অনুমতিপ্রমাণ ইত্যাদিকণ সকল প্রকার বস্তুর জ্ঞানেরও গ্রহণ হয়। ‘অপি’(ও)-শব্দদ্বারা ‘অর্থাপত্তি’ প্রভৃতি অবশিষ্ট প্রমাণত্রয়কে ও প্রমাণবিষয়ক জ্ঞানকে বুঝিতে হইবে; অর্থাৎ (১) উপমিতিপ্রমাণ বিষয় উপমেয় (গবয়রূপ) পদার্থ, (২) অর্থাপত্তি-প্রমাণ বিষয় (অদিবাতোজী) স্থূলকায় ব্রাহ্মণের রাক্ষসোজেনরূপ উপপাদক, এবং (৩) অভাবপ্রমাণ বিষয় পাচ প্রকার অভাব এবং সকল প্রমাণই বে-জ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়, সেই জ্ঞানকে এবং প্রমাণরূপ প্রপঞ্চকেও বুঝিতে হইবে। এই সকলদ্বারা “যাবৎ কিঞ্চিদ জগৎ অবগম্যতে”—যাহা কিছু জগৎ (প্রপঞ্চ) অবগত হওয়া যায়, তৎসমুদায়ই, “সদেব সৌম্য” ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত ‘ইদম্’ (এই) পদদ্বারা সূচিত হইতেছে। যত্বপি (‘ইদম্’) ‘এই’ শব্দদ্বারা বর্তমানকালের ও সম্মুখবর্তী দেশের সহিত সম্বন্ধ বস্তকে বুঝায়

এবং তাহা হইলে ‘ইদম্’ শব্দের ঐক্যপ অর্থ বাধিত হয় অর্থাৎ ‘ইদম্’ শব্দদ্বারা সকল প্রমাজজনিত জ্ঞানের বিষয় পরোক্ষ, অপবোক্ষ, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানকালসম্বন্ধ সকল প্রপঞ্চকে বুঝান যায় না, তথাপি সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের অথবা সর্বজ্ঞ উদ্দালক মূর্খের দৃষ্টিতে, (বর্তমানাক্ষার, অতীতাক্ষার ও অনাগতাক্ষার\*) সকল পদার্থই অপবোক্ষ এবং সেই-হেতু পুরোবত্তিদেবশাস্ত্রিতের দ্বারা এবং সকল সময়েই একবসরূপে প্রকাশমান বলিয়া বর্তমানত্বলা। আর শ্রীভগবানও বলিতেছেন—‘বেদাহং সমস্তানি বর্তমানানি চাক্ষুর্ন। ভবিষ্যাণি চ ভূতানি’ ইত্যাদি; হে অক্ষুর্ন, যে সকল পদার্থ একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে, বাহা বা বর্তমান বহিয়াছে এবং বাহা বা ভবিষ্যতে আসিবে, তৎসমুদয়ই, আমি ‘বেদ’—জানিতেছি। এইরূপে ঈশ্বরদ্বারা অথবা উদ্দালক মূর্খদ্বারা উচ্চারিত, উক্ত ‘ইদম্’ শব্দ সর্বকালসম্বন্ধী ও সর্বদেবশম্বন্ধী পদার্থকে বুঝাইতে পারে, তাহাতে বাধা হয় না। ১৮

“ইদম্” শব্দের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া এক্ষণে সেই শ্রুতিবচনটি অক্ষর ধরিয়া পাঠ না করিয়া অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—

(১) প্রথম শ্লোকোক্ত  
শ্রুতিবচনের অর্থ  
পাঠ।

ইদং সর্বং পুরা সৃষ্টেরেকমেবাদ্বিতীয়কম্ ।

সদেবাসৌম্যরূপে নাস্ত্যমিত্যাকর্ণেবচঃ ॥ ১৯

অর্থ—ইদম্ সর্বম্ সৃষ্টে: পুরা একম্ এব অদ্বিতীয়কম্ সৎ এব সৌম্যং, নামরূপে নাস্ত্যম্ ইতি আকর্ণে: বচঃ ।

অনুবাদ—প্রতীয়মান এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয়রূপ সংকারণই ছিল, নামরূপ ছিল না। ইহাই আরণির বচন।

টীকা—“আকর্ণিঃ” অকর্ণ নামক ঋষিব পুত্র আকর্ণি বা উদ্দালক। স্বৈতকেতু নামক পুত্রের পতি পিতা উদ্দালকের বচন। (ছান্দোগ্য উপ, ৬২।১) । ১৯

উক্ত শ্রুতিবচনে ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিনটি শব্দের প্রয়োগদ্বারা সদবস্তুতে সম্ভাবিত স্বগতভেদত্রয় + নিবারণ করিবার জন্য লোকব্যবহারে যে উক্ত তিনটি ভেদ আছে, তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

(২) ব্যবহারে স্বগতাদি  
তিনপ্রকার ভেদের  
নিবৃত্তি।

বৃক্ষশ্চ স্বগতো ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ ।

বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ো বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ২০

অর্থ—বৃক্ষশ্চ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ স্বগতঃ ভেদঃ ( ভবতি ), বৃক্ষান্তরাং সজাতীয়ঃ ( ভেদঃ ভবতি ), শিলাদিতঃ বিজাতীয়ঃ ( ভেদঃ ভবতি ) ।

অনুবাদ—পত্র, পুষ্প, ফল প্রভৃতি অবয়ব হইতে অবয়বী বৃক্ষের যে ভেদ তাহার নাম স্বগত ভেদ। সেই বৃক্ষে অন্য বৃক্ষ হইতে যে ভেদ, তাহার

\* যোগমণিপ্রভাব ১১৯ পৃষ্ঠায় কৈবল্যপাদ -১২শ সূত্র দ্রষ্টব্য।

† এই প্রকরণে প্রথম শ্লোকেব পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

নাম সজাতীয় ভেদ ; আর শিলা প্রভৃতি হইতে যে ভেদ, তাহার নাম বিজাতীয় ভেদ ।

টীকা—পরস্পর অভাবের নাম ভেদ ; ভেদদ্বারা পৃথক্‌করণ সাধিত হয়। যেমন, ঘট ও পটে একে অপরের অভাব। তন্মধ্যে তাহার পরস্পর ভেদের আশ্রয় বা ‘অনুযোগী’ হইতে পারে এবং পরস্পর ভেদের নিকপক বা প্রতিযোগী হইতে পারে। একটি ‘অনুযোগী’ হইলে অপবটি ‘প্রতিযোগী’ ।

‘স্বগত’ শব্দের অর্থ অবয়ব বা অঙ্গ। তদ্বারা নিকপিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ। যেমন কোনও শূদ্রের আপনার হস্তপাদাদি অঙ্গ হইতে যে ভেদ, তাহা স্বগত ভেদ ; শূদ্রান্তর হইতে অর্থাৎ সমানজাতিবিশিষ্টের দ্বারা রূত যে ভেদ, তাহা সজাতীয় ভেদ ; ব্রাহ্মণাদি হইতে অর্থাৎ বিকল্পজাতিবিশিষ্টের দ্বারা নিকপিত যে ভেদ, তাহা বিজাতীয় ভেদ। ২০

এইরূপে অনান্য বস্তুতে তিনটি ভেদ থাকে, ইহা বুঝাইলেন ; সদ্বস্ততেও অর্থাৎ আত্মাতেও সেই তিনটি ভেদ থাকিবাব সম্ভাবনা। শ্রুতি ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিনটি পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ কবিতেন :—

(ঘ) শ্রুতুক্ত পদত্রয়েব  
দ্বারা সম্বস্ততে সম্ভাবিত  
উক্ত ভেদত্রয়েব নিষেধ ।

তথা সদ্বস্তনো ভেদত্রয়ং প্রাপ্তং নিবার্য্যতে ।

ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈস্তিভিঃ ক্রমাৎ ॥ ২১

অর্থ—তথা সদ্বস্তনঃ প্রাপ্তম্ ভেদত্রয়ম্ ঐক্যাবধারণদ্বৈতপ্রতিষেধৈঃ ত্রিভিঃ ক্রমাৎ নিবার্য্যতে ।

অনুবাদ—সেইরূপ সদ্বস্ততেও উক্ত তিন প্রকার ভেদ থাকিতে পারে, এইহেতু শ্রুতি, ‘এক’, ‘অবধারণ’ (নিশ্চয়) এবং ‘দ্বৈতের নিষেধ’ বোধক, যথাক্রমে ‘এক’, ‘এব’ ও ‘অদ্বিতীয়’ এই তিন পদদ্বারা সেই সম্ভাবনার নিষেধ করিতেছেন। ২১

সদ্বস্তসম্বন্ধে স্বগত ভেদের আশঙ্কা উঠিতেই পারে না ; কেননা, সেই সদ্বস্ত নিববয়ব। এই কথাই বলিতেছেন :—

(ঙ) সম্বস্ততে স্বগতভেদের  
খণ্ডন ।

সতো নাবয়বাঃ শঙ্ক্যাস্তদংশস্তানিরূপণাৎ ।

নামরূপে ন তস্ত্যাংশৌ তয়োৱত্ৰাপ্যনুভবাৎ ॥ ২২

অর্থ—সতঃ অবয়বাঃ ন শঙ্ক্যাঃ, তদংশস্ত অনিরূপণাৎ ; নামরূপে তস্ত অংশৌ ন (ভবতঃ) ; তয়োঃ অত্ৰ অপি অনুভবাৎ ।

অনুবাদ—সদ্বস্তর স্বগত ভেদ বা অবয়ব আছে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতেই পারে না, কেননা, তাহার অংশ হইতে পারে, এই নিদ্বারণ করা যাইতে পারে

না। আর নাম ও রূপ এই দুইটি তাহার অংশ নহে, কেননা সেই দুইটি আজ পর্য্যন্ত অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব পর্য্যন্ত উৎপন্নই হয় নাই।

টীকা—সদস্যর যে অবয়ব থাকিতে পারে না, তাহা দেখাইতেছেন। সদস্য যদি জড় হইত, তবে সাবয়ব হইতে পারিত। আর সদস্যকে যদি জড় বলা যায়, তবে তাহা জড় বলিয়া বিনাশী হইবেই; কেননা, দেখা যায়, বাহাই জড় তাহাই বিনাশী, যেমন ঘট, পট। এইরূপ অল্পমানপ্রমাণদ্বারা সদস্য বিনাশী হইবা পড়ে বলিয়া তাহার আর সজ্জপতা থাকে না, অসজ্জপতা আসিয়া পড়ে। এইহেতু সদস্য জড় নহে, তাহা চেতন। আবার যদি সেই চেতনরূপ সদস্যকেই সাবয়ব বল, তবে জিজ্ঞাসা কবি, সেই সদস্যর অবয়ব চেতন বা অচেতন (বা জড়)? যদি বল চেতন, তবে জিজ্ঞাসা কবি, তাহা সেই সদস্য হইতে ভিন্ন অথবা অভিন্ন? যদি তাহাকে ভিন্ন বল, তবে অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে; আব যদি বল, সেই অবয়ব সদস্য হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে সেই সদস্যর সহিত গ্রাহ্য অবয়ব-অবয়বী সদস্য থাকিতে পারে না। আবার যদি সেই অবয়বকে অচেতন বা জড় বল, তাহা হইলে সেই জড় অবয়বদ্বারা বিরচিত সেই সদস্যও জড় হইবে, কেননা, নিবন রহিয়াছে—‘কারণগুণাঃ হি কাধ্যগুণান্ আবভন্তে’—কারণেব গুণদ্বাবাই কাধ্যের গুণ নিকৃপিত হয়। জড় সত্ত্বের দ্বারা জড় বস্তু বিবচিত হয়; তাহা কখন চেতন হইতে পারে না। এইরূপে পূর্বেকৃত অল্পমানদ্বারা সেই জড় ‘সদস্যর’ বিনাশিতই আসিয়া পড়ে এবং গ্রাহ্য হইলে তাহা আর সজ্জপ থাকে না। এইহেতু সদস্যর অবয়ব আছে, এরূপ নিরূপণ করা যাব না।

(শঙ্ক্য) ভাল, এই যে তাহাকে ‘সং’ এই নাম দিয়া অভিহিত করা হইতেছে, তাহা হইলে ‘তাহার নাম নাই’—ইহা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) তত্ত্ববে এই নাম ব্যবহার-সাধনের নিমিত্ত কল্পিত হইয়াছে মাত্র। আব তাহার যে রূপ নাই, একথা শ্রুতি ‘অস্থূল’, ‘অনু’, ‘অস্থ’, ‘অদীর্ঘ’ ইত্যাদি পদদ্বারা জানাইতেছেন।

নাম ও রূপ সদস্যর অবয়ব কেন হইবে না, এইরূপ প্রশংসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই দুইটি, সদস্যর অবয়ব বা অংশ হইতে পারে না, কেননা, সৃষ্টির পূর্বে সেই দুইটি আদৌ ছিল না। এই কথাই বলিতেছেন—‘আব নাম ও রূপ এই দুইটি ছিল না।’ ২২

ভাল, নাম ও রূপ ছিল না, ইহা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? তত্ত্বেরে বলিতেছেন :—

নামরূপোদ্ভবশ্চৈব সৃষ্টিত্বাং সৃষ্টিতঃ পুরা।

ন তয়োৰুদ্ভবস্তস্মাৎ সন্নিবংশং যথা বিয়ৎ ॥ ২৩

অর্থ—নামরূপোদ্ভবশ্চ এবং সৃষ্টিত্বাং সৃষ্টিতঃ পুরা তয়োঃ উদ্ভবঃ ন, তস্মাৎ যথা বিয়ৎ  
৩৭। সং (ব্রহ্ম) নিরংশম্ (ভবতি)।

অমুবাদ—আর নাম ও রূপের উৎপত্তির নামই সৃষ্টি; সৃষ্টির পূর্বে নামরূপের উৎপত্তি অসম্ভব; সেইহেতু আকাশের ত্রায় সদস্তু (ব্রহ্ম) নিরবয়ব (অংশরহিত)।

টীকা—(সৃষ্টির পূর্বে) নাম-রূপের উৎপত্তি হয় নাই। ফলিতার্থ বলিতেছেন—“সেইহেতু” ইত্যাদি। এস্থলে এইরূপ অনুমান হইবে—সদস্তু (পক্ষ) অবশ্যই স্বগতভেদশূন্য (সাধ্য) (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা নিরবয়ব; (হেতু)। আকাশের ত্রায়: (দৃষ্টান্ত)।

(শঙ্কা) ‘ভাগ, মানিনাম নাম ও রূপ সদস্তু অবয়ব নহে। ‘সং’, ‘চিং’ ও ‘আনন্দ’—কেন সেই সদস্তু অবয়ব হইবে না?

(সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ‘সং’, ‘চিং’ ও ‘আনন্দ’ এই তিনটি পরস্পর ভিন্ন নহে; কেননা, ‘সং’ যদি চিং ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তবে জড় ও দ্রুৎরূপ হইয়া পড়ে; (জড় ও দ্রুৎ উভয়ই অনিত্য), সুতরাং ‘সং’ অসং হইয়া পড়ে। আবার ‘চিং’ যদি সং ও আনন্দ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহা অসং ও দ্রুৎরূপ হওয়াতে জড় হইয়া পড়ে। আবার ‘আনন্দ’ যদি সং ও চিং হইতে ভিন্ন হয়, তবে অসং ও জড় হওয়াতে তাহা দ্রুৎরূপ হইয়া পড়ে। এইহেতু সং, চিং, আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে; সেই সদস্তু বা ব্রহ্ম, ‘সং’ অর্থাৎ দেশকালাদি দ্বাৰা অবাধিত, - পরিচ্ছিন্ন হইবার যোগ্য নহে; তাহাই ‘চিং’ বা অন্তঃপ্রকাশ এবং তাহাই ‘আনন্দ’ বা পরিচ্ছিন্নরূপ দ্রুৎসম্বন্ধরহিত। এইরূপে সেই ‘সং’ ‘চিং’ ‘আনন্দ’ সেই সদস্তু ব্রহ্মের স্বরূপই, —গুণ বা অবয়ব নহে। এইহেতু ব্রহ্ম নিরবয়ব। ২৩

(শঙ্কা) ভাগ, মানিনাম সদস্তুতে স্বগতভেদ নাই; সজাতীয় ভেদ কেন থাকিবে না? (উত্তর) এইরূপ আশঙ্কা করিলে সেই সদস্তু সজাতীয় অথ সদস্তু নাম করিতে হইবে। সেইরূপ অথ সদস্তু কিন্তু আর পাওয়া যায় না। কেননা, সদস্তুতে বৈলক্ষণ্য হয় না। (তাহাতে ভেদজ্ঞাপক কোনও চিহ্ন পাওয়া যায় না) এই কথাই বলিতেছেন:—

**সদন্তরং সজাতীয়ং ন বৈলক্ষণ্যবজ্জনাৎ ।**

(৫) সদস্তুতে সজাতীয়  
ভেদের গুণ ন।

**নামরূপোপাধিভেদং বিনা নৈব সতো ভিদা ॥ ২৪**

অর্থ—সজাতীয়ম্ সদন্তবম্ ন (ভবতি); বৈলক্ষণ্য-বজ্জনাৎ। নামরূপোপাধিভেদম বিনা সতঃ ভিদা ন এব।

অমুবাদ—সদন্তর সমানজাতীয় অথ সদস্তু নাই, কেননা, সদস্তুতে বিলক্ষণতা (ব্যক্তিগত ভেদ) নাই। ‘নাম’ ও ‘রূপ’ নামক যে উপাধি, তাহারই ভেদ বিনা সদন্তর ভেদ (ভেদব্যবহার) হয় না।

টীকা—(গুরু) যদি সদস্তু নানা হইত, তাহা হইলে সদন্তর সজাতীয় অথ সদস্তু হইত।

(শিষ্য) আচ্ছা, যে সদন্তর নানাত্বের কথা বলিতেছেন, সেই সদস্তু যে বাস্তব,

‘তাহাব প্রমাণ কি? আগে সেই সদ্বস্ত যে কল্পিত নহে, তাহা যে বাস্তব, তাহাই সিক্ত হউক, পরে তাহার নানাত্ব-একত্বের বিচার হইবে।

(গুরু) তুমি নিজের বাস্তবতা সম্বন্ধে কোনই সংশয় কব না; এক্ষণে সেই সদ্বস্তকে বাস্তব বলিয়া না মানিলে, তোমার কথা (নিজের বাস্তবতা বিষয়ে সংশয়), ‘আমাব মাতা বন্ধা’ এই বাক্যের স্থাব প্রলাপসদৃশ হইবে। এক্ষণে সেই সদ্বস্তকে নানা বলিয়া স্বীকার করিলে প্রথমতঃ অদ্বৈতপ্রতিপাদক অনেক ক্ষুণ্ণ সহিত বিবোধ ঘটে; দ্বিতীয়তঃ তোমাকে দ্বিজ্ঞানসা করি সেই ‘নানা’ সদ্বস্তকে পবিচ্ছিন্ন বলিবে বা ব্যাপক বলিবে? যদি তাহাকে পবিচ্ছিন্ন বল, তবে সেই পরিচ্ছেদ বা অঙ্গ, দেশ অথবা কাল অথবা বস্তুবদ্বাবাই সম্ভব হইতে পারে। তাহা হইলে, তাহাব উৎপত্তি ও নাশ মানিতে হয়; তাহা হইলে তাহা অনিত্য হইয়া পড়ে এবং তাহা অব সং থাকে না, অসং হইয়া পড়ে। আর যদি তাহাকে ব্যাপক অর্থাৎ দেশ, কাল ও বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদবহিত বলিয়া মান, তাহা হইলে তাহাব নানাত্ব সম্ভবপর হয় না; (কেননা, পবিচ্ছিন্নতা শব্দের অর্থই, দেশ, কাল, বস্তুদ্বারা বিবিধরূপতা।)

(শিষ্য) ভাল, এই বেদান্তশাস্ত্রে ‘ত’ পাবমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক ভেদে তিন প্রকার ‘সদ্বস্ত’ স্বীকৃত হইয়াছে; তবে কি প্রকারে বলিলেন, সদ্বস্তে নানাত্ব নাই?

(গুরু) সে স্থলেও একই পাবমার্থিক সদ্বস্ত, জ্ঞানবিশেষতঃ, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপে প্রতীত হয়। যেমন, একই বাজশক্তি জ্ঞানবিশেষতঃ তদাশ্রিত মস্তিষ্করূপে এবং মস্তীষ আশ্রিত বাজপুরুষের শক্তিরূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ, একই পাবমার্থিক সত্তা ব্যবহারিক বস্তুাদির সত্তারূপে এবং প্রাতিভাসিক স্বাপ্নবস্তু প্রভৃতির সত্তারূপে, ক্ষটিকে জ্বাপুষ্পের লাল বর্ণের মতো অজ্ঞাপ্রাতিভাসিকতঃ \* অথবা সর্পের সহিত বর্জব তাদান্বিতসম্বন্ধের স্থায় সংসর্গাধাসদ্বাবা† অনির্দেয়সংসর্গাতিবিশেষতঃ প্রতীত হয়। এইহেতু সদ্বস্তব নানাত্ব নাই; সেইহেতু সজাতীয় অজ সদ্বস্তও নাই। এই কারণে সদ্বস্ত সজাতীয়ভেদবহিত।

এইরূপ নির্ণয় মনে রাখিয়া টীকাব শব্দা উঠাইতেছেন ভাল, ঘট বহিরাছে, এইরূপে পটমাত্র প্রতীত হয়; পট বহিরাছে, এইরূপে পটসত্তা প্রতীত হয়। এইরূপে সকল বস্তুতেই সত্তা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়; এইরূপে সদ্বস্তব ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে— এইরূপ আশঙ্কা উঠিয়া তাহাব সমাধান জ্ঞান বলিতেছেন—যেমন ঘটাকাশ, মঢ়াকাশ ইত্যাদিরূপে আকাশের ভেদ নামরূপমব উপাধিকৃত, সেইরূপ সদ্বস্তব ভেদও নামরূপমব উপাধিকৃত; বস্তুতঃ সত্তা ভেদ প্রতীত হয় না। এই কথাই বলিতেছেন—নাম ও রূপ নামক যে উপাধি

\* তদভাববহিত তৎপ্রকারকভানন্। যাহাতে যাঁটা নাট, তাহাতে তদ্রূপের ভান ‘অজ্ঞাপ্রাতিভাসিক’।

† যেমন যথেষ্ট সহিত দর্পণে কোন বস্তুকই নাট, আব ছোট পদার্থই ব্যবহারিক। সে স্থলে দর্পণে এবং সে বস্তুক প্রতীত হয়, সেই বস্তুকটি অনির্দেয়সংসর্গ সত্তা। সেই বস্তুক ও বস্তুকে প্রত্যেক ‘সংসর্গাধাস’ বলে।

‡ যে অজ্ঞান পদার্থকে সং বলিয়া, অসং বলিয়া, কিম্বা সদস্য বলিয়া নির্দেশিত করা যায় না, তাহারই প্রতীতির নাম ‘অনির্দেয়সংসর্গাতি’।



তাহারই ভেদ বিনা সদস্যের ভেদ প্রতীত হয় না। এস্থলে এইরূপ অনুমান রহিয়াছে—সদস্য অবশ্যই সজাতীয়ভেদরহিত (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উপাধির ভেদ গ্রহণ না করিলে ভেদের প্রতীতি হয় না—(হেতু); যেমন আকাশ (উদাহরণ)। ২৪

(শঙ্ক) ভাল, তাহা হইলে বিজাতীয় বস্তুর দ্বারা সদস্যের ভেদ মানিতে হয়। (সমাধান) তত্ত্ববে বলিতেছেন—যাহা সদস্যব বিজাতীয়, তাহা অসংই হইবে এবং তাহা অসং বলিয়া তাহাব প্রতিযোগী হওয়া অসম্ভব; সেইহেতু সেই অসঙ্গপ্রতিযোগিবিশিষ্ট ভেদ বা অন্তোন্মাত্তাব সিদ্ধ হয় না। তাৎপৰ্য্য এই—ভেদ বলিতে বুঝিতে হইবে অন্তোন্মাত্তাব বা পরস্পরাভাব; যেমন ঘট পট নহে, পট ঘট নহে বা ঘটে পটের অভাব এবং পটে ঘটের অভাব। যাহাতে অন্তের অভাব তাহাকে অভাবের অনুরোধী বলে অর্থাৎ যাহা অভাবের আশ্রয়; আব যাহাব অভাব অন্তে, তাহা সেই অভাবের প্রতিযোগী অর্থাৎ যাহা সেই অভাবের নিরূপক। অনুরোধীপ্রতিযোগীব জ্ঞান ভিন্ন অভাবের জ্ঞান হয় না। এষ্ট হেতু সেই অভাবের জ্ঞান অনুরোধীপ্রতিযোগীব অধীন। আব সেই অনুরোধী ও প্রতিযোগীকে সঙ্গপ হইতেই হইবে; অসঙ্গপ হইলে তাহারা অনুরোধী বা প্রতিযোগী হইবে না। এই স্থলে বঙ্গরূপ সদস্য অনুরোধী এবং সেই সদস্যতে অবস্থিত বিজাতীয়রূপ ভেদের বা অন্তোন্মাত্তাবের প্রতিযোগীকে সিদ্ধ করিতে হইলে, তাহা অবশ্যই বঙ্গ্যাপুত্র, শশশূদ্র ইত্যাদিরূপ একান্ত অসং—শূন্য বা নিঃস্বরূপ হইবে। তাহা যখন নিজেই নাই তখন কি প্রকারে প্রতিযোগী হইবে? সেইহেতু প্রতিযোগী একান্ত অসং হওয়াতে সদস্যতে বিজাতীয় ভেদকল্পনা হইতেই পারে না। এই কথাই বলিতেছেন:—

বিজাতীয়মসং তত্ত্ব ন খল্বন্তীতি গম্যতে।

(ছ) সদস্যতে বিজাতীয় ভেদের খণ্ডন।

নাস্মাতঃ প্রতিযোগিত্বং বিজাতীয়াভিদা কূতঃ ॥২৫

অর্থ—(সং:) বিজাতীয়ম্ অসং, তৎ তু “অস্তি” ইতি ন খলু গম্যতে। অতঃ অন্ত প্রতিযোগিত্বম্ ন, বিজাতীয়াং ভিদা কূতঃ (স্মাং)?

অনুবাদ—যাহা সদস্যের বিজাতীয় অর্থাৎ বিপরীত, তাহা অসংই হইবে; তাহা কিন্তু কোন প্রকারেই, “আছে” এইরূপে বুদ্ধিগম্য হয় না; এইহেতু সেই ‘অসং’, প্রতিযোগী হইতে পারে না; সুতরাং সেই বিজাতীয় হইতে সদস্যের ভেদ কি প্রকারে হইতে পারে? কোন প্রকারেই পারে না।

টীকা—অনুবাদেই টীকার কাণ্ডা সিদ্ধ হইয়াছে; তবে ‘অসং’ শব্দের অর্থ লইয়া কিছু সন্দেহ উঠিতে পারে। সেইহেতু তাহার নির্ণয়ের আবশ্যকতা আছে। যাহা ‘সং’ এর বিপরীত তাহা ‘অসং’। এই অসং দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমতঃ যাহা একেবারে নিঃস্বরূপ, যেমন আকাশকুসুম, বঙ্গ্যাপুত্র, শশশূদ্র ইত্যাদি—যাহাদের প্রতীতি কোন কালেই হয় না। দ্বিতীয়তঃ যাহার স্বরূপ ব্যবহারিক বা প্রাতিভাসিক অর্থাৎ জাগ্রৎ

কালের স্থূল প্রপঞ্চ বা স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ—উভয়ই মায়া বা মায়াব কায়া বলিয়া প্রতীত হইয়া তিবোহিত হয়। প্রথম প্রকারের ‘অসং’ বস্তু, ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না—হংসডিম্বে অণ্ডিও হইতে ভেদ আছে, বগাও চলে না, বুঝাও যায় না—এই কথাই প্রোকে বলা হইল; কিন্তু এরূপ সম্ভব ত’ হইতে পারে যে, মায়া ও মায়াব কায়া অর্থাৎ জাগ্রৎকালের স্থূল প্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালের সূক্ষ্ম প্রপঞ্চ অর্থাৎ অনিশ্চিনীয় মিথ্যা পদার্থ, কেন বন্ধে ভেদের প্রতিযোগী হইবে না? একে ‘ত’ সেই সেই প্রপঞ্চ হইতে ভেদ বিজ্ঞান রহিয়াছে। এইরূপ সংশয়ের সমাধান এই যে—যেহেতু বন্ধের পারমাধিক্যের তায় তাহাদের পারমাধিক্যতা নাই, সেইহেতু তাহারা একে বিজ্ঞান ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। দর্পণে প্রতিবিম্বিত মূখের সহিত, গ্রীবার উপরে, অবস্থিত মুখকে লইয়া দুইটি গণনা করা হয় না। কোনও রাজা স্বকীয় বাহন হস্তী সহিত স্বপ্নে দৃষ্ট হস্তীকে লইয়া আপনাকে দুইটি হস্তীর স্বামী মনে করেন না। যদি বল সৃষ্টিতে বা পুনরুৎপাদনে, জাগ্রৎপ্রপঞ্চের বা সৃষ্টিপ্রপঞ্চের বীজভূত অবিজ্ঞ বা মায়া, আত্মা বা বন্ধে অবশ্যই থাকে, মানিতে হইবে; কেননা, তাহা হইতে জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ বিনির্গত হয় এবং সেই বীজ হইতে ভেদ, আত্মার বা বন্ধে অবশ্যই থাকে, সূত্রবাং জাগ্রৎপ্রপঞ্চ ও সৃষ্টিপ্রপঞ্চ সেই ভেদের প্রতিযোগী হইবে। তত্বে বলা যায় যে, সেই ভেদ আত্মার, বা পারমাধিক্যে বন্ধে প্রতীত হয় না, বা অনুমানাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধও হয় না, এবং শব্দপ্রমাণ বহির্ভায়ে, একে কোনও প্রকার ভেদ নাই ‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন।’ (বৃহদা উ ৪।৪।১০; কঠা উ ৪।১।১) আর একরূপ পারমাধিক্য বস্তু হইতে ব্যাবহারিক জগৎপ্রপঞ্চের উৎপত্তিও সিদ্ধ হয় না; সেইহেতু সেই প্রপঞ্চদ্বারা সমস্তের বিজ্ঞাতীয় ভেদ হইতেই পারে না। ২৫

এক্ষণে যে অর্থটি নির্ণীত হইল, তাহা স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :-

৩। নির্ণীত সিদ্ধান্ত  
কথন।

একমেবাদ্বিতীয়ং সং সিদ্ধমত্র তু কেচন।

২। শূন্যবাদিগণের পূর্বপ্রপঞ্চ ও তাহার খণ্ডন।

৩। শূন্যবাদীর পক্ষ  
প্রক্ষেপ বিচার।

বিহ্বলা অসদেবেদং পুরাসৌদিত্যবর্ণয়ন্ ॥ ২৬

অর্থ—একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ সং সিদ্ধম্। অত্র তু বিহ্বলাঃ কেচন অসং এবং ইদম্ পুরা আসীৎ ইতি অবর্ণয়ন্।

অনুবাদ—এইরূপে সমস্তটি যে এক এবং অদ্বিতীয়, ইহা নির্ণীত হইল। এইরূপ সিদ্ধান্ত শুনিয়া কেহ কেহ (অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ) বিচলিত হইয়া উঠেন। তাঁহারা বলেন ‘এই পরিদৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে অসংই ছিল; (ছান্দোগ্য উ, ৬।২।১২) এবং সৃষ্টির পরে অর্থাৎ প্রলয়কালে এই জগৎ পূর্বের তায় অসং অর্থাৎ নির্বিশেষ বা বিলক্ষণতারহিত, শূন্য হইয়াই থাকিয়া যাইবে; কেবল মধ্যে অর্থাৎ সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্তী

কালে, আন্তিবশতঃ নামরূপ লইয়া প্রতীত হইতেছে। এই আন্তি নিরাধার। যে বস্তু আদিতে এবং অস্তে নাই, সেই বস্তু ( অসংখ্যাতিবাদিগণের প্রদর্শিত মতে ) মরীচিকায় জলভ্রমের ন্যায়, রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় মধ্যও অস্তিত্ব-বিহীন। এইহেতু শূন্যই পরমতত্ত্ব। ( সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্য, জগতের প্রতীতিরূপ অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া, ইহারা ‘মাধ্যমিক’ নামে অভিহিত হন। ইহারা শূন্যবাদী বৌদ্ধ। )

টীকা। এক্ষণে সংস্করণ বস্তুটিই যে একমাত্র বা অদ্বিতীয় তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে শিষ্যবৃত্তিকে দৃঢ় করিবার জন্ত, ভূগানিখননক্রমে—পূর্বপক্ষ করিবা উত্তরপক্ষ করিতেছেন। যেমন, লোকে ভূমিতে খুঁটি পুঁতিবা তাহা দৃঢ় হইল কি অদৃঢ় বহিয়া গেল, ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাকে নাড়িয়া, হেলাইবা দেখে এবং যদি অদৃঢ় থাকে, তবে তাহার মাথায আঘাত করিয়া অথবা মলে চতুর্দিকে প্রস্তবাদিন সমর্থনা দিয়া তাহাকে দৃঢ় করে, সেইরূপ অদ্বৈত-তত্ত্ববিষয়ে সন্দেহ উপাধীন করিবা বৃত্তিকে বিচলিত করিয়া, সেই সন্দেহের সমাধানপূর্বক ও প্রমাণাত্মকদ্বারা সমর্থন করিয়া বৃত্তিকে নিশ্চল করিতেছেন। শূন্যবাদী মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ, অদ্বৈততত্ত্বসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবা ব্যাকুল হইয়া উঠে এবং বলে, সৃষ্টিব পূর্বে একমাত্র শূন্যই তত্ত্ব ছিল। ২৬

তাহাদের সেই চিন্তা-ব্যাকুলতা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :-

মগ্নশ্রাক্ষৌ যথাক্ষাণি বিশ্বলানি তথাস্ত ধীঃ ।

। যঃ শূন্যবাদীর ব্যাকুল-  
নতাব দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ ।

অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রাণা বিভেত্যতঃ ॥ ২৭

অয়ম - অকৌ মগ্নশ্র অক্ষাণি যথা বিশ্বলানি ( ভবন্তি ) তথা অস্ত ধীঃ অখণ্ডৈকরসং শ্রুত্বা নিষ্প্রাণা ( ভবতি ), অতঃ বিভেতি ।

অনুবাদ - যেমন সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সকল নিজ নিজ কাষ্যাকরী শক্তি হারাওয়া, ( শব্দগন্ধাদি ) নিজ নিজ বিষয়কে অবলম্বনরূপে না পাইয়া, ব্যাকুল হইয়া উঠে, সেইরূপ শূন্যবাদীর অন্তঃকরণ ত্রিবিধভেদেরহিত অখণ্ড একরস বস্তুর কথা শুনিয়া এবং সেইহেতু তাহাতে নিজ কাষ্যাকরী শক্তির অভাব আশঙ্কা করিয়া, ভয়প্রাপ্ত হয় ।

টীকা—সমুদ্রমগ্ন ব্যক্তির ইন্দ্রিয়সমূহের দৃষ্টান্ত দিয়া শূন্যবাদীর ও সাকারবাদীর বুদ্ধির অর্ধৈতত্ত্বশ্রবণে বিশ্বলতা বুঝাইতেছেন, শ্লোকের প্রথম চরণদ্বয়দ্বারা। অবশিষ্ট শ্লোকাংশ-দ্বারা দৃষ্টান্তটিকে সিক্তাশ্রেণে বোঝনা করিতেছেন। “অস্ত”—এই অগিষ্টানত্রয়ের জ্ঞানহীন শূন্যবাদীর এবং সেইরূপ অন্তর্দৃষ্টিহীন বহিঃস্পৃগ সাকারবাদীর—ইহাদের সকলকেই বুঝিতে হইবে। এস্থলে ‘অস্ত’ এই পদের একবচন, জাতিবাচক অর্থাৎ শূন্যবাদী বুদ্ধির সহিত সাকারব্রহ্মবাদিগণকেও ধরিতেছেন, কেননা, সকলেই অল্পভব করিতে পারে—বুদ্ধি, ভাব ও

অভাবরূপ সাকার বস্তুই গ্রহণ করিতে পাবে। শূন্য বা অভাব, ভাবরূপ বস্তুমাত্রদ্বারা সীমাবদ্ধ বলিয়া সাকার। নিরাকার ত্রয়ের কথা শুনিলে বুদ্ধি বিচলিত হইয়া উঠে। শূন্যবাদী সেই বিচলিততা নিবারণের জন্ত শূন্য কল্পনা কবিয়া বসে; তখন দেখে না যে শূন্যও সাকার। “ধাঃ”—শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ; “অগণৈকবসম্ শ্রদ্ধা নিস্প্রচা বা ( ভবতি )”—অর্থও বা অত্যাগিপ্রতিযোগিরহিত এবং একবস বা ত্রিবিধভেদশূন্য, অদ্বৈততত্ত্বের কথা শুনিয়া পণ্ডিতবহিত বা স্তব্ধ হইয়া যায় এবং “অতঃ”—এইহেতু অর্থাৎ নিজেব কায্যকর্দী শক্তি আদৌ থাকিবে না বুঝিয়া, “বিভেতি”-ভয় প্রাপ্ত হয়। ২৭

এই বিষয়ে পূর্বাচাৰ্য্যগণের ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

গৌড়াচার্য্য নিৰ্ব্বিকল্পে সমাধাব্যয়োগিনাং।

সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানামত্যন্তং ভয়মুচিরে ॥ ২৮

অর্থ—গৌড়াচার্য্য ( গৌড়পাদাচার্য্য ) সাকারব্রহ্মনিষ্ঠানাম্ অত্যাগিনাম্ নিৰ্ব্বিকল্পে সমাধৌ অত্যন্তং ভয়ম্ উচিরে।

অনুবাদ—সাকারধ্যাননিষ্ঠ অপরযোগিগণ যে নিৰ্ব্বিকল্প সমাধিতে অত্যন্ত ভয় পান, তাহা গৌড়পাদাচার্য্য ( মাণ্ড্যাক্যাকারিকায়, ৩।৩৯ ) বর্ণন করিয়াছেন।

( অনুবাদকের ) টীকা :—“সাকারধ্যাননিষ্ঠ”—ঐহা বা শিব, বাম, কৃষ্ণ প্রভৃতি মূর্তিব, কিম্বা বিবাহটোব, কিম্বা কোনও কল্পিত বস্তুব ধ্যানে আসক্ত। “অপরযোগী” শব্দে—ঐহা বা সাকার বস্তুতে চিন্তাযোজনা কবিয়া উপাসনা করেন, তাহাদিগকে বুঝিতে হইবে। “নিৰ্ব্বিকল্পসমাধি”—ব্যান, ধ্যেয়, ধাতা ইত্যাদিরূপ ত্রিপুটী কল্পনা যে সমাধিতে থাকে না, সেইরূপ সমাধি। ( মগনাবাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত বামানন্দব্রতি-বিবচিত “যোগমণিপ্রভা”-ব অনুবাদে ১।২০, ৫১ স্বত্রে সন্নিবেশ দ্রষ্টব্য )। “মাণ্ড্যাক্যাকারিকায়”—মাণ্ড্যাক্য উপনিষদের বার্ষিক অর্থাৎ উক্ত উপনিষদের উক্তিসমূহের, তদপেক্ষিত অথচ অন্তর্ভুক্ত বিষয়ের, অথবা বিকল্প বলিয়া প্রতীত উক্তিসমূহের, শ্লোকনিবদ্ধ ব্যাখ্যা। তাহাব “অদ্বৈত” নামক তৃতীয় প্রকরণে। এই ব্যাখ্যা গৌড়পাদাচার্য্যেব বিবচিত। গৌড়পাদাচার্য্য শঙ্কবাচার্য্য গুরু-গোবিন্দপাদেব গুরু। লোকপ্রসিদ্ধ আছে—ইনি সাক্ষাৎ শুকদেবের শিষ্য। ২৮

কোন বাক্য হইতে এই ভয় পাওয়ার কথা বলিয়াছেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পাবে না। গৌড়পাদাচার্য্যবিবচিত বার্ষিক বা মাণ্ড্যাক্যাবিকাচন উক্ত কবিত্তেছেন :—

অস্পর্শযোগো নানৈষ দুর্দর্শঃ সর্বযোগিভিঃ।

যোগিনো বিভ্রাতি হৃদ্যাদভয়ে ভয়দর্শিনঃ ॥ ২৯

অর্থ—অস্পর্শযোগঃ নাম এষঃ সর্বযোগিভিঃ দুর্দর্শঃ, হি ( যতঃ ) যোগিনঃ অভয়ে ভয়দর্শিনঃ ( সন্তঃ ) অস্ম্যং বিভ্রাতি।

অনুবাদ—নিৰ্ব্বিকল্প সমাধি উপনিষচ্ছাস্ত্রে অস্পর্শযোগ নামে খ্যাত। ইহা

সাকারধানিনিষ্ঠ সকল যোগীরই ছলভ ; কেননা, নির্বিকল্প সমাধিরূপ ভীতিশূন্য অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া তাহারা ভীতিগ্রস্ত হইয়া থাকে ; যেমন, বালক নির্জনে ভয় পায়, সেইরূপ। নির্বিকল্প সমাধির নাম অস্পর্শযোগ ; কেননা, কোনও প্রকার বিষয়ের সম্বন্ধরূপ (স্পর্শ) ইহাতে থাকে না। আচার্য্য শঙ্করের এই মত। কিন্তু অপর কেহ বলেন, ইহাতে বর্ণাশ্রমাদির ধর্ম্মের, পাপরূপ মলের এবং সকল প্রকার অনায়াস বস্তুর (স্পর্শ) বা সম্বন্ধ নাই বলিয়া এবং জীবকে ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত করায় বলিয়া, ইহাকে অস্পর্শযোগ বলা হয় ; ইহা নিগুণব্রহ্মনিষ্ঠ জ্ঞানীরই সুলভ ; অতএব পক্ষে ছলভ।

টীকা—“অস্পর্শযোগঃ নাম এবঃ”—“অস্পর্শযোগ”-নামক নির্বিকল্প সমাধি ; “সর্গ-যোগিভিঃ দৃষ্টঃ”—সাকারধানিনিষ্ঠ যোগীগণদ্বারা কষ্টসাধ্য অর্থাৎ দৃষ্টাপ্য। এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শন কবিত্তেছেন—“হি যোগিনঃ অভয়ে ভগদর্শিনঃ”—যেহেতু পূর্বোক্ত দ্বৈতদর্শী সাকারধানিনিষ্ঠ যোগীগণ এই সর্বভীতিশূন্য নির্বিকল্প সমাধি অবস্থাতেও ভয়ের হেতু কল্পনা করিয়া ভয় পান, নির্জনে দেশে বালকের ন্যায়। “অন্যং”—এই অস্পর্শযোগ ইহাতে ; ‘ভয়েন হেতু’ বলিয়া পঞ্চমী বিভক্তি। ২৯

শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য-কৃত শৃঙ্গবাদিনন্দাব কথা বলিতেছেন :—

ভগবৎপূজ্যপাদাশ্চ শুদ্ধতর্কপট্টনমূন ।

আহ্মমাদ্যমিকান্ ভ্রান্তানচিন্ত্যেহস্মিন্ সদাশ্মিন ॥ ৩০

অর্থ—ভগবৎপূজ্যপাদাঃ ৫ শুদ্ধতর্কপট্টন অমন্ মাধ্যমিকান্ অচিন্ত্যে অস্মিন সদাশ্মিন ভ্রান্তান্ আঃ।

অনুবাদ—পূজ্যপাদ ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যও শ্রুতিবাহকুতর্কনিপুণ এই মাধ্যমিক-সম্প্রদায়ভূক্ত সাকারধানপরায়ণ বৌদ্ধগণকে অচিন্ত্যনীয় সংস্করণ পরমাত্মবিষয়ে ভ্রান্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

টীকা—“ভগবৎপূজ্যপাদাঃ”—যড়ৈখ্যাসম্পন্ন এবং সেইহেতু পূজনীয়চরণ, অথবা বিষ্ণু প্রভৃতির অবতার পদ্মপাদপ্রভৃতি শিষ্যগণদ্বারা পূজিতচরণ, এইরূপ শঙ্করাচার্য্য। গৌরবার্ণবে বহুবচন। “শুদ্ধতর্কপট্টন” ‘তকোহনিষ্টপ্রসঙ্গম্’—অনিষ্ট অর্থাৎ অস্বীকৃত অর্থের কল্পনা বা সম্ভবতাপ্রতিপাদন ‘তর্ক’ শব্দের অর্থ। যেমন, পক্ষান্তে অগ্নি থাকিতে পারে না, এইরূপে পক্ষান্তে অগ্নির স্থিতি অস্বীকৃত হইলে, যদি বলা হয়, পক্ষান্তে অগ্নি যদি না থাকিত তাহা হইলে ধূম থাকিত না,—তাহা হইলে এইরূপ উক্তিকে তর্ক বলা যায়। সেই তর্ক যদি অভ্রান্ত বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের প্রতিবাদ করে, তাহা হইলে সেই তর্ক শ্রুতিরসম্বন্ধিত বলিয়া তাহাকে শুদ্ধতর্ক বলা হয়। বেদপ্রতিপাদিত বিষয়ের অবিরুদ্ধ হইলেই তর্ক সূতর্ক হয়। যাহারা এইরূপ শুদ্ধ তর্ক করিতে কুশল, সেইরূপ “মাধ্যমিকান্”—মাধ্যমিকসম্প্রদায়ভূক্ত বৌদ্ধগণকে, “অচিন্ত্যে অস্মিন্

সদান্বিন” — অনান্বয়বস্তুর ত্রায় ঐহাকে চিন্তার অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির বিষয়ীভূত করা যায় না, অথচ বাহ্যে মিথ্যা নহে, পরমার্থতঃ সংস্করণ, সেই ব্রহ্মবিষয়ে, “ভ্রান্তান্ আত্মঃ” — সগুণ অথবা নিগুণ কোনও বস্তুতে স্থিতি বা নিশ্চয় লাভ করিতে না পারিয়া শূন্যে স্থিতিলাভ এবং এইরূপে বৃথা ঘুরিয়া বেড়ায়, — এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন । ৩০

এক্ষণে শঙ্করাচার্য্য-কৃত সেই বার্তিক\* পাঠ করিতেছেন :—

**অনাদৃত্য শ্রুতিং মোখ্যাদিমে বৌদ্ধান্তপশ্বিনঃ ।**

**আপেদিরে নিরান্বত্মমনুমানৈকচক্ষুষঃ ॥ ৩১**

অন্বয়—তপশ্বিনঃ ( তমশ্বিনঃ ইতি বা পাঠঃ ) অনুমানৈকচক্ষুষঃ ইমে বৌদ্ধাঃ মোখ্যাং শ্রুতিং অনাদৃত্য নিরান্বত্মম্ আপেদিরে ।

অনুবাদ—এই ( বেচার ) বৌদ্ধগণ অনুকম্পার পাত্র । ( ‘তমশ্বিনঃ’ পাঠে— অজ্ঞানাজ্ঞর ) ; অনুমান প্রমাণই তাহাদের একমাত্র দর্শনোপায় । এই অনুমান-জনিত অল্পজ্ঞতাকে তাহারা সর্বজ্ঞতা মনে করে বলিয়া, সেই মূর্ত্তাবশতঃ তাহারা শ্রুতিকে অনাদর করে এবং এই কারণে তাহারা শূন্যভাব বা অসারতা লাভ করিয়া বসিয়া আছে । ৩১

‘সৃষ্টিব পূর্বে শূন্যই ছিল’ — এইরূপ শূন্যবাদে বিকল করিয়া দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

**শূন্যমাসীদিতি ক্রমে সন্তোাগং বা সদান্বতাম্ ।**

১। বিকল করিয়া  
শূন্যবাদে দোষ প্রদর্শন ।

**শূন্যস্ত ন তু তদ্যুক্ত্যুভয়ং ব্যাহতত্বতঃ ॥ ৩২**

অন্বয় — “শূন্যম আসীৎ” ইতি — সদ-যোগম্ ক্রমে বা সদান্বতাম্ ( ক্রমে ) ? তৎ উভয়ম্, “শূন্য” ব্যাহতত্বতঃ ন তু যুক্তম্ ।

অনুবাদ—হে শূন্যবাদিন্, তুমি যে বল “শূন্য ছিল” ( ২৬ সংখ্যক শ্লোক দৃষ্টবা ), সেই বাক্যে ‘ছিল’ শব্দদ্বারা কি বুঝাইতে চাও ? শূন্যের সহিত অস্তিত্বের সম্বন্ধ হইল ? অথবা শূন্যই সঙ্গপ ? উভয় পক্ষেই শূন্যের অর্থাৎ শূন্যত্বের ব্যাঘাত ঘটে । এইহেতু সেইরূপ উক্তি যুক্তিবিরুদ্ধ । ৩২

সেই ব্যাঘাতদোষ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

**ন যুক্তস্তমসা সূর্য্যো নাপি চাসৌ তমোময়ঃ ।**

**সচ্ছূন্যয়োর্বিরোধিত্বাচ্ছূন্যমাসৌ কথং বদ ॥ ৩৩**

অন্বয়—সূর্য্যঃ তমসা ন যুক্তঃ, অপি চ অসৌ ন তমোময়ঃ । সচ্ছূন্যয়োঃ বিরোধিত্বাৎ ‘শূন্যম আসীৎ’ কথং বদ ?

অনুবাদ—সূর্য্য অন্ধকারদ্বারা জড়িত নহেন এবং অন্ধকাররূপও নহেন ।

\* এই “বার্তিক” (?) অনুমান করিয়াও পাঠ নাহি ।

সং ও শূন্য সেইরূপ পরস্পর বিরোধী বলিয়া ‘পূর্বে শূন্য ছিল’ এইরূপ শূন্যের সত্তার উক্তি কি প্রকারে হইতে পারে, বল ?

টীকা—ব্যাঘাতদোষযুক্ত বলিয়া ঐরূপ উক্তি কোনও প্রকারে সম্ভব নহে । ৩৩

তদন্তরে শূন্যবাদী পূর্বপক্ষী কহিতেছেন—‘হে বেদান্তিন্ আপনিও ত’ বলিয়া থাকেন—‘আকাশ আছে’, (অহঙ্কার আছে) ইত্যাদি; এবং ‘কোথায় আছে?’ জিজ্ঞাসা করিলে বলেন—‘সর্ববিকল্পশূন্য ব্রহ্মে’। আপনার এইরূপ উক্তিও ত’ ব্যাঘাতদোষযুক্ত !

তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

**বিয়দাদেন্নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে ।**

**শূন্যশ্চ নামরূপে চ তথা চেজ্জীব্যতাং চিরম্ ॥ ৩৪**

অর্থ—বিয়দাদেঃ নামরূপে মায়য়া সতি কল্পিতে ( ভবতঃ ) । শূন্যশ্চ নামরূপে চ তথা ( ইতি ) চেৎ, ( ত্বা ) চিরম্ জীব্যতাম্ ।

অনুবাদ—‘আপনিও ত’ আকাশ প্রভৃতির নাম ও রূপ মায়াদ্বারা সংস্করূপ ব্রহ্মেই পরিকল্পিত,—এইরূপ বলিয়া থাকেন । ‘শূন্যেরও নাম-রূপ সেই প্রকার সংস্করূপ বস্তুরূপে পরিকল্পিত’—যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী হও ; ( ‘যেহেতু তুমি স্বসিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করিয়া বেদান্তসিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সেইহেতু তুমি চিরজীবী হও’—এই আশীর্বাদ পরিহাসোক্তি । ) ৩৪

ভাল, ‘তাহা হইলে শূন্যের জায় আপনার সেই সদন্তরও নাম এবং রূপ কল্পিত’—এইরূপ মানিতে হইবে, কেননা, আপনার অদ্বৈত মতে নাম ও রূপ বলিয়া কোনও বাস্তব পদার্থ ( পারমার্থিক দৃষ্টিতে ) থাকিতে পারে না—পূর্বপক্ষী যদি এইরূপ আশঙ্কা করেন, সেইহেতু বলিতেছেন :—

( ঘ ) ‘সংই ছিল’—  
এই শ্রুতার্থবিষয়ে  
শঙ্কা ও সমাধান ।

**সতোহপি নামরূপে হে কল্পিতে চেত্তদা বদ ।**

**কুত্রোতি নিরধিষ্ঠানো ন ভ্রমঃ কচিদীক্ষ্যতে ॥ ৩৫**

অর্থ—সতঃ অপি নামরূপে ( ইতি ) হে কল্পিতে চেৎ, তদা কুত্র ইতি বদ, ( যতঃ ) নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন ইক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—হে পূর্বপক্ষিন্, যদি বল ব্রহ্মেরও ‘সং’ এই নাম বা বাচকশব্দ এবং ‘সং’-রূপ বা স্কূলাদি আকারও মায়াকল্পিত, তাহা হইলে বল দেখি, কোন্ অধিষ্ঠানে সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে ? কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম ত’ কোথাও দেখা যায় না ।

টীকা—‘হে আশঙ্কাকারিন্, তুমি যে আশঙ্কা উঠাইলে, তাহা বুদ্ধিহীন বলিয়া টকিতে পারে না ; তদ্বিষয়ে বিবিধ পক্ষের বিচার করিলেই এ কথা বুঝিতে পারিবে।’

এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য প্রশ্ন করিতেছেন :—“সং অপি নামকণে (ইতি) দ্বৈ কল্পিতে (ইতি) চেৎ” -যদি বল, নাম ও রূপ এই দুইটি সেই সং ব্রহ্মবস্তুরই ; (নামবশতঃ) -সেই দুইটি কল্পিত হইয়াছে, “তদা বদ কৃত্ব ইতি”—তাহা হইলে বল সেই নাম এবং রূপ কোন্ আধারে কল্পিত হইয়াছে। তাৎপর্যা এই—সেই সং ব্রহ্মবস্তুর নাম ও রূপ, সেই সং ব্রহ্মরূপ আধারে কল্পিত হইয়াছে? অথবা কোনও অসং আধারে? অথবা (ব্রহ্ম হইতে স্বধৈ) জগতে? এই তিন পক্ষই সম্ভব। তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি যুক্তিসহ নহে, কেননা, যখন গুণ্তি প্রভৃতিতে রজত প্রভৃতির ভ্রম হয়, তখন রজত প্রভৃতির নাম ও রজতাদির রূপ গুণ্তি হইতে ভিন্ন রজতাদিরূপ কল্পিত আধারেই (ভাস্তিবশতঃ) কল্পিত হয়; সেই গুণ্তি প্রভৃতি সদৃশত্রে সেই নামরূপের কল্পনা বা অসং-আরোপ সম্ভবপব হয় না, কেননা, সংকে সং বস্তু গ্রহণ করিলে, তাহা আর ‘কল্পনা’ রহিল না। আব দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না, কেননা, ‘অসং-আধার’ শব্দের অর্থ শূন্য; তাহা কোন কালেই আধার হইতে পারে না। আবার তৃতীয় পক্ষ টিকে না, কেননা, জগৎ বাহ্য সেই সং ব্রহ্মবস্তুর হইতে উৎপন্ন, তাহা যেই ‘সং’-বস্তুর নামরূপ কল্পনাব অধিষ্ঠান হইতেই পাবে না, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হইত, জগৎ-সৃষ্টির পূর্বেই সেই সং ব্রহ্মবস্তুর নামরূপ কল্পনা হইয়া গিয়াছে। আব নামরূপ কল্পনাব নামই জগৎ-সৃষ্টি। যদি বল ‘অধিষ্ঠান নাই বা রহিল, তাহাতে কি আসিয়া যায়? নামরূপের কল্পনা কেন হইবে না?’ তবে এই আশঙ্ক্য উত্তরে বলি, “নিরধিষ্ঠানঃ ভ্রমঃ কচিৎ ন দ্রক্ষ্যতে”—ভ্রম একেবারেই আশ্রয়বিহীন, ইহা কখনও দেখা যায় না। ৩৫

চাল, “উৎপত্তিব পূর্বে এই জগৎ অসদ্রূপই ছিল”—এই শ্রুতির অর্থ যেমন ব্যাঘাত-বোধ দেখান হইল, সেইরূপ “সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ সদ্রূপই ছিল” এই শ্রুতির অর্থও ত’ বোধ বাহিয়াছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন :

সদাসীদিতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যমাপতেৎ । \*

অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যান্নৈবং লোকে তথেক্ষণাৎ ॥ ৩৬

অর্থ—‘সং আসীৎ’ ইতি শব্দার্থভেদে দ্বৈগুণ্যম্ আপতেৎ; অভেদে পুনরুক্তিঃ স্যাৎ; এবম্ না, লোকে তথা দ্রক্ষণাৎ ।

অনুবাদ—‘সং (সদ্বস্ত ব্রহ্ম) আসীৎ (ছিলেন)’ এই শ্রুতি-বচনে ‘সং’ শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, এবং ‘আসীৎ’ বা ‘ছিলেন’-শব্দদ্বারা যে অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তদ্ব্যভিন্ন অস্তিত্ব, পরস্পর ভিন্ন হইলে অস্তিত্ব দ্বিগুণ হইয়া পড়ে, অর্থাৎ দুইটি সদ্বস্ত মানিতে হয়; (তাহা হইলে অদ্বৈত সিদ্ধান্তের ব্যাঘাত হইয়া পড়ে; ‘এক বৈ দুই নাই,’ এরূপ বলা চলে না)। আবার সেই দুই অস্তিত্ব যদি একই হয়, তবে “সং আসীৎ” এই বাক্যে পুনরুক্তি ঘটে। ইহা শব্দ-পুনরুক্তি নহে যে ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের প্রয়োগ বলিয়া

\* “দ্বৈগুণ্য” স্থলে ‘বৈগুণ্য’ পাঠও আছে, “বৈগুণ্য” পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়।



ইহাকে যমকাদি ‘অলঙ্কার’ বলিবেন। ইহা, সমানাকার বা ভিন্নাকারশব্দের প্রয়োগ-  
দ্বারা একই অর্থের বোধক হইলে যে পুনরুক্তিদোষ ঘটে, সেই ‘দোষ’-রূপ  
পুনরুক্তি;—এই শব্দের উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘এরূপ বলিও না’, ইহা  
দোষ নহে; এরূপ পুনরুক্তি সংসারে প্রচলিত আছে, দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—পূর্বপক্ষী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—এই “সং” (সং বস্তু ব্রহ্ম) ও “আসীং”  
(ছিল)—এই দুই শব্দের অর্থ দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা একই  
সত্তাকে বুঝাইতেছে? যদি বলেন ‘দুই ভিন্ন সত্তাকে বুঝাইতেছে’ তবে অদ্বৈত  
সিদ্ধান্তের হানি হয়, কেননা, দুইটি সদ্বস্তু মানিতে হয়। আর যদি বলেন—‘ভেদ নাই’  
তবে উক্ত শব্দ দুইটি (ভিন্নাকার হইলেও) একার্থবোধক হওয়ায় পুনরুক্তি দোষ হইতেছে।  
এইহেতু ‘আসীং’ (ছিল) এই শব্দের প্রয়োগ যুক্তাসঙ্গ নহে—এই দ্বিতীয় পক্ষ বা  
‘পুনরুক্ত’ স্বীকার করিয়া লইয়া সিদ্ধান্তী ইহাকে দোষ বলিয়া অস্বীকার করিতেছেন:—  
“এবম্ মা”—‘ইহা দোষ’, এরূপ বলিও না। তাহা হইলে কি প্রকারে প্রতীত দোষের  
পরিহার হইবে? ইহার উত্তরে বলিতেছেন “লোকে তথা দ্বেষণাং”—এই প্রকার প্রয়োগ  
সংসারে দেখা যায়, (তাহাতে ব্যবহারের বা উপদেশের কোনও বাধা হয় না)। ৩৬

ভাল, সংসারে এই প্রকার পুনরুক্তিপ্রয়োগে দোষাভাব, অর্থাৎ ‘সং’ ‘ছিল’—এইরূপ  
একার্থবিশিষ্ট দুই শব্দের প্রয়োগে দোষ হইল না,—কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কাব  
উত্তরে বলিতেছেন: -

কর্তব্যং কুরুতে বাক্যং ক্রতে ধার্য্যস্ত ধারণম্।

ইত্যাদি বাসনাবিষ্টং প্রত্যাশীং সদিতৌরণম্ ॥ ৩৭

অর্থ—‘কর্তব্যম্ কুরুতে’, ‘বাক্যম্ ক্রতে’, ‘ধার্য্যস্ত ধারণম্’ ইত্যাদি বাসনাবিষ্টম্ প্রতি  
“সং আসীং” ইতি দ্বৈবণম্।

অনুবাদ—(লোকসমাজে) ‘কর্তব্য করিতেছে’, ‘বাক্য বলিতেছে’, ‘ধারণীয়  
বস্তুর ধারণ’ ইত্যাদি প্রয়োগের সংস্কার যাহার চিত্তে বিद्यমান, সেইরূপ  
শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই, “সং ছিল” এইরূপ বাক্য, শ্রুতি উচ্চারণ করিয়াছেন।

টীকা—লোকসমাজে এই দ্বিকল্পিপ্রয়োগ আরও অনেক প্রকারের আছে বটে  
(যথা পাণিনি—৮।১।৮, ১০ আমন্ত্রিত, অহুয়া, সম্ভতি, কোপ, কুংসন, ভৎসন, আবাহ  
[পীড়া] ইত্যাদি অর্থে), কিন্তু তাহাতে কি হইল? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—  
এই প্রকার প্রয়োগের সংস্কারবিশিষ্ট শ্রোতার প্রতি শ্রুতি বলিতেছেন—“সং আসীং” সদ্বস্তু  
ছিল। ৩৭

(শব্দ) ভাল, ব্রহ্মকে অদ্বিতীয় বলিয়া মানা হইতেছে; আবার ‘ছিল’ এই অতীত-  
কাল-স্মৃতি ক্রিয়ার প্রয়োগে কালের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইতেছে; ইহার দ্বারা ব্রহ্মের

দ্বিতীয়তঃ ‘ত’ ব্যাঘাতদোষ ঘটিতেছে ; কেননা, ‘কালরহিত ব্রহ্মে কাল আছে ?’ অথবা ‘কালবিশিষ্ট ব্রহ্মে কাল আছে ?’ এইরূপ বিকল্প করিলে, প্রথম পক্ষে ব্যাঘাত, দ্বিতীয় পক্ষে আত্মাশ্রয়াদি চারিটি দোষ ঘটে, যেমন পূর্বাধ্যায়ে ৫০ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে। এইরূপে সম্ভব ব্রহ্ম ‘ছিলেন’ এইরূপ উক্তি উপপন্ন হয় না ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

কালভাবে পুরেতু্যজিঃ কালবাসনয়া যুতম্ ।

শিষ্যং প্রত্যেব তেনাত্ৰ দ্বিতীয়ং ন হি শক্ষ্যতে ॥ ৩৮

অর্থ—কালভাবে পুরা ইতি উক্তিঃ কালবাসনয়া যুতম্ শিষ্যম্ প্রতি এব ( ভবতি ) ।  
তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন হি শক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—কালনামক বস্তু না থাকিলেও, ‘পূর্বে’ এই শব্দদ্বারা যে অতীতকালের সূচনা হইয়াছে, তাহা ভূত, ভবিষ্যৎ প্রভৃতি কালের সংস্কার-বিশিষ্ট শিষ্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলা হইয়াছে। তদ্বারা এরূপ বুঝিতে হইবে না, যে ‘কাল’ বলিয়া কোনও দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ আছে। সেইহেতু এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মবিষয়ে দ্বৈতের আশঙ্কা করা অসঙ্গত।

টীকা—ভান, কালাদিরূপ দ্বিতীয় বাস্তব পদার্থ নাই থাকুক, (নৈয়ায়িকসম্মত) অভাব পদার্থ ‘ত’ ছিন্ই, অর্থাৎ জগৎ-সৃষ্টির পূর্বে জগতের প্রাণভাবরূপ অভাব ‘ত’ ছিল। অদ্বিতীয় ব্রহ্ম সেই প্রাণভাবের অনুযোগি বা আধার এবং জগৎ সেই অভাবের প্রতিযোগি। এইরূপে উক্ত শ্রুতিবচনে দ্বৈতের শঙ্কা ‘ত’ থাকিয়াই গেল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাউতে পারে যে উক্ত শ্রুতিবচন, বাহ্যিক একতত্ত্ব বুঝাইতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই শ্রোতার ‘ভান ও অভাবরূপ দ্বৈতের সংস্কার বহিয়াছে ; তাহা তাহাকে ভূতব (প্রেতের) জ্ঞান পাঠনা বসিয়াছে ; এইরূপ শ্রোতাকে বুঝাইবার জন্যই শ্রুতির ঐরূপ বাক্যপ্রয়োগ। অতএব অদ্বৈততত্ত্বে এইরূপ অত্যাংকট আশঙ্কার অবসর নাই। এই কাৰণে বলিতেছেন—“তেন অত্র দ্বিতীয়ম্ ন শক্ষ্যতে”—সেইহেতু উক্ত শ্রুতি-বচনে দ্বৈতের আশঙ্কা করা যায় না। ৩৮

এক্ষণে অদ্বৈতসিদ্ধান্তের রহস্য বা গূঢ় অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

চোচ্চং বা পরিহারো বা ক্রিয়তাং দ্বৈতভাষয়া ।

অদ্বৈতভাষয়া চোচ্চং নাস্তি নাপি তদ্ব্তরম্ ॥ ৩৯

অর্থ—চোচ্চম্ বা পরিহারঃ বা দ্বৈতভাষয়া ক্রিয়তাম্, অদ্বৈতভাষয়া চোচ্চম্ নাস্তি, তদ্ব্তরম্ অপি ন ( অস্তি ) ।

অনুবাদ—দ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া, অদ্বৈতবিষয়ে পূর্বপক্ষের বা আশঙ্কার উত্থাপন করা অথবা তাহার সমাধান করিয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করা

—সকলই সম্ভব হইতে পারে, কেননা, উভয়স্থলেই যে ভাষার প্রয়োগদ্বারা শঙ্কাসমাধান করা যায়, তাহা অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে আরোপিত দ্বৈতকে—অর্থাৎ মন, বচন ইত্যাদিকে অবলম্বন করিয়াই সম্ভবপর হয়; কিন্তু অদ্বৈতপক্ষ অবলম্বন করিয়া তদনুসরণে, অর্থাৎ সকল প্রকার আরোপের সহিত মন ও বচনের নিষেধ করিয়া, নির্ধ্বংসক ব্রহ্মবিষয়ে যে (মৌনরূপ) ভাষা প্রযুক্ত হইতে পারে, তাহাতে প্রশ্ন ও উত্তর কিছুই সম্ভবপর হয় না।

টীকা—তাৎপৰ্য্য এই—ব্যবহারকালেই বিকল্প করিয়া প্রশ্ন ও তাহার পৰিহার করিতে হয়, কিন্তু পরমার্থতঃ অদ্বৈতই একমাত্র তত্ত্ব, তদ্বিষয়ে আশঙ্কা ও পরিহার চলে না। ৩৯

পরমার্থতঃ দ্বৈত নাই—এই বিষয়ে (বাশিষ্ঠরামায়ণ—উৎপত্তি প্রকরণ, ৮৯৭) স্মৃতিপ্রমাণ দিতেছেন :—

তদা স্তিমিতগন্তীরং ন তেজো ন তমস্ততম্।

( ৬ ) বাস্তব দ্বৈত নাই—  
তদ্বিষয়ে স্মৃতিপ্রমাণ।

অনাখ্যমনভিব্যক্তং সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে॥ ৪০

অম্বয়—তদা স্তিমিতগন্তীরং ন তেজঃ ন তমঃ ততম্ অনাখ্যম্ অনভিব্যক্তম্ সৎ কিঞ্চিদবশিষ্যতে।

অনুবাদ—এই জগতের উৎপত্তির পূর্বে অর্থাৎ প্রলয়কালে এক ‘সৎ’-মাত্র অনির্দেশ্যবস্তু অবশিষ্ট (অবধিক্রমে স্থিত) ছিলেন; তিনি অচল, নিস্তন্ধ, গন্তীর, বাক্য-মনের অগোচর, সর্বব্যাপী এবং সর্ববদাই একরস; তিনি আলোকও নহেন, তিনি অন্ধকারও নহেন।

টীকা—“তদা”—প্রলয়কালে অর্থাৎ জগতের উৎপত্তির পূর্বে, “স্তিমিতগন্তীরম্”—নিশ্চল অর্থাৎ ক্রিয়ারহিত এবং দ্রববগাই অর্থাৎ অচিন্তনীয়; “ন তেজঃ”—বাহ্য ‘তেজঃ’ জাতির অনাশ্রয় অর্থাৎ সূক্ষ্ম, চক্ষু, অগ্নি প্রভৃতিতে যে প্রকাশরূপ জাতিদ্বন্দ্ব আছে, সেই জাতিদ্বন্দ্ব বাহ্যতে নাই, কেননা, তাহা স্বয়ংপ্রকাশ ও সত্য বলিয়া পরপ্রকাশ ও মিথ্যা সূর্যাদি বস্তু হইতে বিনিক্ষেপ। “ন তমঃ”—বাহ্য আবরণবহিতস্বভাব, অন্ধকারের মত আবরণধর্ম্য নহে; “ততম্”—ব্যাপক (তন্ ধাতুর উত্তর ক্তঃ প্রত্যয়)। “অনাখ্যম্”—বাহ্যকে ব্যাখ্যা করিয়া প্রকাশ করা যায় না; “অনভিব্যক্তম্”—অপ্রকট অনাবিস্কৃত অর্থাৎ চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় বাহ্যকে বিষয়রূপে গ্রহণ করিতে পারে না, এইরূপ।\* “সৎ”—শূন্য হইতে বিনিক্ষেপ, অতএব “কিঞ্চিদবশিষ্যতে”—বাহ্যকে ‘এই’ বলিয়া প্রকাশ করা যায় না, এইরূপ যে বস্তু; “অবশিষ্যতে”—অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’, এইরূপে দ্বৈত জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধ করিলে, বাহ্য সেই নিষেধের অবধি বা সীমারূপে থাকিয়া যায়; তাৎপৰ্য্য এই—দ্বৈত জগৎপ্রপঞ্চ রজ্জু-সর্পের স্তায় বিবস্ত্র এবং সেইহেতু একান্ত মিথ্যা বলিয়া সেই

\* “অনাখ্যমনভিব্যক্তম্”—নামরূপপ্রতিষেধঃ—বাশিষ্ঠরামায়ণ টীকাকার।

মিথ্যার অধিষ্ঠান বা নৈয়ায়িকদিগের ভাষায়—‘অত্যন্তভাবে’ অনুরোগী’ আশ্ময়রূপ সেই অচিন্তনীয় বস্তুই থাকিয়া যায়। ৪০

এইরূপ উত্তরের পর, ‘পূর্বপক্ষ’ দুর্বল হইয়া বৈশেষিকদিগের পক্ষ\* অবলম্বন দাবীয়া বাশিষ্ট-রামায়ণ-স্মৃতির উপর আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন :—ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায় ; সেইহেতু ইহারা অসং মানি-গাম, কিন্তু বোম বা আকাশ যে পঞ্চম বস্তু, তাহা ত’ নিত্য ; তাহাকে কি প্রকারে অসং বলিয়া স্বাকার করা যাইতে পারে ? ( কেননা, তাহা না করিলে আপনার অদ্বৈততত্ত্বেব সিদ্ধি হয় না )। পূর্বপক্ষের যে এইরূপ আশঙ্কার সম্ভাবনা, তাহাই বর্ণনা করিতেছেন :—

নহু ভূম্যাদিকং মাভুৎ পরমাণুস্তনাশতঃ ।  
কথং তে বিয়তোহসত্ত্বং বুদ্ধিমারোহতি চেৎ ॥ ৪১

(১) আকাশের  
অনঙ্গপাত্রা বিষয়ে  
শঙ্কানুমান।

অর্থ—নহু পরমাণুস্তনাশতঃ ভূম্যাদিকম্ মা ভুৎ। (কিন্তু) বিয়তঃ অসত্ত্বং তে বুদ্ধিম্ কথং আরোহতি ইতি চেৎ ?

অনুবাদ—ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি ভূতচতুষ্টয়ের পরমাণুরূপ চরম অবয়ব নাশ বা অদর্শন প্রাপ্ত হয় বলিয়া সেই ভূতচতুষ্টয় না থাকে, নাই থাকুক ; পবন—‘হে বেদান্তিন, আকাশরূপ যে পঞ্চম ভূত আপনি মানেন তাহার অভাব কি প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা করা যাইতে পারে ?’ (পূর্বপক্ষের এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বেদান্তসিদ্ধান্তী বলিতেছেন)—তবে শ্রবণ কর। ৪১

বাশিষ্ট-রামায়ণবচনে সৃষ্টির পূর্বে জগতেব যে অসত্তা সূচিত হইয়াছে, পূর্বপক্ষ তাহা অদর্শন বা অনন্তত্ব অর্থে বুঝিয়াছেন ; কেননা, সেইরূপ না বুঝিলে বৈশেষিকপক্ষ অবলম্বন করা যায় না, যেহেতু তাঁহাদের মতে পরমাণু নাশহীন পদার্থ।

এক্ষণে সিদ্ধান্তী এই ভূতচতুষ্টয়েব দৃষ্টান্তকে আশ্রয় দাবীয়া উক্ত শ্লোকগত আশঙ্কাব পবিত্র করিতেছেন :—

অত্যন্তং নির্জগদ্ব্যোম যথা তে বুদ্ধিমাশ্রিতম্ ।  
তথৈব সন্নিরূপাশং কুতো নাশ্রয়তে মতিম্ ? ॥ ৪২

\* বৈশেষিক মতে ক্ষিতি, অপ, তেজ ও মধ্য এই চারি ভূতের উপাদান পরমাণু নিত্যপদার্থ ; তাহার নাশ নাই। সেইহেতু এ স্থলে নাশ শব্দের অর্থ অদর্শন বা অনন্তত্ব। অক্ষরপ্রতিপত্তি সূত্রাবলি করণে যে সকল বিন্দুসদৃশ পদার্থ ভাসিতেছে দেখা যায় তাহাদের সম্মিলিত গুচ্ছটি ‘জালসরগু’, কাবণ তাহার দৈর্ঘ্য, বিস্তার ও বেধ এই তিনই আছে। এইহেতু দৈর্ঘ্যের জন্ত এক অণু, বিস্তারের জন্ত এক অণু এবং বেধের জন্ত এক অণু কল্পনা করিতে হয়। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র ঘণ্টাক্রমেও অনুভূত হইতে পারে, যেহেতু তাহাতে দৈর্ঘ্য ও বিস্তাররূপে এক এক অণু কল্পনা করা যাইতে পারে। তদপেক্ষা ক্ষুদ্র অণু (point) নিরূপণ বলিয়া অসম্ভব অতীত।

অধঃ—অত্যন্তম্ নির্জগৎ যোম যথা তে বুদ্ধিঃ আশ্রিতম্ তথা এব নিরাকাম্  
সং, মতিম্ কুতঃ ন আশ্রয়ত ?

অনুবাদ—পৃথিবী প্রভৃতি জগৎ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইলে, জগৎশূণ্য  
আকাশকে তুমি যে প্রকারে বুদ্ধিতে ধারণা কর, সেইরূপ আকাশেরও নাশ  
হইলে, আকাশবিহীন ‘কেবল’, নিত্য সনাত্ন বস্তুকে বুদ্ধিতে ধারণা করা  
যাইবে না কেন ?

টীকা—“অত্যন্তম্ নির্জগৎ”—আহাতে জগতের লেশমাত্র নাই, এই অর্থে বুদ্ধিতে হইবে। ৪২

‘যে বস্তুর অসম্ভব হয়, তাহা অসম্ভব হইতে পারে না’—এই নিয়মকে আশ্রয়  
করিয়া পূৰ্ব্বপক্ষী যদি আপত্তি করেন, তত্ত্বের বলিতেছেন :—

নির্জগদ্যোম দৃষ্টক্ষেৎ প্রকাশতমসী বিনা ।

ক দৃষ্টং কিঞ্চ তে পক্ষে ন প্রত্যক্ষং বিয়ৎ খলু ॥ ৪৩

অধঃ—নির্জগদ্যোম দৃষ্টম্ চেৎ, প্রকাশতমসী বিনা ক দৃষ্টম্ ? কিম্ চ তে পক্ষে  
বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্ ।

অনুবাদ—যদি বল, জগৎ-শূণ্য আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়, (এইহেতু  
তাহাকে বুদ্ধিতে ধারণা করা যায় এবং) সেইহেতু তাহা অসম্ভব নহে, তবে  
জিজ্ঞাসা করি—আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ তুমি কোথায়  
দেখিয়াছ ? আবার তোমার মতে আকাশ প্রত্যক্ষ পদার্থও নহে ।

টীকা—তুমি যে বলিলে ‘আকাশকে প্রত্যক্ষ করা যায়’—এই কথাটিই অসিদ্ধ ;  
এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন। “প্রকাশতমসী বিনা (বিয়ৎ) ক  
দৃষ্টম্” ?—সূর্যাদির আলোক ও অন্ধকার ভিন্ন পৃথক্ আকাশ কোথায় দেখিয়াছ ? তাহাই  
আগে বল। অবশ্যই বলিতে হইবে—‘কোথাও দেখি নাই’। [যদি বল আলোক ও  
অন্ধকার ভিন্ন নীলতা দেখিয়াছি, তবে বল নীলতা আলোকেরই বিকারবিশেষ ; ইহা  
অধুনা বিস্তৃত প্রক্রিয়াবিশেষব্বারা (আচার্য্য বেঙ্কটেশ্বর রমণ) প্রতিপাদন করিয়াছেন]। এই  
আলোক বা অন্ধকার দেখিয়াই বলিয়া উঠ ‘আকাশ দেখিয়াছি’। আবার দেখ আকাশকে  
প্রত্যক্ষ মানিলে, তোমার অপসিকান্ত হইবে, এই কথাই বলিতেছেন :—“কিং চ তে পক্ষে  
বিয়ৎ ন খলু প্রত্যক্ষম্”—আবার তোমাদের মতেই আকাশ নিঃসন্দেহ অপ্রত্যক্ষ, ইন্দ্রিয়-  
গোচর নহে। ‘তোমাদের’ বলিতে শূন্যবাদী ও নৈয়ায়িক ; শূন্যবাদী বলেন—‘আকাশ’  
অর্থে ‘আবরণের অভাব’ যে আশ্রয়ে থাকে ; তাহা ত’ আকাশকুহুম বা শশশৃঙ্গের স্তায়  
মিথ্যা ; এইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়গোচর হইতেই পারে না। আবার নৈয়ায়িক বলেন—  
আকাশ প্রত্যক্ষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গোচর হইতে পারে না, কেননা, আকাশের রূপ ও স্পর্শগুণ  
নাই। তাঁহাদের মতে উদ্ভূত ক্ষিতি, অপ ও তেজ দ্রব্যে অর্থাৎ সেই সেই দ্রব্যে ‘রূপ’

প্রকট হইলে, তাহারা চক্ষুরিন্দিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; তদনন্তর স্পর্শগুণযুক্ত হইলে অগ্নিদ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হয়; শ্রোত্র, জিহ্বা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা দ্রব্য প্রত্যক্ষ হয় না; কেবল এক এক গুণেব গ্রহণ হয়। ৪৩

শঙ্কা—(বাদীর আপত্তি)—‘আকাশের দর্শন যেরূপ অসম্ভব, সদন্তর দর্শনও ত’ সেইরূপ—বাদীর এইরূপ আপত্তি হইতে পারে বলিয়া তদন্তরে বলিতেছেন যে, অজ্ঞানী ও জ্ঞানী সকলেই সেই সদন্তকে অনুভব করিয়া থাকে, কেননা, সকল লোকেই ‘আমি আছি’ এইরূপ সামান্যাকারে আত্মভাব বা সদন্তব অনুভব করে; জ্ঞানীর এইমাত্র বিশেষ যে জ্ঞানী তদতিরিক্ত ‘আমি চিন্তস্বরূপ’, ‘আমি আনন্দস্বরূপ’, এইরূপ বিশেষাকারে অনুভব করিয়া থাকেন; সুতরাং উক্তরূপ আপত্তি চলিতে পারে না; এই কথাই বলিতেছেন :—

(৬) সদন্তর দর্শন  
আকাশদর্শনের  
অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার  
সমাধান।

সদন্ত শুদ্ধং ভ্রম্যভিনির্শিতৈরনুভূয়তে।

তুষ্ণীং স্থিতৌ ন শূন্যত্বং শূন্যবুদ্ধেষ্ট বজ্জনাৎ ॥৪৪

অর্থ—শুদ্ধং সদন্ত তু নির্শিতৈঃ ভ্রম্যভিঃ তুষ্ণীং স্থিতৌ অনুভূয়তে। ৬ (তথা) শূন্যবুদ্ধেঃ বজ্জনাৎ (অভাবাৎ—অসম্ভাবাত্মাৎ) শূন্যত্বং (তুষ্ণীং স্থিতৌ) ন (অনুভূয়তে)।

অনুবাদ—আমাদের ত্রায় মনুষ্য, সর্বসন্দেহবর্জনপূর্বক কৃতনিশ্চয় হইয়া এবং বিবিধ ও বিপরীত কল্পনাশূন্য উদাসীন অবস্থায় চূপ করিয়া থাকিলে, সেই সদন্তকে অনুভব করে এবং যেহেতু শূন্যের অনুভব আদৌ হইতে পারে না, সেইহেতু সর্বসঙ্কল্পবর্জিত মোনাবস্থাতেও সেই শূন্যের অনুভব হয় না। শূন্যের যে অনুভব হইতে পারে না, তাহার কারণ দুইটি; [১] (শূন্যের প্রতিযোগী হইয়া) অনুভবকর্তা স্বয়ং বিগ্ৰহমান না থাকিলে, অনুভব ক্রিয়া হইতে পারে না এবং অনুভবকর্তা বিগ্ৰহমান থাকিলে শূন্য আর শূন্য থাকে না, পূর্ণ হইয়া যায়; [২] যাহা শূন্যই অর্থাৎ যাহা কিছুই নহে, তাহার আবার অনুভব হইবে কি? তাহা হইলে বন্ধ্যাপুত্রেরও উপলব্ধি সম্ভব।

টীকা—(শঙ্কা) ভাল নিঃসঙ্কল মোনাবস্থার যখন কিছুই অনুভব নাই, তখন শূন্যের আর কি থাকিতে পারে? (সমাধান) শূন্যের যখন প্রতিটিই সম্ভব হয় না, তখন শূন্য কি প্রকারে থাকিতে পারে? এই কথাই বলিতেছেন—‘আমাদের ত্রায় মনুষ্য’ ইত্যাদি দ্বারা। তাৎপর্য এই—শূন্যের অনুভব হয় মানিলে, অনুভবকর্তাই শূন্যের বাধক। অনুভব হয় না, বলিলে শূন্য নিঃস্রমাণ। নিম্নরূপ তুষ্ণীংদশায় যেমন সকল বস্তুই অভাব, সেইরূপ শূন্যেরও অভাব। ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, আপনার কথিত তুষ্ণীং অবস্থাতে সর্বাঙ্গি বা সত্তার অনুভব না থাকিতে সম্ভবও নাই,—এই আশঙ্কার উত্থাপন ও পরিহার করিতেছেন :—

(জ) সদ্বস্তুর অস্তিত্ব  
শঙ্কা ও সমাধান।

সদ্বুদ্ধিরপি চেদ্বাস্তি মাহন্তুস্ত্য স্বপ্রভততঃ ।

নির্শ্বনস্কতসাক্ষিত্বাৎ সমাত্রং সুগমং নৃণাম্ ॥ ৪৫

অর্থ—সদ্বুদ্ধিঃ অপি ন অস্তি (ইতি) চেৎ—অন্ত স্বপ্রভততঃ মা অস্ত; নির্শ্বনস্কত-  
সাক্ষিত্বাৎ সমাত্রং নৃণাম্ সুগমং ।

অনুবাদ—যদি বল নিঃসঙ্কল্যবস্থায় সদ্বুদ্ধি (সতের অনুভব) যদি নাই  
রহিল, তাহা হইলে সংও থাকে না;—তত্বত্তরে বলি, সদ্বুদ্ধি নাই বা রহিল,  
সদ্বস্তু যে স্বপ্রকাশ। আবার নেই নিঃসঙ্কল্যতার সাক্ষিরূপে যে এক সদ্বস্তুই  
থাকে, তাহা সকলে সহজেই বুঝিতে পারে।

টীকা—সেই সদ্বস্তুটি স্বপ্রকাশ বলিয়া, তাহার প্রতীতির অভাব, আমার অর্থাৎ  
অদ্বৈতবাদীর অবাস্তব নহে; এই কথা বলিয়া সিদ্ধান্তী পূর্বোক্ত শঙ্কায় পবিহা  
করিতেছেন—“অন্ত স্বপ্রভততঃ মা অস্ত”—এই সদ্বস্তু স্বপ্রকাশ বলিয়া, ইহাব প্রকাশকরূপে  
বুদ্ধির বা অনুভূতির অস্তিত্ব না থাকে নাই থাকুক, তাহার অভাবে সদ্বস্তুর বুদ্ধিবাদ  
বান হয় না। (শঙ্কা) ভাব, যদি কোনও বস্তুবিষয়ক সঙ্কল্প বা অনুভবই নাই, তাহা  
হইলে সেই বস্তুর অস্তিত্ব কি প্রকারে বুঝা যাইতে পারে? তত্বত্তরে বলিতেছেন—  
“নির্শ্বনস্কতসাক্ষিত্বাৎ সমাত্রং নৃণাম্ সুগমং”—সেই নিঃসঙ্কল্যবস্থার সাক্ষিরূপ বলিয়া, সে  
‘কেবল’ সদ্বস্তু, বিচারশীল মনুষ্যের নিকট সহজেই প্রতীতিযোগ্য; কেননা, তিনি ‘আমি ত’  
রহিয়াছি, (মন নাই বা রহিল)’ এইরূপে সামান্যভাবে সেই সদ্বস্তুর প্রতীতি করিয়া থাকেন। ৪৫

এই প্রকারে সঙ্কল্পরহিত উদাসীন অবস্থায় সাক্ষিপ্রত্যগাত্মার যে ভাব হয়, তাহা  
দেখাইয়া সেই তুষ্ণীমবস্থারূপ দৃষ্টান্তের সাহায্যে, অস্তির পূর্বে যে সদ্বস্তু নিত্য বিদ্যমান,  
তাঁহাকে জানিতে পারা যায়, এই কথাই বলিতেছেন:—

মনোজ্জন্তগরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ ।

মায়াজ্জন্তগতঃ পূর্বং সং তথৈব নিরাকুলম্ ॥ ৪৬

অর্থ—মনোজ্জন্তগরাহিত্যে যথা সাক্ষী নিরাকুলঃ (ভবতি) তথা এব মায়াজ্জন্তগতঃ  
পূর্বম্ সং নিরাকুলম্ (আসীৎ) ।

অনুবাদ ও টীকা—যখন মনের সঙ্কল্যাদিরূপে ক্ষুরণ নাই, তখন সাক্ষী প্রত্যগাত্মা  
যেমন সঙ্কল্যবিকল্পরূপ বিক্ষেপরহিত হইয়া, “কেবল”—ভাবে অবস্থান করেন,  
সেইরূপ মায়ার স্থূলসূক্ষ্মপ্রণকরূপ কার্যরূপে পরিণতি হইবার পূর্বে অর্থাৎ  
জগৎপত্তির পূর্বে, সংব্রজ, মায়াকার্য্যদ্বারা অবিক্ষিপ্ত হইয়া অবস্থান করেন। ৪৬

মায়াজ্জন্তগতঃ পূর্বম্

১। মায়ার লক্ষণ এবং মায়ার থাকিতেও দ্বৈততাব।

এক্ষেণে প্রশ্ন হইতে পারে, মায়ায় লক্ষণ কি? অর্থাৎ মায়াব অসাধারণ ধর্ম কি? তত্ত্বের বলিতেছেন:—

নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যাস্ত্য শক্তির্মায়াম্মিশক্তিবৎ ।

(ক) মায়ায়  
লক্ষণ ।

ন হি শক্তিঃ কচিৎ কৈশ্চিদ্ব্যুধ্যতে কার্য্যতঃ পুরা ॥ ৪৭

অর্থ—অস্ত্র (ব্রহ্মণঃ) নিস্তত্ত্বা কার্য্যগম্যা শক্তিঃ মায়া, অগ্নিশক্তিবৎ; কৈশ্চিৎ কচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি ব্যুধ্যতে ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের এই মায়ানাম্নী শক্তি বস্তুতঃ মিথ্যা; সৃষ্টিক্রম কার্য্য দেখিয়া ইহা যে আছে, তাহা অনুমান করিতে পারা যায়, যেমন অগ্নির দাহিকাশক্তিকে বিস্ফোটনাদি (ফোন্সকা ইত্যাদি) কার্য্য দেখিয়া অনুমান করা হয়। কার্য্য উৎপন্ন হইবার পূর্বে কেহ কোথাও সেই শক্তিকে জানিতে পারে না।

টীকা—“নিস্তত্ত্বা”—জগতের কারণরূপ বস্তু যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে ভিন্ন তত্ত্ব অর্থাৎ বস্তুবস্তুপতা যাহার নাই, অর্থাৎ “কার্য্যগম্যা”—আকাশাদি কার্য্যরূপ হেতুদ্বারা যাহা আছে, এইরূপে অনুমান করিতে পারা যায়, এইরূপ যে “অস্ত্র শক্তিঃ”—এই সং ব্রহ্মবস্তুর শক্তি আকাশাদি কার্য্যের উপাদান হইবার সামর্থ্য, তাহাই ‘মায়া’ এই নামে কথিত হইয়া থাকে। ‘পরমাত্মার নিস্তত্ত্বা ও কার্য্যানুমেয়া শক্তিকে মায়া বলে।’—মায়ায় যে এই লক্ষণ নগ্ন হইল তাহাতে কোনও দোষ নাই, কেননা, জগৎও ‘নিস্তত্ত্ব’, বা মিথ্যা বটে কিন্তু প্রত্যক্ষগোচর ও স্বয়ং কার্য্যরূপ, ‘কার্য্যদ্বারা অনুমেয়’ নহে; এইহেতু উক্ত লক্ষণেই নগ্নে ‘জগৎ’ পড়িল না; আবার ব্রহ্মও কার্য্যানুমেয় বটে, কেননা, ‘ব্রহ্মসূত্রে’ আছে ‘জন্মান্তস্ত যতঃ’ (১১।২) ‘এই জগতের জন্ম প্রভৃতি যাহা হইতে’; তাহাও ব্রহ্ম ‘নিস্তত্ত্ব’ নহেন, বাস্তবস্বরূপ; এবং কাহারও শক্তি নহেন, নিজেরই শক্তিমান বা শক্তিব্যবশ্য। এইহেতু ব্রহ্ম উক্ত লক্ষণের মধ্যে পড়িলেন না। আবার যুক্তিকা প্রভৃতির শক্তিও নিস্তত্ত্ব ও কার্য্যানুমেয় বটে, কিন্তু তাহারা সং ব্রহ্মের শক্তি নহে। ইহাই হইল উক্ত লক্ষণের নির্দোষতার পরীক্ষা। কোনও বস্তুর শক্তি যে সেই বস্তুর স্বরূপ হইতে ভিন্ন এবং তাহা যে আছে, এই তত্ত্ব দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—“অগ্নিশক্তিবৎ”—যেমন অগ্নি, যুক্তিকা, জল প্রভৃতি শক্তিমান পদার্থের স্বরূপ হইতে উহাদের স্ফোট বা ফোন্সকা উৎপাদন, ঘটরচনা, বা চূর্ণদ্বারা পিণ্ডাদিরচনা, শীতলতা প্রভৃতিরূপ লিঙ্গ বা হেতু দেখিয়া অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত সামর্থ্যের অনুমান করা হয়, সেইরূপ ব্রহ্মেরও মায়াশক্তির অনুমান করা হয়। শক্তি যে কার্য্যরূপ লিঙ্গ দেখিয়া জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহা ‘ব্যতিরেক’-রূপে সমর্থন করিতেছেন—“কৈশ্চিৎ কচিৎ কার্য্যতঃ পুরা শক্তিঃ ন হি ব্যুধ্যতে”—যেহেতু কেহ কোথাও অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান পদার্থের কার্য্যের পূর্বে তাহাদের শক্তিকে জানিতে পারে না; এইহেতু শক্তি কার্য্যরূপ হেতুদর্শনে অনুমিত হয়। ৪৭



এইরূপে মায়ারূপ ব্রহ্মশক্তির জগদ্রচনারূপ কার্য্য দেখিয়া, সেই লিঙ্গ বা হেতুদ্বাৰা মায়ার অস্তিত্ব বুঝা যায়—এই কথাটি যুক্তিপূৰ্ব্বক বুঝাইয়া, এক্ষণে ব্রহ্মের সত্যভিন্ন, সেই মায়াক্রিয়ের পৃথক্ সত্য নাই, এইহেতু সেই মায়াক্রিয় যে নিস্তম্ভ, এই কথাই বুঝাইতেছেন :—

ন সদস্তু সতঃ শক্তির্ন হি বহেঃ সশক্তিতা ।

সদ্বিলক্ষণতয়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বমুচ্যতাম্ ॥ ৪৮

অর্থ—সদস্তু সতঃ শক্তিঃ ন, হি (যতঃ) বহেঃ ন সশক্তিতা, সদ্বিলক্ষণতয়াং তু শক্তেঃ কিং তত্ত্বম্ উচ্যতাম্ । ৪৮

অনুবাদ—ব্রহ্মের শক্তিকে অর্থাৎ মায়াকে ব্রহ্মের স্বরূপ বলা যায় না, যেহেতু অগ্নির দাহিকাশক্তিকে অগ্নির স্বরূপ বলা যায় না। আর যদি সদস্তু ব্রহ্মের শক্তিকে ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া স্বীকার কর, তবে সেই শক্তির প্রকৃত স্বরূপ কি, তাহা বল।

টীকা—“সদস্তু, সতঃ শক্তিঃ ন”—সদস্তু নিজেই নিজের শক্তি নহেন ; এস্থলে অভিপ্রায় এই,—সদস্তুর শক্তি হয় সদ্রূপ, অথবা অসদ্রূপ—এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অবলম্বন করা চলে না, অর্থাৎ বলা চলে না যে, সদস্তুর শক্তি সদ্রূপ, কেননা, তাহা হইলে বলিতে হয়—যেহেতু সদস্তুর শক্তি সদ্রূপ, সেইহেতু সদস্তুর শক্তি সৎ হইতে অভিন্ন ; তাহা হইলে আর তাহার সদস্তুর ‘শক্তি’ হওয়া চলে না। সেই শক্তি যে সদ্রূপ নহে—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইতেছেন—“হি” (যতঃ) যেহেতু, “বহেঃ ন সশক্তিতা”—অগ্নির দাহিকা শক্তিই অগ্নির স্বরূপ হইতে পারে না ; কেননা, মণি, মন্ত্র ও ঔষধিধারা, অগ্নি থাকিতেও তাহাতে দাহিকাশক্তির অভাব ঘটাইতে পারা যায় ; আবার প্রতিবন্ধনিরোধক অম্ল মণিমস্ত্রোষধিধারা পূৰ্ব্বোক্ত প্রতিবন্ধক থাকিতেও দাহিকা-শক্তির ক্রিয়া—দাহ, ঘটাইতে পারা যায়। দাহিকাশক্তি অগ্নির স্বরূপ হইলে এরূপ হইত না ; এইহেতু অগ্নির শক্তি অগ্নি হইতে ভিন্ন। আবার দ্বিতীয় পক্ষটিকে অবলম্বন করিলে অর্থাৎ সদস্তুর শক্তি অসদ্রূপ, এইরূপ বলিলে, দুইটি বিকল্প হইতে পারে ; প্রথম বিকল্প—সেই অসদ্রূপ কি মনুষ্যগুণের ত্রায় স্বরূপগুণ বলিয়া একেবারে অস্তিত্ববিহীন ? দ্বিতীয় পক্ষ—অথবা কাৰ্শ্ববিহীন সদ্রূপ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধ্যযোগ্য ? এইরূপ বিকল্প করিবার উদ্দেশ্যে, সিদ্ধান্তী প্রতিবাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন “সদ্বিলক্ষণতয়াং তু”—শক্তি যদি সদস্তু হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ অসদ্রূপ হইল, তাহা হইলে শক্তির স্বরূপ কি তাহা বল । ৪৮

তন্মধ্যে প্রথম পক্ষটি অনুবাদ করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইতেছেন :—

শূন্যত্বমিতি চেৎ শূন্যং মায়াকার্য্যমিতীরিতম্ ।

ন শূন্যং নাপি সদ্যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বমিহেব্যতাম্ ॥ ৪৯

অম্বয়—শূন্যত্ব ইতি চেৎ, শূন্য মায়াকাৰ্য্যম্ ইতি (তয়া) ঈরিতম্। শূন্যম্ ন, সৎ  
অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইয্যাতাম্।

অনুবাদ—যদি বল শক্তির স্বরূপ ‘শূন্য’ অর্থাৎ শক্তি নিঃস্বরূপ, তবে  
বলি শূন্য যে মায়ার কার্য্য, একথা তুমিই পূর্বে (৩৪ সংখ্যক শ্লোকে)  
স্বীকার করিয়াছ। অতএব সন্দ্রেক্ষের শক্তি শূন্য অর্থাৎ মনুষ্যশূঙ্কের হ্যায়  
নিঃস্বরূপ নহে অথবা সৎ অর্থাৎ বাধের অযোগ্যও নহে; কিন্তু এই উভয়  
হইতে ভিন্ন যাহা হইতে পারে, তাহাই শক্তির স্বরূপ অর্থাৎ শক্তি অনির্বচনীয়-  
স্বরূপ—এইরূপই মানিতে হয়।

টীকা—“শূন্য মায়াকাৰ্য্যম্ ইতি ঈরিতম্”—‘শূন্যেরও নাম, রূপ দুইটিই সেই প্রকার  
(আকাশাদির হ্যায়) সংস্বরূপ বস্তুতে পরিকল্পিত’-যদি এইরূপ বল, তবে তুমি চিরজীবী  
হও,—এইস্থলে (উক্ত ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে) তুমি নিজমুখেই শূন্যকে মায়া কাৰ্য্য বলিয়া স্বীকার  
করিয়াছ। এইহেতু সেই শূন্যরূপ কাৰ্য্য, মায়াশক্তির স্বরূপ হইতে পারে না, কেননা,  
মায়াশক্তি স্বকাৰ্য্যের পূর্ণ হইতে সিক্ত, ইহাই তাৎপৰ্য্য। তাহা হইলে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ  
‘শক্তি সদৃশ হইতে বিলক্ষণ’—ইহাই অবশিষ্ট রহিয়া গেল,—এই কথাই বলিতেছেন:—  
“শূন্যম্ ন, সৎ অপি ন, যাদৃক্ তাদৃক্ তত্ত্বম্ ইহ ইয্যাতাম্”—তাৎপৰ্য্য এই যে মায়া স্বরূপকে  
সদ্রূপ বলিয়াও, অর্থাৎ ‘বাধযোগ্য নহে’ এইরূপ বলিয়াও, নিদেশ করা যায় না—এই উভয়  
স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, যাহা বুঝায়, তাহাই মায়া স্বরূপ অর্থাৎ মায়া অনির্বচনীয়।

(শঙ্ক্য)—ভাল, এই উভয় স্বরূপ হইতে ভিন্নস্বরূপ বলিলে, কিছুই বুঝায় না।

(উত্তর)—কেন বুঝাইবে না? যদি মায়া স্বরূপকে ‘সৎ’ বল, তবে জিজ্ঞাসা করি  
সেই সৎ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন? যদি বল ‘ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন’, তবে যে ঋতিবচন-  
দ্বারা—ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা প্রতিপাদিত হয়, তাহার সহিত বিরোধ ঘটে (কিন্তু ঋতি অনাস্ত  
সত্য) এবং যে সৎ ও ব্যাপক ব্রহ্মে কিছুমাত্র অবকাশ নাই, তাহাতে অপর এক সদৃশের  
অর্থাৎ শক্তির সমাবেশ হওয়া অসম্ভব। এইহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সদৃশ থাকিতেই পারে  
না। পক্ষান্তরে যদি বল, সৎশক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহা হইলে অগ্নিকেই অগ্নিব শক্তি  
বলিলে যে দোষ হয়, তাহা ত’ পূর্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে; আবার ব্রহ্মশক্তি মায়া  
ব্রহ্মেরই স্বরূপগত বলিয়া মানিলে, জ্ঞানের কোনই উপযোগিতা থাকে না, কেননা, মায়া  
নিবৃত্তি করাই জ্ঞানের উপযোগিতা। তাহা হইলে যে বেদ, সাধনসহিত জ্ঞান এবং জ্ঞানের  
সাধ্য মোক্ষ, প্রতিপাদন করিতেছেন, তাহা ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আবার মায়া স্বরূপকে অসৎ বলিতেও পার না, কেননা, মায়া যদি আকাশকুহুমের হ্যায়  
অসৎ বা অত্যন্তাভাবরূপ হইল, তাহা হইলে তাহা ভাবপদার্থের অর্থাৎ জগতের কারণ  
হইতে পারে না এবং ভগবান যে বলিয়াছেন—‘নাসতো বিজ্ঞতে ভাবঃ’ (গীতা ২। ১৬)—  
[Ex nihilo nihil fit (বা out of nothing nothing comes) অথবা ‘নাবস্তনো

বস্তুসিদ্ধিঃ’, ] সেই সেই বচনের সহিত বিরোধও ঘটে ; এইরূপে মায়ার স্বরূপকে অসং ও বলা যায় না। তাহা হইলে সং এবং অসং হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মায়ার স্বরূপকে বর্ণনা করিতে হয় ; এক কথায় বলিতে হয়—‘মায়ার অনির্কচনীয়’।

(শঙ্কা)—বাহা সং হইতে বিলক্ষণ, তাহা অসংই হইবে ; তাহাকে আবার অসং হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। আবার বাহা অসং হইতে বিলক্ষণ, তাহা সংই হইবে ; তাহাকে আবার সং হইতে বিলক্ষণ বলা চলে না। তাহা হইলে সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ বলিলে, মায়ার স্বরূপতঃ নাই—এইরূপই বলিতে হয়। তাহা হইলে জ্ঞানদ্বারা যে প্রপঞ্চের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই প্রপঞ্চই নাই। এইরূপে জ্ঞানাদি সাধন বার্থ্য।

(উত্তর)—যখন মায়াকে সং হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে ‘অসং’ অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদির ত্রায় প্রতীতির অযোগ্য, এইরূপ বলা বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্র বলাই অভিপ্রেত যে ‘সং’ বলিলে ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালে বাহার বাধা হয় না, এইরূপ যে সঙ্কল্পকে বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ বাধযোগ্য।

আবার মায়াকে যখন অসং হইতে বিলক্ষণ বলা হয়, তখন মায়াকে সং বলাই বক্তার অভিপ্রেত নহে ; তখন এইমাত্রই অভিপ্রেত যে ‘অসং’ বলিলে আকাশ-কুসুমাদির ত্রায় যে নিঃস্বরূপ বা শূন্য বুঝায়, তাহা হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ প্রতীতির যোগ্য।

তাহা হইলে ‘সং ও অসং এই উভয় হইতে বিলক্ষণ’ বলার অর্থ হইল—বাধযোগ্য বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়ের বিষয়, অথচ প্রতীতির যোগ্য বস্তু। ইহারই নাম অনির্কচনীয়। এইরূপে মায়ার এবং মায়াকাষ্য আকাশাদি প্রপঞ্চরূপ ব্যবহারিক বস্তু এবং স্বপ্ন, রজ্জুসদৃশ প্রভৃতি প্রাতিভাসিক বস্তু—অর্থাৎ বাহ্য বাহা বাধযোগ্য অথচ প্রতীতির বিষয়, তাহাই অনির্কচনীয়। এইরূপে সং ও অসং হইতে বিলক্ষণের অর্থ বুঝা গেল। ৪২

মায়ার যে অনির্কচনীয়স্বরূপ তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ দিতেছেন :—

(খ) মায়ার

অনির্কচনীয়তা সম্বন্ধে

শ্রুতিপ্রমাণ।

নাসদাসীন্মো সদাসীতদানীং কিন্তুভূতমঃ ।

সত্ত্বোগাত্তমসঃ সত্ত্বং ন স্বতন্ত্রনিষেধনাং ॥ ৫০

অর্থ—তদানীম্ ন অসং আসীৎ নো সং আসীৎ কিন্তু তমঃ অভূৎ । সত্ত্বোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্ স্বতঃ ন, তন্নিষেধনাং ।

অনুবাদ—“সেই প্রলয়কালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসং অর্থাৎ শূন্যও ছিল না কিম্বা সংও ছিল না কিন্তু অজ্ঞানরূপ তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।” এই শ্রুতিবচনই (ঋগ্বেদে নাসদাসীন্ম বা নাসদীয় সূক্ত নামে বিখ্যাত মন্ত্র—ঋগ্বেদ অষ্টক ৮, অধ্যায় ৭, বর্গ ১৭, মণ্ডল ১ ; অথবা ১০।১২৯।১, অথবা শতপথব্রাহ্মণ ১০।৫।৩২, অথবা তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ২।৮।৯।৩)—সং ও অসং হইতে বিলক্ষণ মায়ার অস্তিত্বে প্রমাণ। ( কিন্তু

তদ্বারা অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয় না ; কেননা ) সং অর্থাৎ অধিষ্ঠানরূপ ব্রহ্মের সহিত যোগ অর্থাৎ কল্পিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা স্বীকৃত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ সেই অজ্ঞানরূপ মায়ার স্বরূপে পৃথক সত্তা নাই। ইহা পববন্তী স্বয়ংচনদ্বারা উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা —[ অতিবচনটি এই—‘তমঃ আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে’ ]—‘সৃষ্টির পূর্বে তমোদ্বারা আবৃত ব্রহ্মই ছিলেন।’ ইহাই মায়ার অনির্কটচরিত্রের প্রমাণ ; (শঙ্কা) ভাল “তমঃ আসীৎ”—সেই অজ্ঞানরূপ মায়ী ছিল—অর্থাৎ মায়ার সজ্জপতা ; ইহা কি প্রকারে বলা হইতেছে ? (সমাধান) তদ্বিষয়ে বলিতেছেন—“সদ্যোগাৎ তমসঃ সত্ত্বম্, স্বতঃ ন”—সদস্যুর সহিত অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত যোগ বা সম্বন্ধবশতঃই মায়ার সত্তা ; মায়ার নিজস্বরূপে পৃথক সত্তা নাই।

(শঙ্কা) ব্রহ্মের সহিত সেই যোগ বা সম্বন্ধ কিরূপ ?

(উত্তর) প্রথমাধ্যায়ের ৫২ সংখ্যক শ্লোকেব টীকায় (৪০-৪১ পৃঃ) ইহাব কিস্তিঃ আলোচনা হইয়া গিয়াছে ; সেই স্থলে বলা হইয়াছে—সংযোগ, সমবায়, তাদাত্ম্য প্রভৃতি ভেদে ‘সম্বন্ধ’ অনেক প্রকার। গুণের আশ্রয়কেই দ্রব্য বলে এবং জুটটি দ্রব্যের মধ্যেই সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে। কিন্তু ব্রহ্ম নিগুণ এবং মায়ী সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়স্বরূপ, অর্থাৎ গুণই ; মায়ী গুণের আশ্রয়স্বরূপ দ্রব্য নহে, সূতরাং তত্বভেদে মধ্যে সংযোগসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আবার যদি বলা যায় সংযোগসম্বন্ধ নাই বা থাকিল, সমবায়সম্বন্ধ ত’ থাকিতে পারে ; তত্বভেদে বলা যাইবে যে ব্রহ্ম ও মায়ী এতত্বভেদে মধ্যে গুণগুণিতাব সম্বন্ধ, জাতিবাস্তবিতাব সম্বন্ধ, ক্রিয়াক্রিয়াবান্-তাব সম্বন্ধ ও কারণকার্য্যতাব সম্বন্ধ নাই ; আর এইগুলির নামই সমবায়সম্বন্ধ। আবার তাদাত্ম্যসম্বন্ধও থাকিতে পারে না, কেননা, স্বরূপসম্বন্ধবিশেষকেই তাদাত্ম্য বলে ; আর ব্রহ্মের স্বরূপ ও মায়ার স্বরূপ পবম্পর বিলক্ষণ ; সূতরাং তত্বভেদে মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আর যদি বল বৈদান্তিকের তাদাত্ম্য সম্বন্ধের মধ্যে গুণগুণিতাব ইত্যাদি সম্বন্ধও আসিয়া যায়, তবে বলি নৈয়ায়িক ইহাদিগকে ত’ সমবায়সম্বন্ধ মধ্যে গণ্য করিয়া থাকেন ; আর সমবায় সম্বন্ধ ত’ পূর্বেই নিষিদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহা হইলে ব্রহ্ম ও মায়ার সম্বন্ধ কি প্রকার ? আবার যখন ব্রহ্ম অসঙ্গ বলিয়া বেদে প্রতীপাদিত হইয়াছেন, তখন মায়ী ও ব্রহ্মের সম্বন্ধ বাস্তব সম্বন্ধ হইতে পারে না ; তবে বর্ণহীন আকাশের সহিত নীলতার যে কল্পিত বা আধ্যাত্মিক তাদাত্ম্যসম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিত মায়ার সেইরূপ সম্বন্ধ হইতে পারে অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত মায়ার বা ব্রহ্মে কল্পিত সমষ্টিবাস্তি প্রপঞ্চের, সেই অনির্কটচরিত্র তাদাত্ম্যসম্বন্ধ হইতে পারে ; তত্ত্বি অস্ত্র সম্বন্ধ হইতে পারে না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য—কি কারণে অজ্ঞানের নিজস্বরূপে সত্তা নাই ? তত্বভেদে বলিতেছেন—“তন্নিষেধনাং”—‘নো সদাসীৎ’—সংও ছিল না ইত্যাদি অতিবাক্যদ্বারা সেই অজ্ঞানের সত্তাও নিষিদ্ধ হইয়াছে। ৫০

এক্ষণে যে সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল, তাহাই বলিতেছেন :—

(গ) শক্তি ও শক্তির অতএব দ্বিতীয়ত্বং শূন্যবল্ হি গণ্যতে ।  
 কাৰ্য্য শক্তিমান্ হইতে  
 অস্তিত্ব, এইরূপে দ্বৈতের ন লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোজীবিতং লিখ্যতে পৃথক্ ॥৫১  
 স্বরূপনির্ণয় ।

অর্থ—অতঃ এব শূন্যত্বং দ্বিতীয়ত্বং ন হি গণ্যতে । লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্  
 পৃথক্ ন লিখ্যতে ।

অনুবাদ—অতএব শূন্যের জায় মায়ারও দ্বিতীয়ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে  
 ভিন্নতা স্বীকার করা যায় না । আর দেখ, লোকব্যবহারেও কোন শক্তিমান  
 পুরুষের এবং তাহার শক্তির বা কার্য্য করিবার সামর্থ্যের অস্তিত্ব পৃথক্ করিয়া  
 উল্লিখিত হয় না ।

টীকা—“অতঃ এব”—বেহেতু মায়ার নিজরূপে অস্তিত্ব নাই, সেইহেতু; “শূন্যত্বং  
 দ্বিতীয়ত্বং ন হি গণ্যতে”—শূন্যের জায় মায়ারও দ্বিতীয়তা বা ব্রহ্মকে ধরিয়া দ্বিতীয়  
 বস্তুরূপে গণনা করা হয় না, ইহাই তাৎপৰ্য্য । বাহা মিথ্যা তাহাকে সত্যের সহিত গণনা  
 করিয়া দ্বিতীয় বলিয়া না ধরার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“লোকে চৈত্রতচ্ছক্ত্যোঃ জীবিতম্ পৃথক্ ন  
 লিখ্যতে” (‘গণ্যতে’ ইতি বা পাঠান্তরম্)—সংসারে কোনও শক্তিমান্ পুরুষকে এবং  
 তাহার শক্তি বা কাৰ্য্য করিবার সামর্থ্যকে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করা হয় না । ৫১

(শক্তি)—ভাল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন দেখিতে পাওয়া যায়, পরমায়ুর বৃদ্ধি  
 হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়, দেখা যায়) তখন পুরুষ হইতে  
 ভিন্নরূপে শক্তির অস্তিত্ব মানিতেই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহাব উত্তর দিতেছেন :—

শক্ত্যাধিক্যে জীবিতক্ষেদ্বদ্ধিতে তত্র বুদ্ধিকৃৎ ।

ন শক্তিঃ কিন্তু তৎকার্য্যং যুদ্ধকৃষ্যাদিকং তথা ॥ ৫২

অর্থ—শক্ত্যাধিক্যে জীবিতম্ বন্ধিতে চেৎ তত্র শক্তিঃ বুদ্ধিকৃৎ ন, কিন্তু তৎকার্য্যম্  
 যুদ্ধকৃষ্যাদিকম্ তথা (বুদ্ধিকৃৎ) ।

অনুবাদ—যদি বল, শক্তির আধিক্য হইলে যখন পুরুষের পরমায়ুর বৃদ্ধি  
 হয় (এবং শক্তির হ্রাস হইলে যখন পরমায়ুর হ্রাস হয়) তখন পুরুষ হইতে  
 শক্তির পৃথক্ সত্তা স্বীকার করিতেই হইবে,—তবে বলি, শক্তি সেই বুদ্ধির  
 কারণ নহে; শক্তির কার্য্য যুদ্ধকৃষ্যাদিই সেই বুদ্ধির কারণ অর্থাৎ শক্তির দ্বারা যুদ্ধ  
 করিয়া আততায়িবিনাশ, কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতির দ্বারা আহাৰাদির সংস্থান  
 করিলেই আয়ুর্বুদ্ধি হয় ।

টীকা—“তত্র শক্তিঃ বুদ্ধিকৃৎ ন”—শক্তি আয়ুর্বদ্ধনের কারণ নহে কিন্তু শক্তির কাৰ্য্য  
 যুদ্ধ, কৃষি-বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিই সেই পরমায়ু-বর্দ্ধনের কারণ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত

মায়াশক্তি পরিহার করিলেন। এই দৃষ্টান্তদ্বারা যাহা বুঝান হইল, তাহা মায়াশক্তিরূপ দৃষ্টান্তটিকে প্রয়োগ করিতেছেন। “তথা”—সেইরূপ মায়াশক্তি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। ৫২

এই তত্ত্বটি সর্বপ্রকার শক্তিসম্বন্ধেই খাটে বলিয়া ‘প্রতিজ্ঞা’ করিতেছেন :-

**সৰ্বথা শক্তিমাত্রম্ ন পৃথগ্ গণনা কচিৎ ।**

**শক্তিকার্য্যস্তু নৈবাস্তি দ্বিতীয়ং শঙ্ক্যতে কথম্ ? ॥ ৫৩**

অর্থ—সর্বথা শক্তিমাত্রম্ কচিৎ পৃথগ্ গণনা ন ( ভাবিত )। শক্তিকার্য্যম্ তু ন এব অস্তি, কথম্ দ্বিতীয়ম্ শঙ্ক্যতে ?

অনুবাদ—কোনও শক্তিকে কোনও স্থলে, কোনও প্রকারে শক্তিমান্ হইতে পৃথগ্ বলিয়া গণনা করা হয় না। ( সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে ) মায়াশক্তির কার্য্য নামরূপ ত’ ছিলই না; সেইহেতু সেই শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ?

টীকা—ভাল, শক্তিকে লইয়া সেই সম্বন্ধকে সন্দ্বিতীয় বলা যায় না, যেন মানিয়া লইলাম; কিন্তু সেই মায়াশক্তির কার্য্য স্থূলসূক্ষ্ম প্রপঞ্চদ্বারা ত’ ব্রহ্মেব সন্দ্বিতীয়তা হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে প্রলয়কালে সেই মায়া-কার্য্যেব অস্তিত্ব না থাকায়, সেই মায়াকার্য্যদ্বারা সন্দ্বিতীয়তা হইতেই পাবে না; সৃষ্টির পূর্বে মায়াকার্য্য নামরূপ ত’ ছিলই না; তাহা হইলে সে শক্তির কার্য্যদ্বারা কি প্রকারে দ্বৈতের আশঙ্কা হইতে পারে ? ( কোন প্রকারেই পাবে না )। ৫৩

২। ব্রহ্মের একাংশে শক্তির অবস্থিতি।

( শঙ্কা ) ভাল, ব্রহ্মরূপ যে সমস্ত তাঁহার মায়ারূপ শক্তি সেই সমস্তের সর্বত্র বিদ্যমান অথবা তাঁহার একাংশে বিদ্যমান ? ( এই দুই বিকল্প হইতে পারে। ) তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ সম্ভবপর নহে, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞানীকৃত মুক্তপুরুষের প্রাপ্য অর্থাৎ জ্ঞানীর প্রতি শ্রুতি-কর্তৃক প্রতীকৃত যে শুদ্ধব্রহ্মরূপতা, তাহার অভাব সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; যেহেতু শ্রুতি বলিয়াছেন “জ্ঞানী শুদ্ধ অর্থাৎ মায়া-অবিজ্ঞাদি-প্রপঞ্চরহিত, ব্রহ্মকেই পাইয়া থাকেন”। সেই অন্তর্ভুক্ত অর্থাৎ মায়া-অবিজ্ঞাদি প্রপঞ্চকে যদি ব্রহ্মের সর্বত্র বিদ্যমান বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ব্রহ্মের কোথাও শুদ্ধি বা মায়াশূন্যতা পাওয়া যাইবে না; সুতরাং জীবমুক্ত জ্ঞানিপুরুষ বিদেহ-মোক্ষদশাতেও শুদ্ধ ব্রহ্মভাব হইতে বঞ্চিত হন। আবার সেখানেও অবিজ্ঞা থাকায় মুক্তপুরুষের আত্মা অবিজ্ঞাবিশিষ্ট হইয়া যার এবং সেই অবিজ্ঞায় আত্মপ্রতিবিম্ব পড়িয়া জীবভাব ধারণ করিলে, তাহার সংসারভোগ অনিবার্য্য হইয়া পড়ে। আবার সেই মায়াশক্তি ব্রহ্মের একাংশে বিদ্যমান—এই দ্বিতীয় পক্ষও অবলম্বন করা চলে না, কেননা ব্রহ্ম নিরংশ বলিয়া তাঁহার একাংশ বলিলে, কথ্যটি বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে, তাহা এইরূপে ঘটে :- ব্রহ্মের অংশ বলিতে অব্যবহী বুঝিতে হইবে এবং তাহাতে মায়া

অবস্থিতির জন্ত তাহাকে অবশ্যই ‘দেশ’ বলিতে হইবে। সেই দেশ বাস্তব? অথবা কল্পিত? যদি বলা যায় বাস্তব, তাহা হইলে সেই কথাটির, “ব্রহ্ম অনণু, অহুশ্ব, অদীর্ঘ” ইত্যাদি অর্থের প্রতিবচনের সহিত বিরোধ আসিয়া পড়ে এবং এই অধ্যায়ের ২২ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় যে সকল যুক্তি প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহাদের সহিত বিরোধ ঘটে। আবার যদি বল সেই দেশ কল্পিত অর্থাৎ অধ্যাত্ম, তবে জিজ্ঞাসা হইতে পারে—তাহা কি স্থূলস্থল-প্রপঞ্চরূপ? অথবা জীব ও ঈশ্বররূপ? অথবা কালরূপ? অথবা অভাবরূপ? অথবা মায়ারূপ? অথবা অন্তরূপ? যদি বলা যায়—‘প্রপঞ্চরূপ’, প্রপঞ্চ মায়ার কার্য বলিয়া মায়ার অর্থাৎ মায়াক্রিয়, তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—জীব ও ঈশ্বররূপ, তত্ত্বময় মায়ার স্থিতির অধীন বলিয়া মায়ার আশ্রয় হইতে পারে না। যদি বলা যায় কালরূপ, কাল মায়ার দ্বাবাই কল্পিত বলিয়া কি প্রকারে মায়ার আশ্রয় হইবে? যদি বলা যায় অভাবরূপ, তাহাও মায়ার কার্য; অধিকন্তু অভাব কাহারও আশ্রয় হইতে পারে না। আবার যদি বলা যায় মায়ার নিজেই নিজের আশ্রয়, তাহা হইলে ‘আত্মাশ্রয়’ দোষ ঘটে। যদি বলা যায়—অন্তরূপ মায়ার আশ্রয়, তাহা হইলে ‘অন্তোন্তাশ্রয়’ দোষ; যদি বলা যায় তত্ত্বময় মায়ার, তাহা হইলে ‘চক্রিকা’ দোষ; যদি বলা যায় চতুর্থ মায়ার, তাহা হইলে ‘অনবস্থা’ দোষ ঘটে অর্থাৎ বিনিগমনবিরহ, প্রাগ্লোপ, প্রমাণাভাব ইত্যাদি দোষ ঘটে। আর সেই কল্পিত দেশ এতদ্বিধি অন্ত কোনও প্রকারেই হইতে পারে না বলিয়া মানিতে হয়। নিরবয়ব ব্রহ্মে দেশ অসম্ভব বলিয়া, তাহার একাংশে মায়ার অবস্থিত, একথা বলা চলে না।

এইরূপ আশঙ্কা উঠায়, প্রথম পক্ষ অস্বীকার করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্রই মায়াক্রিয় বিद्यমান, এই পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া, দ্বিতীয় পক্ষের বিরোধ পরিহার করিয়া অর্থাৎ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের বা অবয়বের আরোপ করিয়া, তাহাতেই মায়াক্রিয় অবস্থিত, এই কথাই বলিতেছেন—

(ক) শক্তি ব্রহ্মের  
একাংশে অবস্থিত,  
তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ সা শক্তিঃ কিস্ত্বেকদেশভাক্ ।

ঘটশক্তির্যথা ভূমৌ স্নিগ্ধমূত্রো বর্ততে ॥ ৫৪

অর্থ—সা শক্তিঃ ন কৃৎস্নব্রহ্মবৃত্তিঃ, কিন্তু একদেশভাক্, যথা ঘটশক্তিঃ ভূমৌ স্নিগ্ধমূত্রি  
এব বর্ততে।

অমুবাদ—সেই শক্তি সম্পূর্ণ ব্রহ্মে অর্থাৎ ব্রহ্মের সর্বত্র বিद्यমান নহেন, কিন্তু ব্রহ্মের একাংশেই বিद्यমান, যেমন সমস্ত মৃত্তিকায় ঘটরূপ কার্যের উৎপাদন-শক্তি বিद्यমান নহে, কেবল আর্দ্রমৃত্তিকাতেই সেই শক্তি অবস্থিত।

টীকা—বস্তুর একাংশে শক্তির অবস্থিতির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—‘যেমন সমস্ত মৃত্তিকায়’ ইত্যাদি। (অমুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৪

শক্তি যে ব্রহ্মের একাংশে বিद्यমান, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন—(ছানোগ্য উ, ৩।২।৩) ‘ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি’—সমস্ত ভূতবর্গ ইহার এক পাদ বা একাংশমাত্র; আর ইহার

নিরীকার তিন অংশ স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত। (শ্রোতপাঠ—‘পাদোহস্তা বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি’-পুরুষসূক্ত)।

পাদোহস্তা সৰ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্তি স্বয়ংপ্রভঃ।

পৃ তদ্বিশয়ে প্রমাণ।

ইত্যেকদেশবৃত্তিত্বং মায়ায়া বদতি শ্রুতিঃ ॥ ৫৫

অর্থ—অগ্র পাদঃ সৰ্বা ভূতানি, ত্রিপাৎ স্বয়ংপ্রভঃ অস্তি, ইতি শ্রুতিঃ মায়ায়াঃ একদেশবৃত্তিত্বং বদতি।

অনুবাদ—এই পরমাত্মার এক পাদ হইতেছে সমস্তভূত (সমগ্র জগৎ)। আর তিন পাদ শুদ্ধমুক্তস্বয়ংপ্রকাশস্বরূপ। মায়া যে ব্রহ্মের একদেশে অবস্থিত, তাহা শ্রুতি এইরূপে প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—এ বিষয়ে কেবল শ্রুতি-প্রমাণই আছে, এরূপ নহে, স্মৃতি-প্রমাণও আছে, যথা গীতা (১০।৪২) :—

বিষ্টভাষমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ।

ইতি কৃষ্ণোহর্জুনায়াহ জগতস্ত্বেকদেশতাম্ ॥ ৫৬

অর্থ—‘অহম্ কৃৎস্নম্ ইদম্ জগৎ একাংশেন বিষ্টভা স্থিতঃ’ ইতি কৃষ্ণঃ অর্জুনায়াহ জগতঃ তু একদেশতাম্ আহ।

অনুবাদ—হে অর্জুন! আমি (পরমেশ্বর) সম্পূর্ণ এই পরিদৃশ্যমান স্থূলসূক্ষ্মরূপ জগৎকে আমার একাংশে ধারণ করিয়া অবস্থান করিতেছি অর্থাৎ সর্বভূতপ্রপঞ্চের উপাদানশক্তিস্বরূপ মায়া আমার একাংশের—একাংশবয়ের উপাধি; আমি সেই পাদ বা অংশদ্বারা এই জগৎ ধারণ করিতেছি। এই প্রকারে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন জগৎ তাঁহার (ব্রহ্মের) একাংশমাত্র।

টীকা পুরুষসূক্তের তৃতীয় সূক্ত স্মরণ করিয়া ভগবান্ এরূপ উক্ত করিয়াছেন। সেই সূক্তের লক্ষিত অংশ ‘পাদোহস্তা বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্ত্যমৃতং দিবি’। ইহার সায়নাচাৰ্য্যকৃত ব্যাখ্যার অনুবাদ :—ত্রিকালবর্তী সমস্ত প্রাণী সেই পুরুষের পাদ বা চতুর্গাংশমাত্র। সেই পুরুষের অবশিষ্ট ত্রিপাদ, যাহা অমৃতময় অবিদ্যাপী, তাহা তাঁহার স্বপ্রকাশস্বরূপে অবস্থিত বহিয়াছে। যত্বপি শ্রুতিপ্রতিপাদিত ‘সত্য-জ্ঞান-অনন্ত’-স্বরূপ পরব্রহ্মের ইয়ত্তা (পরিমাণ) না থাকার, পাদ-চতুষ্টয় করণা করা যায় না, তথাপি ব্রহ্মস্বরূপের সহিত তুলনা করিলে, এই জগৎ যে অতি তুচ্ছ, ইহাই বুঝাইবার জন্ত পাদকরণা করা হইয়াছে। ৫৫, ৫৬

এক্ষণে ব্রহ্মের মায়ারহিত স্বয়ংপ্রকাশ ত্রিপাদরূপ স্বরূপ যে আছে, তদ্বিশয়ে শ্রুতি-প্রমাণ ও ব্রহ্মসূত্রপ্রমাণ দিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মের মায়ারহিত  
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্তা হত্যতিষ্ঠদশাঙ্গুলম্।

অবশিষ্ট স্বরূপ যে আছে,  
বিকারাবান্তি চাত্রাস্তি শ্রুতিসূত্রকৃতোবচঃ ॥ ৫৭

তদ্বিশয়ে প্রমাণ।



অম্বয়—‘সঃ ভূমিঃ বিশ্বতঃ বৃহা দশাঙ্গুলম্ হি অত্যতিষ্ঠৎ’, ‘বিকারাবত্তি’ চ অস্তি । অম্ব  
শ্রুতিস্বত্রকৃতোঃ বচঃ ।

অম্ববাদ ও টীকা—সেই পরমাণ্বা ভূমিকে অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চকে আচ্ছাদন  
করিয়া অর্থাৎ ব্যাপিয়া তাহার বহির্ভাগেও দশ অঙ্গুলি পর্য্যন্ত ( অথবা তর্জনীনির্দেশ  
দশ দিকে ) অপরিসমীম হইয়া রহিয়াছেন অর্থাৎ সমস্ত জগৎ-প্রপঞ্চ অতিক্রম  
করিয়া অপরিমেয় হইয়া রহিয়াছেন । আর ভগবান্ বাস ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থা-  
ধ্যায়ে চতুর্থ পাদের ১৯ সংখ্যক সূত্রে বলিয়াছেন—‘বিকারাবত্তি চ তথাচি  
স্থিতিমাহ’ ( “বিকারে সবিতৃমণ্ডলাদৌ ন বর্ততে ইতি বিকারাবত্তি, হি যতঃ  
তেনৈব রূপেণ অস্মা স্থিতিম্ আহ আশ্রয়ঃ” ) বিকার বা কার্য্য-প্রপঞ্চ হইতে  
পৃথক্, ব্রহ্মের সেইরূপ স্থিতি আছে, এই কথা শ্রুতি বলিয়াছেন অর্থাৎ  
পরমেশ্বরের রূপ কেবল বিকারমাত্রগোচর অর্থাৎ সবিতৃমণ্ডলাভিধিষ্ঠিত নহে,  
ব্রহ্মাণ্ডবহির্ভাগেও তাহার শুদ্ধবুদ্ধমুক্ত রূপ আছে । ৫৭

তাহা হইলে ব্রহ্মের নিরংশতার সহিত যে উক্ত শ্রুতিবচনের বিরোধ হইতেছে, তাহার  
পরিহার কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মের বাস্তব নিরংশতা অঙ্গীকার করিয়া বলিত একাংশে  
মায়ার অবস্থিতি মানিলে, নিরংশতার সহিত বিরোধ হয় না । এই অভিপ্রায়ে উল্লিখিত  
শ্রুতির তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

( ঘ ) ব্রহ্মের  
বাস্তব নিরংশতার  
সহিত “একাংশে”  
মায়ার অবস্থিতি  
অবিকল্প ।

নিরংশশেহপ্যংশমারোপ্য কৃৎস্নেহংশে বেতি পৃচ্ছতঃ ।  
তদ্ভাষয়ান্তরং ক্রতে শ্রুতিঃ শ্রোতৃহিতৈষিণী ॥ ৫৮

অম্বয়—শ্রোতৃহিতৈষিণী শ্রুতিঃ ‘কৃৎস্নে, অংশে বা’ ইতি পৃচ্ছতঃ তদ্ভাষয়া নিরংশে  
অপি অংশম্ আরোপ্য উত্তরম্ ক্রতে ।

অম্ববাদ—শ্রোতা যে প্রশ্ন করিলেন—‘ব্রহ্মশক্তি মায়ী, ব্রহ্মের একাংশে  
অবস্থিত? অথবা সমগ্র ব্রহ্মকে ব্যাপিয়া রহিয়াছেন?—তত্বত্তরে জননীসহস্রসদৃশী  
হিতকারিণী শ্রুতি, শ্রোতাকে ‘মায়ী আছে’ এইরূপে মায়ার অস্তিত্বে বিশ্বাস-  
পরায়ণ অথচ অধিকারী দেখিয়া, যাহাতে তাহার জ্ঞানলাভ ও মোক্ষলাভ হয়,  
এইরূপ হিতকামনা করিয়া, তাহার সেই বিশ্বাসের অনুরোধে, মায়ার স্থিতি  
নির্বাহ করিবার জন্য, বস্তুতঃ নিরংশ ব্রহ্মে অংশের আরোপ করিয়া, দেশরহিত  
ব্রহ্মে দেশের কল্পনা করিয়া, উত্তর দিতেছেন ।

টীকা—ইহা বাশিষ্ঠরামায়ণের উৎপত্তিপ্রকরণের ১০১ অধ্যায়ে বর্ণিত মূঢ় রাজপুত্রের  
প্রতি ধাত্রীর উপাখ্যানের ছায়া । মায়ার স্থিতির জন্য নির্দিষ্ট দেশও মায়িক । যদিও এই

বাক্যে যে ‘আত্মাশয়-দোষের’ আশঙ্কা হয় অর্থাৎ মায়া’র উপস্থিতির পূর্বেই আপনাব জ্ঞান মায়া’র দেশরচনা অসম্ভব বলিয়া মনে হয়, তথাপি তাহা বস্তুতঃ দোষাবহ নহে, কেননা মধ্যমাদিকারীকে বুঝাইবার অল্প জগতের অধ্যারোপ সিদ্ধ করিতে, তাহা সবিশেষ উপযোগী এবং আপাততঃ কার্যনির্বাহক। সাংখ্য, প্রভাকর প্রভৃতি যেরূপ আত্মা স্বীকার করেন, তাহাদের সেই আত্মা নিজেই নিজের প্রকাশক। সেই আত্মার জ্ঞান অথবা নৈমায়িক-দিগেব অভিমত ‘অন্তোন্তাভাব’রূপ ভেদের জ্ঞান, এস্থলে ‘মায়া’ একই কালে স্বনির্বাহক ও পবনির্বাহক। ৫৮

যে প্রয়োজনসিদ্ধির জন্ত ব্রহ্মে মায়া’র অবস্থিতি সমর্থন করিলেন, এক্ষণে তাহাই স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন :—

### সদ্ব্রজা ও পঞ্চভূতের পৃথক্করণ

১। ব্রহ্মের শক্তির উল্লেখ করিবার প্রয়োজন।

সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।

বর্ণা ভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা ॥ ৫৯

অর্থঃ—সং-তত্ত্বম্ আশ্রিতা শক্তিঃ সতি বিক্রিয়াঃ কল্পয়েৎ, যথা ভিত্তিগতাঃ বর্ণাঃ ভিত্তৌ নানাবিধম্ চিত্রম্ (কল্পয়েয়ুঃ)।

অনুবাদ—মায়াশক্তি সদ্বস্ত ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া তাহাতেই বিবিধ প্রকার কার্যাপরম্পরা সৃজন করিয়া থাকেন, যেমন রং দেওয়ালকে আশ্রয়রূপে পাইয়া তাহাতে বিবিধ প্রকার চিত্রের সৃষ্টি করিয়া থাকে।

টীকা—“বিক্রিয়াঃ”—বি অর্থাৎ বিবিধ প্রকারে যাহা কৃত বা রচিত হয় তাহাব নাম বিক্রিয়া অর্থাৎ বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্য। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“বর্ণাঃ”—হিসুল প্রভৃতি গাল বং, হরিতালাদি পীত রং ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের ধাতুদ্রব্য। ৫৯

২। সদ্বস্ত ও আকাশের বিচার বা পৃথক্করণ।

সেই মায়াশক্তির বিকাররূপ বিশেষ বিশেষ কাৰ্য্যের মধ্যে প্রথম কাৰ্য্যরূপে আকাশের উল্লেখ করিতেছেন :—

(ক) মায়া-

শক্তিব প্রথম

কাৰ্য্য আকাশ;

এককাল্য বলিবার

চাবণ।

আত্মো বিকার আকাশঃ মোহবকাশশ্বরূপবান্।

আকাশোহস্তীতি সৎতত্ত্বমাকাশোহপ্যনুগচ্ছতি ॥ ৬০

অর্থঃ—আত্মঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অবকাশশ্বরূপবান্, আকাশঃ অস্তি ইতি সৎ-তত্ত্বম্ আকাশে অপি অনুগচ্ছতি।

অনুবাদ—মায়াশক্তির প্রথম বিকার বা কার্য্য হইতেছে আকাশ; আকাশের স্বরূপ হইতেছে অবকাশ অর্থাৎ স্থিতি ও প্রসারের অনুকূল পদার্থ। ‘আকাশ

রহিয়াছে' এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সংস্বরূপ, আকাশে অনুস্থ্যত রহিয়াছে। যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের অস্তিত্ব রজ্জুর অস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে, সেইরূপ ব্রহ্মে কল্পিত আকাশের অস্তিত্ব ব্রহ্মাস্তিত্ব হইতে ভিন্ন নহে অর্থাৎ ব্রহ্মসত্তাব্যতীত আকাশের পৃথক সত্তা নাই।

টীকা—আকাশ ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য, তাহার হেতু বলিতেছেন :—‘আকাশ রহিয়াছে’ এইরূপ ব্যবহার হইতে বুঝা যায় যে সদ্বস্তুর তত্ত্ব আকাশেও অনুস্থ্যত রহিয়াছে। ৬০

(শব্দ) ভাল, আকাশ অবকাশস্বরূপ এবং আকাশে সদ্বস্ত্র অনুস্থ্যত রহিয়াছে— এইরূপ বলিবার ফলে কি সিদ্ধ হইল? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

**একস্বভাবং সত্তত্ত্বমাকাশো দ্বিস্বভাবকঃ।**

(খ) সদ্বস্ত্র একস্বভাব ;

আকাশ দ্বিস্বভাব।

**নাবকাশঃ সতি ব্যোম্মি স চৈষোহপি দ্বয়ং স্থিতম্ ॥ ৬১**

অর্থ—সং-তত্ত্বম্ একস্বভাবম্, আকাশঃ দ্বিস্বভাবকঃ। সতি (বস্তুনি) অবকাশঃ ন (অস্তি), ব্যোম্মি সং চ এষঃ অপি দ্বয়ং স্থিতম্।

অনুবাদ—সদ্বস্ত্র একমাত্রস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ সত্তামাত্রস্বভাব। আকাশেও স্বভাব দুইরূপবিশিষ্ট, সদ্বস্ত্রতে ‘অবকাশ’ নাই, আর আকাশে সেই সত্তা এবং এই অবকাশ, এই দুইটিই আছে।

টীকা—“সং একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব”—এই কথাটিই বিশদ করিয়া বলিতেছেন :—সতে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ সদ্বস্ত্রতে অবকাশ নাই, কিন্তু একমাত্র সংস্বভাবই রহিয়াছে ; আর আকাশে সেই সংস্বভাব ত’ রহিয়াছেই এবং অবকাশরূপ স্বভাবও রহিয়াছে। এইরূপে দুইটিই বিद्यমান। ৬১

‘সদ্বস্ত্র একস্বভাব এবং আকাশ দ্বিস্বভাব’—এই কথাটি অল্প প্রকারে বর্ণনা করিতেছেন :—

**যদ্বা প্রতিধনির্ব্যোম্নো গুণো নাসৌ সতীক্যতে।**

**ব্যোম্মি দ্বৌ সন্ধনৌ তেন সদেকং দ্বিগুণং বিয়ৎ ॥ ৬২**

অর্থ—যদ্বা প্রতিধনিঃ ব্যোম্নঃ গুণঃ, অসৌ সতি ন ঈক্যতে। ব্যোম্মি সন্ধনৌ দ্বৌ (বিগুণে) তেন, সং একম্, বিয়ৎ দ্বিগুণম্।

অনুবাদ—অথবা আকাশের গুণ প্রতিধনি ; এই প্রতিধনিরূপ শব্দ সদ্বস্ত্র ব্রহ্মে দেখা যায় না ; আর আকাশে সং ও ধ্বনি এই দুই ধর্ম্য বিद्यমান ; সেইহেতু সদ্বস্ত্র একস্বরূপ এবং আকাশ দুইগুণবিশিষ্ট।

টীকা—প্রতিধনি আকাশের গুণ, ইহা অগ্রে ৬৮ সংখ্যক শ্লোকে প্রতিপাদিত হইবে। “অসৌ সতি ন ঈক্যতে”—সেই প্রতিধনি সদ্বস্ত্রতে (ব্রহ্মে) দৃষ্ট হয় না ; “ব্যোম্মি সন্ধনৌ দ্বৌ”—আকাশে সেই সং ও ধ্বনি উভয়ই অনুভূত হয়। “তেন”—সেই

কারণ বশতঃ, “সৎ একম্”—সৎ একত্বভাববিশিষ্ট, “বিসং দ্বিগুণম্”—আকাশ দুইত্বভাব বিশিষ্ট। ৬২

(শৰ্কা) ভাল, আকাশ সদ্ব্রজের কার্যরূপ হওয়ায় আকাশেব সত্তা বা অস্তিত্ব বুকিলাম; এই প্রকারে সদ্বস্তুর বা ব্রহ্মের আকাশধর্ম্যকতা অর্থাৎ সদ্বস্তুরূপ ধর্ম্মীতে আকাশরূপ ধর্ম্ম, কেন প্রতীত হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

গ) মায়াবশতঃই সদ্বস্ত্র যা শক্তিঃ কল্পয়েদ্যোম সা সদ্যোম্মোঃভিন্নতাম্ ।

ও আকাশেব বিপরীত আপাত্ত ধর্ম্মধর্ম্মিত্বং ব্যত্যয়েনাবকল্পয়েৎ ॥ ৬৩

এই ধর্ম্মভাব কল্পিত।

অর্থ—যা শক্তিঃ বোম কল্পয়েৎ সা সদ্যোম্মোঃ অভিন্নতাম্ আপাত্ত ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ ।

অনুবাদ—যে শক্তি সদ্বস্ত্রতে আকাশের কল্পনা বা সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই শক্তিই সদ্বস্ত্র ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া তত্ত্বভয়ের ধর্ম্মধর্ম্মি-ভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা করেন।

টীকা—“যা শক্তিঃ”—যে মায়া, “বোম কল্পয়েৎ”—সদ্বস্ত্র ব্রহ্মে আকাশ রচনা কবিয়াছেন; “সা সদ্যোম্মোঃ অভিন্নতাম্ আপাত্ত”—সেই মায়া প্রথমে সেই সদ্বস্ত্র ও আকাশের অভেদ বা তাদাত্ম্য কল্পনা করিয়া পরে, “ধর্ম্মধর্ম্মিত্বম্ ব্যত্যয়েন অবকল্পয়েৎ”—এতদ্বশেব ধর্ম্মধর্ম্মিভাব বিপরীতক্রমে কল্পনা কবিয়াছেন; এইহেতু আকাশের সত্তা অর্থাৎ আকাশ আছে, এইরূপ প্রতীতি হয়; উত্তমপুরুষ আমি—আত্মা বা ব্রহ্মরূপ বিষয়ীর (জ্ঞাতার) নিকট, প্রথমপুরুষ আকাশ বিষয় (জ্ঞেয়) রূপে অবস্থিত হয়। এই ক্রমবিপরীততা এইরূপে স্পষ্ট হইবে—সদ্বস্ত্ররূপ যে ধর্ম্মী (অধিষ্ঠান বা আশ্রয়), তাহাতে আকাশরূপ ধর্ম্ম (অধ্যাত্ম বা আশ্রিত বস্তু) কল্পিত হইয়াছে এবং আকাশরূপ যে ধর্ম্ম (কল্পিত অধ্যাত্ম বা আশ্রিত) তাহাতে ধর্ম্মরূপ অধিষ্ঠান বা আশ্রয় কল্পিত হইয়াছে; যেমন রজ্জুদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্তের আশ্রিত অর্থাৎ চৈতন্তে অধ্যাত্ম বা আরোপিত অবিজ্ঞা রজ্জুতে সর্প কল্পনা কবিয়া থাকে, এবং রজ্জুতে অবস্থিত ইদন্তা ও (‘একটা কিছু’ এইরূপ ভাব ও) সর্পের সহিত অভেদ বা তাদাত্ম্য, কল্পনা করিয়া পশ্চাৎ ‘ইহা সর্প’ এইরূপ প্রতীতি করায়, সেইরূপ ইদন্তারূপ ধর্ম্মীতে (অধিষ্ঠানে বা আশ্রয়ে) ধর্ম্ম (অধ্যাত্ম বা আশ্রিতভাব) এবং সর্পরূপ ধর্ম্মে (অধ্যাত্মে) ধর্ম্মিভাব (অধিষ্ঠানভাব) বিপরীতক্রমে কল্পনা করে, সেইরূপ সর্পকার্য্যসমর্থ্য মায়া সদ্বস্ত্র ও আকাশের অভিন্নতা কল্পনা করিয়া ধর্ম্মধর্ম্মিভাব ও অধিষ্ঠান-অধ্যাত্মভাব কল্পনা করেন। বায়ু প্রভৃতি অপর প্রপঞ্চ সঙ্কেদে এইরূপ বুকিতে হইবে। ৬৩

মায়া কি প্রকারে সেই বিপরীত ভাব ঘটাইলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

সতো ব্যোমত্ৰমাপন্নং ব্যোমঃ সত্তাং তু লৌকিকাঃ ।

তর্কিকাশ্চাবগচ্ছন্তি মায়ায়া উচিতং হি তৎ ॥ ৬৪

অধ্বয়—সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্ লৌকিকাঃ তু তার্কিকাঃ চ ব্যোমঃ সত্ত্বম্ অবগচ্ছতি।  
তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি।

অমুবাদ—যেমন মৃত্তিকা ঘটরূপতা লাভ করে, ( বা রজ্জু সর্পরূপতা লাভ করে ) ঠিক সেইরূপ সত্ত্বস্তর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতা ঘটে, পরন্তু সাধারণ লোকে, অধিক কি বলিব, তর্কনিপুণ নৈয়ায়িক পর্য্যন্ত আকাশেব ( পৃথক্ ) সত্ত্বা জ্ঞানিতেছেন অর্থাৎ মানিতেছেন। একমাত্র মায়াই এই বিপরীত দর্শনের হেতু হইতে পারেন।

টীকা—বস্তুর বথার্থস্বরূপে বিচার করিতে গেলে, মৃত্তিকার ঘটরূপ প্রাপ্তির স্থাব, “সতঃ ব্যোমত্বম্ আপন্নম্”—সত্ত্বস্তর বা পরমব্রহ্মের আকাশরূপতা প্রাপ্তি ঘটিয়াছে। “লৌকিকাঃ”—সাধারণজীব; এবং শাস্ত্রজ্ঞদিগের মধ্যে “তার্কিকাঃ চ”—তর্কনিপুণ নৈয়ায়িকগণ—যাহারা আকাশকে গুণাশ্রয় দ্রব্য বলিয়া থাকেন;—সেই মায়াবিঘটিত বিপরীতভাববশতঃ, “ব্যোমঃ”—আকাশরূপ ধর্ম্মার, “সত্ত্বম্”—‘সৎ’রূপ ধর্ম্মের জাতিকে, “অবগচ্ছতি”—জ্ঞানেন অর্থাৎ স্বাক্ষর করেন। এতলে লৌকিক বা সাধারণ জীব বলিতে, যাহাবা দৃষ্টিকে দ্রষ্টেব বিচারের স্থাব জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মানেন, সেই পরিণামবাদী গুরুদৈতমতাবলম্বিগণকে এবং নবান বৈষ্ণবদিগকেও বুঝিতে হইবে।

( শঙ্কা ) ভাল, এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতি অর্থাৎ সত্ত্বস্বরূপ ধর্ম্মা ও আকাশরূপ ধর্ম্মের পরস্পর ধর্ম্মধর্ম্মিভাবে প্রতীতি ত’ যুক্তিসহ হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন “তৎ মায়ায়াঃ উচিতম্ হি”—ইহা মায়ার উপযুক্ত কাণ্ডাই বটে অর্থাৎ যে মায়া অশটন ঘটাইতে পারেন, তিনিই এইরূপ বুদ্ধিমানেরও বিপরীত প্রতীতি বা বিপথ্য বুদ্ধির কারণ হইতে পারেন। ৬৪

মায়া যে বিপরীত প্রতীতির হেতু হইতে পারেন, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

যত্রথা বর্ততে তস্ম তথাভূৎ ভাতি মানতঃ।

অন্যথাভূৎ ভ্রমেণেতি ন্যায়োহয়ং সার্বলৌকিকঃ ॥৬৫

অধ্বয়—যৎ ( বস্তু ) যথা বর্ততে তস্ম তথাভূৎ মানতঃ ভাতি; অন্তথাভূৎ ভ্রমেণ ( ভাতি ) ইতি অয়ম্ ন্যায়ঃ সার্বলৌকিকঃ।

অমুবাদ—যে বস্তু যে রূপে বিद्यমান, সেই বস্তুর সেই রূপ অর্থাৎ যথার্থ-রূপটি প্রমাণদ্বারাই প্রতীত হয়, আর সেই বস্তুর অন্তরূপ অর্থাৎ অযথার্থরূপ ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয়, এই যে ন্যায় বা নিয়ম, ইহা সর্বলোকপ্রসিদ্ধ।

টীকা—“যৎ”—যে বস্তু, যেমন শুক্লি প্রভৃতি, “যথা বর্ততে”—যে রূপে অর্থাৎ শুক্লি আদিক্রমে থাকে; “তস্ম তথাভূৎ মানতঃ ভাতি”—তাহার সেই রূপটি প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ

দ্বারা প্রতীত হইয়া থাকে ; “অনুথাবম্ ভ্রমেণ ভাতি”—আর সেই শুক্তি আদির যে বজ্রাদিরূপ, তাহা ভ্রান্তিবশতঃই প্রতীত হয় ; “অয়ম্ হ্রায়ঃ সার্বলোকিকঃ”—এই যে হ্রায় বা নিয়ম, ইহা সর্বজনপ্রসিদ্ধ । ৬৫

এইরূপ ভ্রান্তিবশতঃই বিপরীত প্রতীতি ঘটে, ইহা বুঝাইয়া তাহার নিবৃত্তির জন্ম সদ্ব্যবস্থা ও আকাশের বিবেক বা পৃথক্করণরূপ উপায় বলিতেছেন :

(ঘ) সদ্ব্যবস্থা ও আকাশের  
বিপরীত প্রতীতির  
নিবৃত্তির উপায়—বিচার।

এবং শ্রুতিবিচারাৎ প্রাগ্‌যথা যদ্ব্যবস্থা ভাসতে ।

বিচারেণ বিপর্যেতি ততস্তচ্চিন্ত্যতাং বিয়ৎ ॥৬৬

অর্থ—এবম্ শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্ যৎ বস্তু যথা ভাসতে ( তং ) বিচারেণ বিপর্যেতি, ততঃ তং বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্ ।

অনুবাদ—এই প্রকার শ্রুত্যাৰ্থ বিচারের পূর্বে যে ( ব্রহ্মরূপ ) বস্তু যে ( অযথার্থ ) রূপেই প্রতিভাত হউক না কেন, শ্রুত্যাৰ্থের অর্থাৎ ব্রহ্মের বিচারের পরে তাহা বিপরীত অর্থাৎ যথার্থরূপ বা ব্রহ্মরূপ ধারণ করে । সেইহেতু এক্ষণে আকাশের স্বরূপ চিন্তা কর ।

টীকা—“এবম্”—( ৬৩ হইতে ৬৫ শ্লোকে ) বর্ণিত প্রকারে ; “শ্রুতিবিচারাৎ প্রাক্”—শ্রুতিব অর্থের ( ব্রহ্মের ) বিচার করিবার পূর্বে অর্থাৎ বিবেকবিহীন অবস্থায়, “যৎ বস্তু যথা ভাসতে”—যে সূক্ষ্ম ব্রহ্ম ভ্রান্তিবশতঃ যে আকাশাদিরূপে থাকেন, “তং বিচারেণ বিপর্যেতি”—তাহা ( সেই সূক্ষ্ম ব্রহ্ম ) শ্রুতির অর্থের পর্য্যালোচনাদ্বারা বিপর্যায় প্রাপ্ত হন অর্থাৎ আকাশাদিরূপ পরিত্যাগ করিয়া সূক্ষ্ম ব্রহ্মই হইয়া যান । “ততঃ”—সেইহেতু অর্থাৎ শ্রুতিব বিচারদ্বারা ব্রহ্মরূপ বস্তু ও আকাশের যথার্থ স্বরূপ দেখিতে পাইবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া ; “তং বিয়ৎ চিন্ত্যতাম্”—সেই আকাশকে বিচার কর অর্থাৎ সদ্ব্যবস্থা হইতে ভিন্ন বলিয়া বুঝ ; এস্থলে বিচার শব্দের অর্থ ‘ভেদজ্ঞান করা’ । ৬৬

সেই বিচারের স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

ভিন্নে বিয়ৎসতী শব্দভেদাদ্বুদ্ধেঃ ভেদতঃ ।

(ঙ) সেট  
ধরূপ ।

বায়ুদিষ্মনুত্তরন্তং সন্ম তু ব্যোমেতি ভেদধীঃ ॥ ৬৭

অর্থ—বিয়ৎসতী ভিন্নে ( ভবতঃ )—( প্রতিজ্ঞা ), শব্দভেদাৎ—( হেতু ) ; বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ—( অপর হেতু ) ; বায়ুদিষু সৎ অনুত্তরন্তং, ব্যোম তু ন ইতি ভেদধীঃ ।

অনুবাদ—আকাশ পদার্থ ও সংপদার্থ পরস্পর ভিন্ন, কেননা, আকাশ-বাচক শব্দ ও সজ্জাচক শব্দ এক নহে ; আকাশ ও সদ্ব্যবস্থার জ্ঞান বা প্রতীতিও এক নহে । বায়ু প্রভৃতি বস্তুতে সদ্ব্যবস্থা অনুশূন্যত রহিয়াছে, কেননা, লোকে বলে ‘বায়ু: অস্তি’—( বায়ু অস্তিত্ববান ), অস্তিতাই সদ্ব্যবস্থা ; আকাশ বায়ুতে

অমুখ্যাত নাই, কেননা, লোকে বলে না “বায়ুঃ আকাশম্”; ইহাই তদুভয়ের ভেদপ্রতীতি।

টীকা—“বায়ুংসতী ভিন্নে”—আকাশ ও সদস্য পরস্পর ভিন্ন; এইরূপে প্রতিজ্ঞার আকারে স্থাপিত অর্থের হেতু বলিতেছেন—“শব্দভেদাৎ”—যেহেতু ‘আকাশ’ ও ‘সং’ এই দুই শব্দ ভিন্ন পর্যায়ে অস্তগত, সেইহেতু সেই দুইটি ভিন্ন পদার্থ। একার্থবোধক ভিন্ন ভিন্ন শব্দের শ্রেণীকে ‘পর্যায়’ বলে। ভিন্ন ভিন্ন শব্দ ভিন্নার্থবোধক হইলে ‘অপর্যায়’ শব্দ হয়। এস্থলে অমুখ্যাত এইরূপ হইবে—‘সং’ ও ‘আকাশ’ পরস্পর ভিন্ন (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উভয়ের নাম অপর্যায় শব্দ—(হেতু); যথা ঘট ও পট (দৃষ্টান্ত)। উক্ত প্রতিজ্ঞাত অর্থের অপর এক হেতু দিতেছেন—“বুদ্ধেঃ চ ভেদতঃ”—আর যেহেতু উভয়ের জ্ঞানেও ভেদ রহিয়াছে; এস্থলেও যে অমুখ্যাত রহিয়াছে তাহার আকার এইরূপ—‘সং’ ও ‘আকাশ’ পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু উভয়ের জ্ঞানের ভেদ রহিয়াছে—(হেতু); যথা ঘট ও পট—(দৃষ্টান্ত)। এস্থলে এক আশঙ্কা উঠিতে পারে যে, প্রথমোধ্যায়ের (৩ হইতে ৭ শ্লোকে) জ্ঞানের যে চিরন্তন অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ ঘটিতেছে। (সমাধান)—এস্থলে বিরোধ নাই। কেননা, সেস্থলে জ্ঞান বলিতে চৈতন্যরূপ জ্ঞান বুঝিতে হইবে এবং এস্থলে বুদ্ধির বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে বুঝান হইতেছে। জ্ঞানের ভেদরূপ সেই হেতুটিকে স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন—“বাযুদিষু সং অমুখ্যাতম্, ন তু ব্যোম”—বায়ু প্রভৃতিতে সদস্য অমুখ্যাত রহিয়াছে কিন্তু আকাশ অমুখ্যাত নাই; তাৎপর্য এই—বায়ু প্রভৃতি চারিভূত, বায়ু সং, তেজ সং এইরূপে সদস্য অমুখ্যাত রহিয়াছে দেখা যায়; কেননা, ‘বায়ু আকাশ’, ‘তেজ আকাশ’, এইরূপ প্রতীতি হয় না। এইরূপ যে জ্ঞান “ইতি ভেদদ্বীঃ”—ইহাই হইল ভেদবুদ্ধি। ৬৭

এই প্রকারে সদস্য ও আকাশের ভেদ সিদ্ধ করিয়া আকাশের সত্তা, যাহা ভ্রান্তি বা অবিচারবশতঃ প্রতীত হয় এবং যাহাতে আকাশকে ধর্মী (আশ্রয়) এবং সত্তাকে ধর্ম (আশ্রিত) বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা বিচার করিয়া দেখিলে উন্টাইয়া যায়। সেই বিচারই দেখাইতেছেন :—

(৮) সদস্যের ধর্মীতাবৎ সদস্যধিকবৃত্তিত্বাদ্বাঙ্গি ব্যোমস্তু ধর্মত।।

এবং আকাশের  
ধর্মতাবৎ।

ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ক্রহি ব্যোম কিমান্বকম্ ॥ ৬৮

অর্থ—সদস্য অধিকবৃত্তিত্বাৎ ধর্মী (ভবতি), ব্যোমঃ তু ধর্মতঃ; ধিয়া সতঃ পৃথক্-কারে ব্যোম কিমান্বকম্ ক্রহি।

অমুখ্যাত—যাহা যদপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত, তাহা তাহার ধর্ম নহে, কিন্তু তাহার আশ্রয় বলিয়া ধর্মী। ব্রহ্ম বা সদস্য অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন আশ্রয় বা ধর্মী এবং আকাশ হইতেছে ধর্ম; এখন বুদ্ধি বা

বিচারদ্বারা সদ্বস্ত্রকে আকাশ হইতে ভিন্ন করিয়া ফেলিলে, আকাশের স্বরূপটি কি তাহা বল, অর্থাৎ কিছুই নহে।

টীকা—রূপ, রস প্রভৃতি গুণসমূহে অল্পগত ঘটাদি দ্রব্যের দ্রব্যতার ঞায়, আকাশ বায়ু ইত্যাদিতে সতের ধর্ম্মই বা আশ্রয়ভাব অল্পগত রহিয়াছে; আবাব রস, স্পর্শ, গন্ধ প্রভৃতি গুণ হইতে রূপ-গুণ যেমন ভিন্ন, সেইরূপ বায়ু প্রভৃতি হইতে আকাশের ধর্ম্মরূপতা বা আশ্রিতভাব ভিন্ন। তাৎপৰ্য্য এই—ব্যাপক বা ‘মহৎ’ বস্তু অর্থাৎ অধিক দেশে অবস্থিত বস্তু, ব্যাপ্য বা ‘অল্প’ বস্তুর আধার বা আশ্রয় হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যাপক বস্তুটি হয় ধর্ম্মী, এবং সেই ব্যাপ্য বস্তুটি হয় ধর্ম্ম। যেমন রূপবসাদি গুণের আশ্রয়, দ্রব্য; সেই দ্রব্য অর্থাৎ দ্রব্যতা রূপবসাদি গুণের এক একটির অপেক্ষা অধিক দেশে অবস্থিত অর্থাৎ ব্যাপক বলিয়া হইল ধর্ম্মী, এবং রূপবসাদি গুণ অল্পবস্তু অর্থাৎ নানদেশে অবস্থিত বস্তু, (পরস্পর এবং আপনাপন আশ্রয় দ্রব্য হইতে ব্যভিচারী অনল্পগত বা ভিন্ন হইয়া) ব্যাপ্য বা আশ্রিত বলিয়া হইল ধর্ম্ম। অদ্বাদ্বাকারে অবস্থিত রজ্জুখণ্ডে কেহ দেখিল সর্প, কেহ দেখিল জলধারা, কেহ দেখিল ভূমির ফাট, কেহ দেখিল মালা। এই সকলপ্রকার প্রতীতিতে অর্থাৎ সর্পরূপতা, ধারারূপতা, ফাটরূপতা, এবং মালারূপতায় রজ্জুব ‘ইদন্তা’ অর্থাৎ একটা-কিছু-রূপতা অমুখ্যাত রহিয়াছে; এইহেতু রজ্জুর সেই ‘ইদন্তা’ অধিক দেশে অবস্থিত, ব্যাপক এবং অব্যভিচারী অর্থাৎ উক্ত সকল রূপেই অল্পগত বলিয়া হইল ধর্ম্মী এবং সর্পরূপতা প্রভৃতি পরস্পর এবং আপন আশ্রয় হইতে, ভিন্ন বলিয়া এবং ব্যাপ্য বলিয়া হইল ধর্ম্ম।

(শঙ্কা) ভাল, ঘট-দ্রব্য হইতে ভিন্ন রূপগুণের যেমন বাস্তবতা সিদ্ধ, সেইরূপ ‘সৎ’ হইতে ভিন্ন আকাশেরও বাস্তবতা সিদ্ধ হউক। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া বলিতেছেন যে, (সমাধান)—সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের নিরূপণ একেবারে অসাধ্য; সেই সৎ হইতে ভিন্ন আকাশের বাস্তবতা সিদ্ধ হইবে, এইরূপ বলা চলিবে না। তাৎপৰ্য্য এই—রূপ এবং আকাশের, আপনাপন আশ্রয় হইতে অর্থাৎ যথাক্রমে ঘটদ্রব্য এবং সদ্বস্ত্র হইতে যে ভেদ, সেই অংশে পরস্পর সাদৃশ্য আছে বটে কিন্তু বাস্তবতা ও, অবাস্তবতা অংশে সাদৃশ্য নাই; এইহেতু ঘটাপ্রতি রূপের ঞায় সদ্বস্ত্রের আশ্রিত আকাশের বাস্তবতা নাই। এই কথাই বলিতেছেন : “ধিয়া সতঃ পৃথক্কারে ব্যোম কিমাত্মকম্ ক্রহি”—বুদ্ধি বা বিচারদ্বারা সদ্বস্ত্রকে ইত্যাদি (অল্পবাদে দ্রষ্টব্য)। ৬৮

(শঙ্কা) ‘সদ্বস্ত্র হইতে ভিন্ন করিয়া আকাশের নিরূপণ অসাধ্য, এরূপ বলা চলে না’ এই বলিয়া বাদী যদি আশঙ্কা করেন, সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন (সমাধান) :—

(হ) সৎ হইতে ভিন্ন অবকাশাত্মকং তচ্ছেদসত্ত্বাদিতি চিন্ত্যতাম্।

আকাশের অসঙ্গতা।

ভিন্নং সতোহসচ্চ নেতি বন্ধি চেদ্যাহতিস্তব ॥ ৬৯



অম্বয়—‘তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ’—(তৎ) অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্। সতঃ ভিন্নম্ অসৎ চ ন ইতি বন্ধি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (শ্রাৎ)।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তী বাদীকে বলিতেছেন) যদি বল, সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই হইবে, তবে বলি, সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া সেই আকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝিতে হইবে, কেননা, যাহা সৎ নহে তাহাকে আবার ‘অসৎ নহে’ বলিলে তোমার পক্ষে ‘ব্যাঘাত’-দোষ হইবে।

টীকা—“তৎ অবকাশাত্মকম্ চেৎ”—(যদি বাদী বলে) সৎ হইতে ভিন্ন হইলে আকাশ অবকাশরূপই থাকিবে (যেমন কোনও বস্তুকে উঠাইয়া লইলে তাহার স্থানে আকাশই থাকিয়া যায়, সেইরূপ), আকাশকে উঠাইয়া লইলে আকাশই থাকিবে—বাদীর এই আপত্তির পরিহার করিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—তাহা হইলে সেই আকাশ সৎ হইতে ভিন্ন বলিয়া অসৎই হইবে, “তৎ অসৎ ইতি চিন্ত্যতাম্”—সেই অবকাশকে অসৎ বলিয়াই বুঝ। ‘সৎ হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্ন আকাশ, অসৎ নহে’,—বাদী এইরূপ বলিলে যে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—“সতঃ ভিন্নম্, অসৎ চ ন ইতি বন্ধি চেৎ, তব ব্যাহতিঃ (শ্রাৎ)”—‘সৎ হইতে ভিন্ন অথচ অসৎ নহে, যদি এইরূপ বল তাহা হইলে তোমার ‘ব্যাঘাত’-দোষ হয়। ৬৯

(শঙ্কা) ভাল, আকাশ যদি অসৎই হইল, তাহা হইলে ত’ তাহার প্রতীতি হওয়া উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, আকাশ তুচ্ছ অর্থাৎ প্রতীতির অযোগ্য শব্দকল্প প্রভৃতি হইতে বিলক্ষণ বা ভিন্নস্বভাব—অনির্কটনীয় বলিয়া আকাশের প্রতীতিতে কোনও বিরোধ নাই।

(জ) অস্বরূপ আকাশের প্রতীতিতে বিরোধ নাই। **ভাতীতি চেদ্রাতু নাম ভূষণং মায়িকস্ত তৎ।**  
**যদসম্ভাসমানং তন্মিথ্যা স্বপ্নগজাদিবৎ ॥ ৭০**

অম্বয়—ভাতী ইতি চেৎ, ভাতু নাম; তৎ মায়িকস্ত ভূষণম্। যৎ অসৎ ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ।

অনুবাদ—যদি বল, যে-আকাশকে অসৎ বলা হইল, তাহার প্রতীতি বা উপলব্ধি হয় কেন? তবে বলি, উপলব্ধি হয়, হউক; সেই উপলব্ধি মায়াকার্যের ভূষণস্বরূপ, অর্থাৎ তাহার উপযুক্তই বটে, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি।

টীকা—“ভাতী ইতি চেৎ ভাতু নাম”—যদি বল, তাহা যে প্রতীতি হয়, তৎক্ষণে বলি, ‘হউক না কেন’, “তৎ মায়িকস্ত ভূষণম্”—তাহাই ত’ হইল মায়ার কার্যের শোভা-সম্পাদক বা “তারিফ”। আকাশের প্রতীতিতে বিরোধাভাব দেখাইবার জন্য মিথ্যাবস্তুর লক্ষণ দৃষ্টান্তের সহিত বলিতেছেন :—“যৎ অসৎ (অথচ) ভাসমানম্ তৎ মিথ্যা, স্বপ্নগজাদিবৎ”

—যাহা অসং অথচ প্রতীত হয়, তাহা মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট গজ প্রভৃতি। যে বস্তু স্বরূপতঃ অবিদ্যমান অথচ প্রতীত বা উপলব্ধ হয়, তাহাই ত' মিথ্যা, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট হস্তী প্রভৃতি। ইহাই অর্থ। ১০

ভাল, অব্যভিচারিভাবে একসঙ্গে প্রতীয়মান দুই বস্তুর ভেদ ত' দেখা যায় না—  
এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) অব্যভিচারিভাবে  
একসঙ্গে প্রতীয়মান সমস্ত  
ও আকাশের ভেদপ্রদর্শন  
—দৃষ্টান্ত সহিত।

জাতিব্যক্তী দেহিদেহৌ গুণদ্রব্যো যথা পৃথক্।

বিয়ৎসতোস্তুথৈবাস্তু পার্থক্যং কোহত্র বিস্ময়ঃ ॥৭১

অর্থ—যথা জাতিব্যক্তী, দেহিদেহৌ, গুণদ্রব্যো পৃথক্, তথা এব বিয়ৎসতোঃ পার্থক্যম্  
অস্ত, অত্র কঃ বিস্ময়ঃ ?

অনুবাদ—জাতি ও ব্যক্তি, দেহী (জীব) ও দেহ, গুণ ও দ্রব্য ইহারা  
যে প্রকার পরস্পর পৃথক্, ঠিক সেইরূপেই আকাশ ও সমস্তের ভেদ হইবে,  
ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? কিছুই নাই।

টীকা—অনেক (একাধিক) ধর্ম্মীতে অনুগত ধর্ম্মের নাম জাতি এবং জাতির আশ্রয়ের  
নাম ব্যক্তি। এইরূপে জাতি এবং ব্যক্তি যথাক্রমে ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী বলিয়া পরস্পর ভিন্ন। দেহী  
বা আত্মা সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-স্বরূপ এবং দেহ মিথ্যা-জড়-পরিচ্ছিন্নস্বরূপ; এইরূপে দেহী ও  
দেহ পরস্পর ভিন্ন। গুণ ও দ্রব্য গুণভাব ও গুণিভাবদ্বারা পরস্পর ভিন্ন। বেদান্তের  
সিদ্ধান্তে বাস্তব ভেদ নাই, কেননা, কোন বস্তুরই অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সম্ভা নাই। সেই  
অধিষ্ঠান সকল বস্তুতেই একমাত্র ব্রহ্ম; স্ততরাং অভেদই বাস্তব। তথাপি ব্যবহারনিরূপার  
জ্ঞান কল্পিত ভেদ মানা হইয়া থাকে। যতপি, —‘কল্পিত বস্তুর সম্ভা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন  
নহে’—এই নিয়মামুসারে অধিষ্ঠান সমস্ত হইতে কল্পিত আকাশের ভেদ সম্ভব হয় না,  
তথাপি যেমন গাছের গুঁড়িতে মানুষ বলিয়া ভ্রম হইলে, সেইস্থলে মানুষের মিথ্যাঅনিশ্চয়  
বা বাধ করিলেই মানুষ ও গুঁড়ি অভিন্ন বুঝা যায় এবং সেইরূপ মিথ্যাঅনিশ্চয় করিয়া  
ভ্রান্তিদূর না করিলে বুঝা যায় না, কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। সেইরূপ  
আকাশের বাধ করিলেই সমস্তের সহিত অভেদ বুঝা যায়; সেইরূপ বাধ করিয়া ভ্রান্তিদূর  
না করিলে, অভেদ বুঝা যায় না; কেননা, সেই অভেদ ভ্রান্তিবশতঃই কল্পিত। যেহেতু  
বিচার না করিলে আকাশের বাধ হয় না, সেইহেতু সমস্ত ও আকাশের মধ্যে ভেদেব  
কল্পনামাত্র করা হইয়া থাকে। বস্তুতঃ আকাশ যখন নাই, তখন আবার সমস্ত হইতে  
তাহার ভেদ কি ? কোন কারণেই ভেদ হইতে পারে না। ভ্রমাপনয়নরূপ ব্যবহারনিরূপার্থই  
ভেদের কল্পনা। ৭১

‘আকাশ ও সমস্তের ভেদ যতপি বিচারে পাওয়া যাইতেছে, তথাপি অনুভবদ্বারা নিশ্চয়  
হয় না’—বাদীর এই আশঙ্কার কথা বলিতেছেন :—

(এ) পূর্ণগত ছয়টি স্রোকে বুদ্ধোহপি ভেদো নো চিত্তে নিরুদ্ভিঃ যাতি চেত্তদা।  
বর্ণিত ভেদের নিশ্চয় করিবার জন্য সিদ্ধান্তীয় বিকল্পপূর্বক উত্তর।  
অনৈকাগ্র্যাং সংশয়াদ্বা রূঢ়্যভাবোহস্ম তে বদ ॥৭১

অর্থ—ভেদঃ বুদ্ধঃ অপি চিত্তে নিরুদ্ভিঃ নো যাতি ( ইতি ) চেৎ, তদা বদ তে  
অস্ম রূঢ়্যভাবঃ অনৈকাগ্র্যাং ( হেতোঃ ) বা সংশয়াং ?

অনুবাদ—যদি বল ‘সদ্বস্ত্ব ও আকাশের ভেদ বিচারে পাওয়া গেলেও  
অনুভবে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া মনে ধরিতেছে না’, তবে জিজ্ঞাসা করি—  
মনে না ধরার কারণটি কি একাগ্রতার অভাব, অথবা সংশয় ?

টীকা—বাদীর আপত্তির পরিহারের জন্য, সেই নিশ্চয়্যভাবের অর্থাৎ মনে না লাগার  
কারণ সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন বিকল্প করিয়া ; সেই বিকল্পটি বলিতেছেন—একাগ্রতার  
অভাব, অথবা সংশয় ? ৭২

এক্ষেণে বিকল্পদ্বয়ের অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবের এবং সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—

অপ্রমত্তো ভব ধ্যানাদাত্তোহন্যস্মিন্ বিবেচনম্ ।

কুরু প্রমাণযুক্তিভ্যাং ততো রূঢ়তমো ভবেৎ ॥ ৭৩

অর্থ—আত্মে ধ্যানাৎ অপ্রমত্তঃ ভব, অন্যস্মিন্ প্রমাণযুক্তিভ্যাং বিবেচনম্ কুরু ; ততঃ  
রূঢ়তমঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—যদি প্রথমটিই অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবই কারণ হয়, তবে অবধান-  
যুক্ত হও ; আর যদি অপরটিই অর্থাৎ সংশয়ই কারণ হয়, তবে প্রমাণ ও  
যুক্তির সাহায্যে বিচার কর ও তাহা হইলে সদ্বস্ত্ব ও আকাশের ভেদ দৃঢ়ভাবে  
মনে ধরিবে ।

টীকা—“আত্মে”—প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ একাগ্রতার অভাবে, “ধ্যানাৎ”—পতঞ্জলি যে  
ধ্যানের লক্ষণ করিয়াছেন—( “যোগমণিপ্রভা” —৭৮ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ) প্রত্যয়ের বা চিত্তবৃত্তির  
একতানতাকে ধ্যান বলে অর্থাৎ চিত্তবৃত্তির একই বস্তুর ( এস্থলে অস্তি-ভাতি-প্রিয়ের ) আকার  
ধরিয়া প্রবাহ চলিতে থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে,—সেই ধ্যানকে আশ্রয় করিয়া, “অপ্র-  
মত্তঃ ভব”—সাবধানমনা বা একাগ্রচিত্ত হইয়া থাক। দ্বিতীয় বিকল্পে, পরিহারের উপায়  
অর্থাৎ সংশয়ের প্রতীকার বলিতেছেন :—“বিবেচনম্ কুরু”—বিচার কর। তাহা হইলে কি  
হইবে ? এইহেতু বলিতেছেন :—“ততঃ রূঢ়তমঃ ভবেৎ”—তাহা হইলে সেই ভেদ দৃঢ়তম  
হইয়া অর্থাৎ নিশ্চিতভাবে, মনে বসিবে । ৭৩

তাহা হইলেও বা কি হইবে ? এইহেতু বলিতেছেন :—

ধ্যানান্মানাদ যুক্তিতোহপি রূঢ়ে ভেদে বিয়ৎসতোঃ ।

ন কদাচিদ্ বিয়ৎ সত্যং সদ্বস্ত্ব ছিদ্রবন্ম চ ॥ ৭৪

অম্বয়—ধানাং মানাং যুক্তিতঃ বিয়ৎসতোঃ ভেদে রূঢ়ে (সতি) বিয়ৎ কদাচিৎ সত্যম্ ন (ভাসতে), সদ্বস্ত্ব অপি (কদাচিৎ) ছিদ্রবৎ ন চ (ভাসতে)।

অনুবাদ—ধানাভ্যাস করিলে, এবং শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তিসহকারে বিচার করিলে, যখন আকাশ ও সদ্বস্ত্বের ভেদ দৃঢ়ভাবে মনে ধরিবে, তখন আকাশকে আর সত্যবস্ত্ব বলিয়া মনে হইবে না, বা সদ্বস্ত্বকে আকাশধর্ম্মক বা অবকাশ-যুক্ত বলিয়া মনে হইবে না।

টীকা—“ধানাং”—যে ধানের লক্ষণ ৭৩ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় উক্ত হইয়াছে, তাহার সাহায্যে, “মানাং”—অনুমানের সাহায্যে, সেই অনুমান পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে এইরূপে :—আকাশ ও সদ্বস্ত্ব এই দুইটি পরস্পর ভিন্ন—(প্রতিজ্ঞা); কেননা, তদ্বস্ত্বের বাচক শব্দ ভিন্নপর্ধ্যায়ের অন্তর্গত, এবং তদ্বস্ত্বের প্রতীতিও এক নহে—(হেতু)। অথবা “মানাং”—শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণের সাহায্যে; “যুক্তিতঃ”—৬৮ হইতে ৬৯ টি শ্লোকে উক্ত যুক্তির সাহায্যে—অর্থাৎ সদ্বস্ত্ব বা ব্রহ্ম অধিক দেশে অবস্থিত বলিয়া ধর্ম্ম ইত্যাদি রূপে। এইরূপে ধ্যান (নিদিধ্যাসন) প্রভৃতি তিনটি উপায়ে আকাশ ও সদ্বস্ত্বের ভেদ মনে দৃঢ়ভাবে স্থিতিলাভ করিলে, আকাশ কখনই সত্য (বলিয়া প্রতীত) হয় না কিন্তু মিথ্যা বলিয়াই প্রতীত হয় এবং সদ্বস্ত্বও অবকাশযুক্ত বলিয়া, “ন ভাসতে”—প্রতীত হয় না; এইরূপে “ভাসতে” এই প্রকাশার্থক ক্রিয়া উহা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ৭৪

(ট) আকাশ ও সদ্বস্ত্ব  
পার্থক্যবিচারের ফল।

জ্ঞস্ত্ব ভাতি সদা ব্যোম নিস্তব্ধোল্লেকপূর্বকম্।

সদ্বস্ত্বপি বিভাত্যস্ত্ব নিশ্চিদ্রত্বপুরঃসরম্ ॥ ৭৫

অম্বয়—জ্ঞস্ত্ব ব্যোম সদা নিস্তব্ধোল্লেকপূর্বকম্ ভাতি; সদ্বস্ত্ব অপি অস্ত্ব নিশ্চিদ্রত্ব-  
পুরঃসরম্ বিভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারশীল ব্যক্তির নিকট, আকাশ আপনার মিথ্যাত্ব জানাইয়া প্রতিভাত হয়, এবং সদ্বস্ত্বও সর্বদা আপনার আকাশধর্ম্মশূন্যতা জানাইয়া প্রকাশ পাইয়া থাকেন। ৭৫

আকাশের মিথ্যাত্ব এবং সদ্বস্ত্বের বস্তুতা বা সত্যত্ব নিরন্তর চিন্তা করিয়া সাধকের কি প্রকার অনুভব হয় তাহাই বলিতেছেন :—

বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্।

সন্মাত্রাবোধযুক্তঞ্চ দৃষ্ট্ৱা বিস্ময়তে বৃধঃ ॥ ৭৬

অম্বয়—বৃধঃ বাসনায়াং বিবৃদ্ধায়াং বিয়ৎসত্যত্ববাদিনম্ সন্মাত্রাবোধযুক্তম্ চ দৃষ্ট্ৱা বিস্ময়তে।

অনুবাদ—আকাশের অসত্যতা এবং সদ্বস্ত্বের সত্যতা বারম্বার ধ্যান করিয়া যে সংস্কার জন্মে (এবং যে সংস্কার পরে স্মৃতির কারণ হয়) সেই

সংস্কার যখন দৃঢ়তালাভ করে, তখন সেই তদ্বজ্ঞ, আকাশের সত্যত্ববাদী এবং সেই ‘কেবল’ সদ্বস্তুর বিষয়ে জ্ঞানহীন ব্যক্তিকে দেখিয়া বিস্ময়প্রাপ্ত হন।

টীকা—“বুধঃ”—যিনি আকাশ ও সদ্বস্তুর যথার্থ স্বরূপ জানেন ; “বিস্ময়ং সত্যত্ববাদিনম্” আকাশকে সত্য বলিয়া গ্রহণের বিশ্বাস, তাঁহাকে ; “সম্মাত্রাবোধযুক্তম্”—সেই সদ্বস্তুর আকাশধর্ম-বিবর্জিত একমাত্র সত্য, এই তথ্য গ্রহণের অজ্ঞাত, তাঁহাকে দেখিয়া বিস্মিত হন—( কি প্রকারে ইহার বিশ্বাস অটুট রহিয়াছে ? ) ইহাই তাৎপর্য। ৭৬

৩। সদ্বস্তুর হইতে বায়ুর বিবেক।

আকাশাদি বিষয়ে যে সকল স্মার বা নিয়ম কথিত হইল, আকাশভিন্ন অগ্র ভূতচতুষ্টয়ে—বায়ু প্রভৃতিতে তাহারই অতিদেশ করিতেছেন :—

(ক) পূর্বগত সত্তের টি শ্লোকে  
আকাশ সম্বন্ধে যাহা বলা  
হইল, বায়ু প্রভৃতিতে  
তাহার অতিদেশ।

এবমাকাশমিথ্যাভে সংসত্যে চ বাসিতে।

ত্য়্যেনানেন বায়ুদেঃ সদ্বস্তুর প্রবিবিচ্যাতাম্ ॥ ৭৭

অর্থ—আকাশমিথ্যাভে সংসত্যে চ এবম্ বাসিতে (সতি), অনেন ত্য়্যেন বায়ুদেঃ (সকাশাৎ) সদ্বস্তুর প্রবিবিচ্যাতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে আকাশের মিথ্যাভের সংস্কার এবং সদ্বস্তুর সত্যত্বের সংস্কার চিত্তে দৃঢ়ভাবে সমারূঢ় হইলে, সেই প্রণালীতেই অর্থাৎ ধ্যান, প্রমাণ ও যুক্তির সাহায্যে, বায়ু প্রভৃতি অগ্র চারিভূত হইতে সদ্বস্তুর বিবেচনা করিতে হইবে—সদ্বস্তুর পৃথক্ করিয়া ধারণা করিতে হইবে। ৭৭

(শঙ্কা) ভাল, বায়ু হইল আকাশের কার্য ; সদ্বস্তুর বায়ুর কারণ নহে, স্মরণ্য সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর অভেদপ্রতীতি অসম্ভব। এইহেতু বায়ু হইতে সদ্বস্তুর বিবেচনা বা পৃথক্করণ নিষ্পয়োজন। (সমাধান) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর সাক্ষাৎ-সম্বন্ধ নাই বটে কিন্তু আকাশদ্বারা পরম্পরক্রমে সম্বন্ধ রহিয়াছে—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) সদ্বস্তুর সহিত বায়ুর  
পরম্পরক্রমে তাদাস্থা-  
সম্বন্ধ।

সদ্বস্তুর্যেকদেশস্থা মায়া তত্রৈকদেশগম্।

বিস্তৃত্ত্রাপ্যেকদেশগতো বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ ॥ ৭৮

অর্থ—সদ্বস্তুর একদেশস্থা মায়া, তত্র একদেশগম্ বিষয় ; তত্র অপি একদেশগতঃ বায়ুঃ প্রকল্পিতঃ।

অনুবাদ—মায়া সদ্বস্তুর একাংশে অবস্থিত ; আকাশ আবার সেই মায়ার একদেশে অবস্থিত ; বায়ু আবার সেই আকাশের একাংশে কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে ‘আকাশের একাংশের’ অর্থ বুঝিতে হইবে—আকাশদ্বারা উপহিত চৈতন্ত্য বা চৈতন্ত্যের একাংশে, কেননা, আকাশ নিজেই মায়ার দ্বারা উপহিত চৈতন্ত্যে কল্পিত এবং এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অল্প কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া অসম্ভব ; সেইহেতু

এস্থলে এবং অন্তর এইরূপই বুঝিতে হইবে অর্থাৎ উপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া বুঝিতে হইবে। ৭৮

এইরূপে বায়ুর ও সদ্বস্তুর সধক দেখাইয়া সেই সদ্বস্ত ও বায়ুর ধর্মগত তেদের পরিজ্ঞানজন্য বায়ুতে প্রত্যুত ধর্মসকল বলিতেছেন :—

(গ) বায়ুর নিজ ধর্ম চারিটি মাত্র এবং কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি, মোট সাতটি।

**শোষস্পর্শো গতির্বেগো বায়ুধর্ম্মা ইমে মতাঃ ।**  
**ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ সন্মায়্যব্যোম্মাং যে তেহপি বায়ুগাঃ ॥৭৯**

অর্থ—শোষস্পর্শো গতিঃ বেগঃ ইমে বায়ুধর্ম্মাঃ মতাঃ । সন্মায়্যব্যোম্মাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ তে অপি বায়ুগাঃ ।

অনুবাদ—শোষণ, স্পর্শ, গতি ও বেগ এই চারিটি বায়ুর স্বাভাবিক ধর্ম বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে। আর সদ্বস্ত, মায়া এবং আকাশ ইহাদের প্রত্যেকের এক একটি করিয়া তিনটি গুণ বায়ুতে আছে অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা, মায়াব মিথ্যাহ এবং আকাশের শব্দগুণ বায়ুতে বিদ্যমান।

টীকা—বায়ুর নিজ স্বভাবগত চারিটি ধর্ম—শোষণ, স্পর্শ, গতি এবং বেগ। এইরূপে বায়ুর নিজস্ব চারিটি ধর্মের উল্লেখ করিয়া বায়ুর কারণ আকাশাদি হইতে প্রাপ্ত তিনটি ধর্ম বলিতেছেন :—“সন্মায়্যব্যোম্মাং যে ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ”—সদ্বস্ত, মায়া এবং আকাশ যথাক্রমে ইহাদিগের যে বিশেষ বিশেষ তিনটি গুণ, “তে অপি বায়ুগাঃ”—তাহা বায়ুতে বিদ্যমান। ৭৯

সেই ধর্মগুণি কি কি? এইহেতু বলিতেছেন :—

**বায়ুরন্তীতি সদ্ভাবঃ সতো বায়ৌ পৃথক্কৃতে ।**  
**নিম্নত্বরূপতা মায়াস্বভাবো ব্যোমগো ধ্বনিঃ ॥ ৮০**

অর্থ—বায়ুঃ “অন্তী” ইতি সদ্ভাবঃ, সতঃ বায়ৌ পৃথক্কৃতে নিম্নত্বরূপতা মায়াস্বভাবঃ, ধ্বনিঃ ব্যোমগঃ ।

অনুবাদ—‘বায়ু আছে’ এই যে বায়ুর অস্তিত্ব, তাহা সদ্বস্তুর স্বভাব এবং সদ্বস্ত হইতে বায়ুকে পৃথক করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা, তাহা মায়াব স্বভাব; আর বায়ুতে যে ধ্বনি বা শব্দগুণ উপলব্ধ হয়, তাহা বায়ুর (উৎপত্তির কারণ বা প্রকৃতিরূপ) আকাশের স্বভাব।

টীকা—“বায়ুঃ অস্তী ইতি সদ্ভাবঃ”—‘বায়ু আছে’ এইরূপ ব্যবহারের বা অনুভবপূর্বক (লোকপ্রসিদ্ধ) কথনের হেতু যে সদ্ভাবতা, তাহা বায়ুতে সদ্বস্তুর একটি ধর্ম; আর বায়ুকে সদ্বস্ত হইতে পৃথক করিলে, বায়ুর যে মিথ্যারূপতা দ্বিতীয় ধর্ম, তাহা মায়া হইতে প্রাপ্ত; আর বায়ুতে যে ‘বীসী’ এইরূপ শব্দ (৩য় শ্লোক বর্ণিত) বায়ুর তৃতীয় ধর্ম, তাহা আকাশ হইতে প্রাপ্ত। ৮০

শব্দ—( ভাল ) আকাশের বিচারকালে ( অর্থাৎ ৬৭ শ্লোকে ) বলা হইয়াছে বায়ু প্রভৃতিতে সদৃশ অনুরূপ রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ বায়ুতে অনুরূপ ( অনুসৃত ) নাই ; ইহা দ্বারাই সদৃশ ও আকাশের ভেদ বুঝা যায়—এইরূপে উক্ত শ্লোকে বায়ুপ্রভৃতিতে আকাশের অনুরূপ্তি নিবারণ করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত ( ৮০ সংখ্যক শ্লোকে ) বলা হইল, আকাশের ধর্ম শব্দ বায়ুতে অনুসৃত রহিয়াছে। এই প্রকারে বায়ুতে আকাশের অনুরূপ্তি কথিত হইল ; সুতরাং পূর্বাপরিবোধ হইল। এই শব্দই কথিত হইতেছে :—

( ঘ ) ৬৭ শ্লোকের  
সহিত ৮০ শ্লোকের  
বিরোধ-শব্দ ও তাহার  
সমাধান।

সতোহনুরূপ্তিঃ সর্বত্র ব্যোমো নেতি পুরেরিতম্।

ব্যোমানুরূপ্তিরধুনা কথং ন ব্যাহতং বচঃ ? ॥ ৮১

অর্থ—সতঃ অনুরূপ্তিঃ সর্বত্র ; ব্যোমঃ ন ইতি পুরা ঈরিতম্। অধুনা ব্যোমানুরূপ্তিঃ ( উচ্যতে )। বচঃ কথং ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, বায়ু প্রভৃতি সকল ( কার্য্য- ) বস্তুতে সদৃশ অনুরূপ্তি রহিয়াছে, কিন্তু আকাশ অনুরূপ্তি নাই। আবার এখানে বলা হইল, বায়ু প্রভৃতিতে ( শব্দ-গুণদ্বারা ) আকাশের অনুরূপ্তি রহিয়াছে ; ইহাতে আপনার বচন ব্যাঘাতদোষযুক্ত কেন হইবে না ?

টীকা—অর্থ করিবার সময়, “অধুনা ব্যোমানুরূপ্তিঃ ‘উচ্যতে’ ” ; এই প্রকারে ‘উচ্যতে’ শব্দ বাহির হইতে আনিতে হইবে। ৮১

( সমাধান )—পূর্বে ৬৭ সংখ্যক শ্লোকে, আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপের অনুরূপ্তি নিবারণিত আর এক্ষণে ৮০ সংখ্যক শ্লোকে আকাশের শব্দরূপ ধর্মের অনুরূপ্তি কথিত হইতেছে ; অবকাশরূপ স্বরূপের অনুরূপ্তি কথিত হয় নাই। ইহাতে পূর্বেত্তিবিবোধ না থাকতে, পূর্বেক্ত বচনে ব্যাঘাতদোষ নাই, এই কথাই বলা হইতেছে :—

ছিদ্রানুরূপ্তিনেতীতি পূর্বেত্তিরধুনা দ্বয়ম্।

শব্দানুরূপ্তিরেবোক্তা বচসো ব্যাহতিঃ কুতঃ ? ॥ ৮২

অর্থ—‘ছিদ্রানুরূপ্তিঃ ন ইতি’ ইতি পূর্বেত্তিঃ, অধুনা তু ইয়ম্ শব্দানুরূপ্তিঃ এব উক্তা, বচসঃ কুতঃ ব্যাহতিঃ ( শ্রুতঃ ) ?

অনুবাদ ও টীকা—পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বায়ুতে আকাশের অবকাশরূপ স্বরূপ অনুসৃত নাই ; আর এক্ষণে বলা হইল আকাশের শব্দগুণ ( মাত্র ) বায়ুতে অনুসৃত রহিয়াছে। ইহাতে বচনে ব্যাঘাতদোষ কি প্রকারে আসিবে ? ( কোনও প্রকারে নহে )। ৮২

( শব্দ )—ভাল, বায়ুকে যখন সংস্করণ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া মিথ্যা এবং মায়াময় বলা হইতেছে, তখন অব্যক্তস্বরূপ মায়া হইতে বিলক্ষণ বলিয়া, ( ব্যক্তস্বরূপ ) বায়ুকে অমায়াময় অর্থাৎ অমিথ্যারূপ কেন বলা যাইবে না ? সিদ্ধান্ত বিষয়ে এই আশঙ্কাই উত্থাপন করিতেছেন :—

১। বায়ু মায়ায় কাণ্ড  
হতে পাবে না বলিয়া  
২। উচ্চাৎসা তাহার  
সমাধান।

নহু সদ্বস্ত্রপার্থক্যাদসত্ত্বং চেত্তদা কথম্।

অব্যক্তমায়াবৈষম্যাদমায়াময়তাপি নো ॥ ১৮৩

অম্বয় নহু সদ্বস্ত্রপার্থক্যং অসদ্বস্ত্রং চেৎ, তদা অব্যক্তমায়াবৈষম্যং অমায়াময়তা অপি কথম্ নো (অঃ)?

অনুবাদ—ভাল, সদ্বস্ত্র অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বলিয়া বায়ুকে যখন অসত্যস্বরূপ বা মায়িক বলিয়া স্বীকার করা হয়, তখন শক্তিরূপ অব্যক্ত-স্বরূপা মায়া হইতে পৃথক্ বলিয়া (ব্যক্তস্বরূপ) বায়ুকে অমায়াময় বা অমিথ্যাস্বরূপ কেন বলা হইবে না? ১৮৩

(উক্ত শব্দানু সমাধান) —অব্যক্ততাই যে মায়াময়তাব কারণ এরূপ নহে, অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই যে মায়াময় হইবে এরূপ নিয়ম নাই কিন্তু নিস্তত্ত্বরূপতা অর্থাৎ সদ্বস্ত্র হইতে ভিন্ন বাস্তবস্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়ায় বিদ্যমান, সেইরূপ বায়ুপ্রভৃতিতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুব মায়াময়ত্বের হানি হইবে না। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত (১৮৩ শ্লোকোক্ত) শব্দার পরিহার করিতেছেন:—

নিস্তত্ত্বরূপতৈবাত্র মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা।

সা শক্তিকার্য্যায়োস্তুল্যা ব্যক্তাব্যক্তভেদিনোঃ ॥ ১৮৪

অম্বয় অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা, সা ব্যক্তাব্যক্তভেদিনোঃ শক্তি-কার্য্যায়োঃ তুল্যা (ভবতি)।

অনুবাদ—শক্তি ও কার্য্যের ভেদ কেবল অব্যক্ততা ও ব্যক্ততা লইয়া, অর্থাৎ শক্তি অব্যক্ত এবং কার্য্য ব্যক্ত। এই অব্যক্ততা মায়াময়ত্বের হেতু নহে অর্থাৎ অব্যক্ত হইলেই মায়াময় হইবে, এইরূপ নিশ্চয় নাই। সেই মিথ্যাস্বরূপতাই অর্থাৎ সং হইতে ভিন্ন স্বরূপ না থাকাই, মায়াময়তার হেতু। মিথ্যাস্বরূপতা, মায়াশক্তি এবং সেই শক্তির কার্য্যরূপ বায়ু প্রভৃতিতে তুল্যরূপে বিদ্যমান।

টীকা—অব্যক্ততা মায়াময়তার কারণ নহে, কিন্তু “অত্র নিস্তত্ত্বরূপতা এব মায়াত্বস্য প্রয়োজিকা” —এস্থলে ‘নিস্তত্ত্বরূপতা’ অর্থাৎ সং হইতে ভিন্ন বাস্তব স্বরূপ না থাকাই মায়াময়তার কারণ। সেই নিস্তত্ত্বরূপতা যেমন মায়াতে বিদ্যমান, সেইরূপ (মায়ার কাণ্ড); বায়ু প্রভৃতিতেও বিদ্যমান অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতিপক্ষে আকাশের কাণ্ড হইলেও, আকাশ মায়ার কাণ্ড বলিয়া, পরস্পরাক্রমে ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মায়ার কার্য্যরূপ যে বায়ু, তাহাতেও বিদ্যমান। এইহেতু বায়ুপ্রভৃতির মায়াময়তার ব্যাঘাত হয় না। এইরূপে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিলেন। ১৮৪

(শব্দা)—ভাল, শক্তি এবং শক্তির কার্য্য যখন উভয়েই তুল্যরূপে নিস্তত্ত্বস্বরূপ, তখন ব্যক্তাব্যক্তরূপ ভেদ কি কারণে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার সমাধান



করিতেছেন—যে ব্যক্তাব্যক্ততার বিচার বর্তমান প্রশ্নের অল্পযোগী ; এইরূপে উক্ত শব্দার  
পরিহার করিতেছেন :—

সদসত্ত্ববিবেকস্ত প্রস্তুতত্বাৎ স চিন্ত্যতাম্ ।

অসতোহবাস্তরো ভেদ আস্তাৎ তচ্চিন্ত্যাত্ৰ কিম্ ? ॥ ৮৫

অর্থ—সদসত্ত্ববিবেকস্ত প্রস্তুতত্বাৎ সঃ চিন্ত্যতাম্ । অসতঃ অবাস্তরঃ ভেদঃ আস্তাম্ ।  
তচ্চিন্ত্যাত্ৰ অত্র কিম্ ?

অনুবাদ—এস্থলে কোন্ বস্তু সং এবং কোন্ বস্তু অসং—এই প্রশ্নেরই  
মীমাংসা হইতেছে ; সুতরাং এই প্রস্তাবে তত্ত্বেরই বিবেচনা আবশ্যক । ‘অসং  
বস্তুর অবাস্তর ভেদ কত প্রকার ?’—সে প্রশ্ন এখন থাকুক ; এস্থলে সেই  
বিচারের প্রয়োজন কি ?

টীকা—অসং বস্তুর অর্থাৎ মায়া এবং মায়ার কায়া যে বায়ুপ্রভৃতি তাহাদের  
অবাস্তর ভেদ অর্থাৎ ব্যক্ততা বা ইন্দ্রিাদিগোচরতা এবং অব্যক্ততা বা ইন্দ্রিাদির অগোচররূপ  
যে ভেদ, তাহা বর্ণিত হইতেছে । ( “ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ” নামক ১৩শ অধ্যায়ের  
৩৩ শ্লোকে তাহা বর্ণিত হইবে ) । ৮৫

বিচারের ফলে কি দাড়াইল তাহাই বর্ণিতেছেন :—

( ৮ ) কলিত  
অর্থ। সদস্তু ব্রহ্ম শিষ্টোহংশো বায়ুমিথ্যা যথা বিয়ৎ ।

বাসয়িত্বা চিরং বায়োমিথ্যাত্বং মরুতং ত্যজেৎ ॥ ৮৬

অর্থ—সদস্তু ব্রহ্ম, শিষ্টঃ অংশঃ বায়ুঃ মিথ্যা, যথা বিয়ং, বায়োঃ মিথ্যাত্বং চিরং  
বাসয়িত্বা মরুতং ত্যজেৎ ।

অনুবাদ—বায়ুর সংস্করূপ অংশ হইতেছে ব্রহ্ম ; আর অবশিষ্ট অংশরূপ  
বায়ু হইতেছে মিথ্যা ; যেমন আকাশ মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে,  
সেইরূপ অর্থাৎ অনুরূপ যুক্তির দ্বারা, বায়ুর মিথ্যাত্ব দীর্ঘকাল ধরিয়া মনে  
বসাইয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বসংস্কারাপন্ন করিয়া বায়ুতে সত্যত্ববুদ্ধি পরিত্যাগ  
করিবে ।

টীকা—“সদস্তু ব্রহ্ম”—বায়ুতে যে সদংশ রহিয়াছে, তাহাই ব্রহ্মের রূপ ; “শিষ্টঃ  
অংশঃ”—বায়ুর অবশিষ্ট নিস্তত্ত্বতা, শব্দ, স্পর্শ ইত্যাদি অংশ বায়ুর স্বরূপ ; আর সেই  
বায়ু নিস্তত্ত্বরূপ বলিয়া অর্থাৎ অধিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে তাহার ভিন্ন সত্তা না থাকাতে তাহা  
আকাশের স্থায় মিথ্যা । “বায়োঃ মিথ্যাত্বং চিরং বাসয়িত্বা”—এইরূপে সাধক বায়ুর  
মিথ্যারূপতা দীর্ঘকাল পর্যন্ত নিশ্চয় করিয়া, মনকে বায়ুমিথ্যাত্বের দৃঢ়সংস্কারাপন্ন করাইয়া,  
“মরুতং ত্যজেৎ”—বায়ুকে সত্য বলিয়া যে বুদ্ধি আছে, তাহা পরিত্যাগ করিবে । ৮৬

৪। সদ্বস্থা ও অগ্নির পার্থক্যনিরূপণ।

ক) বায়ু সম্বন্ধে পূর্বগত  
দশটি শ্লোকোক্ত বিচারের  
অগ্নিতে অতিবেশ।

চিন্তয়েদ্বহ্নিমপ্যেবং মরুতো ন্যূনবর্তিনম্।

ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষ্বেষা ন্যূনাধিকবিচারণা ॥ ৮৭

অর্থ—এবম্ মরুতঃ ন্যূনবর্তিনম্ বহ্নিম্ অপি চিন্তয়েৎ। ব্রহ্মাণ্ডাবরণেষু ন্যূনাধিক-  
বিচারণা এষা।

অনুবাদ—যে প্রকারে বায়ুর বিচার করা গেল, সেই প্রকারে বায়ু হইতে  
এক-দশমাংশ পরিমিত দেশে অবস্থিত অগ্নির বিচার করিবে। ব্রহ্মাণ্ডের  
আবরণসমূহে পঞ্চভূতের ন্যূনতা ও আধিক্যের বিচার বর্ণিত হইতেছে।

\* টীকা—(শঙ্কা) ভাল, সদ্ব্যব একাংশে মায়া অবস্থিত; আবার মায়ার একাংশে  
আকাশ অবস্থিত; আবার তাহাব একাংশে বায়ু প্রকল্পিত; এইরূপে ৭৮ শ্লোকে যে  
আকাশাদিব ন্যূনাধিক্যাব বর্ণিত হইয়াছে, তাহা 'ত' লোকপ্রসিদ্ধ পদার্থসমূহে কোথাও অনুভূত  
হয় না; এইহেতু বলিতেছেন—'ব্রহ্মাণ্ডের উপর্যুপরি আবরণসমূহে বিद्यমান পঞ্চভূতের  
ন্যূনাধিক্যাব বিচার করিতেছেন'। ৮৭

অগ্নি বায়ু হইতে কত অংশে কম? এই প্রশ্নের উত্তবে বলিতেছেন:—

(গ) অগ্নি বায়ুর একদশ-  
মাংশমাত্র, তাহাব প্রমাণ  
মতিত বর্ণন।

বায়োর্দশাংশতো ন্যূনো বহ্নির্কায়ো প্রকল্পিতঃ।

পুরাণোক্তং তারতম্যং দশাংশৈর্ভূতপঞ্চকে ॥ ৮৮

অর্থ—বায়োঃ দশাংশতঃ বহ্নিঃ ন্যূনঃ, বায়ো প্রকল্পিতঃ। ভূতপঞ্চকে দশাংশৈঃ তার-  
তম্যং পুরাণোক্তম্।

অনুবাদ—অগ্নি বায়ু হইতে এত কম যে বায়ুর এক-দশমাংশমাত্র এবং  
সেই অগ্নি বায়ুতে (বায়ুর এক দেশে অর্থাৎ বায়ুপহিত চৈতন্যে) প্রকল্পিত। এই  
প্রকারে পঞ্চভূতের দশম দশম অংশের দ্বারা তাবতমা পুরাণে বর্ণিত আছে।

টীকা—সেই অগ্নিকে সত্য বলিয়া আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহাবই নিবারণ  
করিতেছেন, 'অগ্নি বায়ুতে প্রকল্পিত' ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। ভাল, পঞ্চভূতের এই যে ন্যূনাধিক-  
্যাব বা তারতম্য, ইহা 'ত' গ্রন্থকারের স্বকপোল-প্রকল্পিত হইতে পারে। এইহেতু বলিতেছেন—  
'ইহা পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে'। ৮৮

বহ্নির স্বরূপ বলিতেছেন:—

(গ) বহ্নির স্বরূপবর্ণন  
এবং সেই স্বরূপে নিচ  
কাব্য হইতে প্রাপ্ত দর্প-  
সম্বন্ধের উল্লেখ।

বহ্নিরূপঃ প্রকাশাত্মা, পূর্বাঙ্গুগতিরত চ।

অস্তি বহ্নিঃ স নিস্তম্ভঃ শব্দবান্ স্পর্শবানপি ॥ ৮৯

অর্থ—বহ্নিঃ উষঃ প্রকাশাত্মা, অত্র চ পূর্বাঙ্গুগতিঃ, সঃ বহ্নিঃ অস্তি, নিস্তম্ভঃ, শব্দবান্  
অপি স্পর্শবান্।

অনুবাদ—অগ্নি উষ্ণ, প্রকাশস্বভাব এবং এই অগ্নিতে পূর্ববর্ণিত বায়ুর সম্বন্ধে যে সকল অনুবৃত্তি বর্ণিত হইয়াছে, সেই সকল অনুবৃত্তি আছে অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব—সদ্বস্তুর অনুবৃত্তি ; অগ্নির অসত্যতা অর্থাৎ সদ্বস্তুর সত্তা বাতীত সত্তা না থাকা—মায়ার অনুবৃত্তি ; অগ্নির শব্দবিশিষ্টতা—আকাশের অনুবৃত্তি, এবং অগ্নির স্পর্শরূপতা অর্থাৎ উষ্ণস্পর্শবিশিষ্টতা—বায়ুর অনুবৃত্তি ।

টীকা—এই অগ্নিতেও বায়ুর স্তার, কারণে ধর্মসকল অনুগত রহিয়াছে ; এই কথাট বর্ণিতহে—‘অত্র চ পূর্ণানুগতিঃ’—এই অগ্নিতে পূর্ববর্ণিত অনুবৃত্তিসকল আছে। সেচ ধর্মগুলি অর্থাৎ বায়ুতে নিজ কাবণ হইতে প্রাপ্ত ধর্মগুলি কি কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পাবে বলিবা, বলিতেছেন, সেচ অগ্নিতে ‘মাছে’-ভাব অর্থাৎ অগ্নির অস্তিত্ব, সদ্বস্ত হইতে প্রাপ্ত ; অসত্যতা মায়া হইতে প্রাপ্ত ; শব্দবত্তা আকাশ হইতে প্রাপ্ত এবং স্পর্শবত্তা বায়ু হইতে প্রাপ্ত । ৮২

অগ্নিতে এইরূপে নিজ কাবণসমূহের অনুগতির বা অনুসৃত্যভাবের উল্লেখ করিয়া অগ্নির স্বকীয় ধর্ম দেখাইতেছেন :—

(ঘ) অগ্নিতে কাবণেব  
ধর্ম, নিজধর্ম ও সদ্বস্ত  
হইতে ভেদ ।

সন্মায়্যাব্যোমবায়ুংশৈর্যুক্তস্ত্যগ্নে নির্জো গুণঃ ।

রূপং তত্র সতঃ সর্বমন্যদবুদ্ধ্যা বিবিচ্যাতাম্ ॥ ৯০

অর্থ—সন্মায়্যাব্যোমবায়ুংশৈঃ যুক্তস্ত অগ্নেঃ নিজঃ গুণঃ রূপম্ । তত্র সতঃ অন্তঃ সর্বম্ বুদ্ধ্যা বিবিচ্যাতাম্ ।

অনুবাদ—সদ্বস্তুর, মায়ার, আকাশের এবং বায়ুর অংশযুক্ত, অর্থাৎ যথাক্রমে অস্তিত্ব, মিথ্যাত্ব, শব্দ ও স্পর্শরূপ ধর্মবিশিষ্ট অগ্নির নিজগুণ রূপমাত্র ; এই সমস্ত ধর্মের মধ্যে সদ্বস্তুর অস্তিত্ব ভিন্ন আর সমস্ত ধর্মই মিথ্যা, বুদ্ধিদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিবে ।

টীকা—এইরূপে বিশেষণসহিত অগ্নির স্বরূপ নির্ণয় করিয়া, এক্ষণে সদ্বস্ত হইতে বহির্কে পৃথক্ কবিতেন :—“তত্র”—তাহাদিগের মধ্যে, “সতঃ” সদ্বস্তুর, “অন্তঃ সর্বম্”—অন্ত ধর্মসমূহ মিথ্যা বর্ণিয়া ; “বুদ্ধ্যা বিবিচ্যাতাম্”—বুদ্ধির দ্বারা পৃথক্ করিয়া লও, ইহাই অভিপ্রায় । ৯০

৫। সদ্বস্ত হইতে জলের পৃথক্করণ ।

এইরূপে অগ্নির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, সুসূক্ষ্ম জলের মিথ্যাত্বচিন্তন করিবেন—এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) জল  
অগ্নির দশমাংশ  
মাত্র, অবাগন্ত  
পদার্থ ।

সতো বিবেচিতে বহৌ মিথ্যাত্বে সতি বাসিতে ।

আপো দশাংশতো ন্যূনাঃ কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯১

অম্বয়—সতঃ বহু বিবেচিত, মিথ্যাত্বে বাসিতে সতি, দশাংশতঃ ন্যূনাঃ আপঃ কল্পিতাঃ ইতি চিন্তয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্ত হইতে অগ্নি পৃথক্ বলিয়া নিশ্চিত হইলে এবং ‘অগ্নি অসত্য’ এইরূপ সংস্কার চিন্তে ধরিলে, জল যে অগ্নি হইতে দশমাংশরূপে নূন এবং অগ্নিতে কল্পিত, এইরূপ চিন্তা করিবে । ৯১

এই জলেও নিজ কারণ হইতে প্রাপ্ত ধ্মসমূহ এবং জলের নিজের ধ্মসমূহ বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :-

সন্ত্যাপোহমুঃ শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ ।

খ। জলে কারণধ্ম  
ও নিজ ধ্ম ।

রূপবত্যোহন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা স্বীয়ো রসো গুণঃ ॥ ৯২

অম্বয়—অন্যধর্ম্মানুবৃত্ত্যা অমুঃ আপঃ সন্তি, শূন্যতত্ত্বাঃ সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ রূপবত্যাঃ ; স্বীয়ঃ গুণঃ রসঃ ।

অনুবাদ—অন্যের অর্থাৎ সদ্বস্ত হইতে অগ্নি পর্য্যাস্ত কারণের ধ্মসকল জলে অনুগত বলিয়া জল ‘অস্তি’, অসত্য, এবং শব্দ-স্পর্শযুক্ত ও রূপ-বান্ ; আর জলের নিজগুণ হইতেছে রস ।

টীকা—‘সশব্দস্পর্শসংযুতাঃ’—শব্দেব সহিত বাহা থাকে তাহা সশব্দ ; আর, সশব্দ এইরূপ যে স্পর্শ, তাহা সশব্দস্পর্শ ; সেই শব্দেব সহিত ও স্পর্শের সহিত যুক্ত জল ; ইহাই অর্থ । ৯২

৬। সদ্বস্ত হইতে ক্ষিতির পৃথক্করণ ।

বিচার ও ধ্যানদ্বারা জলের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া তদনন্তর ক্ষিতির মিথ্যাত্ব চিন্তা করিতে হইবে ; এই কথাই বলিতেছেন :-

(ক) জলের মিথ্যাত্বের  
নিশ্চয়, ক্ষিতি জলের  
দশমাংশমাত্র এবং  
অবাস্তব পদার্থ ।

সতো বিবেচিতাস্পৃশু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে ।

ভূমির্দশাংশতো ন্যূনা কল্পিতাপ্ৰস্বাতি চিন্তয়েৎ ॥ ৯৩

অম্বয়—সতঃ অস্পৃশু বিবেচিতাস্পৃশু তন্মিথ্যাত্বে চ বাসিতে, দশাংশতঃ ন্যূনা ভূমিঃ অস্পৃশু কল্পিতা ইতি চিন্তয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—সদ্বস্ত হইতে বিচারদ্বারা জল পৃথক্কৃত হইলে এবং তাহার মিথ্যাত্বের সংস্কার হৃদয়ে সমারোপিত হইলে, এইরূপ চিন্তা করিতে হইবে যে ক্ষিতি জল হইতে এত কম যে জলের দশমাংশমাত্র এবং ক্ষিতি জলদ্বারা উপহিত চৈতন্যে কল্পিত । ৯৩

সেই ক্ষিতির মিথ্যাত্বচিন্তনের জন্য তাহার ধ্মসকল বিভাগ করিতেছেন :-

(খ) ক্ষিতির কারণের  
ধর্ম, তাহার নিজধর্ম এবং  
সদ্বস্ত হইতে তাহার  
পৃথক্করণ।

অস্তি ভূত্বভূশূন্যাত্মাং শব্দস্পর্শৌ সক্রপাকৌ।

রসঃ পরতো নৈজো গন্ধঃ সত্তা বিবিচ্যাতাম্ ॥ ৯৪

অর্থ—ভূঃ অস্তি, তদ্বশূন্য, অস্ত্যাম্ সক্রপাকৌ শব্দস্পর্শৌ রসঃ চ পরতঃ ; নৈজঃ  
গন্ধঃ ; সত্তা বিবিচ্যাতাম্।

অনুবাদ—ক্ষিতি পর হইতে—আপনা ভিন্ন বস্তুসমূহ হইতে অর্থাৎ সদ্বস্ত,  
মায়া, আকাশ, বায়ু, তেজ ও জলরূপ কারণ হইতে যথাক্রমে অস্তিঃ,  
অসত্যতা, শব্দ, স্পর্শ, রূপ এবং রস পাইয়াছে ; পরন্তু গন্ধ ক্ষিতির নিজ  
গুণ। এই সকলগুলি হইতে সত্তারই বিবেচন অর্থাৎ ক্ষিতি হইতে ভিন্নতা  
নিশ্চয় করিবে।

টীকা—[‘সক্রপাকৌ’ রূপেণ সহ বর্তমানৌ শব্দস্পর্শৌ—রূপের সহিত বিद्यমান শব্দ  
ও স্পর্শ] “সত্তা বিবিচ্যাতাম্”—উক্ত গুণসকল হইতে কেবল সত্তারই বিবেচনা বা পৃথক-  
করণ উচিত। ক্ষিতি হইতে সদ্বস্ত পৃথক্, এইরূপ ধারণা করিতে হইবে। ৯৪

৭। সদ্বস্ত ও ভূতকাষা-ব্রহ্মাণ্ডাদির পৃথক্করণ ; প্রাপ্তের ভান অবিকল্প  
বলিয়া নিরূপণ।

সত্তাকে পৃথক্ করিবার ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ক্ষিতি হইতে পৃথক্কৃত্যয়াং সত্তায়াং ভূমিমিথ্যাবশিষ্যতে।

সদ্বস্তকে পৃথক্ করিবার  
ফল।

ভূমেদশাংশতো ন্যূনং ব্রহ্মাণ্ডং ভূমিমধ্যগম্ ॥ ৯৫

অর্থ—সত্তায়াং পৃথক্কৃত্যয়াং ভূমিঃ মিথ্যা অবশিষ্যতে ; ভূমেঃ দশাংশতঃ ন্যূনং  
ভূমিমধ্যগম্ ব্রহ্মাণ্ডম্।

অনুবাদ—সত্তাকে ক্ষিতি হইতে পৃথক্ করিলে ক্ষিতি যে মিথ্যা, এই  
সিদ্ধান্তেরই পর্য্যবসান হয় ; (চতুর্দশ ভুবনরূপ) ব্রহ্মাণ্ড, ক্ষিতি হইতে এত  
অল্প যে, ক্ষিতির দশমাংশমাত্র এবং তাহা ক্ষিতির মধ্যেই অবস্থিত অর্থাৎ  
ক্ষিতিতেই কল্পিত।

টীকা—একণে পঞ্চভূতের কাষা ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি হইতে সদ্বস্তকে পৃথক্ করিবার  
নিমিত্ত সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি কি প্রকারে অবস্থিত, তাহাই দেখাইতেছেন :—‘ব্রহ্মাণ্ড  
প্রভৃতি ক্ষিতি হইতে এত অল্প’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা এবং পরবর্তী শ্লোকদ্বারা। ৯৫

(খ) ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত বস্তুসমূহের বর্ণন।

ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে তিষ্ঠন্তি ভুবনানি চতুর্দশ।

ভুবনেষু বসন্ত্যেষু প্রাণিদেহা যথাযথম্ ॥ ৯৬

অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে চতুর্দশ ভুবনানি তিষ্ঠন্তি। এষু ভুবনেষু যথাযথম্ প্রাণিদেহাঃ বসন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—সেই ব্রহ্মাওমধ্যে ভূঃ, ভুবঃ, স্বঃ, মহঃ, জন, তপঃ ও সত্য (বা ব্রহ্মলোক)—এই সাতটি উর্দ্ধদিকে এবং অতল, বিতল, সূতল, তলাতল, রসাতল, মহাতল ও পাতাল, এই সাতটি অধোদিকে—এই চতুর্দশ ভুবন রহিয়াছে। এই চতুর্দশ ভুবনে যথাযোগ্য প্রাণবীর্য জীবদেহসমূহ বাস করিতেছে। ৯৬

সেই ব্রহ্মাও প্রভৃতিতে সর্বস্বের পৃথক্করণের কল বর্ণন করিতেছেন :—

**ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সর্বস্বনি পৃথক্কৃতে ।**

**অসন্তোহণ্ডদয়ো ভাস্ত তদ্ভানেহপীহ কা ক্ষতিঃ ॥ ৯৭**

অর্থ—ব্রহ্মাণ্ডলোকদেহেষু সর্বস্বনি পৃথক্কৃতে অণ্ডদয়ঃ অসন্তঃ ভাস্ত, তদ্ভানে অপি ইহ কা ক্ষতিঃ (ভবতি) ?

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মাণ্ডে, চতুর্দশ ভুবনে ও প্রাণিগণের দেহসমূহে যে সর্বস্ব রহিয়াছেন, তাহাকে পৃথক্ করিলে ব্রহ্মাণ্ড প্রভৃতি অসং বলিয়া প্রতিভাত হয়, হটুক। সেই ব্রহ্মাণ্ডদির প্রগীতি হইলেও এই অদ্বৈত বস্তুবিষয়ে কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হইতে পারে না, কেননা, মরীচিকায় জলপ্রগীতি হইলেও বেমন তদ্বারা সেই জলের অবিষ্ঠানরূপ পৃথিবী আদ্র হয় না, সেইরূপ মিথ্যা জগৎ প্রগীত হইতে থাকিলেও তদ্বারা অবিষ্ঠান অদ্বৈত ব্রহ্মের অদ্বৈততার হানি হয় না অর্থাৎ সদ্বৈততা ঘটে না। ৯৭

সেই ব্রহ্মাণ্ডদির প্রগীতি হইলে তাহাতে ক্ষতি কি? এইরূপে ৯৭ সংখ্যক শ্লোকে যে কথা বলা হইল, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(খ) সর্বস্ব হইতে  
ব্রহ্মাণ্ডনিব পৃথক্করণের  
ফল, ব্রহ্মাণ্ডদির প্রগী-  
তিব সাহিত্য অবিরোধ।

**ভূতভৌতিকমায়ানাং সময়েহত্যন্তবাসিতে ।**

**সদ্বস্তুদ্বৈতমিত্যেবা ধৌবিপর্যোতি ন কচিৎ ॥ ৯৮**

অর্থ—ভূতভৌতিকমায়ানাং সময়ে (পাঠান্তবে ‘অসময়ে’) অত্যন্তবাসিতে সদ্বস্তু অদ্বৈতম্ ইতি এষা ধীঃ কচিৎ ন বিপর্যোতি।

অনুবাদ—ভূতসকল, ভৌতিক পদার্থসকল এবং মায়্যা এই তিনের সমতার অর্থাৎ অবিষ্ঠান ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন সত্তার অভাবহেতু অবিষ্ঠান কপতার—ফলতঃ ইহাদিগের মিথ্যাত্বের, সংস্কার বিশেষরূপে হৃদয়ে নিহিত হইলে, সদ্বস্তু অদ্বৈতই (দ্বিতীয়গুণই), এইরূপ জ্ঞান কখনই বিপর্যায় অর্থাৎ বিপরীতভাবনা প্রাপ্ত হয় না।

টীকা—“ভূতানাম্” আকাশাদি ভূতপঞ্চকের, “ভৌতিকানাম্”—ব্রহ্মাণ্ডদির, “মায়্যাঃ”  
৮—ভূতপঞ্চকের ও ব্রহ্মাণ্ডদির কারণভূত মায়ার, “সময়ে” অর্থাৎ তুল্যরূপে মিথ্যাত্ব ;

“অত্যন্তবাসিতে”—বিচার ও ধ্যানদ্বারা চিত্তে দৃঢ়সংস্কাররূপে স্থাপিত হইলে, সম্বস্তবিসয়ক অদ্বৈতবুদ্ধি কোনও কালে ব্যাহত হয় না, ইহাই ভাবার্থ। ৯৮

( শঙ্ক ) ভাল, ক্ষিতি প্রভৃতি মিথ্যা হইলে জ্ঞানীর ব্যবহার ত’ বিলুপ্ত হইবার সম্ভাবনা। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিচারদ্বারা ভূমি প্রভৃতির মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হইলেও ভূমি প্রভৃতির স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া জ্ঞানীর বর্ণন ( কথন ), প্রতীতি প্রভৃতিরূপ ব্যবহার বিলোপ প্রাপ্ত হয় না, ইহাই বলিতেছেন :

( ঘ ) ক্ষিতি প্রভৃতি সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে দ্বৈতে ভূম্যাদিক্রূপিণি ।  
অসৎ হইলেও জ্ঞানীর ব্যবহারের লোপ হয় না। তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথৈব সা ॥ ৯৯

অর্থ—ভূম্যাদিক্রূপিণি দ্বৈতে সদদ্বৈতাৎ পৃথগ্ভূতে তত্তদর্থক্রিয়া লোকে যথা দৃষ্টা তথা এব সা।

অনুবাদ ও টীকা—ক্ষিতি প্রভৃতিরূপ দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ সঙ্গ্রহ অদ্বৈত হইতে ভিন্ন অর্থাৎ মিথ্যা হইলেও সেই ক্ষিতি প্রভৃতির যে যে নিমিত্তসাম্বন্ধিক প্রবৃত্তি বা প্রয়োজননির্বাহিকা শক্তি সংসারে অজ্ঞানকালে অনুভূত হইয়াছে, ( জ্ঞানকালে ) সেইরূপই অনুভূত হইতে থাকে। ৯৯

( শঙ্ক ) ভাল, সম্বস্ত যদি অদ্বৈতরূপই হইল, তাহা হইলে সাংখ্যপ্রভৃতি ভেদবাদিগণ যে ভেদের কথা বলেন বা প্রতিপাদন করেন, তাহা আপনি অদ্বৈতবাদী কেন খণ্ডন করিতেছেন না ?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে অদ্বৈতবাদী বলিতেছেন—( সমাধান )সেই ব্যাবহারিক বা মিথ্যাভেদ আমরাও মানিয়া থাকি ; এইহেতু সেই ব্যাবহারিক ভেদের খণ্ডনের নিমিত্ত আমরা প্রযত্ন করি না :—

( ঙ ) ব্যাবহারিক জগতে সাংখ্যাকাণাদবোদ্ধাত্তৈজ্জগদ্ভেদো যথা যথা ।  
ভেদস্বীকার । উৎপ্রেক্ষ্যতেহনেকযুক্ত্যা ভবত্বেষ তথা তথা ॥ ১০০

অর্থ—সাংখ্যাকাণাদবোদ্ধাত্তৈঃ অনেকযুক্ত্যা যথা যথা জগত্তেদঃ উৎপ্রেক্ষ্যতে তথা তথা এষঃ ভবতু।

অনুবাদ ও টীকা—কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ, কণাদমতাবলম্বী বৈশেষিকগণ এবং অবৈদিক মতপ্রবর্তক বুদ্ধের মতাবলম্বিগণ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকগণ, কণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচারগণ, বাহুপদার্থের অনুমেয়তাবাদী সৌত্রান্তিকগণ এবং বাহুপদার্থের প্রত্যক্ষতাবাদী বৈভাষিকগণ ( এবং গোতম-মতাবলম্বী নৈয়ায়িকগণ এবং অন্ত অন্ত ভেদবাদিগণ ) অনেক যুক্তির সাহায্যে জগৎসত্তার যে যে প্রকার ভেদ বা দ্বৈতভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন, সেই সেই প্রকার ভেদ থাকুক :

(অর্থাৎ ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁহাদের যুক্তি মানাই সঙ্গত এবং সেই সকল যুক্তির ধুণে প্রয়াস অকর্তব্য)। ১০০

ভাল, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ যে সং অর্থাৎ বাস্তব ভেদ আছে, তাহার, পূর্বে  
আকাশাদিব বিচার প্রসঙ্গে, উক্ত মিথ্যাবুদ্ধি দ্বারা উপেক্ষারূপ অনাদর করা ত' উচিত হয় না।  
এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

অবজ্ঞাতং সদদ্বৈতং নিঃশঙ্কৈরন্যবাদিভিঃ ।

১৮। বাস্তবভেদেব  
অনাদেব ফতি নাই।

এবং কা ক্ষতিরস্মাকং তদ্বৈতমবজানতাম্ ॥ ১০১

অর্থ—নিঃশঙ্কঃ অন্তবাদিভিঃ সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্ ; এবম্ তদ্বৈতম্ অবজানতাম্  
অস্মাকম্ কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—সাংখ্যবাদিগণ, বৈশেষিকগণ, বৌদ্ধগণ প্রভৃতি শঙ্কশূন্য হইয়া  
(শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ) অদ্বৈত সদ্বস্তকে অবজ্ঞা করেন,  
তাহাতে আমাদের কোনও ক্ষতি নাই ; আমরাও (শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব  
আশ্রয় করিয়া, তাঁহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অবজ্ঞা করিয়া থাকি)।

টীকা—“অন্তবাদিভিঃ”—সাংখ্যবাদী, বৈশেষিক, বৌদ্ধ প্রভৃতির দ্বারা, “নিঃশঙ্কঃ”—  
শঙ্কশূন্য হইয়া, “সদদ্বৈতম্ অবজ্ঞাতম্” শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হইলেও সং  
অদ্বৈত বস্তু অবজ্ঞাত হইয়া থাকে ; সেইরূপ, শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবকে অবলম্বন করিয়া  
আমরাও তাহাদের প্রতিপাদিত দ্বৈতকে অনাদর করিয়া থাকি। আমাদের হানি কি ?  
কোনও হানি নাই। ১০১

৮। দ্বৈতের অনাদরের ফলের নির্দ্বারগ ।

(শঙ্কা) ভাল, এই যে দ্বৈতের অনাদর তাহা ত' নিস্প্রয়োজন বা নিষ্ফল ?  
(সমাধান) জীবমুক্তিরূপ প্রয়োজন বিজ্ঞমান থাকিতে অর্থাৎ প্রপঞ্চের প্রতীতি হইতে  
থাকিলেও অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে স্থিতি লাভ করা বাঞ্ছিত বলিয়া, দ্বৈতের অনাদরকে নিস্প্রয়োজন  
বলা চলে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

দ্বৈতাবজ্ঞা স্তস্থিতা চেদদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ ।

১৯। দ্বৈতের অনাদরের  
প্রয়োজন।

স্থৈর্য্যে তস্মাঃ পুমানেষ জীবমুক্ত ইতীৰ্য্যতে ॥ ১০২

অর্থ—দ্বৈতাবজ্ঞা স্তস্থিতা চেৎ, অদ্বৈতে ধীঃ স্থিরা ভবেৎ। তস্মাঃ স্থৈর্য্যে এষঃ  
পুমান্ জীবমুক্তঃ ইতি ঈর্য্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—দ্বৈতের প্রতি অবজ্ঞা যদি সম্যক্ প্রকারে বুদ্ধিতে ধরে,  
তাহা হইলে অদ্বৈতবিষয়ে বুদ্ধি স্থিরতরা হয়, এবং, সেই অদ্বৈত বুদ্ধি স্থিরতরা  
হইলে, ‘অমুক পুরুষ জীবমুক্ত,’ এইরূপ বলা হইয়া থাকে। ১০২



জীবমুক্তিই দ্বৈতকে অনাদর করিবার একমাত্র প্রয়োজন বা ফল নহে কিন্তু বিদেহ-মুক্তিও প্রয়োজন, এই কথা বুঝাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণবাক্য (গীতা ২।৭২) উদাহরণস্বরূপ পাঠ করিতেছেন :—

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি ।  
(খ) দ্বৈতের অনাদরের  
প্রয়োজন-বিষয়ে প্রমাণ । স্থিতিস্থান্যমন্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুচ্ছতি ॥ ১০৩

অর্থ—(হে) পার্থ এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ, এনাম্ প্রাপ্য ন বিমুহ্যতি । অস্ত্যাম্ অন্তকালে  
অপি স্থিতি স্থান্য ব্রহ্মনির্বাণম্ মুচ্ছতি ।

অনুবাদ ও টীকা—হে পৃথাপুত্র অর্জুন ! ইহাই (যাহা গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ৫৫  
ইহাতে ৭১ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) ব্রাহ্মীস্থিতি, সর্বকর্মপরিত্যাগপূর্ব্বক ব্রহ্মস্বরূপে  
অবস্থান বা ব্রহ্মরূপ তাৎপর্য্যে পর্য্যবসান । এই স্থিতি প্রাপ্ত হইলে লোকে  
আর ভ্রমে পতিত হয় না ; আর অন্তকালেও এই ব্রাহ্মীস্থিতিতে অবস্থিত  
হইয়া পুরুষ ব্রহ্মভাবরূপ বিদেহমুক্তিময় ব্রহ্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন অর্থাৎ প্রপঞ্চ-  
প্রতীতিরহিত অদ্বৈত ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত হন । ইহারই নামান্তর বিদেহমুক্তি । ১০৩

ভাল, ‘অন্তকাল’ শব্দে ত’ বর্তমান দেহের বিনাশ বুঝায়—এইরূপ আশঙ্ক্যাব নিবারণের জন্য,  
‘অন্তকাল’ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

সদদ্বৈতেহনৃতদ্বৈতে যদন্তোত্তৈক্যবীক্ষণম্ ।  
(গ) জ্ঞানীর ‘অন্তকাল’  
শব্দের দুইটি অর্থ । তস্যান্তকালস্তদেদবুদ্ধিরেব ন চেতরঃ ॥ ১০৪

অর্থ—সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্তোত্তৈক্যবীক্ষণম্ তস্য অন্তকালঃ তদেদবুদ্ধিঃ এব চ,  
ইতরঃ ন ।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় সদ্ধন্ত ও নানাত্মক অসৎ পদার্থের পরস্পর একা-  
বুদ্ধিরূপ যে ভ্রম, সেই ভ্রমের অন্তকাল হইতেছে সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতের  
(যথাক্রমে) সত্য ও অসত্যরূপে ভেদবুদ্ধি মাত্র, তন্তিন্ন অত্য়া কিছুই নহে ।

টীকা—“সদদ্বৈতে অনৃতদ্বৈতে যৎ অন্তোত্তৈক্যবীক্ষণম্”—সদ্রূপ অদ্বৈত বস্তুতে ও  
মিথ্যারূপ দ্বৈত বস্তুতে যে (অন্তোত্তৈক্যবীক্ষণম্) একতার জ্ঞানরূপ ভ্রম হয়, “তস্য  
অন্তকালঃ”—সেই একতার ভ্রমের “অন্তকাল” হইতেছে—“তদেদবুদ্ধিঃ”—সেই সদদ্বৈত ও মিথ্যা  
দ্বৈতকে যথাক্রমে সত্য ও মিথ্যা বলিয়া যে ভেদবুদ্ধি তাহাই ; অত্য়া কিছু অর্থাৎ বর্তমান  
দেহের পতন নহে ; ইহাই অর্থ । ১০৪

এখন বলিতেছেন—‘অন্তকাল’ শব্দের জনসমাজে প্রসিদ্ধ অর্থ গ্রহণ করিলেও দোষ  
নাই ; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

যদ্বান্তকালঃ প্রাণস্য বিয়োগোহস্ত প্রসিদ্ধিতঃ ।

তস্মিন্ কালেহপি ন ভ্রান্তেৰ্গতায়াঃ পুনরাগমঃ ॥ ১০৫

অম্ব—যদা প্রসিক্তিঃ প্রাণস্ত বিয়োগঃ অন্তকালঃ অস্ত। তস্মিন্ কালে অপি গতায়াঃ ভ্রান্তিঃ পুনঃ আগমঃ ন (স্তাৎ)।

অনুবাদ ও টীকা—কিন্তু জনসমাঞ্জে ‘অন্তকাল’ শব্দের যে অর্থ প্রসিক্ত অর্থাৎ প্রাণের বিয়োগ, সেই অর্থই হউক। সেই প্রাণবিয়োগকালেও, যে ভ্রান্তি পূর্বে নিবৃত্ত হইয়াছে, তাহার পুনরাবির্ভাব হয় না। ১০৫

‘সেই কালে ভ্রান্তি হয় না’, ইহার যে অর্থ উক্ত হইল, তাহারই বিস্তার করিয়া বলিতেছেন :—

নীরোগ উপবিষ্টো বা রুগ্নো বা বিলুণ্ঠন ভুবি।

(প) জ্ঞানীব ভ্রান্তিব  
সম্ভাবনা নাই।

মূচ্ছিতো বা ত্যজত্বেষ প্রাণান্ ভ্রান্তির্ন সর্বথা ॥ ১০৬

অর্থ—নীরোগ উপবিষ্টঃ বা রুগ্নঃ বা ভূবি বিলুণ্ঠন মূচ্ছিতঃ বা এষঃ প্রাণান্ ত্যজতু সর্বথা ভ্রান্তিঃ ন।

অনুবাদ—তিনি নীরোগ হইয়া অথবা সিক্তপদ্মাদি আসন করিয়া উপবিষ্ট হইয়া বা ব্রহ্মে স্থিত হইয়া, অথবা রোগগ্রস্ত হইয়া ভূমিতে বিলুণ্ঠিত হইয়া অথবা সাতিশয় পীড়াবশতঃ মূচ্ছিত হইয়া যে কোনভাবে প্রাণত্যাগ করেন, কোনপ্রকারেই তাঁহার বিনষ্ট ভ্রান্তি ফিরিয়া আইসে না; অর্থাৎ যোগী-পদমহৎসের জায় দেহত্যাগকালে “শিবোহহম্” “শিবোহহম্” বা ‘অহং ব্রহ্মাস্মি’ বলিতে বলিতে, অথবা ভক্তের জায় ‘রাম রাম’ বলিতে বলিতে, কিন্না পাঁড়াতিথ্যাবশতঃ ব্যাকুল হইয়া “হায় হায়” করিতে করিতে বা রোদন কবিত্তে করিতে, কিন্না কাশী প্রভৃতি পবিত্র ক্ষেত্রে, অথবা ‘মঘা’ প্রভৃতি অপবিত্র নক্ষত্রে, কিন্না উত্তরায়ণ প্রভৃতি উত্তমকালে, অথবা দক্ষিণায়ন প্রভৃতি নিকৃষ্টকালে, জ্ঞানী যদি দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তাঁহার কখনই এরূপ ভ্রান্তি হইবে না যে—‘এই দেহাদিই আমি’, অথবা ‘আমি হইতেছি জীব’ অথবা ‘জগৎ সত্য’, বা ‘আমার সহিত ব্রহ্মের ভেদ বাস্তব’ বা ‘আমি জন্মনরপাদি ধর্ম্মবান্’। জ্ঞানী সর্বাবস্থাতেই মুক্ত।

টীকা—জ্ঞানীর দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালসম্বন্ধীয় কোনও নিয়ম নাই, কিন্তু ‘কেবল-... যোগী’ বা উপাসকের দেহত্যাগ বিষয়ে দেশকালঘটিত নিয়ম আছে। শেষোক্তাংশ-কৃত “পবমার্গসারে” আছে :—

“তীর্থে স্বপচগৃহে বা নষ্টস্মৃতিরপি পরিত্যজন্ দেহম্।

জ্ঞানসমকালমুক্তঃ কৈবলাৎ যাতি হন্তশোকঃ ॥ ৮১”

তীর্থস্থানে হউক অথবা চণ্ডালগৃহে হউক, স্মৃতিবৃত্ত থাকিয়াই হউক অথবা লুপ্তস্মৃতি

হইয়াই হউক ( অর্থাৎ সজ্ঞানে হউক বা অজ্ঞানে হউক ) তিনি দেহত্যাগ করিলেও পূর্ণ জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত ও হতশোক হইয়া কৈবল্য লাভ করেন। ১০৬

( শঙ্কা ) ভাল, মরণকালে, মুচ্ছা, সন্নিপাত, ব্যাকুলতাপ্রভৃতিবশতঃ ব্রহ্মাকারা বৃত্তি ত' বিনষ্ট হইয়া যায়; সেইহেতু জ্ঞানীর আশ্রিত ত' হইতেই পারে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া দেখাইতেছেন যে জ্ঞানীর জ্ঞান বিনষ্ট হয় না :—

দিনে দিনে স্বপ্নস্মৃপ্তোরধীতে বিস্মৃতেহপ্যয়ম্ ।

( ৬ ) মরণকালেও  
জ্ঞানীর ব্রহ্মবিজ্ঞা বিনষ্ট  
হয় না।

পরেহ্যর্নানধীতঃ স্মাত্তদ্বিভ্রা ন নশ্যতি ॥ ১০৭

অর্থ—দিনে দিনে স্বপ্নস্মৃপ্তোঃ অধীতে বিস্মৃতে অপি অয়ম্ পরেহ্যঃ অনধীতঃ ন স্মাতঃ, তদ্বং বিভ্রা ন নশ্যতি।

অনুবাদ—যেমন প্রতিদিনের স্বপ্নকালে ও স্মৃপ্তিকালে লোকে অধীতবেদ বিস্মৃত হইলেও পরদিনে ( একেবারে ) অনধীত বা বেদজ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে না, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞের প্রাণান্তকালে, তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

টীকা—যেমন বেদ প্রতিদিন পঠিত হইলেও স্বপ্ন, স্মৃপ্তি প্রভৃতি অবস্থায় স্মৃতিচ্যুত হইয়াও পরদিনে একেবারে বিলুপ্তস্বপ্ন হইয়া যায় না অর্থাৎ বেদের অধ্যোতা একেবারে অনধীতবেদ বা 'বৃষল' হইয়া যায় না, সেইরূপ মরণকালেও ব্রহ্ম ও আত্মার একতরূপ তত্ত্বের অমুসন্ধানরূপ স্মরণের অভাব হইলেও সেই জ্ঞানের বিনাশ হয় না। ইহার স্পষ্ট মর্ম্ম এই—‘অহং ব্রহ্মস্মি’—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়ের নাম অপরাধ ব্রহ্মনিষ্ঠা; প্রথমক্ষেপে তাহার উদয়, দ্বিতীয়ক্ষেপে তাহার স্থিতিলাভ এবং তৎসঙ্গেই অবিষ্ট ও অবিষ্টাকার্যের বাধের অর্থাৎ প্রতিরোধের আরম্ভ, এবং তৃতীয়ক্ষেপে কাষ্যাসহিত অবিষ্টা নিবৃত্তিরূপ বাধ বা প্রতিরোধ, এবং তৎসঙ্গেই ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’—অন্তঃকরণের এই বৃত্তি অবিষ্টার নিবৃত্তি করিয়া বাধিত বা মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত—ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই ত্রিকালেই অস্তিত্বহীন বলিয়া সিদ্ধ হইয়া যায়; যেমন নিশ্চলীবীজের রেণু জলের আবিলত নষ্ট করিয়া স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া যায়, সেইরূপ। এইহেতু জ্ঞান হইলেই জীবমুক্তি বা প্রপঞ্চপ্রতীতির সহিত অদ্বৈতব্রহ্মে স্থিতিলাভ।

অতঃপর জ্ঞানী যদি জীবমুক্তির বিলক্ষণ বা অনন্তসাধারণ আনন্দভোগ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে ব্রহ্মাকারা বৃত্তির আবৃত্তি করিতে হয়। কিন্তু অবিষ্টা একবার বিনাশ ঘটিলে তাহার পুনরুৎপত্তি নাই; এবিষয়ে ‘তত্ত্বমসি’ আদি শ্রোতঃপ্রমাণ রহিয়াছে যাহা সুরেশ্বরচাৰ্য্যকর্তৃক “বৃহদারণ্যকবাক্তিকে” এইরূপে বিবৃতি হইয়াছে—

“সক্লংপ্রবৃত্ত্যা যদনাতি ক্রিয়াকারকরূপভূং ।

অজ্ঞানমাগমজ্ঞানং” ( সাক্ষতাৎ নাস্ত্যতোহনয়োঃ ) ॥ ( অধ্যায় ৩, ব্রা ২, শ্লো ৭১ )

‘গুরুপরম্পরাগত উপদেশদ্বারা যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাহা একবারমাত্রই উৎপন্ন হইয় ক্রিয়া ও কার্যরূপে বিভক্তমূর্ত্তি অজ্ঞানকে মর্দিত বা বিনষ্ট করে ইত্যাদি।’

সেইহেতু অবিজ্ঞানবৃত্তি করিবার নিমিত্ত জ্ঞানী ব্রহ্মাকারাবৃত্তিব আবৃত্তি প্রয়োজন নাই এবং জ্ঞানীকে এই প্রকারে আবৃত্তি করিতে প্রবৃত্ত করিবার নিমিত্ত কোনও প্রেবক বা বিধি নাই; আর মরণসময়ে অগ্নাধিক কাল ব্যাপিষা মুচ্ছা হইয়াই থাকে; সেই মুচ্ছাকালে ব্রহ্মাকার বৃত্তির আবৃত্তি করিবার সম্ভাবনাও নাই।

আর জ্ঞানোৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই যে অবিজ্ঞানবৃত্তির কথা বলা হইল, তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মতর এই:—নিবৃত্তির দুইটি ভূমি যথা—বাধ ও নাশ। আর ‘অবিজ্ঞান’ও দুইটি শক্তি, একটি আবরণের হেতু, অপরটি বিক্ষেপের হেতু। যে শক্তিটি আবরণের হেতু, জ্ঞানোদয়ের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার বাধ (প্রতিবোধ) ও নাশ উভয়ই ঘটে। আব যে শক্তি বিক্ষেপের হেতু, জ্ঞানোদয় কালে, তদীয় কাৰ্য্যপ্রপঞ্চের সহিত, তাহার বাধ হয় বটে কিন্তু তখন তাহাব নাশ হয় না; কেননা, প্রারম্ভের সহায়তা লাভ করিয়া তাহা কাৰ্য্যক্ষম থাকে; আব ভোগদ্বারা প্রারম্ভের অবসান হইলে, সেই বিক্ষেপশক্তির বা ‘লেশ-অবিজ্ঞান’ব নাশ হয়, কিন্তু যেহেতু তাহা অবিজ্ঞান, তাহার নাশ বিজ্ঞান অল্প কিছুদ্বারা সম্ভবপর হয় না। এইহেতু তাহার বিনাশের নিমিত্ত পূৰ্ণোক্ত ব্রহ্মনিষ্ঠাকৰণ বিজ্ঞান অপেক্ষা আছে বটে, তথাপি মুচ্ছাকালে, (যখন পূৰ্ণোক্ত প্রকারের ব্রহ্মনিষ্ঠার সম্ভাবনা নাই) বিজ্ঞান সংস্কাররূপে থাকে বলিয়া, যে চৈতন্য বিজ্ঞানরূপ বৃত্তিতে আকট থাকে, সেই চৈতন্যেব প্রভাবে, সেই অবিজ্ঞান-লেশোৎপন্ন প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, উভয়ই বিনষ্ট হয়। যেমন এক কাঠে আকট অগ্নি অল্প কাঠ ও তুণের সহিত সেই কাঠকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ সেই বিজ্ঞান সংস্কারদ্বারা ‘বিশিষ্ট’ চৈতন্য, অবিজ্ঞানলেশোৎপন্ন প্রপঞ্চকে ও তাহার জ্ঞানকে ‘ত’ বিনাশ করেই, অধিকন্তু সেই বিজ্ঞানসংস্কারকেও বিনাশ করিয়া থাকে। এই কাৰণেই জ্ঞান হইবার পর জ্ঞানীর আর কর্তব্য থাকে না এবং বিদেহমোক্ষ পদ্যন্ত স্বরূপসন্ধান থাকুক বা না থাকুক, জ্ঞানের অভাব হয় না, পরন্তু সেই জ্ঞান বিশেষভাবে, বা সামান্যভাবে বা সংস্কাররূপে থাকিয়া যায়। এই কাৰণেই পূৰ্ব্ববর্ণিত অন্তকালেও ব্রহ্মনিষ্ঠ-রূপে স্থিতি সম্ভবপর হয় বলিয়া জীবমুক্ত জ্ঞানী বিদেহমুক্তি পাইয়া থাকেন, এই কথাটি সিদ্ধ হয়। ১০৭

জ্ঞান যে বিনষ্ট হয় না, তাহাই যুক্তি দ্বারা বুঝাইতেছেন:—

**প্রমাণোৎপাদিতা বিজ্ঞান প্রমাণং প্রবলং বিনা।**

**ন নশ্যতি ন বেদান্তাৎ প্রবলং মানমীক্ষ্যতে ॥ ১০৮**

অর্থ—প্রমাণোৎপাদিতা বিজ্ঞান প্রবলম্ প্রমাণম্ বিনা ন নশ্যতি। বেদান্তাৎ প্রবলম্ মানম্ ন ঈক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে বিজ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞান, ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি প্রমাণ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা প্রবল প্রমাণ বিনা বিনষ্ট হইতে পারে না। আর উপনিষদ্রূপ বেদান্ত হইতেও প্রবল প্রমাণ দেখা যায় না। ১০৮

যে অর্থটি উপপাদন করিলেন, তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

(চ) পঞ্চভূত  
বিবেকের  
ফল—মুক্তির  
সিদ্ধি।

তস্মাদ্বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং ন বাধ্যতে।

অন্তকালেহপ্যতো ভূতবিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা ॥ ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অর্থ—তস্মাৎ বেদান্তসংসিদ্ধং সদদ্বৈতং অন্তকালে অপি ন বাধ্যতে ; অতঃ হুত-  
বিবেকান্নির্বৃতিঃ স্থিতা।

অনুবাদ ও টীকা—এইহেতু বেদান্তশাস্ত্রদ্বারা সম্যক্ প্রতিপাদিত যে  
সদ্রূপ অদ্বৈত ব্রহ্ম, তিনি অন্তকালেও বাধিত বা প্রতিকূল হন না। এইহেতু  
সদ্বস্ত্ব ইহাতে পঞ্চভূতের ভেদজ্ঞানসাধক বিচারের ফলে নিরতিশয় সুখপ্রাপ্তিরূপ  
মুক্তি নিশ্চিত বা অব্যাহত। ১০৯

ইতি পঞ্চভূতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

তৃতীয় অধ্যায়—পঞ্চকোশবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভারতীতীর্থবিচারণ্যমুনীশ্বরো ।

পঞ্চকোশবিবেকস্ত কুর্সে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥

শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিচারণ্য—সন্ন্যাসিগণের এই উভয় আচার্য্যকে প্রণাম করিয়া, ‘পঞ্চকোশবিবেক’-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণের সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি ।

বজ্রস্বর্ষদেবের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় উপনিষদের তাৎপর্য্যেব বিশ্লেষণরূপ ‘পঞ্চকোশবিবেক’-নামক পঞ্চদশীর তৃতীয় প্রকরণ আরম্ভ করিয়া, তাহাতে, যাহাতে শ্রোতার অর্থাৎ অধিকারী পূর্ব্বেব অবগতপ্রযুক্তি জন্মে, সেইজন্ত এই প্রকরণের ‘প্রয়োজন’ ও ‘বিষয়’ নামক অনুবন্ধ-দ্বারা সূচনা করিয়া নিজমুখেই অর্থাৎ বিচার্য্য শ্রুতিবচনোক্তার না করিয়া নিজ বচনদ্বারাই, অভ্যন্তর গ্রন্থের আরম্ভপ্রতিষ্ঠা করিতেছেন :—

পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা আত্মা ও পঞ্চকোশের পৃথক্করণ

গুহাহিতং ব্রহ্ম যৎ তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ ।

বোদ্ধুং শক্যং ততঃ কোশপঞ্চকং প্রবিবিচ্যতে ॥ ১

অর্থ—গুহাহিতম্ যৎ ব্রহ্ম তৎ পঞ্চকোশবিবেকতঃ বোদ্ধুন্ শক্যম্; ততঃ কোশ-পঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে ।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম বেদে অর্থাৎ তৈত্তিরীয় উপনিষদে ( ২।১।১ ) ‘গুহাহিত’ বা গুহায় অবস্থিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, ‘গুহা’ শব্দদ্বারা সূচিত পঞ্চকোশের বিচারদ্বারাই সেই ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । এইহেতু পঞ্চকোশের বিচার আরম্ভ করা যাইতেছে ।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে আছে :—

“যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ ।

সোহশ্রুতে সর্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥” ( ২।১।১ )

( হৃদয়াকাশস্থিত ) বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও ‘বিপশ্চিতং’এর অর্থাৎ সর্বজ্ঞ-ব্রহ্মের সহিত, ষট্কাশ যেরূপ মহাকাশের সহিত একীভূত হইয়া যায়, সেইরূপ একীভূত হইয়া সমস্ত কাম্য বিষয় একই কালে ভোগ করেন,—সকল প্রকার আনন্দের রাশীভূত ব্রহ্মানন্দ অমুভব করিয়া তদ্বারা তাহার লেশম্বরূপ

সমস্ত কাম্য বিষয় অর্থাৎ চক্রবর্তী রাজ্য হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেব পর্যন্ত সকলেরই অল্পভূত ভোগসমূহ একই কালে ভোগ করেন অর্থাৎ পূর্বকাম হইয়া যান।

এই প্রতিবচনে, “গুহাহিতং যৎ ব্রহ্ম তৎ”—গুহায় অবস্থিত বলিয়া যে ব্রহ্ম বর্ণিত হইয়াছেন, সেই ব্রহ্মকে, “পঞ্চকোশবিবেকতঃ”—সেই ‘গুহা’ শব্দের বাচ্যার্থরূপ যে পঞ্চকোশ তাহারই বিচার দ্বারা, “বোদ্ধুম্ শক্যম্”—জানিতে পারা যায় : “ততঃ কোশপঞ্চকম্ প্রবিবিচ্যতে”—সেইহেতু, সেই কোশপঞ্চক যে, অন্তরায়া হইতে পৃথক্ তাহা প্রকৃষ্টরূপে দেখান হইতেছে, ইহাই অর্থ। তাৎপর্য্য এই :—মহাকাশের বতটুকুকে অধিকার করিয়া পর্ষত বিত্তমান, সেই আকাশগণ্ডে যদি একটির অভ্যন্তরে অপরাট, এইরূপ পাঁচটি কক্ষদ্বারযুক্ত একটি পর্ষতগুহা থাকে এবং তাহার সর্বাভ্যন্তরে যদি মণিময় ভগবৎপ্রতিমা থাকে—বাহ্যার জ্যোতিঃ, বাহিরে প্রকাশমান জ্যোতির বা তেজস্তত্ত্ববই অবস্থা বিশেষ বলিয়া, যদি তাহা হইতে অভিন্ন বুঝা যায়—তাহা হইলে পর্ষতগুহা যেমন সেই প্রতিমার আচ্ছাদক হয়—সেই প্রকার ‘অব্যাকৃত’ অর্থাৎ মায়ারূপ আকাশে (বাহাতে আকাশাদি সর্বপ্রপঞ্চই বিত্তমান, সেই আকাশে) একটির অভ্যন্তরে অপরাট, এইরূপ পাঁচটি কোশ বিত্তমান রহিয়াছে,--সেই মায়াতে পরমপ্রকাশস্বরূপ পরমব্রহ্মই পঞ্চকোশদ্বারা অন্তবায়রূপে বিত্তমান; পঞ্চকোশ তাঁহারই আচ্ছাদক; সেইহেতু সেই পঞ্চকোশ গুহারূপে বর্ণিত হইয়াছে। আব যেমন সেই মণিময় প্রতিমার সেবকের (পাণ্ডুর) অমুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, তিনি চাবি দ্বারা পাঁচটি দ্বার খুলিয়া প্রতিমার দর্শন করাইয়া দেন, সেইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুব অমুগ্রহে পঞ্চকোশের বিবেকরূপ চাবিদ্বারা পঞ্চকোশরূপ আবরণ সরাইয়া প্রত্যগায়ুরূপ ব্রহ্মের দর্শনলাভ হয়, বিচারদ্বারা এইরূপ বুঝিতে হইবে। ১

১। গুহাশব্দের অর্থ ও তাহার প্রকার-ভেদ।

(শঙ্কা) ভাল, প্রতিবর্ণিত সেই গুহাটি কি, যে-গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা বুঝিতে পারা যায়? (সনাতান) ইহাব উত্তরে ‘গুহা’ শব্দের শ্রুতিব উদ্দিষ্ট অর্থটি বলিতেছেন :—

দেহাদভ্যন্তরঃ প্রাণঃ প্রাণাদভ্যন্তরং মনঃ ।

ততঃ কৰ্ত্তা ততো ভোক্তা গুহা সেয়ং পরম্পরা ॥ ২

অর্থ—দেহাৎ প্রাণঃ অভ্যন্তরঃ, প্রাণাৎ মনঃ অভ্যন্তরঃ; ততঃ কৰ্ত্তা (অভ্যন্তরঃ); ততঃ ভোক্তা (অভ্যন্তরঃ) সা ইয়ম্ পরম্পরা গুহা।

অনুবাদ—এই স্থূলদেহের বা অন্নময়কোশের অভ্যন্তরে প্রাণ অর্থাৎ প্রাণময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে মন অর্থাৎ মনোময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে কৰ্ত্তা—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ; তাহার অভ্যন্তরে ভোক্তা বা আনন্দময় কোশ; এই কোশপরম্পরাকে ‘গুহা’ অর্থাৎ আত্মার আচ্ছাদক কন্দের বলা হইয়া থাকে।

টীকা—“দেহাৎ”—অন্নময় দেহের সম্বন্ধে, অবস্থিতি বিচার করিয়া, “প্রাণঃ”—প্রাণময় কোশ, “অভ্যন্তরঃ”—আন্তর অর্থাৎ ভিতরে অবস্থিত; “প্রাণাৎ”—প্রাণময় কোশ হইতে “মনঃ”—মনোময় কোশ, “অভ্যন্তরম্”—আন্তর; “ততঃ”—সেই মনোময় কোশ হইতে, “কর্তা”—বুদ্ধি অর্থাৎ বিজ্ঞানময় কোশ, ‘আন্তর’,—এই অর্থের অনুরূপ্তি আসিতেছে; “ততঃ”—সেই বিজ্ঞানময় কোশ হইতে, “ভোক্তা”—আনন্দময় কোশ; তাহাও পূর্ব পূর্বাতিব ত্রায় আন্তর, ইহাই অর্থ। অন্নময় হইতে আরম্ভ করিয়া আনন্দময় পথান্ত এই কোশের পবম্পরায় “গুহা” শব্দের দ্বারা সূচিত হইতেছে। ২

২। পঞ্চকোশের স্বরূপ ও তাহার অনায়াত।

এক্ষণে সেই অন্নময় কোশের স্বরূপ এবং তাহা যে অনায়াত, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) অন্নময়  
কোশের স্বরূপ  
ও তাহার  
অনায়াত।

পিতৃভুক্তান্নজাদ্ বীৰ্য্যাজ্জাতোহন্নেনৈব বদ্ধতে ।

দেহঃ সোহন্নময়ো নাত্মা প্রাক্ চোদ্ধিৎ তদভাবতঃ ॥ ৩

অন্নময় পিতৃভুক্তান্নজাত্ বীৰ্য্যজ্ জাতঃ (দেহঃ) অন্নেন এব বদ্ধতে; সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা; প্রাক্ উদ্ধিৎ চ তদভাবতঃ।

অনুবাদ—যে স্থূলশরীর পিতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শুক্র (এবং মাতৃভুক্ত অন্নের পরিণাম শোণিত) হইতে উৎপন্ন হইয়া অন্নের দ্বারাই বদ্ধিত হয়, তাহাকে অন্নময়কোশ বলে। সেই অন্নময় দেহ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা জন্মের পূর্বে ছিল না এবং মরণের পরেও থাকে না।

টীকা—“পিতৃভুক্তান্নজাত্ বীৰ্য্যজ্ জাতঃ (দেহঃ)”—পিতাব (ও মাতাব) দ্বারা ভুক্ত গ্রাহি, যব প্রভৃতিরূপ যে অন্ন, সেই অন্ন হইতে জন্মান্ন যে বীৰ্য্য (ও রজঃ), তাহা হইতে উৎপন্ন যে দেহ, যাহা “অন্নেন এব বদ্ধতে”—যাহা জন্মের পর ছদ্ম প্রভৃতিরূপ অন্নের দ্বারা বদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, “সঃ দেহঃ অন্নময়ঃ, ন আত্মা”—সেই দেহ অন্নেরই বিকার; সেই অন্নময় কোশরূপ দেহ আত্মা নহে। এস্থলে গ্রহকার যে কেবল পিতৃভুক্ত অন্নেরই উল্লেখ করিলেন, মাতৃভুক্ত অন্নের উল্লেখ করিলেন না, তাহার কারণ এই—পবলোক হইতে জীব বৃষ্টিরূপে সমাগত হইয়া শস্ত্রে প্রবেশ করে (ছান্দোগ্য উ, ৫।১০।৩) এবং শস্ত্ররূপে অন্নে এবং অন্নরূপে বীৰ্য্যে পরিণত হইয়া পিতৃদেহে অগ্রে গর্ভরূপ ধারণ করে [ঐতরেয় উ, ৪।১—“পুরুষ ই বা অন্নমাদিতো গর্ভো ভবতি”]। কিন্তু পিতা ও মাতা উভয়েরই প্রদত্ত শুক্রশোণিতে যখন শরীরের উৎপত্তি, তখন “পিতৃভুক্তান্ন” শব্দের সমাসেব এইরূপ বিগ্রহন্যাক্য করিতে হইবে—“পিতা চ মাতা চ তৌ পিতরৌ, তাভ্যাম্ ভুক্তম্ অন্নম্ তন্ময়ং জায়তে যৎ তৎ তন্ময়ং” এইরূপে একশেষ বস্তু, তৃতীয়াতৎপুরুষ, কর্মধাবয় ও উপপদ সমাস বৃত্তিতে হইবে, যেহেতু মাতাব ‘বক্তৃ’-বীৰ্য্য হইতে রক্ত, মাংস ও ত্বক্ উৎপন্ন হয় এবং পিতার রেতঃ-রূপ বীৰ্য্য হইতে হাড়, মাড়ী ও মজ্জা উৎপন্ন হয়। ‘শরীর অন্নদ্বারা বদ্ধি পায়’ এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে



‘অন্ন’ শব্দে দ্রব ও বৃষ্টিতে হইবে, কেননা, অন্নের ভক্ষণদ্বারাই প্রতীতির স্তনে দ্রব উৎপন্ন হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদের “সপ্তাঙ্গব্রাহ্মণে” (১৫।২) দ্রবকে অন্নরূপ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। স্থূলশরীর আত্মা নহে, তাহার হেতু কি? সেই হেতু বলিতেছেন—“প্রাক্ উৰ্দ্ধং চ তদভাবতঃ”—যেহেতু জন্মের পূর্বে এবং মরণের পরে দেহের অভাব হয়, অর্থাৎ দেহের প্রাগভাব ও প্রধ্বংসভাব উভয় প্রকার অভাবই আছে।

(শঙ্ক।) ভাল, সাধারণ লোকে ত’ দেহকেই আত্মা বলিয়া থাকে, (“এই যে ‘আমি’” বলিয়া নিজ বৃকে হাত দেয়)। আবার লোকায়তিক দর্শনকার চার্বাকও দেহকে আত্মা বলিয়া মানেন। ইহাতে দেহ লইয়া বিবাদ—সন্দেহ বা অনেককোটিবিশিষ্ট জ্ঞান ত’ রহিয়াছে। তাহার অপনোদন হইবে কি প্রকারে?

(সমাধান) যুক্তি বা অল্পমানরূপ মীমাংসাদ্বারা দেহের অনাত্মতাব নিশ্চিত হইবে। সেই অল্পমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে দেহ, (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা)। যেহেতু, তাহা কার্য্য অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্য—(হেতু), যেমন, ষটাদিক্রম কার্য্য—(দৃষ্টান্ত); ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩

(শঙ্ক।) আচ্ছা, পূর্বশ্লোকে যে অল্পমান সূচিত হইয়াছে, সেই অল্পমানে ‘দেহ’রূপ “পক্ষে”, “কার্য্য বলিয়া” (অর্থাৎ উৎপত্তি-নাশবান্ বলিয়া অনিত্যতাহেতু)—এইরূপ যে “হেতু” প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই হেতু যেন মানা গেল, কিন্তু সেই অল্পমানে ‘দেহ আত্মা নহে’—এইরূপ যে সাধ্য (বা অল্পমিতিরূপ যথার্থজ্ঞানের বিষয়) প্রদর্শিত হইয়াছে তাহা ত’ সিদ্ধ হয় না; আর ‘দেহই হইতেছে আত্মা’ এইরূপ যে বিরুদ্ধ পক্ষ, তাহাতে দোষরূপ কোনও বাধক না থাকাতে এই—“যেহেতু কার্য্য”—“হেতু” নিরর্থক,—এইরূপে চার্বাক-মতানুসারে আশঙ্ক। তুলিয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—যে সেই বিরুদ্ধপক্ষে দোষ ত’ রহিয়াছে; সেই দোষ দুইটি (১) অকৃত্যভাগ্যম অর্থাৎ কৰ্ম্ম না করিয়াও তাহার ফলপ্রাপ্তি, এবং (২) কৃতবিপ্রণাশ অর্থাৎ কৰ্ম্ম করিয়াও তাহার ফলের অপ্রাপ্তি। (৪র্থ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য)। সেইহেতু এরূপ বলা চলে না যে সেই সাধ্যটি অর্থাৎ ‘দেহ আত্মা নহে’—ইহা অসিদ্ধ। এইরূপে সিদ্ধান্তী চার্বাক-মতানুসারী আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

পূর্বজন্মশাস্ত্রেন্নৈতজ্জন্ম সম্পাদয়েৎ কথম্?।

ভাবিজন্মশাস্ত্রেন্ন কৰ্ম্ম ন ভুঞ্জীতেহ সঞ্চিতম্ ॥ ৪

অর্থ—পূর্বজন্মনি অসন্ এতৎ কথম্ জন্ম সম্পাদয়েৎ; ভাবিজন্মনি অসন্ ইহ সঞ্চিতম্ কৰ্ম্ম ন ভুঞ্জীত।

অনুবাদ—যে স্থূল দেহরূপ আত্মা পূর্বজন্মে অসৎ অর্থাৎ অবিদ্যমান ছিল, তাহা কি প্রকারে বর্তমান জন্মকে সম্পাদন করিবে? আবার আগামী জন্মে যে স্থূলদেহরূপ আত্মা অসৎ অর্থাৎ থাকিবে না, তাহাও বর্তমান জন্মে সম্পাদিত কৰ্ম্মকে (কৰ্ম্মের ফলকে) ভোগ করিতে পারে না।

টীকা—এই দেহরূপ আত্মার পূর্বজন্মে অসভ্যতাহেতু অর্থাৎ এই দেহ ছিল না বলিয়া, সেই কারণে বর্তমান দেহের নিমিত্তকারণের অর্থাৎ পুণ্যপাপরূপ অদৃষ্টেব উৎপত্তি অসম্ভব। সেইহেতু বর্তমান জন্মকে অঙ্গীকার করিলে ‘অকৃতভাগ্যম’-দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ যে কন্ম করা হয় নাই তাহারই ফলভোগ হয়, মানিতে হয়। সেইরূপ ভাবিজন্মে অর্থাৎ মরণের পর দেহরূপ আত্মার অভাবহেতু বর্তমান জন্মে অনুষ্ঠিত যে পুণ্য ও পাপ, তদুভয়ের ফল-ভোক্তা এই দেহরূপ আত্মা থাকিবে না বলিয়া, পুণ্যপাপরূপ কন্ম, ভোগবিলাই বিনষ্ট হইয়া যাইবে, মানিতে হয়। তাহাতে ‘কৃতবিপ্রণাশ’রূপ দোষ হয় অর্থাৎ যে কন্ম করা হইয়াছে তাহা, ফল ভোগ না করাইয়াই বিনষ্ট হয়, বলিতে হয়। এইরূপে ‘অকৃতভাগ্যম’ ও ‘কৃতবিপ্রণাশ’রূপ বাধক থাকিতে আত্মার কাষ্যরূপতা অর্থাৎ আত্মাকে দেহরূপ অম্বিকাব বলিয়া মানা চলে না। ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৪

অন্নময়কোশ যে আত্মা নহে, তাহা এইরূপে দেখাইয়া এক্ষণে প্রাণময় কোশের স্বরূপ এবং তাহাও যে আত্মা নহে, ইহাই দেখাইতেছেনঃ—

প। প্রাণময়কোশের স্বরূপ  
ও তাহার অনাত্মতা।

পূর্ণো দেহে বলং যচ্ছন্নক্ষাণাং যঃ প্রবর্তকঃ।

বায়ুঃ প্রাণময়ো নাসাবাত্মা চৈতন্যবর্জনাৎ ॥ ৫

অর্থঃ যঃ দেহে পূর্ণঃ, বলম্ যচ্ছন্ অক্ষাণাম্ প্রবর্তকঃ, (সঃ) বায়ুঃ প্রাণময়ঃ। অসৌ আত্মা ন ; চৈতন্যবর্জনাৎ ॥

অনুবাদ—যে প্রাণময় বায়ু (প্রাণ, অপান প্রভৃতি) সমস্ত স্থূলদেহ ব্যাপিয়া, সেই দেহে বলাধান করিয়া, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণকে নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে, সেই দেহাভ্যন্তরবর্তী বায়ুকে প্রাণময় কোশ বলা হইয়া থাকে। এই প্রাণময় কোশ আত্মা নহে, যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত।

টীকা—“যঃ দেহে পূর্ণঃ”—যে বায়ু স্থূল দেহেব মধ্যে, চরণ ইহিতে মস্তক পথান্ত সমস্ত স্থান ভরিয়া ব্যানবায়ুরূপে, “বলম্ যচ্ছন্”—দেহে বলাধান করিয়া, “অক্ষাণাম্ প্রবর্তকঃ”—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের প্রেরকরূপে অবস্থিত, “সঃ বায়ুঃ প্রাণময়ঃ”—সেই বায়ুকে ‘প্রাণময় কোশ’ এই নাম দেওয়া হইয়া থাকে। “অসৌ আত্মা ন”—সেই প্রাণময় বায়ুও আত্মা ইহিতে পারে না; আত্মা না হইবার কারণ বলিতেছেনঃ—“চৈতন্যবর্জনাৎ”—যেহেতু তাহা চৈতন্যরহিত। অনুমানপ্রয়োগে ইহার তাৎপৰ্য্য বলিতেছেনঃ—বিবাদের বিষয় যে প্রাণময় কোশ (পক্ষ) তাহা আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা জড়,—হেতু; যেমন ঘটাদি,—দৃষ্টান্ত। ৫

এক্ষণে মনোময় কোশের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া তাহা যে আত্মা নহে, তাহাই বলিতেছেনঃ—

প। মনোময় কোশের  
স্বরূপ ও তাহার  
অনাত্মতা।

অহন্তাং মমতাং দেহে গৃহাদৌ চ কুরোতি যঃ।

কামাদ্রবক্ষ্যয়া ভ্রান্তো নাসাবাত্মা মনোময়ঃ ॥ ৬

অম্বয়—দেহে অহস্তাম্ গৃহাদৌ মমতাম্ চ যঃ কৰোতি (সঃ) মনোময়ঃ ; অসৌ আত্মা ন, (যতঃ) কামাত্মবস্থয়া ভ্রান্তঃ।

অনুবাদ—যাহা, অন্নময় (প্রাণময় প্রভৃতিরূপ) শরীরে ‘আমি’-বুদ্ধি করে, গৃহ, ধন প্রভৃতিতে ‘আমার’-বুদ্ধি করে, তাহাকে মনোময় কোশ বলে। সেই মনোময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, তাহা কামক্রোধাদি বৃত্তিমান্ বলিয়া স্থিরস্বভাব নহে অর্থাৎ বিকারী।

টীকা—“দেহে অহস্তাম্”—অন্নময়, প্রাণময় প্রভৃতিরূপ শরীরে যে অহস্তাব বা ‘আমি’ বলিয়া বুদ্ধি, “গৃহাদৌ মমতাম্ চ”—এবং গৃহপ্রভৃতিতে ‘আমার’ বলিয়া অভিমান, “যঃ কৰোতি সঃ মনোময়ঃ”—যে করে সেই মনোময় কোশ ; “অসৌ আত্মা ন”—সেই মনোময় কোশ আত্মা নহে ; কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“কামাত্মবস্থয়া ভ্রান্তঃ”—এই মনোময়কোশ কামক্রোধপ্রভৃতি বৃত্তিবিশিষ্ট বলিয়া অনিয়ত-স্বভাব—বিকারী—পূর্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অবস্থা বা বৃত্তি গ্রহণ করে ; আত্মা কিন্তু সর্বদাই একাবস্থা। এস্থলে অহুমান এইরূপ হইবে :—মনোময় কোশ (পক্ষ) আত্মা নহে (সাধ্য)—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা বিকারী,—হেতু ; যেমন দেহ—দৃষ্টান্ত ; অর্থাৎ দেহ যেমন বাল্য, কৈশোর, জবা প্রভৃতি অবস্থাবিশিষ্ট অর্থাৎ বিকারী বলিয়া আত্মা নহে, এই মনোময় কোশও সেইরূপ, কেননা, ইহার কামাদি অবস্থাপ্রাপ্তি ঘটে। ৬

এক্ষণে যাহা ‘কর্তা’-নামে অভিহিত হয়, সেই বিজ্ঞানময় কোশের স্বরূপ ও তাহার অনায়াত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঘ) বিজ্ঞানময় কোশের  
স্বরূপ ও তাহার  
অনায়াত।

লীনা সূপ্তৌ বপূর্বোদে ব্যাপ্নুয়াদানথাগ্রগা।

চিচ্ছায়োপেতধীনাত্মা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ ॥ ৭

অম্বয়—(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ সূপ্তৌ লীনা, বোধে আনথাগ্রগা (সতী) বপুঃ ব্যাপ্নুয়াং,  
(সা) বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)। (সা) আত্মা ন (ভবতি)।

অনুবাদ—যে চৈতন্যপ্রতিবিশ্বযুক্তা বুদ্ধি সুষুপ্তিকালে (অজ্ঞানে) লীন হইয়া যায় এবং জাগ্রদবস্থায় নথাগ্র পর্য্যন্ত দেহকে ব্যাপিয়া থাকে, তাহাকে বিজ্ঞানময় কোশ বলে। তাহাও আত্মা নহে।

টীকা—“(যা) চিচ্ছায়োপেতধীঃ”—চৈতন্যের প্রতিবিশ্বস্বরূপ চিদাভাসের সহিত মিলিতা বুদ্ধি, “সূপ্তৌ লীনা”—সুষুপ্তিকালে অজ্ঞানে লীন থাকিয়া, “বোধে আনথাগ্রগা সতী বপুঃ ব্যাপ্নুয়াং”—জাগ্রদবস্থায় নথের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত বিস্তারিত থাকিয়া, সমস্ত শরীরকে ব্যাপিয়া অবস্থান করে, “সা বিজ্ঞানময়শব্দভাক্ (ভবতি)”—সেই বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময়কোশ শব্দে উল্লেখ করা হইয়া থাকে। “(সা) আত্মা ন”—সেই বিজ্ঞানময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ঘটাদির দ্বারা তাহারও বিলয় প্রভৃতি অবস্থা আছে, ইহাই তাৎপর্য। ৭

(শব্দ) ভাল, মন ও বুদ্ধি তুল্যরূপে অন্তঃকরণরূপ বলিয়া, তত্ত্বভয়ের মধ্যে

উপাদানগত প্রভেদ না থাকতে, মনোময় ও বিজ্ঞানময় রূপে, একই অন্তঃকরণের ভেদকল্পনা যুক্তিযুক্ত নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাধান)—বুদ্ধির ও মনের যথাক্রমে কর্তৃত্বরূপে অর্থাৎ ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে এবং করণরূপে অর্থাৎ জিহ্বাব সাধনতারূপে, একই অন্তঃকরণে ভেদ থাকায় মনোময়াদিরূপে ভেদ করা অসঙ্গত নহে।

(৫) মনোময় কোশ ও  
বিজ্ঞানময় কোশের  
প্রভেদ।

কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাং বিক্রিয়েতান্তরিন্দ্রিয়ম্।

বিজ্ঞানমনসী অন্তর্বহিঃচৈতে পরম্পরম্ ॥ ৮

অর্থ—অন্তরিন্দ্রিয়ম্ কর্তৃত্বকরণত্বাভ্যাম্ বিক্রিয়েত, এতে বিজ্ঞানমনসী; এতে চ পর-  
ম্পরম্ অন্তঃ বহিঃ।

অনুবাদ—মন ও বুদ্ধি উভয়েই অন্তঃকরণরূপ দ্রব্য হইলেও, বুদ্ধি কর্তৃত্বরূপে এবং মন করণরূপে, পরিণত হয় বলিয়া বুদ্ধিকে বিজ্ঞানময় কোশ নামে এবং মনকে (পূর্বোক্তরূপে) মনোময়কোশ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন একই ব্রাহ্মণ বেদীর উপর বসিয়া পুরাণব্যাখ্যা করিলে, ‘কথক’ (বা পাঠক) নামে এবং পাকশালায় বসিয়া রন্ধন করিলে ‘পাচক’ নামে অভিহিত হন, সেইরূপ। অন্তঃকরণ কর্তৃত্বাব লইয়া ‘বুদ্ধি’ নামে এবং করণভাব লইয়া ‘মন’ নামে অভিহিত হয়।

টীকা—“অন্তরিন্দ্রিয়ম্”—অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ যে দ্রব্য, তাহা কর্তার ভাব লইয়া—  
কর্তা সাজিয়া এবং করণের ভাব লইয়া—যন্ত্র সাজিয়া, বিকার অর্থাৎ পরিণাম প্রাপ্ত হয়;  
ইহাই অর্থ। “এতে”—এই দুইটি অর্থাৎ কর্তা ও করণ যথাক্রমে বিজ্ঞান (বুদ্ধি অর্থাৎ নিশ্চয়রূপ  
বৃত্তি) এবং মন (অর্থাৎ সংশয়রূপ বৃত্তি) এই দুই শব্দে উল্লিখিত হয়। এই দুইটি অর্থাৎ  
বুদ্ধি ও মন পরস্পর আন্তর ও বাহ্য রূপে অবস্থিত আছে। অভিপ্রায় এই—মন সংশয়রূপ  
উভয়-কোটিকবৃত্তি বলিয়া গতিশীল (Dynamic); এই কারণে বাহির হইয়া থাকে;  
এবং বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ এককোটিকবৃত্তি বলিয়া স্থিতিশীল (Static); এই কারণে আন্তর  
হইয়া থাকে। বহির্বৃত্তিক মনের অপেক্ষায় বুদ্ধিকে আন্তর এবং অন্তর্বৃত্তিক বুদ্ধির অপেক্ষায়  
মনকে ‘বাহিব’ বলা হইয়া থাকে। ৮

এক্ষণে—“ভোক্তা” এই শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের বর্ণনা করা হয়, তাহা  
আত্মা নহে, ইহা দেখাইবার জন্ত আনন্দময় কোশের স্বরূপ অর্থাৎ আকার বর্ণনা  
কবিতেছেন:—

কাচিদন্তমুখাবন্তিরানন্দপ্রতিবিশ্বভাক্।

(৬) আনন্দময়

কোশের স্বরূপ।

পুণ্যভোগে ভোগশাস্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে ॥ ৯

অর্থ—পুণ্যভোগে কাচিং বৃত্তিঃ অন্তমুখা (সতী) আনন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ (ভবতি),  
ভোগশাস্তৌ নিদ্রারূপেণ লীয়তে।

অমুবাদ—পুণ্যের ফলভোগের সময় কোনও বৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া চিদানন্দের প্রতিবিশ্ব ধারণ করে এবং সেই ভোগের সমাপ্তি হইলে নিদ্রারূপে বিলীন হইয়া যায়।

টীকা—“পুণ্যভোগে”—পুণ্যকর্মের ফলের অমুভবকালে, “কাচিং বৃত্তিঃ”—কোনও বুদ্ধিবৃত্তি, “অন্তর্মুখা সতী”—একাগ্র হইয়া, “আনন্দপ্রতিবিশ্বভাক্ ভবতি”—আনন্দরূপ আনন্দের প্রতিবিশ্ব ধারণ করে। সেই বৃত্তিই “ভোগশাস্তো”—পুণ্যকর্মের ফলের অন্তর্ভব-রূপ ভোগ নিবৃত্ত হইলে, “নিদ্রারূপেণ লীয়তে”—নিদ্রারূপে তাহার প্রকৃতিতে (মূল উপাদানে) অর্থাৎ অজ্ঞানে সংস্কাররূপ ধারণ করিয়া অবস্থান করে। সেই বৃত্তিই আনন্দময় কোশ; ইহাই অভিপ্রায়। ৯

সেই আনন্দময় কোশও যে আত্মা নহে, তাহা দেখাইতেছেন :—

(ছ) আনন্দময় কোশের অনাস্বত্তা। কাদাচিংকত্বতো নাহ্মা স্তাদানন্দময়োহপ্যয়ম্ ।  
বিশ্বভূতো য আনন্দ আত্মাসৌ সর্বদা স্থিতেঃ ॥ ১০

অরয়—অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি কাদাচিংকত্বতঃ আত্মা ন স্তাৎ ; বিশ্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা, সর্বদা স্থিতেঃ ।

অমুবাদ—এই আনন্দময় কোশও আত্মা নহে, কেননা, ইহা কখনও আছে, কখনও নাই ; ইহা অস্থায়ী, কিন্তু তদতিরিক্ত প্রতিবিশ্বের কারণস্বরূপ—বিশ্বরূপ যে চিদানন্দ, তাহাই আত্মা, কেননা, তাহা স্থায়ী বা সনাতন ।

টীকা—“অয়ম্ আনন্দময়ঃ অপি”—এই বর্ণিত আনন্দময় কোশও, “আত্মা ন স্তাৎ”—আত্মা হইতে পারে না ; “কাদাচিংকত্বতঃ”—যেহেতু ইহা কদাচিৎস্থায়ী—কিছুকালমাত্র ধরিয়া অবস্থান করে, যেমন মেঘ, ধূম, কুয়াশা, রামধন প্রভৃতি । ১০

### আত্মার স্বরূপ

১। আত্মা আনন্দস্বরূপ ।

(শঙ্ক) —ভাল, আনন্দময় প্রভৃতি কোশপঞ্চক বিদ্যমান থাকিতেও যখন তাহাদের কোনটাই আত্মা নহে, এই বলিয়া তাহাদের আত্মরূপতার নিষেধ করা হইল, তখন নিরাশ্রুতা অর্থাৎ শূন্যতাই ত’ আসিয়া পড়িল—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—“বিশ্বভূতঃ যঃ আনন্দঃ অসৌ আত্মা”—বুদ্ধি প্রভৃতিতে যাহা প্রতিবিশ্বরূপ ধরিয়া অবস্থান করে, ‘প্রিয়’ প্রভৃতি শব্দদ্বারা যে আনন্দময় কোশের উল্লেখ করা হয়, তাহারই বিশ্বভূত অর্থাৎ কারণস্বরূপ যে আনন্দ, তিনিই হইতেছেন আত্মা। যদি বল, সেই বিশ্বরূপ আনন্দই বা আত্মা হইতে পারেন কি প্রকারে ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—“সর্বদা স্থিতেঃ”—যেহেতু তাহা সর্বদাই বিদ্যমান অর্থাৎ নিত্য বলিয়া। অভিপ্রায় এই—(অমুমান) বিবাদের বিষয় যে ‘আনন্দ’ (যাহার আনন্দরূপতা লইয়া আপত্তি) তাহাই (পক্ষ) আত্মা হইতে পারে (সাধ্য)

—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তাহা নিত্য—(হেতু); যাহা আত্মা নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন দেহাদি বস্তু।

(শঙ্কা)—ভাল, বিষরূপ আনন্দের আত্মরূপতা সিদ্ধ করিবার জন্য, নিত্যতারূপ যে হেতু দেওয়া হইল, সেই হেতু ত’ অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী, কেননা, আকাশও ত’ সেইরূপ নিত্যপদার্থ? (সমাধান) না; কেননা, আকাশের উৎপত্তি শ্রুতিমুখে শুনা যায় বলিয়া আকাশ অনিত্য; সেই কারণে নিত্যতারূপহেতু আকাশাদিতে বিद्यমান নাই বলিয়া ‘অতিব্যাপ্তি’ দোষ হইল না। (একস্মিন্ ‘অন্তে’ বিদ্যতে ইতি ঐকান্তিকঃ, বিপর্যায় অনৈকান্তিকঃ, উভয়ান্তব্যাপকত্বাৎ ইতি বাৎস্তায়নভাষ্যে ১২।৪২—‘অনৈকান্তিকঃ সব্যভিচারঃ’—কোনও একপক্ষে বাহার অন্ত অর্থাৎ নিয়ম বা নিশ্চয় নাই, তাহাই ‘অনৈকান্ত’, যেমন, যেহেতু এই প্রাণটি শৃঙ্গবিশিষ্ট, সেইহেতু এইটি গো; অস্থলে শৃঙ্গবিশিষ্টতা হাবণ-মহিষাদিতে বিদ্যমান বলিয়া হেতুটি অনৈকান্তিক হইল।)।

২। আত্মা জ্ঞানরূপ।

প্রতিপাত্ত মূল বস্তুতে আশঙ্কা উত্থাপন করিতেছেন:—

নহু দেহমুপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু।

ক) বাকীর শঙ্কা -

আত্মা বলিয়া বস্তু নাই।

মা ভূদাত্তমগ্ন্যন্ত ন কশ্চিদনুভূয়তে ॥ ১১

অর্থ—নহু দেহম্ উপক্রম্য নিদ্রানন্দান্তবস্তুষু আত্ময়ম্ না ভূৎ। অতঃ তু কশ্চিৎ ন অনুভূয়তে।

অনুবাদ—ভাল, স্থূল দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া পুণ্যভোগ বা নিদ্রারূপী আনন্দময় কোশ পর্য্যন্ত বস্তু আত্মা না হয় না-ই হটুক; কিন্তু এতদ্ব্যতিরিক্ত আর কোনও বস্তু ত’ অনুভবে পাওয়া যায় না।

টীকা -পূর্বকথিত হেতুবশতঃ অর্থাৎ “কার্য্য”রূপ বলিয়া অল্পময় কোশ, “জড়”রূপ বলিয়া প্রাণময় কোশ, “বিকারবান্” বলিয়া মনোময় কোশ, “বিলয়াদি”-অবস্থা প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিজ্ঞানময় কোশ এবং “কাদাচিৎক” বলিয়া অর্থাৎ কখন আছে, কখন নাই বলিয়া আনন্দময় কোশ—এই কোশপঞ্চকের আত্মরূপতা না ঘটে না-ই ঘটুক, কিন্তু তদতিরিক্ত ত’ অতঃ কোনও আত্মা অনুভূত হয় না; সেইহেতু সেইরূপ আত্মা থাকা সম্ভবপরও নহে—ইহাট আশঙ্কা। ১১

পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা অঙ্গানীকার করিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পবিহাব করিতেছেন:—

(খ) পূর্বোক্ত  
আশঙ্কার  
সমাধান।

বাঢ়ং নিদ্রাদয়ঃ সর্বেহনুভূয়ন্তে ন চেতরঃ।

তথাপ্যেতেহনুভূয়ন্তে যেন তং কো নিবারয়েৎ ॥ ১২

অর্থ—নিদ্রাদয়ঃ সর্বেহনুভূয়ন্তে চ ইতরঃ ন; বাঢ়ম্। তথাপি যেন এতে অনুভূয়ন্তে তন্ কঃ নিবারয়েৎ?

অনুবাদ—আনন্দময় প্রভৃতি সকল কোশই অনুভবের বিষয় হয় বটে, তন্মিন্ন অণ্ড কোনপ্রকার আত্মা অনুভূত হয় না—এইরূপ কখন সত্য বটে, (অর্থাৎ এই হেতুটি মাত্র অঙ্গীকার করিতেছি, সাধ্য অঙ্গীকার করিব না) তথাপি যে অনুভবদ্বারা এই পঞ্চকোশের অনুভব হয়, সেই অনুভবকে কে নিবারণ বা অস্বীকার করিবে? কেহই করিতে পারে না।

টীকা—এস্থলে মূল শ্লোকে যে ‘নিদ্রা’-পদ রহিয়াছে, তাহাতে ‘লক্ষণা’দ্বারা নিদ্রাগত আনন্দকেই বুঝিতে হইবে। এইহেতু, নিদ্রা বা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া অল্পময় কোশ পর্য্যন্ত পঞ্চকোশের অনুভব হয় বটে অর্থাৎ ‘অণ্ড’ বলিয়া প্রতীতি হয় বটে—হে বাদিন! তোমার এইরূপ আপত্তি, অণ্ডরূপ সিদ্ধান্তের হেতু। “বাত্ম” — ‘সত্য বটে’ — তোমার আপত্তি অঙ্গীকার করিতেছি অর্থাৎ অণ্ড ‘হেতু’টি মাত্র মানিতেছি, কিন্তু তোমার ‘সাধ্য’ মানিব না। ভাল, তাহা হইলে, কি প্রকারে উক্ত কোশপঞ্চকের অতিরিক্ত আত্মা অঙ্গীকার করা হইতেছে? এইহেতু বলিতেছেন—“তথাপি যেন এতে অনুভূত্বম্ কঃ নিবারণে?”—কোশপঞ্চকেব অতিরিক্ত কিছু প্রতীতি না হইলেও, যাহার বলে এই আনন্দময়াদি কোশপঞ্চকের প্রতীতি হয়, সেই অনুভব কি প্রকারে অস্বীকার করা যাইতে পারে? অর্থাৎ সেই অনুভবরূপ আত্মার অঙ্গীকার করিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। ১২

(শঙ্ক্য) ভাল, পঞ্চকোশের অতিরিক্ত কোনও আত্মা যদি থাকিত, তাহা হইলে ত’ অনুভূত হইত। এখন তাহা অনুভূত হয় না, তখন তাহা নাই, বলিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) আত্মা জ্ঞানেন স্বয়মেবানুভূতিত্বাদ্বিগ্ধতে নানুভাব্যতা।  
‘বিষয়’ নহে, কেননা।

আত্মা জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবদ্বয়ে ন ত্বসত্ত্বয়া ॥ ১৩

অর্থ—স্বয়ম্ এব অনুভূতিত্বাৎ (আত্মনঃ) অনুভাব্যতা ন বিগ্ধতে; জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ (আত্মা) অজ্ঞেয়ঃ, ন তু অসত্ত্বয়া।

অনুবাদ—আত্মা নিজেই অনুভূতিরূপ অর্থাৎ নিত্যজ্ঞানস্বরূপ; সেইহেতু তিনি জ্ঞেয়রূপ নহেন। যেহেতু আত্মা হইতে অণ্ড, জ্ঞাতা বা জ্ঞান নাই, সেইহেতু আত্মা জ্ঞানের অবিষয়, নতুবা অসত্ত্বাহেতু অর্থাৎ আত্মা নাই বলিয়াই যে জ্ঞানের অবিষয়, তাহা নহে।

টীকা—আনন্দময় প্রভৃতি কোশসমূহের যিনি সাক্ষী, সেই আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না। (শঙ্ক্য) ভাল, আত্মা অনুভবস্বরূপ হইলেও আত্মার জ্ঞেয়তা—অনুভববিষয়তা কিহেতু নাই? (সমাধান) “জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তরাভাবাৎ”—জ্ঞাতা ও জ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞান, অণ্ড জ্ঞাতৃজ্ঞান—জ্ঞাতৃজ্ঞানান্তর,—তত্ত্বয়ের অভাব হেতু, “অজ্ঞেয়ঃ”—আত্মা জ্ঞানের বিষয় হন না। (শঙ্ক্য) ভাল, অণ্ডজ্ঞাতা ও অণ্ড জ্ঞান নাই বলিয়াই,

আত্মা জ্ঞাত হন না? অথবা আত্মা নিজেই নাই বলিয়া আত্মা জ্ঞাত হন না? এই দুই পক্ষের এক পক্ষের নিশ্চয়রূপ যে বিনিগমন, সিদ্ধান্ত বা নির্ণীতার্থপ্রকাশক বাক্য, তাহাব (যুক্তিরূপ) কারণ কি? এইহেতু বলিতেছেন “ন তু অসত্তয়া”—পূর্বের অর্থাৎ দ্বাদশ শ্লোকে আনন্দময় প্রভৃতি কোশের সাক্ষী হন বলিয়াই, এই হেতুব বলে আত্মার অসত্তা নিষিদ্ধ হইয়াছে—“আত্মা নাই”, এরূপ বলা চলে না, দেখান হইয়াছে; এইহেতু আত্মার ‘অসত্তা’র কথা উত্থাপন করা যায় না। এই কারণে আত্মা নিজে নাই বলিয়া অজ্ঞেয়, এইরূপ হইতে পারেন না। অজ্ঞেয়তা কেবল তিন প্রকারেই ঘটিতে পারে, যথা (১) বক্র্যাপুল্ল, শশশৃঙ্গ প্রভৃতির ন্যায় একান্ত অসং হইলে, (২) বৃত্তি সহিত সম্বন্ধরহিত এবং অজ্ঞানবৎ সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট, হইলে এবং (৩) স্বপ্রকাশ হইলে। তন্মধ্যে আত্মা অসং নহেন বলিয়া এবং কোনও কালে বৃত্তিসম্বন্ধবহিত এবং অজ্ঞানসম্বন্ধবিশিষ্ট হয়েন না বলিয়া, অর্থাৎ সং বলিয়া এবং সর্বদা বৃত্তি ও অজ্ঞানের সহিত বাস্তবসম্বন্ধরহিত বলিয়া বক্র্যাপুল্ল ও ঘটাদির ন্যায় অজ্ঞেয় নহেন কিন্তু স্বপ্রকাশ বলিয়াই অজ্ঞেয়। ১৩

আত্মা নিজে অল্পভবরূপ বলিয়া অল্পভবের অর্থাৎ জ্ঞানের যে বিষয় হইতে পারেন না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেনঃ—

যা আত্মা যে জ্ঞানের  
বিষয় হইতে পারেন না,  
তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

মাধুর্যাদিস্বভাবানামন্যত্র স্বগুণার্পিণাম্।

স্মিন্মিস্তদপর্ণাপেক্ষা নো ন চাস্ত্যন্যদপর্ণকম্ ॥ ১৪

অর্থ—অত্যা স্বগুণার্পিণাম্ মাধুর্যাদিস্বভাবানাম্ স্মিন্মি তদপর্ণাপেক্ষা নো, অত্যা চ অপর্ণকম্ ন অস্তি।

অনুবাদ—শর্করা, নিম্ব প্রভৃতি মধুরতিক্তাদি-স্বভাব বস্তু স্ব স্ব সংসৃষ্ট বস্তুতে মাধুর্যতিক্তাদি গুণ প্রদান করিয়া থাকে, কিন্তু আপনাকে সেই সেই গুণসম্পন্ন করিবার জন্য অথবা মধুরতিক্তাদিগুণসম্পন্ন বস্তুর অপেক্ষা রাখে না, আর সেই সেই গুণপ্রদ অণুবস্তুও নাই। (গুড়ের মাধুর্য গুড়েরই, চিনির তাহা নাই)।

টীকা—“মাধুর্যাদিস্বভাবানাম্”—মাধুর্য হইয়াছে ‘আদি’ বাহাদিগের তাহাবা মাধুর্যাদি; এতলে ‘আদি’ শব্দদ্বারা তিক্ততা, অম্লতা প্রভৃতিকে বুঝিতে হইবে। সেই মাধুর্যাদি হইয়াছে স্বভাব অর্থাৎ সহজাত ধর্মবিশেষ বাহাদিগের, তাহারা মাধুর্যাদিস্বভাব, যথা, গুড় প্রভৃতি; তাহাদিগের হইতে “অন্যত্র”—নিজের নিজের সহিত সংসর্গবিশিষ্ট পদার্থ—যেমন ছোলা, মুড়ি প্রভৃতি পদার্থে, “স্বগুণার্পিণাম্”—স্বগুণ অর্থাৎ নিজ মাধুর্যাদিগুণসমূহকে অর্পণ করে—প্রদান করে, এইরূপ তাহাদিগের, “স্মিন্মি”—নিজ নিজ গুড়াদিস্বভাবে, “তদপর্ণাপেক্ষা”—সেই সেই মাধুর্যাদির অর্পণের অর্থাৎ সম্পাদনের অপেক্ষা অর্থাৎ অন্য কোনও মধুরাদি বস্তু দ্বারা মাধুর্যাদি সম্পাদন করিতে হইবে, এইরূপ আকাঙ্ক্ষা, “নো”—নাই; “অন্যত্র-অপর্ণকম্ চ ন অস্তি”—আর গুড়াদিতে মাধুর্যাদিপ্রদ অন্য কোন বস্তুও নাই, ইহাই তাৎপর্য। ১৪



ফলিতার্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) ফলিতার্থ—আত্মা  
জ্ঞানের বিষয় না হইলেও  
জ্ঞানরূপ।

অর্পকান্তররাহিতেহপ্যন্তেষাং তৎস্বভাবতা ।  
মা ভূতথানুভাব্যত্বং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ॥ ১৫

অর্থ—অর্পকান্তররাহিতে অপি এষাম্ তৎস্বভাবতা অস্তি । তথা অনুভাব্যত্বম্ মা ভূতং বোধাত্মা তু ন হীয়তে ।

অনুবাদ—যেমন শর্করাদিতে মধুরতাদির অর্পক (সঞ্চারক) কোনও বস্তু না থাকিলেও শর্করাদির মাধুর্যাদিস্বভাব থাকিতে পারে, সেইরূপ আত্মার অনুভাব্যতা না থাকে না-ই থাকুক, তাহাতে আত্মার অনুভবরূপতার ক্ষতি হয় না ।

টীকা—“অর্পকান্তররাহিতে অপি”—মাধুর্যাদিপ্রদ অত্র বস্তু না থাকিলেও, “এষাম্”—এই গুড় প্রভৃতি বস্তুর, “তৎস্বভাবতা”—মাধুর্যাদিস্বভাবতা যেমন থাকে, “তথা”—সেইরূপ, আত্মারও “অনুভাব্যত্বম্”—অনুভবের বিষয় হওয়ারূপ স্বভাব, “মা ভূতং”—না থাকে না-ই থাকুক, “বোধাত্মা তু ন হীয়তে”—স্বতঃসিদ্ধ নিত্যজ্ঞান-রূপতার হানি হয় না । ১৫

১৩—১৫ শ্লোকে বর্ণিত হইল যে অনুভবস্বরূপ আত্মা অজ্ঞেয় অর্থাৎ স্বপ্রকাশ; তদ্বিষয়ে শ্রুতির প্রমাণ বলিতেছেন :—

(চ) উক্ত শ্লোক-  
দ্বয়ে বর্ণিত  
অর্থে শ্রুতি-  
প্রমাণ ।

স্বয়ংজ্যোতির্ভবত্যেষ পুরোহস্মাদ্ভাসতেহখিলাৎ ।  
তমেব ভাস্তমস্মেতি তদ্ভাসা ভাস্মতে জগৎ ॥ ১৬

অর্থ—এমঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি, অস্মাং অখিলাং পুরঃ ভাসতে; তম্ এব ভাস্তম্ অস্মেতি, তদ্ভাসা জগৎ ভাস্মতে ।

অনুবাদ—এই আত্মা স্বয়ংপ্রকাশরূপ; এই দৃশ্যমান অখিল জগতের উৎপত্তির পূর্বেও ইনি বিद्यমান; সমস্ত জগতের প্রকাশ তাঁহার প্রকাশেরই অনুগমন করিয়া থাকে; তাঁহার প্রকাশদ্বারাই সমুদায় জগৎ প্রকাশিত হয় ।

টীকা—[ অত্র অয়ম্ পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতিঃ ভবতি -বৃহদা ৪।৩।৯ ও ১৪ ]—বৃহদারণ্যক উপনিষদের চতুর্থধ্যায়ের ‘জ্যোতির্ব্রাহ্মণ’ নামক তৃতীয় ব্রাহ্মণে আছে—এই স্বপ্রাণবন্ত এই পুরুষ বা আত্মা নিজেই ‘জ্যোতিঃ’—বিষয়ের প্রকাশক হন; কেননা, তখন সূর্য প্রভৃতি না থাকায়, ইন্দ্রিয়সমূহ উপসংহৃত হওয়াতে, মনও স্বাণবিশয়াকারে উপক্ৰম প্রাপ্ত হইয়া যায় বলিয়া, পরিশেষে আত্মা নিজেই জ্যোতিঃস্বরূপ বা স্বপ্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যান । [ অস্মাং সর্বস্মাং পুরতঃ স্তবিভাতি ( ? স্তবিভাতম্ ) -নৃসিংহোত্তরতা, উ—২, ৫, ৬, ৮ ] (‘অস্মাং সচ্চিদাদিবাচ্যাভেদপ্রত্যয়াং পুরতঃ পূর্বম্ এব স্তম্ভুবিপ্পষ্টং তত্ত্বেন্দ্রসাক্ষিভেদে ভবতি ইতি অন্তাদিবিবক্ষরূপঃ আত্মা তথোক্তঃ’--ভাষ্য )—‘সচ্চিদাদি’ শব্দদ্বারা বাচ্যবস্তুর

ভেদ প্রতীতির পূর্বেই বিম্পষ্টরূপে, সেই ভেদের সাক্ষিরূপে প্রকাশিত হন, এইহেতু দুখা-জড়-জঃ-স্বভাবের বিপরীতস্বভাব আত্মা ; [ তমেব ভাস্তমন্মভাতি সর্বং তস্ত ভাসা সন্দমিদং বিচাতি—কঠ উ, ৫।১৫, মুণ্ডক উ ২।২।১০, শ্বেতাশ্বতত উ ৩।১৪ ]—চন্দ্র, সূত্র প্রভৃতি সমস্ত জ্যোতিঃপদার্থ, সেই আত্মার প্রকাশের পথ প্রকাশিত হইয়া থাকে ; এই সমস্ত জগৎই তাঁহার দীপ্তিতে প্রকাশিত হয়—এই সকল শ্রুতিবচন আত্মার স্বপ্রকাশতা বুঝাইতেছে—ইহাই তাৎপর্য। সেই ‘জ্যোতির্ব্রহ্মণে’ আছে—যাক্ষবক্য বাজা জনককে ব্রহ্মজ্ঞান ভাগ্যদেবতায় ব্যবহৃত হুধ্য, চন্দ্র ( তত্পলঙ্কিত বিড়ম্ব, তবকা ), অগ্নি ও লোকের চেননরূপ জ্যোতিঃ, স্বপ্নাবস্থায় তিবোহিত হইয়া যায় বলিয়া স্বপ্রকাশ আত্মজ্যোতির দ্বারা স্বপ্নাবস্থায় স্বসকল প্রকাশিত হয়। আত্মজ্যোতিঃ তিন অবস্থাতেই তুল্যরূপে বিজ্ঞান বটে, কিন্তু ভাগ্যদেবতায় অপরজ্যোতির দ্বারা অর্থাৎ হুধ্যাদি জ্যোতির দ্বারা লোকের বুদ্ধি ক্ষান্ত হইয়া থাকে বলিয়া এবং স্মৃতিব অবস্থায় অজ্ঞানের অন্তর্ভবরূপ সামান্য চেতন স্বয়ং-প্রকাশরূপে বিজ্ঞান থাকিলেও, মন্দবুদ্ধি লোকে তাহাকে বুঝিতে চাহিলে, তাহাকে অজ্ঞান পন্থাগে বা বুদ্ধির সাহায্যে বুঝিতে হয় বলিয়া, অর্থাৎ অনায়াসে বুঝিতে পারে না বলিয়া, এই লোকে ‘অজ্ঞ’ শব্দে কেবল ‘স্বপ্নাবস্থাতেই’ বুঝিতে হইবে, কেননা, সে অবস্থায় হুধ্যাদি জ্যোতির দ্বারা বুদ্ধি আচ্ছন্ন হয় না, এবং সেই সকল জ্যোতির সাহায্যবিনাই স্বপ্নে অল্পভূত স্বসকল প্রত্যক্ষ হয়। ১৬

। যেন ইদং সর্বং বিজানাতি তং কেন বিজানীয়াৎ ? বিজ্ঞাতাবম্ম অরে কেন বিজানীয়াৎ ? ইদা, উ ৪।৫।১৫ ] ‘লোকে বাহ্য দ্বারা এই সমস্ত জানিতেছে, তাহাকে অপর কিসের দ্বারা জানবে ?’ (‘অবে মৈত্রেয়ী’) বিজ্ঞাতাকে—সর্বজ্ঞানের কণ্ঠকে আবার কিসের দ্বারা জানবে ?—এই শ্রুতিবচনদ্বয়ের অর্থের অনুবাদ কথিয়া শ্লোকপাঠ করিতেছেন :—

যেনেদং জানতে সর্বং তং কেনাশ্চেন জানতাম্ ।

বিজ্ঞাতারং কেন বিজ্ঞাচ্ছভং বেদে তু সাধনম্ ॥ ১৭

অর্থ—যেন ইদম্ সর্বম্ জানতে, তং কেন অশ্চেন জানতাম্ ? বিজ্ঞাতাবম্ম কেন বদ্যং, সাধনম্ তু বেদে শক্তম্ ।

অনুবাদ—যে সাক্ষিস্বরূপ নিত্য চৈতন্যের বলে লোকে এই দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ জানিতেছে, সেই নিত্য চৈতন্যকে লোকে অত্যা কাহার অর্থাৎ কোন দৃশ্য পদার্থের বা জড়ের সাহায্যে জানিবে ? অত্যা কিছুই দ্বারা জানিতে পারে না, কেননা, যিনি নিজেই বিজ্ঞাতা তাঁহার বিজ্ঞাতা হইবে কে ? জ্ঞানের সাধন যে মন, বুদ্ধি প্রভৃতি, তাহারা জ্ঞাতব্য বিষয়েই কার্যকর হয় ; তাহারা জ্ঞানস্বরূপ আত্মার প্রকাশনে অসমর্থ ।

টীকা—“যেন”—যে সাক্ষিচৈতন্যরূপ আত্মার দ্বারা, “ইদম্”—সমস্ত দৃশ্য অর্থাৎ

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ, “জানতে”—প্রাণিগণ জানিতে সমর্থ হয়, “তৎ”—সেই সাক্ষিরূপ পদার্থকে অর্থাৎ আত্মাকে, “অন্তেন কেন”—অন্ত কোন্ দৃশ্যরূপ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যপদার্থের বা জড়ের সাহায্যে, “জানতাম্”—অবগত হইতে পারে, ‘লোকে’ কৰ্ত্তা উহ। এই বাক্যেরই তাৎপর্য্য, “বিজ্ঞাতারম্” ইত্যাদি শব্দত্রয়দ্বারা বলিতেছেন—“বিজ্ঞাতারম্”—যাবতীয় দৃশ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থের বিজ্ঞাতাকে, “কেন”—কাহার দ্বারা ( বিজ্ঞাতৃচৈতন্য ভিন্ন ) কোন্ দৃশ্যস্বরূপ জড়পদার্থদ্বারা, “বিজ্ঞাতং”—জানিতে সমর্থ হইবে ? অতঃ কোনও পদার্থদ্বারা জানিতে পারে না। ভাল, মনের দ্বারা ত’ জানিতে পারে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, “সাধনম্ তু বেদে শব্দম্”—সাধন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন মন, মনের বেদ বা জ্ঞাতব্য বিষয়েই ‘শব্দ’ সমর্থ হয়, কিন্তু জ্ঞাতা যে আত্মা, তাঁহাকে জানিতে সমর্থ হয় না। এস্থলে ‘জ্ঞাতা আত্মা’ বলিতে নিরপেক্ষ কোনরূপ আত্মাকে বুঝিতে হইবে না, পরন্তু বুদ্ধিরূপ উপাধিবৃত্ত আত্মা, যিনি বৃত্তিজ্ঞানরূপ ক্রিয়ার কৰ্ত্তা বা আশ্রয়, তাঁহাকেই বুঝিতে হইবে, কেননা, প্রতিবচন রহিয়াছে [ নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা ইত্যাদি - কঠ উ, ৬।১৩ ]—‘এই আত্মাকে বাগিন্দ্রিয়দ্বারা পাওয়া যায় না, মনদ্বারাও তাঁহাকে পাওয়া যায় না অর্থাৎ অসংস্কৃত মনদ্বারা সঙ্কল্লাদি রূপে আত্মাকে জানা যায় না, চক্ষুর দ্বারাও নহে।’ আর যদি বলা যায় আত্মা নিজের নিজের জ্ঞেয় হন, তবে ‘কৰ্ম্মকর্ত্তবিরোধ’ হয় অর্থাৎ একই বস্তুকে একই ক্রিয়ার কৰ্ত্তা ও কৰ্ম্ম বলিয়া মানিতে হয়, তাহা অসম্ভব। যেমন কুন্তকারকে আপনি আপনার কৰ্ম্ম ও আপনি আপনার কৰ্ত্তা বলা চলে না, সেইরূপ। ১৭

আত্মা স্বপ্রকাশ ; তদ্বিষয়ে প্রমাণরূপ দুইটি শ্রুতিবাক্য উল্লেখ করিবার জ্ঞাত, তদভ্যাস ( অক্ষরতঃ পাঠ না করিয়া ) অগতঃ পাঠ করিতেছেন :—

স বেত্তি বেদ্যং তৎ সৰ্বং নান্যন্তুশ্চাস্তি বেদিতা ।

বিদিতাবিদিতাভ্যাং তৎ পৃথগ্‌বোধস্বরূপকম্ ॥১৮

অর্থ—সঃ তৎ সৰ্বম্ বেদ্যম্ বেত্তি ; তন্তু বেদিতা অন্তঃ ন আস্তি ; তৎ বোধস্বরূপকঃ বিদিতাবিদিতাভ্যাম্ পৃথক্ ।

অনুবাদ—যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ সংসারে আছে, তাহার সমস্তই তিনি জানেন ; তাঁহাকে জানিতে পারে, তিনি ভিন্ন অতঃ কেহ নাই ( স্বেতাশ্বতঃ উ, ৩।১৯ )। সেই নিত্যসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মা সমস্ত বিদিত পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং অবিদিত বস্তু হইতেও পৃথক্ ( কেন উ, ৩ )।

টীকা—সেই আত্মা যাহা কিছু জ্ঞেয় পদার্থ আছে, তৎসমস্তই জানেন ; সেই আত্মা জ্ঞাতা তন্নিম্ন অতঃ কেহ নাই। সেই বোধস্বরূপ অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম, বিদিত অবিদিত সমস্ত পদার্থ হইতে অর্থাৎ যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ—ব্যাকৃত বস্তু এবং যাহা অজ্ঞাত—ব্যাকৃতস্বরূপ জগতের বীজ—অবিজ্ঞাত বা অব্যাকৃত বস্তু, তদুভয় হইতে বিলক্ষণ, কেনন তদুভয় জড়, আর আত্মা জ্ঞানস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য। ১৮

(শব্দ) ভাল, বিদিত অর্থাৎ যাহা কখন কখন জ্ঞানের বিষয় হয়, এই প্রকার কাহারূপ বস্তু এবং অবিদিত অর্থাৎ কারণরূপ বস্তু, এই দুই হইতে ভিন্ন বোধকে ত' অনুভবে পাওয়া যায় না। (সমাধান) বিদিত বা জ্ঞাত বস্তু যখন অবিদিত বা অজ্ঞাত বস্তু হইতে ব্যবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্কৃত হইতেছে, (যেমন দণ্ডিপুরুষ পুরুষান্তব হইতে দণ্ডদ্বারা পৃথক্কৃত হয়,) তখন জ্ঞানরূপ বিশেষণ অর্থাৎ স্বরূপে প্রবিষ্ট ব্যাবর্ত্তকই (দণ্ডের জ্ঞায়) সেই পার্থক্য ঘটাইতেছে, মানিতে হইবে। বিদিত বস্তুতে সেই বিশেষণটি বোধস্বরূপ। জ্ঞাতবস্তুর বিশেষণ যে জ্ঞান, তাহা জ্ঞাতবস্তুর স্বরূপে প্রবিষ্ট বলিয়া তাহার অনুভবের অভাব হইলে জ্ঞাতবস্তুরও অনুভবের অভাব ঘটে, তাহাকে আর 'জ্ঞাত বস্তু' বলা যায় না। যেমন দণ্ডের জ্ঞানের অভাব হইলে, "দণ্ডীর" জ্ঞানের অভাব হয় সেইরূপ। এইহেতু সেই জ্ঞানের বা বোধের অনুভব অবশ্যই স্বীকাৰ করিতে হইবে। এই কথাই উপহাস পূর্বক এই শ্লোকে বলিতেছেন :—

(ছ. অনুভবস্বরূপ আম্মায়  
অনুভবের অভাবশব্দ ও  
গতাব সমাধান।

বোধেহপ্যনুভবো যন্ত ন কথঞ্চন জায়তে ।

তৎ কথং বোধেচ্ছাস্ত্রং লোষ্ট্রং নরসমাকৃতিম্ ॥ ১৯

অর্থ—যন্ত বোধে অপি অনুভবঃ কথঞ্চন ন জায়তে তন্ম নরসমাকৃতিম্ লোষ্ট্রম্ শাস্ত্রম্ কথম্ বোধেৎ ?

অনুবাদ—যে মূঢ়ের (ঘটাদির) বোধেও কোনও প্রকার (বোধের) অনুভব হয় না, সেই মনুষ্যসদৃশ আকৃতিবিশিষ্ট ঢেলাকে কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ? (কোন প্রকারেই পারা যায় না।)

টীকা—“যন্ত”—যে মন্দবুদ্ধি লোকের, “বোধে অপি”—ঘটাদির স্বরূপরূপ, চৈতন্ত্যস্বরূপ বোধেও, “অনুভবঃ”—(জ্ঞানের) সাংস্কার, “কথঞ্চন”—কোনও প্রকারে, “ন জায়তে”—হয় না, “তন্ম নরসমাকৃতিম্ লোষ্ট্রম্”—সেই মনুষ্যের জায় আকারধারী ঢেলাকে—যাহা মৃত্তিকালেনাদির পৰ পাষণাদির মত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তদ্রূপ মনুষ্যকে, “শাস্ত্রম্ কথম্ বোধেৎ”—কি প্রকারে শাস্ত্র বুঝাইবে ?—কোন প্রকারেই পারা যায় না ; ইহাই ভাবার্থ। ১৯

‘আমি কাহাকে ‘বোধ’ বলে তাহা জানি না’ এইরূপ উক্তি ‘ব্যাঘাত’-দোষযুক্ত—এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

জিহ্বা মেহন্তি ন বেতু্যজিল্লজ্জায়ৈ কেবলং যথা ।

ন বুধ্যতে ময়া বোধো বোদ্ধব্য ইতি তাদৃশী ॥ ২০

অর্থ—‘মে (মম) জিহ্বা অস্তি ন বা’ ইতি উক্তিঃ যথা কেবলম্ লজ্জায়ৈ ; ‘ময়া বোধঃ ন বুধ্যতে, বোদ্ধব্যঃ’, ইতি তাদৃশী ।

অনুবাদ—‘আমার জিহ্বা আছে কি নাই’ এইরূপ উক্তিটি যেমন লজ্জারই কারণ হয়, ‘আমার বোধ যে আছে, তাহা বুঝিতেছি না, এখন তাহা বুঝিতে হইবে’—এই উক্তিও সেইরূপ লজ্জার কারণ।

টীকা—“জিহ্বা মে অস্তি, ন বা ইতি উক্তিঃ”—‘আমার জিহ্বা আছে কি নাই’ এইরূপ কথন, “যথা লজ্জায়ৈ”—যেমন লজ্জারই উৎপাদক হয়, সংশয়োন্তোলন বা অভিগ্রহ করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হয় না, কেননা, জিহ্বা না থাকিলে উক্তরূপ প্রশ্নের উচ্চারণই সম্ভবপর হয় না ; “ময়া বোধঃ ২ বুধ্যতে, বোধব্যঃ ইতি” ( উক্তিঃ )—‘আমি বোধ কাহাকে বলে বুঝি না, পরে বুঝিব’, এইরূপ উক্তিও, “তাদৃশী”—সেইরূপ লজ্জারই কারণ হয়, কেননা, বোধ বা ঘটাদির স্মরণরূপ জ্ঞানকে ‘জানিনা, ইহার পরে জানিব’ বলিলে সেই প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া যায়। অবশ্য ‘জ্ঞান’ শব্দের মুখ্য অর্থ ‘চৈতন্য’ বটে, আর যে বুদ্ধিবৃত্তি ঘটাদি বিষয়ের আকান্দে আকারিত হয় তাহা সেই বিষয়নিষ্ঠ চৈতন্যেরই অভিযাজক বা প্রকাশক হয় বলিয়া সেই বুদ্ধিবৃত্তিও উপচারক্রমে ‘জ্ঞান’ শব্দের গোণ অর্থ হয়। ২০

ভাল, সেই ঘটাদির বোধ এই প্রকার—ইহা বুঝিলাম বটে ; কিন্তু যে বিষয়টি নহি। এই প্রকরণের ধারম্ভ হইয়াছে, অর্থাৎ ব্রহ্মের বোধ, তদ্বিষয়ে কি সিদ্ধান্ত হইল ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

যস্মিন্ যস্মিন্‌স্তি লোকে বোধস্তত্ত্বপেক্ষণে ।

(জ) ব্রহ্মের জ্ঞান  
বৃত্তিরূপ ।

যদ বোধমাত্রং তদ ব্রহ্মেত্যেবং ধীর্ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ॥২১

অর্থ—লোকে যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি, তত্ত্বপেক্ষণে যৎ বোধমাত্রম্ তৎ ব্রহ্ম ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ( ভবতি ) ।

অনুবাদ—সংসারে যে যে বস্তুবিষয়ে জ্ঞান হয়, সেই সেই বস্তুজ্ঞান হইতে সেই সেই বিষয়কে অর্থাৎ বস্তুমাত্রকে উপেক্ষা করিলে যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাহাই ব্রহ্ম—এই প্রকার বুদ্ধিকেই ব্রহ্মনিশ্চয় বলে ।

টীকা—“লোকে”—ইহ সংসারে, “যস্মিন্ যস্মিন্ বোধঃ অস্তি”—ঘটাদিরূপ যে যে বস্তু লইয়া জ্ঞান হয়, তাহাতে, “তত্ত্বপেক্ষণে”—সেই সেই ঘটাদি বস্তুর অনাদির করিলে অর্থাৎ মিথ্যা জানিয়া তাহাকে ভুলিয়া গেলে, ( সমুদ্রতরঙ্গে কেবল জলদৃষ্টির দ্বারা তরঙ্গকে যেমন ভুলিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ ভুলিয়া গেলে ), “যৎ বোধমাত্রম্, তৎ ব্রহ্ম”—কেবল জ্ঞানস্বরূপ যাহা ঘটাদি সকল বস্তুতে প্রকাশ পায়, সেই ‘ভাতি’-রূপে সকল বস্তুতে অলুপ্তা যে স্মরণ, তাহাই হইতেছে ব্রহ্ম, “ইতি এবম্ ধীঃ ব্রহ্মনিশ্চয়ঃ ( ভবতি )”—এই প্রকার যে বুদ্ধি, তাহারই নাম ব্রহ্মজ্ঞান, ইহাই অর্থ। ২১

( শঙ্কা ) ভাল, ঘটাদি বিষয়ের উপেক্ষাদ্বারা যদি সেই ঘটাদি বিষয়ের অনুভবরূপ ব্রহ্মকে জানা যায়, তাহা হইলে ত’ এই প্রকরণগত পঞ্চকোশেব বিচার নিশ্চয়োজন বা বার্থ হইয়া যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে (সমাবান) ঘটাদি বিষয়রূপ বস্তুর স্মরণরূপ ব্রহ্ম, বিষয়রূপ বস্তুর স্মরণ হইতে অভিন্ন, ইহা না বুঝিলে, কেবল সেই জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ পরিপূর্ণ চৈতন্যরূপ ব্রহ্মের অন্তরায়রূপতার জ্ঞান বিনা, কণ্ঠস্থ-ভোক্তৃরূপ, জন্মমরণাদি-রূপ এবং শোকমোহাদিরূপ সংসারের নিরুদ্ভি হইতে পারে না ; সেই কারণে প্রথমোক্ত-

প্রকাব ব্রহ্মের অন্তরাত্মার উপলব্ধির জ্ঞান পঞ্চকোশবিচারের উপযোগিতা আছে, সেই-  
হেতু সেই বিচারও ব্যর্থ নহে—ইহাই কহিতেছেন :—

পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ ।

ন ) একজ্ঞানে পঞ্চ-  
কাশ বিচারের  
উপযোগিতা ।

স্বরূপং স এব স্যাচ্ছূন্যত্বং তস্য দুর্ঘটম্ ॥ ২২

অর্থ—পঞ্চকোশপরিত্যাগে সাক্ষিবোধাবশেষতঃ সঃ এব স্বরূপম্ শ্রুতং, তন্ত শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্ ।

অনুবাদ—পঞ্চকোশ পরিত্যাগ করিলে পঞ্চকোশের সাক্ষিস্বরূপ যে জ্ঞান  
অবশিষ্ট থাকে, তাহাই নিজরূপ অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্ম উভয়েরই স্বরূপ,  
কেননা, তদ্ব্যভিন্ন অভিন্ন ; তাহার শূন্যত্ব অসম্ভব ।

টীকা—“পঞ্চকোশপরিত্যাগে”—অন্নময়প্রভৃতি পঞ্চকোশকে বুদ্ধিধারা অনাত্মা বলিয়া  
নিষ্কর করিলে পর, “সাক্ষিবোধাবশেষতঃ” তাহাদের সাক্ষিস্বরূপ যে বোধ অবশিষ্ট থাকে,  
“সঃ এব”—সেই সাক্ষিরূপ বোধই, “স্বরূপম্ শ্রুতং”—আত্মস্বরূপ ব্রহ্মই হইবে ।

ক। সাক্ষিকপ  
বাণকে শূন্য ৩। আত্মা শূন্য নহেন, আত্মা স্বপ্রকাশ ।

বনিয়া প্রতিপাদন  
করা যায় না । ( শঙ্কা ) ভাল, অন্নময়াদি কোশ ত’ অশূন্যবসিদ্ধ ; তাহাদিগকে অনাত্মা বলিয়া  
নিষ্কর করিলে, শূন্যই ত’ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ;—“তন্ত  
শূন্যত্বম্ দুর্ঘটম্”—সেই সাক্ষিরূপ বোধকে শূন্য বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না । ২২

আত্মার শূন্যতা যে প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই যুক্তিধারা নিরূপণ করিতেছেন :—

অস্তি তাবৎ স্বয়ং নাম বিবাদবিষয়ত্বতঃ ।

খ। আত্মার শূন্যতা  
অসম্ভাব্য ।

স্বস্মিন্ পি বিবাদশ্চেৎ প্রতিবাদত্বকো ভবেৎ ॥ ২৩

অর্থ—স্বয়ম্ তাবৎ অস্তি নাম, বিবাদবিষয়ত্বতঃ । স্বস্মিন্ অপি বিবাদঃ চেৎ, অত্র  
কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ ?

অনুবাদ—নিজের অস্তিত্ব বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই অর্থাৎ ‘আমি আছি  
বা নাই’ এইরূপে কেহই সন্দেহ করে না । ( যাহার অস্তিত্ববিষয়ে কোনও  
সন্দেহ নাই, তাহা অবশ্যই আছে ; এইহেতু নিজের অস্তিত্বই সিদ্ধ হয়,  
শূন্যের অস্তিত্ব সিদ্ধ হয় না ) নিজের অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উঠায়—সন্দেহ  
করে, তবে কে প্রতিবাদী হইবে ? সেই প্রতিবাদী বিবাদকর্তা বা সংশয়িতা  
নিজেরই স্বরূপ । ( সে সংশয়িতা হইয়া নিজেরই অস্তিত্ব সিদ্ধ করিতেছে ) ।

টীকা—“স্বয়ম্”—শব্দের বাক্যার্থ ‘স্বরূপ’, তাহা শাস্ত্রবেত্তা কি অশাস্ত্রবেত্তা বা প্রাকৃত  
সকলেরই মতে প্রথম বিতর্কমান । যদি বল কি প্রকারে ? এইহেতু বলিতেছেন, “বিবাদা-  
বিষয়ত্বতঃ”—তাহা বিবাদের অবিসম্বাদ্য হেতু ; ‘স্ব-স্বরূপ’, ‘আমি আছি অথবা নাই’ এইরূপ  
বিবাদের বিষয় হয় না । সকলের নিকটেই নিজ নিজ স্বরূপ বিতর্কমান, ইহাই তাৎপর্য ।

যদি কেহ বলেন স্বাক্ষরূপ বিবাদের বিষয় হইবে না কেন ? এইরূপ বিরুদ্ধ পক্ষে যে দোষ আছে তাহাই বলিতেছেন—“অস্মিন্ অপি বিবাদঃ চেৎ”—আপনার অস্তিত্ব লইয়া যদি কেহ বিবাদ উপস্থাপন করে, “অত্র কঃ প্রতিবাদী ভবেৎ”—তাহা হইলে সেই বিবাদের প্রতিবাদী—জবাব করিবার জন্য প্রতিপক্ষ, কে হইবে ? ‘স্বাক্ষরূপ’ নামক গ্রন্থে আছে, ‘আমি, অর্থাৎ নিজেকে আছি’ এ বিষয়ে বিবাদের কারণ বা সংশয় হইবে কাহার ?’ উত্তর—‘কাহারও নহে’। যদি কাহারও নিজের অস্তিত্ব লইয়া সংশয় হয়, তবে যে সংশয়কর্তা হইবে, তাহাকে বলা যাইবে—সেই সংশয়কর্তাই ত’ তুমি ( অর্থাৎ সংশয় ক্রিয়ার আশ্রয়রূপে তোমার অস্তিত্বই সিদ্ধ হইতেছে ) । ২৩

ভাল, যদি বলা যায়—যে বলে ‘আমি নাই, সেই প্রতিবাদী হইবে’ ; তাহা হইলে এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে ‘সেইরূপ কেহ নাই’। এই কথাই বলিতেছেন :—

স্বাসত্ত্বন্ত ন কশ্চৈচিদ্রোচতে বিভ্রমং বিনা ।

অতএব শ্রুতির্বাধং ক্রতে চাসত্ত্ববাদিনঃ ॥ ২৪

অর্থ—স্বাসত্ত্বং তু বিভ্রমং বিনা কশ্চৈচিং ন রোচতে ; অতএব চ শ্রুতিঃ অসত্ত্ববাদিন বাধম্ ক্রতে ।

অনুবাদ—আপনার অসত্তা অর্থাৎ ‘আমি নাই’ এইরূপ ধারণা করা ভ্রান্তিরূপ কারণ বিনা অথ অবস্থায় কাহারও রুচিকর হয় না—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। এই নিমিত্তই শ্রুতি শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন।

টীকা—“বিভ্রমং বিনা”—একমাত্র ভ্রান্তিরূপ কারণ ছাড়িয়া দিলে, অথ কোনও অবস্থায় “স্বাসত্ত্বম্”—নিজের অভাব, ‘আমি নাই’ এইরূপ ধারণা, “কশ্চৈচিং ন রোচতে”—কেহই অঙ্গীকার করিতে প্রস্তুত নহে। যদি বল কি প্রকারে এইরূপ নিশ্চয় করিতেছেন ? তত্ত্বটো বলিতেছেন—‘এই নিমিত্তই’ ইত্যাদি। যেহেতু নিজের অভাব কাহারও নিকট রুচিকর অর্থাৎ গ্রাহ্য হয় না, সেইহেতু শ্রুতিও শূন্যবাদীর নিষেধ করিতেছেন অর্থাৎ বলিতেছেন ‘শূন্যই তত্ত্ব’ এইরূপ বলা চলে না। ২৪

‘সেই শ্রুতিবচনটি কি ?’—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। তাহার অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ :—

অসন্নেব স ভবতি অসদব্রহ্মেতি বেদ চেৎ ।

অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেব সন্তমেনং ততো বিদ্যঃ ॥ তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৬।১

যদি কেহ ব্রহ্মকে ‘অসৎ’ অর্থাৎ সর্বব্যবহারাতীত বলিয়া অবিজ্ঞান, এইরূপে বুঝিয়া থাকেন, তাহা হইলে সেই অসদ্রূপ ব্রহ্মের বেত্তা, জ্ঞাতব্যভাবে পুরুষার্থশূন্য বলিয়া অসদ্রূপই হইয়া যান, অথবা শিজেই ব্রহ্মরূপ বলিয়া ব্রহ্মকে অসৎ বলিয়া মানিলে, নিজেই অসৎ হইয়া যান ; আর যদি কেহ ব্রহ্মকে সর্বদৈবতের অধিষ্ঠান, সর্বলক্ষণকর্তা সর্বলয়ধারভূত, এইহেতু ‘আছেন’ বলিয়া জ্ঞানেন, তাহাকে ব্রহ্মবিদগণ ‘সৎ’ অর্থাৎ পরমার্থস্বরূপে আত্ম-তাবাপন্ন বলিয়া জ্ঞানেন।

অসদব্রহ্মেতি চেদেদ স্বয়মেব ভবেদসৎ ।

অতোহস্ম মা ভুদেত্যসৎ স্বসত্ত্বভূতাপেয়তাম্ ॥ ২৫

অর্থ—এক অসৎ ইতি বেদ চেৎ, স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ । অতঃ অস্ত বেদ্যম্  
মা ভূৎ, স্বসত্ত্বম্ তু অভ্যুপেয়তাম্ ।

অনুবাদ—যদি কেহ ব্রহ্মকে অসৎ অর্থাৎ অবিद्यমান বলিয়া জানেন, তাহা  
হইলে তিনি নিজেই অসৎ হইয়া যান ( কেননা, নিজের চৈতন্যই ব্রহ্মের  
স্বরূপ; সেইহেতু নিজের অস্তিত্ব মানিলে ব্রহ্মের অস্তিত্ব মানা হইয়া যায় । )  
অতএব ‘ব্রহ্ম, জ্ঞানের বিষয় নহেন,’ এইরূপ বলিতে পার বটে, কিন্তু নিজের  
অস্তিত্বরূপ ব্রহ্মের যে অস্তিত্ব তাহা ‘ত’ মানিতেই হইবে ।

টীকা—“ব্রহ্ম অসৎ ইতি বেদ চেৎ”—যদি কেহ ব্রহ্মকে ‘অসৎ—অবিद्यমান-অসৎ—  
বলিয়া জানেন, ( তর্হি ) “স্বয়ম্ এব অসৎ ভবেৎ”—তাহা হইলে তিনি আপনাকে অবিद्यমান  
বলিয়া জানিয়া অবিद्यমানস্বরূপ হইয়া যান, যেহেতু তিনি নিজেই ( নিজের চৈতন্যই )  
ব্রহ্মের স্বরূপ । এখন যে সিক্কান্ত দাড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—অতএব ইত্যাদি ( অনুবাদ  
দ্রষ্টব্য ) । ২৫

এক্ষণে গ্রন্থকাব আত্মার স্বপ্রকাশতা বর্ণন কবিলার অভিপ্রায়ে, আত্মার বেত্ততা  
বাট অর্থাৎ আত্মা অনুভবের বিষয় হইতে পারেন না, বলিয়া, ‘তবে আত্মার স্বরূপ কি  
প্রকাব?’ এই পূর্বপক্ষপ্রস্তার উত্থাপন করিতেছেন :—

কীদৃক তর্হীতি চেৎ পৃচ্ছেরীদৃক্তা নাস্তি তত্র হি ।

যদনীদৃগতাদৃক চ তৎস্বরূপং বিনিশ্চিন্তু ॥ ২৬

গ। আত্মার স্বরূপ কি  
প্রকাব? উত্তর।

অর্থ—কীদৃক ইতি পৃচ্ছেঃ চেৎ, তর্হি তত্র ঈদৃক্তা ন হি অস্তি; যৎ অনীদৃক চ  
অতাদৃক তৎ স্বরূপম্ বিনিশ্চিন্তু ।

অনুবাদ—যদি জিজ্ঞাসা কর ‘সেই আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?’ তবে  
তত্ত্বভাবে বলি, সেই আত্মার ঈদৃক্তা নাই অর্থাৎ ‘আত্মা এইরূপ’ এইভাবে  
আত্মার নির্দেশ করা যায় না । ( তাহার সহিত উপলক্ষণে বুঝিতে হইবে  
‘আত্মা সেইরূপ’ এই ভাবেও আত্মার নির্দেশ করা যায় না । ) যে বস্তুকে  
‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া নির্দেশ করা যায় না, তাহাকে অবশেষে  
নিজেবই স্বরূপ বলিয়া নিশ্চয় কর ।

টীকা—‘তবে আত্মার স্বরূপ কি প্রকার?’ পূর্বপক্ষের এই প্রশ্নের অভিপ্রায় এই  
যে আত্মার ‘এইরূপ’ ‘সেইরূপ’ ইত্যাদি কোনও রূপে ( বিশেষণদ্বারা ) বিশিষ্টতা অঙ্গীকার  
করিলে, সেইরূপ বিশিষ্টতাদ্বারা আত্মার বেত্ততা বা জ্ঞানের বিষয়তা ( সিদ্ধ ) হইয়া  
যাইবে; আর সেইরূপ অঙ্গীকার না করিলে আত্মার শূন্যতা সিদ্ধ হইয়া যাইবে । সেইহেতু



পূর্বপক্ষীকে বলিতেছেন—সত্য বটে, ‘আত্মা এইরূপ’ অথবা ‘আত্মা সেইরূপ’, এইরূপ মানিলে আত্মার বেজ্ঞতা আসিয়া পড়ে; আর তাহা না মানিলে আত্মা শূন্য হইয়া পড়েন; কিং অদ্বৈতবাদী আত্মাকে ‘এইরূপ’ ‘সেইরূপ’ বলিয়া অঙ্গীকার করেন না—এই কথাই বলিতেছেন ‘আত্মার ঈদৃকতা নাই’ ইত্যাদি দ্বারা। ‘ঈদৃকতা’, ‘তাদৃকতার’ উপলক্ষণ, তাহাও বুঝিতে হইবে। আত্মার স্বরূপে, ঈদৃকতাও নাই, তাদৃকতাও নাই—এই কথাই বলিতেছেন—“যে বস্তুকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া” ইত্যাদি (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ২৬

ভাল, কেবল প্রতিজ্ঞাবাক্যদ্বারা অর্থাৎ ‘এইরূপ বুঝিতে হইবে’—এইরূপ নির্দেশবাক্যদ্বারা বস্তুর সিদ্ধি হয় না—‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া বস্তুর অসন্নিহিত জ্ঞান জন্মে না—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, ‘এইরূপ’ ও ‘সেইরূপ’ এই শব্দদ্বয়ের অর্থ বলিয়া, আত্মার স্বরূপ উক্ত হই শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, ইহাই উপপাদন করিতেছেন :—

**অক্ষাণাং বিষয়স্তাদৃক্ পরোক্ষস্তাদৃচ্যতে ।**

**বিষয়ী নাক্ষবিষয়ঃ স্বত্বান্নাস্ত্য পরোক্ষতা ॥ ২৭**

অন্বয়—অক্ষাণাম্ বিষয়ঃ তু ঈদৃক্, পরোক্ষঃ তাদৃক্ উচ্যতে; বিষয়ী অক্ষবিষয়ঃ ন (ভবতি), স্বত্বাৎ অস্ত্য পরোক্ষতা ন।

অনুবাদ—যে বস্তু ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয়, তাহাকে ‘ঈদৃক্’ বা ‘এইরূপ’ এই শব্দদ্বারা বুঝান যায়; যাহা পরোক্ষ বস্তু, ‘তাদৃক্’ বা ‘সেইরূপ’ এই শব্দদ্বারা তাহাকে বুঝান যায়; আর যাহা বিষয়ী—সর্ববস্তু প্রকাশক সাক্ষী, তাহা ইন্দ্রিয়ের বিষয় হয় না; তাহা আপনারাই স্বরূপ বলিয়া সেই সাক্ষিস্বরূপ আত্মা অপ্রত্যক্ষও নহেন।

টীকা—ষট্টি প্রত্যক্ষ বস্তু অর্থাৎ যে যে বস্তু ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হয়, তাহাদিগকে যে ‘ঈদৃক্’ (‘এইরূপ’) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহা সর্বজনবিদিত; আর ধর্ম, অধর্ম (স্বর্গ, নরক) প্রভৃতি পরোক্ষ বস্তু, তাহাদিগকে ‘তাদৃক্’ (সেইরূপ) শব্দদ্বারা বুঝান যায়, তাহাও সকলে জানে। আর দ্রষ্টা ইন্দ্রিয়াদির সাক্ষী যে আত্মা, তিনি ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বিষয় হন না বলিয়া, তাঁহাকে ‘ঈদৃক্’ শব্দদ্বারা প্রকাশ করা যায় না, এবং নিজেরই স্বরূপ বলিয়া তিনি পরোক্ষও নহেন; এইজন্ত ‘তাদৃক্’ শব্দদ্বারা তাঁহাকে বুঝান যায় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ২৭

পূর্বে ২৬ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে, আত্মাকে ‘এইরূপ’ বা ‘সেইরূপ’ বলিয়া প্রতিপাদন করা যায় না; সেই স্থলে যে সূচি হইয়াছে, ‘তাহা হইলে আত্মাকে শূন্য বলিতে হয়’—এই দ্বিতীয় পক্ষের সমর্থনকারীকে ফলিতার্থ অর্থাৎ সিদ্ধান্ত বুঝাইবার ছলে, তাহার সেই আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) আত্মা স্বপ্রকাশ,

—শূন্য নহেন।

(ঙ) আত্মার ‘সত্য জ্ঞান

অনন্ত’ এই ব্রহ্মলক্ষণ-  
যোজন।

**অবেতোহপ্যপরোক্ষোহতঃ স্বপ্রকাশো ভবত্যয়ম্।**

**সত্যং জ্ঞানমনন্তঞ্চৈত্যস্তীহ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥ ২৮**

অর্থ—অমম্ অবেষ্টঃ অপি অপরোক্ষঃ ; অতঃ স্বপ্রকাশঃ ভবতি ; “সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্”  
৫ ইতি ব্রহ্মলক্ষণম্ ইহ অস্তি ।

অনুবাদ—এই আত্মা অবেষ্ট হইয়াও অর্থাৎ জ্ঞানের অবিসয় হইয়াও  
প্রত্যক্ষস্বরূপ ; সুতরাং তিনি স্বপ্রকাশস্বরূপ ; আর ঋতিতে ( তৈত্তিরীয় উ,  
২।১।১ ) যে “সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্” বলিয়া ব্রহ্মের লক্ষণ কথিত হইয়াছে,  
তাহাও আত্মায় বিद्यমান । ( সুতরাং আত্মাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানিতে হইবে,  
আত্মা শূন্য নহেন । )

টীকা—এই আত্মা ইন্দ্রিয়জ্ঞ জ্ঞানের বিষয় না হইলেও, অপরোক্ষ ( প্রত্যক্ষ ), এই-  
হেতু স্বপ্রকাশস্বরূপ, ইহাই অর্থ । এস্থলে ‘অনুমান’ এইরূপ হইবে :—আত্মা ( পক্ষ )  
স্বপ্রকাশ ( সাধ্য )—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু সম্বিং কর্ম্মতাবিনাই ( অর্থাৎ জ্ঞান ক্রিয়াব কর্ম্ম  
বা বিষয় না হইয়াই ) অপরোক্ষ—( হেতু ) ; যেমন সম্বদন ( ইন্দ্রিয়জ্ঞ রুতিজ্ঞান )—  
দৃষ্টান্ত । এই অনুমানে যদি কেহ ‘বিশেষণাসিক্’ দোষ ধরেন অর্থাৎ যদি কেহ বলেন  
যে ‘জ্ঞানক্রিয়ার কর্ম্ম বা বিষয় না হইয়াই অপরোক্ষ’ এই যে হেতু কথিত হইয়াছে এবং  
তাহার যে, ‘আত্মার সম্বিতেব অকর্ম্মতা’ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জ্ঞ রুতিজ্ঞানের অবিসয়তা’ রূপ  
বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে, তাহা অসিদ্ধ অর্থাৎ তাহার যদি বলিতে চাহেন—আত্মা ইন্দ্রিয়জ্ঞ  
রুতি জ্ঞানের বিষয়,—তাহা হইলে কিন্তু একই আত্মা একই কালে জ্ঞানক্রিয়ার কর্তা ও  
কর্ম্ম হইয়া যান,—তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে । যদি সেই প্রতিবাদী বলেন যে ‘কর্ষকর্ম্ম-  
বিবাদ’-রূপ দোষ ঘটে না, কেননা, আত্মা কেবল চৈতন্যমাত্র সাক্ষিরূপ নিজ-স্বরূপে জ্ঞানের  
কর্তা অর্থাৎ জ্ঞাতা হইতে পারেন এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টরূপদ্বারা জ্ঞানের বিষয়রূপে কর্ম্মভাব  
পাইতে পারেন এইরূপে বিরোধ হয় না, দেখান যাইতে পারে ; ততস্তরে বলা যাইবে,  
তাহা হইলে বলিতে হয় ‘দেবদত্তঃ গ্রামং গচ্ছতি’ দেবদত্ত গ্রামকে যাইতেছে ( পাইতেছে )  
—এস্থলে একই দেবদত্ত জীবরূপ নিজ-স্বরূপে গমন ক্রিয়ার কর্তা হইতেছে এবং দেহবিশিষ্ট  
রূপে গমন ক্রিয়ার কর্ম্ম ‘গ্রাম’ হইতেছে এইরূপে ‘অতিপ্রসঙ্গ’-দোষ অথবা ( “reductio  
ad absurdum” reduction to absurdity ) আসিয়া পড়ে । ( যে স্থলে যে বস্তু  
বোধ অভিপ্রেত, সেই স্থলে যদি তদ্বিন্ন বস্তুর বোধের সম্ভাবনা হয় তাহা হইলে ‘অতি-  
প্রসঙ্গ’ দোষ হয় । ) আবার যদি এইরূপ আপত্তি উঠে যে উক্ত অনুমানের দৃষ্টান্তটি  
‘মানবিকল’ বা অসিদ্ধ অর্থাৎ আত্মার স্বপ্রকাশতাসিদ্ধির জ্ঞাত ইন্দ্রিয়জ্ঞ রুতিজ্ঞানরূপ যে  
সম্বদনের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে, তাহা নিজের প্রকাশের জ্ঞাত অত্ম সম্বদনের অপেক্ষা  
কবে, তবে বলি সেই সম্বদনও আবার দ্বিতীয় সম্বদনের এবং তাহা আবার তৃতীয় সম্বদনের,  
এইরূপে সম্বদনপরম্পরার অপেক্ষা করিবে । এইরূপে উপপাণ্ড-উপপাদকরূপ অনধিরহিত  
প্রবাহেব সম্ভাবনা বা অনবস্থাদোষ আসিয়া পড়িবে । ( শঙ্কা ) ভাল, ত্রায়াশাস্ত্রে বলে, ঘট  
ঘটাকাব রুতিরূপ জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত হয় ; সেই জ্ঞান আবার ‘অনুব্যবসায়’দ্বারা—জ্ঞান-  
বিষয়ক জ্ঞানদ্বারা ( আমার ঘটজ্ঞান হইতেছে, এইরূপ জ্ঞানদ্বারা—বাহাকে বোদান্তে

সাক্ষিরূপজ্ঞান বলে, সেই জ্ঞানদ্বারা) প্রকাশিত হয়। তাহা হইলে আত্মার স্বপ্রকাশ্য বিষয়ে যে সন্দেহনের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইল, সেই দৃষ্টান্তও অসিদ্ধ, কেননা, তাহাও পরপ্রকাশ (জ্ঞানান্তরদ্বারা প্রকাশ), সুতরাং ‘সাধনবিকলতা’ দোষ থাকিয়াই গেল। তত্বত্তরে বলিতেছেন—না, এইরূপ বলা চলে না, কেননা, এক ইন্দ্রিয়জ্ঞাত বৃত্তিরূপ জ্ঞানকে অজ্ঞ ইন্দ্রিয়জ্ঞাত বৃত্তিরূপ জ্ঞান প্রকাশ করিতে পারে না। সুতরাং সাধনবিকলতা দোষ ঘটিতে পারে না।

(শঙ্ক) ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশ, ইহা সিদ্ধ হইল, মানিলাম; তথাপি সেই আত্মার ব্রহ্মলক্ষণ না খাটিলে আত্মার ত’ ব্রহ্মত্বসিদ্ধি হইল না।

(সমাধান) সেইজ্ঞাত আত্মায় ব্রহ্মলক্ষণ বোঝনা করিতেছেন :—“সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্”—এই যে ব্রহ্মলক্ষণ তৈত্তিরীয় উপনিষদে (২।১।১) প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা আত্মায় বিদ্যমান। ব্রহ্মলক্ষণের ‘পদকৃতি’ এইরূপ হইবে—ব্রহ্মলক্ষণে যে তিনটি শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে তাহাদের সার্থকতা এইরূপে দেখান বাইতে পারে। ব্রহ্মকে কেবল ‘সত্য’ বলিয়া বুঝাইতে গেলে, নৈয়ায়িকগণ যে আকাশাদিকে সত্য বলিয়া মানেন, তাহারও ব্রহ্মলক্ষণের অন্তর্ভূত হইয়া যায় এবং লক্ষণটি ‘অতিব্যাপ্তি’-দোষাক্রান্ত বা “too wide” হইয়া পড়ে; সেইহেতু ‘জ্ঞান’ শব্দের সন্নিবেশ। ব্রহ্মকে কেবল ‘জ্ঞানস্বরূপ’ বলিলে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদিসম্মত বুদ্ধিরূপ জ্ঞান, নৈয়ায়িকের আত্মগুণ-স্বরূপ জ্ঞান, এবং অপরাপরসম্মত সত্ত্বগুণরূপ জ্ঞান অথবা সত্ত্বগুণকার্য্য অন্তঃকরণরূপ জ্ঞানদ্বারা পূর্বোক্তরূপে অতিব্যাপ্তি দোষ ঘটিতে পারে; সেইহেতু ‘অনন্ত’পদের সমাবেশ। নৈয়ায়িকগণ যद्यপি আত্মাকে বিভূ বলিয়া থাকেন, তথাপি সেই ‘বিভূ’ ও ‘অনন্ত’ একই পদার্থ নহে; কেননা, দেশ, কাল ও বস্তুদ্বারা পরিচ্ছেদরহিতকেই ‘অনন্ত’ বলা হয়, বাহার নামান্তর ‘আনন্দ’, কেননা, ছান্দোগ্যশ্রুতি বলিতেছেন—[যদৈ ভূমা তদৈ স্বধম্, নান্নৈ স্বধমন্তি]—যাহা বৃহৎ বা অপরিচ্ছিন্ন তাহাই আনন্দ, বাহা অল্প বা পরিচ্ছিন্ন তাহা দুঃখজনক। আর ‘বিভূ’ শব্দের অর্থ সর্বমুর্ত্ত্ত্বব্যাসংযোগী বা সর্বদেশবৃত্তি। আবার উপাসকগণ আত্মাকে সত্য অর্থাৎ নিত্য এবং জ্ঞানরূপ বা চেতন বলিয়া মানেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মতে আত্মা ‘বিভূ’ বা ‘অনন্ত’ নহেন; তাঁহাদের মধ্যে কেহ বলেন আত্মা অণুপরিমাণ, কেহ বলেন, মধ্যমপরিমাণ। এইহেতু পূর্বোক্ত শ্রুতিপ্রসিদ্ধ ব্রহ্মলক্ষণটি নিষ্কোষ। ২৮

#### ৪। আত্মা সত্যস্বরূপ।

আত্মার সত্যরূপতাপ্রতিপাদনের জন্ত সত্যত্বের লক্ষণ বলিতেছেন :—

সত্যত্বং বাধরাহিত্যং জগদ্বাদৈকসাক্ষিণং।

(ক) সত্যত্বের লক্ষণ।

বাধঃ কিংসাক্ষিকো ক্রহি ন ত্বসাক্ষিক ইম্যতে ॥ ২৯

অর্থ—বাধরাহিত্যম্ সত্যত্বম্; জগদ্বাদৈকসাক্ষিণঃ বাধঃ কিংসাক্ষিকঃ ক্রহি; অসাক্ষিকঃ তু ন ইম্যতে।

অনুবাদ—বাধশূন্যতাকেই সত্যতা বলে \* ; সমস্ত জগতের বাধ ঘটলে, যিনি একমাত্র সাক্ষিরূপে বিद्यমান থাকেন, তাঁহার যদি বাধ বা বিনাশ ঘটে, তবে সেই বাধের সাক্ষী কে হইবে, বল ; কেননা, সাক্ষিরহিত বাধ বা বিনাশ কেহ কোথাও দেখে নাই। সাক্ষী না মানিলে সেই মর্যাদার অর্থাৎ নিয়মের উল্লঙ্ঘন করা হইবে।

টীকা—পূর্বাচায্যগণ অবধারণ করিয়াছেন, যাহা বাধের অযোগ্য ( যাহার অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না ) তাহাই সত্য ; যাহা বাধের যোগ্য তাহা অসত্য বা মিথ্যা—এইহেতু সত্যতা বলিতে বাধরাহিত্য মানিতে হইবে। ভাল, তাহাই সত্যতার লক্ষণ হইল, মানা গেল ; তাহাতে আলোচ্য আত্মস্বরূপে কি ফল দাঁড়াইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“জগদ্বাদৈক্যসাক্ষিণঃ বাধঃ”—তুলসুশ্রুশ্রীরাদিরূপ যে জগৎ তাহার যে বাধ—সুযুপ্তি, মূর্ছা ও সমাধিতে যে অবিद्यমানতা, তাহার সাক্ষিরূপে বিद्यমান আত্মার বাধ, “কিংসাক্ষিকঃ” (খ্যাত) —কে সাক্ষী যাহার অর্থাৎ যে বাধের, তাহা “কিংসাক্ষিকঃ”—কে তাহার সাক্ষিরূপে রহিবে ? ( উত্তর ) তাহার কোনও সাক্ষী থাকিবে না। ভাল, সাক্ষী পাইবার জন্য এত নির্যাস কেন ? আত্মার বাধ সাক্ষিরহিত হইলই বা, তাহাতে কি আসিমা গেল ? ( উত্তর ) “অসাক্ষিকঃ বাধঃ ন ইষ্যতে” সাক্ষিরহিত বাধ ( নাশ ) মানিতে পারা যায় না, কেননা, তাহা মানিলে ‘অতিপ্রসঙ্গ’ হয়—‘সাক্ষিরহিত নাশ নাই’ এই নির্দিষ্ট নিয়ম অস্বীকার করিতে হয়। ২৯

এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :

অপনৌতেষু মূর্তেষু হুমূর্ত্তং শিষ্যতে বিয়ৎ ।

(১) সাক্ষিব বাধরাহিত্য।

শক্যেষু বাধিতেষু শিষ্যতে যত্তদেব তৎ ॥ ৩০

অর্থ—মূর্ত্তেষু অপনৌতেষু অমূর্ত্তম্ বিয়ৎ হি শিষ্যতে। শক্যেষু বাধিতেষু অস্তে যৎ শিষ্যতে তৎ এব তৎ।

অনুবাদ—মূর্ত্তিমান পদার্থসকল ( গৃহ হইতে ) বাহির করিয়া ফেলিলে, যেমন মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ বাধযোগ্য সকল পদার্থেরই বাধ হইলে অস্তে বাধের সাক্ষী যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই হইল সেই ( আত্মা বা ব্রহ্ম )।

\* ‘বাধ’ শব্দের অর্থ অপরোক্ষমিথ্যাত্বনিশ্চয়, অথবা প্রতীতিপরিভোগ্য করিয়া অস্বীকার করণ। প্রথমোক্ত ৭৭ তিন প্রকারেব হইয়া থাকে, যথা (১) শাস্ত্রীয় বাধ যেমন ব্রহ্ম বাস্তবিক প্রপঞ্চের বাধ বা অস্তাবনিশ্চয়, “অপাত আদেশো নেতি নেতি”—ইত্যাদি দ্রষ্টবচনদ্বারা। ২। যৌক্তিক বাধ যেমন মূর্ত্তিকাব্যতিরিক্ত ঘট বলিয়া বস্তু নাই, সেইরূপ সমস্ত জগতের কারণস্বরূপ ব্রহ্ম বাস্তবিক প্রপঞ্চ নাই, এইরূপ নিশ্চয়। (৩) প্রত্যক্ষবাণ “ব্রহ্মমসি” ইত্যাদি মহাবাক্য হইতে যে আত্মসাক্ষ্যস্বীকার হয়, শুদ্ধারা অজ্ঞান ও ভৎকাণ্ড নাই, এইরূপ নিশ্চয়।

টীকা—“মূর্ত্তেষ্ অপনীতেষু”—গৃহাদিগত আকারবান্ ঘটাদি পদার্থমাত্রই গৃহাদি হইতে নিঃসারিত হইলে, “হি”—যথা, “অমূর্ত্তম্ বিয়ং শিঘ্রতে”—নিঃসারণের অযোগ্য (অসাধ্য) মূর্ত্তিহীন আকাশই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, সেইরূপ, “শক্যেযু বাধিতেষু”—আত্মাভিন্ন মূর্ত্তিমান দেহ এবং মূর্ত্তিরহিত ইন্দ্রিয়াদি, যাহারা বাধ করিবার যোগ্য পদার্থ, তাহার, “নেতি নেতি”—ইহা নহে ইহা নহে (বৃহদা উ ২৩৩, ৩৩২৩, ৪২১৪ ; ৪৪২২, ৪৫১৫)—এই শ্রুতিবচনবলে নিরাকৃত হইলে “অন্তে যং শিঘ্রতে”—পরিশেষে সকল অনাত্মপদার্থের নিরাকরণের সাক্ষী বলিয়া যে জ্ঞানমাত্র অবশিষ্ট থাকে, “তৎ এব তৎ”—তাহাই বাধরহিত আত্মা ! উক্ত (বৃহদা উ ৪৪২২) শ্রুতিবচনটি এই—[ স এষ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যে ন হি গৃহ্যতে, অশীর্ঘো ন হি শীর্ঘ্যতে, অসঙ্কো ন হি সঙ্ক্যতে ইত্যাদি ]—ইহা নহে, ইহা নহে বলিয়া সর্বনিষেধের অবধিক্রমে অভিহিত সেই এই আত্মা স্বভাবতঃই গ্রহণের অযোগ্য, এরূপ জ্ঞান কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা গৃহীত হন না ; শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এইজন্ত শীর্ণ হন না ; অক্ষয় এইজন্ত কিছুতেই আসক্ত হন না, ইত্যাদি। অজ্ঞাননিবৃত্তির জন্ত প্রথম ‘নেতি’, দ্বিতীয় ‘নেতি’, তৃতীয় ‘নেতি’ প্রাপ্তরূপ অজ্ঞানকাথ্যনিবৃত্তির জন্ত দ্বিতীয় ‘নেতি’ ৩০

ভাল, যে সকল বস্তু প্রতীত হইতে থাকে, সেই সকল বস্তুরই নিষেধ হইলে, কিছুই ত’ অবশিষ্ট থাকে না ; অতএব কি হেতু বলা হইতেছে—যাহা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহাই তাহা ? এই শব্দের উত্তরে অবশিষ্ট বস্তুর আত্মরূপতা সিদ্ধান্ত করিয়া বলিতেছেন :—

সর্ববাধে ন কিঞ্চিচ্ছেদ্য যন্ন কিঞ্চিৎ তদেব তৎ ।

ভাষা এবাত্র ভিত্ত্বন্তে, নির্বাধং তাবদস্তি হি ॥ ৩১

অর্থ—সর্ববাধে ‘ন কিঞ্চিৎ’ চেৎ, ‘ন কিঞ্চিৎ’ যৎ, তৎ এব তৎ ; অত্র ভাষাঃ এব ভিত্ত্বন্তে, নির্বাধং তাবৎ অস্তি হি ।

অনুবাদ—সকল পদার্থের নিষেধ হইলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা কিছুই না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে, যাহাকে ‘কিছুই না’ বলিয়া বর্ণনা করিতেছে, তাহাই তাহা ( আত্মা বা ব্রহ্ম ), এই স্থলে আত্মরূপ বস্তুর নির্দেশ করিতে গিয়া, ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু অবাধিত আত্মচৈতন্যের অস্তিত্ব ত’ সিন্ধু হইতেছে ; যেমন, বাঙ্গালা দেশে যে বস্তুকে জল বলে, তৈলঙ্গদেশে তাহাকে ‘নীলু’ ( নীর ) বলে ; সেস্থলে কেবল শব্দ মাত্রেরই ভেদ ; বারিরূপ অর্থের ভেদ নাই। সাক্ষিরূপ অর্থ সম্বন্ধেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে ।

টীকা—‘কিছুই অবশিষ্ট থাকে না’—এই শব্দগুলি উচ্চারণ করিয়া যখন তুমি শ্রুতিপ্রতিপাদন করিতে চাহিতেছ, তখন এই শব্দগুলির উচ্চারণ সিদ্ধির জন্ত, সকল বস্তুর অতাব-বিষয়ক জ্ঞান, তোমাকে অবশ্যই মানিতে হইবে। এইহেতু সর্ববস্তুর অতাববিষয়ক জ্ঞানই

আমাব অভিমত আত্মার স্বরূপ ; এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“যাহাকে ‘কিছু নয়’ বলিয়া বর্ণনা করিতেছে” ইত্যাদি দ্বারা। ‘কিছু নয়’ এই শব্দগুলি দ্বারা যে চৈতন্য বুঝা যাইতেছে, তাহাই সেই ব্রহ্ম, ইহাই তাৎপৰ্য্য। (শঙ্ক্য), ভাল, ‘কিছু নয়’ এই শব্দগুলি দ্বারা ‘চৈতন্য’ বুঝা যাইতেছে কি প্রকারে ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই অভাবের কোনও সাক্ষী আছে, এইরূপ অবশ্যই মানিতে হইবে। তাহা হইলে বিবাদ কেবল সেই সাক্ষিবোধক শব্দ লইয়া, সেই সাক্ষী আত্মরূপ বিষয় লইয়া নহে। এইরূপ উক্ত আশঙ্কার পরিহারের জন্ত বলিতেছেন—“এস্থলে ভাষাই ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছে” ইত্যাদি। এস্থলে সমস্ত অভাবের সাক্ষিরূপ অন্তরাত্মবিষয়ে “কিছুই নয়” ও “সাক্ষী” ইত্যাদি শব্দবশেই ভাষায় ভেদ ঘটিতেছে, কিন্তু বাধারহিত সাক্ষিচৈতন্যরূপ বস্তু থাকিয়াই যাইতেছে ; ইহাই অর্থ। ৩১

এই কথাই শ্রুতিপ্রমাণদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন :—

অতএব শ্রুতির্বাধ্যং বাধিত্বা শেষয়ত্যদঃ ।

স এষ নেতি নেত্যাভ্যুত্যাভ্যাবৃত্তিরূপতঃ ॥ ৩২

অর্থ—অতএব “সঃ এষঃ আত্মা ন ইতি, ন ইতি” ইতি শ্রুতিঃ অত্যাভ্যাবৃত্তিরূপতঃ বাধ্যম্ বাধিত্বা অদঃ শেষয়তি ।

অনুবাদ—এইহেতু, সেই এই ( সর্বনিষেধের অবধিভূত ) আত্মা, ‘ইহা নহে’, ‘ইহা নহে’ এইরূপে শ্রুতি ‘অতঃ’-এর অর্থাৎ অনাত্মরূপ জগতের, নিষেধরূপ বায়বৃত্তি দ্বারা বাধ্যযোগ্য সকল বস্তুর বাধ করিয়া, অবশিষ্টরূপে এই আত্মস্বরূপ নির্ণয় করিয়াছেন ।

টীকা—যেহেতু সাক্ষিচৈতন্য বাধের অযোগ্য অর্থাৎ কোনক্রমেই নিষিদ্ধ হইবার নহে, সেইহেতু, এই আত্মা ‘ইহা নহে’ ‘ইহা নহে’—এই শ্রুতিবচন ‘অত্যাভ্যাবৃত্তি’ দ্বারা, ‘অতঃ’-এর অর্থাৎ অনাত্ম সকল পদার্থের নিষেধ করিয়া, “বাধ্যম্ বাধিত্বা”—বাধ্যযোগ্য সকল পদার্থের বাধ অর্থাৎ নিষেধ করিয়া, “অদঃ”—নিষেধকরণের অযোগ্য প্রত্যক্স্বরূপ সাক্ষি-চৈতন্যকে, “শেষয়তি”—অবশিষ্টরূপে—বাধের অযোগ্যরূপে প্রতিপাদন করিতেছেন । ৩২

আচ্ছা, “নেতি নেতি” এই শ্রুতিবচন, বাধ্যযোগ্য সকল বস্তুর বাধ বা নিষেধ করিয়া, বাধের অযোগ্য বলিয়া অবশিষ্ট যে আত্মবস্তুকে প্রতিপাদন করিতেছে, তদ্বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি,—কোন বস্তু বাধের যোগ্য, আর কোন বস্তু বাধের অযোগ্য ?—এই প্রশ্নের উত্তর দিবার ইচ্ছায় তত্ত্বত্বের বিভাগ প্রদর্শন করিতেছেন :—

( প ) বাধের ইদংরূপস্ত যদ যাবৎ তৎ ত্যক্তুং শক্যতেহখিলম্ ।

যোগ্য ও বাধের

অযোগ্য ।

অশক্যোহনিদংরূপঃ স আত্মা বাধবর্জিতঃ ॥ ৩৩

অর্থ—ইদংরূপম্ যৎ যাবৎ তৎ তু অখিলম্ ত্যক্তুং শক্যতে ; অনিদংরূপঃ হি অশক্যঃ ।

সঃ আত্মা বাধবর্জিতঃ ।

অনুবাদ—‘এই’—এই শব্দদ্বারা যে পরিমাণ, যে যে, বা যত বস্তুর নির্দেশ করা যায়, তৎসমুদায়কে অর্থাৎ দৃশ্যমান অখিল ব্রহ্মাণ্ডকেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়। যে বস্তুকে ‘এই’ বলিয়া নির্দেশ করিতে পারা যায় না, (কিন্তু ‘আমি’ বা সাক্ষী বলিয়া অনুভব করিতে পারা যায়) সেই জ্ঞানের অবিস্মৃত আত্মবস্তু অপরিত্যাজ্য অর্থাৎ বাধের অযোগ্য।

টীকা—“ইদংরূপম্”—‘ইদম্’ বা ‘এই’—এইরূপে অর্থাৎ দৃশ্য বা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যরূপে অনুভূত হয় রূপ বা স্বরূপ যাহার—যে দেহাদির, তাহা ‘ইদংরূপ’। মূলে যে ‘তু’ শব্দের প্রয়োগ আছে, তাহার অর্থ ‘নিশ্চয়’। “যং যাবৎ”—‘যে কিছু’ ও ‘যে পর্যন্ত’ এই দুই দুই পদদ্বারা সমস্ত দৃশ্যপদার্থকে বুদ্ধিতে একত্র করাই উদ্দেশ্য। তাহা হইলে যাহা কিছু দৃশ্য, তৎসমুদায়কেই পরিত্যাগ করিতে পারা যায়, এই অর্থই সিদ্ধ হয়। আব “অনিদম্” শব্দে ‘যাহা এত নহে’ অর্থাৎ সর্বাস্তুর বলিয়া যাহাকে ‘এই’ বলিয়া জানা যায় না অর্থাৎ যাহা সাক্ষিস্বরূপ বলিয়া ত্যাগের অযোগ্য—এই অর্থ পাওয়া যায়। মূলে ‘হি’ এই নিপাত অব্যয় শব্দ প্রসিদ্ধির সূচনা করিতেছে, অর্থাৎ ‘তাক্তা’ আত্মার স্বরূপ যে ত্যাগের অযোগ্য, ইহা সর্বজনবিদিত, ইহাই সূচনা করিতেছে। এক্ষণে যে ফলিতাণ দাঁড়াইল, তাহাই বলিতেছেন—“সঃ আত্মা বাধবর্জিতঃ”—সেই যে বাধবহিত সাক্ষী বস্তু, তাহাই হইতেছেন আত্মা; অহঙ্কারাদি দৃশ্য অর্থাৎ অমুভাব্য বস্তু আত্মা নহে—ইহাই অর্থ। ৩৩

(শঙ্ক।) ভাল, আত্মা যে বাধযোগ্য নহে, ইহা মানিলাম; কিন্তু আলোচ্য আত্মা ব্রহ্মলক্ষণের সিদ্ধিবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) আত্মার জ্ঞান-  
রূপতার পুনরলোক্য করিয়া

আত্মায়—ব্রহ্মলক্ষণ  
'সত্যতা'র সিদ্ধি।

সিদ্ধং ব্রহ্মণি সত্যত্বং জ্ঞানত্বস্ত্ব পুরোরিতম্।

স্বয়মেবানুভূতিত্বাদিত্যাদিবচনৈঃ স্ফুটম্ ॥ ৩৪

অর্থ—ব্রহ্মণি সত্যত্বং সিদ্ধম্; “স্বয়মেবানুভূতিত্বাৎ” ইত্যাদি (ত্রয়োদশশ্লোকোক্ত-) বচনৈঃ জ্ঞানত্বং তু পুরা স্ফুটম্ স্মরিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মের লক্ষণ করিতে শ্রুতি যে ‘সত্যতা’র উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে; আর ত্রয়োদশ শ্লোকে “আত্মা নিজেই অনুভব-স্বরূপ বলিয়া” ইত্যাদি বচনে পূর্বেই আত্মার জ্ঞানরূপতা স্পষ্ট করিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—“ব্রহ্মণি সত্যত্বম্”—‘সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্’—ব্রহ্মের এই লক্ষণে উল্লিখিত যে সত্যত্ব, “সিদ্ধম্”—তাহা আত্মায় সিদ্ধ হইয়াছে। ভাল, আত্মায় ব্রহ্মের সত্যরূপতা কেন সিদ্ধ হইল, জ্ঞানরূপতা কি প্রকারে সিদ্ধ হইবে? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন, যে ‘জ্ঞানরূপতা’ পূর্বে (১১ হইতে ২২ সংখ্যক শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইয়াছে—ইহাই, “জ্ঞানত্বং তু পুরোরিতম্”—ইত্যাদি বচনদ্বারা বলিতেছেন। ইহার তাৎপর্য এই যে পূর্বেই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকে আত্মার চিত্তরূপতা স্পষ্ট করিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ৩৪

৫। আত্মা অনন্তরূপ।

(শঙ্ক) ভাল, সত্যরূপতা ও জ্ঞানরূপতা আত্মবিষয়ে সিদ্ধ হইলেও আত্মায় অনন্ত-রূপতা ত' সিদ্ধ হইতেছে না; কেননা, ব্রহ্মেও সেই অনন্তরূপতা অসিদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া (সমাধান)—অগ্রে ব্রহ্মে সেই অনন্তরূপতা সিদ্ধ করিতেছেন :—

(ক) প্রথমে  
শ্রুতিপ্রমাণ-

সাপা ব্রহ্মজিবিধ  
মনস্তত্ত্বমিচ্ছতি।

ন ব্যাপিত্বাদ্দেশতোহন্তো নিত্যত্বান্নাপি কালতঃ।

ন বস্তুতোহপি সার্বাত্ম্যাদানন্ত্যং ব্রহ্মণি ত্রিধা ॥ ৩৫

অর্থ—ব্যাপিত্বাৎ দেশতঃ অন্তঃ ন (ভবতি), নিত্যত্বাৎ কালতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি); সার্বাত্ম্যত্বাৎ বস্তুতঃ অপি (অন্তঃ) ন (ভবতি)। ব্রহ্মণি আনন্ত্যম্ ত্রিধা।

অনুবাদ—ব্যাপক বলিয়া ব্রহ্মের দেশদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; নিত্য বলিয়া ব্রহ্মের কালদ্বারা পরিচ্ছেদ হইতে পারে না; আর সর্ববস্তুরূপ বলিয়া ব্রহ্মের বস্তুদ্বারাও পরিচ্ছেদ হইতে পারে না। ব্রহ্মের অনন্ততা এই তিন প্রকার।

টীকা—[নিত্যং বিভূঃ সর্বগতং স্বহৃদ্ব্যম্—মুণ্ডক উ, ১।১।৬]—‘যে বিভাবলে বিবেকি-পুরুষগণ, সেই নাশরহিত, বিবিধ-প্রাণিরূপে বিদ্যমান, ব্যাপক, (স্থূলত্বের কাবণে যে) শব্দাদি-গুণ, তদ্রহিত বলিয়া অতি স্বল্প ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে জানিতে পারেন, তাহা পরাবিছা’; ‘আকাশবৎ’ (গৌড়পাদীয় মাণ্ড্যকারিকা ৩ত)—আত্মা, আকাশের হ্রায় স্বল্প, নিববয়ব ও সঙ্গত বলিয়া ‘আকাশবৎ’ (ভাষ্য); ‘সর্বগতশ্চ’ (গীতা ২।২৪) বিভূ বলিয়া অবিকারী; ‘নিত্যঃ’ (গীতা ২।২৪)—পূর্ণাপরকোটীরহিত, এইহেতু অনন্তপাণ্ড (মধুসূদন); [নিত্যোহনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাম্—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৩]—লোকপ্রসিদ্ধ অবিনাশী আকাশাদির মধ্যে অবিনাশী, সৌপাদিক জ্ঞানবান্ জীবসমূহমধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ (শঙ্করানন্দ); [সর্বং হোতব্রহ্ম—মাণ্ড্যকা উ, ২]—এই প্রপঞ্চসমূহ সমস্তই ঔকারলক্ষণ ব্রহ্ম, [ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্—মুসিংহ তা উ ৭, মুণ্ডক উ ২।২।১১, বৃহদা উ ৪।৫।৭, ৫।৩।১] এই দৃশ্যমান জগৎ সমস্তই ব্রহ্ম,—এই সকল শ্রুতিচক্রে ব্রহ্মের ব্যাপিত্ব, নিত্যত্ব, সার্বাত্ম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের তিন প্রকার অনন্ততা (দেশকৃত, কালকৃত ও বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরাহিত্য) মানিতেই হইবে। তাৎপর্য্য এই—অভাব চারি প্রকারের যথা, (১) প্রাগভাব, (২) প্রক্বেৎসভাব, (৩) অত্যন্তাভাব, (৪) অতোক্তাভাব। তন্মধ্যে বাহ্য দেশদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও দেশে আছে, কোনও দেশে নাই, তাহা অত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী, যেমন ঘট। যে বস্তু কালদ্বারা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ কোনও কালে থাকে, কোনও কালে থাকে না, তাহা প্রাগভাব ও প্রক্বেৎসভাবের প্রতিযোগী, যেমন বিদ্যুৎ। যে বস্তু অন্ত বস্তু হইতে ভিন্ন, তাহা বস্তুদ্বারা পরিচ্ছিন্ন; তাহা অতোক্তাভাবের প্রতিযোগী। সেই ভেদ তিন প্রকারের, যথা স্বজাতীয়, বিজাতীয় ও স্বগত; অথবা পাঁচ প্রকারের, যথা (১) জীব ও ঈশ্বরের ভেদ, (২) জীবে



জীবে ভেদ (৩) দৈশ্বর ও জড়ের ভেদ, (৪) জীব ও জড়ের ভেদ, (৫) জড় ও জড়ে ভেদ, যেমন আকাশাদি অন্ত্যাত্ম পদার্থ হইতে ভিন্ন। ব্রহ্ম সমস্ত (কল্পিত) বস্তু অধিষ্ঠান বা বিবর্তোপাদান বলিয়া ব্রহ্ম সকল বস্তুরই স্বরূপ। যেহেতু কল্পিত বস্তু অধিষ্ঠানসত্তা হইতে ভিন্ন সত্তা হইতে পারে না, সেইহেতু ব্রহ্মের বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ বা ভিন্নতা হইতে পারে না। ব্রহ্মের প্রথমোক্ত তিন প্রকার পরিচ্ছেদরাহিত্য বিষয়ে তিনটি অনুমান এইরূপ হইবে :—

(১) ব্রহ্ম (পক্ষ) দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য),—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম ব্যাপক—(হেতু)। যে বস্তু দেশকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা ব্যাপকও নহে, যেমন ঘটাदि—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (২) ব্রহ্ম (পক্ষ) কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু ব্রহ্ম নিত্য (প্রাগভাব ও প্রধ্বংসাতাবের অপ্রতিযোগী)—(হেতু)। যে বস্তু কালকৃত পরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা নিত্যও নহে, যেমন বিদ্যুৎ—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। (৩) ব্রহ্ম (পক্ষ) বস্তুকৃত পরিচ্ছেদরহিত (সাধ্য)—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু ব্রহ্ম সর্বাত্ম (সকলবস্তুস্বরূপ)—(হেতু)। যে বস্তু বস্তুকৃতপরিচ্ছেদরহিত নহে, তাহা সর্বাত্মও নহে যেমন আকাশাদি—(ব্যতিরেকী উদাহরণ)। ৩৫

ব্রহ্মের অনন্ততা কেবল প্রতিদ্বারাই সিদ্ধ হয় না, যুক্তিদ্বারাও হয়; এই কথাই বলিতেছেন :—

(৭) আত্ম-  
স্বরূপ ব্রহ্মে  
ত্রিবিধ অনন্ততা  
যুক্তিদ্বারাও সিদ্ধ।  
দেশকালানুবস্তুনাং কল্পিতত্বাচ্চ মায়য়া।  
ন দেশাদিকৃতোহন্তোহস্তি ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটং ততঃ ॥৩৬

অর্থ—চ (তথা) দেশকালানুবস্তুনাং মায়য়া কল্পিতত্বাৎ দেশাদিকৃতঃ অন্তঃ ন অস্তি, ততঃ ব্রহ্মানন্ত্যং স্ফুটম্।

অনুবাদ—দেশ, কাল এবং অণু অনানুবস্তু সকল মায়ার দ্বারা কল্পিত বলিয়া ব্রহ্মের দেশাদিকৃত অন্ত নাই। সেইহেতু ব্রহ্মের অনন্ততা স্পষ্ট।

টাকা—দেশ, (অতীতাদি-) কাল এবং (ব্রহ্মভিন্ন) অপর বস্তু, যদ্বারা ব্রহ্ম অন্তবান বা পরিচ্ছিন্ন হইবেন, তৎসমস্তই মায়ারূপ অজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তদ্বারা ব্রহ্মের পারমাণ্বিক বা বাস্তব পরিচ্ছেদ সম্ভব হইতে পারে না, যেমন আকাশে দৃষ্ট গন্ধর্ব্বনগরাদি দ্বারা আকাশের পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, তদ্রূপ। শৈত্যোত্তাপাদি কারণবশতঃ বায়ুমণ্ডলের স্তরসমূহ অসমানঘনতা প্রাপ্ত হইলে, সেই সকল স্তরের মধ্য দিয়া আসিবার কালে দূরবর্তী নগরাদির প্রকাশক আলোক-রশ্মি নয়নে পৌছিবার পূর্বে ক্রমে ক্রমে বক্রীভাব প্রাপ্ত হয়; তখন আকাশে যে মরীচিকাবিচিত্রিত নগরাদির অধরোত্তর প্রতিকৃতি দৃষ্ট হয়, তাহাকেই ‘গন্ধর্ব্বনগর’ বলা হয়। বস্তুতঃ ইহা মরীচিকাবিশেষ বা দৃষ্টিভ্রম; আলোকবিজ্ঞান শাস্ত্রে ইহা Mirage নামে পরিচিত; (তথায় সবিস্তর দৃষ্টব্য)। গন্ধর্ব্বনগরের জায় আকাশের নীলতা, কটাহাকারতা ইত্যাদিও দৃষ্টিভ্রম। যেহেতু ব্রহ্মের বাস্তব পরিচ্ছেদ হইতে পারে না, সেইহেতু

ব্রহ্মেব ত্রিবিধ পরিচ্ছেদরাহিত্যরূপ অনন্ততা শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা স্পষ্টতঃ সিদ্ধ হইল। [ তং  
এতৎ সত্যম্ আত্মা ব্রহ্ম এব, অত্র হি এবম্ ন বিচিকিৎস্তুম্ ইতি ঔ সত্যম্—নৃসিংহোত্তর-  
তাপনীয় উ, ৫ ]—অতএব ইহা সত্য যে আত্মা ব্রহ্মই এবং ব্রহ্ম আত্মাই। এই  
একতা বিষয়ে কোনও সংশয় করিতে নাই; হাঁ, উক্ত একতা নিঃসন্দেহ সত্য। [ আত্মা  
এব নৃসিংহদেবঃ ভবতি—নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উ, ৫ ]—অকারে অমুষ্ণুপ্ (বাক্শক্তি) অন্তর্ভাবিত  
কবিলে সেই জ্ঞানকালে প্রত্যাক্ষরূপ চিদাত্মা সর্বসম্বন্ধরহিত নৃসিংহদেব বা স্বপ্রকাশ  
চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম হইয়া যান। ('মুঃ'—নৃ শব্দ বর্ণীর একবচন—মহুশ্যেব, 'সিং'—জন্মাদিরূপ  
মঃসাব-বন্ধনকে, 'হঃ'—যিনি হনন বা স্বকীয় জ্ঞানরূপতাদ্বারা বিনষ্ট করেন, তিনি নৃসিংহঃ)  
[ অম্ আত্মা ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ২।৫।১২ ]—'সর্দামুভুঃ' অর্থাৎ দ্রষ্টা, শ্রোতা, মন্তা, বিজ্ঞাতা  
এ প্রত্যাগাত্মা তাহা ব্রহ্মই—এই সকল শ্রুতিবচনদ্বারা আত্মাব ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত  
হইয়াছে বলিয়া আত্মারও অনন্ততা সিদ্ধ; ইহাই গ্রন্থকর্তার অভিপ্রায়। তাৎপৰ্য্য এই—আত্মায়  
বন্ধলক্ষণেব বোজনাগ্রসঙ্গে ব্রহ্মের যে অনন্ততা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই অনন্ততা মহাপ্রকাশ  
হইতে অভিন্ন ঘটাকাশের স্তায়, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মারও সিদ্ধি হইল। এইরূপে  
পূর্বপ্রসঙ্গদ্বারা গ্রন্থকারের অভিপ্রায় নির্ণীত হইল। ৩৬

### জীব-ব্রহ্মের অভেদতা

#### ১। উপাধিদ্বারা ব্রহ্মের জীবভাব ও ঈশ্বরভাব।

(শব্দ) ভাল, মানা গেল, জড়রূপ জগৎ ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া তাহা ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ  
ঘটিতে পারে না, কিন্তু জীব ও ঈশ্বর চেতন, তত্ত্বভয়ে সেই ব্রহ্মে কল্পিত বলিয়া ধরা  
যা না; আর চেতন বলিয়া তত্ত্বভয় ব্রহ্মের সজ্জাতীয় এবং তত্ত্বভয়দ্বারা ব্রহ্মে সজ্জাতীয়ভেদ  
বা পরিচ্ছেদ সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মের অনন্ততা অসঙ্গত। এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন  
যে (সমাধান)—ঈশ্বর ও জীব বথাক্রমে মায়া ও মায়িক পঞ্চকাক্ষরূপ উপাধিদ্বারা রচিত  
বলিয়া তত্ত্বভয়ের পারমার্থিক সত্তা নাই। সেইহেতু তত্ত্বভয় ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদেবও  
কাৰণ হইতে পারে না; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মেব অনন্ততা-  
বিষয়ে শব্দ ও সমাধান;  
ব্রহ্মে জীবভাব ও ঈশ্বর-  
ভাব কল্পিত।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদব্রহ্ম তদন্ত তস্ম তৎ ।

ঈশ্বরত্বঞ্চ জীবত্বমুপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ॥ ৩৭

অর্থ—যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম তৎ বস্তু; তস্ম তৎ ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ  
উপাধিদ্বয়কল্পিতম্ ।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাই বস্তু অর্থাৎ পারমার্থিক;  
ব্রহ্মের যে প্রসিদ্ধ ঈশ্বরভাব ও জীবভাব তাহা দুইটিই উপাধিদ্বারা কল্পিতমাত্র।

টীকা—“যৎ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ তৎ বস্তু”—যে সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ ব্রহ্ম, তাহাই  
১৪ অর্থাৎ তাহাই পারমার্থিক; “তস্ম ঈশ্বরত্বম্ জীবত্বম্ চ”—সেই ব্রহ্মের যে লোকপ্রসিদ্ধ  
ঈশ্বরভাব ও জীবভাব, “তৎ উপাধিদ্বয়কল্পিতম্”—তাহা অগ্রে (৩৮ হইতে ৪১ শ্লোকে)

যে উপাধিষয় বর্ণিত আছে অর্থাৎ মায়া ও পঞ্চকোশ, তদুভয়দ্বারা কল্পিত ; এইরূপে অর্থাৎ কল্পিত বলিয়া, জড়কে লইয়া যেমন ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ জীব ও ঈশ্বরকে লইয়া—ব্রহ্ম হইতে অন্তবস্তুরূপে ধরিয়া, ব্রহ্মে বস্তুকৃত পরিচ্ছেদ কল্পনা করা যাইতে পারে না—ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৭

ভাল, যে উপাধি দুইটি লইয়া ব্রহ্মে ঈশ্বরভাব ও জীবভাব কল্পিত হইয়াছে, সেই উপাধি দুইটি কি কি ? এইরূপ দ্বিজ্ঞাত হইতে পারে বলিয়া, সেই দুইটি বখানিতে দেখাইবার জন্য গ্রন্থকর্তা অগ্রে ঈশ্বরের উপাধিরূপ শক্তি যে মায়া, তাহার নিরূপণ করিতেছেন :-

### শক্তিরৈশ্বর্য্যী কাচিং সর্ববস্তুনিয়ামিকা ।

(খ) শক্তির নিরূপণ ।

### আনন্দময়মারভ্য গুণা সর্বেষু বস্তুষু ॥ ৩৮

অম্বয়—সর্ববস্তুনিয়ামিকা কাচিং ঐশ্বর্য্যী শক্তিঃ অস্তি, আনন্দময়ম্ আরভ্য সা সর্বেষু বস্তুষু গুণা ।

অম্ববাদ—ঈশ্বরের উপাধিরূপ সকল বস্তুরই নিয়ামিকা কোন শক্তি আছে ; তাহা আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল বস্তুতেই নিগূঢ় আছে ।

টীকা—“কাচিং ঐশ্বর্য্যী শক্তিঃ” ঈশ্বরের ‘উপাধি’ বলিয়া ঈশ্বরসম্বন্ধিনী একপ এক শক্তি আছে, যাহাকে সং, অসং বা সদসং বলিয়া এবং অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, অভিন্ন, অথবা ভিন্নাভিন্ন এই উভয়স্বরূপ বলিয়া, অথবা সাবয়ব, নিরবয়ব অথবা নিরবয়ব-সাবয়ব এই অসম্ভব রূপেও, নির্ণয় করা যায় না বলিয়া অনির্কচনীয়, “সর্ববস্তুনিয়ামিকা”—বৃহদাধিক উপনিষদের তৃতীয়াধ্যায়ের ‘অন্তর্ধ্যামিত্রাঙ্কণ’নামক সপ্তম প্রকবণে বর্ণিত, পৃথিবী প্রভৃতি নিয়মাবস্তুর নিয়মনকর্ত্রী, “শক্তিঃ অস্তি”—এইরূপ এক শক্তি আছে। (শঙ্ক) ভাল, সেই শক্তি কোথায় থাকে এবং কেনই বা প্রতীত হয় না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(সমাধান) “আনন্দময়ম্ আরভ্য সর্বেষু বস্তুষু গুণা”—সেই শক্তি আনন্দময় কোশ হইতে আরম্ভ করিয়া একাণ্ড পথান্ত সমস্ত বস্তুতেই গুণভাবে রহিয়াছেন, এইহেতু প্রতীত হন না, ইহাই অর্থ। ৩৮

(শঙ্ক) ভাল, যে শক্তি অব্যভিচারিভাবে প্রতীতির অগোচর থাকেন, সেই শক্তি আদৌ নাই, এইরূপ বলা কেন চলিবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) এইরূপ শক্তির অস্তিত্ব না মানিলে, জগতের নিয়মনের বা শৃঙ্খলারক্ষার অর্থ কোনও প্রকারে কারণনির্দেশ করা যায় না ; সেইহেতু সেই শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হয়।

### বস্তুধর্ম্মা নিয়ম্যোরন্ শক্ত্যা নৈব যদা তদা ।

### অন্তোন্ত্যধর্ম্মসাক্ষর্য্যাদ বিপ্লবেত জগৎ খলু ॥ ৩৯

অম্বয়—বস্তুধর্ম্মাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়ম্যোরন্, তদা অন্তোন্ত্যধর্ম্মসাক্ষর্য্যাদ্ জগৎ বিপ্লবেত খলু ।

অম্ববাদ—বস্তুর ধর্ম্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা না নিয়মিত হয়, তাহা হইলে

একের ধর্ম অপরের ধর্মের সহিত একাধারে মিশ্রিত হইবে এবং জগতের শৃঙ্খলা বিনষ্ট হইয়া যাইবে, একথা ত' সকলেই বুঝে।

টীকা—“বস্তুধর্ম্যাঃ যদা শক্ত্যা এব ন নিয়মোরন”-পৃথিব্যাদি বস্তুর কাঠিন্য, দ্রবত্ব প্রভৃতি ধর্মসমূহ যদি শক্তিদ্বারা ব্যবস্থাপিত বা নিয়ন্ত্রিত না হয়, “তদা অত্মোত্তমধর্মসাক্ষ্যাৎ”-তাহা হইলে ধর্মসমূহ পরস্পর মিশ্রিত হইয়া এক আধারে অবস্থান কবিতে থাকিলে, “জগৎ ব্যবহৃত পলু”-জগৎ অনির্দিষ্ট ব্যবহারের বিষয় হইয়া যাইত; বস্তুধর্মের উপর আস্থা স্থাপন করা যাইত না; “Uniformity of nature” ভঙ্গ হইয়া যাইত, ইহা সকলেই জানে বা বুঝিতে পারে। এস্থলে ‘পলু’ শব্দ প্রসিদ্ধিছোতক। ৩২

(শঙ্ক্য) ভান, সেই শক্তি ত' জড়; তাহা কি প্রকারে জগতের নিয়ামক হইতে পারে? তাহাতে ত' জগতের নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভবে না। এই আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন :-

চিচ্ছায়াবেশতঃ শক্তিশ্চেতনেন বিভাতি সা ।  
তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাদ ব্রহ্মৈবেশ্বরতাং ব্রজেৎ ॥ ৪০

অর্থ—সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ চেতনা ইব বিভাতি; তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ ব্রহ্ম এব ঈশ্বরতাম্ ব্রজেৎ ।

গম্যবাদ—সেই শক্তি অদ্বিতীয় নিত্যচৈতন্য ব্রহ্মের আভাসের ( চিদাভাসের ) আবেশবশতঃ, চেতনের হ্রায় প্রতীত হন; সেইহেতু সেই শক্তিতে জগতের নিয়নকর্তৃত্ব অসম্ভব নহে। সেই শক্তিরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরতা-প্রাপ্তি সম্ভব হইয়াছে।

টীকা—“সা শক্তিঃ চিচ্ছায়াবেশতঃ”—সেই শক্তিতে চিদাভাসের প্রবেশবশতঃ, “চেতনা ইব বিভাতি” -চেতনরূপান্তের হ্রায় প্রতীত হয়। এইহেতু সেই শক্তির নিয়মকর্তৃত্ব সম্ভব হয়। (শঙ্ক্য) ভান, বুঝিলাম যে,—শক্তির নিয়ামকতা এইরূপে ঘটে; ইহার দ্বারা ‘ব্রহ্মের সম্বন্ধভাবপ্রাপ্তি’-রূপ প্রশ্নে কি পাওয়া গেল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন “তচ্ছক্ত্যুপাধিসংযোগাৎ—‘তচ্ছক্তিঃ’—‘সা’—সেই চিদাভাসবৃত্তা যে ‘শক্তিঃ’—তচ্ছক্তিঃ, কাম্যধারয় সমাস; তাহাই উপাধি, তাহা সহিত যে ‘সংযোগ’ অর্থাৎ কলিত তাদাত্ম্য সম্বন্ধ আছে, সেই সম্বন্ধবশতঃই সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম ঈশ্বরভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মের সম্বন্ধিতা প্রাপ্ত হন। ৪০

জীবতাবের উপাধিরূপ পঞ্চকোশের বিবরণ পূর্বেরই ২ হইতে ১০ পধ্যস্ত শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। সেই পঞ্চকোশরূপ নিমিত্তবশতঃ ব্রহ্মের যে জীবভাব, তাহাই এখন বর্ণনা করিতেছেন :-

কোশোপাধিবিবক্ষ্যাৎ যাতি ব্রহ্মৈব জীবতাম্ ।  
পিতা পিতামহশ্চৈকঃ পুত্রপৌত্রৌ যথা প্রীতি ॥ ৪১

অম্বয়—কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্ ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি, যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রঃ পিতা পিতামহঃ চ।

অনুবাদ—পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলেই ব্রহ্ম জীবতাব প্রাপ্ত হন, যেমন একই পুরুষ, পুত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতা এবং পৌত্রে দৃষ্টি রাখিলে পিতামহ হন।

টীকা—“কোশোপাধিবিবক্ষায়াম্”—(পঞ্চ) কোশই উপাধি কোশোপাধি, তাহার যে বিবক্ষা পধ্যালোচনা, তাহা করিলেই অর্থাৎ তাহাতে দৃষ্টি রাখিলেই; (এস্থলে ‘উপাধি’-ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ ব্যাবর্তক হইলেও জীবস্বরূপে প্রতিষ্ঠ ব্যাবর্তক বলিয়া, ‘বিশেষণ’-অর্থ বুঝিতে হইবে।) “ব্রহ্ম এব জীবতাম্ যাতি”—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত-লক্ষণ ব্রহ্ম ‘জীবতাম্’ অর্থাৎ ‘জীব’ শব্দদ্বারা কথনের এবং ‘জীব’ এই প্রতীতিরূপ ব্যবহারেব, বিষয় প্রাপ্ত হন। (শঙ্ক) ভাল, একই বস্তু—একই কালে দুইটি পরস্পর বিরুদ্ধধর্মের সহিত সম্বন্ধ ঘটা কোথাও দেখা যায় নাই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) “যথা একঃ পুত্রপৌত্রৌ প্রতি পিতা পিতামহঃ চ”—যেমন একই ‘চৈত্রনামক’ পুত্র একই কালে ‘যজ্ঞদত্ত’ নামক পুত্রের পিতা এবং ‘বিষ্ণুদত্ত’ নামক পুত্রের পিতামহ, ইহাতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম পঞ্চকোশরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে জীব বলিয়া প্রতীত হন এবং শক্তিরূপ উপাধিতে দৃষ্টি রাখিলে ঈশ্বর বলিয়া প্রতীত হন; ইহাই অর্থ। ৪১

২। ব্রহ্মে বাস্তব জীবত্ব ও বাস্তব ঈশ্বরত্ব নাই।

(ক) ব্রহ্ম উপাধি বিনা  
ঈশ্বরত্ব বা জীবত্ব  
কিছুই নাই।

পুত্রাদেববিবক্ষায়াং ন পিতা ন পিতামহঃ।

তদনেনশো নাপি জীবঃ শক্তিকোশাবিবক্ষণে ॥ ৪২

অম্বয়—পুত্রাদেবঃ অবিবক্ষায়াম্ পিতা ন, পিতামহঃ ন; তদং শক্তিকোশাবিবক্ষণে ঈশ্ব ন, জীবঃ অপি ন।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন (যজ্ঞদত্তরূপ) পুত্রে এবং (বিষ্ণুদত্তরূপ) পৌত্রে দৃষ্টি না দিলে, (চৈত্রনামক) ‘পুরুষ পিতাও নহেন, পিতামহও নহেন, সেইরূপ শক্তি ও পঞ্চকোশে দৃষ্টি না দিলে, ব্রহ্ম ঈশ্বরও নহেন, জীবও নহেন। ৪২

এক্ষণে পূর্বোক্ত হী ও ব্রহ্মের অভেদনিশ্চয়রূপ জ্ঞানের ফল বর্ণন করিতেছেন—

(খ) পূর্বোক্ত মোকে  
বর্ণিত ব্রহ্মের জ্ঞানের  
ফল।

য এবং ব্রহ্ম বেদৈষ ব্রহ্মৈব ভবতি স্বয়ম্।

ব্রহ্মণো নাস্তি জন্মাতঃ পুনরেষ ন জায়তে ॥ ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অম্বয়—যঃ এবম্ ব্রহ্ম বেদ এষঃ স্বয়ম্ ব্রহ্ম এব ভবতি, ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি; অতঃ পুনঃ ন জায়তে।

অনুবাদ—যিনি পূর্বোক্ত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা ব্রহ্মকে

জানিতে পারেন, তিনি স্বয়ং ব্রহ্মই হইয়া যান, এবং যেহেতু ব্রহ্মের জন্ম নাই, সেইহেতু তিনিও আর জন্মগ্রহণ করেন না।

টীকা—“যঃ”—বিবেক, বৈরাগ্য, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুক্ষুতা এই চাবিটি সাধনসম্পন্ন যে অধিকারী, “এবম্ বেদ”—কথিত প্রকারে পঞ্চকোশের বিচারপূর্বক প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন সচ্চিদানন্দলক্ষণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকাব করেন, “এষঃ স্বয়ম্ এক এব ভবতি”—এই পুরুষ নিজে ব্রহ্মই হইয়া যান, কেননা, এই অর্থের প্রতিপত্তি বাহিয়াছে [যো হ বৈ এতৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।১।২] যে কেহ নিঃসন্দেহে সেই আলোচ্য পরব্রহ্মকে ‘আমিই সেই ব্রহ্ম’ এইরূপে সাক্ষাৎকাব করেন, সেই ব্রহ্মবিৎ পুরুষ ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান; [ব্রহ্মবিৎ আপোতি পবম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।২]—একবেত্তা ব্রহ্মস্বরূপতা লাভ করেন; ইত্যাদি। সেই ব্রহ্মেব প্রাপ্ত হইলে কি হয়? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন “ব্রহ্মণঃ জন্ম নাস্তি”—ব্রহ্মেব জন্ম নাই, কেননা, এই অর্থের প্রতিপত্তি রহিয়াছে :—[ন জায়তে ম্রিয়তে বৈ বিপশিচৎ—কঠ উ, ২।১৮]—‘নিত্য চৈতন্যস্বরূপ এই ব্রহ্ম জন্মেন না বা মরেন না’ অতএব বিদ্বান্ বা জ্ঞানো আপনাকে তদ্রূপ জানিয়া আব জন্মগ্রহণ করেন না; অতিপ্রায় এইঃ—যেমন কুস্তার (কানান-) পুত্র কর্ণ একেবারে অধিকৃত থাকিয়াও আপনাকে রাধাপুত্র মানিয়া আপনাব দাসতাব অলুভব কবিয়াছিলেন, অথবা কথাখায়িকায় যেমন শাদ্দুলশাবক ছাগপালের মর্যে পতিত হইয়া আপনাকে ছাগশিশু বলিয়া মনে করিত (এবং ব্যাঘ্র দেখিয়া ভয়ে পলাহিত), সেইরূপ নির্বিকার চিদানন্দধন ব্রহ্ম অবিত্যাবশতঃ আপনাব জীবতাব অলুভব করেন (এবং দাসতাব প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মের সহিত অভেদ চিন্তা করিতে ভয় পান); এইহেতু, সকলে সর্বদা ব্রহ্মরূপ বলিয়া, বাস্তবিক জন্মমরণাদিরূপ সংসার আদৌ নাই; তথাপি অজ্ঞানো অবিত্যাকৃত জীবতাবশতঃ আপনাতে জন্মমরণাদিতাব অলুভব করেন। আবার কর্ণের (বীজপ্রদ-) পিতা হুয় যেমন কর্ণকে গুণ্যপুত্র বলিয়া জানাইয়া দিলে কর্ণের আপনাকে রাধাপুত্র বলিয়া ভ্রমেব অবসান হইত্যাছপ, এবং ছাগপালমধ্য হইতে বাহির করিয়া এক আক্রমণকাৰী শাদ্দুল, সেই শিশুব্যায়কে ধরিয়া রক্তের আশ্বাদন প্রদান করিয়া তাহাকে যেমন আপনাব ব্যাঘ্রই প্রতীত করাইয়াছিল এবং ছাগতাবের অবসান করাইয়াছিল, সেইরূপ জ্ঞানো, গুরুপদেশ হইতে আপনাব নব্বিকার ব্রহ্মতাব অবগত হইয়া, নেত্রপটল (ছানী) দূরীকরণের জায়, আত্মার আবরক সংশ্লিষ্টবধ্যব-রূপ অবিত্যংশের নিবৃত্তি করিয়া, জন্মমরণাদিরূপ সংসারের অবসান অলুভব করেন। আর প্রতিবচনও রহিয়াছে [ন চ পুনরাবর্ততে—ছান্দোগ্য উ, ৮।১।১১]—‘তিনি আর ফিরেন না, ফিরেন না (?) দেহপাতের পর ব্রহ্মলোক লাভ করিয়া, পুনঃ পুনঃ জন্মমরণরূপ সংসারে প্রত্যাবর্তন করেন না। অথবা [ন স পুনরাবর্ততে—কালাগ্নিরূদ্র উ, ২] তিনি দেহত্যাগ করিয়া শিবসায়ুজ্য লাভের পর আর ফিরেন না। ৪৩

ইতি পঞ্চকোশবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

চতুর্থ অধ্যায়—দ্বৈতবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

দ্বিধা ইতম্ দ্বীতম্ তন্তু ভাবঃ স্বার্থে অণ্ দ্বৈতম্ । যাহা দুইটি প্রকার প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা দ্বীত অর্থাৎ জগৎ বা সৃষ্টি, তাহারই নামান্তর দ্বৈত অর্থাৎ জীবকৃত জগৎ ও ঈশ্বরকৃত জগৎ ; তাহারই বিবেক বা বিচার “দ্বৈতবিবেক” ।

## টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভাবতীতীর্থবিচারণামুনীশ্ববো ।

ময়া দ্বৈতবিবেকস্ত ক্রিরতে পদযোজনা ॥

শ্রীভাবতীতীর্থ ও শ্রীবিচারণা এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, আমি দ্বৈতবিবেক নামক প্রকরণের পদযোজনা বা অর্থনির্মায়িকা টীকা কবিতৈছি ।

আচাধ্য যে গ্রন্থখানি রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন তাহার নির্দিষ্ট পরিসমাপ্তির জন্ত, ইষ্টদেবতার তত্ত্বের অর্থাৎ পবনেশ্বরের স্বরূপের অনুরূপরূপ মঙ্গলাচরণ, প্রথম শ্লোকোক্ত ‘ঈশ্বরেণ’ এই শব্দদ্বারা সম্পাদন করিলেন এবং এই দ্বৈতবিবেক “শারীরকহুত্রা”দি বেদান্তশাস্ত্রের ‘প্রকরণ’স্বরূপ গ্রন্থ বলিয়া, সেই সেই বেদান্তশাস্ত্রের বিবরণে সিদ্ধ অন্তরঙ্গ-চতুষ্টয়, সূত্রতাৎ এই প্রকরণগ্রন্থেও সিদ্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, এই দ্বৈতবিবেক গ্রন্থের আরম্ভ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

ঈশ্বরেণাপি জীবেন সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে ।

বিবেকে সতি জীবেন হেয়ো বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ॥ ১

অম্বয়—ঈশ্বরেণ জীবেন অপি সৃষ্টং দ্বৈতং বিবিচ্যতে । বিবেকে সতি জীবেন হেয়ঃ বন্ধঃ স্ফুটীভবেৎ ।

অনুবাদ—ঈশ্বরকর্তৃক সৃষ্ট এবং জীবকর্তৃক কল্পিত দ্বৈতরূপ জগতের বিচারপূর্বক বিভাগ করিয়া প্রদর্শন করা যাইতেছে, কেননা, তদ্বারা জীবের পরিত্যাজ্য ( বন্ধনকারণ ) দ্বৈত ‘এই পর্য্যন্ত’, এইপ্রকারে স্পষ্টরূপে নির্ণীত হইবে ।

টীকা—“ঈশ্বরেণ”—মাষারূপ কারণোপাধিযুক্ত অন্তর্ধানী ঈশ্বরদ্বারা, “জীবেন অপি”—অন্তঃকরণরূপ কার্যোপাধিযুক্ত এবং ‘আমি’ এইরূপ প্রতীতিবিশিষ্ট জীবদ্বারাও, “সৃষ্টং দ্বৈতং”—উৎপাদিত বা রচিত যে দ্বৈত বা জগৎ তাহারই, “বিবিচ্যতে”—বিচারদ্বারা বিভাগপূর্বক প্রদর্শন করা হইতেছে । এই দ্বৈতের বিচার কাকদন্তপরীক্ষার তায় একান্ত নিরর্থক হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কার নিবারণের জন্ত বলিতেছেন :—“বিবেকে সতি”—সেইরূপ বিচার

পূরক বিভাগ করিলে পর, “জীবেন হেগঃ বন্ধঃ”—পূরকপ্রকরণে বর্ণিত পঞ্চকোশরূপ উপাদিবিশিষ্ট জীবের পরিত্যাজ্য বন্ধের অর্থাৎ সুখ-দুঃখরূপ বন্ধনেষু হেতু দ্বৈত বা জগৎ, “মৃচ্চীভবেন”—স্পষ্টতা প্রাপ্ত হইবে, অর্থাৎ তাহা ‘এই পযান্ত’, ‘এইরূপে নির্ণীত হইবে’ :

## ঈশ্বর ও জীব-রচিত (জগদ্রূপ) দ্বৈতের স্পষ্টীকরণ প্রতিজ্ঞা

### ১। ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত।

ভাল, ধর্মাদর্মরূপ অদৃষ্ট দ্বারা জীবই জগৎকে কাবণ হয়, মীমাংসক প্রভৃতি কয়েকজন বাদী এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকেন। অতএব কি হেতু বলা হইতেছে যে ঈশ্বরই জগৎকে ব্রহ্ম ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে এইরূপ না মানিলে বহু শ্রুতিবচনের সহিত বিরোধ ঘটে বলিয়া, ‘এই জগৎ জীব-রচিত, ঈশ্বর-রচিত নহে’—এইরূপ অদ্বৈত আশঙ্কারূপ ‘চোড়ব’ উপাশনা কবা চলে না। এই অভিপ্রায়ে ( কৃষ্ণযজুর্বেদেব অন্তর্গত ) শ্বেতাশ্বতরোপনিষদের চতুর্থাধ্যায়ের দশম মন্ত্রটির পূর্বীক অর্থঃ পাঠ করিতেছেন :—

( ক ) ঈশ্বর  
জগৎ-র  
দ্বিধা  
প্রতিপ্রমাণ।

মায়ান্ত্ব প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনস্ত্ব মহেশ্বরম্।

স মায়ী সৃজতীত্যাহঃ শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ ॥ ২

অর্থ—“মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিজ্ঞানম্মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ ( বিজ্ঞান )”। সঃ মায়ী সৃজতি ইতি শ্বেতাশ্বতরশাখিনঃ আভঃ।

অনুবাদ—( কৃষ্ণ-যজুর্বেদেব অন্তর্গত ) শ্বেতাশ্বতরশাখায়ায়িগণ পাঠ করেন—মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে অর্থাৎ যিনি মায়ার সত্ত্বাদ্বাদি প্রদ এবং অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা, তাঁহাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। সেই মায়াই জগৎ সৃজন করেন।

টীকা—মায়ারূপ উপাধিযুক্ত ঈশ্বরের প্রসঙ্গ তুলিয়া, ( তুলিবাব পূর্বেই ? ) শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিতেছেন—[ অম্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪৯ ] এই আলোচনা অক্ষর ব্রহ্ম হইতে বেদসমূহ, যজ্ঞ, ক্রতু, ব্রত, ভূত, ভব্য সমস্ত পদার্থই উৎপন্ন হইবাছে। অবিকারী ব্রহ্ম কি প্রকারে প্রপঞ্চের উপাদান হইতে পারেন ? ইহাব উত্তরে বলিতেছেন, মায়া স্বয়ং কূটস্থ হইলেও নিজ শক্তিবলে সমস্ত উৎপাদন করিতে পারেন এই প্রকারে সেই মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বরেরই জগন্নিষ্ঠাতৃত্বের কথা শ্বেতাশ্বতরশাখী ব্রাহ্মণগণ বর্ণনা করিয়া গাথেন। ইহাচি অর্থ। ২

তদনন্তর উক্ত শ্বেতাশ্বতরবচনের সহিত ঐকমত্য দেপাইয়া স্বপ্নেদান্তর্গত ইতরেরোপনিষদের বচন অর্থঃ পাঠ করিতেছেন :—

আত্মা বা ইদমগ্রেহভূৎ স ঈক্ষত সৃজা ইতি।

সঙ্কল্পেনাসৃজল্লোকান্ স এতানিতি বহুচাঃ ॥ ৩



অম্বয়—ইদম্ অগ্রে আত্মা বৈ অভূৎ। সঃ ‘সৃজৈ’ ইতি দ্রক্ষত। সঃ সঙ্কল্পেন এতান্ লোকান্ অসৃজৎ ইতি বহুব্চাঃ (পঠন্তু)।

অনুবাদ—ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষৎপাঠিগণ পড়িয়া থাকেন—এই দৃশ্যমান জগৎ সৃষ্টির পূর্বে আত্মাই ছিল। তিনি স্রষ্টা করিলেন অর্থাৎ আলোচনা পূর্বক সঙ্কল্প করিলেন—‘আমি লোকসমূহ সৃজন করি’। তিনি সেই সঙ্কল্পের দ্বারা এই লোকসকল সৃজন করিলেন।

টীকা—“বহুব্চাঃ”—ঋক্শাখাধ্যায়িগণ (পাঠ করিয়া থাকেন) [ আত্মা বা ইদম্ এতৎ এব অগ্রে আদীং ন অভূৎ কিঞ্চন মিতং, সঃ দ্রক্ষত ‘লোকান্ সু সৃজৈ’ \* \* \* ইমান্ লোকান্ অসৃজত ইতি—ঐতরেয় উ, ১।১ ]—অগ্রে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ আত্মাই ছিল; তদ্বিন্ন সক্রিয় অস্তা কিছুই ছিল না; তিনি আলোচনরূপ সঙ্কল্প করিলেন আমি ‘অহং’ প্রভৃতি লোক বা ভোগস্থানসকল সৃজন করিব। তিনি এই লোকসকল সৃজন করিলেন। এইরূপে ঋক্শাখাধ্যায়িগণ এই বাক্যদ্বারা বলিয়াছেন যে অদ্বিতীয় পরমাত্মাই এই জগতের স্রষ্টা। ৩

ঈশ্বর যে জগতের কারণ, এ বিষয়ে বৃষ্ণ-বজ্রকোদের অন্তর্গত তৈত্তিরীয় শ্রুতিও প্রমাণ। দুইটি শ্লোকে সেই বাক্যের অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

খং বায়ুগ্নিজলৌর্কোষাধ্যান্দেহাঃ ক্রমাদমী।

সম্ভূতা ব্রহ্মণস্তস্মাদেতস্মাদাত্মনোহখিলাঃ ॥ ৪

অম্বয়—খং বায়ুগ্নিজলৌর্কোষাধ্যান্দেহাঃ অমী অখিলাঃ ক্রমাৎ তস্মাৎ এতস্মাৎ আত্মন। ব্রহ্মণঃ সম্ভূতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, ক্ষিতি, ওষধি, অন্ন ও দেহ এই সমস্তই সেই (মন্ত্রভাগপ্রতিপাদিত) এই (ব্রাহ্মণভাগপ্রতিপাদিত) আত্মরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ৪

বহুশ্রামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি কামতঃ।

তপস্তপ্ত্বাসৃজৎ সর্বং জগদিত্যাহ তিত্তিরিঃ ॥ ৫

অম্বয়—‘অহম্ এব বহুশ্রাম্ অতঃ প্রজায়েয় ইতি কামতঃ তপঃ তপ্ত্বা সর্বম্ জগৎ অসৃজৎ’ ইতি তিত্তিরিঃ আহ। (তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১)

অনুবাদ—‘আমি বহু হইব, এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে জন্মিব’, এই ইচ্ছা-বশতঃ (আত্মা) তপশ্চরণ করিয়া সমস্ত জগৎ সৃজন করিলেন—ইহা তৈত্তিরীয় উপনিষৎ বলিতেছেন।

টীকা—তৈত্তিরীয় উপনিষদে—‘ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তরূপ’ এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া “সেই (অর্থাৎ পরিমিতাক্ষর মন্ত্রভাগদ্বারা প্রতিপাদিত) এই (অপরিমিতাক্ষর ব্রাহ্মণভাগদ্বারা

প্রতিপাদিত ) আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল”—এইরূপ বলিয়া “অন্ন হইতে দীপ্যদ্বাবা পুরুষ বা দেহ উৎপন্ন হইল”—এই পর্য্যন্ত যে বাক্য আছে ( ব্রহ্মবল্লী প্রথম অনুবাকে )—তদ্বাবা, পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত বলিয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম হইতে,—আকাশ হইতে আবাস্ত করিয়া দেহ পর্য্যন্ত জগৎ উৎপন্ন হইল—এইরূপ পূর্বে প্রথম অনুবাকে বলিয়াও পরে সপ্ত অনুবাকে বলিলেন,—“পরমেশ্বর ইচ্ছা করিলেন—আমি বহু হইব—প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব”, তদনন্তর তিনি ( পরমেশ্বর ) তপ করিলেন—বিচারদ্বারা ঈক্ষণরূপ পর্যালোচনা করিলেন। সেইরূপ তপ করিয়া এই বাহা কিছু পরিদৃশ্যমান পদার্থরূপ জগৎ সমস্তই সৃজন করিলেন”—এই বাক্যদ্বারা সেই প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জগৎসৃজনের ইচ্ছাপূর্ব্বক পর্যালোচনার দ্বারা অর্থাৎ মায়াব পরিণামরূপ জ্ঞানদৃষ্টিদ্বারা জগৎস্রষ্টৃ তৈত্তিরীয় শ্রুতি-কৃত্বক বর্ণিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। “তিত্তিরিঃ”—রুষ-বজ্রকোঁদের প্রথম প্রবক্তা, তিত্তিরি পক্ষীর রূপ ধরিয়া বাস্তাশন ( উদ্‌গীর্ণ-ভক্ষণ ) দ্বারা বেদমন্ত্রসমূহ সংগ্রহ করেন, এইরূপ আখ্যান প্রচলিত আছে। ৫

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের মুখেও ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃত্বের কথা শুনা যায় ইহা বর্ণিত হইতেছে :-

ইদমগ্রে স দেবাসীদ বহুত্বায় তদৈক্ষত ।

তেজোহবন্নাগুজাদীনিসমর্জ্জতি চ সামগাঃ ॥ ৬

অর্থ—অগ্রে ইদম্ সং এব আসীৎ, তৎ বহুত্বায় ঐক্ষত চ তেজোহবন্নাগুজাদীনিসমর্জ্জতি চ সামগাঃ ।

অনুবাদ—‘এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে কেবল সংস্করূপই ছিল ; তিনি ( সেই সজ্জপ ব্রহ্ম ) বহু হইবার জন্ত পর্যালোচনা করিলেন—মায়াপরিণাম-রূপ জ্ঞানদৃষ্টি করিলেন ; তিনি অগ্নি, জল, অন্ন ও অণুজাদি বিবিধপ্রকার জীবদেহ সৃজন করিলেন’,—সামবেদিগণ এইরূপ বর্ণন করেন ।

টীকা—[ স দেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৩।৩।১ । - তে প্রথমদর্শন স্বেতকেতো ! এই জগৎ উৎপত্তির পূর্বে একমাত্র অদ্বিতীয় ( বিবস্তোপাদান ) যে ‘সৎ’-বস্তু, তদ্রূপই ছিল—ছান্দোগ্য উপনিষদে এইরূপে সজ্জপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাড়িয়া [ তদৈক্ষত বহুত্বায় প্রজায়েয় ইতি তৎ তেজঃ অসৃজত—৩।৩।৩ ]—‘সেই সজ্জপ এক পর্যালোচনা করিলেন—‘আমি বহু হইব এইহেতু প্রকৃষ্টরূপে হইব বা জন্মিব—এই প্রকারে তিনি সেই তেজ বা অগ্নিতত্ত্ব সৃজন করিলেন’—ইত্যাদিক্রমে সেই ব্রহ্মেরই ( মায়াপরিণাম ) জ্ঞানদৃষ্টিরূপ ঈক্ষণদ্বারা তেজ, জল ও পৃথ্বীর স্রষ্টৃ বর্ণিত হইয়াছে ; তদনন্তর [ তেজাৎ থরেষাৎ ভূতানাং জীণ্যেব বীজানি ভবন্ত্যাণ্ডজং জীবজমুস্তিজম্ ইতি—৩।৩।১ ] পূর্ব্ববর্ণিত এই সকল প্রসিদ্ধ প্রাণিশরীররূপ ভূতসমূহের তিনটি, ( উপলক্ষণে, স্বৈদজ্য ধরিয়া চারিটি, বীজ আছে ; যথা অণুজ—পক্ষি-সর্পাদিরূপ, জরাযুজ—মনুষ্য-পশুাদিরূপ, উত্তিজ—ব্রহ্মাদিরূপ,

(স্বৈদ্র—যুগাদিরূপ)—এইরূপ বাক্যদ্বারা (ব্রহ্মের) অগুণ প্রভৃতি শরীরসমূহের সৃষ্টি, স্বয়ং  
সামবেদগায়ক ব্রাহ্মণগণকর্তৃক বর্ণিত হইয়া থাকে। ৬

অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও আছে :—

বিস্ফুলিঙ্গা যথা বহুর্জ্জায়ন্তেহক্ষরতন্তুখা।

বিবিধাশ্চিজ্জড়া ভাবা ইত্যাক্ষরিকাকা শ্রুতিঃ ॥ ৭

অর্থ—‘যথা বহুঃ বিস্ফুলিঙ্গাঃ জায়ন্তে, তথা অক্ষরতঃ বিবিধাঃ চিজ্জড়াঃ ভাবাঃ’  
ইতি আখ্যায়িকা শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—অথর্ববেদের অন্তর্গত মুণ্ডকোপনিষদেও (২।১।১) বর্ণিত  
হইয়াছে—যেমন অগ্নি হইতে বিস্ফুলিঙ্গ বা বহিঃকণাসকল উৎপন্ন হয়, সেইরূপ  
অক্ষর হইতে অর্থাৎ মায়াক্রিয়াকৃত ব্রহ্ম হইতে নানা দেহোপাধিভেদে ভিন্ন  
চেতন জীব ও নানাবিধ জড় পদার্থসকল উৎপন্ন হইয়াছে।

টীকা—মুণ্ডকোপনিষদের মন্ত্রটি এই—[তদেতৎ সত্যং যথা সূদীপ্তাং পাবকাদ্বিস্ফুলিঙ্গাঃ  
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ। তথা ক্ষরাদ্বিবিধাঃ সোমা ভাবাঃ প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যজি।  
—এই অক্ষর ব্রহ্ম (কালত্রয়দ্বারা অব্যাহিত বলিয়া) সত্য—নিরপেক্ষ সত্য—(কক্ষয়কালব  
আপেক্ষিক সত্য নহে); যেমন সম্যকপ্রকারে প্রজ্বলিত বহ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুল্য-  
জ্যোতির্বিশিষ্ট বিস্ফুলিঙ্গ বিনির্গত হয়, সেইরূপ, হে প্রিয়দর্শন! সেই অক্ষর অর্থাৎ মায়াক্রিয়াকৃত এক  
হইতে নানাদেহোপাধিভেদে ভিন্ন জীব ও জড় পদার্থ উৎপন্ন হয়,—উৎপত্তমানদেহোপাধির অন্তর্ভুক্ত-  
ক্রমে উৎপন্ন হয় এবং সেই সেই দেহোপাধি বিনয়ের অন্তর্ভুক্ত-ক্রমে সেই অক্ষর ব্রহ্মই বিনীন হইয়া  
যায়; ভিন্ন ভিন্ন দেশদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিস্ফুলিঙ্গসমূহকে অব্যব বলিয়া ধরা হয়, কিন্তু তাহাদের  
‘উৎপত্তকাল’, বহ্নি হইতে ভিন্ন বলিয়া তাহারা অগ্নিস্বরূপই বটে; সেইরূপ জীবাদির চিত্তরূপ  
ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বলিয়া, জীবাদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই বটে—এইরূপে অক্ষর ব্রহ্ম হইতে জগৎ  
উৎপত্তি শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে। অভিপ্রায় এইঃ—পঞ্চমহাভূতের অন্যতম ‘তোড়’  
বা অগ্নির দুইটি রূপ আছে; যথা—সামান্ত ও বিশেষ। তন্মধ্যে নিরূপাধিক বা সামান্ত রূপ  
অগ্নি, জল হইতে সূক্ষ্ম এবং দৃশ্যগুণ ব্যাপক—ইহা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ২১ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত  
হইয়াছে। অগ্নির যেটি বিশেষ রূপ, তাহা সোপাধিক অর্থাৎ কাঠ প্রভৃতি উপাধি  
দ্বারাই প্রকটিত হয়; সেই বিশেষ-রূপ অগ্নি উপাধিভেদে বিবিধ এবং পরিচ্ছিন্ন।  
পূর্বোক্ত মন্ত্রে সেই সোপাধিক অগ্নিকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই সোপাধিক অগ্নির  
পুঞ্জ হইতেই উপাধির অংশসমূহ অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গরূপ অংশ হইয়া অগ্নির অংশের আকাং  
ধারণ করে এবং কাষ্ঠাদিরূপ উপাধির অংশের বিলয় ঘটিলেই অগ্নির যেন বিলয় হইল  
বলা হয়; বস্তুতঃ অগ্নির নানা আকার থাকায়, উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। সেইরূপ চৈতন্তের দুইটি  
রূপ আছে; যেটি নিরূপাধিক ব্রহ্মচৈতন্তের সামান্তরূপ, তাহা এক এবং ব্যাপক; আর মায়াক্রিয়  
অবিভাক্রম উপাধিবিশিষ্ট চিদাভাস চৈতন্তের বিশেষ রূপ; তাহা নানা এবং পরিচ্ছিন্ন। সেই

বিশেষ চৈতন্য উপাধি অংশের নানাধ-দ্বারা নানাধ এবং উৎপত্তি-নাশাদিকপ বিকার প্রাপ্ত হন; বস্তুতঃ চৈতন্যের নানাধ এবং উৎপত্তি-বিলয়াদি নাই। এইহেতু জীবএক্কেব বস্তুতঃ অংশাংশিতাব নাই। ৭

এইরূপে গুরুষজ্জুর্কেদের অন্তর্গত বৃহদারণ্যক নামক উপনিষদেও শুনা যায় যে অব্যাকৃত শব্দের বাচ্যার্থ ব্রহ্ম হইতে নামরূপময় জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; ইহাই পববত্তী হই শ্লোকে বর্ণনা করিতেছেন :—

জগদব্যাকৃতং পূৰ্ব্বমাসীদ ব্যাক্রিয়তানুনা ।

দৃশ্যাভ্যাং নামরূপাভ্যাং বিরাদাদিষু তে স্ফুটে ॥ ৮

অর্থ—পূৰ্ব্বম্ জগৎ অব্যাকৃতম্ আসাং। অধুনা দৃশ্যভ্যাম্ নামরূপাভ্যাম্ ব্যাক্রিয়ত, ৩ বিরাদাদিষু স্ফুটে।

বিরাম্মনুরনো গাবঃ খরাম্বাজাবয়স্তথা ।

পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বমিতি বাজসনেয়িনঃ ॥ ৯

অর্থ—“বিরাম্ মনুঃ নরঃ গাবঃ খরাম্বাজাবয়ঃ তথা পিপীলিকাবধি দ্বন্দ্বম্” ইতি বাজসনেয়িনঃ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূৰ্ব্বে জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ কেবল ব্রহ্মরূপই ছিল ; অধুনা অর্থাৎ সৃষ্টির পর জগৎ নামরূপদ্বারা ব্যাকৃত বা স্পষ্টীকৃত হইয়াছে ; সেই নামরূপ উভয়ই দ্রষ্টার গোচর বা দৃশ্য বলিয়া তদ্বারা জগতের ব্যাকরণ বা স্পষ্টীকরণ হইয়াছে অর্থাৎ বিরাম্ প্রভৃতি কার্যাপদার্থে সেই নামরূপ পরিষ্কৃত হইয়াছে ; সেই সেই কার্যাপদার্থ—বিরাম্, মনু, নর, গো, গর্দভ, অশ্ব, হজ, পক্ষী, ( অথবা মেঘ ) এবং পিপীলিকা পর্য্যন্ত স্ত্রী-পুরুষময় সমস্ত এই জগৎ। ৩। বাজসনেয়ী শাখায় অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদে পঠিত হইয়া থাকে।

টীকা—[ তদ্বদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীং তন্মামরূপাত্যামেব ব্যাক্রিয়তাসৌ নামায়মিদংকপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭ ]—সেই ( অর্থাৎ সৃষ্টির পূৰ্ব্বে অপ্রত্যক্ষ বীজাবস্থ ) এই ( অর্থাৎ প্রত্যক্ষ নামরূপদ্বারা অভিযুক্ত ) জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূৰ্বে নামরূপাকাশে অনভিযুক্ত ছিল অর্থাৎ বীজভাবেই বর্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকাশে অভিযুক্ত হইল—দেবদত্ত, যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম এবং স্বেতপীতাদিরূপ বিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল, —এই বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূৰ্বে ‘অব্যাকৃত’ হইতে—অর্থাৎ নামরূপদ্বারা অনভিযুক্ত বলিয়া অস্পষ্ট মায়াপাখিক ব্রহ্ম হইতে, সৃষ্টি অর্থাৎ নামরূপদ্বারা স্পষ্টীকরণ হইল ; আর সেই নামরূপ এতদ্ব্যয়ের, বিরাদাদি পরীকৃতভূতাত্মপন্ন স্থলকার্যে, স্পষ্টতা সম্পাদিত হইল ; সেই স্পষ্টতা [ তদিদমপ্যেতর্হি নামরূপাত্যামেব ব্যাক্রিয়তেহসৌ নামায়মিদংকপ ইতি—বৃহদা উ, ১।৪।৭ ] এইজন্তই বর্তমান সময়েও ঘটাদিরূপ বিশেষ বিশেষ

নাম ও এই এই বিশেষ বিশেষ আকার দ্বারাই অভিযুক্ত হইয়া থাকে ;—এই বাক্যে বর্ণিত হইয়াছে। আর, সেই বিরাট প্রভৃতি স্থগার্থ্যসমূহ, [ আশ্বৈবেদমগ্র শ্রীঃ পুরুষবিধঃ—বৃহদা উ, ১।৪।১ ]—এই শরীরসমূহ অগ্রে ( যখন অত্র কোনও শরীর প্রাচুর্য হই নাই, তখন ) পুরুষাকৃতিবিশিষ্ট ( হস্তপদাদিযুক্ত )—আত্মা—বিরাট প্রজাপতিই একমাত্র ছিলেন ; এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া—[ এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনমাপিপীলিকাভাস্তং সর্বমসৃজত—বৃহদা উ, ১।৪।৪ ]—‘এইরূপেই পিপীলিকা হইতে আরম্ভ করিয়া যে কিছু স্ত্রী-পুংভাবাপন্ন প্রাণী আছে সে সমুদয় প্রাণী সৃষ্টি করিলেন’—এই পর্যন্ত বাক্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহাই অর্থ। [ অজাবয়ঃ=অজ+অবয়ঃ ( মেঘাঃ ) অথবা অজা+বয়ঃ ( পক্ষী ) “ক্ষুদ্রজন্তবঃ” ( পা, ২।৪।৮ ) ইতি একবচনান্তঃ ]। ৮, ৯

উদাহরণরূপে উদ্ধৃত পূর্বোক্ত ঋতিবচনসমূহদ্বারা দ্বৈতের অর্থাৎ জগতের উৎপত্তি বর্ণনা করিয়া তদনন্তর ব্রহ্মের জীবরূপে সেই বিরাড্‌দেহ প্রভৃতি জগতে প্রবেশ অর্থাৎ সেই দেহাদিতে অভিমান ( ঋতিতে ) বর্ণিত হইয়াছে, এই কথাই বলিতেছেন :—

( খ ) জীবরূপ  
ধরিয়া ব্রহ্মের  
সেই দ্বৈতমধ্যে  
প্রবেশ

কৃৎস্না রূপান্তরং জৈবং দেহে প্রাবিশদীশ্বরঃ।

ইতি তাঃ ঋতয়ঃ প্রাহুর্জীবত্বং প্রাণধারণাৎ ॥ ১০

অর্থ—ঈশ্বরঃ জৈবম্ রূপান্তরম্ কৃৎস্না দেহে প্রাবিশৎ ইতি তাঃ ঋতয়ঃ প্রাহুঃ, প্রাণ-ধারণাৎ জীবত্বম্।

অনুবাদ—পরমেশ্বর জীবসম্বন্ধীয় অন্তরূপে অর্থাৎ চিদাভাসরূপে দেহে প্রবেশ করিলেন—ইহাই পূর্বোক্ত সৃষ্টিপ্রতিপাদক ঋতিবচনসমূহে কথিত হইয়াছে ; প্রাণধারণ হেতু তাঁহারই জীবসংজ্ঞা হইয়াছে।

টীকা—“ঈশ্বরঃ”—পরমেশ্বর, “রূপান্তরম্”—জীবসম্বন্ধীয় অন্তরূপ—নির্বিকার ব্রহ্ম হইতে বিলক্ষণ বিকাররূপ ধরিয়া, “দেহে”—দেহসমূহে, “প্রাবিশৎ”—প্রবেশ করিলেন, “ইতি তাঃ ঋতয়ঃ প্রাহুঃ”—ইহাই উক্ত ঋতিবচনসমূহে উক্ত হইয়াছে। সেই বিকারী রূপের জীবভাব কি হেতু হইল ? এইহেতু বলিতেছেন :—“প্রাণধারণাৎ জীবত্বম্”—প্রাণাদির অর্থাৎ ইন্দ্রিয়সমূহের অভিমাত্রী স্বামী হইয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ কর্মে প্রেরণের কর্ত্তা হওয়াই ‘প্রাণধারণ’ শব্দের অর্থ ; সেইহেতু পরমেশ্বর জীবতাবদ্বারা অর্থাৎ জীবসম্বন্ধিরূপে প্রবেশ করিলেন—ইহাই কথিত হইয়াছে। ১০

সেই জীবভাবটি কিরূপ ?—এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

চৈতন্যং যদধিষ্ঠানং লিঙ্গদেহশ্চ যঃ পুনঃ।

( গ ) জীবের স্বরূপ।

চিচ্ছায়া লিঙ্গদেহস্থা তৎসংজ্ঞো জীব উচ্যতে ॥ ১১

অর্থ—যৎ অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্ পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ, লিঙ্গদেহস্থা চিচ্ছায়া, তৎসংজ্ঞো জীবঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে আধারে লিঙ্গদেহ কল্পিত, সেই আধার-চৈতন্য, আর সেই চৈতন্যধারে কল্পিত যে লিঙ্গদেহ, আর সেই লিঙ্গদেহে বিद्यমান চিদাভাস—এই তিনের সমষ্টিকে জীব বলে।

টাকা—“যং অধিষ্ঠানম্ চৈতন্যম্”—লিঙ্গদেহ কল্পনাব্যবস্থায় যে চৈতন্য অর্থাৎ (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থ চৈতন্য, “পুনঃ যঃ চ লিঙ্গদেহঃ”—আর সেই কূটস্থ চৈতন্যে অধ্যাত্ম লিঙ্গদেহ (যাহা জলপূর্ণ ঘটস্থানীয়), “লিঙ্গদেহস্য চিচ্ছাবা”—সেই লিঙ্গদেহে বিद्यমান চিদাভাস (যাহা মহাকাশ প্রতিবিম্বস্থানীয়) বজ্রের প্রতিবিম্ব, “তৎসজ্জা,” এই তিনের সমষ্টি, “ভাবঃ উচ্যতে” জীব শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১১

(শঙ্কর) ভাল, পরমেশ্বরই যদি আব্রহামের দেহসমত্ব প্রতিষ্ঠা হইলেন, তাহা হইলে সেই জীবরূপধারী পর্বমেশ্বরের অজ্ঞতা ভ্রান্তি প্রভৃতি বিবক্ষণস্বত্বজ্ঞতা কিরূপে সম্ভব?—এইরূপ প্রশ্ন করা বলিতেছেন :

বাঃ মায়াবশতঃ  
সর্বত্র অজ্ঞতা  
এই কারণে  
মায়া।

মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যা নির্মাণশক্তিবৎ ।

বিভ্রতে মোহশক্তিচ্চ তং জীবং মোহয়ত্যসৌ ॥ ১২

অনুবাদ—মাহেশ্বরী তু যা মায়া তস্যাঃ নির্মাণশক্তিবৎ মোহশক্তিঃ চ বিভ্রতে, অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি ।

অনুবাদ—পর্বমেশ্বরের মায়াশক্তিরূপ যে উপাদি, তাহাব যেমন জগৎসৃজন-সামর্থ্য আছে, সেইরূপ মোহকারিণী শক্তিও আছে ; সেই শক্তিই জীবকে ভ্রান্ত করিয়া রাখে ।

টাকা—“মাহেশ্বরী তু যা মায়া” [ মায়াই তু মহেশ্বরম্—ঐশ্বর্যত্ববোধনিমিত্তং—৪।১০ ]

সেই মায়াই মহেশ্বরের বলিয়া জানিবে—এইরূপে মহেশ্বর-স্বাক্ষরী মায়া বা মূলপ্রকৃতি কথিত হইয়াছে, “তস্যাঃ নির্মাণশক্তিবৎ”—সেই মায়ার জগৎসৃজন-সামর্থ্যের দ্বারা, “মোহশক্তিঃ চ বিভ্রতে”—মোহ উৎপাদন করিবার সামর্থ্যও আছে, যাহেতু শ্রুতি বলিতেছেন—[ তং এতজ্জড়ং মোহয়কম্—নৃসিংহোত্তরতাপনীয়—২ ]—তাহা এই অজ্ঞানের কাণ্ড জড়রূপ এবং মোহরূপ । মায়াব তমোগুণের দ্বারা সুস্থিতি প্রভৃতি কালে, জীব যে জড়রূপতা প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেরই অভ্যুভবসিদ্ধ । ইহাব দ্বাবাই তমঃপ্রধান প্রকৃতির সৃষ্ট জড়রূপ জগতের কারণ যে মোহ, তাহা সিদ্ধ হয় । ) তদ্বারা কি পাওয়া গেল ? এইহেতু বলিতেছেন—“অসৌ তম্ জীবম্ মোহয়তি”—সেই মোহোৎপাদিনী শক্তি, সেই (পূর্বোক্ত) জীবকে নিজ চিদানন্দ-স্বরূপতা জানিতে দেয় না । ১২

মায়াব মুগ্ধকারিণী শক্তি সেই জীবের মোহোৎপাদন করে—ইহাব দ্বারা কি সিদ্ধ হইল ?

ও মোহে ইহেই  
সর্বত্র  
শ্রীমদ্রত্নরূপ  
শ্রীমতঃ ।

মোহাদনীশতাং প্রাপ্য মগ্নো বপুষি শোচতি ।

ঈশসৃষ্টমিদং দ্বৈতং সর্বমুক্তং সমাসতঃ ॥ ১৩

অথ—মোহাৎ অনীশতাম্ প্রাপ্য বপুষি ময়ঃ শোচতি, ইদম্ ঈশ্বরসৃষ্টম্ সৰ্বম্ দৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্ ।

অনুবাদ—জীব মোহবশতঃ নিজের ঈশ্বরই বিস্মৃত হইয়া আপনাকে ক্ষুদ্র মানিয়া শরীরের সহিত তাদাত্মা লাভ করিয়া শোক করিয়া থাকে । ঐ-রূপে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈতপ্রপঞ্চ সংক্ষেপে কথিত হইল ।

টীকা—“মোহাৎ”—বাদশ শ্লোকে বর্ণিত মোহবশতঃ, “অনীশতাম্ প্রাপ্য”—বাহিঃ অমুকূল বস্তুরূপ ইষ্টের প্রাপ্তিতে ও অবাহিত প্রতিকূল অপ্রিয় বস্তুর পরিহারে শক্তিহীন হইয়া, “বপুষি ময়ঃ”—শরীরের মোহে নিমগ্ন হইয়া অর্থাৎ শরীরের সহিত তাদাত্ম্যভিমান প্রাপ্ত হইয়া, “শোচতি”—আমি দুঃখী এইরূপ অভিমান করিয়া থাকে । এই অর্থে শ্রুতি-বচন রহিয়াছে [ সমানে বৃক্ষে পুরুষো নিমগ্নোহনীশয়া শোচতি মুহমানঃ—শ্বেতাশ্বতর উ. ৪।৭, মুণ্ডক উ, ৩।২।১ ]—একটি সাধারণ বৃক্ষরূপ দেহে, নিমগ্ন বা কর্তৃত্বের আধ্যানবশতঃ আনন্দবিরহিত পুরুষ বা জীব মোহপ্রাপ্ত হইয়া স্বাভাবিক ঈশ্বরভাব হারাইয়া, আমি দুঃখী, আমি দুঃখী এইরূপ ভাবিয়া—( শরীর, পুত্র, ক্ষেত্র, কলত্র বিনা কি প্রকারে থাকিব?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ) সমাগদর্শন হারাইয়া অথবা স্তব্ধতা প্রাপ্ত হইয়া শোক করে । আগামী পঞ্চদশ শ্লোক হইতে যে জীবরচিত দ্বৈতের কথা বলিবেন, তাহার সহিত ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত যাহাতে সাম্মিলিত না হইয়া পৃথক্ থাকে, সেইজন্ত পূর্বোক্ত ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈতের কথা উল্লেখ করিয়া উপসংহার করিতেছেন—“ইদম্ ঈশ্বরসৃষ্টম্ দৈতম্ সমাসতঃ উক্তম্”—১ হইতে ১৩ পধ্যস্ত শ্লোকে ঈশ্বরসৃষ্ট দ্বৈত অর্থাৎ সমস্ত জড়চেতনরূপ জগৎ সংক্ষেপে বলা হইল, ইহাই অর্থ । ১৩

২। জীব-রচিত দ্বৈত ।

( শঙ্কা )—ভাল, জীব যে দৈতজগতের সৃষ্টি করিয়াছে তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কি ?

( সমাধান ) তত্ত্বত্তরে বৃহদারণ্যক শ্রুতির অর্থ সংগ্রহ করিয়া বলিতেছেন :—

( ক ) সপ্তান্ন জীবদ্বৈত  
বিষয়ে বৃহদারণ্যক  
শ্রুতির প্রশ্ন ।

সপ্তান্নব্রাহ্মণে দ্বৈতং জীবসৃষ্টং প্রপঞ্চিতম্ ।

অন্নানি সপ্ত জ্ঞানেন কৰ্ম্মণাজনয়ৎ পিতা ॥ ১৪

অথ—সপ্তান্নব্রাহ্মণে জীবসৃষ্টম্ দৈতম্ প্রপঞ্চিতম্, পিতা সপ্ত অন্নানি জ্ঞানেন কৰ্ম্মণা  
অজনয়ৎ ।

অনুবাদ—“সপ্তান্নব্রাহ্মণে” অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের পঞ্চম ব্রাহ্মণে, জীবকর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈতের সবিস্তর বর্ণনা আছে ; জগতের পিতা বা উৎপাদক জীব, জ্ঞান বা চিন্তনদ্বারা এবং কৰ্ম্মের দ্বারা সাতপ্রকার অন্ন সৃজন করিয়াছেন ।

টীকা—ভাল, সেই “সপ্তান্নব্রাহ্মণে” ( মত্বার্থপ্রকাশক ও জ্ঞানোপদেশক বেদাংশে ) জীবরচিত দ্বৈত কি প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তত্ত্বত্তরে

২য় সপ্তাহান্নি মেথ্যা তপসাইজনয়ং পিতা—বৃহদা উ, ১।৫।১ ]—‘পিতা অর্থ্যাৎ আদিকর্তা মেধা ও তপস্বীদ্বারা প্রথমে যে সপ্তবিধ অম্লের সৃষ্টি করিলেন’—এই স্রুতিবচনটির অর্থ সংগ্রহ করিতেছেন—জগতের “পিতা বা উৎপাদক” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা। এস্থলে উক্ত স্রুতিবচনে যে ‘পিতা’ এই শব্দের প্রয়োগ আছে তাহাব অর্থ জীব বা জীবসমষ্টি যে নিজের অদষ্টরূপ পাপপুণ্যদ্বারা জগৎ উৎপাদন করিয়া চতুদশ ভূবন চালাইতেছে। ১৪

ভাল, ‘সপ্ত অম্লের সৃজন কোন্ উদ্দেশ্যে?’—এইরূপ প্রশ্ন করা হইতে পারে বলিয়া স্রুতি নিম্নোক্ত বাক্যে সেই সপ্তাহের উপযোগ বর্ণন করিয়াছেন—[ একম্ অম্ম সাধাবণম্, দে দেবান্ অভাজয়ং, ত্রীণি আয়্যনে অকুরুত, পশুভ্যঃ একম্ প্রাণচ্ছৎ ইতি - বৃহদা উ, ১।৫।১ ]—তাহার একটি অম্ল জীব সর্বসাধারণের জন্য দিল, দুইটি অম্ল দেবতাদিগের জন্য দিল, তিনটি অম্ল নিজের ভোগ্য করিয়া রাখিল, আর পশুগণের উদ্দেশ্যে একটি অম্ল দিল—এই কথাই বলিতেছেন :—

মর্ত্য্যান্নমেকং দেবান্নে দে পশ্বন্নং চতুর্থকম্ ।

( প ) অধিকাবিভেদে

সপ্ত অম্লের উপযোগিতা ।

অন্যপ্রিতয়মাত্মার্থমন্নানাং বিনিয়োজনম্ ॥ ১৫

অর্থ—একম্ মর্ত্য্যান্নম্, দে দেবান্নে, চতুর্থকম্ পশ্বন্নম্, অম্মং ত্রিতয়ম্ আয়্যার্থম্,—  
(একম্) অন্নানাম্ বিনিয়োজনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—মর্ত্য্যজীবের জন্য এক অম্ল ( শস্যাদি ), দেবতাদিগের জন্য দুইটি অম্ল ( দর্শ ও পৌর্ণমাস যজ্ঞ ), ( দুধরূপ ) চতুর্থ অম্ল পশুদিগের জন্য,\*  
আব মন, বচন ও প্রাণরূপ অম্ম তিন অম্ল নিজের জন্য, এইরূপে সপ্তাহের উপযোগ ( বেদে বর্ণিত হইয়াছে )। ১৫

সেই সপ্তাহ কি কি ? তাহাই বলিতেছেন :—

ব্রীহাদিকং দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরং তথা মনঃ ।

( প ) সপ্তাহের নাম ।

বাকুপ্রাণাশ্চেতি সপ্তত্বমন্নানামবগম্যতাম্ ॥ ১৬

অর্থ—ব্রীহাদিকম্ দর্শপূর্ণমাসৌ ক্ষীরম্ তথা মনঃ বাকু চ প্রাণাঃ ইতি অন্নানাম্  
সপ্তত্বম্ অবগম্যতাম্ ।

অনুবাদ—তণ্ডুলাদি এক অম্ল ( মর্ত্য্যজীবের জন্য ), দর্শপৌর্ণমাসরূপ চ  
দুই অম্ল, ( দেবতাদিগের জন্য ) দুধরূপ চতুর্থ প্রকারের অম্ল ( পশুদিগের

\* “পাকস্থনা গৃহস্থন্ত” (মন্ত্র ৩।৬৮) গৃহস্থের ঘরে পাঁচটি প্রাণিব্যবস্থান আছে : “হোমো দৈবো বসিভৌতে” (ঐ ৩।৭০) পশুপক্ষাদি মধ্যে অন্নাদি প্রদানরূপ বলির নাম ‘ভূতযজ্ঞ’; “গ্রহতো ভৌতিকো বলিঃ” (ঐ ৩।৭৪) ভূতযজ্ঞের নাম ওচত, অর্থাৎ পক্ষপূজার জন্য পানের প্রাণশক্তি নির্বাহার্থে ভূতযজ্ঞে পশুপক্ষাদি মধ্যে বিভাগ করিয়া দিবার জন্য।

† অমাবস্তায় অগ্ন্যাধান করিয়া (অগ্নিতে সমিধ স্থাপন করিয়া) সমস্ত প্রতিপদ ধরিয়া যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহাব নাম দর্শ । পৌর্ণমাসীতে অগ্ন্যাধান করিয়া প্রতিপদে যে যাগ অনুষ্ঠিত হয় তাহাব নাম পৌর্ণমাস ।



জন্তু) আর মন, বচন ও প্রাণ অন্ন (জীবের নিজের জন্তু)—এইরূপে অন্নের সাত প্রকার বুঝিয়া লও।

টীকা সেই সপ্তান্ন (বৃহদাব্যাক উপনিষদের) পঞ্চমাধ্যায়ের দ্বিতীয় কণ্ডিকান্তগত—‘তাহার সৃষ্ট অন্নের মধ্যে ইহা সাধারণ সর্বভোজ্য অন্ন যাহা মর্ত্যালোকে সাধাবণতঃ ভক্ষণ করে’—এই অর্থের বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া তৃতীয় কণ্ডিকান্তগত ‘আত্মাও এতন্নর—বাস্তব, মনোময় ও প্রাণময়’—এই অর্থের বাক্যপৰ্য্যন্ত কিঞ্চিদূর দুই কণ্ডিকাংশ বাক্যবলির দ্বারা সেই সপ্তান্ন এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে (অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ১৬

(শঙ্ক।) ভাল, উক্ত সপ্তান্ন, জগতের অন্তর্গত বলিয়া তাহা ত’ ঈশ্বররূতঃ; তাহাকে জীবরূত বলা ত’ যুক্তিযুক্ত নহে—এই আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন যে, সপ্তান্ন আপন আকারে ঈশ্বর-রচিত হইলেও তাহার জীবভোগাত্মক জীবকর্তৃক কল্পিত বলিয়া সপ্তান্নকে জীব-রচিত বলা অনুচিত এইরূপ বলা চলে নাঃ—

ঈশেন যদ্রূপ্যেতানি নিম্নিতানি স্বরূপতঃ।

(য) সপ্তান্নের ভোগাত্মক  
কারে বচন জীবরূত।

তথাপি জ্ঞানকর্মাভ্যাং জীবোহকার্ষ্যাত্তদন্নতাম্ ॥ ১৭

অর্থ—যদ্যপি এতানি স্বরূপতঃ ঈশেন নিম্নিতানি তথাপি জীবঃ জ্ঞানকর্মাভ্যাম্ তদন্নতাম্ অকার্ষ্যঃ।

অনুবাদ—যদ্যপি এই সপ্তান্ন স্বরূপতঃ ঈশ্বরদ্বারাই রচিত তথাপি জীব জ্ঞান ও কর্মদ্বারা তাহাদের অন্নরূপ অর্থাৎ ভোগ্যতা স্থাপন করিয়াছে।

টীকা—[ তং বিজ্ঞানকর্মণী সমসারভতে—বৃহদা উ, ৪।৪।২ ]—‘পবলোকগমনকালে বিজ্ঞান কর্ম জীবের অন্নগমন করিয়া থাকে’—এই শ্রুতিবচনানুসারে, জ্ঞান শব্দের অর্থ বিষয়ের ধ্যান। তাহা দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শাস্ত্রানুমোদিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ। তন্মধ্যে দেবতাদিবিষয়ক ধ্যান বা উপাসনা ইহল বিহিত, আর পরস্পরী প্রভৃতি বিষয়ের ধ্যান বা চিন্তন ইহল নিষিদ্ধ। আর কর্মও দুই প্রকার, বিহিত ও নিষিদ্ধ; বজ্রাদিরূপ কর্ম বিহিত এবং হিংসাদিরূপ কর্ম নিষিদ্ধ। সেই জ্ঞান এবং কর্মদ্বারা জীব সেই তৎসুল হইতে আবৃত্ত করিয়া প্রাণ পদ্যন্ত সপ্তান্নের অন্নভাব অর্থাৎ আপনার ভোগের উপকরণরূপতা করান করিয়াছে, ইহাই অর্থ। ১৭

৩। উক্ত সপ্তান্নরূপ জগতের স্রষ্টৃ হু লইয়া জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের সম্বন্ধ।

এই পদ্যন্ত গ্রাহ্য কি বলা হইল তাহারই সংগ্রহ করিতেছেন :—

(ক) একই জগতের,  
জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের  
সহিত সম্বন্ধ বিষয়ে  
দৃষ্টান্ত।

ঈশকার্য্যং জীবভোগ্যং জগদ্দ্রাভ্যাং সমন্বিতম্।

পিতৃজন্তা ভর্তৃভোগ্যা যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্ ॥ ১৮

অর্থ—ঈশকার্য্যম্ জীবভোগ্যম্ জগৎ দ্রাভ্যাম্ সমন্বিতম্ যথা যোষিত্তথেষ্যতাম্ পিতৃজন্তা ভর্তৃভোগ্যা তথা ইম্যতাম্।

অনুবাদ—ঈশ্বরের কার্য্য এবং জীবের ভোগা বলিয়া জগৎ উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, যেমন একই স্ত্রী পিতা হইতে উৎপন্ন এবং পতিভোগা বলিয়া উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, সেইরূপ বুঝিয়া লও ।

টীকা—সম্পূর্ণরূপে বর্ণিত তত্ত্বাদিকপ জগৎ ঈশ্ববদ্বারা রচিত এবং জীবের ভোগা দ্বারা জীবের ভোগের সাধন বলিয়া ঈশ্বর ও জীব উভয়ের সহিত সম্বন্ধ, ইহাই অর্থ । কেই বস্তু উভয়ের সহিত সম্বন্ধতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন ‘যেমন একই স্ত্রী’ ইত্যাদি দ্বারা ।

‘অচ্যুতবান’ বলেন জীবের কক্ষফলপ্রদাতৃরূপে ঈশ্বর জগদ্রূপাত্মা, কিন্তু তিনি পূর্ণকাম বলিয়া অভিহিত : আব জীব নিজ কামাদি দ্বারা জগদ্রচনা সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া জীবের ভোক্তৃত্ব যুক্তিসিদ্ধ । ১৮

ঈশ্বর ও জীবের জগৎসৃজন বিষয়ে সাধন ( নামগ্রন্থ ) কি ? তত্ত্বভাবে বলিতেছেন :—

মায়াবৃত্ত্যাত্মকো হীশসঙ্কল্পঃ সাধনং জনৌ ।

১) ঈশ্বরের ও ঈশ্বরের  
সংস্পর্শে সাধন ।

মনোবৃত্ত্যাত্মকো জীবসঙ্কল্পো ভোগসাধনম্ ॥ ১৯

অর্থ—মায়াবৃত্ত্যাত্মকঃ হি ঈশসঙ্কল্পঃ জনৌ সাধনম্ ; মনোবৃত্ত্যাত্মকঃ জীবসঙ্কল্পঃ ভোগসাধনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—মায়াবৃত্তিরূপে ঈশ্বরসঙ্কল্প জগৎতে উৎপত্তিবিশয়ে সাধন ; আব অহংকরণের পরিণামবিশেষ বা বৃত্তিরূপে জীবসঙ্কল্প সূখাদির অনুভবরূপে ভোগের সাধন । ১৯

( ১৯ ) ভাল, ঈশ্বর-বচিত বস্তু বাহ্য স্বরূপ, সেই স্বরূপ হইতে ভিন্নাকার কোনও বস্তু আকারে নাই । তাহা হইলে জীব কোন আকারে সৃজন করিয়া থাকে ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন ( সমাধান ) :—

ঈশনির্মিতমণ্যাদৌ বস্তুন্যেকবিধে স্থিতে ।

১) ঈশ্বর বচিত এক  
সাকার জীব বচিত  
অনকার ।

ভোক্তৃধীরুত্তিনানাভাবভোগো বহুধেষ্যতে ॥ ২০

অর্থ—ঈশনির্মিতমণ্যাদৌ একবিধে বস্তুনি স্থিতে, ভোক্তৃধীরুত্তিনানাভাব তত্ত্বাগঃ বহুধা ঈষ্যতে ।

অনুবাদ—ঈশ্বর যে বস্তুকে সৃজন করিয়াছেন, তাহা স্বরূপতঃ আবাব জীবদ্বারা সৃষ্ট হইতে পারে না বটে, তথাপি ঈশ্বরদ্বারা নির্মিত মণি প্রভৃতি বস্তু একরূপ ধরিয়া থাকিলেও অর্থাৎ রূপান্তর প্রাপ্ত না হইলেও ভোক্তা জীবের বুদ্ধি নানাপ্রকারের হয় বলিয়া, সেই মণি প্রভৃতির ভোগও নানা-প্রকারে হইয়া থাকে—ইহা সকলেই স্বীকার করে ।

টীকা—মণি প্রভৃতি একই বস্তুতে যে নানাপ্রকারের ভোগ দেখা যায় ( কেহ শোভা, কেহ গ্রহবৈগুণ্যপ্রশমনার্থ ধারণ করে ), সেই ভোগের নানা-প্রকারতাদ্বারা তাহার প্রয়োজক বা নিমিত্তকারণ ভোগের নানা-প্রকারতাই প্রতিপাদিত হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ । ২০

ভাল, ভোগের অর্থাৎ সুখাদির নানা স্বাদ দেখিয়া, ভোগের অর্থাৎ ভোগ্যবিষয়ে যে নানা স্বাদ কল্পিত হইতেছে, সেই ভোগের ভেদ বা নানা স্বাদ নাই—এইরূপ আশঙ্ক্য হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—‘না, এরূপ বলিতে পার না; কেননা, ভোগের সেই নানা স্বাদ প্রত্যক্ষগোচর হয়’ :—

হৃদ্যত্যেকো মণিঃ লক্ষ্যং ক্রুধ্যত্যত্রো হলাভতঃ ।

পশ্যত্যেব বিরজোহত্র ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি ॥ ২১

অর্থ—একঃ মণিম্ লক্ষ্যং হৃদ্যতি হি, অত্রঃ অলাভতঃ ক্রুধ্যতি, অত্রঃ বিরক্তঃ পশ্যতি  
এব—ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি ।

অনুবাদ—কেহ মণি পাইয়া আনন্দিত হয়, কেহ না পাইলে ক্রুদ্ধ হইয়া যায়, আবার বৈরাগ্যবান্ কেহ মণি দর্শন করেন মাত্র, তাহা দেখিয়া তাহার হর্ষ বা ক্রোধ কিছুই হয় না ।

টীকা—“একঃ”—কেহ অর্থাৎ যে লোক মণিপ্ৰার্থী সে, “মণিম্ লক্ষ্যং হৃদ্যতি”—মণি পাইলে হর্ষ অনুভব করে, সেইরূপ “অত্রঃ”—অত্র কেহ, “অলাভতঃ ক্রুধ্যতি”—না পাইলে ক্রোধ অনুভব করে; “অত্র বিরক্তঃ”—এই মণিবিষয়ে যে বৈরাগ্যবান্, “পশ্যতি এব ন হৃদ্যতি ন কুপ্যতি”—সে দেখেমাত্র, তাহার লাভালাভজনিত হর্ষ ক্রোধ কিছুই হয় না. ইহাই অর্থ । ২১

ভাল, সেই ভিন্ন ভিন্ন ভোগেব অধীন, জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার কি কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

প্রিয়োহপ্রিয় উপেক্ষ্যশ্চেত্যাকারা মণিগাস্ত্রয়ঃ ।

সৃষ্টা জীবৈরীশসৃষ্টং রূপং সাধারণং ত্রিষু ॥ ২২

অর্থ—মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্ৰিয়ঃ উপেক্ষাঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ জীবৈঃ সৃষ্টাঃ ; ত্রিঃ সাধারণম্ রূপম্ ঈশসৃষ্টম্ ।

অনুবাদ—মণিরূপ আধারে অবস্থিত প্রিয়, অপ্ৰিয় এবং উপেক্ষা (রাগদ্বৈষ এই উভয় প্রকার বৃত্তি হইতে ভিন্নবৃত্তির বিষয়—বৈরাগ্যবানের নিকট)—এই তিন আকার জীব-রচিত, আর তিন আকারে সাধারণভাবে অবস্থিত যে রূপ অর্থাৎ আকার, তাহাই ঈশ্বর-রচিত ।

টীকা—“মণিগাঃ প্রিয়ঃ অপ্ৰিয়ঃ উপেক্ষাঃ চ ইতি ত্রয়ঃ আকারাঃ”—মণিনিষ্ঠ প্রিয় অপ্ৰিয় ও উপেক্ষারূপ তিনটি ভিন্ন ভিন্ন আকার, “জীবৈঃ সৃষ্টাঃ”—জীবকর্তৃক রচিত হইয়াছে; “ত্রিষু অপি সাধারণম্ রূপম্”—আর এই তিন আকারেই অহুহ্যত যে মণিরূপ, “ঈশসৃষ্টম্”—তাহাই ঈশ্বর-নির্মিত, ইহাই অর্থ । ২২

জীব-রচিত ভিন্ন ভিন্ন আকার অত্র উদাহরণস্বরূপ স্পষ্ট করিতেছেন :—

ভার্য্যা স্মৃষা ননান্দা চ যাতা মাত্যেত্যনেকধা ।

প্রতিযোগিধিয়া যোষিদ্ভিত্যতে ন স্বরূপতঃ ॥ ২৩

অর্থ - ভার্য্যা স্মৃষা ননান্দা যাতা মাতা চ ইতি অনেকধা যোষিৎ প্রতিযোগিধিয়া ভিত্যতে, ন স্বরূপতঃ ।

অনুবাদ—একই নারী,—পতি, স্বশুর, ভ্রাতৃজায়া, দেবর-পত্নী, পুত্রকন্যা প্রভৃতি সম্বন্ধযুক্ত নরনারীর ব্যবহারানুসারে যথাক্রমে পত্নী, পুত্রবধূ, ননান্দা, যাতা, মাতা ইত্যাদি নানা প্রকারের নাম প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ঈশ্বর-রচিত স্ত্রী-আকার সর্বত্র অভিন্ন ।

টীকা—“ননান্দা” -ভর্তার ভগিনী, “যাতা”—দেবব-পত্নী, “প্রতিযোগিধিয়া”—ভর্তাশ্বশুর প্রভৃতিকপ সম্বন্ধমূল্য তত্ত্বদ্বিষয়িণী বুদ্ধিবশতঃ অর্থাৎ তাহাদের সম্বন্ধ ধবিয়া । অভিপ্রায় এই — একই নারী পতির সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ভার্য্যা, স্বশুরের সহিত সম্বন্ধ ধরিলে পুত্রবধূ, ভ্রাতাব পত্নীব সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ননান্দা, পতির ভ্রাতাব পত্নীব সহিত সম্বন্ধ ধরিলে ‘যা’ ( যাতা ), পুত্রকন্যার সহিত সম্বন্ধ ধরিলে মা—এইরূপ ভেদপ্রাপ্ত হয় । ২৩

( শঙ্কা ) ভাল, একই নারীকে বিষয় করিয়া—সেই নারী ভার্য্যা, পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ত’ ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া দেখা যায় ; আর ঐ জ্ঞানেব বিষয়রূপ যে নারীস্বরূপ বা নারীব আকার, তদ্বিময়ে কোনও ভেদ দেখা যায় না । এইহেতু পূর্বে ২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল—‘সম্বন্ধীর বুদ্ধি গইয়া নারী ভেদপ্রাপ্ত হয়’—এইরূপ বলা ত’ অমূল্য । গ্রন্থকর্তা স্বকায় উক্তিবিশয়ে, এইরূপ সন্দেহ উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :-

ননু জ্ঞানানি ভিত্তান্তামাকারস্ত ন ভিত্ততে ।

( ১ ) এষ্ট শ্লোক—

৫৪৪ খান্ড বিদ্যে শঙ্কা ।

যোষিদপুষ্যাতিশয়ো ন দৃষ্টো জীবনির্মিতঃ ॥ ২৪

অর্থ -ননু জ্ঞানানি ভিত্তান্তাম্ আকারঃ ন তু ভিত্ততে ; যোষিদপুষি জীবনির্মিতঃ অতিশয়ঃ ন দৃষ্টঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—ভার্য্যা পুত্রবধূ ইত্যাদিরূপ জ্ঞান ভিন্ন ভিন্ন হয়, হউক ; কিন্তু নারীরূপ আকারের ত’ ভেদ হইতেছে না । এইহেতু সেই নারীশরীরে জীব-রচিত অতিশয় বা অধিক কিছু দেখা যায় না ; ( সূত্ররং জীবের ভোগ্য-সৃষ্টির কথা অসঙ্গত । ২৪

জ্যেষ্ঠ বিষয়ে ভেদ না থাকিলে, জ্ঞানে ভেদ হইতেই পারে না,—এইরূপ নিয়ম বহির্ভায়ে বলিয়া জ্যেষ্ঠবস্তুর আকারে ভেদ আছে, মানিতেই হইবে—এই কথা বলিয়া উক্ত অশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :-

( ২ ) পূর্ব শ্লোকোক্ত শঙ্কার সমাধান ।

মৈবং মাংসময়ী যোষিৎ কাচিদন্যা মনোময়ী ।

মাংসময়্যা অভেদেহপি ভিত্ততে হি মনোময়ী ॥ ২৫

অর্থ—মা এবম্, কাচিং মাংসময়ী ঘোষিং, অস্থা মনোময়ী, মাংসময্যাঃ অভেদে মূঢ় মনোময়ী হি ভিত্ততে।

অনুবাদ ও টীকা—‘সেই নারীর শরীর বিষয়ে জীব-রচিত অতিশয় (অধিক কিছু) নাই’ একথা বলা চলিবে না, কেননা, (ঈশ্বর-রচিত) মাংসময়ী নারীমূর্তি এক; (জীব-রচিত) মনোময়ী মূর্তি অল্প। মাংসময়ী মূর্তি এক বা অল্প হইলেও মনোময়ী মূর্তি ভিন্ন ভিন্ন। ২৫

(শঙ্কা) ভাল, ভ্রান্তি প্রভৃতি স্থলে অর্থাৎ ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোবাজ্য (reverie), স্মৃতি—এই সকল স্থলে বাহ্যবস্ত্র নাই বলিয়া ভ্রান্তি প্রভৃতির বস্তুকে মনোময় বস্তু বলিয়া মানা; পাশ্চাত্য, কিন্তু প্রমাণ অর্থাৎ বস্তুজ্ঞানের বস্তুকে ত’ মনোময় বস্তু বলা চলে ন কেননা, সেস্থলে বস্তু মনের বাহিরে বিদ্যমান। বাদ্যে এই শঙ্কাই বলিতেছেন:—

(চ) প্রমার বিষয় যে ভ্রান্তি স্বপ্নমনোবাজ্যস্মৃতিষস্তু মনোময়ম্।

বাহ্যবস্ত্র, তাহাব মনো-  
ময়তা বিষয়ে শঙ্কা।

জাগ্রন্মানেন মেয়স্ম ন মনোময়তেতি চেৎ ॥ ২৬

অর্থ—ভ্রান্তি স্বপ্নমনোবাজ্যস্মৃতিষ মনোময়ম্ অস্তু; জাগ্রন্মানেন মেয়স্ম মনোময়তা ন, ইতি চেৎ

অনুবাদ—ভ্রান্তি, স্বপ্ন, মনোবাজ্য, স্মৃতি—এই সকল স্থলে তত্তদ্বিষয়ক বস্তুকে মনোময় বলিয়া মানা যাইতে পারে; কিন্তু জাগ্রৎকালীন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ বস্তু মনোময় হইতে পারে না—যদি এইরূপ বলা যায়—

টীকা—“জাগ্রন্মানেন”—জাগ্রদবস্থায় প্রযুক্ত প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা, “মেয়স্ম”—পশ্চাদ্ধে যে বস্তু তাহার, “মনোময়তা ন”—মনোময়তা স্বীকার করা যায় না—ইহাই বাদ্যের শঙ্কা। ২৬

(সমাধান) প্রমাণস্থলে অর্থাৎ যে স্থলে বস্তুজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেই স্থলে, বাহ্যবস্ত্র থাকে—ইহা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন:—

(ছ) প্রমাণস্থলে বাহ্য-  
বস্ত্রের অস্তিত্বাঙ্গীকার ও  
তাহার মনোময়তাব  
প্রমাণ।

বাচুং মানে তু মেয়েন যোগাৎ স্মাদ্ বিষয়াকৃতিঃ।

ভাষ্যবর্ত্তিককরাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ ॥ ২৭

অর্থ—বাচুং, মানে বিষয়াকৃতিঃ তু মেয়েন যোগাৎ স্মাদ্; ভাষ্যবর্ত্তিককরাভ্যাময়মর্থ উদীরিতঃ।

অনুবাদ—সত্য বটে (অর্থাৎ প্রমাজ্ঞানে বাহ্যবস্ত্রের অস্তিত্বরূপ হেতু অঙ্গীকার করিতেছি, কিন্তু প্রমার বস্ত্রের অমনোময়ত্ব-রূপ সাধ্যের অঙ্গীকার করিব না, অথবা উক্তরূপ আশঙ্কা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ ব্যবহারিক পক্ষে অনুকূল বটে); কিন্তু সিদ্ধান্ত এই, যে প্রমাণের বিষয়াকারতা (অর্থাৎ যে মনোবৃত্তি ইন্দ্রিয়দ্বারা বহির্গত হইয়া কুল্যার বা নালীর আকারে বিষয় পর্য্যন্ত যাইয়া বিষয়ের সহিত সমানাকারবিশিষ্ট হয়, তাহার) সেই প্রমেয়ের বা বিষয়ের সহিত

সম্বন্ধবশতঃই হইয়া থাকে। ভাষ্যকার শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও বাদ্যিককার—ইহারা উভয়েই এই তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন।

টীকা—‘বাচ্যম্’—সত্য বটে, অর্থাৎ বাবহারিক পক্ষে, যথার্থ জ্ঞানের স্থলে, বাহ্যিক বিষয়ের সত্তা অস্বীকার কবিতোছি। ( শঙ্কা ) তাহা হইলে, কি প্রকারে সেই বাহ্যবিষয়কে অর্থাৎ মনের বাহিরে অবস্থিত বস্তুকে, মনোময় বলা হইতেছে ? ( সমাধান ) তত্ত্বের বর্ণিতোছেন—“মানে বিষয়াকৃতিঃ তু”—প্রমাণে অর্থাৎ মনের বৃত্তিতে যে বিষয়াকাবেব কথা বলা হইতেছে, তাহা কিন্তু, “মেয়েন বোণাং স্মাং”—প্রমেয়েন অর্থাৎ বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবশতঃই অর্থাৎ মনোবৃত্তি ( কৃপাদাবে ) বাহ্যিক বাহ্যিক বিষয়ের সহিত সংযোগবশতঃই সেই বিষয়াকৃতি ঘটে। ( শঙ্কা ) ভাল, ইহা ত’ আপনাদের স্বকপোলকল্পিত ? ( সমাধান ) ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য ও বাদ্যিককার—উভয়েই এই একই কথা বলিয়াছেন। ২৭

তদ্বিবণে ভাষ্যকাবাব বচন উদ্ধৃত করিতেছেন :

( ভাষ্যকার-বিরচিত “উপদেশসাহস্রা”ব অন্তর্গত “স্বপ্নস্মৃতি” প্রকরণের তৃতীয় ও চতুর্থ শ্লোক ; একত্র-ভাষ্যেও—১।১।১২, এই কথা পাওয়া যায় )।

ক. প্রমাণ বিষয়ে  
ন. মনোময়, হৃদয়ময়  
খ. যখন শঙ্করাচার্য্যের  
চন্দ্র প্রমাণ।

মূষাসিক্তং যথা তাম্রং তন্নিভং জায়তে তথা ।

রূপাদীন্ ব্যাপ্নু বচ্চিক্তং তন্নিভং দৃশ্যতে ধ্রুবম্ ॥ ২৮

অথ—যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ ( সং ) তন্নিভম্ জায়তে, তথা চিক্তম্ রূপাদীন্ ব্যাপ্নুবৎ  
যম্ তন্নিভম্ দৃশ্যতে ।

গত্ববাদ—যেমন অগ্নিদ্বারা জ্বলিত তাম্র ছাঁচে ঢালিলে তাহা ছাঁচেরই আকার  
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ মনও বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া তদ্রূপই হইয়া যায়  
—ইহা স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যায় ।

টীকা “যথা তাম্রম্ মূষাসিক্তম্ তন্নিভম্ জায়তে” যেমন তাম্রকে অগ্নিসংযোগে গলাইয়া  
সেই ছাঁচে ঢালিলে, তাহা সেই ছাঁচেরই আকার ধারণ করে, “তথা চিক্তম্ রূপাদীন্  
ব্যাপ্নুবৎ” সেইরূপ চিত্ত দেহ ইত্যে বিনির্গত হইয়া বাহ্যরূপাদি বস্তুতে ব্যাপ্ত হইয়া অর্থাৎ  
সেই সেই রূপাদিকে নিজ বিষয়ীভূত করিয়া, “ধ্রুবম্ তন্নিভম্ জায়তে”—সেই রূপাদি সমান  
মনোময় আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়, ইহা অবশ্যই মানিতে হইবে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য। ২৮

( শঙ্কা ) ভাল, ( মুক্তিবিশিষ্ট ) তাম্র প্রভৃতি বস্তু অগ্নিসংযোগে গলিয়া তখন হইলে  
সেই ছাঁচে নিক্ষিপ্ত হইলে, কঠিন ছাঁচের সংযোগে আসিয়া শীতল হইলে, ছাঁচের আকার  
ধারণ করে, মানিলাম ; কিন্তু মুক্তিহীন এবং তাম্রাদি হইতে বিলক্ষণভাব, চিত্ত বা বুদ্ধি  
( রূপাদি- ) বিষয়ে ব্যাপ্ত হইলে কি প্রকারে সেই বিষয়ের আকার প্রাপ্ত হইবে ? এইরূপ  
অশঙ্কা কবিতা অতীত দৃষ্টান্ত দিতেছেন :---

ব্যঞ্জকো বা যথালোকো ব্যঙ্গ্যাকারতামিয়াৎ ।

সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাদ্ধাকারার্থাকার প্রদৃশ্যতে ॥ ২৯

অর্থ—যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ ব্যঙ্গ্যস্ত আকারতাম্ ইয়াৎ, ধীঃ সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকার প্রদৃশ্যতে ।

অনুবাদ—অথবা যেমন সাধারণপ্রকাশক সূর্য্যাদির আলোক যখন যে বস্তুকে প্রকাশ করে, তখন সেই বস্তুরই আকারতা প্রাপ্ত হয়, (তাহা না হইলে সেই বস্তুর প্রকাশ হইতে পারে না) সেইরূপ, বুদ্ধি সকল বস্তুকে প্রকাশক বলিয়া, সেই বস্তুর আকারেই দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

টীকা—“যথা বা ব্যঞ্জকঃ আলোকঃ”—অথবা যেমন প্রকাশক আতপাদি, “ব্যঙ্গ্যস্ত আকারতাম্ ইয়াৎ”—প্রকাশ করিবার যোগ্য ঘটাদি বস্তুর আকারের দ্বারা আকার প্রাপ্ত হয় সেইরূপ, “ধীঃ সর্বার্থব্যঞ্জকত্বাৎ অর্থাকার প্রদৃশ্যতে”—বুদ্ধি বা অন্তঃকরণবৃত্তি সকলপদার্থে প্রকাশকতাহেতু ঘটাদিরূপ বস্তুর আকারেব দ্বারা বাহ্য আকার, সেই প্রকৃষ্টরূপেই দৃষ্ট বা উপলব্ধ হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ । ২৯

এক্ষণে বাস্তবিককারের বচন\* উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ক) উক্ত বিষয়ে মাতুর্মানাভিনিষ্পত্তিনিষ্পন্নং মেয়মেতি তৎ ।

বাস্তবিককারের বচন  
প্রমাণ ।

মেয়াভিসঙ্গতং তচ্চ মেয়াভত্বং প্রপত্ততে ॥ ৩০

অর্থ—মাতুঃ মানাভিনিষ্পত্তিঃ (ভবতি), নিষ্পন্নং তৎ মেয়ম্ এতি চ, তৎ মেয়াদি-সঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপত্ততে ।

অনুবাদ—প্রমাতা হইতে প্রমাণের উৎপত্তি অর্থাৎ বুদ্ধিস্থ প্রমাতৃচৈতন্য হইতে অন্তঃকরণ-বৃত্তিরূপ প্রমাণ বা প্রমার করণ উৎপন্ন হয় এবং প্রমাণ উৎপন্ন হইয়া প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তি উৎপন্ন হইয়া বাহ্যবস্তুকে অধিকার করে এবং সেই প্রমেয় বস্তুর সহিত সঙ্গত হইয়া তাহারই আকারে আকারিত হয় ।

টীকা—“মাতুঃ”—কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানচৈতন্যেব সহিত বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসরূপ প্রমাতা বা প্রমাজ্ঞানের কর্তা যে জীব, তাহা হইতে, “মানাভিনিষ্পত্তিঃ”—চিদাভাস সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তিরূপ প্রমাণের উৎপত্তি হয়; “নিষ্পন্নং তৎ”—সেইরূপে উৎপন্ন হইয়া সেই প্রমাণ, “মেয়ম্ এতি চ”—তাহার পর ঘটাদিরূপ প্রমেয় বস্তুকে প্রাপ্ত হয়; “তৎ মেয়াভি-সঙ্গতম্ মেয়াভত্বম্ প্রপত্ততে”—আর সেই প্রমাণ প্রমেয়ের সহিত সঙ্গতপ্রাপ্ত হইয়া প্রমেয়ের

\* হরেশ্বরচাৰ্য্যকৃত বৃহদারণ্যকবাস্তবিক, তৈত্তিরীয়বাস্তবিক, পুণ্যসংস্করণ এবং নৈকৰ্ম্মাদিক্, পক্ষীকরণবাস্তবিক ও শ্রবজ্ঞানসিদ্ধিতে বুজিয়া পাওয়া গেল না ; (‘ব্রহ্মসিদ্ধি’ ও ‘ব্রহ্মতত্ত্ববৃত্তি’ গ্রন্থেই অন্বেষণ করা হয় নাই) ।

‘আভা’ব বা আকারের ত্রায় আভা বা আকার বাহার এইরূপ ভাব অর্থাৎ প্রেমের স্ফূর্ত সমান আকাব প্রাপ্ত হয়, ইহাই অর্থ। ৩০

( শঙ্ক ) ভাল, মানিলাম প্রমাণ এইরূপে স্বকীয় বিষয়ের সহিত সম্বন্ধ হইয়া সমান আকাব প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ইহার দ্বারা, বিষয়ের যে ভেদ লইয়া আলোচনা চলিতেছে তাহাতে কি পাওয়া গেল? তত্ত্ববে বলিতেছেন ( সমাধান )—

সত্যেবং বিষয়ো দ্বৌ স্তৌ ঘটৌ মূন্ময়ধীময়ো ।

৩১ বিষয়ের দুই কপ

৩২ তৎ প্রাপ্তক ।

মূন্ময়ো মানমেয়ঃ স্মাৎ সাক্ষিভাস্তাস্তু ধীময়ঃ ॥ ৩১

অর্থ—এবম্ সতি মূন্ময়ধীময়ো ঘটৌ বিষয়ৌ দ্বৌ স্তঃ ; মূন্ময়ঃ মানমেয়ঃ, ধীময়ঃ তু সাক্ষিভাস্তা স্মাৎ ।

অনুবাদ—এইরূপ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল যে ঘটাদিরূপ বিষয় দুই দুই প্রকারেব হইয়া থাকে ;—যথা মূন্ময়াদি বা পার্শ্বভৌতিক এবং মনোময় । মূন্ময় দৃষ্ট প্রমাণদ্বারা—চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা, ‘মেয়’—জ্ঞেয় বা প্রমাতৃভাস্তা ; অর্থাৎ সাক্ষী চক্ষুরাদি প্রমাণরূপিতদ্বারা তাহাকে বাহ্যবস্তুরূপে প্রকাশ কবেন ; আর মনোময় ঘট যাহা সাক্ষিভাস্তা, অর্থাৎ সাক্ষী যাহাকে ( চিত্তবৃত্তি হইতে ভিন্ন ) অবিজ্ঞাবৃত্তিদ্বারা প্রাপ্ত, সুখ-দুঃখ ও কামাদির ত্রায় ভিতরে প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

সীকা—( শঙ্ক ) ভাল, মন যেমন মূন্ময় ঘটকে গ্রহণ বা উপলব্ধি করিতে পারে, মনোময় ঘটকে ত’ সেইরূপে পারে না ; আব মনোময় ঘটের জ্ঞতা, সেই মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই বলিয়া মানিতে হয় - মনোময় ঘট অসিদ্ধ অর্থাৎ বস্তুতঃ নাই। এই আশঙ্কার উপরে বলিতেছেন যে ‘মন ভিন্ন অন্য গ্রাহক নাই’ এই কথাই অসিদ্ধ। “মূন্ময়ঃ মানমেয়ঃ” - মূন্ময় ঘট মনোরূপ প্রমাণদ্বারা প্রমাজ্ঞানের বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ প্রমাতাব দ্বারা এ অসিদ্ধান্বেষণসহিত চিন্তাভাসযুক্ত অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা প্রকাশ ; সেইকপ, “ধীময়ঃ সাক্ষিভাস্তাঃ”— মনোময় ঘট সাক্ষিভাস্তা অর্থাৎ অবিজ্ঞাব বৃত্তিদ্বারা অভাস্তরে সুখ-দুঃখের ত্রায় কূটস্থের নিকট প্রকাশিত হয় - তাহাব প্রকাশের জ্ঞতা অন্তঃকরণবৃত্তির প্রয়োজন হয় না। ৩১

৪। জীব-রচিত দ্বৈতই সুখ-দুঃখরূপ বন্ধের হেতু ।

( শঙ্ক ) ভাল, এইরূপে অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত ও জীব-রচিত ভেদে দুইপ্রকার দ্বৈতরূপ তৎসং যে আছে, তাহা মানিলাম ; কিন্তু তন্মধ্যে কোন্ দ্বৈতটি পবিত্রতাজ্ঞা ও কোন্ দ্বৈতটি প্রায়, তাহাব ত’ নির্ণয় হইতেছে না। এইরূপ আশঙ্কাব উত্তরে জীব-রচিত দ্বৈতেরই হেয়তা প্রতিপাদন করিবাব উদ্দেশ্যে তাহাই যে বন্ধনের হেতু—তাহাই দেখাইতেছেন :—

৩২ জীব-রচিত দ্বৈতের  
পবিত্রতাজ্ঞাবিশেষে জীব-  
বৃত্তিরূপক ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং ধীময়ো জীববন্ধকৃৎ ।

সত্যস্মিন্ সুখদুঃখে স্তস্তস্মিন্ ন দয়ম্ ॥ ৩২



অম্বয়—অম্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ধীময়ঃ জীববন্ধকঃ ; অস্মিন্ সতি সূখদুঃখে স্তঃ, তদসতি ন দ্বয়ম্ ।

অনুবাদ—অম্বয় ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, মনোময় বস্তুই জীবের সূখ-দুঃখরূপ বন্ধনের কারণ ; কেননা, এই মনোময় বস্তু থাকিলেই সূখ-দুঃখ উৎপন্ন হয় ; ইহা না থাকিলে সেই দুইটি উপস্থিত হয় না ।

টীকা—অম্বয়ব্যতিরেক যুক্তি পরিষ্কৃত করিতেছেন :—“তস্মিন্ সতি সূখদুঃখে স্তঃ”—সেই মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জীবস্থে মানসপ্রপঞ্চ থাকিলেই সূখ-দুঃখ উপস্থিত হয়, আব “তদসতি দ্বয়ম্ ন”—সেই মনোময় দ্বৈত না থাকিলে সেই দুইটি অর্থাৎ সূখ-দুঃখ থাকে না ।

(শঙ্কা) ভাব, আপনার কথিত অম্বয়ব্যতিরেক, বাহ্যবস্তুর বা ঈশ্বর-কৃত দ্বৈতের সম্বন্ধেও তা' খাটিতে পারে ; বথা, ঈশ্বর-বচিত প্রপঞ্চ থাকিলেই সূখ-দুঃখ উপস্থিত হয় আব তাহা না থাকিলে হয় না । এইরূপ আশঙ্কাব উত্তরে বলিতেছেন :—

অসত্যপি চ বাহ্যার্থে স্বপ্নাদৌ বধ্যতে নরঃ ।

সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু সত্যপ্যস্মিন্ বধ্যতে ॥ ৩৩

অম্বয়—নরঃ স্বপ্নাদৌ চ বাহ্যার্থে অসতি অপি বধ্যতে সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে ।

অনুবাদ—উদাহরণ দেখ—লোকে স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তুর না থাকিলেও (কেবল মনোময় বস্তু বিद्यমান থাকায়) (সূখদুঃখরূপ) বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং সমাধি, সুপ্তি ও মুচ্ছা অবস্থায় বাহ্যবস্তুর থাকিলেও (মনোময় বস্তু না থাকায়) বন্ধন প্রাপ্ত হয় না ।

টীকা—“নরঃ”—মনুষ্য, ইহা দেবতাদি অন্ত জীববৎ উপলক্ষণ, “স্বপ্নাদৌ চ” স্বপ্ন, স্মৃতি, মনোরাজ্য, ভ্রান্তি প্রভৃতির কালেও, “বাহ্যার্থে অসতি অপি”—অম্বকূল বা সূখসাধনীয় প্রভৃতি বস্তু এবং প্রতিকূল বা দুঃখসাধক ব্যায় প্রভৃতি (অপ্রতিভাসিক সত্য) বস্তু না থাকিলেও, “বধ্যতে”—সূখ-দুঃখের সহিত যুক্ত বা তদ্বারা আক্রান্ত হয় । “সমাধিসুপ্তিমূচ্ছাসু অস্মিন্ সতি অপি ন বধ্যতে”—আব সমাধি, সুপ্তি, মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় বাহ্যবস্তুর থাকিতেও লোকে মনোময়ের অভাবে বন্ধন প্রাপ্ত হয় না অর্থাৎ সূখ-দুঃখাদিভাগী হয় না । এইহেতু ঈশ্বর-বচিত বাহ্যপ্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অম্বয়ব্যতিরেক সূখ-দুঃখাদির সাধক হইতে পারে না, কিন্তু জীব-বচিত মনোময় প্রপঞ্চকে বিষয় করিয়া অম্বয়ব্যতিরেক সূখ-দুঃখাদিরূপ বন্ধনের হেতুতার সাধক হয়—ইহাই তাৎপর্য্য । ৩৩

মনোময় প্রপঞ্চের বন্ধকারিত্ব অর্থাৎ সূখ-দুঃখাদির উৎপাদকত্বপ্রতিপাদনে প্রযুক্ত অম্বয়ব্যতিরেক যুক্তি দৃষ্টান্তদ্বারা দেড় শ্লোকে পরিষ্কৃত করিতেছেন :—

খ) পুরোক্ত শ্লোক-  
দ্বয়ে উল্লিখিত অম্বয়-  
ব্যতিরেকের উদাহরণ ।

দূরদেশং গতে পুন্নে জীবত্যেবাত্র তৎপিতা ।

বিপ্রলম্বকবাক্যেন মৃতং মদ্বা প্ররোদতি ॥ ৩৪

অন্ন—দুবদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব অত্র তৎপিতা বিপ্রলম্বকবাকোন মৃতম্  
মহা প্রবোধিতি !

অনুবাদ—কাহারও দূরদেশগত পুত্র জীবিত থাকিলেও, কোনও পবঞ্চক  
এখানে তাহার পিতাকে পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনাইয়া দিল। সেই  
সংবাদ শুনিয়া পুত্রকে মৃত মনে করিয়া পিতা শোকাক্ত হইয়া রোদন করিল।

টীকা “দুবদেশম্ গতে পুত্রে জীবতি এব”—দেশান্তবগত পুত্র সেখানে জীবিত থাকিলেও ;  
‘অত্র তৎপিতা’—তাঁহার পিতা নিজ গৃহে থাকিবা, “বিপ্রলম্বকবাকোন”—কোনও প্রতাবকের  
‘তোমার পুত্র জীবিত নাই’—এইরূপ সংবাদপ্রদান হেতু, “মৃতম্ মহা প্রবোধিতি”—  
অপনার পুত্রকে মৃত মনে করিয়া শোকাক্ত হইয়া রোদন করে। ৩৪

মৃত্যেহপি তস্মিন্মর্ত্যায়ামশ্রুতায়াম্ ন বোধিতি।

(৩৫) দ্বিতীয় অর্থ।

অতঃ সর্বস্য জীবস্য বন্ধকুন্মানসং জগৎ ॥ ৩৫

অর্থ—তস্মিন্ মৃত্যে অপি বার্তায়াম্ অশ্রুতায়াম্ ন বোধিতি। অতঃ সর্বস্য জীবস্য  
মানসম্ জগৎ বন্ধকুন্ম।

অনুবাদ ও টীকা—আবার সেই দেশান্তরস্থিত পুত্র সত্যসত্যই মরিয়া গেলেও,  
সেই মৃত্যুর সংবাদ না শুনিতে পাইলে, তাহার পিতা রোদন করে না।  
(জীবিত আছে মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকে)। এইহেতু সিদ্ধ হইল যে,  
মনোময় জগৎই সকল জীবের বন্ধনের কারণ। ৩৫

(শঙ্কা) যদি মনোময় জগৎকেই বন্ধন হেতু বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে  
স্বাধীনতার বার্থতা বা অভাব মানিতে হয়; তাহা হইলে অপসিদ্ধান্ত হয় অর্থাৎ বেদান্তসিদ্ধান্ত  
সঙ্গ করিতে হয়—ইহাই বাদীর শঙ্কা।

বিজ্ঞানবাদো বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ স্মাদিহেতি চেৎ।

৩৬ মনোময় বস্তু  
বাহ্যত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও  
সমাধান।

ন হ্যাকাশমাধাতুং বাহ্যস্মাপেক্ষিতত্বতঃ ॥ ৩৬

অর্থ—বাহ্যার্থে বৈয়র্থ্যাৎ ইহ বিজ্ঞানবাদঃ স্মাৎ ইতি চেৎ? ন; অদি আকাশম্  
আধাতুং বাহ্যস্ম অপেক্ষিতত্বতঃ।

অনুবাদ—বাহ্যবস্তুর বার্থতা মানিলে ঋণিকবিজ্ঞানবাদ—অর্থাৎ বুদ্ধির বাতির  
বিষয়াভাবপ্রতিপাদক বৌদ্ধমত, মানিতে হয়—যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে  
বলি সেইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না; কেননা, বুদ্ধিকে আকার দিবার  
জগৎ বাহ্যবস্তুর প্রয়োজন আছে।

টীকা—পূর্বোক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“অদি আকাশম্ আধাতুম্”—বুদ্ধিতে  
অর্থাৎ মনে বাহ্যবস্তুর আকার স্থাপন করিবার জন্ত; যতগুলি মনোময় প্রপঞ্চই বন্ধনের হেতু,

তথাপি বাহ্যবস্তুকেই সেই মানসপ্রপঞ্চের হেতু বলিয়া মানিয়া, লওয়ায়—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদকে বেদান্তসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হইল না, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৬

( শঙ্ক্য ) ভাল, বুদ্ধিকে আকার দিবার জন্য বাহ্যবস্তুর ত' প্রয়োজন নাই, কেননা পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব মানসপ্রপঞ্চের বাসনা বা সংস্কার, বুদ্ধিকে আকার দিয়া পরপরবর্তী মানসপ্রপঞ্চের হেতু হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া প্রৌঢ়বাদদ্বারা\* বাহ্যবস্তুর অভাবরূপ প্রতিবাদীর উক্তি ( চর্জনপবিতোষের দ্বারা ) অস্বীকার করিয়াও স্বমতে আরোপিত দোষের পরিহার করিতেছেন, অথবা উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের হেতু করুন করিতেছেন :—

বৈয়র্থ্যমস্তু বা বাহ্যং ন বারয়িতুমীশ্বরে ।

( ৬ ) বাহ্যপ্রপঞ্চের  
বার্যত্বাধীকার।

প্রয়োজনমপেক্ষন্তে ন মানানীতি হি স্থিতিঃ ॥ ৩৭

অর্থ—বা বৈয়র্থ্যম্ অস্তু, বাহ্যম্ বারয়িতুং ন ঈশ্বরে। মানানি প্রয়োজনম্ অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ ।

অনুবাদ—অথবা বাহ্যবস্তুর বার্যতা হউক, বাহ্যবস্তুকে নিবারণ করিবে আমরা সমর্থ নহি ; যেহেতু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ প্রয়োজনের অপেক্ষা করে না—ইহাঃ লোকপ্রসিদ্ধ নিয়ম ; যেমন পথনির্দেশে পতিত কণ্টকেব প্রয়োজন নাই বলিয়া পথে কণ্টক নাই অর্থাৎ প্রত্যক্ষ করিতেছি না—কেহ বলে না, সেইরূপ প্রয়োজনবহিত বাহ্যবস্তু, গঙ্গীকাবে করিলেও, তাহাতে দোষ হয় না ।

টীকা ( শঙ্ক্য ) ভাল, যদি বাহ্যবস্তুর বার্যতাই মানা হইল, তবে ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদকে বৌদ্ধমত হইতে বেদান্তমতের ভেদ রহিল কোথায় ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন : “ বাহ্য বারয়িতুং ন ঈশ্বরে ”—ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী যোগাচার বৌদ্ধগণের মতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পদা নাই। ইহারা কেবল বাহ্যবস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করেন, আমরা সেইরূপ করি না—এইমাত্র ভেদ। আমরা বাহ্যবস্তুর প্রয়োজনশূন্যতামাত্র স্বীকার করি। এই অংশেই ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদীর মত হইতে আমাদের মতের প্রভেদ, ইহাই অর্থ। ( শঙ্ক্য ) ভাল, বাহ্য যদি প্রয়োজনশূন্য হইল, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্ব মানা ত' যুক্তিযুক্ত নহে ? এই আশঙ্কা উত্তরে বলিতেছেন—“ মানানি প্রয়োজনম্ ন অপেক্ষন্তে ইতি হি স্থিতিঃ ”—বস্তুর ( অস্তিত্ব-সিদ্ধি ) প্রমাণের অধীন, ফলের বা অর্থসাধকতাব অধীন নহে ; ইহাই নিয়ম ; কেননা, যে বাহ্য বস্তু প্রত্যক্ষাদি প্রমাণবাহী সিদ্ধ হইল, তাহা প্রয়োজনবহিত বলিয়া অস্তিত্বশূন্য, একজনসাধারণ কিম্বা প্রতিপক্ষও স্বীকার করেন না, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৭

( শঙ্ক্য ) ভাল, যদি মানসপ্রপঞ্চ বা মনোময় দ্বৈত অর্থাৎ জগৎ, বন্ধের হেতু হইল, তাহা হইলে ত' মনোব নিরোধরূপ যোগ বা সমাধিদ্বারাই সেই মানসদ্বৈতের নিবৃত্তি সম্ভব ; আর

\* উৎকর্ষ অর্থেই উৎকর্ষহেতুৎকর্ষণম্ প্রৌঢ়বাদঃ ; অথবা প্রতিবাদান্তিধীকারেই সতি স্বমতদোষপরিহারঃ

৫. হইলে ব্রহ্মজ্ঞানরাধাই বন্ধনিবৃত্তি হয়,—এইরূপ বলিলে কথাটি বিরোধযুক্ত হইয়া পড়ে  
৬. প্রকারে যোগমত ধরিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

৭. ব্রহ্মজ্ঞান দ্বাবাতি  
৮. ব্রহ্মনিবৃত্তি এক কথায়  
৯. ব্রহ্মনিবৃত্তি

ব্রহ্মশেষমানসং দ্বৈতং তন্নিরোধেন শাম্যতি ।

অভ্যাসে যোগমেবাতো ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ॥ ৩৮

অর্থ—মানসং দ্বৈতং বন্ধঃ চেৎ, তং নিরোধেন শাম্যতি, অতঃ যোগম্ এব অভ্যাসেৎ ;  
ব্রহ্মজ্ঞানেন কিং বদ ।

অনুবাদ ও টীকা—মানসদ্বৈতই যদি বন্ধন হইল, অর্থাৎ বন্ধের কারণ হইল,  
তাহা হইলে চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ সমাধির অভ্যাস দ্বারাই ত' সেই মানস-  
দ্বৈতের নিবৃত্তি হইতে পারে; এইহেতু যোগেরই অভ্যাস করিতে হয় ;  
ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজন কি ? ৩৮

এই শঙ্কায় উত্তরে শঙ্কাকারীকে সিকান্তা জিজ্ঞাসা করিতেছেন—যোগেব দ্বাবা যে  
মানসদ্বৈতের নিবৃত্তির কথা বলা হইতেছে, তাহা কি তাৎকালিক নিবৃত্তি অর্থাৎ যতক্ষণ  
চিত্ত নিবন্ধ থাকিবে ততক্ষণের জ্ঞান নিবৃত্তি? অথবা আত্যন্তিক নিবৃত্তি অর্থাৎ এইরূপে  
দ্বৈতের নিবৃত্তি হইলে পরে আর তাহার উৎপত্তি হইবে না, অর্থাৎ কারণসহিত দ্বৈতের নিবৃত্তি?

সিকান্তা এইরূপ দুই বিকল্প কবির প্রথম বিকল্প মানিয়া লইতেছেন এবং দ্বিতীয়  
বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন :—

১০. তাৎকালিকদ্বৈতশান্তাবপ্যগামিজনিক্ষয়ঃ ।

ব্রহ্মজ্ঞানং বিনা ন স্মাদিতি বেদান্তভিণ্ডিমঃ ॥ ৩৯

অর্থ—তাৎকালিকদ্বৈতশান্তৌ অপি আগামিজনিক্ষয়ঃ ব্রহ্মজ্ঞানম্ বিনা ন স্মাৎ ততি  
বেদান্তভিণ্ডিমঃ ।

অনুবাদ—চিত্তবৃত্তিনিরোধরূপ যোগাভ্যাসদ্বারা প্রথম প্রকারের অর্থাৎ  
তাৎকালিক নিবৃত্তি হয় বটে, কিন্তু বেদান্ত অর্থাৎ উপনিষদ্বচন চ্ছাৎস্বনির্নয়োযে  
দোষণা করিতেছেন যে ব্রহ্মজ্ঞান বিনা ভাবিজন্মের আত্যন্তিক নিবৃত্তি কোনক্রমেই  
হইতে পারে না ।

টীকা—সেই সকল দোষণা যথা—[ জ্ঞান দেবং মুচ্যতে সর্দপাশঃ—ঋতাস্থতর  
উ, ৩১৫, ৪১৬, ৫১৩, ৬১৩ ]—যিনি দেব অর্থাৎ স্বপ্রকাশ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন,  
এবং তাৎসংসার-বন্ধন তাঁহাকে মুক্তি দেয় ; [ জ্ঞান শিবং শাস্তিমত্যন্তমতি—ঋতাস্থতর  
উ ৪১০ ]—যিনি পরমকল্যাণরূপ ব্রহ্মকে জানিয়াছেন—তিনি আত্যন্তিক অনর্থ নিবৃত্তি-  
রূপ শান্তি অর্থাৎ মুক্তিলভ করেন ; [ বদা চর্ম্মবদাকাশং বেদগিহ্ম মানবাঃ । তদা দেব-  
মব্রজ্য চঃখস্তাস্তো ভবিষ্যতি ॥—ঋতাস্থতর উ, ৬২০ ]—যখন লোকে আকাশকে চর্ম্মের  
তাব ( অর্থাৎ মাজুরের মতো ) গুটাইতে সমর্থ হইবে তখনই দেবকে অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন

আত্মাকে না জানিলেও জন্মমরণাদি নিবৃত্তিরূপ দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব হইবে অর্থাৎ নিবৃত্ত্যে  
বিভূ, সংস্পর্শরহিত আকাশকে যেমন কোন কালেই কেহ গুটাইতে সমর্থ হইবে না,  
সেইরূপ আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে না জানিয়া কোন কালেই কেহ মুক্ত হইবে না,  
এতদ্ব্যতীত । তমের বিদিত্য অতিমৃত্যুমেতি, নাশ্চঃ পশ্চাৎ বিত্ত্বতে অয়নায়—স্বৈতান্বিত্য ই.  
৩৮ ; ৬।১৬ ]—‘প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিয়াই সাধক মৃত্যুকে অতিক্রম করেন  
জ্ঞান ভিন্ন, মোক্ষাভিমুখে গমনেব জ্ঞান অতুপথ্য নাই ।’ [ কৈবল্যমুক্তিজ্ঞানমাত্রণোক্তা—কৈবল্যো-  
পনিষৎ ১ ]—কেবল জ্ঞান দ্বারাই কৈবল্যমুক্তি লাভ হয়।—এই সকল প্রতিবচনে এবং এই  
অর্থের স্মৃতিবচনে, অদ্বৈতবাদের ব্রহ্মজ্ঞানই একমাত্র বন্ধননিবৃত্তির কারণ বলিয়া উপস্থাপিত  
হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য্য । ৩৯

( শঙ্কা ) ‘ভাল, তাহা হইলে ত’ বাহ্যদ্বৈতের অর্থাৎ ঈশ্বর-রচিত প্রপঞ্চের নিবারণ  
না করিলে অদ্বৈত ব্রহ্মের জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পাবে না । ( সমাধান )—এইরূপ আশঙ্ক্য  
উত্তরে বলিতেছেন যে, বাহ্যদ্বৈতের নিবারণ না হইলেও, তাহাতে মিথ্যাভিনিশ্চয়রূপ বা-  
দ্বারা পারমাধিক্যসত্য অদ্বৈত ব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । যেমন রজ্জুতে সর্পে অভিন্নরূপে  
প্রতীত হইতে থাকিলেও সর্পের মিথ্যাভিনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা বজ্রবৎ জ্ঞান হয়, যেমন শুভ্রকায়  
রজত অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও বজ্রের মিথ্যাভিনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা শুভ্রকায় জ্ঞান  
হয়, যেমন মরুভূমিতে নদীপ্রবাহ অভিন্নরূপে প্রতীত হইতে থাকিলেও প্রবাহের মিথ্যাভিনিশ্চয়রূপ  
বাধদ্বারা মরুভূমির জ্ঞান হয়, যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব অভিন্নরূপ দৃষ্ট হইতে থাকিলেও  
প্রতিবিম্বের মিথ্যাভিনিশ্চয়রূপ বাধদ্বারা দর্পণের জ্ঞান হয়, যেমন আকাশে নীলতা অভিন্নরূপে  
প্রতীত হইতে থাকিলেও, আকাশকে কেবল অবকাশ রূপে গ্রহণ করিতে বাধ্য হয় না,  
সেইরূপ ঈশ্বর-বচিত জগৎ যাহা অবগতান এক্ষে প্রতীত হয়, তাহাব বাধ সম্পাদন করিলেই  
পরমার্থতঃ সদ্বৈত ব্রহ্মের স্বরূপের উপলব্ধি হয় । এই কথাই বলিতেছেনঃ—

( জ ) বাহ্য দ্বৈতের বিনাশ  
সম্পাদন বিনাও মিথ্যাভিনি-  
শ্চয়মাত্রদ্বারা এক  
জ্ঞানসিদ্ধি হয় ।

অনিবৃত্তেহ পীশসৃষ্টে দ্বৈতে তস্মৈ মুখ্যাত্মাম্ ।

বুদ্ধা ব্রহ্মাদয়ং বোদ্ধুং শক্যং বস্তুক্যবাদিনঃ ॥ ৪০

অর্থ—ঈশসৃষ্টে দ্বৈতে অনিবৃত্তে অপি তস্মৈ মুখ্যাত্মাম্ বুদ্ধা বস্তুক্যবাদিনঃ অদ্বয়ম্ ব্রহ্ম  
বোদ্ধুন্ শক্যম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত নিবৃত্ত না হইলেও তাহার মিথ্যাভিনিশ্চয়  
হইলেই বাস্তবভেদবাদীর অদ্বৈতব্রহ্মকে জানিতে পারা যায় । ৪০

( শঙ্কা ) ভাল, দ্বৈতের মিথ্যাভিনিশ্চয় অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে না,  
বরং সেই দ্বৈতের নাশই অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ হইতে পারে—এইরূপ আগ্রহরিত প্রতিবাদীর  
উদ্দেশ্যে বলিতেছেন :—

প্রলয়ে তন্নিবৃত্তৌ তু গুরুশাস্ত্রাভ্যভাবতঃ ।

বিরোধিদ্বৈতাত্মাবেহপি ন শক্যং বোদ্ধুং মদ্বয়ম্ ॥ ৪১

অর্থ—প্রলয়ে তন্নিবৃত্তো তু বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি গুরুশাস্ত্রাভাবতঃ অদ্বয়ম্ বোদ্ধুন্ম শক্যম্ ন।

অনুবাদ—প্রলয়কালে সেই দ্বৈত নিবৃত্ত হইলে, অদ্বৈত-বিরোধী দ্বৈতের অভাবেও, গুরু, শাস্ত্র প্রভৃতি না থাকায় অদ্বৈত পরব্রহ্মকে জানা যায় না।

টীকা—( তাহা হইলে দেখ ) “প্রলয়ে তন্নিবৃত্তো তু”—প্রলয়কালে সেই ঈশ্বর-রূত দ্বৈতের নিরস্তি হইলে, “বিরোধিদ্বৈতাভাবে অপি”—সেই বিরোধী দ্বৈতের অভাব হইলেও অর্থাৎ তুমি যে দৈতকে অদ্বৈতজ্ঞানের বিরোধী বলিয়া মানিতেছ, সেই দ্বৈতের নিবারণ হইলেও, “গুরুশাস্ত্রাভাবতঃ”—গুরু, শাস্ত্র ( প্রাকৃতিক দৃষ্টান্ত, বীজরূপে অবস্থিত শিষ্যের শ্রবণে-শ্রুতিাদি ) প্রভৃতি সাধনের অভাববশতঃ অদ্বৈত বস্তুকে জানা যায় না, এইহেতু সেই ঈশ্বরস্বষ্ট দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৪১

( শঙ্ক ) যতপি ঈশ্বর-রচিত দ্বৈতের নাশ অদ্বৈতজ্ঞানের কারণ নহে, তথাপি দ্বৈত থাকিতে অদ্বৈতবস্তু জ্ঞান কি প্রকারে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :-

ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অবাধকং সাধকং চ দ্বৈতমীশ্বরনির্মিতম্ ।  
অপনেতুমশক্যং চেত্যাস্তাং তদ্দ্বিধ্যতে কুতঃ ॥ ৪২

অর্থ—ঈশ্বরনির্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্ সাধকম্ চ অপনেতুম্ অশক্যম্ ইতি তং অসম্ভবম্ । কুতঃ দ্বিধ্যতে ?

অনুবাদ—ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে, বরং সাধক । আবার তাহার নিবারণ অসাধ্য ; এইহেতু তাহা থাকুক না কেন ? তাহার প্রতি দেব কেন ?

টীকা—“ঈশ্বরনির্মিতম্ দ্বৈতম্ অবাধকম্”—ঈশ্বর-বিরচিত বাহ্যপ্রপঞ্চ অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানের বাধক নহে ; কেননা, সেই বাহ্যপ্রপঞ্চকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেই সেই অদ্বৈতবস্তুর জ্ঞান উৎপন্ন হয়—একথা স্বয়ং শ্রুতি বলিয়াছেন। আবার শ্রুতিসমর্থনে দৃষ্টান্তও আছে—যেমন সূর্যের আকারদাতা স্বয়ং সূর্যকার সূর্যমাত্রের ক্রয়-বিক্রয়ী হইলে তাহার নিকট কটক-কুণ্ডলাদির আকার সূর্যজ্ঞানের বাধক হয় না ; যেমন আকাশের নীলিমা অবশ্যরূপ আকাশের জ্ঞানের বাধক হয় না ; যেমন স্বপ্নপ্রপঞ্চের অল্পভব আত্মার অভিন্নরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে। সেইপ্রকার, ঈশ্বর-বিরচিত দ্বৈত অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক বা অন্তরায় হয় না, কিন্তু মিথ্যা বলিয়া বিদিত থাকায় অবাধক হয়। “সাধকম্ চ”—আবার সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত অদ্বৈত জ্ঞানের সাধক ; কেননা, গুরুশাস্ত্রাদিরূপে সেই ঈশ্বররচিত দ্বৈত, জ্ঞানের সাধন ; “অপনেতুম্ অশক্যম্ চ”—এবং আকাশাদিরূপ দ্বৈতের নাশ আমাদের অসাধ্য ; “ইতি তং অসম্ভবম্”—এইহেতু সেই ঈশ্বর-রচিত দ্বৈত, যেমন আছে তেমনি থাকুক ; “কুতঃ দ্বিধ্যতে ?”—কি কারণে তাহার প্রতি দেব করা হইতেছে ? ইহাই অর্থ। ৪২

জীব-রচিত দ্বৈতের বিভাগপূর্বক ত্যাজ্যতা

১। জীবকৃত শাস্ত্রীয় দ্বৈতের ব্যবস্থাপূর্বক গ্রহণ ও ত্যাগ।

এক্ষণে জীব-রচিত দ্বৈতের অর্থাৎ মানসজগতের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) জীবকৃত দুই দ্বৈতের নাম।

(খ) অশাস্ত্রীয় দ্বৈত হেয় এবং

শাস্ত্রীয় দ্বৈত জ্ঞানোদয় পর্যন্ত  
উপাদেয়।

জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়মশাস্ত্রীয়মিতি দ্বিধা।

উপাদদীত শাস্ত্রীয়মা তত্ত্বস্তাববোধনাং ॥ ৪৩

অর্থ—জীবদ্বৈতং তু শাস্ত্রীয়ম্ অশাস্ত্রীয়ম্ ইতি দ্বিধা। তত্ত্বস্তাববোধনাং হ শাস্ত্রীয়ম্ উপাদদীত।

অনুবাদ—জীব-রচিত দ্বৈত শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ ভেদে দুই প্রকার। যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য নহে।

টাকা—(শঙ্কা) উই প্রকাব দৈতই কি সর্বদা পরিত্যাজ্য? (সমাদান)—না, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয় সেই পর্য্যন্ত শাস্ত্রীয় দ্বৈত রাখিতে হইবে। “তু”—ঈশ্বরকৃত দ্বৈতের বিলক্ষণতা বুঝাইতেছে। “তত্ত্বস্তাববোধনাং আ”—তত্ত্বজ্ঞানোদয় পর্য্যন্ত; মধ্যাদা ও অভিব্যক্তি বুঝাইলে ‘আ’ এই অব্যয়ের যোগে পঞ্চমী বিভক্তি হয়। ৪৩

শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ কি?—ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) শাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ।

(ঘ) জ্ঞানোদয়ের পর

শাস্ত্রীয়দ্বৈত পরিত্যাজ্য।

আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যং শাস্ত্রীয়ং মানসং জগৎ।

বুদ্ধে তত্ত্বে তচ্চ হেয়মিতি শ্রুত্যনুশাসনম্ ॥ ৪৪

অর্থ—আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ; তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্।

অনুবাদ—আত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের বিচার অর্থাৎ শ্রবণাদিই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মানস জগৎ। তত্ত্বজ্ঞান হইলে পর সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য; ইহা শ্রুতির আদেশ।

টাকা—“আত্মব্রহ্মবিচারাখ্যম্ শাস্ত্রীয়ম্ মানসম্ জগৎ”—অন্তরাখ্যার স্বরূপভূত ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণ-মননাদিরূপ বিচারই শাস্ত্রপ্রতিপাদিত মনোময় জগৎ; শ্রবণ-মননাদি মনেরই কল্পনা বলিয়া জীবকৃত দ্বৈত। (শঙ্কা) ভাল, পূর্বশ্লোকে যে বলা হইল, যে পর্য্যন্ত না তত্ত্বজ্ঞান হয়, সেই পর্য্যন্তই শাস্ত্রীয় দ্বৈতকে রাখিতে হইবে, ইহা ত’ সঙ্গত নহে। কেননা, শাস্ত্রীয় বচন\* রহিয়াছে—‘আ স্নপ্তোষায়তে: কাং নয়েদেদাস্তচিন্তয়া’—প্রতিদিন নিদ্রা হইতে জাগিয়া পুননিদ্রা পর্য্যন্ত, এবং এইরূপে যতদিন না মৃত্যু আসে ততদিন পর্য্যন্ত, জীবনকাল বেদান্তবিচার দ্বারা অতিবাহিত করিবে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানোদয় হইলেই তদনন্তর শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য, ইহা শ্রুতির আদেশ। “তত্ত্বে বুদ্ধে তৎ চ হেয়ম্ ইতি শ্রুত্যনুশাসনম্”—দৃশ্যের মিথ্যাত্বনিশ্চয়পূর্বক, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অবোধে অপরাধীকৃত হইলে—‘সাক্ষাৎকার’ হইলে, সেই শাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাগের যোগ্য—ইহা শ্রুতির আদেশ। তাহা

\* ভাস্করবায় কর্তৃক ‘ললিতাসহস্রনাম’—ভাষ্যে উক্ত: (আকবর সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ।)

হইলে পূৰ্বোক্ত বচনের গতি কি হইবে? যদি এইরূপ প্রশ্ন কর, তবে আমি (টীকাকার) বলিতেছি, উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থ চরণরূপ শাস্ত্রীয় শ্লোকের প্রথম ও দ্বিতীয় চরণ হইতেছে—  
'দত্তাম্মারসং কিঞ্চিং কামাদীনাং মনাগপি'—যাহাতে কাম-কোষাদি চিত্তে প্রকটিত হইতে পাবে, এইরূপ অবসর তাহাদিগকে স্বল্পমাত্রাও দিবে না—এই নিষেধই উক্ত শ্লোকাদ্বয়ের গ্রন্থপাথ্য, সুতরাং পূৰ্বোক্ত বাক্যে কোনও অসঙ্গতি নাই, ইহাই ভাবার্থ। ৪৪

তত্ত্বজ্ঞানোদয় হইলে শাস্ত্রীয় বৈভের পরিত্যাজ্যতা-প্রতিপাদক চারিটি শ্রুতিবচন উদাহরণ-রূপে কহিতেছেন :

(১) জ্ঞানোদয়েব পব শাস্ত্রাণ্যধীত্য মেধাবী অভ্যস্ত চ পুনঃ পুনঃ ।

শাস্ত্রাণ্যধীত্য  
পবিত্রতা-  
বিস্ময়-প্রতিপ্রমাণ ।

পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় উদ্ধাবত্তাত্ত্বার্থোৎসৃজেৎ ॥ ৪৫

অর্থ—মেধাবী শাস্ত্রাণি অধীত্য পুনঃ পুনঃ অভ্যস্ত চ পরমং ব্রহ্ম বিজ্ঞায় অথ উদ্ধাবং তানি উৎসৃজেৎ । (অমৃতনাদ উ, ১)

অনুবাদ—বিবেক-বৈরাগ্যাদিযুক্ত বুদ্ধিমান্ অধিকারী শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অর্থাৎ গুরুমুখ হইতে শ্রবণ করিয়া এবং শ্রুতিবিষয়সমূহের বার বার বিচার অর্থাৎ মনন করিয়া পরব্রহ্মকে বিশেষরূপে অর্থাৎ সংশয়াদি-রহিত হইয়া জানিয়া তদনন্তর, রন্ধনকাধ্যানিবৃত্তির পর জলদিগ্ধনত্যাগের স্থায় অথবা অন্ধকারাবৃত্ত বজ্রনীরে গম্ভবাস্থানে পৌছিয়া মশাল পরিত্যাগের স্থায়, শাস্ত্রকে পরিত্যাগ করিবেন ।

টীকা—যেমন পাচক পাককাণ্ড সমাপ্ত করিয়া জলস্থ ইন্ধনাদি পরিত্যাগ কবে, সেইরূপ মুমুক্শু পবব্রহ্মকে জানিয়া, তদনন্তর শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রবাসনা পরিত্যাগ করিবেন, ইহাও পূর্বে পরিত্যাগ করিবেন না; যেহেতু ব্রহ্মকে জানিবার পর শাস্ত্র নিঃস্বয়োজন হইয়া যায়। ভাষ্যকার 'বিবেকচূড়ামণি' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'অবিজ্ঞাতে পরে তত্ত্ব শাস্ত্রাদীতিস্ব নিষ্ফলা । বিজ্ঞাতে তু পরে তত্ত্ব শাস্ত্রাদীতিস্ব নিষ্ফলা' ॥ ৬১ ॥ পরতত্ত্ব অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মিক্য যদি না জানা গেল, তবে শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল; আবার পরতত্ত্ব যদি অবগত হওয়া গেল, তাহা হইলেও অর্থাৎ তদনন্তর শাস্ত্রাধ্যয়ন নিষ্ফল । ৪৫

গ্রন্থমভ্যস্ত মেধাবী জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ ।

পলালমিব ধাত্যার্থী ত্যজেদ্ গ্রন্থমশেষতঃ ॥ ৪৬

অর্থ—মেধাবী গ্রন্থম্ অভ্যস্ত জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপরঃ (সন্) ধাত্যার্থী পলালম্ ইব অশেষতঃ গ্রন্থম্ ত্যজেৎ । (ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৮)

অনুবাদ—বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি শাস্ত্রগ্রন্থভ্যাসদ্বারা জ্ঞানে বা পরোক্ষানুভাবে এবং বিজ্ঞানে বা অপরোক্ষানুভাবে কুশল হইয়া অর্থাৎ গুরুমুখ এবং শাস্ত্রমুখ হইতে শ্রবণ এবং তদনন্তর মননদ্বারা জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাঙ্ক এবং ব্রহ্ম ও



আত্মার একতা নিশ্চয় করিয়া এবং গুরু-শাস্ত্রমুখ হইতে নির্ণীত অর্থ নিদিধাসন-  
দ্বারা যথাতথরূপে অনুভব করিয়া, সকল গ্রন্থ পরিত্যাগ করিবেন। যেমন  
ধাত্মার্থী কৃষকগণ ধান বাড়িয়া লইয়া খড় বা পোয়াল পরিত্যাগ করে অথবা  
তগুল বাহির করিয়া লইয়া তুষ পরিত্যাগ করে, সেইরূপ।

টীকা—অচ্যুতরায় ‘পলাল’ শব্দে ‘তুষ’ লিখিয়াছেন। ‘পল’ শব্দ তুষ ও খড় দুই  
অর্থই প্রযুক্ত হয়। ৪৬

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্ব্বীত ব্রাহ্মণঃ ।

নানুধ্যায়াদ্ বহুশ্চন্দান্ বাচো বিঘ্নাপনং হি তৎ ॥ ৪৭

অর্থ—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তন্ এষ বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্ব্বীত। বহুন্ শব্দান্ ন অনুধ্যায়ং,  
তৎ হি বাচঃ বিঘ্নাপনম্। (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধিমান্ ব্রহ্মচর্যাগ্নি-সাধনসম্পন্ন ব্যক্তি, যিনি ব্রহ্মজ্ঞানলাভের  
ইচ্ছাবশতঃ ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে  
বিশেষরূপে অবগত হইয়া (সন্ন্যাস, শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা ও সমাধানেব  
অভ্যাসদ্বারা) তদ্বিশয়ে নির্ভররূপ একাগ্রতাবৃত্তি করিবেন অর্থাৎ সর্ববশংসয়-  
নিবারক অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুশব্দের চিন্তন ও কথন করিবেন  
না, কারণ, বহুশব্দের কথন বাগিন্দ্রিয়ের খেদোৎপাদক এবং অনানুচিন্তন-  
দ্বারা, মনের অবসাদোৎপাদক হইয়া থাকে। ৪৭

তমেবৈকং বিজানীথ হুত্যা বাচো বিমুক্তথ ।

যচ্ছদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞ ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতাঃ ॥ ৪৮

অর্থ—একম্ তম্ এষ বিজানীথ হি, অত্যাঃ বাচঃ বিমুক্তথ। (মুণ্ডক উ, ২।৫) প্রাজ্ঞাঃ  
বাক্ (বাচম্) মনসী (মনসি) যচ্ছৎ (কঠ উ, ৩।১৩) ইত্যাত্মাঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতাঃ।

অনুবাদ—‘হে শিষ্যগণ, সেই সর্বপ্রাণ্য এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জ্ঞান, এবং  
তাহাকে তোমার এবং সর্বপ্রাণীর অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন জানিয়া অল্প বাণী  
অর্থাৎ শাস্ত্রালোচনা (ভাষ্যকারমতে অপরা-বিদ্যা) পরিত্যাগ কর।’ বিবেকশীল  
ব্যক্তি বাগিন্দ্রিয়কে মনে সংযত করিবেন এবং মনকে (জ্ঞানশব্দবাচ্য) অহঙ্কাররূপ  
আত্মাতে সংযত করিবেন, সেই অহঙ্কারকেও আবার হিরণ্যগর্ভের উপাধিরূপ  
মহত্ত্ব—সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শাস্ত্র (নিষ্ক্ৰিয়)  
আত্মাতে (পরমাত্মায়) নিয়মিত রাখিবেন।

টীকা—প্রথম শ্লোকদ্বারা মুণ্ডক উপনিষদের ২।৫ মন্ত্রের শেষাঙ্গ অর্থতঃ পঠিত

হইয়াছে ; তাহার অবশিষ্টাংশ [অমৃতশ্রৈষ সেতুঃ]—যেহেতু এই আত্মজ্ঞান অমৃতত্বলাভের  
মধ্যম মোক্ষলাভের উপায় বা সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হইবার সেতুব ত্যায় আশ্রয়ণীয় অবলম্বন।  
বিত্যাব্যাস্মিন স্বকীয় ‘জীবশ্রুতিবিবেক’-নামক গ্রন্থে এই শ্লোকের শেষাংশে উক্ত অশাস্ত্রীয়  
উপদেশের অভ্যাসপরিপাটী সর্বিস্তর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই বিলোমক্রমে লম্বাভাসে,  
অবাক্তে স্বরূপের লয়ের [নিদ্রার] পরিহার করিয়া কিরূপে অভ্যাস কবিত্তে হইবে তাহা  
২৩৩ পৃষ্ঠায় প্রদর্শিত হইয়াছে। মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর ‘জীবশ্রুতিবিবেক’ ২৫৪ পৃঃ  
হইতে ২৬৪ পৃঃ পধ্যস্ত দ্রষ্টব্য। ৪৮

১। জীব-রচিত দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের স্বরূপ ও ত্যাগের প্রয়োজন।

এক্ষণে অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের অবাস্তব ভেদ বর্ণন কবিত্তেছেন :-

(ক) তাঁর ও মন্দভেদে অশাস্ত্রীয়মপি দ্বৈতং তীব্রং মন্দমপি দ্বিধা।

অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুই

প্রকার।

কামক্ৰোধাদিকং তীব্রং মনোরাজ্যং তথৈতরং ॥ ৪৯

অগ্নয় অশাস্ত্রীয়ম্ দ্বৈতম্ অপি তীব্রম্, মন্দম্ ইতি দ্বিধা। কামক্ৰোধাদিকম্ তীব্রম্,  
তথা মনোরাজ্যম্ ইতরং।

অনুবাদ—অশাস্ত্রীয় দ্বৈতও দুইপ্রকারে বিভক্ত, তীব্র ও মন্দ ; কামক্ৰোধাদিরূপ  
মানস দ্বৈতপ্রপঞ্চ তীব্র এবং তন্ত্ৰিন্ন মানসপ্রপঞ্চ, যথা মনোরাজ্য ( আকাশে  
দুর্গনির্মাণ - building castle in the air বা মানস লড্ডুকভঞ্জন ) ইত্যাদি,  
‘অগ্না’ অর্থাৎ মন্দ।

টীকা—উদাহরণ দিয়া উক্ত দুইপ্রকার দ্বৈত বর্ণন করিলেন। ৪৯

( শব্দ ) ভাল, উক্ত উভয়প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতই কি শাস্ত্রীয় দ্বৈতই গাণ্ডীজ্ঞানোদয়  
তত্ত্বাব পদ পরিত্যাজ্য ? তত্ত্বভাবে বলিতেছেন—না, একরূপ নহে :-

১ উভয় মানস দ্বৈত  
জ্ঞানোদয়ের পূর্বে

জ্ঞানোদয়ের জ্ঞান

পরিত্যাজ্য।

উভয়ং তত্ত্ববোধোং প্রাণ্ণনিবার্য্যং বোধসিক্ষয়ে।

শমঃ সমাহিততত্ত্বঞ্চ সাধনেষু শ্রুতং যতঃ ॥ ৫০

অগ্নয়—উভয়ম্ তত্ত্ববোধোং প্রাক্ বোধসিক্ষয়ে নিবার্য্যম্, যতঃ শমঃ সমাহিততত্ত্বম্ চ  
সাধনেষু শ্রুতম্।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই উক্ত উভয় প্রকার অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের  
নিবারণ করা প্রয়োজনীয়। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্ম পূর্বেই উহাদের নিবারণ  
প্রয়োজনীয়, যেহেতু শম ও সমাধান এই দুইটিই সাধন বলিয়া শ্রুতিমুখে  
শুনা যায়।

টীকা—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বেই উহাদের নিবারণ কি জন্ম ? তত্ত্বভাবে বলিতেছেন—  
‘বোধসিক্ষয়ে’—তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধির জন্ম। তদ্বিসয়ে শ্রুতুক্ত হেতু বলিতেছেন :-যেহেতু,

তত্ত্ববোধের পূর্বেই সেই দুই অশাস্ত্রীয় দ্বৈতের বর্জন আবশ্যক, এইহেতু নিত্যানিত্যদ্বয় বিচার প্রভৃতি ব্রহ্মজ্ঞান-সাধনসমূহের মধ্যে “শাস্ত্রঃ” ও “সমাহিতঃ” (বৃহদা উ, ৪।৪।২০, এই দুই পদদ্বারা শ্রুতি ‘শম’ ও ‘সমাধান’ এই দুইটির বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ ‘শমের দ্বারা কামাদিরূপ তীব্র জীবদ্বৈতের এবং ‘সমাধান’ দ্বারা মনোব্রাহ্মরূপ মন্দ জীবদ্বৈতের নিষেধ করিয়াছেন। ৫।

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য বলায়, তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পরে সেই দুইটি ত’ ‘গ্রাহ্য’ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :-

(গ) তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পবেও জীবমুক্তির জন্ত অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য।  
**বোধাদূর্দ্ধং চ তদ্ব্যয়ং জীবমুক্তিপ্ৰসিক্ষয়ে।**  
**কামাদিক্ৰেশবন্ধেন যুক্তশ্চ ন হি মুক্ততা ॥ ৫১**

অর্থ—বোধ্য উক্ত চ জীবমুক্তিপ্ৰসিক্ষয়ে তৎ হেয়ম্ ; কামাদিক্ৰেশবন্ধেন যুক্তশ্চ মুক্তশ্চ ন হি (শ্রাং)।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পরেও জীবমুক্তরূপে প্রসিক্ষ হইবার জন্তা সেই অশাস্ত্রীয় দ্বৈত দুইটিই পরিত্যাজ্য, যেহেতু কামাদিক্ৰেশরূপ বন্ধনদ্বারা আক্রান্ত পুরুষের জীবমুক্তি হয় না।

টাকা—জীবমুক্ত বলিয়া প্রসিক্ষরূপ উক্ত প্রয়োজন, ব্যতিরেক-বৃত্তি দ্বারা দৃঢ়ভাবে প্রতিপাদন করিতেছেন—যেহেতু কামাদিরূপ যে ক্ৰেশ তাহাই ‘বন্ধ’ বা সংসারবন্ধন, তদ্বারা বন্ধ পুরুষের জীবমুক্তিরূপতা সম্ভব নহে—ইহাই অর্থ। ৫১

(শঙ্কা) ভাল, যে ব্যক্তি জন্মমরণাদিরূপ সংসার-ভয়ে উদ্ভিন্ন, তাহার পক্ষে আত্মবৃত্তি অর্থাৎ সর্বাভাবরহিত পুরুষাণ্ডরূপ যে নিত্যানন্দ, তাহাই ভাবিজন্মের অভাব-রূপ বিদেহ-মুক্তির দ্বারা সিদ্ধ হইবে, তাহা হইলে ক্ষণিক স্বরূপ জীবমুক্তির প্রয়োজন কি?—বাদী এইরূপে (মূল উদ্দেশ্য লইয়া) আশঙ্কা তুলিতেছেন :-

যে জীবমুক্তির প্রাপ্তি বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।  
**জীবমুক্তিরিয়ং মা ভুজ্জন্মাভাবে হ্রহং কৃতী।**  
**তর্হি জন্মাপি তেহস্তেব স্বর্গমাত্রাৎ কৃতী ভবান্ ॥ ৫২**

অর্থ—(বাদী) ইয়ম্ জীবমুক্তিঃ মা ভূং, জন্মাভাবে তু অহম্ কৃতী। (সিদ্ধান্তী) তর্হি জন্ম অপি তে অস্ত এব, স্বর্গমাত্রাৎ ভবান্ কৃতী।

অনুবাদ—(বাদী)—এই অর্থাৎ কামক্রোধাদিশূন্য জীবমুক্তির প্রসিদ্ধি (আমার) না হয় না-ই হউক; (জ্ঞানোদয়বশতঃ) ভাবিজন্মনিবৃত্তিদ্বারাই ত’ আমি কৃতকৃত্য হইব। (সিদ্ধান্তী)—তাহা হইলে অর্থাৎ ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবমুক্তিত্যাগ ঘটিলে—সূক্ষ্মভাবে ভোগাসক্তি থাকিয়া গেলে, স্বর্গাদিভোগ নিবৃত্তিভয়ে বিদেহমুক্তিও অরুচিকর হইবে। পরিশেষে পুনর্জন্ম গ্রহণ করিতেই হইবে। তাহা হইলে তুমি কেবল স্বর্গপ্রাপ্তি দ্বারাই কৃতার্থ হও।

টাকা - ঐহিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে জীবশ্রুতিত্যাগ ঘটিলে, পাবলৌকিক ভোগনিবৃত্তির ভয়ে বিদেহমুক্তিও অকটিকর হইয়া বাইবে - এইরূপ উক্তি “প্রতিবন্দি”-নামক বাগধূক কৌশল-দর্শন। যে বাক্যে অত্র এক অনিষ্টের সম্ভাবনা প্রতিপাদিত হয়, তাহাকে “প্রতিবন্দি” বলে। অথবা যে ব্যক্তি কল্লবিশেষের প্রস্তাবে প্রবৃত্ত, তাহাব উদ্দেশ্যে যদি কল্লাত্বের ঘনবাস্যতা প্রতিপাদক বাক্য প্রয়োগ করা হয় তবে সেই বাক্যকে ‘প্রতিবন্দি’ বলে। যেমন ‘ঐ ব্যক্তি চোর, যেহেতু—সে পুরুষ’ এইরূপ প্রস্তাবকাবাব প্রতি, ‘তাহা হইলে তুমিও চোব, কেননা, তুমিও পুরুষ’ - এইরূপ বাক্য প্রতিবন্দি। সিদ্ধান্তে এই প্রতিবন্দিরূপ কৌশলপ্রয়োগে বাদীব আপত্তির পরিহার কবিলেন। (জীবশ্রুতি বলিয়া যে এক অবস্থা আছে, তদ্বিষয়ে শ্রেণী ও স্মার্ত্তপ্রমাণ, স্বয়ং বিজ্ঞাবণ্যমুনি ‘জীবশ্রুতিবিবেকে’ব প্রথম প্রকরণে ‘৩১৭ কবিরাজেন। মগনাবাম গ্রন্থাবলীর প্রথমবস্তুর “দৃগদৃশ্যবিবেকে”ব ৩৩-৭৮ পৃঃ দ্রষ্টব্য।) ৫২

উক্ত প্রতিবন্দি-পরিহারের উদ্দেশ্যে বাদী বদি বলেনঃ—

‘৫১ কামাদিবা ত্যাগ-  
কামাদি বিষয়ে শঙ্কা ও  
সমাবান।

**ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গো হেয়ো যদা তদা।  
স্বয়ং দোষতমান্নায়ং কামাদিঃ কিং ন হীয়তে ॥ ৫৩**

অর্থঃ—‘ক্ষয়াতিশয়দোষেণ স্বর্গঃ হেয়ঃ’—তদা ( অবা এবম্ উচ্যতে ) তদা স্বয়ং দোষতমান্না  
অনম কামাদিঃ কিম্ ন হীয়তে ?

অনুবাদ—‘ক্ষয়িষ্ঠতা এবং অপরের উৎকর্ষাধিক্য হেতু অসুযোৎপাদকতা—এই  
দোষদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত বলিয়া স্বর্গ পরিত্যাজ্য’—যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে  
অকপতঃ দোষসম্ভাব কামাদিকেও কেন পরিত্যাগ কবিতেন না ?

টাকা - ‘ক্ষয়াতিশয়দোষেণ’ ঈশ্বরবুদ্ধিবচনিত ‘সাংখ্যাকাবিকা’ব দ্বিতীয় কাবিকাস্থিত ‘ক্ষয়াতিশয়’  
শব্দদ্বয়টি বাচস্পতি মিশ্র এইরূপে ব্যাখ্যা কবিরাজেন ‘ক্ষয়িত্ব’ - অনিত্যফলকত্ব, ‘অতিশয়’—তাবতম্য ;  
এই দ্বয়টি বস্তুতঃ স্বর্গরূপ উপায়ের ফলগত অর্থাৎ সুখেরই অনিত্যতার ও তারতম্যাব বোধক, তথাপি  
উপায়ে অর্থাৎ স্বর্গে তত্ত্বভয়ের প্রয়োগ উপচারমাত্র। স্বর্গাদির ক্ষয়িত্ববিষয়ে অনুমান এইরূপ :—  
স্বর্গাদিঃ সন্তে সতি কার্য্যত্বাৎ ক্ষয়িত্বম্—স্বর্গাদি ধবঃসরহিত হইলেও যেহেতু কাব্য ক্রিয়ানিষ্পন্ন—  
এইহেতু ক্ষয়ী। ‘অতিশয়’ দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইয়াছেন—“জ্যোতিঃমণি” প্রভৃতি ( যজ্ঞ, সুখকব )  
স্বর্ণমাত্রের সাধন ; “বাজ্রপেয়” প্রভৃতি ( যজ্ঞ, অধিকতর সুখকব ) স্বাবাজ্যাব সাধন ; এইরূপে  
গাবতম্য। অপরের সম্পদের উৎকর্ষ, হীনাস্পদ ব্যক্তিব নিকট হুঃখদায়ক হইতেই পাবে।  
যদি দোষযুক্ত বলিয়া স্বর্গাদিকে হেয় বলিয়া অস্বীকার করিতে হইল, তবে ধন্য-অর্থ-কাম-মোক্ষরূপ  
সকল পুরুষার্থবিনাশক বলিয়া অতীব দোষরূপ কামাদির একান্ত হেয়তা, অতরাং অসিদ্ধাই  
গেল— এই কথাই বলিতেছেন “তাহা হইলে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা ( অনুবাদ দ্রষ্টব্য ) ৫৩।

৩। জীবকৃত তীব্র অশাস্ত্রীয় বৈভবই অনর্থের হেতু বলিয়া তাহা পরিত্যাজ্য।

( শঙ্ক.) ভাল, স্বর্গাদি ভোগবিষয়ক কাম, গুরুজন প্রভৃতিব প্রতি ক্রোধ, ব্রহ্মস্ব

দেবস্ব প্রভৃতির প্রতি লোভ ইত্যাদি যে চিত্তক্লান্তিসমূহ জন্মপ্রভৃতি অত্যন্ত অনর্থক হয়, সেই ক্লান্তিসমূহের পরিত্যাগ, বৈরাগ্যাদি সাধনযোগে সম্পাদন করিয়াই ত' সাধক জ্ঞানী হইয়াছেন। এক্ষণে যদি ইহলোক সঞ্চরীয় বদৃচ্ছাক্রমে প্রাপ্ত এবং শাস্ত্রদ্বারা অনিষ্কৃত, পত্নীপ্রভৃতিবিষয়ক কাম এবং ব্যাঘ্র-সর্পাদি আততায়ী জন্তুবিষয়ক ক্রোধ, শ্রাস্তার্জিত ধনবিষয়ক লোভ প্রভৃতিরূপ চিত্তবৃত্তিকে প্রারকভোগের উপযোগী বলিয়া রক্ষা করা যায়, তাহাতে কী দোষ হইতে পারে? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) কামাদির তাগ তত্ত্বং বুদ্ধাপি কামাদীনিঃশেষং ন জহাসি চেৎ ।  
না হইলে জ্ঞানীর যথেষ্ট-  
চরণের সম্ভাবনা। যথেষ্টাচরণং তে স্মাৎ কৰ্ম্মশাস্ত্রাতিলজ্জনঃ ॥ ৫৪

অবয় - তত্ত্বং বুদ্ধা অপি নিঃশেষন্ কামাদীন্ ন জহাসি চেৎ কৰ্ম্মশাস্ত্রাতিলজ্জনঃ :  
যথেষ্টাচরণম্ স্মাৎ ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াও যদি তুমি সম্পূর্ণরূপে কামাদিদোষ পরিত্যাগ না কর, তাহা হইলে কৰ্ম্মশাস্ত্রতিলজ্জনহেতু অর্থাৎ জ্ঞানলাভ করিয়া তুমি কৰ্ম্মশাস্ত্রের যে বিধিনিষেধ লজ্জন করিবে তদ্বারা তোমার যথেষ্টাচরণ ঘটিবে।

টীকা—‘আমি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছি, আমাতে কোনও দোষস্পর্শ ঘটিতে পারে না’ - এইরূপ তত্ত্বজ্ঞতার অভিমানবশতঃ বিধিনিষেদশাস্ত্র উল্লঙ্ঘন করিয়া কামাদির বশীভূত হইয়া গাইলে, তোমার যথেষ্টাচরণ হইবে, অর্থাৎ পশু ও পামরের শ্রায় ইচ্ছাপরবশ হইয়া যখন বাহা মনে উঠিবে তখন তাহাই করিবে এবং বিষয়পরবশ হইয়া প্রমাদী হইবে। জ্ঞানীর মোক্ষের জন্ত, তত্ত্বজ্ঞানের জন্ত অথবা ঐহিক বা পারত্রিক কল্যাণের জন্ত কোন কৰ্তব্য না থাকিলেও ‘যদ্বদাচরতি শ্রেষ্ঠশুভদেবতেরো জনঃ। স যৎ প্রমাণং কুরতে লোকশুভমুৎপত্তৌ’ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই উপদেশানুসারে, সংসারের জীবগণকে কুমার্গ হইতে নিবৃত্ত করিবার জন্ত শাস্ত্র-প্রদৃষ্ট মার্গে অবস্থান করাই উচিত অথবা জীবমুক্তিস্থলের বিশিষ্ট আনন্দলাভের জন্ত ব্রহ্মবিচার করাই উচিত। ইহা বিস্মৃত হইয়া যে জ্ঞানী অস্বরূপ ব্যবহার করেন তাঁহাকেই প্রমাদী বলা হইতেছে। এইরূপ প্রমাদ অর্থাৎ সদাচার পরিত্যাগ করিয়া কামচাৰী হওয়া, শাস্ত্রপ্রদৃষ্ট পথ পরিত্যাগ করিয়া যথেষ্টভাষণ করা অথবা নিষিদ্ধ ভক্ষণ করা, ইত্যাদি নানাপ্রকারের হইতে পারে। জ্ঞানী কিন্তু নিরঙ্কুশ অর্থাৎ বিধিনিষেধের অতীত হইলেও প্রমাদী হন না, বিধিনিষেধ অনুসারেই সকল ব্যবহার করেন। এই বিধিনিষেধের পালন বিষয়ে জ্ঞানহীন হইতে জ্ঞানীর প্রভেদ, ভাগবতের একাদশ স্কন্ধের সপ্তমাধ্যায়ে এইরূপ উক্ত হইয়াছে, ‘দোষবুদ্ধোভয়াতীতো নিষেধান নিবর্ততে। গুণবুদ্ধা চ বিহিতং ন কুরোতি যথার্ককঃ॥’ ১১—জ্ঞানী গুণবুদ্ধির ও দোষবুদ্ধির অতীত হইলেও পূর্বতন সংস্কারের বশেই নিষিদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইয়া থাকেন, দোষবুদ্ধিবশতঃ নিবৃত্ত হন না; বিহিত ব্যবহার প্রায়ই করিয়া থাকেন, কিন্তু গুণবুদ্ধিবশতঃ নহে, যেমন (সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত) বালক কোন একটা কৰ্ম্ম করিয়া বসে অথবা কোন একটা কৰ্ম্ম হইতে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ। ‘নাবিরতো দ্রুশ্বরিতাং’

কষ্ট উ, ২২৪—দুশ্চরিত হইতে বিরত না হইলে আত্মাকে জানিতে পারে না ] ইত্যাদি শ্রুতি-মন্ত-  
সারে কার্যিক, বাচিক ও মানসিক পাপাচরণ হইতে নিবৃত্তিদ্বারাই জ্ঞানী ক্ষীণপাপ হইলে যখন ব্রহ্মজ্ঞান  
ভগ্নিয়াছে, তখন সেই জ্ঞানীর যদি কোনও প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে সেই প্রবৃত্তি অব্যবহিত  
পূর্ববর্তী শুভসংস্কারদ্বারা নিয়মিত হইয়াই হইবে। নিষিদ্ধ কৰ্মের পূর্বসংস্কার জ্ঞানদ্বারা এক প্রকার  
বৈধোত হইয়া যাওয়ায় তাহা আর জ্ঞানীর প্রবৃত্তিকে নিয়মিত করিতে পারে না, সুতবাং জ্ঞানীর  
কদচাচরে প্রবৃত্তি না হওয়াই নিয়ম। ( এই প্রসঙ্গে মং রাং বং পিং গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “বোধসারে”  
১৮৪ পৃ: “চঘাচতুষ্টিয়া” দ্রষ্টব্য। ) জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে দৈবের দোহাই দিয়া অর্থাৎ প্রাবল্যেব ছলনা  
কবিতা শিথিলপ্রবৃত্তি হইয়া, জীবমুক্তিসুখবিরোধী কামাদিকে প্রশ্রয় দেওয়া সম্ভব নহে—কেমনা,  
প্রাবল্য পূর্বকালীন পুরুষার্থ মাত্র; বর্তমানকালীন পুরুষার্থদ্বারা তাহাব প্রতিবোধ কবা যাইতে পারে।  
বশিষ্ঠ বামায়াণে, “মুমুকুব্যবহাব-প্রকবণে” বশিষ্ঠ বামচন্দ্রকে উপদেশ কবিত্তেছেন ( ৯২৫-২৭ )  
‘দ্বিবিধো বাসনাব্যাহঃ শুভশ্চৈবশুভশ্চ তে । প্রাক্তনো বিজ্ঞতে বাম দ্বয়োবেকতবোধগবা ॥’ ২৫ ॥  
‘বাসনোযেন শুদ্ধেন তত্র চৈদপনীয়সে । তৎক্রমেণ শুভেনৈব পদং প্রাপ্যসি শাশ্বতম্ ॥’ ২৬ ॥  
‘অথ চৈদশুভো ভাববাং যোজয়তি সঙ্কটে । প্রাক্তনশুদসৌ যজ্ঞাজ্ঞতবো । ভবতা বলাং ॥’ ২৭  
হে বাম! শুভ ও অশুভ এই দুইপ্রকার বাসনাব বা সংস্কারেব মধ্যে দুইটিই কি তোমার  
প্রাক্তন অথবা একটিমাত্র অর্থাৎ কেবল শুভপ্রাক্তন অথবা কেবল অশুভপ্রাক্তন? এক্ষণে  
যদি তুমি প্রাক্তন শুভসংস্কারদ্বারাই পরিচালিত হও, তবে সেই প্রাক্তন শুভসংস্কারবশে  
( চেষ্টা করিতে করিতে ) তুমি কালক্রমে সেই নিত্যপদ প্রাপ্ত হইবে। আব যদি প্রাক্তন  
অশুভসংস্কার তোমাকে সঙ্কট পথে পরিচালিত করে, তাহা হইলে প্রবৃত্তমহকারে বলপূর্বক  
তাহাকে পরাজয় করিবে। আর যদি বর্তমানে দুইপ্রকারই থাকে, তাহা হইলে শুভসংস্কারেব  
প্রাবল্যপক্ষে, তাহা স্বতাই তোমাকে চেষ্টার দ্বারা নিত্যপদভিমুখে লইয়া যাইবে এবং  
অশুভবাসনাপ্রাবল্যপক্ষে প্রবৃত্তমহকারে বলপূর্বক তাহাকে পরাজয় কবিবে। অতএব অর্থাৎ  
স্বপ্নম অধ্যায়ে বলিয়াছেন :—অশুভেষু সমাবিষ্টে শুভেষেবাবতাবয়েৎ । প্রযজ্ঞাচ্চিত্তমিত্যেয  
সর্বশাস্ত্রার্থসংগ্রহঃ ॥ ১২ ॥ পৌরুষাদ্ভূতে সিদ্ধিঃ পৌরুষাঙ্গীনতাং ক্রমঃ । দৈবমাধাসনাত্রঃ দ্রুমে  
পেলববুদ্ধিঃ ॥ ১৫ ॥ অশুভপথে আসক্তচিত্তকে যত্নবলে শুভপথে লইয়া যাইতে হয়—ইহাই সমস্ত  
শাস্ত্রের তাৎপর্য। পৌরুষের বলেই সিদ্ধিলাভ হয়; পৌরুষপ্রয়োগে কাধ্য করাই বুদ্ধিমানের  
পরিপাটা। যাহারা অল্পবুদ্ধি, ( দ্রুতের সময় রোদন করিতে থাকে, ) তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার  
নিমিত্তই ‘দৈব’শব্দের ব্যবহার। ৫৪

( শঙ্ক ) ভাল, জ্ঞানীর যথেষ্টাচরণ হউক না কেন, তাহাতে দোষ কি?—এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই যথেষ্টাচরণের দোষপ্রতিপাদক সুরেশ্বরচাৰ্য্য বচন “নৈশ্বাস্যসিদ্ধি”  
( ৪।৬২ ) হইতে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

‘প’ যথেষ্টাচরণে  
অনিষ্টতা ও তাহার  
প্রমাণ।

বুদ্ধাদ্বৈতসতত্বস্য যথেষ্টাচরণং যদি।

শুনাং তত্ত্বদৃশাষ্টকৈব কো ভেদোহশুচিভক্ষণে ॥ ৫৫

অর্থ—বুদ্ধাঐতসতত্ত্ব যদি যথেষ্টাচরণম্ (শ্রাং), (তর্হি) অন্তর্ভুক্তি (সতি) শুনা  
তত্ত্বদশাম্ ৫ এব কঃ ভেদঃ (শ্রাং)? (তত্ত্বেন সহ বর্ততে ‘সতত্ত্বং’ ব্রহ্ম, ‘অতত্ত্বা’ মায়া)।

অনুবাদ—অঐতস্বরূপ ব্রহ্ম যিনি জানিয়াছেন এই তত্ত্ববিৎ পুরুষের যদি  
যথেষ্টাচরণ ঘটে, তবে মলাদি অপবিত্র বস্তু ভক্ষণও ঘটিতে পারে। তখন  
কুকুর ও তত্ত্ববিদের মধ্যে কি প্রভেদ থাকিবে? (কোনও প্রভেদ থাকিবে  
না)। (তত্ত্বের অর্থাৎ পারমার্থিক সত্যতার সহিত যাহা বিদ্যমান তাহা সত্ত্ব  
অর্থাৎ ব্রহ্ম; অতত্ত্ব—প্রপঞ্চ বা মায়া)।

টীকা—“বুদ্ধাঐতসতত্ত্ব”—বুদ্ধ হইয়াছে অঐতসতত্ত্ব অর্থাৎ অঐতস্বরূপ ব্রহ্ম গ্রাহ্য  
দ্বারা এইরূপ যে তত্ত্ববিৎ পুরুষ, তাঁহার, “যদি যথেষ্টাচরণম্ শ্রাং” আচরণ যদি বিধি  
নিবেদন দ্বারা নিবর্তিত না হইয়া কেবল রাগদেহাদির প্রেয়সাবশতঃ ঘটে, “(তর্হি) অন্তর্ভুক্তি  
(সতি)” তাহা হইলে, কেবল রাগদেহাদিপর্য্যাপ্ত কুকুরের স্থায় মল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত  
ভক্ষণের সম্ভাবনাও আসিয়া পড়ে; তাহা ঘটিলে, “শুনাম্ তত্ত্বদশাম্ ৫ এব কঃ ভেদঃ (শ্রাং)”  
কুকুর হইতে তত্ত্বদশীর কি প্রভেদ থাকে?

(নৈকস্ম্যসিদ্ধি-টীকাকার জ্ঞানোত্তমব্যাক্য)—(শঙ্কা) ভাল, জ্ঞানীর যে সকল  
প্রবৃত্তি দেখা যায়, তাহার বিধিজনিত নহে, মানিলাম; তাহা হইলে তাহার রাগদেহাদি  
জনিতই হইবে। তাহা হইলে ত’ জ্ঞানীর যথেষ্টাচরণে দোষ নাই—এইরূপই বলিতে হয়।  
এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞানীর যে সকল প্রবৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়—সেই  
সকল প্রবৃত্তিকে আশঙ্কাকারী যেমন মনুষ্যত্বজাত বস্তু সংস্কারজনিত বলিয়া মনুষ্যত্বজাত্যুচিত  
বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন এবং অপর কোনও জাত্যুচিত হইতে পারে না, স্বীকার করিবেন,  
সেইরূপ তাঁহার প্রবৃত্তি প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিত সংস্কারবশতঃ প্রাতিভাসিক বর্ণাশ্রমোচিতই  
হইবে এবং সেই প্রবৃত্তি অন্তরূপ হইতে পারে না, মানিতেই হইবে। তাহা হইলে  
যথেষ্টাচরণের সম্ভাবনা নাই—ইহাই দাঁড়ায়। আরও কেন সেইরূপ সম্ভাবনা নাই বলিতেছি—  
অধর্ম্মাজ্ঞায়তেহজ্ঞানং যথেষ্টাচরণং ততঃ। ধর্ম্মকার্য্যে কথং তং শ্রাওত্ব ধর্ম্মোহপি নেম্যতে? ৥৩৩  
অধর্ম্ম হইতে অজ্ঞান জন্মে অর্থাৎ জন্মান্তরে অনুষ্ঠিত পাপ হইতেই অভক্ষ্যভক্ষণ প্রভৃতিতে  
কর্তব্যতাবুদ্ধি (বা দোষহীনতাবুদ্ধি) জন্মে; তাহা হইলেই যথেষ্টাচরণ হয়, আর ধর্ম্মকাথে  
কি প্রকারে যথেষ্টাচরণ হইতে পারে? অর্থাৎ জ্ঞান অত্যন্ত উৎকৃষ্ট পুণ্যকার্য্য বলিয়া  
(“ধর্ম্মাং সুখঞ্চ জ্ঞানঞ্চ”) এইরূপ কন রহিয়াছে বলিয়া) সেই জ্ঞান হইলে অধর্ম্মে প্রবৃত্তি হইতেই  
পারে না, কেননা, অধর্ম্মে প্রবর্তক কামাদিদোষ পূর্বেই একেবারে নির্মূল হইয়া গিয়াছে এবং  
সেই কামাদিদোষ নির্মূল হইয়া যাওয়ায়, জ্ঞান হইলে (ত্রিবর্গসাধক) ধর্ম্মেও প্রবৃত্তি  
হয় না। এইহেতু বিচারগণ্যস্বামী “অনুভূতিপ্রকাশে” লিখিয়াছেন—“কিঞ্চ পুণ্যরতঃ পূর্বে  
জ্ঞানমাপ্নোতি নান্তথা। পশ্চাচ্চ তদ্বাসনয়া পুণ্যমেব করোত্যসৌ।” পূর্বে পুণ্যরত না হইলে  
জ্ঞানলাভই হয় না; জ্ঞানলাভের পর জ্ঞানী সেই পুণ্যের সংস্কার বশতঃ পুণ্যাচরণই করিয়া  
থাকেন। ৫৫

ভাল, ইহার দ্বারা কি অনিষ্ট ঘটিল?—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপহাস সহিত তাহাব উত্তর দিতেছেন :—

বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাস্থাধুনা।

অশেষলোকনিন্দা চেত্যাহো তে বোধবৈভবম্ ॥ ৫৬

অর্থ—বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাসি; অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা; অহো ইতি তে বোধবৈভবম্।

অনুবাদ—জ্ঞানোদয়ের পূর্বে কেবল কামক্রোধাদিদোষে ক্লেশ পাইতেছিলে, আর এখন সর্বলোকসমাজে নিন্দাও হইতে থাকিল; তাহা হইলে, অহো! জ্ঞান হইয়া তোমার ঐশ্বর্যের বৃদ্ধি হইল, বলিতে হইবে।

টীকা—“বোধাৎ পুরা মনোমাত্রদোষাৎ ক্লিষ্টাসি”—তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবার পূর্বে, অজ্ঞানদশায় কামক্রোধাদি যে সকল দোষ থাকে, সেই সকল দোষবশতঃই তোমার ক্লেশ হইতেছিল; “অথ অধুনা চ অশেষলোকনিন্দা”—আর এখন অর্থাৎ এই জ্ঞানদশায় সর্বলোকসমাজে নিন্দাও সহন কব, “অহো ইতি তে বোধবৈভবম্”—( উপহাস করিয়া বলিতেছেন ) তাহা হইলে ত’ তোমার জ্ঞান হইয়া ( ক্লেশের ) ঐশ্বর্য্য দ্বিগুণ হইল, ( বলিতে হয় ) ! ৫৬

( শঙ্কা ) তাহা হইলে কর্তব্য কি? তত্ত্বভাবে বলিতেছেন :—

( য় ) বুদ্ধির কামাদি  
সকল প্রকাণ্ড দোষেরই  
বন্ধন বিধেয়।

বিভ্রাহাদিতুল্যত্বং মা কাজ্জীস্তত্ত্ববিভবান্।

সর্বদীদোষসন্ত্যাগাল্লোকৈঃ পূজ্যস্ব দেববৎ ॥ ৫৭

অর্থ—তত্ত্ববিং ভবান্ বিভ্রাহাদিতুল্যত্বং মা কাজ্জীঃ; সর্বদীদোষসন্ত্যাগাৎ লোকৈঃ দেববৎ পূজ্যস্ব ( পূজ্যতাম্ )।

অনুবাদ—তুমি হইতেছ জ্ঞানী; তুমি গ্রামা শূকরাদির সহিত সমান পদবী-লাভে ইচ্ছা করিও না; বুদ্ধিদোষ সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে দেবতার স্থায় পূজিত হও। ( ‘বোধসারে’ চর্যাচতুষ্টির প্রথম শ্লোক দ্রষ্টব্য। )

টীকা—“তত্ত্ববিং ভবান্”—সকল জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠতার হেতু যে জ্ঞান, সেই জ্ঞান তুমি লাভ করিয়াছ বলিয়া, “বিভ্রাহাদিতুল্যত্বং মা কাজ্জীঃ”—কামাদিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া বিষ্ঠাভোজী শূকরের তুল্যতা পাইতে ইচ্ছা করিও না, কিন্তু “সর্বদীদোষসন্ত্যাগাৎ”—কামাদি যাবতীয় মানস দোষ পরিত্যাগ করিয়া, “লোকৈঃ দেববৎ ( ত্বং ) পূজ্যস্ব ( বা ভবান্ পূজ্যতাম্ )—সর্বজনসমাজে দেবতার স্থায় পূজিত হও। ৫৭

সেই কামাদির পরিত্যাগের উপায় বলিতেছেন :—

কামাদিদোষদৃষ্ট্যাভ্যাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ।

( য় ) কামাদির ত্যাগের  
উপায়।

প্রসিক্তা মোক্ষশাস্ত্রেষু তানমিষ্য স্মৃখী ভব ॥ ৫৮



অম্বয়—কামাদিদোষদৃষ্টাভাঃ কামাদিত্যাগহেতবঃ মোক্ষশাস্ত্রেষ্ প্রসিদ্ধাঃ ; তান্ অস্মি  
সুখী ভব।

অনুবাদ—ভোগসাধন বস্তু প্রভৃতিতে যে দোষদৃষ্টি প্রভৃতি, তাহাই কাম  
প্রভৃতি ত্যাগের উপায় বলিয়া (শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা  
প্রভৃতি) মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। সেই সকল উপায়ের অনুসন্ধান  
করিয়া (অভ্যাসদ্বারা) সুখী হও।

টীকা—“কামাদিদোষদৃষ্টাভাঃ”—কামো অর্থাৎ কামনার বিষয়—মালাচন্দনান্নিত্য  
প্রভৃতি এবং (‘আদি’ শব্দদ্বারা সৃচিত লোভ, ভয় প্রভৃতি রাজসিক ও তামসিক বৃত্তির  
বিষয়সমূহে) অনিত্যতা ও (অপবে কামাবস্তুর আধিক্যজনিত) ঈর্ষ্যাংপত্তি প্রভৃতি যে  
দোষসমূহ, তাহাদের ‘দৃষ্টি’ বিচারদ্বারা অবধারণ, তাহাই হইয়াছে ‘আত্ম’—প্রথম—মুখ্য বাহ্যাদিগণ  
—যে কোপস্বরূপাদিবিচারের, তাহাই “কামাদিত্যাগহেতবঃ”—কামাদির ত্যাগের হেতু বলিয়া  
“মোক্ষশাস্ত্রেষ্ প্রসিদ্ধাঃ”—শ্রীমদ্ভাগবত, বাশিষ্ঠরামায়ণ প্রভৃতি মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্রে বর্ণিত আছে  
ইহা সর্বমুমুক্ষুজনবিদিত। তথাপি দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—“কামবিড়ম্বনা”  
—“বোধসারে” ২৯ পৃঃ। ‘নাদাসক্তং যুগং ব্যাধিচ্ছনন্তি নিশিতৈঃ শরৈঃ। রূপাসক্তং নবঃ  
নারী রতিচ্ছুরিকস্যস্কৃতং ॥ ব্যাধ বংশীনাদমুগ্ধ যুগকে তীক্ষ্ণ বাণদ্বারা বধ করে, নারী রূপে  
আসক্ত নরকে কিঙ্ক রতি-ছুরিকাদ্বারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিয়া তবে বধ কবে অর্থাৎ  
“জবাই” করে। (‘বোধসারে’ পূর্ববর্তী ১ ইহতে ৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ‘রুধিরং পিবতি  
স্বীং দিবা তমসি নৃত্যতি। ভীষ্মত্যাগ্নানাস্থানং ক্রুরঃ ক্রোধী ন রাক্ষসঃ ॥ “গোব-  
বিড়ম্বনা” “বোধসার”—৩০ পৃঃ। যে ব্যক্তি ক্রোধের অধীন হইয়া পড়ে, সে আপনি আপনার  
রূপান করে, সে দিবাভাগেই ক্রোধাক্ত হইয়া, অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে নৃত্য করে;  
সে আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয়। অতএব ক্রোধী লোকই প্রকৃত নিদ্র।  
লোকে যে রাক্ষসকে নিদ্রার বলে, রাক্ষস বস্তুতঃ তত নিদ্রাব নহে, কেননা, সে অপবেব  
রক্তই পান করে এবং রাত্রিকালে নৃত্য করে, এবং নিজের শরীরকে ক্ষতবিক্ষত করিয়া  
আপনি আপনার ভয়ের কারণ হয় না। ‘ফলাশ্রিতো ধর্ম্মবশোহর্থনাশনঃ স চৈদপার্থঃ স্বশরী-  
তাপনঃ। ন চেহ নামৃত্র হিতায় যঃ সতাং মনাংসি কোপঃ সমুপাশ্রয়েৎ কথম্?’ (‘জীবমুক্তি-  
বিনেদে’ ‘বাসনাঙ্করপ্রকরণে’ বিচারণ্য মুনিকর্তৃক উদ্ধৃত) ক্রোধ, সফল হইলেও (অর্থাৎ  
অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে পারিলেও) ক্রুদ্ধ ব্যক্তির ধর্ম্ম যশ এবং অর্থের বিনাশ করিয়া  
থাকে। ক্রোধ নিষ্ফল হইলে (অপকারীর দণ্ডবিধান করিতে না পারিলে,) কেবল ক্রুদ্ধ  
ব্যক্তির শরীরকেই সন্তাপ দিয়া থাকে। যে ক্রোধ হইলোকে বা পরলোকে কোন স্থানেই  
হিতকর নহে, সেই ক্রোধ কেন সাধুদিগের মনকে আশ্রয় করিতে পায়? ‘অপকারিণি  
কোপশ্চেৎ কোণে কোপঃ কণং ন তে। ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাং প্রসহ পরিপন্থিনি ॥’  
(যাজ্ঞবল্ক্যোপনিষৎ ২০) অপকারীর উপরেই যদি তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয়, তবে স্বঃ  
ক্রোধের উপরেই তোমার ক্রোধের উদ্রেক হয় না কেন? ক্রোধ ত’ তোমার

দম্ব-অপ-কাম-মোক্ষ এই চতুর্ভুজের সাধনবিষয়ে প্রধান বিষয় ষটাইয়া (তোমার) অপকার করে। “লোভবিড়ম্বনা”—“বোধসারে”—৩১ হইতে ৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ ও ৬৩ সংখ্যক শ্লোকে (এই অধ্যায়ের ৬০ ও ৬১ শ্লোক,) কামাদির উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবতে সপ্তমস্কন্ধের ১৫১২২ সংখ্যক শ্লোকে কামাদি ব প্রতিকাব বর্ণিত হইয়াছে :— ‘অসঙ্কল্পাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিসর্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্ষণাৎ॥’ বিষয়ধ্যানরূপ সঙ্কল্পবর্জনদ্বারা কামকে জয় করিতে হয়, আবার কামেব বর্জনদ্বারা ক্রোধকে জয় করা যায়; আর ধনাদিতে অনর্থদৃষ্টিদ্বারা লোভকে জয় করা যায়; আব তত্ত্ববিচারদ্বারা অর্থাৎ অদ্বৈতানুসন্ধানদ্বারা ভয়কে জয় করা যায়। (মোহ বা অবিবেকরূপ বীজ হইতে যে গুণবুদ্ধি ও রমণীয়তাবুদ্ধি জন্মে তাহাই সঙ্কল্পের রূপ।) (শঙ্ক) ভাল, মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রের দ্বারা কামাদি জয়ের উপায় বিহিত হইয়াছে, মানিলাম; তদ্দ্বারা কি পাওয়া গেল? তদ্বৎ বলিতেছেন :—“তান্ অমিমা সুখী ভব”—সেই কামাদিত্যাগেব উপায় বিচার করিয়া এবং অভ্যাসে পরিণত করিয়া সুখী হও। ৫৮

৪। জীবকৃত, মন্দ অশাস্ত্রীয় দ্বৈত পরিত্যাজ্য আর সেই পারত্যাগের উপায়।

(শঙ্ক) ভাল, কামক্রোধাদি অনর্থের হেতু বলিয়া পবিত্যাজ্য; কিন্তু মনোরাজ্য (reverie) ত’ অনর্থের হেতু নহে; সুতরাং তাহার ত্যাগের ত’ প্রয়োজন নাই। এই প্রকারে আপত্তিকারী গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ে শঙ্ক উঠাইল, বলিতেছেন :—

ক। মন্দ অশাস্ত্রীয়  
দ্বৈত পবিত্যাজ্য বিষয়ে  
শঙ্ক ও সমাধান।

ত্যাজ্যতামেষ কামাদির্মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ।

অশেষদোষবীজত্বাৎ ক্ষতিভগবতে রিতা ॥ ৫৯

অর্থ—এবং কামাদিঃ ত্যাজ্যতাম্, মনোরাজ্যে তু কা ক্ষতিঃ? (সমাধান) অশেষদোষ-বীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ হ্রিতা।

অনুবাদ—ভাল, কামাদি পরিত্যাগের যোগ্য মানিলাম; কিন্তু মনোরাজ্য থাকিলে ক্ষতি কি? (উত্তর) মনোরাজ্য কামাদি সকল দোষের কারণ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ (গীতায় দ্বিতীয়াধ্যায়ের ৬২ শ্লোকে) মনোরাজ্যের অশেষ অনিষ্টকারিতার কথা বলিয়াছেন।

টীকা—মনোরাজ্য সাক্ষাৎভাবে অনর্থের হেতু না হইলেও পরম্পরাক্রমে অর্থাৎ কামাদি উৎপাদক হইয়া অনর্থের হেতু হইয়া থাকে। এই কারণে বিষয়চিন্তনরূপ মনোরাজ্যের পবিত্যাগই শ্রেয়ঃ। এই কথা বলিয়া উক্ত শঙ্কর পবিহার করিতেছেন—“অশেষদোষবীজত্বাৎ ভগবতা ক্ষতিঃ হ্রিতা”—(অনুবাদ দ্রষ্টব্য)। ৫৯

পরম্পরাক্রমে কি প্রকারে অনর্থের হেতু, ইহা দেখাইবার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণের মনে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(খ) মনোরাজ্য  
পরম্পরাক্রমে  
অনর্থের হেতু;  
তদ্বিষয়ে গীতা-  
বচন প্রমাণ।

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষু পজায়তে ।

সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬০

ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ ।

স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬১

অর্থ—বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসঃ তেষু সঙ্গঃ উপজায়তে, সঙ্গাৎ কামঃ সঞ্জায়তে, কামাৎ ক্রোধঃ অভিজায়তে, ক্রোধাৎ সম্মোহঃ ভবতি, সম্মোহাৎ স্মৃতিবিলম্বঃ (ভবতি), স্মৃতিভ্রংশাৎ বুদ্ধিনাশঃ (ভবতি) বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ।

অনুবাদ—লোকে বিষয়ের ধ্যান করিতে থাকিলে অর্থাৎ গুণবুদ্ধিতে ও রমণীয়তাবুদ্ধিতে চিন্তের দ্বারা বিষয় গ্রহণ করিতে থাকিলে তাহাতে আসক্ত হইয়া পড়ে; সেই আসক্তিবশতঃ তাহার প্রাপ্তির ও ভোগের ইচ্ছা জন্মে; আর সেই কামনার ভঙ্গ হইলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়। ক্রোধ হইতে লোকের সম্মোহ—কার্য্যাকাৰ্য্যবিচারহীনতা ঘটে; সেইরূপ বিচারহীনতা হইতে শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থের অনুসন্ধান বিচলন বা বিস্মৃতি (ভ্রংশ) ঘটে; সেইরূপ বিচলন হইতে বুদ্ধিনাশ বা কার্য্যাকাৰ্য্যবিচারে অযোগ্যতা; এবং বুদ্ধির সেইরূপ অযোগ্যতা ঘটিলে, লোকে বিনষ্টপ্রায় অর্থাৎ সকল পুরুষার্থের অযোগ্য হইয়া যায়।

টীকা—“সঙ্গঃ”—শব্দে নিজের হিতসাধন বলিয়া অধ্যাস বা ভ্রান্তবোধ, “কামঃ” শব্দে তাহার প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ইচ্ছা; “ক্রোধঃ”—শব্দে প্রাপ্তি, ভোগ প্রভৃতির ব্যাঘাত জন্ম চিন্তের অভিজলনরূপ পরিণাম। (৬১ সংখ্যক শ্লোকটি পঞ্চদশীর অনেক সংস্করণে নাই।) ৬০, ৬১

তাহা হইলে সেই মনোরাজ্যের নিয়ন্ত্রিত উপায় কি? তদ্বত্তরে বলিতেছেন:—

(গ) মনোরাজ্যের  
নিয়ন্ত্রিত উপায় দ্বিবিধ।

শক্যং জেতুং মনোরাজ্যং নির্বিকল্পসমাধিতঃ ।

সুসম্পাদঃ ক্রমাৎ সোহপি সবিকল্পসমাধিনা ॥ ৬২

অর্থ—নির্বিকল্পসমাধিতঃ মনোরাজ্যম্ জেতুং শক্যম্; সঃ অপি ক্রমাৎ সবিকল্পসমাধিনা সুসম্পাদঃ ।

অনুবাদ—মনোরাজ্যকে (বিষয়ধ্যানকে) নির্বিকল্পসমাধিদ্বারা জয় করিতে পারা যায়; সেই নির্বিকল্প সমাধিকে আবার সবিকল্প সমাধিদ্বারা অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারা যায়।

টীকা—“সবিকল্পসমাধিনা”—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই অষ্টাঙ্গসাধ্য সবিকল্প সমাধির দ্বারা। (এই অঙ্গরূপ সমাধি দীর্ঘকালব্যাপী হইলে, অঙ্গী সবিকল্পসমাধির কারণ হয়। “যোগমণিপ্রভা” ৭২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।) ৬২

(শব্দ) ভাল, যে ব্যক্তি অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাস করিতে পারিবে তাহার পক্ষেই

স্বিকল্প সমাধি এবং তদ্বারা নির্বিকল্পসমাধি আয়ত্ত হইতে পারে। যে ব্যক্তি সেই অভ্যাস করিতে পারিবে না, তাহার গতি কি? তাহাই বলিতেছেন :-

বুদ্ধতত্ত্বেন ধৌদৌষশূন্যেনৈকান্তবাসিনা।

দৌর্ঘ্যং প্রণবমুচ্চার্য মনোরাজ্যং বিজীয়তে ॥৬৩

অর্থ—বুদ্ধতত্ত্বেন ধৌদৌষশূন্যেন একান্তবাসিনা দৌর্ঘ্যম্ প্রণবম্ উচ্চায্য মনোবাজ্যম্ বিজীয়তে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা পরোক্ষভাবে অবগত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি কামক্রোধাদি চিত্তদৌষশূন্য হইয়া নিৰ্জ্জন স্থানে প্রণবের দৌর্ঘ্যোচ্চারণদ্বারা মনোরাজ্য জয় করিতে পারে।

টাকা “বুদ্ধতত্ত্বেন” —‘বুদ্ধ’ বিদিত হইয়াছে ‘তত্ত্ব’ একের সহিত আত্মাব একতাক্রপ ৩য় গাথাব দ্বাবা; “ধৌদৌষশূন্যেন”—কামক্রোধাদিরূপ বুদ্ধিদৌষরহিত হইলে, তদ্বাবা, “একান্তবাসিনা”—বিজনস্থানে নিবাসশীল হইলে, তদ্বাবা, “প্রণবম্”—ঔকারকে, “দৌর্ঘ্যম্ উচ্চায্য”—ছয়, দ্বাদশ প্রভৃতি ‘মাত্রা’যুক্ত কবিতা উচ্চারণে অভ্যাস করিতে থাকিলে, “মনোবাজ্যম্ বিজীয়তে”—মনোরাজ্যের নিবারণ করিতে পারা যায়। এস্থলে অভিপ্রায় এই যে, মনের চারিটি পাদ বা বহির্গমনোপায় আছে; যথা—(১) বচন বা অস্ত্রের সহিত সন্ধ্যাষণ (২) শ্রোত্রেন্দ্রিয় বা তদ্বাবা শ্রবণ (৩) চক্ষু বা তদ্বারা দর্শন, এবং (৪) সঙ্কল্প, বিকল্প, স্মৃতি ইত্যাদিরূপ আন্তর করণ। তন্মধ্যে একান্তনিবাসদ্বারা ভাষণ, শ্রবণ ও দর্শনের বিধেব অভাব হইলে, মনোরাজ্যনির্মাণকারী সঙ্কল্প, বিকল্প দুর্বল হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে খাচসম্ভারপ্রবেশ বন্ধ হইলে অভ্যন্তরস্থ যোদ্ধাবর্গ অবসন্ন হইয়া পড়ে, সেইরূপ। তদনন্তর দৌর্ঘ্যোচ্চারণে প্রণবভ্যাস দ্বারা তাহাবা নির্জীব হইয়া পড়ে; যেমন অবরুদ্ধ নগরের বাহির হইতে অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণ কবিলে যোদ্ধাবর্গ নিহত হয়, এইরূপে মন সঙ্কল্প-বিকল্পরহিত বা নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়ে। এইরূপে মনোবাজ্য জয় করা যায়। “মাত্রা”—হস্তের দ্বারা আপনার জাহ্নমণ্ডল একবার চাপড়াইয়া, একবার ছোটিকা (তুড়ি বা চটিকা) দিয়া, সেইরূপ তিনবার করিতে যে সময় লাগে, তাহার নাম ‘মাত্রা’। ৬৩

(শঙ্ক) ভাল, মনোরাজ্যকে জয় করিতে পারিলে কি ফলপাভ হয়? তত্ত্বত্তরে বর্ণিত হইছেন :-

জিতে তস্মিন্ বৃত্তিশূন্যং মনস্তিষ্ঠতি মুকবৎ।

(১) মনোবাজ্যের  
৬১ চিত্তের উপাদানতা।

এতৎপদং বশিষ্ঠেন রামায় বহুধেয়িতম্ ॥ ৬৪

অর্থ—তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্ মুকবৎ তিষ্ঠতি; এতৎ পদম্ বশিষ্ঠেন রামায় বহুধা দ্রষ্টব্যম্।

অনুবাদ—সেই মনোরাজ্যের পরাজয় সম্পাদিত হইলে, মন বৃত্তিশূন্য হইয়া শূন্য বা বোবার ন্যায় অবস্থিত থাকে। বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে মনের এই অবস্থা

বিবিধপ্রকারে বুঝাইয়াছেন।

টীকা—“মুকবৎ তিষ্ঠতি”—যেমন, যে ব্যক্তি যোবা সে যাবতীয় বাগিঞ্জির ব্যাপার একেবারে অক্ষম থাকিয়া যায়, সেইরূপ “তস্মিন্ জিতে মনঃ বৃত্তিশূন্যম্”—মনোবাজ্যের পবিত্র হইলে মন সেইরূপ সর্বব্যাপার-রহিত হইয়া অবস্থান করে। সাধকপুরুষের বৃত্তিশূন্য মন অবস্থান যে পরমপুরুষার্থলাভস্বরূপ, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দিতেছেন :—“এতৎপদম্”—এই অর্থাৎ বৃত্তিশূন্যমনের অবস্থা, “বশিষ্ঠেন রামচন্দ্রায় বহুদা ঈরিতম্”—গুরু বশিষ্ঠ রামচন্দ্রকে অনেক প্রকারে বুঝাইয়াছিলেন। ৬৪

বশিষ্ঠ মূনির শ্লোকদ্বয়রূপ বাক্য পাঠ করিতেছেন (বশিষ্ঠ রামায়ণ,—বৈরাগ্যপ্রকরণ ৩৬.১.)

( ৬ ) উক্ত অর্থের বশিষ্ঠ-  
বচনদ্বয় শ্রবণরূপে  
উদ্ধৃত।

দৃশ্যং নাস্তীতি বোধেন মনসো দৃশ্যমার্জ্জনম্।

সম্পন্নং চেত্তদুৎপন্ন৷ পর৷ নির্বাণনিবৃত্তিঃ ॥ ৬৫

অর্থ—দৃশ্যম্ নাস্তি ইতি বোধেন মনসঃ দৃশ্যমার্জনম্ সম্পন্নম্ চেৎ তৎ (তদা) পর৷ নির্বাণনিবৃত্তিঃ উৎপন্ন৷।

অনুবাদ—‘কোন দৃশ্য বস্তুই স্বরূপতঃ নাই’—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা মন হইতে যাবতীয় দৃশ্যবস্তুর তিরোভাব ঘটাইতে পারিলে, তখন নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হইল (বুঝিতে হইবে)। \*

টীকা—[ “নেহ নানাস্তি কিঞ্চন”—বৃহদা উ, ৪।৪।১২ ; কঠ উ, ৪।১১ ]—ব্রহ্মে স্বরূপাঃ ভেদে নাই, ইত্যাদিরূপ শ্রুতিবচন হইতে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, জগৎ নাই এইরূপ জগতের অভাব বুঝিয়া মনের নিকট হইতে দ্রষ্টার বিষয়ের অর্থাৎ জগৎরূপ দৃশ্যের নিবারণ যদি সিদ্ধ হয় ; “তৎ পর৷ নির্বাণনিবৃত্তিঃ উৎপন্ন৷”—তৎ (তর্হি) তাহা হইলে অর্থাৎ সেইরূপ নিবারণ সিদ্ধ হইলে, নিরতিশয় মোক্ষসুখ সিদ্ধ হয়—এইরূপ বুঝিতে হইবে—ইহাই তাৎপর্য। ৬৫

\* বশিষ্ঠ রামায়ণের প্রকরণসম্বন্ধ লইয়া রামায়ণের টীকাকারে যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতর যথা জগৎপ্রম দৃশ্য হইলেও ( বস্তুতঃ ) নাই—এই আকারে “যাহা অনুভূত হয়”—এই যে অনুভব, তাহা কি আশ্চর্যের অথবা অশ্রু কিছুর তাহা অশ্রু কিছু হইতে পাবে না ; কেননা, তাহা চৈতন্য হইতে অশ্রু বা ভিন্ন হইলে তাহা জড় বা বিষয় হইয়া পড়ে ; তাহার আর অনুভবরূপতা থাকে না। আবার আশ্চর্য যদি সেই অনুভব হইবে, তাহা ত’ পূর্বে হইতেই বিদ্যমান। তাহা হইলে শাস্ত্র আমার জগৎ কি করিবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ‘কোন দৃশ্যবস্তুই স্বরূপতঃ নাই’ ইত্যাদি। অনুবাদ দ্রষ্টব্য। তাৎপর্য এই—সত্য বটে আশ্চর্য অনুভবরূপ তথাপি সেই অনুভব দৃশ্যসম্বলিত অনুভব নহে। কিন্তু মনের বৃত্তিরূপ যে আশ্চর্যত্বসামান্যকারজ্ঞান, তদ্বারা অবিজ্ঞা বিনষ্ট হইলে, যখন সেই অবিজ্ঞারূপ উপাদানদ্বারা রচিত দৃশ্যবর্ণ মুছিয়া যায়—অর্থাৎ ত্রিকালেই তাহা নাই—এই আকারে যখন সেই জ্ঞান আকারিত হয়, তখন সেই তত্ত্বজ্ঞান হইতে ‘পরমা নিবৃত্তি’ নির্বাণ নামক মোক্ষ-যাহা আশ্চর্য স্বরূপতঃ ও নিত্যসিদ্ধ, তাহা যেমন উৎপন্ন হইল, এইরূপ প্রতীয়মান হয় ; তদ্বারা কেবল স্বরূপভূত অনুভবই শাস্ত্রের ফলরূপে লভ হয়—ইহাই অর্থ।

## বিচারিতমলং শাস্ত্রং চিরমুদগ্ৰাহিতং মিথঃ।

### সন্ত্যক্তবাসনামোনাদৃতে নাস্ত্যন্তমং পদম্ ॥ ৬৬

অর্থ—শাস্ত্রম্ অলম্ বিচারিতম্ মিথঃ চিরম্ উদগ্ৰাহিতম্ সন্ত্যক্তবাসনাং মোনাং ঋতে উত্তমং পদম্ ন অস্তি। (বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৮)

অনুবাদ—আমি অদ্বৈত-বেদান্তশাস্ত্রের যথেষ্ট অর্থাৎ মর্ম্ম নিষ্কর্ষণ পর্য্যন্ত বিচার করিয়াছি এবং শিষ্য হইয়া আচার্য্যের সাহায্যে এবং সতীর্থগণের সহিত এবং আচার্য্য হইয়া শিষ্যের সহিত বিচারদ্বারা প্রতীতি করিয়াছি ও করাইয়াছি যে, সমস্ত বাসনা সমাক্ পরিত্যক্ত হইলে, মনে যে, তুষ্টোস্তাব আ'সে, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আর নাই।

টীকা—“শাস্ত্রম্ অলম্ বিচারিতম্”—অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রগ্রন্থসমূহ সবিশেষ বিচার কবিয়াছি; “মিথঃ চিরম্ উদগ্ৰাহিতম্”—সতীর্থগণের সহিত বাদানুবাদদ্বারা এবং গুরু-শিষ্য সংবাদক্রমে পরস্পরকে বুঝাইয়াছি। এইরূপ করিয়া কি নিশ্চয় হইয়াছে? তত্বে বলিতেছেন—“সন্ত্যক্তবাসনাং মোনাং ঋতে উত্তমং পদম্ ন অস্তি”—কামাদি বসন্ত্যক্তবাসনাসমূহ সমাগ্ররূপে পরিত্যক্ত হইলে মনে যে তুষ্টোস্তাব উপস্থিত হয়, তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পুরুষার্গ আর নাই, এইরূপ নিশ্চয় জন্মিয়াছে। “মোনান্”—[অমোনঞ্চ মোনঞ্চ নিষ্কিণ্ণাণ ব্রাহ্মণঃ বৃহদা উ, ৩।৫।১] ‘গাহাব পব অমোন—আয়ুজ্ঞানরূপ পাণ্ডিত্য ও অনায়াসচিত্তাভিজ্ঞানকর বালা (আয়ুজ্ঞানপ্রভাবে সমস্ত বিবর্তাসক্তির অভিব্যক্তি) নিঃশেষ কবিয়া, ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি কৃতকৃত্য হন তখন তাঁহার মঙ্গল বক্ষমণ বুদ্ধি সমুৎপন্ন হয়’—এস্থলে ‘মোন’ শব্দের অর্থ ‘অনায়াসবুদ্ধিনির্ভাব পথবাসন—কর। তাহা হইলে প্রকৃতস্থলে ‘মোন’ শব্দের অর্থ দ্বৈতবাদজনিত ও চিত্তনিবোধজনিত মঙ্গলবঞ্চন করিয়া মনের অবস্থান। \* ৬৬

\* বামাখ্য টীকাকার এই শ্লোকের অর্থ এইরূপে পবিশুদ্ধ কবিয়াছেন—কিছুকাল ধরিয়া এবং মনন ও নির্দিষ্টবাসনের অনুষ্ঠানদ্বারা বাসনাক্ষয় হইবার পূর্বেই ‘আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি’ এইরূপ ভ্রমবশতঃ যাহাতে সাধনা হইতে নিবৃত্তি না ঘটে, এইজন্য বলিতেছেন—“মিথঃ চিরম্ উদগ্ৰাহিতম্” বিদ্বানদিগের সহিত বাদানুবাদ করিয়া “শাস্ত্র গ্রন্থাদি দৃষ্টান্তে—বিচারসহ করিয়া স্থাপনেব যোগ্য করিয়াছি, অর্থাৎ বিস্তৃত আখ্যাত স্বাক্ষর কবিয়া মঙ্গলশাস্ত্রবহু নির্ণয় করিয়া তাহাতে সকল বিদ্বানের অনুমোদন লাভ করিয়াছি, “মোনান্” ‘বালো’ ও ‘পাণ্ডিত্য’ ‘দ্বন্দ্বারা গৃহীত শ্রবণ ও মননের পরিপাক হইতে উৎপন্ন নিষ্কিণ্ণ অসম্প্রজাত সমাদি বসন্ত্যক্ত পদার্থ হইতে না আসিলে “পরম্ পদম্”—‘ব্রাহ্মণ’ নামক পবিনিষ্ঠিত তত্ত্বজ্ঞান হয় না—ইহাও নির্ণয় কবিয়াছি। এই অর্থের প্রতিপত্তি—বৃহদা উ, ৩।৫।১ ‘সেইহেতু ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যক্তি এমনও পাণ্ডিত্য (আয়ুজ্ঞান) সমাগ্ররূপে অবগত হইয়া বালো’ বালকের স্থায় নিরভিমান সরলতাদিগ্ৰহণ অথবা জ্ঞানবল, অবগতহইলে অবস্থান করিবে; তাহার পর বালো ও পাণ্ডিত্য সমাপ্ত করিয়া মুনি মননশীল হইবে। শেষে অমোন ও মোন উভয়ই পরিসমাপ্ত করিয়া ব্রহ্মে তত্ত্বময় হইবে। (ই ৪।৪।২৩—‘ব্রাহ্মণস্ত’ ইতি—ব্রহ্মবিৎ পুরুষের উক্তপ্রকার মহিমা বা সম্পৎ ‘নিষ্ঠা’—‘উদয়াস্তবর্জিত’)।

চিত্ত এইরূপে বৃত্তিহীন হইলে প্রারককৰ্ম্মবশতঃ তাহাতে যদি বিক্ষেপ উঠে, তাহা হইলে সেই বিক্ষেপের নিবৃত্তির উপায় কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

( চ ) বৃত্তিহীন চিত্তে  
অকস্মাৎ উদ্ভিত বিক্ষেপের  
নিবৃত্তির উপায়।

বিক্ষিপ্যতে কদাচিদ্বীঃ কৰ্ম্মণা ভোগদায়িনা।

পুনঃ সমাহিতা সা স্মাৎ তদৈবাভ্যাসপাটবাৎ ॥ ৬৭

অর্থ—ভোগদায়িনা কৰ্ম্মণা ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে, তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ পুনঃ সমাহিতা স্মাৎ।

অনুবাদ—যদি ভোগপ্রদ প্রারকের বশে, বুদ্ধি কখনও বিক্ষেপপ্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ অভ্যাসনিপুণতা প্রয়োগ করিলে, বুদ্ধি আবার একাগ্র হইবে।

টীকা—“ভোগদায়িনা কৰ্ম্মণা”—ভোগব্যতিরেকে প্রারককৰ্ম্মের ক্ষয় নাই, এইহেতু “ধীঃ কদাচিৎ বিক্ষিপ্যতে” যদি বুদ্ধি কখনও বিক্ষিপ্ত হয়, “তদা এব সা অভ্যাসপাটবাৎ”—অভ্যাসে দৃঢ়তাবল্লভ কবিলে তখনই, “পুনঃ সমাহিতা স্মাৎ”—আবার কামাদিবৃত্তিরহিত হইবে। ৬৭

যিনি সদাই চিত্তবিক্ষেপরহিত, তাহাকে যে ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলা হয়, তাহা উপচারক্রমেই বলা হইয়া থাকে,—এই কথাই বলিতেছেন:—

( চ ) অবিক্ষিপ্তচিত্ত পুরুষ  
ব্রহ্মরূপ।

বিক্ষেপো যস্য নাস্ত্যস্ম্য ব্রহ্মবিভূঃ ন মন্যতে।

ব্রহ্মৈবায়মিতি প্রাহুর্নয়ঃ পারদর্শিনঃ ॥ ৬৮

অর্থ—যস্য বিক্ষেপঃ ন অস্মি অশ্রু ব্রহ্মবিভূঃ ন মন্যতে, পারদর্শিনঃ মুনয়ঃ ‘অন্য ব্রহ্ম এব’ ইতি প্রাহুঃ।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার অন্তঃকরণে বিক্ষেপ নাই, এইরূপ পুরুষকে বেদান্তবিং মুনিগণ ‘ব্রহ্মবিৎ’ বলিয়া মানেন না; তাঁহারা তাঁহাকে ‘ইনি স্বয়ং ব্রহ্ম’ এইরূপ বলিয়া থাকেন। [ “পারদর্শিনঃ”—বেদান্তকুশল পণ্ডিতগণ। ] ৬৮

এই কথাব সমর্থনে বশিষ্ঠ-বাক্য উদ্ধৃত করিতেছেন:—

( জ ) উক্ত বিষয়ে  
বশিষ্ঠরামায়ণ-বচন  
প্রমাণ।

দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ।

যন্তিষ্ঠতি স তু ব্রহ্মন্ ব্রহ্ম ন ব্রহ্মবিৎ স্বয়ম্ ॥ ৬৯

অর্থ—যঃ দর্শনাদর্শনে হিত্বা স্বয়ং কেবলরূপতঃ তিষ্ঠতি, স তু ব্রহ্মন্ স্বয়ম্ ব্রহ্ম, ন ব্রহ্মবিৎ। ( মুক্তিকোপনিষৎ ২।৬৪ )\*

অনুবাদ—যিনি জ্ঞান ও অজ্ঞান এই উভয়কেই পরিত্যাগ করিয়া কেবল চৈতন্যস্বরূপে অবস্থিত হন, হে ব্রহ্মন্! তিনি নিজেই ব্রহ্ম, তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞ বলা যায় না।

\* বশিষ্ঠ রামায়ণে এই বচনের মূলের সন্ধান পাই নাই।

টাকা—যে পুরুষ ‘আমি ব্রহ্মকে জানি’ এবং ‘আমি ব্রহ্মকে জানি না’ এই উভয়প্রকার ব্যবহার পৰিত্যাগ করিয়া স্বয়ং অদ্বিতীয় চৈতন্যমাত্ররূপে অবস্থিত, তিনি নিজেই ব্রহ্ম হইয়াছেন; তাঁহাকে ‘ব্রহ্মবিৎ’ অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞ বলা চলে না—ইহাই অর্থ। ৬৯

সমস্ত দ্বৈতবিচারের উপসংহার করিতেছেন :—

জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ ।

(৪) পদকগুন সহিত  
দ্বৈতবিবেকের সমাপ্তি।

লভ্যতেহসাবতোহব্রেন্দমীশদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্ ॥ ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকঃ সমাপ্তঃ ।

অর্থ—অসৌ জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা, জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ লভ্যতে; অতঃ অত্র ইদম্ দ্বৈতদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্ ।

অনুবাদ—জীবমুখ্য মনোময় দ্বৈতপ্রপঞ্চকে অন্তঃকরণ হইতে পরিত্যাগ করিতে পাবিলে, জীবমুক্তির পর্যাবসানরূপ পূর্বোক্ত প্রকার অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়; এই কারণে ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা তাহাকে পৃথক্ করা হইল ।

টাকা—“অসৌ”—পূর্বোক্ত প্রকার; “জীবমুক্তেঃ পরাকাষ্ঠা” বাহ্য অপেক্ষা উৎকৃষ্ট অবস্থা আব নাহি, জীবমুক্তির সেই চরম অবস্থা, “জীবদ্বৈতবিবর্জনাৎ লভ্যতে”—মনোময় প্রপঞ্চরূপ জীবমুখ্য দ্বৈতের পরিত্যাগদ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায়; “অতঃ অত্র ইদম্ দ্বৈতদ্বৈতাদ্বিবেচিতম্”—এই কাৰণে এই জীব-রচিত জগৎ ঈশ্বর-রচিত জগৎ হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্ করণা প্রদর্শিত হইল । ৭০

ইতি দ্বৈতবিবেকব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।



# পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

## টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমঃ শ্রীভারতীতীর্থ বিজ্ঞানগামুনীধরো ।

মহাবাক্যবিবেকস্ত কুর্সে ব্যাখ্যাং সমাসতঃ ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ 'ও শ্রীমদ্বিজ্ঞানগা এই ছই মুনীধরকে প্রণাম করিয়া 'পঞ্চদশী'র পঞ্চম প্রকরণ 'মহাবাক্যবিবেক'র সংক্ষেপে ব্যাখ্যা করিতেছি ।

ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান মুমুক্শুগণের মোক্ষের সাধন । সেই জ্ঞানের সিদ্ধি চর চারি বেদের যে চারিটি প্রসিদ্ধ মহাবাক্য আছে, তাহাদের অর্থ যথাক্রমে নিরূপণ করিবার জন্য পবন রূপালু আচাৰ্য্য প্রথমে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম”—প্রজ্ঞানই ইহতেছে ব্রহ্ম, এই মহাবাক্যের অন্তর্গত “প্রজ্ঞান” শব্দের অর্থ কবিতোছেন :—

ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয়োপনিষদগত “প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। “প্রজ্ঞানম্” পদের অর্থ ।

যেনেক্ষতে শৃণোতীদং জিহ্বতি ব্যাকরোতি চ ।

স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি তৎ প্রজ্ঞানমুদীরিতম্ ॥ ১

অথ যেন ইদম্ (দৃশ্যম্) দ্বিক্ষতে, যেন (শব্দম্) শৃণোতি, যেন (গন্ধম্) জিহ্বতি, যেন (বাক্যম্) ব্যাকরোতি, যেন স্বাদ্বস্বাদু বিজানাতি চ, তৎ প্রজ্ঞানম্ উদীরিতম্ ।

অনুবাদ—যে চৈতন্যজ্যোতির্দ্বারা পদার্থের রূপের দর্শন, শব্দের শ্রবণ, গন্ধের আভ্রাণ, বাক্যের কথন, নিষ্পন্ন হয় এবং সুস্বাদু-অস্বাদু রসের বিজ্ঞান জন্মে, সেই বৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত চৈতন্য (বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্য) ‘প্রজ্ঞান’ শব্দের বাচ্য অর্থ ।

টীকা—“যেন”-চক্ষুর দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহার উপাধি, এইরূপ যাহাব দ্বাৰা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, “ইদম্”—এই দর্শনযোগ্য রূপাদিকে, “দ্বিক্ষতে”—(দেহেন্দ্রিয়ের সজ্জাতরূপ) পুরুষ দেখেন, সেইপ্রকার “ইদম্ শৃণোতি”—শ্রোত্রেন্দ্রিয়ের দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহার উপাধি এইরূপ যাহার দ্বারা অর্থাৎ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, এই শব্দসমূহকে শ্রবণ করেন, সেইরূপ “ইদম্ জিহ্বতি”—গ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহার উপাধি, এইরূপ যে সাক্ষিচৈতন্যদ্বারা, (এই গন্ধসমূহ) আভ্রাণ করেন, “যেন (বাক্যম্) : ব্যাকরোতি চ”—বাগেন্দ্রিয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্যদ্বারা, পুরুষ শব্দসমূহ উচ্চারণ করেন, “যেন

“স্বাদ্বাদ্ বিজানাতি”—রসেন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত অন্তঃকরণবৃত্তিরূপ যে উপাদি সেই উপাধিযুক্ত যে সাক্ষী-চৈতন্যদ্বারা পুরুষ স্বাহ ও অস্বাহ এই দুইপ্রকার রস অনুভব করেন; “চ” শব্দদ্বারা অপবাপব অমূল্লিখিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বৃত্তিতে হইবে; তাহা হইলে সেই উক্ত অমূল্ল সকল প্রকার ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণবৃত্তিদ্বারা উপলক্ষিত যে (কূটস্থ) চৈতন্য, “তং প্রজ্ঞানম্ উদ্বাধিতম্”—তাহাই এই ‘প্রজ্ঞান’ শব্দদ্বারা কথিত হয়, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারা [ “যেন বা রূপং পশ্যতি, যেন বা শব্দং শৃণোতি, যেন বা গন্ধান্ আজিঘ্রতি, যেন বাচং ব্যাকরোতি, যেন বা স্বাহ চাষাহ চ বিজানাতি।” “যদেতচ্চিদং মনৈশ্চৈতং। সংজ্ঞানমাজ্ঞানং বিজ্ঞানং প্রজ্ঞানং মেবা দৃষ্টিবৃত্তিস্থিত্বিনিযা জুতিঃ স্মৃতিঃ সঙ্কল্পঃ ক্রতুরসুঃ কামো বশ ইতি, সন্ধাণো-বৈতান প্রজ্ঞানন্ত নামধেয়ান ভবন্তি”—ঐতরেয় উ, ৩।১-২ ]—(‘আত্মোপাসনাতঃপর মুমুক্শু ব্রাহ্মণগণ বিচাবপূর্যক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন যে,—আমরা যে-আত্মা উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি, এবং বেদে যে চক্ষুঃপ্রভৃতি করণরূপে এবং সেই সেই অনুভবে বক্তাক্রমে যে দুইটি আত্মার কথা শুনা যায়, তন্মধ্যে ] সেই আত্মাটি কে?—উত্তর - ) যে আত্মা চক্ষুরূপে রূপ দর্শন করিয়া থাকে, শ্রাবণরূপে গন্ধ গ্রহণ করিয়া থাকে, বাগিন্দ্রিয়রূপে শব্দোচ্চারণ করিয়া থাকে এবং জিহ্বারূপে স্বাহ ও অস্বাহ বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে। এই যে, সদয়, মন ও ইহারই নাম অর্থাৎ একই অন্তঃকরণের দুইটি নাম ভেদমাত্র। সংজ্ঞান—চৈতন্যের অর্থাৎ যে বৃত্তির প্রভাবে প্রাণিগণ চৈতন্য বলিয়া পরিচিত হয়, সেই বৃত্তি; আজ্ঞান—আজ্ঞা—প্রভাব, বিজ্ঞান—নৃত্যগীতাদি চতুষ্টিকলাবিষয়ক জ্ঞান, প্রজ্ঞান—প্রতিভা, মেধা—গ্রন্থার্থধারণক্ষমতা, দৃষ্টি—ইন্দ্রিয়জ বিষয়োপলব্ধি; স্মৃতি—ধারণ, শরীবাদি অবসাদ-নিবারণ উত্তম, মতি—মনন কর্তব্যচিন্তা, মনীষা—কর্তব্যচিন্তায় নিজে স্বাধীনতা, জুতি—যোগাভিজনিত জ্ঞাং, স্মৃতি—স্মরণ, সঙ্কল্প—শ্বেতপীতাদিবিষয়ক বিতর্ক, ক্রতু—অপ্যবসায় বা নিশ্চয়বাক্য জ্ঞান, অসু—স্বাসপ্রশ্বাসাদিনির্বিহক প্রাণবৃত্তি, কাম—তৃষ্ণা, বশ—মনোজ বস্তুব পশাদিপাশনা—এই সমস্তই অন্তঃকরণের বৃত্তি এবং এই সমস্তই প্রজ্ঞানের অর্থাৎ প্রকৃষ্টজ্ঞানমাত্র। চৈতন্যরূপ উপলক্ষার নামধেয় অর্থাৎ সেই সেই বৃত্তিরূপ উপাধিবিশিষ্টতাদ্বারা উপচারক্রমে প্রজ্ঞান নাম’—এই সকল অবাস্তব বাক্যদ্বারা (মহাবাক্য ভিন্ন আত্মার স্বরূপবোধক বাক্য সমূহের) সকল ইন্দ্রিয় এবং তাহাদের বৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ স্বপ্রকাশস্বরূপ এবং সর্বসাক্ষী এবং সকলবৃত্তিতে অমূগত, অদ্বিতীয় আত্মার শোধন সংক্ষেপে প্রদর্শন করা হইল। এই অবাস্তব বাক্যসমূহের অর্থ প্রথম শ্লোকে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইয়াছে। ১

২। “ব্রহ্ম” পদের অর্থ এবং উভয়ের একতারূপ বাক্যার্থ।

এইরূপে ‘প্রজ্ঞান’ শব্দের অর্থ নির্ণয় করিয়া ‘ব্রহ্ম’ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

চতুর্নুখেন্দ্রেদেবেষু মনুষ্যাংগবাদিষু।

চৈতন্যমেকং ব্রহ্মাতঃ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম ময্যাপি ॥ ২

অর্থ—চতুর্নুখেন্দ্রেদেবেষু মনুষ্যাংগবাদিষু (যং) একম্ চৈতন্যম্ (তং) ব্রহ্ম; অতঃ

ময়ি অপি (স্থিতম্) প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম (এব)।

অমুবাদ—ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদিদেবতারূপ পুণ্যাধিক জীব, মনুষ্যাদি সমপুণাপাপ জীব এবং অশ্বগবাদি পাপাধিকজীব সর্বত্রই যিনি একমাত্র চৈতন্যরূপে অবস্থান করেন, তিনিই ব্রহ্ম—সুতরাং আমাতে অধিষ্ঠিত চৈতন্যময় প্রজ্ঞানও পরব্রহ্ম।

টীকা—“চতুষ্প্রপেদদেবেষু”—ব্রহ্মা, ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণ বাহাবা পাপাপেক্ষা পুণ্যে অধিকাবশতঃ উত্তম দেহধারী, তাঁহাদিগের মধ্যে, “মনুষ্যাশ্বগবাদিষু”-বাহাদের মধ্যে পুণ্যে পাপ প্রায় তুল্যাপরিমাণ, সেইরূপ মধ্যমদেহধারী মনুষ্যগণমধ্যে এবং বাহাদের মধ্যে পুণ্যাপেক্ষা পাপ অধিক, সেইরূপ অশ্ব, গো প্রভৃতি অধমদেহধারী ত্রিষ্যক্গণের মধ্যে এবং আকাশাদি ভূতসমূহে, “বৎ একম্ চৈতন্যম্”—জগতের জন্ম, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত যে এক চৈতন্য রহিয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম—ইহাই তাৎপৰ্য্য। এই শ্লোকদ্বারা ঐতরেয়ব্যাংয়ের অন্তর্গত দ্বিতীয়ব্যাংয়ের ষষ্ঠাধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের পঞ্চবিংশ কণ্ডিকার—নিম্নলিখিত অংশের অর্থ প্রদর্শিত হইয়াছে :—[এষ ব্রহ্মেয ইন্দ্র এষ প্রজাপতিরিতে সর্পে দেবা ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবীবাযুর্আকাশাপো জ্যোতীঃষীতোতানীমানি চ ক্ষুদ্রমিশ্রাণি ব্রজানীতবাণি চেতরাণি চাণ্ডজানি চ জারজানি চ শ্বেদজানি চৌদ্ভিজ্জানি চান্ধা গাবঃ পুরুষা হস্তিনো বৎকিঞ্চিদ, প্রাণিজঙ্গমং চ পতত্রি চ নচ্চ স্থাবরং সর্বং তৎ প্রজ্ঞানেত্রমিতি প্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিতং প্রজ্ঞানেত্র লোকঃ প্রজ্ঞাপ্রতিষ্ঠা ইতি।]—ইনিই হইতেছেন ব্রহ্মা অর্থাৎ শাস্ত্রপসিদ্ধ হিরণ্যগর্ভরূপ প্রথম শরীরী; ইনিই ইন্দ্র দেবরাজ; ইনিই প্রজাপতি—ইন্দ্রিয় ও ইন্দ্রিয়াভিমাত্রী দেবতাস্বয়ং বিবাহদেহ; ইনিই অগ্নিবাবুদি সমস্ত দেবতা, ইনিই এই পঞ্চমহাভূত—পৃথিবী, বায়ু, আকাশ, জল ও তেজঃ এবং পঞ্চভূতকাৰ্য্য (মশক-পিপীলিকাদি) ক্ষুদ্রদেহে সহিত (মনুষ্যাদি) জীবদেহ বাহা সজাতীয় দেহান্তবোৎপাদনৈব কাবণ ইতিবা থাকে, আরও এই এইরূপ পরম্পর বিলক্ষণ বহুভেদযুক্ত নথ্য—(পক্ষিসর্পাদিরূপ) অণ্ডজ; (গো-মনুষ্যাদিরূপ) জরায়ুজ; (ক্রিমি-দংশাদিরূপ) শ্বেদজ; (তরুগুণাদিরূপ) উদ্ভিজ্জ; জরায়ুজ নথ্য—গো মনুষ্য হস্তী—ইত্যাদি, এবং উক্ত অন্তর্গত যে কোনও প্রাণী চরণযোগে চলনশীল, আকাশে উৎপতনশীল কিম্বা অচল, এই সমস্তই “প্রজ্ঞানেত্র” জগতের উৎপত্তিস্থিতিলয়কারণ ব্রহ্মদ্বারা প্রবর্তিত অর্থাৎ এই সমস্তের সমষ্টি-রূপ জগৎ নিরুপাধিক চৈতন্যে, (রজ্জুতে সর্পের স্থায়) আরোপিত। ব্রহ্মই সমস্ত জগতের উৎপত্তিহেতু, সকল প্রাণীর সমষ্টির “নেত্র” বা ব্যবহারকারণ হইতেছেন; এই চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই জগতের স্থিতির হেতু। চৈতন্যরূপ ব্রহ্মই এই জগতের লয়স্থান বা পধ্যবসানভূমি অর্থাৎ অবশেষবস্থা। সেইহেতু প্রতাগায়াই (জীবায়াই) ব্রহ্ম—ইহাই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। এইরূপে ‘প্রজ্ঞান’ ও ‘ব্রহ্ম’ দুই পদের অর্থ বলিয়া পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—“অতঃ ময়ি অপি স্থিতম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম এব”-যেহেতু সমস্ত দেবতা, মনুষ্য, পশু, আকাশাদিতে অবস্থিত প্রজ্ঞান হইতেছেন ব্রহ্ম, সেইহেতু আমাতে অবস্থিত প্রজ্ঞানও হইতেছেন ব্রহ্ম; কেননা, প্রজ্ঞানে প্রজ্ঞানে কোনও ভেদ নাই, ইহাই অতিপ্রায়। ২

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই মহাবাক্যের অর্থ ১২২

যজুর্বেদের বৃহদারণ্যকোপনিষদগত “অহং ব্রহ্মাস্মি” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। অহম্ পদের অর্থ।

এইরূপে ঋগ্বেদের শাখাবস্থিত মহাবাক্যের অর্থ নিকপণ করিয়া, যজুর্বেদশাখা-সমূহেব অন্তর্গত বৃহদারণ্যকোপনিষদগত ( ১৪।১০ )—[ ব্রহ্ম বা ইদমগ্র আসীত্তদাত্মান-মেবাবেৎ “অহং ব্রহ্মাস্মিতি”, তস্মাত্তৎসকমভবৎ, তদযো যো দেবানাং প্রত্যবুধ্যাত, স এব তদভবৎ তথর্থাণাং তথা মনুষ্যাণাং তদ্বৈতং পশুমৃবিবীমদেবঃ প্রাপ্তিপেদেহং মনুরভবৎ সূর্য্যশ্চেতি । তদিদমপ্যেতর্হি য এবং বেদাহং ব্রহ্মাস্মিতি, স ইদং সর্গং ভবতি, তস্মাৎ হ ন দেবাশ্চ নাতুত্যাঙ্গীশতে । আত্মা হেবাং স ভবতি । অথ যোহত্মাং দেবতা-মুপাস্তেহত্মোসাবত্মোহহমস্মিতি, ন স বেদ ; যথা পশুরেব স দেবানাম্ । যথা হ বৈ বহবঃ পশবো মনুষ্যাং ভুঞ্জুরেবমেকৈকঃ পুরুষো দেবান্ ভুনক্ত্যেকস্মিন্নেব পশাবাদীয়মানেহপ্রিয়ং ভবতি বিস্মৃ বহুশ্চ, তস্মাদেবাং তন্ন প্রিয়ং, যদেতন্মনুষ্যা বিদ্যাঃ ]—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ ছিল; তিনি ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মাকেই জানিয়াছিলেন। দেবতাগণ, ঋষি-গণ, ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে ( ব্রহ্মকে ) বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন। বামদেব ঋষি সেই এই ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বুঝিয়াছিলেন ‘আমিই মনু ও সূর্য্য হইয়াছিলাম’। বর্তমান সময়েও যিনি এইপ্রকার বুঝিতে পারেন ‘আমিই হইতেছি ব্রহ্মস্বরূপ’ তিনিও এই সর্বাঙ্গতাব প্রাপ্ত হন; দেবগণও তাঁহাব অনিষ্ট-সাধনে সমর্থ হন না; কারণ, তিনি এ সমস্তেরই আত্মা হন; পক্ষান্তরে যে লোক ইহাকে তাপ করিয়া অগ্র দেবতার উপাসনা করে—‘আমি ( উপাসক ) অগ্র এবং ইনি ( উপাস্ত ) অগ্র’—এইরূপ ভেদদৃষ্টিতে অপর দেবতার উপাসনা করে, প্রকৃতপক্ষে সে লোক ব্রহ্মকে গণে না। মনুষ্যগণের নিকট যেমন পশু, তিনিও দেবগণের নিকট তদ্রূপ, অর্থাৎ পশুর তায় দেবগণের উপভোগ্য হন। বহু পশু বেক্রপ মনুষ্যকে ভোগ করে অর্থাৎ মনুষ্যের ভোগসাধন করে, যেমন সেই ভেদদর্শী এক একটি লোকও দেবগণের উপভোগ্য হইয়া থাকে; একটি পশুও অগ্বে লইলে বা হস্তচ্যুত হইলে যখন চঃপ উপস্থিত হয়, তখন বহু পশু ঐরূপ হইলে ত’ কথাই নাই; এই কারণেই দেবতাদিগের তাহা প্রিয় নয়, যে মনুষ্যগণ ব্রহ্মতত্ত্ব অবগত হন।—এই কণ্ডিকার অন্তর্গত “অহং ব্রহ্মাস্মি”—আমি হইতেছি ব্রহ্ম—এই মহাবাক্যের অর্থ পাবলুট করিবার নিমিত্ত “অহম্” শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

পরিপূর্ণঃ পরাত্মাস্মিন্ দেহে বিভ্রাধিকারিণি ।

বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা ক্ষুরন্নহমিতীর্য্যতে ॥ ৩

অর্থ—পরিপূর্ণঃ পরাত্মা অস্মিন্ বিভ্রাধিকারিণি দেহে বুদ্ধেঃ সাক্ষিতয়া স্থিত্বা ক্ষুরন্ অহম্ ইতি জ্ঞাযতে ।

অনুবাদ—স্বভাবতঃ পরিপূর্ণ ( অখণ্ড ) পরমাত্মা, এই মায়িক সংসারমধ্যে শম-দমাদি সাধনদ্বারা বিভ্রাস্পাদনযোগ্য পাক্ভৌতিক শরীরে জ্ঞানের অধিকারী

বুদ্ধির সাক্ষিক্রমে অবস্থিত হইয়া প্রকাশমান রহিয়াছেন। ‘অহং’ শব্দের দ্বাৰা তিনিই সূচিত হন।

টীকা—“পরিপূর্ণঃ পরাত্মা”—দেশকাল ও বস্তুদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মা; “অস্মি”—এই মায়াবলিত জগতে, “বিশ্বাধিকারিণি দেহে”—শম-দমাদিসাধনযুক্ত হইয়া ব্রহ্মবিশ্বাসম্পদেব যোগ্য প্রবণাদি-অনুষ্ঠানসম্পন্ন এই মনুষ্যাদি শরীরে অর্থাৎ মনুষ্য ও ইন্দ্রিয়াদি দেবশরীরে, “বৃদ্ধে” বুদ্ধির দ্বারা উপলব্ধিত বা সূচিত হুস্ত শরীরের, “সাক্ষিতয়া হিতা”—নির্বিকার অবভাসক-রূপে থাকিয়া, “স্মরন”—প্রকাশমান; তিনিই “অহম্ ইতি জ্ঞাতো”—লক্ষণাবৃত্তিৎ দ্বারা ‘অহম্’ এই পদের বাচ্য হন। ৩

২। ‘ব্রহ্ম’পদের অর্থ এবং ‘অস্মি’পদের অর্থের দ্বারা ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ উভয়েব একতারূপ বাক্যার্থ।

ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মাত্ত ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ ।

অস্মাত্তৈক্যপরামর্শস্তেন ব্রহ্ম ভবাম্যহম্ ॥ ৪

অর্থ—স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা অত্র ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ; অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ; তেন অহম্ ব্রহ্ম ভবামি।

অনুবাদ—যিনি স্বভাবতঃ পূর্ণপরমাত্মা, তিনিই এস্থলে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা বর্ণিত হইয়াছেন। ‘অস্মি’ এই পদ অহং-শব্দবাচ্যচৈতন্যের এবং ব্রহ্মচৈতন্যের একতা প্রতিপাদন করিতেছে। জীবচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্য এই উভয়ের একতা নিশ্চিত হইলে মুক্তপুরুষের ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ ব্যবহার সিদ্ধ হয়।

টীকা—“স্বতঃ পূর্ণঃ পরাত্মা”—স্বভাবতঃ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন যে পরমাত্মা তৃতীয় শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছেন তিনি, “অত্র”—এই ‘অহম্ ব্রহ্মাস্মি’রূপ মহাবাক্যে “ব্রহ্মশব্দেন বর্ণিতঃ”—‘ব্রহ্ম’ এই পদদ্বারা লক্ষণাবৃত্তিযোগে সূচিত হইয়াছেন, ইহাই অর্থ। “অস্মি ইতি ঐক্যপরামর্শঃ”—মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘অস্মি’ এই পদ, ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদের সামান্যাদিকরণ্যদ্বারা জীবব্রহ্মের যে একতা পাওয়া যায়, তাহাই স্মরণ করাইতেছে। তাৎপৰ্য্য এই—যাহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত নহে এইরূপ দুইপদ ভিন্নার্থবোধক হইয়া সমান বিভক্তির বলে একই অর্থ বুঝাইতে সমর্থ হইলে, সেই সম্বন্ধকে সামান্যাদিকরণ্য কহে। “অহম্ ব্রহ্মাস্মি” এই বাক্যে ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই শব্দ যথাক্রমে আত্মা ও ব্রহ্মরূপ অর্থ বুঝাইতেছে, এইহেতু এই দুই শব্দ ভিন্ন অর্থযুক্ত অপৰ্য্যায় শব্দ; কিন্তু উভয়পদ সমান অর্থাৎ প্রথমা বিভক্তিযুক্ত হওয়াতে একই বিভক্তির বলে, উক্ত দুই পদের অর্থও একরসতারূপ একই অর্থে লক্ষণারূপ-সম্বন্ধদ্বারা সম্বন্ধ হইয়াছে। তাহাই সামান্যাদিকরণ্যসম্বন্ধ। তদ্ব্যবহি ব্রহ্ম ও আত্মার একতা সিদ্ধ হইল। উক্ত বাক্যের অন্তর্গত ‘অস্মি’ পদ কেবল উক্ত একতারই স্মারক :

‘অহ্ম’পদের অর্থ কোনও অর্থ নাই। উক্ত সমগ্র বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—“‘তেন অহ্ম  
এবং ‘ভবামি’”---সেইহেতু আমি হইতেছি ব্রহ্ম। ৪

সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে “তত্ত্বমসি” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। ‘তৎ’পদের অর্থ।

এক্ষণে, সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্যোপনিষদে “তৎ-অহ্ম-অসি” ‘সেই হইতেছে তুমি’  
এবং ‘তুমি হইতেছ সেই’ (ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে ঋষি উদ্দালক, পুত্র স্বেতকেতুকে  
এই মহাবাক্য উপদেশ করিয়াছেন, বর্ণিত আছে।) (‘গ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) এই মহাবাক্যের অর্থ  
প্রকাশ করিবাব জন্য উক্ত ‘তৎ’ অর্থাৎ ‘সেই’পদের লক্ষ্যার্থ, যাহা লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বা সেই পদের  
ব্যাক্যার্থের সহিত সম্বন্ধ-বিশেষদ্বারা নির্ণয় করিয়া বুঝিতে হয়,—তাহাই বলিতেছেন :—

একমেবাদ্বিতীয়ং সৎ নামরূপবিবর্জিতম্।

সৃষ্টেঃ পুরাধুনা প্যস্ম্য তাদৃক্ভবং তদিত্যর্থাৎ ॥ ৫

অর্থ—সৃষ্টেঃ পুরা একম্ এবং অদ্বিতীয়ম্ নামরূপবিবর্জিতম্ সৎ (আসীৎ), অস্ম  
ধুনা অপি তাদৃক্ভবং ‘তৎ’ ইতি দ্বিত্যর্থাৎ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে এক অদ্বিতীয় নামরূপরহিত যে সৎ (ব্রহ্ম)  
ছিল, সেই সৎ ব্রহ্ম এক্ষণে অর্থাৎ নামরূপাত্মক সৃষ্টির পরেও যে ঠিক  
সেই অবস্থায় রহিয়াছেন তাহাই—“তৎ” বা ‘সেই’ পদদ্বারা কথিত হইতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদম্ অগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ. ৩।১]—‘হে  
সোম্য, এই জগৎ অগ্রে একই অদ্বিতীয়রূপ সদস্তুই ছিল’—এই ঋতিবাক্যদ্বারা সৃষ্টির  
পূর্বে স্বগতাদিভেদশূন্য ও নামরূপরহিত যে সদস্তু প্রতীপাদিত হইয়াছে, সেই সদস্তু এক্ষণে  
দ্বারা সৃষ্টির পরেও, বিচারদৃষ্টিপূর্বক দেখিলে সেই অবস্থাতেই অর্থাৎ স্বগতাদিভেদরহিত  
নামরূপ বিবর্জিতাবস্থাতেই রহিয়াছেন; তাহার সেই অবস্থাই ‘তৎ’ বা ‘সেই’ এই পদের  
লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা (‘গ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে; ইহাই অর্থ। ৫

২। ‘অহ্ম’পদের অর্থ; ‘অসি’পদের অর্থদ্বারা একতারূপ বাক্যার্থ।

এক্ষণে অহ্ম পদের লক্ষ্যার্থ বলিতেছেন :—

শ্রোতুর্দেহেন্দ্রিয়াতীতং বস্তুত্বং তৎপদেরিতম্।

একতা গ্রাহ্যতেহসীত্যতদৈক্যমনুভূয়তাম্ ॥ ৬

অর্থ—শ্রোতুঃ দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তুত্বং অত্র ‘তৎ’-পদেরিতম্। ‘অসি’ ইতি একতা  
গ্রাহ্যতে, তদৈক্যম্ অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—শ্রোতার দেহ ও ইন্দ্রিয়ের অতীত যে বস্তু অর্থাৎ সঙ্গ্রহ  
মায়া, তিনিই এইস্থলে ‘অহ্ম’ পদদ্বারা সূচিত হইয়াছেন। ‘অসি’—হইতেছে—

এই পদদ্বারা একতা বুঝান হইতেছে। এইহেতু ‘তৎ’ ও ‘ঐম্’ পদের একতা অনুভব করিতে হইবে।

টীকা—“শ্রোতুঃ”—শ্রবণাদির অনুষ্ঠানদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ নিশ্চয় করিতে যিনি প্রবৃত্ত, তাহার, “দেহেন্দ্রিয়াতীতম্ বস্তু”—দেহের এবং ইন্দ্রিয়ের অতীত অর্থাৎ দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা উপলব্ধিত, স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সাক্ষী বলিয়া, যিনি তাহা হইতে বিলক্ষণ বা পৃথক্, সেই সদ্বস্তুই, “ঐম্-পদেরিতম্”—মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘ঐম্’ পদের লক্ষণার্থরূপে লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা সূচিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। যতপি উপাধিব ভেদবশতঃ আবোপ-দশাদ, আভাসবাদী (পৃ ২০৮ দ্রষ্টব্য) প্রভৃতি মতে, জীবসাক্ষী নানা বা অনেক, এবং সেইহেতু ‘ইম্’ বলিলে প্রত্যেক সজ্জাতকে বা দেহত্রয়ের সমষ্টিকে বুঝায়, তথাপি যিনি অধিকারী, তিনিই মহাবাক্যের অর্থোপলব্ধিবিশয়ে উপযোগী, বাক্যগত পদেব অর্থ জানিতে আগ্রহ করিয়া থাকেন, অন্য করে না। এই কারণে এখানে শ্রোতাবই দেহত্রয়সমষ্টি হইতে পৃথক্ সাক্ষীকেই ‘ঐম্’ পদের অর্থরূপে বুঝাইতেছেন।

এই অধ্যায়ের তৃতীয় শ্লোকোক্ত, যজুর্বেদগত “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যগত ‘অহম্’ পদের অর্থও এইরূপেই বুঝিতে হইবে।

“তত্ত্বমসি” মহাবাক্যে যে “অসি” (হও) এই পদ রহিয়াছে, তাহার দ্বারা “তৎ” ও “ঐম্” এই দুই পদের অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মা এই দুই অর্থের যে একতা—সামান্যবিশেষণাবলে অর্থাৎ সমানবিশিষ্টভূক্ত বলিয়া একই অর্থে তাৎপর্য্য, সিদ্ধ হইল, তাহারই অনুবাদ-নাত্র করিয়া, শিষ্যের বুদ্ধিগম্য করান হইতেছে—এই কথাই বলিতেছেন—“অসি ইতি একতা গ্রাহ্যতে”—‘হও’ এই পদদ্বারা উভয় পদের একতা বুঝান হইতেছে। এইরূপ নিরূপণ দ্বারা যে বাক্যার্থ সিদ্ধ হইল, “তৎ ঐক্যম্ অনুভূয়তাম্”—তাহাই অর্থাৎ ‘তৎ’ ও ‘ঐম্’ এই পদদ্বয়ের ‘ব্রহ্ম ও আত্মা’-রূপ অর্থের সেই প্রমাণসিদ্ধ একতা অনুভবের বিষয় করণ, ইহাই অর্থ। কেহ কেহ বলেন ‘অসি’ এই পদ লক্ষণাশক্তির দ্বারা ব্রহ্মকেই বুঝাইতেছে—অর্থাৎ তাহাদের মতে ‘তৎ’—ঈশ্বর; ‘ঐম্’—জীব, এবং ‘অসি’ও লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ‘ব্রহ্ম’; এইরূপ অর্থ সর্বথা ব্যাকরণ-শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং গ্রহণের অযোগ্য। ৬

অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ

১। ‘অয়ম্’ ও ‘আত্মা’ এই পদদ্বয়ের অর্থ।

গ্রন্থকার এক্ষণে ক্রমপ্রাপ্ত অথর্ববেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ ব্যাখ্যা করিতে অভিলাষী হইয়াছেন। উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয় মন্ত্রটি এই—[ সর্বং হেতদ্ ব্রহ্ম, অয়মাত্মা ব্রহ্ম, সোহয়মাত্মা চতুষ্পাং ] আচার্য্যপাদ শঙ্কর উপনিষদ্যযো ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ অর্থাৎ প্রথম মন্ত্রে যে জগৎকে ঐকারাত্মক বলা হইয়াছে এই জগৎ সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ। সেই ব্রহ্মকে সেখানে এবং এই মন্ত্রে, প্রথমে পরোক্ষভাবে নির্দেশ করা হইল; এক্ষণে আবার সাক্ষাৎসম্বন্ধে বিশেষ ক্রিয়া নির্দেশ

অধ্বর্ষবেদের অন্তর্গত মাণ্ডুক্যোপনিষদগত “অয়মাত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্যের অর্থ ২০৩

ক. বলা বলিতেছেন যে, “এই আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ”। “অয়ম্ আত্মা” ইত্যাদি বাক্যে ‘অয়ম্’ শব্দদ্বারা চতুস্পাদবিশিষ্টরূপে বাহার বিভাগ করা হইতেছে, সেই আত্মাকে, (অঙ্গুলিনির্দেশের ন্যায়) অভিন্নর করিয়া প্রত্যগ্ (জীব-) আত্মা-রূপে নির্দেশ করিতেছেন। (অভিপ্রায় এই— ‘ইদম্, প্রত্যক্ষরূপ সমাপতরবত্তি চৈতন্যে রূপম্। অদসন্ত বিপ্রকৃষ্টে তদিত পরোক্ষে বিজানীয়াৎ” ॥ অর্থাৎ প্রত্যক্ষবস্তুর বিষয়ে ‘ইদম্’ শব্দের, সন্নিহিততর বস্তুবিষয়ে ‘এতদ্’ শব্দের, বিপ্রকৃষ্ট বা পূর্বদত্ত বিষয়ে ‘অদম্’ শব্দের, আর পরোক্ষ বা ইন্দ্রিয়ের অগোচর বিষয়ে ‘তদ’ শব্দের প্রয়োগ হয়। এখানে ‘অয়ম্’ পদটি ‘ইদম্’ শব্দ হইতে নিষ্পন্ন; সূত্রবাং প্রত্যক্ষগ্রাহ্য পদার্থই উহা; অর্থাৎ আত্মাও প্রত্যক্ষগ্রাহ্য অহং-প্রতীতির বিষয়, সূত্রবাং ‘অয়ম্’ পদবাচ্য হইয়াছে। কানও প্রত্যক্ষবস্তুরূপে যেমন ‘এই’—‘অয়ম্’—বলিয়া অঙ্গুলি প্রভৃতির দ্বারা নির্দেশ করা হয়, তেমনি এখানে ‘অয়ম্ আত্মা’ বলিয়া আত্মাব প্রত্যক্ষবৎ নির্দেশ করা হইয়াছে।) পরাপর ব্রহ্মভাবে অবস্থিত ঔকার শব্দার্থ সেই এই আত্মা, কার্যপণের জ্ঞায় (কাহণের) জ্ঞায় চতুস্পাদ (চারি অংশবিশিষ্ট), কিন্তু গো-র মত নহে। (তাৎপর্য্য এই—যোলপণে এক কাহন কড়ি হয়; তাহার প্রত্যেক চারিপণকে এক এক পাদ বলিয়া ব্যবহার করা হয়; বস্তুতঃ ঐ কাহন ও পাদ-ব্যবহার কড়িতে আরোপিত হয় মাত্র; উহা কড়ির স্বাভাবিক ধর্ম্য নহে।) এক যখন নিষ্কল [ নিরংশ ] তখন বাস্তবিকপক্ষে তাহারও পাদব্যবহার আরোপমাত্র, সত্য নহে।) গ্রন্থকাব ‘অয়ম্’ ও ‘আত্মা’ এই দুই পদদ্বারা অভিপ্রেত অর্থযথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

স্বপ্রকাশাপরোক্ষস্বয়মিত্যুজিতো মতম্।

অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মেতি গীয়তে ॥ ৭

অয়ম্—অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ স্বপ্রকাশাপরোক্ষস্বয়ম্ মতম্। অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ প্রত্যগাত্মা ইতি গীয়তে।

গন্যবাদ—‘অয়ম্’ এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা আত্মার স্বপ্রকাশতার সহিত অপরোক্ষতার সূচনাই অভিপ্রেত। অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত যে সমস্ত, তাহার অভ্যন্তরে যিনি বিচরমান, তিনিই এস্থলে ‘আত্মা’ এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছেন।

টীকা—“অয়ম্ ইতি উক্তিতঃ”—‘অয়ম্’ (এই)—এই শব্দের উচ্চারণদ্বারা, “স্বপ্রকাশ-পরোক্ষস্বয়ম্ মতম্”—সাক্ষী স্বপ্রকাশতায়ুক্ত অপরোক্ষতা ব্রহ্মানই অভিপ্রেত; ধর্ম্যাদর্ম্যরূপ অন্বাদিব জ্ঞায় নিত্যাপরোক্ষতা এবং বটাদির জ্ঞায় দৃশ্যতা অর্থাৎ পরপ্রকাশতায়ুক্ত অপরোক্ষতা এই দুই অনান্বদ্য আত্মায় নিবারণ করিবার জন্য উক্ত শ্লোকে ‘স্বপ্রকাশস্বয়ম্’ ও ‘অপরোক্ষস্বয়ম্’ এই দুই বিশেষণের প্রয়োগ হইল বুঝিতে হইবে।

ভাল, অভিধানে ‘আত্মা’ শব্দের অর্থ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—“আত্মা জীবে ধৃতো দেহে স্বভাবে পরমাত্মনি”—দেহ, স্বভাব, ধৃতি, জীব ইত্যাদি অর্থেও ‘আত্মা’ শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, এস্থলে ‘আত্মা’ শব্দদ্বারা কোন অর্থ ব্রহ্মান উদ্দেশ্য? এইরূপ



জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“অহঙ্কারাদিদেহান্তাৎ”—অহঙ্কার হইয়াছে যাঁহা যাহার অর্থাৎ যে প্রাণ-মন-ইন্দ্রিয়-দেহরূপ সজ্বাতের, তাহা ‘অহঙ্কারাদি’; সেইরূপ দেহ হইয়াছে ‘অন্ত’—শেষ যাহার অর্থাৎ যে সজ্বাতের, তাহা দেহান্ত। সেই অহঙ্কার হইতে আরম্ভ করিয়া দেহ পর্য্যন্ত সজ্বাতের যিনি ‘প্রত্যক্’ অর্থাৎ সেই সজ্বাতের অধিষ্ঠান বলিত এবং সাক্ষী বলিয়া, আভ্যন্তর চৈতন্য তিনিই উক্ত মহাবাক্যে ‘আত্মা’ বলিয়া কথিত হইয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৭

২। ‘ব্রহ্ম’পদের অর্থ এবং একতরূপ বাক্যার্থ।

অভিধানে ‘বেদতত্ত্বং তপো ব্রহ্ম ব্রহ্মা বিপ্রঃ প্রজাপতিঃ’—ব্রহ্ম শব্দে বেদ, চৈতন্য, তপস্যা, ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণ ও প্রজাপতি বুঝায়, এইরূপে ‘ব্রাহ্মণ’ প্রভৃতি অর্থে ‘ব্রহ্ম’ শব্দেব প্রয়োগ দেখা যায় বলিয়া সেই ব্রাহ্মণাদি অর্থ হইতে প্রভেদ দেখাইবার জন্ত, এই মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ বলিতেছেন :—

দৃশ্যমানস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতন্তত্ত্বমীৰ্য্যতে।

ব্রহ্মশব্দেন তদব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্ ॥ ৮

ইতি মহাবাক্যবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

অর্থ—দৃশ্যমানস্ত সৰ্ব্বস্ত জগতঃ তত্ত্বম্ ব্রহ্মশব্দেন দীৰ্য্যতে ; তৎ ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপকম্।

অনুবাদ—এই দৃশ্যমান জগতের যাহা তত্ত্ব বা মূলকারণ তাহাই এত মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে। সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ আত্মরূপ।

টীকা—আকাশাদি সমস্ত জগৎ, দৃশ্য অর্থাৎ অন্তঃভবগ্রাহ্য বলিয়া মিথ্যারূপ ; তাহার তত্ত্ব অর্থাৎ অধিষ্ঠানস্বরূপ বলিয়া, যাহা সেই জগতের বাধের (নিষেধের) অবশিষ্ট বা মীমাংসিত। এইহেতু পারমাণবিক বা বাস্তবিক—এইরূপ এবং সচ্চিদানন্দলক্ষণযুক্ত স্বরূপ যাহার, তিনিই এই মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দেব দ্বারা কথিত হইতেছেন, ইহাই অর্থ। এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বলিতেছেন—‘সেই ব্রহ্ম স্বপ্রকাশাত্মরূপ’—এইরূপ যে ব্রহ্ম তিনি হইতেছেন আত্মাই। এই ব্রহ্ম ও আত্মার একতরূপই উক্ত মহাবাক্যের অর্থ। ৮

এইপ্রকারে চারিটি মহাবাক্যের যে অর্থ দাঁড়াইল অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা, তাহাই বর্ণিত হইল। তাহার মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় যে অধিকারীর রুচি হইবে, সেই অধিকারী সেই প্রক্রিয়াপ্রদীপ্ত প্রণালী অবলম্বন করিয়া, বিবেক, বৈরাগ্য, ষটসম্পত্তি ও মুমুক্ষুতরূপ সাধনতত্ত্ব সম্পন্ন হইয়া বোদ্ধান্তান্ত এবং ব্রহ্মনিষ্ঠগুরুবদন হইতে বাচ্যার্থ ও লক্ষ্যার্থের বিচারদ্বারা জীববাচক ও ঈশ্বর-বাচক ছই ছই পদের অর্থ শোধান করিয়া, সেই সেই বাক্যের প্রকৃত অর্থ অবগত হইয়া অবগমনাদি দ্বারা সংশয় ও বিপর্যয় দূর করিবেন এবং দৃঢ় অপরোক্ষনিষ্ঠাদ্বারা অজ্ঞান ও অজ্ঞানকাঞ্চরূপ অনর্থের নিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তিরূপ জীবমুক্তি ও বিদেহমুক্তি অনুভব করিবেন।

ইতি মহাবাক্যবিবেকব্যাক্য্য সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট ( ক )

দ্রব্য-গুণ-জাতি-কর্ম ( পৃঃ ৪০ পং ৩১ )

(১) দ্রব্য—[“গুণাশ্রয়ঃ দ্রব্যম্”—অন্নভট্টকৃত তর্কদীপিকা পৃঃ ৪ ] গুণেব আশ্রয়কে দ্রব্য বলে ; কেননা, গুণ নিজেই নিজের আশ্রয় হইতে পারে না ; আব জাতি প্রভৃতিব আশ্রয় ব্যক্তি প্রভৃতি : তাহারা গুণেব আশ্রয় নহে। এইহেতু গুণেব আশ্রয়কে ‘দ্রব্য’ বলে। অথবা [“সমবায়িকারণম্ দ্রব্যম্”—কেশবমিশ্র-কৃত তর্কভাষ্য পৃঃ ২৭ ] সমবায়িকারণকে দ্রব্য বলে। (নিম্নে কয়েক লক্ষণে সমবায়িকারণে লক্ষণ দ্রষ্টব্য)। ইহাই ত্রায়সম্মত দ্রব্যেব লক্ষণ।

ত্ৰায়মতে কাবণ তিন প্রকাব—(১) সমবায়ী, (২) অসমবায়ী ও (৩) নিমিত্ত। বেদান্তমতে কাবণ দুই প্রকাব ; উপাদানকাবণ ও নিমিত্তকাবণ। ত্ৰায়েব সমবায়িকারণই বেদান্তেব উপাদানকাবণ।

কোনও কাৰ্যেব সমবায়ী বা উপাদান কাবণের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়া যে সংযোগ বা গুণ বা ক্রিয়া কাৰ্যেব উৎপাদক হয়, তাহা ত্ৰায়মতে অসমবায়িকাবণ এবং বেদান্তমতে নিমিত্তকাবণ। (যাহা কাৰ্যেব অব্যবহিত পূর্বে থাকিলে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয় এবং সেইকপ না থাকিলে কাৰ্য্য উৎপন্ন হয় না, তাহার নাম কাবণ ; তন্মধ্যে যাহা কাৰ্যেব কেবল উৎপত্তিব কারণ, গ্রহা নিমিত্তকাবণ এবং যাহা কাৰ্যেব উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের কাবণ, তাহা উপাদানকাবণ।)

উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ‘দ্রব্য’, ত্ৰায়মতে কেবল ৯ প্রকাবেরই হইতে পারে। যথা—ক্ষিত, অগ্নি, তেজঃ, মকং, বায়ম, দিক্, কাল, আত্মা ও মন।

(২) গুণ—[“দ্রব্যকর্মভিন্নত্বে সতি সামান্যবান্ গুণঃ।” “গুণদ্বরূপজাতিমান্ বা” তর্কদীপিকা পৃঃ ৬ ) ] যাহা দ্রব্য নহে, কর্ম নহে, কিন্তু জাতিমাত্রের আশ্রয়, তাহাব নাম গুণ। জাতি, সমবায়সম্বন্ধ, অভাব প্রভৃতি কর্ম হইতে ভিন্ন বটে কিন্তু তাহারা জাতির আশ্রয় নহে ; আবার কর্ম হইতে ভিন্ন অথচ জাতিব আশ্রয়, দ্রব্যও বটে কিন্তু তাহা কেবল জাতিব অর্থাৎ জাতিমাত্রের আশ্রয় নহে ; তাহা গুণ, ক্রিয়া প্রভৃতি অত্র ধর্মের আশ্রয়, আবার কর্মও কেবল জাতিব (জাতিমাত্রের) আশ্রয় বটে, কিন্তু তাহা কর্ম হইতে ভিন্ন নহে ; এইরূপে উক্ত লক্ষণ ‘অলক্ষ্যে’—লক্ষিত বস্তু ভিন্ন অত্র বস্তুতে, গমন কবে না অর্থাৎ ‘too wide’ নহে। উক্ত লক্ষণবিশিষ্ট গুণ,—রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা প্রভৃতি হইতে সংস্রাব পর্যন্ত ২৪ প্রকারের হইতে পারে—ইহা ত্রায়শাস্ত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

(৩) জাতি—[“নিত্যত্বে সতি অনেকসমবেতং সামান্যম্”] যাহা নিত্য এক হইয়া সমবায় সম্বন্ধে, অনেক ধর্ম্মীতে অল্পগত বা অল্পহাত ধর্ম্ম, তাহারনাম জাতি। ইহাকে ‘সামান্য’ও বলে। এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে—মন (ত্ৰায়মতে) নিত্য বটে, কিন্তু এক না হইয়া এবং অনেক ধর্ম্মীতে অল্পগত না হইয়া প্রত্যেক জ্ঞানে ভিন্ন ভিন্ন এবং অনুপ্রমাণ।

আত্মাও নিত্য বটে এবং অনেক জীবে অম্লগত বা অম্লম্ব্যত বটে কিন্তু এক নহে। আত্মা নিত্য বটে এবং এক হইয়া অনেক বস্তুতে অম্লগত বটে কিন্তু সমবায়সম্বন্ধে অম্লগত নহে, কিন্তু সংযোগসম্বন্ধে অম্লগত। এইরূপে দেখা গেল জাতির লক্ষণ অলক্ষ্যে গমন করি নাই অর্থাৎ 'too wide' হয় নাই। সেই জাতি অধিক বস্তুতে অম্লগত বা 'পব', এবং অম্লবস্তুতে অম্লগত বা 'অপর' ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। নৈয়ায়িকগণ পরজাতি দৃষ্টান্ত দিয়া থাকেন—ঘট আছে, পট আছে, এইরূপে 'আছে'-দ্বারা সূচিত অস্তিত্ব—বাহ্য সর্বপদার্থে বিদ্যমান, তাহা সম্ভারূপ 'পর'জাতি। আর তাঁহারা যে ৯ প্রকার মাত্র দ্রব্য স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ২৪ প্রকার মাত্র গুণ স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে যথাক্রমে দ্রব্যত্ব, গুণত্ব 'অপর'জাতি। নৈয়ায়িকেরা এই প্রকারে ভেদসহিত জাতিব বিবরণ দিয়া থাকেন।

(৪) কৰ্ম্ম—যাহা সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ, তাহার সমান জাতীয়ের নাম কৰ্ম্ম বা ক্রিয়া, যেমন (ঘটের উপাদানভূত) দুইখানি কপালের (থাপবায়) সংযোগ ও বিয়োগের নিমিত্ত চেষ্টা (প্রযত্ন) সেই দুই কপালের সংযোগ ও বিয়োগের অসমবায়িকারণ। অসমবায়িকারণের লক্ষণ এই—যাহা সমবায়িকারণের (অর্থাৎ উপাদানের) সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া কাৰ্য্যের উৎপাদক হয়, তাহার নাম অসমবায়িকারণ এবং যাহার স্বরূপে কাৰ্য্যের প্রবেশ হয় তাহা সমবায়িকারণ; এস্থলে উক্ত সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়ী বা উপাদানকারণ হইতেছে উক্ত দুই কপাল। চেষ্টা বা প্রযত্ন সেই দুই কপালের সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইয়া সংযোগ ও বিয়োগরূপ কাৰ্য্যের উৎপাদক হয় বলিয়া, অসমবায়িকারণ এবং সংযোগ ও বিয়োগ সেই দুই কপালের স্বরূপে সমবায়সম্বন্ধে থাকিয়া যায় বলিয়া সেই দুই কপাল উক্ত সংযোগ ও বিয়োগরূপ কাৰ্য্যের সমবায়িকারণ (বা উপাদান কারণ)। সেই চেষ্টা ও তাহার সমান জাতীয় চেষ্টাকে “কৰ্ম্ম” বলে।

এই লক্ষণের পরীক্ষা এইরূপে হইবে :—উক্ত লক্ষণ হইতে “সংযোগ ও বিয়োগের” এই অংশটুকু বাদ দিলে, অর্থাৎ ‘অসমবায়িকারণের সমান জাতীয়ের নাম কৰ্ম্ম বা ক্রিয়া বলিলে’, শুক্লবস্ত্রের শুক্লবর্ণের অসমবায়িকারণ যে তন্তুর শুক্লবর্ণ (গুণ), তাহাও কৰ্ম্মের সংজ্ঞার ভিতর পড়ে এবং ঘটের অসমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়ের সংযোগ, তাহাও কৰ্ম্মের সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। উক্ত লক্ষণ হইতে “অসমবায়ি”-শব্দ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিয়োগের সমবায়িকারণ যে কপালদ্বয়, তাহাও ‘কৰ্ম্ম’সংজ্ঞার ভিতরে পড়ে। “সমান জাতীয়” এই অংশ বাদ দিলে, সংযোগ ও বিভাগ প্রকৃতপক্ষে না ঘটিলে তত্ত্বয়ের নিমিত্ত চেষ্টা বা প্রযত্ন, ‘কৰ্ম্ম’-লক্ষণের ভিতরে পড়ে না। এইহেতু উক্ত লক্ষণটি নির্দোষ।

কৰ্ম্ম পাঁচপ্রকার :—যথা—উৎক্ষেপণ, অপক্ষেপণ, আকৃষ্টন, প্রসারণ ও গমন। বেদান্ত মতে কৰ্ম্ম তিনপ্রকার ; যথা—কায়িক, বার্চিক ও মানসিক অথবা বচন, গ্রহণ, গমন, রতি ও মলতাগ। কৃষি-বাণিজ্য প্রভৃতি ক্রিয়া এই তিনটির অথবা পাঁচটিরই অন্তর্গত।

## পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (খ)

মহাবাক্য ও মহাবাক্যার্থনির্ণয় (পৃ ২০১ পং ২৩)

“আকাঙ্ক্ষাযোগ্যতাসন্নিধিমৎপদসমুদায়ঃ বাক্যম্” -যে পদ না থাকিলে অপর কোনও পদের অর্থ বুঝা যায় না, সেই পদের সহিত তাহার সমভিব্যাহারযোগ্যতা বশতঃ বা একত্র উচ্চারণেব যোগ্যতাবশতঃ, সান্নিধ্য ঘটিলে, সেই পদসমুদায়কে বাক্য বলে। যেমন ‘গাম্ আনয়ঃ’; ‘গাম্’ ‘গনটিকে’ ‘আনয়’—‘লইয়া আইস’ এই দুইটি পদ লইয়া একটি বাক্য হইল। বিশেষোচ্চারিত পদ-সমুদায় যাহাতে এই লক্ষণের ভিতরে না আসিয়া পড়ে, সেইহেতু বলিতে হইল—“সান্নিধ্য ঘটিলে”। ‘অগ্নি দ্বাৰা সেচন কর’—এইস্থলে ‘অগ্নি’ শব্দের সহিত ‘সেচন’ শব্দের একত্র প্রয়োগেব অযোগ্যতা-মুদ্রা অযোগ্যতা না ঘটে, এইহেতু বলিতে হইল ‘সমভিব্যাহারযোগ্যতা’। গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তা ইত্যাদি পব্ধ্যের অঘরহিত পদসমষ্টিতে ‘বাক্য’ শব্দের প্রয়োগ যাহাতে না ঘটে, সেইহেতু ‘অঘর’ শব্দের উল্লেখ করিতে হইল।

তৎ-জংপদার্থৈক্যবোধকবাক্যং মহাবাক্যম্—‘তৎ’ বা পরস্বক্স এবং ‘জং’ বা জাব এই দুই পদের অর্থের একতাবোধক বাক্যকে মহাবাক্য বলে। বেদে এইরূপ বাক্য সংখ্যাব দ্বাদশটি হইলেও, চারিটিই প্রধানতঃ ‘মহাবাক্য’ নামে প্রসিদ্ধ।

কোনও বাক্যের অন্তর্গত পদসমূহের অর্থ না বুঝিলে, সেই বাক্যের অর্থ বুঝা যায় না বলিয়া, পদসমুদায়ের অর্থ অগ্রে জানিতে হয়। পদের সহিত অর্থের সম্বন্ধকে ‘বৃত্তি’ বলে। সেই বৃত্তি বা সম্বন্ধ দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কোনও পদে তাহার অর্থের জ্ঞান করাইবার যে সামর্থ্য থাকে, তাহাকে সেই পদের ‘শক্তি’ বলে; যেমন ‘জহ্’ শব্দে প্রাণীকে বুঝাইবার সামর্থ্য আছে। সেই সামর্থ্যকে ‘জহ্’ শব্দের শক্তি বলে। কোনও পদের শক্তিবৃত্তি দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, তাহাকে সেই পদের ‘শক্ত্যর্থ’ বলে। তাহারই নামান্তর ‘বাচ্যার্থ’। শক্ত্যর্থের সহিত অন্য অর্থের যে সম্বন্ধ তাহাকে লক্ষণাবৃত্তি বলে। সেই লক্ষণাবৃত্তি তিন প্রকারের হইয়া থাকে, যথা—‘জহং-লক্ষণা’, ‘অজহং-লক্ষণা’ ও ‘ভাগত্যাগ-লক্ষণা’।

যে স্থলে কোনও পদের বাচ্যার্থকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিলেই তাহার সম্বন্ধেব প্রতিতি হয়, সেইস্থলে সেই সম্বন্ধকে ‘জহং-লক্ষণা’ বলে। (জহং-শব্দ ত্যাগার্থক ‘হা’-ধাতু-নিপন্ন)। যেমন, ‘গন্ধার গ্রাম আছে’ বলিলে, গন্ধার জলপ্রবাহে গ্রাম থাকা অসম্ভব বলিয়া, জলপ্রবাহকে পরিত্যাগ করিয়া জলপ্রবাহের সহিত তীরের সংযোগ-সম্বন্ধ ধরিয়া তীব্রকেই বৃত্তিতে হয়। এস্থলে ‘গন্ধা’ পদের জলপ্রবাহরূপ অর্থটিকে সমগ্র ভাবে পরিত্যাগ করিলেই অর্থসঙ্গতি হয়, সেইহেতু জহং-লক্ষণাদ্বারা ‘তীর’ অর্থ পাওয়া গেল। ‘পথ গিয়াছে’ ‘উন্নত দর্শিতেছে’ এইগুলিও জহং-লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে বাচ্যার্থ পরিত্যাগ না করিয়া তাহার সহিত বাচ্যের সম্বন্ধীয় প্রতিতি হয়, সেই স্থলে, সেই সম্বন্ধকে ‘অজহং-লক্ষণা’ বলে; যেমন ‘লাল দৌড়িতেছে’ বলিলে লাল রঙের দৌড়ান অসম্ভব

বলিয়া সেই ‘লাল’ শব্দের বাচ্যার্থ লালরঙের সহিত অর্থাৎ তদ্বিশিষ্ট অর্থাৎ ‘লাল’ শব্দের অজ্ঞাত লক্ষণা হইল। লালরঙের সহিত লাল অর্থাৎ গুণীর যে তাদান্বিত্য (সমবায়) সম্বন্ধ, তাহাই হইল লক্ষণা এবং বাচ্যার্থ লালরঙের পরিত্যাগ হইল না, তদধিক অর্থাদির গ্রহণ হইল বলিয়া এই লক্ষণা ‘অজ্ঞাত লক্ষণা’। দধি হইতে পিপীলিকা তাড়াইবার জন্ত রোদ্রে রাখিয়া ভৃত্যকে ‘কাক হইতে দধি রক্ষা কর’ বলিলে, সেই ‘কাক’ শব্দে কাকের সহিত বিড়ালাদিকেও বুঝিতে হয়; ইহাও অজ্ঞাত লক্ষণার দৃষ্টান্ত।

যে স্থলে সমগ্র বাচ্যার্থ হইতে এক অংশের ত্যাগ ও অপর অংশের গ্রহণ করিতে হয়, সেই স্থলে সেই লক্ষণার নাম ‘ভাগত্যাগ-লক্ষণা’। ইহার ‘নামান্তর জহতাজহতা’ লক্ষণা। যেমন পূর্বদৃষ্ট কোনও ব্যক্তিকে দেখিয়া কেহ বলিল, ‘সেই এই’। এখানে ‘সেই’ শব্দের অর্থ অতীতকালে ও অত্মদেশে অবস্থিত, এক কথায় ‘পরোক্ষ’। ‘এই’ শব্দের অর্থ বর্তমানকালে ও সমীপে অবস্থিত; এক কথায় ‘অপরোক্ষ’। এই উভয়পদই একবিভক্তি-যুক্ত অর্থাৎ প্রথমান্ত থাকিতে, সেই সমানবিভক্তির বলে, উভয়ের সামান্যিকরণ সম্বন্ধ দেখা যাইতেছে অর্থাৎ উভয়ে একই বস্তুকে বুঝাইতেছে। তত্ত্বভয়ের একতা প্রতীত হইলেও তাহার বিরোধিধর্মবান্—একটি পরোক্ষ অপরটি অপরোক্ষ। স্মরণ্য তত্ত্বভয়ের একতা সম্ভবপর হয় না, এই কারণে ‘লক্ষণা’ করিতে হয়। কিন্তু পূর্বোক্ত ‘জহৎ-লক্ষণা’ বা ‘অজহৎ-লক্ষণা’ এখানে খাটে না, কেননা, ‘জহৎ-লক্ষণা’ করিলে সেই ব্যক্তিকেও ছাড়িতে হয়; আর ‘অজহৎ-লক্ষণা’ করিলে তাৎপর্যাগ্রহণ অসম্ভব হয়, কেননা, অতীতকাল ও অত্মদেশ উক্ত ব্যক্তির সহিত উপস্থিত নাই। এইহেতু ‘সেই’ শব্দের অর্থ যে পরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি এবং ‘এই’ শব্দের অর্থ যে অপরোক্ষতাসহিত ব্যক্তি, তত্ত্বভয় হইতে পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতা-ভাগ পরিত্যাগ করিলে, অবিরোধী ভাগ ‘ব্যক্তি’মাত্রের গ্রহণ করিতে হইল। এই পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতার সহিত ‘ব্যক্তির’ ‘আশ্রয়তা’-সম্বন্ধ। অবিরোধী অংশ ‘ব্যক্তির’ আগমাবশ্রুপের সহিত ‘তাদান্বিত্য’ সম্বন্ধ।

এই সম্পূর্ণ বাচ্যভাগের ব্যক্তির সহিত যে ‘আশ্রয়তা-তাদান্বিত্য সম্বন্ধ’, তাহাই লক্ষণা এবং এই স্থলে পরস্পরবিরোধী পরোক্ষতা ও অপরোক্ষতারূপ বাচ্যভাগের ত্যাগ ও অবিরোধী কেবল ব্যক্তিরূপ বাচ্যভাগের গ্রহণ হইল বলিয়া ইহা ভাগত্যাগ-লক্ষণা।

লক্ষণাবৃতির দ্বারা যে অর্থের জ্ঞান হয়, সেই অর্থের নাম ‘লক্ষ্যার্থ’।

মহাবাক্যসমূহে জীব ও ঈশ্বরের যে একতা প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই একতা কি প্রকার? অর্থাৎ জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ ও সম্বন্ধ কিরূপ?

শুদ্ধ ব্রহ্ম সকল মহাবাক্যেরই লক্ষ্যার্থ। সেই লক্ষ্যার্থের ধারণা করাষ্টবার জন্ত দ্বাদশটি মহাবাক্যেরই প্রয়াস। সেই প্রয়াস কেবল উপাধিবর্জনপূর্বক একত্বোপলব্ধি করিতে সহায়তা করিবার জন্ত। বুদ্ধির শুদ্ধতাবশতঃ সর্বাপেক্ষা অল্প প্রয়াসেই অথবা বিনাপ্রয়াসেই যিনি লক্ষ্যার্থে পৌছিয়া যান, তিনি উত্তমাদিকারী। এই প্রসঙ্গে তিনি ‘অজ্ঞাতবাদী’ বলিয়া খ্যাত অর্থাৎ যিনি ধারণা করিয়াছেন—‘উপাধি আদৌ জন্মে নাই’

—তাহার বুদ্ধি সৃষ্টি ও সৃষ্টির কারণরূপ উপাধির দ্বারা অব্যাহত থাকিয়া, একেবারেই নিকপাধিক ব্রহ্মের সহিত আপনার অভেদ উপলব্ধি করিতে পারে। যিনি সেই উপাধিকে লঘু করিয়া অন্ন প্রয়াসে শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন, তিনি মধ্যমাধিকারী। আলাোচ্য প্রসঙ্গে তিনি “দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী” নামে খ্যাত। যিনি উপাধিবর্জনের প্রয়াস অনুভব করিয়া শুদ্ধ ব্রহ্মের উপলব্ধি করেন, তিনি কনিষ্ঠাধিকারী। তিনি এস্থলে সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী বা ব্যাবহারিক পক্ষবাদী। তিন অধিকারী একই বেদান্ত-সিদ্ধান্তের অনুসারী বলিয়া এক পরস্পরগত তিন পত্রের অনুরূপ।

(১) যিনি চৈতন্যরূপ একই পরমার্থসত্তা স্বীকার করেন (অর্থাৎ বুঝেন চৈতন্তের সত্যতা প্রপঞ্চসংস্কারবর্জিত বুদ্ধিদ্বারাও অনুভব ও অনুমোদননিবপেক্ষ) তিনি, নিম্নিকাব ব্রহ্মে বিকারস্বরূপ সৃষ্টি হইতেই পারে না এবং বস্তুতঃ কোন কালেই হয় নাই, এইরূপ সংশয়বিপর্যায়রহিত সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁহাকে “অজ্ঞাতবাদী” বলা হয়। সেই উত্তমাধিকারীকে ব্রহ্মে সৃষ্টির অঘ্যারোপ ও অপবাদদ্বারা বন্ধাশুভা করিতে হয় না। সেইহেতু মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘তৎ’ ও ‘অম্’ পদার্থের বাচ্যার্থের ও লক্ষ্যার্থের কল্পনায় তাহাব প্রয়োজন নাই। মহাবাক্যশ্রবণ মাত্রেই ব্রহ্মের পারমাধিক সত্তা তাঁহার বুদ্ধিতে স্নাকট হইয়া যায়।

(২) কিন্তু যিনি বস্তুকে সত্য বলিয়া বুঝিতে হইলে, নিজের বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনেব অপেক্ষা আছে এইরূপ মানেন, এবং জগৎ তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে বলিয়া, জগতের প্রাতিভাসিক সত্যতাও স্বীকার করেন—এইরূপে পারমাধিক সত্তা এবং প্রাতিভাসিক সত্তা, এই উভয় সত্তাই স্বীকার করেন, সেই মধ্যমাধিকারীকে “দৃষ্টিসৃষ্টিবাদী” বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। (মতান্তরে—“সত্তাত্রয় বহির্ভূতত্বেহপি অসদ্বিলক্ষণত্বম্—দৃষ্টিসৃষ্টিঃ”)। দৃষ্টিসৃষ্টিবাদীর পক্ষে স্বপ্নকল্পিত রাজার জ্ঞান জীবকল্পিত ঈশ্বর ‘তৎ’পদের, বাচ্যার্থ এবং অবিচ্ছিন্ন অজ্ঞাত ব্রহ্মরূপ জীব ‘অম্’ পদের বাচ্যার্থ এবং শুদ্ধ ব্রহ্ম দুই পদেবষ্ট লক্ষ্যার্থ।

(৩) আবার যিনি মানেন—বস্তুকে সত্য বলিয়া মানিতে হইলে নিজের জ্ঞান অপাবেব বুদ্ধির দ্বারা অনুভব ও অনুমোদনের অপেক্ষা আছে এবং জগৎ যেমন তাঁহার নিকট প্রতীত হইতেছে, অপরের নিকটেও সেইরূপ প্রতীত হইতেছে এবং সেইরূপ পারমাধিক, প্রাতিভাসিক এবং ব্যাবহারিক এই ত্রিবিধ সত্তাই স্বীকার করেন, তাঁহাকে ব্যাবহারিক পক্ষবাদী—বা “সৃষ্টিদৃষ্টিবাদী” এই আখ্যা দেওয়া হয়।

সৃষ্টিদৃষ্টিবাদরূপ ব্যাবহারিক পক্ষের অন্তর্গত পাঁচটি পক্ষ আছে—যথা (১) বিশ্ব-প্রতিবিশ্ববাদ, (২) কার্যকারণোপাধিবাদ, (৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ, (৪) অবচ্ছেদবাদ এবং (৫) আভাসবাদ।

(১) বিশ্বপ্রতিবিশ্ববাদ—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি। অজ্ঞানোপ-  
হিত শুদ্ধ ব্রহ্মরূপ ‘বিশ্ব’ হইতেছেন ঈশ্বর; তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ; আর সমষ্টি

অজ্ঞানের সম্বন্ধজনিত ভ্রান্তিবশতঃ ‘প্রতিবিম্ব’ভাবপ্রাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে একই জীব, তাহাই ‘ত্বম্’ পদের বাচ্যার্থ, আর বিম্বপ্রতিবিম্বভাবকল্পনা-রহিত অসঙ্গ শূন্য চৈতন্য উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

তাৎপর্য্য এই—অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে; কিন্তু ঈশ্বর জীবের স্থায় মন্ব নহেন; তাহার কারণ এই—উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বে অর্পণ করিতে পারে কিম্ব বিম্বে পারে না। যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়ে; কণ্ঠের উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব; সেই স্থলে দর্পণ লাল, নীল ইত্যাদি বর্ণের, কিম্বা ফাটা হইলে তজ্জনিত, দোষগুলি প্রতিবিম্বে উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কণ্ঠের উপরে স্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না। সেই প্রকাব অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবের অন্তঃপ্রত্যয়াদিক অজ্ঞানকৃত দোষ দেখা যায়, বিম্বরূপ ঈশ্বরে নহে। এইহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অনজ্ঞ। বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্বজ্ঞতা আবোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ব-বাদে শূন্যব্রহ্মই ঈশ্বর। তাঁহাতে সর্বজ্ঞতাদি ধর্ম্যসম্ভব হয় না, কিন্তু জীবের অনজ্ঞতাদি ধর্ম্যেব অপেক্ষা করিয়া, শূন্যব্রহ্মে বিশ্বতা, ঈশ্বরতা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতি বারোপ করা হয়; পারমাণবিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শূন্যব্রহ্ম, তত্বেই কোন ধর্ম্যই সম্ভবপর হয় না।

(২) কার্য্যকারণোপাধিবাদ—মায়া রূপ কারণোপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর; তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্য এবং অন্তঃকরণরূপ কার্য্যোপহিত চৈতন্য হইতেছে জীব ‘ত্বম্’পদের বাচ্য। উক্ত দুই উপাধিরহিত শূন্যব্রহ্ম, ‘তৎ’ ও ‘ত্বম্’ এই উভয় পদের লক্ষ্যার্থ।

(৩) অবচ্ছিন্নানবচ্ছিন্নবাদ—অন্তঃকরণদ্বারা অনবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর। তিনি ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ এবং অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতেছে জীব; তাহাই ‘ত্বম্’পদের বাচ্য; এবং অনবচ্ছিন্নতা ও অবচ্ছিন্নতারূপ-উপাধিরহিত শূন্যব্রহ্ম ‘তৎ’-‘ত্বম্’—পদদ্বয়ের লক্ষ্যার্থ।

(৪) অবচ্ছেদবাদ—মায়া দ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ ঈশ্বর, ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ, এবং মায়া দ্বারা অনবচ্ছিন্ন একচৈতন্য ‘তৎ’পদের লক্ষ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্যরূপ জীব, ‘ত্বম্’পদের বাচ্যার্থ, এবং অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অনবচ্ছিন্ন কূটস্থ চৈতন্য, ‘ত্বম্’ পদের লক্ষ্যার্থ। সেই দুই লক্ষ্যার্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম ও কূটস্থ অর্থাৎ কুরস।

(৫) আভাসবাদ—(এই গ্রন্থে স্বীকৃত) চিদাভাসসহিত মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য হইতেছেন ঈশ্বর। তিনিই ‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ; এবং চিদাভাসসহিত মায়াভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট শূন্যব্রহ্ম, ‘তৎ’পদের লক্ষ্যার্থ। চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানদ্বারা অবচ্ছিন্ন (বিশিষ্ট) চৈতন্য হইতেছে জীব। সেই জীবই ‘ত্বম্’পদের বাচ্যার্থ। আর চিদাভাসবিশিষ্ট অন্তঃকরণ বা ব্যষ্টি-অজ্ঞানাত্মরূপ উপাধি বা বিশেষণভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্য ও ব্রহ্ম অর্থাৎ কুরস।

এই পাঁচ প্রক্রিয়াতেই জীব-ভাব ও ঈশ্বর-ভাবের এবং জগতের আরোপ করিয়া তাহার অপবাদদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝানই তাৎপর্য্য। ইহার মধ্যে যে প্রক্রিয়া দ্বারা ঈশ্বর অদ্বৈত-ব্রহ্মজ্ঞান হয়, সেই প্রক্রিয়াই তাঁহার উপযোগী।

# পঞ্চদশী—পরিশিষ্ট (গ)

( পঞ্চমাধ্যায়—মহাবাক্যবিবেক ২০১ পৃ, পঞ্চম শ্লোকের সহিত পাঠ্য )

## শ্বেতকেতুবিজ্ঞাপ্রকাশ

( ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের সাবসংগ্রহ—“অনুভূতি-প্রকাশে” তৃতীয়াধ্যায় । )

ছান্দোগ্যে শ্বেতকেতুর্য়ামারুণেলক্লবানিমাম্ । ব্রহ্মবিজ্ঞাং সংগ্রাহেণ বক্ষ্যেহহং স্মখবুদ্ধয়ে ॥

শ্বেতকেতু, পিতা তারুণির নিবট হইতে যে ব্রহ্মবিজ্ঞা লাভকরিয়াছিলেন, (যাহা ছান্দোগ্য উপনিষদের, ষষ্ঠ প্রপাঠকে বর্ণিত হইয়াছে) ইহাই আমি সংক্ষেপে বর্ণনা করিব—যাহাতে লোকে অনায়াসে বুঝিতে পারে । ১ ।  
বদানধাত্য গর্বেষণ শ্বেতকেতুঃ পরাস্মুখঃ । আসীৎ প্রত্যঙ্গুখীকর্তুং গুরুরাহতিবিস্ময়ম্ ॥ ২

শ্বেতকেতু চারিবেদ অধ্যয়ন করিয়া বিজ্ঞা-মদবশতঃ বহিমুখ বা অনাগ্নিনিষ্ঠই রহিয়া গেলেন । তাহাকে আয়নিষ্ঠ বা অন্তর্মুখ করিবার জন্ত, পিতা সাতিশয্য বিষ্ময়োৎপাদক কথা বলিলেন (অথবা তাহাকে অতি-বিস্ময় বা একান্ত গর্ষহীন করিয়া অন্তর্মুখ কবিবার জন্ত বলিলেন ।) ২ ।  
একতত্ত্বে ঞ্জতে সর্বমশ্রুতং চ শ্রুতং ভবেৎ । অমতং চ মতং তদববিজ্ঞাতং চ বুধ্যতে ॥ ৩

যে একটিনাত্র তত্ত্ব শ্রবণ করিলে অশ্রুত সমস্ত তত্ত্বেই শ্রবণ হইয়া যায়, যাহাব মনন করিলে অর্থাৎ যুক্তিসহকারে বিচার করিলে সমস্ত তত্ত্বেই মনন হইয়া যায় এবং যাহার অল্পভব করিলে অননুভূত সকল বিষয়েরই অনুভব হইয়া যায়, সেই তত্ত্বটি যে কী, তাহা তুমি কি গুরুর নিকট হইতে শ্রবণ করিয়া আসিয়াছ ? ৩ ।

নর্থেন্দজ্ঞানমাত্রেণ যজুর্বেদাদি বুধ্যতে । তস্মাদেকধিয়া সর্বজ্ঞানং শ্রাদিত্যলৌকিকম্ ॥ ৪  
মবং মুদ্রেমলোহেমু লৌকিকেপশ্য দর্শনাৎ । মুদাদিজ্ঞানতঃ সর্বং মূমুয়ং জ্ঞায়তে ক্ষুটম্ ॥ ৫

( শ্বেতকেতু ভাবিলেন— ) কেবল এক ঋগ্বেদেব জ্ঞানদ্বারা যখন যজুর্বেদাদি বুঝা যায় না, তখন একটিনাত্র তত্ত্বেব জ্ঞান হইলে, সকল তত্ত্বেব জ্ঞান হইবে—ইহা ত’ অলৌকিক ব্যাপার—(পশ্য বিষ্ময়কর); (কহিলেন, সেইরূপ উপদেশ ত’ পাই নাই; তাহা কি প্রকার?) পিতা কহিলেন—ইহা কিছু অলৌকিক নহে; মৃত্তিকা, স্বর্ণ, লৌহ ইত্যাদি লৌকিক পদার্থবিশেষে দেখা যাব যে মৃত্তিকাদির জ্ঞান হইলেই যাবতীয় মূমুসুদি বস্তুর জ্ঞান হয়, ইহা ত’ স্পষ্ট । ৪, ৫ ।  
মুদো ঘটশরাবাষ্ঠা বিকারান্ততদাকৃতিঃ । মুদোদাধু দ্যতে নেতি যত্নচেতন বুধ্যতাম্ ॥ ৬

হে পুত্র, যদি বল ‘ঘটশরাবাদি মৃত্তিকারই বিকার, মৃত্তিকা জানিলেই ঘটশরাবাদের আকৃতি জানা যায়—ইহা যাহা বলিলেন, তাহা ত’ মনে লাগে না’—তবে বলি, ঐরূপ ধারণা গইয়া থাকিও না । (যৎ=যদি) ৬ ।

মাকৃত্যধরভাগোযো ঘটশ্রাসৌ তু বুধ্যতে । অপারোমৃত্তিকাপেয় ভ্রাকারশ্চোভয়ং ঘটঃ ॥ ৭

ঘটের আকৃতি দেখিয়া, ঘটের যেটি অপারভাগ তাহা ত’ বুঝা যায়; ঘটের আবারভাগ হইতেছে মৃত্তিকা; ঘটাকৃতি সেই মৃত্তিকাতাগেরই আধেয়, অর্থাৎ ঘটের আকৃতি মৃত্তিকারূপ আধারেই অবস্থিত; ‘ঘট’ বলিতে উভয়কেই বুঝিতে হয় । ৭ ।



আধারভাগমাত্রহপি জাতো জাতো ঘটো ভবেৎ

গোপুচ্ছমাত্রসংস্পর্শাদেগোম্পর্শত্রতপূর্ন্তিবৎ ॥ ৮

কেবল আধারভাগটিকে জানিলেই ঘটও জাত হইয়া যায়, যেমন ত্রতের অঙ্গরূপ ‘গোম্পর্শ’ বিধান, গো-পুচ্ছমাত্র স্পর্শ করিলেই ত্রত পূর্ণ হয়, সেইরূপ । ৮ ।

আকৃত্যেবদজ্ঞানে ঘটাজ্ঞানং ত্রয়োচ্যতে । তদধারবোধেন ঘটো বৃদ্ধঃ কুতো ন হি ॥ ৯

আকৃত্যধারয়োস্তল্যং ভাগত্বং ন মৃদং বিনা । কেবলাকৃতিমাত্রঃ সন্ ঘটঃ কাপি সমীক্ষ্যতে ॥ ১০

তুমি যখন স্বীকার কর—ঘটের আকৃতির জ্ঞান না হইলে, ঘটজ্ঞান হয় না, তখন ঠিক সেইরূপেই ঘটের আধারের জ্ঞান না হইলে ঘটজ্ঞান কিরূপে হইবে? আকৃতি ও আধার তুল্যরূপেই ঘটের ‘ভাগ’; মৃত্তিকাকে ছাড়িয়া দিলে, ঘটকে কেবল আকৃতিস্বরূপ বুঝিলে, ঘটকে ত’ কোথাও দেখিতে পাও না । (‘ন আধারবোধেন’ এইরূপ অদ্বয় করিতে হইবে) । ৯, ১০ ।

মুক্তপাৎ কারণদ্রব্যং কার্যদ্রব্যং ঘটাদিকম্ । অগ্ন্যন্তঃসমবেতং হি মৃদাতি প্রাহ তাকিকঃ ॥ ১১

তাকিকগণ (নৈয়ায়িকগণ) বলেন বটে,—‘মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে সেই ঘটাদিরূপ কার্যদ্রব্য পৃথক্, সেই কার্যদ্রব্য মৃত্তিকায় সমবেত হইয়া রহিয়াছে’ । ১১ ।

অমুক্ত্যানৌ তথা ক্রতে ন হেতুল্লোকসম্মতম্ । ঘটে মৃদঃ পৃথগ্ভূতে কীদৃক্ তত্ত্বমূর্দীয়তাম্ ॥ ১২

তঁাহারা আরও বলেন—‘মৃত্তিকায় ঘট রহিয়াছে’ এইরূপ প্রতীতি অত্র কোনও প্রকারে উপপন্ন (সিদ্ধ) হয় না বলিয়া বলিতে হইবে ঘটরূপ কার্যদ্রব্য মৃত্তিকারূপ কারণদ্রব্য হইতে পৃথক্; কিন্তু তাঁহাদের এ সকল কথা লোকসম্মত নহে; কেননা, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হইলে ঘটের স্বরূপ কিপ্রকার হইবে, বল । ১২ ।

বাটৈবারভ্যতে কিংবা পৃথগানীয়তে বদ । বাটৈবারভ্যতে তত্ত্বং কিঞ্চিন্ন স্মাৎ খপুস্পবৎ ॥ ১৩

ঘটের সেই স্বরূপ, ‘বট’ এই শব্দবারাট আরক্ক হয় অথবা অত্র কোথা হইতে পৃথগ্ভাবে সমানীত হয়, তাহা বল । আর ঘটের সেই স্বরূপ যখন ‘ঘট’ এই শব্দবারাই আরক্ক হয়, তখন তাহাকে আকাশকুসুমের তায় ‘কিছুই নহে’ অর্থাৎ নিস্তত্ত্ব বলিতেই হইবে । [এস্থলে অমুমান এইরূপ হইবে—মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ঘট (পক্ষ) —নিস্তত্ত্ব (সাধ্য); বচনোপাদানক বলিয়া (হেতু); আকাশকুসুমের তায় (দৃষ্টান্ত)] । ১৩ ।

মৃগতৃক্ষাস্তিসি স্মাতঃ খপুস্পকৃতশেষরঃ । বক্ষ্যাপুত্র ইতি প্রোক্তো নিস্তত্ত্বমখিলং খলু ॥ ১৪

সেই নিস্তত্ত্বতা এইরূপ—মৃগতৃক্ষার অর্থাৎ মরীচিকা-নির্মিত জলে স্নান করিয়া, আকাশ-কুসুমনির্মিত চূড়া ধারণ করিয়া বক্ষ্যাপুত্র (আসিতোহেন)—এই বক্ষ্যাপুত্র কেবল শব্দেই বিद्यমান; সেই বক্ষ্যাপুত্র এবং তাহার বিশেষণরয় একেবারেই নিস্তত্ত্ব । ১৪ ।

পৃথগানয়নং কর্ত্তং ধীমতাপিন শক্যতে । অতোহনৃতো ঘটো নৈব সত্যইত্যভ্যুপেয়তাম্ ॥ ১৫

তুমি স্মরুজিমান হইলেও ঘটকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া আনিতে পারিবে না; এই হেতু ঘট মিথ্যা, সত্য নহে, ইহা তোমাকে মানিতেই হইবে । ১৫ ।

সমবায়স্ত্য়া প্রোক্ত আরোপং ত্রমহে বরম্ । স্বাণাবারোপিতশ্চৌরোঘথা মৃদিঘটস্তথা ॥ ১৬

আরোপাৎ পূর্বমৃদ্ধং তদভাবাদসত্যতা । আদ্যবশ্তে চ যন্মাস্তিবর্ত্তমানেহপি তস্তথা ॥ ১৭

তুমি যে-মৃত্তিকার সহিত ঘটের 'সমবায়সম্বন্ধ' বলিলে, তাহাকে আমরা বলি 'আরোপ'; (বৈকল্প ভ্রান্তিবশতঃ) স্থাপুতে (গাছের গুঁড়িতে) চোর আরোপিত হয়, ঘট মৃত্তিকায় সেইরূপ আরোপিত। আরোপের পূর্বে এবং পরে, ঘট মৃত্তিকায় অবিভক্তমান বলিয়া ঘট অমৃত্য; কেননা, বাহা আদিত হইল না, অস্তেও থাকিবে না, তাহা মরণোৎ অর্থাৎ বর্তমান কালেও নাই। (এইরূপ নিবন রহিয়াছে--গৌড়পাদীরকারিকা, ২৬; ৪১৩১)। ১৬, ১৭।

**কালব্রায়ানুগঃ স্থাপুঃ সত্যো মূচ্ তথেক্যতাম্। সত্যানুতে চ মিথুনীকৃত্য কুস্ত্ব ইতীৰ্য্যতে ॥১৮**

স্থাপু কালব্রয়েই বিজ্ঞমান। ভাবিয়া দেখ—মৃত্তিকাও ঠিক সেইরূপ। মৃত্তিকাই (ঘট এইরূপ জ্ঞানের বিষয়তাপ্রাপ্ত হইলে), সত্য ও মিথ্যার পরস্পর সম্মেলনে 'ঘট' বলিয়া কথিত হয়। ১৮।

**শব্দপ্রত্যয়কার্য্যাণি সন্তি যদঘটয়োঃ পৃথক্। স্থাণৌ চৌরে চ দৃষ্টানি পৃথক্ তানি তথাত্র চ ॥১৯**

দ্রবশতঃ যখন স্থাপু চোর বলিয়া গৃহীত হয়, তখন 'চোর'শব্দ, 'চোর'-প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার যেমন 'স্থাপু'শব্দ, 'স্থাপু'প্রত্যয় এবং 'স্থাপু' বলিয়া ব্যবহার হইতে ভিন্নরূপে দৃষ্ট হয়, মৃত্তিকা ও (তত্ত্বপাদানক) ঘট সম্বন্ধেও শব্দ, প্রত্যয় ও ব্যবহার ঠিক সেইরূপ পৃথক্। ১৯

**দ্বিবিধব্যবহারগু সঙ্ঘাবেহপি বিবেকিনঃ। সত্যায়ানু যদিত্যৎপৰ্য্যং নানুতেহস্তি ঘটাদিকে ॥২০**

স্থাপু দৃষ্টান্তে 'চোর'শব্দ, 'চোর'প্রত্যয় এবং 'চোর' বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা এবং 'স্থাপু'শব্দ, 'স্থাপু'প্রত্যয় এবং 'স্থাপু' বলিয়া ব্যবহার সত্য; এইরূপে সত্য ও মিথ্যারূপ দুই প্রকার ব্যবহার দৃষ্ট হয়। মৃত্তিকা এবং ঘটের দৃষ্টান্তে সেইরূপ দ্বিবিধ ব্যবহার সম্ভব হইলেও, যিনি (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ) বিচারপ্রবণ, তিনি মৃত্তিকায় প্রাক্ত শব্দ, মৃত্তিকা-প্রত্যয় এবং মৃত্তিকা বলিয়া ব্যবহারই সত্য এবং সেই-হত্ব উপাদেয়, বলিয়া তাহাদেরই গ্রহণে প্রবৃত্ত হন, ঘটাদিতে প্রাক্ত শব্দ, ঘটাদি প্রত্যয় এবং ঘটাদি বলিয়া ব্যবহার মিথ্যা বলিয়া তাহাতে প্রবৃত্ত হন না। ২০।

**ইক্ষৌ রসোহস্ত্যজীষঞ্চ রসং গৃহ্নাতি বুদ্ধিমান্। নর্জীষমেবং কুস্ত্বেহপি মৃন্মাণে যুক্ত আদরঃ ॥২১**

ইক্ষুতে যেমন রস আছে, তেমনি ঋজীষ (ছিঁড়)ও আছে, কিন্তু বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি রসই গ্রহণ করিয়া থাকেন, ছিঁড় গ্রহণ করেন না। সেইরূপ ঘটের মৃত্তিকাভাগেই (তত্ত্বনির্ণয়ার্থ) বিচারশীল ব্যক্তির) আদর সমীচীন। ২১।

**যে ঘটাদিষু মৃন্মাণা জ্ঞাতব্যা আদরেন তে। সর্বোহপি রাশিবিজ্ঞানাদেব জ্ঞাতা ভবন্তি হি ॥ ২২**

আধার ও আধেয় এই উভয়ভাগাত্মক ঘটাদিতে মৃত্তিকাদিরূপ আধাব্যভাগসমূহ সত্য বলিয়া আদরে গ্রহণীয়; (সেইগুলি, মিথ্যা আধেয় ভাগসমূহে অল্পগত বলিয়া বর্জনীয় নহে;) কেননা, ঘটাদিবিচারসমূহ মৃত্তিকাদিরাশি বলিয়া বিদিত হইলেই বিদিত হইতে পারে। ২২।

**যদ একোহপি সর্বতমাকারেন্তুপাধিভিঃ। নিরূপাধিকবিজ্ঞানাৎ সর্বোপহিতমীভবৎ ॥ ২৩**

(শব্দ) ভাল, ঘটাদিরূপ সমস্ত যুদ্ধিকারে যুদ্ধাত্মক আধারভাগ একই—মানিলাম; কিন্তু সেই যুদ্ধাত্মক ভাগটিই 'ত' সব নহে! সেই ভাগটিকে জানিলেও পৃথুব্রহ্মদরাদিরূপ আকৃতিভাগ-সমূহ 'ত' অবদিতই থাকিয়া যাইবে। (সমাধান) তত্ত্বত্রে বলিতেছেন—যুদ্ধাত্মক সত্য ভাগটি, সকল প্রকার আকৃতিরূপ উপাধির সহিত (অর্থাৎ সত্যভাগে আরোপিতনাম এই মিথ্যাভাগের সহিত) তোমার 'সব'। সেইহেতু উপাধিরহিত মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারাই ঘটাদিরূপ সমস্ত উপহিত ভাগের

জ্ঞান হইয়া যায়। [পূর্বেই অর্থাৎ ২০ সংখ্যক শ্লোকে বলা হইয়াছে—তজ্জাহসন্ধিংস্ব বিসেকো সত্যংশেই আদর; মিথ্যাভাগ তাহার দৃষ্টিতে নাই; সত্যভাগই তাহার দৃষ্টিতে আবোপিত মিথ্যাভাগের সহিত 'সব'। আর উপহিত ঘটাদি মিথ্যা বলিয়া তাহাকে 'ভাগ' বলিয়া গৌরবান্বিত করিতে বিবেকী কখনই প্রবৃত্ত হন না, যেমন কায়া ও তাহার ছায়াকে দুইটি বলিয়া মানিতে নিতান্ত অজ্ঞ ও সম্মত হয় না, সেইরূপ]। ২৩।

**কটকার্দো সত্যভাগা বুদ্ধা হেমথিয়া তথা। কুঠারাদো সত্যভাগা বৃধ্যন্তে লোহবুদ্ধিতঃ ॥ ২৪**

ঠিক সেইরূপেই সুবর্ণের জ্ঞান দ্বারাই বলয়াদির সত্যভাগ জ্ঞাত হইয়া যায়; সেইরূপই লৌহের জ্ঞানদ্বারাই কুঠারাদির সত্যভাগ বিদিত হইয়া যায়। ২৪।

**যদ্ যৎ কার্য্যং তস্ম তস্ম ধীঃ স্বেপাদানবুদ্ধিতঃ ।**

**ইতি ব্যাপ্তিং বিবক্ষিত্বা দৃষ্টান্তা বহবঃ শ্রুতাঃ ॥ ২৫**

(এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে :—) যাহা যাহা কার্য্যরূপ, তাহার তাহার জ্ঞান, সেই সেই কার্য্যের উপাদানের জ্ঞান দ্বারাই নিষ্পন্ন হয়—এইরূপ ব্যাপ্তি বা সাধাসাধনের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। ২৫।

**সর্বের জগদুপাদানে শ্রুতে সতি ভবেচ্ছতম্ ।**

**মতে জ্ঞাতে মতং জ্ঞাতমিত্যলৌকিকতা কূতঃ ॥ ২৬**

জগতের যাহা উপাদান তাহা শুনিলেই জগতের যাবতীয় কার্য্যরূপ পদার্থ শ্রুত হইয়া যাব; তাহার মনন করিলে সমস্তেরই মনন হইয়া যায়; তাহা জানিলেই সমস্তই জ্ঞাত হইয়া যাব; ইহাতে অলৌকিকতা কোথা হইতে আসিল?। ২৬।

**শ্রবণং গুরুশাস্ত্রাভ্যাং মননস্ত সমুত্তিভিঃ । বিজ্ঞানং স্বানুভূত্যেতি শ্রবণাদেব সঙ্করঃ ॥ ২৭**

গুরুমুখ হইতে এবং শাস্ত্রবচন হইতে শ্রবণ করিতে হয় অর্থাৎ গুরুবচন ও শাস্ত্রবাক্য উভয়েরই তাৎপর্য্য অধিতীয় ব্রহ্ম—এইরূপ অবধারণের অমূল্য মানসবৃত্তি করিতে হয় এবং প্রমাণান্তর সহিত সেই তাৎপর্য্যের বিরোধপরিহারের নিমিত্ত অমূল্য তর্কের উদ্ভাবন নিজেরই (শুদ্ধ) বুদ্ধি-প্রয়োগে করিতে হয়; তাহারই নাম মনন এবং তদনন্তর নিজের অনুভূতিদ্বারা বিজ্ঞান লাভ করিতে হয় অর্থাৎ অদ্বৈতানুসঙ্গরূপের অনুভব পুনঃপুনঃ ধ্যানযোগে করিতে হয়—এইরূপে শ্রবণাদি প্রক্রিয়াত্রয়ের পার্থক্য বুঝিতে হইবে। ২৭।

**শ্বেতকেতুঃ সর্ববোধমেকবোধেন বিশ্বসন্। প্রত্যঙ্ মুখোহ্ভবন্তন্যৈ সর্বোপাদানমীরিতম্ ॥ ২৮**

শ্বেতকেতু যখন বুঝিলেন, এরূপ একটি বস্তু আছে যাহার জ্ঞান হইলে সকল পদার্থেরই জ্ঞান হইয়া যায় এবং সেইরূপ বিশ্বাসবশে অন্তর্মুখ হইলেন, তখন পিতা তাঁহাকে “সং এব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ” ইত্যাদি বাক্যে সকল পদার্থেরই উপাদান সেই সঙ্কল্পের উপদেশ করিলেন। ২৮।

**ইদং জগন্মাকরূপযুক্তমন্ত সদীক্যতে । সৃষ্টেঃ পুরা সদেবাসীন্মাকরূপবিবর্জিতম্ ॥ ২৯**

**মুক্তমলেহবন্তুর্নি বিকারোৎপত্তিতঃ পুরা । নির্বিকারান্যুপাদানমাত্রাণ্যাসন্ যথা তথা ॥ ৩০**

এই জগৎ যাহা এক্ষণে নামরূপবিশিষ্ট হইয়া সত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে, তাহা সৃষ্টির পূর্বে নামরূপরহিত সত্ত্বই ছিল, (কেননা, এই জগতে উপাদেয়তা গ্রহণযোগ্যতা রহিয়াছে

—বাহ্য বাহ্য উপাদেয়, তৎসমস্তই উৎপত্তির পূর্বে নির্বিকারোপাদানমাত্র, যেমন মূহপাদানক ঘটাদি ; এই জগৎও সেইরূপ, সেইহেতু নির্বিকারোপাদানমাত্র)। যেমন মৃত্তিকা, স্নবর্ণ, লৌহ প্রভৃতি বস্তু ঘটাদিবিকারোৎপত্তির পূর্বে কেবলোপাদানরূপে নির্বিকার, এই জগৎও সৃষ্টির পূর্বে সেইরূপ নির্বিকারোপাদান । ২৯, ৩০ ।

**স্বসজ্জাতিবিজ্ঞাভূতভেদত্রয়বিবক্ষনাৎ । একমেবাদ্বিতীয়ং তৎ সদ্বস্তিত্যবগম্যতাম্ ॥ ৩১**

জাতের সেই নির্বিকারোপাদান সজ্জাতীয় বিজ্ঞাতীয় ও স্বগত ভেদরাহিত বলিয়া, তাহা একমাত্র স্ববিত্তীয় সদ্বস্ত, এইরূপ বুঝিতে হইবে। ৩১ ।

**বৃক্ষশ্চ স্বগতো ভেদঃ শাখাভবয়বেশুখা । বৃক্ষান্তরাৎ সজ্জাতীয়ো বিজ্ঞাতীয়ঃ শিলাদিতঃ ॥ ৩২**

(সেই ভেদত্রী এইরূপ—) যেমন শাখাদি অবয়ব পইয়া বৃক্ষের স্বগতভেদ, অল্প বৃক্ষ হইতে গাছাব সজ্জাতীয় (সমান জাতীয়) ভেদ এবং পাষাণাদি হইতে তাহাব বিজ্ঞাতীয় ভেদ। ৩২ ।

**ন সত্যবয়বঃ সন্তি তেনৈকং স্যাদখণ্ডকম্ । জাত্যভাবাৎসজ্জাতীয়ংবিজ্ঞাতীয়ঞ্চ দুর্ভগম্ ॥ ৩৩**

[ (শঙ্ক) ভাল, সেই সদ্বস্তকে যখন বস্তু বলিয়া নিরূপণ করা হইতেছে, তখন তাহাতে 'ত' বৃক্ষাদি বস্তুব ত্রায় ত্রিবিধ ভেদ থাকিতে পারে?—এই শঙ্কাব নিরাস করিবার জন্ত বলিতেছেন—] সদ্বস্ততে অবয়ব নাই—[ অর্থাৎ সদ্বস্ত (পক্ষ) সাবয়ব হইতে পারে না, (সাধ্য) ; যেহেতু তাহাকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করা যাইতে পারে না (হেতু)। বাহ্যকে সাবয়ব বলিয়া নিরূপণ করিতে পারা যায় না, তাহা সাবয়ব নহে, যেমন তর্কিকগণের অভিমত আকাশ (কেবলান্বয়ী দৃষ্টান্ত, ব্যতীবেকী দৃষ্টান্ত—যেমন ঘট)—এইরূপে অনুমানের প্রয়োগ হইবে।] সেইহেতু অর্থাৎ সাবয়ব পদার্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া সদ্বস্ত অখণ্ডক বা অবয়বশূন্য; তাহাতে স্বগত ভেদ নাই, ইহাই তাৎপর্য। সত্তা, আত্মতা প্রভৃতি-রূপ জাতি নাই বলিয়া 'সদ্বস্তর সজ্জাতীয়' এরূপ বলা চলে না। (অভিপ্রায় এই—) বাহ্য এক, নিত্য, অনেকে অনুগত, তাহার নাম জাতি; সেই অনুগতের প্রতিতির্য্যাক গোষাদিজাতি সিক্ত হয়, কিন্তু আত্মত্বে সেই অনুগতের প্রতীতি নাই বন্ধুরা আত্মত্ব বলিয়া 'জাতি' সিক্ত হইবে।) (শঙ্ক) ভাল, আত্মত্ব জাতি বলিয়া সিক্ত না হইলেও, সত্তা 'সন্ ঘটঃ' 'সন পটঃ'—'ঘট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে' এইরূপে ঘটে, পটে অনুগত বলিয়া, সেই অনুগতবুদ্ধিরারা সত্তাজাতি 'ত' সিক্ত হয়। (সমাধান) না, এরূপ বলা চলে না; একটিমাত্র সজ্জপ (দর্শনরূপে) সর্বত্র প্রতীত হয়, এইরূপ মানিলে লাঘব হয় বলিয়া, 'উক্ত সজ্জপ' (দর্শনকে) ছাড়িয়া, বর্ণিত প্রকারে ঘটে পটে অনুগত-বুদ্ধি করিয়া প্রত্যেক বস্তুতে সত্তাধর্ম্য কল্পনা করা, (গৌববহেতু) অমুচিত। আবার সদ্বস্তর যখন জাতিই নাই, তখন তাহার 'সজ্জাতীয়' (সমানজাতীয়) এরূপ বলা চলে না; এইহেতু সেই সজ্জাতীয় সন্ধকের প্রতিযোগিনিরূপিত ভেদের কথাও উঠে না। এইরূপে স্বগত ও সজ্জাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিয়া, বিজ্ঞাতীয় ভেদের নিরাস প্রদর্শন করিতেছেন—এই সদ্বস্তর যখন জাতিই নাই, তখন সদ্বস্তর বিজ্ঞাতীয় বস্তু 'অসং' বা মিথ্যা এবং তাহা মিথ্যা বলিয়া বাস্তবভেদ সিক্ত হয় না, কিন্তু আকাশাদিতে যেরূপ কল্পিত ভেদ আছে, সদ্বস্ততেও সেইরূপ ভেদ কল্পিত হইতে পারে। ৩৩ ।

**একাদিভিঃ পদৈর্ভেদত্রয়মত্র নিবার্য্যতে । সর্বভেদবিহীনং যদখণ্ডং তৎ সদীক্যতাম্ ॥ ৩৪**

‘একম্’ ‘এব’ ‘অদ্বিতীয়ম্’—এই ‘এক’ প্রভৃতি পদদ্বয়দ্বারা উক্ত তিনটি ভেদ নিবন্ধিত হইয়াছে। যে বস্তুটি সর্বভেদবিহীন বলিয়া অথও, তাহাকেই সেই ‘সদৃশ’ বলিয়া অর্থধারণ কর। ১৩৪।

অস্তীতি শব্দবুদ্ধী যে দৃশ্যেতে নামরূপয়োঃ। তদভাবাৎপূরা সৃষ্টিঃ শূণ্যমাত্রবৈদিকাঃ ॥ ৩৫

‘অস্তি’ এই শব্দ (—প্রয়োগযোগ্যতা) এবং ‘অস্তি’ এই বুদ্ধি, নাম এবং রূপ এই দুইটিতে প্রতীত হয়। (নামরূপও) নামে এবং রূপে সেই ‘অস্তি’রূপশব্দ (—প্রয়োগযোগ্যতা) ও বুদ্ধি ছিন্ন না বলিয়া অবৈদিকগণ, সৃষ্টির পূর্বে শূণ্য ছিল এইরূপ মনে করিয়া থাকে। ৩৫।

নামরূপাত্মকং শূণ্যং কিলৈতদুপপত্ততে। তদযুক্তং ন বক্ষ্যামাঃ পুত্রাৎপুত্রাস্তরোহন্ববঃ ॥ ৩৬

নামরূপাত্মক এই জগৎ তাঁহাদের মতে, শূণ্য হইতে সিদ্ধ হয়। তাহা যুক্তিবিহীন; কেননা, বক্ষ্যার এক পুত্র হইতে অপর পুত্র জন্মিল, ইহা সম্ভব নহে। ৩৬।

শূণ্যজহে নাম শূণ্যং রূপং শূণ্যমিতাদৃশঃ। শূণ্যানুবোণো ভাসেত সর্বেশস্তদভাসতে ॥ ৩৭

যদি নাম এবং রূপ শূণ্য হইতে উৎপন্ন হইত, তাহা হইলে নাম-শূণ্য, রূপ-শূণ্য এইরূপে নামরূপ শূণ্যদ্বারা অনুবিক্ত হইয়া প্রকাশিত হইত। কিন্তু তাহা না হইয়া তত্ভব সর্বস্বব দাব্য অনুবিক্ত হইয়া—‘নাম অস্তি’, ‘রূপ অস্তি’ এইরূপে প্রতীত হয়। ৩৭।

ততঃ সংকারণং সত্ত্ব সর্বস্বষ্ট্যর্থমক্ষত। বহু স্যামহমেবাতঃ প্রজায়েয়েতি মায়ায়া ॥ ৩৮

সর্বস্বের দ্বারা অনুবিক্ত বলিয়া তত্ভবেব কারণ সদৃশ। সেই সংকারণ সমস্ত জগতের সৃষ্টির জন্ত, আলোচনা বা সঙ্কল করিলেন—‘আমিহ (অর্থাৎ এক থাকিয়াই) বহু হইব’। এই হেতু অর্থাৎ আত্মাকে বহু করিবার জন্ত ‘প্রকটরূপে’ জন্মিল (অর্থাৎ মায়ার সাহায্যে, অথবা থাকিয়া, বীজাদির দ্বারা বিনাশপ্রাপ্ত না হইয়া জন্মিল বা বহু হইব)। ৩৮।

বস্তুতো বহুভাবশ্চদৈবতং সন্ধিনগৃহিতি। মা ভূয়াশ ইতি প্রত্যাপ্রকর্ষণে জনিঃ প্রভা ॥ ৩৯

স্বরূপতঃ বহুভাবাপন্ন হইলে সেই সদৈবত বস্তুর বিনাশ হয় অর্থাৎ সিদ্ধি হয় না। যাহাতে এইরূপ অসিদ্ধি না ঘটে এইহেতু স্রুতি “প্র-ব্রায়েব” —এইরূপে “প্রকর্ষণে উৎপত্তি” শুনাইয়াছেন অর্থাৎ ‘প্র’ উপসর্গের উচ্চারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন। ৩৯।

প্রকর্ষণে নাম পূর্ব্বশ্রাদ্ধিক্যমধিকা তু যা। সা মায়া ন সতী নাপি শূণ্যস্যাদ্ধুষিতহতঃ ॥ ৪০

‘প্রকর্ষণ’ শব্দের অর্থ ‘পূর্ব্ব হইতে আধিকা’, কিন্তু বস্তুটুকু লইয়া সেই আধিকা তাহা সর্বৈব মায়া; কেননা, তাহা না সং, না শূণ্য এইরূপে দূষিত। ৪০।

মায়ায়া বহুরূপহে সদৈবতং ন নগৃহিতি। মায়ািকানাং হি রূপাণাং দ্বিতীয়ত্বমসম্ভবি ॥ ৪১

মায়াদ্বারা বহুরূপ হইলে সেই সদৃশ, অবৈতরূপে অসিদ্ধ হয়েন না। রূপ সকলই মায়ািক, তাহাদিগের দ্বিতীয় বলিয়া পরিগণিত হওয়া অসম্ভব। সদসদ্বিলক্ষণা মায়ায় দ্বায়, মায়ায় কার্য্যদ্বারাও অদ্বিতীয়ের সদ্বিতীয়ত্ব সম্ভব হয় না। ৪১।

অচিন্ত্যশক্তির্মায়াতো দুর্ঘটং ঘটয়ত্যসৌ। উপাদাননিমিত্তহে কল্যেত্রে স্তি মায়ায়া ॥ ৪২

মায়া অচিন্ত্যশক্তি; সেইহেতু তিনি দুর্ঘটকেও ঘটাইতে পারেন। সেই কারণে (জগতের নিষ্কাশনে) উপাদানতা ও নিমিত্ততা মায়ায় দ্বারাই সদৃশ্যেতে কল্পিত হয়। ৪২।

বহুস্যমিত্যুপাদানভাবঃপ্রোক্তৌমুদাদিবৎ । এক্ষেতেতি নিমিত্তত্বমিতি প্রোক্তং কুলানবৎ॥৪৩

“বহু স্যাম্”—‘বহু হইব’ এই দুই শব্দদ্বারা সদস্তব, যুক্তিকাদিব হাব উপাদানভাব কথিত হইয়াছে। “এক্ষত”—আলোচনা করিলেন—এই শব্দদ্বারা সদস্তব কৃষ্ণকাবেব হাব নিমিত্তকারণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৪৩।

মায়ারুত্তিবেশেষে যা চিচ্ছায়াসৌ সদীক্ষণম্ । ঐক্ষিত্বা সসৃজে তেজস্তাদৃক্ সঙ্কল্ললীলয়া ॥ ৪৪

মায়ারুত্তিবেশেষে যে সদস্তব অর্থাৎ চৈতন্যেব ছায়া তাহা হইবে সেই সদস্তব ‘ঐক্ষণ’ (আলোচনা)। তিনি ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া তেজ সৃজন করিলেন; সেই তেজ-সৃজন উচ্চাৎ হেজবিষয়ক সঙ্কল্ললীলা অর্থাৎ নিবাস্য নিবন্ধেণ মানসবৃত্তিমাত্র। ৪৪।

আকাশবায়ু প্রাক্ সৃষ্টাবিতি প্রোবাচ তিতিরিঃ । দিগ্ভাত্মারুণিঃ সৃষ্টেণক্তুং তেজউদৈরয়ৎ॥৪৫

তিতিরি বলিয়াছেন বটে অর্থাৎ তৈত্তিরীয়-উপনিষদে উক্ত হইয়াছে বটে (একানন্দবর্ণী ১) যে, আকাশ ও বায়ু তেজেব পূর্বে সৃষ্ট হইয়াছিল। এখানে (ছান্দোগ্যেব যষ্ট প্রপাঠকে) শ্বেতকেতুব পিতা আরুণি সৃষ্টির দিগ্‌দর্শন অর্থাৎ ইন্দ্রিতমাত্র কবিবাব জ্ঞাত, (আকাশ ও বায়ুকে পবিত্র্যাক করিয়া) কেবল তেজেরই উল্লেখ করিলেন। ৪৫।

ব্রহ্মোপলক্ষণায়ৈব সৃষ্টিঃ সর্বত্র কথ্যতে । জগতা কিয়তাপ্যেতচ্ছক্যং লক্ষয়িতুং খলু ॥ ৪৬

ব্রহ্মের যেখানে যেখানে সৃষ্টির উল্লেখ আছে, সেই সকল স্থানে একেব সূচনা করাই উদ্দেশ্য। জগতেব কিয়দংশেব দ্বারাই অর্থাৎ দুই একটি উপাদানেব উল্লেখদ্বারা সেই সূচনা নিশ্চতই সম্পাদিত হইতে পারে। ব্রহ্মের সূচনাই যখন তাৎপর্য্য, (সৃষ্টির উৎপত্তি-প্রক্রিয়াবর্ণনে যখন তাৎপর্য্য নহে) তখন তৈত্তিরীয় শ্রুতির সহিত ছান্দোগ্যশ্রুতির বিরোধ নাই; (বিশেষতঃ যখন ছান্দোগ্যোপলিখিত তিনটমাত্র উপাদানদ্বারা জগতের উৎপত্তি অসম্ভব।) ৪৬।

তেজসোহচেতনহেইপি তেজঃ কঞ্চুকসংযুতম্ । সদব্রহ্মপূর্ববদ্বীক্ষ্য সঙ্কল্ল্যৎ সসৃজে হাপঃ॥৪৭

ছান্দোগ্যশ্রুতিতে যে আছে—“সেই তেজ আলোচনা করিলেন আমি বহু হইব”, তাহাতে শঙ্কা এই যে, অচেতন তেজের পক্ষে আলোচনা অসম্ভব। সেই শঙ্কার নিবাসের জন্ত বলিতেছেন—তেজ অচেতন হইলেও সেই সদব্রহ্ম তেজোৰূপ কঞ্চুকে (খোলসে) আবৃত হইয়া পূর্ববৎ আলোচনা করিয়া সঙ্কল্লদ্বারাই জলের সৃষ্টি করিলেন। ৪৭।

অপ্‌কঞ্চুকং ব্রহ্মপৃথ্বীমন্নহেতুমকল্পয়ৎ । তেজোহবনেনভ্যএতেভ্যো দেহবীজানি জজ্ঞিরে ॥৪৮

অপ্‌কঞ্চুকং ব্রহ্মদ্বারা আবৃত হইয়া ব্রহ্ম অন্নের কারণ-স্বরূপ ‘অন্নরূপ’ ক্ষিত্তির সৃষ্টি করিলেন। (জীবাবিষ্ট ত্রিবৃৎকৃত পক্ষ্যাদিরূপ) এই তেজ, জল এবং অন্ন হইতে জীবদেহের বীজসকল উৎপন্ন হইয়াছে। ৪৮।

জরায়ুজাওজোস্তিজ্জানীতি বীজত্ৰয়ং খলু । জীবরূপপ্রবেশার্থমৈক্ষত ব্রহ্ম দেবতা ॥ ৪৯

ঐদা ভূয়ইহোৎপন্নাস্তেজোহব্রহ্মাখ্যদেবতাঃ । একৈকাংত্রিবৃতং তাস্ম কুর্বে দেহাদিসৃষ্টয়ে॥৫০

সেই জীবদেহের বীজ তিন প্রকার—জরায়ুজ, অণ্ডজ এবং উর্ভজ; তাহাতে জীবরূপে প্রবেশ কবিবার জন্ত ব্রহ্ম-দেবতা আলোচনা করিলেন। তেজ, জল ও অন্নরূপ এই যে দেবতা-ত্রয় সৃষ্ট হইল, তাহাদিগকে দেখিয়া “ইহাদের মধ্যে এক একটিকে ‘ত্রিবৃত’ (৫১) শ্লোকে

ব্যাখ্যাত) করি”, এইরূপে দেহাদির সৃষ্টির জন্ত ব্রহ্মদেবতা আবার তদ্বিষয়ক আলোচনা করিলেন।  
 ‘দেবতাঃ’পাঠে—ব্রহ্ম তেজ, জল ও অম্লরূপ এই তিন দেবতা সৃষ্ট হইলে তাহাদিগকে দেখিয়া  
 ‘এক্ষণে আমি নাম ও রূপের ব্যাকরণ—বিভাগপূর্বক প্রকাশ—করিয়া, জীবরূপে তাহাদেব মধ্যে  
 প্রবেশ করি’ এইরূপ চিন্তা করিলেন। ৪২, ৫০। (ভাষ্যকার-কৃত ব্যাখ্যার সহিত প্রভেদ দৃষ্ট হয়)।  
**তেজস্যবয়স্যোরশাবয়মৌপ্রক্ষিপ্যামশ্রণাৎ। তেজস্বিবৎকৃতং তদ্বদন্ত্যোরপি যোজ্যতাম্॥৫১**

তেজ জল এবং অম্লের (ক্ষিতির) ক্ষুদ্র অংশদ্বয় প্রক্ষেপ করিয়া মিশ্রণ করার তেজ  
 ত্রিবৎকৃত হইল। অপর দুইটিতেও অর্থাৎ জল এবং অম্লও অপর অপর দুইটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র  
 অংশদ্বয় মিলিত হইল, এইরূপ বুঝিয়া লও। ৫১।

**তেজোহবমৈজ্জিবৃঙ্কুতৈরং জাদিবপুশ্যাম্। নিশ্মায় জীবরূপেণ প্রাবিশন্তেমু সর্ববতঃ॥ ৫২**

এই ব্রহ্মদেবতা ত্রিবৎকৃত তেজ, জল ও অম্লের দ্বারা অণুজাদি দেহসকল নিশ্মায় করিয়া,  
 সেইসকল দেহে আনথাগ্র জীবরূপে প্রবেশ করিলেন। ৫২।

**অহঙ্কারস্ত চৈতন্ত্যসংযুক্তঃ প্রাণধারণাৎ। জীবঃ স্যাৎসর্বদেহেমু ব্যাপ্নোত্যাপাদমন্তকম্॥৫৩**

চৈতন্ত্যযুক্ত অহঙ্কারকেই “জীবতি”—‘প্রাণধারণ করেন’ বলিয়া জীব বলা হয়। সেই জীব  
 সমস্ত দেহে আপাদমন্তক ব্যাপিয়া থাকেন! ৫৩।

**সদ্বস্তন্তোবমারোপ্য সংসারো মায়য়া কৃতঃ। অবিচারকৃতারোপনিবৃত্ত্যর্থং বিচার্যতাম্॥ ৫৪**

সদ্বস্ততে আরোপদ্বারা মায়্যা সংসারসৃজন করিয়াছেন, (অথবা সদ্বস্ততে আরোপসাধ্য সংসার  
 মায়্যাই কার্য্য।) বিচারের অভাবে সজ্বটিত আরোপের নিবৃত্তির জন্ত বিচার করা প্রয়োজন। ৫৪।

**ত্রিবৎকরণমধ্যাদৌ স্পষ্টং তাবদ্বিচারিণঃ। প্রসিদ্ধে তৈজসেহ্যপ্যগ্নাববল্লাংশাববস্থিতৌ॥ ৫৫**

বিচার করিলে অগ্ন্যাদিতে ত্রিবৎকরণ স্পষ্টই প্রতীত হয়। অগ্নি তৈজস বলিয়া প্রসিদ্ধ  
 হইলেও, তাহাতে জল ও অম্লের (ক্ষিতির) অংশ অবস্থিত রহিয়াছে। ৫৫।

**আলায়াং রোহিতংরূপংবহুলং তত্ত্বু তেজসঃ। কক্ষিচ্ছুকুমপামেতৎকক্ষিৎকৃষ্ণস্তভুমিগম্॥৫৬**

অগ্নিশিখায় যে রক্তবর্ণ রূপের বাহুল্য, তাহা তেজেরই রূপ। যে অম্ল স্তররূপ  
 দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা জলের। আর অম্ল যে কৃষ্ণরূপ দেখিতে পাওয়া যায়,  
 তাহা ক্ষিতির। ৫৬।

**রূপত্রয়ে ভূতগতে বিবিস্ত্রে ভৌতিকোহনলঃ। কারণব্যতিরেকেণ বাটৈবানভ্যতে বৃথা॥ ৫৭**

তেজ প্রভৃতি ভূতে যে তিনটি রূপ আছে, তাহারা (বিচারদ্বারা) পৃথক্কৃত হইলে পর,  
 ভৌতিক অগ্নি বচনদ্বারাই আরম্ভ হয়। এইহেতু অর্থাৎ তাহা বাস্তবত্বোপাদানক বলিয়া  
 মিথ্যা, তাহার কারণই সত্য। ৫৭।

**জগত্চাক্ষুষ্যস্যেথং মিথ্যাস্তং বস্তু মা দিতঃ। তেজোহবয়স্যাত্র চাক্ষুষস্যোদিতা জনিঃ॥৫৮**

চাক্ষুষ জগতের এইরূপ মিথ্যাস্ত নিৰ্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে তেজ, জল, অম্ল এই তিনটি চাক্ষুষ  
 দ্রব্যের উৎপত্তি, এস্থলে অগ্রে বর্ণিত হইল। ৫৮।

**আদিত্যচন্দ্রবিদ্যুৎসুমিথ্যাস্তংবহ্নিবয়সেৎ। গৃহীত্বৈতাবতা ব্যাপ্তিং কার্য্যমিথ্যাস্তমুজ্জতাম্॥৫৯**

আদিত্যে, চন্দ্রে ও বিদ্যুতে অগ্নির জ্বালা মিথ্যাস্ত অবধারণ করিতে হইবে। এইসকল

দৃষ্টান্তাবা.—‘যাহা যাহা কাণ্ড তাহা কারণব্যতিরেকে মিথ্যা’—এইরূপ ব্যাপ্তিগ্রহ করিয়া (সাধা ও সাধনের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ বাহির করিয়া) কার্যের মিথ্যাত্ব বুঝিতে হইবে। ৫৯।

তেজোহবল্লভ্যকার্য্যাণাং মিথ্যাত্বে স্যাৎ সদদ্বয়ম্।

কারণং সত্যমেবাং তু পূর্বেষাং জ্ঞানিনাং মতিঃ ॥ ৬০

তেজ, জল এবং অন্নরূপ কাণ্ডসমূহ মিথ্যা বলিয়া প্রতিপাদিত হইলে ইহাদিগের কারণ অন্ন বস্তুই সত্য বলিয়া অবধারিত হয়। ইহাই প্রাচীন কুলপতি মহাশোত্রিয় জ্ঞানিগণের সিদ্ধান্ত। ৬০।

দৃশ্যবাহ্যেভৌতিকত্বমন্তদেহেতুনো তথা। ইতিমূঢ়মতেনু তৈদেহেভৌতিকতোচ্যতে ॥ ৬১

মূঢ়লোকে ভাবিতে পারে—‘ভাল, বাহ্যদৃশ্যসকল ভৌতিক, ইহা মানিলাম; কিন্তু দেহ-বিষয়ে ত’ সেইরূপ ‘ভৌতিক’ বলা চলিবে না’। সেইরূপ মূঢ়জনকে বুঝাইবার জন্য দেহবিষয়ে সেই ভৌতিকতা প্রতিপাদন করিতেছেন। ৬১।

যদন্নং পার্থিবং ভুক্তং তদ্বীমাংসপুৰীষকৈঃ। সূক্ষ্মমধ্যস্থূলভাগৈর্দেহেশ্বিন্ পরিণম্যতে ॥ ৬২

যে পার্থিব অন্ন ভোজন করা হয়, তাহারই সূক্ষ্ম, মধ্যম ও স্থূল ভাগ এই দেহে যথাক্রমে বৃদ্ধি, মাংস ও বিষ্ঠারূপে পরিণত হয়। ৬২।

প্রাণলোহিতমূত্রাংশৈরপাং পরিণতিস্ত্রিধা। বায়াজ্জান্ধ্রবিভেদঃ স্যাৎস্বততৈলাদিতৈজসঃ ॥ ৬৩

প্রাণ, বক্ত ও মূত্র এই তিনভাগে, পীত (পানকরা) জলেব পরিণাম। বাক্, মজ্জা ও অস্থি এই তিন প্রকারে, পীত স্নাততৈলাদি তৈজস পদার্থের পরিণাম হয়। ৬৩।

স্থূলে চ মধ্যমে ভাগে কারণানুগতিঃ স্ফুট। দীপ্রাণবান্ধু সন্দেহং দধিদৃষ্টান্ততোহনুদৎ ॥ ৬৪

দেহেব মধ্যম এবং স্থূলভাগসমূহে অর্থাৎ মাংসপুর্দীষে, বক্তমূত্রে, এবং মজ্জাস্থিতে, তাহাদের উপাদানকাষণ পার্থিবান্ন, জল এবং তৈজসপদার্থ যে অনুহ্যত থাকে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যায়। কেবল সূক্ষ্ম অংশসমূহে অর্থাৎ বৃদ্ধি, প্রাণ ও বায়ুদ্বিধে তাহাদের অনুগমন (অনুহ্যতি) লইয়া শ্বেতকেতুয যে সন্দেহ রহিয়া গেল, পিতা আকুণি দধির দৃষ্টান্ত দিয়া তাহারই নিবাস করিলেন। ৬৪।

য়তে বিলীনো দধ্যংশোহনুগতোভাতি ন স্ফুটঃ। তথাপি দধিকার্য্যত্বংবিজ্ঞতে সর্বসম্মতম্ ॥ ৬৫

য়তে দধির অংশ বিলীন থাকিয়া অনুহ্যত থাকে, তাহা স্পষ্ট প্রকাশিত হয় না; তথাপি যত যে দধিরূপ উপাদানের কাণ্ড, তাহা সকলেই মানে। ৬৫।

তথা মনঃপ্রাণবাচাং ভবত্বাদিকার্য্যতা। অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ প্রত্যক্ষা কারণানুগতিন্ হি ॥ ৬৬

সেইরূপ মন প্রাণ ও বচন, অন্ন জল ও তেজের কাণ্ডরূপ বলিয়া বুঝিয়া লও। সেই সেই কারণের অনুগমন (অনুহ্যততা) ইন্দ্রিয়ের অতীত বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না। ৬৬।

নিত্যদ্রব্যং মনো নান্নকার্য্যমিত্যাহ তর্কিকঃ। স এবোহঙ্গারদৃষ্টান্তদ্বারেন প্রতিবোধ্যতো ৬৭

নৈমায়িক বলেন মন একটি নিত্যদ্রব্য, তাহা অঙ্গের কাণ্ড নহে। সেইহেতু মন যে অঙ্গের কাণ্ড, তাহাই পিতা আকুণি অঙ্গারের দৃষ্টান্ত দিয়া পুত্র শ্বেতকেতুকে বুঝাইলেন। ৬৭। (সেই দৃষ্টান্তটি এই—)

যথা খজোতমাত্রঃ স্যাৎসঙ্গারঃ কাষ্ঠসংক্ষয়ে। কাষ্ঠবৃত্তৌ জলত্যাগিস্থা বিজ্ঞান্নোন্নয়োঃ ॥ ৬৮

ইক্ষন ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে জলন্ত অঙ্গার যেমন একটি খজোতপরিমাণ হইয়া যায় এবং ইক্ষন সংযোগ বর্জিত হইলে অগ্নি যেমন প্রজ্জলিত হয়, মন ও অন্ন বিষয়েও সেইরূপ বুঝিবে। ৬৮।



ত্যক্তোহ্নেপঞ্চদশম্ দিনেষু ক্ষীয়তে মনঃ। তেনস্মৰ্ত্ত্বং ন শক্তোহভুচ্ছেদকেতুঃ স কক্ষিণা ॥৬৯

অন্নগ্রহণ নিবৃত্ত হইলে পনের দিনে মন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; সেইহেতু শ্বেতকেতু (পনের দিন অতিক্রম থাকিয়া) অদীত বেদাদির কিছুই স্মরণ করিতে পারিলেন না। ৬৯।

অম্লেনপুষ্টে মনসি বেদান্ সম্মারতৎক্ষণাৎ। অশ্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং মনোহ্রময়মিয্যতাম্ ॥৭০

আবার অন্ন পাইয়া তাহার মন পুষ্ট হইলে, তিনি অদীত বেদসকল তৎক্ষণাৎ স্মরণ করিতে পারিলেন। মন যে অন্ননর, অশ্বর ও ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা, এইরূপে সিদ্ধান্ত করিতে হয়। ৭০।

ভৌতিকহেতুখিলসৈব্যং স্থিতে ভূতাতিরেকতঃ। তন্মাস্তি তদন্তু তানি নৈব সদ্যতিরেকতঃ ॥৭১

সমস্ত জগৎই ভৌতিক অর্থাৎ সন্নিশ্চিত ভূতসমষ্টি বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেইহেতু ভূত ভিন্ন জগতের অস্তিত্বই নাই। সেইরূপ আবার ভূতসকলের কারণস্বরূপ সদন্তকে ছাড়িয়া দিলে, সেই ভূতসকলই নাই। ৭১।

জগতঃ কারণং যৎসদদৈতং তদ্বিজজ্জিবান্। শ্বেতকেতুস্তাবতাস্য জীবত্বং ন নিবর্ততে ॥৭২

জগতের কারণ বাহা সদদৈত বস্তু, তাহা শ্বেতকেতু অমৃত্যব করিলেন; কিন্তু সেই পদমাণ জ্ঞানদ্বারা তাহার জীবত্বের নিবৃত্তি হইল না (মুক্ত হইল না)। ৭২।

সস্য ব্রহ্মহবোমেন জীবত্বমপগচ্ছতি। ইত্যভিপ্রোত্য তং শিষ্যং পুনঃ প্রোৎসাহয়ত্যসৌ ॥৭৩

নিজে ব্রহ্মরূপতা পারণা কবিত্তে পাবিলেই জীবের জীবত্ব ঘুচে—এই উদ্দেশ্যেই আকস্মিক সেই (পুত্ররূপ) শিষ্যকে পবনকল্যাণভাজন কবিবাব জন্ম আদ্য স্বরূপানুভবের জন্ত প্রোৎসাহিত করিতেছেন। ৭৩।

স্বপ্নাবসানং জানীহি মম ব্যাকুর্ভবতো মুখাৎ। অশ্রু স্বরূপং সত্ত্বমিতি স্মৃণ্তৌ ক্ষু টং খলু ॥৭৪

(তিনি বলিলেন—আমি তোমার স্বপ্নকে) অভিযুক্তি কবিত্তেছি; আমার মুখ হইতে তুমি স্বপ্নবিশ্ব তত্ত্ব বুঝিয়া লও; কেননা, সেই সদন্তই যে তোমার নিজের স্বরূপ, তাহা স্মৃণ্তিতেই স্পষ্টভাবে উপলব্ধ হয়। ৭৪।

যদা স্মৃণ্তিমাৎপ্রোতিপুমানেন তং তদা জনাঃ স্বপিতীত্যাছরেতশ্চাত্তপর্য্যাপ্রবিচিন্ত্যতাম্ ॥৭৫

যখন কোনও লোকে স্মৃণ্তি প্রাপ্ত হয়, তখন লোকে তাহাকে বলিয়া থাকে “স্বপিতী” (যে এই ঘুমাইতেছে)। এই ‘স্বপিতী’ শব্দের তাৎপর্য্য প্রকৃষ্টরূপে চিন্তা করিয়া দেখ (—তাহা কি নিদ্রার কৰ্ত্তাকে বুঝাইতেছে অথবা স্ব-স্বরূপকে বুঝাইতেছে)। ৭৫।

তিঙস্তং পদমজ্ঞানং স্তবন্তং তু বিবেকিনাম্। শ্রামিজাগস্য নার্মৈতদন্তস্তত্ত্বাবভাসকম্ ॥৭৬

“স্বপিতী”—এই তিঙস্তপদের (ক্রিয়াপদের) প্রয়োগদ্বারা লোকসমাজে অশিক্ষিত লোকে নিদ্রার কৰ্ত্তাকেই বুঝে; কিন্তু বিচারশীল লোকের নিকট এই “স্বপিতী” শব্দ নিদ্রিত ব্যক্তির নিজস্বরূপের বোধক (তিঙস্তপ্রতিক্রমক অব্যয়—যেমন ‘বস্তি’)। ৭৬।

স্বপ্নজাগরয়োজীবাঃ সত্ত্বান্তিস্তবন্তবেৎ। স্মৃণ্তৌ সম্যগেকত্বং যাতি সদন্তানা সহ ॥৭৭

স্বপ্নাবস্থায় ও জাগ্রদবস্থায় জীব নিজের সংস্বরূপ হইতে ভিন্নের ভাষ্য হইয়া যায়। স্মৃণ্তিতে কিন্তু সেই সদন্তের সহিত সমাগরূপে একত্বপ্রাপ্ত হয়। ৭৭।

জীবহমায়ানঃ প্রাণধারণা স্বভাবতঃ । সঙ্গপং স্বতন্ত্রং ক্ষুণ্ণং স্বপিত্তিনামতঃ ॥ ৭৮

প্রাণধারণহেতু আত্মার জীবন ঘটে ; ( আত্মা “জীব-নাম” বা জীবাত্মা-নাম ধারণ করেন এবং আপনাকে জীব বলিয়া অনুভব করেন । ) স্বরূপতঃ আত্মার জীবন নাই । স্বরূপতঃ তিনি বদ্রূপ ; ‘স্বপিত্তি’ এই নাম হইতেই তাহা পরিক্ষুট হয় । ৭৮ ।

মণীভাতিনাশোহস্থানিরুক্তিরবগম্যতাম্ । স্বরূপং বাস্তবং সৃষ্টোপ্রাপ্যমিত্যুদিতং ভবেৎ ॥ ৭৯

জীবের “স্বপিত্তি” এই নামের নিকৃষ্টি বা ধাতুপ্রত্যয়বাবা অর্গব্যাপাদন এইরূপ—“স্ব” মপনাকে, অপি+ই ধাতু লট্ তি অসীতি ; ( লৌকিক ‘অপোতি’ ) পাঠগা থাকে, এইরূপ যুক্ত হইবে । তদ্বারা ইহাই কথিত হয়, যে সৃষ্টিতে জীব আপনাব বাস্তব স্বরূপ পাইতে পাবে । ৭৯ ।

উপাদেদ্বননো জাগ্রৎসুপ্তবস্থে হি নাশ্বনঃ । ইত্যভিপ্রোক্ত্য শকুনিদৃষ্টান্তঃ প্রোচ্যতে দ্বিঃ ॥ ৮০

জাগ্রদবস্থা, ( ও জাগ্রত্ব ল্য ভোগপ্রদ বলিয়া স্বপাবস্থা ) এবং সুপ্তাবস্থা, এই অস্তাবস্থা ( বন ) আত্মার নহে কিন্তু তত্ত্বপাদি মনের ; ইহাই বুঝাইবার অভিপ্রায়ে ( স্বরূপ বা বাধ-কবাবন্ধ ) পক্ষাব দৃষ্টান্ত দিতেছেন । ৮০ ।

শকুনিঃ সূত্রবন্ধো যঃ স গচ্ছন্ বিবিধা দিশঃ । অলঙ্কারমাক্রান্তে বন্ধনস্থানমাত্রজেৎ ॥ ৮১

যে পক্ষটি ব্যাধের করজড়িত স্বরূপ আত্মা, সে মজ্জিনাভব জ্ঞান নানাদিকে উড়িয়া বাইবার চেষ্টা করে, কিন্তু আকাশে আপনার আধার বা বিশ্রামস্থান লাভ কবিতে না পারিয়া সেই ব্যাধস্বরূপ বন্ধনস্থানেই ফিরিয়া আইসে । ৮১ ।

সত্ত্বো মায়য়া বন্ধং মনো জাগরণং ত্রয়েৎ । অলঙ্কারং তত্র বিশ্রান্তিং সত্ত্বো লীয়তে পুনঃ ॥ ৮২

( সেইরূপ ) মন মায়ার দ্বারা সংস্বরূপ বস্তুরে আবদ্ধ থাকিয়া জাগরণ ( ও স্বপাবস্থা ) প্রাপ্ত হয় কিন্তু সেই ( সেই ) অবস্থায় বিশ্রামলাভ কবিতে না পারিয়া আবার সেই সংস্বরূপ বস্তুরে পরপ্রাপ্ত হয় । ৮২ ।

আত্মচ্ছায়াপি মনসা সদাগচ্ছতি গচ্ছতি । গত্যাগতি তু সংসারঃ স চ স্বাত্মনি কল্লিতঃ ॥ ৮৩

আত্মচ্ছায়া বা চিদাভাসও, মনের সহিত সংস্বরূপ বস্তুরে ফিদিয়া আইসে এবং মনের সহিত সেই সংস্বরূপ বস্তু হইতে বাহির হয় । এই গমনাগমনই সংসার ; সেই সংসার ( বিদ্য ) চিদাত্মায় কল্লিত । ৮৩ ।

মনোলয়েহমুপাধিঃ সন্নাত্মা সংসারবর্জিতঃ । শ্বেন বাস্তবরূপেণ স্মৃষ্টাববতিষ্ঠতে ॥ ৮৪

সৃষ্টির অবস্থায় মন লয়প্রাপ্ত হইলে, আত্মা উপাধিশূন্য হন ; সেইহেতু সংসার-মুক্ত হইয়া আপনার বাস্তবরূপে অবস্থান করেন । ৮৪ ।

চিদাত্মা চ বপুঃ স্থূলমিত্ত্রিয়াণ্যাত্মবোধেন । দ্বারাগীত্যাহ মল্লোহয়ং রূপং রূপমিতি ক্ষুণ্ণতম্ ॥ ৮৫

চিদাভাস, স্থূলশরীর এবং ইন্দ্রিয়সকল, স্বকীয় আত্মার অন্তর্যমানে পবম্পবাক্রমে কারণস্বরূপ । এই তত্ত্বই স্পষ্টতঃ বৃহদারণ্যক উপনিষদের ( ২।৫।১৯ ) ঋগ্বেদীয় মন্ত্র দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছে যথা— “রূপং রূপং প্রতিক্রোপো বভূব তদন্ত রূপং প্রতিকরণায় । ইন্দ্রো মাতাভিঃ পুরুষং দ্বিগতে যুক্তা হস্ত হবয়ঃ শতদশ” ॥ ইতি—(সেই পরমাত্মা) “রূপম্ রূপম্”—সকল বস্তুরে, কোনটিকে না ছাড়িয়া, “প্রতিক্রূপঃ”—

প্রতিবিম্বরূপ, “বভূব”—ইহেন। কিজ্ঞ তাহার প্রতিবিম্বধারণ? এইহেতু বলিতেছেন—  
 “অন্ত”—পরমায়া, “তৎ রূপম্”—সেই প্রতিবিম্বক্ষেপণ; “প্রতিচ্ছায়া”—আপনার নিকট স্বরূপাংশ  
 জ্ঞ—আত্মবোধের জ্ঞ। “ইন্দ্রঃ”—পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন পরমায়া, “মায়াভিঃ”—নামরূপকৃত বি-  
 মিথ্যাভিমানদ্বারা, “পুরুষঃ”—অনেক প্রকার রূপ, “ঈয়তে”—প্রাপিত হ’ন, সেই সেই রূপে প্র-  
 মান হ’ন; সেইসকল বিবিধপ্রকারের রূপ, তাহার নহে। “অন্ত”—চিদাভাসদ্বারা জীব-  
 অবস্থিত এই পরমায়া, “শতা (শতানি) দশ (চ)”—জীবভেদবাহ্য্য হেতু, কোন কোন জীব শত শত,  
 কোন জীব দশটি মাত্র, কোন জীব তদন্ত, “হরয়ঃ”—বিষয়হরণসাধন ইন্দ্রিয়সকল, “যুক্তাঃ”—  
 নিরতসম্বন্ধ হইয়া রহিয়াছে। (বিষয়ভেদেও ইন্দ্রিয়সকল দশপ্রকার বা শত শত প্রকার  
 হইতে পারে)। ৮৫।

দেহেদেহেপ্রতিচ্ছায়াক্রপোহভুৎস্বায়াবুদ্ধয়ে। মায়াভিরিন্দ্রো বহুধাদেহোহভুৎস্বায়াবুদ্ধয়ে॥৮৬

(উক্ত মন্ত্বে তাৎপর্য এই)—পরমায়া দেহে দেহে প্রতিচ্ছায়া বা চিদাভাসরূপ হইলেন—  
 নিজের আয়োগলব্ধির জ্ঞ; পরমৈশ্বর্যসম্পন্ন পরমায়া মায়া সাহায্যে অর্থাৎ নামরূপকৃত  
 বিবিধপ্রকার মিথ্যাভিমানদ্বারা অথবা বিবিধপ্রকারের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ শক্তির দ্বারা, বহু-  
 প্রকারের দেহ ধারণ করিলেন—নিজেব আয়োগলব্ধির জ্ঞ। ৮৬।

ইন্দ্রিয়াশাস্তেন যুক্তান্তচ্চ স্বায়াবুদ্ধয়ে। ছায়ামাত্রিত্য তত্রায়া বোধিতঃ স্তুপ্তিবর্ণনাৎ॥৮৭

(পরমায়া) ইন্দ্রিয়রূপ অশ্রগণকে দেহের সহিত সংযোজিত করিয়াছেন নিজের আয়োগ-  
 লব্ধির জ্ঞ। (শ্রুতি), স্তুপ্তিবর্ণন অবলম্বন করিয়া, চিদাভাসকে ধরিয়া তাহাতে অর্থাৎ চিদাভাস,  
 স্থলশরীর ও ইন্দ্রিয়মধ্যে আয়াকেই, (আয়ায় তাহাদের লয় বর্ণন করিয়া, পরম্পরাক্রমে আয়াকেই)  
 বুঝাইয়াছেন। ৮৭।

অশনায়পিপাসোক্ত্যা দেহমাত্রিত্য বোধ্যতে। অশনায়পিপাসাখ্যাভয়ংস্বপিতিনামবৎ॥৮৮

অশনায় এবং পিপাসার (ক্ষুধা ও পানৈচ্ছার) বর্ণনদ্বারা দেহকে আশ্রয় করিয়া ‘অশ-  
 শিষতি’ ও ‘পিপাসতি’ এই দুই নামধারী পুরুষকে বুঝাইতেছেন, যেমন ‘স্বপিতি’ শব্দে নিদ্রাগত  
 পুরুষকে বুঝান হইয়াছে। ৮৮।

অশনায় জর্নৈঃ প্রোক্তা ক্ষুধা বস্তুবিবেকিভিঃ। নয়ত্যশিতমিত্যেবমপ্সু নির্কচনং ভবেৎ॥৮৯

সাধারণ লোকে ‘অশনায়’ শব্দদ্বারা ক্ষুধাকেই বুঝাইয়া থাকে, কিন্তু বস্তুতত্ত্ববিচারবর্ণিত  
 ব্যক্তিগণ—‘অশিতম্ নয়ন্তি’ ভুক্তবস্তুকে লইয়া যায়—(তাহাদিগকে পরিপাক করিবার জ্ঞ) এই-  
 রূপ শ্রুতিকৃত নির্কচন (ধাতুপ্রত্যয়নিম্নর ব্যুৎপত্তি) ধরিয়া জলেই ‘অশনায়’ শব্দের প্রয়োগ  
 করিয়া থাকেন। ৮৯।

গীতা আপোহশনং ভুক্তংদ্রবীকৃত্যনয়ন্ত্যতঃ। অশনায়ৈতিশব্দোক্ত্যবিঘ্নাংসোৎপত্তিরনন্তঃ॥৯০

বিঘ্নাংসহেতুরনন্ত্যদেতত্তোৎপাদকংজলম্। জলস্যোৎপাদকং তেজস্তত্ত্ব চোৎপাদকংচসৎ॥৯১

অনুমায়াত্র কার্যেণ জেয়ং তৎকারণং পরং। সমুলকারণং জেয়ং স্যাচ্ছিবাসোহনুমাতঃ॥৯২

গীত জল ভুক্ত খাদ্যদ্রব্যকে দ্রবীভূত করিয়া (শরীরের পুষ্টির জ্ঞ) লইয়া যায়, এইহেতু  
 জল ‘অশনায়’ এই নামে কথিত হইয়া থাকে। অন্ন হইতে বিষ্ঠা ও মাংসের উৎপত্তি; যে অন্ন

বিজ্ঞা ও মাংসের হেতু হয়, জলই সেই অগ্নির উৎপাদক। আবার তেজ জলের উৎপাদক, এবং সদস্তু তেজের উৎপাদক। এখানে কার্যদ্বারা (পরস্পরাক্রমে) তাহার চরম কারণ--সদস্তুকে অনুমান করিয়া বুঝিয়া লইতে হইবে। এইরূপে বিশ্বাস ও অনুমানদ্বারা সদস্তুকেই মূলকারণ বলিয়া বুঝা যাইবে। ১০, ১১, ১২।

**পুরীষাভ্যুৎপাদ্যং স্তাৎ সত্যোব্যায়োগ্য সত্ত্বতঃ। সত্যামেব যথা কুন্তো যুদি দৃষ্টো ন চাশ্রথা ॥১৩**  
**ব্রাহ্মাভ্যুৎপাদ্যং সত্যোব্যায়োগ্য সত্ত্বতঃ। আপ্যন্ত সত্ত্বতঃ সত্যোব্যায়োগ্যেহি তেজসি ॥১৪**

[ অগ্নি হইতে বিষ্ঠামাংসের উৎপত্তি, জল হইতে অগ্নির উৎপত্তি এবং তেজ হইতে জলের উৎপত্তি, অদ্বয়ব্যতিরেক যুক্তি দ্বারা প্রদর্শন। কবিত্তেছেন : - ] পুরীষাদিও অগ্নির কাণ্ড, যেহেতু অগ্নির সত্ত্ব (অর্থাৎ অগ্নি থাকিলেই) পুরীষাদিও সত্ত্ব দেখিতে পাওয়া যায়—যেমন মৃত্তিকা থাকিলেই কুন্তের সত্ত্ব ঘটিতে পারে, দেখা যায়, অশ্রুতা নহে। আবার জলের সত্ত্বাবেই বাহাদি অগ্নির সত্ত্ব বা উৎপত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, অশ্রুতা নহে। আবার উৎপাদক তেজ থাকিলেই সত্ত্বরূপ জলের উৎপত্তি হয়। ১৩, ১৪।

**তেজস্চ ভাবরূপতঃ সত্ত্ববেদ্য সত্যং বিনা। সত্ত্বতঃ পত্তিরাহিত্যাম্মাশ্বেষ্যং কারণান্তরম্ ॥ ১৫**

আবার যেহেতু তেজ ভাবরূপার্থ (অভাবরূপ নহে) সেইহেতু সদস্তু বিনা তেজ জন্মিতে পারে না, (কেননা, অভাব পদার্থ হইতে ভাব পদার্থের উৎপত্তি অসম্ভব।) আবার সেই সদস্তু উৎপত্তিরহিত বলিয়া তাহার কারণ অন্বেষণ করা চলে না; (কেননা, তাহার আবার কারণ মানিতে গেলে, কারণের অবধি হয় না, “অনবস্থা” দোষ আসিয়া পড়ে।) ১৫।

**সম্মূল্যঃ সকলাদেহা ইদানাং চ সতি স্থিতাঃ। অস্তে সত্যোব্যায়োগ্যে বিজ্ঞাৎ সত্ত্বতঃ সত্ত্বতঃ ॥ ১৬**

সেই সদস্তুই সকল দেহের মূল; সকল দেহই বর্তমানকালে সেই সদস্তুতে অবস্থিত, অবস্থানে সেই সদস্তুতেই লয়প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সেই সদস্তুকে অদ্বয়স্বরূপ বলিয়া জানিবে। ১৬।  
**যথা ভূতাত্তিরেকেন ভৌতিকং নৈববিজ্ঞতে। ভূতানি চ সত্যোব্যায়োগ্যত্যা নেতুপপাদিতম্ ॥ ১৭**  
যেমন ভূতাত্তিরেকেন ভৌতিক পদার্থের অস্তিত্বই নাই, সেইরূপ সেই সদস্তুব্যতিরেক ভূত-সকলের অস্তিত্বই নাই। এইহেতু ভূতসকল সদস্তু হইতে ভিন্ন নহে—ইহাই সিদ্ধ হইল। (এইরূপে সদস্তু অদ্বয়তা সপ্রমাণ হইল)। ১৭।

**অশনায়ামুখেনেথং সত্ত্বতঃ ধীঃ প্রবেশিতা। পিপাসামুখতোহপ্যগ্নিন্ সতি ধীরবত্যাভ্যতো ॥ ১৮**

এইরূপে অশনায়াকে অবলম্বন করিয়া শ্রুতি, মনুষ্য-বুদ্ধিকে সংস্করণ বস্তুতে প্রবেশ করাইলেন।  
আবার পিপাসাকেও অবলম্বন করিয়া বুদ্ধিকে সেই সদস্তুতে পৌছাইয়া দিতেছেন। ১৮।

**উদ্যোতি পিপাসায়াঃ পর্যায়ন্তং বিবেকিনঃ। উদকং নয়তীত্যেবং তেজস্যেবং প্রযুক্ততে ॥ ১৯**

‘উদ্যোতি’ পিপাসার পর্যায়শব্দ অর্থাৎ তুল্যার্থবোধক। বস্তুতত্ত্ববিচারী ব্যক্তিগণ সেই ‘উদ্যোতি’ শব্দকে, “উদকং নয়তি”—‘জলকে লইয়া যায়’—এইরূপ ব্যুৎপত্তি ধরিয়া তেজ-অর্থই প্রয়োগ করেন। ১৯।

**পীতং জলং শরীরস্থং তেজসা জীর্ঘ্যতে ততঃ। মূত্রং রক্তং চ নিষ্পন্নং জ্বহাজ্জলজে উভে ॥ ২০**

‘তেজ জলকে লইয়া যায়’—ইহার অর্থ এই যে জল, পীত হইয়া শরীরস্থ হইলে তেজ

তাহাকে জীর্ণ করে। তাহা হইতে মূত্র ও রক্ত নিষ্কাশ হয়। রক্ত ও মূত্র দ্বয় বর্ণিত উভয়ই জলজ। ১০০।

**ভাত্যামাপোহনুমীয়ন্তে তাভিস্তেজন্তস্তস্ত সৎ।**

**ব্যাপ্তিং গৃহীত্বা সর্বত্র যোজনাযোদিতং পুনঃ ॥১০১**

সেই রক্ত ও মূত্র ধরিয়া জলেব অহুমান করা হয়; আবার জনকে ধরিয়া তেজের অহুমান করা হয়; আবার তেজকে ধরিয়া সদন্তর অহুমান করা হয়। এইরূপে ব্যাপ্তিগ্রহ হইলে অণু সাধ্য ও সাধনের অব্যভিচারিত সম্বন্ধ নির্ণীত হইলে, -সকল স্থলেই তাহাব প্রয়োগ করিবার জন্ম, শ্রুতি এইরূপ পুনরুক্তি কবিয়াছেন। ১০১।

**দেহে যেহব্যবাঃ সন্তি পদার্থাঃ সন্তি তে বহিঃ। তেষু সর্বেষু সম্মাত্ররূপত্বমব্যর্থ্যাতাম্ ॥১০২**

(সেইরূপ প্রয়োগ দ্বারা,) অব্যবসকল বাহ্যাব দেহে বহিরাছে এবং পদার্থসকল বাহ্যাব বাহিরে রহিয়াছে, তাহারা সকলই যে সম্মাত্ররূপ, এইরূপ নিশ্চয় কর। ১০২।

**ভৌতিকত্বংপুরা প্রোক্তং তদুক্তং দেহবাহয়োঃ ইন্দ্রিয়দ্বারতো বোদ্ধং প্রোচ্যতে মরণক্রমাৎ ॥১০৩**

সদ্বস্তটিকে বুঝাইবার জন্ত অগ্রে দেহ ও বাহ্যপদার্থের ভৌতিকতা প্রতীপাদিত হইল। এক্ষণে ইন্দ্রিয়দ্বারা অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের পরপরম্পরাদ্বারা সেই সদস্য বুঝাইবার জন্ত মরণের ক্রম বর্ণিত হইতেছে। ১০৩।

**জিয়মাণস্য বাগাদিবৃত্তির্শ্বনসি লীয়তে। মনোবৃত্তের্ময়ঃ প্রাণে প্রাণবৃত্তেস্ত তেজসি ॥১০৪**

মুখু ব্যক্তির বাগাদি ইন্দ্রিয়বৃত্তি মনে লয় পায়; আবার মনোবৃত্তি প্রাণে লয় পায়; আবার প্রাণবৃত্তি তেজে লয় পায়। ১০৪।

**শ্বাসস্যোপরতাবুঞ্চং স্পৃষ্টা জীবননিশ্চয়ম্। কুর্কৃষ্ট্যঞ্চ তু তত্তেজঃ সদ্বস্তনি বিলীয়তে ॥১০৫**

(প্রাণবৃত্তি যে তেজে লয় পায়, তাহাব প্রমাণ এই যে) শ্বাসক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া গেলে, লোক শরীরের উষ্ণতা স্পর্শ করিয়া (ভিতরে) ভাবন আছে কিনা, নিশ্চয় কবে। সেই উষ্ণতা তেজের ধর্ম। সেই তেজ সদ্বস্ততে বিলীন হইয়া যায়। ১০৫।

**ছায়াদেহেইন্দ্রিয়দ্বারৈঃ পদার্থো যোহত্র বোধিতঃ। স এষ সর্বজগতে হিগমা বস্তুরং ন তু ॥১০৬**

চিদাভাস, দেহ ও ইন্দ্রিয়দ্বারা যে বস্তুটি এখানে বুঝান হইল, তাহা এই অখিল জগতেরই অগিমা (স্থলবস্থা বা মূল)। তাহা (পরমাণু প্রভৃতি) অল্প কোনও বস্তু নহে। ১০৬।

**স্থূলদ্বাগুভূরূপাভ্যাং বস্তুকং ভাসতে দ্বিধা। স্থূলমিস্ত্রিয়গম্যত্বান্নামরূপাত্মকং জগৎ ॥১০৭**

একই বস্তু স্থূলত্ব ও অণুত্ব (স্থলতা) এই দুই আকারে প্রতীয়মান হয়। সেই স্থূলদ্বাগুভূ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বলিয়া নামরূপাত্মক জগৎ হইয়াছে। ১০৭।

**সদৃশেতং ভবেৎ সূক্ষ্মমিস্ত্রিয়াবিষয়তঃ। এতদাত্মকতৈবাস্য স্থূলস্যেতীহ যুক্ত্যতে ॥১০৮**

আর অণুত্বাকারটি ইন্দ্রিয়গণের গ্রাহ্য নয় বলিয়া তাহাই সেই সদৃশেত বস্তু। উক্ত স্থূলরূপটির প্রকৃত স্বরূপ, এই সদৃশেত বস্তু। এইরূপ সিদ্ধান্ত বা নির্ণয় এস্থলে যুক্তিবৃত্ত। ১০৮।

অগুরুং বস্তুনঃ প্রোক্তং যন্তুৎসত্যমবোধনাৎ । স্থূলভং মায়াকুণ্ডং জ্ঞানেনৈতস্যাবোধনম্ ॥১০৯

সদ্বৈত বস্তুর যে স্বস্বরূপতা বর্ণিত হইল, তাহা অকল্পিত (সত্য), কেননা কোনও বিরুদ্ধ যুক্তি সেই সিদ্ধান্তের বাধা ঘটাইতে পারে না। কিন্তু সেই সদ্বৈত বস্তুর যে স্থূলরূপ, তাহা মায়ার দ্বারাই রচিত হইয়াছে, কেননা জ্ঞানদ্বারা সেই রূপটি যে মিথ্যা, তাহা প্রতীত হয়। ১০৯।

অবাধ্যো যঃ স এবায়াসর্বস্য নতু কল্পিতঃ । শ্বেতকেতোযদদ্বৈতং তদসি ভুং ন মানবঃ ॥১১০

যে বস্তুটির কোনও প্রকারে বাধ বা অসত্যতা প্রতিপাদন করা যায় না, তাহাই সকলের আয়া ; তাহা কল্পিত বস্তু নহে। হে শ্বেতকেতো ! সেই যে অদ্বিতীয় বস্তু, তুমি হইতেছ তাহাই ; তুমি মানব বা এই স্থূলদেহ নহে। ১১০।

চিচ্ছায়াবানহংকারোহধীতে বেদচতুষ্টয়ম্ । ভুংতুসাক্ষ্যেব তস্তাতঃ সদসি ভুং ন চেতরঃ ॥ ১১১

চিদাভাসযুক্ত যে অহঙ্কার, তাহাই তোমাতে চাবি বেদ অধ্যয়ন কবিয়া থাকে। তুমি কিন্তু চিদাভাসযুক্ত অহঙ্কারের সাক্ষী বা সাক্ষ্যং ব্রষ্টা। এইহেতু তুমিই সেই সদ্বস্তু। তদ্বিন্ন বুদ্ধি প্রতি অত্ন কিছুই নহে। ১১১।

ভিমোহভুদ্ধদয়গ্রাস্তিঃ শ্বেতকেতোবিবেকতঃ । ধীদোষং সংশয়ং মাষ্টুং ভূয়োক্রহীত্যবোচতা ॥১১২

এই বিচার অনুধাবন করিয়া শ্বেতকেতুর হৃদয়গ্রাস্তি খুলিয়া গেল ; কিন্তু সংশয়রূপ বুদ্ধিদোষের ফলনজ্ঞা তিনি বলিলেন—ভগবন্ ! আবও বলুন, (আমাব এক সংশয় রহিয়াছে)। ১১২।

নতাসম্পত্তেজোবঃসুসুপ্তাবিত্যুদীরিতম্ । তথা চেৎসতি সম্পত্তেহহমিত্যন্তুকুতো নর্ধাঃ ॥১১৩

আপনি যে বলিলেন, সুসুপ্তিতে জীব সেই সদ্বস্তুতে মিলিয়া যায় ; তাহাই যদি হইল, তবে 'আমি সদ্বস্তুতে মিলিয়া যাই' এইরূপ প্রতীতি কেন হয় না ? ১১৩।

নানাবৃক্ষরসৈক্যেন সম্পন্নেমধুনিস্থিতঃ । ন বুধ্যতে রসোহস্যোতিতথা সর্বলয়ান্ন ধীঃ ॥ ১১৪

নানা বৃক্ষের রস এক হইয়া মধুতে মিলিয়া গেলে, সেই রস যেমন বুঝিতে পারে না 'আমি মধু বৃক্ষের রস, আমি অমুখ বৃক্ষের রস', সেইরূপ সকল বস্তুর রস লয়প্রাপ্ত হইয়া এক হইয়া গেলে, উক্তরূপ প্রতীতি হয় না। ১১৪।

জীবোপাধিলয়েহ্যত্রতদ্বীজস্যাবশেষতঃ । তত্পাধিক এবান্মিদ্ দেহেহশ্চেত্ব্যঃ প্রবুধ্যতো ॥১১৫

সুসুপ্তিতে জীবত্বসম্বন্ধ উপাধির অর্থাৎ দেহাদিরূপ কার্য-কারণসম্বন্ধের লয় হইলেও—  
তাহাদেব ভান তিরোহিত হইলেও,—সেই উপাধির বীজস্বরূপ ধর্মাদর্মসংস্কার কারণরূপে থাকিয়া যাব বলিয়া, পরদিনে অর্থাৎ জাগিয়া উঠিলেই জীব সেই সেই উপাধি লইয়া—অর্থাৎ সুসুপ্তিব পূর্বে যে ব্যাঘ্রাদি দেহ ধারণ করিয়াছিল, সেই সেই দেহেই জাগরিত হয়, (মুক্ত হইয়া যায় না)। (এই কারণেই জীবের 'কৃতহানি' হয় না অর্থাৎ কৃতকর্মের শুভাশুভ ফলভোগ হইতে নিষ্কলিলাভ হয় না এবং 'অকৃতাত্যগম' অর্থাৎ জাগরণের পরবর্তী কালে অকৃতকর্মের ফলভোগ ঘটে না, এবং সুসুপ্তির পূর্ববর্তী অল্পভব—কর্মাদির স্মৃতিও বিচ্ছেদ ঘটে না।) [কেহ কেহ ইহাব দ্বারা বুঝেন—জীব ঠিক সেই উপাধি লইয়াই জাগে না, কিন্তু সুসুপ্তির পূর্বকালিক কার্য-কারণসংঘাতরূপ উপাধির সজাতীয় উপাধি লইয়া জাগে।] ১১৫।

চিন্তকাগ্রায় তচ্ছঙ্কাপরিহার্য্য তু বস্তুম্ । পূর্বোক্তমেব তদ্বোক্তং তদেবাহ পুনর্গুরুঃ ॥ ১১৬

চিন্তের একাগ্রতা লাভের জন্ম পূর্বোক্ত বস্তুসমূহে উক্তরূপ সন্দেহ বর্জনীয়। এটাই গুরু আকর্ষিত, যেতকৈতু বাহ্যতে পূর্বোক্ত সদ্বস্তুটি বুঝিতে পারেন, সেইজন্য আবার সেই কথাই বলিলেন, (নূতন কথা বলিলেন না)। ১১৬।

**প্রাজ্ঞান্যতয়া তদ্ব্যবস্থাস্য স্বশঙ্কয়া। পুনঃ পুনরপৃচ্ছন্তঃ প্রত্যাহাসৌ পুনঃ পুনঃ ॥ ১১৭**

কিন্তু যেতকৈতু, আপনাকে পণ্ডিত মানিয়া, সেই অভিমানবশতঃ গুরুপ্রতিপাদিত তত্ত্ব বিশ্বাস না করিয়া পুনঃপুনঃ অর্থাৎ আরও সাতবার আপনার উদ্ভাবিত সন্দেহ তুলিয়া গুরুকে প্রশ্ন করিলেন। গুরুও বারবার অর্থাৎ আরও সাতবারই (মোট নয়বার) প্রশ্নের উত্তর দিলেন। ১১৭।

**স্বযুগ্মো বুদ্ধ্যভাবেহপি পুনর্জাগরণেহস্তি ধীঃ। আগচ্ছংসতইত্যেবং তদাকস্মান্নবেত্ত্যসৌ ॥ ১১৮**

(শিষ্য কহিলেন) ভাল, স্বযুগ্মকালে বুদ্ধি না থাকিলেও জাগরণে ত' বুদ্ধি আবার আসিয়া যায়। তখন কেন জীব 'আমি সেই সদ্বস্ত্র হইতে আসিয়াছি'—এইরূপ জানিতে পারে না? ১১৮।

**স্বপ্তৌ সঙ্গপমজ্জাতা সর্দৈক্যং প্রাপ্তবাংস্ততঃ। সতো নাগমনং স্মার্যামপামস্মরণং যথা ॥ ১১৯**

**গঙ্গাজলং প্রবিশ্যাক্রৌ মেঘেনাক্ষয় সিচ্যতে। নাজাতত্বাৎ স্মৃতিস্তত্র তদ্বদত্র স্মৃতির্ন হি ॥ ১২০**

(গুরু উত্তর করিলেন) জীব সদ্বস্ত্রের স্বরূপ অবগত না হইয়া স্বযুগ্মিতে সেই সদ্বস্ত্রের সহিত একতা প্রাপ্ত হয়। সেইহেতু সদ্বস্ত্র হইতে আপনার আগমন স্মরণ করিতে পারে না, জল ঘেরূপ পারে না, সেইরূপ; অর্থাৎ গঙ্গাজল সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া সমুদ্রজলের সহিত মিশ্রিত হইলে, মেঘ তাহাকে আকর্ষণ করিয়া সেচন করে; সেই জল জানিতে পারে না 'এই আমি গঙ্গাজল', সেইহেতু সেইরূপ স্মৃতিও হয় না। এস্থলেও (স্বযুগ্মের পরেও) জীবের স্মৃতির অসংসার সেইরূপ। ১১৯, ১২০।

**ব্যাস্ত্রাদিঃ স্বপ্তৌ এবাত্র বুধ্যতে বাসনাবশাৎ। ন নষ্টা বাসনেনৈত্যেবং বিবক্ষিত্বোচ্যতে পুনঃ ॥ ১২১**

বাস্ত্রাদি স্বযুগ্ম লাভ করিয়া এই ব্যাস্ত্রাদি শরীরেই জাগিয়া থাকে। পূর্ববাসনা বা সংস্কারই তাহার কারণ। সেই বাসনা বিনষ্ট হয় না। ইহাই বলিবার উদ্দেশ্যে আবার বলিতেছেন:— ১২১।

[পূর্বে ১১৫ সংখ্যক শ্লোকে একথা বলা হইয়া গেলেও, তত্ত্ব বুঝিবার জন্ম আগ্রহাদিত ব্যক্তিকে বুঝাইবার জন্ম সেই বাদকথার পুনরাবৃত্তি দোষাবহ হয় না।]

**জীবন্তনশ্বরস্যৈক্যং ন নিত্যেন সতেতি চেৎ। জীবোন নশ্বাভিকাপীত্যেবং বৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২২**

যদি বল, 'জীব নশ্বর, আর সেই সদ্বস্ত্র নিত্য; নশ্বর জীবের সেই সদ্বস্ত্রের সহিত স্বযুগ্মিতে একতা হইতে পারে না'—তত্ত্বত্তরে বলি—জীব কোথাও বিনষ্ট হয় না। বৃক্ষের সহিত তুলনায় এই তত্ত্ব বুঝিয়া লও। ১২২।

**শাখাং বৃক্ষে জীবপূর্বে জীবন্ত্যজতিষামসৌ। শুশ্যোন্নাত্মা তথা জীবহপগতে ত্রিযতে বপুঃ ॥ ১২৩**

জীবনপূর্ণ বৃক্ষ বৃক্ষ, যে শাখাটি ছেদনাদিবশতঃ হারায়, কেবল সেই শাখাটিই বিনষ্ট হয়। অল্প কোনও শাখা বিনষ্ট হয় না। সেইরূপ জীবন বিনির্গত হইলে কেবল শরীরটিই বিনষ্ট হইয়া যায়। ১২৩।

**নামরূপযুতং স্থূলং তক্ষীনাং সদৃশোঃ কথম্। উৎপন্নমিতি চেদ্বীজাটবৃক্ষবদীক্ষ্যতাম্ ॥ ১২৪**

(যেতকৈতু অপর এক আশঙ্কা তুলিলেন—) ভাল, স্থূলশরীর ত' নামরূপবিশিষ্ট। তাহা নামরূপ-বিহীন অনু অর্থাৎ অতিস্থূল, সদ্বস্ত্র হইতে কি প্রকারে উৎপন্ন হইতে পারে? (তত্ত্বত্তরে বলি:—)

—(স্থল) বীজ হইতে (বৃহৎ) বটবৃক্ষের উৎপত্তির সহিত তুলনা করিয়া বুঝিয়া লও। ১২৪।

ন্যায়গমাত্যাং সিদ্ধং চ শ্রদ্ধাহীনঃ পরাস্থুখঃ। ন বুধ্যতে শ্বেতকেতোঃ শ্রদ্ধৎস্বাস্তম্মুখো ভবাঃ ১২৫

যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাহীন, যাহার চিত্তবৃত্তি বহিমুখী, সেই ব্যক্তিই যুক্তি এবং আগমপ্রমাণ-দ্বারা সিদ্ধ, এই তত্ত্ব বুঝিতে পারে না। হে শ্বেতকেতো! তুমি বেদান্তবাক্যে, যাহা যুক্তির দ্বারা সমর্থিত তাহাতে, বিশ্বাস কর এবং চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্মুখী কর। ১২৫।

তৎসর্বত্র স্থিতং কল্প্যন্ন সর্বত্র বিহুরাদৃশম্। মুমুক্শুস্ত কথং বেদাত্যত্র দৃষ্টান্ত উচ্যতে ॥ ১২৬

সেই সমস্ত যদি সর্বত্রই বিद्यমান, তবে সকলেই তাহাকে সেইরূপ বলিয়া অনুভব করে না কেন? কেবল মুমুক্শুই কেন তাহাকে সেইরূপ বলিয়া বুঝে?—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন অর্থাৎ দৃষ্টান্ত দিয়া সংশয়নিবৃত্তি করিতেছেন। ১২৬।

লবণস্য যদে নারে বলীনং বেত্তি ন ত্ভা। জিহ্বয়া বেত্তি তবৎসমুপায়োনৈব বুধ্যতে ॥ ১২৭

যে জল লবণমিশ্রিত হইয়া সর্বত্র লবণময় হইয়াছে, তাহাতে কেহ স্বর্গিজ্জিহ্বা দ্বারা সেই লবণের অনুভব করিতে পারে না, কিন্তু জিহ্বা দ্বারা পাবে। সেইরূপ উপায়বিশেষ দ্বারা সেই সমস্তকে বুঝা যায়। ১২৭।

সতি সর্বেন্দ্রিয়াগম্যে ক উপায়ঃ স উচ্যতে। উপায় উপদেশোহত্র ভবেদগন্ধারমার্গবিৎ ॥ ১২৮

সেই সমস্ত যখন সকল ইন্দ্রিয়েরই অগম্য, তখন কিরূপ উপায়ে তাহাকে জানা যাইবে? (উত্তর) এ বিষয়ে গুরুপদেশই সেই উপায়। যেমন গন্ধারদেশে পৌছিবাব পথ উপদেশ-সাপেক্ষ, সেইরূপ। ১২৮।

গন্ধারাত্মো বনে নীতস্তক্ষরৈর্বন্ধনেত্রকঃ। তস্য বন্ধং বিমুচ্যাত্র কৃপালুমার্গমাশিৎ ॥ ১২৯

চোরে যাহার চক্ষু বাঁধিয়া গন্ধাব দেশ হইতে লইয়া গিয়া বনে ছাড়িয়া দিয়াছিল, সেচ বনে কোনও এক দয়ালু পুরুষ তাহাব চক্ষুর বাধন খুলিয়া দিয়া বন হইতে বাহির হইবাব অথবা গন্ধারে যাইবাব পথ বলিয়া দিয়াছিল। ১২৯।

তেনাদিষ্টমবিস্মৃত্য ধীমান্ গন্ধারমাস্তবান্। অবিভয়াবৃতং তৎ বেত্তোবমুপদেশতঃ ॥ ১৩০

সেই বুদ্ধিমান পুরুষ সেই দয়ালু পুরুষের উপদেশ স্মৃতিপথে অবিচলিত বাঁধিয়া, গন্ধাব দেশে পৌছিয়া গেল। সেইরূপ সেই সমস্তর স্বরূপ, যাহা অবিজ্ঞার দ্বারা আবৃত রহিয়াছে, তাহা, তদ্বিষয়ক উপদেশ ‘ঐক্যাস্তি’-যোগে ধরিয়া থাকিলেই, জানিতে পারা যায়। ১৩০।

অশ্লেষনাশৌ বিদুষঃ সঙ্কিতাগামিকর্মণোঃ। প্রারন্ধে ভোগসংস্কাণেমুচ্যতে ন তু জায়তে ॥ ১৩১

যিনি সেই সমস্ততত্ত্ব অবগত হইয়াছেন, তাঁহার সঙ্কিতকর্ম সেই জ্ঞানদাবাই বিনষ্ট হয়, এবং আগামী (বা ক্রিয়মাণ কর্ম) তাঁহার সহিত সম্বন্ধলাভ করিতে পারে না। অবশিষ্ট প্রারন্ধকর্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হইলে, সেই জ্ঞানী মুক্ত হইয়া যান; তাঁহাকে আর জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ১৩১।

কাদৃশী মতিরসোতি'চেদগাদিলয়াত্তথা। মূঢ়স্য তদেবাস্য বৈলক্ষণ্যং ন কিঞ্চন ॥ ১৩২

জ্ঞানীর কিরূপ মৃত্যু হয়, যদি জিজ্ঞাসা কর, তবে বলি—বাগিজ্জিহ্বাদির লয়ক্রমে অজ্ঞানীর মৃত্যু যেমন পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, ইহার মৃত্যুও সেইরূপেই হয়; তদ্বিষয়ে কোনই বৈলক্ষণ্য নাই। ১৩২।

সমানায়াং মৃতাবেকো মুক্তোনাগ্নঃ কুতো বদ। সত্যানৃত্যভিসক্তং বৈষম্যং জ্ঞানীমুচ্যোঃ ॥ ১৩৩

যদি উভয়ের মৃত্যু একই প্রকারের হইল, তবে একজন মুক্ত হইল, অগ্নি বন্ধ রহিয়া গেল,



ইহা কেন হয়, বলুন। (উত্তর) একজন সত্যাভিসন্ধ (দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ সত্যস্তর সংস্কারাপন্ন), অপর অর্থাৎ অজ্ঞানী, অনুভাবিসন্ধ (মিথ্যাজগৎপ্রপঞ্চসংস্কারাপন্ন)। ইহাই জ্ঞানী ও মূঢ়ের মধ্যে পার্থক্য। ১৩১।

তস্করাতস্করো চৌর্য্যশঙ্কয়া তলরক্ষকৈঃ। গৃহীতো ন কৃতং চৌর্য্যমিত্যাহতুরুভাবি ॥ ১৩৪  
গৃহীতঃ পরশুং তপ্তং তো তয়োস্তস্করোহনৃতম্। অভিসন্ধায় দন্ধঃ সন্ হস্তাতে তলরক্ষকৈঃ ॥ ১৩৫

তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ, চুরির সন্দেহে চোর এবং নির্দোষ উভয়কেই ধরিল। উভয়েই তপ্ত পরশু (অগ্নিদণ্ড কুড়াল বা তরবালাদি কোনও অস্ত্র) গ্রহণ করিল। তাহাদের মধ্যে যে মিথ্যাকথা বলিয়াছিল, সে তপ্ত পরশু হাতে লইয়া দণ্ড হইয়া গেল এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে মারিয়া ফেলিল। ১৩৪, ১৩৫।

অতস্করঃ সত্যসন্ধো ন দন্ধো মুচ্যতে চ তৈঃ। অজ্ঞাননৃতসন্ধোহত্র সত্যসন্ধস্ত তদ্বিৎ ॥ ১৩৬

তাহাদের মধ্যে যে ‘তস্কর’ নহে, সে সত্যকথা বলিয়াছিল বলিয়া তপ্ত পরশুর দ্বারা দণ্ড হইল না এবং তলবারণধারী রক্ষিপুরুষগণ তাহাকে ছাড়িয়া দিল। এস্থলে অজ্ঞানী ‘মিথ্যা’-বাদী তস্করসদৃশ এবং তত্ত্বজ্ঞ ‘সত্য’-বাদী অতস্কর সদৃশ। ১৩৬।

মর্ত্যোহহমিতি সন্ধায় জ্মিয়তে জায়তে চ সঃ। ব্রহ্মাহমিতি সন্ধায় মুচ্যতে ন চ জায়তে ॥ ১৩৭

‘আমি মরণধম্মা (জীব)’ এইরূপ ধারণা লইয়া মরিলে, জীব মরে, আবার জন্মে। ‘আমি ব্রহ্ম (অমর—অজর—অজ)’ এইরূপ বিজ্ঞান লইয়া মরিলে জীব মুক্ত হইয়া যায়, আর জন্মে না। ১৩৭।  
বুদ্ধিদোষং সমাধাতুং দৃষ্টান্তান্তস্তস্তবাত্র কিম্। ত্বং সন্দেবেত্যভিপ্রেত্য নবকৃত্ত উপাদিশৎ ॥ ১৩৮

[ (শঙ্কা) ভাল, (সংশয়বিপথ্যাদি) বুদ্ধিদোষ দূর করিবার জন্য বহু দৃষ্টান্তের প্রয়োগ হইয়া হইয়া থাকে। কিন্তু আপনি বে নয়টি দৃষ্টান্ত ব্যবহার করিয়া নয়বার উপদেশ করিলেন, তাহাতে আপনার অভিপ্রায় কি? ]—(সমাধান) এই সংশয়ের সমাধানকরে বলিতেছেন ‘অথবা হে শ্বেতকেতো, তোমার এতগুলি দৃষ্টান্ত লইয়া কোনও কাজ নাই; (তুমি ধাত্মার্থীর পলাল পরিত্যাগেব ত্বয় অথবা ছাগের বাব্বাবাজ বর্জন করিয়া বাব্বা শিশীর অন্তর্গত শস্য ভক্ষণের ত্বয়, দৃষ্টান্ত বর্জন করিয়া কেবল সিদ্ধান্তই গ্রহণ কর; ) সেই সদৃশই তুমি, অত্ৰ কিছু নহ ইহা বুঝাইবার জন্য আকর্ষিত নয়বার উপদেশ করিলেন। ১৩৮।

ভিন্নগ্রন্থিঃ শ্বেতকেতুর্নানাস্থিন্নসংশয়ঃ। সদৈধ্বতং সমাভ্যানং বিশেষণাববুদ্ধবান্ ॥ ১৩৯

এই উপদেশ শুনিয়া শ্বেতকেতুর জড়চেতনের তাদান্বাদ্যাদ্যসরূপ হৃদয়গ্রন্থি খুলিয়া গেল। তিনি মননদ্বারা নিধৃতসংশয় হইয়া সেই সমস্তকে আপনার আত্মা বলিয়া দৃঢ় ধারণা করিলেন। ১৩৯।  
শ্বেতকেতো ব্রহ্মবিজ্ঞা ব্যাখ্যাতা ক্ষুণ্টমেতয়া। তুষ্টোহস্মানমুগ্ধহ্লাত বিজ্ঞাতীর্থমহেশ্বরঃ ॥ ১৪০

ছান্দোগ্য উপনিষদে বর্ণিত শ্বেতকেতুর প্রতি উপদিষ্ট ব্রহ্মবিজ্ঞা পরিক্ষুট করিয়া ব্যাখ্যা করিলাম। (প্রার্থনা এই যে) এই ব্যাখ্যায় তুষ্ট হইয়া (অস্বদগুরু) “বিজ্ঞাতীর্থ মহেশ্বর” আত্মাদিগের প্রতি কৃপা করুন—(আমরাও যেন শ্বেতকেতুর ত্বয় ছিন্নসংশয় হইয়া যাই।) ১৪০।

ইতি বিচারণামুক্তিত-অনুভূতিপ্রকাশে ছান্দোগ্যোপনিষদ্বর্ণিত ‘শ্বেতকেতু-বিজ্ঞাপ্রকাশ’ নামক তৃতীয়াধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত হইল।

(ইহা বিচার পূর্বক পাঠ করিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায় পাঠ করিলে, শ্রুতির অর্থ সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে।)

# পঞ্চদশী

“দীপপঞ্চক”নামক দ্বিতীয়খণ্ডের  
প্রথমভাগ ( ক )

মুনীশ্বর ভারতীতীর্থ ও নিষ্ঠারণ্য বিরচিত

মূল, অদ্বয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার  
পদানুপদ বঙ্গানুবাদ  
অন্যান্য টীকাটিপ্পণীর ও শাস্ত্রবচনের সাহায্যে  
বিশদীকৃত।

শ্রুতিঃ সর্বজ্ঞানমো হর তব স্মৃতা শ্বাসজনিতা  
পরাভক্তিঃ দেবে দিশতি চ গুরো জ্ঞানসরগীম্।  
ততো দেব স্মৃতা স্বগুরুতুরিতং বন্ধরচনং  
গুরুভূত্বা বন্ধং ক্রটিসি সকলং ভক্তিভূতিভূক্ ॥  
শ্রদ্ধিপ্যাদৈতবোধং নিজাবলয়কবং দোষকঃশিষ্যবুদ্ধা  
বানন্দে তৎস্বরূপে ভজনরতিসুখং চাবিশন্তস্ম লক্ষ্যে।  
মিথ্যা গোপী চ মুখ্যা ত্রিবিদতনুধরস্তত্র শশ্বন্মহেশো  
দীপো নির্বাপকল্লো লয়য়িব কৃতবান্ স্নেহসংহারহাস্তম্ ॥ ইতি—

অনুবাদক—

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

৩কাশীধাম ৪৪নং কামাখ্যালেনস্থ মগনীরামমঠ হইতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রহ্মচারী পরমানন্দ।

## অনুবাদকের নিবেদন—

সাহিত্যপ্রচারের এই দুর্দিনে বিস্তর বিশ্ববিপত্তি অতিক্রম করিয়া পঞ্চদশীর দ্বিতীয় খণ্ডের (ক) নামক পূর্বাব্দ পাঠকসমীপে উপস্থিত হইল। কাগজের দুর্মূল্যতা ও ছুপ্রাপ্যতা যে এই সকল বিষয়ের মধ্যে প্রধান, তাহা বলা নিশ্চয়োজন। উত্তরাদ্বৈতের জন্ম কাগজ সংগ্রহীত হইয়াছে, শীঘ্রই মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করা যাইবে। তৃতীয় বা শেষ খণ্ড কিছু কাগজের অপেক্ষায় রহিয়াছে। বিপত্তির বন্ধা বিবিধ মূর্তি ধরিয়া বর্তমানে মুদ্রাযন্ত্রের উপর দিয়া প্রবাহিত হইতেছে—মুদ্রাঙ্করোপাদান বাতুল অভাব, কাগজের অভাব, কর্ম্মভাবে আয়ের হ্রাস, শ্রমিকের অভাব ইত্যাদি। তাহার উপর অযোগ্য বিষয়ের প্রচারের অপরাধে অনেক মুদ্রাযন্ত্রের কায্য বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ইংরাজদিগের মধ্যে এক প্রবচন আছে—Every cloud has a silver lining—‘হোকনা বারিদ কালো সীমন্তে তার আলো।’ এই সকল বিশ্ব-বিপত্তিরও শুভোদর্ক—ভাবী কল্যাণফল আছে। এই সকল বিঘ্নজনিত বিলম্বাবসরে আলোচ্য গ্রন্থের টীকা দিতে অনুক্ত অনেক আবশ্যক বিষয়ের সংযোজন, ছরুক্ত বিষয়ের বিশ্লেষণ ও অনুদ্ভিষ্ট প্রমাণ-বচন সমূহের আকরাবিস্কার, করিবাব সুযোগ পাওয়া যাইতেছে। প্রথমখণ্ড প্রকাশের পর যে সকল প্রমাণাকব আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং মুদ্রাঙ্কনপরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইবে, তৎ সমস্তই গ্রন্থশেষে সংযোজিত হইবে। এই সকল কারণে ভবসা হয়, বিলম্ব হইলেও প্রকৃত জিজ্ঞাসু পাঠকের ধৈর্য্যচাতি হইবে না।

এই গ্রন্থের জন্ম কাগজ সংগ্রহের আশ্রয়কূলো দুইটি ভদ্র মহোদয়ের নিকট হইতে নিম্নলিখিত টাঁদা পাওয়া গিয়াছে। পরিমাণ অল্প হইলেও উদারশয়ের নিদর্শনরূপে তাহা মহামূল্য। অপর কয়েকজন মহোদয়ের নিকট হইতে সাহায্য-প্রাপ্তি পূর্ব্বেই স্বীকৃত হইয়াছে।

শ্রীযুক্ত বাবু যতীশচন্দ্র মৈত্রেয় বি, এসসি,—৫

শ্রীযুক্ত বাবু জগবন্ধু ভট্টাচার্য্য—৫

বাসন্তী মহাষ্টমী, ১৩৪২ সন।

১২ই এপ্রেল, ১৯৪৩।

}

অনুবাদক—

শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

মুখপত্র [ title page ] হইতে স্থচীপত্রের ৯০ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত, ইউরেকা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ দত্ত দ্বারা, অবশিষ্ট তৎপূর্ব্বে সরলা প্রেসে শ্রীযুক্ত পরেশনাথ ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

# পঞ্চদশী

## বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

ষষ্ঠ অধ্যায়— চিত্রদীপ ।

বিষয়	( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )	শ্লোকসংখ্যা	পত্রাঙ্ক
টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ	...	...	১
ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন	...	(১-১৬)	২-৯
১। জগতের আরোপবিষয়ে ( চিত্রস্থ ) পটের দৃষ্টান্ত এবং পটের চারি অবস্থার জ্ঞায় সিদ্ধান্তচৈতন্যের চারি অবস্থা	...	(১-৪)	২-৪
( ক ) উক্ত দৃষ্টান্তের ও সিদ্ধান্তের, চারি অবস্থার বর্ণনপ্রতিজ্ঞা (১)। ( খ ) পূর্ব- শ্লোকোক্ত চারি অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম (২)। ( গ ) দৃষ্টান্ত পটের চারি অবস্থার অর্থ (৩)। ( ঘ ) দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যের চারি অবস্থার অর্থ (৪)।			
২। চৈতন্যে আরোপিত চিত্রের বর্ণন	...	(৫-৯)	৪-৬
( ক ) ব্রহ্মাপ্রভুতিরূপ চিত্রের বর্ণন (৫)। ( খ ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা ব্রহ্মাদির চৈতন্যতার হেতু বুঝা যায় (৬-৭)। ( গ ) সাক্ষী আত্মায় সংসারপ্রতীতির কারণ অজ্ঞান (৮)। ( ঘ ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পরিত্যক্তাদিতে চিন্তাভাস কল্পনার অভাবপ্রদর্শন (৯)।			
৩। অবিচার স্বরূপবর্ণনপূর্বক, তাহার নিবর্তক বিচার সাধনসহিত স্বরূপ বর্ণন	...	(১০-১৬)	৬-৯
( ক ) অবিচার স্বরূপ এবং তাহার নিবৃত্তিব বিচাররূপ উপায় (১০)। ( খ ) বিচার স্বরূপ ও তাহার লাভের উপায় (১১)। ( গ ) বিচারেব বিষয় ও প্রয়োজন (১২)। ( ঘ ) ‘বোধ’ শব্দের অর্থ (১৩)। ( ঙ ) আত্মার ‘অবশিষ্ট’ থাকিবার অর্থ (১৪)। ( চ ) বিচার বিভাগপূর্বক বিচারের অবধিনির্নয় (১৫)। ( ছ ) বিচারজনিত পবোক্ষ ও অপবোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ (১৬)।			
আত্মতত্ত্বের বিচারে জীব ও কূটস্থের বিচার	...	(১৭-৫৯)	৯-৩৩
১। দৃষ্টান্ত আকাশ ও দার্ষ্টান্ত চৈতন্য ; তদ্ব্যবহার প্রকারভেদ	...	(১৭-২৩)	৯-১৪
( ক ) আত্মতত্ত্ববিচারের প্রতিজ্ঞা (১৭)। ( খ ) চারিপ্রকার চৈতন্য ও তাহাদের প্রতিরূপ চারিপ্রকার আকাশ (১৮)। ( গ ) জলাকাশের স্বরূপ (১৯)। ( ঘ ) মেঘাকাশের স্বরূপ (২০-২১)। ( ঙ ) কূটস্থের স্বরূপ (২২)। ( চ ) সংসারী জীবের স্বরূপ (২৩)।			
২। জীব ও কূটস্থের অস্তিত্বাধাস	...	(২৪-৩৭)	১৪-২২
( ক ) জীব ও কূটস্থের অস্তিত্বাধাসের স্বরূপ (২৪)। ( খ ) অধাসের কারণ			

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
 অবিজ্ঞা (২৫)। (গ) অবিজ্ঞার দুই বিভাগ (আবরণ ও বিক্ষেপ; আবরণের স্বরূপ) (২৬)।  
 (ঘ) অবিজ্ঞা ও অবিদ্যাকৃত আবরণের অস্তিত্বে নিজামুদ্ভূতিই প্রমাণ (২৭-২৮)। (ঙ) অমৃতব-  
 বিরুদ্ধ তর্ক আদরণীয় নহে (২৯)। (চ) অমৃতবের অমৃতারী তর্কই আদরণীয় (৩০)।  
 (ছ) অবিজ্ঞাবিষয়ক অমৃতব স্বরণ করাইয়া ফলিতার্থের উল্লেখ (৩১)। (জ) ৩০শ শ্লোকোক্ত  
 তর্কের স্বরূপ ও অবিজ্ঞার বিরোধী বিচার (৩২)। (ঝ) শুক্তিদৃষ্টান্তদ্বারা বিক্ষেপাধ্যাসের স্বরূপ-  
 বর্ণন (৩৩)। (ঞ) বিক্ষেপাধ্যাসের শুক্তিগত অধ্যাসের সহিত সাদৃশ্য—সামান্যত্বের প্রতীতি  
 (৩৪)। (ট) বিশেষাংশের অপ্রতীতি লইয়াই বিক্ষেপাধ্যাস ও শুক্তিগত রজত্যাধ্যাসের তুল্যতা  
 (৩৫)। (ঠ) বিক্ষেপাধ্যাস ও শুক্তিগত রজত্যাধ্যাস এতদ্বয়ের নামকল্পনা লইয়া তুল্যতা (৩৬)।  
 (ড) সিদ্ধান্তের কূটস্থ সামান্য ও বিশেষাংশের ভেদের অপ্রতীতির শঙ্কা ও তাহার  
 সমাধান (৩৭)।

৩। 'স্বয়ম্'-শব্দ ও 'আত্মন'-শব্দের অর্থের অভেদসহিত

কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ ... (৩৮-৫৯) ২২-৩৩

(ক) 'স্বয়ম্'-শব্দের এবং 'অহম্'-শব্দের অর্থভেদবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৩৮)।  
 (খ) 'স্বয়ম্'-শব্দের অর্থ—সামান্যরূপতালৌকিক ব্যবহারে দৃষ্ট হয় (৩৯)। (গ) 'স্বয়ম্' শব্দের  
 'সামান্যরূপতা'—অর্থের সিদ্ধির জন্ত 'ইদম্'-শব্দের অর্থরূপ উদাহরণদ্বারা সিদ্ধি (৪০)। (ঘ) 'স্বয়ম্'  
 শব্দের অর্থ 'স্ব'-ত্ব বা কূটস্থরূপতা (৪১)। (ঙ) কূটস্থরূপতা বিষয়ে স্বয়ং-রূপতালইয়া  
 শঙ্কা ও সমাধান (৪২)। (চ) 'স্বয়ম্'-শব্দ ও 'আত্মন'-শব্দ একপার্থ্যবৃত্ত; ফলিতার্থ কখন (৪৩)।  
 (ছ) ঘটাদি অচেতন পদার্থে স্বয়ংশব্দের প্রয়োগহেতু স্বরস্তা আত্মতা নহে—এই শঙ্কা ও তাহার  
 সমাধান (৪৪)। (জ) জড় ও চেতনের ভেদ চিদাভাসেরই কার্য (৪৫)। (ঝ) কূটস্থে যেমন  
 চিদাভাস কল্পিত, তেমনি ঘটাদিও কল্পিত (৪৬)। (ঞ) স্বরস্তা ও আত্মতা একই বস্তু হইলে  
 অতিপ্রসক্তি দোষ হয় বলিয়া শঙ্কা (৪৭)। (ট) উক্ত অতিপ্রসক্তিশব্দের সমাধান (৪৮)।  
 (ঠ) প্রতিযোগিরূপ লোকব্যবহারসিদ্ধ অর্থের অনুবাদ (৪৯)। (ড) ফলিতার্থ—জীব ও  
 কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন (৫০)। (ঢ) জীব ও কূটস্থ পরস্পর ভিন্ন হইলেও তদুভয়কে এক বলিয়া  
 বুঝিবার কারণ হইতেছে—ভ্রম (৫১)। (ণ) উক্ত একতাব্রান্তির কারণ—অবিজ্ঞা (৫২)।  
 (ত) অবিজ্ঞার নিরুত্তি হইলেও পরে তাহার কার্যের প্রতীতি লইয়া শঙ্কা ও তাহার  
 সমাধান (৫৩)। (থ) উপাদাননাশেও কার্যের ক্ষণমাত্র স্থিতি নৈয়ায়িকসম্মত। তাহাদের  
 দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তের অমূল্য (৫৪)। (দ) অনাদি সংসারভ্রমের যোগ্যক্ষণনিক্রম (৫৫)।  
 (ধ) ৫৫ সংখ্যক শ্লোকোক্ত কথার অশুদ্ধিকৃত্যতার শঙ্কা ও সমাধান (৫৬)। (ন) স্বয়ম্ ও অহম্  
 এই দুইটির একতা ব্রান্তিসিদ্ধ (৫৭)। (প) ব্রান্তিকে না চিনিবার কারণ—শ্রুতিভ্রান্তির  
 বিচারের অভাব (৫৮-৫৯)।

আত্মতত্ত্বের বিচারে আত্মা লইয়া মতভেদ ... (৬০-১০১) ৩৩-৫৭

১। আত্মা লইয়া মতভেদ ... (৬০-৭৭) ৩৩-৪৬

(ক) লোকায়তিকগণের ও ভোগ্যত অজগণের মত—সত্যতাই আত্মা (৬০-৬১)।  
 (খ) পূর্বগত শ্লোকদ্বয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন; ইন্দ্রিয়াত্মবাদীর মতের বর্ণন (৬২-৬৪)।  
 (গ) পূর্বগত শ্লোকত্রয়োক্ত মতে দোষপ্রদর্শন; প্রাণাত্মবাদীর মতবর্ণন (৬৫-৬৬)। (ঘ) উক্ত  
 শ্লোকদ্বয়ের বর্ণিত মতে দোষপ্রদর্শনপূর্বক 'মনই আত্মা' এই উপাসকমতের বর্ণন (৬৭-৬৮)।  
 (ঙ) অণির্বজ্ঞানবাদীর মত—বুদ্ধিই আত্মা (৬৯-৭০)। (চ) পূর্বগত শ্লোকপঞ্চকোক্ত মতের

বিষয় ( বନ୍ଧନୀର মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা ପତ୍ରାଙ୍କ

ଦୋଷ ବିଚାରପୂର୍ବକ ‘ସୁକ୍ତ ଆତ୍ମା’ ଏହି ମାଧ୍ୟମିକମତପ୍ରତିପାଦନ (୧୫-୧୬) । (ଛ) ଉକ୍ତଶ୍ଳୋକଦ୍ବୟ-ବର୍ଣ୍ଣିତ ମତେର ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନ ; ତତ୍ତ୍ବମତେର ଉଲ୍ଲେଖ—ଆନନ୍ଦମୟ କୋଶଇ ଆତ୍ମା (୧୬-୧୭) ।

୨ । ଆତ୍ମାର ପରିମାଣ ଲହିୟା ବିବାଦ ... (୧୮-୮୬) ୫୬-୫୦

(କ) ସାଧାରଣତଃ ଆତ୍ମାର ପରିମାଣ ତ୍ରିବିଧ ବଳିୟା ବର୍ଣ୍ଣନ (୧୮) । (ଖ) ଆତ୍ମବାଳଗଣେର ମତେ—ଆତ୍ମା ଅନୁପରିମାଣ (୧୯-୮୧) । (ଗ) ଦିଗନ୍ଧ୍ୟ ବୋକ୍ତ ବା ଜୈନମତେର ମତ—ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟମ-ପରିମାଣ (୮୨-୮୫) । (ଘ) ଆତ୍ମାର ମଧ୍ୟମପରିମାଣତାୟ ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନ ; ପ୍ରାଚୀନ ନୈୟାୟିକମତେର ମତ—ଆତ୍ମା ବିଭୁ (୮୬-୮୭) ।

୩ । ଆତ୍ମାର ବିଲକ୍ଷଣ ବା ବିଶେଷରୂପ ଲହିୟା ବିବାଦ (୮୭-୧୦୧) ୫୦-୫୭

(କ) ତ୍ରିବିଧ ବାଦୀର ସମ୍ମତ ଆତ୍ମାର ତ୍ରିବିଧ ବିଶେଷରୂପେର ବର୍ଣ୍ଣନ (୮୭) । (ଖ) ପ୍ରଭାକର ଓ ନୈୟାୟିକମତେର ମତ—ଆତ୍ମା ଉଡ଼୍ବରୂପ (୮୮-୯୫) । (ଗ) ପୂର୍ବଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେ ଦୋଷ ଦେଖାହିୟା ତତ୍ତ୍ବମତେର ବର୍ଣ୍ଣନା—ଆତ୍ମା ଚିତ୍ତରୂପ (୯୬-୯୭) । (ଘ) ପୂର୍ବଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେର ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନ-ପୂର୍ବକ ସାଂଖ୍ୟମତ ବର୍ଣ୍ଣନ—ଆତ୍ମା ଚୈତନ୍ୟରୂପ (୯୮-୧୦୧) ।

ଆତ୍ମାତତ୍ତ୍ବେର ବିଚାରେ ଈଶ୍ବରେର ଅରୂପ ଲହିୟା ବିବାଦ (୧୦୨-୧୨୧) ୫୭-୬୭

୧ । ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ ହହିତେ ବିରାଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଈଶ୍ବର ଲହିୟା

ବିବାଦ ... (୧୦୨-୧୧୫) ୫୭-୬୫

(କ) ଯୋଗମତ—ଅସଂଜ୍ଞିତତତ୍ତ୍ବ ଈଶ୍ବର (୧୦୨-୧୦୮) । (ଖ) ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେ ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନ ; ନୈୟାୟିକମତେର ବର୍ଣ୍ଣନ (୧୦୯-୧୧୦) । (ଗ) ପୂର୍ବଗତ ଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେର ଦୋଷ-ପ୍ରଦର୍ଶନ ; ହିରଣ୍ୟଗର୍ଭୋପାସକେର ମତ ବର୍ଣ୍ଣନ (୧୧୧-୧୧୨) । (ଘ) ପୂର୍ବଗତ ଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେ ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନ ; ବିରାଡ଼ୁପାସକେର ମତ—ବିରାଟ୍ ଈଶ୍ବର (୧୧୩-୧୧୫) ।

୨ । ବ୍ରହ୍ମା ହହିତେ ସ୍ତାବର ପର୍ଯ୍ୟାନ୍ତ ଈଶ୍ବର—ଏହି ମତ

ଲହିୟା ବିବାଦ ... (୧୧୬-୧୨୧) ୬୫-୬୭

(କ) ଉକ୍ତଶ୍ଳୋକସମ୍ବୋଧିତ ମତେ ଦୋଷପ୍ରଦର୍ଶନପୂର୍ବକ ପୁତ୍ରକାମିନୀମତେର ମତ—ବ୍ରହ୍ମା ଈଶ୍ବର (୧୧୬-୧୧୭) । (ଖ) ବୈଷ୍ଣବମତେର ମତ ବିଷ୍ଣୁ ଈଶ୍ବର (୧୧୮) । (ଗ) ଶୈବମତେର ମତ—ଶିବ ଈଶ୍ବର (୧୧୯) । (ଘ) ଗଣେଶଚକ୍ତ ଗାଣପତ୍ୟାଗଣେର ମତ—ଗଣପତି ଈଶ୍ବର (୧୨୦) । (ଙ) ସ୍ତାବର ଅର୍ଥାତ୍ ଉଡ଼ ଈଶ୍ବରବାଦୀର ମତ ବର୍ଣ୍ଣନ (୧୨୧-୧୨୨) ।

ଆତ୍ମାତତ୍ତ୍ବେର ବିଚାରେ ସର୍ବମତେର ଅବିରୁଦ୍ଧ

ଈଶ୍ବର-ଅରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ... (୧୨୩-୧୨୫) ୬୭-୬୯

୧ । ଈଶ୍ବରହେର ଉପାଧି ( ଜଗତ୍ପାଦାନ ) ମାୟାର ବର୍ଣ୍ଣନ ... (୧୨୬-୧୫୧) ୬୯-୮୨

(କ) ସର୍ବମତେର ଅବିରୁଦ୍ଧ, ବିଚାରସମ୍ମତ ଈଶ୍ବରରୂପବର୍ଣ୍ଣନାଶ୍ରମିତା (୧୨୬) । (ଖ) ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅଭିବଚନ (୧୨୭) । (ଗ) ଉକ୍ତ ଅଭିବଚନାତ୍ମକାରେ ଈଶ୍ବରରୂପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ (୧୨୮) । (ଘ) ମାୟାର ରୂପ ଅଜ୍ଞାନ ; ତଦ୍ବିଷୟେ ପ୍ରମାଣ (୧୨୯) । (ଙ) ମାୟାର ଅଜ୍ଞାନରୂପତାବିଷୟେ ସେହି ଅତୀତ ଶୋକାତ୍ମବ-ବର୍ଣ୍ଣନ (୧୩୦) । (ଚ) ମାୟାର ବିଶେଷ—ଉଡ଼ ଓ ଯୋହେର ଅର୍ଥ (୧୩୧) । (ଛ) ଯୁକ୍ତିଦ୍ବାରା ଓ ଅଭିତ୍ତି ଦ୍ବାରା ମାୟାର ଅନିର୍ବଚନୀୟତାସାଧନ (୧୩୨) । (ଜ) ପୂର୍ବଶ୍ଳୋକେ ମାୟାର ଅନିର୍ବଚନୀୟତା ପ୍ରତିପାଦକ ଅଭିତ୍ତି ଅଭିପ୍ରାୟ (୧୩୩) । (ଝ) ମାୟାର ତ୍ରିବିଧାବ୍ୟାପାରଣ କରିୟା ପୂର୍ବଗତ ଶ୍ଳୋକେ ଅର୍ଥେର ଉପସଂହାର (୧୩୪) । (ଞ) ମାୟାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜଗତେର ସଦସଂଜ୍ଞାପ୍ରଦର୍ଶନ (୧୩୫) । (ଟ) ମାୟାର ବସନ୍ତତା ଓ ଅବସନ୍ତତାୟ ଯୁକ୍ତିଦ୍ବାରା ପ୍ରତିପାଦନ (୧୩୬) । (ଠ) ମାୟାକର୍ତ୍ତୃକ ଆତ୍ମାର ଅବ୍ୟାପାରଣେର ଅର୍ଥ (୧୩୭) । (ଡ) ଉକ୍ତାର୍ଥେ ଶକ୍ତି ଓ ସମାଧାନ, ମାୟାର ଅବ୍ୟାପାରଣକାରୀତା (୧୩୮) ।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রিক  
 (ঢ) মায়ায় অঘটনঘটনপটুতার দৃষ্টান্ত (১৩৫)। (ণ) মায়ায় অঘটনঘটনকারিতার শব্দাব  
 সমাধান (১৩৬-১৩৭)। (ত) মায়ায় লক্ষণ অসিদ্ধ বলিয়া শব্দা ও তাহার সমাধান (১৪০)।  
 (থ) ইন্দ্রজালরূপ লৌকিক মায়ায় লক্ষণ (১৪১)। (দ) জগদ্রূপ দৃষ্টান্তে ইন্দ্রজালের দৃষ্টান্তের  
 যোজন্য (১৪২)। (ধ) জগতের স্বরূপ-নিরূপণ অসাধ্য (১৪৩)। (ন) উদাহরণদ্বারা নিরূপণের  
 অসাধ্যতা স্পষ্টীকরণ (১৪৪)। (প) স্বভাববাদীর শব্দা ও সমাধান (১৪৫)। (ফ) ফলিতার্থ—  
 জগৎ ইন্দ্রজাল (১৪৬)। (ব) মায়ায় ইন্দ্রজালতাবিষয়ে প্রাচীনগণের ঐকমত্য (১৪৭)।  
 (ভ) জন্তুদেহের দ্বায় বুদ্ধাদিও দুর্জয়স্বরূপ (১৪৮)। (ম) মায়ায় স্বরূপ  
 নৈয়মিকদিগের দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে বলিয়া শব্দা ও তাহার সমাধান (১৪৯)।  
 (ষ) জগতের অচিন্ত্যরূপতাবিষয়ে ভাষ্যকারোক্ত পৌরাণিক [মহাভারত, ভীষ্মপর্ব—৫১২]  
 বচন প্রমাণ (১৫০)। (র) মায়া রূপ বীজের বা কারণের বর্ণন (১৫১)। (ল) এই বীজে  
 সর্বজগতের সংস্কার অবস্থিত (১৫২)।

২। ঈশ্বরের স্বরূপ বা আনন্দময়কোষ (১৫৩-১৫৮) ৮২-৮৯

(ক) মায়ায় স্থিত বৃদ্ধিসংস্কারগত চিদাভাসই ঈশ্বরের রূপ—দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন (১৫৩)।  
 (খ) মায়ায় অস্পষ্ট চিদাভাসের অমুমান (১৫৪)। (গ) অতীত জীব-ঈশ্বরের মায়িকতা-  
 প্রসঙ্গের উপসংহার (১৫৫)। (ঘ) ঈশ্বরের [২০-২১ শ্লোকোক্ত] মেঘাকাশের সহিত  
 সাদৃশ্যের স্পষ্টীকরণ (১৫৬)। (ঙ) মায়াগত প্রতিবিম্বের ঈশ্বরত্বাদিবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ-  
 নির্দেশ (১৫৭)। (চ) পূর্বশ্লোকে স্থিত আনন্দময়কোষের ঈশ্বরত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন  
 নির্দেশ (১৫৮)।

৩। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব ... (১৫৯-১৮৭) ৮৯-১০২

(ক) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব (১৫৯)। (খ) ঈশ্বরের সর্বেশ্বরতা (১৬০)।  
 (গ) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা (১৬১-১৬২)। (ঘ) ঈশ্বরের অন্তর্ধ্যামিতা (১৬৩-১৮১)। (ঙ) ঈশ্বরে  
 জগজ্ঞানিারূপ কারণতা (১৮২-১৮৭)।

৪। প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক বিচার (১৮৮-১৯৭) ১০২-১০৮

(ক) ‘পরমাত্মাই জগৎকারণ’ বার্তিককার সুরেশ্বরের এইরূপ উক্তি (১৮৮-১৮৯)  
 (খ) সমাধান—বার্তিককার ঈশ্বর ব্রহ্মের অধ্যাস ‘সিদ্ধ’ ধরিয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই কার  
 বলিয়াছেন (১৯০)। (গ) উক্ত অর্থানুসারী শ্রুতিপ্রমাণ (১৯১)। (ঘ) ১৯০ শ্লোকো  
 অতোক্তাধ্যাস গতশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা সিদ্ধ (১৯২)। (ঙ) ঘড়িট পটের দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ব  
 শ্লোকোক্ত অর্থের দৃষ্টীকরণ (১৯৩)। (চ) পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একতা বিষয়ে অত্র দৃষ্টান্ত (১৯৪)  
 (ছ) শ্রুতিষড়্ভঙ্গদ্বারা ঈশ্বরব্রহ্মের ভেদজ্ঞান (১৯৫)। (জ) ব্রহ্মেব অসঙ্গতার স্পষ্টীকরণ  
 (১৯৬)। (ঝ) ঈশ্বরের স্রষ্টৃত্বপ্রতিপাদক দুইটি শ্রুতি বচন (১৯৭)।

৫। ঈশ্বরে হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার (১৯৮-২০৫) ১০৮-১১১

(ক) ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনপূর্বক হিরণ্যগর্ভের উৎপত্তি (১৯৮)। (খ) শ্রুতি  
 যুক্তিদ্বারা সক্রম ও অক্রম এই দুই প্রকার সৃষ্টির বর্ণন (১৯৯)। (গ) হিরণ্যগর্ভের স্বর  
 (২০০)। (ঘ) হিরণ্যগর্ভবস্থায় জগৎপ্রতীতির দৃষ্টান্ত (২০১-২০৩)। (ঙ) পূর্বোক্ত দৃষ্টা  
 সমূহদ্বারা বিরাটের বর্ণন (২০৪-২০৫)।

৬। সর্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার ফল (২০৬-২০৯) ১১২-১১৫

(ক) অন্তর্ধ্যামী হইতে কুন্দলাদি পদান্ত সকলেই ঈশ্বরভাবে পূজা, সেই পূজার ফল  
 প্রমাণ (২০৬-২০৮)। (খ) উক্ত অর্পে শ্রুতিপ্রমাণ; ফলবৈষম্য বিষয়ে শব্দাসমাধান (২০৯)।

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

## অদ্বৈতব্রহ্মের জ্ঞানে সৰ্বিশেষ উপযোগী

তত্ত্বকথা

(২১০-২৪১) ১১৪-১২৯

## ১। জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা

নিম্নপ্রয়োজন ; বিচারপূর্বক তত্ত্বভয়ের একতা (২১০-২৪১) ১১৪-১২৯

(ক) জ্ঞানদ্বারাই মুক্তিলাভবিষয়ে স্বপ্নদৃষ্টান্ত (২১০)। (খ) দ্বৈতজগৎ স্বপ্নতুল্য (২১১)। (গ) ঈশ্বর ও জীবজগতের অন্তর্ভূত (২১২)। (ঘ) জীব ও ঈশ্বরকৃত সৃষ্টির বিভাগপূর্বক অবধি নির্ণয় (২১৩)। (ঙ) জীব ও ঈশ্বর লইয়া বাদিগণের বিবাদের কারণ—একমাত্র অজ্ঞান (২১৪)। (চ) এইরূপ বিবাদকারিগণ জ্ঞানিগণের উপদেশেব অযোগ্য (২১৫)। (ছ) জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারিগণের বিভাগ (২১৬)। (জ) বাদিগণের ভ্রান্ততা অজ্ঞান-নিবন্ধন : তাহারা মুক্তি ও সূত্রে বঞ্চিত (২১৭)। (ঝ) অপর বিভাগভা সূত্র মুমুক্শুর অনাদরণীয় (২১৮)। (ঞ) মুমুক্শুর ব্রহ্মবিচারই কণ্ঠ্য, জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ নিষিদ্ধ (২১৯)। (ট) জীবেশ্বরবিষয়কজ্ঞান পরিত্যাজ্যরূপেই গ্রহণীয় বলিয়া মানা যায় (২২০)। (ঠ) জীবেশ্বরের তাজাতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (২২১)। (ড) কূটস্থ ও বন্ধের ভেদ অদ্বৈতবোধেব সোপানরূপে বর্ণিত হয় মাত্র (২২২)। (ঢ) ভ্রান্তির নিরাকরণই উক্ত পদার্থ দুইটির শোধনের প্রয়োজন (২২৩)। (ণ) পদার্থশোধনে উপকারক বলিয়া পুণ্ড্রোক্ত আকাশচতুষ্টয়ের দৃষ্টান্তের পুনরাবলম্ব (২২৪-২২৫)। (ত) পূর্ষ শ্লোকদ্বয়োক্ত দৃষ্টান্তের দার্শনিক (২২৬)। (থ) পদার্থ-শোধনে সাংখ্য ও যোগের উপযোগিতা মানিলে লোকায়তিকাদিমতেরও উপযোগিতা মানিতে হয় (২২৭)। (দ) বেদেব নহিত সাংখ্যেব ও যোগেব বিরোধোৎপত্তি (২২৮-২৩২)। (ধ) অদ্বৈত-মতে মায়াদ্বারা বন্ধমোক্ষবাবস্থা (২৩৩-২৩৪)। (ন) ঐতিকর্ষক বাস্তব বন্ধমোক্ষের নিষেধ (২৩৫)। (প) জীবেশ্বরবাদভেদ মায়াগম—উপসংহার (২৩৬-২৩৭)। (ফ) ভেদমিথ্যাত্ব কথনের দ্বারা অদ্বৈতনিশ্চয় (২৩৮)। (ব) জ্ঞানীও সংসাবভ্রমণসম্ভাবনার শঙ্কা ও তাহার সমাধান (২৩৯-২৪০)। (ভ) জ্ঞানিগণের নিশ্চয় : জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর নিশ্চয়ের ফল (২৪১)।

## \*২। দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত

অপারোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা ... (২৪১-২৫৮) ১২৯-১৩৮

(ক) অদ্বৈতের অপ্রকাশমানতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (২৪২-২৪৩)। (গ) দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈতের অসিদ্ধি-শঙ্কা (২৪৪-২৪৫)। (গ) অদ্বৈতে পরিশেষের প্রকারপ্রদর্শন (২৪৬)। (ঘ) অদ্বৈতজ্ঞানের পর বৈতের বস্তুরূপে প্রতীতিবিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর (২৪৭)। (ঙ) সেই বিচারের অবধি কোথায় ? অদ্বৈতবিচারে খেদ নাই (২৪৮)। (চ) ক্ষুৎপিপাসাদি অহঙ্কারেব ধর্ম (২৪৯-২৫১)। (ছ) বিচারদ্বারা দ্বৈতের মিথ্যাত্বাত্ত্বত্বেব শঙ্কা ও সমাধান (২৫২)। (জ) অচিন্ত্য-রচনারূপ মিথ্যাপদার্থের লক্ষণে শঙ্কা ও সমাধান (২৫৩)। (ঝ) চৈতন্যের নিত্যতা ও দ্বৈতের অনিত্যতা (২৫৪)। (ঞ) দ্বৈতের মিথ্যাত্বসিদ্ধি (২৫৫)। (ট) অদ্বৈতের অপব্যোক্ততার অস্বীকারে বাঘাতদোষ (২৫৬)। (ঠ) বেদান্তভাষ্যপন্থা জানিয়াও কাহাব কাহাব সংশয়নিরুক্তি হয় না কেন ? (২৫৭-২৫৮)।

## তত্ত্বজ্ঞানের ফল

(২৫৯-২৯০) ১৩৮-১৫৭

## ১। তত্ত্বজ্ঞানফলপ্রতিপাদক ঐতিবচনের ব্যাখ্যা (২৫৯-২৭৪) ১৩৮-১৪৮

(ক) জ্ঞানফলপ্রতিপাদক ঐতি ও তাহার অন্তর্ভবিসিদ্ধতাবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান

\* ভ্রমসংশোধন—১২৯ পৃঃ হইতে ১৩৭ পৃঃ পর্যন্ত শিরোনাম পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার শিরোনামক্রমেই হইবে। ১২৯ পৃঃ ৪৪পংক্তি এখানে প্রদর্শিতরূপে হইবে।



বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
 (২৫২)। (খ) ঐশ্বর্যদ্বারা পূর্ণগত শ্লোকোক্ত [ কামরূপগ্রহিভেদকলের ] দৃষ্টরূপতার স্পষ্ট-  
 করণ (২৬০)। (গ) কামশব্দের অর্থ (২৬১)। (ঘ) বাহাতে অধ্যাস নাই, সেই কামরূপ  
 ইচ্ছা স্বীকার্য (২৬২)। (ঙ) অধ্যাস বিনা প্রারম্ভবশেও কাম সম্ভব (২৬৩)। (চ) অধ্যাস-  
 রহিত চক্কাদি বাধক নহে; দুইটি দৃষ্টান্ত (২৬৪)। (ছ) গ্রহিভেদের অর্থ (২৬৫)। (জ) গ্রহি  
 বিনষ্ট হইলেই জ্ঞানী, না হইলেই অজ্ঞানী—এইমাত্র ভেদ (২৬৬)। (ঝ) গ্রহিভেদ ভিন্ন  
 জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে হেদের অন্ত কারণ নাই (২৬৭-২৬৮)। (ঞ) জ্ঞানীর গ্রহিবাচিত্য-  
 বিষয়ে গীতাবাক্যের সমর্থন (২৬৯)। (ট) গীতাবাক্যের অর্থ লইয়া শব্দ ও সমাধান  
 (২৭০-২৭৪)।

২। বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতির বর্ণন (২৭৫-২৯০) ১৪৮-১৫৭

(ক) জ্ঞানীর ব্যবহার বিষয়ে স্বসিদ্ধান্তবর্ণনপ্রতিজ্ঞা (২৭৫)। (খ) শাস্ত্রের অভিপ্রায়  
 (২৭৬)। (গ) হেতু, স্বরূপ, কার্য বা ফল অনুসারে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার জ্ঞাতব্য  
 (২৭৭)। (ঘ) বৈরাগ্যের হেতু, স্বরূপ ও ফল (২৭৮)। (ঙ) তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও  
 ফল (২৭৯)। (চ) উপরতির হেতু, স্বরূপ ও ফল (২৮০)। (ছ) বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপবতি  
 এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য (২৮১)। (জ) বৈরাগ্যাদিহ্রয়ের একত্র অথবা বিযুক্ত  
 হইয়া স্থিতির কারণ (২৮২)। (ঝ) পূর্ণ বৈরাগ্য ও পূর্ণ উপরতি থাকিতে তত্ত্বজ্ঞানভায়ে  
 মোক্ষাভাব (২৮৩)। (ঞ) বৈরাগ্য ও উপরতি বিনা পূর্ণতত্ত্বজ্ঞান থাকিলে মোক্ষ নিশ্চিত  
 বটে, কিন্তু দুঃখের নাশ হয় না (২৮৪)। (ট) বৈরাগ্যাদির অবধি (২৮৫-২৮৬)। (ঠ)  
 প্রারম্ভশতঃ জ্ঞানিগণের ব্যবহার পরস্পর বিলক্ষণ ভয়; তাহা মোক্ষের প্রতিবন্ধক নহে (২৮৭)।  
 (ড) সকল জ্ঞানীর জ্ঞান ও মোক্ষ তুল্যরূপ (২৮৮)। (ঢা) সংক্ষেপে এই প্রকরণের তাৎপৰ্য্য  
 (২৮৯)। (ণ) গ্রন্থাত্ম্যসেব ফল (২৯০)।

### সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ।

বিষয় (বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
 চীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ ... ... ১৫৮

(আত্মানন্দোদিত্যাদি ঋতিবচনে) “পুরুষ” ও

“অস্মি” পদের অভিপ্রায় অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ

ও তদ্বিজ্ঞানের প্রয়োজনবর্ণন ... ... (১-১৮) ১৫৮-১৭০

১। গ্রন্থারম্ভ ... ... (১-২) ১৫৮-১৫৯

(ক) সমগ্র তৃপ্তিদীপে ব্যাখ্যায় ঋতিবচনের পাঠ (১)। (খ) গ্রন্থের বিচার ও  
 তাহার ফল (২)।

২। ‘পুরুষ’ শব্দের ব্যাখ্যায় উপযোগী সৃষ্টির বর্ণন-

পূর্বক ‘পুরুষ’ শব্দের অর্থ (৩-৬) ১৫৯-১৬৩

(ক) জীব ঈশ্বর প্রকৃতি সৃষ্টির বর্ণন (৩-৪)। (খ) পুরুষপদের অর্থ (৫)। (গ)  
 অধিষ্ঠানকূটস্থ সহিত চিদাভাসেরই বন্ধমোক্ষে অধিকার (৬)।

৩। ‘অহম্’ ও ‘অস্মি’ এই পদদ্বয়ের অর্থের

মধ্যে ‘অহম্’ পদের অর্থের বিচার ... ... (৭-১৮) ১৬৩-১৭০

(ক) ‘অহম্’ ও ‘অস্মি’র অর্থ নির্ণয়পূর্বক জীবের সংসার ও মোক্ষের বিভাগ (৭-৮)।

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

(খ) ‘কূটস্থ’ অহম-শব্দের অবিষয়। ‘অহম’-অর্থের বিভাগ করিয়া সমাধান (৯)। (গ) ‘অহম’ শব্দের মুখ্য অর্থ (১০)। (ঘ) ‘অহম’ শব্দের অমুখ্য অর্থ দুই প্রকার (১১-১৩)। (ঙ) কূটস্থ হইতে পৃথক্কৃত চিদাভাসের ‘আমি হইতেছি কূটস্থ’—এই জ্ঞান অশুদ্ধ (১৪)। (চ) কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ অবাস্তব বলিয়া অসিদ্ধ ; এইরূপে উক্ত শব্দের সমাধান (১৫)। (ছ) [ শঙ্কা ] মিথ্যা চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞান ত’ মিথ্যা। [ সমাধান ] তাগ ত’ ইষ্টাপত্তি (১৬)। (জ) মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব (১৭)। (ঝ) ষষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার (১৮)।

“আত্মানন্দোঃ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের

অভিপ্রায়, চিদাভাসের সম্ভাবস্থা ... (১৯-১৩৫) ১৭০-২৩৮

১। ‘অয়ম্’ পদলভ্য অপরোকজ্ঞান ও তাহার বিষয়

নিত্য অপরোক চৈতন্যের বর্ণন ... (১৯-২২) ১৭০-১৭৩

(ক) ‘অয়ম্’ পদের মুখ্য অভিপ্রায় দেহে আত্মজ্ঞানের দ্বার আত্মায় অপরোকজ্ঞান (১৯)।

(খ) কূটস্থে সংশয়বিপর্যায়রহিত আত্মবুদ্ধি যে মুক্তির সাধন, তদ্বিষয়ে “উপদেশসাহস্রীর” প্রমাণ (২০)। (গ) ‘অয়ম্’-পদের অপর অভিপ্রায়—চৈতন্য সদাই অপরোক (২১)। (ঘ) নিত্য-প্রত্যক্ষ চৈতন্যে পরোকতাপরোকতা উভয়ই সম্ভব ; যথা, দশম পুরুষে জ্ঞানাজ্ঞান (২২)।

২। দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে দাষ্টান্তসহিত সম্ভাবস্থা

প্রতিপাদন ... (২৩-২৮) ১৭৩-১৭৬

(ক) দশমের অজ্ঞানাবস্থা (২৩)। (খ) দশম পুরুষের অজ্ঞানের আচরণাবস্থা (২৪)।

(গ) দশম পুরুষের অজ্ঞানকাৰ্ধ্য—বিক্ষেপাবস্থা (২৫)। (ঘ) দশম পুরুষের পরোকজ্ঞানাবস্থা (২৬)। (ঙ) দশম পুরুষের অপরোকজ্ঞান, শোকনিবৃত্তি ও তৃপ্তি অবস্থা (২৭)। (চ) দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ সাত অবস্থার উল্লেখ করিয়া আত্মায় যোজনা (২৮)।

৩। চিদাভাসের সাত অবস্থার বর্ণন ... (২৯-৪৮) ১৭৬-১৮৫

(ক) চিদাভাসের অজ্ঞানাবস্থা (২৯)। (খ) চিদাভাসের দুই অবস্থা—আবরণ ও বিক্ষেপ (৩০)। (গ) চিদাভাসেব পরোকজ্ঞানাবস্থা ও অপরোকজ্ঞানাবস্থা (৩১)। (ঘ) চিদাভাসের শোকনিবৃত্তির অবস্থা ও তৃপ্তির অবস্থা (৩২)। (ঙ) চিদাভাসরূপ দাষ্টান্তে এই শ্লোকচতুষ্টয়োক্ত সাত অবস্থার পুনঃপ্রয়োগ (৩৩)। (চ) উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসের ধর্ম, কূটস্থেব নহে, সেই হেতু বন্ধমোক্ষে অব্যবস্থাশঙ্কা নাই (৩৪)। (ছ) অজ্ঞানের স্বরূপ (৩৫)। (জ) আবরণের স্বরূপ ও কাৰ্য্য (৩৬)। (ঝ) বিক্ষেপের স্বরূপ ও কাৰ্য্য (৩৭)। (ঞ) সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, ব্রহ্মের নহে, এই লইয়া শঙ্কা ও সমাধান (৩৮-৪৩)। (ট) অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তিদ্বারা মুক্তির কারণ (৪৪-৪৫)। (ঠ) অপরোকজ্ঞানের ফলরূপ প্রথমাবস্থা (৪৬)। (ড) অপরোকজ্ঞানের ফলরূপ দ্বিতীয়াবস্থা (৪৭)। (ঢ) প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিব্যাখ্যায় সাত অবস্থার নিরূপণের সঙ্গতি প্রদর্শন (৪৮)।

৪। আত্মার পরোকজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব (৪৯-৫৭) ১৮৫-১৮৯

(ক) আত্মা পরোকজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন—বুঝাইবার ভঙ্গ দুইপ্রকার অপরোক-জ্ঞানের বর্ণন (৪৯)। (খ) বিষয়ের স্বপ্রকাশতার সহিত পরোকজ্ঞানের অবিরোধ (৫০)। (গ) ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মের প্রত্যগভিন্নতাজ্ঞান না থাকিলেই পরোক ; (ঘ) বিকল্প চতুষ্টয়দ্বারা পরোকজ্ঞানের অপ্রাস্ত্যতাসিদ্ধি (৫১-৫৫)। (ঙ) পরোকজ্ঞানদ্বারা ও অপরোকজ্ঞানদ্বারা

বিষয় ... (বন্ধনের মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক  
নিবর্তনীয় অজ্ঞানঃশরয় (৫৬)। (চ) অপবোক্ষরূপে গ্রহণীয় বস্তু পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইলে, সেই পরোক্ষজ্ঞানের অজ্ঞাততা বিষয়ে দৃষ্টান্ত (৫৭)।

৫। অবাস্তুর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান, আর

বিচারসহিত মহাবাক্য হইতে অপবোক্ষজ্ঞান (৫৮-৮২) ১৮৯-২০৯

(ক) বাক্যার্থের বিচার হইতে অপবোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, দশমের দৃষ্টান্ত (৫৮)। (খ) বিচার সহিত মহাবাক্য হইতে অপবোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত (৫৯-৬০)। (গ) উক্ত দশমের দৃষ্টান্তের দাষ্টান্তিকে যোজনা (৬১-৬২)। (ঘ) কেবল-বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং বিচার সহিত বাক্য হইতে অপবোক্ষজ্ঞান। প্রমাণ—তৈত্তিরীয় শ্রুতি (৬৩-৬৬)। (ঙ) ৫৮ শ্লোকোক্ত অবাস্তুর বাক্য ও মহাবাক্যের ফলসম্বন্ধে ছান্দোগ্য-শ্রুতি প্রমাণ (৬৭)। (চ) ৫৮ শ্লোকোক্ত বিষয়ে ঐতরেয়শ্রুতির প্রমাণ (৬৮)। (ছ) অতীত এগারটি শ্লোকোক্ত প্রণালীর অতিদেশ সকল শ্রুতিতে (৬৯)। (জ) মহাবাক্যবিচার অপবোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক ; “বাক্যবৃত্তি” স্বত্ব আচার্য্য-বাক্য প্রমাণ (৭০-৭৬)। (ঝ) অখণ্ডার্থের অপবোক্ষজ্ঞানের ফল (৭৭-৭৮)। (ঞ) মহাবাক্য হইতে অপবোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে শঙ্কাকারীর প্রাপ্ত উপহাস (৭৯)। (ট) বাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতাবিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৮০)। (ঠ) ‘ত্বম্’ পদার্থ জীবের স্বভাসিদ্ধ অপবোক্ষতা অস্বীকার করিতে হয় বলিয়া মহাবাক্যের পবোক্ষজ্ঞানজনকতার অস্বীকার (৮১)। (ড) ‘জীবের অপবোক্ষতাহানি ইষ্টাপত্তি’—এইরূপ শঙ্কার সোপহাস সমাধান (৮২)।

৬। অপবোক্ষ হইবার যোগ্য সোপাধিক প্রতাগ্-অভিন্ন

ব্রহ্মের, মহাবাক্যজ্ঞান অপবোক্ষজ্ঞানের

বৃত্তিবাধ্যতাদ্বারা, বর্ণন ... ৮৩-৯৬ ২০৯-২১৭

(ক) নিরূপাধিক বলিয়া ব্রহ্মের অপবোক্ষতায় শঙ্কা (৮৩)। (খ) ব্রহ্ম বে নিরূপাধিক, এ কথাই অসিদ্ধ (৮৪)। (গ) জীব ও ব্রহ্মের বিলক্ষণ উপাধির বর্ণন (৮৫)। (ঘ) অস্ত্রকবণা-ভাবের উপাধিসিদ্ধি (৮৬)। (ঙ) বিধিনিষেধ উভয়ই জ্ঞানের উপায়—তদ্বিষয়ে আচার্য্য-বচন (৮৭)। (চ) নিষেধমুখে উপদেশের ফলে কুটস্থেরও ভাগ হইয়া গেলে, ব্রহ্মজ্ঞানেব অমুৎপত্তিশঙ্কা ও তাহার সমাধান (৮৮)। (ছ) নিষেধোপদেশেহেতু একাংশ ভাগ কথিয়া বৃক্ষবার প্রণালী (৮৯)। (জ) স্বপ্রকাশ সাক্ষী বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, ফলের অবিসয় (৯০)। (ঝ) অনাত্মাস্ত—বৃত্তি ও ফল উভয়েরই বাপা (৯১)। (ঞ) আত্মা বসেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা (৯২)। (ট) দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্ণগত শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ (৯৩)। (ঠ) ব্রহ্মাকার-বৃত্তিতে চিদাভাস বিদ্যমান থাকিলেও ব্রহ্ম তাহার বিষয় হন না (৯৪)। (ড) ব্রহ্মেব বৃত্তি-বিষয়তাবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (৯৫)। (ঢ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতির যে অংশ অপবোক্ষজ্ঞান কথিত হইয়াছে, তাহার নির্দেশ (৯৬)।

৭। জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জ্ঞান শ্রবণাদিরূপ

অভ্যাসের বর্ণনা

... ৯৭-১৩৫ ২১৭-২৩৮

(ক) মহাবাক্যদ্বারা অপবোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, শ্রবণাদির বার্ষত্যাশঙ্কা ও তাহার সমাধান (৯৭)। (খ) অপবোক্ষজ্ঞান জন্মিলেও শ্রবণাদির কর্তব্যতাবিষয়ে আচার্য্য শঙ্করের বচন (৯৮)। (গ) মহাবাক্য প্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তার কারণ (৯৯)। (ঘ) শ্রুতির নানাত্বজনিত জ্ঞানাদৃঢ়তা নিবৃত্তির জ্ঞান শ্রবণ কর্তব্য (১০০)। (ঙ) শ্রবণের লক্ষণ (১০১)। (চ) শ্রবণ ও লক্ষণসহিত মনননিরূপণের প্রমাণ (১০২)। (ছ) বিপরীতভাবনার স্বরূপ ও তাহার নিবৃত্তির উপায়

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

(১০৩)। (জ) বিপরীতভাবানিবারণ একাগ্রতার উপায় (১০৪-১০৫)। (ঝ) বন্ধাভ্যাসের স্বরূপ (১০৬)। (ঞ) ব্রহ্মে চিন্তের একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতি ও স্মৃতি (১০৭-১০৮)। (ট) উক্ত শ্রুতি ও স্মৃতির তাৎপৰ্য্য (১০৯)। (ঠ) বিপরীতভাবনার লক্ষণ ও উদাহরণ (১১০)। (ড) বিপরীতভাবনার উক্ত লক্ষণের আলোচ্যবিষয়ে যোজনা (১১১)। (ঢ) বিপরীতভাবনাব নিবৃত্তির উপায়—বিশেষাকারে বর্ণন (১১২)। (ণ) প্রশ্ন-বিপরীতভাবনাব নিবর্তক ধ্যানে, জপাদির জায় নিয়মের অপেক্ষা আছে কিনা (১১৩)। (ত) উত্তর—কোনও নিয়ম নাহি, দৃষ্টান্তের সহিত প্রতিপাদন (১১৪-১১৫)। (থ) ভোজনদৃষ্টান্ত হইতে জপাদির বিলক্ষণতা (১১৬)। (দ) বিপরীতভাবনা ক্ষুধার জায় দৃষ্টদুঃখের হেতু বলিয়া তন্নিবর্তক ধ্যানের অন্তর্গতান্বে অনিয়ম (১১৭)। (ধ) পূর্বোক্ত [ ১০৬ শ্লোকে ] বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্ম উপায়েব পুনর্বর্ণন (১১৮)। (ন) ধ্যানের স্বরূপ এবং তাহাতে মনের নিবোধ (১১৯)। (প) মনের চঞ্চলস্বভাব-বিষয়ে গীতাবাক্য প্রমাণ (১২০)। (ফ) মনের তুনিগ্রহণে বিশিষ্টবাক্য প্রমাণ (১২১)। (ব) ধ্যান হইতে বন্ধাভ্যাসের বিলক্ষণতা (১২২)। (ভ) বন্ধাভ্যাসপর্ব্বন্তেব ইতিহাসাদি শ্রবণাদি দ্বারা একব্রহ্মতৎপরতার ব্যাঘাত হয় না (১২৩)। (ম) রঘাদি কাব্যের এবং কাব্যনাটকাদি শ্রবণের সহিতই তত্ত্বশ্রবণের বিরোধ (১২৪)। (য) ভোজনাদি কাৰ্য্যে তত্ত্বশ্রবণেব বাধা হয় না (১২৫-১২৬)। (র) জ্ঞানাদিশাস্ত্রাভ্যাসে প্রবৃত্তেব তত্ত্বশ্রবণ অসম্ভব (১২৭)। (ল) তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাস যে তত্ত্বশ্রুতির বিরোধী—তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (১২৮)। (ব) বেদান্ততন্ত্র শাস্ত্রাস্ত্রাব্যাসে ত্বাগ্রহী বাদীর প্রতি উত্তর (১২৯)। (শ) জনকাদি জ্ঞানীর রাজ্যপালন লষ্টয়া শঙ্কা (১৩০)। (ষ) তত্ত্বজ্ঞানীর নিঃসার সংসারে প্রবৃত্তি হয় কেন? এই শঙ্কাব সমাধান (১৩১)। (স) তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তিব শঙ্কা ও সমাধান (১৩২)। (হ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রারম্ভ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর ক্লেশাভাব ও অজ্ঞানীর ক্লেশসম্ভাব (১৩৩)। (ক্ষ) পূর্বশ্লোকোক্ত তত্ত্বে দৃষ্টান্ত (১৩৪)। (অ) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতি-বচনের পূর্বাঙ্কেব অনুবাদ, তাহার ফলপ্রদর্শন ও উত্তরান্ধের অনুবাদ (১৩৫)।

“কিমিচ্ছন্” ইত্যাদি শ্রুতিশব্দনিচয়ের অর্থ—ভোগ্যবিষয়াভাব-

হেতু ইচ্ছানিমিত্ত সম্ভাপের অভাব (১৩৬-১৩৯) ২৩৮-২৬৯

১। ভোগ্যবিষয়ে দোষদৃষ্টিদ্বারা ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি (১৩৬-১৪২) ২৩৮-২৪২

(ক) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের উত্তরান্ধের তাৎপৰ্য্য (১৩৬)। (খ) কাম্যাত্মক কামনার অভাব; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৩৭)। (গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের দাষ্টান্তিকে যোজনা (১৩৮)। (ঘ) বিষয়সমূহের দোষবর্ণন (১৩৯-১৪১)। (ঙ) বিষয়ে দোষদৃষ্টি হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব; যুক্তিসহিত দৃষ্টান্ত (১৪২)।

২। জ্ঞানীর প্রীতি-(দ্বৈষ)-বর্জিত প্রারম্ভভোগ (১৪৩-১৫০) ২৪২-২৪৫

(ক) প্রবলপ্রারম্ভবশে জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হইলেও অপ্রীতিপক্ষ ভোগ (১৪৩-১৪৪)। (খ) জ্ঞানীর ভোগজনিত যে ক্লেশ, তাহা বৈরাগ্য; তাহা সংসারতাপ নহে (১৪৫)। (গ) জ্ঞানীর পূর্বোক্তরূপ ক্লেশ বিবেকজনিত (১৪৬)। (ঘ) ভোগদ্বারা তৃপ্তি (অলম্-বৃদ্ধি) কখনই আসে না, তৎপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন (১৪৭)। (ঙ) বিচারপূর্ব্বকরূত ভোগ তৃপ্তির কারণ হয়, ইহা প্রসিদ্ধ, তাহার দৃষ্টান্ত (১৪৮)। (চ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অগ্রভোগেই তৃপ্তি (১৪৯)। (ছ) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অগ্রভোগেই তৃপ্তির দৃষ্টান্ত (১৫০)।

৩। ইচ্ছা-অনিচ্ছা-পরেচ্ছারূপ তিন প্রকার

প্রারম্ভকর্ম্মের বর্ণন ... .. (১৫১-১৬২) ২৪৫-২৫৩

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

(ক) জ্ঞানীর দোষদৃষ্টি থাকিতে জ্ঞানীর দোষজনিত ইচ্ছার অসম্ভবতাশঙ্কা (১৫১)।  
 (খ) প্রারকের ত্রৈবিধের উল্লেখপূর্বক উক্ত শঙ্কার সমাধান (১৫২)। (ঘ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারকবর্ণন (১৫৩)। (ব) ইচ্ছোৎপাদক প্রারক ঈশ্বরদ্বারাও নিবাধ্য নহে (১৫৪)। (ঙ) উক্ত অর্থের গীতাবচনপাঠ (১৫৫)। (চ) তীর্থ প্রারকের অনিবাধ্যত্বে অন্তশাস্ত্রবচন প্রমাণ (১৫৬)। (ছ) অপরিহায্য প্রারকপরিহারে অসমর্থ হইলে ঈশ্বরের অনিশ্চয়ত্বসম্ভাবনা (১৫৭)।  
 (জ) অনিচ্ছা-প্রারকবর্ণনার প্রারম্ভ (১৫৮)। (ঝ) অনিচ্ছাপ্রারকবিষয়ে অর্জুনপ্রশ্নরূপ গীতাবাক্য (১৫৯)। (ঞ) শ্রীকৃষ্ণের উত্তররূপ গীতাবাক্য (১৬০-১৬১)। (ট) পবন্ধ্য-প্রারকবর্ণন (১৬২)।

৪। জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছা সম্ভব বলিয়া ভোগ

করিয়াও বাসনাভাব ... ... (১৬৩-১৭৩) ২৫৩-২৫৮

(ক) জ্ঞানীর ইচ্ছা অঙ্গীকার করিলে “কিমিচ্ছন্” শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা; দৃষ্টান্ত সহিত সমাধান (১৬৩-১৬৪)। (খ) জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছাও ভোগফলপ্রদ, দৃষ্টান্ত (১৬৫)। (গ) জ্ঞানীর প্রারককর্ম্য ভোগে নষ্ট হইয়া বাসনোৎপাদন করে না। অজ্ঞানীর বাসনোৎপত্তিব কারণ (১৬৬)। (ঘ) বাসনের কারণ—ভোগে সত্যতাত্ত্বমের স্বরূপ (১৬৭)। (ঙ) উক্ত ত্ত্বমের নিবৃত্তির উপায় (১৬৮)। (চ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর ভোগ তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানীর বাসনাভাবের ও অজ্ঞানীর বাসনের কারণ (১৬৯-১৭০)। (ছ) বহুবিধদোষদর্শনহেতু সূত্রায়ক ভোগেও আস্থার নিবৃত্তি (১৭১)। (জ) ভোগ্যে আসক্তহীন হইবার উপায় (১৭২-১৭৩)।

৫। মিথ্যাধৃজ্ঞানের সহিত প্রপঞ্চের বিরোধ নাই (১৭৪-১৮৪) ২৫৮-২৬৪

(ক) প্রারকভোগে বিষয়ের সত্যতার অপেক্ষা নাই (১৭৪)। (খ) তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারক ভিন্নবিষয়ক (১৭৫)। (গ) তত্ত্ববিজ্ঞার প্রারকেব সহিত অবিরোধবিষয়ে অনুমান (১৭৬)। (ঘ) বিজ্ঞার সহিত প্রারকের অবিরোধ (১৭৭-১৭৮)। (ঙ) বিজ্ঞার প্রারকের সহিত অবিরোধ (১৭৯-১৮৪)।

৬। অপরোক্ষবিজ্ঞার স্বরূপ নিরূপণ ... ... (১৮৫-১৯১) ২৬৪-২৬৯

(ক) নির্বিকল্প সমাধি দ্বৈতাদর্শনহেতু অপরোক্ষবিজ্ঞা হইলে সৃষ্টিও অপরোক্ষবিজ্ঞা; অতিপ্রসক্তি (১৮৫)। (খ) উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের উপায়সূচন বৃথা (১৮৬)। (গ) দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান, হইটীর মিলনে অপরোক্ষাত্মবিজ্ঞা, এইরূপ মানিলে জড়ে অতি-ব্যাপ্তি প্রসঙ্গ (১৮৭)। (ঘ) সমাধিমান পুরুষের অপরোক্ষতত্ত্বজ্ঞানাপেক্ষা ঘটাদির তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তর বলিয়া উপহাস (১৮৮)। (ঙ) কেবল আত্মজ্ঞানকে বিজ্ঞা বলিয়া মানিলে বাদী সিদ্ধান্তে প্রবেশহেতু আশীর্বাদই। দোষযুক্তচিত্তেরই নিরোধ আবশ্যক (১৮৯)। (চ) দৃষ্টচিহ্নের নিরোধ ইষ্টাপত্তি; “কিমিচ্ছন্” শ্রুতির অভিপ্রেতার্থ (১৯০)। (ছ) জ্ঞানীর অদৃঢ়াসক্তির অঙ্গীকাররূপ প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতাংশাভিপ্রায় বর্ণনের কারণ (১৯১)।

“কস্য কামাস” (কোন ভোক্তার ভোগের জন্য) এই

বাক্যাংশের অভিপ্রায়—ভোক্তার অভাবে

ভোগেচ্ছাজনিত সম্ভাব্যভাব ... (১৯২-২২২) ২৬৯-২৮৪

১। ভোক্তার অভাব প্রতিপাদনপূর্বক কূটস্থ

আত্মার অসঙ্গতপ্রতিপাদন

(১৯২-২০০) ২৬৯-২৭৪

(ক) আত্মার অসঙ্গতহেতু ভোক্তার অভাবপ্রতিপাদন (১৯২)। (খ) আত্মার ভোক্তৃষ

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

দ্বাস্তিসিদ্ধি, তৎপ্রতিপাদিকা শ্রুতি ( ১২৩ )। ( গ ) আত্মার ভোক্তৃত্বের অপবাদজন্য কুটস্থ বা চিদাভাস—এইরূপ বিকল্পকরণ। ( ঘ ) কুটস্থ ভোক্তা ন'ন ( ১২৪-১২৫ )। ( ঙ ) চিদাভাসও ভোক্তা নহে ( ১২৬ )। ( চ ) মিলিত চিদাভাস ও কুটস্থের ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত। ( ছ ) তন্মধ্যে কুটস্থের শ্রুতিপ্রমাণসিদ্ধি অসঙ্গতাহেতু বাস্তব অভোক্তৃত্ব ( ১২৭-১২৯ )। ( জ ) চিদাভাসকে কুটস্থ হইতে পৃক্তক না করিয়া ভোক্তৃত্বকে বাস্তব মনে করিয়া ভোগ পরিত্যাগে অনিচ্ছা ( ২০০ )।

## ২। ভোগ্যজ্ঞাতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া

ভোক্তাতেই প্রীতি কর্তব্য ... ( ২০১-২০৪ ) ২৭৪-২৭৬

( ক ) শ্রুতান্ত এবং লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তার নিজের গুণই ভোগ্যকামনা, ইহার অনুবাদেয় সূচনা ( ২০১ )। ( খ ) উক্তরূপ অনুবাদেয় প্রয়োজন ( ২০২ )। ( গ ) আত্মাতেই প্রেম কর্তব্য—দৃষ্টান্তস্বরূপ বিষ্ণুপুরাণবচন ( ২০৩ )। ( ঘ ) উক্ত পৌরাণিক নির্দেশমতে ভোগে বৈবাগ্য করিয়া ভোক্তায় ভোগগত প্রীতির উপসংহারোপদেশ ( ২০৪ )।

## ৩। মুমুক্শুর, আত্মায় অবহিতচিত্ত থাকিয়া,

ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের অনুসন্ধান কর্তব্য ( ২০৫-২১৫ ) ২৭৬-২৮১

( ক ) আত্মায় প্রীতির সংগ্রহ অর্থাৎ একায়ন করণের দৃষ্টান্ত ও তাহার ফল ( ২০৫ )। ( খ ) বহু দৃষ্টান্তদ্বারা আত্মায় অপ্রমাদেয় স্পষ্টীকরণ ( ২০৬-২০৮ )। ( গ ) দৃষ্টান্তসাহায্যে উক্তরূপ অভ্যাসের ফলপ্রদর্শন ( ২০৯ )। ( ঘ ) বিবেকের স্পষ্টতাব ফল ( ২১০ )। ( ঙ ) সাক্ষীর অসঙ্গতাবিষয়ে অস্বয়-ব্যতিরেকযুক্তি ( ২১১ )। ( চ ) সাক্ষীর অসঙ্গতাপ্রতিপাদক শ্রুতি ( ২১২ )। ( ছ ) ভোক্তায় বাস্তব-স্বরূপবিচারে প্রবৃত্ত অস্ত্র শ্রুতিবচন ( ২১৩-২১৫ )।

## ৪। ভোক্তা চিদাভাস আপনাকে মিথ্যা

বলিয়া জানিলে ভোগে অনাগ্রহ ( ২১৬-২২২ ) ২৮১-২৮৪

( ক ) চিদাভাসের ধর্ম্য ভোক্তৃত্ব ( ২১৬ )। ( খ ) ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব ( ২১৭-২১৮ )। ( গ ) আপনার মিথ্যাত্বের জ্ঞান জন্মিলে চিদাভাসের ভোগে অরুচি হয় ( ২১৯ )। ( ঘ ) জ্ঞানী ভোক্তা হইয়া ভোগ করিতে লজ্জা বোধ করেন এবং ক্লেশপূর্বক প্রারব্ধ ভোগ করেন ( ২২০ )। ( ঙ ) সাক্ষীর ভোক্তৃত্বাতাব কৈমুতিক জায়ে সিদ্ধ ( ২২১ )। ( চ ) আলোচ্য শ্রুতিতে এষ্ট অর্পেব সংযোজন। ( ২২২ )।

## জ্ঞানীর জ্বরাভাব বা শোকের নিবৃত্তি,

শরীরত্ৰয়গত ... ( ২২৩-২৫১ ) ২৮৪-৩০০

## ১। শরীরত্ৰয়গত জ্বরের স্বরূপ ... ( ২২৩-২২৮ ) ২৮৪-২৮৬

( ক ) শরীর ত্ৰয়গত জ্বর ত্ৰয়, সেই সেই শরীরগত জ্বরও সেইরূপ ( ২২৩ )। ( খ ) স্থূল শরীর-গত জ্বরের বর্ণন ( ২২৪ )। ( গ ) শূক্ষ্ম শরীরগত জ্বরের বর্ণন ( ২২৫ )। ( ঘ ) ছান্দোগ্যোপনিষদ্বর্ণিত

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রিক  
 কারণশরীরগত জরের বর্ণন (২২৬)। (ঙ) তিন শরীরেই উক্ত জর অনিবার্য (২২৭)।  
 (৫) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত (২২৮)।

২। চিদাভাসে স্বভাবগত জ্বর নাই,

সুতরাং কূটস্থে জরাভাব ... (২২৯-২৩৫) ২৮৬-২৮৯

(ক) চিদাভাসে জরাভাব (২২৯)। (খ) সাক্ষিচৈতন্ত্বে জরাভাব; তাহাতে জরানুভব চিদাভাসের শরীরত্রয়ের সহিত একতাব্রান্তিপ্রযুক্ত (২৩০-২৩১)। (গ) চিদাভাসের উক্ত ব্রান্তির ফল—জরপ্রাপ্তি, সদৃষ্টান্ত বর্ণন (২৩২-২৩৩)। (ঘ) বিবেকদশায় চিদাভাসে জরাভাব (২৩৪)। (ঙ) ব্রান্তিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে জর ও জরাভাবের কারণ—দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ (২৩৫)।

৩। সাক্ষীতে ভোক্তৃত্বারোপাপরাধের

নিবৃত্তির জন্ম, চিদাভাসের সাক্ষিগণ্যাপন্নতা (২৩৬-২৪২) ২৮৯-২৯৩

(ক) গতপূর্ব শ্লোকবর্ণিত সাক্ষিচিন্তনের দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ (২৩৬)। (খ) অত্র দৃষ্টান্ত (২৩৭)। (গ) জ্ঞানিচিদাভাসের নিজগুণপ্রসিদ্ধি শুনিয়া লজ্জানুভবের বর্ণন, সদৃষ্টান্ত (২৩৮)। (ঘ) বিচারদ্বারা দেহত্রয় পৃথক্কৃত চিদাভাসের দেহত্রয়ের সহিত আবার একতাপ্রাপ্তি হয় না; দৃষ্টান্ত (২৩৯)। (ঙ) সাক্ষীর অম্লকরণে চিদাভাসের মর্চাল্লাভ; দৃষ্টান্ত (২৪০)। (চ) চিদাভাসেব সাক্ষীর অম্লসরণ করিবার ফল (২৪১)। (ছ) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির জন্ম চিদাভাসের আত্মবিনিশেষা; দৃষ্টান্ত (২৪২)।

৪। জ্ঞানিচিদাভাসের প্রারম্ভিক পথান্ত

বাবহারের সম্ভাবনা ... (২৪৩-২৫১) ২৯৩-৩০০

(ক) জ্ঞানীর প্রারম্ভিক পথান্ত বাবহার সম্ভব (২৪৩)। (খ) জ্ঞানীতে বাধিত প্রপঞ্চেব অমূরুত্তি থাকে, দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণন (২৪৪-২৪৫)। (গ) বাধিতামূরুত্তির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না (২৪৬)। (ঘ) দশমপুরুষাবিকারে বাধিতামূরুত্তি (২৪৭)। (ঙ) জীবমুক্তিলাভে প্রারম্ভ হ'লেও তিরোধান, দৃষ্টান্ত (২৪৮)। (চ) অধ্যাসনিবৃত্তির জন্ম বার বার বিচার কর্তব্য, দৃষ্টান্ত (২৪৯)। (ছ) ভোগদ্বারা প্রারম্ভের নিবৃত্তি; দৃষ্টান্ত (২৫০)। (জ) ১৩৬-১৯১ শ্লোকবর্ণিত শোকের নিবৃত্তি। “তপ্তির” বর্ণনা (২৫১)।

জ্ঞানী চিদাভাসের নিরঙ্কুশাত্তি নামক

সম্প্রদায় অবস্থা ... (২৫২-২৯৮) ৩০০-৩২০

১। প্রতিযোগিদমূহের স্মরণপূর্বক জ্ঞানীর

কর্তব্যাব্যভাবরূপ কৃতকৃত্যতা ... (২৫২-২৬৬) ৩০০-৩০৬

(ক) প্রতিযোগিপ্রদর্শনদ্বারা, অপরোক্ষজ্ঞানজনিততপ্তির নিরঙ্কুশতাপ্রতিপাদন (২৫২)। (খ) কৃতকৃত্যতাপ্রতিপাদন (২৫৩)। (গ) প্রতিযোগিস্মরণপূর্বক জ্ঞানীর তপ্তিলাভ (২৫৪)। (ঘ) প্রতিযোগিস্মরণে, ঐহিকসুখার্থী হইতে জ্ঞানীর বিলক্ষণতার, অনুভব (২৫৫)। (ঙ)

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

পারলৌকিক সুখার্থী হইতে জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতাস্বরূপ (২৫৬)। (৫) অধিকারভাবে জ্ঞানীর পরার্থপ্ররুতিও নাই (২৫৭)। (৬) জ্ঞানী নিজদৃষ্টিতে অক্রিয় (২৫৮)। (৭) অজ্ঞানীর কলনায় জ্ঞানীর ক্ষতি নাই (২৫৯)। (৮) জ্ঞানীর শ্রবণ মননে কর্তব্যতা নাই (২৬০)। (৯) নিদিধ্যাসনেও জ্ঞানীর কর্তব্যতা নাই (২৬১)। (১০) “আমি মনুষ্য” ইত্যাদি ব্যবহার, জ্ঞানীর সংস্কারবশতঃই সম্ভব (২৬২)। (১১) প্রারন্ধনিবৃত্তি বিনা ব্যবহারনিবৃত্তি হয় না (২৬৩)। (১২) ব্যবহারের হ্রাসের দ্বন্দ্বেন্ত্রে জ্ঞানীর প্যানসাধন অকর্তব্য (২৬৪)। (১৩) সমাধিও জ্ঞানীর কর্তব্য নহে (২৬৫)। (১৪) সমাধিফলকপ অন্তঃস্বপ্ন জ্ঞানীর সম্পাদনীয় নহে ; জ্ঞানী বর্ণিতপ্রকারে কৃতকৃতা (২৬৬)।

## ২। কৃতকৃত্য জ্ঞানীর আচরণ নির্ণয় ... (১৬৭-২৯১) ৩০৬-৩১৮

(ক) উৎকট প্রারন্ধবশে কৃতকৃত্য জ্ঞানীর সকলপ্রকার আচরণই সম্ভব (২৬৭)। (খ) অশাস্ত্রীয় ব্যবহার জ্ঞানীর অসম্ভব না হইলেও, সদাচার মর্যাদা রক্ষার্থ, শাস্ত্রীয় ব্যবহার অঙ্গীকৃত (২৬৮)। (গ) শাস্ত্রোক্তাচার পালনে জ্ঞানীর অভিমানজনিত বিকারাভাব (২৬৯-২৭০)। (ঘ) দ্বিতীয়ার্থ—জ্ঞানীর ও কন্মীর বিবাদ অসম্ভব (২৭১)। (ঙ) কন্মী ও জ্ঞানী পরস্পর ভিন্ন বিষয়ক (২৭২)। (চ) ভিন্নবিষয়ক হইয়াও জ্ঞানীর ও কন্মীর পরস্পর বিবাদ বিদ্বানের নিকট উপহাসনীয় (২৭৩)। (ছ) জ্ঞানী ও কন্মী উভয়ের উপহাস্যতার হেতু (২৭৪-২৭৫)। (জ) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—উভয়েই জ্ঞানীর প্রয়োজন্যভাব (২৭৬-২৭৭)। (ঝ) বাধিত অবিষ্টা ও তৎকার্য্যদ্বারা প্রমাণজনিত জ্ঞান বাধিত হয় না (২৭৮-২৭৯)। (ঞ) দ্বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না ; দৃষ্টান্ত (২৮০)। (ট) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দাষ্টীক্সে যোজনা (২৮১)। (ঠ) অতীত শ্লোকচতুষ্টয়-পতিপাদিত অর্থের রূপকদ্বারা উপল্লাস (২৮২)। (ড) ২৭৬ শ্লোক হইতে প্রতিপাদিত অর্থের আলোচ্য বিষয়ের সত্বিত সম্বন্ধ (২৮৩)। (ঢ) অজ্ঞানীর পরবৃত্তিতে আগ্রহ যুক্তিযুক্ত ; তাহার যুক্তি (২৮৪)। (ণ) কন্মিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর কর্তব্য (২৮৫)। (ত) তত্ত্বজ্ঞানস্বরূপ মধ্যে অবস্থিত হইলে জ্ঞানীর কর্তব্য (২৮৬)। (থ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত ব্যবহার পালনের দৃষ্টান্ত (২৮৭)। (দ) দৃষ্টান্ত—পিতার বালকপুত্রানুসারিতা (২৮৮)। (ধ) দাষ্টীক্সে জ্ঞানিকর্তৃক অজ্ঞের অনুসরণ (২৮৯)। (ন) জ্ঞানীর উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়বর্ণিত আচরণের কাবণ (২৯০)। (প) অতীত ও আগামী অর্থের গাৎপথা (২৯১)।

## ৩। জ্ঞানীর প্রাপ্তপ্রাপ্যতা ... (২৯২-২৯৮) ৩১৮-৩২০

(ক) জ্ঞানের ও জ্ঞানফলের লাভজনিত তৃপ্তির বর্ণন (২৯২)। (খ) অনিষ্টনিবৃত্তিহেতু জ্ঞানীর তৃপ্তির বর্ণন (২৯৩)। (গ) অজ্ঞাননিবৃত্তির ফলের বর্ণন (২৯৪)। (ঘ) বিগত ১৩টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতা (২৯৫)। (ঙ) বিগত ৪টি শ্লোকে বর্ণিত ফলের হেতুভূত পুণ্যকে এবং তাহাব লব্ধা আপনাকে স্বরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি (২৯৬)। (চ) সমাগ্জ্ঞানের অন্তরঙ্গ সাধন—শাস্ত্র, গুরু ও জ্ঞান এবং এই তিনের ফল—সুখের স্বরণে তৃপ্তি (২৯৭)। (ছ) তৃপ্তিদীপের প্রভাসের ফল (২৯৮)।



## অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ ।

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

...

...

৩২১

দেহের বাহিরে ভিতরে ব্রহ্ম ও কূটস্থ

হইতে পৃথক্ করিয়া চিদাভাস নিরূপণ (১-৪৭) ৩২১-৩৫১

১। ভ্রম-পদের লক্ষ্যার্থের এবং বাচ্যার্থের বর্ণনপূর্বক দেহের

বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদবর্ণন (১-১৬) ৩২১-৩৩১

(ক) ভ্রম-পদের লক্ষ্যার্থের ও বাচ্যার্থের সদৃশ্য বর্ণন (১)। (খ) উক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন (২)। (গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের দার্ষ্টান্তিক যোজনা (৩)। (ঘ) ঘট চিদাভাসদ্বারাই প্রকাশ এবং ঘটের জ্ঞাতভাবরূপ ধর্ম ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশ (৪)। (ঙ) ঘটের জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা, এই উভয়ের ভেদসিদ্ধির জ্ঞত বুদ্ধির উপযোগিতা (৫)। (চ) একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ (৬)। (ছ) অজ্ঞাত ঘটের হ্রাস জ্ঞাত ঘট ও ব্রহ্মদ্বারা প্রকাশ (৭)। (জ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ঘটের জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব (৮)। (ঝ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাট; দৃষ্টান্ত (৯)। (ঞ) ফলিতার্থ—(১০)। (ট) ভিন্ন চিদাভাসরূপ ফলের সিদ্ধি (১১-১২)। (ঠ) চিদাভাসদ্বারা জ্ঞাততার উৎপত্তি এবং ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিতা (১৩)। (ড) চিদাভাস ও ব্রহ্মের সিদ্ধি ভেদের বিষয়প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্টীকরণ (১৪)। (ঢ) ঘট, চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ; তাহার হেতু; সেই ব্রহ্মই নৈমায়িকদিগেরদ্বারা নামান্তরে ব্যবহৃত (১৫-১৬)।

২। দেহের ভিতর কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ (১৭-২৬) ৩৩১-৩৩৮

(ক) দেহের বাহিরে কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ নিরূপণ করিয়া ভিতরেও সেইরূপ নিরূপণে প্রেরণা (১৭)। (খ) দেহাভ্যন্তরস্থ বৃত্তিতে চিদাভাসের বর্ণন, দৃষ্টান্ত (১৮)। (গ) উক্ত দৃষ্টান্তের সবিশেষ বর্ণনদ্বারা বৃত্তিসমূহে চিদাভাসের ভাস্কর্য্য বর্ণন (১৯)। (ঘ) বৃত্তির অভাবকাল বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার উপযোগী (২০)। (ঙ) বৃত্তির অভাবের সাক্ষিক্রমে কূটস্থের প্রতীতি (২১)। (চ) ফলিতার্থ—সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তি সকলের অধিকতর স্বচ্ছতা (২২)। (ছ) বৃত্তিসমূহে ঘটের জ্ঞাততা অজ্ঞাততা নাট (২৩)। (জ) চিদাভাসের কূটস্থ না হইবার এবং আত্মার কূটস্থতার কারণ (২৪)। (ঝ) শব্দরাচাণ্ডীকর্তৃক বাক্যবৃত্তিতে কূটস্থ প্রতিপাদিত (২৫)। (ঞ) আচাণ্ডীকর্তৃক কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন (২৬)।

৩। চিদাভাস নিরূপণ

...

(২৭-৪৭) ৩৩৮-৩৫১

(ক) চিদাভাসবিষয়ে সন্দেহ ও নিষেধ (২৭)। (খ) উক্ত গৌরবদোষের অপনোদন (২৮)। (গ) অভিযান্ত্রিক পরিহার চেষ্টা; বুদ্ধি স্বচ্ছ, দেওয়াল অস্বচ্ছ (২৯)। (ঘ) দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত পরিহার বার্থতার পরিশুদ্ধীকরণ (৩০)। (ঙ) দৃষ্টান্তে প্রতিবিশ্বসিদ্ধিদ্বারা বৃত্তিতে আভাসের অঙ্গীকার অনিবার্য্য (৩১)। (চ) প্রতিবিশ্ব ও আভাস এই শব্দদ্বয়ের বাচ্যার্থ একই (৩২)। (ছ) প্রতিবিশ্বে আভাস লক্ষণ খাটে। তাহার স্পষ্টীকরণ (৩৩)। (জ) চিদাভাস নহি হইতে কি—

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা পত্রাঙ্ক

ইঙ্গ সিদ্ধ কবিবার জ্ঞান পূর্বসংক্ষেপ : প্রতিবন্ধি দ্বারা তাহাব সমাধান (৩৭)। (৭) প্রতিবন্ধি পরিহাব  
 চেতার বার্থতা প্রতিপাদন (৩৫)। (ঞ) প্রবেশ, বুদ্ধি সহিতই চিদাভাসেব,—এই বলিয়া আশঙ্কা  
 ও তাহাব সমাধান (৩৬)। (ট) উক্ত প্রবেশ শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ (৩৭)। (ঠ) অসঙ্গ আত্মাব  
 প্রবেশবিষয়ে শঙ্কা ও তাহাব সমাধান (৩৮)। (ড) জীবের ঔপাসিকরূপের বিনাশিত্বপ্রতিপাদক  
 শ্রুতি (৩৯)। (ঢ) শ্রুতিকর্তৃক কুটস্থবিচার এবং কুটস্থের অবিনাশিত্বত্ব (৪০)। (ণ) জীবের  
 ঔপাসিকরূপের অবিনাশিত্ব প্রতিপাদনে শ্রুতির উদ্দেশ্য (৪১)। (ত) বিনাশী জীবের অবিনাশী  
 এক্ষেব সহিত অভেদজ্ঞান অসম্ভব—এই শঙ্কার সমাধান (৪২)। (থ) বাস্তবিকবাক্যক  
 বাস-  
 সামান্যিকরণের প্রকার দৃষ্টান্ত সহিত প্রদর্শন (৪৩)। (দ) উক্ত অর্থের উপসংহার ও ফল (৪৪)।  
 (ধ) শ্রুতিকর্তৃক বাসসামান্যিকরণ কথন (৪৫)। (ন) বিবরণাচাৰ্য্যকর্তৃক বাসসামান্যিকরণেব  
 নিষেধেব কারণ (৪৬-৪৭)।

### কুটস্থের ব্রহ্মৈক্যসিদ্ধির জন্য কুটস্থের

বিচার : জীবাদি জগন্নিখ্যাত্ত সাধন (৪৮-৭৬) ৩৫১-৩৬৩

#### ১। কুটস্থের ব্রহ্মের সহিত একতা ঘটাইবার

জন্ম কুটস্থের বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্করণ (৪৮-৫৯) ৩৬১-৩৫৭

(ক) কুটস্থ শব্দের অর্থ (৪৮)। (খ) বন্ধ শব্দের অর্থ (৪৯)। (গ) জীবের আবোপিততা  
 কৈমৃতিক ভায়ে সিদ্ধ (৫০)। (ঘ) 'তৎ' ও 'ত্বম' পদের অর্থদ্বয়েব ঔপাসিক ভেদ, বাস্তব অভেদ  
 (৫১)। (ঙ) অধিষ্ঠান এবং আরোপা এই উভয়েব ধর্মের দ্বারা যুক্ত বলিয়া, চিদাভাসের আবো-  
 পিততা (৫২)। (চ) ভ্রমরূপ সংসার প্রতীতির কাবণ (৫৩)। (ছ) বিবেকই সেই সংসারভ্রমের  
 নিবর্তক (৫৪)। (জ) বন্ধমোক্ষ মিথ্যা বলিয়া নৈয়ায়িকাদিকৃত কৃতকর্মমূলক পরিহাসেব পণ্ডনযোগ্যতা  
 (৫৫)। (ঝ) পুৰাণোক্ত কুটস্থ বিচারের অন্তবাদ (৫৬-৫৮)। (ঞ) উক্ত পুরাণবাক্যেব তাৎপৰ্য্য (৫৯)।

#### ২। কুটস্থের অদ্বিতীয়তাপ্রতিপাদন জন্য জীবাদি

জগতের মায়িকতা প্রতিপাদন ... (৬০-৭৬) ৩৫৭-৩৬৩

(ক) জীবন্তের মায়িকতাপ্রতিপাদক শ্রুতি। তদুভয় দোহাদি হইতে বিলক্ষণ (৬০)।  
 (খ) জীব ও ঈশ্বর জগৎ হইতে বিলক্ষণ; তৎসাধক দৃষ্টান্ত (৬১)। (গ) জীবন্তেব চৈতন্যতা  
 (৬২-৬৩)। (ঘ) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতাদি মায়িকমিত; তদ্বিশেষে যুক্তি (৬৪)। (ঙ) কুটস্থ মায়িক  
 নতন, কেননা, তদ্বিশেষে প্রমাণাতাব (৬৫)। (চ) কুটস্থের বাস্তবতাবিশেষে সকল শ্রুতিই প্রমাণ  
 (৬৬)। (ছ) পূর্বগত শ্লোকসমূহকোক্ত বিষয়ে তর্কিকগণের শঙ্কার অবকাশ নাই (৬৭)। (জ)  
 মুমুক্শু পক্ষে তর্কতাগপূর্বক শ্রুত্যাৰ্থই আদরণীয় (৬৮)। (ঝ) ঈশ্বর ও জীবরচিত জগতেব বর্ণন  
 (৬৯)। (ঞ) মুমুক্শুর বিচাৰ্য্য বিষয়ের বর্ণন (৭০)। (ট) কুটস্থের জন্মাগতাবপ্রতিপাদক শ্রুতি  
 (৭১)। (ঠ) অব্যবসায়গোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্য জীবন্তাদি জগতের আরোপ কথন  
 (৭২)। (ড) শ্রুতি সমূহের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বর্ণনের উপযোগ সুরেশ্বরচাৰ্য্যকর্তৃক প্রদর্শিত (৭৩)।

বিষয় ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পৃষ্ঠা

(৫) ঋতির অর্থ একই হইলেও মূঢ়গণের মধ্যে তাহা লইয়া বিবাদ ; তত্ত্বদর্শিগণের মধ্যে নহে।  
তাহার কারণ (৭৪)। (৭) বিবেকীর নিশ্চয়ের আকার (৭৫)। (৩) কূটস্থদীপগ্রন্থের অভ্যাস ফল (৭৬)।

নবম অধ্যায়—ধানদীপ

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ ... ৩৬৪

ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুক্তিরলাভ ;

উপাসনার প্রকার ... (১-২২) ৩৬৪-৩৭২

১। সম্বাদি ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মতত্ত্বের

উপাসনাদ্বারাও মুক্তি সম্ভব (১-১৩) ৩৬৪-৩৭২

(ক) ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তি সম্ভব—প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ (১)। (খ) সম্বাদিভ্রমপ্রতিপাদক বাস্তববচন পাঠ (২)। (গ) উক্ত বাস্তবশ্লোকের ব্যাখ্যারূপ শ্লোকত্রয় (৩-৫)। (ঘ) বিসম্বাদী ভ্রমের ও প্রকৃত সম্বাদী ভ্রমের স্বরূপ (৬)। (ঙ) অমুমানের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম (৭)। (চ) আগমের বিষয় লইয়া সম্বাদী ভ্রম (৮-৯)। (ছ) উক্ত তিনপ্রকার সম্বাদী ভ্রমের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধি অর্থ (১০)। (জ) বিপক্ষে বাধকের উল্লেখ করিয়া, শ্লোক নবকোক্ত অর্থের সমর্থন (১১)। (ঝ) সম্বাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞানের তাৎপর্যাসংগ্রহ (১২)। (ঞ) অতীত একাদশশ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের সিদ্ধান্তে যোজনা (১৩)।

২। পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের

উপাসনার প্রকার ... (১৪-২৯) ৩৭২-৩৭৯

(ক) শাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মের উপাস্ততা (১৪)। (খ) উপাস্তবিষয়ক পরোক্ষ জ্ঞানের স্বরূপ, দৃষ্টান্ত (১৫)। (গ) দৃষ্টান্তরূপ বিষ্ময়প্রভৃতি মুষ্টির শাস্ত্রজনিত জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞানই (১৬)। (ঘ) প্রমাণসিদ্ধ পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে (১৭)। (ঙ) প্রত্যগ্‌ব্যক্তি অবিস্ময় বলিয়া ১৫শ শ্লোকোক্ত ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান (১৮)। (চ) অষ্টাদশ শ্লোকোক্ত ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান—তত্ত্বজ্ঞান (১৯)। (ছ) বিচাররহিত মানবের নিকট, কেবল মহাত্ম্যাকাঙ্ক্ষা ব্রহ্ম হৃদ্যোধই থাকিয়া যান (২০)। (জ) দেহাদিতে আত্মবিভ্রান্তি থাকিতে মন্বন্ধিব আত্মস্বরূপে ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব (২১)। (ঝ) অপরোক্ষ দ্বৈতভ্রম এবং পরোক্ষ অদ্বৈত পরস্পর অবিকল্প (২২)। (ঞ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত (২৩)। (ট) উক্ত দৃষ্টান্তে শঙ্কার পরিহার (২৪)। (ঠ) একবাবমাত্র আপোপদেশ হইতে পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা লোকাহুভবসিদ্ধি (২৫)। (ড) সন্দেহ সম্ভব বলিয়া কৰ্ম ও উপাসনা বিষয়ে বিচাৰ কর্তব্য (২৬)। (ঢ়) কল্পস্থত্রনির্গত অর্থে বিশ্বাসবান বিচার বিনাই কর্মাহুষ্ঠান করিতে পারে (২৭)। (ণ) ঋষিবিবর্তিত উপাসনার সিদ্ধারে অসমর্থের গুরুমুখে শুনিয়া অহুষ্ঠান কর্তব্য (২৮)। (ত) কেবল আপোপদেশদ্বারা ই উপাসনার অহুষ্ঠান সম্ভব (২৯)।

বিচারদ্বারা ই অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি ;

তাহার প্রতিবন্ধক ... (৩০-৫৩) ৩৭৯-৩৯২

## ১। বিচারের দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি (৩০-৩৭) ৩৭৯-৩৮৩

(ক) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞান অসম্ভব (৩০)। (খ) বিচার বিনা অপরোক্ষ জ্ঞানের অনুৎপত্তির কারণ (৩১)। (গ) বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে বাব বার বিচার কর্তব্য (৩২)। (ঘ) প্রতিবন্ধক থাকিলে পূর্বকৃত বিচারদ্বারা জন্মান্তরে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় (৩৩)। (ঙ) ইহার প্রমাণ ব্রহ্মহৃৎ ও শ্রুতিবচন (৩৪)। (চ) ইহা জন্মে শ্রবণাদিযুক্তের অঙ্গ জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি; তদ্বিষয়ক দৃষ্টান্তসহিত শ্রুতিবচন (৩৫)। (ছ) উক্ত দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা (৩৬)। (জ) শ্লোকদ্বয়াক্ত দৃষ্টান্তের দাষ্টান্তিকে যোজনা (৩৭)।

## ২। অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে ত্রিবিধ

## প্রতিবন্ধক বর্ণন

(৩৮-৫৩) ৩৮৩-৩৯২

(ক) তত্ত্ববিচারের পরেও প্রতিবন্ধক থাকিলে সাক্ষাৎকারের—অনুৎপত্তি; বাস্তবিকতারের সূচনা (৩৮)। (খ) উদাহরণসহিত ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকপ্রতিপাদক বাস্তবিকের পাঠ (৩৯)। (গ) উক্ত প্রতিবন্ধকবিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (৪০)। (ঘ) অতীত প্রতিবন্ধকের উদাহরণ; নিবৃত্তির উপায় (৪১-৪২)। (ঙ) বর্তমান প্রতিবন্ধক চারিপ্রকার; তাহাদের নিবৃত্তির উপায় (৪৩-৪৪)। (চ) আগামী প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির কাল নিয়ম নাই (৪৫)। (ছ) প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির কাল নিয়ম না থাকিলেও পূর্বকৃত বিচার ব্যর্থ হয় না (৪৬)। (জ) গীতায় প্রতিপাদিত যোগভ্রষ্টগভা ফলের বর্ণন (৪৭-৫০)। (ঝ) অঙ্গ আগামিপ্রতিবন্ধক বর্ণন (৫১-৫২)। (ঞ) বিচাবেব প্রতিবন্ধ (৫৩)।

## নির্গুণ উপাসনার সম্ভাব্যতা, প্রকারের

## বিচার ও বিলক্ষণতা

(৫৪-৮৫) ৩৯২-৪১১

## ১। জ্ঞানের ন্যায় নির্গুণ উপাসনার

## সম্ভাব্যতা ও প্রকার

(৫৪-৭৩) ৩৯২-৪০৫

(ক) বিচারসমর্থ মুমুকুর কর্তব্য (৫৪)। (খ) নির্গুণ ব্রহ্মের উপাসনার সম্ভাব্যতা প্রতিপাদন (৫৫)। (গ) অবাঙ্মনসগোচর ব্রহ্ম উপাস্ত হইতে পারেন না বলিয়া শঙ্কা, সেই শঙ্কা বন্ধজ্ঞানেও সম্ভব (৫৬)। (ঘ) ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত দোষ নিবারণ যেরূপ সম্ভব ব্রহ্ম উপাসনাতেও তদ্রূপ (৫৭)। (ঙ) উপাস্ত ব্রহ্মে সগুণতার শঙ্কা করিলে, জ্ঞেয় ব্রহ্মেও সগুণতা তুল্যরূপে আসিবে (৫৮)। (চ) শঙ্কা) শ্রুতি স্বয়ং ব্রহ্মে উপাস্ততা নিষেধ করিয়াছেন (৫৯)। (ছ) (সমাধান) উপাস্ততা নিষেধে হায় শ্রুতিকর্তৃক বেদ্যতাও তুল্যরূপে নিষিদ্ধ (৬০)। (জ) ব্রহ্মের বেদ্যতা যেমনি মিথ্যা, উপাস্ততাও তদ্রূপ; উভয়ের বৃত্তি ব্যাপ্তি (৬১)। (ঝ) যুক্তিহীন পরপক্ষ দৃশ্য উভয় পক্ষেই সমান; উপাসনার প্রমাণ (৬২)। (ঞ) নির্গুণ উপাসনার প্রমাণরূপ উপনিষদের উল্লেখ (৬৩)। (ট) উপাসনার অন্তর্ধান প্রকার বর্ণন; উপাসনা জ্ঞানের সাধন (৬৪)। (ঠ) লোকে নির্গুণ উপাসনা করে না বলিয়াই তাহার নিষেধ অঙ্গীকৃত; দৃষ্টান্তদ্বারা সমর্থন (৬৫-৬৬)। (ড) উপাসনা একট বলিয়া ত্রি ত্রি শ্রুত্যাগপট উপাস্তের গুণসমূহের একত্র উপসংহার (৬৭)। (ঢ) ব্রহ্মহৃৎদ্বারা নিষেধ ও নিষেধ গুণসমূহের বর্ণন (৬৮-৬৯)। (ণ) 'নির্গুণে গুণের উপসংহার অসম্ভব'—এই উপাস্ত ব্যাসের প্রতিই প্রযোজ্য (৭০)। (ত) মূর্তির অন্তর্লেক্ত হেতু ব্যাসের নির্গুণোপাসনার

মিসর

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

উপদেশ অবিরোধ (৭১)। (খ) আনন্দাদি গুণসমূহদ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্ম উপাস্ত হইতে পারেন (৭২-৭৩)।

২। প্রাক্ক্রমে বোধ ও উপাসনার ভেদ প্রদর্শন (৭৪-৮৫) ৪০৫-৪১১

(ক) প্রাপ্তপূরক বোধ ও উপাসনার ভেদ কথন (৭৪)। (খ) উপাসনা হইতে জ্ঞানের বিলক্ষণতাসিদ্ধি ব্রহ্ম জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফলের বর্ণন (৭৫-৭৬)। (গ) জ্ঞান হইতে উপাসনার অত্র বৈলক্ষণ্য দেখাইবার জন্য উপাসনার স্বরূপ বর্ণন (৭৭)। (ঘ) উদাহরণ সহিত উপাসনার অবশি নির্ণয় (৭৮-৭৯)। (ঙ) ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের ধর্ম হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা (৮০)। (চ) সদা চিন্তনের ফল (৮১)। (ছ) উপাসনার উক্তরূপ ফলের কারণ (৮২)। (জ) প্রারম্ভণে বিষয়ানুভবযুক্ত উপাসকের নিরন্তর ধ্যানে সিদ্ধিলাভ ও তাহার দৃষ্টান্ত (৮৩)। (ঝ) দৃষ্টান্তের বিশিষ্টকৃত সমিস্তর বাখ্যা (৮৪-৮৫)।

জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ। নিষ্ঠূণোপাসনা অপর জ্ঞান সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। নিষ্ঠূণোপাসনার ফল (৮৬-১৫৮) ৪১১-৪৪৩

১। উপাসক হইতে জ্ঞানীর ব্যবহারদ্বারা

বিলক্ষণতা ... ... (৮৬-১১৫) ৪১১-৪২৪

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের একাংশ বর্ণন : জ্ঞানীর ব্যবহারে তাগার অহঙ্কলতা (৮৬)। (খ) দার্ষ্টান্ত বর্ণন (৮৭)। (গ) তত্ত্বজ্ঞান ও বিষয়বাবহারের অবিরোধ প্রদর্শন (৮৮)। (ঘ) অবিরোধের সবিশেষ বর্ণন (৮৯)। (ঙ) তত্ত্বজ্ঞানীর মন প্রভৃতি অবিদ্যাপ্রাণকে বলিয়া ব্যবহার সম্ভব (৯০)। (চ) চিন্তনিরোধকারী তত্ত্বজ্ঞান নহেন, ধ্যাতা (৯১)। (ছ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের জ্ঞানে চিন্তনিরোধের অনাবশ্যকতা (৯২)। (জ) ( শঙ্ক ) জ্ঞানীতে পুনঃ পুনঃ একে স্থিতি রক্ষা করিতে হয় ; ( উত্তর ) এই পূর্বপক্ষ ঘটাদিতেও সমান (৯৩)। (ঝ) ( বাদী ) পটাদিবিষয়ে চিত্তস্থিতিব্যবহাৰ অনাবশ্যক, ( সিদ্ধান্তী ) ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ (৯৪-৯৫)। (ঞ) কোনও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষমান ব্যবহারের বিষয়তঃ জ্ঞান ধ্যানের আবশ্যকতা (৯৬)। (ট) তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তির জন্য ধ্যান অকর্তব্য (৯৭)। (ঠ) তত্ত্বজ্ঞানের ধ্যান-কর্তব্যতা অস্বীকার করিলে বাহুবৃত্তি অনিবাগ ( শঙ্ক ও সমাধান ) (৯৮)। (ড) তত্ত্বজ্ঞানীর বর্গিঃপ্রবৃত্তি অস্বীকার করিলে অতিপদঙ্গ - শঙ্ক ৭ সমাধান (৯৯)। (ঢ) বিশিষ্টাঙ্গ অজ্ঞানীর প্রতিটি প্রয়োজ্য (১০০)। (ণ) বর্ণাশ্রমাভিমানবহিত জ্ঞানীর নিশ্চয় (১০১)। (ত) তত্ত্বজ্ঞানীর কর্তব্যতাব শাস্ত্রদ্বারাও নির্দ্ধারিত (১০২-১০৩)। (থ) সমাগ্জ্ঞানীর বাসনার অভাব (১০৪)। (দ) জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গতাব এবং অজ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ সম্ভাব (১০৫)। (ধ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত (১০৬-১০৭)। (ন) ( শঙ্ক ) শাপাদির সামর্থ্য থাকিলেই তত্ত্ববিশং হয়। সমাধান (১০৮)। (প) বাসপ্রভৃতির শাপাদিসামর্থ্য তপস্তাজনিত : জ্ঞানোৎপাদক তপস্তা ভিন্ন (১০৯)। (ফ) উভয়বিধ তপস্তা থাকিলে শাপাদি সামর্থ্য ও জ্ঞান ; একবিধ থাকিলে একফলপ্রাপ্তি (১১০)। (ব) সামর্থ্যোৎপাদক বিধিহীন যতির কশ্মিকর্তৃক নিম্নাসম্ভাবনা, শঙ্ক ও সমাধান (১১১)। (ভ) ভোগলম্পটদিগের যতিস্বতাব, লক্ষ্য করিয়া উপহাস (১১২)। (ম) কশ্মাদিগের বিষয়িকৃত নিন্দার দ্বায় তত্ত্বজ্ঞানিগের কশ্মিকৃত নিন্দার ক্ষতি নাই (১১৩-১১৫)।

২। জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ (১১৬-১২০) ৪২৪-৪২৬

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা )

শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

(ক) উপাসকের নিরন্তর ধ্যান কর্তব্য, হেতু ও দৃষ্টান্ত (১১৬)। (খ) ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মভাব অবাস্তব ; জ্ঞানপ্রকাশিত ব্রহ্মভাব বাস্তব (১১৭)। (গ) ব্রহ্মজ্ঞান জ্ঞানিত নহে, জ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মের বিনাশ হয় না (১১৮)। (ঘ) উপাসকের ব্রহ্মভাব লইয়া শঙ্কা। পশুপামরাদির সহিত তাহার তুল্যতা (১১৯)। (ঙ) উপাসকের ও পামরের ব্রহ্মতা পরম পুরুষার্থোপযোগী নহে, তবে অল্প সাধনাপেক্ষা উপাসনা শ্রেষ্ঠ (১২০)।

### ৩। নিগুণোপাসনার শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদন ;

তাহার ফল মুক্তির বর্ণন

...

(১২১-১৫৮) ৪২৬-৪৪৩

(ক) সকল অন্তঃস্থানের মধ্যে নিগুণোপাসনাই শ্রেষ্ঠ। (১২১)। (খ) পর-পরবর্তী সাধনের শ্রেষ্ঠতা, নিগুণোপাসনার সর্বশ্রেষ্ঠতা, তাহার কারণ (১২২)। (গ) উক্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১২৩)। (ঘ) দৃষ্টান্তে বৈষম্যশঙ্কা, নিগুণ উপাসনা জ্ঞানের হেতু হইতে পারে বলিয়া সমাধান (১২৪)। (ঙ) মুক্তিধ্যানাদি জ্ঞানসাধন বটে, নিগুণোপাসনার উৎকর্ষ তদপেক্ষা অধিক (১২৫)। (৫) নিগুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ (১২৬-১২৭)। (ছ) তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ (১২৮)। (জ) নীরাকর সমাধিতে অপরোক্ষ জ্ঞান যে উৎপন্ন হয় তদ্বিষয়ে প্রমাণ (১২৯)। (ঝ) নিগুণোপাসনা তাৎপ্রে সাধনাস্তরে প্রবৃত্তি বৃথাশ্রম। লৌকিক দৃষ্টান্ত (১৩০)। (ঞ) আবার বিচার ছাড়িয়া নিগুণোপাসনায় রতের পূর্ববৎ বৃথাশ্রম (১৩১)। (ট) চিন্তে বহুবিক্ষেপের হেতু ; তাগতে যোগের মুখোপযোগিতা (১৩২)। (ঠ) অব্যাকুল চিন্তের বিচারই মুখোপায় : তাহার কাবণ (১৩৩)। (ড) যোগ ও সাংখ্যজ্ঞানদ্বারা মুক্তিব হেতু—প্রমাণ, উভয়ের বিরুদ্ধাংশ ত্যাগ (১৩৪-১৩৫)। (ঢ) তত্ত্বজ্ঞানলাভের পূর্বে উপাসকের মৃত্যু হইলে উপাসনার ফল (১৩৬)। (ণ) উপাসক যে মরণকালে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তিলাভ করেন, তদ্বিষয়ে প্রমাণ—গীতা ও শ্রুতি (১৩৭)। (ত) পূর্বশ্লোকোক্ত প্রমাণদ্বয়ের অর্থনিরূপণ (১৩৮)। (থ) নিগুণপতয়াভ্যাসলভ্য নিগুণ ব্রহ্মমোক্ষরূপ (১৩৯)। (দ) নিগুণোপাসনোৎপন্ন জ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতু বলিয়া, তাহার হতুতায় অবিরোধ ; দৃষ্টান্ত (১৪০)। (ধ) নিগুণোপাসনার ফল মোক্ষ, এ বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ (১৪১)। (ন) জ্ঞান হইতেই মোক্ষ এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতির সহিত উক্ত শ্রুতির সিবোধ নাই (১৪২)। (প) নিগুণোপাসকের মরণকালে অথবা ব্রহ্মলোকে জ্ঞানলাভদ্বারা মুক্তির প্রতিপাদিকা শ্রুতি (১৪৩-১৪৪)। (ফ) সাকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, শ্রুতানুগামিত্বপ্রমাণ (১৪৫)। (ব) সাকামনিগুণোপাসকে ব্রহ্মলোকে তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি (১৪৬)। (ভ) প্রণোপাসনা দ্বিবিধ (১৪৭)। (ম) উক্ত দ্বিবিধতার প্রমাণ (১৪৮-১৪৯)। (য) অতীত চতুর্দশটি শ্লোকে উক্ত অর্থের উপসংহা (১৫০)। (র) বিচারে অসমর্থের নিগুণব্রহ্ম ধ্যানে অধিকার ; প্রমাণ—আত্মগীতা (১৫১-১৫৪)। (শ) বিচারাসমর্থের নিগুণব্রহ্মধ্যানের অধিকার বিষয়ে শাস্ত্রাস্তর প্রমাণ (১৫৫)। (ষ) প্রত্যক্ষফলপ্রদ বলিয়া ধ্যান কর্তব্য (১৫৬)। (স) ধ্যানদীপে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন (১৫৭)। (য) 'ধ্যানদীপ' অভিধানে ফল (১৫৮)।

বিষয় দশম অধ্যায়—নাটকদীপ ( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা পৃষ্ঠা

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ ... ৪৪৪

অধ্যারোপ ও অপবাদপূর্বক বন্ধনিবৃত্তির উপায় বর্ণন।

বিচার্য জাবাত্মার ও পরমাত্মার একত্র বর্ণন (১-১৫) ৪৪৪-৪৫৪

১। অধ্যারোপ ও সাধন ( বিচারজন্য জ্ঞান )

সহিত অপবাদ ... (১-৫) ৪৪৪-৪৪৮

(ক) আত্মার অধ্যারোপ (১-২)। (খ) বিচারজন্য জ্ঞানরূপ সাধন সহিত অপবাদ (৩)।

(গ) উক্ত অপবাদ মুক্তিরূপ জ্ঞানফলসাধক (৪)। (ঘ) বন্ধনিবৃত্তির জন্য বিচাবই কর্তব্য—বিচারের বিষয় (৫)।

২। উক্তশ্লোকসূচিত বিচারের বিষয়—

জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ ... (৬-১০) ৪৪৮-৪৫০

(ক) জীব শব্দে ক্রিয়াযুক্তকারণ সহিত কর্তা সূচিত হয় (৬)। (খ) মনের ক্রিয়ার স্বরূপ ও বিষয় (৭)। (গ) সর্বব্যবহাৰ সাধন মন থাকিতেও নেত্রাদি ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা (৮)। (ঘ) সাক্ষী পরমাত্মার নিরূপণ (৯-১০)।

৩। উক্ত দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণন ; তাৎপর্য—পরমাত্মা

নির্নিকার থাকিয়া সর্বপ্রকাশক (১১-১৫) ৪৫০-৪৫৪

(ক) দৃষ্টান্তের স্পষ্টীকরণ (১১)। (খ) দৃষ্টান্তের অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজনা (১২)। (গ) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন সর্বপ্রকাশক সাক্ষীকে মানিতেই হইবে (১৩)। (ঘ) উক্ত শ্লোকদ্ব্যন্তর অর্থ সুগম করিবার জন্য নাটকের রূপকধারা বর্ণন (১৪)। (ঙ) সাক্ষীর দশম শ্লোকোক্ত নির্নিকারবাব দৃষ্টান্তপূর্বক বর্ণন (১৫)।

পরমাত্মার স্বার্থ স্বরূপের

সবিশেষ বর্ণন ... (১৬-২৬) ৪৫৪-৪৫৮

১। সাক্ষী পরমাত্মায় বুদ্ধির চাক্ষু্যারোপ (১৬-১৯) ৪৫৪-৪৫৫

(ক) বাস্তবসাক্ষীর বাহির ভিতর নাই। বাহ ও অভ্যন্তর বস্তুর নির্দেশ (১৬)। (খ) বাহিরে ভিতরে প্রকাশমান সাক্ষীতে বুদ্ধির চকলতার আরোপ (১৭)। (গ) প্রকাশক সাক্ষী চৈতন্যে প্রকাশ্য বুদ্ধির চকলতার আরোপ বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১৮)। (ঘ) দৃষ্টান্তবিনে অর্গেব দার্ষ্টান্তিযে যোজনা (১৯)।

২। সাক্ষীর দেশকালরহিত নিজস্বরূপের বর্ণনপূর্বক

তঁাহাকে অনুভব করিবার উপায় বর্ণন (২০-২৬) ৪৫৫-৪৫৮

(ক) বুদ্ধির গন্তব্য অন্তর্দেশ ও বহির্দেশ হইতে পৃথক্ করিয়া সাক্ষীর নিজস্থান প্রদর্শন (২০)। (খ) দেশাদিরহিত আত্মার সর্বগত্ব ও সর্বসাক্ষিত্ব অবাস্তব (২১-২২)। (গ) বুদ্ধিক্রিয় বস্তুর সাক্ষিতার বর্ণন, সাক্ষীর নিজরূপ কথন (২৩)। (ঘ) সাক্ষীর নিজরূপ অগ্রহণীয়—ইষ্টাপত্তি। পরমাত্মরূপে অবশেষ (২৪)। (ঙ) উত্তমাদিকারীর স্বাত্মানুভব উপায় গুরুত্বপূর্ণ শ্রুতিশ্রবণ (২৫)। (চ) মলাধিকারীকে স্বাত্মানুভব করাইবার উপায় (২৬)।

# পঞ্চদশী

( দীপপঞ্চক—ত্ৰয় পদার্থশোধান ) ।

ষষ্ঠ অধ্যায়—চিত্রদীপ ।

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

শুক্লাঙ্ঘরধরং বিষুং শশিবর্ণং চতুর্ভূজম্ ।

প্রেসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ববিয়োপশান্তয়ে ॥

পবত্রঙ্কের যে মূর্তি সত্যযুগে শুক্লবসন ধারণ করিয়া চন্দ্রের ছায়া নিষ্ক মনোহর জ্যোতিষ্মান হইয়া এবং চতুর্ভূজ প্রেসন্নবদন লইয়া আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সকল প্রকাব বিয়েব নিবৃত্তির জন্য, ভগবান্ বিষুব সেই মূর্তিকে ধ্যান করিতে হয় ।

যশ্চ স্মরণমাত্রেণ বিয়া দূবং প্রযাস্তি হি ।

বন্দেহহং দস্তিবজ্জং তং বাঙ্জিতার্থপ্রদায়কম্ ॥

গাহাব স্মরণমাত্রেই প্রতিবন্ধরূপ ছরিতসমূহ একেবারেই বিদূরিত হয় ( আর ফিদিয়া আইসে না, ) সেই অভীষ্ট সিদ্ধিদাতা গজবদনকে বন্দনা করিতেছি ।

নত্বা শ্রীভারতীতীর্থবিদ্যারণ্যমুনীশ্বরৌ ।

ক্রিয়তে চিত্রদীপস্ত ব্যাখ্যা তাৎপৰ্য্য-বোধিনী ॥

শ্রীভাবতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া চিত্রদীপের তাৎপৰ্য্য-বোধিনী-নাম্নী ব্যাখ্যা বচনা করিতেছি অর্থাৎ চিত্রদীপে যে সকল পদ ও বাক্যের প্রয়োগ হইয়াছে, তদ্বাচ্য বক্তার অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশিকা টীকা লিখিতেছি ।

অধিষ্ঠান-চৈতন্যরূপ ( নিগূঢ় ) বস্তুখণ্ডের উপর জগজ্জপ চিত্রের, প্রদীপের ছায়া প্রকাশক বলিয়া এই প্রকরণের নাম ‘চিত্রদীপ’ । এই দৃষ্টান্তটির শ্রোত প্রমাণ মৈত্রেয়গায় শ্রুতিতে [ চিত্রমিব মিথ্যা-মনোবদন ]—জগৎ চিত্রিত বস্তুর ছায়া মিথ্যা অথচ মনোরম—এইরূপ, এবং স্মার্ত্ত প্রমাণ বাশিষ্ঠ স্মরণ্যে “অকৃত্রিমমরঙ্গক গগনে চিত্রমুখিতম্”—এই জগৎ পাতঃকালে ও সায়াংকালে গগনে প্রদর্শিত নানাবর্ণের চিত্রের ছায়া অকৃত্রিম এবং অলৌকিক রঙ্গরচিত,—এইরূপ দৃষ্ট হয় ।

গ্রন্থকাব “চিত্রদীপ” নামক প্রকরণগ্রন্থ রচনা করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন । বাহাতে তাহা নির্দিষ্টে সম্পাদিত হইতে পারে, এই উদ্দেশ্যে, প্রথমলোককোক্ত “পবনাস্মিন” ( পরমাস্মায় ) এই পদবচ্য ইষ্টদেবতার স্বরূপের স্মরণরূপ মঙ্গলোৎসব অনুষ্ঠান করিলেন অর্থাৎ উক্ত পদ প্রসঙ্গ-প্রাপ্ত অর্থ প্রকাশ করিয়া স্বকীয় শব্দদ্বারা শঙ্করটাদির শব্দের ছায়া মাদল্যাহুক হইল । অনন্তর



এই চিত্রদীপনামক গ্রন্থ বেদান্তশাস্ত্রেরই প্রকরণবিশেষ বলিয়া অধিকারী, বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজন নামক যে চারিটি অবশ্যবস্তু অমুৎক দেখাইয়া গ্রহণ করিতে হয়, বেদান্তশাস্ত্রের মৈত্রী অমুৎক-চতুষ্টয় দ্বারা এই অধ্যায়ের অমুৎকচতুষ্টয়ের বর্ণন সিদ্ধ হইবে, এইরূপ মনে করিয়া পরমাত্মায় কল্পিত এই জগৎ কি প্রকারে অবস্থিত রহিয়াছে, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। কেননা, বেদান্তশাস্ত্রে এইরূপ একটি ত্রায় বা নীতি আছে যে অধ্যারোপ বা তত্ত্বপরি কল্পনা ও অপবাদ বা তাহা হইতে সেই কল্পনাব নিষেধ করিয়া, নিম্প্রপঞ্চ বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের, বর্ণনা করিতে হয়, অর্থাৎ যেমন রজ্জুতে, যাহা আদৌ সর্প নহে, তাহাতে, সর্পের আরোপ বা কল্পনা হইয়া থাকে; সেইরূপ, বস্তুতে অর্থাৎ ব্রহ্মে অবস্থব অর্থাৎ অজ্ঞানের এবং অজ্ঞানকায্যরূপ জগতের, যে অধ্যারোপ বা কল্পনা, তদ্দ্বা, এবং বজ্জুর বিবর্ত সর্প যে রজ্জুভিন্ন অত্ কিছই নহে—এইরূপে, অবস্থর অর্থাৎ অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চ বে ব্রহ্মভিন্ন অত্ কিছই নহে—এইরূপে, নিষেধ বা অপবাদদ্বা, জাতি, গুণ, ক্রিয়া, সম্বন্ধ প্রভৃতি সর্বপ্রপঞ্চপবিশৃঙ্খ ব্রহ্মের নির্দেশ করিতে হয়। এই নীতির অনুসরণ করিয়া পরমাত্মায় জগৎ কি প্রকারে আরোপিত, তাহা দৃষ্টান্তদ্বারা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :-

ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন।

১। জগতের আরোপবিষয়ে (চিত্রস্থ) পটের দৃষ্টান্ত, এবং পটের চারি অবস্থার ত্রায় সিদ্ধান্তচৈতন্যের চারি অবস্থা।

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের ও  
সিদ্ধান্তের, চারি অবস্থার  
বর্ণন প্রতিজ্ঞা।

যথা চিত্রপটে দৃষ্টমবস্থানাং চতুষ্টয়ম্।

পরমাত্মনি বিজ্ঞেয়ং তথাবস্থাচতুষ্টয়ম্ ॥ ১

অর্থ - যথা চিত্রপটে অবস্থানাম্ চতুষ্টয়ম্ দৃষ্টম, তথা পরমাত্মনি অবস্থাচতুষ্টয়ম্ বিজ্ঞেয়ম্।

অনুবাদ—যেমন চিত্রাঙ্কনযোগ্য বস্তুরূপের [যথাক্রমে নিম্নবর্ণিত (১) ধৌত, (২) ঘটিত (৩) লাক্ষিত ও (৪) রঞ্জিত এই] চারিটি অবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, সেইরূপ, পরমাত্মায় (যথাক্রমে চিৎ, অন্তর্যামী, সূত্রাত্মা ও বিরাক্ট এই) চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে।

টীকা—চিত্রপটের যেমন অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা আছে, পরমাত্মাতেও সেইরূপ অগ্রে বর্ণিত চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ১

যদি বল তাহা কি প্রকার? তত্ত্বতরে, পটরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যরূপ দাষ্টান্তিক—এই উভয়েরই চারিটি অবস্থা যথাক্রমে নির্দেশ করিতেছেন :-

খ) পূর্বপ্রলোকিত চারি  
অবস্থার ভিন্ন ভিন্ন নাম।

যথা ধৌতো ঘটিতশ্চ লাক্ষিতো রঞ্জিতঃ পটঃ।

চিদন্তর্যামী সূত্রাত্মা বিরাক্ট চাত্মা তথৈর্য্যতে ॥ ২

অর্থ—যথা পটঃ (ক্রমাৎ) ধৌতঃ ঘটিতঃ লাক্ষিতঃ রঞ্জিতঃ (ভবতি) তথা আত্মা চিৎ অন্তর্যামী সূত্রাত্মা বিরাক্ট চ (ইতি) ঈর্ষ্যতে (কথ্যতে)।

ত্রয়োদশ অধ্যায়ঃ জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিরুত্তির, বর্ণন ৩

অনুবাদ—যেমন চিত্রাঙ্কন করিবার জন্য একখণ্ড বস্তুর প্রথমে দ্ব্যেত করা হয়, পরে তদুপরি মণ্ডলেপন করিয়া শঙ্খপ্রস্তরাদি দ্বারা ঘূটিয়া সমবিস্তৃত করা হয়, পরে তদুপরি রেখাপাত করিয়া বস্তুবিশেষের আকৃতিমাত্র অঙ্কিত করা হয় এবং তৎপরে রংদ্বারা তাহার সকল অবয়ব প্রকটিত করা হয়; সেইরূপ সর্বোপাধিপাদিশূন্য পরমায়ায়, শুদ্ধচৈতন্যাবস্থা, মায়ারূপ উপাধিবিশিষ্ট ঈশ্বরচৈতন্যাবস্থা, পরে সূক্ষ্মসৃষ্টিকর উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভাবস্থা এবং পারিশেষে স্থূলসৃষ্টিকর উপাধিবিশিষ্ট বিবাদ্-অবস্থা—এই চারিটি অবস্থার পরিকল্পনা করা যাইতে পারে।

টীকা—যেমন চিত্রপটের দ্ব্যেত, ঘটিত, লাক্ষিত ও রঞ্জিত—এই চারিটি অবস্থা বুঝিতে পারিয়া যাহা, সেইরূপ পবনাদ্বারাও চিত্র, অন্তর্যামী, সূত্রাদ্বারা ও বিরাট—এই চারিটি অবস্থা বুঝিতে হইবে। ২

পটরূপ দৃষ্টান্তস্থিত সেই চারিটি অবস্থা কি কি? তদ্বৎতবে দৃষ্টান্ত পট ও দার্শনিক পবনাদ্বারা, এই উভয়েই সেই চারি চারিটি অবস্থার স্বরূপ, যথাক্রমে নাম করিয়া বর্ণনা করিতেছেন:—

স্বতঃ শুভ্রোহত্র দ্ব্যেতঃ স্মাদ্ ঘটিতোহন্নবিলেপনাৎ ।  
মস্ত্যাকারৈর্লাঙ্কিতঃ স্মাদ্ রঞ্জিতো বর্ণপূরণাৎ ॥ ৩

প। দৃষ্টান্ত পটের চারি  
অবস্থার অর্থ।

অর্থ—অত্র স্বতঃ শুভ্রঃ দ্ব্যেতঃ, অন্নবিলেপনাৎ ঘটিতঃ স্মাদ্, মস্ত্যাকারৈঃ লাক্ষিতঃ, বর্ণপূরণাৎ রঞ্জিতঃ স্মাদ্ ।

অনুবাদ—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, পটের স্বভাবতঃ শুভ্রাবস্থার নাম দ্ব্যেতাবস্থা; অন্নমণ্ডলেপন করিয়া (শঙ্খপ্রস্তরাদি দ্বারা) ঘূটিলে যে অবস্থা হয় তাহা বর্ণিতাবস্থা; পরে কালীদ্বারা দেবমন্ত্রাদির মূর্তির আকারমাত্র আঁকিলে, তাহার লাক্ষিতাবস্থা হয় এবং পরে লাল নীল প্রভৃতি রংদ্বারা সেই আকৃতির পূরণ করিলে, তাহার রঞ্জিতাবস্থা হয়।

টীকা—“অত্র”—এই চারিটি অবস্থার মধ্যে, “স্বতঃ”—স্বভাবতঃ অর্থাৎ দ্রব্যান্তরেব স্বয়ং  
বিনা কার্যসত্ত্বনিষ্ট শুভ্রতাবশতঃ, “শুভ্রঃ”—পটের শুভ্রাবস্থা, “দ্ব্যেতঃ”—‘দ্ব্যেত’ এই নামে কথিত  
হয়। “অন্নবিলেপনাৎ”—অন্নমণ্ডলের বিলেপনহেতু যে সমবিস্তৃত কঠিন অবস্থা হয় তাহা, “ঘটিতঃ  
স্মাদ্” তাহাকে ‘ঘটিত’াবস্থা বলে। “মস্ত্যাকারৈঃ”—মসী অর্থাৎ কালী প্রভৃতির দ্বারা অঙ্কিত  
দেবমন্ত্রাদির আকারমাত্রের সংযোজনদ্বারা যে অবস্থা হয় তাহাকে, “লাঙ্কিতঃ”—‘লাঙ্কিত’াবস্থা  
বলে, “বর্ণপূরণাৎ”—লাল, নীল প্রভৃতি বর্ণের দ্বারা তাহার যথায়োগ্য পূরণ করিলে, “রঞ্জিতঃ  
স্মাদ্”—সেই অবস্থাকে ‘রঞ্জিত’াবস্থা বলে। ৩

এক্ষণে দার্শনিকের সেইরূপ চারিটি অবস্থার বর্ণন করিতেছেন—

প। দৃষ্টান্ত চৈতন্যের  
চারি অবস্থার অর্থ।

স্বতশ্চিদন্তর্য্যামী তু মায়াবী সূক্ষ্মদৃষ্টিতঃ ।  
সূত্রাদ্বা স্থূলদৃষ্ট্যেব বিরাডিত্যচ্যতে পরঃ ॥ ৪

অম্বয়—পরঃ স্বতঃ তু চিং, মারাবী অন্তর্ধ্যামী, স্বক্ষদৃষ্টিতঃ সূত্রায়া, স্থূলদৃষ্ট্যা বিরটিৎ এ ইতি উচ্যতে ।

অনুবাদ—পরমায়া স্বরূপতঃ ‘চিং’শব্দে উল্লিখিত হন ; মার্যরূপ উপাধি-  
বিশিষ্ট হইলে তাঁহাকে ‘অন্তর্ধ্যামী’ কহে ; স্বক্ষদৃষ্টিদ্বারা সূত্রায়া বা ‘হিরণ্যগর্ভ’  
নামে পরিচিত হন, এবং স্থূলদৃষ্টির দ্বারা ‘বিরটি’ এই নামেই কথিত হন ।

টীকা—“পরঃ” – পরমায়া, “স্বতঃ তু” — মার্যর ও মার্যর কাণ্ডের সহিত সম্বন্ধরহিত হইলে,  
“চিং” — “চিং” শব্দদ্বারা উক্ত হন; “মারাবী ( সন্ )” — মার্যর সহিত যোগ বা তাদায়াসহস্ব/হেতু  
তিনি, “অন্তর্ধ্যামী” — “অন্তর্ধ্যামী” শব্দবাচ্য হন, “স্বক্ষদৃষ্টিতঃ” — অপরীক্ষিত পঞ্চভূতের কাণ্ডঃ  
সমষ্টিস্বক্ষণরীরের যোগ বা সম্বন্ধহেতু, “সূত্রায়া” — “সূত্রায়া” এই নামে অভিহিত হন, আর  
“স্থূলদৃষ্ট্যা” — পরীক্ষিত পঞ্চভূতের কাণ্ড একাণ্ড বা সমষ্টিস্থূলদৃষ্ট্যরূপ উপাধির সহিত যুক্ত হইলে,  
“বিরটিৎ এ ইতি উচ্যতে” — তাঁহাকে ‘বিরটি’ এই নামই দেওয়া হয় । ৪

২ । চৈত্রে আরোপিত চিত্রের বর্ণন ।

( শঙ্কা ) ভাল, পরমায়া যদি চিত্রের পটস্থানীয় হইলেন তবে সেই পটরূপ আধারে অবস্থিত  
চিত্র, কাহা ব প্রতিক্রপ ? তাহা ত’ বলিতে হইবে ; এইহেতু বলিতেছেন :—

( ক ) ব্রহ্মা প্রভৃতিরূপ ব্রহ্মাভ্যঃ স্তম্ভপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনোহত্র জড়া অপি ।  
চিত্রে বর্ণন । উত্তমাদমভাবেন বর্তন্তে পটচিত্রবৎ ॥ ৫

অম্বয়—অত্র উত্তমাদমভাবেন ব্রহ্মাভ্যঃ স্তম্ভপর্য্যন্তাঃ প্রাণিনঃ জড়াঃ অপি পটচিত্রবৎ বর্তন্তে ।

অনুবাদ—ব্রহ্মা হইতে তৃণ পর্য্যন্ত যে সকল চেতন ও জড়পদার্থ রহিয়াছে  
তাহারা ( যথাক্রমে ) কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম, এইভাবে পরব্রহ্মচৈতন্য-  
রূপ অধিষ্ঠানে, পটরূপ আধারে চিত্রের ন্যায়, অবস্থিত রহিয়াছে ।

টীকা—“অত্র” — এই পরমায়ায়, “উত্তমাদমভাবেন” — কেহ বা উত্তম, কেহ বা অধম এই-  
ভাবে বিদ্যমান, “ব্রহ্মাদিস্তম্ভপর্য্যন্তম্” — চেতনস্বভাব অর্থাৎ জন্ম ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে অংগ  
করিয়া গিরি নদী প্রভৃতি অর্থাৎ স্থাবর জড়পর্য্যন্ত, ‘অপ্রকাণ্ডে স্তম্ভগুচ্ছো’ — যাহার ‘প্রকাণ্ড’  
নাই অর্থাৎ মূল হইতেই পত্র নির্গত হইতে থাকে এইরূপ তুচ্ছ তৃণাদি পর্য্যন্ত, ( পটস্থিত ) চিত্র-  
স্থানীয় অর্থাৎ চিত্রের প্রতিক্রপক । ৫

ব্রহ্মাদি জাগতিক পদার্থের চৈতন্যরূপতার কারণ বলিবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

( খ ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা চিত্রাপিতমনুষ্যাণাং বস্ত্রাভাসাঃ পৃথক্ পৃথক্ ।  
ব্রহ্মাদির চেতনতাব হেতু ব্রহ্মা যায় । চিত্রাধারেণ বস্ত্রেন সদৃশা ইব কল্পিতাঃ ॥ ৬

অম্বয়—চিত্রাপিতমনুষ্যাণাম্ পৃথক্ পৃথক্ বস্ত্রাভাসাঃ চিত্রাধারেণ বস্ত্রেন সদৃশাঃ ইব কল্পিতাঃ ।

অনুবাদ—যেমন চিত্রে লিখিত মনুষ্যাগণের ভিন্ন ভিন্ন বস্ত্রাভাস বা কল্পিত  
বস্ত্রদমূহ, চিত্রের আধাররূপ ( প্রকৃত ) বস্ত্রের সহিত সমান বলিয়া কল্পিত হয়—

## ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন ৫

টীকা—“চিত্রাপিতমহুঘাণাম্”—চিত্রে লিখিত মহুঘাদিশবীরসকলের, “বস্ত্রাভাসাঃ”—নানাবর্ণবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ চিত্রিত বস্ত্র বাহারা শীতাদি নিবারণ করিতে পারে না বলিয়া প্রকৃত বস্ত্র নহে, কিন্তু কল্পিত বস্ত্র অর্থাৎ শীতাদিনিবারকতারূপ বস্ত্রলক্ষণ তাহাতে না খাটিলেও, বস্ত্র বাহারা প্রতীয়মান হয়, সেইরূপ । ৩

ক্ষেণে দাষ্ট্যাত্তিক বলিতেছেন :—

পৃথক্ পৃথক্ চিদাভাসাশ্চৈতন্যাস্তদেহিনাম্ ।

কল্পান্তে জীবনামানো বহুধা সংসরন্ত্যমো ॥৭

অর্থ—চৈতন্যাস্তদেহিনাম্ পৃথক্ পৃথক্ জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ কল্পান্তে ; অমো বহুধা সংসরন্ত্যমো ।

অনুবাদ—চৈতন্যে অধ্যাস্ত প্রাণিগণের পৃথক্ পৃথক্ অপ্রকৃত চৈতন্য জীবনামক চিদাভাসরূপে কল্পিত হয় ( তাহাদিগকে ব্রহ্মচৈতন্যের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া কল্পনা করা হয় ) । তাহারাই বিবিধপ্রকারে অর্থাৎ দেব, তিথ্যাক্, মনুষ্যাদির শরীর লাভ করিয়া জন্ম-মরণ প্রাপ্ত হয় ।

টীকা—“চৈতন্যাস্তদেহিনাম্”—পরমায়ায় আরোপিত দেবাদিশবীরসকলের, “পৃথক্ পৃথক্ —প্রত্যেকেব অর্থাৎ এক একটির, “জীবনামানঃ চিদাভাসাঃ”—জীবনামক চিদাভাস বা অপ্রকৃতচৈতন্য মায়াদ্বারা কল্পিত হইয়া থাকে ; পর্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাস কল্পিত হয় না । সুতরাং চিত্রলিখিত বস্ত্রসমূহের শীতাদি নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া, যেমন তাহাদিগকে বস্ত্র বলা বলা হয়, কেননা, তাহারাই বস্ত্র বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও প্রকৃত বস্ত্র নহে, সেইরূপ মনুষ্যাদিদেহস্থিত চৈতন্যে, [ সত্যং জ্ঞানমনস্তম্ ইত্যাদি ] প্রকৃত চৈতন্যের লক্ষণ খাটে না বলিয়া অপ্রকৃত চৈতন্যের স্থায় প্রতীয়মান হয় বলিয়া তাহাদিগকে চিদাভাস বলে । সেই তিথ্যাক্-মনুষ্যদেবাদি দেহস্থিত চৈতন্যসকলকে চিদাভাস বা অসত্য চৈতন্য বলিয়া কল্পনা করিবার কারণ এই যে, “অমো সংসরন্তি”—উহারা সংসরণ কবে অর্থাৎ জন্মমরণাদি প্রাপ্ত হয় ; তাহারাই পরমায়া বা প্রকৃত চৈতন্য নহে, কেননা, তাহা নিকরিকার—সত্যজ্ঞানস্বরূপ, অনন্ত, ইহাই অভিপ্রায় । ৭

ভাল, নৈয়ায়িকাদি বাদিগণ এবং সাধারণ লোকেও বলিয়া থাকে যে, আত্মারই সংসার বা জন্মমরণ লাভ হয় । এইরূপ বলিবার কারণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—অজ্ঞানই তাহার কারণ ; এই কথাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদধাধারবস্ত্রগান্ ।  
বদন্ত্যজ্ঞাস্তথা জীবসংসারং চিচ্চাতং বিদ্রুঃ ॥ ৮

অর্থ—বস্ত্রাভাসস্থিতান্ বর্ণান্ যদধাধারবস্ত্রগান্ বদন্তি, তথা অজ্ঞাঃ জীবসংসারম্ চিচ্চাতম্ বিদ্রুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্থূলদৃষ্টি লোকে চিত্রিত বস্ত্রের বর্ণসকলকে চিত্রাধার

বস্ত্রের বর্ণ বলিয়া মনে করে, সেইরূপ জ্ঞানহীন লোকে জীবগণের সংসারপ্রাপ্তিরে  
সাক্ষিচৈতন্যের সংসারপ্রাপ্তি বলিয়া মনে করে ।৮

পর্বত নগাদিতে চিদাভাস কল্পনার অভাব, দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

(খ) পটের দৃষ্টান্তদ্বারা

পর্বতাদিতে চিদাভাস

কল্পনার অভাব প্রদর্শন ।

চিত্রস্থপর্কতাদীনাং বস্ত্রাভাসো ন লিখ্যতে ।

সৃষ্টিস্বমৃত্তিকাদীনাং চিদাভাসাস্তথা ন হি ॥৯

অর্থ—চিত্রস্থপর্কতাদীনাম্ বস্ত্রাভাসঃ ন লিখ্যতে, তথা সৃষ্টিস্বমৃত্তিকাদীনাম্ চিদাভাসাঃ ন হি ।

অনুবাদ—আর যেমন চিত্রস্থিত পর্বতাদির ( পরিধেয় বস্ত্র নাই বলিয়া  
মনুষ্যাদির চিত্রিত বস্ত্রের স্থায় ) বস্ত্রাদি অঙ্কিত হয় না, সেইরূপ সৃষ্টিস্থিত মৃত্তিকাদিও  
চিদাভাসের বা জীবচৈতন্যের কল্পনা করা হয় না ।

টীকা—“ন লিখ্যতে”—অঙ্কিত হয় না, কেননা, পর্বতাদি জড়পদার্থের চিদাভাসকল্পনা  
প্রয়োজনের অর্থাৎ সংসাররূপ ফলের, অভাব বলিয়া ; ইহাই অভিপ্রায় । বৃক্ষাদি জীব অস্ত্র-সংস্র  
বলিয়া পর্বতাদির অন্তর্গত ( মনুসংহিতা—১।৪২ দ্রষ্টব্য ) । ৯

৩। অবিচার স্বরূপবর্ণনপূর্বক, তাহার নিবর্তক বিচার, সাধনসহিত  
স্বরূপবর্ণন ।

এইরূপে আত্মায় যে সংসার কল্পিত হয়, তাহার জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইতে পারে, এই তথা  
প্রতিপাদন করিবার জন্ত সেই সংসারের কারণস্বরূপ অবিচার প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ক) অবিচার স্বরূপ এবং

তাহার নিবৃত্তির বিচাররূপ

উপায় ।

সংসারঃ পরমার্থোহয়ং সংলগ্নঃ স্বাত্মবস্তুনি ।

ইতি ভ্রান্তিরবিদ্যা স্মাদ্ বিদ্যৈষা নিবর্ততে ॥১০

অর্থ—অয়ম্ সংসারঃ পরমার্থঃ স্বাত্মবস্তুনি সংলগ্নঃ ইতি ভ্রান্তিঃ অবিদ্যা স্মাৎ ; এষা  
বিদয়া নিবর্ততে ।

অনুবাদ ও টীকা—এই কর্তৃত্বাদিরূপ অর্থাৎ ‘আমি কর্তা’ এই প্রকার অভিমান  
হইতে উৎপন্ন, সংসার বাস্তবপদার্থ এবং তাহা আত্মায় সংলগ্ন অর্থাৎ আত্মার ধর্ম,  
এইরূপ যে ভ্রম বা উল্টাবুদ্ধি, তাহারই নাম অবিদ্যা বা কার্যরূপ অজ্ঞান ।  
বিদ্যা অর্থাৎ জ্ঞানদ্বারা এই অবিচার নিবৃত্তি হইতে পারে । ১০

( শঙ্কা ) ভাল, সেই বিদ্যা কি প্রকার ? তাহা লাভ করিবার উপায় কি ? এইরূপ প্রশ্ন  
হইতে পারে বলিয়া সেই বিচার স্বরূপ এবং সেই বিদ্যালভের উপায় দেখাইতেছেন :—

(খ) বিচার স্বরূপ এবং আত্মাভাসস্ত জীবস্ত সংসারো নাত্মবস্তুনঃ ।

তাহার লাভের উপায় ।

ইতি বোধো ভবেদ্বিদ্যা লভ্যতেহসৌ বিচারগাৎ ॥১১

অর্থ—আত্মাভাসস্ত জীবস্ত সংসারঃ, আত্মবস্তুনঃ ন ইতি বোধঃ বিদ্যা ভবেৎ । অসৌ  
বিচারগাৎ লভ্যতে ।

ব্রহ্মে আরোপিত জগতের স্থিতির এবং জ্ঞানদ্বারা তাহার নিবৃত্তির, বর্ণন ৭

অনুবাদ ও টীকা—আত্মার আভাসস্বরূপ যে জীব, তাহারই সংসার হয়, যে আত্মা অকল্পিত, সেই আত্মার নহে,—এই প্রকার যে জ্ঞান তাহাকেই বিজ্ঞা বলে। বিচারদ্বারাই এই জ্ঞান লাভ করা যায়। ১১

(শঙ্ক্য) ‘বিচারদ্বারাই সেই বিজ্ঞা লাভ করিতে পারা যায়’—এই যে উক্তি করা হইল, কোন্ বস্তুর বিচারদ্বারা তাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়? এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন :—

(পূ) বিচারের বিষয় ও সদা বিচারয়েৎ তস্মাজ্জগজ্জীবপরাত্মনঃ।

অর্থোক্তন।

জীবভাবজগদ্ভাববোধে স্মৃত্ত্বৈব শিষ্যতে ॥ ১২

অর্থ—তস্মাৎ জগজ্জীবপরাত্মনঃ সদা বিচারয়েৎ, জীবভাবজগদ্ভাববোধে স্মৃত্ত্বৈব শিষ্যতে।

অনুবাদ—এইহেতু মুমুক্শু জগৎ, জীব ও পরমাত্মা এই তিন বস্তুর সর্ববাদ বিচার কবিবেন; কেননা, সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে—ইহারা নশ্বর বলিয়া ইহাদের স্বরূপ বাধপ্রাপ্ত হইলে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে পরমাত্মাই বিচারযোগ্য বস্তু হউন কেননা মোক্ষাবস্থায় তিনিই ফলরূপে থাকিয়া যান; জীব ও জগৎ এই দুইটির বিচারের উপযোগিতা কোথায়? এইরূপ আশঙ্ক্য কবিয়া বলিতেছেন—জীব ও জগৎ এই দুইটির অপবাদ করিলে বা বাধ প্রতিপন্ন হইলে, পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান। এইরূপে পরমাত্মবিচারের সহিত জীব ও জগতের বিচারেরও উপযোগিতা আছে। এইহেতু বলিলেন “সেই জীবভাবের ও জগদ্ভাবের নিবৃত্তি হইলে” ইত্যাদি। ১২

ভাল, ‘বিচারদ্বারা জীবভাবের ও জগদ্ভাবের বাধা হইলে, বিচাবকারী আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান’—উক্ত দ্বাদশ শ্লোকে যে এইরূপ বলা হইল, তাহা ত’ হইতে পাবে না, কেননা, বিচাব দ্বারা জীবজগতের বাধা হইলে তদ্বিষয়ক কথন ও তদুভয়েব প্রতীতিকরূপ ব্যবহারেব নিলোপ হইবাব সম্ভাবনা বহিরাছে—এইরূপ আশঙ্ক্য করিয়া “বাধ” শব্দের উদ্দিষ্ট অর্থ এবং সেই অর্থ না অঙ্গীকার করিলে বিপরীতপক্ষে দণ্ডের বা অনিষ্টকারী তর্কের, ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(পূ) বাধ শব্দের অর্থ। নাপ্রতীতিস্তয়োর্বোধঃ কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ।

নো চেৎ সুষুপ্তিমূচ্ছাদৌ মুচ্যোতায়ত্ততো জনঃ ॥ ১৩

অর্থ—অপ্রতীতিঃ তয়োঃ বাধঃ ন কিন্তু মিথ্যাত্বনিশ্চয়ঃ। নো চেৎ সুষুপ্তিমূচ্ছাদৌ জনঃ

অর্থতঃ মুচ্যোত।

অনুবাদ—‘বাধ’ শব্দের অর্থ সেই জীব ও জগতের অপ্রতীতি—এইরূপ নহে, কিন্তু তদুভয়েব মিথ্যাত্বনিশ্চয়ই ‘বাধ’ শব্দের অর্থ। যদি উক্ত অপ্রতীতিই বাধ শব্দের অর্থ হইত, তাহা হইলে সুষুপ্তি ও মূচ্ছা অবস্থাতে যখন দ্বৈতের প্রতীতি থাকে না, লোকে আপনা হইতেই মুক্ত হইত।

টীকা—সুশ্রুতি, মূর্ছা, ( মরণ এবং প্রলয়কালে ) আপনা হইতেই অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান বিনষ্ট মুক্তি সম্ভব হইত, ইহাই অভিপ্রায় । ১৩

বিচারকারীর আত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ( ১২ শ্লোকে ) এইরূপ বলায় ইহাই অভিপ্রায় যে, পরমাত্মাই সত্য, এইরূপ জ্ঞান ; সেই পরমাত্মা হইতে ভিন্ন যে জগৎ, তাহার বিস্তৃতি বৃদ্ধি ইহার উদ্দেশ্য নহে, কেননা, তাহা হইলে অর্থাৎ জগতের অপ্রতীতিই ইহার অর্থ হইলে, ( শ্রুতানু-মোদিত ) জীবমুক্তি নামক অবস্থার ( যাহাতে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ ভূমিকায় জগতের প্রতীতি তন্মূলক ব্যবহার থাকে, তাহার ) সম্ভাবনা থাকে না, এইহেতু বলিতেছেন :—

( ৬ ) আত্মার 'অবশিষ্ট' পরমাভ্যাবশেষোহপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ।  
পাকিবার অর্থ । ন জগদ্বিস্মৃতির্নো চেজ্জীবমুক্তির্ন সম্ভবেৎ ॥ ১৪

অর্থ—‘পরমাভ্যাবশেষঃ’ অপি তৎসত্যত্ববিনিশ্চয়ঃ ন জগদ্বিস্মৃতিঃ । নো চেজ্জীবমুক্তিঃ ন সম্ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—‘পরমাভ্যাবশেষোহপি’ ইহার অর্থ ‘সেই পরমাভ্যাবশেষে একমাত্র সত্যবস্তু’—এইরূপ নিশ্চয় বা দৃঢ়বিশ্বাস । জগৎপ্রাপ্তির বিস্তৃতি তাহার অর্থ নহে । এইরূপ অর্থ স্বীকার না করিলে জীবমুক্তি নামক অবস্থা সম্ভবপর হয় না । ১৪

১২শ শ্লোকে যে বলা হইল ‘সর্বদা বিচার করিবেন’—এইরূপ উক্তিদ্বারা পাছে বুঝা যাক দেহপাত পর্য্যন্ত সেই বিচার করিতেই হইবে । এইহেতু সেই বিচারের অবধি নির্ণয় করিতেছেন :

( ৮ ) বিচার বিভাগ- পরোক্ষা চাপরোক্ষৈতি বিদ্যা দেধা বিচারজা ।  
পূর্বক বিচারের অবধি নির্ণয় । তত্রাপরোক্ষবিদ্যাগ্ধৌ বিচারোহয়ং সমাপ্যতে ॥ ১৫

অর্থ—বিচারজা বিদ্যা পরোক্ষা অপরোক্ষা চ ইতি দেধা, তত্র অপরোক্ষবিদ্যাগ্ধৌ অয়ং বিচারঃ সমাপ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—বিচারদ্বারা যে বিদ্যা বা জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার । তাহার মধ্যে যতদিন পর্য্যন্ত অপরোক্ষ জ্ঞান না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত বিচার করিতে হইবে । অপরোক্ষ জ্ঞানের প্রাপ্তি হইলে বিচারের সমাপ্তি হইবে । ১৫

‘বিচারদ্বারা উৎপন্ন বিদ্যা, পরোক্ষ ও অপরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার’—এইরূপ যে বলা হইল তন্মধ্যে সেই উভয়ের স্বরূপ ক্রমান্বয়ে দেখাইতেছেন :

( ৯ ) বিচারজনিত- অস্তি ব্রহ্মৈতি চেদেদ পরোক্ষজ্ঞানমেব তৎ ।  
পরোক্ষ ও অপরোক্ষ- অহং ব্রহ্মৈতি চেদেদ সাক্ষাৎকারঃ স উচ্যতে ॥ ১৬  
জ্ঞানের স্বরূপ ।

অথবা—“ব্রহ্ম অস্তি” ইতি চেৎ বেদ তৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ এব ; “অহম্ ব্রহ্ম” ইতি চেৎ বেদ  
সঃ সাক্ষাৎকারঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—‘ব্রহ্ম আছেন’—যখন জ্ঞান এই প্রকারের হয়, তখন তাহার নাম  
পরোক্ষ জ্ঞান ; আর যখন ‘আমিই হইতেছি ব্রহ্ম’—এই প্রকারের জ্ঞান হয়,  
তখন সেই জ্ঞানের নাম সাক্ষাৎকার বা অপরোক্ষ জ্ঞান ।

টীকা—[ অস্তি ব্রহ্মেতি চেদেদ, সন্তোমেনং ততো বিহুঃ—তৈত্তিরীয় উপ, ব্রহ্মবল্লী—২।৩।১ ]—  
যদি কেহ জ্ঞানেন অর্থাৎ বিশ্বাস করেন যে সর্বাধিষ্ঠান, সর্বজগৎকর্তা, সর্বলয়াদিবৃত্ত ব্রহ্ম আছেন,  
তবে ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে ‘সৎ’ অর্থাৎ পরমার্থসদাশ্রয়ভাবাপন্ন বলিয়া জানেন ; সেইহেতু ব্রহ্ম  
আছেন এইকপ বিশ্বাস করা কর্তব্য । [ তদাত্মানমেবাবেদহং ব্রহ্মস্মিতি তস্মাৎ তৎসর্বমভবং  
—বৃহদা উ, ১।৪।১০ ] তিনি ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে আপনাকেই জানিয়াছিলেন,  
সেই কারণে তিনি সর্বাশ্রয় হইলেন । উক্ত দুই শ্রুতিবচনই এই শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে । ১৬

## আত্মতত্ত্বের বিচারে জীব ও কূটস্থের বিচার ।

১ । দৃষ্টান্ত আকাশ ও দাষ্টান্ত চৈতন্য ; তদ্ব্যবহার প্রকারভেদ ।

১৩শ শ্লোকে যে ‘আত্মসাক্ষাৎকারের কথা বলা হইল তাহার অসাধারণ কারণ যে  
আত্মতত্ত্ববিচার, তাহাই করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) আত্মতত্ত্ব বিচারেব  
প্রতিজ্ঞা ।  
তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধার্থমাত্মতত্ত্বং বিবিচ্যতে ।  
যেনায়েৎ সর্বসংসারাৎ সত্ত্ব এব বিমুচ্যতে ॥ ১৭

অথবা যেন অয়ম্ সর্বসংসারাৎ সত্ত্বঃ এব বিমুচ্যতে তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধার্থম্ আত্মতত্ত্বম্  
বিবিচ্যতে ।

অনুবাদ—যে সাক্ষাৎকারদ্বারা এই জীব সমস্ত সংসারবন্ধন হইতে সত্ত্বঃই বিমুক্ত  
হইয়া যায়, সেই সাক্ষাৎকারসিদ্ধির নিমিত্ত আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে ।

টীকা—“যেন”—যে সাক্ষাৎকারেব দ্বারা, “অয়ম্”—এই পুরুষ বা জীব, “সত্ত্বঃ এব”—  
তৎসংসারঃ অর্থাৎ সাক্ষাৎকারের উৎপত্তির সময়েই, “সর্বসংসারাৎ বিমুচ্যতে”—সমস্ত সংসারবন্ধন  
হইতে বিমুক্ত হইয়া যায়, “তৎসাক্ষাৎকারসিদ্ধার্থম্”—সেই সাক্ষাৎকারের সিদ্ধির জন্ত, “আত্ম-  
তত্ত্বম্ বিবিচ্যতে”—আত্মার স্বরূপ বিচার করা যাইতেছে । ১৭

চিদাত্মার একতাই পারমার্থিক সত্য, ইহা নিশ্চয় করিবার জন্ত, সংসারব্যবহারের অবস্থায়  
প্রতীক্ষণ চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ করিতেছেন :—

যথা চারি প্রকার চৈতন্য,  
ও তাহার প্রতিক্রমক  
চারিপ্রকার আকাশ ।  
কূটস্থে ব্রহ্ম জীবেশাবিত্যেবং চিচ্ছত্ববিধা ।  
ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশভ্রথে যথা ॥ ১৮



অম্বয়—কূটস্থঃ ব্রহ্ম জীবেশো ইতি এবম্ চিৎ চতুর্বিধা যথা ঘটাকাশমহাকাশৌ জলাকাশ-  
ব্রথে ( অব্রথ=মেঘাকাশ ) ।

অমুবাদ—কূটস্থ চৈতন্য, ব্রহ্মচৈতন্য, জীবচৈতন্য এবং ঈশ্বরচৈতন্য—এইরূপে  
চৈতন্য চারিপ্রকার, যেমন একই আকাশ ( উপাধিভেদে ) ঘটাকাশ, মহাকাশ,  
জলাকাশ ও মেঘাকাশ ।

টীকা—একই বস্তু কিরূপে চারিপ্রকারে প্রতীয়মান হয়, তাহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—  
‘যেমন একই আকাশ’ ইত্যাদি । অদ্বৈতমতানুসারী কয়েকটি পক্ষ আছে, যাহারা ব্যবহাব দশায়—  
জীব-চৈতন্য, ঈশ্বর-চৈতন্য ও শুদ্ধ-চৈতন্য এই তিন প্রকার চৈতন্য স্বীকার করিয়া থাকেন,  
বৃহদারণ্যকবার্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরচাৰ্য্যেব ছয়টি অনাদি পদার্থের গণনাকালে,—( ১ ) শুদ্ধচৈতন্য  
( ২ ) ঈশ্বরচৈতন্য ( ৩ ) জীবচৈতন্য ( ৪ ) অবিজ্ঞা ( ৫ ) অবিজ্ঞা ও চৈতন্যের পরস্পর সম্বন্ধ এবং  
( ৬ ) এই পাঁচটির পরস্পর ভেদ—এই ছয়টি অনাদি বা উৎপত্তিহীন পদার্থের যে গণনা করিয়াছেন,  
( ‘জীব জ্ঞেয়া বিস্তুক্কা চিৎ তথা জীবেশয়োভিদা । অবিজ্ঞা তচ্ছিত্তোদ্যোগঃ যদ্ব্যস্মাকমনাদয়ঃ ॥ ’ “বেদান্ত-  
পরিভাষা”, পেদ্রা দীক্ষিত কৃত টীকা, ২৩ পৃষ্ঠা ত্রিবেদ্যম্ গ্রন্থাবলী : )—তাহাতে চৈতন্যের তিনটি  
মাত্র প্রকার পরিলক্ষিত হয় । আর গ্রন্থকার যে এস্থলে চৈতন্যের চারি প্রকার ভেদের উল্লেখ  
করিতেছেন, তাহাতে সুরেশ্বর-বচনের সহিত বিজ্ঞারণ্য-বচনের বিরোধ হয় এবং সেই তিনপ্রকার  
ভেদ মানিলেই মুমুক্শুর, ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবোধ সম্ভব হয় । সেইহেতু এস্থলে কূটস্থচৈতন্য  
বলিয়া চতুর্থ চৈতন্যের কল্পনা করিলে, গোরবদোষ ( ১ম অঃ ৩য় শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ) হয়  
বটে কিন্তু কূটস্থচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ কেবল নামমাত্র বলিয়া এবং সেই ভেদ বাস্তব নয়  
বলিয়া, উক্ত বিরোধের সম্বয় হইতে পারে ।

আবার—প্রকারান্তরেও সেই সম্বয় হয়, যথা বিজ্ঞারণ্যশ্লোক ভারতীতীর্থ ‘বাক্যাত্মনা বা  
দৃগদৃশ্যবিবেক’ নামক গ্রন্থে ৩২ ও ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে ‘কূটস্থকে’ অবচ্ছিন্ন বা পারমাণিক জীব বলিয়া  
ত্রিবিধ জীবের অন্তর্গত বলিয়াছেন, যথা অবচ্ছিন্নশিচ্চিদাভাসকৃতীয়ঃ স্বপ্নকল্পিতঃ । নিজেয়ন্ত্রিবিধো  
জীবস্তত্রাত্তঃ পারমার্থিকঃ ॥ ৩২ অবচ্ছেদঃ কল্পিতঃ শ্রাদবচ্ছেদগন্ত্য বাস্তবম্ । তন্মিহ জীবত্বমাবোপাধি-  
ব্রহ্মত্বং তু স্বভাবতঃ ॥ ৩৩ ( মগনীরামগ্রন্থাবলী—পৃঃ ৭৫, ৭৬ ) জীব তিনপ্রকারের বৃত্তিতে  
হইবে, যথা—( ১ ) অবচ্ছিন্ন, ( ২ ) চিদাভাস, ( ৩ ) স্বপ্নকল্পিত । তন্মধ্যে প্রথমপ্রকারের  
জীব ( অর্থাৎ কূটস্থ ) পারমার্থিক বা ব্রহ্মরূপ ; জীবব্রহ্মরূপ অবচ্ছেদ কল্পিত ; কিন্তু ব্রহ্মত্বরূপ  
অবচ্ছেদ সত্য । সেই ব্রহ্মরূপ সাক্ষিচৈতন্যে অধ্যাসবশতঃ জীবত্ব সম্ভবীভূত হইয়া থাকে  
কিন্তু সাক্ষীর ব্রহ্মরূপতা স্বতঃসিদ্ধ । এইরূপে, জীবমধ্যে কূটস্থের পরিগণনা হইলে, বাস্তব-  
কারোক্ত তিন প্রকার চৈতন্যই বিজ্ঞারণ্যসম্বন্ধ বলিয়া সিদ্ধ হয় সূত্রের বিরোধ নাই । অথবা  
( জড়শক্তিঃ বা প্রকৃতিঃ ) [ জীবেশো আভাসেন করোতি, মায়া চাবিস্তা চ স্বয়মেব ভবতি—ইতি  
নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯ গণ্ডিকা ]—জড়শক্তি, যিনি প্রকৃতি তিনি, আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরকে  
সৃজন করেন এবং সেই প্রকৃতিই ( ঈশ্বরে ) মায়া এবং ( জীবে ) অবিজ্ঞারূপ ধারণ করেন । এইরূপে  
প্রকৃতির অধিষ্ঠানরূপ চৈতন্য, যাহা জীব ঈশ্বর উভয়েরই আধার, সেই চৈতন্যকে লইয়া চারি

১০ তম কর্তব্য করিয়া, ব্রহ্মের সহিত আত্মার, একতা বুঝাইয়াছেন, এবং তদ্বারা উক্ত নৃসিংহতাপনীয় শ্রুতিও সম্ভাবিত ও পরিষ্কৃত হইয়াছে। ১৮

তদ্ব্যপেক্ষ ঘটাদিব দ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশ অর্থাৎ ঘটাদির ভিতর যে আকাশ বহির্গত ও যে পরিমাণ আকাশে সেই ঘটাদি অবস্থিত, সেই ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট “ঘটাকাশ” এবং সেই প্রকার ঘটাদিরূপ উপাধিবিহীন অবচ্ছিন্ন নহে যে মহাকাশ, এই দুইটি সম্প্রদায়বিদিত বলিয়া তাহা-দ্বয়কে পারিত্যাগ করিয়া অপ্রসিদ্ধ জলাকাশেরই বর্ণন কবিতেন :—

ঘটাবচ্ছিন্নথে নীরং যন্তত্র প্রতিবিস্তৃতঃ ।

(১) জলাকাশের স্বরূপ ।

সাব্রনক্ষত্র আকাশো জলাকাশ উদীয়তে ॥১৯

অর্থ—ঘটাবচ্ছিন্নথে যে যং নীরম, তত্র প্রতিবিস্তৃতঃ সাব্রনক্ষত্রঃ আকাশঃ জলাকাশঃ উদীয়তে। অনুবাদ—ঘটদ্বারা অবচ্ছিন্ন আকাশমধ্যে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিস্তৃত মেঘনক্ষত্র সহিত যে আকাশ আছে, তাহাকেই জলাকাশ বলা হইতেছে। (এস্থলে কেহ যেন মনে না করেন যে জলপূর্ণ ঘটমধ্যে যতটুকু আকাশ রহিয়াছে তাহাই ঘটম্ভ জলে প্রতিবিস্তৃত হইয়াছে, এইহেতু “মেঘনক্ষত্রসহিত” প্রতিবিস্তৃত উল্লেখ হইল। তাহা ঘটের বহিঃস্থ মহাকাশেরই প্রতিবিস্তৃত। তাহা এইরূপে সপ্রমাণ করা যাইতে পারে, যেহেতু ঘটমধ্যস্থিত এক হাত পরিমাণ বা আধ হাত পরিমাণ গভীর জলে, যে গভীরতা প্রতীত হয়, তাহা বহিঃস্থ মহাকাশেরই গভীরতা হইতে পারে। )

টীকা—ঘটাদিরূপ উপাধিবিশিষ্ট আকাশে যে জল আছে, সেই জলে প্রতিবিস্তৃত গ্রহনক্ষত্রাদি-উক্ত যে আকাশ, তাহাই ঘটাকাশ বলিয়া কথিত হইল। ১৯

এস্থলে অভ্রাকাশ বা মেঘাকাশের নির্ণয় করিতেছেন :—

মহাকাশস্ত মধ্যে যন্মেঘমণ্ডলমীক্ষ্যতে ।

(২) মহাকাশের স্বরূপ ।

প্রতিবিস্তৃতয়া তত্র মেঘাকাশো জলে স্থিতঃ ॥ ২০

অর্থ—মহাকাশস্ত মধ্যে যং মেঘমণ্ডলম্ মীক্ষ্যতে তত্র জলে প্রতিবিস্তৃতয়া স্থিতঃ মেঘাকাশঃ ।

অনুবাদ—মহাকাশের মধ্যে যে মেঘমণ্ডল দৃষ্ট হয়, সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, তাহাতে প্রতিবিস্তৃতরূপে যে আকাশ আছে ( বা আছে বলিয়া অনুমিত হয় ) তাহাকেই মেঘাকাশ বলা হয়।

টীকা—“তত্র জলে”—সেই মেঘমণ্ডলে যে জল আছে, সেই জলে। ২০

( শঙ্ক ) ভাল, মেঘে যে জল রহিয়াছে সেই জল ত’ প্রতীত হয় না। তাহাতে আকাশ প্রতিবিস্তৃত হয়, ইহা কি প্রকারে ধারণা করা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

মেঘাংশরূপমুদকং তুষারাকারসংস্থিতম্।

তত্র থপ্রতিবিশ্বোহয়ং নীরত্বাদনুমীয়তে ॥ ২১

অম্বয়—তুষারাকারসংস্থিতম্ মেঘাংশরূপম্ উদকম্, তত্র অয়ম্ থপ্রতিবিশ্বঃ নীবদ্ব্যং অনুমীয়তে।

অনুবাদ—জলের সূক্ষ্মবিন্দুরূপ যে তুষার, সেই তুষারের আকারে সমাগুরূপে অবস্থিত মেঘের অংশরূপ যে জল, তাহা জল বলিয়া, তাহাতে আকাশের প্রতিবিম্ব আছে, এইরূপ অনুমান করা যায়।

টীকা—মেঘস্থিত জল প্রত্যক্ষ প্রতীত না হইলেও বৃষ্টিরূপ কাঁধাদ্বারা মেঘে সেই বৃষ্টি উপাদান সূক্ষ্মাবয়ব অর্থাৎ বিন্দুরূপ জল আছে, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপ হইবে—মেঘে জল আছে (প্রতিজ্ঞা); বৃষ্টিরূপ কাঁধ হয়, দেখা যায় বলিয়া (হেতু); যেখানে যেখানে বৃষ্টি হয় সেখানে সেখানে অবশ্যই জল দেখা যায় (অম্বয়ব্যাপ্তি); পরস্পরনিবর্তন হইতে পতিত জলবিন্দুবৃত্ত পরস্পরের ত্রায় (উদাহরণ)। আর জলের সত্তারূপ যে লিঙ্গ বা হেতু রহিয়াছে, তদ্ব্যপ্ত সেই জলের প্রতিবিশ্ববৃত্তাও আছে—এইরূপ অনুমানও করা যাইতে পারে। সেই অনুমান এইরূপ হইবে—বিবাদের বিষয় যে মেঘস্থিত জল, তাহা আকাশের প্রতিবিশ্ববৃত্ত হইবার যোগ্য—(পক্ষ)। যেহেতু তাহা জল—(হেতু); ঘটে অবস্থিত জলের ত্রায়—(উদাহরণ)। এইরূপ অনুমানদ্বারা জানা যায় যে মেঘের অংশরূপ জলে আকাশপ্রতিবিশ্বের সত্তা আছে, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ২১

এইরূপে দৃষ্টান্তস্বরূপ চারিটি আকাশের বর্ণন করিয়া দার্ষ্টান্তিক চৈতন্যচতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম কথিত (ঘটাকাশস্থানীয়) কূটস্থচৈতনের বর্ণনা করিতেছেন :—

অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ।

(ঙ) কূটস্থের স্বরূপ।

কূটবান্ধবিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থ উচ্যতে ॥ ২২

অম্বয়—অধিষ্ঠানতয়া দেহদ্বয়াবচ্ছিন্নচেতনঃ কূটবৎ নির্বিকারেণ স্থিতঃ কূটস্থঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—স্থূলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ এই উভয়ের আধাররূপে বর্তমান এবং সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা বা জীবসাক্ষী তাহাকেই কূটস্থ বলা হয়। [কূট অর্থাৎ কামারের হাতুড়ির ত্রায় সেই আত্মা (কেবলমাত্র জীবসাক্ষিরূপে) নির্বিকার থাকেন বলিয়া, তাহাকে কূটস্থ বলা হয়।]

টীকা—পঙ্কীকৃত ভূতের কাঁধরূপ স্থূলদেহ এবং অপঙ্কীকৃত ভূতের কাঁধরূপ সূক্ষ্মদেহ অবিস্থাঙ্কিত। এই দেহদ্বয়ের আধাররূপে বর্তমান থাকেন বলিয়া, সেই দেহদ্বয়দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ সেই দেহদ্বয়রূপ উপাধিবিশিষ্ট যে আত্মা—জীবসাক্ষী, তাহাকেই কূটস্থ বলা হইতেছে। সেই দেহসাক্ষী আত্মাকে “কূটস্থ” নাম দিবার কারণ এই “কূট” অর্থাৎ কামারের (“নাঈ” নাভি) কিম্বা হাতুড়ির ত্রায়, সেই আত্মা নির্বিকার—ইত্যাদি। কেহ বলেন ‘কূট’ শব্দে মিথ্যা বিকারী প্রপঞ্চ

বৃদ্ধাঃ ; তাহার মধ্যে সত্য বা নির্বিকার রূপে অবস্থিত থাকেন বলিয়া তাঁহার নাম কূটস্থ; আবার কেহ বলেন—কূট শব্দে চূড়া বা স্তূপ, তাহার অর্থাৎ স্থূলহুশ্ম প্রপঞ্চের উপরি অধিষ্ঠিত নির্বিকার চৈতন্য বলিয়া—তাঁহাকে কূটস্থ বলা হয়; মধুসূদন সরস্বতী গীতাব (১২।৩) টীকায় লিখিয়াছেন—“যন্নিখাভূতং সত্যতয়া প্রতীয়তে তং কূটমিতি লৌকিকচ্যতে যথা কূটকাঁষাপণং কূটসান্ধুদ্বিমিত্যাদৌ ; অজ্ঞানমপি মায়ায়াং সহ কাথ্যপ্রপঞ্চে ন মিথ্যাভূতমপি লৌকিকৈঃ সত্যতয়া প্রতীয়মানং কূটং ; তন্নিরাধ্যাসিকেন চন্দ্রেন্নাধিষ্ঠানতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থম্ অজ্ঞানতৎকাথ্যাদিষ্ঠানমিত্যর্থঃ” । ২২

এইরূপে কূটস্থের বর্ণনা করিয়া জলাকাশস্থানীয় জীবের বর্ণনা কবিত্তেছেন, কেননা, জীব কূটস্থে কল্পিত বুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বরূপ বলিয়া, সেই কূটস্থে শ্রেণীতেই গণ্য হইয়া থাকে অর্থাৎ কূটস্থের মত অপর একটি—এইরূপ ধবা হইয়া থাকে ।

## কূটস্থে কল্পিতা বুদ্ধিস্তত্র চিৎপ্রতিবিশ্বকঃ ।

৮. সংসার জীবের স্বরূপ ।

প্রাণানাং ধারণাজ্জীবঃ সংসারেণ স যুজ্যতে ॥ ২৩

অর্থ—কূটস্থে ( যা ) কল্পিতা বুদ্ধিঃ তত্র চিৎপ্রতিবিশ্বকঃ প্রাণানাং ধারণাং জীবঃ ( ভবতি ),

৯. সংসারেণ যুজ্যতে ।

অনুবাদ—কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি তাহাতে ব্রহ্মচৈতন্যের যে প্রতিবিশ্ব অর্থাৎ চিদাভাস, তাহাই জীব । তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক বাগাদি ইন্দ্রিয়সমূহের স্থিতির কারণ বলিয়া অর্থাৎ কূটস্থে কল্পিত যে বুদ্ধি, তাহাতে প্রতিবিশ্বরূপ চিদাভাস, কেবল সান্নিধ্যদ্বারা, ইন্দ্রিয়ধারণরূপ জীবন বা প্রাণবাপ্যাব সম্পাদন করিয়া থাকে বলিয়া, সেই চিদাভাসই জীবনামে কথিত হইয়া থাকে । সেই জীবকেই জন্ম-মরণাদিরূপ সংসারে আবদ্ধ হইতে হয় ।

টীকা—কি কারণে সেই চিদাভাস জীব নামে অভিহিত হয় তাহাই বলিতেছেন—“তাহা দেহে প্রাণসংজ্ঞক” ইত্যাদি । তাৎপর্য্য এই—দেহে ইহাতে প্রাণ বিনির্গত হইলে বাগাদি ইন্দ্রিয়গণ দেহে অবস্থান করিতে অসমর্থ হইয়া প্রাণের শব্দবাগত হইয়াছিল বলিয়া তাহার ‘প্রাণ’ এই সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল । “প্রাণধারণ” শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয়গণের দেহে অবস্থিতির কারণ হওয়া । প্রহ্লাদবাক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের তৃতীয় ব্রাহ্মণে ইহা বর্ণিত হইয়াছে । যদি কেহ ভাবেন কূটস্থ হইতে ভিন্ন জীবের কর্তব্য নিষ্প্রয়োজন, এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—কূটস্থ নির্বিকার বলিয়া তাহার সংসারভোগ অসম্ভব ; আর সংসারভোগ প্রত্যক্ষ প্রতীত হইতেছে, তাহার অস্বীকার কবা যায় না । সেই সংসারভোগের কারণ নির্দেশ করিবার জন্য কূটস্থ হইতে পৃথক জীব নির্দেশিত হইবে । এই কারণ বলিতেছেন—“সেই জীবকেই” ইত্যাদি । চিৎপ্রতিবিশ্ব বা চিদাভাসের ধারণা এইরূপে করা যাইতে পারে—১২ শ্লোকেব পাতনিকায় বর্ণিত যে ‘ঘটাকাশ’, সেই ঘটাকাশের অশ্লিত জলপূর্ণ ঘটে যেমন মহাকাশের প্রতিবিশ্ব, সেইরূপ কূটস্থে কল্পিত স্থূলদেহরূপ ঘটে অবস্থান অংশ অন্তঃকরণরূপ জলে প্রতিবিশ্বিত মহাকাশদৃশ্য বাপক চৈতন্যের প্রতিবিশ্বের নাম

চিদাভাস—অর্থাৎ, ঘটাকাশস্থানীয়—কূটস্থ, ঘটস্থানীয়—স্থলদেহ, ঘটস্থ জলস্থানীয়—অবিচ্ছিন্ন অস্ত-  
করণ, ঘটস্থ জলে মহাকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয় চিদাভাস ; কূটস্থরূপ অধিষ্ঠান + চিদাভাস = জীব । ইহাঃ  
আশঙ্কা এই—রূপযুক্ত জলে রূপরহিত আকাশের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; রূপযুক্ত দর্পণে রূপ-  
রহিত লালগুণের প্রতিবিম্ব মানা যাইতে পারে ; কিন্তু রূপরহিত অবিচ্ছিন্ন অস্তঃকরণে রূপবহু-  
চৈতন্যের প্রতিবিম্ব অস্বীকাধ্য । কেননা, উক্ত দৃষ্টান্তদ্বয় হইতে নিয়ম বাহির হইতেছে, রূপযুক্ত বস্তুতে  
প্রতিবিম্ব সম্ভব । ইহার সমাধান এই—উক্ত নিয়ম ব্যভিচারী, যেহেতু নীলাদিক্রপযুক্ত অস্ফুট ঘটাদি  
বস্তুতে প্রতিবিম্ব অসম্ভব, বরং কাচাদি স্বচ্ছ বস্তুতে প্রতিবিম্বধারণ সম্ভব বলিয়া নিয়ম হইতে পারে—  
স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্ব ধারণ করে । এইহেতু এইরূপ ‘অনুমান’ হইতে পারে—স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্ব-  
যুক্ত হইবার যোগ্য,—(প্রতিজ্ঞা), যেহেতু তাহা স্বচ্ছ (হেতু), যেমন কাচাদি (উদাহরণ) । এই  
অনুমান স্বচ্ছ বস্তুই প্রতিবিম্বযুক্ততার সাধক, কেননা, যাহা যাহা স্বচ্ছ, তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান—  
এইরূপ ব্যাপ্তি ব্যভিচারশূন্য । আর যাহা যাহা রূপবান তাহা তাহা প্রতিবিম্ববান, এইরূপ ব্যাপ্তি  
নীলাদিক্রপবান ঘটাদিতে ব্যভিচারহুত বলিয়া, ‘রূপযুক্ত বস্তু প্রতিবিম্ববান হইবার যোগ্য’—  
(প্রতিজ্ঞা), রূপবান বলিয়া—(হেতু),—এইরূপ অনুমান রূপযুক্ত বস্তুতে প্রতিবিম্বের সাধক  
হইতে পারে না । অবিচ্ছিন্নশরূপ অস্তঃকরণ রূপরহিত হইলেও, সত্ত্বগুণপ্রধান বলিয়া স্বচ্ছ,  
এইহেতু চৈতন্যের প্রতিবিম্বযুক্ত । তৎসাধক অনুমান হইবে—‘অবিচ্ছিন্নশরূপ অস্তঃকরণ চৈতন্য  
প্রতিবিম্বযুক্ত হইবার যোগ্য’—(প্রতিজ্ঞা), ‘যেহেতু তাহা স্বচ্ছ’—(হেতু), যেমন দর্পণ  
(উদাহরণ) ।

অস্তঃকরণের চৈতন্যচাক্ষাণধারণ শ্রুতিকর্ষক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া তাহা লইয়া  
তর্কোপাধন অনির্ধেয় ; কেননা, দৃষ্ট কল্পনারূপ যুক্ত পুরুষবুদ্ধিকল্পিত বলিয়া শ্রুতান্ত্র দিব্যে প্রাপ্ত  
হইবার অযোগ্য । স্বর্গাদির অস্তিত্বে দৃষ্ট কল্পনা না চলিলেও স্বর্গাদি শ্রুতান্ত্র বলিয়া স্বীকৃত  
হইয়া থাকে । আর চিচ্ছায়া বা চিদাভাস সম্বন্ধে স্পষ্ট শ্রুতিবচন রহিয়াছে—[ জীবেশাবাসেন  
করোতি—নৃসিংহান্তরতাপনীয়, কণ্ডিকা ৯ ]—(মায়) আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের সঙ্গ  
করেন । [ ছায়াতপো ব্রহ্মবিদো বদন্তি কঠ উ, ৩১ ]—ব্রহ্মবিদগণ জীব ও পরমাত্মাকে প্রতিবিম্ব ও  
স্বর্ষের ছায়া বিলক্ষণ বর্ণন করেন । [ রূপং রূপং প্রতিক্রপো বভূব—বৃহদা উ, ২।৫।২ ]—প্রতি উপাদিতে  
প্রতিবিম্বরূপ ধারণ করিলেন । [ এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ । একথা বহুধা চৈব দৃশ্যে  
জলচন্দ্রবৎ ॥ -ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২ ]—একই ভূতাত্মা ভিন্ন ভিন্ন ভূতে অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ছায়া একই  
রূপে ও বহুরূপে দৃষ্ট হয় । ২৩

## ২। জীব ও কূটস্থের অন্যান্যাদ্যাস ।

ভাল, জীব হইতে ভিন্ন কূটস্থ যদি থাকেন, তবে তাঁহার প্রতীতি হয় না কেন ? এইরূপ  
আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—জীবদ্বারা তিনি তিরোহিত হ’ন বলিয়া সেই কূটস্থের প্রতীতি হয় না ।  
ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ক) জীব ও কূটস্থের  
অন্তোন্তোদ্যাসের স্বরূপ ।

জলব্যোম্মা ঘটাকাশো যথা সর্বস্তিরোহিতঃ ।

তথা জীবেন কূটস্থঃ সোহন্যোন্তোদ্যাস উচ্যতে ॥২৪

অর্থ—যথা জলব্যোম্য ঘটাকাশঃ সর্বঃ তিরোহিতঃ ( ভবতি ) তথা জীবেন কূটস্থঃ ( তিরোহিতঃ ) । সঃ অগ্নোত্তাপ্যাসঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—( কূটস্থ চৈতন্য সংসাররূপ উপাধিবর্জিত এবং জীবচৈতন্য সংসার-রূপ উপাধিবিশিষ্ট, এইরূপে তত্ত্বতঃ পৃথক্ বলিয়া নির্দিষ্ট হইলেও ) যেমন জলাকাশ দ্বারা ঘটাকাশ তিরোহিত অর্থাৎ সমাবৃত হইয়া থাকে, সেইরূপ জীবদ্বারা ( জীবের অজ্ঞানপ্রাবল্যবশতঃ ) কূটস্থ সমাবৃত থাকেন, প্রতীত হন না । জীব-দ্বারা কূটস্থের সেই তিরোধান “শারীরক-ভাঙ্গা” প্রভৃতি গ্রাহ্য “অগ্নোত্তাপ্যাস” বলিয়া কথিত হইয়াছে ।

টীকা—( শঙ্কা ) ভাল, এই জীবদ্বারা অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা কূটস্থ সমাবরণ ত’ কোনও দ্বন্দ্ব প্রতীপাদিত হয় নাট । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যেই তিরোধান বা সমাবরণ অধ্যাস’ ( ‘অগ্নোত্তাপ্যাস’ ) শব্দে কথিত হইয়াছে বলিয়া, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না । ‘উচ্যতে’—কথিত হইয়াছে, ‘শারীরক-ভাঙ্গাদি শাস্ত্রে’ এইরূপ পদ যোজন্য কবিত্ব অর্থ বুঝিতে হইবে ( য পৰ্বাশিষ্ট স্তম্ভব্য ) । ২৪

( শঙ্কা ) ভাল, যদি জীবদ্বারা কূটস্থের এই সমাবরণই অব্যাস হয়, তবে সেই অব্যাসেব কাবরণরূপ অবিজ্ঞা কি প্রকার, তাহা বলিতে হইবে । এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—  
ন সমাবরণস্য জীব ও কূটস্থ এই দুইয়ের ভেদ যে প্রতীত হয় না, সেই অপ্রতীতি অবিজ্ঞা :—

গ) অব্যাসেব কাবরণ অবিজ্ঞা ।  
অয়ং জীবো ন কূটস্থং বিবিনাক্তি কদাচন ।

অনাদিরবিবেকোহয়ং মূল্যবিজ্ঞোতি গম্যতাম্ ॥ ২৫

অর্থ—অয়ম্ জীবঃ কদাচন কূটস্থম্ ন বিবিনাক্তি, অয়ম্ অনাদিঃ অবিবেকঃ মূল্যবিজ্ঞা ইতি গম্যতাম্ ।

অনুবাদ—এই জীব কখনই কূটস্থ চৈতন্যের স্বরূপ বিচার করিতে পারে না অর্থাৎ আপনা হইতে পৃথক্ করিয়া বুঝিতে পারে না । এই যে অনাদিকালের অবিবেক অর্থাৎ কার্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূল্যবিজ্ঞা, এইরূপ বুঝিতে হইবে ।

টীকা—কার্যরূপ অবিজ্ঞা ও কারণরূপ অবিজ্ঞা এই দুইটি বুঝিবার জন্য কয়েকটি কথা জানা আবশ্যক । বিচার করিলে যাহা থাকে না এইরূপ আবরণ ও বিক্ষেপশক্তিবিশিষ্ট, অনাদি ভাবরূপ ( Positive ) যে পদার্থ ( অর্থাৎ বিজ্ঞার অভাবরূপ Negative পদার্থ নহে ), গৃহীকৈত অবিজ্ঞা বলে । সেই অবিজ্ঞা মূল্যবিজ্ঞা ও তূল্যবিজ্ঞা ভেদে দুই প্রকারে হইয়া থাকে । যাহা শুদ্ধচৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে, তাহা মূল্যবিজ্ঞা । যাহা ঘটাদি উপাধিবিশিষ্ট চৈতন্যকে আবরণ করিয়া রাখে অর্থাৎ যাহা রজ্জু প্রভৃতিতে দৃষ্ট সর্প প্রভৃতির উপাদানকারণ, তাহাকে তূল্য-বিজ্ঞা কহে । সেই মূল্যবিজ্ঞা আবার কার্য ও কারণভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে । এক বস্তুকে অন্য বস্তু বলিয়া গ্রহণরূপ যে প্রতীতি, তাহাই কার্যরূপ অবিজ্ঞা । আর আবরণ ও

বিক্ষেপ-শক্তিবিশিষ্ট অনাদি ভাবরূপ যে অবিজ্ঞা, তাহা উক্তরূপ প্রতীতির কারণ, তাহাই কাবধরূপ অবিজ্ঞা। সেই কার্য্যরূপ অবিজ্ঞা আবার চারি প্রকার, যথা (১) দেহাদিরূপ অনাস্রবস্তুরে আবদ্ধ-বুদ্ধি, (২) আকাশাদিরূপ অনিত্যবস্তুরে নিত্যবুদ্ধি, (৩) ধনাদিরূপ দুঃখকর বস্তুরে সুখবুদ্ধি, (৪) এবং প্রিয়জনদের দেহসংসর্গাদিরূপ অশুচি বস্তুরে শুচিবুদ্ধি। পাতঞ্জল দর্শনে যে অবিজ্ঞা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি “ক্লেশ” উক্ত হইয়াছে, (সাধনপাদ, সূত্র ১, “যোগমণিপ্রভা” ৪২ পৃঃ দ্রষ্টব্য) তন্মধ্যে শেষোক্ত চারিটি কার্য্যরূপ অবিজ্ঞারই অন্তর্গত। বুদ্ধি ও আত্মার একতাপ্রতীতির নাম অস্মিতা; তাহাই সামান্যাহঙ্কার নামে পরিচিত। অল্পকুলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম রাগ; প্রতিকূলতাজ্ঞান হইতে উৎপন্ন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহার নাম দ্বেষ; মরণভয়ে শরীর-রক্ষার যে আগ্রহ, তাহার নাম অভিনিবেশ। প্রথম ক্লেশরূপ অবিজ্ঞা মূলবিজ্ঞা হইলেও তাহা অপর চারিটির কারণ বলিয়া, সেই কার্য্যরূপ অবিজ্ঞায় বর্ত্তমান। এই শ্লোকে ও মূলবিজ্ঞার উল্লেখ হইয়াছে, তাহা সর্বপ্রকার দৃষ্ট (প্রত্যক্ষ) অনর্থের হেতু বলিয়া, তাহাকে কার্য্যবিজ্ঞা বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৫

২৩ সংখ্যক শ্লোকে যে “জীবের” উল্লেখ হইয়াছে, সেই জীব অবিজ্ঞাকল্পিত—ইহা বুঝাইবার জন্য অবিজ্ঞার বিভাগ করিতেছেন :-

(গ) অবিজ্ঞার দুইবিভাগ  
(আবরণ ও বিক্ষেপ,  
আবরণের স্বরূপ।)

বিক্ষেপাবৃত্তিরূপাভ্যাং দ্বিধাবিজ্ঞা ব্যবস্থিতা।

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইত্যাশ্রয়াদনমাবৃত্তিঃ ॥২৬

অর্থ—বিক্ষেপাবৃত্তিরূপাভ্যাম্ অবিজ্ঞা দ্বিধা ব্যবস্থিতা; কূটস্থঃ ‘ন ভাতি’ ‘নাস্তি’ ইত্য  
আপাদনম্ আবৃত্তিঃ।

অনুবাদ—বিক্ষেপশক্তি অর্থাৎ ‘আমি কর্তা’, ‘আমি ভোক্তা’ ইত্যাদি—‘শোক’-রূপ (অকৃতার্থবুদ্ধিরূপ) সংসারসহিত দেহাদি প্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞান, যদ্বারা উৎপন্ন হয়, সেই শক্তি এবং আবরণ-শক্তি এই উভয়রূপে অবিজ্ঞা বিদ্যমান; তন্মধ্যে যে শক্তি, ‘নিত্যপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য প্রকাশিত হইতেছে না’, ‘সেই কূটস্থ চৈতন্য নাই’—এইরূপ ব্যবহারের হেতু, তাহাকে আবরণশক্তি বলে।

টীকা—উক্ত উভয় শক্তির মধ্যে আবরণশক্তি বিক্ষেপশক্তির কাবধ বলিয়া অগ্রগণ্য অর্থাৎ প্রথমে উল্লেখযোগ্য—এইহেতু প্রথমেই আবরণশক্তির নির্দেশ করিতেছেন। কূটস্থ—“ন ভাতি” প্রকাশিত হইতেছে না, “নাস্তি”—তাহা নাই—এই প্রকার ব্যবহারের হেতুকে আবরণশক্তি বলিয়া বুঝিতে হইবে। ২৬

(শঙ্কা) ভাল, সেই অবিজ্ঞা ও সেই অবিজ্ঞাজনিত আবরণ যে আছে, তদ্বিষয়ে প্রশ্ন কি? এরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তদ্বিষয়ে লোকের অনুভবই প্রশ্ন।

(ঘ) অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-অজ্ঞানী বিদ্যুৎ পৃষ্ঠঃ কূটস্থং ন প্রবুধ্যতে।

কৃত আবরণের অন্তর্ভুক্ত  
নিজানুভূতিই প্রশ্ন।

ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বুদ্ধা বদত্যপি ॥ ২৭

অর্থ—(তম কূটস্থম্ বেংসি ইতি) বিজ্ঞা পৃষ্ঠঃ (অসৌ) অজ্ঞানী কূটস্থম্ ন প্রবৃথ্যতে (বৃথাতু দিবাদি আত্মনেপদী কৰ্ত্ত্বাচ্যে) ; কূটস্থঃ ন ভাতি, ন অস্তি ইতি বুদ্ধা বদতি অপি।

অনুবাদ—কোনও জ্ঞানী পুরুষ, কোনও অজ্ঞানীকে ‘তুমি কি কূটস্থকে জান?’ এইরূপে জিজ্ঞাসা করিলে, সে ‘আমি কূটস্থচৈতন্য জানি না, কূটস্থচৈতন্য আমার বুদ্ধিতে প্রকাশ পায় না, কূটস্থচৈতন্য বলিয়া কোনও পদার্থ নাই’—এইরূপ অনুভব করে এবং বলিয়াও থাকে।

টীকা—“বিজ্ঞা পৃষ্ঠঃ”—‘তুমি কূটস্থকে জান কি?’ এইরূপে কোনও জ্ঞানিকর্ত্তক প্রশ্ন করা হইলে, (অসৌ) “অজ্ঞানী”—কোন অজ্ঞানী পুরুষ, “কূটস্থম্ ন প্রবৃথ্যতে”—কূটস্থকে জানে না অর্থাৎ ‘আমি জানি না’ এইরূপে অজ্ঞানকে অনুভব করিয়া বলে। ইহাই অজ্ঞানের অনুভব। সে কেবল যে অজ্ঞানের অনুভবের কথাই বলিয়া থাকে, এরূপ নহে, কিন্তু “কূটস্থঃ ন ভাতি ন অস্তি ইতি বুদ্ধা”—‘কূটস্থ বলিয়া কোনও পদার্থ নাই এবং (আমার বুদ্ধিতে) কূটস্থ প্রকাশ পায় না’ এইরূপে কূটস্থের অভাব ও অভান বা অপ্রতীতিক অনুভব করিয়া থাকে। ইহাই আবরণের অনুভব। এইহেতু অবিজ্ঞা ও আবরণ এই উভয় বিষয়েই অনুভবরূপ প্রমাণ দৃষ্টবাচ্ছে। ২৭

(শঙ্কা) ভাল, আপনার (বেদান্ত-মতে) আত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া সেই স্বপ্রকাশ আত্মায় ত’ অবিজ্ঞা থাকিতে পারে না, কেননা, তেজ বা সূর্য্য এবং অন্ধকার যেমন পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাব বলিয়া পরস্পর সম্বন্ধ হইতে পারে না, সেইপ্রকার আত্মা ও অবিজ্ঞাও মধ্যে সম্বন্ধ ঘটিতে পারে না। আবার অবিজ্ঞার অভাবে, আত্মায় অবিজ্ঞাকৃত আবরণ, অনেক চেষ্টা করিলেও কোন প্রকাৰেই সিদ্ধ হইতে পারে না; আবার সেই আবরণের অভাবে আবরণজনিত বিক্ষেপরূপ সংসার অসম্ভব হইয়া পড়ে; আবার সেই বিক্ষেপ না থাকিলে, জ্ঞানবিনাশ অনর্থের অভাব হয়; তাহা হইলে জ্ঞান ব্যর্থ বা নিস্পয়োজন হইয়া পড়ে। আবার সেই জ্ঞান নিস্পয়োজন হইলে জ্ঞানপ্রতিপাদক বেদান্তশাস্ত্রেরও প্রামাণ্য থাকে না। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূর্ব্বশ্লোকোক্ত লোকানুভবই এইরূপ শঙ্কা বাদক। এই কথাই বলিতেছেন:—

স্বপ্রকাশে কুতোহবিজ্ঞা তাং বিনা কথমাবৃতিঃ।

ইত্যাদি তর্কজালানি স্বানুভূতিগ্রাসত্যসৌ ॥ ২৮

অর্থ—স্বপ্রকাশে অবিজ্ঞা কুতঃ (আগচ্ছৎ) ; তাম্ (অবিজ্ঞাম্) বিনা আবৃতিঃ কথম্ (তাং) ইত্যাদি তর্কজালানি অসৌ স্বানুভূতিঃ গ্রাসতি।

অনুবাদ—যদি কাহারও মনে এইরূপ তর্ক বা আশঙ্কা উপস্থিত হয় যে, স্বপ্রকাশ আত্মায় অবিজ্ঞা কোথা হইতে আসিবে? (সূর্য্যে ত’ অন্ধকার থাকিতে পারে না) আর, অবিজ্ঞা যদি না থাকে, তবে আবরণ কি প্রকারে ঘটিবে?



ইত্যাদি প্রকারের তর্কসমূহকে ( ২৭শ শ্লোকবর্ণিত ) নিজ অনুভবই নিবারণ করিবে। কেননা, যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়, কোন তর্কই তাহার বাধা ঘটাইতে পারে না।

টীকা—‘ন হি দৃষ্টেহমুপপন্নম্’—যাহা প্রত্যক্ষ অনুভূত হইতেছে তদ্বিষয়ে অনুপপত্তি অর্থাৎ অসম্ভাবনা আসিতেই পারে না—এই নীতিই এই ২৮শ শ্লোকে অবলম্বিত হইয়াছে। কিন্তু চৈতন্য ও অবিজ্ঞা এতদুভয়ের পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবতা ও বিনাভাবের প্রতিপাদনের জন্ত যে তেজঃ সূর্য্যের এবং অন্ধকারের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হয়, সেই দৃষ্টান্তটি বস্তুতঃ একদেখী, সার্বভৌমিক নহে। আলোকবিশ্লেষণ যন্ত্রের (Spectroscope) সাহায্যে সপ্রমাণ হইয়াছে যে সূর্য্য দহমান ধাতু পদার্থের সমষ্টি অর্থাৎ অগ্নিরই এক বিশেষ রূপ। সেইহেতু ‘সূর্য্য’শব্দে অগ্নিকেই বুঝিতে হয়; কিন্তু অগ্নির দুইটি রূপ—বিশেষ ও সামান্য। এই দুইটি যথাক্রমে প্রজ্জ্বলিত ও অপ্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রন দৃষ্ট হয়। প্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রনের বা অগ্নিবিশেষরূপ, অন্ধকারের বাধক হইতে পারে বটে; সেইরূপ বৃত্তাকৃতি বিশেষ চৈতন্যও অজ্ঞানের বাধক হইতে পারে; কিন্তু অগ্নিব সামান্যরূপ যাহা ঘর্ষণাদির দ্বারা বিশেষভাবে প্রাপ্ত হয়, তাহা অন্ধকারের বাধক নহে; অর্থাৎ অপ্রজ্জ্বলিত ইন্দ্রন ও অন্ধকার যেমন অবিরোধে থাকে, সেইরূপ সূক্ষ্মপ্তি, মূর্ছা প্রভৃতি অবস্থায় প্রকাশমান সামান্য চৈতন্য ও অজ্ঞান অবিরোধে থাকিতে পারে। এই কারণে প্রত্যক্ষানুভবের সাহায্যে তৎকাল নিবর্তিত হইল। ২৮

( শঙ্কা ) ভাল, ২৮শ শ্লোকোক্ত তর্কের সহিত ২৭শ শ্লোকোক্ত অনুভবের বিরোধ হওয়ায়, উক্ত অনুভব আভাসমাত্র অর্থাৎ অসত্য বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে; অতএব তদ্বারা কোনও তত্ত্ব-নিশ্চয় হইতে পারে না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে, যদি অনুভবের প্রামাণ্য স্বীকার না করিয়া কেবল তর্ককেই তত্ত্বনির্ণায়ক বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তাহা হইলে কোন স্মৃতি তত্ত্বনির্ণয় হইতে পারে না, কেননা, ‘তর্কপ্রতিষ্ঠানাৎ’ ইত্যাদি সূত্র ( ব্রহ্মসূত্র ২।১।১১ ) রহিয়াছে—তর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় না—স্থির থাকে না; সুতরাং তর্কে অপ্রতিষ্ঠা-দোষ আছে। এই কথাই বলিতেছেন :—

( ৬ ) অনুভববিরুদ্ধ তর্ক স্বানুভূতাবস্থাস্থানে তর্কস্থাপনবস্থিতেঃ।

আদরণীয় নহে।

কথং বা তর্কিকম্মন্যস্তত্ত্বনিশ্চয়মাপ্নুয়াৎ ॥ ২৯

অর্থ—স্বানুভূতী অবস্থাস্থানে তর্কস্ত্রুপি অনবস্থিতেঃ, তর্কিকম্মন্যঃ তত্ত্বনিশ্চয়ং কথং বা আপ্নুয়াৎ।

অনুভব ও টীকা—স্বপ্নাদির জায় ভ্রমসঙ্কুল বলিয়া, যদি নিজের অনুভূতির উপর বিশ্বাসস্থাপন করা না যায়, তাহা হইলে, পক্ষান্তরে, তর্কও অপ্রতিষ্ঠা বা নির্ভরযোগ্য নহে বলিয়া, যিনি আপনাকে তর্কিক মনে করেন—তর্ক ভিন্ন তত্ত্বনির্ণয়ের উপায়ান্তর নাই, মনে করেন, তিনি কি প্রকারে বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় করিবেন? ২৯

( শঙ্কা ) অনুভূতির দ্বারা তত্ত্বনিশ্চয় হয় বটে, কিন্তু অনুভূতির বিষয় যে সম্ভাবিত, তাহা জানিবার জন্ত তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করা আবশ্যক—মানা যাইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কার

হইবে বলিতেছেন, তর্ক অনুভবানুসারী হইলেই আদরণীয়,—অনুভববিরুদ্ধ হইলে পরিত্যজ্য।  
এই কথাই বলিতেছেন :—

১) অনুভবের অনুসারী  
কুটস্থ আদরণীয়।  
**বুদ্ধ্যারোহায় তর্কশ্চেদপেক্ষ্যেত তথা সতি।**  
**স্বানুভূত্যানুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥ ৩০**

অর্থ—বুদ্ধ্যারোহায় তর্কঃ অপেক্ষ্যেত চেৎ, তথা সতি স্বানুভূত্যানুসারেণ তর্ক্যতাম্ মা কুতর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—কোনও অর্থ সম্ভাবিত বলিয়া বুদ্ধিতে ধারণা করাইবার জন্য তর্কের অপেক্ষা আছে, যদি এইরূপ বল, তবে স্বীয় অনুভূতির অনুসরণ করিয়া প্রত্যেক তর্ক কর, কুতর্ক করিও না; ( কুতর্কে অনিষ্টসম্ভাবনা )। ৩০

( শঙ্কর ) ভাল, সেই অনুভবটি কি প্রকার, বাহ্যিক অনুসরণ করিলে তর্ক আদরণীয় হইবে? এইরূপ জ্ঞানিয়ার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া ( ২৭শ শ্লোকে ) বর্ণিত যে অনুভব অবিজ্ঞা ও আদরণকে নষ্ট করিয়া দেয়, সেই অনুভবের কথা স্মরণ করাইতেছেন :

২) অবিজ্ঞানবিষয়ক  
অনুভব অনুসরণ করাইয়া  
প্রতিপক্ষের উত্তর।  
**স্বানুভূতিরবিজ্ঞান্যামারতো চ প্রদর্শিতা।**  
**অতঃ কুটস্থচৈতন্যমবিরোধীতি তর্ক্যতাম্ ॥ ৩১**

অর্থ—স্বানুভূতিঃ অবিজ্ঞান্যাম্ আরতো চ প্রদর্শিতা, অতঃ কুটস্থচৈতন্যম্ অবিরোধীতি ইতি তর্ক্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—অবিজ্ঞা ও আদরণবিষয়ক নিজানুভব পূর্বে ( ২৭শ শ্লোকে ) প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার ফলে এই দাঁড়ায় যে, কুটস্থচৈতন্যের সহিত অবিজ্ঞা ও আদরণের বিরোধ নাই—এইরূপেই তর্ক করা আবশ্যিক। ৩১

সেই অনুভবের অনুসারী তর্ককে আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

৩) ৩০শ শ্লোকান্ত  
প্রদত্ত প্রমাণ ও অবিজ্ঞার  
বিরোধী বিচার।  
**তচ্চেদ্বিরোধি কেনৈয়মারতিহ্যনুভূয়তাম্।**  
**বিবেকস্ত বিরোধ্যস্তাস্তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্ ॥ ৩২**

অর্থ—তৎ বিরোধি চেৎ, ইয়ম্ আরতিঃ কেন হি অনুভূয়তাম্? বিবেকঃ তু অস্তাঃ বিরোধী তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি ( অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞার আদরণশক্তির প্রকাশক কুটস্থ- ) চৈতন্যকে ( তত্ত্বজ্ঞানের ) বিরোধী বলিয়া স্বীকার কর, তবে এই আদরণকে কি প্রকারে অনুভব করিবে ( ও করিলে )? অতএব তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষেই বিবেক যে অবিজ্ঞার বিরোধী, তাহা দেখিয়া লও।

টীকা—বাহার দ্বারা অবিজ্ঞা ও আবরণের অন্তিও সিদ্ধ হয়, সেই চৈতন্যকে তত্ত্বভাবের বিবেচনা বলিয়া মানিলে, ‘কূটস্থ আমি জানি না’—এই আকারের অবিজ্ঞার প্রতীতি হইতে পারে না; অর্য সেইরূপ প্রতীতি হয়, দেখা যাইতেছে; এইহেতু কূটস্থ অবিজ্ঞার বিরোধী নহে, ইহাই তাৎপর্য, তাহা হইলে সেই অবিজ্ঞার বিরোধী কে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“বিবেকঃ”—উপনিষদ্বিচারজনিত জ্ঞান, “অজ্ঞাঃ বিরোধী”—এই অবিজ্ঞার নাশক। ভাল, বিবেক ও অবিজ্ঞার নাশক, তাহা কোথায় দেখা যায়? এইহেতু বলিতেছেন—“তত্ত্বজ্ঞানিনি দৃশ্যতাম্”—যিনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছেন তিনিই এ বিষয়ে প্রমাণ। ৩২

এই প্রকারে অবিজ্ঞা ও আবরণ সপ্রমাণ করিয়া বিক্ষেপের অধ্যাস বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) শুক্তিদৃষ্টান্তদ্বারা অবিজ্ঞারূতকূটস্থে দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ ।  
বিক্ষেপাধ্যাসের স্বরূপ-  
বর্ণন ।  
শুভ্তৌ রূপ্যবদধ্যস্তা বিক্ষেপাধ্যাস এব হি ॥৩৩

অর্থ—অবিজ্ঞারূতকূটস্থে শুভ্তৌ রূপ্যবৎ অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব ।

অনুবাদ—যেমন শুক্তিতে রজতের অধ্যাস হয়, সেইরূপ অবিজ্ঞার আবরণ-শক্তির দ্বারা আবৃত কূটস্থচৈতন্যে অবিজ্ঞার বিক্ষেপশক্তির দ্বারা স্থূলশরীর ও সূক্ষ্মশরীরের সহিত যে চিদাভাসের অধ্যাস, তাহাই বিক্ষেপাধ্যাস ।

টীকা—“অবিজ্ঞারূতকূটস্থে”—পূর্বে ২৭শ শ্লোকে যে অবিজ্ঞা ও আবরণ বর্ণিত হইয়াছে সেই অবিজ্ঞা ও আবরণবৃত্ত কূটস্থে অর্থাৎ প্রতাগায়ায়, “অধ্যস্তা দেহদ্বয়যুতা চিতিঃ”—আবোপিত স্থূল-সূক্ষ্ম-শরীরসহিত যে চিদাভাস, “হি বিক্ষেপাধ্যাসঃ এব”—তাহারই নাম বিক্ষেপাধ্যাস, ইহাই অর্থ ৩৩

এই বিক্ষেপের অধ্যাসরূপতা বা ভ্রান্তি সিদ্ধ করিবার নিমিত্ত শুক্তিরজতের অধ্যাসের সহিত তুল্যতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ঞ) বিক্ষেপাধ্যাসেব শুক্তিগত অধ্যাসের  
সহিত সাদৃশ্য-সামা-  
জ্ঞাংশের প্রতীতি ।  
ইদমংশঃ সত্যত্বং শুক্তিগং রূপ্য ঐক্ষ্যতে ।  
স্বয়ত্ত্বং বস্তুতা চৈবং বিক্ষেপে বৌক্ষ্যতেহন্যগম্ ॥৩৪

অর্থ—ইদমংশঃ সত্যত্বং শুক্তিগং (ইতি দ্বয়ং) রূপ্য ঐক্ষ্যতে । এবম্ অন্তগম্ স্বয়ত্ত্বং বস্তুতা চ বিক্ষেপে বৌক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—যেস্থলে শুক্তিকায় রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে শুক্তিকায় ইদমংশ—‘এই-একটা-কিছু’ এইরূপ ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার রজতেও দেখা যায়; এইরূপ কূটস্থগত স্বয়ংরূপতা-ব্যবহার এবং সত্যবস্তু বলিয়া ব্যবহার অধ্যস্ত-বিক্ষেপেও দেখা যায় ।

টীকা—“ইদমংশঃ সত্যত্বং শুক্তিগম্” (ইতি দ্বয়ং)—শুক্তিকায় যে ‘এই-একটা-কিছু’ বলিয়া

বাহার অর্থাৎ সম্মুখদেশবর্তিতা ও বর্তমান কালের সহিত সম্বন্ধতা এবং বাহ্যের অযোগ্যতা অর্থাৎ সত্যাকপতা, “রূপো ঙ্গক্ষ্যতে”—আরোপিত রূপোও দেখা যায়; “এবম্”—এইরূপ, “অন্তগম্ স্বয়ম্ বস্তুতা চ”—অন্তগত অর্থাৎ কূটস্থে স্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা, “বিক্ষেপে বীক্ষ্যতে”—আরোপিত চিদাভাসেও দৃষ্ট হয়, ইহাই অর্থ। ভ্রান্তির সহিত বাহার প্রতীতি হয় এবং বাহ্য প্রতীতি না হইলে ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় না, সেইটুকুই অধিষ্ঠান (বা আধার) এবং অধ্যাত্মের সামান্যংশ। দৃষ্টান্তস্থিত ‘ইদমংশ’ অর্থাৎ সম্মুখবর্তী এই-একটা-কিছু-রূপতা এবং বাহ্যের অযোগ্যতা বা সত্যতা এবং সিক্তান্তস্থিত স্বয়ংরূপতা ও বাস্তবতা—এই দুইটিই উভয়েব সামান্যংশ—দুইয়েব মধ্যে সাধারণ। বাহ্য ভ্রান্তিকালে প্রতীত হয় না কিন্তু বাহ্য প্রতীতি হইলে ভ্রান্তি দূর হয়, তাহাই বিশেষাংশ; তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। দৃষ্টান্ত শুক্তিকার এই বিশেষাংশ হইতেছে নীলপৃষ্ঠতা, ত্রিকোণতা, শুক্তিব প্রভৃতি এবং সিক্তান্তরূপ কূটস্থে তাহা চেতনতা, অসঙ্গতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, প্রভৃতি। ৩৪

শুক্তি ও কূটস্থ এই দুই স্থলে সামান্যংশের প্রতীতির তুল্যতা দেখাইয়া বিশেষাংশের মপ্রতীতির তুল্যতা দেখাইতেছেন :—

৩) বিশেষাংশের অপ্র-  
তীতি লক্ষ্যই বিক্ষেপা-  
বাস ও শুক্তির রজত-  
বাসের তুল্যতা।

নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্।

অসঙ্গানন্দতাশ্চৈব কূটস্থেহপি তিরোহিতম্ ॥ ৩৫

অর্থ—নীলপৃষ্ঠত্রিকোণত্বং যথা শুক্তৌ তিরোহিতম্ এবম্ কূটস্থে অপি অসঙ্গানন্দতাদি তিরোহিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—আর শুক্তিকার রজতব্রমের কালে যেমন শুক্তিকার নীলবর্ণ পৃষ্ঠদেশ ও ত্রিকোণতা তিরোহিত থাকে, সেইরূপ কূটস্থচেতনেরও অসঙ্গতা আনন্দতা প্রভৃতি তিরোহিত থাকে। ৩৫

অপর এক তুল্যতা দেখাইতেছেন :—

৪) বিক্ষেপাদান ও শুক্তি-  
পাতি রজতাদান এতদ্ব্যভেদ-  
নামকল্পনা লক্ষ্য তুল্যতা।

আরোপিতস্ত দৃষ্টান্তে রূপ্যং নাম যথা তথা।

কূটস্থাদ্যন্তবিক্ষেপনামাহমিতি নিশ্চয়ঃ ॥ ৩৬

অর্থ—দৃষ্টান্তে আরোপিতস্ত রূপ্যং নাম যথা, তথা কূটস্থাদ্যন্তবিক্ষেপনাম অহম্ ইতি নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—শুক্তিকার দৃষ্টান্তে আরোপিত বুদ্ধির নাম রজত ; সেইরূপ কূটস্থে অধ্যাত্ম বিক্ষেপের নাম অহম্ বা আমি, এই নিশ্চয় হয়।

টীকা—দৃষ্টান্ত শুক্তিতে আরোপিত পদার্থের যেরূপ ‘রজত’ এই নাম হয়, সেইরূপ দৃষ্টান্তে কূটস্থে কল্পিত ( ৩৩শ শ্লোকে বর্ণিত ) চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের ‘অহম্’ বা ‘আমি’ এই নাম হয়, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৬

( শব্দ ) ভাল, দৃষ্টান্তে সম্মুখবর্তী দেশে অবস্থিত শুক্তিকাংশের সহিত ইন্দ্রিয়সম্বন্ধ ঘটিলে পর, ‘ইহা রজত’ এই প্রকারে, সেই শুক্তিকা হইতে ভিন্ন রজতের যে অভিমান ‘রজত

দেখিয়াছি' এইরূপ প্রতীতি হয়, তাহা যেন বুঝা গেল ; সেইরূপ, দার্ষ্টান্তিক যে কুটস্থ আত্মা, তাহাতে ত' আত্মা হইতে ভিন্ন বস্তুর অভিমান বুঝা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার সমাধানকল্প বলিতেছেন—এই দার্ষ্টান্তরূপ চিদাত্মা স্বপ্রকাশরূপে ভাসমান হইতে থাকিলে, সেই কুটস্থ হইতে ভিন্ন 'অহম্' বা 'আমি'র অভিমান অনুভূত হয়, এইহেতু দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের মধ্যে বৈষম্য নাই— এই কথাই বুঝাইবার জন্য বলিতেছেন :—

(ড) সিদ্ধান্তের কুটস্থে  
সামান্য ও বিশেষাংশের  
ভেদের অপ্রতীতির শঙ্কা  
ও তাহার সমাধান।

ইদমংশং স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যামিত্যভিমন্যতে ।

তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্যন্ অহমিত্যভিমন্যতে ॥ ৩৭

অর্থ—ইদমংশম্ স্বতঃ পশ্যন্ রূপ্যাম ইতি অভিমন্যতে ; তথা স্বঞ্চ স্বতঃ পশ্যন্ অহম্ ইতি অভিমন্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন লোক ইদমংশকে—এই-একটা-কিছুকে—তাহার নিজরূপে দেখিয়াও তাহাকে রজত মনে করে, সেইরূপ কুটস্থ চিদাত্মাকে নিজরূপে অনুভব করিয়াও, 'আমি' এইরূপ মনে করে । ৩৭

৩। 'স্বয়ং'-শব্দ ও 'আত্মা'-শব্দের অর্থের অভেদসহিত কুটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ।

( শঙ্কা ) ভাল, 'স্বয়ম্' শব্দ এবং 'অহম্' শব্দ এই দুইটির অর্থ একই হওয়াতে ( অর্থাৎ তত্ত্বভয়ের মধ্যে স্তম্ভি ও রজতের মত ভেদ না থাকায় ), দৃষ্টান্ত স্তম্ভি ও দার্ষ্টান্তিক আত্মার সমতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—( সমাধান ) 'ইদম্' শব্দ যেমন সামান্যরূপের অভিযাজক এবং 'রূপ্য' শব্দ বিশেষরূপের অভিযাজক, সেইরূপ 'স্বয়ং' শব্দ সামান্যরূপের অভিযাজক এবং 'অহম্' শব্দ বিশেষরূপের অভিযাজক বলিয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা ঘটিতেছে ; এইহেতু 'দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের কি প্রকারে সমতা ঘটিবে ?' এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই কথাই বলিতেছেন :—

(ক) 'স্বয়ং' শব্দের এবং  
'অহম্' শব্দের অর্থভেদ-  
বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার  
সমাধান।

ইদম্বরূপ্যতে ভিন্নে স্বদ্বাহন্তে তথেষ্যতাম্ ।

সামান্যঞ্চ বিশেষশ্চ উভয়ত্রাপি গম্যতে ॥ ৩৮

অর্থ—ইদম্বরূপ্যতে ভিন্নে, তথা স্বদ্বাহন্তে ইত্যতাম্ ; সামান্যম্ বিশেষশ্চ উভয়ত্রাপি গম্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—ভ্রমদৃষ্টান্তে, স্তম্ভিকার ইদং-ভাব যেমন সামান্যরূপ এবং রজতভাব বিশেষরূপ বলিয়া ভিন্ন, সেইরূপ দার্ষ্টান্ত কুটস্থচৈতন্যে স্বয়ংভাব সামান্যরূপ এবং অহং ভাব বিশেষরূপ ; এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্ত এই উভয় স্থলেই সামান্য ও বিশেষভাব লইয়া দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতা বৃদ্ধিতে হইবে । ৩৮

স্বয়ং-শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা এই অর্থটি পরিষ্কৃত করিবার জন্য, প্রথমে লোকপ্রসিদ্ধ ব্যবহার দেখাইতেছেন :—

৪. স্বয়ং-শব্দের অর্থ দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ ত্বং বীক্ষস্ব স্বয়ং তথা ।  
সামান্যরূপতা, লৌকিক ব্যবহারে বৃষ্ট হয় । অহং স্বয়ং ন শক্রেমীত্যেবং লোকে প্রযুক্ত্যতে ॥ ৩৯

অর্থ — ‘দেবদত্তঃ স্বয়ং গচ্ছেৎ’ তথা ‘ত্বং স্বয়ং বীক্ষস্ব’, ‘অহং স্বয়ং ন শক্রেমি’ ইতি এবম্ লোকে প্রযুক্ত্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ স্বয়ং অর্থাৎ নিজে যাইতেছে ; সেইরূপ ‘তুমি স্বয়ং ( নিজে ) দেখ’ ; ‘আমি স্বয়ং সমর্থ নহি’—লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয় । ৩৯

( শঙ্কা ) ভাগ, লৌকিক ব্যবহারে এইরূপ প্রয়োগ হয়, মানিলাম ; ইহাব দ্বারা ‘স্বয়ম্’ শব্দের সামান্যরূপতা-অর্থ কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? এইরূপ প্রশংসা করিয়া বলিতেছেন—‘ইদম্’ শব্দের অর্থের তায় ‘স্বয়ম্’ শব্দের অর্থ সামান্যরূপতা ইহাবে—ইহাই বলিতেছেন :—

৫। ‘স্বয়ম্’ শব্দের ‘সামান্য-  
রূপতা’-অর্থের সিদ্ধি বজ্র  
ইদম্-শব্দের অর্থরূপ  
উপস্থাপনদ্বারা সিদ্ধি ।

ইদং রূপ্যমিদং বস্তুমিতি যদ্বদিত্ত্বা ।

অসৌ ত্বমহমিত্যেযু স্বয়মিত্যভিমত্যাতে ॥ ৪০

অর্থ—‘ইদম্ রূপ্যম্’, ‘ইদম্ বস্তুম্’ ইতি যদ্বং, ইদম্ তথা অসৌ, ত্বম্, অহম্ ইতি এষ স্বয়ম্ ইতি অভিমত্যাতে ।

অনুবাদ—‘ইহা রজত’ ‘ইহা বস্ত্র’—এই সকল স্থলে যে প্রকার ইদম্ (= ইহা) শব্দের প্রয়োগ বা সংসর্গ, ঐ তুমি, আমি ইত্যাদি সকল স্থলে স্বয়ম্ শব্দের সংসর্গও তদ্রূপ ।

টীকা—যেমন রজত, বস্ত্র প্রভৃতি সকল স্থলেই ‘ইদম্’ শব্দের প্রয়োগ হইতে পারে বলিয়া ‘ইদম্’ শব্দের অর্থ ‘সামান্যরূপতা’, সেইরূপ ঐ তুমি, আমি, ইত্যাদি সকল স্থলেই ‘স্বয়ম্’ শব্দের সংসর্গ আছে বলিয়া সেই ‘স্বয়ম্’ শব্দের অর্থ ‘সামান্যরূপতা’ বুঝা যায়—ইহাই অর্থ । অভিপ্রায় এই—যেই ও অগ্নির তায় আত্মায় অনাত্মায় এবং অনাত্মায় আত্মায়, যে অধ্যাস তাহাকে অতোত্মাধ্যাস বলে । বুদ্ধিষ্টি চিদাভাসরূপ অনাত্মবস্তুতে কূটস্থরূপ আত্মবস্তুর অধ্যাস অতোত্মাধ্যাস ; কেননা, অনাত্মচিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধি, কূটস্থ আত্মরূপ অধিষ্ঠানে আরোপিত হইয়া অবস্থিত ; আর চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিকে লইয়াই ‘অহম্’ প্রতীতি এবং কূটস্থচৈতন্যকে লইয়াই ‘স্বয়ম্’ প্রতীতি । পূর্বেই প্রোক্ত বলা হইয়াছে ‘স্বয়ম্’ শব্দের অর্থ সকল প্রতীতিতেই অল্পহাত ( অল্পগত ), আর ‘অহম্’ ‘ত্বম্’ ইত্যাদি শব্দের অর্থ ব্যতিচারী । ‘স্বয়ম্’ শব্দের ‘কূটস্থ’-অর্থ সকল বস্তুতেই অল্পগত বলিয়া তাহাকে অধিষ্ঠান বলা হয় ; আর ‘অহম্’ ‘ত্বম্’ প্রভৃতি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যতিচারী ( জ্ঞাননিবর্ত ) বলিয়া তাহাকে অধ্যাস বলা হয় । কূটস্থ জীবের যে অধ্যাস তাহা স্বরূপাধ্যাস ; কেননা, সেই জীবই, জ্ঞানদ্বারা বাধ্যযোগ্য বস্তু ; তাহা নিজস্বরূপে আত্মরূপ অধিষ্ঠানে অধ্যাস হইয়াছে । আর জীবের যে কূটস্থের অধ্যাস, তাহা ‘কেবল সম্বন্ধাধ্যাস’ ( কেননা, অনাত্মায় যখন

আত্মার অধাস হয় তখন আত্মার অনাত্মার সহিত তাদাত্মাসম্বন্ধ অব্যস্ত হয়, আত্মার স্বরূপ—অনন্দতা, অসঙ্গতাদি নহে। ) কূটস্থ ও জীবের অধাস অতোক্তাধাস বলিয়া অজ্ঞানী তত্ত্বতরকে পৃথক্ করিতে পারে না কিন্তু কূটস্থ ও চিদাভাস পরস্পর ভিন্ন। ৪০

( শঙ্কা ) ভাল, লোকব্যবহারে স্বয়ম্ শব্দ ও অহম্ শব্দের ভেদ যেন মানা গেল, ইহা দ্বারা কূটস্থরূপ আত্মায় কি পাওয়া গেল ? এই প্রশ্ন বাদী সিদ্ধান্তীকে করিতেছেন :—

(যা) ‘স্বয়ম্’ শব্দের অর্থ অহঙ্কাদ ভিত্ত্যতাং স্বয়ং কূটস্থে তেন কিং তব।  
‘স্ব’-ব বা কূটস্থরূপতা। স্বয়ং-শব্দার্থ ঐবৈষ কূটস্থ ইতি মে ভবেৎ ॥ ৪১

অর্থ—অহঙ্কাতং স্বয়ম্ ভিত্ত্যতাম্, তেন কূটস্থে তব কিম্ ( আয়াতম্ ) ? ( উত্তর ) স্বয়ম্-শব্দার্থঃ এব এষঃ কূটস্থঃ ইতি মে ভবেৎ ।

অনুবাদ—অহং-শব্দের অর্থ হইতে যেন স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল। কিন্তু তদ্বারা কূটস্থচৈতন্যরূপ আত্মাবিষয়ে আপনি কি পাইলেন ? ( উত্তর ) যদি জীববাচক অহং-শব্দের এবং স্বয়ং-শব্দের অর্থ ভিন্ন হইল, তবে সেই স্বয়ং-শব্দের অর্থই এই কূটস্থ, ইহাই আমার সিদ্ধ হইল।

টীকা—‘সামান্য রূপ’ যে স্বয়ং-শব্দের অর্থ, তাহাই কূটস্থ—এই প্রকারে এই কূটস্থ সম্বন্ধ আমি ইহাই পাইলাম। ইহা দ্বিতীয় শ্লোকাদি সিদ্ধান্তীর উক্তি। ৪১

( শঙ্কা ) ভাল, ‘স্বয়ংরূপতা’-রূপ যে ধর্ম, তাহা অত্মনিবারকমাত্র ; তাহা কূটস্থ রূপতার বোধক নহে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন ( এবং সিদ্ধান্তী তাহার সমাধান করিতেছেন ) :—

(ঙ) কূটস্থরূপতা বিষয়ে অত্মনিবারকং স্বত্বমিতি চেদত্মনিবারণম্।  
স্বয়ং-রূপতা লইয়া শঙ্কা  
এ সমাধান। কূটস্থস্তাত্মতাং বক্তুরিষ্টমেব হি তদ্ববেৎ ॥ ৪২

অর্থ—অত্মনিবারকং স্বত্বম্ ইতি চেৎ, কূটস্থস্ত আত্মতাম্ বক্তৃঃ তৎ অত্মনিবারণম্ ইষ্টম্ এব হি ভবেৎ ।

অনুবাদ—‘স্বত্বম্’ অত্মতারই নিষেধক,—হে বাদিন্, যদি তুমি এইরূপ মনে কর, তাহা হইলে বলি, যিনি কূটস্থকেই আত্মা বলিতে চাহেন, সেই সিদ্ধান্তীর ( অর্থাৎ আমার ) পক্ষে অত্মের নিষেধ বাঞ্ছিতই হইতেছে।

টীকা—‘স্বত্বম্’-শব্দের অর্থ যে কূটস্থ তাহাই আত্মা স্বয়ং নিজেই বলিয়া স্বত্বস্তার দ্বারা অত্মরূপতর যে নিবারণ তাহা আমার ( সিদ্ধান্তীর ) ইষ্টই বটে—এইরূপে সিদ্ধান্তী শঙ্কার পরিহার করিবার জন্ত বলিতেছেন—“তাহা হইলে বলি, যিনি” ইত্যাদি। ৪২

( শঙ্কা ) ভাল, ‘স্বয়ম্’-শব্দ ও ‘আত্মন’-শব্দ পরস্পর বিভিন্ন অর্থ প্রকাশ করিবার নিমিত্ত প্রযুক্ত হয় বলিয়া তত্ত্বতরকে একার্থক বলা চলে না, যেমন ‘গো’ শব্দ এবং ‘অশ্ব’ শব্দকে একার্থক

বলা চলে না। তাহা হইলে কুটস্থার্থক ‘স্বয়ং’ শব্দে কি প্রকারে আত্মরূপতা বুঝা যাইতে পারে? এইরূপ প্রশঙ্কা উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) যেমন ‘হস্ত’ শব্দ ও ‘কর’ শব্দ একপার্থ্যায়ভুক্ত বলিয়া সমানার্থক। সেইরূপ ‘স্বয়ং’ শব্দ ও ‘আত্মন’ শব্দের একার্থতা সম্ভব বলিয়া, উক্তরূপ প্রশঙ্কা দৃষ্টিতে পাবে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(১) ‘স্বয়ং’ শব্দ ও ‘আত্মন’ স্বয়মাত্ম্যেতি পর্যায়ায়ো তেন লোকে তয়োঃ সহ ।

শব্দ এক পার্থ্যায়ভুক্ত ।

সমানার্থকত্ব ।

প্রয়োগো নাস্ত্যতঃ স্বত্বমাত্মত্বং চান্যবারকম্ ॥ ৪৩

অর্থ—‘স্বয়ম্’ ‘আত্মা’ ইতি পর্যায়ায়ো, তেন লোকে তয়োঃ সহ প্রয়োগঃ ন অস্তি । অতঃ স্বত্বম্ চ আত্মত্বম্ অন্ত্যবারকম্ ।

অনুবাদ—‘স্বয়ং’-শব্দ ও ‘আত্মন’-শব্দ এক পর্যায়ায়ভুক্ত (Synonymous) শব্দ ; সেই কারণেই লোকসমাজে ‘স্বয়ং’-শব্দ ও ‘আত্মন’-শব্দের একত্র প্রয়োগ অর্থাৎ উচ্চারণ হয় না । এইহেতু স্বয়ন্তা ও আত্মতা অত্মের নিষেধক ।

টীকা—সেই উভয় শব্দ পার্থ্যায়শব্দ অর্থাৎ সমানার্থক । ইহা বলিবাব হেতু—একত্র প্রয়োগভাব । ফলিতার্থ বলিতেছেন—“এইহেতু” ইত্যাদি । ৪৩

(শঙ্কা) ভাল, অচেতন অর্থাৎ জড় ঘটাদিবিষয়েও স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, স্বয়ন্তা ও আত্মতা এক হইতে পারে না । সিদ্ধান্ত লইয়া বাদীর এইরূপ শঙ্কা বর্ণিতোছেন :—

যদি বলা হইত অচেতনপদার্থে

স্বয়ং শব্দের প্রয়োগ হেতু

স্বয়ং আত্মতা নহে এই

শঙ্কা ও তাহার সমাধান ।

ঘটঃ স্বয়ং ন জানাতীত্যেবং স্বত্বং ঘটাদিষু ।

অচেতনেষু দৃষ্টং চেদশ্যতামাত্মসত্ত্বতঃ ॥ ৪৪

অর্থ—ঘটঃ স্বয়ম্ ন জানাতি ইতি এবম্ অচেতনেষু ঘটাদিষু স্বত্বম্ দৃষ্টম্ চেৎ, আত্মসত্ত্বতঃ দৃষ্টতাম্ ।

অনুবাদ—‘ঘট স্বয়ং’ (নিজে) (কিছুই) জানে না—এইরূপে অচেতন ঘটাদি বস্তুতেও স্বয়ন্তার অর্থাৎ স্বয়ং-শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়—যদি এইরূপ অর্পিত হয়, তবে আত্মসত্ত্বা বশতঃই ঘটাদিতে স্বয়ন্তার প্রয়োগ হয়, বুঝিয়া লও ।

টীকা—ঘটাদি অচেতন বস্তুতেও ‘ভাতি’-রূপ স্ফুরণদ্বারা আত্মচেতনের সত্ত্বাবশতঃ সেই ঘটাদিতেও স্বয়ংশব্দের প্রয়োগের বাধা হয় না, এই কথাটি সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘আত্মসত্ত্বা বশতঃই’ ইত্যাদি । ৪৪

(শঙ্কা) ভাল, ঘটাদি বস্তুতেও যদি আত্মচেতন বিদ্যমান, তাহা হইলে চেতনাচেতনরূপ অর্থাৎ স্বাবরজসমাখ্যক বিভাগ নিষ্কারণ হইয়া পড়ে ; এইরূপ প্রশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান) চিদাভাসের উপস্থিতি-অল্পপস্থিতিই সেই চেতনাচেতনরূপ বিভাগের কারণ ইওয়ায় উক্তরূপ প্রশঙ্কা হইতে পারে না, এই বলিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন :—



( অ ) জড় ও চেতনের  
ভেদ চিন্তাসেরই কার্য।

চেতনাচেতনভিদা কূটস্থায়কৃত্য ন হি ।

কিন্তু বুদ্ধিকৃত্যভাসকৃত্যৈবেত্যবগম্যতাম্ ॥ ৪৫

অর্থ—চেতনাচেতনভিদা কূটস্থায়কৃত্য ন হি, কিন্তু বুদ্ধিকৃত্যভাসকৃত্য এব ইতি  
অবগম্যতাম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—চেতন ও অচেতনরূপে ভেদ, কূটস্থ আত্মচৈতন্যজনিত নহে  
কিন্তু বুদ্ধির অধীন যে আভাস অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব, তদ্বারাই সজ্জাটিত, এইরূপ  
বুঝিয়া লও । ৪৫

( শঙ্কা ) ভাষ্য, চেতন ও অচেতনরূপ বিভাগ, চিদাভাসেব উপস্থিতি ও অল্পপস্থিতিক্রম  
কারণবরাহি রচিত, ইহা অঙ্গীকার করিলে, অচেতন পদার্থেও আত্মার বিদ্যমানতা অঙ্গীকার করা  
নিম্নরোজন হইয়া পড়ে—এই আশঙ্কার ( সমাধান-) কল্পে বলিতেছেন—কূটস্থকে চেতন ও অচেতন-  
রূপ বিভাগের হেতু বলিয়া না মানিলেও, অচেতনের কল্পনার অবিধান বলিয়া কূটস্থকে মানিতে  
হইবে—এই অভিপ্রায়ে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে ঘটাদিও কূটস্থচৈতন্যে কল্পিতঃ—

( অ ) কূটস্থে যেমন চিদা-  
ভাস কল্পিত, তেমনি  
ঘটাদিও কল্পিত ।

যথা চেতন আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ ।

অচেতনো ঘটাদিশ্চ তথা তত্রৈব কল্পিতঃ ॥ ৪৬

অর্থ—যথা চেতনঃ আভাসঃ কূটস্থে ভ্রান্তিকল্পিতঃ তথা অচেতনঃ ঘটাদিঃ চ তত্র  
এব কল্পিতঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন চেতন আভাস বা জীবচৈতন্য ভ্রান্তিদ্বারা কূটস্থে  
কল্পিত হইয়াছে, সেইরূপ অচেতন ঘটাদিও সেই কূটস্থচৈতন্যে কল্পিত । ৪৬

( শঙ্কা ) স্বয়ম্বু ও আত্মতা একই হইলে অতিপ্রসক্তি দোষ আসিয়া পড়ে অর্থাৎ অভিমত  
বোধের সহিত অনভিমত বোধেরও সম্ভাবনা হয়ঃ—

( অ ) স্বয়ম্বু ও আত্মতা  
একই বস্তু হইলে অতি-  
প্রসক্তি দোষ হয় বলিয়া  
শঙ্কা ।

তত্ত্বদন্তে অপি স্বত্বমিব ভ্রমহমাদিষু ।

সর্বত্রানুগতে তেন তয়োঃ প্যাত্মতেতি চেৎ ॥ ৪৭

অর্থ—স্বত্বম্ ইব তত্ত্বদন্তে অপি ভ্রমহমাদিষু সর্বত্র অনুগতে, তেন তয়োঃ অপি আত্মতা  
ইতি চেৎ ।

অনুবাদ—( শঙ্কা ) যদি বল স্বয়ম্বু যেমন ‘তুমি’, ‘আমি’ ইত্যাদি সর্বত্র  
অনুসৃত রহিয়াছে, সেইরূপ ‘তত্ত্বা’ বা সেইরূপতা এবং ‘ইদম্বা’ বা এইরূপতাও,  
‘তুমি’, ‘আমি’, ইত্যাদি সর্বত্র অনুসৃত রহিয়াছে । সেইহেতু তত্ত্বা ও ইদম্বা  
উভয়েরই আত্মস্বরূপতা হইবে ।

টীকা—‘স্বত্ব’ বা স্বয়ম্বু যেমন ‘ভ্রম্’ ‘অহম্’—‘তুমি’, ‘আমি’, ইত্যাদি সকল স্থলেই অনুগত

(অনুসৃত), সেইরূপ তত্ত্ব ও ইদন্তা—(সেইরূপতা ও এইরূপতাও) সর্বত্র অমুগত; সেইহেতু তত্ত্বতত্ত্বও আত্মরূপতা কেন না হইবে? ইহাই অভিপ্রায়। ৪৭

(সমাবান)—তত্ত্বতত্ত্বের বলিতেছেন তত্ত্ব ও ইদন্তা আত্মতা অপেক্ষা অধিকদেশব্যাপী বলিয়া তত্ত্বতত্ত্ব আত্মতা হইতে পারে না :

তে আত্মতত্ত্বৈপ্যনুগতে তত্ত্বদন্তে ততস্তয়োঃ ।

(১) উক্ত প্রতিপ্রসক্তি-  
শব্দাব সমাবান ।

আত্মতত্ত্বং নৈব সম্ভাব্যং সম্যক্ত্বাদেবর্থা তথা ॥৪৮

অর্থ—তে তত্ত্বদন্তে আত্মতত্ত্বৈপ্যি অমুগতে, ততঃ তয়োঃ আত্মতত্ত্বং সম্ভাব্যম্ ন এব, যথা সম্যক্ত্বাদেঃ তথা ।

অনুবাদ—সেই তত্ত্ব ও ইদন্তা যখন আত্মতাতেও অনুসৃত অর্থাৎ যখন ‘সেই আত্মরূপতা’, ‘এই আত্মরূপতা’ এইরূপ ব্যবহার হয় তখন তত্ত্ব ও ইদন্তা কখনই আত্মতা হইতে পারে না, যেমন সম্যক্ত্বা প্রভৃতির (সমীচীনতা, অসমীচীনতা ইত্যাদির) আত্মতা হইতে পারে না, সেইরূপ ।

টীকা—তত্ত্ব ও ইদন্তা এই দুইটিও স্বয়ন্তার ছায় যত্বপি ‘ত্বম্’ ‘অহম্’ প্রভৃতি বস্তুতে অমুগত, তথাপি সেই ‘ত্বম্’ ও ‘অহম্’ ইত্যাদিতে অনুসৃত যে আত্মতা, তাহাতেও সেই তত্ত্ব ও ইদন্তা অমুগত রহিয়াছে; কেননা, ‘সেই’ আত্মতা (বা আত্মরূপতা) এবং ‘এই’ আত্মতা ইত্যাদিরূপ ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। এইহেতু সেই তত্ত্ব ও ইদন্তা আত্মতাপেক্ষা অধিকতর দেশব্যাপী বলিয়া কখনই আত্মতা হইতে পারে না। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন সম্যক্ত্বা ইত্যাদি”; ‘আত্মতা সম্যক্ অর্থাৎ সমীচীন’ এবং ‘আত্মতা অসম্যক্ বা অসমীচীন’ এইরূপ ব্যবহার হইতে পারে বলিয়া, আত্মতাতেও সেই সম্যক্-তা ও অসম্যক্-তা অনুগমন করিয়াছে, বুঝিতে হইবে। ‘সেই’-তা এবং ‘ইদং’-তাও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ৪৮

এইরূপে প্রসঙ্গাগত বিষয়ের উপসংহার করিয়া ফলিতার্থ বুঝাইবার জন্য লোকব্যবহারদ্বারা ‘সকল বিষয়ের অনুবাদ করিতেছেন :—

(১) প্রতিযোগিরূপ  
লোকব্যবহার সিদ্ধ অর্থের  
অনুবাদ ।

তত্ত্বদন্তে স্বতাত্ত্বৈ তত্ত্বাহন্তে পরম্পরম্ ।

প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে নাস্তি সংশয়ঃ ॥৪৯

অর্থ—তত্ত্বদন্তে, স্বতাত্ত্বৈ তত্ত্বাহন্তে পরম্পরম্ প্রতিদ্বন্দ্বিতয়া লোকে প্রসিদ্ধে, (অএ) সংশয়ঃ ন অস্ति ।

অনুবাদ—তত্ত্ব-তা ও ইদন্তা, স্বয়ন্তা ও অত্মতা, ত্বম্-তা ও অহম্-তা ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী বলিয়া লোকসমাজে প্রসিদ্ধ, এ বিষয়ে কোনও সংশয় নাই। অর্থাৎ সেই ও ইহা, স্বয়ং ও অত্ম, তুমি ও আমি—ইহারা পরস্পর প্রতিযোগী।

টীকা—‘সেই-তা’র প্রতিযোগী ‘ইদন্তা’, যেমন ‘সেই রহিয়াছে’, ‘এই রহিয়াছে’—এইরূপ ;

‘স্বয়ংতার’ প্রতিযোগী ‘অন্তা’, যেমন ‘স্বয়ং রহিয়াছে’ ‘অন্ত রহিয়াছে’ এইরূপ ; এবং ‘অন্তা’ প্রতিযোগী ‘অহন্তা’, যেমন ‘তুমি রহিয়াছ’, ‘আমি রহিয়াছি’—এই প্রকারে লোকসমাজে এই স্বয়ং শব্দের প্রতিবন্ধিকরূপে অর্থান্বিত স্বরূপ হইতে ভিন্নরূপে, প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহাদ্বয়ের পরস্পর প্রতিযোগিরূপতা প্রসিদ্ধ, ইহাই অভিপ্রায় । ৪৯

ভাল, উক্তরূপ লোকব্যবহার আছে, মানিলাম । তদ্বারা আলোচ্য ৩৮ সংখ্যক শ্লোকে জীব ও কুটস্থের পরস্পর ভেদ সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

( উ ) ফলিতার্থ—জীব ও কুটস্থ পবস্পর ভিন্ন ।  
**অন্তাত্মাঃ প্রতিবন্ধী স্বয়ং কূটস্থ ইয্যাতাম্ ।**  
**তন্তাত্মাঃ প্রতিযোগ্যোহহমিত্যাশ্বনি কল্পিতঃ ॥৫০**

অর্থ—অন্তাত্মাঃ প্রতিবন্ধী স্বয়ং কূটস্থঃ ইয্যাতাম্, তন্তাত্মাঃ প্রতিযোগী এষঃ অহম্ ইতি আশ্বনি কল্পিতঃ ।

অনুবাদ—তাহার মধ্যে, অন্তত্বের প্রতিযোগী ( ‘অন্ত’ শব্দার্থের বিবাদী ) স্বয়ং-শব্দার্থ বলিয়া কূটস্থকে মানিতে হইবে এবং তন্তত্বের ‘তুমিরূপতা’র প্রতিযোগী ‘এষঃ অহম্’ শব্দার্থ ‘এই আমি’রূপ যে চিদাভাস, তাহা আশ্বনি ( কূটস্থে ) কল্পিত ।

টীকা—“অন্তাত্মাঃ প্রতিবন্ধী”- অন্তত্বের প্রতিরূপিকা—যাহা হইতে ভিন্নতা—সেই চিত্তের পদার্থের স্বরূপ ; তাহাকে “স্বয়ং কূটস্থঃ ইয্যাতাম্”—স্বয়ং-শব্দের অর্থ কূটস্থ বলিয়া মানিতে হইবে । “তন্ত”-তাব প্রতিযোগী “এষঃ অহম্ ইতি আশ্বনি কল্পিতঃ”—‘তুমি’রূপতার প্রতিরূপক ‘এই আমি’ ইহা কূটস্থে কল্পিত চিত্তপ্রতিবিম্ব, ইহাই অর্থ । ৫০

( শব্দ ) ভাল, জীব ও কুটস্থের ভেদ যদি উক্ত প্রকারে ( ৩৮ হইতে ৫০ শ্লোকে ) প্রতিপাদিত হইল, তাহা হইলে লোকে এই তত্ত্ব কেন বুঝিতে পারে না ? এইরূপ প্রশংসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

( উ ) জীব ও কুটস্থ পবস্পর ভিন্ন হইলেও তত্ত্বভয়ে এক বলিয়া বুঝিবার কাৰণ হইতেছে—জন ।  
**অহন্তাস্বত্বয়োৰ্ভেদে রূপ্যতেদন্তয়োৰিব ।**  
**স্পষ্টেহপি মোহমাপন্য একত্বং প্রতিপেদিরে ॥৫১**

অর্থ—রূপ্যতেদন্তয়োঃ ভেদে অহন্তাস্বত্বয়োঃ ভেদে স্পষ্টে অপি মোহম্ আপন্যঃ একত্বং প্রতিপেদিরে ।

অনুবাদ—( শুক্ল-রজতের ভ্রমস্থলে ) রজতত্ব ও ‘এই’রূপতা ( বা পুরোবর্তী ‘একটা-কিছু-রূপতা’ ) যে প্রকার বিভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়, ‘অহম্’-তা ও ‘স্ব’-তাব মধ্যে ভেদ সেইরূপ স্পষ্ট বলিয়া প্রতীত হইলেও, মোহপ্রাপ্ত বা ভ্রান্ত জীব তত্ত্বভয়ে এক বলিয়া বুঝে ।

টীকা—যেহেতু বুদ্ধির সাক্ষী কূটস্থকে বুদ্ধির দ্বারা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায় না, সেইহেতু ‘অহম্’ এই বৃত্তিতে এককালেই জীব বা চিদাভাস এবং কূটস্থ এই উভয়ের যে ভান হয়, জ্ঞানহীন

লোকে ভ্রান্তিযশঃ তত্ত্বকে এক বলিয়া বুঝে অর্থাৎ তত্ত্বভয়ের ভেদ বুঝিতে পারে না, ইহাই ত্রাণপথ্য। কিন্তু সেই ভেদ এইরূপে বুঝিতে পারা যায় যে, চিদাভাস কূটস্থের বিষয় ইহা প্রতীভাত হয়, আব'কূটস্থ বা আত্মা, অহং-বৃত্তির সহিত চিদাভাসকে প্রকাশ করিয়া নিজে স্বয়ংপ্রকাশরূপে প্রতীভাত হয়। ৫১

( শঙ্ক্য ) ভাল, জীব ও কূটস্থকে যে এক বলিয়া ভ্রম হয়, তাহাব কাবণ কি ?— এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

তাদাত্মাধ্যাস এবাত্র পূর্বোক্তাবিভাগ্য কৃতঃ।

৫১ উক্ত একতাদাত্ম্য  
কাবণ - অবিজ্ঞা।

অবিজ্ঞায়াং নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যং বিনিবর্ত্ততে ॥৫২

অর্থ—তাদাত্মাধ্যাসঃ এব অত্র পূর্বোক্তাবিভাগ্য কৃতঃ, অবিজ্ঞান্যম নিবৃত্তায়াং তৎকার্য্যম্ বিনিবর্ত্ততে।

অনুবাদ—জীব ও কূটস্থের সেই একতাব্রমরূপ তাদাত্মাধ্যাস ( এই প্রকরণে ৫২ হইতে ৩৪ পর্য্যন্ত শ্লোকে ) বর্ণিত অবিজ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত। পূর্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ অবিজ্ঞানকার্য্য, অবিজ্ঞান নিবৃত্তি হইলেই, নিবৃত্ত হয়।

টীকা—এই ‘চিত্রদীপ’ প্রকরণের ২৫ শ্লোকে যে অবিজ্ঞা বর্ণিত হইয়াছে—‘এই যে অনাদি-কালব অবিদেব অর্থাৎ কার্য্যরূপ অজ্ঞান, তাহা মূলবিজ্ঞা’ ইত্যাদি—সেই অবিজ্ঞান দ্বারা উৎপাদিত, —জীব ও কূটস্থকে এক বলিয়া ভ্রম। ইহাই অর্থ। যেহেতু, ( ৫১ শ্লোকে ) উক্ত ভ্রম, অবিজ্ঞাবই কার্য্য, এইহেতু অবিজ্ঞাব নিবৃত্তিকারক জ্ঞানদ্বাবাই সেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, ইহাই বলিতেছেন—‘পূর্বশ্লোকোক্ত ভ্রমরূপ’ ইত্যাদি অর্থের বাক্যদ্বারা। ৫২

( শঙ্ক্য ) ভাল, ‘অধ্যাস অবিজ্ঞানই কার্য্য বলিয়া, সেই অবিজ্ঞান নিবৃত্তিব দ্বারা তাহাব নিবৃত্তি হয়’—এই কথা যে গত শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত’ সিদ্ধ হইতে পারে না ; কেননা, ব্রহ্ম ও আত্মা একতাকপ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, অবিজ্ঞান কার্য্য যে দেহাদি, তাহা প্রতীয়মান হয়—এই অশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন :—

৫৩ অবিজ্ঞাব নিবৃত্তি হই-  
৫৩ এই তাহাব কাণোব  
প্রত্যাগ লভ্যা শঙ্ক্য ও  
সংসার সমাধান।

অবিজ্ঞাবৃত্তিতাদাত্ম্যে বিজ্ঞ্যৈব বিনশ্যতঃ।

বিক্ষেপস্ত স্বরূপস্ত প্রারব্ধক্ষয়মীক্ষতে ॥৫৩

অর্থ - অবিজ্ঞাবৃত্তিতাদাত্ম্যে বিজ্ঞ্যা এব বিনশ্যতঃ : বিক্ষেপস্ত স্বরূপম্ তু প্রারব্ধক্ষয়ম্ ইক্ষতে।

অনুবাদ—অবিদ্যাজনিত আবরণ ও তাদাত্মাধ্যাস এই দুইটি বিদ্যাদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় ; আর বিক্ষেপের স্বরূপ অর্থাৎ স্থূলসূক্ষ্মশরীর সহিত চিদাভাস, প্রারব্ধের ক্ষয়েব অপেক্ষা করে।

টীকা—“অবিজ্ঞাবৃত্তিতাদাত্ম্যে”—অবিদ্যাই ইহা হইয়াছে মুখ্য কারণ বহুভয়ের, এইরূপ যে

স্বাধীনতা এবং জীব ও কৃষ্ণের একত্বমূলক তাদাত্ম্য, সেই দুইটি, “বিজ্ঞান এবং নিন্দিত”-  
বিজ্ঞানদ্বারা বিশেষরূপে নিবৃত্ত হয়; “বিক্ষেপিত স্বরূপম্ তু”—আর প্রারম্ভিকরূপে উপস্থিত  
অবিজ্ঞানজিনিষে যে বিক্ষেপের স্বরূপ, তাহা কৰ্মের অবসান পর্যন্ত থাকে, এই প্রকারে দেখান  
প্রতীতির সহিত বিরোধ হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ৫৩

(শঙ্ক) ভাল, প্রারম্ভকৰ্ম ত' নিমিত্ত-কারণ-মাত্র। প্রারম্ভকৰ্মরূপ নিমিত্তকাৰণমাত্র থাকিতে, উপাদান-কারণের বিনাশ হইলে, কি প্রকারে কাষ্যরূপ বিক্ষেপের অমুভূতি সংঘাৎ বা হইবার পরেও স্থিতি, সম্ভব হইতে পারে?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া জ্ঞানশাস্ত্রকৰ্ম দ্বি-শাস্ত্রদ্বারা সিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া কাষ্যের অমুভূতি বুঝাইতেছেন :—

(খ) উপাদাননাশেও  
কাষের ক্ষণমাত্রস্থিতি  
নৈমিত্তিকসম্পত্ত। তাহাদে  
দৃষ্টান্ত সিদ্ধান্তের অনুকূল।

উপাদানে বিনষ্টেহপি ক্ষণং কার্যং প্রতীকতে।

ইত্যাহুস্তাৰ্কিকাস্তদ্বদস্মাকং কিং ন সম্ভবেৎ ? ॥৫৪

অম্বয়—উপাদানে বিনষ্টে অপি কায়াম্ ক্ষণম্ প্রতীক্ষতে ইতি তাত্ত্বিকাঃ। অহঃ; তদা  
অস্মাকম্ কিম্ ন সম্ভবেৎ ?

অনুবাদ—নৈয়ায়িকগণ স্বীকার করেন, উপাদানের নাশ হইলেও তৎকার্থা দ্ব-  
কাল বিজ্ঞান থাকে। সেইরূপ বিজ্ঞেপাধ্যাসের উপাদানকারণ অবিচ্ছিন্ন বিন্দু  
হইলেও বিজ্ঞেপাধ্যাস প্রারম্ভভোগের অবসানকে অপেক্ষা করিয়া কিছুকাল  
বিজ্ঞান থাকে, ইহা বৈদান্তিক আমাদের পক্ষে অসম্ভব কিম্বে?

অমুবাদকের টাকা—উপাদানকারণের বিনাশ কাযাবিনাশের কারণ বলিয়া নিবৃত্ত পুস্তক  
সেইহেতু কারণবিনাশের ক্ষণ হইতে ক্ষণান্তর কাযের বিনাশ হব অর্থাৎ কারণ যে ক্ষণে বিনষ্ট হয়  
দেই ক্ষণে কাযের নাশ হয় না বলিয়া কারণনাশক্ষণে কাযের স্থিতি ঘটে। [প্রশস্তপাদক  
'বৈশেষিক দর্শনভাষ্য' (কাশী চৌখাম্বাগ্রন্থাবলী) পৃ: ৯২ ত্রৈতীয়া; 'কিরণাবলী', 'মুক্তাবলী' ৮৭  
এ কথা আছে]। ৫৪

(শঙ্কা) ভাল, নৈয়ামিকগণ উপাদানের নাশ হইবার পরেও কাথোর ক্ষণমাত্রকাল অংশম  
স্বীকার করেন; তাঁহার সেই কালকে চিরকাল বা দীর্ঘকাল বলেন না এইরূপ আশঙ্ক্য  
উক্তরে বলিতেছেন :—

তন্তুনাং দিনসংখ্যানাং তৈস্তাদৃক্ ক্ষণ ঈরিতিঃ।

ভ্রমস্ত্যাসংখ্যকল্পস্ত যোগ্যঃ ক্ষণ ইহেষ্যতাম্ ॥৫৫

(দ) অনাদি-সংসারভ্রমের  
যোগাঙ্কণ নিক্রপণ

\* প্রশস্তপাদ “বৈশেষিক-দর্শন-ভাষ্যে” ১।১।১২ হৃদয়ে হৃষ্টি-সংহারে বিধির বর্ণনাকালে লিখিত্যেছেন “জগৎপ্ৰতিষ্ঠাপকঃ স্বয়ং যদ্যপি মনোভূতানাং অনেনৈব ক্রমেণ উত্তরম্বিত্ত্বস্তরম্বিত্ত্বং বিনাশে সতি, পূর্বপূর্বজ্ঞ বিনাশঃ”। “সমবায়িকারণনাশই কার্যনাশের প্রতি হেতু” এইমতে কারণনাশের অব্যবহিত উত্তরক্ষেপে কার্যনাশোৎপত্তি, বলিত হইবে; কেননা, কারণ কার্যাব্যবহিতপ্রাকক্ষণবর্তী হইয়া থাকে। অতএব কারণনাশের আশ্রমক্ষেপে কার্য, কারণ ব্যতিরেকেও থাকিতে পারে। ইতি নৈয়ায়িকপদ্যাম।

অর্থ—দিনসংখ্যানাম্ তন্তুনাং তৈঃ তাদৃক্ ক্ষণঃ দ্রবিতঃ : ইহ অসংখ্যকল্পস্ত ভ্রমস্ত যোগাঃ ক্ষণঃ ইত্যতাম্।

অনুবাদ—[ উপাদানের নাশের পর কার্যের ক্ষণকালস্থিতি—এই নিয়ম প্রয়োগ করিয়া নৈয়ায়িকগণ এক অসম্ভব কথা বলেন যে বস্ত্রোপাদান তন্তুর, নাশের পর বস্ত্র ক্ষণকাল বিদ্যমান থাকে। ] যে তন্তু, উৎপত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া নাশ পর্যন্ত সংখ্যাতবা কয়েকটিমাত্র দিন ধরিয়া বিদ্যমান থাকে, সেই তন্তু সম্বন্ধে নৈয়ায়িকগণ সেইরূপ ক্ষণ ( কার্যরূপ বস্ত্রের স্থিতিকাল ) নির্দেশ করিয়াছেন। সেইরূপ আমাদের সিদ্ধান্তে অসংখ্য কল্পের যে ভ্রম বা অবিদ্যা তাহার, ( কার্যরূপ বিক্ষেপের—দেহদ্বয় স্থিতির ) যোগ্যকাল মানিয়া লও অর্থাৎ অসংখ্যকল্পস্থায়ী অবিদ্যার যোগ্য বা উপযুক্ত ক্ষণকে—বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাকার্যের স্থিতিকালকে, প্রারম্ভক্ষয় পর্যন্ত দীর্ঘকাল বলিয়া স্বীকার কর।

টীকা—যেহেতু সংসার অনাদিকাল হইতে আরম্ভ করিয়া (?) চলিয়া আসিতেছে, সেইহেতু সেই অনাদিকালের সংসার-সংস্কারবশে, কুলালচক্রেব ভ্রমণের ছায়, ভ্রমরূপ সংসারের চিবকাল—পারকক্ষণ পয্যন্ত অনুবৃত্তি—অবিচ্ছিন্নরূপ উপাদাননাশের পর বিক্ষেপরূপে স্থিতি—স্বীকার করা বিপদ হইবে না। ৫৫

( শঙ্কা ) ভাল, নৈয়ায়িকগণ যেরূপ অযুক্ত কথা বলিয়াছেন ‘আপনিও ত’ সেইরূপ অযুক্ত কথা বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সিদ্ধান্তী আপনাব যুক্তি যে নৈয়ায়িক-গণের যুক্তি হইতে বিলক্ষণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

পাং স খক শ্লোকোক্ত বিনা ক্ষোদক্ষমং মানং তৈর্বখা পরিকল্প্যতে ।  
বখাঃ স্বাভাবিকতাব  
\*খা ও মানবান।

শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাং কিম্ দুঃশকম্? ॥৫৬

অর্থ—তৈঃ ক্ষোদক্ষমং মানম্ বিনা বখা পরিকল্প্যতে ; শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যো বদতাম্ কিম্ দুঃশকম্ ?

অনুবাদ—উপাদাননাশে কার্যের ক্ষণকালস্থিতি তাকিকেরা মানেন বটে কিন্তু অবিচ্ছিন্নবৃত্তির পরে বিক্ষেপরূপ কার্যের যে দীর্ঘকাল স্থিতি, ইহা অসম্ভব—এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলি যে, নৈয়ায়িকগণ বিচারসহ প্রমাণ ব্যতিরেকেও যদি এই প্রকার বখা কল্পনা করিতে সাহস করেন, তবে আমরা শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভব প্রমাণের বলে যাচা বলিতেছি, তাহা অসঙ্গত হইবে কেন ?

টীকা—“ক্ষোদক্ষমং মানম্ বিনা”—বিচারসহ প্রমাণ না থাকিলেও। [ তন্তু তাবদেব চিরং যাবন্ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পংশে—ছান্দোগ্য উ, ৬।১৪।২ ]—সেই জ্ঞানীর সেই পর্যন্তই মোক্ষ বিষয়ে বলিল, যে পর্যন্ত না দেহপাত হয়, অনন্তর দেহপাতের সমকালেই মোক্ষ হইয়া যায়—ইহাই ক্ষতির প্রমাণ, কুলালচক্র প্রভৃতির দৃষ্টান্তরূপ যুক্তি, আর বিদ্বান্গণের অনুভবরূপ যুক্তি—এই তিন

প্রমাণের বলে আমরা কি না বলিতে পারি? অর্থাৎ এই তিন প্রমাণমূলক আমাদের সকল কথাই সঙ্গত। ইহাই অর্থ। ৫৩

এক্ষণে ( ৫১ শ্লোকাকরূ ) আলোচ্য প্রগল্পেরই অনুসরণ করিতেছেন :—

(ন) স্বয়ম্ ও অহম্ এই দুইটিব একতা ভ্রান্তি-  
সিদ্ধ।  
আস্তাং দুষ্টাকিকৈঃ সাকং বিবাদঃ প্রকৃতং ব্রবে।  
স্বাহমোঃ সিদ্ধমেকদ্বং কূটস্থপরিণামিনোঃ ॥ ৫৭

অর্থ—দুষ্টাকিকৈঃ সাকম্ বিবাদঃ আস্তাম্, প্রকৃতম্ ব্রবে; কূটস্থপরিণামিনোঃ স্বাহমোঃ একদ্বম্ সিদ্ধম্।

অনুবাদ—কুতাকিকগণের সহিত নিষ্ফল বিচারের প্রয়োজন নাই; এক্ষণে প্রস্তুত বিষয়ের অনুসরণ করি; কেননা, পূর্বোক্ত বিচারদ্বারা স্বয়ম্-শব্দবাচ্য ( নির্বিকার ) কূটস্থচৈতন্য এবং অহং-শব্দবাচ্য জীবচৈতন্যের অভেদ যে ভ্রান্তি-কল্পিত, তাহা সিদ্ধ হইয়াছে।

টীকা—“স্বয়ম্” শব্দের অর্থ কটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার সাক্ষী; “অহম্” শব্দের অর্থ পরিণামী অর্থাৎ বিকারী, চিদাভাস। সেই দুইএর একতা ভ্রান্তিদ্বারা ই সিদ্ধ হয়। ৫৭

( শঙ্কা ) ভাল, কটস্থ ও জীবের একতা যদি ভ্রান্তিসিদ্ধই হইল, তবে ‘ইহা ভ্রান্তি’—এইরূপ সকলেই জানিতে পারে না কেন? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—তাহারা প্রতিবাক্যে তাৎপর্য্যে আলোচনা করিতে পরাশ্রুত—ইহাই তাহার কারণ। এই কথাই বলিতেছেন :—

পো ভ্রান্তিকে না চিনিবার  
কারণ শ্রুতিতাত্পর্য্যের  
বিচারেব অত্যা।  
ভ্রাম্যন্তে পণ্ডিতম্মত্যাঃ সর্বৈ লৌকিকতৈর্গিহিকাঃ।  
অনাদৃত্য শ্রুতিং মোর্থ্যাং কেবলাং যুক্তিমাশ্রিতাঃ ॥ ৫৮

অর্থ—পণ্ডিতম্মত্যাঃ লৌকিকতৈর্গিহিকাঃ সর্বৈ মোর্থ্যাং শ্রুতিম্ অনাদৃত্য কেবলাম্ যুক্তিম্ আশ্রিতাঃ ভ্রাম্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা পণ্ডিত না হইলেও আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া মানে, এইরূপ সাধারণ অজ্ঞজন এবং নৈয়ায়িক প্রভৃতি শাস্ত্রজ্ঞগণ সকলেই মূর্খতা-বশতঃ অপৌরুষেয় শ্রুতির অনাদর করিয়া, কেবল পুরুষকল্পনারূপ যুক্তি আশ্রয় করিয়া ( তত্ত্বনির্ণয়ে অকৃতার্থ হইয়া ) ঘুরিয়া বেড়ায়। ৫৮

( শঙ্কা ) ভাল, কোন কোন শ্রুতিব্যাখ্যাতাও কেন এই কটস্থ ও জীবের একতাকে ভ্রান্তি বলিয়া বুঝেন না? ( সমাধান )—তাহারা সমগ্র শ্রুত্যার্থের পূর্ণাঙ্গের সমন্বয় করিয়া বিচার করিতে অসমর্থ বলিয়া :—

পূর্ণাপরপরামর্শবিকলাস্তত্র কেচন।

বাক্যাভাসান্ স্বস্বপক্ষে যোজয়ন্ত্যপ্যলজ্জয়া ॥ ৫৯

অর্থ—তত্ত্ব পূর্বাপরপরামর্শবিকলাঃ কেচন স্বপক্ষে বাক্যাভাসান্ অপি অনজ্জয়া যোজয়ন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—তঁাহাদের মধ্যে কেহ কেহ পূর্বাপর আলোচনায় অসমর্থ হইয়া অর্থাৎ অল্প শ্রুতিজ্ঞান লইয়া, পূর্বাপর বিরোধবশতঃ ভিন্ন অর্থের বোধক বাক্য বা বাক্যাভাস সমূহকে নির্লজ্জভাবে আপন আপন পক্ষের সমর্থনে প্রয়োগ করে ।৫৯

## আত্মতত্ত্বের বিচারে আত্মা লইয়া মতভেদ

### ১। আত্মা লইয়া মতভেদ ।

সেই সকল বিরূপপক্ষের মধ্যে লোকায়তিকগণ এক প্রত্যক্ষপ্রমাণমাত্র স্বীকার করে বলিয়া তাহাদের মত অতি স্থূল ; সেইহেতু প্রথমে তাহারই অনুবাদ করিতেছেন :—

ক কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্ত্যাত্নতাং জপ্তঃ ।

ক বোকাগতিকগণের  
৫ প্রত্যক্ষ অক্ষপণের  
মত সম্বন্ধে আত্মা ।

লোকায়তাঃ পামরাশ্চ প্রত্যক্ষাভাসমাপ্রিতাঃ ॥৬০

অর্থ—লোকায়তাঃ পামরাঃ চ প্রত্যক্ষাভাসম্ আপ্রিতাঃ কূটস্থাদিশরীরান্তসংঘাতস্ত্যাত্নতাং জপ্তঃ ।

অনুবাদ—চার্বাকমতানুযায়ী লোকায়তিকগণ এবং ভোগরত অজ্ঞগণ, কূটস্থ হইতে আবিস্ত করিয়া স্থূলশরীর পর্য্যন্ত যে ইন্দ্রিয়াদির সমষ্টি, তাহাকেই আত্মা বলিয়াছেন । তাঁহারা প্রত্যক্ষপ্রমাণ আভাসকেই অবলম্বন করেন বলিয়া ঐরূপ কথা বলিয়াছেন ।

টীকা—যদি কেহ আশঙ্কা করেন যে, দেহাদির সম্বন্ধেই যে আত্মা, তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ বা প্রমাণবোধিক অর্থাৎ বাস্তবিক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“তাঁহারা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ আভাসকেই” ইত্যাদি । ‘আভাস’ বলিবাব তাৎপর্য্য এই—যেমন ‘আমি’ এইরূপ প্রতিতির বোধকরা দেহের প্রত্যক্ষভান হয়, সেইরূপ ( অপ্রত্যক্ষ ) ইন্দ্রিয়াদিবৎ, ‘আমি’-প্রতিতির প্রত্যক্ষভান হয়, বলিয়া সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান ব্যভিচারী বা অনৈকান্তিক হইল ; এইহেতু সেই প্রত্যক্ষজ্ঞান আভাস মাত্র । ৬০

বাচ্য প্রত্যক্ষরূপ একমাত্র প্রমাণ স্বীকার করে, সেই চার্বাকাদি দেহাত্মবাদিগণ অপব্যক্তি নামে পাতিত করিবার জন্ত অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক প্রতারণা করিবার জন্ত, আপনাদের মতকে প্রামাণিক বলিয়া শ্রুতিব্যাক্যের উদাহরণ দিয়া থাকেন, এই কথাই বলিতেছেন :—

শ্রৌতীকর্ত্ত্বং স্বপক্ষন্তে কোশমন্নময়ন্তথা ।

বিরোচনশ্চ সিদ্ধান্তং প্রমাণং প্রতিজজ্ঞিরে ॥৬১

অর্থ—তে স্বপক্ষম্ শ্রৌতীকর্ত্ত্বম্ অন্নময়ম্ কোশম্ তথা বিরোচনশ্চ সিদ্ধান্তম্ প্রমাণম্ প্রতিজজ্ঞিরে ।

অনুবাদ—তাঁহারা আপনাদের মতকে শ্রুতিসিদ্ধ বলিয়া প্রমাণ করিবার জন্ত



অন্নময় কোশকে এবং প্রহ্লাদপুত্র অশুররাজ বিরোচনের সিদ্ধান্তকে প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা—“অন্নময় কোশম্”—ইহার দ্বারা অন্নময়কোশপ্রতিপাদক [ স বৈ এষ পুরুষ অন্নরসময়ঃ ইত্যাদি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১ ]—“অন্ন ইহিতে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ এই পুরুষ বা স্থূলদেহ অন্নরসেরই বিকার”—এই শ্রুতিবাক্যকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। “বিরোচনশ্চ সিদ্ধান্তম্”—ইহার দ্বারা বিরোচনসিদ্ধান্তপ্রতিপাদক বাক্য “আত্মা এব দেহময়ঃ” \* (?)—[ আত্মা এব ইহ মহাব্যঃ আত্ম পরিচ্যঃ আত্মানম্ এব ইহ মহয়ন্ আত্মানং পরিচরন্ উভৌ লোকৌ অবাপ্নোতি ইমচ্চ অমৃতং ইতি ছান্দোগ্য উ, ৮।৮।৪ ]—“ইহলোকে ( দেহরূপ ) আত্মাই একমাত্র মহনীয় অর্থাতঃ পূজনীয় এবং সেবনীয়। এইজন্ত, ( দেহরূপ ) আত্মার পূজা করিয়া এবং দেহরূপ আত্মার সেবা কবিয়া বর্তমান দেহ ভাবী উভয় লোকই লাভ করিয়া থাকে”—তাহারা এই ( উক্ত ) দুইটি শ্রুতিবাক্যকে প্রমাণ বলিয়া বাহির করে কিন্তু তদ্বারা স্ব-মতের সমর্থন করিতে সমর্থ হয় না ; কেননা, তাহাদের প্রদত্ত তাৎপর্য শ্রুতান্তর প্রকরণে অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়ে। চার্বাকগণের ও লোকায়তিকগণের মত যে অমৃতঃ তাহা দেখান যাইতেছে। চার্বাকগণ পঞ্চভূতের মধ্যে আকাশ স্বীকার করে না, লোকায়তিকগণ পাঁচটি ভূতই স্বীকার করে এবং সেই সেই ভূতের সজ্জাতকেই আত্মা বলিয়া মানে। চার্বাকগণ বলেন, যাহাই আমি-বুদ্ধির বিষয়, তাহাই আত্মা। ‘আমি মনুষ্য’, ‘আমি স্থূল’, ‘আমি কৃশ’, ‘আমি ব্রাহ্মণ’ ইত্যাদি অনুভবানুসারে, মনুষ্যতা, স্থূলতাাদি দৃশ্যবিশিষ্ট দেহই আমি-বুদ্ধির বিষয় হয় বলিয়া স্থূলদেহই আত্মা। লোকায়তিকগণ বলেন, যাহা পরমপ্রীতির বিষয় তাহাই আত্মা স্বী-পুত্র-ধন-গৃহাদি দেহের উপকারক বলিয়া প্রীতির বিষয় হইলেও পরমপ্রীতির বিষয় নহে ; কৃশ দেহই পরমপ্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা। বিবিধ প্রকার উপকরণদ্বারা সেই স্থূলদেহরূপ আত্মাকে ভোগের আয়োজন এবং সুখভোগই পরমপুরুষার্থ। মরণেরই নাম মুক্তি এবং একমাত্র প্রত্যক্ষই প্রমাণ ; অনুমানাদি প্রমাণ নাই।

এই মতের দোষ সংক্ষেপতঃ প্রদর্শিত হইতেছে :—

(১) দেহে ঘেরূপ ‘আমি’-বুদ্ধি হয়, সেইরূপ ‘আমার’-বুদ্ধিও হইয়া থাকে, অর্থাৎ ‘আমি দেখিতেছি’ এইরূপে যেমন দেহে ‘আমি’-বুদ্ধি হইল, সেইরূপ ‘আমার দেহ কৃশ হইতেছে’, ‘একরূপ’ ‘আমার’ বুদ্ধিও হয়। তখন তাহাদের আত্মার লক্ষণ দেহে খাটে না।

(২) পুত্র-পনাদি অপেক্ষা যেমন দেহে অধিক প্রীতি, সেইরূপ দেহ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় যশ ইত্যাদিতে অধিক প্রীতি দেখা যায়। সেইহেতু দেহ পরমপ্রীতির বিষয় নহে বলিয়া, আত্মা দ্বিতীয় লক্ষণও নির্দোষ নহে।

যদি ( উভয় লক্ষণে অনুসৃত ) ‘চেতনতাবিশিষ্ট দেহই আত্মা’ হয়, তবে অচেতন ইচ্ছা সমষ্টিনির্মিত দেহে সুস্থিতি, মৃত্যু ও মুচ্ছার চেতনতার অভাব দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া দেহই আত্মা নহে।

\* “দেহময়ঃ”—সকল সংস্করণেরই পাঠ। ইহার অর্থ হইলেও, পাঠটি “ইহ মহাব্যঃ—ছান্দোগ্যোপনিষদেও এই শব্দদ্বয়ের বিকৃতি বলিয়া মনে হয়।

যদি বল পঞ্চভূতের প্রত্যেকটি অচেতন হইলেও ভূতসমষ্টিরূপ দেহে জ্ঞানশক্তি প্রকটিত হয়, যেমন মাদকতাবিহীন তণ্ডুলের ও গুড়ের সন্নিশ্রণে মাদকতা উৎপন্ন হয়, সেইরূপ,— তবে বলি, তাহাও ঠিক নহে, কেননা, তাহা হইলে ভূতসমষ্টিরূপ ঘটেও চেতনতা দেখা যাইত, আর স্তম্ভ-মৃত্যু-মুচ্ছার ঘট্টের স্থায় দেহেরও অচেতনতা সর্বজনবিদিত। এইহেতু দেহ জড় বলিয়া আত্মা হইতে পাবে না। আর দেহই যদি আত্মা হইত, তাহা হইলে বালক-শবীব যৌবনপ্রাপ্ত হইলে, 'যে আমি বালক ছিলাম, সেই আমি যুবা হইয়াছি' এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা হইত না, কেননা, শারীর বৈজ্ঞানিকের মতে প্রতি সাত বৎসরে দেহ সম্পূর্ণ নূতন হইয়া যায়।

আবার, শরীর জন্মের পূর্বে ও মৃত্যুর পরে অবস্থমান বলিয়া এবং যৌবন ও বাদ্ধক্যের শরীর বাল্যাদিব শরীর হইতে ভিন্ন বলিয়া, ( তৃতীয় প্রকরণের চতুর্থ শ্লোকে স্মৃতি ) 'কৃতনাশ' ও 'অকৃতভাগ্যম' দোষপ্রাপ্তি ঘটে এবং তাহার ফলে পূর্বজন্মে কর্তাব্য অভাবে, অকৃত কন্মের ফলজন্মে ফলভোগসম্ভাবনা ঘটে এবং মরণের পর কর্তব্য থাকিবে না বলিয়া বেদোক্ত কন্মেরও অধুমানসম্ভাবনা থাকে না ; এমন কি বাল্যকালের অধ্যয়নাদির ফল যৌবনে ও বাদ্ধক্যে পাইবার আশা থাকে না, এবং সকল জীবের ভোগ বৈচিত্র্যবিহীন একই প্রকারের হইয়া পড়ে। এইরূপ আবার প্রমাণদ্বারা দেহ যে আত্মা নহে, তাহা সপ্রমাণ করা যায়।

আবার, বিবিশোধকরণদ্বারা স্থূলদেহরূপ আত্মাব ভোগসম্পাদন পুরুষার্থ হইতে পাবে না ; কেননা, যাহা পুরুষের ইচ্ছার বিষয় হয়, তাহাই পুরুষার্থ। স্থূলের প্রাপ্তি ও দুঃখনিবৃত্তি সর্বলোক-ব্যাপ্ত, সেইহেতু সর্বাপেক্ষা অধিক সুখপ্রাপ্তি এবং দুঃখের একান্ত নিবৃত্তিই পরমপুরুষার্থ হইতে পাবে ; তাহাষ্ট বেদান্তীর লক্ষ্য মোক্ষ। স্বর্গসুখভোগ ও 'ক্ষয়তিশয়যুক্ত' (৪র্থ অঃ ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য) বর্ণন্য পরমপুরুষার্থ হইতে পারে না ; তাহা হইলে ইন্দ্র, বরুণ, যমাদি দেবতাও মোক্ষলাভে প্রবৃত্ত হইতেন না।

আবার, মরণকেই মোক্ষ মানিলে, মরণান্তর দাঙ্গাদি দ্বারা দেহরূপ আত্মা বিনষ্ট হইলে, মোক্ষ হইবে কাহাণ ? তখন 'মোক্ষ' শব্দ নিবর্থক হইয়া পড়ে। আব দৈনন্দিন ব্যবহারে 'অনুমান' শব্দ প্রভৃতি প্রমাণ নিয়ামকরূপে গৃহীত হয় বলিয়া, প্রত্যক্ষই একমাত্র প্রমাণ হইতে পাবে না।

এই সমস্ত কারণে দেহাত্মবাদী চার্বাকাদির মত বিচাৰ্য্যমত নহে। ৬১

এই দেহাত্মবাদিগণের মতে দোষপ্রদর্শন করিয়া অত্র মতের উত্থাপন করিতেছেন :—

(খ) পুস্তগত শ্লোকসম্বন্ধে  
মতে দোষপ্রদর্শন ;  
ইন্দ্রিয়াত্মবাদ মতের বর্ণন।

জীবাণুনির্গমে দেহমরণস্তাত্ৰ দর্শনাৎ ।

দেহাতিরিক্ত এবাত্মোক্ত্যাঙ্কলোকায়তাঃ পরে ॥৬২

অর্থ—জীবাণুনির্গমে অত্র দেহমরণস্ত দর্শনাৎ, দেহাতিরিক্তঃ এব আত্মা ইতি পরে লোকায়তাঃ আঙ্কঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ হইতে জীবাণু বিনির্গত হইয়া গেলে, ইহলোকেই দেহেব বিনাশ দেখা যায় বলিয়া, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা মানিতে হইবে। এক শ্রেণীর লোকায়তিকগণ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াত্মবাদিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন ॥৬২

( শঙ্কা ) ভাল, দেহ হইতে ভিন্ন আত্মা কি প্রকার ? এবং কোন্ প্রমাণদ্বারা দেহাতিবিক্ত আত্মা জানা যাইতে পারে ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

প্রত্যক্ষত্বেনাভিমতাহংধৌর্দেহাতিরেকিণম্ ।

গময়েদিন্দ্রিয়াত্মানং বচ্মীত্যাদিপ্রয়োগতঃ ॥ ৬৩

অর্থ—প্রত্যক্ষত্বেন অভিমতা অহংধীঃ ‘বচ্মি’ ইত্যাদিপ্রয়োগতঃ দেহাতিবিকিণ্ণ ইন্দ্রিয়-  
আত্মা গময়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রত্যক্ষ বলিয়া অনুভূত ‘আমি’-বুদ্ধি, ‘আমি বলিতেছি’, ‘আমি দেখিতেছি’, ইত্যাদি শব্দব্যবহারে দৃষ্ট হয় এবং তদ্বারাই দেহাতিবিক্ত ‘আমি’-বুদ্ধিগমা আত্মা বুঝা যায়, ইহাই ইন্দ্রিয়াত্মবাদী লোকায়াতিকগণের মত । ৬৩

ভাল, অচেন ইন্দ্রিয় কি প্রকারে আত্মা হইতে পারে ? এই প্রকার প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া তাঁহারা বলিয়া থাকেন, শ্রুতিতে ( ব্রহ্মদেব উপনিষদে প্রথমাদ্যায়ে ব্রহ্মায় ব্রাহ্মণ ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কথোপকথন বর্ণিত রহিয়াছে দেখা যায় বলিয়া, ইন্দ্রিয়গণ অচেতন, এবং অসিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন :—

বাগাদীনামিন্দ্রিয়াণাং কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ ।

তেন চৈতন্যমেতেষামাত্মত্বং তত এব হি ॥ ৬৪

অর্থ—বাগাদীনাম্ ইন্দ্রিয়াণাম্ কলহঃ শ্রুতিষু শ্রুতঃ, তেন এতেষাম্ চৈতন্যম্ ; ততঃ আত্মত্বম্ এব হি ।

অনুবাদ—যেহেতু বাগাদি ইন্দ্রিয়গণের পরস্পর কলহ শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের সচেতনতা সিদ্ধ, এবং যেহেতু ইন্দ্রিয়গণ সচেতন, সেইহেতু ইন্দ্রিয়গণের আত্মরূপতা সম্ভব ।

টীকা—চেতনতাই আত্মার লক্ষণ ; যেহেতু ইন্দ্রিয় চেতন, সেইহেতু আত্মা ইহঁদের প্রাণ । এইরূপ তাহাদের বুদ্ধি বা অসুমান । ৬৪

অন্যমত অর্থাৎ প্রাণাত্মবাদীর মত উত্থাপন করিতেছেন :—

গ) পূর্বগত শ্লোকদ্ব্যেক্ত হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনস্তে বয়ুচিরে ।

মতে দোষ প্রদর্শন . প্রাণাত্ম-  
বাদীর মত বর্ণন ।

চক্ষুরাত্মকলোপেহপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ॥ ৬৫

অর্থ—হৈরণ্যগর্ভাঃ প্রাণাত্মবাদিনঃ তু এবম্ উচিরে, চক্ষুরাত্মকলোপে অপি প্রাণসত্ত্বে তু জীবতি ।

অনুবাদ—সমষ্টিপ্রাণরূপ হিরণ্যগর্ভোপাসকগণ বলিয়া থাকে প্রাণই আত্মা ; তাহার কারণ তাহারা বলে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়সকল বিনষ্ট হইলেও, প্রাণ থাকিলে জীবিত থাকা যায় । এইহেতু প্রাণই আত্মা, ইন্দ্রিয়গণ নহে ।

টীকা—এই বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যান্তর হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন করিয়া থাকে।  
 এই প্রাণ, জ্ঞানাদিগণ চার্ব্বাক-মতাবলম্বিগণের এক শ্রেণী। তাহাদের উক্ত মত সমীচীন নহে;  
 কেননা, তাহা না থাকিলে দেহ থাকিতে পারে না, তাহাই আত্মা। আর শ্রোত্রাদি এক একটি  
 ইন্দ্রিয়ের নাশ হইলেও শরীর বধিষ প্রভৃতি রূপে থাকিয়াই যায়। এইহেতু ইন্দ্রিয় আত্মা নহে।  
 তদ্বাদ্য যে বলে ‘আমি শুনিতেছি’, ‘আমি দেখিতেছি’। এইরূপে ‘আমি’-প্রতীতিব বিষয় হয়  
 বলিয়া ‘ইন্দ্রিয়ই আত্মা’, তাহা টিকে না; কেননা, ঐ সকল বাক্যের অভ্যর্থন্য এই যে ‘শ্রোত্র’-  
 দ্বিগুণ আমি শুনিতেছি, ‘নেত্র’বিশিষ্ট আমি দেখিতেছি। উক্ত বাক্যসমূহের একরূপ অর্থ নহে  
 যে শ্রোত্ররূপ আমি শুনিতেছি এবং নেত্ররূপ আমি দেখিতেছি। এইরূপে বুঝা যাব—যাহা  
 আমি-প্রতীতিব বিষয়, তাহা ইন্দ্রিয় হইতে ভিন্ন, ইন্দ্রিয় নহে। আবার কেহ কেহ বলে ‘আমার  
 কান কান হইয়া গিয়াছে’ ‘আমার পা গোড়া হইয়া গিয়াছে।’ ইহা হইতে দেখা যায়  
 ইন্দ্রিয়সকল মনতাবগ বিবয় হয়। তদ্বাদ্য তাহাদের বাক্যের অর্থ ঠিক বা একই থাকে না।  
 এইহেতু ইন্দ্রিয়া আত্মা নহে।

আবার ঘটস্রষ্টা যেকোন ঘট হইতে ভিন্ন, সেইরূপ বর্ণিত প্রকারে অপটু বা পটু ইন্দ্রিয়ের  
 জ্ঞান আত্মা হইতে ভিন্ন। আবার ক্রোধাদি দ্বারা চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইলে, কর্ণ শুনিতে পায় না,  
 চক্ষু দেখিতে পায় না। এইরূপে সকল ইন্দ্রিয়েরই জড়ত্ব অন্বভবে পাওয়া যায়। সেইহেতু ইন্দ্রিয়  
 আত্মা নহে।

আপি ইন্দ্রিয়গণকে চেতন বলিয়া মানিলে জিজ্ঞাস্য এই (১) ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে একটিমাত্র  
 চেতন? অথবা (২) সকল ইন্দ্রিয়ের সমষ্টি একেবারে চেতন? অথবা (৩) সকলগুলিই ভিন্ন  
 ভিন্ন ভাবে চেতন?

বেটিমাত্রকে চেতন বলিলে, যেটিকে চেতন বলিবে, সেটি না থাকিলেও জ্ঞান ও জীবন-  
 এবং হব বলিয়া একটিমাত্র ইন্দ্রিয় চেতন নহে। একটি ইন্দ্রিয়ের নাশে সমষ্টিভা ভেদেও জ্ঞান এবং  
 জীবনাবগ হয় দেখিলা, সকলগুলির সমষ্টিকে চেতন বা আত্মা বলা যায় না। সকলগুলিকে পৃথক্  
 পৃথক্ ভাবে চেতন বলিলে তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বা বিপৰীত প্রকৃতি হইলে, শরীরবিভাগ বা দেহ-  
 নাশ অবশ্যভাবী হইয়া পড়ে।

এইহেতু অচেতন ইন্দ্রিয় আত্মা হইতে পারে না। আব ইন্দ্রিয়গণের যে কথোপকথনরূপ  
 চেতন ব্যবহার প্রতিমুখে শুনা যায়, তাহা জড় ইন্দ্রিয়গণের নহে, তাহা ইন্দ্রিয়াভিমানী চেতন  
 ইন্দ্রিয়দের ভাগ্যবশত। ৬৫

প্রাণই আত্মা এ বিষয়ে তাহারা শ্রুত্যান্তর হেতু বলিয়া কয়েকটি হেতু প্রদর্শন  
 করিয়া থাকে :—

প্রাণো জাগর্তি সূপ্তেহপি প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্।

কোশঃ প্রাণময়ঃ সম্যগ্ বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ ॥ ৬৬

অর্থ—সূপ্তে অপি প্রাণঃ জাগর্তি, প্রাণশ্রৈষ্ঠ্যাদিকং শ্রুতম্, প্রাণময়ঃ কোশঃ সম্যক্  
 বিস্তরেণ প্রপঞ্চিতঃ।

অমুবাদ—ইন্দ্রিয়সমূহ নিদ্রিত হইলেও প্রাণ জাগিয়া থাকে ; প্রাণের শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, এবং প্রাণময় কোশ সম্যগ্বিস্তৃতভাবে প্রতিষ্ঠিত বর্ণিত হইয়াছে ।

টীকা—[ প্রাণাদয়ঃ ( প্রাণায়ঃ ? ) এব এতস্মিন পুরে জাগ্রতি—প্রশ্ন উ, ৪।৩ ]—‘প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চ বায়ু এই দেহরূপ নগরে জাগ্রত থাকে’—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রাণের জাগরণ বর্ণিত আছে । [ তৎপ্রাণে প্রপন্নে উদতিষ্ঠৎ তৎ উক্থম্ অভবৎ তৎ এতৎ উক্থম্—( নিরুদ্দেশ শ্রুতিবচন ) ]—সেই ইন্দ্রিয়গণ স্রষ্টৃশক্তিকালে প্রাণে লয়প্রাপ্ত হইয়া জাগ্রৎকালে প্রাণ হইতে উদ্ভূত হয়, এইহেতু প্রাণকে উক্থ বলে অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গণ উদ্ভূত হয় যাহা হইতে তাহা এই উক্থ ( শ্রেষ্ঠ ) । প্রাণের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে অত্র শ্রুতিবচন [ উক্থম্, প্রাণঃ বা উক্থম্, প্রাণঃ তি ইদম্ সর্বম্ উথাপয়তি—বৃহদা উ, ৫।১৩।১ ]—উক্থরূপে প্রাণের আর একটি উপাসনা ; প্রাণ হইতেই উক্থ, কারণ প্রাণই এই সমস্ত জগৎ উত্থাপিত করে । ভাষ্যকার-কৃত ইহার ব্যাখ্যা—‘উক্থ হইতেছে শাস্ত্রবিশেষ, একপ্রকার গাথা বা স্তোত্র । মহাব্রত নামক ক্রতুতে এই উক্থই প্রধান অঙ্গ । সেই উক্থটি কি ? প্রাণই উক্থ, কেননা, প্রাণই ইন্দ্রিয়বর্গের মধ্যে প্রধান ।’ এই প্রকাব শ্রুতিতে প্রাণের শ্রেষ্ঠতা শুনা যায় । [ অত্রোহন্তরঃ আত্মা প্রাণময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।২।১ ]—‘স্বলদেহ হইতে ভিন্ন ও অভ্যন্তর, প্রাণময় আত্মরূপে পরিকল্পিত’—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যদ্বারা প্রাণময় কোশ বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে । ‘শ্রেষ্ঠতা প্রভৃতি’—এই ‘প্রভৃতি’ শব্দদ্বারা প্রাণের কথোপকথন এবং শরীরে প্রবেশ ইত্যাদি বুঝিতে হইবে । ৬৬

প্রাণ হইতেও মন আস্তর বলিয়া নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনকেই যে আত্মা বলিয়া থাকে, তাহাদের সেই মত বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) উক্ত শ্লোকসমূহে বর্ণিত  
মতঃ দোষপ্রদর্শনপূর্বক,  
‘মনই আত্মা’ এই উপাসক-  
মতের বর্ণন ।

মন আত্মেতি মন্যন্ত উপাসনপরা জনাঃ ।

প্রাণস্মাত্তোক্ততা স্পষ্টা ভোক্তৃত্বং মনসন্ততঃ ॥৬৭

অর্থ—উপাসনপরাঃ জনাঃ মনঃ আত্মা ইতি মন্যন্তে ; ( তেষাম্ যুক্তিঃ ) প্রাণস্ত অভোক্ততা স্পষ্টা, ততঃ মনসঃ ভোক্তৃত্বম্ ।

অমুবাদ—উপাসনাপরায়ণ অর্থাৎ নারদ-পঞ্চরাত্র-মতাবলম্বিগণ, মনই আত্মা এইরূপ মনে করিয়া থাকে । প্রাণ যে আত্মা নহে তদ্বিষয়ে তাহাদের যুক্তি এই যে প্রাণ ভোক্তা নহে, ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । যেহেতু মনই ভোক্তা, সেইহেতু মনই আত্মা ।

টীকা—(১) অমুমান—প্রাণ আত্মা নহে—( প্রতিজ্ঞা ) ; যেহেতু প্রাণ বায়ুমাত্র ( হেতু ) ; যেমন বায়ুমাত্র—( দৃষ্টান্ত ) । (২) প্রাণের ( প্রাণবায়ুর ) লোপ হইলেই মৃত্যু হইবে, এইরূপ নিয়ম নাই, যেহেতু স্বাবস্তু ব্রহ্মাদিতে প্রাণবায়ু দৃষ্ট না হইলেও জীবিত থাকে এবং জলমহুয়াদিতেও মুচ্ছাদি সময়ে প্রাণবায়ু লুপ্ত হইলেও মহুয়াদি জীবিত থাকে দেখিতে পাওয়া যায় ।

(৩) নিদ্রাকালে প্রাণবায়ু চলিতে থাকিলেও প্রাণ শরীরকে বা বাহ্যবস্তুকে অমুভব করিতে পারে না। (৪) ‘প্রাণ বিনির্গত হইয়া যাইলেই দেহ বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রাণই আত্মা’ এই যুক্তি বিচার্যসহ নহে; কেননা, জাঠরাগ্নি তিরোহিত হইলেও সেইরূপ হয়। (৫) শ্রুতিতে (যথা প্রশ্ন উ, ২।১৩ এবং বৃহদা উ, ৫।১৩।১) যে প্রাণেব শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদক বচন রহিয়াছে, তাহা প্রাণোপাসনায় প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য অর্থবাদমাত্র। শ্রুতিতে প্রাণময় কোশকে আত্মা বলা হইয়াছে বটে, সেইরূপ মনোময় কোশকেও আত্মা বলা হইয়াছে, তদ্বারা পূর্ববাক্য অনৈকান্তিক হইয়া পড়ে। ঐরূপ উক্তি কেবল অধিষ্ঠানরূপ প্রত্যগ্‌ব্রহ্মে বুদ্ধিকে পৌছাইয়া দিবার নিমিত্ত। অপর তিন কোশেও ঐরূপ বুদ্ধি করিয়া পরিশেষে অন্তরাত্মাতেই বুদ্ধি পৌছে। ইন্দ্রিয়গণের সহিত প্রাণের কথোপকথনে এবং দেহে প্রাণের প্রবেশ বর্ণনে, ‘প্রাণ’ শব্দে প্রাণবায়ুব অভিমানিনী দেবতাকেই বুঝিতে হইবে। (৬) ‘ভোজন কবিতা আমার প্রাণ বাঁচিল’ বা ‘ভোজন বিনা আমার প্রাণ যাইতেছিল’ এইরূপ অমুভবোক্তিতে প্রাণেব মমতাই সিদ্ধ হয়, অহং বা আত্মতা নহে। (৭) আমার প্রাণের গমনাগমনাদি আমি জানিতে পারি, এইহেতু প্রাণেব জ্ঞাতা প্রাণ হইতে ভিন্ন। ৬৭

মনই আত্মা এ বিষয়ে যুক্তিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন উক্ত উপাসকগণ, প্রদর্শন করিয়া থাকে :

**মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ ।**

**শ্রুতো মনোময়ঃ কোশস্তেনাত্মৈতীরিতং মনঃ ॥ ৬৮**

অর্থ—“মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব” (ব্রহ্মবিন্দু উ, ২) ; মনোময়ঃ কোশঃ শ্রুতঃ (তৈত্তিরীয় উ, ২।৩।১) ; তেন মনঃ আত্মা ইতি ঈবিরিতম্ ।

অনুবাদ—যখন মনই ভোক্তা বলিয়া (পূর্ব শ্লোকে) প্রতিপাদিত হইল এবং এইরূপ শ্রুতিবচন পাওয়া যাইতেছে যে মনই মনুষ্যগণের বন্ধমুক্তির কারণ এবং শ্রুতি যখন মনোময় কোশকে ‘প্রাণময় কোশ’ অপেক্ষা অভ্যন্তরবর্তী বলিয়া প্রতিপাদন করিতেছেন, তখন মনই আত্মা।

টীকা [ তস্মাদ্ বা এতস্মাৎ প্রাণময়াদ্ অন্তোঃস্থঃ আত্মা মনোময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ. ২।৩।১ ]—‘বেদের মন্ত্যভাগবর্ণিত প্রাণময় অথবা এই ব্রাহ্মণভাগবর্ণিত প্রাণময় হইতে মন্ত্য অথবা আত্মা হইতেছেন মনোময়’—এইরূপ অস্ত্র শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে—এইরূপে মনোময় কোশের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় ; সেই কারণে মনই আত্মা—ইহা তাহাদিগের অভিপ্রায়। (১) কিন্তু মন আত্মা নহে—প্রতিজ্ঞা ; তাহা করণ বা যন্তুমাত্র বলিয়া,—হেতু ; যেমন লাক্ষ্য,—( কৃষকের করণ )—দৃষ্টান্ত। এই অনুমানদ্বারা মনের অনাত্মতাই সিদ্ধ হয়। (২) তাহারা যে অদ্বয়-ব্যতীত যুক্তি দেখায় যে, মন থাকিলেই চেতনতা থাকে, না থাকিলে চেতনতা থাকে না, সুস্বপ্তিতে এই অদ্বয়-ব্যতিরেক যুক্তির ভঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায় ; কেননা, তখন মন না থাকিলেও সামান্ত অর্পণ সর্বিশেষ জ্ঞানরহিত, চেতনতা থাকে। (৩) ‘আমার মন স্থির হইয়াছে’ বা ‘আমার মন চঞ্চল হইয়াছে’—এইরূপে মন মমতার বিষয় হয় ; তখন ‘আমি’প্রতীতির বিষয় হয় না। তখন সেই মনের জ্ঞাতা ( আত্মা ), মন হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয়। (৪) চেতনের আভাস পাইয়া মন ভোক্তা হয়,

স্বতন্ত্রভাবে ভোক্তা হয় না। এইহেতু মনকে ভোক্তা বলিয়া তাহার আত্মতা সিদ্ধ করা যায় না। (৫) উক্ত প্রথম প্রতিবচনটি সমগ্রভাবে পাঠ করিলে, অর্থাৎ উদ্ধৃত মন্ত্রের পূর্ববাদের সহিত উদ্ভাবনের যোজনা করিলে অর্থাৎ “বন্ধায় বিষয়াগন্তং মুক্তো নির্বিষয়ঃ মনঃ”—এই অংশের যোজনা করিলে, এবং তদনন্তর ইহার তাৎপর্যাবধারণ করিলে বুঝা যায় যে জ্ঞানপ্রাপ্তির দ্বারা মনের বাদ্য হইলেই মোক্ষ সিদ্ধ হয়; বিষয়-বাসনাদ্বারা মন মোক্ষের প্রতিরোধক হইয়া অধ্যাসের কাণ্ড হইলে মন বন্ধের হেতু হয়। উক্ত প্রতিবচন মনের আত্মরূপতা খ্যাপন করিতেছে না; ইহা বন্ধের সাধনে নিরুত্তির, ও মোক্ষের সাধনে প্রবৃত্তির, উপদেশ করিতেছে। (৬) মনোময় কোণ যে আত্ম নহে, তাহা পূর্বে শ্লোকের (৫)-বৃত্তিতে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইহেতু মন আত্ম হইতে পারে না। ৬৮

মন হইতেও আভ্যন্তর্য্যে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তাহাই আত্মা। ইহা যোগাচাৰ্য্য নাতিব-বৌদ্ধগণের মত। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :-

(৬) ক্ষণিক বিজ্ঞান-  
বাণীর মত—বুদ্ধিই  
আত্মা।

বিজ্ঞানমাত্রেতি পর আত্মঃ ক্ষণিকবাদিনঃ।

যতো বিজ্ঞানমূলত্বং মনসো গম্যতে স্ফুটম্ ॥ ৬৯

অধর পরে ক্ষণিকবাদিনঃ বিজ্ঞানম্ আত্মা ইতি প্রাহঃ, যতঃ মনসঃ বিজ্ঞানমূলত্বং স্ফুটম্ গম্যতে।

অনুবাদ—আর যাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী, তাহারা ক্ষণিক বিজ্ঞানরূপ বুদ্ধিকেই আত্মা বলিয়া থাকে, যেহেতু, তাহারা বলে বিজ্ঞানই যে মনের কাণ্ড তাহা স্পষ্ট বৃত্তিতে পারা যায়।

টাকা—বুদ্ধি যে মন অপেক্ষা আভ্যন্তর্য্য, এ বিষয়ে তাহাদের বৃত্তি, বিজ্ঞানই মনব কাণ্ড। ৬৯

( শব্দ ) ভাল, ‘বিজ্ঞান’ ও ‘মনস্’-শব্দের বাচ্য অন্তঃকরণ একই বস্তু বলিয়া, মন ও বিজ্ঞানের ব্যাক্রমে কাণ্ড ও কারণভাব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া—(সমাধান) সেই মন ও বিজ্ঞানের কাণ্ড-কাবণভাব সিদ্ধ করিবার জন্য, সেই মন ও বিজ্ঞানের ভেদ প্রথমে দেখাইতেছেন :-

অহংবৃত্তিরিদংবৃত্তিরিত্যন্তঃকরণং দ্বিধা।

বিজ্ঞানং স্মাদহংবৃত্তিরিদংবৃত্তির্মনো ভবেৎ ॥ ৭০

অধর—‘অহম্’-বৃত্তিঃ, ‘ইদম্’-বৃত্তিঃ ইতি অন্তঃকরণম্ দ্বিধা ( ভবতি ) ; অহংবৃত্তিঃ বিজ্ঞানম্ স্মাৎ, ইদংবৃত্তিঃ মনঃ ভবেৎ।

অনুবাদ ও টাকা—‘আমি’-বৃত্তি ও ‘এই’-বৃত্তি ভেদে অন্তঃকরণ দুই প্রকারের; তন্মধ্যে ‘আমি’-বৃত্তিকে বিজ্ঞান বা বুদ্ধি বলে, আর ‘এই’-বৃত্তিকে মন বলা হইয়া থাকে। ৭০

সেই মন ও বুদ্ধির কার্য-কারণভাব দেখাইতেছেন :—

অহংপ্রত্যয়বৌদ্ধিমিদংবৃত্তোরিতি স্ফুটম্ ।

অবিদিহ্মা স্বমাত্মানং বাহ্যং বেত্তি ন তু কচিৎ ॥ ৭১

অর্থ—ইদম্-বৃত্তে: অহং-প্রত্যয়বৌদ্ধিম্ ইতি স্ফুটম্; স্বম্ আত্মানম্ অবিদিহ্মা কচিৎ বাহ্যম্ ন তু বেত্তি ।

অনুবাদ—‘ইহা’-এইরূপ অন্তঃকরণবৃত্তির হেতু যে ‘আমি’-রূপ বৃত্তি, তাহা স্পষ্ট; কারণ কেহই আপনার আত্মা বা স্বরূপকে না জানিয়া বাহ্য অনাস্রবস্বত্বকে জানিতে পারে না ।

টীকা—‘ইদং’-বৃত্তির কারণ যে ‘অহং’-বৃত্তিগত, তাহা যুক্তিদ্বারা বুঝাইতেছেন—‘কারণ কেহই’ ইত্যাদি বাক্যদ্বারা । ‘আমি’—এইরূপ বৃত্তির উদয় না হইলে, ‘ইহা’—এইরূপ বৃত্তির উদয় হয় না বলিয়া ‘ইদং’-বৃত্তিরূপ মন এবং ‘অহং’-বৃত্তিরূপ বুদ্ধিব যথাক্রমে কাৰ্য্যকারণ ভাব সিদ্ধ হয়; ইহাই অর্থ । ৭১

সেই বিজ্ঞান যে ক্ষণিক, এবিষয়ে অনুভবই প্রমাণ; ইহাই বলিতেছেন :—

ক্ষণে ক্ষণে জন্মনাশাবহংবৃত্তের্মিতৌ যতঃ ।

বিজ্ঞানং ক্ষণিকং তেন স্বপ্রকাশং স্বতো মিতৈঃ ॥ ৭২

অর্থ—যতঃ ক্ষণে ক্ষণে অহংবৃত্তে: জন্মনাশৌ মিতৌ ( ভবতঃ ), তেন বিজ্ঞানম্ ক্ষণিকম্, স্বতঃ মিতৈঃ স্বপ্রকাশম্ ।

অনুবাদ—যেহেতু প্রতিক্ষণ ‘অহং’-বৃত্তির জন্ম ও নাশ প্রত্যক্ষ অনুভূতির দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে, সেইহেতু বিজ্ঞান ক্ষণিক এবং সেই বিজ্ঞান আপনা আপনিই প্রমিত হয় বলিয়া স্বপ্রকাশ ।

টীকা—‘প্রমিত হয় বলিয়া’—আপনা আপনি, সুখদুঃখের জ্ঞান ( প্রত্যক্ষ- ) প্রমাণ নিম্ন হইয়া, ইহাই হেতু । ৭২

বিজ্ঞানই যে আত্মা, এ বিষয়ে বেদই প্রমাণ—তাহারা এইরূপ বলিয়া থাকে :—

বিজ্ঞানময়কোশোহয়ং জীব ইত্যাগমা জগুঃ ।

সর্বসংসার এতস্ম জন্মনাশসুখাদিকঃ ॥ ৭৩

অর্থ—বিজ্ঞানময়কোশঃ অয়ম্ জীবঃ; জন্মনাশসুখাদিকঃ সর্বসংসারঃ এতস্ম ইতি আগমাঃ জগুঃ ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময়কোশই এই জীবাত্মা; আর জন্মনাশ, সুখদুঃখ প্রভৃতি-রূপ সমস্ত সংসার এই বিজ্ঞানেরই; ইহা বেদবাক্যসমূহে বর্ণিত, তদ্বারা জানা যায় ।



টীকা—[তন্মাৎ বৈ (স্বরণার্থক অব্যয়) এতন্মাদ্ অতঃ অন্তরঃ আত্মা বিজ্ঞানময়ঃ—  
তৈত্তিরীয় উ, ২।৪।১]—সেই (ব্রাহ্মণভাগোক্ত) এই (মন্ত্রবর্ণোক্ত) সঙ্কল্পবৃত্তিক মনোময় আত্মা  
হইতে ভিন্ন, আভ্যন্তর এই নিশ্চয়বৃত্তিক বিজ্ঞানময় আত্মা, (অর্থাৎ আত্মরূপে কল্পিত)।  
[বিজ্ঞানম্ বজ্রম্ তদ্ব্যুত—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১]—এই বিজ্ঞাননামিকা বুদ্ধিই বৈদিক কণ্ঠসমূহ  
শ্রদ্ধাপূর্বক বিস্তার করিয়া থাকে—এই সকল শ্রুতিবচন বিজ্ঞানকেই আত্মা বলিয়া প্রতিপাদন  
করিতেছে। ৭৩

এক্ষণে বৌদ্ধদিগের অব্যন্তর ভেদ অর্থাৎ শূন্যবাদী মাধ্যমিকনামক নাস্তিকদিগের মত  
প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৫) পূর্বগত শ্লোকপঙ্ক-  
কোক্ত মন্তের দোষ বিচার  
পূর্বক 'শূন্য আত্মা' এই  
মাধ্যমিক মত প্রতিপাদন।

বিজ্ঞানং ক্ৰণিকং নাত্মা বিদ্যাদভিনিমেষবৎ ।

অন্যস্মানুপলব্ধাচ্ছূণ্যং মাধ্যমিকা জগুঃ ॥ ৭৪

অর্থ—বিদ্যাদভিনিমেষবৎ ক্ৰণিকম্ বিজ্ঞানম্ আত্মা ন, অতঃ অন্তরঃ অনুপলব্ধাৎ মাধ্যমিকা,  
শূন্যম্ জগুঃ ।

অনুবাদ—বিদ্যা, মেঘ এবং চক্ষুর পলকের তায় ক্ৰণিক বিজ্ঞান আত্মা হইতে  
পারে না। আর অতঃ কোনও বস্তুর উপলব্ধি হয় না বলিয়া শূন্যই আত্মা—  
মাধ্যমিক বৌদ্ধগণ এইরূপ বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—ক্ৰণিকবিজ্ঞানবাদী, বৌদ্ধদিগের যোগাচার সম্প্রদায়ের মতানুসারে বুদ্ধিকেই আত্মা  
বলিয়া থাকে। তাহাদের যুক্তি এই—বাহিরে ভিতরে যে কোন বস্তু আছে, তাহা বিজ্ঞানেরই  
আকার। সেই বিজ্ঞান প্রতিকূল বিদ্যা, মেঘ ও চক্ষুর নিমেষের মত উৎপত্তি ও বিনাশ প্রাপ্ত  
হইতেছে। এইহেতু তাহাকে ক্ৰণিক বলা হয়। তাহা জ্ঞানরূপ এবং আপনার ও অপর বস্তুর  
প্রকাশক। পূর্ববর্তী বিজ্ঞানের তায় অতঃ বা দ্বিতীয় বিজ্ঞান উৎপন্ন হইলে প্রথম বিজ্ঞানের  
নাশ হয় এবং তৃতীয় বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইলে, দ্বিতীয় বিজ্ঞানের। এইরূপে বিজ্ঞানের যে ধারা  
চলিতেছে, তাহা দীপশিখারূপ প্রবাহের তায় অথবা নদীপ্রবাহের তায় নিরবচ্ছিন্ন। সেই বিজ্ঞান-  
ধারা দুই প্রকারের হইয়া থাকে, যথা আলয়-বিজ্ঞান ও প্রবৃত্তি-বিজ্ঞান। 'আমি' 'আমি'  
এইরূপ আকারবিশিষ্টা ধারার নাম আলয়-বিজ্ঞানধারা, তাহা বুদ্ধিরূপ। আর 'এই ঘট', 'এই  
দেহ' ইত্যাদি আকারবিশিষ্ট হইলে সেই বিজ্ঞানকে প্রবৃত্তিবিজ্ঞান বলা হয়; তাহাই মন প্রভৃতি  
বাহ্যরূপ ধরে। প্রথমে আলয়-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হইলে, পরে প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা উৎপন্ন হইয়া  
বলিয়া, প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা আলয়-বিজ্ঞানধারারূপ বুদ্ধিরই কাষ্য। সেই আলয়-বিজ্ঞানধারা-  
রূপ বুদ্ধিই, তাহাদের মতে আত্মা। এইহেতু তাহারা মোক্ষ বলিতে বুঝে—প্রবৃত্তি-বিজ্ঞানধারা-  
রূপ মন প্রভৃতির বাধ চিন্তন করিয়া ক্ৰণিক-বিজ্ঞান ধারার একরসরূপে অবস্থিতি। এই মত বিচার-  
সহ নহে; কেননা, বুদ্ধি নিশ্চয়রূপ কাণ্ডের করণমাত্র, যেমন চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়, রূপাদিবিজ্ঞানরূপ  
কাণ্ডের করণ; সেইরূপ। সেইহেতু, বুদ্ধিকে কণ্ঠী-আত্মা বলা অসঙ্গত; কেননা, সকল পদার্থের  
নিশ্চয়কর্ত্রী বুদ্ধিকে যে জানিতে পারে, সে-ই আত্মা। প্রকাশ সেই আত্মার স্বরূপ বলিয়া

আত্মা সর্বদাই প্রকাশ করিতেছেন। ভাষা—‘রূপ’, যে প্রকারে ভাসক—‘স্থ্যাদি’ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভাষা বুদ্ধি, ভাসক আত্মা হইতে ভিন্ন। যেমন প্রদীপাদিব ‘আলোক’, প্রকাশ ‘ঘটা’দি’ বস্তুর আকাব প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রাকারে প্রকাশমান হইলেও সেই সেই বস্তুর আকাব হইতে ভিন্নস্বভাব, সেইপ্রকার, জ্ঞানরূপ আত্মা বুদ্ধির সহিত একাকারতা প্রাপ্ত হইয়া মিশ্রভাবে প্রকাশমান হইলেও বস্তুতঃ বুদ্ধিবৃত্তি হইতে ভিন্ন, নিত্যশুদ্ধস্বভাবই আছেন।

অপকীর্তিত ভূতসমূহের সত্ত্বগুণের অংশসমূহ, মিলিত হইয়া যে কাব্যরূপ একটিমাত্র অস্ত্যকরণ উৎপাদন করে, তাহা, নিশ্চয়রূপ ক্রিয়া করিলে ‘বুদ্ধি’ নাম প্রাপ্ত হয়, সঙ্কল্প-বিকল্প-ক্রিয়া কবিলে ‘মন’ নাম প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ একই অস্ত্যকরণ ‘অহম্’-আকার ধারণ কবিয়া আত্মব বৃত্তিরূপ বুদ্ধি হয় এবং ‘ইন্দ্রিয়’-আকার ধারণ কবিয়া বাহ্যবৃত্তিরূপ মন হয়; সেইহেতু তত্ত্বতত্ত্বের মধ্যে মৌলিক ভেদ সিদ্ধ হয় না। এইরূপে দেহ, ইন্দ্রিয় ও মনের ত্রয়, বুদ্ধিও ভৌতিক বলিয়া, অনাত্মা বলিয়াই সিদ্ধ হয়। আবার কঠোপনিষদের তৃতীয় বঙ্গীতে আছে :—[ আত্মানং রথিনং বিদ্ধি শরীরাং বথমেব তু, বুদ্ধিস্ত সারথিঃ বিদ্ধি মনঃ প্রগ্রহমেব চ । ইন্দ্রিয়াণি হযানাহবিষয়াংস্তেষু গোচরান্, আত্মেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধং ভোক্তেত্যাহর্মনীষিণঃ ॥ ৩,৪ ]—শরীরাবিষ্টতা আত্মাকে যথাং জীবকে রথী বা রথের মালিক বলিয়া জানিবে; জীবাবিষ্টিত শরীরকে বথ বলিবা, বুদ্ধিকে সারথি বলিয়া এবং মনকে লাগাম বলিয়া জানিবে। মনীষিগণ শ্রোত্র প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহকে শরীররূপ রথের চালক অথ বলিবা থাকেন, শব্দাদি বিষয়সমূহকে সেই ইন্দ্রিয়গণের গোচর বা বিচরণ স্থান বলিয়া থাকেন এবং শরীর ইন্দ্রিয় ও মনোবুদ্ধ আত্মাকে মুখ্যতঃখাদির ভোক্তা বা অমুভবিতা বলিয়া বর্ণনা কবিয়া থাকেন—এই শ্রুতিবচন হইতে বুদ্ধিরূপ সারথি আত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া, ‘অনাত্মা’ বলিয়াই সিদ্ধ হয়।

ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদিগণ আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব হইয়া পড়ে অর্থাৎ যে-আমি শৈশবে পিতামাতা অমুভব করিয়াছিলাম, সেই আমি বাক্ক্যে পৌত্র দৌহিত্র ভোগ করিতেছি—এইরূপ অমুভব অসম্ভব হয়।

তত্ত্বতত্ত্বের তাহার যে বলে প্রত্যভিজ্ঞা ভ্রান্তিমাত্র; প্রথম আত্মা প্রভৃতি বিনষ্ট হইলে, তাহাদের সংস্কারদ্বারাই দ্বিতীয় আত্মা প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। এইহেতু উক্ত প্রত্যভিজ্ঞা এবং পূর্বসদৃশ অত্ম পদার্থের উৎপত্তি সম্ভব হয়। তাহাদের এই উক্তি বিচারসহ নহে; কেননা, তাহাদের অভিমত ক্ষণিক আত্মা উত্তরক্ষণে বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া ভ্রান্তির দ্রষ্টা ও অদৃষ্টান থাকে না; সেইহেতু ভ্রান্তি অসম্ভব এবং তাহাদের অভিমত বিজ্ঞান নির্বিশেষ বলিয়া তাহার সংস্কারও থাকিতে পারে না। আর যদি সমাধানের আগ্রহবশতঃ, সেই সংস্কার স্বীকার করা যায়, তবে তাহার আশ্রয় কি হইবে, বলিতে হয়। আর বিজ্ঞান ভিন্ন অত্ম পদার্থ না থাকাতে, বিজ্ঞানকেই সেই আশ্রয় বলিলে বিজ্ঞান আর নির্বিশেষ থাকে না, সূতরাং নির্বিশেষ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়; আবার সংস্কারকে বিজ্ঞানরূপ বলিলে, ‘আত্মাশ্রয়’-দোষ উপস্থিত হয়।

আত্মাকে ক্ষণিক বলিয়া মানিলে, পূর্বক্ষণে বিজ্ঞান আপনাদের উত্তরক্ষণে অভাব

হয়, বলিতে হয়। তাহা হইলে মোক্ষের জন্ত বিহিত বৈরাগ্যাদিসাধনে কাহার প্ররুতি হইবে? কাহারও নহে; কেননা, তাহাদের সম্মত ঋণিক-বিজ্ঞানধারার স্থিতিক্রমে মোক্ষ বিজ্ঞানান্তি এবং মুমুকু স্বয়ং না থাকিলে কোনও প্রকার কুশল লাভের ইচ্ছা, একেবারে অসম্ভব হয়।

আবার সকলে অল্পভব করে ‘আমার বুদ্ধি মন্দ’ অথবা ‘তীব্র’। এইরূপে বুদ্ধিতে ‘আমার’ বুদ্ধিই সিদ্ধ হয়, ‘আমি বুদ্ধি’ না হওয়ার বুদ্ধি স্বপ্রকাশ আত্মা হইতে পারে না, পরপ্রকাশ বলিয়াই সিদ্ধ হয়। ঋণিক-বিজ্ঞানবাদ এইহেতু যুক্তিহীন। ৭৪

‘শূন্যই আত্মা’—এই অর্থের প্রতিবচন তাহারা উদ্ধৃত করিয়া থাকে :—

অসদেবেদমিত্যাদাবিদমেব শ্রুতং ততঃ ।

জ্ঞানজ্যেয়াত্মকং সর্বং জগদ্ ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ ॥ ৭৫

অর্থ—‘ইদম্ অসৎ এব’ ইত্যাদৌ ইদম্ এব শ্রুতম্, ততঃ (শূন্যম্ এব আত্মা), জ্ঞানজ্যেয়াত্মকম্ সর্বম্ জগৎ ভ্রান্তিপ্ৰকল্পিতম্ ।

অনুবাদ—[‘অসদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ’—ছান্দোগ্য উ, ৩।১৯।১, ৬।২।১]—এই জগৎ পূর্বে অসংই ছিল—ইত্যাদি প্রতিবাক্যে শূন্যই আত্মা বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু শূন্যই আত্মা। জ্ঞান ও জ্যেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তিধারা শূন্যই কল্পিত হইয়াছে।

টীকা—ভাল, শূন্যই যদি আত্মা হইল, তাহা হইলে প্রতীয়মান এই জগতের গতি অর্থাৎ ব্যবস্থা কি প্রকার? ইহার উত্তরে তাহারা বলে—জ্ঞান ও জ্যেয়রূপ সমস্ত জগৎ ভ্রান্তি দ্বারা শূন্যই কল্পিত হইয়াছে। ৭৫

শূন্যবাদীর এই মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ছ) উক্ত শ্লোকস্বর্যবর্ণিত  
মতের দোষপ্রদর্শন; শুট-  
মতের উল্লেখ আনন্দ-  
মত কোণঠ আত্মা।

নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তের ভাবাদাত্ত্বনোহস্তিতা ।

শূন্যস্ত্যপি সসাক্ষিহাদ্যত্থা নোক্তিরস্ম তে ॥ ৭৬

অর্থ—নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তে: অভাবাৎ, শূন্যস্ত্যপি সসাক্ষিহাৎ আত্মনঃ অস্তিতা; অস্তথা অস্ত উক্তি: তে ন ( জাগতে ) ।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রান্তি কখনই জন্মিতে পারে না; আর শূন্যও আত্ম-স্বরূপ সাক্ষিবিশিষ্ট বলিয়া, আত্মার সত্তা মানিতে হইবে। তাহা না মানিলে, হে শূন্যবাদিন্, তোমার এই শূন্যের কথা উঠিতেই পারে না।

টীকা—সাক্ষিশূন্যমাদিত্বা স্বরূপশূন্য শূন্য কখনই অধিষ্ঠান হইতে পারে না বলিয়া এবং অধিষ্ঠানরহিত ত্রম অসম্ভব বলিয়া, জগৎকলনার অধিষ্ঠান আত্মার সত্তা মানিতেই হইবে। আর শূন্যবাদীকেও, শূন্যের সাক্ষী বলিয়া আত্মার অস্তিত্ব মানিতেই হইবে। শূন্য-

বাদিন, যদি তুমি শূন্য হইতে ভিন্ন আপনার আত্মাকে না মান, তাহা হইলে শূন্য সম্বন্ধে—  
'শূন্য আছে' এই প্রকার কথন, তোমার এই (মাধ্যমিক) বৌদ্ধমতে সিদ্ধ হইতে পারে  
না। কথাটি এই—মাধ্যমিক বৌদ্ধমতাবলম্বিগণ শূন্যকেই আত্মা বলিয়া মানেন। তাহাদের  
অভিপ্রায় এই,—আত্মা এবং আত্মভিন্ন সকল বস্তুই শূন্যরূপ। সেই শূন্য সকল বস্তুই নিজরূপ  
লব্ধি পরম তত্ত্ব। সৃষ্টিতে সকল পদার্থের অভাব হইলে, 'আমি কিছুই অনুভব করি  
নাই'—এইরূপ প্রতীতির বিষয় এবং বিদ্বানের দৃষ্টিতে তুচ্ছ অজ্ঞানরূপ যে আনন্দময় কোশ  
অদৃশিষ্ট থাকিয়া যায়, তাহা শূন্যরূপ আত্মা। এই মতাবলম্বিগণকে আমাদের জিজ্ঞাস্য এই—

(১) এই শূন্য সামাজিক অথবা (২) সাক্ষিশূন্য অথবা (৩) স্বপ্রকাশ—এই তিন বিকল্পই  
হইতে পারে। প্রথমপক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—শূন্যেব সাক্ষী মানিলে, সেই সাক্ষী শূন্য হইতে  
বিলক্ষণ আত্মাই হইবেন। দ্বিতীয়পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই—সাক্ষিরহিত শূন্য অসিদ্ধ। তৃতীয়  
পক্ষ সম্বন্ধে বক্তব্য এই,—যাহাকে 'স্বপ্রকাশ' বলা হইতেছে, তাহারই নামান্তর আমাদের অদৃষ্ট  
ব্রহ্ম; তাহা শূন্য নহে।

আব 'সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অসংখ্য ছিল', এষ্ট ছান্দোগ্যশ্রুতিবাক্যের দ্বারা শূন্য  
প্রতিপাদিত হইবাছে, বুঝিলে পূর্ব বাক্যের সহিত উক্ত বাক্যের বিরোধ হয় বলিয়া উক্ত  
বাক্য শূন্য প্রতিপাদিত হয় নাই। বুঝা যায়; কিন্তু নৈয়ায়িক, বৈশেষিক ও বৌদ্ধগণ যে (অনুভবসিদ্ধ)  
প্রাগভাবকে জগৎের কারণ বলিয়া স্বীকার কবে, তাহাবই অনুবাদ কবিয়া, সেই বিপতীত সিদ্ধান্তের  
গ্রহণ হইতে নিবৃত্ত করাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য। এই সকল কাৰণে শূন্যবাদীর  
মত যুক্তিবদ্ধ। ৭৬

(শঙ্ক) ভাল, তাহা হইলে 'আত্মা' বলিতে কি বুঝিতে হইবে? তত্বেব অনুবাদী  
অর্থাৎ নৈয়ায়িক, প্রভাকর ও ভট্টমতামুসারিগণ বলে :

অন্যো বিজ্ঞানময়ত আনন্দময় আন্তরঃ।

অস্তীত্যেবোপলব্ধব্য ইতি বৈদিকদর্শনম্ ॥ ৭৭

অর্থ—বিজ্ঞানময়তঃ অন্তঃ আন্তরঃ আনন্দময়ঃ; 'অস্তি' ইতি এব উপলব্ধব্যঃ ইতি  
বৈদিকদর্শনম্।

অনুবাদ ও টীকা—[ তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ বিজ্ঞানময়াৎ অন্তঃ অন্তরঃ আত্মা  
আনন্দময়ঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৫।১ ]—সেই এই বিজ্ঞানময় আত্মা অপেক্ষাও অন্য  
একটি আভ্যন্তর আত্মা আছে, যাহার নাম আনন্দময়; [ অস্তি ইতি এব উপলব্ধব্যঃ  
তত্ত্বাবেন চ উভয়োঃ। অস্তি ইতি এব উপলব্ধ্য তত্ত্বাবঃ প্রসীদতি—কঠ  
উ, ২।৩।১৩ ]—উপাধিযুক্ত এবং তদ্বিযুক্ত এই উভয় প্রকারের মধ্যে নিরূপাধিক  
আত্মাকেই তত্ত্বভাবে অর্থাৎ প্রকৃত সত্যরূপে 'অস্তি' অর্থাৎ সং বলিয়া বুঝিতে  
হইবে। যে লোক 'অস্তি' বলিয়া উপলব্ধি করে, তাহার নিকট পূর্বোক্ত তত্ত্বাব—  
আত্মার কুটস্থ সত্যরূপ, প্রসন্ন হয় অর্থাৎ নিঃসংশয়রূপে প্রকাশ পায়। এই প্রকার

ঋতিবচন রহিয়াছে বলিয়া আনন্দময় কোশকেই আত্মা বলিয়া মানিতে ইহাই ইহাই বেদের সিদ্ধান্ত—নৈয়ায়িক প্রভৃতি এইরূপ কহিয়া থাকে । ৭৭

২। আত্মার পরিমাণ লইয়া বিবাদ।

আত্মার স্বরূপ লইয়া এইরূপ বিবাদ দেখাইয়া আত্মার পরিমাণবিশেষ লইয়া বাদিগণের মধ্যে যে যে বিবাদ আছে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) সাধারণতঃ আত্মার  
পরিমাণ ত্রিবিধ বলিয়া  
বর্ণন।

অণুমহান্ মধ্যমো বেত্যেবং তত্রাপি বাদিনঃ ।

বহুধা বিবদন্তে হি ঋতিযুক্তিসমাপ্রয়াৎ ॥ ৭৮

অর্থ—অণুঃ মহান্ বা মধ্যমঃ ইতি এবম্, তত্র অপি বাদিনঃ ঋতিযুক্তিসমাপ্রয়াৎ বহুধা বিবদন্তে হি ।

অনুবাদ ও টীকা—কেহ বলে—‘আত্মা অণুপরিমাণ’; কেহ বলে ‘মহা পরিমাণ’; কেহ বলে ‘মধ্যম পরিমাণ।’ এই প্রকারে আত্মার পরিমাণ লইয়া বাদিগণ ঋতি ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া অনেক প্রকার বিবাদ করিয়া থাকে । ৭৮

এই পরিমাণভেদবাদিগণের মধ্যে, যাহারা আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া থাকে, সেই আন্তরালগণের মত :—

(খ) আন্তরালগণের মতে  
—আত্মা অণুপরিমাণ ।

অণুং বদন্ত্যান্তরূলাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ ।

রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু প্রচরত্যয়ম্ ॥ ৭৯

অর্থ—‘আন্তরূলাঃ সূক্ষ্মনাড়ীপ্রচারতঃ ( আত্মানম্ ) অণুম্ বদন্তি, রোম্নঃ সহস্রভাগেন তুল্যাসু ( নাড়ীষু ) অয়ম্ প্রচরতি ।

অনুবাদ—ইহাদের মধ্যে ‘আন্তরূলা’-নামক বাদিগণ বলে, আত্মা অণুপরিমাণ; সেইরূপ বলিবার তাহাদের হেতু এই—আত্মা সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর বিচরণ করেন। সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার সেই প্রচার তাহারা এইরূপে উপপাদন করে—একটি কেশের সহস্র ভাগের এক ভাগের তুল্য সূক্ষ্ম নাড়ীসকলের ভিতর দিয়া আত্মার গমনাগমন হয় ।

টীকা—সূক্ষ্মনাড়ীর ভিতর দিয়া আত্মার যে প্রচার, তাহা আত্মার অণুই বিনা সঙ্কট হয় না, ইহাই তাৎপর্য । ৭৯

ভাল, আত্মা যে অণুপরিমাণ, তদ্বিষয়ে ( শাস্ত্রীয় ) পমাণ কি ?—তাহারা সেই প্রমাণে এইরূপ উল্লেখ করে :—

অণোরূপীয়ানেষোহণুঃ সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং স্থিতি ।

অণুত্বমাত্ত্বঃ শ্রুতয়ঃ শতশোহথ সহস্রশঃ ॥ ৮০

অম্বয়—অণোঃ অণীয়ান্ এষঃ অণুঃ সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরম্ তু ইতি শতশঃ অথ সহস্রশঃ শ্রুতয়ঃ  
অণুত্বম্ আত্মাঃ ।

অনুবাদ—‘অণু হইতেও এই আত্মা অত্যন্ত অণু’ : ‘এই আত্মা হইতেছে অণু’,  
‘সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর’—এইরূপ শত শত সহস্র সহস্র শ্রুতিবচন আত্মার  
অণুত্ব প্রমাণ করিতেছে ।

টীকা—[ অণোঃ অণীয়ান্, মহতঃ মহীয়ান্—কঠ উ, ২।২০, শ্বেতা উ, ৩।২০ ; মহানারা,  
১, ৩ ; কৈবল্য ২০ ]—( আত্মা ) অণু হইতেও অত্যন্ত অণু এবং মহান্ হইতেও অত্যন্ত  
গন্য ; [ এষঃ অণুঃ আত্মা চেতসা বেদিতব্যঃ—মুণ্ডক উ, ৩।১২ ]—এই সূক্ষ্মরূপ আত্মাকে শুদ্ধ  
ন দিয়া জানিতে হয় ; [ সূক্ষ্মাং সূক্ষ্মতরং নিত্যম্—কৈবল্য উ, ১।৬ ]—সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ও  
নিত্য—এইরূপ অনেক শ্রুতিবচন আত্মার অণুরূপতা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ বহিয়াছে, ইহাই অর্থ । ৮০

আত্মাব অণুরূপতা বিষয়ে অশ্রুতিবচনের (শ্বেতাশ্বতর উ, ৩।২) উদাহরণ দেয় :—

বালাগ্রশতভাগস্য শতধা কল্লিতস্য চ ।

ভাগো জীবঃ স বিজ্ঞেয় ইতি চাহাপরা শ্রুতিঃ ॥ ৮১

অম্বয়—বালাগ্রশতভাগস্য চ শতধা কল্লিতস্য ভাগঃ সঃ জীবঃ বিজ্ঞেয়ঃ ইতি চ অপরা  
শ্রুতিঃ আত্মা ।

অনুবাদ—কেশের অগ্রভাগের যে শতভাগ ( তাহার এক ভাগকে ) শতভাগে  
কল্পনা অর্থাৎ তাহার বিভাগ করিলে, তাহার একভাগ যত সূক্ষ্ম হয়, সেইরূপ সূক্ষ্ম  
যে জীব, তাহা জানিবার যোগ্য । এই প্রকারে অশ্রুতি ( শ্বেতাশ্বতর উ ) শ্রুতিবচন  
আত্মার অণুরূপতার বর্ণন করিতেছে ।

টীকা—বাহার আত্মাকে অণুপরিমাণ বলিয়া মানে, সেই আন্তরালদিগের মত যুক্তিসহ  
নহে ; কেননা, আত্মা যদি অণুপরিমাণ হ'ন, তাহা হইলে অণুস্বরূপ জ্ঞাতা আত্মা শরীরের  
এক অংশেই থাকিবেন ; তাহা হইলে চরণে ও মস্তকে পীড়ার বা স্নেহের জ্ঞান, একই সময়ে হওয়া  
উচিত হইত না । তত্ত্বতরে তাহারা বলে এক স্থানে অবস্থিত পুষ্পাদির গন্ধ চারিদিকে প্রসারিত  
হয় ; সেই প্রকার দেহের একভাগে অবস্থিত আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া যায় ।  
সেই প্রকারে চরণে ও মস্তকে পীড়ার ও স্নেহের জ্ঞান এককালেই সম্ভাবিত হয় । তত্ত্বতরে বক্তব্য  
এই যে, যেমন ঘটের নীলাদিগুণ ঘটকে ছাড়িয়া বাহিরে থাকে না, সেইরূপ তাহাদের সম্মত  
আত্মাব জ্ঞানগুণ আত্মার বাহিরে থাকিতে পারে না । ইহার উত্তরে সেই অণুপরিমাণাত্মবাদিগণ  
বলে, যেমন শরীরের একদেশে সংলগ্ন চন্দনের শীতলতা সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়, সেইরূপ,  
শরীরের একাংশে স্থিত অণুপরিমাণ আত্মার জ্ঞান সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয় । একথা কিন্তু  
অসঙ্গত : কেননা, শরীরের একাংশে চন্দনস্পর্শ হইলে, সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত জ্বালাংশের ঘনীভাব  
উদ্ভূত হয়, তদ্ব্যবধি সমস্ত শরীরের শীতলতা সম্পাদিত হয় । সেই শীতলতা চন্দনের নহে ।  
সেইহেতু চন্দনের দৃষ্টান্ত আলোচ্য প্রসঙ্গে অসংলগ্ন হইয়া পড়ে । কোন অশাস্ত্রবাদী বলে, দীপ

যেমন গৃহের এক স্থানে অবস্থিত থাকিয়া সমস্ত গৃহকে আলোকিত করে, সেইরূপ একদেশাবস্থি আত্মার জ্ঞানগুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হয়। এই দৃষ্টান্ত গ্রহণ করিলে আত্মাকে সাবয়ব পরপ্রকৃতি এবং পরিশেষে দৃশ্য বলিয়া বিনাশশীল, এইরূপ মানিতে হয়। তাহা হইলে আত্মার অতাব সম্ভাবনা।

আত্মার অণুরূপতাশ্রুতির তাৎপর্য এই—স্থূলবুদ্ধি পুরুষের নিকট আত্মা অণুর তায় উজ্জের। আবার অনেক স্থলে শ্রুতি আত্মাকে ব্যাপক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এইহেতু আত্মা উপাসকাদির অভিমত অণুপরিমাণ নহেন। ৮১

আত্মার মধ্যম পরিমাণবাদী দিগম্বরনামক নাস্তিকগণের মত—আত্মা দেহেব সঙ্কিত সমপরিমাণ ; তাহারই বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) দিগম্বর বোদ্ধ বা  
জৈনদিগের মত—আত্মা  
মধ্যমপরিমাণ।

দিগম্বর। মধ্যমত্বমাত্মরাপাদমস্তকম্।

চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেরানথাগ্রন্থতেরপি ॥ ৮২

অর্থ—দিগম্ববাঃ ( আত্মনঃ ) মধ্যমত্বম্ আতঃ আপাদমস্তকম্ চৈতন্যব্যাপ্তিসন্দৃষ্টেঃ, অপি : আনথাগ্রন্থতেঃ।

অমুবাদ ও টীকা—দিগম্বর-মতাবলম্বিগণ আত্মাকে মধ্যমপরিমাণ অর্থাৎ দেহের সহিত সমপরিমাণ বলিয়া থাকে ; তাহাদের যুক্তি এই যে চৈতন্যরূপ আত্মা, চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত বলিয়া অমৃতভূত হন এবং শ্রুতিও আত্মাকে দেহে নথাগ্রপর্য্যন্ত প্রবিষ্ট বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, যথা—[ সং: এষঃ ইহ প্রবিষ্টঃ আনথাগ্রভেদাঃ :-বৃহদা উ, ১।৪।৭ ]—জগৎকারণ বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই এই পরমেশ্বর এই অভিযুক্ত জগতে নথাগ্র হইতে সর্বাবয়বে অমুপ্রবিষ্ট হইলেন। ৮২

তাল, আত্মা মধ্যমপরিমাণ হইলে, ( ৭২ শ্লোকোক্ত ) শ্রুতিসিদ্ধ, ( আত্মার ) নার্ভা প্রচাব অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তবে তাহারা বলে :—

সুক্ষ্মনাড়ীপ্রচারস্ত সুক্ষ্মরবয়বৈবৈভবেৎ।

স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাং কঙ্কুকপ্রতিমোকবৎ ॥ ৮৩

অর্থ—সুক্ষ্মনাড়ীপ্রচারঃ তু স্থূলদেহস্য হস্তাভ্যাম্ কঙ্কুকপ্রতিমোকবৎ সুক্ষ্মঃ অবয়বৈঃ ভবেৎ।

অমুবাদ—স্থূলদেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা কঙ্কুকে বা জামায় প্রবেশ করে সেইরূপ আত্মার সুক্ষ্মনাড়ীপ্রচার, সুক্ষ্ম অবয়বদ্বারাই হইতে পারে অর্থাৎ স্থূল দেহ যেমন দুই হস্তদ্বারা জামায় প্রবেশ করিলেই দেহের জামায় প্রবেশ সিদ্ধ হয়, সেইরূপ আত্মার সুক্ষ্ম অবয়বরূপ সুক্ষ্ম নাড়ীতে প্রবেশ করিলেই আত্মার শ্রুতি বর্ণিত নাড়ীপ্রবেশ সিদ্ধ হয়।

টীকা—যেমন দেহাবয়বরূপ হস্তদ্বয়ের কঙ্কুকপ্রবেশদ্বারা দেহের কঙ্কুকপ্রবেশ হইল, বলা

হয়, সেইরূপ আত্মার স্বল্প অবয়বরূপ ( স্বল্প ) নাড়ীতে প্রচার হইলেই উপচাবক্রমে অর্থাৎ আরোপ করিব আত্মাব প্রচার হয়, বলা হইয়া থাকে ; ইহাই অর্থ। ৮৩

( শঙ্কা ) ভাল, আত্মার পরিমাণ যদি মধ্যমরূপেই নির্ধারিত হয়, তাহা হইলে কস্মবশে আত্মাব পিপীলিকা প্রভৃতির ক্ষুদ্র শরীরে এবং হস্তী প্রভৃতির বৃহৎ শরীরে প্রবেশ সম্ভবপর হয় না— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহার বলা আত্মার অবয়বের উৎপত্তি ও নাশদ্বারা আত্মার মধ্যমপরিমাণতা নিয়মিত থাকায়, আত্মার নিম্নতমধ্যমপরিমাণতা ও ছোট বড় শরীরে দেহের ত্রায় প্রবেশ, এতদ্বয় বিবৃদ্ধ হয় না,—অর্থাৎ ছোট শরীরে প্রবেশকালে আত্মাব অবয়ববিনাশ, এবং বৃহৎ শরীরে প্রবেশকালে অবয়বোৎপত্তি হয় বলিয়া মধ্যমপরিমাণ আত্মার, দেহের প্রবেশের ত্রায় ছোট বড় শরীরে প্রবেশ সম্ভাবিত হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশোহপি গমাগমৈঃ ।

আত্মাংশানাং ভবেত্তেন মধ্যমত্বং বিনিশ্চিতম্ ॥ ৮৪

অর্থ—ন্যূনাধিকশরীরেষু প্রবেশঃ অপি আত্মাংশানাম্ গমাগমৈঃ ভবেৎ, তেন মধ্যমত্বং বিনিশ্চিতম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্ব্ব হইতে বড় এবং পূর্ব্ব হইতে ছোট শরীরে আত্মার প্রবেশও আত্মাব অংশের ( অবয়বের ) উৎপত্তি ও বিনাশদ্বারা সম্ভাবিত হয়। সেইহেতু আত্মার মধ্যমপরিমাণতা অর্থাৎ শরীরের সহিত সমানপরিমাণতা বিশেষরূপে নিশ্চিত। ৮৪

আত্মা সাবয়ব হইলে ঘটাদি সাবয়ব বস্তুব ত্রায় আত্মা অনিত্যই হইয়া পড়ে—এই বলিয়া মধ্যমপরিমাণবাদী দিগম্বরগণের মতের দোষ প্রদর্শন করিতেছেন :—

সাংশস্ত ঘটবল্লাশো ভবত্যেব তথা সতি ।

কৃতনাশাকৃতভাগময়োঃ কো বারকো ভবেৎ ? ॥ ৮৫

অর্থ—সাংশস্ত ঘটবৎ নাশঃ ভবতি এব ; তথা সতি কৃতনাশাকৃতভাগময়োঃ বারকঃ কে, ভবেৎ ?

অনুবাদ—সাবয়ব বস্তুমাত্রই ঘটের ত্রায় অবশ্যই নশ্বর হইবে। তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মার নাশ হইলে, কৃতনাশ ও অকৃতভাগমরূপ দুই দোষের নিবারক কে হইবে ?

টীকা—সাবয়ব আত্মা ঘটের ত্রায় নশ্বর হইলে তাহাতে দোষ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘তাহা হইলে’ ইত্যাদি। ‘কৃতনাশ’—কৃত যে পুণ্যপাপ তাহাদের ভোগপ্রদান বিনা নাশের নাম ‘কৃতনাশ’ ; ‘অকৃতভাগম’—কৃত হয় নাই যে পুণ্যপাপ, তাহাদের অকস্মাৎ কলপ্রদানতার নাম অকৃতভাগম। আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিলে এই দুইট দোষ হইবে, ইহা তাৎপর্য্য। ৮৫



যেহেতু আত্মার অণুপরিমাণতা ও মধ্যমপরিমাণতা এই উভয় পক্ষই দোষাঘাত, সেহেতু পরিশেষে আত্মার বিতুষ্ট অর্থাৎ মহৎপরিমাণতাই সিদ্ধ হয়, এই কথাই বলিতেছেন :-

**তস্মাদাত্মা মহান্বেব নৈবাণূর্নাপি মধ্যমঃ ।**

**আকাশবৎ সর্বগতো নিরংশঃ ঋতিসম্মতঃ ॥ ৮৬**

অর্থ—তস্মাৎ আত্মা মহান্ এব, অণুঃ ন এব, মধ্যমঃ অপি ন, আকাশবৎ সর্বগতঃ নিরংশঃ ঋতিসম্মতঃ ।

অনুবাদ—সেইহেতু আত্মা মহান্ অর্থাৎ ব্যাপকই হইবেন। তিনি অণুও নহেন, তিনি মধ্যম অর্থাৎ শরীরের সহিত সমপরিমাণও নহেন। তিনি আকাশের ন্যায় সর্বগত ও নিরবয়ব। এইরূপ আত্মাই ঋতিসম্মত।

টীকা—সেই আত্মার বিভূরূপতা বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন—“তিনি আকাশের ন্যায় ইত্যাদি। [ আকাশবৎ—সর্বোপনিষৎ ৪ ; সর্বগতঃ ৫ নিত্যঃ—মুণ্ডক উ, ১।১।৩ ] আত্মা আকাশের ন্যায় ব্যাপক, সর্বত্র অবস্থিত ৭ নিত্য [ নিষ্কলং নিষ্কিয়ম্—ঋতাস্থতব উ, ৩।১২ ]—আত্মা নিরবয়ব ও ক্রিয়াহীন—ইত্যাদি বেদবাক্যই আত্মার মহত্তা বিষয়ে প্রমাণ। ৮৬

এই প্রকারে আত্মার বিতুষ্ট সিদ্ধ করিয়া, আত্মার চৈতন্যরূপতার নিশ্চয় করিবার জন্য, বাদিগণের মধ্যে বিবাদ বর্ণন করিতেছেন :

৩। আত্মার বিলক্ষণ বা বিশেষরূপ লইয়া বিবাদ।

(ক) ত্রিবিধ বাদীৰ সম্মত  
আত্মার ত্রিবিধ বিশেষ-  
রূপের বর্ণন।

**ইত্যুক্তা তদ্বিশেষে তু বহুধা কলহং যযুঃ ।**

**অচিদ্রূপোহথ চিদ্রূপশ্চিদচিদ্রূপ ইত্যপি ॥ ৮৭**

অর্থ—ইতি উক্তা তদ্বিশেষে তু অচিদ্রূপঃ অথ চিদ্রূপঃ চিদচিদ্রূপঃ ইতি অপি বহুধা কলহম্ যযুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে আত্মার মহত্তা সিদ্ধ করিয়া, সেই আত্মার বিশেষতা বা বিলক্ষণতা বিষয়ে—কেহ বলে আত্মা জড়, কেহ বলে আত্মা চেতন, কেহ বলে আত্মা জড়চেতন উভয় রূপ—এইরূপে বহু প্রকারে কলহে ব্যাপ্ত হয়। ৮৭

যাহারা আত্মাকে অচিৎ বা জড় বলে তাহাদের মত প্রদর্শন করিতেছেন :-

(খ) প্রভাকর ও নৈয়ায়িক-  
দিগের মত - আত্মা  
জড়রূপ।

**প্রাভাকরাস্তার্কিকাস্চ প্রাহুরস্মাচিদাত্মতাম্ ।**

**আকাশবদ্দব্যমাত্মা শব্দবত্তদগুণশ্চিতিঃ ॥ ৮৮**

অর্থ—প্রাভাকরাঃ তার্কিকাঃ চ অস্মা অচিদাত্মতাম্ প্রাহুঃ ; আকাশবৎ আত্মা দ্রব্যম্, শব্দবৎ চিতিঃ তদগুণঃ ।

অনুবাদ—ভট্টশঙ্করের মতানুসারী প্রাভাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ আত্মাকে অচিৎ অর্থাৎ জড়রূপ বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকে। তাহারা বলে আত্মা আকাশের

দ্রব্য দ্বা অর্থাৎ গুণের আশ্রয় ( ১ম খণ্ড 'ক' পরিশিষ্ট ২০৫ পৃঃ দৃষ্টব্য ) ; চৈতন্য অর্থাৎ জ্ঞান আকাশের গুণ ; শব্দ যেমন আকাশের গুণ, সেইরূপ ।

টীকা—প্রাভাকরগণের প্রক্রিয়া বা প্রমাণশৈলীর অনুবাদ কবিত্তেছেন—‘আত্মা আকাশের দ্রব্য দ্বা’ ইত্যাদি ; তাহাদের স্থচিত অনুমান এইরূপ—আত্মা দ্রব্য (অর্থাৎ গুণাশ্রয়) হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু আত্মা গুণবান্—হেতু ; যেমন আকাশ—দৃশ্যাদি পৃথিব্যাदि অস্ত্র দ্রব্য হইতে আত্মার ভেদসাধক বিশেষ গুণ দেখাইতেছেন—আত্মা পৃথিবী প্রভৃতি অস্ত্র দ্রব্য হইতে ভিন্ন—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু আত্মা জ্ঞানগুণবান্—হেতু, যে বস্তু পৃথিবী প্রভৃতি হইতে ভিন্ন নহে তাহা জ্ঞানগুণবান্ও নহে—ব্যাপ্তি ; যেমন পৃথিব্যাदि—দৃষ্টান্ত ; এইরূপ অনুমান বুঝিয়া লইতে হইবে । ৮৮

সেই জ্ঞানগুণবান্ আত্মার বিশেষ অস্ত্র গুণ কহিতেছেন :

**ইচ্ছাদেষপ্রযত্নাচ্চ ধন্মাধন্যৌ সুখাসুখে ।**

**তৎসংস্কারাচ্চ তস্মৈতে গুণাশ্চিতিবদৌরিতাঃ ॥ ৮৯**

অর্থ—ইচ্ছাদেষপ্রযত্নাঃ চ ধন্মাধন্যৌ সুখাসুখে চ তৎসংস্কারাঃ এতে চিতিবৎ তস্ত গুণাঃ দৌরিতাঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—ইচ্ছা, দেষ, প্রযত্ন, পুণ্য, পাপ, সুখ, দুঃখ, এবং তাহাদের ভাবনাকল্প সংস্কার—এই আটটি জ্ঞানের দ্বারা আত্মার গুণ বলিয়া বণিত হয় । ৮৯

এই জ্ঞানাদি গুণসমূহের উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ বণিত্তেছেন :—

**আত্মনো মনসা যোগে স্বাদৃষ্টবশতো গুণাঃ ।**

**জায়ন্তেহথ প্রলীয়ন্তে স্মৃশুপ্তেহদৃষ্টসংক্ষয়াৎ ॥ ৯০**

অর্থ—স্বাদৃষ্টবশতঃ আত্মনঃ মনসা যোগে গুণাঃ জায়ন্তে, অথ স্মৃশুপ্তে অদৃষ্ট-সংক্ষয়াৎ প্রলীয়ন্তে ।

অনুবাদ ও টীকা—নিজের প্রারব্ধকর্ম্মরূপ অদৃষ্টের বশে আত্মার মনের সহিত সংযোগ ঘটিলে, পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান ( চৈতন্য ) প্রভৃতি গুণসকল উৎপন্ন হয় এবং প্রত্যক্ষসিদ্ধ স্মৃশুপ্তিকালে অদৃষ্টের ক্ষয় হইলে ( আত্মা ও মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হইলে ) গুণসকল বিলীন হইয়া যায় । ৯০

( শঙ্কা ) আত্মা যদি জড়রূপই হইলেন, তাহা হইলে তাহার চেতনতা কি প্রকারে মানা হইতেছে ? ( সমাধান ) তত্ত্বজ্ঞের তাহারা বলে, আত্মাব চৈতন্য-গুণ থাকায় আত্মাকে চেতন মিয়া মানা হয়—এই কথাই বলিতেছেন :—

**চিতিমদ্ভাচ্ছেতনোহয়মিচ্ছাদেষপ্রযত্নবান্ ।**

**স্বাদ্ধন্মাধন্ময়োঃ কৰ্ত্তা ভোক্তা দুঃখাদিমত্তুতঃ ॥ ৯১**

অম্বয়—চিতিমত্যাং অম্ব চেতনঃ ইচ্ছাদেশপ্রযত্ববান্ ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ময়োঃ কৰ্ত্তা তৎপাদিমহত্, ভোক্তা স্তাৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—আত্মা চৈতন্যগুণক বলিয়া চেতন । আত্মা যে চেতন তদ্বিশয়ে অম্ব হেতু এই—আত্মা ইচ্ছা, দ্বেষ এবং উৎসাহবিশেষরূপ প্রযত্নবিশিষ্ট ; এবং সেই আত্মা ঈশ্বর হইতে বিলক্ষণ ; কেননা, আত্মা ধৰ্ম্ম ও অধৰ্ম্ম উভয়েই কৰ্ত্তা ও সাংসারিক সুখ-দুঃখাদির ভোক্তা । ৯১

( শঙ্ক ) ভাল, আত্মা যদি বিভূ বা ব্যাপক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার লোকান্তর গমন এবং লোকান্তর হইতে আগমন কি প্রকারে সম্ভব হয়? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন— এই দোহে কর্মবশে ইচ্ছাদির উৎপত্তি হইলে আত্মা ইহলোকে অবস্থিত রহিয়াছেন ইত্যাদির ব্যবহার যে প্রকারে হইয়া থাকে, সেই প্রকারে লোকান্তরে কর্মবশে অম্ব দেহের উৎপত্তি হইলে সেই দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন আত্মপ্রদেশে, সুখপ্রভৃতির উৎপত্তির বশে, সেই পরলোকে আত্মা গমনাগমনাদি হইল—এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে । এইরূপে আত্মার গমনাগমনাদি উপচাৰুভেদে অর্থাৎ আরোপ করিয়াই কথিত হইয়া থাকে—এই আশয় লইয়াই বলিতেছেন :—

যথাত্র কর্মবশতঃ কাদাচিৎকং সুখাদিকম্ ।

তথা লোকান্তরে দেহে কর্মণেচ্ছাদি জন্মতে ॥ ৯২

এবং সর্বগতস্যপি সম্ভবেতাং গমাগমৌ ॥ ৯২ ½

অম্বয়—যথা অত্র কর্মবশতঃ কাদাচিৎকং সুখাদিকম্ তথা লোকান্তরে দেহে কর্মণা ইচ্ছাদি জন্মতে । এবম্ সর্বগতস্ত অপি ( আত্মনঃ ) গমাগমৌ সম্ভবেতাং ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন ইহলোকে আত্মার সদসং কর্মবশে কখন কখন উৎপত্তমান সুখদুঃখাদি হইয়া থাকে, সেইপ্রকার লোকান্তরে প্রাপ্ত দেহেও কর্মবশত ইচ্ছাদি উৎপাদিত হইয়া থাকে । ৯২ । এইরূপে অর্থাৎ পূর্বগত শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে সর্বগত অর্থাৎ ব্যাপক হইলেও আত্মার গমনাগমন সম্ভবপর হয় । ৯২ ½

( শঙ্ক ) ভাল, আত্মা যে কতৃত্বাদি ধর্ম্মবিশিষ্ট তদ্বিশয়ে প্রমাণ কি? ( সমাধান ) এইহেতু বলিতেছেন :—

কর্মকাণ্ডঃ সমগ্রোহত্র প্রমাণমিতি তেহবদন্ ॥ ৯৩

অম্বয়—সমগ্রঃ কর্মকাণ্ডঃ অত্র প্রমাণম্ ইতি তে অবদন্ ।

অনুবাদ ও টীকা—সমগ্র কর্মকাণ্ড এ বিষয়ে প্রমাণ—সেই প্রত্যাকরগণ ও নৈয়ায়িকগণ এই প্রকার কহিয়া থাকে । ৯৩

ভাল, ৭৭ শ্লোকে “অন্তঃ বিজ্ঞানময়তঃ আনন্দময়ঃ আন্তরঃ”—সেই বিজ্ঞানময় হইতে পৃথক্ আত্মান্তর আত্মা আনন্দময়—এইরূপে আনন্দময়-কোশকেই আত্মা বলা হইয়াছে, আর এখন

আনন্দময়-কোশ হইতে ভিন্ন অল্প ইচ্ছাদিয়ান্ আত্মার প্রতিপাদন করা হইতেছে। ইহাতে পূর্ণাপব বিরোধ হইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

আনন্দময়কোশো যঃ সুষুম্নো পরিশিষ্যতে ।

অস্পষ্টচিৎ স আত্মৈষাং পূৰ্ব্বকোশোহস্ম তে গুণাঃ ॥৯৪

অর্থঃ সুষুম্নো অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে সঃ পূৰ্ব্বকোশঃ এষাম্ আত্মা, তে গুণাঃ অস্ম ।

অনুবাদ—সুষুম্নিকালে অস্পষ্ট চৈতন্যস্বরূপ যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকে, পূৰ্ব্বকোশের মধ্যে তাহাই প্রথম কোশ, প্রাভাকর ও তাকিকেরা তাহাকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার করে। এই সকল গুণ তাহারই।

টীকা—“সুষুম্নো অস্পষ্টচিৎ যঃ আনন্দময়কোশঃ পরিশিষ্যতে”—সুষুম্ন-অবস্থায় বিলীন জ্ঞানগুণযুক্ত যে আনন্দময়-কোশ অবশিষ্ট থাকিয়া যায়, “সঃ পূৰ্ব্বকোশঃ”—তাহাই শ্রুতান্ত পূৰ্ব্ব কোশের মধ্যে প্রথম কোশ, “এষাম্ আত্মা”—এই প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা, “তে গুণাঃ অস্ম”—৮৮, ৮৯ শ্লোকোক্ত জ্ঞানাদি গুণসমূহ, এই আত্মাবলি—ইহার অর্থ। প্রাভাকর ও নৈয়ায়িকগণের উক্ত মত অসঙ্গতঃ কেননা, তাহারা যে বলে, সুষুম্নিতে জ্ঞান না থাকায় আত্মা জড়রূপে অবস্থিত থাকেন, তাহা হইলে সুষুম্নি হইতে উঠিয়া লোকে যে বলে ‘আমি কিছুই জানিতে পারি নাই, স্নেহ বুঝাইতেছিলাম’—এই প্রকারে সুষুম্নিকালে অন্তর্ভূত অজ্ঞান ও স্নেহের মত, উক্ত মতের বাদক হইবা দাঁড়ায়; যেহেতু আত্মা যদি জড় হইত, তবে উক্তরূপ স্মৃতি হইতে পারিত না। এইরূপে স্মৃতি হয় বলিয়া আত্মা জড় নহেন, চেতন—এইরূপ বুদ্ধিতে হইবে।

আপাব বেদে আত্মা নিগুণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। সেহেতু আত্মা ইচ্ছাদি গুণ বিশিষ্ট হইতে পারেন না। ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই ধর্ম। আত্মায় অপ্যাসবশতঃ তাহারা আত্মাবলি বলিয়া প্রতীত হয়। আর ইচ্ছাদি অন্তঃকরণের ধর্ম [কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাশঙ্কা প্রতিবর্তিত্বাদীভীরিত্যেতৎসর্বং মনএব—বৃহদা উ, ১।৫।৩]—কাম (ভোগাভিলাষ) সঙ্কল্প, প্রতিবর্তিত্ব, ভীতি, অশ্রদ্ধা, শৈথিল্য, অধৈর্য, লজ্জা, বুদ্ধিবৃত্তি, ভয়—এ সমস্ত মনই—মনের ধর্ম ইত্যাদি প্রতিবচন হইতে ইহা জানা যায়। আব অম্বয়-ব্যতিরেক বৃত্তিধারাও ইচ্ছাদি অন্তঃকরণেরই গুণ বলিয়া সিদ্ধ হয়; কেননা, জাগ্রৎ ও স্বপাবস্থায় অন্তঃকরণ থাকিলে, ইচ্ছাদি দেগা যায়,—সুষুম্নিতে অন্তঃকরণ না থাকিলে ইচ্ছাদিও থাকে না।

নৈয়ায়িকসম্মত আত্মা ব্যাপক ও নানা; এইহেতু সকল আত্মাবলি একই কালে, সকল শরীর, সকল কক্ষ, সকল ভোগ ও সকল মনের সহিত সম্বন্ধ ঘটায়, কোন শরীরাদি কোন আত্মাবলি—তাঁহা নির্ণয় হয় না। এইরূপ নানাদোষাঘাত বলিয়া উক্ত মত পরিত্যাজ্য। ৯৪

এই আনন্দময়-কোশরূপ আত্মাকেই পূর্বমীমাংসার বার্তিককার কুমারিলভট্টের মতাবলম্বিগণ ‘চৈতন্য উভয়স্বরূপ বলিয়া বর্ণন করে। ইহাই কহিতেছেন :—

(গ) পূৰ্ণ-স্রোতসপুৰোক্ত গূঢ়ং চৈতন্যমুৎপ্ৰেক্ষ্য জড়বোধস্বরূপতাম্ ।

দোষ দেখাইয়া ভট্টমতের

বর্ণনা—আত্মা চিহ্নরূপ। আত্মনো ক্রবতে ভাটীশিচ্ছুৎপ্ৰেক্ষোথিতস্বতেঃ ॥৯৫

অর্থ—ভাটীঃ গূঢ়ম্ চৈতন্যম্ উৎপ্ৰেক্ষ্য আত্মনঃ জড়বোধস্বরূপতাম্ ক্রবতে . উথিত-  
স্বতে: চিহ্নংপ্ৰেক্ষা ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা ভট্টমতের অনুসরণ করে, তাহারা সুষুপ্তিকালীন অস্পষ্ট চৈতন্যের বিচার করিয়া, আত্মাকে চিহ্নরূপে উভয়স্বরূপ বলে। তাহাদের মতে চৈতন্য কল্পনা করিবার কারণ এই যে সুষুপ্তি হইতে উথিত পুরুষের যে স্থিতি জন্মে, তাহা হইতে চৈতন্যের কল্পনা হয়। ৯৫

তাহারা যে যুক্তির দ্বারা চৈতন্যের কল্পনা করে, তাহাই পরিস্ফুট করিতেছেন :—

জড়ো ভূত্বা তদাস্বাপ্নমিতি জাড্যস্মৃতিস্তদা ।

বিনা জাড্যানুভূতিং ন কথঞ্চিদুপপত্ততে ॥ ৯৬

অর্থ—তদা জড়ঃ ভূত্বা অস্বাপ্নম্ ইতি জাড্যস্মৃতিঃ তদা জাড্যানুভূতিং বিনা কথঞ্চিৎ  
ন উপপত্ততে ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সুষুপ্তিকালে, ‘আমি জড় হইয়া ঘুমাইয়াছিলাম’, জাগ্রৎকালে এইরূপ যে জড়তার স্মৃতি হয়, তাহা তৎকালীন জড়তার অনুভব বিনা কখনই উৎপন্ন হইতে পারে না ; এইহেতু তাহারা সুষুপ্তিকালের জড়তার জ্ঞান কল্পনা করিয়া থাকে। ৯৬

সুষুপ্তিকালে যে চৈতন্যের বিলোপ হয় না, তাহার প্রমাণস্বরূপ শ্রুতিবচন তাহারা দেখাইয়া থাকে :

দ্রষ্টুর্দৃষ্টেরলোপশ্চ শ্রুতঃ স্মৃণৌ ততস্তৃণম্ ।

অপ্রকাশপ্রকাশভ্যামাত্মা খন্তোতবদ্যতঃ ॥ ৯৭

অর্থ—স্মৃণৌ দ্রষ্টুঃ দৃষ্টে: অলোপঃ চ শ্রুতঃ, ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খন্তোতবৎ  
অপ্রকাশপ্রকাশভ্যাম্ যুতঃ ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে দ্রষ্টার দৃষ্টির বিপরিলোপরূপ নাশ হয় না—ইহা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। সেইহেতু এই আত্মা জোনাকী পোকার ন্যায় প্রকাশ ও অপ্রকাশ উভয়স্বভাববিশিষ্ট।

টীকা—[ ন হি দ্রষ্টুঃ দৃষ্টে: বিপরিলোপঃ বিজ্ঞতে অবিনাশিত্বাৎ—বৃহদা উ, ৪।৩২৩—  
( সুষুপ্তিসময়ে জীব যে দর্শন করে না—বুঝিতে হইবে—দেখিয়াও দেখে না ; ) দ্রষ্টার ( জীবের )  
দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বভাব অবিনাশী অর্থাৎ ধ্বংসরহিত। এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে আত্মার স্বরূপকৃত

যে দৃষ্টি বা জ্ঞান, তাহার লোপ নাই, যেহেতু আত্মা বিনাশরহিতত্বাব, অতীতা অর্থাৎ চৈতন্যের লোপ হয় মানিলে, যে বলিবে চৈতন্যের লোপ হয়, তাহাকে সেই লোপের সাক্ষী নাই বলিতে হইবে; তাহা ভ' বলা চলে না; এই কারণে প্রতিযুক্তি শুনা যায় চৈতন্যের লোপ নাই: “ততঃ তু অয়ম্ আত্মা খণ্ডোত্তবং অপ্রকাশপ্রকাশাত্মা যুতঃ” সেই কারণে এই আত্মা খণ্ডোত্তরের স্রাব ক্ষুব্ধ-অক্ষুব্ধ এই উভয়তাব্যবস্থা। ২৭

এই ভট্টমতের দোষবর্ণনাপূর্বক সাংখ্যমতের দোষ বর্ণন কবিতোছেন :—

(যঃ) পুরুষলোকত্রয়োক্ত  
মতেন দোষপ্রদর্শনপূর্বক  
সাংখ্যমত বর্ণন - আত্মা  
চৈতন্যরূপ।

নিরংশস্তোভয়াভ্যুত্থং ন কথঞ্চিদঘটিষ্যতে।

তেন চিদ্রূপ এবাত্মোত্তমোঃ সাংখ্যা বিবেকিনঃ ॥১৮

অর্থ—বিবেকিনঃ সাংখ্যাঃ নিবংশস্ত উভয়াভ্যুত্থং কথঞ্চিদ ন ঘটিষ্যতে, তেন আত্মা চিদ্রূপঃ এব ইতি আত্মাঃ।

অনুবাদ—পুরুষ ও প্রকৃতির পার্থক্য নির্ণয়কারী কপিলমতাবলম্বী সাংখ্যবাদিগণ বলে নিরবয়ব আত্মা—জড়চেতন উভয়ায় কখন প্রকাষেই হইতে পারে না; সেই আত্মা চেতনস্বরূপই।

টীকা—ভট্টমত যে যুক্তিসহ নহে তাহা এইরূপে বুঝা যায়। একই বস্তু জড়চেতন উভয়ায় ৩ বিকল্পত্ব ভাব হইতে পারে না, যেমন একই বস্তু আলোকাক্ষয়বস্তু হইতে পারে না। যদি তাহা ৩ পৃথক্ অংশ মানা যায়, তাহা হইলে তাহা ৩ অংশই অল্পভবগোচর হইতে পারে, চেতনাংশ অল্পভবের অগোচর থাকিয়া যাইবে, দুই অংশই অল্পভবগোচর হইতে পারে না, একই আত্মায় এই বিলক্ষণ স্বভাব সম্ভব হয় না। যেমন একমাত্র দণ্ডদ্বারা দণ্ড হয় না, দণ্ড ৩ পুরুষ উভয় দৃষ্ট হইলেই দণ্ড হয়; সেইরূপ কেবল জড়াত্মার জ্ঞানদ্বারা উভয়ায় আত্মা সিদ্ধ হয় না। আর যদি চেতনাংশকে অল্পভবগোচর বলিয়া মানা যায়,—তাহা হইলে সেই অংশ আর চেতন থাকে না, জড় হইয়া যায়।

আবার জড়চেতনরূপ উভয়াংশের সম্বন্ধ কিরূপ হইবে? তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না; কেননা, সংযোগসম্বন্ধ দুই অনিত্য দ্রব্যেরই হইতে পারে বলিয়া আত্মাকে অনিত্য বলিয়া মানিতে হয়। তত্ত্বজ্ঞানের তাদাত্ম্যসম্বন্ধ মানিলে, জড়াত্মা চেতন হইবে এবং চেতনাংশ জড় হইবে। জড়চেতনের প্রতীত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ ভ্রান্তিকল্পিত বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। তত্ত্বজ্ঞানের বিষয়বিসম্বন্ধ মানিলে দুইটিই ঘটের স্রাব অনায়াসবস্ত হইয়া পড়িবে।

প্রতি আত্মাকে বিজ্ঞানবস্তু অর্থাৎ নিববচ্ছিন্ন বিজ্ঞানস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা কবিতোছেন, আত্মার অন্তর্জড়তার কোনই প্রমাণ নাই। আত্মার জড়রূপতাপ্রতিপাদক যে স্বভাব কথা বলা হয়, তাহা সুস্থপ্তিতে অবস্থিত অজ্ঞানাত্মাকেই বিষয় করিয়া থাকে, আত্মতার জড়তাকে নহে। ২৮

(শকা) ভাল, আত্মা যদি চৈতন্যরূপই হইলেন, তাহা হইলে ২৬ সংখ্যক শ্লোকে যে

জড়তার স্থিতি বর্ণিত হইয়াছে, অস্থির গতি কি প্রকার হইবে? এইরূপ আশঙ্কা উদ্ভূত বলা হয় :—

জাড্যাংশঃ প্রকৃতে রূপং বিকারি ত্রিগুণঞ্চ তং ।

চিত্তো ভোগাপবর্গার্থং প্রকৃতিঃ সা প্রবর্ততে ॥১৯

অর্থ—জাড্যাংশঃ প্রকৃতে: রূপম্, তং বিকারি চ ত্রিগুণম্, সা প্রকৃতিঃ চিত্তো ভোগাপবর্গার্থম্ প্রবর্ততে ।

অনুবাদ—আত্মা যত্বপি শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ তথাপি আত্মায় যে জাড্যাংশের অনুভূতি হয় এবং পরে স্থিতি হয়, তাহা প্রকৃতিরই স্বরূপ, তাহা বিকারশীল ও ত্রিগুণ । চৈতন্যস্বরূপ আত্মার ভোগ ও মুক্তির নিমিত্ত সেই প্রকৃতি প্রবৃত্ত হয় (প্রতিকূল পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকে) ।

টীকা—“তং ত্রিগুণম্”—সেই প্রকৃতির স্বরূপ সম্বন্ধে ও তন্ময় এই ত্রিগুণায়ুত প্রকৃতিরূপ জড়াত্মের করনার প্রয়োজন বলিতেছেন—‘চৈতন্যস্বরূপ আত্মার’ ইত্যাদি। “চিত্তঃ”—চৈতন্যস্বরূপ পুরুষের । ১৯

(শঙ্কর) ভাল, চৈতন্যপুরুষ অদঙ্গ বলিয়া এবং প্রকৃতি ও পুরুষ অত্যন্ত পৃথক্ বর্ণনা প্রকৃতির প্রকৃতির দ্বারা পুরুষের ভোগ ও মোক্ষ কি প্রকারে সম্ভাবিত হইতে পারে? সমস্যা। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা হয়—তত্ত্বভয়ের পাথক্য উপলব্ধি করিতে না পারিলেই পুরুষ ভোগ এবং মোক্ষরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে, ইহাই বলিতেছেন :

অসঙ্গায়ান্ধিতে বন্ধমোক্ষৌ ভেদাগ্রহাম্মতো ।

বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থং পূর্বোন্মিষ চিদ্ভিদা ॥ ১০০

অর্থ—অসঙ্গায়া: চিত্তে: ভেদাগ্রহাৎ বন্ধমোক্ষৌ মতো । বন্ধমুক্তিব্যবস্থার্থম্ পূর্বোন্মিষ ইব চিদ্ভিদা ।

অনুবাদ—পুরুষ অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ হইলেও (এবং সেইহেতু অচেতন প্রভৃতি হইতে অত্যন্ত ভিন্ন হইলেও) তত্ত্বভয়ের ভেদ উপলব্ধি করিতে না পারিলেই বন্ধন ও মোক্ষ মানিতে হয় । সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত অর্থ্য মুক্ত ও বন্ধ পুরুষের বিভাগ করিবার জ্ঞান, পূর্বোক্ত নৈয়ায়িকদিগের জ্ঞান সাংখ্য-মতাবলম্বিগণ চৈতন্য আত্মার ভেদ স্বীকার করিয়া থাকে ।

টীকা—তार्কিকদিগের জ্ঞান সাংখ্যমতাবলম্বিগণ আত্মার অর্থ্য জীবের ভেদ স্বীকার করে—এই কথাই বলিতেছেন—‘সেই বন্ধন ও মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত’ ইত্যাদি । ১০০

প্রকৃতি বলিয়া যে বস্তু আছে এবং পুরুষ যে অদঙ্গ, তদ্বিবরে প্রতিব্যাক্যপ্রমাণস্বরূপ তাহার উদাহরণ দেয় :—

মহতঃ পরমব্যক্তিমিতি প্রকৃতিরূচ্যতে ।

শ্রুতাবসঙ্গতা তদ্বদসঙ্গো হীত্যতঃ স্ফুটো ॥১০১

অর্থ—“মহতঃ পরম্ অব্যক্তম্” ইতি শ্রুতৌ প্রকৃতিঃ উচ্যতে, তদ্বৎ অসঙ্গঃ হি ইতি অতঃ অসঙ্গতা স্ফুটো ।

অনুবাদ—( মহত্বের কারণ বলিয়া ) মহত্ত্ব হইতে শ্রেষ্ঠ ও পৃথক্ হইতেছেন অব্যক্ত বা অজ্ঞান—এই কঠশ্রুতিবচনে (কঠ উ, ৩।১১) ‘অব্যক্ত’ শব্দদ্বারা প্রকৃতিই সূচিত হইয়াছে । সেইরূপ ‘এই পুরুষ একেবারে অসঙ্গ’—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন ( বৃহদা উ, ৪।৩।১৫ ) হইতে পুরুষের অসঙ্গতা স্পষ্ট ।

টীকা—সাংখ্যমতে প্রকৃতিকে ( বাহ্যর নামাস্তর প্রদান ও অব্যক্ত ) জগতের কাণ বলিয়া মানা হয় এবং তাহাকেই পুরুষের ভোগ ও অপবর্গের ( মোক্ষের ) হেতু বলা হয় । এই মত কিন্তু বিচারসহ নহে ; কেননা, তাহারা সেই প্রকৃতির লক্ষণ বলে—“সত্ত্বরজস্তমসাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ” প্রলয়কালে সত্ত্বাদিগুণত্রয় সাম্যাবস্থায় (equilibrium এ) থাকিলে, ভূলাবল বলিয়া পরস্পরাভিভবে অসমর্থ থাকিলে তাহাকে প্রকৃতি বলে ; সেই সাম্যাবস্থা পবিত্যাগ কবিলেই জগতের উৎপত্তি হয় । প্রকৃতি জড় বলিয়া সেই সাম্যাবস্থা পরিত্যাগে সামর্থ্যহীন । আব চেতন পুরুষ অসঙ্গ বলিয়া প্রকৃতির সহিত নিঃসঙ্গ । আর চৈতন্যের সঙ্গক দিনা জড়ের দ্বারা কাৰ্য্যোৎপত্তি অসম্ভব । এইহেতু প্রধান হইতে সৃষ্টি সম্ভব হয় না । এই কারণে প্রকৃতিবিশিষ্ট বা মায়াযুক্ত চেতন অন্তর্ধ্যামীই হইতেছেন ঈশ্বর বা সৃষ্টিকর্তা । আবাব সাংখ্যমতে সূত্র-ত্রয়ের বা বন্ধ-মোক্ষের ব্যবস্থা করিবার জন্ত ব্যাপক চৈতন্যরূপ পুরুষ বা আত্মাকে নানা বা বহু বলিয়া মানা হয় । কিন্তু সেই পুরুষ বা আত্মাকে একমাত্র ব্যাপক চৈতন্য মানিলে অন্তঃকরণরূপ উপাধির নানাদ্বারা ভোগাদির পার্থক্যের ব্যবস্থা বা বিভাগ করা যায় । কেবল সেই ব্যবস্থার জন্ত আত্মা নানা স্বীকার করা নিঃপ্রয়োজন । আবাব পুরুষ বা আত্মাকে নানা এবং প্রকৃতিকে নিনা বলিয়া মানিলে, পুরুষের সহিত প্রকৃতির সজাতীয় সঙ্গ অথবা বিজাতীয় সঙ্গ মানা অনিবার্য হইয়া পড়ে । তাহা হইলে ‘নানা’ পুরুষের অসঙ্গতার বাধা হয় । ১০১

আত্মতত্ত্বের বিচারে ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বিবাদ

১। অন্তর্ধ্যামী হইতে বিরাট পর্য্যন্ত ঈশ্বর লইয়া বিবাদ ।

এইরূপে বাদিগণসম্মত জীববিষয়ক বিরুদ্ধ মতরূপ বিবাদ প্রদর্শন করিয়া, ঈশ্বরবিষয়ক বিরুদ্ধ মত দেখাইবার জন্ত প্রথমে ঈশ্বরের রূপ স্থাপন করিতেছেন :—

(ক) যোগমত অসঙ্গ-  
চৈতন্য ঈশ্বর ।

চিৎসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতের্হি নিয়ামকম্ ।

ঈশ্বরং ক্রবতে যোগাঃ স জীবৈভ্যঃ পরঃ শ্রুতঃ ॥১০২



অম্বয়—যোগাঃ চিংসন্নিধৌ প্রবৃত্তায়াঃ প্রকৃতেঃ নিয়ামকম্ হি ঈশ্বরম্ ক্রবতে ; নঃ  
জীবোভাঃ পরঃ শ্রুতঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা যোগমতানুসারী, তাহারা চৈতন্যের সান্নিধ্যে  
( সৃষ্টি-সংহার- ) প্রবৃত্তা প্রকৃতির প্রেরক পুরুষবিশেষকে ঈশ্বর বলে ; সেই ঈশ্বর  
জীবগণ হইতে যে ভিন্ন, একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় । ১০২

ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রতিপাদক সেই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

**প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশ ইতি হি শ্রুতিঃ ।**

**আরণ্যকে সন্মমেণ হন্তর্য্যাম্যুপপাদিতঃ ॥ ১০৩**

অম্বয়—“প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিঃ গুণেশঃ” ইতি হি শ্রুতিঃ ; আরণ্যকে সন্মমেণ হন্তর্য্যাম্যু  
হি উপপাদিতঃ ।

অনুবাদ—‘ঈশ্বর প্রকৃতির ও জীবের পতি ও সর্বাদি গুণত্রয়ের নিয়ামক’—  
শ্রুতি এইরূপে ঈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন । [ প্রধানক্ষেত্রজ্ঞপতিগুণেশঃ,  
সংসারমোক্ষস্থিতিবন্ধহেতুঃ—শ্বেতাশ্ব উ, ৬।১৬ ] । বৃহদারণ্যক উপনিষদে অন্তর্য্যামি-  
ব্রাহ্মণে আদর পূর্বক ঈশ্বর অন্তর্য্যামিক্রমে প্রতিপাদিত হইয়াছেন ।

টীকা—“প্রধানম্”—সর্বাদি গুণত্রয়ের পরস্পর তুল্যবলরূপে সম্মিলিতাবস্থারূপ প্রকৃতি,  
“ক্ষেত্রজ্ঞাঃ”—শরীররূপ ক্ষেত্রের জ্ঞাতা জীবসমূহ, তাহাদের “পতি”—নিয়ামকঃ । “গুণাঃ”  
সমস্ত প্রভৃতি গুণত্রয়, তাহাদের ‘ঈশ’ বা নিয়ামক বলিয়া ঈশ্বরের স্বরূপ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে বর্ণিত  
হইয়াছে । ঈশ্বরপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন কেবল একটিমাত্র নহে, বৃহদারণ্যক উপনিষদের অন্তর্য্যামি-  
ব্রাহ্মণনামক তৃতীয়াধ্যায়ের সপ্তম প্রকরণ সমগ্রই ঈশ্বর প্রতিপাদন করিতেছে—এই কথাই  
বলিতেছেন—“বৃহদারণ্যক উপনিষদে” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা । ১০৩

বাদিগণের ঈশ্বরবিষয়ক সেই কলহের বিস্তার করিতেছেন :—

**অত্রাপি কলহায়ন্তে বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ ।**

**বাক্যাণ্যপি যথাপ্রজ্ঞং দার্ট্যায়োদাহরন্তি হি ॥ ১০৪**

অম্বয়—অত্র অপি বাদিনঃ স্বস্বযুক্তিভিঃ কলহায়ন্তে, দার্ট্যায় বাক্যানি অপি যথা-  
প্রজ্ঞম্ হি উদাহরন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরবিষয়ে বাদিগণ আপন আপন যুক্তিদ্বারা  
পরস্পর কলহ করে এবং আপন আপন পক্ষসমর্থনের জন্য শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়া,  
যে যেমন বুঝে, সেই অর্থে প্রয়োগ করে । ( “যথাপ্রজ্ঞম্”—নিজ নিজ প্রজ্ঞার  
উল্লঙ্ঘন না করিয়া—অব্যয়ীভাব সমাস ) । ১০৪

এক্ষণে পতঞ্জলি ঈশ্বরপ্রতিপাদনের জন্য ঈশ্বরের যে লক্ষণ করিয়াছেন, সেই লক্ষণসূত্র—  
ক্লেশকর্মবিপাকানাশ্যৈরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ (সমাধিপাদ ২৪) অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

ক্লেশকর্মবিপাকৈকেন্দ্রদাশ্যৈরপ্যসংযুতঃ ।

পুং বিশেষো ভবেদৌশো জীববৎ সোহপ্যসঙ্গচিৎ ॥ ১০৫

অর্থ—ক্লেশকর্মবিপাকৈঃ তদাশ্যৈঃ অপি অসংযুতঃ পুং বিশেষঃ ঈশঃ ভবেৎ । সঃ  
অপি জীববৎ অসঙ্গচিৎ ।

অনুবাদ—ক্লেশ, কর্ম, বিপাক ও তাহাদের আশয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত যে  
বিশিষ্ট অর্থাৎ কালক্রমে উক্তসম্বন্ধরহিত, পুরুষ তিনিই ঈশ্বর । তিনিও জীবের  
জায় অসঙ্গচৈতন্য ।

টীকা—“ক্লেশ”—(“অবিজ্ঞান্মিত্তারাগদ্বेषাভিনিবেশাঃ পঞ্চক্লেশাঃ”—সাধনপাদ ৩)—  
অবিজ্ঞা, অজ্ঞিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ এই পাঁচটি “ক্লেশ” বা দুঃখহেতু চিত্তবৃত্তি । উক্ত  
পাঁচটি, কর্ম্মের ও কর্ম্মফলের প্রবর্তক হইয়া পুরুষকে, ‘ক্লিশস্তি’—দুঃখগ্রস্ত কবে; এই নিমিত্ত  
তাহাদিগকে ক্লেশ বলে । (“অনিত্যশুচিৎস্থানাশ্রয় নিত্যশুচিৎস্থানাশ্রয়ত্যাগিঃ অবিজ্ঞা”—সাধন-  
পাদ ৫)—স্বর্গাদিরূপ অনিত্য বস্তুতে নিত্যবুদ্ধি, পুত্রমুখচূষনাদিরূপ অশুচিতে শুচিবুদ্ধি, ধনাদিরূপ  
ভোগসাধন দুঃখরূপ বস্তুতে সুখবুদ্ধি এবং দেহাদি অনায়াসবস্তুতে আত্মবুদ্ধি—এইরূপ যে বিপাক্য-  
জ্ঞান তাহাব নাম অবিজ্ঞা ; (“দৃগ্দর্শনশক্ত্যোরেকায়ত্তেবাস্মিতা”—সাধনপাদ ৬)—দৃশ্যবস্তু বা  
পুরুষ এবং দর্শনশক্তি বা বুদ্ধি এই দুইটিকে ভ্রমবশতঃ এক বলিয়া মনে কবাব নাম অস্মিতা ;  
“স্বখানুশ্রয়ী রাগঃ”—সাধনপাদ ৭)—বুদ্ধির যে বৃত্তি সুখকে অনুশ্রয়ন করে অর্থাৎ সুখ স্মরণ  
করিয়া তাহা পাইবার লোভ কবে, তাহার নাম রাগ ; (“হুঃখানুশ্রয়ী দ্বেষঃ”—সাধনপাদ ৮)—  
বুদ্ধির যে বৃত্তি দুঃখকে অনুশ্রয়ন করে অর্থাৎ দুঃখ স্মরণ করিয়া দুঃখজনক বস্তু প্রত্যাখ্যান করে  
প্রতিকূল ভাব ধরে, তাহার নাম দ্বেষ ; (“স্বরসবাহী বিজ্ঞানোহপি তথাক্রোধান্ভিনিবেশঃ”—সাধন-  
পাদ ৯)—সাধারণ জ্ঞানিব্যক্তিদিগেরও (মূর্খদিগের জায়) পূর্বপূর্ব সংস্কারানুযায়ী যে মরণভয়  
তাহা একপ্রকার বিপর্যয়জ্ঞান : তাহা স্বরসবাহী—অর্থাৎ পূর্বপূর্ব জন্মে অনেকবার মরণভয়  
অভ্যভব করিয়াছে বলিয়া সেই ‘স্বরস’ অনুসারে অর্থাৎ সেই মরণানুভবের সংস্কার-ধারণায়, বহিতে—  
চলিতে থাকে বলিয়া ‘স্বরসবাহী’ । সেই মরণভয়ের নাম অভিনিবেশ । “কর্ম্ম”—(“কর্ম্মাশুক্রাকৃষ্ণং  
যোগিন্দ্রবিধমিতরেষাম্”—কৈবল্যপাদ ৭)—যোগিগণের কর্ম্ম অশুক্র-অকৃষ্ণ—শুভাশুভ হইতে  
বিলক্ষণ ; অপর সকলের কর্ম্ম ত্রিবিধ অর্থাৎ পুণ্য, পাপ অথবা পাপপুণ্যমিশ্রিত । বাক্য ও মনের  
দ্বাণ নিপাত্ত যে সকল কর্ম্মের ফল, সুখভিন্ন অস্ত্র কিছু নহে তাহা শুক্রকর্ম্ম ; সেইরূপ কর্ম্ম তপঃ  
স্বাধ্যাসাদি-নিরত ব্যক্তিদিগেরই হইয়া থাকে । দুঃখ যেসকল কর্ম্মের একমাত্র ফল, তাহাদিগকে  
কৃষ্ণকর্ম্ম কহে । “বিপাক”—(“সতি মূলে তদ্বিপাকাঃ জাত্যায়ুর্ভোগাঃ”—সাধনপাদ ১০)—  
“ক্লেশ”রূপ মূল থাকিলে, কর্ম্মের জাতি (জন্ম), আয়ু ও ভোগরূপ বিপাক বা ফল জন্মে ।  
(সবিস্তর ব্যাখ্যা মগনীয়া গ্রন্থাবলীর “যোগমণিপ্রভা”র ৪৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য ।) সেই ‘কর্ম্মবিপাক’ শব্দে

উক্ত ফলবিশেষ বুঝিতে হইবে। “তদাশয়াঃ”—সেই ফলবিশেষের সংস্কার। যিনি উক্তরূপ ক্লেশকর্ম বিপাক ও আশয়দ্বারা অসংশ্লিষ্ট, তিনিই ‘পুরুষবিশেষঃ’, ‘স ঈশ্বরঃ (ভবতি)’—তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর। “স অপি জীববৎ অসঙ্গঃ”—তিনিও জীবের স্থায় অসঙ্গচৈতন্যরূপ। অভিপ্রায় এই—সাংখ্যমতে কপিল জীবের যেপ্রকার স্বরূপ স্বীকার করিয়াছেন অর্থাৎ মনস্ব প্রকাশ কূটস্থচৈতন্য, যোগমতে পতঞ্জলিও তাহাই স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহাদের উভয়েরই জীব কেবল ভোক্তা; কর্তা নহে। কর্তৃত্ব কেবল বুদ্ধিরই। স্নুত্বঃ পৃথক বুদ্ধির ধর্ম। আত্মা বা জীব, যাহা অবিবেকোপলব্ধিত অল্পভবস্বরূপ, বুদ্ধি হইতে আপনাকে পৃথক করিতে না পারিয়া ভোক্তা সাজিয়া বসে এবং আপনাকে কর্তা মনে করে। জীব সবিকল্প ও নির্বিকল্প সমাধির পরিপাকরূপ আপনাকে বুদ্ধি হইতে পৃথক করিতে পারিলে, অবিবেকের নিবৃত্তি হয় এবং তদ্বারা ত্রিবিধ হঃস্বের সমূলোচ্ছেদ ঘটে। তাহাই যোগমতে মোক্ষ। একশ্রেণীর সাংখ্যবাদী ঈশ্বর স্বীকার করে না। যোগমতাবলম্বিগণ ঈশ্বর মানে। সেই ঈশ্বর জীবের স্থায় অসঙ্গচৈতন্য। ১০৫

( শঙ্ক ) ভাল, ঈশ্বর যদি অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব কি প্রকারে সম্ভব হয় ? ( সমাধান ) তদন্তরে বলা হয় :—

**তথাপি পুংবিশেষত্বাদঘটতেহস্ম নিয়ন্তৃত্বা ॥**

**অব্যবস্থৌ বন্ধমোক্ষাপাতেতামিহানুত্থা ॥ ১০৬**

অর্থ—তথাপি পুংবিশেষত্বাৎ অস্ম নিয়ন্তৃত্বা ঘটতে, অত্থা ইহ বন্ধমোক্ষৌ অব্যবস্থৌ আপতেতাম্।

অনুবাদ—তথাপি, ( পতঞ্জলি বলেন ) ঈশ্বর পুরুষবিশেষ বলিয়া ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব সম্ভব হয়। অত্থা অর্থাৎ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব অঙ্গীকৃত না হইলে, এই সংসারে বন্ধ ও মোক্ষের ব্যবস্থা থাকে না।

টীকা—নিয়ন্তা বলিয়া ঈশ্বর না মানিলে কি দোষ হয়, তাহাই বলিতেছেন—‘অত্থা’ ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই—যেমন অরাজক দেশে লোকে উত্তম কর্ম করিয়া পুরস্কার লাভ করিতে পারে না, এবং অধম কর্ম করিয়া বন্ধন ও পায় না, সেইরূপ অমুক জীব মোক্ষের যোগ্য, অমুক জীব বন্ধনের যোগ্য, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার কেহ থাকে না। ১০৬

( শঙ্ক ) ভাল, অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব তা’ কোনও প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ হয় না। এইরূপ আশঙ্কার সমাধান জ্ঞাত বলা হয় :—

**ভীবাশ্মাদিত্যেবমাদাবসঙ্গস্য পরাত্মনঃ ।**

**শ্রুতং তদ্যুক্তমপ্যস্য ক্লেশকর্ম্মাত্মসঙ্গমাৎ ॥ ১০৭**

অর্থ—অস্মাং ভীবা [ ‘পবতে বায়ুঃ’ তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, নৃসিংহ উ তা, উ, ২ ] ইতি এবমাদৌ অসঙ্গস্য পরাত্মনঃ তৎ শ্রুতম্ ; অস্ম ক্লেশকর্ম্মাত্মসঙ্গমাৎ যুক্তম্ অপি।

অনুবাদ—‘এই পরমেশ্বরের ভয়ে বায়ু চলিতেছে’, ইত্যাদি অর্থের প্রতিবচনে অসঙ্গ পরমাঙ্গার নিয়ন্তৃত্ব শুনা যায়। এই পরমেশ্বরের ক্রেশকস্মাদি জীবধর্মের অপ্রাপ্তি বা অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব যুক্তই বটে।

টীকা ভাল, (অসঙ্গ) ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব প্রতিযোগে শুনা গেলেও, এই প্রকাব অযুক্ত বাক্য কি প্রকাবে গ্রহণ করা যায়? তত্বতরে বলিতেছেন—এই পরমেশ্বরের ক্রেশকস্মাদি জীবধর্মের অভাববশতঃ নিয়ন্তৃত্ব সঙ্গত হয়—ইহাই অর্থ। ১০৭

(শঙ্কা) ভাল, জীবও ত’ অসঙ্গ চিত্তপ (এবং ক্রেশকস্মাদিরহিত); তাহা হইলে সেই জীব হইতে ঈশ্বরের কি প্রভেদ রহিল? (সমাধান)—এইরূপ আশঙ্কাব উত্তরে বলা হয়—জীব স্বরূপতঃ ক্রেশকস্মাদিরহিত হইলেও, বুদ্ধির সহিত আপনাব ভেদ বুঝিতে না পারিয়া জীব ক্রেশাদি বিজ্ঞমান। এ কথা পূর্বে ১০০ সংখ্যক শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, তাহা স্মরণ করাইয়া দিতেছেন :—

জীবানামপ্যসঙ্গত্বাৎ ক্রেশাদিন হৃদ্যপি চ।

বিবেকাগ্রহতঃ ক্রেশকস্মাদি প্রাপ্তদৌরিতম্ ॥ ১০৮

অর্থ—জীবানাম্ অপি অসঙ্গত্বাৎ ক্রেশাদিঃ ন হি। অথ অপি চ বিবেকাগ্রহতঃ ক্রেশকস্মাদি প্রাপ্ত দৌরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—যত্বপি জীব স্বরূপতঃ অসঙ্গ বলিয়া ক্রেশকস্মাদিরহিত বা সূক্ষ্মঃখাদিশূন্য, তথাপি প্রকৃতির সহিত তাহার ভেদজ্ঞানের অভাবে, জীব ক্রেশকস্মাদি আছে। একথা পূর্বে (১০০ সংখ্যক শ্লোকে) বর্ণিত হইয়াছে। ১০৮

নৈময়িকগণ অসঙ্গ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্বের কথা সন করিতে না পারিয়া, জীব হইতে তাহার বিশলক্ষণতাসিক্তির জ্ঞাত, ঈশ্বরের জ্ঞানাদি তিনটি গুণ নিতা বলিয়া স্বীকার করে।

১০ পূর্ববর্তী শ্লোকসমূহ

১১ পূর্ব মতে দোষপ্রদর্শন

নৈময়িক মতের বর্ণন।

নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাপ্রাপ্তানৌশম্য মন্যতে।

অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বমযুক্তমিতি তর্কিকাঃ ॥ ১০৯

অর্থ—তর্কিকাঃ ঈশ্বর নিত্যজ্ঞানপ্রযত্নেচ্ছাপ্রাপ্তান্ মন্যতে, অসঙ্গস্য নিয়ন্তৃত্বম্ অযুক্তম্ ইতি।

অনুবাদ ও টীকা—তর্কিকদিগের মত এই যে অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরের নিয়ন্তৃত্ব হইতে পারে না। এইহেতু তাহারা মানে—নিত্যজ্ঞান, নিত্যপ্রযত্ন ও নিতা-ইচ্ছা এই গুণত্রয় ঈশ্বরে বিজ্ঞমান। ১০৯

(শঙ্কা) ভাল, ঈশ্বর যদি ইচ্ছাদি গুণযুক্ত হইলেন, তাহা হইলে সেই ঈশ্বরের, জীব হইতে বিশলক্ষণতা কি প্রকারে হইতে পারে? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া এইরূপে তাহার পরিহার করে—ঈশ্বরে উক্ত গুণত্রয় নিত্য বলিয়া জীব হইতে ঈশ্বরের বিশলক্ষণতা সিদ্ধ হয়। এই কথাই বলিতেছেন :—

পুংবিশেষত্বমপ্যস্ম গুণৈরেব ন চাত্যথা ।

সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্প ইত্যাদি শ্রুতির্জগৌ ॥ ১১০

অম্বয়—অস্ম পুংবিশেষত্বম্ অপি গুণৈঃ এব চ অত্যা ন, সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ইত্যাদি শ্রুতিঃ জগৌ ।

অমুবাদ ও টীকা—এই ঈশ্বরের যে পুরুষবিশেষতা অর্থাৎ বিলক্ষণপুরুষ-রূপতা, তাহাও নিত্যজ্ঞানাদিরূপ গুণবশতঃ ; অস্ম প্রকারে নহে । শ্রুতি ( ছান্দোগ্য উ, ৮।১।৫, ৮।৭।১, ৩ ) ঈশ্বরের গুণের নিত্যতা এইরূপে বলিতেছেন— তিনি সত্যকাম অর্থাৎ নিত্যোচ্ছায়ুক্ত, সত্যসঙ্কল্প অর্থাৎ নিত্যালোচনরূপ জ্ঞানযুক্ত । ১১০

সেই নৈয়ায়িক-মতেও দোষ রহিয়াছে বলিয়া, অপরের অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভোপাসকের মত প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পূর্ণগত শ্লোকব্যাখ্যাত  
মতেরদোষপ্রদর্শন; হিরণ্য-  
গর্ভোপাসকের মত বর্ণন ।

নিত্যজ্ঞানাদিমত্তেহস্ম সৃষ্টিরেব সদা ভবেৎ ।

হিরণ্যগর্ভ ঈশোহপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ॥ ১১১

অম্বয়—অস্ম নিত্যজ্ঞানাদিমত্তে সদা এব সৃষ্টিঃ ভবেৎ ; ( অতঃ ) হিরণ্যগর্ভঃ ঈশঃ ; ( সঃ ) অপি লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ ।

অমুবাদ—ঈশ্বরকে নিত্যজ্ঞানাদিমান্ বলিয়া মানিলে, সদাই সৃষ্টি থাকিবে ; ( কিন্তু তাহা থাকে না ) । অতএব লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হিরণ্যগর্ভই ঈশ্বর ।

টীকা—সেই হিরণ্যগর্ভস্বরূপ ঈশ্বরের রূপটি কি প্রকার ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—সেই হিরণ্যগর্ভ “লিঙ্গদেহেন সংযুতঃ”—মায়া রূপ উপাধিযুক্ত পরমায়াই লিঙ্গ শরীরের সমষ্টিতে অভিমান করিয়া—‘আমি ইহা’ এইরূপ মানিয়া, হিরণ্যগর্ভ হইয়াছেন । অভিপ্রায় এই—ঈশ্বরকে যদি নিত্য-জ্ঞানভিযুক্ত বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে শ্রুতিতে যে সৃষ্টির আরম্ভকালে, ঈশ্বরের জ্ঞানাদির উৎপত্তির কথা রহিয়াছে, তাহার সহিত বিরোধ হয় এবং শ্রুতিপ্রতিপাদিত অদ্বৈত সিদ্ধান্তও টিকে না । এইহেতু উক্ত ‘সত্যকাম’, ‘সত্যসঙ্কল্প’ ইত্যাদি ছান্দোগ্যশ্রুতিবচনে ‘সত্য’ শব্দের অর্থ আপেক্ষিক সত্য অর্থাৎ প্রলয়কালপধ্যাস্ত স্থায়ী । সেই সত্য ও নিত্য সমানার্থক নহে । ( প্রথমাধ্যায়ের ৮ম শ্লোকের টীকায় ‘সত্য’ ও ‘নিত্য’ শব্দের অর্থ দ্রষ্টব্য ) । সেই কারণে নৈয়ায়িক-মত অসঙ্গত । ১১১

( শঙ্ক ) হিরণ্যগর্ভই যে ঈশ্বর, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি ? ( সমাধান ) তত্ত্বতরে বলা হয় :—

উদ্যৌধব্রাহ্মণে তস্ম মাহাত্ম্যমতিবিস্তৃতম্ ।

লিঙ্গসত্তেহপি জীবত্বং নাম্যাদ্ব্যভাবতঃ ॥ ১১২

অথ—উদগীথব্রাহ্মণে তস্য মাহাত্ম্যম্ অতিবিস্তৃতম্ অস্ত লিঙ্গমক্কে অপি কস্মাৎ-  
ভাবতঃ জীবত্বম্ ন ।

অনুবাদ—উদগীথব্রাহ্মণে অর্থাৎ বৃহদারণ্যক উপনিষদের প্রথমাধ্যায়ের  
তৃতীয় ব্রাহ্মণে, এই হিরণ্যগর্ভের মাহাত্ম্য অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে ।  
তাহার সেই লিঙ্গ শরীর থাকিলেও কামকস্মাদি না থাকায়, তিনি জীব নহেন ।

টীকা—ভাল, লিঙ্গ শরীরের সহিত সম্বন্ধ যখন রহিয়াছে তখন সেই হিবর্ণাগর্ভ অবশ্যই  
জীব । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অবিষ্টাকামকস্ম তঁাহাতে না থাকায়  
তিনি জীব নহেন—‘তঁাহার লিঙ্গ শরীর থাকিলেও’ ইত্যাদি দ্বারা । ১১২

স্থূল দেহকে ছাড়িয়া কোথাও লিঙ্গ দেহ দেখা যায় না বলিয়া স্থূল শরীরেব সমষ্টির অভিমানী  
বিরাট হইতেছেন ঈশ্বর । ইহা বিরাড়ুপাসকগণের মত :—

(ঘ) পূর্ণগত শ্লোকব্রাহ্মণে  
মতে দোষপ্রদর্শন । বিবা-  
ড়ুপাসকেব মত - বিবা-  
ড়ুই সম্ভব ।

স্থূলদেহং বিনা লিঙ্গদেহো ন ক্রাপি দৃশ্যতে ।  
বৈরাজো দেহ ঈশোহতঃ সর্বতো মস্তকাদিমান্ ॥

১১৩

অর্থ—স্থূলদেহম্ বিনা লিঙ্গদেহঃ ক অপি ন দৃশ্যতে : অতঃ সর্বতঃ মস্তকাদিমান্  
বৈবাজঃ দেহঃ ঈশঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—স্থূল দেহ ছাড়িয়া কেবল লিঙ্গ দেহ কোথাও দৃষ্ট হয় না !  
অতএব সর্বত্র যিনি মস্তকাদি অঙ্গবান্, সেই বিরাট পুরুষের দেহই ঈশ্বর । ১১৩

সেইরূপ বিরাট পুরুষ যে আছেন তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেওয়া হয় :—

সহস্রশীর্ষেত্যেবং চ বিশ্বতশ্চক্ষুরিত্যপি ।  
শ্রুতমিত্যাহুরনিশং বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ ॥ ১১৪

অর্থ—সহস্রশীর্ষা ইতি এবম্ চ বিশ্বতঃ চক্ষুঃ ইতি অপি শ্রুতম্ ইতি অনিশং  
বিশ্বরূপস্য চিন্তকাঃ আহঃ ।

অনুবাদ—“যিনি বিরাট পুরুষ তিনি সহস্র সহস্র মস্তকযুক্ত”, ইত্যাদি অর্থের  
ঋগ্বেদবচন, “তিনি সকলদিকেই আততনেত্র”, ইত্যাদি অর্থের শ্বেতাশ্বতর  
শ্রুতিবচন, শুনা যায় ; এই প্রকার নিত্য বিশ্বরূপ যে বিরাট পুরুষ, বিরাড়ুপাসকগণ  
তঁাহাকে এই ঈশ্বর বলিয়া চিন্তা করে ।

টীকা—[ সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাং । স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্তাত্তি-  
ষ্টদশাঙ্গুলম্ ॥ —১ ঋগ্বেদ, দশম মণ্ডল, ৯০ সূক্ত ]—যিনি বিরাট পুরুষ তঁাহার সহস্র সহস্র মস্তক,  
সহস্র সহস্র চক্ষু, সহস্র সহস্র চরণ ; তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে সর্বতোভাবে বেষ্টিত করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত

স্থান ( অথবা দশবারে ওজ্জ্বলীপ্রদীপ দশদিক্ ) অতিক্রম করিয়া অবস্থিত আছেন অর্থাৎ ত্রি-  
ব্রহ্মাণ্ডের অন্তরে ও বাহিরে সর্বত্র বিজ্ঞমান।\* [ বিশ্বতশ্চক্ষুঃ বিশ্বতো মুখো বিশ্বতো বাচকঃ  
বিশ্বতস্পাৎ স বাহুভ্যাং ধমতি সংপত-ত্রৈদ্যাবাহুমী জনয়ন্দেব একঃ—স্বৈতাং উ, ৩৩ ]  
এই মন্ত্রে প্রতিপাদিত হইতেছে যে ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্যন্ত প্রাণীর কাণ ও  
ইন্দ্রিয়সমূহ, ঈশ্বরেরই কাণ ও ইন্দ্রিয়। ঈশ্বর “বিশ্বতশ্চক্ষুঃ”—সকল প্রাণীর চক্ষুই ঈশ্বরের চক্ষু,  
সেইরূপ সকল প্রাণীরই মুখ, বাহু, চরণ তাঁহার সেই সেই ইন্দ্রিয়। সকল প্রাণীর ইন্দ্রিয়সংযোগিতা  
তিনিই, অথবা তিনি মনুষ্যদিগকে বাহুরয়ের সহিত সংযোজিত করেন এবং পক্ষীদিগকে পক্ষবায়ের  
সহিত সংযোজিত করেন। তিনি, পৃথিবী ছাড়া অর্থাৎ সকল লোক এবং তদন্তর্গত সকল পদার্থ  
উৎপাদন করেন। তিনি জ্যোতনস্বভাব এবং অদ্বিতীয়। ১১৪

২। ব্রহ্মা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত ঈশ্বর—এই মত লইয়া বিবাদ।

এই বিরূপাসকদিগের মতে দোষ দর্শন করিয়া কেহ কেহ ‘ব্রহ্মা’-রূপ অজ্ঞ দেবতার  
আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারা বলে :—

(ক) উক্ত শ্লোকসমূহ-বর্ণিত  
মতে দোষ প্রদর্শনপূর্বক  
পুত্রকামিণ্যের মত  
ব্রহ্মাই ঈশ্বর।

সর্বতঃ পাণিপাদভ্বে কুম্যাদেৱপি চেশতা।

ততশ্চতুর্মুখো দেব এবেশো নেতরঃ পুমান্ ॥ ১১৫

অশ্রয়—সর্বতঃ পাণিপাদভ্বে কুম্যাদেঃ অপি চ ঈশতা ( শ্রাং ) ; ততঃ চতুর্মুখঃ দেব,  
এব ঈশঃ ইতরঃ পুমান্ ন।

অমুবাদ ও টীকা—সর্বত্র পাণিপাদবিশিষ্ট হইলে যদি তাঁহাকে ঈশ্বর বলিতে  
হয়, তাহা হইলে, কুমি-কীটাদিকেও ঈশ্বর বলিতে হয় ; সেইহেতু চতুর্মুখ ব্রহ্মা  
ঈশ্বর ; অন্য কেহ ঈশ্বর নহেন। ১১৫

কাহারো এইরূপ বলিয়া থাকে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তাহার  
বলে :—

\* সায়নভাষ্যের অনুবাদ “সহস্রলীঙ্গ” ইত্যাদি বোলাট ঋগ্বেদে এই বিখ্যাত পুরুষসূক্ত রচিত। নারায়ণ  
নামক ঋষি এই সূক্তের মন্তব্য ; ইহা অনুষ্টুপ্, ছন্দে রচিত, কেবল শেষময়্যট ত্রিষ্টুপ্, ছন্দে। অবান্ত, মহত্ত্ব প্রভাঃ  
হইতে ভিন্ন যে চৈতন্যরূপ পরমপুরুষ, ( ব্রহ্মসূত্র ১।৪।১ ) গীতাকে শ্রুতি ( কঠ উ, ৩।১১ ) ‘পুরুষ আপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই  
বলিয়া নির্দেশ করিতেছেন, তিনিই এই সূক্তের দেবতা। যিনি সর্বপ্রাণীর সমষ্টিবরূপ এবং ব্রহ্মাণ্ড হাঁহার দেহরূপ  
সেই বিরাট পুরুষকে ‘সহস্রলীঙ্গ’ বলিয়া এই সূক্তে বর্ণনা করা হইতেছে। বিরাটপুরুষের সহস্র মন্তক ইহার অর্থ হ্রি  
অনন্ত শিরোবিশিষ্ট। সকল প্রাণীর মণ্ডকগুলি তাঁহার দেহের অন্তঃপাতী হওয়ার সেইগুলি তাঁহারই মন্তক, এই  
কল্পনায় তাঁহাকে ‘সহস্রলীঙ্গ’ বলা হইল। এইরূপে সহস্রাক্ষি ও সহস্রপাদ-ও বর্ণিত হইবে। সেই পুরুষ ব্রহ্মা  
গোলকরূপ ভূমিকে সর্বতোভাবে বেঠন করিয়া দশাঙ্গুলপরিমিত স্থান অতিক্রম করিয়া অবস্থান করিতেছেন। দশাঙ্গু  
শব্দটি উপলক্ষণ, ইহার অর্থ ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরেও তিনি সর্বত্র বাপিরা আছেন। ( গীতা ১০ম অধ্যায়ের শেষে  
শ্লোক দ্রষ্টব্য )।

পুত্রার্থং তমুপাসীনা এবমাহুঃ প্রজাপতিঃ ।

প্রজা অসৃজতেত্যাদি শ্রুতিং চোদাহরন্ত্যমী ॥ ১১৬

অর্থ—পুত্রার্থম্ তম্ উপাসীনাঃ এবম্ আহুঃ ; অমী “প্রজাপতিঃ প্রজাঃ অসৃজত” ইত্যাদি শ্রুতিম্ উদাহরন্তি চ ।

অনুবাদ ও টীকা—পুত্র কামনা করিয়া যাহারা ব্রহ্মার উপাসনা করে, তাহারা এইরূপ বলে । তাহারা আবার ‘প্রজাপতি ( ব্রহ্মা ) লোক সৃজন করিলেন’ ( তৈত্তিরীয় শাখার শ্রুতি ) ইত্যাদি শ্রুতিবচন ব্রহ্মার ঈশ্বরতাবিষয়ে প্রমাণস্বরূপ পাঠ কবে । ১১৬

ভাগবতদিগের অর্থাৎ ভগবান্ বিষ্ণুর ভক্তদিগের মত লিখিতেছেন :—

(খ) বৈষ্ণবদিগের মত—  
বিষ্ণোর্নাভেঃ সমুদ্ভূতো বেধাঃ কমলজন্তুতঃ ।

বিষ্ণুই ঈশ্বর ।

বিষ্ণুরবেশে ইত্যাহুর্লোকে ভাগবতা জনাঃ ॥ ১১৭

অর্থ—কমলজঃ বেধাঃ বিষ্ণোঃ নাভেঃ সমুদ্ভূতঃ ; ততঃ বিষ্ণুঃ এব ঈশঃ ইতি লোকে ভাগবতাঃ জনাঃ আহুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—পূর্বোক্ত চতুশ্মুখ ব্রহ্মা বিষ্ণুর নাভিপদ্ম হইতে উৎপন্ন, সুতবাং তিনি ঈশ্বর নহেন ; কিন্তু বিষ্ণু ব্রহ্মারও জনক ; এইহেতু বিষ্ণুই ঈশ্বর , বৈষ্ণবেরা সংসারে এইরূপ প্রচার করিয়া থাকে । ১১৭

শৈবদিগের মত বলিতেছেন :—

(গ) শৈবদিগের মত—  
শিবস্ত্র্য পাদাবশ্বেষ্টুং শার্ঙ্গ্যশক্তস্ততঃ শিবঃ ।

শিবই ঈশ্বর ।

ঈশো ন বিষ্ণুরিত্যাহুঃ শৈবা আগমমানিনঃ ॥ ১১৮

অর্থ—শিবস্ত্র্য পাদৌ অবশ্বেষ্টুম্ শার্ঙ্গী অশক্তঃ ( বভূব ) ; ততঃ শিবঃ ঈশঃ ( ঈশঃ ) বিষ্ণু ন ইতি আগমমানিনঃ শৈবাঃ আহুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষ্ণু শিবের পাদদ্বয় অব্বেগ করিতে গিয়া অসমর্থ হইয়া ফিবিয়া আসিয়াছিলেন ; সেইহেতু তাঁহাকে ঈশ্বর বলা যায় না ; শিবই ঈশ্বর । আগমনামক শৈবশাস্ত্রানুসারিগণ এইরূপ বলিয়া থাকে । ১১৮

গণপতিভক্তগণের মত বলিতেছেন :—

(ঘ) গণেশভক্ত গণপতা-  
গণেশ মত গণপতিই  
ঈশ্বর ।

পুরুষত্রয়ং সাদয়িতুং বিশেষণং সৌহৃদ্যপূজয়ৎ ।

বিনায়কং প্রাহুরীশং গাণপত্যমতে রতাঃ ॥ ১১৯



অঘ—সঃ অপি পুরত্রয়ম্ সাদয়িতুম্ বিয়েশম্ অপূজয়ৎ, (অতঃ) গাণপত্যমতে রতঃ; বিনায়কম্ দৈশম্ আহঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—সেই শিবও পুরত্রয় বিনাশ করিবার জন্য বিঘ্ননাশন গণপতির পূজা করিয়াছিলেন ; এইহেতু গাণপত্যমতে আসক্ত লোকে গণপতিকেই দৈশ্বর বলিয়া থাকে । ১১৯

১০২ ইহাতে ১১৯ পর্য্যন্ত শ্লোকে যে ত্রায় (নিয়ম) বর্ণিত হইল, তাহাই অমৃতমতঃ অতিদেশ (প্রবোজ্য বলিয়া বর্ণন) করিতেছেন :-

এবমন্তো স্বস্বপক্ষাভিমানেনান্যথান্যথা ।

(৬) স্থাবর অর্থাৎ জড়

দৈশ্বরবাদীর মত বর্ণন।

মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীনাস্রিত্য প্রতিপেদিরে ॥ ১২০

অঘ—এবম্ অন্তো স্বস্বপক্ষাভিমানেন অন্যথা অন্যথা মন্ত্রার্থবাদকল্পাদীন আস্রিত্য প্রতিপেদিরে ।

অমুবাদ—এই প্রকারে অন্তাত্ত ভৈরব, মৈরাল\*, সৌর প্রভৃতি উপাসকগণ স্বস্বপক্ষের সত্যতাভিमानে মন্ত্র, অর্থবাদ ও কল্প আশ্রয় করিয়া, অন্তাত্ত প্রকারে দৈশ্বর প্রতিপাদন করে ।

টীকা—ভৈরবোপাসকগণ—শিবের ভৈরব নামক আটপ্রকার মূর্তি বিশেষের উপাসকগণ, মৈরালোপাসকগণ—“খণ্ডুবা” প্রভৃতি দেবতার উপাসকগণ । তাহাদের অন্তাত্ত প্রকারে দৈশ্বর প্রতিপাদন করিবার কারণ কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—তাহারা নিজ নিজ পক্ষের অভিমান কবিয়া সেই সেই মতই সত্য, অন্য মত অসত্য এইরূপ বুঝিয়া, ঐরূপ করে । তাহারা নিজ নিজ মতের প্রমাণ রূপে দেখাইয়া থাকে :—‘মন্ত্র’—মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ প্রভৃতিরূপ সিদ্ধি সাধনস্বরূপ নিজ নিজ ইষ্টদেব ভৈরবদির মন্ত্র ; ‘অর্থবাদ’—লোকপ্রসিদ্ধ ভৈরবাদি দেবতার স্তুতি ও অন্য দেবতার নিন্দা ; ‘কল্প’—মন্ত্রতন্ত্রপ্রতিপাদক আধুনিক গ্রন্থ—‘ইতিকর্তব্যতা’—প্রতিপাদক কল্পগ্রন্থাদি নহে । এই সমুদায়কে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া অন্তাত্ত প্রকারে দৈশ্বরের স্বরূপ বর্ণন করে । ১২০

ভাল, এই প্রকার কত মত আছে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন :- অসংখ্য মত আছে ।

অন্তর্য্যামিণমারভ্য স্থাবরান্তুশবাদিনঃ ।

সন্ত্যগ্নথার্কবংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাৎ ॥ ১২১

\* E Thurnston বিরচিত “Castes and Tribes of Southern India” (Vol IV), গ্রন্থে মৈরাল বা “মৈলারী”দিগের বৃত্তান্ত পাওয়া যায় । Madras Census Report 1901 এ তাহাদের “বালগাঙ্গা মৈলারী”—এই নামও পাওয়া যায় । তাহারা অধুনা এক শ্রেণীর ভিক্ষুক, কোমরে পিত্তলের নবমুণ্ড মস্তকে পিত্তলের ছোট ছোট বাটা (চক) , তলপেটে দর্পণ, কোমরবন্ধে একটি ঘণ্টা, হাতে বলয় এবং পায়ে কাঁটপাত্ৰকা পরিয়া, ভিক্ষা করে । তাহারা “কুমারিকা বা কাম্বিকা আন্নার” উপাসক । সেই দেবী রাত্রা বিষ্ণুবর্ধন হইতে সত্যীত রক্ষার নির্মিত অগ্নিপ্রবেশ করেন । পীতাম্বর পুরুষোত্তম বলেন মৈরালগণ “খণ্ডুবা” প্রভৃতি দেবতার উপাসক ।

অর্থ—অন্তর্ধ্যামিগম্ আরাভ্য স্থাবরাস্তেশ্বাদিনঃ সন্তি ; অশ্বখার্কবংশাদেঃ কুলদৈবতদর্শনাৎ ।

অনুবাদ—অন্তর্ধ্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া, স্থাবর বৃক্ষাদি পর্যাস্তুকে লোকে ঈশ্বর বলিয়া থাকে, যেহেতু দেখা যায় অশ্বখ, আকন্দ, বাঁশ প্রভৃতি লোকের কুলদেবতা ।

টীকা—স্থাবরকে ঈশ্বর বলা, কোথাও ত' দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—‘যেহেতু দেখা যায় ইত্যাদি’ । ১২১

### আত্মতত্ত্বের বিচারে সর্বমতের অবিরুদ্ধ ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়

১। ঈশ্বরত্বের উপাধি ( জগদুপাদান ) মায়ার বর্ণন ।

( শঙ্ক্য ) ভাল, ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া যখন এত মতভেদ, তখন কোন্ মত গ্রাহ্য ও কোন্ মত পবিত্রাজ্য ইহাব নির্ণয় কি প্রকারে হইবে ? ( সমাধান ) এইরূপ আকাজ্জক উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) সকলমতের অবিরুদ্ধ,  
বিচারসম্মত ঈশ্বরস্বরূপ-  
বর্ণন প্রতিজ্ঞা ।

তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ত্রায়াগমবিচারিণাম্ ।

একৈব প্রতিপত্তিঃ স্রাৎ সাপ্যত্র স্ফুটমুচ্যতে ॥১২২

অর্থ --তত্ত্বনিশ্চয়কামেন ত্রায়াগমবিচারিণাম্ প্রতিপত্তিঃ একা এব স্রাৎ । সা অত্র অপি স্ফুটম্ উচ্যতে ।

অনুবাদ—তত্ত্ব নির্ণয় করিবার ইচ্ছায় যাহারা সদযুক্তি ও শ্রুতিবচনের অর্থ বিচার করেন, তাহাদের একই সিদ্ধান্ত । সেই সিদ্ধান্ত এই প্রকরণেও আমি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছি ।

টীকা—“তত্ত্বনিশ্চয়কামেন”—অবাধিতার্থবিষয়ক সিদ্ধান্তে উপনীত হইবার ইচ্ছায়, ‘ত্রায়াগমবিচারিণাম্’—যুক্তিমূলক শাস্ত্রের এবং আজ্ঞামূলক বেদাদিবাক্যের বিচারপ্রবণ পুরুষদিগের, “প্রতিপত্তিঃ একা এব স্রাৎ”—সিদ্ধান্ত একই হইবে । অচ্যুতরায় বলেন “ত্রায়াগম” বলিতে বুঝিতে হইবে বেদাদি কাব্যাস্ত সমস্ত শব্দব্রহ্ম । সেই একই সিদ্ধান্ত কি প্রকার ? তত্ত্বওবে বলিতেছেন—সেই সিদ্ধান্ত ইত্যাদি । ১২২

সেই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করিবার জন্ত তাহার অনুকূল শ্রুতিবচন ( স্বেতাশ্বতর উ, ৪।১৩ ) ( উপক্রমরূপে ) পাঠ করিতেছেন :—

মায়ান্ত প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ।

অশ্রাবয়বভূতৈস্ত ব্যাপ্তং সর্বমিদং জগৎ ॥ ১২৩

অর্থ—মায়াম্ তু ( এব ) প্রকৃতিং বিদ্যাং, মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ ( বিদ্যাং ) । অশ্রাবয়ব-  
ভূতৈঃ তু সর্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্ ।

অনুবাদ—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগৎপাদানকারণ বলিয়া এবং মায়াবীকে মহেশ্বর বা সত্ত্বাশ্রুতিপ্রদ অধিষ্ঠানরূপে প্রেরয়িতা বলিয়া জানিবে। ইহা অর্থাৎ এই মায়াপাধিক চৈতন্যরূপ মহেশ্বরের অবয়বস্বরূপ সমুদায় জীব এই সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া রহিয়াছে।

টীকা—“মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিজ্ঞানং”—মায়াকেই প্রকৃতি বা জগতের উপাদানকারণ বলিয়া জানিবে। “মায়াইম্ তু মহেশ্বরম্ বিজ্ঞানং”—মায়াপাধিক অন্তর্গামীকেই মায়ায় অধিষ্ঠাতা বা নিমিত্তকারণ বলিয়া জানিবে। “অস্যা”—এই মায়াপাধিক মহেশ্বরের, “অবয়বভূতৈঃ তু”—অংশরূপ চরাচর অর্থাৎ স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় জীবসমূহের দ্বারাই, “সর্বম্ ইদম্ জগৎ ব্যাপ্তম্”—সম্পূর্ণ এই বিদিত প্রত্যয়গম্য জগৎ ব্যাপ্ত ইহা রহিয়াছে। \* ১২৩

এই প্রতিবচনানুসারেই ঈশ্বরস্বরূপবিষয়ক নির্ণয় করা উচিত। এই কথাই বলিতেছেন :—

ইতি শ্রুত্যানুসারেণ ন্রায়ো নির্ণয় ঈশ্বরে।

(খ) উক্ত প্রতিবচনানু-  
সারেই ঈশ্বরস্বরূপ নির্ণয়।

তথা সত্যবিরোধঃ স্রাৎ স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ ॥১২৪

অর্থ—ইতি শ্রুত্যানুসারেণ ঈশ্বরে নির্ণয়ঃ ন্রায়াঃ। তথা সতি স্থাবরান্তেশবাদিনাম্ অবিরোধঃ স্রাৎ।

অনুবাদ—এই প্রতিবচনানুসারেই ঈশ্বরবিষয়ে সিদ্ধান্ত করা যুক্তিযুক্ত। তাহা হইলে যাহারা স্থাবর পর্যন্তকে ঈশ্বর বলিয়া মানে তাহাদের সহিত আর বিরোধ হয় না।

টীকা—এই প্রকার নির্ণয় বা সিদ্ধান্তস্থাপন কি প্রকারে যুক্তিযুক্ত? এইরূপ প্রশ্ন করা যাইতেছে যে, যাহারা অন্তর্গামী হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পর্যন্ত নানা পদার্থকে ঈশ্বর বলিয়া মানে, তাহাদের সকলের মতের সহিত আর বিরোধ থাকে না বলিয়া যুক্তিযুক্ত—‘তাহা হইলে’ ইত্যাদি দ্বারা। ইহার অভিপ্রায় এই যে, স্থাবর-জঙ্গমাশ্রয় সমস্ত জগতেরই ঈশ্বর হইবে, কোনও মতাবলম্বীর সহিত আর বিরোধ হয় না। ১২৪

তাল, জগতের উপাদানকারণরূপ মায়ায় রূপটি কি প্রকার? তাহাই বলিতেছেন :—

মায়া চেয়ং তমোরূপা তাপনীয়ে তদীরণাৎ।

(গ) মায়াব রূপ অজ্ঞান,  
তদ্বিষয়ে প্রশ্ন।

অনুভূতিং তত্র মানং প্রতিজ্ঞে শ্রুতিঃ স্বয়ম্ ॥১২৫

অর্থ—ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা, তাপনীয়ে তদীরণাৎ; তত্র অনুভূতিম্ মানম্ শ্রুতিঃ স্বয়ম্ প্রতিজ্ঞে।

অনুবাদ—এই মায়া অজ্ঞানস্বরূপা, কেননা, নৃসিংহোত্তর-তাপনীয়ে

\* শঙ্করানন্দ এই শ্রুতির ব্যাখ্যা লিখিয়াছেন—“অবয়বভূতৈঃ—একদেশভূতৈঃ”; বিজ্ঞানভগবান্ লিখিয়াছেন—“অবয়বভূতৈঃ—৬টা কাশ-স্থানীয়ৈঃ, ইদং রজতমিত্যত্র ইদং স্থানীয়ৈঃ সত্ত্বাস্থরৈঃ।”

উপনিষদে মায়া ‘তমোরূপা’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তদ্বিষয়ে অনুভূতিই প্রমাণ, এই কথা শ্রুতি নিজেই স্পষ্টাক্ষরে অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—‘ইয়ম্ চ মায়া তমোরূপা’—[‘মায়া চ তমোরূপা’ অনুভূতঃ—নৃসিংহোত্তর  
দ্বাপনীয উ, ১] এই মায়া যে ‘অজ্ঞানস্বরূপ’, তাহা কি প্রকারে জানা যায়? তাহা উক্ত  
শ্রুতিচরন হইতে জানা যায় অর্থাৎ ঐন্দ্রজালিক যখন মস্ত্র ও ঔষধিদ্বারা দশকেব অজ্ঞান ক্ষোভ  
উৎপাদন করিয়া দর্শকে আপনাব অভ্যন্তর অঘটনঘটনা দেখায়, তখন তাহাব সেই শক্তিকে  
মায়া’ এই আখ্যা দেওয়া হয়। সেই বাহ্যবাহী শক্তি অজ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া প্রকটিত হয়  
বলিয়া অজ্ঞানই মায়াব রূপ। সেই প্রকার ব্রহ্ম যে শক্তিব দ্বারা আপনাব স্বরূপ আচ্ছাদন করিয়া  
জগৎপ্রপঞ্চ প্রদর্শন করেন, তাহাব সেই শক্তিকেও মায়া এই আখ্যা দেওয়া হয়। জীবের  
অজ্ঞানই সেই মায়াব রূপ। (আত্মার স্বরূপের) জ্ঞান তাহাব বিবোধ বা বিনাশক বলিয়া তাহাব  
নাম অজ্ঞান। মায়া যে অজ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আকাঙ্ক্ষাব উত্তরে শ্রুতি  
বর্ণিতছেন—“অনুভূতঃ”—এ বিষয়ে নিজ নিজ অনুভবই প্রমাণ; শ্রুতি এইরূপ অবধারণ  
করিয়াছেন। এই কথাই বিজ্ঞাবণ্য মুনী স্বয়ং “দীপিকায়” অর্থাৎ উক্ত শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যায় এইরূপে  
বর্ণিত্যাছেন—‘আত্মা যদি পবমান্যাব সহিত একীভূত হইলেন, তাহা হইলে স্বপ্রকাশ আত্মার  
স্বরূপ অবস্থাব কেন তাহাতে মায়া ও অবিজ্ঞা সম্ভব হয়? যদি এইরূপ আশঙ্কা কর, তবে বলি  
বো বটে এইরূপ অনুপপত্তি হয়; তাহা হইলেও, সকলকেই নিজ নিজ অনুভূতিবশতঃ তমোরূপ  
মায়া স্বীকার করিতে হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ।’ সমস্ত জগৎ এই তমোরূপিণী মায়াব  
দ্বারা বঁচিত, ইহাই বলা হইল, আত্মাব অদ্বয়স্বরূপতা বুঝাইবাব জগা। ১২৫

(শঙ্কা) ভাল, সেই মায়া যে তমোরূপ বা অজ্ঞানস্বরূপ, তদ্বিষয়ে সেই শ্রুতাক্ত লোকানুভব  
কি প্রকার? (সমাপান) তত্বত্বের বলিতেছেন—সেই শ্রুতিই উক্ত বচনমধ্যে সেই অনুভব পূর্ণিফুট  
করিয়াছেন!—[তদেতজ্জড়ং মোহায়কম্ অনন্তং তুচ্ছমিদং রূপমন্ত—নৃসিংহ উ, তা, উ, ১] এই  
কথাই বলিতেছেন:—

মায়াব অজ্ঞানরূপতা—

কথা সেই শ্রুতাক্ত

লোকানুভব বর্ণন।

জড়ং মোহায়কং তচ্চেত্যনুভাবয়তি শ্রুতিঃ।

আবালগোপং স্পষ্টত্বাদানন্ত্যং তস্য সারবীৎ ॥১২৬

অর্থ—তৎ জড়ম্ চ মোহায়কম্ ইতি শ্রুতিঃ অনুভাবয়তি, আবালগোপম্ স্পষ্টত্বাৎ  
অন্তঃসান্যম্ সা সারবীৎ।

অনুবাদ—সেই মায়াব কার্য যে জড়রূপ এবং মোহরূপ শ্রুতি ইহা অতি স্পষ্ট  
করিয়া বুঝাইয়াছেন। মায়াব সেই জড়রূপ ও মোহরূপ কার্য, বালক, মূর্থ পর্যন্ত  
সর্বত্র স্পষ্ট প্রতীত হয় বলিয়া শ্রুতি সেই মায়াব রূপকে অনন্ত বলিয়া  
প্রতিপাদন করিয়াছেন।

টীকা—উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থ—মায়াব সেই এই (আলোচ্য) রূপটি জড়, মোহস্বরূপ,

অনন্ত ও তুচ্ছ ( অনির্বচনীয় )। প্রতিবচনদ্বারা তাহার সর্বাত্মভবসিদ্ধতা স্থচনা করিতেছেন। 'বাক্য মূৰ্খ পর্যাস্ত সৰ্বত্র'—ইত্যাদি দ্বারা। \* ১২৬

জড় শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(ঙ) মায়ার বিশেষণ—জড়  
ও মোহের অর্থ।  
অচিদাশ্বঘটাদীনাম্ যৎ স্বরূপং জড়ং হি তৎ।  
যত্র কুণ্ঠীভবেদ্ বুদ্ধিঃ স মোহ ইতি লৌকিকাঃ॥১২৭

অর্থ—অচিদাশ্বঘটাদীনাম্ যৎ স্বরূপম্ তৎ হি জড়ম্। যত্র বুদ্ধিঃ কুণ্ঠীভবেৎ স, মোহঃ ইতি লৌকিকাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অচেতন ঘটাদির যে স্বরূপ তাহাকেই জড় বলা হয় এবং যে বস্তুতে বুদ্ধি কুণ্ঠিত হয়, অর্থাৎ প্রবেশ করিতে পারে না,—বুঝিতে অসমর্থ হইয়া ফিরিয়া আইসে, তাহাকে মোহ বলা হয়। এইরূপই লোকব্যবহার। ১২৭

এই দুই শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, মায়ার অনন্ততা অর্থাৎ সর্বজনের অমুভবসিদ্ধতাবিশিষ্ট অনন্ততা সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) যুক্তিধারা ও প্রতিপাদন  
দ্বারা মায়ার অনির্বচনীয়তা সাধন।  
ইথং লৌকিকদৃষ্ট্যেতৎ সর্বৈরপ্যমুভুয়তে।  
যুক্তিদৃষ্ট্যা অনির্বচ্যং নাসদাসৌদিত্যি শ্রুতেঃ॥১২৮

অর্থ—ইথম্ লৌকিকদৃষ্ট্যা এতৎ সর্বৈঃ অপি অমুভুয়তে। যুক্তিদৃষ্ট্যা তু অনির্বচ্যম্।  
“ন অসৎ আসীৎ” ইতি শ্রুতেঃ।

অনুবাদ—এই প্রকারে লৌকিক দৃষ্টিতে, এই জড়তা ও মোহরূপ মায়ার যে তমোরূপ, তাহা সকলেই অমুভব করিয়া থাকে। কিন্তু যুক্তিপূর্বক দেখিতে গেলে তাহা অনির্বচ্য অর্থাৎ তাহার স্বরূপ নিশ্চয় করা যায় না। তদ্বিষয়ে “নাসদাসীৎ” শ্রুতিই প্রমাণ।

\* উক্ত উপনিষদের স্ব-রচিত টীকা “দীপিকায়া” বিজ্ঞানগামুনি ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“এবা এব সন্দম্” এই অবিজ্ঞানী সমস্ত জগৎ; ইহা প্রতিপাদন করিতে, অবিজ্ঞান জগৎকারণতা উপপাদন করিবার জন্ত সেই অবিজ্ঞান স্বরূপ বলিতেছেন তৎ এতৎ জড়ম্ ইত্যাদি। জড়রূপ জগতের কারণ বলিয়া উপপাদন করিবার জন্ত এই মায়ার ‘তমঃ’ যে জড়, তাহা যুক্তিমুচ্ছাদিতে সকলেরই অমুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় এই কথাই বলিতেছেন—‘মায়ার এইরূপটি জড়। অগ্নি মূঢ় ( অজ্ঞান ) ছিলাম্, এই জগৎও মূঢ় ( আবৃত ) ছিল—এইরূপে প্রসিদ্ধ মূঢ়তাও যুক্তিকালীন মোহের নিরূপণ ইহা বলিবার জন্ত যুক্তিকালীন অজ্ঞান যে সর্বজনপ্রসিদ্ধ তাহাই বলিতেছেন ‘মোহাস্কন্ধম্’ এই শব্দদ্বারা। সেই মোহ যে সকলেই কারণ, তাহা সিদ্ধ করিবার জন্ত যুক্তিকালে তাহার যে অনন্ততা অমুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় তাহা বলিতেছেন ‘অনন্তম্’ এই শব্দদ্বারা। অজ্ঞানরূপ তমঃ যে অনন্ত, তাহা জাগ্রৎকালেও সিদ্ধ, কেননা, জাগ্রৎকালে সর্ববিষয়ের অজ্ঞান সম্ভব হয়। তাহাকে অনির্বচনীয় জগতের কারণ বলিয়া সিদ্ধ করিবার জন্ত যুক্তি প্রতীতি অথবা তাহা যে স্বপ্রকাশ চৈতন্যকে আশ্রয় করিয়া থাকে, তাহা অমুভব-বলে সিদ্ধ হয়; সেই অনির্বচনীয়তা ব্যাখ্যার ক বলিতেছেন ‘তুচ্ছ’। সংস্কারবাহীর পক্ষ উপপাদনের জন্ত সমস্ত কাহাই যে যুক্তিকালীন অন্ধকারে ( অজ্ঞানে ) বাসনারূপে অবস্থান করে, ইহা ব্যাখ্যাত্তে বলিতেছেন—‘ইদং রূপম্ অস্ত’ ইহার এই রূপ।

টীকা—“এতৎ”—মায়ায় এই জাদ্যমোহরূপ তনোরূপতা। (শঙ্ক) ভাল, মায়া যদি ক্ষণস্থবিসিক হইল, তাহা হইলে ঘটাদি যেমন জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত (তিরোহিত) হয় না, সেইরূপ মায়াবও জ্ঞানদ্বারা নিবৃত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“আর যুক্তপূর্বক দেখিতে গেলে” ইত্যাদি। “তু”—কিন্তু, এই শব্দটি মায়ায় তমোরূপের অনির্বচনীয়তা-বিষয়ে শঙ্কার নিবৃত্তির জন্ত। যাহাকে ‘সং’ বলা যায় না, ‘অসং’ বলা যায় না, (কিন্তু ‘সদসং’ বলা যায় না) তাহাকে ‘অনির্বচ্য’ বলে। তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—‘নাসদাসীং’ প্রতিই ইহার প্রমাণ। তাহা ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১২৯ সংখ্যক সূক্ত [নাসদাসীং সদাসীন্দানীং, নাসীজ্জো নো ব্যোমা পরো যং। কিমাবরীং কুহ কশ্য শস্যশস্তঃ কিমাসীদগহনং গজীবম্॥]—প্রলয়কালে অসং ছিল না, সংও ছিল না। (তৎকালে অসং ও সং উভয় হইতে ভিন্ন, যাহাকে মায়া বলে, তাহাই কেবল বিद्यমান ছিল।) পৃথিবী প্রভৃতি ‘লোক’ (ভূবন) ছিল না, অন্তরীক্ষও ছিল না এবং স্বর্গাদিলোক যাহা অন্তরিক্ষের পারে, তাহাও ছিল না, (ইহার দ্বারা জগতের ব্যক্ত দশার নিষেধ করা হইল।) ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ তদ্ব্যসকল বিद्यমান ছিল না। কোন্ প্রদেশে থাকিয়াই বা আবরণ করিবে? কাহার ভোগের জন্তই বা আবরণ করিবে? (জীবের ভোগের জন্ত জগতের অভিব্যক্তি; পুরাণাদিতে আছে, জগতের অভিব্যক্তিকালে আকাশাদি তদ্ব্যসকল ব্রহ্মাণ্ডকে আবৃত করিয়া থাকে; প্রলয়ে সেই ব্রহ্মাণ্ড এবং জীবসকল প্রকৃতিতে লীন ভাবে অবস্থান করে। সুতরাং জীবভোগার্থ ব্রহ্মাণ্ডের আবরণ সম্ভব হয় না)। তখন কি অগাধ জনবাশি ছিল? [না, তাহাও ছিল না] ১২৮

এই প্রতিবচনের অভিপ্রায় বলিতেছেন:—

৬ পূর্বমোকোক্ত  
মায়াব অনির্বচনীয়তা  
প্রতিপাদক প্রতিব-অভি-  
প্রায়।

নাসদাসীদ্বিভাতত্বান্নো সদাসীদ্ধ বাধনাং।

বিদ্যাদৃষ্ট্যা শ্রুতং তুচ্ছং তস্মা নিত্যনিবৃত্তিতঃ ॥১২৯

অর্থ—বিভাতত্বাং, ন অসং আসীং, নো চ সং আসীং বাধনাং। বিদ্যাদৃষ্ট্যা তুচ্ছম শ্রুতম্, তস্মা নিত্যনিবৃত্তিতঃ।

অনুবাদ—অনুভূতির বিষয় হইয়া ভাসমান রহিয়াছে বলিয়া (সেই মায়াকে) অসং বলা যায় না; তাহার বাধ হয় বলিয়া অর্থাৎ তাহা জ্ঞানবিনাশ্য বলিয়া সেই মায়াকে সংও বলা যাইতে পারে না। জ্ঞানদৃষ্টিতে তাহা নিত্যনিবৃত্ত বলিয়া শ্রুতি মায়াকে ‘তুচ্ছ’ বলিয়াছেন।

টীকা—“বাধনাং”—[‘নেহ নানান্তি কিঞ্চন’—বৃহদা উ, ৪।৪।১২; কঠ উ, ৪।১।১]—এই (‘মনানা’) ব্রহ্মে কিছুমাত্র নানা (বিভাগ বা ভেদ) নাই—এই প্রতিবচনদ্বারা (ভেদ-প্রত্যয়জনক) অজ্ঞান নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া। মায়ায় রূপ সেই অজ্ঞানের সদসং উভয়রূপতা আলোক ও অন্ধকারের জায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অযুক্ত অর্থাৎ বিকল্প করিবার অযোগ্য, এইহেতু শ্রুতি কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছে। এই প্রকারে যুক্তিপূর্বক দৃষ্টির দ্বারা অজ্ঞানের

অনির্কচনীয়তা অর্থাৎ মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়া, “ইহার (মায়া) এই অজ্ঞানরূপটি তুচ্ছ” এই প্রতিবচন বুঝাইতেছে যে যিনি বিদ্বান্ অর্থাৎ জ্ঞানী, তাঁহার অনুভবে এই মায়া তুচ্ছ—‘জ্ঞান-দৃষ্টিতে’ ইত্যাদি শব্দবাহী। অজ্ঞান আকাশকুহুমের ত্যায় স্বরূপশূন্য বলিয়া তুচ্ছ অর্থাৎ ছেদ, তাহার হেতু বলিতেছেন—“নিত্যানিবৃত্তিতঃ”—নিত্যানিবৃত্ত অর্থাৎ নিত্যবোধিত বলিয়া। বস্তু ‘বিষয়রূপ’ এবং ‘বিষয়িরূপ’ ভেদে দ্বিবিধ; তন্মধ্যে রজ্জুতে সর্পের বাধ বা ব্যাবহারিক অস্তিত্ব যেমন তিন কালেই বিद्यমান, সেইরূপ অবিষ্ঠান-ব্রহ্মে অবিজ্ঞা এবং অবিজ্ঞাতাধ্যৈব বাধ অর্থাৎ পারমার্থিক অভাব, তিন কালেই বিद्यমান। ইহার নাম ‘বিষয়িরূপ’ বাধ। আবার অবিজ্ঞ ও অবিজ্ঞাতাধ্যৈব উক্তরূপ সদাই অভাবের যে নিশ্চয়রূপ বাধ, তাহা ‘বিষয়রূপ’ বাধ। ‘বিজ্ঞ’ বলিতে বাহার প্রকাশ হয় তাহাকে এবং ‘বিষয়ী’ বলিতে প্রকাশককে বুঝিতে হইবে।

এখন মহাবাক্যদ্বারা ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ নিশ্চয় হইলে, সেই তত্ত্বজ্ঞানের পরবর্ত্তী ক্ষণে, ‘তিন কালেই আমাতে অবিজ্ঞা বা প্রপঞ্চ নাই’—এই আকাবের প্রতিরূপ যে বাধ, তাহা পূর্বসিদ্ধ অবিজ্ঞাদিব অভাবকে প্রকাশ করে বলিয়া ‘বিষয়িরূপ’ বাধ। আবার, ‘বিষয়রূপ’ বাধ না হইলেও কেবল তাহার নিশ্চয়রূপ ‘বিষয়িবাদ’ হয়—এইরূপ মানিলে, তাহা ভ্রমরূপই হইত অর্থাৎ ‘একে অজ্ঞবুদ্ধি’ হইবে। এইহেতু ‘বিষয়রূপ’ বাধ অবশ্যই মানিতে হইবে। এটী কারণে এস্থলে ‘নিত্যানিবৃত্ত’-শব্দ দ্বারা ‘বিষয়রূপ’ বাধকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বুঝিতে হইবে। ১২৯

উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(জ) মায়ায় ত্রৈবিধ্যাব-  
ধারণ করিয়া পূর্বগত  
প্রোক্ত অর্থের উপ-  
সংহার।

তুচ্ছানির্কচনোয়া চ বাস্তবো চেত্যসৌ ত্রিধা।

জ্ঞেয়া মায়া ত্রিভিবোদৈঃ শ্রোতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ॥

১৩০

অর্থ—শ্রোতযৌক্তিকলৌকিকৈঃ ত্রিভিঃ বোদৈঃ অসৌ মায়া তুচ্ছা অনির্কচনোয়া বাস্তবো চ ইতি ত্রিধা জ্ঞেয়া।

অনুবাদ—সেই মায়াকে তিন প্রকার দৃষ্টিতে বুঝা যায় ; শ্রোতদৃষ্টিতে তাহা তুচ্ছ, যুক্তির দৃষ্টিতে অনির্কচনীয় ; এবং লৌকিক দৃষ্টিতে বাস্তবী।

টীকা—‘শ্রোতবোধে’—অর্থাৎ শ্রুতার্থ বিচারজনিত দৃষ্টিতে, মায়া “তুচ্ছা”—তিন কালেই অসৎ ; যুক্তিজনিত দৃষ্টিতে মায়া “অনির্কচনীয়”—‘সৎ’, ‘অসৎ’ ও ‘সদসৎ’ হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ মিথ্যা এবং লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টিতে মায়া সত্য। মায়াকে এই তিন প্রকারে বুদ্ধিগম্য করা যায়। ১৩০

(মায়া) [ অশ্রু (জগতঃ) সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি—নৃসিংহ উ, তা, উ, ৯ ]—এই প্রতিবচনের অর্থরূপে মায়াকাব্যের বর্ণন করিতেছেন :—

(ঝ) মায়ায় কার্য  
জগতের সদসজ্ঞপ  
প্রদর্শন।

অশ্রু সত্ত্বমসত্ত্বঞ্চ জগতো দর্শয়ত্যসৌ।

প্রসারণাক্ষ সঙ্কোচাত্মনা চিত্রপটস্তথা ॥১৩১

অময়—অসৌ অশ্রু জগতঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি, প্রসাবণাং সঙ্কোচাং চ যথা চিত্রপট, ( লিখিতশরীরাদেঃ সত্ত্বম্ অসত্ত্বম্ চ দর্শয়তি ) তথা ।

অনুবাদ—এই মায়া জগতের সত্ত্ব ও অসত্ত্ব, অর্থাৎ সদ্ভাব ও অসদ্ভাব দেখাতেছেন যেমন চিত্রপট সঙ্কোচ ও বিস্তারদ্বারা সেই চিত্রলিখিত শরীরাকারাদির সত্ত্ব ও অসত্ত্ব দেখায়, সেইরূপ ।

টীকা—এই মায়া জগতের ‘সত্ত্ব’—সদ্ভাব, ও ‘অসত্ত্ব’—অসদ্ভাব দেখান ; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“যেমন চিত্রপট” ইত্যাদি দ্বারা । \* ১৩১

( সিন্ধুসিন্ধুভাষ্যম্ ) স্বতন্ত্রাশ্রিতত্বেন ( সৈম! বটবীজসামান্যবদনেকবটশক্তিরেকৈব ) ইত্যাদি নৃসিংহোত্তর তা উ, ৯ ] এই শ্রুতিবচনদ্বারা মায়ায় ‘স্বতন্ত্রভাব’ ও ‘অস্বতন্ত্রভাব’ এই উভয় ভাবেরই বিগুনানতা প্রদর্শিত হইয়াছে । উভয় পক্ষেই যে যুক্তি আছে, ‘চিদাদাপ’কাব তাহাই দেখাইতেছেন :—

তা মায়ায় স্বতন্ত্রতা ও  
অস্বতন্ত্রভাব যুক্তিব দ্বারা  
প্রতিপাদন ।

অস্বতন্ত্রা হি মায়া স্মাদপ্রতীতেবিনা চিতিম্ ।

স্বতন্ত্রাপি তথৈব স্মাদসঙ্গস্মান্যথাকৃতঃ ॥ ১৩২

অময়—মায়া চিতিম্ বিনা অপ্ৰতীতেঃ অস্বতন্ত্রা হি স্মাং তথা এব অসঙ্গস্ত অস্মথা-  
কৃতঃ স্বতন্ত্রা অপি স্মাং ।

অনুবাদ—চৈতন্য বিনা মায়ায় প্রতীতি হয় না বলিয়া মায়া অস্বতন্ত্রা বা পৰাবধীন ; আবার অসঙ্গ চৈতন্যকে অন্যরূপ অর্থাৎ সঙ্গ ইত্যাদি করে বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রাও বটে ।

টীকা—“অস্বতন্ত্রা”—আপনার প্রকাশক যে চৈতন্য তাঁহাকে ছাড়িয়া প্রকাশিত হন না বলিয়া অস্বতন্ত্রা, আবার অসঙ্গ অর্থাৎ মায়ায় সহিত সম্বন্ধরচিত আত্মাকে অঙ্গ প্রকার অর্থাৎ সমবান্ কবেন বলিয়া মায়া স্বতন্ত্রা ; ইহাই অর্থ । + ১৩২

\* নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের ‘দীপিকা’ নামী টীকাব রচয়িতা ‘বিজ্ঞানরায়’ ইহার বাখ্যা এইরূপ লিখিতেছেন :— ‘অশ্রু’ শাস্ত্রবিষয়রূপস্ত চৈতন্যস্ত ‘সত্ত্বম্’ স্বসাক্ষ্যেন তদ্ব্যঞ্জকত্বাদ্ দর্শয়তি যতঃ সদসদাদিবিকল্পশূন্যঃ ১৩১ম । অসত্ত্বক আচ্ছাদকত্বেন মূঢ়ানাং ‘দর্শয়তি’ ইত্যর্থঃ । ‘অশ্রু’ বলিতে তিনি জগৎকে না বুঝিয়া চৈতন্যকে বুঝিতেছেন ইহাতে মনে হয় দীপিকা-রচয়িতা ‘বিজ্ঞানরায়’ ও ‘পঞ্চদশা’-বচয়িতা বিজ্ঞানরায় এক ব্যক্তি নহেন, অথবা তে প্রকটি ভাবতীতার্থ-রচিত হইলে, তিনি ভিন্নার্থে গ্রহণ করিয়াছিলেন ।

+ ‘দীপিকা’য় কিন্তু উক্ত শ্রুতিবচন এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে—তাভ্যাং সিন্ধুসিন্ধুভাষ্যম্ আত্মনঃ স্বাতন্ত্র্যং প্যবতন্ত্য\* চ ভবতি স্পন্দন্তে জীবন্তে চ নিমিত্তভূতমিত্যাহ ‘স্বতন্ত্রাশ্রিতত্বেনেতি’ স্বয়ংসিন্ধুভাষ্যে সন্তাপ্রতীত্যর্থ-বিষয়প্রদত্তা অবিজ্ঞাঃ প্রতি স্বাতন্ত্র্যং ভবতি, চৈতন্যস্বাভাবিকতাভাসদ্বারা তন্ত্ৰাম্ আত্মস্বরূপাং তত্ত্বং প্যবতন্ত্য\* চ ভবতি চৈতন্যস্ত অতশ্চ তদেব চৈতন্যং জীবন্তরভেদভিন্নমিব ভবতি, সাংসারবিনবৎস্বাভাষ্যম্ ইত্যর্থঃ ।



মায়াদ্বারা আত্মার অন্তর্ভুক্তকরণের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(৪) মায়াকর্ষক আত্মার  
অন্তর্ভুক্তকরণের অর্থ।  
কূটস্থাসমুদ্রমায়ানং জগত্ত্বেন কয়োতি সা।  
চিদাভাসম্বরূপেণ জীবেশাবপি নির্মমে ॥ ১৩৩

অর্থ—স। কূটস্থাসমুদ্রম্ আত্মানম্ জগত্ত্বেন কবোতি, চিদাভাসম্বরূপেণ জীবো  
অপি নির্মমে।

অনুবাদ—সেই মায়। কূটস্থ অর্থাৎ নির্বিকার অসঙ্গ আত্মাকে অহঙ্কার  
প্রপঞ্চময় জগদ্রূপ দেন এবং চিদাভাসম্বরূপে জীব এবং ঈশ্বররূপে  
নির্মাণ করেন।

টীকা—[ জীবেশো আভাসেন কবোতি, মায়। চ অবিজ্ঞ। চ স্বয়মেব ভবতি—নামসংহিতা ১,  
উ, ৯ ] এই প্রতিবচনোক্ত জীবেশ্বরবিভাগ\* মায়াই করিয়া থাকেন; “এই কথাই বলিতেছেন”।  
চিদাভাসম্বরূপে” ইত্যাদি দ্বারা। ১৩৩

(শঙ্কা) ভাল, আত্মা অন্তর্ভুক্ত হইলে, আত্মার কূটস্থতা বা নির্বিকারতা ত’ থাকে  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন (সমাধান) :—

(৫) উক্তার্থে শঙ্কা ও  
সমাধান, মায়ার অবটন-  
ঘটনকারিতা।  
কূটস্থমনুপদ্রুত্য কয়োতি জগদাদিকম্।  
দুর্ঘটেকবিধায়িত্যাং মায়ায়ং কা চমৎকৃতিঃ ? ॥ ১৩৪

অর্থ—কূটস্থম্ অনুপদ্রুত্য জগদাদিকম্ কয়োতি, দুর্ঘটেকবিধায়িত্যাম্ মায়ায়ং  
কা চমৎকৃতিঃ ?

অনুবাদ—আত্মার কূটস্থতার হানি না করিয়াই তাঁহাতে জগদাদিদর্শন  
করান; ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও, অবটনঘটনপটীয়সী মায়ার পক্ষে ইহা  
আর আশ্চর্য্য কি ?

টীকা—ভাল, কূটস্থের বিনাশ না ঘটিলে জগদাদির স্বরূপতাসম্পাদন অর্থাৎ জগৎ, জাতীয়  
ও ঈশ্বরভাবের সম্পাদন ত’ দুর্ঘট হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা কবিতা বলিতেছেন—যেহেতু  
দুর্ঘটসম্পাদনে মায়াই একমাত্র অর্থাৎ মুখ্য সম্পাদয়িত্রী, মায়ার পক্ষে ইহা কোনও বিস্ময়ের কারণ  
নহে—“ইহা পরম বিস্ময়কর হইলেও” ইত্যাদি দ্বারা। “অন্তথা”—অর্থাৎ মায়। যদি দুর্ঘটসম্পাদন  
না করেন, তবে মায়ার মায়াত্ব ঘুচিয়া যাইবে। ১৩৪

\* নীপিকা এবং একত্বা অপি অবিজ্ঞায়া মায়াময়ত্বেন অনেকজীবাদি প্রতিভাসোৎপাদনসামর্থ্যম্ অবিজ্ঞা  
চৈতন্যতত্ত্বম্বাধায়েন জীবাদিভাবো ধারমাহ—জীবেশাভাসেন কবোতি ইতি। আভাসদ্বারেণ অবিরকায় তত্ত্বা  
বন্ধাহঙ্কারো জীবো নিরহঙ্কারঃ স্বমায়।ভাসদাকৌ স্বসত্ত্বাত্মকো সর্বপ্রবর্তক ইত্যং ঈশ্বরঃ ইত্যাদি, “বিজ্ঞারণা-কৃত” এই কাণ্ড  
উক্ত শ্লোকোক্ত ব্যাপ্যাব অনুস্মরণ নহে।

মায়াব ছঘটনসম্পাদনকারিত্বের দৃষ্টান্ত :—

১. মায়াব অঘটনঘটন-  
কারিত্বের দৃষ্টান্ত।

দ্রবত্বমুদকে বহুবৌদ্ধ্যং কাঠিন্যমশ্মনি ।

মায়ায়াং দুর্ঘটত্বঞ্চ স্বতঃ সিধ্যতি নান্যতঃ ॥ ১৩৫

অর্থ—উদকে দ্রবত্বম্, বহৌ ঔষ্যম্, অশ্মনি কাঠিন্যম্ চ, মায়ায়াং দুর্ঘটত্বম্ স্বতঃ সিধ্যতি, অন্যতঃ ন ।

অনুবাদ—যেমন জলে দ্রবস্বভাব, অগ্নিতে উষ্ণস্বভাব এবং পাষাণে কঠিন-  
স্বভাব স্বতঃসিদ্ধ, সেইরূপ অঘটনঘটনসামর্থ্য মায়াতেই স্বতঃসিদ্ধ, অন্য  
কোথাও নহে ।

টীকা—জলাদিব দ্রবত্ব প্রভৃতি যেমন স্বাভাবিক, মায়ার অঘটনঘটনসামর্থ্যও সেইরূপ  
স্বাভাবিক ; ইহাই অভিপ্রায় । ১৩৫

(শঙ্ক্য) ভাল, এই যে বলিলেন ( ১৩৪ শ্লোকে )—মায়াব অঘটনঘটনকারিত্ব  
আশ্চর্যের কারণ নহে, তাহা ত' মানিয়া লওয়া যায় না ; কেননা, মায়া যে চমৎকার সাধন করিয়া  
থাকে, ইহা সংসারে সকলেই দেখিয়া থাকে । এই আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন—( সমাধান )  
সংসারে মায়াব প্রযোক্তা যে ঐজ্জালিক, যে পর্যন্ত তাঁহার সাফল্যের লাভ না হয়,  
তখন 'ইনিই ঐজ্জালিক' এইরূপে তাঁহাকে না চিনিতে পারা যায়, তাঁহার সেই পবিত্র না পাওয়া  
গত হইত মায়াব চমৎকার-সাধকতা থাকে, তবে আর থাকে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

২. মায়াব অঘটনঘটন-  
কারিত্ব শঙ্ক্য  
সমাধান ।

ন বেত্তি লোকো যাবত্তং সাক্ষাত্তাবচ্চমৎকৃতিম্ ।

ধত্তে মনসি পশ্চাত্তু মায়ৈষেতুপশাগ্যতি ॥ ১৩৬

অর্থ—লোকঃ যাবৎ তন্ম সাক্ষাৎ ন বেত্তি, তাবৎ মনসি চমৎকৃতিম্ ধত্তে, পশ্চাৎ তু  
এতং নান্য ইতি উপশাম্যতি ।

অনুবাদ ও টীকা—যতকাল পর্যন্ত লোকে সেই মায়াব প্রায়োগকর্তাকে সাক্ষাদ-  
ভাবে না জানিতে পারে ততকাল পর্যন্ত লোকে চমৎকারিত্ব অনুভব করে, পরে কিন্তু  
'তহা মায়া' জানিয়া উপশান্ত হয়—আশ্চর্যের নিবৃত্তি অনুভব করে । ১৩৬

কিঞ্চ, জগৎকে সত্য বলিয়া মানে, যে নৈয়ায়িক প্রভৃতি, তাহাদিগের প্রতি এই প্রশ্ন  
করা উচিত, মায়াবাদী বৈদান্তিক, অমাদিগের প্রতি নহে, ইহাই বলিতেছেন :

প্রসবন্তি হি চোত্তানি জগদন্তত্ববাদিষু ।

ন চোদনীয়ং মায়ায়াং তস্মাৎশোচ্যৈকরূপতঃ ॥ ১৩৭

অর্থ—অগদন্তত্ববাদিষু চোত্তানি প্রসবন্তি হি, মায়ায়াং 'চোদনীয়ম্' ন, তত্বাঃ  
চৈকৈকরূপতঃ ।

অনুবাদ—উক্তরূপ পূর্বপক্ষ জগৎসত্যবাদী নৈয়ায়িকদিগের প্রতিই চিন্তে পারে। যাহারা জগৎকে মায়াময় বলেন, সেই বৈদান্তিকদিগের প্রতি এইরূপ প্রতিষেধার্থক প্রশ্ন করা অর্থাৎ আক্ষেপ অনুচিত, যেহেতু মায়াই মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ।

টীকা—আত্মার কৃষ্ণতাকে অব্যাহত রাখিয়া মায়া কিরূপে তাঁহাকে জগৎরূপে প্রদর্শন করেন? এইরূপ কার্য্যকারণভাববিষয়ক প্রশ্ন আরম্ভপরিণামাদিবাদী তাকিকাদির প্রতিই চিন্তে পারে—বিবর্তবাদী বৈদান্তিকদিগের প্রতি নহে। “মুখ্য আক্ষেপণীয়স্বরূপ” অর্থাৎ প্রতিষেধার্থক প্রশ্নের মূলীভূত অজ্ঞানমাত্ররূপ। ১৩৭

মায়াবাদীর প্রতি প্রশ্ন করিলে, অতিপ্রসঙ্গতা বা অতিব্যাপ্তিদোষ আসিয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন :—

চোদ্যেহপি যদি চোদ্যং স্মাভুচ্ছোদ্যে চোদ্যতে ময়া।

পরিহার্য্যং ততশ্চোদ্যং ন পুনঃ প্রতিচোদ্যতাম্ ॥১৩৮

অর্থ—চোদ্যে অপি যদি চোদ্যং স্মাভুচ্ছোদ্যে ময়া চোদ্যতে ; ততঃ চোদ্যং পরিহার্য্যম্, পুনঃ ( স্মাভু ) ন প্রতিচোদ্যতাম্।

অনুবাদ—যদি সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া তুমি আক্ষেপ অর্থাৎ প্রতিষেধাভিপ্রায়ক প্রশ্ন কর, তবে তোমার সেইরূপ আক্ষেপের প্রতি আমিও আক্ষেপ করিতে পারি। সেইহেতু সেইরূপ প্রতিষেধার্থক পূর্বপক্ষকরণে বিবর্ত অবলম্বন করাই কর্তব্য। তোমার আবার প্রতিপ্রশ্ন করা উচিত হয় না।

টীকা—( অচ্যুতবায় )। ( যদি আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়া লইয়া ) আক্ষেপ করিতে আগ্রহাভি হও, তবে যেহেতু তোমার সেই আক্ষেপ একটি ‘কার্য্য’, তাহার অবশ্য একটি কারণ মানিতে হইবে, এবং সেই কারণকে আক্ষেপরূপ কার্য্যের ‘নিয়তপূর্ববৃত্তি’ হইতে হইবে, এবং সেই কারণের কারণতা বখন উক্ত কার্য্যের কার্য্যাত্ম্যাপেক্ষ, তখন তোমার উপর আমার ‘অন্তোন্তাশ্রয়ক’ আক্ষেপ পড়িল। তাহার পরিহার তোমার অসাধ্য। অতএব বিবর্তবাদীর প্রতি, হে ভেদবাদিন্, তোমার ‘আক্ষেপ’ কর্তব্য নহে ; ইহাই অভিপ্রায়। ১৩৮

এই কথাই সবিস্তর বলিতেছেন অর্থাৎ মায়ার স্বরূপ লইয়া পূর্বপক্ষকারীকে নিরস্ত করিবার প্রকৃত জিজ্ঞাসুর কর্তব্য নির্ধারণ করিতেছেন :—

বিস্ময়ৈকশরীরায়্যা মায়ায়াশ্চোদ্যরূপতঃ।

অশ্বেষ্যঃ পরিহারোহস্মা বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ ॥ ১৩৯

অর্থ—বিস্ময়ৈকশরীরায়্যা: মায়ায়া: চোদ্যরূপতঃ অস্তাঃ পরিহারঃ বুদ্ধিমদ্ভিঃ প্রযত্নতঃ অশ্বেষ্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—( অঘটিতঘটনপটুতাহেতু ) বিষয়ই মুখ্যতঃ যাহার শরীর অর্থাৎ যিনি স্বয়ং সংশয়বিষয়ীভূত অর্থ, সেই আক্ষেপণীয়স্বরূপ মায়ার পবিহারেব নিমিত্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণের সবিশেষ যত্নপূর্ব্বক অনুসন্ধান করা কৰ্ত্তব্য ; তাহাব স্বরূপনির্ণয়ে আগ্রহ করা উচিত নয়। তাৎপর্য্য এই যে, যে অজ্ঞানবশতঃ মায়াকার্য্যের সন্দিগ্ধ ভাসমান হয়, তাহার নিরস্ত্রিব উপায়োদ্ভাবন অর্থাৎ শুদ্ধব্রহ্ম-বিষয়ক অপারোক্ষ জ্ঞানলাভই বুদ্ধিমত্তার পবিচায়ক। ১৩৯

( শঙ্কা ) ভাল, মায়াব স্বভাব নিণীত হইলেই, তবে সেই মায়াব নিরস্ত্রিব উপায় অনুসন্ধান করা উচিত হয়। সেই মায়াব স্বভাব ত' এপয্যন্ত নিণীত হয় নাই। বাদী এই প্রকারে মল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

১) মায়াব লক্ষণ অসিদ্ধ  
২) শঙ্কা ও তাহার  
সমাধান।

মায়াত্বমেব নিশ্চেয়মিতি চেত্ত্বহি নিশ্চিত্ত্ব।

লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়া লক্ষণং যন্তদীক্ষ্যাতাম্ ॥১৪০

অর্থ—মায়াত্বম্ এব নিশ্চেয়ম্ ইতি চেৎ, ত্বহি নিশ্চিত্ত্ব : লোকপ্রসিদ্ধমায়ায়াঃ যৎ লক্ষণম্ ১২ ইক্ষ্যাতাম্।

অনুবাদ—যদি বল মায়ার স্বভাব নির্ণয় করা উচিত, তবে বলি, তাহাই কব : লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়ার যাহা লক্ষণ, তাহাই এই মায়ায় প্রয়োগ করিয়া দেখ।

টীকা—বলিলেন ত' 'তাহাই কব' অর্থাৎ মায়ার স্বভাব নির্ণয় কব,—কিন্তু মায়াব লক্ষণ কি ? তত্ববে বলিতেছেন—“লোকপ্রসিদ্ধ ইন্দ্রজালরূপ মায়াব” ইত্যাদি। ১৪০

ভাল, সেই লোকপ্রসিদ্ধ মায়ার লক্ষণ কি ? তত্ববে বলিতেছেন :—

১) ইন্দ্রজালরূপ  
২) ক্রিয় মায়াব লক্ষণ।

ন নিরূপয়িতুং শক্যা বিস্পষ্টং ভাসতে চ যা।

সা মায়েতীন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে ॥১৪১

অর্থ—না ন নিরূপয়িতুং শক্যা, বিস্পষ্টং ভাসতে চ, সা মায়া ইত্য ইন্দ্রজালাদৌ লোকাঃ সম্প্রতিপেদিরে।

অনুবাদ—যাহার স্বরূপ নিরূপণ করিতে পাবা যায় না অথচ যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পায়, তাহাকেই লোকে ‘মায়া’ বলে। ইন্দ্রজালাদিতে লোকে ইহা দেখিয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে মায়ার লক্ষণ হইল—‘নিরূপণানর্হদে সতি স্পষ্টতরভাসমানত্বম্ ইতি’—যাহা নিরূপণের অবোধ্য হইয়াও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান, তাহাই মায়া। ব্রহ্ম বুদ্ধিবর্ধন বলিয়া নিরূপণের অবোধ্য হইলেও আকাশকুসুমের ত্যাব তুচ্ছ নহেন ; আবার শশশব্দ প্রভৃতি ‘বৃচ্ছ’ হইলেও স্পষ্টতর ভাবে ভাসমান হয় না বলিয়া মায়া নহে। সুতরাং উক্ত লক্ষণে প্রতিপাদ্যপ্ৰদায় নাই। ১৪১

ইন্দ্রজালাদি দৃষ্টান্তদ্বারা যে লক্ষণ সিদ্ধ হইল, আলোচ্য মায়াক্রপ দাষ্টাণ্ঠে তাহারই  
যোজনা করিতেছেন :—

(দ) জগৎরূপ দাষ্টাণ্ঠে ইন্দ্রজালেব দৃষ্টান্তেব যোজনা। **স্পষ্টং ভাতি জগচ্চেদমশকাং তন্নিক্রপণম্।**  
**মায়াময়ং জগত্তস্মাদাক্ষমাপক্ষপাততঃ ॥ ১৪১**

অর্থ—ইদম্ জগৎ স্পষ্টম্ ভাতি, তন্নিক্রপণম্ চ অশক্যম্, তস্মাৎ অক্ষপাততঃ  
জগৎ মায়াময়ম্ দ্রক্ষ্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, অথচ  
ইহার কোন একটি বস্তু লইয়া তাহার স্বরূপ অনুধাবন কর, তাহার নিরূপণ করিতে  
পারিবে না। অতএব পক্ষপাতরহিত হইয়া এই জগৎ মায়াময় কি না,  
বিচার কর। ১৪২

(শঙ্কা) জগতেব নিক্রপণ অসাধ্য কিমে? এরূপ প্রশ্নক। হইতে পারে বলিবার ক্ষেত্র  
অসাধ্যতা দেখাইতেছেন :—

(ব) জগতেব স্বরূপ-  
নিক্রপণ অসাধ্য। **নিক্রপয়িতুমারক্কে নিখিলৈরপি পিণ্ডিতৈঃ।**  
**অজ্ঞানং পুরতন্তুয়াং ভাতি কক্ষাসু কাস্মৃচিৎ ॥ ১৪৩**

অর্থ—নিখিলৈঃ পিণ্ডিতৈঃ অপি নিক্রপয়িতুন্ম্ আবক্কে তেষাম্ কাস্মৃচিৎ কক্ষাসু পুরতঃ  
অজ্ঞানম্ ভাতি।

অনুবাদ ও টীকা—জগতের সমস্ত পিণ্ডিত মিলিত হইয়া যদি সেইরূপ নিরূপণে  
প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাহারা কোনও না কোন নির্ণয়স্তরে উপনীত হইলেন  
দেখিতে পাইবেন, সম্মুখে অজ্ঞান বিজ্ঞমান (ও পথ রুদ্ধ)। ১৪৩

সেইরূপ নিক্রপণ যে অসাধ্য, তাহা উদাহরণদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(গ) উদাহরণদ্বারা নিক্রপণেব অসাধ্যতা স্পষ্টীকরণ। **দেহেন্দ্রিয়াদয়ো ভাবা বীর্যোগোৎপাদিতাঃ কথম্।**  
**কথং বা তত্র চৈতন্যমিত্যভে তে কিমুত্তরম্? ॥ ১৪৪**

অর্থ—দেহেন্দ্রিয়াদয়ঃ ভাবাঃ কথম্ বীর্যোগ উৎপাদিতাঃ? কথম্ বা তত্র চৈতন্যম্ ইতি  
উক্তে তে উত্তরম্ কিম্ (হ্যং)?

অনুবাদ ও টীকা—(দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখ) আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—দেহ  
ইন্দ্রিয় প্রভৃতি পদার্থ বীর্যাদ্বারা কি প্রকারে উৎপাদিত হইল? কি প্রকারেই বা  
সেই সেই পদার্থে চৈতন্যের সমাবেশ হইল? এইরূপ প্রশ্ন করিলে তোমার  
উত্তর কি হইবে? ১৪৪

এই প্রশ্ন লইয়া স্বভাববাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

বীৰ্য্যাস্রম স্বভাবশ্চেৎ কথং তদ্বিদিতং ত্বয়া ।  
অম্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ভগ্নৌ তৌ বন্ধাবীৰ্য্যাতঃ ॥ ১৪৫

অর্থ—( স্বভাববাদী—) এষঃ বীৰ্য্যস্ত স্বভাবঃ (ইতি) চেৎ ? ( সিকান্তা— ) কথং তৎ ত্বয়া বিদিতম্ ? [ ( স্বভাববাদী—) অম্বয়ব্যতিরেকভাষ্যং তৎ জানামি ।। ( সিকান্তা ) অম্বয়ব্যতিরেকৌ যৌ ( ত্বয়া উক্তৌ ) তৌ বন্ধাবীৰ্য্যাতঃ ভগ্নৌ ।

অনুবাদ—স্বভাববাদী যদি বলেন— ‘কেন, বীৰ্য্যেব স্বভাবই এইরূপ’ ; সিদ্ধান্তী বলিবেন—বীৰ্য্যেব যে একরূপ স্বভাব তাহা তুমি কি প্রকারে নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার ? [ স্বভাববাদী তত্ক্ষণে বলিবেন—‘কেন ? অম্বয়ব্যতিরেকদ্বারা নিশ্চয় করিতেছি ।’ ] এইরূপ উত্তরের ব্যাখ্যাভাব দেখাইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ‘তানি যৈ অম্বয়ব্যতিরেকের কথা বলিতেছ, বন্ধাবীৰ্য্যা পুরুষে ও বন্ধানারীতে তাহাব ত’ ভঙ্গ বা অব্যাপ্তি দেখিতেছি ।’

টীকা—“বন্ধাবীৰ্য্যপুরুষে” ইত্যাদি—বন্ধা পুরুষেব বীৰ্য্যে এবং বন্ধানারীতে অস্থিত বীৰ্য্যেব, ব্যর্থতা দেখিয়া ‘যেখানে যেখানে বীৰ্য্য সেখানে সেখানেই দেখাদি’ এইরূপ ব্যাপ্তি গটে না এবং ব্যাপ্তিব অভাবে ‘বীৰ্য্য হইলেই দেখাদি হইবে’ এইরূপ অম্বয়ও গটে না । অতএব স্বেদজে ও উদ্ভিজে, বীৰ্য্যেব দ্বারা উৎপত্তি, এই নিয়মেব ব্যক্তিচাপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, বীৰ্য্য না হইলে উৎপত্তি হইবে না, এইরূপ ব্যতিরেকও গটে না । ১৪৫

এই প্রকারে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিতে থাকিলে, পরিশেষে উত্তর দিতে হইবে— ‘কিছুই জানি না’ এই ফলিতার্থই বলিতেছেন :—

ন জানামি কিমপ্যেতদিত্যন্তে শরণং তব ।  
অতএব মহান্তোহস্ম প্রবদন্তীন্দ্রজালতাম্ ॥ ১৪৬

অর্থ—অন্তে, এতৎ কিম্ অপি ন জানামি ইতি তব শরণম্ । অতঃ এব মহান্তঃ অস্মৈন্দ্রজালতাম্ প্রবদন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—‘আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছেন, তাহা কিছুই জানি না’—পরিশেষে (হে ভেদবাদিন্ তাকিক) তুমি এইরূপে অজ্ঞানকেই আশ্রয় করিবে । এই কারণে জ্ঞানিগণ এই জগৎকে ইন্দ্রজাল বলেন । ১৪৬

উক্ত ছয়টি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্দৃশ্যতা বিষয়ে পূর্বাচাধ্যক্ষগণও যে একমত, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ব) মায়াব ইন্দ্র-  
জালতা বিষয়ে  
প্রাচীনগণের  
ঐকমত্য।

এতস্মাৎ কিমিবেন্দ্রজালমপরং যদগৰ্ভবাসস্থিতং

রেতশ্চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ধৃতনানাকুরম্।

পর্য্যায়েন শিশুত্বযৌবনজরাবৈষ্মরনৈকৈব তং

পশ্যত্যন্তি শৃণোতি জিহ্বতি তথাগচ্ছত্যথাগচ্ছতি ॥১৪৭

অর্থ—এতস্মাৎ অপরম্ ইন্দ্রজালম্ কিম্ ইব যৎ গৰ্ভবাসস্থিতম্ রেতঃ চেততি হস্তমস্তকপদপ্রোদ্ধৃতনানাকুরম্ (সং) পর্য্যায়েন অনৈকৈঃ শিশুত্বযৌবনজরাবৈষ্মঃ বৃত্তম্ পশ্যতি, অন্তি, শৃণোতি, জিহ্বতি, তথা গচ্ছতি, অথ আগচ্ছতি। \* (শাব্দলবিক্রীড়িতচ্ছন্দঃ)।

অনুবাদ ও টীকা—ইহা অপেক্ষা অধিক বিস্ময়কর ইন্দ্রজাল আর কি আছে যে বীৰ্য্য গৰ্ভবাসে থাকিয়া চৈতন্যময় হইয়া উঠে অর্থাৎ স্পন্দন করে, কর-চরণ-শিরোরূপ অঙ্গপ্রত্যঙ্গদ্বারা পল্লবিত হইয়া পর্য্যায়ক্রমে শৈশব-যৌবন-জরারূপ বোঝে আচ্ছাদিত হইয়া, দর্শন, ভোজন, শ্রবণ, ঘ্রাণ প্রভৃতি এবং গমনাগমনাদি বিবিধ প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে ? ১৪৭

কেবল দেহই যে অনির্কটনীয়স্বভাব একরূপ নহে, বটবৃক্ষাদিও এইরূপ চরিত্রপণস্বভাব :—

(ভ) জন্মদেহের স্থায় বৃক্ষাদিও  
দ্রুতঃ স্বরূপ।

দেহবদ্বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্।

ক ধানাঃ কুত্র বা বৃক্ষস্তস্মায়াম্যেতি নিশ্চিন্ত ॥১৪৮

অর্থ—দেহবৎ বটধানাদৌ সুবিচার্য্য বিলোক্যতাম্ ক ধানাঃ, কুত্র বা বৃক্ষঃ তস্মাৎ মায়া ইতি নিশ্চিন্ত।

অনুবাদ—দেহের স্থায় বটবৃক্ষাদির ক্ষুদ্র বীজ লইয়া বিচার করিয়া দেখ, কোথায় সেই অতি সূক্ষ্ম বীজ আর কোথায়ই বা বিশাল বটমহীকর হ। এইহেতু এ সকলই যে মায়া, তাহা অবধারণ কর।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে এবং নৃসিংহোত্তর-তাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায় বটফলের বীজ লইয়া বিচার বর্ণিত আছে। ১৪৮

(শঙ্কা) ভাল, আমরাই যেন মায়াস্বরূপাবধারণ করিতে পারিলাম না, কিন্তু (নৈমায়িক) উদয়ন প্রভৃতি আচাৰ্য্যগণ ত' মায়াব নির্কটন করিয়াছেন। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ম) মায়াব স্বরূপ নৈমায়িক-নিরুক্তাবভিমানং যে দধতে তাকিকাদয়ঃ।

দিগের দ্বারা নিরূপিত  
হইয়াছে বলিবার শঙ্কা ও  
তাহার সমাধান।

হর্ষমিশ্রাদিভিস্তে তু খণ্ডনাদৌ সুশিক্ষিতাঃ ॥ ১৪৯

অম্বয়—যে তাকিকাদয়ঃ নিকৃন্তৌ অভিমানম্ দধতে, তে তু হৃষ্মিশ্রাদিভিঃ খণ্ডনাদৌ মুশিক্ষিতাঃ ।

অনুবাদ—যে সকল তাকিক ‘আমরা মায়ার স্বরূপ নির্ণয় করিয়াছি’ বলিয়া গর্ব্ব করে, শ্রীহর্ষমিশ্র প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ‘খণ্ডন-খণ্ডখাণ্ড’ প্রভৃতি গ্রন্থে তাহাদিগকে উত্তম শিক্ষা দিয়াছেন ।

টীকা—উদয়নাচাৰ্য্য—( সম্ভবতঃ ৯৪৪—১০৪৪ খৃঃ অব্দ ) মিথিলায় আবির্ভূত হন ইনি জ্ঞানতাপধ্যাপরিশুদ্ধি, আত্মতত্ত্ববিবেক, লক্ষণাবলী, কিরণাবলী, কুসুমাজলি প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেন । তিনি বলেন—কারণবিশেষরূপে জগন্নিম্নাতী শক্তিকে অবশ্যই মানিতে হইবে । ( এইরূপে মায়ার নিরূচনীয় ) । শ্রীহর্ষাচাৰ্য্য প্রায় ১১৫০ খৃষ্টাব্দে কানকুন্ডে আবির্ভূত হন ; ইনি “খণ্ডন-খণ্ডখাণ্ড”-নামক গ্রন্থ রচনা করিয়া যাবতীয় মতবাদিগণের মত খণ্ডন করেন । ইহার অপর গ্রন্থ—অৰ্ণববর্ণন, শিবশক্তি-সিদ্ধি, সাহসানন্দ-চরিত, ছন্দঃপ্রশস্তি, বিজয়প্রশস্তি, গোড়োক্ষী-কুলপ্রশস্তি, ঈশ্বরভাসিদ্ধি, স্বৈর্য্যবিচারণ-প্রকরণ, নৈষধচরিত ইত্যাদি । ইনি খণ্ডন-খণ্ডখাণ্ড গ্রন্থেব চতুর্থ পবিচ্ছেদে ( অথবা ১৪০ কণ্ডিকায় ) কারণতার যাবতীয় লক্ষণ খণ্ডন করিয়াছেন । সুতরাং কারণতাই যখন সিদ্ধ হয় না, তখন কারণবিশেষরূপে শক্তি বা মায়ার সিদ্ধ হয় না, অথচ মায়াকায় জগৎপ্রপঞ্চ প্রতীত হইতেছে ; এইহেতু মায়ার অনির্দেচনীয় । ১৪৯

অতীত আটটি শ্লোকে বর্ণিত, জগতের অনির্দেচনীয়তাবিষয়ে বেদান্ত সম্প্রদায়ের আচার্য্যগণের বাক্য ( সম্ভবতঃ মহাভাবত, বনপর্ক হইতে ) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(য) জগতের অচিন্ত্যকল্পতা-  
বিষয়ে ভাষ্যকাব্যোক্ত  
পৌরাণিক [ ভাবত ]  
বচন প্রমাণ ।

অচিন্ত্যঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেষু যোজয়েৎ ।

অচিন্ত্যরচনারূপং মনসাপি জগৎ খলু ॥ ১৫০

অম্বয়—যে ভাবাঃ অচিন্ত্যঃ খলু তান্ তর্কেষু ন যোজয়েৎ ; জগৎ খলু মনসাপি অচিন্ত্যরচনারূপম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল পদার্থ, চিন্তার বহির্ভূত, তাহাদিগকে মনুষ্যকল্পিত তর্কের বিষয় করিতে নাই ; যেহেতু জগতের রচনা মনেরও অগোচর ; সুতরাং মনের উদ্ভাবিত তর্কেরও অগোচর ; এবিষয়ে সন্দেহ নাই । ১৫০

ভাল, জগতের রচনা অচিন্ত্যস্বরূপ মানিলাম ; তাহাতে মায়ার অর্থাৎ মায়ার সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(১) মায়াকল্প যোজের বা  
কারণের বর্ণন ।

অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজং মায়েতি নিশ্চিন্ত ।

মায়াবীজং তদেবৈকং সুষুপ্তাবনুভূয়তে ॥ ১৫১

অম্বয়—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবীজম্ মায়ার ইতি নিশ্চিন্ত । তৎ এব একম্ মায়াবীজম্ হৃষ্মিপৌ অনুভূয়তে ।



অনুবাদ—অচিন্ত্যরচনারূপ এই জগতের সেই অচিন্ত্যরচনাশক্তির বীজের নাম মায়া—এইরূপ নিশ্চয় কর। সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ সৃষ্টিশক্তিতে অনুভূত হয়।

টীকা—অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট যে বীজ অর্থাৎ কারণ, তাহাকেই মায়া বলে, ইহাই অর্থ। ভাল, এইপ্রকার অচিন্ত্যরচনাশক্তিবিশিষ্ট কারণ কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“সেই একমাত্র মায়ারূপ বীজ” ইত্যাদি। ১৫১

( শঙ্কা ) ভাল, সেই মায়াকে জগতের বীজ কিরূপে বলা যায়? তত্বতরে বলিতেছেন :—

( ল ) এই বীজে সর্বজগত্তেব  
সংস্কার অবস্থিত।

জাগ্রৎস্বপ্নজগত্তত্র লীনং বীজ ইব দ্রুমঃ ।

তস্মাদশেষজগতো বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ॥ ১৫২

অর্থ—জাগ্রৎস্বপ্নজগৎ তত্র বীজে দ্রুমঃ ইব লীনম্। তস্মাৎ অশেষজগতঃ বাসনাঃ তত্র সংস্থিতাঃ।

অনুবাদ—জাগ্রৎকালে দৃষ্ট জগৎপ্রপঞ্চ এবং স্বপ্নকালে অনুভূত জগৎপ্রপঞ্চ সৃষ্টিশক্তিকালে বিद्यমান সেই মায়ারূপ বীজে বৃক্ষের স্থায় লীন হইয়া থাকে। সেই কারণে সমস্ত জগতের বাসনা অর্থাৎ জ্ঞানজন্য সংস্কার, সেই মায়াতেই সংস্থিত।

টীকা—সেই মায়াতেই জগতের বিলয় হয় বলিয়া কি সিদ্ধ হইল? তত্বতরে বলিতেছেন—“সেই কারণে” ইত্যাদি। যেহেতু মায়াই জগতের কারণ, সেইহেতু সমস্ত জগত্তেব বাসনা বা জ্ঞানজন্য সংস্কার সেই মায়াতেই অবস্থিত। ১৫২

২। ঈশ্বরের স্বরূপ বা আনন্দময় কোশ।

মায়ায় সেই সংস্কারেব স্থিতিদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

( ক ) মায়ায় দ্বিত বুদ্ধি-  
সংস্কারগত চিদাভাসই  
ঈশ্বরের রূপ—দৃষ্টান্ত  
সহিত বর্ণন।

যা বুদ্ধিবাসনাস্তাসু চৈতন্যং প্রতিবিম্বতি ।

মেঘাকাশবদম্পষ্টচিদাভাসোহনুমায়তাম্ ॥ ১৫৩

অর্থ—যাঃ বুদ্ধিবাসনাঃ তাসু চৈতন্যম্ প্রতিবিম্বতি। মেঘাকাশবৎ অম্পষ্টচিদাভাসঃ অনুমায়তাম্।

অনুবাদ—( জাগ্রৎ ও স্বপ্নরূপ জগতের জ্ঞানরূপ ) বুদ্ধির ( উপাদান সত্ত্বগুণ-রূপে, যে সকল ) সংস্কার মায়ায় অবস্থিত থাকে, তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হন। চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস মেঘাকাশের স্থায় অম্পষ্ট; সেই চিদাভাসকে অনুমানদ্বারা জানিতে হইবে।

টীকা—ভাল, চৈতন্য যখন সেই সংস্কারসমূহে প্রতিবিম্ব-রূপ ধারণ করেন, তখন কেন তাহা অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“চৈতন্যের সেই প্রতিবিম্বিত আভাস”

ইত্যাদি; অস্পষ্ট থাকে বলিয়া অনুভূত হয় না। ভাল, সংস্কারসমূহে যখন চিদাভাস অস্পষ্ট থাকে, তখন কোন্ প্রমাণদ্বারা সেই চিদাভাসের অস্তিত্ব সিদ্ধ হইবে? তত্ত্বেরে বলিতেছেন—  
“অনুমানদ্বারা” ইত্যাদি। ১৫৩

ভাল, মেঘের অংশরূপ জল, অস্পষ্ট আকাশ-প্রতিবিম্ববিশিষ্ট হইলেও, স্পষ্ট আকাশ প্রতিবিম্বযুক্ত সেই মেঘজলের সজাতীয় ঘটজলেব দৃষ্টান্ত থাকাব, মেঘাকাশের অনুমান সম্ভব হয়। কিন্তু এস্থলে সংস্কারগত চিদাভাস বিষয়ে তাহার সমান দৃষ্টান্ত না থাকাব কি প্রকারে অনুমানের উদয় হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া এস্থলেও সেই প্রকার দৃষ্টান্ত সম্পাদন করিবার জন্য বলিতেছেন :—

সাভাসমেব তদ্বীজং ধীরূপেণ প্ররোহতি।

(২) মায়ায় অস্পষ্ট চিদা-  
ভাসেব অনুমান।

অতো বুদ্ধৌ চিদাভাসো বিস্পষ্টং প্রতিভাসতে ॥ ১৫৪

অর্থ—সাভাসম্ এবং তৎ বীজম্ ধীরূপেণ প্ররোহতি। অতঃ বুদ্ধৌ চিদাভাসঃ বিস্পষ্টম্ প্রতিভাসতে।

অনুবাদ—সেই আভাসসহিত মায়ারূপ ( অজ্ঞানরূপ ) বীজই বুদ্ধির আকারে পরিণত হয়। এইজন্তই চিদাভাস বুদ্ধিতে বিস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

টীকা—চিদাভাসবিশিষ্ট সেই অজ্ঞানই বুদ্ধিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত হইয়া স্পষ্ট চিদাভাসবিশিষ্ট হয়—ইহাই তাৎপর্য। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে এইস্থলে এইরূপই অনুমান স্থচিত হইতেছে—‘বিবাদের বিষয় যে বুদ্ধিব সংস্কারসমূহ, তাহাবা চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত হইবাব যোগ্য;—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহারা বুদ্ধির অবস্থাবিশেষ;—হেতু। যেমন বুদ্ধিরতি;—উদাহরণ। ১৫৪

এই প্রকারে জীব ও ঈশ্বরের যে মায়িকতা ( নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উ, ৯ ) শ্রুতিকঙ্করূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উপসংহার করিতেছেন :—

(৩) প্রকৃত জীব-ঈশ্বরের  
মায়িকতাপ্রসঙ্গের  
উপসংহার।

মায়াভাসেন জীবেশৌ করোতীতি শ্রুতৌ শ্রুতম্।

মেঘাকাশজলাকাশাবিব তৌ সুব্যবস্থিতৌ ॥ ১৫৫

অর্থ—মায়া আভাসেন জীবেশৌ করোতীতি ইতি শ্রুতৌ শ্রুতম্; মেঘাকাশজলাকাশৌ ইব তৌ সুব্যবস্থিতৌ।

অনুবাদ—মায়া বা মূলপ্রকৃতি আপনার চৈতন্যপ্রতিবিম্বরূপ আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন এইরূপে জীব ও ঈশ্বরের মায়িকতা শ্রুতিমুখে শুনা যায়। মেঘাকাশ ও জলাকাশের ত্রায় সেই ঈশ্বর ও জীব ব্যবহাবে পরস্পর ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হয়।

টীকা—ভাল, জীব ও ঈশ্বর যদি তুল্যরূপেই মায়িক, তাহা হইলে জীব অপরোক্ষাদিরূপ এবং ঈশ্বর পরোক্ষাদিরূপ, এইরূপ অবাস্তব ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়?—এইরূপ আশঙ্কা

হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, অজ্ঞানাবৃত বাসনারূপ অস্পষ্ট এবং বুদ্ধিরূপ স্পষ্ট, উপাধিযুক্ত বলিয়া, মেধাকাশ ও জলাকাশের ত্রায় ঈশ্বর ও জীবের ভেদ সিদ্ধ হয়—“মেধাকাশ ও জলাকাশের ত্রায়” ইত্যাদি দ্বারা। জীব ও ঈশ্বরকে এই যে মায়িক বলা হইল, এই স্থলে এইরূপ বুঝিতে হইবে না যে, উভয়ই মায়ার কাষ্য অর্থাৎ কাষ্য বলিয়া আদিমান; কিন্তু ঈশ্বর ও জীবের সিদ্ধি মায়াসিদ্ধির অধীন, এইমাত্র বলা হইল, যেহেতু তাহা না হইলে—(১) জীব, (২) ঈশ্বর, (৩) শুদ্ধচেতন, (৪) অবিজ্ঞা, (৫) অবিজ্ঞা ও শুদ্ধচেতনের সম্বন্ধ, আর (৬) এই পাঁচ বস্তুর পরস্পর সম্বন্ধ—এই ছয়টি স্বরূপতঃ অনাদি—বাস্তবিককার সুরেশ্বরচাৰ্য্যের এইরূপ সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ হয়। ‘মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর করেন’—এস্থলে এই ‘করেন’ শব্দের অর্থ এই—মায়া আপনাব সিদ্ধির অধীন জীবেশ্বর-সিদ্ধি, ইহাই প্রদর্শন করেন। ১৫৫

ঈশ্বরের মেধাকাশের সহিত তুল্যতা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) ঈশ্বরের ২০-২১

শ্লোকোক্ত : মেধাকাশের

সহিত সাদৃশ্যের স্পষ্টীকরণ।

মেঘবদন্ততে মায়া মেঘস্থিততুষারবৎ ।

ধীবাসনাশিচিদাভাসস্তুষারস্থবৎ স্থিতঃ ॥ ১৫৬

অর্থ—মেঘবৎ মায়া বর্ত্ততে, মেঘস্থিততুষারবৎ ধীবাসনা; (সন্তি) ; তুষারস্থবৎ চিদাভাসঃ স্থিতঃ ।

অনুবাদ—উক্ত সাদৃশ্য নির্ণয়ে মায়া হইতেছেন মেঘস্থানীয় ; বুদ্ধিবাসনা বা বুদ্ধিস্থ সংস্কারসমূহ মেঘস্থিত সূক্ষ্ম জলবিন্দুস্থানীয় ; আর চিদাভাস সেই সূক্ষ্মজল-বিন্দুস্থিত আকাশ অর্থাৎ আকাশপ্রতিবিম্বস্থানীয়। তিনিই হইতেছেন ঈশ্বর।

টীকা—এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া নিশ্চলদাস স্বরচিত ‘বৃত্তিপ্রভাকর’ গ্রন্থে “বুদ্ধিবাসনার ও প্রতিবিম্বের ঈশ্বরতাবৎন” নামক ১২৭ কাণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৪) লিখিতেছেন :—পরন্তু বুদ্ধিবাসনার প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা চলে না ; সেইরূপ আনন্দময় কোশকেও ঈশ্বর বলা চলে না (অগ্র ১৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। কেন চলে না, দেখ। যিনি বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর—(১) ঈশ্বরভাবের উপাধি কেবল অজ্ঞান ? অথবা (২) বাসনা সহিত অজ্ঞান ? অথবা (৩) কেবল বাসনা ? যদি প্রথম পক্ষ অবলম্বন কর, তাহা হইলে ‘বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট’ অজ্ঞানে প্রতিবিম্বকে ঈশ্বর বলা বিরুদ্ধ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় পক্ষ অবলম্বন কর তাহা হইলে বলি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া মানা উচিত, ‘বুদ্ধিবাসনা বিশিষ্ট’ অজ্ঞানকে ঈশ্বরের উপাধি বলা নিফল। ইহাতে যদি বিচারণাশ্রমীর ভক্ত এই প্রকার উত্তর করেন যে যদি কেবল অজ্ঞানকেই ঈশ্বরের উপাধি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে ঈশ্ববেব সর্গজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না ; এইহেতু ঈশ্বরের সর্গজ্ঞতার সিদ্ধির জন্ত ‘বুদ্ধিবাসনাকেও’ অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা হয়—এইরূপ উত্তর কিন্তু অসঙ্গত। যদি বল—কেন ? তবে বলি—সজ্ঞানস্থিত সত্ত্বাংশের সর্গগোচর বৃত্তি দ্বারা যখন সর্গজ্ঞতা সিদ্ধ হয়, তখন বুদ্ধিবাসনাকে অজ্ঞানের বিশেষণ বলিয়া মানা নিফল। আর অজ্ঞানস্থ সত্ত্বাংশের বৃত্তি দ্বারাই সর্গজ্ঞতা সম্ভব

হয়, বুদ্ধিবাসনাদ্বারা সর্বজ্ঞতা সিদ্ধ হয় না ; কেননা, এক এক 'বুদ্ধিবাসনার' পক্ষে নিখিল পদার্থগোচরতা সম্ভব হয় না ; তাহা হইলে সর্বজ্ঞতাসিদ্ধির জন্ম সকল বাসনাতেই 'অজ্ঞান দ্বৈশ্যব' বলিয়া মানা উচিত। প্রলয়কাল ভিন্ন অজ্ঞ এককালে, সেই সকল বাসনার সম্মেলন সম্ভব নহে। এইহেতু বাসনার দ্বারা সর্বজ্ঞতাসিদ্ধি হইতে পারে না। এই প্রকারে বুদ্ধি-বাসনাসহিত অজ্ঞান ঈশ্বরের উপাধি, এই দ্বিতীয় পক্ষও সম্ভব নহে। 'আব যদি 'কেবল বাসনাই ঈশ্বরের উপাধি' এইরূপ বলিয়া তৃতীয় পক্ষ আলম্বন কর, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি 'এক এক বাসনায় প্রতিবিম্ব ঈশ্বর? অথবা সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব ঈশ্বর?' যদি প্রথম পক্ষই আলম্বন কব, তাহা হইলে জীব জীবে বুদ্ধির বাসনা অনন্ত বলিয়া, সেই সকল বাসনাব প্রতিবিম্বরূপ ঈশ্বরও অনন্ত হইবেন। আর এক এক বাসনার গোচরতা অল্প বলিয়া, তাহাতে প্রতিবিম্বরূপ অনন্ত ঈশ্বরও অল্পজ্ঞই হইবেন। আর যদি সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব মানো, তাহা হইলে, সকল বাসনাব প্রলয়কাল ভিন্ন অজ্ঞ কালে সম্মেলন বা যুগপৎ উপস্থিতি সম্ভব হয় না। আব অনেক উপাধিতে অনেক প্রতিবিম্ব হইলে, সকল বাসনায় এক প্রতিবিম্ব সম্ভব হয় না—এই প্রকারে কেবল অজ্ঞানই ঈশ্বরের উপাধি।

মনোবী পীতাম্বর পুরুষোত্তম এই অভিযোগেব সমন্বয় কবিয়াছেন। তিনি বলেন,—এই পঞ্চদশা গ্রন্থের পুরোত্তর বাক্যসমূহ বিচার করিলে অনেক স্থলে মায়ারূপ অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি বলিয়া প্রতীত হয় ; সেইহেতু অজ্ঞানই ঈশ্বরভাবের উপাধি, বুদ্ধিবাসনা নহে। তথাপি এতদা যে অজ্ঞানে বুদ্ধিবাসনাকে উপাধিরূপে উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাব অভিপ্রায় এই—অজ্ঞানে যে সর্বজ্ঞতাকাংক্ষা সত্ত্বগুণ রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানরূপ সকল বুদ্ধিব উপাদান, আব স্রুপ্তিতে সকল বুদ্ধিরই আপন আপন উপাদানংশে লয় হয় বলিয়া উপাদানরূপেই স্থিতি ঘটে। সেই উপাদানরূপে স্থিতিই স্বস্বাবস্থারূপ সংস্কার শব্দের অর্থ। সেই সংস্কারকেই বাসনা বলা হইয়াছে। এই প্রকারে দেখিলে, বাসনা শব্দের অর্থ অজ্ঞাননিষ্ঠ 'সত্ত্ব'-অংশ হইতে ভিন্ন নহে। এইহেতু এতলে, 'বুদ্ধিবাসনা' এই পদদ্বারা অজ্ঞাননিষ্ঠ সত্ত্বাংশই সূচিত হইয়াছে। আর যে (জীবে প্রযোজ্য) 'বাসনা' শব্দের উল্লেখ, তাহা কেবল সকল লোকেব অল্পভবে পৌছিয়া দিবার নিমিত্ত, কিম্বা জীব ও ঈশ্বরের অভেদতার প্রসিদ্ধির জ্ঞাপনার্থ। আর (জীবের) স্রুপ্তিগত অজ্ঞান, সমষ্টি-অজ্ঞান হইতে ভিন্ন নহে, এইরূপ দৃষ্টিতে তাহা ঈশ্বরের উপাধি। ১৫৩

(শঙ্ক।) মায়াপ্রতিবিম্বই যে ঈশ্বর তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্ক্যাব উত্তবে বলিওছেন—শ্রুতিই ইহার প্রমাণ :—

(৬) ন্যায়গত শ্রুতিবিশেষে মায়াদ্বীনশ্চিদাভাসঃ শ্রুতো মায়ী মহেশ্বরঃ।

ঈশ্বরদ্বীন বিষয়ে শ্রুতি-

প্রমাণনির্দেশ।

অন্তর্যামী চ সর্বজ্ঞো জগত্বোনিঃ স এব হি ॥১৫৭

অর্থ -মায়াদ্বীন: চিদাভাস: মায়ী মহেশ্বর: শ্রুত: ; অন্তর্যামী সর্বজ্ঞ: জগত্বোনিঃ  
১৫৭ এব হি।

অনুবাদ—'মায়ী অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্বপ্রধান প্রকৃতির অংশ, অদ্বীন যাহার',—এইরূপ

যে চিদাভাস, তিনিই হইতেছেন মায়াধীশ মহেশ্বর; শ্রুতিমুখে (শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০) এইরূপ শুনা যায়। তিনিই অন্তর্যামী, সর্ববজ্র, জগত্‌চোনি বা জগতের কারণ।

টীকা—এই মায়াগত প্রতিবিম্বের কেবল ঈশ্বরত্বই যে শ্রুতিমুখে শুনা যায় এরূপ নহে কিন্তু অন্তর্যামিতা প্রভৃতি ধর্মসমূহও শুনা যায় (যথা বৃহদা উ, ৩।৭।১, ২, ৩; মাণ্ডুকা উ, ১; নৃসিংহোত্তর তা, উ, ১; সর্ব উ, ৩; রামপুর তা, উ, ২৬) এই কথাই বলিতেছেন “তিনিই অন্তর্যামী” ইত্যাদি দ্বারা। ১৫৭

ভাল, বুদ্ধির বাসনায় যে প্রতিবিম্ব, তাহার ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম কি প্রকারে শ্রুতিসিদ্ধ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ঈশ্বরত্বাদি ধর্মপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনের নির্দেশ করিতেছেন :—

(৫) পুঙ্খলোকে হৃতি  
আনন্দময় কোশের  
ঈশ্বরত্বাশ্রুতিপাদক  
শ্রুতিবচননির্দেশ।

সৌষুপ্তমানন্দময়ং প্রকৃতমৈবং শ্রুতির্জগৌ।

এষ সর্বৈশ্বর ইতি সোহয়ং বেদোক্ত ঈশ্বরঃ ॥১৫৮

অর্থ—সৌষুপ্ত আনন্দময় প্রকৃত্য “এষঃ সর্বৈশ্বরঃ” ইতি এবম্ শ্রুতিঃ জগৌ। সঃ অয়ম্ বেদোক্তঃ ঈশ্বরঃ।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালীন আনন্দময় কোশের কথার প্রথমারম্ভ করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন এই আনন্দময় কোশই ঈশ্বর। এইহেতু আনন্দময় কোশই বেদোক্ত ঈশ্বর।

টীকা—যে শ্রুতিবচনে বুদ্ধিবাসনাগত প্রতিবিম্বরূপ আনন্দময় কোশের ঈশ্বরত্বাদি ধর্ম প্রতিপাদিত হইরাছে তাহা এই—[সুষুপ্তস্থান একীভূতঃ প্রজ্ঞানঘন এবানন্দময়ো হানন্দভূক্ চেতোমুখঃ প্রোজ্জস্কৃতীয়ঃ পাদঃ—মাণ্ডুকা ৪, ৫]—ভগবান ভাষ্যকার ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—“সেই এই সুষুপ্তাবস্থা বাহার স্থান, তিনি সুষুপ্তস্থান; দিবস যেরূপ নৈশ তমোরাশির দ্বারা গ্রস্ত হয় অর্থাৎ রাত্রিরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ জাগ্রৎ-ব্রহ্ম স্থানদ্বয়ে বিভিন্ন প্রকার মনঃকল্পিত সপ্তপঞ্চ দ্বৈতসমূহ নিজ নিজ রূপ পরিচয় না করিলেও যেন ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া গৃহীত হইবার অবোধ্য হইয়া যায়; এই কারণে একীভূত বলা হইয়া থাকে। এই কারণেই স্বপ্ন ও জাগ্রৎকালীন মনোব্যাপারময় প্রজ্ঞান-সমূহ যেন ঘনীভূত হইয়া থাকে; সেই এই অবস্থাটি অবিবেকাত্মক বলিয়া “প্রজ্ঞানঘন” নামে কথিত হইয়া থাকে। উদাহরণ—রাত্রিকালে নৈশ তমোরাশি দ্বারা সমাচ্ছন্ন, অতএব পৃথগ্ভাবে অপ্রতীত বস্তুনিচয়, যেন ঘনভাব বা একাকারতা প্রাপ্ত হয়; তদ্রূপ তাহাও তৎকালে যেন প্রজ্ঞান-ঘনই হয়। “এব” শব্দ হইতে বুঝা যায় যে তৎকালে প্রজ্ঞান ব্যতীত অজ্ঞবিধ কিছু থাকে না। তৎকালে বিষয়-বিষয়ী আকারে বা গ্রাহ্য-গ্রাহকভাবে মানস-ব্যাপারময় কোন প্রকার আয়াস ও তজ্জনিত দুঃখ থাকে না; এইজন্য আনন্দময় অর্থাৎ আনন্দবহুল হয়; কিন্তু কেবলই আনন্দস্বরূপ নহে; কেননা, ঐ আনন্দ আতান্তিক আনন্দ নহে। সংসারে নিরায়াসস্থিত সুখী ব্যক্তি যেমন (আয়াসক্লেষণাহিতানিবন্ধন) আনন্দভোগী বলিয়া কথিত হন, তেমনি আয়াসের অত্যন্তাভাবাত্মক এই সুখাবস্থা তিনি অমুভব করিয়া থাকেন। এই কারণে তিনি আনন্দভূক্; যেহেতু শ্রুতি

বলিয়াছেন যে “ইহাই তাঁহার পরম আনন্দ”। “চেতঃ” অর্থ স্বপ্নাদিজ্ঞান, ইহা তাহার উপায়-স্বরূপ বলিয়া “চেতোমুখঃ” ; অথবা স্বপ্নাদিলাভে জ্ঞানরূপী চেতঃ ইহার মুখ বা দ্বাবস্বরূপ এই কারণে “চেতোমুখঃ”। ইনিই অতীত ও ভবিষ্যৎ বিষয়বিজ্ঞানের কর্তা ; এইজন্ত ‘প্রাজ্ঞ’ নামে অভিহিত। জাগ্রৎ ও স্বপ্নদশায় প্রাজ্ঞ হইল, এই কারণে (সুস্থপ্তিসময়ে জাগ্রত না থাকিলেও) ‘ভূতপূর্বগতি’ নিয়মাত্মসাবে সুস্থপ্তিসময়ে প্রাজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। অথবা কেবলই যে প্রজ্ঞপ্তি বা জ্ঞানরূপতা তাহা ইহাবই অসাধারণ (বিশেষ) ধর্ম, এইজন্ত ইনি প্রাজ্ঞ, অপর অবস্থায় যে বিশেষ বিশেষ বিজ্ঞানও থাকে, (কিন্তু এ অবস্থায় কেবলই জ্ঞানরূপে থাকে), সেইজন্ত এই ‘প্রাজ্ঞ’ তৃতীয় পাদ বলিয়া কথিত হন।

বিদ্যাব্যাস্বামী যে এই আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বর্ণন কবিলেন, নিশ্চলদাস ‘বৃত্তিপ্রভাকর’ গ্রন্থে ১৯৮ কণ্ডিকায় (পৃঃ ৩৩৫) তাহার খণ্ডন এইরূপে কবিয়াছেন—“বিদ্যাব্যাস্বামী চিত্রদীপে বাসনাব নিষ্ফল অমুসরণ করিয়াছেন ; আনন্দময় কোশেব ঈশ্বরতা বর্ণনও সেইরূপ অসঙ্গত। যদি বল—কেন ? বলিতেছি—জাগ্রৎ ও স্বপ্নে স্থলাবস্থাবিশিষ্ট প্রতিনিবিশ্বসহিত অন্তঃকরণকে বিজ্ঞানময় বলা হইল। বিজ্ঞানময় জীবই সুস্থপ্তিকালে স্বস্বরূপে বিনীন হইলে, আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়। তাহাকেই যদি ঈশ্বর বলিয়া মানা হয় তাহা হইলে জাগ্রতে ও স্বপ্নে অন্তঃকরণের বিনোদনস্বরূপ আনন্দময়ের অভাবহেতু, ঈশ্বরেরও অভাব হওয়া উচিত ; আব অসংখ্য পুরুষেব সুস্থপ্তিতে অসংখ্য ঈশ্বর হওয়া উচিত। আর সকল গ্রন্থকারই জীবেরই পঞ্চকোশেব কথা উল্লেখ করিয়াছেন ; আর পঞ্চদশীর ‘পঞ্চকোশবিবেক’ নামক প্রকরণে বিদ্যাব্যাস্বামী নিজেই জীবের পঞ্চকোশের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। আনন্দময় কোশকে ঈশ্বর বলিয়া মানিলে সেই সকল ঘটন অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইহেতু আনন্দময় কোশেব ঈশ্বরতা সম্ভব নহে।

মাণ্ডুক্যোপনিষদে যে আনন্দময়ের সর্বজ্ঞতা ও সর্বৈশ্বরতা কথিত হইয়াছে, তদ্বারাও আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় না ; কেন হয় না, শুন :—মাণ্ডুক্যোপনিষদে এই অর্থ প্রতিপাদিত হইয়াছে যে বিশ্ব, তৈজস ও প্রাজ্ঞভেদে জীবের তিনটি স্বরূপ ; আব বিরাট, হিরণ্যগর্ভ ও অব্যাকৃতরূপে ঈশ্বরের তিনটি ভেদ। যতগুলি সকল উপনিষদেই হিরণ্যগর্ভ জীব বলিয়া প্রসিদ্ধ এবং হিরণ্যগর্ভতাপ্রাপ্তির হেতু উপাসনা উপনিষদে প্রসিদ্ধ, আর উপনিষদসমূহা উপাসক জীবই কলান্তবে হিরণ্যগর্ভদাবী প্রাপ্ত হয়, এবং সেইরূপ বিরাডভাব প্রাপ্তির উপাসনাব দ্বারা কলান্তবে জীবেরই বিরাডরূপপ্রাপ্তি ঘটে, আর হিরণ্যগর্ভের ঐশ্বর্য্যাপেক্ষা বিরাটের ঐশ্বর্য্য নান, এবং ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য নিরতিশয় বা সর্বোৎকৃষ্ট, তাঁহাতে অপকৃষ্ট ঐশ্বর্য্যসম্ভব হয় না ; আব বিরাট হিরণ্যগর্ভের পুত্র হইয়া ক্ষুৎপিপাসার বাধা অমুভব করিয়াছিলেন, এই বাস্তা পুরাণে প্রসিদ্ধ—এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটকে ঈশ্বররূপে বর্ণন সম্ভবে না। আবার যিনি সত্যলোকবাসী ব্রহ্মসমষ্টির অভিমানী সুখভোক্তা হিরণ্যগর্ভ, তিনি জীব ; আর ব্রহ্মসমষ্টির অভিমানী বিরাটও জীব। আর ব্রহ্ম প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্ধ্যামীও হিরণ্যগর্ভগণ্ডের অর্থ। সেই প্রকার ব্রহ্ম প্রপঞ্চের প্রেরক অন্তর্ধ্যামীও বিরাটশব্দের অর্থ। চৈতন্যপ্রতিবিম্বগর্ভ অজ্ঞানরূপ অব্যাকৃতই ব্রহ্মসমষ্টি কালে যখন তাহার প্রেরক হন, তখন হিরণ্যগর্ভসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্মসমষ্টি কালে

যখন তাহার প্রেরক হন, তখন বিরাটসংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। এইরূপে জীব ও ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটশব্দের প্রয়োগ হয়; কিন্তু হৃদয় ও স্থলের অভিমানী জীব হিরণ্যগর্ভশব্দের ও বিরাটশব্দের শক্তিবৃত্তি এবং দ্বিবিধ প্রপঞ্চের প্রেরক ঈশ্বরে, সেই শব্দদ্বয়ের গোণী বৃত্তি। যেমন জীবরূপ হিরণ্যগর্ভের ও বিরাটের স্থূলহৃদয়প্রপঞ্চের সহিত স্বীয়তা (মমতাভিমান) সম্বন্ধ, সেইরূপ ঈশ্বররূপে সহিত স্থূলহৃদয়প্রপঞ্চের প্রার্থ্যতা সম্বন্ধ। এইহেতু হৃদয়দৃষ্টিসম্বন্ধিতরূপ হিরণ্যগর্ভবৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে হিরণ্যগর্ভ শব্দের গোণী বৃত্তি; সেই প্রকার স্থূলদৃষ্টিসম্বন্ধিতরূপ বিরাটবৃত্তিগুণের যোগহেতু ঈশ্বরে বিরাটশব্দের গোণী বৃত্তি। এই প্রকারে হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটশব্দের জীব ও ঈশ্বর এই দুই অর্থই হয়। যে প্রসঙ্গে যে অর্থ সম্ভব, সেই প্রসঙ্গে সেই অর্থই গ্রহণ করিতে হইবে। ঐহারা গুরুসম্প্রদায় বিনা বেদান্তগ্রন্থের বিচার করেন তাঁহাদিগের পুরোক্ত ব্যবস্থার জ্ঞান হয় না। এইহেতু হিরণ্যগর্ভ ও বিরাটশব্দে, কোথাও জীব অর্থের, কোথাও বা ঈশ্বর অর্থের সম্ভাবনা দেখিয়া তাঁহারা ভ্রমে পতিত হন। মাণ্ডুক্যোপনিষদে ত্রিবিধ জীবের ত্রিবিধ ঈশ্বরের মন্দির অভেদ চিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। যে মন্দবুদ্ধি পুরুষের মহাবাক্যবিচারদ্বারা তত্ত্বসাক্ষ্যাকাংক্ষা হয় না, তাহার জ্ঞান মাণ্ডুক্যোপনিষদে প্রণব চিন্তন বিহিত হইয়াছে। “বিচারসাগর”গ্রন্থে পঞ্চম তরঙ্গে তাহার প্রণালী বিস্পষ্ট করা হইয়াছে; সেই স্থলে বিশ্ব-বিরাট, তৈজস-হিরণ্যগভ, ও প্রাজ্ঞ-ঈশ্বরের অভেদচিন্তন উপদিষ্ট হইয়াছে। এইহেতু ঈশ্বরের ধর্ম সর্গজ্ঞত্বাদি প্রাজ্ঞরূপ আনন্দময়ে, অভেদচিন্তনের জ্ঞাত কথিত হইয়াছে; তাহা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বলিবার জন্য কথিত হয় নাই, যেমন বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনজ্ঞাত বৈশ্বানরের ১৯ মুখ কথিত হইয়াছে। চতুর্দশ ত্রিপুরী এবং পঞ্চপ্রাণ এই ১৯টি বিশ্বের ভোগসাধন বলিয়া বিশ্বের মুখ; আর বৈশ্বানব ঈশ্বর; তাঁহার ভোগ হয় না। এইহেতু বিশ্ববিরাটের অভেদচিন্তনের নিমিত্তই বিশ্বের ভোগসাধন পদার্থসমূহকে বৈশ্বানরের ভোগসাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। বিরাটকেই বৈশ্বানব বলা হইয়াছে। অভেদচিন্তনে মাণ্ডুক্যবচনের তাৎপর্য। চিন্তন বস্তুর স্বরূপ অমুসারেই হইবে, একপ নিয়ম নাই, কিন্তু চিন্তন অনুরূপেও হইতে পারে; এই কথা “বিচারসাগরে” স্পষ্ট বর্ণিত হইয়াছে। এইহেতু মাণ্ডুক্যবচনদ্বারা আনন্দময়ের ঈশ্বরতা সিদ্ধ হয় নাই। ২০০ কণ্ডিকা—আনন্দময়ের ঈশ্বরতাকথনে বিভাষণ্যস্বামীর তাৎপর্য্য নহে। আর বিভাষণ্যস্বামী ব্রহ্মানন্দগ্রন্থ (পঞ্চদশীর একাদশ পরিচ্ছেদে, ৫৮-৬৩ শ্লোকে) লিখিয়াছেন—আনন্দময় কোশ জীবেরই অবস্থা বিশেষ। সেস্থলে প্রসঙ্গ এই জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় যে সকল কর্ম ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, তাহারা বিনষ্ট হইলে, নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণের ভোগপ্রদ কর্মবশে যে ঘনীভাব হয়, তাহাকে বিজ্ঞানময় বলে। সেই বিজ্ঞানময় সূক্ষ্মপ্রভে বিলানাবস্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধির সম্বন্ধহেতু আনন্দময় বলিয়া অভিহিত হয়। এই প্রকারে বিজ্ঞানময়ের অবস্থাবিশেষকেই আনন্দময় বলে। এইহেতু বিভাষণ্যস্বামীরও আনন্দময় কোশে জীবত্বই ইষ্ট। যতপি রচনার বৈলক্ষণ্য দেখিয়া প্রতীত হয় এবং পরম্পরাগত বার্তাহুসারেও কথিত হইয়া থাকে যে “বৈবেক”-পঞ্চক ও “দীপ”-পঞ্চক বিভাষণ্যবিরচিত এবং “আনন্দ”-পঞ্চক ভারতীতীর্থবিরচিত, তথাপি একই গ্রন্থে পুরোক্ত বিরোধ সম্ভব হয় না। এইহেতু পঞ্চদশী-গ্রন্থে আনন্দময়ের ঈশ্বরতা বিবক্ষিত নহে। আর চিত্রদীপে তাহারই ঈশ্বরতা পঠিত হইয়াছে। মাণ্ডুক্যবচনের ত্রায় ঈশ্বরের সহিত চিত্রদীপ

অভেদে তাৎপর্যবশতঃ তাহা কথিত হইয়াছে। আনন্দময়ের ঈশ্বরতায় বিচারণ্যসামীর তাৎপর্য নহে। তিনি মন্দবুদ্ধি পুরুষদিগের জীবনধর্মের অভেদচিত্তনের জন্য আনন্দময়ে ঈশ্বরতায় আরোপ করিয়াছেন। ১৫৮

৩। ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।

(শঙ্ক্য) ভাল, আনন্দময়েব সর্বজ্ঞত্বাদি 'ত' অনুভববিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞত্বাদি সম্ভব।  
সর্বজ্ঞত্বাদিকে তস্ম নৈব বিপ্রতিপত্তাত্ম।  
শ্রৌতার্থস্মাবিতর্ক্যত্বান্মায়ায়াং সর্বসম্ভবাং ॥ ১৫৯

অন্য—তস্ম সর্বজ্ঞত্বাদিকে ন এব বিপ্রতিপত্তাত্মঃ শ্রৌতার্থস্ত্র অবিতর্ক্যত্বাং, মায়ায়াং সর্বসম্ভবাং।

অনুবাদ—সেই আনন্দময়ের সর্বজ্ঞতা-সর্বেশ্বরতা লইয়া বিবাদ করিতে নাই, যেহেতু ঋতিসিদ্ধ অর্থে তর্ক অকর্তব্য; আর মায়াতে সকলই সম্ভব।

টীকা—কেন বিবাদ কবিতে নাই তাহার হেতু বলিতেছেন—“যেহেতু ঋতিসিদ্ধ অর্থে” ইত্যাদি। আর অপর এক কারণে আনন্দময়েব সর্বজ্ঞত্বাদি লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে। তাহা কি? উত্তর—“মায়াতে সকলই সম্ভব” অর্থাৎ মারা অঘটিত পদার্থের ঘটনে সমর্থ বলিয়া; ঐন্দ্রজালিক মারার দ্বারা তাহাতে সকলই সম্ভব। ১৫৯

ভাল, যখন অনুকূল যুক্তি নাই, তখন ঋতিবচনও, “গ্রাণাণঃ প্রবন্তে”—পাষণথওসকল ভাসমান হয়, এইরূপ বিরুদ্ধার্থবোধক বাক্যদ্বারা, পাষণথওর দোষাভাবরূপ স্ততিবোধক বাক্যের দ্বারা, স্ততিবোধক অর্থবাদ বাক্যমাত্র হইতে পারে।\* এইরূপ আশঙ্কা করিয়া ঋতির প্রমাণতা সিদ্ধ করিবার জন্য আনন্দময়ের সর্বেশ্বরতাদি যুক্তি ও হেতুদ্বারা উপপাদন কবিতেন :—

\* প্রশংসা বা নিন্দা যে বাক্যের তাৎপর্য তাহাকে অর্থবাদ বলে, \*\* অর্থবাদবাক্যের যাহা প্রমাণ দর্শন, প্রতিপাদনে তাহার তাৎপর্য নহে। যাহা বিহিত হয় বা নিষিদ্ধ হয় তৎসংগতি দ্বারা তাহার প্রশংসা বা নিন্দা প্রতিপাদন করাই তাহার তাৎপর্য। \*\* এই অর্থবাদ তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে, যথা -

বিরোধে গুণবাদঃ স্তাদনুবাদোহবধারণিতে।

ভূতার্থবাদস্তদ্ধানাদর্থবাদস্ত্রিধা মতঃ ॥

\* \* \* যদি অর্থবাদবাক্যের সহিত প্রমাণান্তরের বিরোধ ঘটে, তাহা হইলে অর্থবাদ গুণবাদ হইবে অর্থাৎ কোনও গুণের প্রকাশক হইবে। যেমন “আদিত্যো যুগঃ”—যুগকালের সহিত আদিত্যের অভেদ (যাহা উক্ত বাক্যের বাচ্যার্থ, ৩৯) প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া এই অর্থবাদবাক্য লক্ষণার দ্বারা আদিত্যের স্থায় উচ্ছলরূপ গুণ প্রতিপাদন কবিতেন। (সেইরূপ “গ্রাণাণঃ প্রবন্তে”; পাষণথওসকলের ভাসমানতা প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা বাধিত হয় বলিয়া উক্ত বাক্যটি লক্ষণার দ্বারা প্রস্তুতওসকলের দোষাভাব প্রতিপাদন করিতেছে।) যদি অর্থবাদবাক্য একরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহা প্রমাণান্তরদ্বারা নির্ণীত হইয়াছে, তবে তাহাকে অনুবাদ বলে; যেমন “অগ্নিঃ হিমস্য ভেদজঃ”—



অয়ং যৎ সৃজতে বিশ্বং তদন্যথয়িতুং পুমান্ ।  
(খ) ঈশ্বরের সর্বৈশ্বর্যতা ।  
ন কোহপি শক্তস্তেনায়েং সর্বৈশ্বর ইতীরিতঃ ॥১৬০

অর্থ—অয়ম্ বৎ বিশ্বম্ সৃজতে তৎ অন্যথয়িতুম্ কঃ অপি পুমান্ ন শক্তঃ । তেন  
অয়ম্ সর্বৈশ্বরঃ ইতি ঈরিতঃ ।

অনুবাদ—এই ঈশ্বর যে বিশ্ব সৃজন করেন, তাহাকে অন্যথা করিতে কেহই  
সমর্থ নহে । সেইজন্য ইহাকে ‘সর্বৈশ্বর’ বলা হয় ।

টীকা—এই আনন্দময় যে জাগ্রদাদিরূপ বিশ্ব সৃজন করেন, সেই বিশ্বকে কেহ অন্যরূপ  
অথবা অন্তরূপে করিতে সমর্থ নহে । সেইহেতু এই আনন্দময়কোশ সর্বৈশ্বর, ইহাই অর্থ । ১৬০

এক্ষণে সর্বজ্ঞতা উপপাদন করিতেছেন :—

অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাস্তত্র সংস্থিতাঃ ।  
(গ) ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা ।  
তাভিঃ ক্রোড়ীকৃতং সর্বং তেন সর্বজ্ঞ ঈরিতঃ ॥১৬১

অর্থ—তত্র অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাঃ সংস্থিতাঃ ; তাভিঃ সর্বম্ ক্রোড়ীকৃতম্, তেন  
সর্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ ।

অনুবাদ—সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধির যে বাসনারূপ সংস্কার তাহা সুষুপ্তিকালীন  
অজ্ঞানে সংস্থিত অর্থাৎ সঞ্চিত থাকে । সমস্ত জগৎ সেই সকল বাসনার বিষয়  
বা গোচরীভূত । সেই কারণে এই অজ্ঞানকে ‘সর্বজ্ঞ’ বলা হয় ।

টীকা—“তত্র”—সেই কারণভূত সুষুপ্তিকালীন অজ্ঞানে, “অশেষপ্রাণিবুদ্ধীনাং বাসনাঃ  
সংস্থিতাঃ”—সেই অজ্ঞানের কার্যরূপ সকল প্রাণিবুদ্ধিসমূহের বাসনাসকল নিবাস করিয়া থাকে  
অর্থাৎ তাহাতে সঞ্চিত আছে ; “তাভিঃ”—সেই সকল বাসনাদ্বারা, “সর্বম্”—সমস্ত জগৎ,  
“ক্রোড়ীকৃতম্”—বিদগীকৃত অর্থাৎ গোচরীকৃত হইয়াছে, “তেন”—সেইহেতু অর্থাৎ সমস্ত  
বুদ্ধিবাসনাবিশিষ্ট অজ্ঞানরূপ উপাধিবৃদ্ধ হওয়ায়, “সর্বজ্ঞঃ ঈরিতঃ”—এই আনন্দময়, সর্বজ্ঞনামে  
অভিহিত হন, ইহাই অর্থ । ১৬১

( শঙ্ক ) ভাল, যদি আনন্দময় সর্বজ্ঞই হইলেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সর্বজ্ঞতা  
কেন অল্পভূত হয় না ? ( সমাধান )—এইরূপ আশঙ্কা ইহাতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই  
আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের উপাধি—বাসনাসমূহ, পরোক্ষ বলিয়া সেই সর্বজ্ঞতা অল্পভূত হয় না :—

অগ্ন শৈত্যের উৎপত্তি ( বা তন্নিবারণ ), এখানে অগ্নি যে হিমের প্রতিকারক তাহা অল্প অর্থাৎ প্রত্যক্ষপ্রমাণদ্বারা স্বপণ্ড  
হওয়া যায় । যদি অগ্নিবাদ-বাক্য একরূপ কোনও অর্থ বুঝায়, যাহার প্রমাণান্তরের সহিত বিরোধ নাই বা প্রমাণান্তরদ্বারা  
যাহার প্রাপ্তি নাই, তাহাকে ভূতার্থবাদ বলে । যেমন “ইন্দ্রো বৃত্রায় বজ্রবৃণচ্ছং” ইন্দ্র বৃত্রের উপর বজ্র উত্তত করিলেন ।  
( ইন্দ্র আমাদের অগ্রত্যক্ষ হইলেও শরীরী, সেইহেতু ইন্দ্রের বজ্রোত্তোলন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিরোধী ) - লৌগাঙ্কি-  
কৃত “অর্থসংগ্রহ” ।

বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বং ন হীক্ষ্যতে ।

সর্ববুদ্ধিষু তদৃষ্টা বাসনাস্বল্পমীয়তাম্ ॥ ১৬২

অর্থ—বাসনানাং পরোক্ষত্বাৎ সর্বজ্ঞত্বং ন হি দীক্ষ্যতে । সর্ববুদ্ধিষু তং দৃষ্টা বাসনাস্ব অল্পমীয়তাম্ ।

অনুবাদ—বুদ্ধি-বাসনাসকল ( ধর্মান্দির আয় ) পরোক্ষ ( অপ্ৰত্যক্ষ ) বলিয়া আনন্দময়রূপ ঈশ্বরের সর্বজ্ঞতা প্রত্যক্ষ অনুভূত হয় না । ( যদি বল—তবে কি প্রকারে সেই সর্বজ্ঞতার জ্ঞান হইবে ? তত্বত্তরে বলি— ) সর্ববুদ্ধিতে অর্থাৎ সমস্ত বৌদ্ধপ্রত্যয়ে\* সেই সর্বজ্ঞতার উপলব্ধি করিয়া বাসনাসমূহেও সেই সর্বজ্ঞতার অনুমান কর ।

টীকা—এই স্থলে সেই অনুমান এইরূপ হইবে :—সর্ববুদ্ধিতে স্থিত যে সর্বজ্ঞতা, তাহা আপন কাৰণরূপ বাসনাগত সর্বজ্ঞতাপূর্বক হইবাব বোধ্য, —প্রতিজ্ঞা ; তাহা কাহারূপ সর্ববুদ্ধিতে স্থিত ধর্মাবিশেষ বলিয়া, —হেতু ; তদ্ব্যবহার কারণেব কাহা বস্তুগত কপাদিব চান, —দৃষ্টান্ত । মাফ্যাব .। সেই সর্বজ্ঞতার ভান হয়, তাহা কিন্তু অজ্ঞাতব্যরূপে ; অতএব জ্ঞাতব্য ও অজ্ঞাতব্য এই উভয়রূপে সমস্তই মাফ্যভাস্ত—“বিবরণ”কার এইরূপ নির্ণয় কবিয়াছেন । ১৬২

সর্বজ্ঞতার উপপাদন করিয়া “ইনি অন্তর্ধ্যামী” ( মাণ্ডুকা উ, ৪ ; নৃসিংহ পু. তা, উ, ৪১ ; নৃসিংহ উ তা, উ, ১ ) এই প্রতিবচনোক্ত অন্তর্ধ্যামিতা উপপাদন কবিতেছেন :—

বিজ্ঞানময়মুখ্যেযু কোশেষু চৈব হি ।

(যে) প্রধানবৈ অন্তর্ধ্যামিতা ।

অন্তর্ন্তিষ্ঠন্ যময়তি তেনান্তর্ধ্যামিতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬৩

অর্থ—বিজ্ঞানময়মুখ্যেযু কোশেষু চ অন্ত্রং এব হি অন্তঃ তিষ্ঠন্ যময়তি । তেন অন্তর্ধ্যামিতাম্ ব্রজেৎ ।

অনুবাদ—বিজ্ঞানময় কোশ যাহাদের মুখা, এইরূপ চারি কোশের এবং পৃথিবী প্রভৃতি অণু বস্তুসকলের অন্তরে অবস্থিত হইয়া, যেহেতু তাহাদিগকে প্রেরণ করেন, সেইহেতু অন্তর্ধ্যামিসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছেন ।

টীকা—“অন্ত্রং”—পৃথিবী প্রভৃতিতে, “তিষ্ঠন্ যময়তি”—অবস্থিত হইয়া --যেহেতু তাহাদিগকে নিয়মিত করেন, সেইহেতু—এইরূপে অর্থ্য করিতে হইবে । ১৬৩

ঈশ্বরের এই অন্তর্ধ্যামিতারূপ অর্থ প্রতিপাদনজন্য, বৃহদাবগ্যক উপনিষদের অন্তর্ধ্যামি-বাক্য নামক তৃতীয়াধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণ, ইহার প্রমাণ—ইহা দেখাইবার জন্য সেই ব্রাহ্মণের অন্তর্গত ৩৭-২২ [ যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্ বিজ্ঞানাদন্তরো, যং বিজ্ঞানং ন বেদ, যন্ত বিজ্ঞানং শরীরং, নো বিজ্ঞানমন্তরো যময়ত্যেব ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যন্তঃ ]—যিনি বুদ্ধিতে অবস্থিত থাকিয়া বুদ্ধি

\* “প্রতিবোধবিদিতম্ যতম্” ( কেন উ, ২১৪, ) —ইহার ব্যাখ্যা মণীরাং ব, পি, গ্রন্থাবলীর শাক্তব্রাহ্মণে ৭৩ পৃঃ দৃষ্টব্য ।

হইতে পৃথক্, বুদ্ধি ষাঁহাকে জানে না, বুদ্ধি ষাঁহার শরীর এবং যিনি অন্তরে থাকিয়া বুদ্ধি প্রেরণা করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অমৃত আত্মা—এই বাক্যটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্নান্তরোহস্তা ধিয়ানৌক্ষ্যচ ধীবপুঃ ।

ধিয়মন্তর্যময়তীত্যেবং বেদেন ঘোষিতম্ ॥ ১৬৪

অর্থ—বুদ্ধৌ তিষ্ঠন্ অস্তাঃ আন্তরঃ, চ ধিয়া অনীক্ষ্যঃ ধীবপুঃ ধিয়ম্ অন্তঃ ধময়তি ইতি এবম্ বেদেন ঘোষিতম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি বিজ্ঞানময়-কোশরূপ বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া এই বুদ্ধির আন্তর, এবং বুদ্ধিদ্বারা দৃষ্ট হন না, আর বুদ্ধি ষাঁহার শরীর এবং বুদ্ধিকে ভিতর হইতে প্রেরণা করেন—এই প্রকারে বেদ ঘোষণা করিয়াছেন । ১৬৪

এক্ষণে অন্তর্ধ্যামি-ব্রাহ্মণের প্রতি পধ্যায়ের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, গ্রন্থবাহুলা হইবে, এই আশঙ্কায় গ্রন্থকার যাহাতে নিজ ব্যাখ্যা সকল পর্যায়েরই তাৎপর্য্যপ্রকাশক হয় এইজন্য ৩৭।১৫ পর্যায়টির মাত্র অর্থ দৃষ্টান্তস্বরূপ পাঠ করিতেছেন—[ যঃ সর্কেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্ সর্কেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ অন্তরো যং সর্কাণি ভূতানি ন বিদ্বদ্বশ সর্কাণি ভূতানি শরীরং যঃ সর্কাণি ভূতান্তরো ধময়তোষ ত আত্মান্তর্ধ্যাম্যমৃত ইত্যধিভূতম্ অথাধ্যাত্মম্ । বৃহদা উ, ৩৭।১৫ ]—যিনি সমস্ত ভূতে আছেন অথচ সমস্ত ভূতের অভ্যন্তর, সমস্ত ভূত ষাঁহাকে জানে না, সমস্ত ভূত ষাঁহার শরীর এবং যিনি সমস্ত ভূতের অভ্যন্তরে থাকিয়া সমস্ত ভূতকে পরিচালিত করেন, তিনি তোমার অন্তর্ধ্যামী অবিনাশী আত্মা ; এই পর্য্যন্ত অধিভূত অর্থাৎ ভূতাদিকারের কথা । অতঃপর আত্মাদিকারের কথা বলা হইতেছে ।

তন্ত্বঃ পটে স্থিতো যদ্বদুপাদানতয়া তথা ।

সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্রায়মবস্থিতঃ ॥ ১৬৫

অর্থ—যদ্বৎ তন্ত্বঃ উপাদানতয়া পটে স্থিতঃ তথা অয়ম্ সর্ব্বোপাদানরূপত্বাৎ সর্ব্বত্র অবস্থিতঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—সূত্র যেমন উপাদানকারণরূপে বস্ত্রে অবস্থিত, সেইপ্রকার ঈশ্বর সকল বস্তুর উপাদানকারণরূপে সকল বস্তুতে অবস্থিত । ১৬৫

( শঙ্ক ) ভাল, যদি উপাদানকারণরূপে ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিद्यমান, তাহা হইলে কি হেতু তিনি সর্ব্বত্র উপলব্ধ বা অনুভূত হন না ? এইরূপ আশঙ্কায় উত্তরে বলিতেছেন—তিনি “সর্কান্তর” বলিয়া অনুভূত হন না :—

পটাদপ্যান্তরন্ত্বস্তন্তোরপ্যৎশুরান্তরঃ ।

আন্তরত্বস্য বিশ্রান্তির্ঘত্রাসাবনুমীয়তাম্ ॥ ১৬৬

অম্বয়—পটাং অপি আন্তরঃ তন্তঃ, তন্তোঃ অপি আন্তরঃ অংশুঃ । আন্তরত্বস্ত বিশ্রাস্তিঃ যত্র অসৌ অমুমীয়তাম্ ।

অম্ববাদ—পটের অভ্যন্তরে তন্তু, এবং তন্তুর অভ্যন্তরে অংশু ( আঁশ ) বিদ্যমান ; ইত্যাদিরূপে যাহাতে আভ্যন্তরত্বের বিশ্রাস্তি, তাহাকে অমুমান কর ।

টীকা—এইস্থলে অমুমান এইরূপ—আন্তরতার তারতম্যতা বা নানাদিক ভাব কোনও স্থলে বিশ্রাস্তি লাভ করিয়াছে,—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা তারতম্য,—হেতু ; যেমন অণুত্বের তারতম্য,—দৃষ্টান্ত । ১৬৬

তাল, অন্তর্ধ্যামী আন্তর হইলেও বস্তুর ( স্থত্বের ) স্বক্স অংশ যেমন দেখা যায়, সেইরূপ অন্তর্ধ্যামীকে কেন দেখা যাইবে না ? তত্ত্বতবে বলিতেছেন, অংশসকল যেমন বাহ্য পদার্থ বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, অন্তর্ধ্যামী সেইরূপ বাহ্যপদার্থ নহেন, এইহেতু তাঁহাকে দেখা যাব না : --

দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাং দর্শনেহপ্যয়মান্তরঃ ।

ন বীক্ষ্যতে ততো যুক্তিশ্রুতিভ্যামেব নির্ণয়ঃ ॥ ১৬৭

অম্বয়—দ্বিত্রান্তরত্বকক্ষাণাম্ দর্শনে অপি অয়ম্ আন্তরঃ ন বীক্ষ্যতে ; ততঃ যুক্তিশ্রুতিভ্যাম্ এব নির্ণয়ঃ ।

অম্ববাদ—আন্তরতায় দুই তিন কক্ষা—স্তর বা অবস্থা দৃষ্টিগোচর হইলেও, যাহা সর্বান্তর তাহা দৃষ্টিগোচর হয় না । শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারাই তাহার নির্ণয় হইতে পারে ।

টীকা—যদি অন্তর্ধ্যামী দৃষ্টিগোচর হন না, তবে তাহা হইলে কোন্ প্রমাণে সেই অন্তর্ধ্যামীর নিশ্চয় হইবে ? তত্ত্বতবে বলিতেছেন, শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা তাহা নির্ণয় হইবে । চৈতন্যদ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে অচেতনের প্রবৃত্তি সম্ভবে না—ইহাই হইল যুক্তি । আর শ্রুতিবচন—অন্তর্ধ্যামি-বাক্ষণকপ, ( বৃহদা উ, ৩।৭। সমস্ত পধ্যায় ) পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । ১৬৭

[ যন্ত সর্বানি ভূতানি শরীরম্—বৃহদা উ, ৩।৭।১৫ ]—সমস্ত ভূত যে ঈশ্বরের শরীর—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

পটরূপেণ সংস্থানাং পটস্তন্তোর্বপুর্ন্থা ।

সর্বরূপেণ সংস্থানাং সর্বমন্ত বপুস্তথা ॥ ১৬৮

অম্বয়—পটরূপেণ সংস্থানাং তন্তোঃ পটঃ বপুঃ যথা, তথা সর্বরূপেণ সংস্থানাং অন্ত সর্বম্ বপুঃ ।

অম্ববাদ—যেমন সূত্রসকল বস্তুরূপে অবস্থিত হয় বলিয়া, বস্ত্রই সেই সূত্রের

শরীর হয় ; সেই প্রকার ঈশ্বর সর্বরূপে অবস্থিত হইলে, এই সমস্ত জগৎকেই ঈশ্বরের শরীর বলিয়া বর্ণনা করা হয় ।

টীকা—যেমন বস্তুরূপে অবস্থিত হস্তের শরীর সেই বস্তুরূপে, সেইরূপ সর্বরূপে অবস্থিত ঈশ্বরের সেই সর্বরূপই শরীর হয় । ১৬৮

[ যঃ সর্বাণি ভূতানি অন্তরো যময়তি—বৃহদা উ, ৩।৭।১৫ ]—যিনি সমস্ত ভূতের অন্তরে থাকিয়া প্রেরণা করেন—এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য দৃষ্টান্ত সহিত দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন,—

তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটন্তথা ।

অবশ্যমেব ভবতি ন স্বাতন্ত্র্যং পটে মনাক্ ॥ ১৬৯

তথান্তর্যাম্যয়ং যত্র যয়া বাসনয়া যথা ।

বিক্রিয়েত তথাবশ্যং ভবত্যেব ন সংশয়ঃ ॥ ১৭০

অর্থ—( যথা ) তন্তোঃ সঙ্কোচবিস্তারচলনাদৌ পটঃ অবশ্যম্ এব ( সঙ্কচিতঃ বিস্তৃতঃ চালিতঃ ইত্যাদিরূপঃ ) ভবতি, পটে স্বাতন্ত্র্যম্ মনাক্ ন, তথা অয়ম্ অন্তর্যামী যত্র যয়া বাসনয়া যথা বিক্রিয়েত, তথা অবশ্যম্ ভবতি এব, সংশয়ঃ ন ।

অনুবাদ—যে রূপ সূত্রের সঙ্কোচ, বিস্তার ও চলনাদির দ্বারা বস্তুর অবশ্য সঙ্কচিত বিস্তৃত চালিত ইত্যাদিরূপ হয়, তাহাতে বস্তুর কিছুমাত্র স্বতন্ত্রতা নাই, সেইরূপ এই অন্তর্যামী যেস্থলে যে বাসনাদ্বারা বিক্রিয়া প্রাপ্ত হন, সংসারও অবশ্য তদ্রূপই হইয়া থাকে, তাহাতে সংশয় নাই ।

টীকা—সূত্রের সঙ্কোচাদি দ্বারা যে রূপ বস্তুর সঙ্কোচাদি হইয়া থাকে, সেইরূপ পৃথিবী প্রভৃতি বস্তুতেও উপাদান-রূপে অবস্থিত অন্তর্যামী যে যে বাসনাদ্বারা যে রূপ ঘটাদি কাথ্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন, সংসারেও কার্যসমূহ অবশ্য তদ্রূপেই সম্পন্ন হইয়া থাকে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য । ১৬৯, ১৭০

এই প্রকারে অন্তর্যামিপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন প্রদর্শন করিয়া ভগবৎপ্রাণী-রূপ স্থিতিবচন ( ভগবদ্গীতার ১৮।৬১ ) উদ্ধৃত করিতেছেন :—

ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং হৃদ্যেশেহর্জুন তিষ্ঠতি ।

ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানি যন্তারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ১৭১

অর্থ—হে অর্জুন, ঈশ্বরঃ যন্তারূঢ়ানি সর্বভূতানি মায়য়া ভ্রাময়ন্ সর্বভূতানাম্ হৃদ্যেশে তিষ্ঠতি ।

অনুবাদ—হে অর্জুন, ঈশ্বর সর্বভূতের হৃদয়-দেশে অবস্থিত আছেন ; তিনি দেহযন্তারূঢ় সর্বজীবকে মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইতেছেন ।

টিকা—ভাল, একই ঈশ্বর সর্বজীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন অথবা নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন? উত্তর—উক্ত ভগবদ্বাক্যে—‘ঈশ্বর’শব্দ যখন প্রথমার একবচনে প্রযুক্ত হইয়াছে, দেখা যাইতেছে, তখন বুদ্ধিতে হইবে একই ঈশ্বর নানা জীবের প্রেরণা করিতেছেন। বহুভাষা-মতাম্বসারিগণ বলেন, ঈশ্বরশব্দে একবচনের প্রয়োগ জাতির বোধক; সেই-হেতু বুদ্ধিতে হইবে নানা ঈশ্বর নানা জীবকে ভ্রমণ করাইতেছেন। যেন সর্বভূতের “স্বদেশে”—এই শব্দে একবচনের প্রয়োগ বহুসদস্যচক, সেইরূপ। ‘প্রতিবাদী’ উত্তর—অন্য অন্য স্থলে স্বদেশে নানা এইরূপ শুনা যায় বলিয়া এবং লোকান্তরবাদী সমর্থিত হয় বলিয়া ‘স্বদেশে’ শব্দে একবচনের উক্ত প্রয়োগে জাতিবোধকতা সম্ভব হয়, কিন্তু ঈশ্বরের নানায় প্রতিষ্ঠিত বা পূর্ণাঙ্গাদিতে কোণাও শুনা যায় নাই এবং লোকান্তরবাদের তাৎপৰ্য্য সমর্থন করে না। শাস্ত্র ও অল্পভব উভয়ই ঈশ্বরের একত্বই প্রতীত হয়। ঈশ্বরশব্দে একবচন জাতির সূচক, ইহা সম্ভব নহে। আবার প্রতি জীবশরীরে যদি ঈশ্বর ভিন্ন ভিন্ন মানা যায়, তাহা হইলে এক ব্রহ্মাণ্ডের অনেক নিবৃত্তা হইয়া জগদ্ব্যবস্থা অচল হইয়া পড়ে। ‘উত্তর’—এক রাজার অনেক ভৃত্যের হায্য এক ব্রহ্মরূপ মহেশ্বরের অংশভূত নানা আধিকারিক বা নিয়ন্তা মানিলে বিরোধ হইবে না। ‘প্রতিবাদী’ প্রশ্ন—ভাল, তবে প্রশ্ন করি, সেই অদ্বিতীয় মহেশ্বর সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—বিশিষ্ট, অথবা সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—শূন্য? যদি বল সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—শূন্য, তাহা হইলে তিনি ব্যাক্য হায্য অনীশ্বর জীব হইবেন। আর যদি বল তিনি সর্বশক্তিমত্তা ও সর্বজ্ঞতা—যুক্ত, তাহা হইলে একই মহেশ্বর সর্বজ্ঞতাপূর্বক সকলকে প্রেরণ করিতে সমর্থ হইলে, তাহার অংশভূত নানা অন্তর্যামী স্বাকার কবা নিষ্ফল, এবং তাহা গৌরবদোষযুক্ত হইয়া অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। যদি বল ‘ও’র বাচস্পতি মিশ্র কেন ঈশ্বরের নানায় অঙ্গীকার করিয়াছেন?’—তবে বলি, তাহার তাৎপৰ্য্য অধ্যাবোপ বুঝাইয়া অপবাদদ্বারা অদ্বৈততত্ত্ব মুমুকুশ বোধগম্য করিয়া দেওয়া; ঈশ্বর-নানা নানায় তাহার তাৎপৰ্য্য নহে। এতহেতু বাচস্পতিমতের সহিত ঈশ্বরবৈকর্যবাদের বিবাদ নাই। ঈশ্বরনানাদ্বাদী দিগ্বিশ্বামী বহুভূতগণ সাম্প্রদায়িকতাবাদের জন্য উক্তরূপ ব্যাখ্যা দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যের অগোরবহী করিয়াছেন। ১৭১

উক্ত গীতাবাক্যে “সর্বভূতানাম্” পদের অর্থ বলিতেছেন :—

সর্বভূতানি বিজ্ঞানময়াস্তে হৃদয়ে স্থিতাঃ ।

তত্পাদানভূতেশস্তত্র বিক্রিয়তে খলু ॥ ১৭২

অর্থ—সর্বভূতানি বিজ্ঞানময়াঃ, তে হৃদয়ে স্থিতাঃ । তত্পাদানভূতেশঃ তত্র খলু বিক্রিয়তে ।

অনুবাদ—সর্বভূত অর্থাৎ জীব বিজ্ঞানময়-কোশরূপ। সেই বিজ্ঞানময় জীব-সকল নিজ নিজ হৃৎপদ্মে অবস্থিত। ঈশ্বর সেই বিজ্ঞানময় জীবসমূহের উপাদান-কাৰণ; (তিনি আনন্দময়।) তিনি সেই হৃদয়ে বিজ্ঞানময়ের বিকারে নিয়তই বিকৃতির হায্য হন।

টীকা—‘সেই জীব জদয়পথে অবস্থিত’—( শব্দ ) ভাল, জীবগণ কেন জদয়েই অবস্থান করে ? তদন্তরে বলিতেছেন—যেহেতু জদয়েই অন্ত্যামী বিজ্ঞানময়ের আকারে পরিণাম প্রাপ্ত হন—“তিনি সেই জদয়ে” ইত্যাদি দ্বারা । অভিপ্রায় এই, জীবগণকে পৃথক্ পৃথক্ কক্ষফল প্রদান করিবার নিমিত্ত বিকার প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বাসনাদিক্রপ উপাধি ধারণ করেন এবং জীবের সেই সেই কামাদি-ব্যাপাররূপ অন্তঃকরণপরিণাম ঘটে । ১৭২

উক্ত ১৭১ শ্লোকে যে “যন্তাকটানি” পদের প্রয়োগ আছে তন্মধ্যে ‘যন্ত’ ও ‘আরোহ’ এই দুই পদের অর্থ বলিতেছেন :—

দেহাদিপঞ্জরং যন্তং তদারোহোহভিমানিতা ।

বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তিভ্রমণং ভবেৎ ॥ ১৭৩

অর্থ—দেহাদিপঞ্জরম্ যন্তম্, অভিমানিতা তদারোহঃ, বিহিতপ্রতিষিদ্ধেষু প্রবৃত্তিঃ ভ্রমণম্ ভবেৎ ।

অনুবাদ—দেহাদিসম্ভাররূপ যে পিঞ্জর, তাহাই যন্ত ; তাহাতে অভিমানিতাই যন্তে অবস্থান ; এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ অর্থাৎ শুভ ও অশুভ কর্মে জীবের যে প্রবৃত্তি, তাহাই ভ্রমণ ।

টীকা—গীতা-শ্লোকস্থিত “ভ্রাময়ন্” এই পদের ধাত্বর্থ বলিতেছেন—“এবং বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মে” ইত্যাদি দ্বারা । তাৎপর্য এই—ধাতুপাঠে আছে “ভ্রম্ অনবস্থানে”—ভ্রম্ ধাতুর অর্থ—স্থিতিব অভাব, তাহাই প্রবৃত্তি ( বিহিত ও নিষিদ্ধ কর্মে ) । ১৭৩

এক্ষণে “ভ্রাময়ন্” এই পদে যে ভ্রম্ ধাতুর উত্তর গিচ্ প্রত্যয়ের প্রয়োগ রহিয়াছে তাহার, এবং “মায়য়া” এই পদে মায়া শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ ।

স্বশক্ত্যেণো বিক্রিয়তে মায়য়া ভ্রামণং হি তৎ ॥ ১৭৪

অর্থ—বিজ্ঞানময়রূপেণ তৎপ্রবৃত্তিস্বরূপতঃ স্বশক্ত্যা দ্বৈশঃ বিক্রিয়তে ; তৎ হি মায়য়া ভ্রামণম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞানময়রূপ জীবরূপে এবং সেই বিজ্ঞানময়ের প্রবৃত্তি-স্বরূপে দ্বৈশের নিজ মায়াক্রিয়তার দ্বারা বিকারপ্রাপ্ত হন । তাহারই নাম—মায়ার দ্বারা ভ্রমণ করান । ১৭৪

১৬৪ সংখ্যক শ্লোকান্তে প্রতিবচনের অন্তর্গত “যময়তি” ( প্রেরণ করেন ) এই পদেরও ইহাই অর্থ—ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্যময়তীত্বভ্যায়মেবার্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ ।

পৃথিব্যাदिষু সর্বত্র ত্রায়োহয়ং যোজ্যতাং ত্রিমা ॥ ১৭৫

অর্থ—“অন্তঃ যময়তি” ইতি উক্তা অয়ম্ এব অর্থঃ শ্রুতৌ শ্রুতঃ। অয়ম্ ত্রাযঃ পৃথিব্যাদিষু সর্বত্র থিরা বোজ্যতাম্।

অনুবাদ—“অন্তর্যময়তি”—‘অন্তরে প্রেরণা করেন’—এই পদদ্বারা পূর্ব-শ্লোকোক্ত ভ্রমণরূপ অর্থই শ্রুতিবচনে প্রতিপাদিত হইয়াছে। (কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই বুদ্ধিদ্বারা এই (১৭৪) শ্লোকোক্ত নীতির যোজনা করিয়া লও।

টীকা—“যময়তি”র—উক্ত ব্যাখ্যা, অগ্রপথ্যায়ক পদসমূহে অতিদেশ কবিত্তেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া জানাইতেছেন—“(কেবল হৃদয়ে নহে) পৃথিব্যাদি সকল পদার্থেই” ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ১৭৫

সকল প্রবৃত্তিই যে সর্বোত্তরের অধীন এই বিষয়টি শাস্ত্রান্তর বাক্যদ্বারা সমর্থন কবিত্তেছেন :—

জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ, জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।  
কেনাপি দেবেন হৃদি স্থিতেন যথা নিযুক্তোহস্মি তথা কেরোমি॥১৭৬

অর্থ—ধর্ম্মং জানামি চ (কিন্তু তত্র) প্রবৃত্তিঃ ন মে (মন); অধর্ম্মং জানামি, (তস্মাৎ) নিবৃত্তিঃ চ ন মে। (অতঃ নিশ্চিনোমি) কেন অপি হৃদি স্থিতেন দেবেন যথা নিযুক্তঃ অস্মি তথা কেরোমি।

অনুবাদ—ধর্ম্মসাধক শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মসমূহ আমি জানি, কিন্তু তাহাতে যে প্রবৃত্তি হয়, সে প্রবৃত্তি আমার নহে। অধর্ম্মজনক শাস্ত্রনিষিদ্ধ কর্ম্মসমূহও আমি জানি; সেই কর্ম্মসমূহ হইতে যে নিবৃত্তি হয়, সেই নিবৃত্তি আমার নিজের নহে; এইহেতু আমি স্থির করিয়াছি কোনও অন্তর্যামী দেব আমার হৃদয়ে অবস্থিত থাকিয়া, আমাকে যেরূপে নিযুক্ত করেন, আমি সেইরূপ আচরণ করি।

টীকা—“পাণ্ডবগীতায়” (নামান্তরে “প্রপন্নগীতায়”) এই কথাগুলি ছয়োদধনদাবা উচ্চারিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় “কেনাপি দেবেন” স্থলে “ত্বয়া হৃদ্যাকেশ” এইরূপ পাঠ দৃষ্ট হইয়াছে। জ্ঞানকৃত পাপ-কর্ম্মফলভোগ পরিহারের নিমিত্ত কত্বভাভিমানী পুরুষকর্তৃক এই বাক্যটি উচ্চারিত হয় নাই। ইহা, জ্ঞানলাভের ফলে আপনাকে অকর্ত্তা বলিয়া অনুভবকারী কোন জ্ঞানী অমুভবোক্তি। ১৭৬

(শঙ্ক) ভাল, প্রবৃত্তি যখন ঈশ্বরের অধীন, তখন কার্যে প্রবৃত্তি হেতু উৎসাহরূপ পুরুষপ্রবৃত্ত ত’ বার্থ এবং তদ্বিষয়ক বিধিনিষেধ-শাস্ত্রও ত’ বার্থ? (সমাধান)—এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, পুরুষ-প্রবৃত্তও ঈশ্বরের রূপ; এই বলিয়া আশঙ্কার পবিহার কবিত্তেছেন :—

নার্থঃ পুরুষকারেণেত্যেবং মা শঙ্ক্যতাং যতঃ।  
ঈশঃ পুরুষকারস্য রূপেণাপি বিবর্ত্ততে ॥ ১৭৭



অর্থ—পুরুষকারেণ অর্থঃ ন ইতি এবম্ মা শঙ্ক্যতাম্ ; যতঃ ঈশঃ পুরুষকারস্ত রূপেণ  
অপি বিবর্ততে।

অনুবাদ—তাহা হইলে পুরুষকারে প্রয়োজন নাই—এইরূপ আশঙ্কা করিওনা;  
যেহেতু, ঈশ্বর সেই পুরুষকাররূপে পরিণত হন।

টীকা—“অর্থঃ”—প্রয়োজন ; “পুরুষকারেণ”—পুরুষ প্রযত্ন লইয়া। ১৭৭

( শঙ্কা ) ভাল, পুরুষ-প্রযত্ন যদি ঈশ্বরেরই রূপ বা পরিণাম হইল, তাহা হইলে, তিনি  
“যময়তি” বা নিয়মন কবেন বা ভ্রমণ করান—এইরূপে ১৬৪-১৭৬ শ্লোকে প্রতিপাদিত অন্তর্ধানি-  
প্রেরণা ত’ নিরর্থক হইয়া পড়ে, —এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিয়া বলিতেছেন,—না, তাহা নিবর্তক  
নহে ; কেননা, সেইরূপ জ্ঞানদ্বারা আপনার—আত্মরূপ সাক্ষীর—অসঙ্গত জ্ঞানরূপ ফললাভ হয় ;—

**ঈদৃগ্‌বোধেনৈশ্বরস্য প্রবৃত্তিমৈব বার্য্যতাম্।**

**তথাপীশস্য বোধেন স্বাত্মাসঙ্গদ্বীজনিঃ ॥ ১৭৮**

অর্থ—ঈদৃগ্‌বোধেন ঈশ্বরস্য প্রবৃত্তিঃ মা এব বায্যতাম্, তথাপি ঈশস্য বোধেন  
স্বাত্মাসঙ্গদ্বীজনিঃ।

অনুবাদ—ঈশ্বর পুরুষকাররূপে পরিণত হন, এই জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের প্রবৃত্তির  
বা নিয়ামকত্বের জ্ঞানকে নিফল বুঝিও না ; কেননা, ঈশ্বরকে উক্ত প্রকারে  
নিয়ামক বলিয়া বুঝিলে, আপনার আত্মা যে অসঙ্গ—এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইবে।

টীকা—“ঈদৃগ্‌বোধেন”—এইরূপ জ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর পুরুষপ্রযত্নরূপেও অবস্থান কবেন,  
এইরূপ জ্ঞানদ্বারা, ঈশ্বরের “প্রবৃত্তিঃ”—অর্থাৎ অন্তর্ধানিক্রমে প্রেরণা। ১৭৮

( শঙ্কা ) ভাল, আত্মাকে অসঙ্গ বলিয়া জানিবার প্রয়োজন কি ? ( সমাধান )  
তদন্তরে বলিতেছেন :—

**তাবতা মুক্তিরিত্যাঙ্কঃ শ্রুতয়ঃ স্মৃতয়স্তথা।**

**শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাক্ষে ইতাপীশ্বরভাষিতম্ ॥ ১৭৯**

অর্থ—তাবতা মুক্তিঃ ইতি শ্রুতয়ঃ তথা স্মৃতয়ঃ আঙ্কঃ ; “শ্রুতিস্মৃতী মম এব আঙ্কঃ”  
ইতি অপি ঈশ্বরভাষিতম্।

অনুবাদ—‘তদ্বারাই মুক্তি হয়’—ইহা, সকল শ্রুতি ও স্মৃতিতে উক্ত হইয়াছে।  
আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন ‘শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আঙ্কা’।

টীকা—শ্রুতির উপদেশ এবং স্মৃতির উপদেশ উল্লেখন করিতে নাই—এ বিষয়ে স্মৃতিবচন  
উদ্ধৃত করিতেছেন—“আর ঈশ্বর স্বয়ং বলিয়াছেন—শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই দুইটি আঙ্কা।” “শ্রুতিস্মৃতী  
মমৈবাক্ষে যন্তে উল্লঙ্ঘ্যা বর্ততে। আঙ্কাক্ষেদী মম দ্বেষী নরকং প্রতিপত্ততে ॥”—বরাহপুরাণ। ১৭৯

আর শ্রুতিও (কঠ উ, ৬৩; তৈত্তি উ, ২৮৮১; নৃসিংহ পূ তা উ, ২৪) ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ  
বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন :—

আজ্ঞায়া ভীতিহেতুত্বং ভীষাম্মাদিতি হি শ্রুতম্ ।

সর্বেশ্বরত্বমেতৎ স্মাদন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ ॥ ১৮০

অর্থ—আজ্ঞায়াঃ ভীতিহেতুত্বম্ ‘ভীষা অস্মাং’ ইতি হি শ্রুতম্ । এতৎ সর্বেশ্বরত্বম্  
অন্তর্য্যামিত্বতঃ পৃথক্ শ্রুতং ।

অনুবাদ—[ ভীষাম্মাদ্ বাতঃ পবতে ভীষোদেতি সূর্য্যঃ—তৈত্তি উ, ২।৮।১ ]—  
‘এই ঈশ্বরের ভয়েই বায়ু প্রবহমাণ রহিয়াছে, সূর্য্য উদিত হইতেছেন’ ইত্যাদি ;  
এই শ্রুতিবচনে শুনা যায় যে ঈশ্বরের আজ্ঞা ভয়ের কারণ । এইহেতু তাঁহার  
সর্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্ ।

টীকা—শ্রুতি ঈশ্বরকে ভয়ের কারণ বলিয়া কি হেতু বর্ণন করিয়াছেন ? এইরূপ আকাজ্ঞা  
হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—‘ঈশ্বরের সর্বেশ্বরতা অন্তর্য্যামিতা হইতে পৃথক্’—ইহা সিদ্ধ  
হইলে, এই মনে করিয়া বলিতেছেন—“এইহেতু তাঁহার সর্বেশ্বরতা” ইত্যাদি । ১৮০

বাহিবে ও ভিতরে ঈশ্বরই নিয়ামক অর্থাৎ প্রেবক, এই তাৎপর্য্যে দুইটি শ্রুতিবচন  
উদ্ধৃত করিতেছেন :—

এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসন ইতি শ্রুতিঃ ।

অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তায়ং জনানামিতি চ শ্রুতিঃ ॥ ১৮১

অর্থ—“এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে” ইতি শ্রুতিঃ চ “অন্তঃপ্রবিষ্টঃ অয়ম্ জনানাম্  
শাস্তা” ইতি শ্রুতিঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—হে গার্গি, সূর্য্য ও চন্দ্র উক্ত অক্ষরব্রহ্মের  
শাসনে নিয়মিত হইয়া রহিয়াছে ; হে গার্গি, দ্যুলোক ও পৃথিবী এই অক্ষরব্রহ্মের  
শাসনেই স্থির রহিয়াছে—[ এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ  
বিদ্বতৌ তিষ্ঠতঃ, এতস্ম বা অক্ষরস্ম প্রশাসনে গার্গি দাবাপৃথিবৌ তিষ্ঠতঃ—বৃহদা  
উ, ৩।৮।১ ] । অপর শ্রুতিবচন—এই পরমাত্মা জীবগণের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া  
তাহাদের শাসক বা নিয়ামক হইয়া রহিয়াছেন—[ অয়ম্ জনানাম্ অন্তঃপ্রবিষ্টঃ শাস্তা  
( ১ কৰ্ত্তা )—তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ৩।১১ ] । ১৮১

( মাণ্ডূক্য উ, ৬ ) শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ঈশ্বর-বিশেষণসমূহের বিচারে পথ্যায়ক্রমে উপস্থিত  
“এমঃ নোনিঃ” এই বিশেষণটির অর্থ বলিতেছেন :—

তাঃ ঈশ্বরের জগজ্জোনিতা-  
রূপ কাবণতা ।

জগজ্জোনিভবেদেষ প্রভুবাণ্যকৃত্বতঃ ।

আবির্ভাবতিরোভাবাবুৎপত্তিপ্রলয়ো মতো ॥ ১৮২

অম্বয়—এষঃ জগদ্ব্যোনিঃ ভবেৎ প্রভবাণ্যয়কৃষ্ণতঃ উৎপত্তিপ্রলয়ৌ আবির্ভাবতয়ো-  
ভাবৌ মভৌ।

অনুবাদ—যেহেতু ঈশ্বর সর্ব জগতের উৎপত্তি প্রলয়াদির কর্তা, সেইহেতু  
তাঁহাকে জগদ্ব্যোনি বলা হয়। জগতের উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে যথাক্রমে জগতের  
আবির্ভাব ও তিরোভাবকেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—ঈশ্বরের জগৎকারণতাকপ প্রতিজ্ঞাত অর্থে [প্রভবাণ্যৌ হি ভূতানাম্—মাণ্ডুকা উ,  
৬; নৃসিংহ পু, তা, উ, ৪।১; নৃসিংহ উ তা, উ, ১]—‘সমস্ত ভূতের উৎপত্তি-প্রলয় তাঁহা হইত’  
এই প্রতিবচনের হেতুরূপে বোঝনা করিতেছেন—প্রভব ও অপ্যয় শব্দের অর্থ উৎপত্তি ও প্রলয় -  
তাহাই তিনি কবেন বলিয়া তিনি ‘জগদ্ব্যোনি’। উৎপত্তি ও প্রলয় এই শব্দদ্বয়ের অভাট মর্গ  
বলিতেছেন—“উৎপত্তি ও প্রলয় শব্দে” ইত্যাদি। উক্তরূপ অর্থে শ্লোকের অম্বয় বুঝিতে  
হইবে। ১৮২

ঈশ্বর যে, জগতের আবির্ভাবকারী, তাহাই দৃষ্টান্ত দিয়া উপপাদন করিতেছেন :—

আবির্ভাবয়তি স্বম্বিন্ বিলীনং সকলং জগৎ।

প্রাণিকর্ষবশাদেষ পটৌ যদ্বৎ প্রসারিতঃ ॥ ১৮৩

অম্বয়—যদ্বৎ প্রসারিতঃ পটঃ, এষঃ প্রাণিকর্ষবশাৎ স্বম্বিন্ বিলীনম্ সকলম্ জগৎ  
আবির্ভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সঙ্কোচিত চিত্রপট প্রসারণ প্রাপ্ত হইয়া আপনাতে  
স্থিত চিত্রিত মূর্তিসকল প্রকাশ করে, সেইরূপ ইনি (অর্থাৎ ঈশ্বর) আপনার  
শরীরে বিলীন (অর্থাৎ প্রলয়কালে) সংস্কাররূপে স্থিত, এই সমস্ত জগৎকে  
প্রাণিগণের কর্ষের বশবর্তী হইয়া প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১৮৩

সেই ঈশ্বরই যে গুলয়ের কারণ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

পুনস্তিরোভাবয়তি স্বাত্মন্যোবাখিলং জগৎ।

প্রাণিকর্ষক্ষয়বশাৎ সঙ্কোচিতপটৌ যথা ॥ ১৮৪

অম্বয়—যথা সঙ্কোচিতপটঃ প্রাণিকর্ষক্ষয়বশাৎ পুনঃ স্বাত্মনি এব অখিলম্ জগৎ  
তিরোভাবয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পট সঙ্কোচপ্রাপ্ত হইয়া আপনাতে চিত্রিত মূর্তি-  
সকল তিরোহিত করে, সেইরূপ ঈশ্বরও প্রাণিকর্ষক্ষয়ে সমস্ত জগৎ আবার স্বীয়  
শরীরে তিরোহাণিত করেন। ১৮৪

সেই আবির্ভাব ও তিরোভাব অল্প দৃষ্টান্তদ্বারা পরিষ্কৃত করিতেছেন :—

রাত্রিঘট্টো সৃষ্টিবোধাবুখীলননিমীলনে ।

তুষ্টীস্তাবমনোরাজ্যে ইব সৃষ্টিলয়াবিমো ॥ ১৮৫

অর্থ—রাত্রিঘট্টো সৃষ্টিবোধো উন্মীলননিমীলনে তুষ্টীস্তাবমনোরাজ্যে ইব ইমো সৃষ্টিল্যো ।

অনুবাদ ও টীকা—জীবগণের যেমন রাত্রি ও দিন, সুষুপ্তি ও জাগ্রৎ, চক্ষুর উন্মীলন ও নিমীলন, মনের নির্বিবাকল্পতারূপ তুষ্টীস্তাব ও মনের বিবাক্লবিলাস-  
কণ মনোরাজ্য, ঈশ্বরের পক্ষে জগতের সৃষ্টিপ্রলয়ও সেইরূপ । ( ঘট্টো দিনাহনী  
বা তু ক্লীবে দিবসবাসরৌ—ইত্যমরঃ ) । ১৮৫

ভাল, ঈশ্বর যে, জগতের কাবণ তাহা কি “আবস্ত”-কণ্ডরূপে অথবা জগদাকা-  
র “পরিণামি”-রূপে ? তাৎপৰ্য্য এই—যে স্থলে অনেক কারণরূপ অবয়বসমূহের সংযোগে অত্যন্ত  
ভিন্ন ‘আবস্ত’ দ্বারা ( অর্থাৎ প্রাথমিক ব্যাপারের উপক্রমদ্বারা ) অবয়বরূপ কাব্যদ্রব্য  
সমন্বয়সম্বন্ধে সমবেত ( অর্থাৎ যুক্ত ) হইয়া উৎপন্ন হয়, সেই স্থলে সেই কাব্যকে আবস্তকাব্য  
বলে ; যেমন, কপালরূপ অবয়বসমূহের সংযোগদ্বারা সেই সকল কপাল হইতে ভিন্ন, ঘটরূপ কাব্য  
উৎপন্ন হয় ; অথবা পুবাণ গৃহের ইষ্টকাদি অবয়ব হইতে ভিন্ন, নূতন গৃহরূপ কাব্য উৎপন্ন  
হয় ; সেই স্থলে উপাদানকারণ আপনার স্বরূপকে পবিত্রাণ করে না অথচ উপাদান হইতে  
ভিন্ন কাব্যের উৎপত্তি হয় । সেই স্থলে সেই উৎপত্তি “আবস্ত” নামে কথিত হয় । যেমন  
ছত্রের দ্বারা বস্ত্রের উৎপত্তি । সে স্থলে কাব্য ও কাবণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া  
থাকে । আর “উপাদানসমসত্তাক্ষে সতি অল্পথাভাবঃ পরিণামঃ”—যে স্থলে উপাদানের সহিত  
সমানসত্তাবিশিষ্ট কাব্যরূপ রূপান্তরের উৎপত্তি হয়, সেই স্থলে সেই উৎপত্তিকে এবং সেই  
কাব্যকে ‘পরিণাম’ বলে । পরিণামদ্বারা একাংশের রূপান্তর হইয়া কাব্যের উৎপত্তি হয় ।  
যেমন ছত্রের পরিণাম দধি ; সে স্থলে বিদ্যমান ছত্রের পূর্বরূপের তিরোভাব এবং অন্তরঙ্গীয়ক  
গুণান্তরের আবির্ভাব । ইহাতে পরিণামকণ কাব্য এবং পবিণামিকণ কাবণ—এই দুইটিই অ-  
স্বীকৃত হয় ; যেমন মৃত্তিকার ঘটরূপ পরিণাম ; অন্তঃকবণের বৃত্তিরূপ পরিণাম ; প্রকৃতির মহত্ত্বাদিকণ  
পরিণাম । ইহা সাংখ্যাদিগণের এবং কয়েকটি উপাসক-সম্প্রদায়ের অভিমত । সাংখ্যাদিগণ  
জগৎকে প্রকৃতির পরিণাম বলিয়া মানে এবং সেই উপাসকগণ জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া  
মানে । ঈশ্বর জগতের “আবস্ত”-কণ্ডরূপ কারণ হইতে পারেন না ; কেননা, যিনি অদ্বিতীয়, তিনি  
“আবস্ত”-কণ্ডরূপ কারণ হইলে, “আবস্ত”-কাব্য হইতে ভিন্ন হইতে পারেন না ; আর আবস্তবাদে  
কাব্য ও কারণের অত্যন্ত ভেদ মানা হইয়া থাকে । আবার ঈশ্বর ( জগদাকা-র ) পরিণামিকণে  
কাবণ হইতে পারেন না ; কেননা, যিনি চৈতন্য ও নিরবয়ব বা নিরংশ, তাঁহাব পরিণামপ্রাপ্তি  
অসম্ভব, যেহেতু, চৈতন্তের পরিণাম মানিলে চৈতন্তের বিনাশিত্ব আসিয়া পড়ে, চৈতন্ত জড়  
হইয়া পড়ে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, বিবর্তবাদ নামক তৃতীয় পক্ষ আশ্রয় করিলে  
উক্ত দুই পক্ষে যে দোষ, তাহা ঘটিতে পারে না । “বিবর্তো নাম উপাদানবিষয়সত্তাকার্য্যাপত্তিঃ”

( বেদান্তপরিভাষা ১ )—যেস্থলে উপাদানকারণ নিজের স্বরূপ পরিভ্যাগ না করিয়া বিষমসত্তাবিশিষ্ট কার্যরূপে রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়, সেই স্থলে সেই বিষমসত্তাবিশিষ্ট রূপান্তররূপ কার্যকে বিবর্ত বলা হয়, যেমন শুক্লিতে রক্তের উৎপত্তি; স্বর্ণে ভূষণের উৎপত্তি; এইরূপে বিবর্তপক্ষ আশ্রয় কবিত্ত্ব দোষদ্বয়ের পরিহার করিতেছেন :—

আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্বেন হেতুনা ।

আরম্ভপরিণামাদিচোচ্ছানাং নাত্র সম্ভবঃ ॥ ১৮৬

অর্থ—আবির্ভাবতিরোভাবশক্তিমত্বেন হেতুনা অত্র আরম্ভপরিণামাদিচোচ্ছানাম্ সম্ভবঃ ন ।

অনুবাদ—ঈশ্বরের আবির্ভাব-তিরোভাবের শক্তি যে মায়ারূপ সামর্থ্য, ঈশ্বর সেই মায়ারূপ সামর্থ্যযুক্ত বলিয়া, আমাদের এই সিদ্ধান্তে আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ বা স্বভাববাদরূপ ( অমূলক ) কল্পনার সম্ভাবনা ( ও অবসর ) নাই ।

টীকা—আবস্থাবাদের, পরিণামবাদের এবং বিবর্তবাদের আলোচনা অগ্রে “ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ”নামক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৪৯ হইতে ৫২ শ্লোকে ও তত্ত্বটীকায় দ্রষ্টব্য । হেতুস্বর-নিরপেক্ষ বস্তুধর্মবিশেষবাদী অথবা জন্মান্তরকৃত ধর্মাদ্বৈতাদিশুভাস্তব সংস্কারবাদীকে ‘স্বভাববাদী’ বলে । ১৮৬

( শঙ্কা ) ভাল, একই ঈশ্বর, চেতন অচেতন এই উভয়রূপ জগতের উপাদান কি প্রকারে হইতে পাবেন ? ( সমাধান ) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মায়ারূপ উপাধির প্রাধান্য হইলে তদ্বাবা ঈশ্বর, দেহাদি জড়বস্তুর উপাদান হন এবং চিদাভাসাংশের প্রাধান্য হইলে, জীবরূপ চিদাভাসের উপাদান হন :—

অচেতনানাং হেতুঃ স্রাজ্জাড্যাংশেনৈশ্বরস্বস্থা ।

চিদাভাসাংশতস্তেষু জীবানাং কারণং ভবেৎ ॥ ১৮৭

অর্থ—জাড্যাংশেন ঈশ্বরঃ অচেতনানাম্ হেতুঃ স্রাজ্জাং, তথা চিদাভাসাংশতঃ তু এষ জীবানাম্ কারণম্ ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—জড়ত্বস্বভাব মায়ারূপ অংশদ্বারা, ঈশ্বর জড়সমূহের কারণ হন; সেই প্রকার চিদাভাসরূপ অংশদ্বারা, এই ঈশ্বরই চিদাভাসরূপ জীবসমূহের কারণ হন । ১৮৭

৪ । প্রসঙ্গতঃ ব্রহ্ম ও ঈশ্বরবিষয়ক বিচার ।

ভাগ, নান্যাবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ঈশ্বরকে জগতের কারণ বলিয়া প্রতিপাদন করা ত’ অস্বল্প; কেননা, বার্তিককার সুরেশ্বরচাধ্য পরমাত্মাকেই ( পরব্রহ্মকেই ) জগতের কারণ বলিয়া অবধারণ করিয়াছেন । এই প্রকারে দুইটি শ্লোকে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

ক। পরমাত্মাই জগৎকারণ,  
বাস্তবিকাব সুরেধবেব  
ইকপ উক্তি। বৃহদা-  
বগবিত্তিক ১ম অধ্যায়  
১৭ বাক্য ৩৪২ শ্লোক।

তমঃপ্রধানঃ ক্ষেত্রাণাং চিৎপ্রধানশ্চিদাত্মনাম্।

পরঃ কারণতামেতি ভাবনাজ্ঞানকস্মভিঃ ॥ ১৮৮

অর্থ—পরঃ ভাবনাজ্ঞানকস্মভিঃ তমঃপ্রধানঃ (সন্) ক্ষেত্রাণাম্ কারণতাম্ এতি,  
চিৎপ্রধানঃ (সন্) চিদাত্মনাম্ (কারণতাম্ এতি)।

অনুবাদ—যিনি পরমাত্মা, তিনি (জীবের) সংস্কার, জ্ঞান ও কর্মকে নিমিত্ত  
করিয়া, তমোগুণপ্রধান মায়োপাধিক হইয়া, (জীবের) শরীরাদির কারণ এবং  
চৈতন্যপ্রধান হইয়া চিদাভাসসমূহের কারণ হন।

টীকা—[‘বৃহদারণ্যকবাস্তিক’ব্যাখ্যাবসরে আনন্দগিণি এই শ্লোকেব এইরূপ ব্যাখ্যা  
করিয়াছেন—ভাল, (শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ) পরমাত্মাই যদি কাবণ হইলেন, তবে সেই কারণের  
কাব্যরূপ জগতে চৈতন ও অচৈতন এই উভয়রূপ বিভাগ কি প্রকাবে ঘটিল? এইরূপ প্রশ্ন  
হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, কারণেই ঐরূপ বিভাগ হয় বলিয়া কাণ্ডেও ঐরূপ বিভাগ ঘটে;  
এই কথাই এই শ্লোকে বলিতেছেনঃ—পরমাত্মা স্বয়ং দেহাসক্তি প্রভৃতি দোষরহিত বলিয়া,  
তাঁহাব দ্বারা ভারতমাত্মক প্রপঞ্চসৃষ্টি কেন হয়? “বৈষম্যানৈরুণ্যো ন সাপেক্ষস্তাং তথা হি  
দর্শয়তি” (ব্রহ্মসূত্র, ২।১।৩৪) --কেহ অত্যন্ত সুখী, কেহ অত্যন্ত দুঃখী, এরূপ বিষম সৃষ্টি  
দেখিয়া সে দোষ ঈশ্বরে স্থাপন করিতে পার না। দুঃখের সৃষ্টি ও জগতের সংহাব দেখিয়া তাঁহাকে  
নির্মণ অর্থাৎ নিদ্রার বলিতেও পার না। কারণ এই যে, ঐ সকল নিমিত্তান্তব্যাগেই হয়।  
শ্রুতিও ঐরূপ বলিয়াছেন ও দেখাইয়াছেন। এই জ্ঞানের অনুসরণ করিয়া উত্তর দিতেছেনঃ : ]  
“তমঃপ্রধানঃ”—“তমঃ” তমোগুণ হইয়াছে ‘প্রধান’ বাহাতে এইরূপ যে নাগা অর্থাৎ প্রকৃতির  
ভেদ, তাহাকে উপাধিকপে গ্রহণ করিয়া, “ক্ষেত্রাণাম্”—ক্ষেত্ররূপ শরীরাদির, “কারণতাম্  
এতি”—কাবণতা প্রাপ্ত হন—উৎপাদক হন; “চিৎপ্রধানঃ”—চৈতন্য হইয়াছে ‘প্রধান’ বা মুখ্য  
বাহাতে, এইরূপ পরমাত্মা চিদাভাসের কারণ হন। “ভাবনাজ্ঞানকস্মভিঃ”—‘ভাবনা’ শব্দ  
সংস্কার, ‘জ্ঞান’ শব্দে দেবতাদ্যানাদি, ‘কস্ম’ পুণ্যপাপরূপ—সেই সেই নিমিত্ত অবলম্বন  
করিয়া পরমাত্মা জড়চৈতন্যরূপ জগতের কারণ হন—ইহাই অর্থ। ১৮৮

ইতি বাস্তবিককারণে জড়চৈতন্যহেতুতা।

পরমাত্মান এবোক্তা নেশ্বরশ্চৈতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮৯

অর্থ—ইতি বাস্তবিককারণে জড়চৈতন্যহেতুতা পরমাত্মনঃ এব উক্তা, ঈশ্বরশ্চ ন ইতি চেৎ, শৃণু।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বাস্তবিককার সুরেশ্বরচাৰ্য্য জড়চৈতন্যরূপ  
জগতের কারণ, পরমাত্মাকেই বলিয়াছেন, ঈশ্বরকে নহে। হে বাদিন্, যদি এইরূপ  
বল, তবে শ্রবণ কর। ১৮৯

এক্ষেণে এই শঙ্কার সমাধান করিতে উত্তর হইয়া সিকান্ধী বাদীকে অভিমুখ করিতেছেন। 'ত্বম্' পদের অর্থের ত্রায় 'তৎ' পদের অর্থ এবং 'তৎ' পদের অর্থের ত্রায় 'ত্বম্' পদের অর্থ, অধিষ্ঠান ও আরোপের অন্তোক্তাধ্যাস (পরম্পরাধ্যাস) বর্ণন করাই উদ্দেশ্য বলিয়া, 'পরমাত্মাই জগতের কারণ' এইরূপ বলার দোষ হয় নাই এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

(খ) সমাধান—বার্ষিককার  
ঈশ্বর ব্রহ্মের অধ্যাস 'সিন্ধ'  
ধরিয়া পরমাত্মা ব্রহ্মকেই  
কাবণ বলিয়াছেন।

অন্তোক্তাধ্যাসমত্রাপি জীবকূটস্থয়োরিব।

ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ সিন্ধং কৃৎস্না ক্রতে সুরেশ্বরঃ ॥১৯০

অর্থ—অত্র অপি জীবকূটস্থয়োঃ ইব ঈশ্বরব্রহ্মণোঃ অন্তোক্তাধ্যাসম্ সিন্ধং কৃৎস্না সুরেশ্বরঃ ক্রতে।

অনুবাদ ও টীকা—এই 'তৎ'পদের অর্থ সম্বন্ধেও, জীব ও কূটস্থের ত্রায়, মায়োপাধিক ঈশ্বর এবং ব্রহ্মের অন্তোক্তাধ্যাস সিন্ধ বলিয়া মানিয়া সুরেশ্ববাচার্য্য পরমাত্মাকে জগৎকারণ বলিয়াছেন। ১৯০

ভাল, সুরেশ্ববাচার্য্য যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মেব অন্তোক্তাধ্যাস সিন্ধ বলিয়া মানিয়া লইয়া, পরমাত্মাকে (ব্রহ্মকে) জগতের কারণ বলিয়া ব্যবহার করিয়াছেন ইহা কি প্রকারে জানিলেন?—এইরূপ প্রশ্ন করা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন 'শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া সেই অর্থের অনুসরণে এই কথা বলিতেছি', ইহা দেখাইবার জন্য শ্রুতিবচন যথঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) উক্ত অর্থানুসারী শ্রুতি-  
প্রমাণ।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং যদ ব্রহ্ম তস্মাৎ সমুৎখিতাঃ।

খং বায়ুগ্নিজলোর্বোষধ্যন্নদেহা ইতি শ্রুতিঃ ॥১৯১

অর্থ—সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ খং ব্রহ্ম তস্মাৎ খম্ বায়ুগ্নিজলোর্বোষধ্যন্নদেহাঃ সমুৎখিতাঃ ইতি শ্রুতিঃ।

অনুবাদ—সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, ওষধি, অন্ন ও দেহ উৎপন্ন হইয়াছে—এই অর্থের এক শ্রুতিবচন রহিয়াছে।

টীকা—তৈত্তিরীয়োপনিষদে (ব্রহ্মবলী, ১) আছে [সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম (১)]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ; তদনন্তর (২) মস্ত্রে পঠিত হয় [তস্মান্না এতস্মাৎ আকাশঃ সমুৎখিতঃ আকাশাদায়ুঃ বায়োরগ্নিঃ ইত্যাদি]—পূর্বে সেই ব্রাহ্মণোক্ত এবং এই স্থলে এই মস্ত্রোক্ত প্রত্যগরূপ ব্রহ্ম হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু উৎপন্ন হইল, বায়ু হইতে অগ্নি ইত্যাদি। ১৯১

ভাল, উক্ত অর্থের শ্রুতিবচনে পরমাত্মা হইতে জগতের উৎপত্তির প্রমাণ পাওয়া গেল; উক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা অন্তোক্তাধ্যাস কি প্রকারে বুঝা যায়? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

(খ) ১০০ শ্লোকোক্ত অশ্রো-  
ত্যাধাস গন্তশ্লোকোক্ত  
শ্রুতিবচনদ্বারা সিদ্ধ।

আপাতদৃষ্টিতত্ত্বত্র ব্রহ্মণো ভাতি হেতুত।

হেতোশ্চ সত্যতা তস্মাদন্যোন্ত্যাধাস ইষ্যতে॥১১২

অর্থ—তত্র আপাতদৃষ্টিতঃ ব্রহ্মণঃ হেতুত ভাতি, হেতোঃ সত্যতা চ; তস্মাৎ  
অন্যোন্ত্যাধাসঃ ইষ্যতে।

অনুবাদ—উক্ত শ্রুতিবচন হইতে আপাতদৃষ্টিতে অর্থাৎ শ্রুতিবচনের সমাক্  
বিচার না করিলেও, ( নিগূর্ণ বলিয়া অহেতু ) ব্রহ্ম হেতু বলিয়া প্রতীত  
হইতেছেন, আর ( মায়ায় চিদাভাস প্রতিবিম্ব এবং সেইহেতু অসত্য ) ঈশ্বররূপ  
হেতুও সত্য বলিয়া প্রতীত হইতেছে। সেইহেতু অন্যোন্ত্যাধাস অঙ্গীকার  
করিতেই হয়।

টীকা—“তত্র”—সেই ১০১ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে। সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ( নিগূর্ণ )  
ব্রহ্মের জগৎকারণতা এবং মায়া বাহার অধীন, সেই মায়াপ্রতিবিম্বিত ( অসত্য ) চিদাভাসরূপ  
জগৎকারণের সত্যতা উক্ত শ্রুতিবচনের অর্থবিচার বিনাই ( অর্থাৎ সমাক্ প্রমিত না হইলেও )  
আপাতপ্রতীত হইতেছে; তাহা অন্যোন্ত্যাধাস বিনা সম্ভব হয় না। সেইহেতু অন্যোন্ত্যাধাস  
অঙ্গীকৃত হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য। অভিপ্রায় এই—নিগূর্ণ ব্রহ্মের সত্ত্ব হইয়া জগৎকারণ  
হওয়া এবং মায়াবীণ অসত্য চিদাভাসের ( অর্থাৎ ঈশ্বরের ) সত্য বলিয়া প্রতীত হওয়া তত্বদ্বয়ে  
পৰস্পরবেব অধ্যাস বিনা সম্ভব নহে। যেমন লৌহপিণ্ডের দাহকতা এবং অগ্নিব গুরুত্ব  
পৰস্পরব্যাধাস বিনা সম্ভবে না, সেইরূপ। ১১২

এইরূপে পরস্পরব্যাধাসদ্বারা সিদ্ধ যে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের একতা, তাহা এই প্রকরণের ১ হইতে  
৩ শ্লোকে, উদাহরণস্বরূপে বর্ণিত অম্ললিপ্ত পটের দৃষ্টান্তটি স্মরণ করাইয়া, দৃঢ় করিতেছেন :—

(১) বর্ণিত পটের দৃষ্টান্ত-  
দ্বারা পূর্বশ্লোকোক্ত  
অর্থ ব দৃষ্টিকরণ।

অন্যোন্ত্যাধাসরূপোহসাবল্লিপ্তপটো যথা।

ঘটিতে নৈকতামেতি তদ্বদ্ভ্রান্ত্যৈকতাং গতঃ॥১১৩

অর্থ—যথা অম্ললিপ্তপটঃ ঘটিতেন ( পটেন ) একতাম্ এতি, তদ্বৎ অসৌ অন্যোন্ত্যাধাসরূপঃ  
ভ্রান্ত্যৈ একতাম্ গতঃ।

অনুবাদ—( যেমন চিত্রাঙ্কন জন্ত গৃহীত শুদ্ধ ) বস্ত্রখণ্ড, অম্লমণ্ডলিপ্ত ( হইয়া  
ঘটিত হইলে সেই ) ধর্মবিশিষ্ট বস্ত্রখণ্ডের সহিত ( ভ্রান্তিবশতঃ ) একতা প্রাপ্ত হয়,  
সেইরূপ পরব্রহ্ম ও ঈশ্বর এই অন্যোন্ত্যাধাসরূপ ভ্রান্তিবশতঃ একতাপ্রাপ্ত হন  
অর্থাৎ উভয়ের স্বরূপ এক আকারে প্রতীত হয়।

টীকা—নিরূপাধিক পরব্রহ্ম ও সোপাধিক ঈশ্বরের অভিন্নাধিষ্ঠানরূপতা দেখাইবার জন্ত  
দৃষ্টান্তে একই বস্ত্রখণ্ডের দুই আকারে দুইবার উল্লেখ হইল। ১১৩

ভ্রান্তিবশতঃ ব্রহ্মের ঈশ্বরের সহিত একতাপ্রাপ্তিবিশয়ে ঘটিত বস্ত্রখণ্ডের দৃষ্টান্ত বলিয়া,



আপাতদর্শী অর্থাৎ অবিচারদৃষ্টি পুরুষ যে সেই ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ উপলব্ধি করিতে পারে তদ্বিষয়ে পূর্ববর্ণিত অর্থাৎ ২০ শ্লোকোক্ত অস্ত্র দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(৫, পরব্রহ্ম ও ঈশ্বরের একতাবিষয়ে অন্য দৃষ্টান্ত।) **মেঘাকাশমহাকাশৌ বিবিচ্যেতে ন পামরৈঃ।**  
**তদব্রহ্মেশয়োত্রৈক্যং পশ্যন্ত্যাপাতদর্শিনঃ ॥১৯**

অর্থ—পামরৈঃ মেঘাকাশমহাকাশৌ ন বিবিচ্যেতে, তবং আপাতদর্শিনঃ ব্রহ্মেশয়োত্রৈক্যম্ পশ্যন্তি।

অনুবাদ—অল্পবুদ্ধি লোকে যেরূপ মেঘাকাশ ও মহাকাশের পার্থক্য উপলব্ধি করিতে পারে না, সেইরূপ আপাতদর্শী লোকে ঈশ্বর ও ব্রহ্মের ( পার্থক্য অনুভব করিতে না পারিয়া ) একাই অনুভব করিয়া থাকে।

টীকা—“ত্রৈক্যম্ পশ্যন্তি”—ইহার অর্থ ‘ভেদম্ ন পশ্যন্তি’—ভেদ দেখিতে পায় না। ১৯৪  
তাহা হইলে ব্রহ্ম ও ঈশ্বরের ভেদ-প্রতীতি কি প্রকারে হইতে পারে? এটাই বলিতেছেন :—

(৬) শ্রুতিষড়্লিঙ্গ দ্বারা **উপক্রমাদিভিলিঙ্গৈস্তাৎপর্য্যস্ত বিচারণাৎ।**  
**অসঙ্গং ব্রহ্ম মায়াবী সৃজত্যেষ মহেশ্বরঃ ॥ ১৯৫**

অর্থ—উপক্রমাদিভিঃ লিঙ্গৈঃ তাৎপর্য্যস্ত বিচারণাৎ ব্রহ্ম অসঙ্গম্; মায়াবী এষ মহেশ্বরঃ সৃজতি।

অনুবাদ—শ্রুতিষড়্লিঙ্গদ্বারা তাৎপর্য্য বিচার করিলে পাওয়া যায়—ব্রহ্ম অসঙ্গ; এবং মায়াবী যে এই মহেশ্বর, ইনিই ( জগৎ ) সৃজন করেন।

টীকা—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ষতা ফলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্য্য নির্ণয়ে।” উপক্রম-উপসংহারের একরূপতা, অভ্যাস, অপূর্ষতা, ফল, অর্থবাদ ও উপপত্তি,—এই ছয়টি “শ্রুতিষড়্লিঙ্গ” অর্থাৎ বৈদিকবাক্যের তাৎপর্য্য জ্ঞানের হেতু। ধূমদ্বারা বজ্র আস্ত্রের জ্ঞান হয় বলিয়া ধূম বহির ‘লিঙ্গ’; সেইরূপ উক্ত ছয়টির দ্বারা শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্যের জ্ঞান হয় বলিয়া উহাদিগকে ‘শ্রুতিষড়্লিঙ্গ’ বলে। (১) ( বৈদিক বাক্যসমূহরূপ ) গ্রন্থের আরম্ভে যে অর্থ পাওয়া যায়, গ্রন্থের সমাপ্তিতে সেই অর্থ পাওয়া গেলে, উপক্রমোপসংহারের একরূপতা আছে বলা হয়, যেমন ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ের উপক্রমে অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা শুনা যায় এবং উপসংহারেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের কথা পাওয়া যায়। (২) পুনঃ পুনঃ কথনের নাম ‘অভ্যাস’। ছান্দোগ্য উপনিষদের ষষ্ঠাধ্যায়ে “তত্ত্বমসি” এই বাক্যটি নয়বার আছে; এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্ম বিষয়ে ‘অভ্যাস’ রহিয়াছে। (৩) প্রমাণান্তরদ্বারা অজ্ঞাততাকে ‘অপূর্ষতা’ বলে; অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষদ্রূপ শব্দপ্রমাণ ভিন্ন অন্য প্রমাণের বিষয় নহেন। এইহেতু অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞাততারূপ ‘অপূর্ষতা’ আছে। (৪) অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা মূলসহিত শোক-মোহ-নিরস্তিরূপ ‘ফল’ কথিত হইয়াছে। (৫) স্তুতি অথবা নন্দার বোধক বচনকে

‘অর্থবাদ’ কহে। অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি উপনিষদে স্পষ্ট রহিয়াছে। (৬) বর্ণিত অর্থের অনুকূল যুক্তিকে ‘উপপত্তি’ বলে। ছান্দোগ্যোপনিষদে, সকল পদার্থেরই ব্রহ্ম হইতে অভেদ নবন জন্ম, কার্যের কারণ হইতে অভেদ অনেক দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপাদিত হইয়াছে। (পঞ্চমাধ্যায়ের শেষে ‘গ’ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) এই প্রকারে বর্ণিত ছয়টি লিঙ্গের দ্বারা শ্রুতিব তাৎপৰ্য্য নিশ্চয় করিলে পর “অবগম্যতে”—বুঝিতে পারা যায়—এই প্রকারে ক্রিয়াপদ যোজনা করিতে হইবে। “এক অসঙ্গম্, মায়াবী স্রষ্টা”—ব্রহ্ম অসঙ্গ এবং মায়াতে প্রতিবিম্বরূপ যে ঈশ্বর, তিনিই স্রষ্টা অর্থাৎ জগতের কর্তা। ১৯৫

শ্রুতিবচন বিষয়ে উপক্রম বা আরম্ভ এবং উপসংহার বা সমাপ্তি, উভয়েব একরূপতা দেখাইয়া ব্রহ্মের বর্ণিত অসঙ্গতা স্পষ্ট করিতেছেন :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেতুপক্রম্যোপসংহতম্ ।  
যতো বাচো নিবর্তন্ত ইত্যসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ ॥ ১৯৬

(৯) ব্রহ্মের অসঙ্গতার  
স্পষ্টীকরণ।

অর্থ—“সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্” চ ইতি উপক্রম্য “যতঃ বাচঃ নিবর্তন্তে” ( ইতি ) উপসংহতম্ ইতি অসঙ্গত্বনির্ণয়ঃ ( ভবতি ) ।

অনুবাদ ও টীকা—( তৈত্তিরীয় উপনিষদের ব্রহ্মবল্লী—১ ) ‘ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ’ এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া, ‘যে ব্রহ্ম হইতে বচনসকল ফিরিয়া আইসে’—এইরূপে উপসংহার করা হইয়াছে। এইরূপে ব্রহ্মের অসঙ্গতার নির্ণয় হয়। ‘ভবতি’ ( হয় )—এই ক্রিয়াপদযোগে বাক্য শেষ করিতে হইবে। ১৯৬

মায়ায় প্রতিবিম্বরূপ ( মায়াধীশ ) ঈশ্বরই যে ( জগতের ) স্রষ্টা—এই তত্ত্বের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন অর্থদ্বারা পাঠ করিতেছেন :—

মায়ী সৃজতি বিশ্বং সন্নিরুদ্ধস্তত্র মায়য়া ।  
অন্য ইত্যপরা ক্রতে শ্রুতিস্বেনেশ্বরঃ সৃজেৎ ॥ ১৯৭

(১০) ঈশ্বরের সৃষ্টি-শ্রুতি-  
পাদক দুইটি বচন।

অর্থ—মায়ী বিশ্বম্ সৃজতি, তত্র অন্যঃ মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ইতি অপবা শ্রুতিঃ ক্রতে, তেন ঈশ্বরঃ সৃজেৎ ।

অনুবাদ—‘যিনি মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ তিনিই বিশ্ব সৃজন করেন ; সেই বিশ্বে অন্য অর্থাৎ জীব মায়া দ্বারা সম্যক্ প্রকারে নিরুদ্ধ।’ এইরূপে অন্য এক শ্রুতি-বচন ( অর্থাৎ শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯ ) সেই কথাই বলিতেছেন। সেইহেতু ঈশ্বরই জগৎ সৃষ্টি করেন—এই কথা সিদ্ধ।

টীকা—[ ছন্দোগি বজ্রাঃ ক্রতবো ব্রতানি, ভূতং ভবাং যচ্চ বেদা বদন্তি। অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্ত্বস্মিন্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।৯ ]—এই শ্রুতিবচন ঈশ্বরের জগৎস্রষ্টা এবং সেই জগতে জীবের বন্ধন দেখাইতেছে, ইহাই তাৎপৰ্য্য। বিজ্ঞান-ভগবান্

উক্ত প্রতিবচনের টীকায় বলিতেছেন—“পরমেশ্বর নিজের মায়ীশক্তির দ্বারা পুরুষাংশসাধনের প্রতিপাদক বেদসমূহ, সেই বেদপ্রতিপাঠ যাগাদি এবং তৎসাধ্য ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান প্রপঞ্চ-সমূহ সৃজন করিয়া, নিজের মায়ীশক্তির বিবর্ত সমষ্টিব্যাপ্তিরূপ কার্যকারণাত্মক উপাধিতে, চন্দ্রের জল-প্রবেশের ন্যায়, অনুপ্রবেশ করিয়া অবিষ্টাকামকর্ম্মাদি দ্বারা নিরুদ্ধ হইয়া জীবনান লাভ করেন, ইহাই এই মন্ত্রে বলিতেছেন \* \* \*।” শেষাঙ্গের ব্যাখ্যা করিতেছেন—“অস্মাৎ”—আলোচ্য ‘অক্ষর’-নামক ব্রহ্ম হইতে পূর্বোক্ত এই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়, এইরূপে “সমস্ত সমুৎপত্তিতে” এই শব্দদ্বয় সংযোজন করিয়া অর্থ করিতে হইবে। কূটস্থ ব্রহ্ম কি প্রকারে জগৎপাদন হইতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন “মায়ী সৃজতে বিশ্বম্”—মায়ার প্রতিবিস্তৃত চৈতন্য বিশ্ব সৃজন করেন। কূটস্থও মায়োপাধিক বলিয়া মায়ীশক্তিবশে কূটস্থের বিশ্বস্রষ্টা হওয়া অসম্ভব নহে—ইহাই তাৎপর্য্য। ‘এতৎ’ শব্দের ‘অস্মাৎ’ এই শব্দের সহিত অঘর দেখান হইল। “তস্মিন্”—সেই সমষ্টিব্যাপ্তি-কার্যকারণাত্মক বিশ্বপ্রপঞ্চে “স এব মায়য়া সন্নিবদ্ধঃ”—মায়াদ্বারা নিষ্পত্তি সেই বিশ্বপ্রপঞ্চে মায়াদ্বারা সন্নিবদ্ধ অর্থাৎ সম্যক্ প্রকারে বদ্ধ এবং মায় দ্বারা ‘অন্ত’ হইয়া পরিবর্তিত হন, মায়ী বা মায়োপাধিক হইয়া, “এতৎ”—এই পূর্বোক্ত বিশ্ব সৃজন করেন—“ইতি বেদাঃ বদন্তি”—বেদসমূহ এইরূপ কহিয়া থাকেন। অথবা—“অস্মাৎ ব্রহ্মণঃ মায়য়া অন্তঃ সন্, তস্মিন্ নিবদ্ধঃ বদ্ধঃ”—এইরূপেও দূরায় হইতে পারে। ১২৭

৫। ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার।

এইরূপে আনন্দময় কোশরূপ ঈশ্বরের জগৎকারণতা প্রতিপাদন করিয়া, সেই ঈশ্বর হইতে জগতের উৎপত্তির প্রকার বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ঈক্ষণ অর্থাৎ আলো-আনন্দময় ঈশোহয়ং বহু স্মামিত্যৈবৈক্ষত।

চনপুষ্পক হিরণ্যগর্ভের  
উৎপত্তি।

হিরণ্যগর্ভরূপোহভূৎ সৃষ্টিঃ স্বপ্নো যথা ভবেৎ ॥১২৮

অঘর—অয়ম্ আনন্দময়ঃ ঈশঃ বহু স্মাম্ ইতি অবৈক্ষত, (ঈক্ষিত্বা চ) হিরণ্যগর্ভরূপঃ অভূৎ, যথা সৃষ্টিঃ স্বপ্নঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—এই আনন্দময়রূপ ঈশ্বর, ‘আমি বহু হইব’ এই প্রকার জ্ঞানদৃষ্টি বা ঈক্ষণ অর্থাৎ আলোচনা করিলেন। তিনি হিরণ্যগর্ভরূপ হইলেন, যেমন স্রষ্টা স্বপ্নরূপ ধারণ করে, সেই প্রকার।

টীকা—‘ঈক্ষণ করিয়া হিরণ্যগর্ভ হইলেন’ এইরূপ অর্থ পাইবার জন্য ‘ঈক্ষিত্বা’ শব্দের যোজন্য করিয়া অঘর করিতে হইবে ; সেই বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন স্রষ্টা স্বপ্নরূপ ধারণ করে”, সেইরূপ। ১২৮

[ তস্মাদ্ বা এতস্মাদ্ আয়নঃ আকাশঃ সঙ্কৃতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ৪ ]—সেই মন্তভাগোক্ত বা এই ব্রাহ্মণভাগোক্ত, আত্মা হইতে আকাশ উৎপন্ন হইল, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি—এই ঋতি বচন সক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। [ ইদং সর্বম্ অসৃজত যদিৎ কিঞ্চ—বৃহদা উ, ১২।৫ ]—

“এইরূপ চিন্তার পর সেই পূর্বোক্ত বাক্য ও মনের সংযোগে এই সমস্ত সৃষ্টি করিলেন, এই ঘাছা কিছু”—এই স্থলে যুগপৎ ( এককালে ) অক্রম সৃষ্টির কথা শুনা যায়। তাহা হইলে কোন শ্রুতি-বর্ণনাটি অর্থাৎ সক্রম বা অক্রম পক্ষ, গ্রহণ করিতে হইবে, আর কোনটিকে পরিত্যাগ করিতে হইবে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া উভয়পক্ষ শ্রোতাপ্রামাণ্যযুক্ত এবং যুক্তিসমর্থিত বলিয়া উভয় পক্ষই গ্রাহ্য অর্থাৎ অধিকারিভেদে অঙ্গীকার করা বাইতে পারে. ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা  
সক্রম ও অক্রম এই দুই  
প্রকার সৃষ্টির বর্ণন।

ক্রমেণ যুগপদৈষা সৃষ্টিজ্ঞেয়া যথাক্রমতি ।

দ্বিবিধশ্রুতিসম্ভাবাদ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ॥ ১১৯

অম্বয়—এষা ( জগৎ- ) সৃষ্টিঃ দ্বিবিধশ্রুতিসম্ভাবাৎ ক্রমেণ যুগপৎ বা যথাক্রমতি জ্ঞেয়া  
( শব্দ যোজনা এইরূপে হইবে, সেই দুই প্রকার সৃষ্টিবিষয়ে যুক্তি )—দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ ।

অমুবাদ—এই জগতের সক্রমসৃষ্টি অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে আকাশ, আকাশ হইতে বায়ু ইত্যাদি ক্রমে সৃষ্টির এবং অক্রমসৃষ্টির অর্থাৎ এক কালেই সমস্ত সৃষ্টির, প্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাওয়া যায় বলিয়া শ্রুতি যে প্রকারে বুঝাইয়াছেন সেই প্রকারেই সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে হইবে ; কেননা, স্বপ্নসন্দর্শনে স্বাপ্ন পদার্থের ক্রমিক উৎপত্তি ও যুগপৎ উৎপত্তি, উভয় প্রকারই দেখিতে পাওয়া যায় ।

টীকা—এই জগৎসৃষ্টি শ্রুতি-অমুসারে সক্রম ও অক্রম বা যুগপৎ এই উভয় প্রকারেরই, এইরূপ বুঝিতে হইবে ; কেননা, উভয় প্রকারেরই সমর্থক শ্রুতিবচন বিद्यমান এইরূপ অর্থ পাইবার মত শব্দযোজনা বা অম্বয় করিতে হইবে। সৃষ্টির এই উভয়প্রকারতাবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন, “দ্বিবিধস্বপ্নদর্শনাৎ”—স্বপ্নের পদার্থসম্বন্ধে ক্রমিক ও যুগপৎ এই উভয় প্রকারই দৃষ্ট হয় বলিয়া জগৎসৃষ্টিতেও উভয় প্রকারই সম্ভব—ইহাই তাৎপৰ্য। এই স্থলে ‘ক্রমসৃষ্টি’ শব্দদ্বারা “সৃষ্টিদৃষ্টি”বাদিগণের এবং ‘অক্রমসৃষ্টি’ শব্দদ্বারা “দৃষ্টিসৃষ্টি”বাদিগণের সিদ্ধান্ত স্থচিত হইতেছে। কোন কোন আচাৰ্য্য স্থূলবুদ্ধি শিষ্যকে বুঝাইবার জন্য প্রতিপাদন করিয়া থাকেন যে ‘সৃষ্টি’ প্রথমে বিद्यমান থাকে, পরে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা সেই সৃষ্টির ‘দৃষ্টি’ বা জ্ঞান হয়। ইহার নাম (১) সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ ; এই পক্ষে ঘটাদি অনাস্বপ্নবস্তুর সত্তা চৈতন্তের সত্তার হাব অজ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে অস্পষ্ট, বলিয়া মানা হয় এবং শুক্তিরজ্ঞতাতির সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত বলিয়া মানা হয়। ঘটাদি অনাস্বপ্নপদার্থ ব্যবহারিক সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ইহাদিগের সত্তা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা নিজে অস্পষ্ট করিয়া জ্ঞানজনক শব্দপ্রয়োগে অপরকে অস্পষ্ট করান যায় এবং শুক্তিরজ্ঞতাতি প্রোতিভাসিকসত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ নিজে অস্পষ্ট করিয়া অপরকে প্রত্যক্ষাদি প্রমাণদ্বারা অস্পষ্ট করাইতে পারা যায় না। ঘটাদি অনাস্বপ্নপদার্থ যেমন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় বলিয়া ব্যবহারিক, গুরুশাস্ত্রাদিও সেইরূপ ব্যবহারিক। (২) দৃষ্টিসৃষ্টিবাদে সমস্ত অনাস্বপ্নপদার্থেরই সত্তা জ্ঞাত অর্থাৎ বুদ্ধিতে উপস্থিত এবং সকল

অনাত্মপদার্থই শুক্লরজতাদির ন্যায় প্রাতিভাসিক বলিয়া সাক্ষিভাষ্য, প্রমাণের বিষয় নহে; তাহাদিগকে প্রমাণের বিষয় বলিয়া প্রত্যয় করা ভ্রান্তিরূপ। পদার্থের দর্শনই পদার্থের উৎপত্তি এবং পদার্থের অদর্শনই পদার্থের নাশ। যদি বলা যায় অদর্শনকে বিনাশ বলিয়া বুঝিলে প্রত্যভিজ্ঞা হয় কি প্রকারে? তদন্তরে বলা যাইবে ‘সেই দেবদত্ত এই’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা, নদীর প্রবাহে, দীপজ্যোতিঃপ্রবাহের এবং স্বাপ্ন পদার্থের প্রত্যভিজ্ঞার ন্যায় ভ্রান্তিরূপ, কেননা উত্তরকালিক অমৃতবস্তুর পূর্বকালিক অমৃতবস্তু হইতে একান্ত ভিন্ন। সেই কারণে গুরু-শাস্ত্রাদিও প্রাতিভাসিক। এই দৃষ্টিসৃষ্টিবাদেও মতভেদ আছে—সিদ্ধান্তমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত হইয়াছে যে সৃষ্টি দৃষ্টি বা জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞান হইতে ভিন্ন সৃষ্টি নাই। আবার অনেক আকরগ্রন্থে অব্যত হইয়াছে যে দৃষ্টিসময়েই অর্থাৎ জ্ঞানসমকালেই সৃষ্টি হয়। জ্ঞানের পূর্বে অনাত্ম বস্তু নাই। এই উভয় পক্ষই অদ্বৈত বেদান্তশাস্ত্রসম্মত; ব্যাবহারিক সৃষ্টিদৃষ্টিবাদ এবং প্রাতিভাসিক দৃষ্টি-সৃষ্টিবাদ উভয়ই ঋতির অমুসরণে স্থাপিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ব্যাবহারিক পক্ষে ব্যাবহারিক সুবর্ণাদি পদার্থ হইতে কুণ্ডলাদি কাঁথোর সিদ্ধি হয়, এবং প্রাতিভাসিক পক্ষে প্রাতিভাসিক পদার্থ হইতে সেইরূপ কাঁথোর সিদ্ধি হয় না বটে, তথাপি (১) অধিষ্ঠানজ্ঞানদ্বারা কাঁথোর ব্যা (২) সদস্য হইতে বিলক্ষণতা (এবং সেইহেতু) বাধ্যযোগ্যতারূপ অনির্কচনীয়তা এবং (৩) কাঁথোর আপন অধিষ্ঠানে পারমাণবিক অভাবরূপতা, উভয় পক্ষেই তুল্যরূপ। এইহেতু ব্যাবহারিক পক্ষ মানিলেও কোন ক্ষতি নাই। এই কারণেই অধিকারিভেদে উভয় পক্ষই বেদে এবং অদ্বৈতপর গ্রন্থসমূহে গৃহীত হইয়াছে। ১১১

হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

**সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্বজীবঘনাত্মকঃ।**

(গ হিরণ্যগর্ভের স্বরূপ।

**সর্বাংমানধারিত্বাৎ ক্রিয়াজ্ঞানাদিশক্তিমান ॥১০০**

অর্থ—সূত্রাত্মা সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ সর্বাংমানধারিত্বাৎ সর্বজীবঘনাত্মকঃ, (তথা) ক্রিয়া-জ্ঞানাদিশক্তিমান।

অমুবাদ—যিনি হিরণ্যগর্ভ, তিনি জগৎপটের সূত্রস্থানীয় বলিয়া সূত্রাত্মা নামে কথিত; তাঁহার নামান্তর সূক্ষ্মদেহ; সূক্ষ্মশরীর যাহাদের উপাধি এইরূপ সমস্ত জীবের তিনি সমষ্টিস্বরূপ; কেননা, ব্যাষ্টি লিঙ্গশরীর মাট্রেই তাঁহার অহং-বুদ্ধি; তিনি (ইচ্ছাশক্তি), জ্ঞানশক্তি এবং ক্রিয়াশক্তিসম্পন্ন।

টীকা—“সূত্রাত্মা”—বস্ত্রে ধেরূপ সূত্র অমুসৃত, অগতে সেইরূপ অমুসৃত হইয়াছে ‘আত্মা’ বা স্বরূপ বাঁহার, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ; তিনি কিরূপ?—“সূক্ষ্মদেহাখ্যঃ”—“সূক্ষ্মদেহ” হইয়াছে আখ্যা বা নাম বাঁহার, সেইরূপ, আবার “সর্বজীবঘনাত্মকঃ”—লিঙ্গশরীররূপ উপাধিবিশিষ্ট সমস্ত জীবের ঘনাত্মক বা সমষ্টিস্বরূপ। সেই হিরণ্যগর্ভ কি প্রকারে সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ হইলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“সর্বাংমানধারিত্বাৎ”—সমস্ত ব্যাষ্টি লিঙ্গশরীরে ‘আমিই এই’ এইরূপ

অভিনানবিশিষ্ট বলিয়া হিরণ্যগর্ভ সমস্ত জীবের সমষ্টিস্বরূপ, ইহাই তাৎপর্য্য ; আবার “জ্ঞান-ক্রিয়াশক্তিমান্”—জ্ঞানশক্তি, ক্রিয়াশক্তি ইত্যাদিরূপ শক্তিসমম্বিত ; আদি শব্দদ্বারা ‘ইচ্ছা-শক্তি’ গৃহীত হইয়াছে । ২০০

হিরণ্যগর্ভাবস্থায় জগৎপ্রতীতি কিরূপ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

যা হিবণ্যগর্ভাবস্থায়  
জগৎপ্রতীতিব দৃষ্টান্ত ।

প্রত্যুষে বা প্রদোষে বা মন্মে মন্দে তমস্ময়ম্ ।

লোকো ভাতি যথা তদদম্পষ্টং জগদীক্ষ্যতে ॥২০১

অর্থ—যথা বা প্রত্যুষে বা প্রদোষে অয়ম্ লোকঃ মন্দে তমসি ময়ঃ ভাতি, তদ্বৎ অম্পষ্টম্ জগৎ দীক্ষ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন উষাকালে অথবা সায়াংকালে এই জগৎ মন্দাঙ্ককারে মগ্ন হইয়া ( অম্পষ্টভাবে ) প্রকাশ পায়, সেইপ্রকার হিরণ্যগর্ভাবস্থায়, এই জগৎ অম্পষ্টরূপে দৃষ্ট হয় । ২০১

এই প্রকারে লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়া, দ্বিতীয় শ্লোকে—“যেমন দোত, ঘড়িত, লাক্ষিত ও রঞ্জিত পট”—এইরূপে বর্ণিত, লাক্ষিত পটের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিতেছেন :—

সর্বতো লাক্ষিতো মস্তা যথা স্মাদ্ ঘট্টিতঃ পটঃ ।

সূক্ষ্মাকারৈস্তথেশাস্ম বপুঃ সর্বত্র লাক্ষিতম্ ॥২০২

অর্থ—যথা ঘট্টিতঃ পটঃ সর্বতঃ স্তা লাক্ষিতঃ স্মাদ্ তথা ঈশস্ম বপুঃ সূক্ষ্মাকারৈঃ সর্বত্র লাক্ষিতম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন মণ্ডলিণ্ড, ঘড়িত চিত্রপট মসীময় রেখাপাতদ্বারা লাক্ষিত হয়, সেইরূপ মায়াবী ঈশ্বরের শরীরও ( অপধীকৃত ভূতসমূহের কার্য্য— ) সূক্ষ্মশরীরসমূহদ্বারা সর্বত্র লাক্ষিত বা চিহ্নিত হয় । ২০২

বিষয়টিকে শিষ্যবুদ্ধিতে সম্যকপ্রকারে স্থাপন করিবার জন্ত নিজের প্রচুরদৃষ্টান্তসংগ্রহ শক্তিবশতঃ অত্র দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

শাস্ত্রং বা শাকজাতং বা সর্বতোহঙ্কুরিতং যথা ।

কোমলং তদ্বদেবৈষ পেলবো জগদঙ্কুরঃ ॥ ২০৩

অর্থ—যথা শাস্ত্রম্ বা শাকজাতম্ বা সর্বতঃ কোমলম্ অঙ্কুরিতম্ তদ্বৎ এব এষঃ পেলবঃ জগদঙ্কুরঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন শাস্ত্রোৎপাদক বা শাকোৎপাদক উদ্ভিদ ( সমগ্র ক্ষেত্রে বা ) সর্ব্বাংশে কোমলতা লইয়া অঙ্কুরিত হয়, হিরণ্যগর্ভ ঠিক সেইরূপ জগতের কোমল অঙ্কুরস্বরূপ । ২০৩

এইরূপে হুত্রাঙ্কার স্বরূপ বিস্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়া সেই অপকীকৃতভূতকাৰ্য্য লিঙ্গশরীর-সমষ্টিরূপ হুত্রাঙ্কারই অবস্থাবিশেষরূপ অর্থাৎ পঙ্কীকৃত ভূতপঞ্চকের কাৰ্য্যরূপ উপাধিবিশিষ্ট যে বিরাট, তাঁহারই স্বরূপ, সেই তিনটি দৃষ্টান্তদ্বারা বিস্পষ্ট করিতেছেন :—

(৬) পুরোক্ত দৃষ্টান্তসমূহ  
দ্বারা বিরাটের বর্ণন।

আতপাভাতলোকো বা পটো বা বর্ণপূরিতঃ ।

শস্যং বা ফলিতং যদ্বং তথা স্পষ্টবপুর্বিরাট ॥২০৪

অর্থ—যদ্বং বা আতপাভাতলোকঃ বা বর্ণপূরিতঃ পটঃ বা ফলিতম্ শস্যম্ তথা স্পষ্টবপুঃ বিরাট।

অনুবাদ—রৌদ্রোজ্জ্বল বিশ্বপদার্থসকল অথবা বর্ণপূরিত অর্থাৎ হরিতাল-হিঙ্গুলাদি রঞ্জিতচিত্রিত চিত্রপট অথবা ফলবান্ ধান্যাদি শস্য যেমন সুস্পষ্টরূপে প্রকাশ পায়, সেইরূপ বিরাডবস্থায় এই জগৎ সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়।

টীকা—“আতপাভাতলোকঃ”—সূর্য্যোদয় হইবার পর সূর্যালোকে যে বিশ্ব প্রকাশিত হয় ৥২০৪

এই বিরাটের অন্তঃস্থ বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন :—

বিশ্বরূপাধ্যায় এষ উক্তঃ সূক্তেহপি পৌরুষে ।

ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তানেতস্ত্যাবয়বান্ বিদ্রুঃ ॥ ২০৫

অর্থ—বিশ্বরূপাধ্যায়ে পৌরুষে সূক্তে অপি এষ উক্তঃ ; ধাত্রাদিস্তম্বপর্য্যন্তান্ এতন্ম অবয়বান্ বিদ্রুঃ ।

অনুবাদ—বিশ্বরূপাধ্যায়ে অর্থাৎ যজুর্বেদসংহিতার দ্বিতীয়াষ্টকের পঞ্চমাধ্যায়ে এবং পুরুষসূক্তে অর্থাৎ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায়—“দশোপনিষৎ”নামক আরণ্যকে চিন্তিনামক তৃতীয়োপনিষদের এক প্রকরণে এবং ঋগ্বেদ ১০ম মণ্ডলের ৯০ সূক্তে এই বিরাট বর্ণিত আছে। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎকে বেদবেত্তাগণ বিরাট পুরুষের অবয়ব বলিয়া জানেন।

টীকা—ভাল, সেই বিশ্বরূপাধ্যায় প্রভৃতিতে বিরাটের রূপ কি প্রকার বর্ণিত আছে? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া তৃণ পর্য্যন্ত চরাচর জগৎই তাঁহার রূপ—“ব্রহ্মা হইতে” ইত্যাদি। ২০৫ -

৬। সর্বরূপ ঈশ্বরের উপাসনার ফল।

১২২ হইতে ২০৫ পর্য্যন্ত শ্লোকদ্বারা বর্ণিত সকল মতেরই অবিরুদ্ধ ঈশ্বরের যে স্বরূপ নির্ণীত হইল, তদ্বারা কি পাওয়া গেল? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে তিনটি শ্লোকদ্বারা বলিতেছেন যে, অন্তর্ধ্যামী হইতে আরম্ভ করিয়া কুন্দালক প্রভৃতি পর্য্যন্ত সমস্ত বস্তুর প্রত্যেকটিই ঈশ্বররূপে পূজা কর :—

ঈশসূত্রবিরাড্বেধো বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহুয়ঃ ।

বিষ্ণুভৈরবমৈরালমারিকায়ক্ষরাক্ষসাঃ ॥ ২০৬

(ক) অন্ত্যামী হইতে  
কুন্দালাদি পর্য্যন্ত সকলই  
ঈশ্ববভাবে পূজ্য ; সেই  
পূজ্য ফলের প্রমাণ ।

বিপ্রাক্ষত্রিয়বিটশূদ্রা গবাম্মৃগপক্ষিণঃ ।

অশ্বখবটচ্যুতাত্মা যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ ॥ ২০৭

জলপাষণমৃৎকাষ্ঠবাস্ত্রাকুন্দালকাদয়ঃ ।

ঈশ্বরঃ সর্ব এবৈতে পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ॥ ২০৮

অর্থ—ঈশসূত্রবিরাড্বেধঃ বিষ্ণুরুদ্রেন্দ্রবহুয়ঃ বিষ্ণুভৈরবমৈরালমারিকায়ক্ষরাক্ষসাঃ বিপ্রাক্ষত্রিয়-  
বিটশূদ্রাঃ গবাম্মৃগপক্ষিণঃ অশ্বখবটচ্যুতাত্মাঃ যবব্রীহিতৃণাদয়ঃ জলপাষণমৃৎকাষ্ঠবাস্ত্রাকুন্দালকাদয়ঃ  
এতে সর্বের এত ঈশ্বরঃ ; পূজিতাঃ ফলদায়িনঃ ( ভবন্তি ) ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্ত্যামিরূপ ঈশ্বর, সূত্রাত্মা, বিরাট, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, ইন্দ্র, অগ্নি, বিশ্বরাজ গণেশ, ভৈরব, মৈরাল, মারিকা দেবী, যক্ষ ও রাক্ষস, বিপ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এবং গো, অশ্ব, মৃগ, পক্ষী, এবং অশ্বখ, বট, আম্র প্রভৃতি বৃক্ষ, এবং যব, ব্রীহি, তৃণপ্রভৃতি, জল, পাষণ, মৃৎ, কাষ্ঠ, বাস্ত্রা, কুন্দালক প্রভৃতি, ইহাদের সকলই ঈশ্বর । ইহারা পূজিত হইলে ফল প্রদান করিয়া থাকেন । ২০৬, ২০৮

[ তং যথা যথোপাসতে তদেব ভবন্তি—অজ্ঞাতাকর শ্রুতিবচন ] ‘সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করা হয়, ফলপ্রাপ্তিও তদনুরূপ হইয়া থাকে’—এই শ্রুতিবচনই সেই সেই ঈশ্বরের পূজ্য যে সেই সেই ফল আছে, তদ্বিশেষে প্রমাণ ; ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থে শ্রুতি-  
প্রমাণ, ফলবৈষম্যবিষয়ে  
শঙ্কা সমাধান ।

যথা যথোপাসতে তং ফলমীযুস্তথা তথা ।

ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানুসারতঃ ॥ ২০৯

অর্থ—তন্ম যথা যথা উপাসতে তথা তথা ফলম্ ঈশ্বঃ ; ফলোৎকর্ষাপকর্ষৌ তু পূজ্যপূজানু-  
সারতঃ ( ভবতঃ ) ।

অনুবাদ—লোকে সেই ঈশ্বরের যেমন যেমন উপাসনা করে, ঠিক তদনুরূপ ফল প্রাপ্ত হয় । ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ পূজ্যের স্বরূপ ও পূজ্যের তারতম্যানুসারে হইয়া থাকে । ( “যে যথা মাং প্রপত্ত্বন্তে” ইত্যাদি ভগবদ্বাক্য এই শ্রুতিবচনেরই প্রতীক্ষনি । )

টীকা—( শঙ্কা ) ভাল, সকল বস্তুই যখন ঈশ্বররূপ, তখন ফলের তারতম্য হয় কেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, পূজ্যের অর্থাৎ অধিষ্ঠাতৃদেবতার এবং পূজ্যের অর্থাৎ অর্চনাদির সাত্ত্বিকতাদিভেদবশতঃ বৈষম্য ঘটিয়া থাকে—‘ফলের উৎকর্ষ ও অপকর্ষ’ ইত্যাদি দ্বারা । ২০৯



### অর্ধেকতত্ত্বজ্ঞের জ্ঞানে সবিশেষ উপযোগী তত্ত্বকথা

১। জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধির চালনা নিশ্চয়োজন; বিচারপূর্বক তত্ত্বভয়ের একতা।

(শঙ্ক) এইরূপ ঈশ্বরের উপাসনায় সাংসারিক ফললাভ হইতে পারে, মানিলাম; কিন্তু কোন্ দেবতার উপাসনায় মুক্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—জ্ঞান বিনা অস্ত্র কোনও প্রকারে মুক্তি হইতে পারে না :—

(ক) জ্ঞানস্বারা ই মুক্তি-  
লাভবিষয়ে স্বপ্নদৃষ্টান্ত।

মুক্তিস্ত ব্রহ্মতত্ত্বস্ত জ্ঞানাদেব ন চান্যথা।

স্বপ্রবোধং বিনা নৈব স্ব-স্বপ্নো হীয়তে যথা ॥২১০

অর্থ—মুক্তি: তু ব্রহ্মতত্ত্বস্ত জ্ঞানং এব, ন চ অন্তথা, যথা স্বপ্রবোধম বিনা স্বপ্নঃ ন এব হীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, অন্যপ্রকারে হয় না, যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার নিবারণের জগ্য নিজের জাগরণ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই, সেইরূপ।

টীকা—জ্ঞান হইতেই মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“যেমন নিজের স্বপ্নাবস্থার” ইত্যাদি। নিজের জাগরণ বিনা যেমন নিজনিদ্রাকল্পিত স্বপ্ন নিবৃত্ত হয় না, সেই প্রকার ব্রহ্মতত্ত্বের জ্ঞান বিনা—‘আমিই নিরতিশয় স্মৃৎস্বরূপ ব্রহ্ম’—এইরূপ জ্ঞান না হইলে, ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞানদ্বারা কল্পিত আপনার জন্মমরণাদিরূপ সংসার নিবৃত্ত হয় না—ইহাই তাৎপৰ্য্য। ২১০

(শঙ্ক) ভাল, দ্বৈতনিবৃত্তিরূপ যে মুক্তির কথা বলা হইল এবং স্বপ্নের দৃষ্টান্ত দিয়া যাহাকে তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য বলিয়া বর্ণনা করা হইল, তাহা ত’ বিচারসহ নহে; কেননা, যে দ্বৈতের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহা আদৌ স্বপ্নতুল্য নহে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান)—এই দ্বৈত, এক বস্তুকে অস্ত্র বলিয়া অর্থাৎ বিপরীতস্বরূপে গ্রহণরূপ বলিয়া, ইহাতে ত’ স্বপ্নসাদৃশ্য রহিয়াছে, কেননা,—শ্রুতি বলিতেছেন—[ ত্রয়মপ্যত্যং সূক্ষ্মপুং স্বপ্নং মায়াশ্রম—নৃসিংহোত্তর তা, উ, ১ ]—(তট্টাকা)—এবম্ পাদত্রয়মাশ্রমি আরোপ্য তত্ত্ব অজ্ঞান-মিথ্যাজ্ঞানরূপেণ অবস্থমবহ—“ত্রয়মপ্যত্যং সূক্ষ্মপুং স্বপ্নমিতি”—জাগ্রদাদিকমেতৎ ত্রয়মপি সূক্ষ্মপুং—ন হি অত্র কিঞ্চিদপি বস্তু জ্ঞাত্যে তত্ত্বেন মূঢ়ৈঃ; স্বপ্নরূপং চৈতৎ ত্রয়ম্—অন্তথা জ্ঞানরূপত্বাৎ; তাৎপৰ্য্যম্ অবহ—“মায়াশ্রম” ইতি—‘এই প্রকারে আশ্রয় জাগ্রৎস্বপ্নসূপ্তিরূপ পাদত্রয়ের আরোপ করিয়া সেই তিনটিই অজ্ঞান ও মিথ্যাজ্ঞানরূপ বলিয়া অবস্থ, তাহাই বলিতেছেন—এই তিন অবস্থাই সূক্ষ্মপু ও স্বপ্ন অর্থাৎ জাগ্রদাদি তিন অবস্থাই সূক্ষ্মপুংবস্থা, যেহেতু এই তিন অবস্থাতে কিছুই সত্যবস্তু তত্ত্বজ্ঞানহীন লোকে যথার্থরূপে জানিতে পারে না; আবার এই তিন অবস্থা স্বপ্নরূপ—কেননা, এই তিন অবস্থাই—“অন্তথাগ্রহণরূপ”—(যাহা স্বপ্নের লক্ষণ)। তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন—‘এই তিন অবস্থাই মায়াশ্রম।’ শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন বলিয়া উক্তরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না; এই কথাই বলিতেছেন :—

## অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নোহয়মখিলং জগৎ ।

(খ) দ্বৈতজগৎ স্বপ্নতুল্য ।

## ঈশজীবাদিরূপেণ চেতনাচেতনাত্মকম্ ॥২১১

অর্থ—ঈশজীবাদিরূপেণ ( বর্তমানম্ ) চেতনাচেতনাত্মকম্ ( যৎ ) অখিলম্ জগৎ ( অস্তি ), অর্থম্ অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বে স্বপ্নঃ—এইরূপে অর্থ্য করিতে হইবে ।

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বর, জীবদেহ, প্রকৃতি চেতনাচেতনাত্মক এই যে সমগ্র জগৎ, ইহা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্বের ( জ্ঞান হইলে, তাহার তুলনায় ) স্বপ্নস্বরূপ ॥২১১

( শঙ্কা ) ভাল, ঈশ্বর ও জীব যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেন, তাহা হইলে তাঁহারা কি প্রকারে জগতের অন্তর্ভূত হইবেন ? এইরূপ প্রশ্না করিয়া বলিতেছেন যে, ( সমাধান )—ঈশ্বর ও জীব মায়ার দ্বারাই কল্পিত বলিয়া জগতের অন্তঃপাতী :—

(গ) ঈশ্বর ও জীব জগৎ-  
তের অন্তর্ভূত ।

## আনন্দময়বিজ্ঞানময়াবীশ্বরজীবকৌ ।

## মায়য়া কল্পিতাবেতৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥২১২

অর্থ—আনন্দময়বিজ্ঞানময়ো ঈশ্বরজীবকৌ এতৌ মায়য়া কল্পিতৌ, তাভ্যাম্ সর্বম্ প্রকল্পিতম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—আনন্দময় ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় জীব এই উভয়ই মায়ার দ্বারা কল্পিত এবং তত্ত্বদ্বারা ই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে । ২১২

( শঙ্কা ) ভাল, “তত্ত্বদ্বারা ই সমস্ত জগৎ কল্পিত হইয়াছে”, এই যে বলা হইল, তন্মধ্যে কাহার দ্বারা কতটুকু জগৎ কল্পিত হইয়াছে ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ( সমাধান ) :—

(গ) জীব ও ঈশ্বরকৃত  
সৃষ্টির বিভাগ পূর্বক  
অবধি নির্ণয় ।

## ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশেন কল্পিতা ।

## জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ২১৩

অর্থ—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা ; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ । ( ৭১৪ ; ৮৬৯ শ্লোকরূপে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে । )

অনুবাদ—ঈক্ষণ বা সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে আরম্ভ করিয়া সৃষ্টিতে অনুপ্রবেশ পর্য্যন্ত সমস্ত ব্যাপার ঈশ্বরের দ্বারা কল্পিত এবং জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত সমুদায় ব্যাপার জীবদ্বারা কল্পিত ।

টীকা—[ স ঈক্ষত লোকান্ হু সৃজৈ—ঐতরেয় উ, ১।১।১ ]—তিনি আলোচনা ( চিন্তা ) করিলেন ‘আমি অন্তঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব’—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [ স এতমেব সীমানং বিদার্য্যএতয়া দ্বারা প্রাপত্ত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২ ]—‘পরমেশ্বর এইরূপ চিন্তাব পর মূর্খদেশ বিদারণপূর্বক সেই পথে ( জীব ) দেহে প্রবেশ করিলেন’—এই পর্য্যন্ত অংশে প্রতিপাদিত সৃষ্টি ঈশ্বর-বিরচিত । আর [ তন্ত্র ত্রয় আবস্থাঃ ত্রয়ঃ স্বপ্নাঃ—ঐতরেয় উ,

১।৩।১২ ]—‘এই প্রকারে জীবভাবে দেহে প্রবিষ্ট চিদাত্মাস্বরূপ পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি, যথা—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষুঃ ; (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ বা মন ; (৩) সুষুপ্তিসময়ে হৃদয়াকাশ (অথবা পিতৃশরীর, মাতৃগর্ভ এবং স্বীয় দেহ)’—এই স্থান হইতে আরম্ভ করিয়া [ স এতন্ম এব পুরুষং ব্রহ্ম ততন্ম অপশ্রুৎ - ঐ, ৩।১৩ ]—‘তিনি জীবরূপে অবস্থান করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারের কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ (ব্রহ্মতাব) দর্শন করিয়াছি, বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন’—এই পঞ্চম অংশে প্রতিপাদিত জাগ্রৎ হইতে মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীব-রচিত, ইহাই অর্থ। ২১৩

(শঙ্ক।) ভাল, ব্রহ্মই যদি একমাত্র পারমাণ্বিক সত্য, তাহা হইলে জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদিগণের মধ্যে বিবাদ কি হেতু ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—(সমাধান)—ব্রহ্ম ও আত্মার একতাব্রূপ বেদশ্রুতিসিদ্ধ তত্ত্ব, তাহার জ্ঞান না থাকাই বাদিগণের মধ্যে জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদের কারণ। ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) জীব ও ঈশ্বর লইয়া অদ্বিতীয়ং ব্রহ্মতত্ত্বমসঙ্গং তন্ম জানতে ।  
বাদিগণের বিবাদের কারণ  
—একমাত্র অজ্ঞান । জীবেশয়োর্মায়িকয়োর্বৈথব কলহং যযুঃ ॥ ২১৪

অর্থ—অদ্বিতীয়ম্ অসঙ্গম্ তৎ ব্রহ্মতত্ত্বম্ ন জানতে । মায়িকয়োঃ জীবেশয়োঃ বৃথা এব কলহম্ যযুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যে বাদিগণ অদ্বিতীয় অসঙ্গ ব্রহ্মের স্বরূপ জানে না, তাহারা ই মায়াকল্পিত জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বৃথাই কলহ করিয়া থাকে । ২১৪

ভাল, বাদিগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ অজ্ঞানের কাণ্ড বলিয়া সেই অজ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ম, আপনার (অর্থাৎ সিদ্ধান্তীর) স্মার জ্ঞানিগণকর্তৃক তাহারা ত’ বৃথাইবার যোগ্য ! এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—এইরূপ চেষ্টা বৃথাশ্রম বলিয়া, আমরা তাহাদিগকে বৃথাইতে বিরত, ইহাই বলিতেছেন :—

(৭) এইরূপ বিবাদকারি- জ্ঞাত্বা সদা তত্ত্বনিষ্ঠানমুদ্যমোদামহে বয়ম্ ।  
গণ জ্ঞানিগণের  
উপদেশের অযোগ্য । অনুশোচাম এবান্যান্ন ভ্রান্তৌবিবদামহে ॥ ২১৫

অর্থ—তত্ত্বনিষ্ঠান্ জ্ঞাত্বা বয়ম্ সদা অনুমোদামহে ; অন্যান্ন অনুশোচামঃ এব ; ভ্রান্তেঃ ন বিবদামহে ।

অনুবাদ—যাঁহারা তত্ত্বনিষ্ঠ বলিয়া আমাদের নিকট প্রতিভাত হন, আমরা সর্বদাই তাঁহাদিগের অনুমোদন করিয়া থাকি অর্থাৎ তাঁহাদিগের প্রতি যুদিত্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকি ; অপরকে দেখিয়া অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ও বিষয়ী পুরুষের সহিত

ব্যবহার করিতে হইলে, মৈত্রী ও করুণাবশতঃ সহানুভূতি করিয়া থাকি ; এবং যাহারা ভ্রান্ত অর্থাৎ পামর তাহাদের সহিত বিবাদে প্রবৃত্ত হই না।

টীকা—আচার্য্যপাদ পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মতে এই শ্লোকে জ্ঞানীর ব্যবহারে সংসারের চারি প্রকার লোককেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, যথা পামর, বিষয়ী, জিজ্ঞাসু ও মুক্ত। “পামর” বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রসংস্কাররহিত বলিয়া শাস্ত্রবিহিত ও শাস্ত্রনিষিদ্ধ উভয় প্রকার ভোগেই আসক্ত। ইহারা উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ (বা অল্প) ভেদে তিন প্রকার। শাস্ত্রবেত্তা হইয়াও যথেষ্ট ঐহিক ভোগে আসক্ত হইলে, উত্তম পামর ; অশাস্ত্রবেত্তা কিন্তু লোকমুখে শ্রুত শাস্ত্রার্থে বিশ্বাসবিহীন হইয়া, যথেষ্ট ঐহিক ভোগাসক্ত হইলে মধ্যম পামর ; এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসবান্ হইয়াও শাস্ত্রজ্ঞানহীনতাবশতঃ যথেষ্টাচারী হইলে কনিষ্ঠ পামর। এই তিন শ্রেণীর পামরেই বহিমুখ বলিয়া ‘ভ্রান্ত’পদদ্বারা সূচিত হইয়াছে। ইহাদের প্রতি উপেক্ষা বা মধ্যস্থবৃত্তিই কবণীয়া। “বিষয়ী” বলিতে বুঝিতে হইবে যাহারা শাস্ত্রবিধানানুসারে বিষয় ভোগ করে এবং ইহালোকে ও পরলোকে সুখভোগের নিমিত্ত কস্মীন্মুগ্ধান করে। “জিজ্ঞাসু” বলিতে বুঝিতে হইবে, গৃহাবা বৃষ্ণাছেন যে (১) বিষয়-সুখ অনিত্য, অনৈকান্তিক ও দুঃখগ্রস্ত অর্থাৎ আয়োজনের ও বক্ষণের ক্লেশদ্বারা এবং পরিণামে বিনাশভয়দ্বারা, আক্রান্ত ; (২) দুঃখনিবৃত্তি লোকিকোপায়সাধ্য নহে ; কেননা, দুঃখের সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না, অথবা নিবৃত্ত হইলেও ফিরিয়া আসিবে এবং (৩) শরীর, বাহ্য পুণ্য ও পাপ এই উভয়দ্বারা রচিত হয়, তাহা থাকিতে দুঃখনিবৃত্তি অসম্ভব। ( “জ্ঞানী” বা “মুক্তের” অভাব আলোচ্য শাস্ত্রে বর্ণিত। ) ইহাদের সহিত ব্যবহারে চিন্তপ্রসাদ অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে, পতঞ্জলির উপদিষ্টা নীতিই অনুসরণীয়া বলিয়া এই শ্লোকে উপদিষ্ট হইয়াছে। সেই নীতি এই—“মৈত্রীকরুণামৃদিতোপেক্ষাণাং সুখদুঃখপুণ্যাপুণ্যবিষয়াণাং ভাবনাত্তিত্ত্বপ্রসাদনম্ ( ১৩৩ )”—সুখী প্রাণিতে মিত্রতা, দুঃখী প্রাণিতে করুণা, পুণ্যবৃত্তি প্রাণিতে মৃদিতা বা হর্ষ, এবং অপুণ্যবৃত্তি অর্থাৎ পাপে রত প্রাণিসমূহে উপেক্ষা অর্থাৎ মধ্যস্থবৃত্তি ভাবনা করিবে। তাহা করিলে তাহাদের প্রতি ঈর্ষা, অপকারেচ্ছা, অহুয়া ও দ্বেষ প্রভৃতি চিন্তনলসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায়। তন্মধ্যে বিষয়া প্রাণিতে মৈত্রীবশতঃ, তাহাকে অবিচ্ছিন্ন দেখিয়া তাহার প্রতি, জ্ঞানহীন শিশুর প্রতি ধাত্রীর করুণার ন্যায়, জ্ঞানীর করুণা হয় এবং জিজ্ঞাসু বিষয়পরায়ণ হইয়াও আশ্বষকপ লাভ করিতে পারে নাই বলিয়া তাহার প্রতিও, বালকের মৈত্রীর ন্যায় মৈত্রীবশতঃ জ্ঞানাব করুণার সঞ্চার হয় এবং সেই সেই করুণাবশতঃ তত্ত্বজ্ঞের প্রতি অনুশোচনা হয়, যেমন ভীষ্মের প্রতি মৈত্রীবশতঃ অর্জুনের অনুশোচনা হইয়াছিল। জ্ঞানী সংসারভারমুক্ত হইয়াছেন বলিয়া তাহার প্রতি মৃদিতাবৃত্তি বা হর্ষভাবনা করিতে হয়, বাহাতে ঈর্ষা বা অহুয়া না আসিতে পারে। ২১৫

ঈশ্বরবিষয়ে ও জীববিষয়ে ভ্রান্তিবশতঃ বিবাদকারী বাদিগণের বিভাগ করিয়  
দেখাইতেছেন :—

(ছ) জীব ও ঈশ্বরবিষয়ে তৃণার্চকাদিযোগান্তা ঈশ্বরে ভ্রান্তিমাত্রিতাঃ ।

আস্থিবশতঃ বিবাদকারি-  
গণের বিভাগ ।

লোকায়তাদিসাংখ্যান্তা জীবে বিভ্রান্তিমাত্রিতাঃ ॥১১৬

অর্থ—তৃণার্চকাদিযোগান্তাঃ ঈশ্বরে ভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ ; লোকায়তাদিসাংখ্যান্তাঃ জীবে বিভ্রান্তিম্ আশ্রিতাঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—তৃণ-বৃক্ষাদির উপাসক হইতে যোগাচার্য্য পর্য্যন্ত সকলেই ঈশ্বরস্বরূপনির্ণয়ে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন এবং লোকায়তিক হইতে সাংখ্যাচার্য্য পর্য্যন্ত বাদিগণ জীবের স্বরূপবিচারে ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । ২১৬

কি কারণে তাহাদের ভ্রান্ততা ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(জ) বাদিগণের ভ্রান্ততা অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বং ন জানন্তি যদা তদা ।

অজ্ঞাননিবন্ধনঃ ; তাহারা  
মুক্তি ও হুখে বঞ্চিত ।

ভ্রান্তা এবাখিলাস্তেষাং ক মুক্তিঃ কেহ বা সুখম্ ॥১১৭

অর্থ—অদ্বিতীয়ব্রহ্মতত্ত্বম্ যদা ন জানন্তি, তদা অখিলাঃ ভ্রান্তাঃ এব ; তেষাম্ ক মুক্তিঃ, ইহ বা ক সুখম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যখন তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব জানে না তখন তাহারা সকলেই ভ্রান্ত ; সেই ভ্রান্তগণের মুক্তি কোথায় ? ( কোথাও নাই ) ; ইহলোকে তাহাদের সুখই বা কোথায় ? ( কোথাও নাই ) । ২১৭

( শঙ্কা ) ভাল, সেই বিবাদকারিগণের ব্রহ্মবিজ্ঞানভাব না হইলেও অপর যে শাস্ত্রবিদ্যা, তদ্বারা তাহাদের উত্তমোত্তমভাবপ্রাপ্তি ত' দেখা যায় । এইহেতু উত্তমতাপ্রযুক্ত সুখ ত', এইরূপ বিবাদকারিগণের মধ্যে কাহারও কাহারও, হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তদন্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে—( সমাধান )—সেই প্রকার উত্তমভাবভাব সুখ মুমুক্শুগণের আদরগীত নহে :—

( ষ ) অপরবিজ্ঞানভাব হুখ মুমুক্শুর অনাদরগীত ।

উত্তমোত্তমভাবশ্চেত্তেষাং স্মাদন্ত তেন কিম্ ? ।

স্বপ্নস্বরাজ্যভিক্ষাভ্যাং ন বুদ্ধঃ স্পৃশ্যতে খলু ॥ ১১৮

অর্থ—তেষাম্ উত্তমোত্তমভাবঃ চেৎ শ্রাৎ অন্ত, তেন কিম্ ? স্বপ্নস্বরাজ্যভিক্ষাভ্যাং বুদ্ধঃ খলু ন স্পৃশ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই বাদিগণের যদি উত্তমোত্তমভাব প্রাপ্তি হয়, হউক না কেন ; তাহাতে কি আসিয়া গেল ? কিন্তু যেমন স্বপ্নে দৃষ্ট রাজ্যলাভ অথবা ভিক্ষাবৃত্তি জাগ্রত পুরুষকে কখনই স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার আসক্তি বা বিদ্বেষ উজ্জ্বল করিতে পারে না, সেইরূপ সেই উত্তমোত্তম ভাব মুমুক্শুকে স্পর্শ করিতে পারে না—তাহার প্রয়োজনসাধক হয় না । ২১৮

জীব ও ঈশ্বরবিষয়ক বাদ মুক্তির হেতু নহে। সেইহেতু সেই প্রকার বাদে মুমুক্শুজনের বুদ্ধিচালনা অকরণীয়—এই বলিয়া উপসংহার করিতেছেন :—

(এ) মুমুক্শু ব্রহ্মবিচারই  
কর্তব্য, জীবেরবিষয়ক  
বিবাদ নিষিদ্ধ।

তস্মান্মুমুক্শুভিনৈব মতির্জীবেশবাদয়োঃ।

কার্য্যা কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বং বিচার্য্য বুধ্যতাম্ তৎ ॥২১৯

অর্থ—তস্মাৎ মুমুক্শুভিঃ জীবেশবাদয়োঃ মতিঃ ন কার্য্যা এব ; কিন্তু ব্রহ্মতত্ত্বম্ বিচার্য্য  
চ তৎ বুধ্যতাম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুক্শুগণের জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদে বুদ্ধিব চালনা  
নিশ্চিতই কর্তব্য নহে, কিন্তু কেবল ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারই করণীয় এবং সেই ব্রহ্মতত্ত্ব  
অবগত হওয়াই একমাত্র কার্য্য।

টীকা—তাহা হইলে—জীবেশ্বরবিষয়ক বিবাদ পরিত্যাজ্য হইলে, কি করা উচিত ?  
এই প্রশ্নাব্য উত্তরে বলিতেছেন যে, শ্রুতিবিচারদ্বারা ব্রহ্মজ্ঞানলাভই কর্তব্য অর্থাৎ কেবল  
বিচারই কালক্ষেপ করা উচিত নহে, কিন্তু সেই বিচারের ফলীভূত যে জ্ঞান তদ্বিষয়ে নিজেব কি  
প্রতিবন্ধ আছে, ইহা পরীক্ষা করিয়া শাস্ত্রোক্ত উপায়দ্বারা তাহার পরিহারসাধন করিয়া অচিরে  
অদ্বৈতাত্মতত্ত্বজ্ঞান সাধনীয়। ২১৯

(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মতত্ত্বের নিশ্চয় করিবার জন্য জীবেশ্বরের স্বরূপ হেয়রূপেও অর্থাৎ  
পরিত্যাজ্যরূপেও ত' জ্ঞাতব্য ?—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান)  
—তাহা হইলেও সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদেই বুদ্ধির পরিসমাপ্তি করা উচিত নহে :—

(এ) জীবেরবিষয়ক জ্ঞান  
পরিত্যাজ্যরূপেই গ্রহণীয়  
বলিয়া মানা যায়।

পূর্বপক্ষতয়া তৌ চেত্তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্।

প্রাপ্নুতোহস্ত নিমজ্জশ্ব তয়ো নৈব তাবতাবশঃ ॥২২০

অর্থ—পূর্বপক্ষতয়া তৌ তত্ত্বনিশ্চয়হেতুতাম্ প্রাপ্নুতঃ চেৎ, অস্ত ; এতাবতা তয়োঃ  
অবশঃ (সন্) ন নিমজ্জশ্ব।

অনুবাদ—যদি সেই সাংখ্যাদিকল্পিত জীবেশ্বরস্বরূপ, পরব্রহ্মতত্ত্ব নির্ণয়  
করিবার হেতু বলিয়া পূর্বপক্ষরূপে নির্ণয়যোগ্য হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু তাই  
বলিয়া সেই জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ লইয়া বাদে অবশ্য হইয়া নিমগ্ন হওয়া বিধেয়  
নহে। (যেহেতু সেই বাদের সীমা নাই এবং তাহা অনর্থের হেতু।)

টীকা—“এতাবতা”—পূর্বপক্ষরূপে পরব্রহ্মতত্ত্বনির্ণয়ের হেতু হওয়ার সম্ভাবনা আছে  
বলিয়া, “তয়োঃ”—সেই জীবেশ্বরবিষয়ক বাদে, তত্ত্বভয়ের স্বরূপনির্ণয়ে, “অবশঃ”—বিবেকজ্ঞান-  
শূন্য হইয়া, “ন নিমজ্জশ্ব”—নিমগ্ন হওয়া—ডুবিয়া যাওয়া, উচিত নহে, এইরূপে শব্দযোজনা  
কবিত হইবে। ২২০

(শঙ্কা) ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রোক্ত জীব ও যোগশাস্ত্রোক্ত ঈশ্বর উভয়ই শুদ্ধচেতনস্বরূপ ;

সেইহেতু তত্ত্বের আপনার অর্থাৎ অদ্বৈতবাদীর উপাদেশ। সেই কারণে তত্ত্বয়কে লইয়া পূর্ণপক্ষ করা যাইতে পারে না—এইরূপে বাদী মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ঠ) জীবের তাত্ত্বিকতা  
বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।  
**অসঙ্গচিদিভুজীবঃ সাংখ্যোক্তস্তাদৃগীশ্বরঃ ।**  
**যোগোক্তস্তত্ত্বমোর্থে শুক্লো তাবিত্তি চেষ্টু ॥২১॥**

অর্থ—অসঙ্গচিৎ বিভুঃ জীবঃ সাংখ্যোক্তঃ । তাদৃক্ ঈশ্বরঃ যোগোক্তঃ । তৌ শুক্লো তত্ত্বমোঃ অর্থো ইতি চেৎ ? শূনু ।

অনুবাদ—ভাল, সাংখ্যশাস্ত্রে জীব অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ; আর সেইরূপ অর্থাৎ অসঙ্গ, বিভু, চৈতন্যস্বরূপ ঈশ্বরও যোগশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে । সেই শুদ্ধ জীব ও ঈশ্বর যথাক্রমে ‘হম্’ ও ‘তৎ’পদার্থের অর্থ হইতে পারে—এইরূপ শঙ্কা হইলে শ্রবণ কর ।

টিকা—সাংখ্যশাস্ত্রে জীবের ও যোগশাস্ত্রে ঈশ্বরের শূদ্রচৈতন্যরূপতা অঙ্গীকৃত হইলেও, তত্ত্বয়ের বাস্তব ভেদ উক্ত দুই শাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে—ইহা আমাদের অর্থাৎ বৈদান্তিকদিগের সিদ্ধান্ত নহে ; এইহেতু বলিতেছেন—‘তবে শ্রবণ কর’ । ২২১

(ড) কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ  
অদ্বৈতবোধের সোপানরূপে  
বর্ণিত হয় মাত্র ।  
**ন তত্ত্বমোরুভাবর্থাবস্মৎসিদ্ধান্ততাং গতো ।**  
**অদ্বৈতবোধনায়ৈব সা কক্ষা কাচিদিষ্যতে ॥ ২২২ ॥**

অর্থ—তত্ত্বমোঃ ( তৎ-অম্পদয়োঃ ) উভৌ অর্থৌ অস্মৎসিদ্ধান্ততাম্ ন গতো । ( ইতি শব্দযোজন্য ) অদ্বৈতবোধনায় এব সা কাচিৎ কক্ষা ইষ্যতে ।

অনুবাদ—‘তৎ’-পদের ও ‘হম্’-পদের উক্ত দুই অর্থ আমাদের সিদ্ধান্তের অন্তর্গত নহে । অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্তই সেইরূপ এক সোপানমাত্র অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে ।

টিকা—ভাল, আপনিও ত’ কূটস্থ ও ব্রহ্ম এই শব্দদ্বারা ‘তৎ’ ও ‘হম্’-পদের শুদ্ধ অর্থাৎ উপাধিরহিত অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া নিরূপণ করিয়া থাকেন ? এইরূপ শঙ্কার সমাধানের নিমিত্ত বলিতেছেন—‘অদ্বৈততত্ত্ব বুঝাইবার জন্তই’ ইত্যাদি । তাৎপর্য এই—ভেদ বলিতে সাধারণ লোকে যাহা বুঝে, সেইরূপ ভেদের নিষেধ করিয়া সেই ‘তৎ’-পদের ও ‘হম্’-পদের অর্থের একতা বুঝাইবার জন্ত সেই ‘তৎ’-পদের ও ‘হম্’-পদের অর্থ দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা হইয়া থাকে ; তদ্বারা তত্ত্বয়ের বাস্তব ভেদ প্রতিপাদিত হয় নাই । ২২২

( শঙ্কা ) ভাল, উক্ত পদার্থদ্বয়ের অর্থের শোধনের প্রয়োজন কি ? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ঢ) ভাস্কির নিরাকরণই  
উক্ত পদার্থ দুইটির  
শোধনের প্রয়োজন ।  
**অনাদিমায়য়া ভ্রান্তা জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ ।**  
**মন্যন্তে তদ্ব্যুদাসায় কেবলং শোধনং তয়োঃ ॥ ২২৩ ॥**

অর্থ—ভ্রান্তাঃ অনাদিমায়য়া জীবেশৌ সুবিলক্ষণৌ মন্যন্তে । কেবলম্ তদ্ব্যুদাসায় তয়োঃ শোধনম্ ।

অনুবাদ—লোকে অনাদি মায়াব বশে ভ্রান্ত হইয়া জীব ও ঈশ্বরের নিত্যভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। কেবল সেই ভেদের নিবৃত্তির জন্ত সেই পদদ্বয়ের অর্থের শোধন করা হইয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে মায়াশব্দবোঝা মায়াব আশ্রয় আশ্রয় ব্যামোহোৎপাদনকাৰিণী অবিজ্ঞাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সেই অবিজ্ঞাবশতঃ লোকে বুদ্ধিবিপর্যয়গ্রস্ত হইয়া জীবকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে কর্তৃবাদিযুক্ত এবং ঈশ্বরকে পারমার্থিক বা বাস্তবিকভাবে সর্বস্বত্ববাদিগুণযোগী বলিয়া মনে করে। এইহেতু সেই বিপর্যয়জ্ঞানের নিবৃত্তির জন্ত উক্ত পদার্থদ্বয়ের শোধন করা হইয়া থাকে। ২২৩

কি প্রকারে সেই পদার্থশোধন করিতে হইবে তাহা দেখাইবাব ইচ্ছায় তাহার উপায়স্বরূপ পূর্বোক্ত ( ১৮শ শ্লোকোক্ত ) দৃষ্টান্ত স্মরণ করাইতেছেন :—

(৭) পদার্থশোধনে উপ-  
কাবক বলিয়া পূর্বোক্ত  
ঘটাকাশ ৫ দৃষ্টান্তেব দৃষ্টান্তের  
পুনরাবলম্বন।

অত এবাত্র দৃষ্টান্তো যোগ্যঃ প্রাক্ সমাগীরিতঃ ।  
ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্বকঃ ॥ ২২৪

অর্থ—অতঃ এব অত্র ঘটাকাশমহাকাশজলাকাশাভ্রখাত্বকঃ যোগ্যঃ দৃষ্টান্তঃ প্রাক্ সমাক্ ঈবিতঃ ।

অনুবাদ—এইহেতু এই স্থলে পদার্থশোধন বিষয়ে সবিশেষ উপযোগী পূর্ববর্ণিত অর্থাৎ ১৮শ শ্লোকোক্ত ঘটাকাশ, মহাকাশ, জলাকাশ ও মেঘাকাশের দৃষ্টান্ত সমাক্ প্রকারে পরিষ্কৃত করা হইয়াছে।

টীকা—“অতঃ এব”—এই কারণেই অর্থাৎ যেহেতু পদার্থশোধন করা আবশ্যক, এইহেতু ১৮শ শ্লোকোক্ত ঘটাকাশ এই অধ্যায়ের অষ্টাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে—ইহাই অভিপ্রায়। ২২৪

এক্ষণে পদার্থশোধনের প্রকার বলিতেছেন :—

জলাভ্রোপাধ্যধীনে তে জলাকাশাভ্রথে তয়োঃ ।

আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনীর্মলৌ ॥ ২২৫

অর্থ—তে জলাকাশাভ্রথে জলাভ্রোপাধ্যধীনে ; তয়োঃ আধারৌ তু ঘটাকাশমহাকাশৌ সুনীর্মলৌ ।

অনুবাদ—জলাকাশ ও মেঘাকাশ, জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন, আর তদ্বত্বের আধার ঘটাকাশ ও মহাকাশ একেবারে নির্মল ।

টীকা—জলাকাশ ও মেঘাকাশরূপ যে দুই আকাশ, তাহারা জল ও মেঘরূপ উপাধির অধীন বলিয়া অপারমার্থিক এবং তাহাদের আধারস্বরূপ যে ঘটাকাশ ও মহাকাশ এই দুই আকাশ নির্মল অর্থাৎ জলাদি উপাধির অপেক্ষারহিত—আকাশমাত্ররূপ, ইহাই অর্থ। ২২৫



এই শ্লোকদ্বয়াক্ত দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন :—

(৩) এই শ্লোকদ্বয়াক্ত  
দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিক ।

এবমানন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়ৌর্বশৌ ।

তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রক্ষণী তু স্ননির্ম্মলে ॥ ২১৬

অর্থ—এবম্ আনন্দবিজ্ঞানময়ৌ মায়াধিয়ৌঃ বশৌ ; তদধিষ্ঠানকূটস্থব্রক্ষণী তু স্ননির্ম্মলে ।

অমুবাদ ও টীকা—সেইরূপ আনন্দময় বা ঈশ্বর এবং বিজ্ঞানময় বা জীব  
মায়া ও বুদ্ধিরূপ উপাধির অধীন ; কিন্তু তদ্ব্যবহারের অধিষ্ঠানরূপ ব্রক্ষণীচৈতন্য ও  
কূটস্থচৈতন্য উভয়ই সদাই নির্ম্মল । ২১৬

ভাল, উক্ত দুই পদার্থের শোধানরূপ কক্ষা বা সোপানের জন্ত উপযোগী বলিয়া যদি  
সাংখ্য ও যোগমত অস্বীকার করা উচিত বল, তাহা হইলে তুমি ত’ অতি অল্পই অস্বীকার  
করিলে ; কেননা, চার্মাকাদি অন্য শাস্ত্রেরও উপযোগিতা, দেহাদি হইতে আত্মার শোধানরূপ  
কক্ষায় বা সোপানে আমরাও স্বীকার করিয়া থাকি ; এই কথাই গ্রন্থকর্ত্তা বা সিদ্ধান্তী বাদ্যব  
পক্ষে বলিতেছেন :—

(৪) পদার্থশোধনে সাংখ্য  
ও যোগের উপযোগিতা  
মানিলে লোকায়তিকাদি  
মতেরও উপযোগিতা  
মানিতে হয় ।

এতৎকক্ষোপযোগেন সাংখ্যযোগৌ মতৌ যদি ।

দেহোহন্নময়কক্ষত্বাদাত্মত্বেনাভ্যুপেয়তাম্ ॥ ২১৭

অর্থ—এতৎকক্ষোপযোগেন যদি সাংখ্যযোগৌ মতৌ, অন্নময়কক্ষত্বাৎ দেহঃ আত্মত্বেন  
অভ্যুপেয়তাম্ ।

অমুবাদ ও টীকা—এই দুই পদার্থের শোধানরূপ সোপানে উপযোগী বলিয়া  
যদি সাংখ্যের ও যোগের সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে, তাহা হইলে অন্নময় কোশের  
শোধানরূপ সোপানের জন্ত স্থলদেহকেই আত্মা বলিয়া স্বীকার কর । ২১৭

( সাংখ্য ও যোগের সহিত বেদান্তের বিরোধিতা আছে বলিয়াই উক্ত প্রকার অতিপ্রসক্তি  
অসম্ভব, এবং তদ্ব্যবহারের সহিত বেদান্তের একতার সম্ভাবনা নাই ) । যদি বল—সাংখ্য ও যোগের  
সহিত বেদান্তের বিরোধিতা কোন্ অংশে ? তবে বলি, জীবসমূহের ভেদ, জগতের সত্যতা,  
ঈশ্বরের তটস্থতা অর্থাৎ জীব ও জগৎ হইতে ভিন্নতা—এই সকল অংশে সাংখ্য ও যোগের সহিত  
বেদান্তের বিরোধিতা রহিয়াছে—ইহাই বলিতেছেন :—

(৫) বেদের সহিত সাংখ্যের  
ও যোগের বিরোধাংশ ।

আত্মভেদো জগৎসত্যমৌশোহন্য ইতি চেদ্রয়ম্ ।

তাজ্যতে তৈস্তদা সাংখ্যযোগবেদান্তসম্মতিঃ ॥ ২১৮

অর্থ—আত্মভেদঃ জগৎসত্যম্ ঈশঃ অন্যঃ ইতি ত্রয়ম্ তৈঃ তাজ্যতে চেৎ তদা সাংখ্যযোগ-  
বেদান্তসম্মতিঃ ( সত্য ) ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি আত্মা বা জীবের নানাহ, জগতের সত্যত্ব এবং ঈশ্বরের জীব ও জগৎ হইতে পৃথক্ হই এই তিনটি উক্ত সাংখ্য ও যোগমতে পরিত্যক্ত হই, তবে এই তিন শাস্ত্রের ঐকমত্য বা একনিশ্চয় সিদ্ধ হয়। ২২৮

তাল, সাংখ্যমতে জীবের অসঙ্গতার জ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে অবৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অবৈজ্ঞানিক বিনা অসঙ্গতাদির সম্ভাবনা নাই, এই অভিপ্রায় হৃদয়ে নিগূঢ় রাখিয়া উত্তর দিতেছেন:—

জীবোহসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থ ইতি চেতদা।

অক্চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণাপি কৃতার্থতা ॥ ২২৯

অর্থ—জীবঃ অসঙ্গত্বমাত্রেণ কৃতার্থঃ ইতি চেৎ, তদা অক্চন্দনাদিনিত্যত্বমাত্রেণ অপি কৃতার্থতা ( স্তাৎ )।

অনুবাদ ও টীকা—জীব যদি কেবল অসঙ্গতাদ্বারাই অর্থৎ ‘আমি অসঙ্গ’ এইরূপ জ্ঞানদ্বারাই কৃতার্থ হইয়া যায়, তাহা হইলে মালাচন্দন প্রভৃতির নিত্যতামাত্রদ্বারাও অর্থৎ সত্যতাজ্ঞানদ্বারাও জীবের কৃতার্থতা হউক। ( এইরূপ প্রতিবন্ধিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন )। ২২৯

এক্ষণে অপ্রকটিত অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন:—

যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথাহুনঃ।

অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যং জীবতোর্জগদীশয়োঃ ॥ ২৩০

অর্থ—যথা স্রগাদিনিত্যত্বং দুঃসম্পাদ্যং তথা জগদীশয়োঃ জীবতোঃ আত্মনঃ অসঙ্গত্বং ন সম্ভাব্যম্।

অনুবাদ—যেমন মালাচন্দনাদি কাম্যদ্রব্যকে নিত্য অর্থৎ অবিদ্বন্দ্ব করিয়া রাখা ( অথবা তদ্রূপ বলিয়া প্রতিপাদন করা ) অসম্ভব, সেইরূপ জগৎ ও ঈশ্বর বিদ্যমান থাকিতে, ( ঈশ্বরনিয়ন্ত্রিতস্বরূপ এবং জগদন্তোক্তস্বরূপ ) জীবের অসঙ্গতাজ্ঞান অসম্ভব।

টীকা—“জগদীশয়োঃ জীবতোঃ” ( বিশেষ্যবিশেষণাকারেণ ? ভাসমানয়োঃ ) \* জগৎ এবং ঈশ্বর ‘বিশেষ্য-বিশেষণাকারে’ ভাসমান হইতে থাকিলে অর্থৎ জগৎ এবং ঈশ্বর ‘জীবরূপ’-বিশেষ্যের বিশেষণাকারে, ফলতঃ জীবের জীবত্ব কল্পিত না হইয়া সত্য বলিয়া, প্রতীত হইতে থাকিলে। ২৩০

\* পুণ্যসংস্করণের রামকৃষ্ণকৃত টীকার এ স্থলের পাঠ—“বিশেষণাকারেণ ভাসমানয়োঃ” সম্বোধন বলিয়া মনে হয়। ‘অনিত্য জীবের অসঙ্গতাজ্ঞানদ্বারাই যদি মুক্তি হয়; তাহা হইলে নিঃসন্দেহরূপে অনিত্য অক্চন্দনাদির নিত্যতাজ্ঞানদ্বারা মুক্তি হউক’ এইরূপ বুদ্ধিগোচর প্রতিবন্ধি পরিস্ফুট হয়; কেননা, তাহা হইলেই ‘প্রকৃত এক কল্পে প্রবৃত্ত বাদীর উদ্দেশ্যে অসঙ্গত কল্পান্তর প্রতিপাদন’ হয়।

অগ্ন্য ও ঈশ্বর থাকিতে জীবের অসঙ্গতাসাধন যে অসম্ভব, তাহা স্পষ্ট করিয়া দেখাইতেছেন :—

অবশ্যং প্রকৃতিঃ সঙ্গং পুরেবাপাদয়েত্তথা ।

নিযচ্ছতোতমীশোহপি কোহস্ম মোক্ষস্তথা সতি ॥২৩১

অর্থ—প্রকৃতিঃ পুরা ইব অবশ্যম্ সঙ্গম্ আপাদয়েৎ, তথা এতম্ ঈশঃ অপি নিযচ্ছতঃ; তথা সতি অস্ত কঃ মোক্ষঃ ?

অমুবাদ ও টীকা—প্রকৃতি পূর্বের ছায় জীবের সঙ্গ উৎপাদন করিতে অবশ্য প্রবৃত্ত থাকিবে এবং ঈশ্বরও সেইরূপ জীবকে প্রেরণা করিতে থাকিবেন। সেইরূপ সঙ্গ ও প্রেরণার ফলে জীবের কি প্রকার মোক্ষ হইবে ? ২৩১

( শঙ্ক ) ভাল, সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য বলিয়া বিবেকজ্ঞান অর্থাৎ বিচারলব্ধ যথার্থ জ্ঞানদ্বারা সেই অবিবেক নিবৃত্ত হইবে—বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত নহয় শঙ্কা উঠাইলেন :—

অবিবেককৃতঃ সঙ্গো নিয়মশ্চেতি চেত্তদা ।

বলাদাপতিতো মায়াবাদঃ সাংখ্যস্য দুর্মতেঃ ॥ ২৩২

অর্থ—সঙ্গঃ নিয়মঃ চ অবিবেককৃতঃ ইতি চেৎ ? তদা দুর্মতেঃ সাংখ্যস্য বলাৎ মায়াবাদঃ আপতিতঃ ।

অমুবাদ—যদি বল সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা উভয়ই অবিবেকজনিত, তাহা হইলে দুর্মতি বা অদূরদর্শী সাংখ্যের উপর মায়াবাদই বলপূর্বক অর্থাৎ অব্যাহতভাবে আসিয়া পড়িল ।

টীকা—সঙ্গ ও ঈশ্বরপ্রেরণা অবিবেকের কার্য বলিয়া মানিলে, সাংখ্যের অপসিদ্ধান্ত হয় ; এই বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“তাহা হইলে দুর্মতি সাংখ্যের”—ইত্যাদি বলিয়া । তাৎপর্য এই—অবিবেক বলিতে কি বুঝিতে হইবে ? বিবেকের অভাব কিম্বা বিবেক হইতে ভিন্ন অস্ত কিছ ? কিম্বা সেই বিবেক বাহার বিরোধী এইরূপ কিছ ? এই তিন বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে যদি বলা যায়, বিবেকের অভাবই অবিবেক, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, কেবল অভাব, সঙ্গ ও প্রেরণারূপ ভাব-কার্যের উৎপাদক হইতে পারে না। আবার যদি দ্বিতীয় বিকল্প মান অর্থাৎ যদি বল, বাহ্য বিবেক হইতে ভিন্ন, তাহা অবিবেক ; তাহা বলিতে পার না, কেননা, ঘটাদি বস্তু বিবেক হইতে ভিন্ন অথচ তাহারা সঙ্গের হেতু হইল, দেখা যায় না। আবার তৃতীয় বিকল্প অবলম্বন করিয়া যদি বল, অবিবেক বলিতে, বিবেক বা জ্ঞান বাহার বিরোধী তাহাই ; তাহা হইলে অবিবেক ভাবরূপ অজ্ঞানস্বরূপ বলিয়াই সিদ্ধ হয়। তাহা হইলে সাংখ্য-মতে আমাদের মায়াবাদই আসিয়া পড়ে। ২৩২

অদ্বৈতমত মানিলে বন্ধমোক্ষব্যবস্থা অসঙ্গত হয় বলিয়া আত্মার ভেদ স্বীকার করা উচিত। এইরূপে বাদী পূর্বপক্ষ উত্থাপন করিতেছেন :—

(খ) অদ্বৈতমতে মায়া-  
দ্বারা বন্ধমোক্ষব্যবস্থা। **বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থমাত্মনানাত্মমিষ্যতাম্।**  
**ইতি চেন্ন যতো মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা ॥ ২৩৩**

অর্থ—বন্ধমোক্ষব্যবস্থার্থম্ আত্মনানাত্মম্ ইচ্ছতাম্ ইতি চেৎ, ন, যতঃ মায়া ব্যবস্থাপয়িতুং ক্ষমা।

অনুবাদ—ভাল, বন্ধমোক্ষের নিয়মস্থাপন জন্য জীবের নানাত্ম বা পরস্পর ভেদ স্বীকার করা ত' কর্তব্য? না, এইরূপ আপত্তি হইতে পারে না, যেহেতু মায়ার দ্বারা বন্ধমোক্ষব্যবস্থা হইতে পারে।

টীকা—যেহেতু মায়াদ্বারা একই আত্মার বন্ধমোক্ষব্যবস্থা সম্ভব, সেইহেতু আত্মার ভেদ মানিতে হইবে, এইরূপ বলা চলে না। সিদ্ধান্তী এই প্রকারে উক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন—“না” ইত্যাদি শব্দদ্বারা। ২৩৩

(শঙ্ক) ভাল, মায়াও কি প্রকারে সেই বন্ধমোক্ষব্যবস্থা করিতে পাবেন? (সমাধান)  
যেহেতু দুর্ঘটন মায়ার স্বভাব, ইহাই বলিতেছেন :—

**দুর্ঘটং ঘটয়ামীতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি?**  
**বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতিন্ সহতেতরাম্ ॥ ২৩৪**

অর্থ—দুর্ঘটং ঘটয়ামি ইতি বিরুদ্ধং কিং ন পশ্যসি? বাস্তবৌ বন্ধমোক্ষৌ তু শ্রুতিঃ ন সহতেতরাম্।

অনুবাদ—‘যাহা দুর্ঘট তাহাও আমি ঘটাইয়া থাকি’, মায়ার এইরূপ বিরুদ্ধ স্বভাব কি তুমি ইন্দ্রজালাদিতে দেখিতে পাও না? আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ অর্থাৎ বন্ধমোক্ষের নিত্যতা শ্রুতি আদৌ সহন করেন না।

টীকা—বন্ধ অবিচার কার্য অর্থাৎ অবাস্তব হইলেও, মোক্ষ যে বাস্তব তাহা অস্বীকার করিতেই হইবে। তদুত্তরে বলিতেছেন, ‘এরূপ বলিও না, কেননা, তাহা হইলে শ্রুতির সহিত বিরোধ হয়’—ইহাই বলিতেছেন—‘আর বাস্তব বন্ধমোক্ষ ইত্যাদি’। শ্রুতি বন্ধের দ্বারা মোক্ষও বাস্তবতা সহন করেন না, ইহাই তাৎপর্য। ২৩৪

মোক্ষাদির বাস্তবতার নিষেধকারিণী শ্রুতি পাঠ করিতেছেন :—

(বা) শ্রুতিকর্তৃক বাস্তব  
বন্ধমোক্ষের নিষেধ। **ন নিরোধো ন চোৎপত্তিন্ বন্ধো ন চ সাধকঃ**  
**ন মুমুক্শুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেযা পরমার্থতা ॥ ২৩৫**

অম্বয়—ন নিরোধঃ, চ ন উৎপত্তিঃ, ন বন্ধঃ, ন চ সাধকঃ, ন মুমুক্শুঃ, বৈ ন মুক্তঃ ইতি  
এষা পরমার্থতা ।

অমুবাদ—( গোড়পাদাচার্য্য-বিরচিত মাণ্ডুকা্যকারিকার ‘বৈতথ্য’ প্রকরণের  
তাৎপর্য্যোপসংহারের জন্য এই শ্লোকটি ‘ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ’ ( ১০ ) হইতে উদ্ধৃত  
হইয়াছে )—( সাধক ) যখন ধারণা করেন দ্বৈতমাত্রাই মিথ্যা, একমাত্র আত্মাই  
যথার্থ সং পদার্থ, তখন এইরূপ নিশ্চয় হয়—লোকসিদ্ধ এবং বেদবিহিত এই সমস্ত  
ব্যাপারই অবিচার বিষয়ীভূত ( অজ্ঞানান্বীন ) ; তদবস্থায় নিরোধ থাকে না—  
‘নিরোধ’ অর্থাৎ নিরোধন, প্রলয় ; ‘উৎপত্তি’ অর্থাৎ জন্ম ; ‘বন্ধ’ অর্থাৎ সংসারী জীব ;  
‘সাধক’—মোক্শোপযোগী সাধনসম্পন্ন ; ‘মুমুক্শু’—মোক্শার্থী ; ‘মুক্ত’—বন্ধনবিমুক্ত ।  
‘উৎপত্তি’ ও ‘প্রলয়’ না থাকায় বন্ধাদি অবস্থাসমূহও থাকিতে পারে না ; ইহাই  
‘পরমার্থতা’—যথার্থ অবস্থা । ( মাণ্ডুকা্যকারিকা ভাষ্যের অমুবাদ ) ।

টীকা—‘নিরোধঃ’—নাশ ; ‘উৎপত্তিঃ’—দেহের সহিত সম্বন্ধ ; ‘বন্ধঃ’—সুখদুঃখাদি-ধর্ম্মবান্  
সাধক, শ্রবণাদির অমুষ্ঠানকর্ত্তা, “মুমুক্শুঃ”—সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন, “মুক্তঃ”—বাহ্যর অবিজ্ঞা নিবৃত্ত  
হইয়াছে ; এই সমস্ত বস্তুতঃ নাই । ২৩৫

এইরূপে জীবেশ্বরাদি ভেদ যে মায়াময় অর্থাৎ মিথ্যারূপ তাহা উপপাদন করিলেন ।  
এক্ষণে তাহারই উপসংহার করিতেছেন :—

( প ) জীবেশ্বরাদি ভেদ  
মায়াময় - উপসংহার ।  
মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোর্বৎসৌ জীবেশ্বরবুভৌ ।  
যথেষ্টং পিবতাং দ্বৈতং তত্ত্বদ্বৈতমেব হি ॥২৩৬

অম্বয়—মায়াখ্যায়াঃ কামধেনোঃ জীবেশ্বরৌ উভৌ বৎসৌ ; যথেষ্টম্ দ্বৈতম্ পিবতাং,  
তত্ত্বম্ তু অদ্বৈতম্ এব হি ।

অমুবাদ ও টীকা—মায়ায়ান্নী কামধেনুর, জীব এবং ঈশ্বর দুইটি বৎস ;  
যথাভিলাষ দ্বৈতপ্রপঞ্চরূপ দুগ্ধ পান করিতে বাধা নাই ; তবে যদি তত্ত্বের কথা  
বল, তবে অদ্বৈতই যথার্থ তত্ত্ব । ২৩৬

( শঙ্কা ) ভাল, জীব ও ঈশ্বর মায়ায়িক বলিয়া ব্রহ্ম জীবেশ্বররূপ ভেদ মিথ্যা মানিলাম ;  
কিন্তু কূটস্থ ও ব্রহ্ম ত’ পারমার্থিক ; সেইহেতু কূটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ ত’ পারমার্থিক হইবে ।  
এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—( সমাধান ) দুই বস্তু স্বরূপতঃ বিলক্ষণ হইলে, সেই  
বিলক্ষণতাই ভেদের কারণ হয় । ব্রহ্ম ও কূটস্থের মধ্যে যখন সেই স্বরূপতঃ বৈলক্ষণ্য নাই,  
তখন তত্ত্বত্বের ভেদ পারমার্থিক, ইহা বলা চলে না । এইরূপে শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

কূটস্থব্রহ্মগোভেদো নামমাত্রাদৃতে ন হি ।

ঘটাকাশমহাকাশৌ বিযুক্ত্যেতে ন হি কচিৎ ॥২৩৭

অম্বয়—কুটস্থব্রহ্মণোঃ ভেদঃ নামমাত্রাৎ ঋতে ন হি। ঘটাকাশমহাকাশৌ কচিং হি ন বিযুজ্যোতে।

নমুবাদ—কুটস্থ ও ব্রহ্মের ভেদ কেবল নামমাত্রে ; তন্নিম্ন তত্ত্বভয়ের স্বরূপতঃ কিছুমাত্র ভেদ নাই, যেমন ঘটাকাশ ও মহাকাশ কোথাও পরস্পর বিযুক্ত বা ভিন্ন হইতে পারে না ; তত্ত্বভয়ের ভেদ কেবল উপাধিজনিত, সেইরূপ।

টীকা—কেবল নামদ্বারা ভেদ প্রতীত হইতে থাকিলেও বস্তুদ্বয়ের স্বরূপতঃ ভেদাভাবের পূর্বোক্ত ১৮শ শ্লোকে বর্ণিত দৃষ্টান্তের স্মরণ করাইয়া দিতেছেন “যেমন ঘটাকাশ মহাকাশ”-- ইত্যাদিদ্বারা। ২৩৭

(শঙ্কা) এইরূপে ভেদের মিথ্যাত্ব স্মরণ করাইয়া কি ফললাভ হইল? তত্ত্বভয়ের বলিতেছেন (সমাধান) :—

যদদ্বৈতং শ্রুতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ তদেবাচ্চ চোপরি।  
মুক্তাবপি বৃথা মায়া ভ্রাময়ত্যখিলান্ জনান্ ॥২৩৮

(দ্রঃ ভেদমিথ্যার কথ-  
নেব ফল অদ্বৈতনিশ্চয়।

অম্বয়—যৎ অদ্বৈতং সৃষ্টেঃ প্রাক্ শ্রুতং তৎ এব অচ্চ চ উপরি মুক্তৌ অপি। মায়া অখিলান্ জনান্ বৃথা ভ্রাময়তি।

নমুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে যে অদ্বৈতের কথা শ্রুতিমুখে শুনা যায়, সেই অদ্বৈত-তত্ত্ব এখনও অর্থাৎ সৃষ্টিকালেও সেইরূপ বিদ্যমান এবং পরে সৃষ্টির প্রলয়কালে, এবং মুক্তিতেও তাহাই। মায়া বৃথাই সকল লোককে ঘুরাইতেছে—মোহগ্রস্ত করিতেছে।

টীকা—[সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—ছান্দোগ্য উ, ৬২।১]—হে সোম্য! অগ্রে সৃষ্টির পূর্বে এই সমস্ত (দৃশ্যমান জগৎ) এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপই ছিল—এই শ্রুতিবচনে যে অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই ব্রহ্ম কালদ্বয়দ্বারা বাধিত হইবার অযোগ্য বলিয়া বাস্তব ; তাহাতে ভেদ নাই—ইহাই তাৎপর্য্য। (শঙ্কা) তাহা হইলে কি কারণে সকল লোকের ভেদপ্রতিপাদনে এত আগ্রহ? তত্ত্বভয়ের বলিতেছেন—‘মায়া বৃথাই সকল লোককে’ ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই, সকল লোকে তত্ত্বজ্ঞানরহিত বলিয়া, ভেদবিষয়ে যে অভিনিবেশ বা আগ্রহ তাহাই করিয়া থাকে। ২৩৮

(শঙ্কা) ভাল, যাহারা প্রপঞ্চ মিথ্যাস্বরূপ এবং যাহা তত্ত্ব বা প্রপঞ্চের সার তাহা অদ্বিতীয়, এইরূপ বর্ণনা করেন, তাহাদিগকেও ত’ সংসারগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যায়; তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞান লইয়া হইবে কি? বাদী এইরূপে মূল সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

যে বদন্তীথমেতেহপি ভ্রাম্যন্তে বিদ্যমাত্র কিম্ ?  
ন যথা পূর্বমেতেষামত্র ভ্রান্তেরদর্শনাৎ ॥ ২৩৯

(যঃ জ্ঞানীষণ্ড সংসার-  
সংসারভ্রাম্যন্তে  
তাহার সমাধান।

অথ—যে ইথম্ বদন্তি এতে অপি অত্র ত্রাম্যন্তে; বিজ্ঞা কিম্ ? ( উত্তর ) ন, পূৰ্ণম্ যথা এতেষাম্ অত্র ত্রান্তে: অদর্শনাৎ ।

অমুবাদ—যাঁহারা এইরূপ বলেন, ইহারাও সংসারপ্রপঞ্চে ভ্রমণ করেন। এইহেতু বিজ্ঞা লইয়া কোন প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে ? ( উত্তর ) না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে; কেননা, জ্ঞানিগণের এই সংসারপ্রপঞ্চে ত্রাস্তি পূর্ববাবস্থার জ্ঞায় দেখা যায় না ; ( জ্ঞানিগণের ত্রাস্তি ঘটিলেও তাহা ক্ষণমাত্রস্থায়ী ) ।

টীকা—প্রারম্ভকর্ষবশে কোন কোন জ্ঞানী ব্যবহাররত হইলেও, ব্যবহারে পূর্বকালীন অজ্ঞানাবস্থার জ্ঞায় তাঁহাদের আগ্রহ থাকে না। সেইহেতু জ্ঞানীও ত্রাস্তিগ্রস্ত হন, এরূপ বলা চলে না ;—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“না, এরূপ আশঙ্কা ঠিক নহে” ইত্যাদিধারা । ২৩২

জ্ঞানিগণের ত্রাস্তি ঘটে না, ইহা দেখাইবার জন্য অগ্রে অজ্ঞানিগণের নিশ্চয় বা ধাবণা করি, তাহা দেখাইতেছেন :—

**ঐহিকামুশ্মিকঃ সৰ্ব্বঃ সংসারো বাস্তবস্ততঃ ।**

**ন ভাতি নাস্তি চাঐতমিত্যজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ॥ ২৪০**

অর্থ—ঐহিকামুশ্মিকঃ সৰ্ব্বঃ সংসারঃ বাস্তবঃ ততঃ ঐতম্ ন ভাতি, ন চ অস্তি ইতি অজ্ঞানিবিনিশ্চয়ঃ ।

অমুবাদ—অজ্ঞানিগণের দৃঢ় ধারণা এই যে, ঐহিক ও পারলৌকিক সুখভুজ-ময় সমস্ত সংসার বাস্তব অর্থাৎ নিত্য পদার্থ; সুতরাং অজ্ঞানিগণের নিকট ঐতম-জ্ঞান প্রতিভাত হয় না এবং ঐতম পদার্থই নাই ।

টীকা—“ঐহিকঃ”—‘ইহ ভবঃ’ এই লোকে যে স্ত্রী-পুত্রাদির পোষণ-রক্ষণাদিকপ সংসার এবং “আমুশ্মিকঃ”—পরলোকে স্বর্গসুখাদিভোগরূপ সংসার । ২৪০

জ্ঞানিগণের সত্যবস্তুর নিশ্চয় যে তাহা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ তাহার বিপরীত, তাহাতে ত্রাস্তি নাই, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(ভ) জ্ঞানিগণের নিশ্চয়ঃ জ্ঞানিনাং বিপরীতোহস্মান্নিশ্চয়ঃ সম্যগীক্যতে ।

জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর  
নিশ্চয়ের মূল ।

**স্বশ্বনিশ্চয়তো বন্ধো মুক্তোহহং চেতি মন্যতে ॥ ২৪১**

অর্থ—জ্ঞানিনাম্ নিশ্চয়ঃ অস্মাৎ বিপরীতঃ সম্যক্ ঐক্যতে । স্বশ্বনিশ্চয়তঃ অহম্ বন্ধঃ চ মুক্তঃ ইতি মন্যতে ।

অমুবাদ—জ্ঞানিগণের ধারণা ইহার বিপরীত, ইহা স্পষ্ট দৃষ্ট হয়। অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে ‘আমি বন্ধ’ ও ‘আমি মুক্ত’ এইরূপ মনে করে ।

## দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা ১২২

টীকা—অদ্বৈততত্ত্বই পারমার্থিক সত্য এবং তাহা অমুভবগোচর হয়, আর সংসার অপারমার্থিক বা মিথ্যা—জ্ঞানীর এইরূপ ধারণা, ইহাই অর্থ। সেইরূপ ধারণা হইলে কি হয়? তত্ত্বের বলিতেছেন—আপনাপন নিশ্চয়ানুসাবে ফল পায়—“অজ্ঞানী ও জ্ঞানী আপন আপন নিশ্চয়ানুসারে”, ইত্যাদি। ২৪১

## দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা

অদ্বৈত প্রতিভাত বা প্রকাশিত হয় এইরূপ উক্তি শাস্ত্রেই দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অমুভবগোচর হয় না ; এইহেতু অদ্বৈতের নিশ্চয় হয় না, বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) অদ্বৈতের প্রকাশ-  
মানপ্রাপ্তিযে শঙ্কা ও  
সমাধান।  
নাদ্বৈতমপরোক্ষঞ্চেন চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ ।  
অশেষেণ ন ভাতক্ষেদদ্বৈতং কিং ভাসতেহখিলম্॥২৪২

অর্থ—অদ্বৈতম্ অপরোক্ষম্ ন, চেৎ ? ন, চিদ্রূপেণ ভাসনাৎ । অশেষেণ ন ভাতম্ চেৎ ? দ্বৈতম্ কিম্ অখিলম্ ভাসতে ?

অনুবাদ—যদি বল অদ্বৈতবস্তু প্রত্যক্ষ হয় না, তবে বলি, এরূপ বলিতে পার না, কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান। যদি বল, অদ্বৈত-তত্ত্ব সামান্যরূপে প্রকাশিত হইলেও তাহা সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে জিজ্ঞাসা করি, তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে ?

টীকা—অদ্বৈততত্ত্ব অমুভবের বিষয় হয় না, একথা অসিদ্ধ এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্ক্য পরিহার করিতেছেন—“কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে” ইত্যাদি বলিয়া। ইহার অভিপ্রায় এই—ঘট স্মৃতি ( প্রকাশিত ) হইতেছে, পট স্মৃতি হইতেছে—এইরূপে ঘটাদিতে অমুভূত স্মৃতিরূপে অদ্বৈততত্ত্ব ভাসমান হইতেছে বলিয়া অদ্বৈততত্ত্ব অমুভবের অবিষয় নহে। ভাল, অদ্বৈততত্ত্ব চিদ্রূপে প্রতিভাত হইলেও, সেই চিদ্রূপতা সম্পূর্ণভাবে প্রতিভাত হয় না—বাদী এইরূপে শঙ্কা তুলিলে তত্ত্বের, বলিতেছেন যদি এইরূপ আশঙ্কা হয় যে অদ্বৈত তত্ত্ব সমগ্রভাবে প্রকাশিত হয় না, তবে অদ্বৈততত্ত্বের যে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ্যভাব, তাহা জগদ্রূপ দ্বৈতবিষয়েও সমান, এইজন্ত সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—‘তোমার দ্বৈতবস্তুও কি সমগ্রভাবে প্রকাশিত হইয়া থাকে ?’ ২৪২

‘এই প্রকারে দ্বৈত ও অদ্বৈত উভয় পক্ষেই দোষ তুল্যরূপ’ এইকপ বলিয়া স্টেট দোষের পরিহারও তুল্যরূপ হইবে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

দিগ্‌মাত্রেন বিভানন্তু দ্বয়োৱপি সমং খলু ।

দ্বৈতসিদ্ধিবদদ্বৈতসিদ্ধিস্তে তাবতা ন কিম্ ? ॥ ২৪৩

অর্থ—দিগ্‌মাত্রেন বিভানন্তু দ্বয়োঃ অপি পলু সমম্ । তাবতা তে দ্বৈতসিদ্ধিবৎ অদ্বৈত-সিদ্ধিঃ কিম্ ন ( জ্ঞান ) ?



অনুবাদ—একদেশ লইয়া প্রতীতি অর্থাৎ আংশিক প্রকাশ যে দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই সমান, তাহাতে সন্দেহ নাই। তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা দ্বৈতের সিদ্ধি হয়, সেইরূপ আংশিক প্রকাশদ্বারা অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন না হইবে ?

টীকা—“দিদ্যাদ্বেণ”—একাংশদ্বারা অর্থাৎ আংশিক প্রকাশদ্বারা, “বিতানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্”—প্রকাশ দ্বৈতাদ্বৈত উভয় পক্ষেই তুল্য, ইহাই অর্থ। ইহার দ্বারাই পরিহাব অর্থাৎ দোষের নিবৃত্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইল ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“তোমার পক্ষেও যেমন সেই আংশিক প্রকাশদ্বারা, দ্বৈতের সিদ্ধি” ইত্যাদি। “তাবতা”—তোমার পক্ষেও, একদেশের প্রতীতির দ্বারা, “দ্বৈতসিদ্ধিবৎ”—দ্বৈতের নিশ্চয়ের ত্যায়, অদ্বৈতের সিদ্ধি কেন হইবে না ? অভিপ্রায় এই—যেমন এক গৃহাভ্যন্তরস্থ আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হইলে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডগত আকাশের অসঙ্গতাদির ধারণা হয়, সেইরূপ দেহাভ্যন্তরস্থ ধারণাব্যাপ্তি অর্থাৎ অস্তমুখনিশ্চয়বৃত্তির দ্বারা প্রত্যগাত্মায় চেতনতা, আনন্দতা, অদ্বয়তা, পূর্ণতা, নিতামুক্ততা, অসঙ্গতাদি ব্রহ্মবিশেষ্যের ধারণা হইলে, অর্থাৎ প্রত্যগাত্মাকে চৈতন্যাদিরূপ বলিয়া ধারণা করিলে, প্রত্যগাত্মগত অবিভাংশের নিবৃত্তি হইয়া প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের স্বরূপ প্রকাশতার দ্বারা ভান বা প্রকাশ সম্ভব হয়। এইরূপে একদেশের প্রতীতি দ্বারা অদ্বৈতের নিশ্চয় হয়। যেমন ভাতের হাঁড়ি হইতে একটি ভাত টিপিয়া দেখিলে সকল ভাতের পরীক্ষা হয়; মহাভাষ্যে ( ১।৪।২৩ ) আছে—“পর্যাপ্তো হি একঃ পুলাকঃ স্থান্যঃ নিদর্শনায়”। ২৪৩

পূর্বপক্ষী অত্র প্রকারে অদ্বৈতের অসিদ্ধি আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে দ্বৈতেন হীনমদ্বৈতং দ্বৈতজ্ঞানে কথং দ্বিদম্।

অদ্বৈতের অসিদ্ধি-শঙ্কা।

চিদ্ভানং হ্রবিরোধ্যস্তদ্বৈতস্তাতোহসমে উভে॥২৪৪

অর্থ—( শঙ্কা ) অদ্বৈতম্ দ্বৈতেন হীনম্, ইদম্ দ্বৈতজ্ঞানে তু কথম্ ( স্ম্যৎ ) ? চিদ্ভানম্ তু অস্ত দ্বৈতস্ত অবিবোধী, অতঃ উভে অসমে।

অনুবাদ—( পূর্বপক্ষী )—ভাল, অদ্বৈত ত’ দ্বৈতরহিত ; তাহা হইলে দ্বৈতের জ্ঞান থাকিতে অদ্বৈত কি প্রকারে সম্ভব ? ( তছত্তরে যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতের সহিত দ্বৈতের বিরোধও তদ্রূপ বলিয়া অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে দ্বৈতও তদ্রূপ অসিদ্ধ হইবে ), তবে বলি অদ্বৈতের প্রতীতি বা চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে ; সেইহেতু এই ছই আপত্তি তুল্যরূপ নহে।

টীকা—অদ্বৈত বলিতে দ্বৈতরহিত বস্তু বুঝায় ; সেই অদ্বৈত ও দ্বৈতবস্তু পরস্পর বিরোধী বলিয়া সেইরূপ বিরোধে দ্বৈতের প্রতীতি থাকিতে, অদ্বৈত অর্থাৎ অদ্বৈতের প্রতীতি সম্ভব নহে। ইহাই ‘কি প্রকারে সম্ভবে’ এই আপত্তির অর্থ। ( ইহা শুনিয়া যদি সিদ্ধান্তী বলেন—

দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার :—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা ১১১

পূর্বপক্ষিণ্ অদ্বৈতের সহিতও তোমার দ্বৈতের বিরোধ থাকায়, অদ্বৈতের প্রতীতি হইলে, দ্বৈতও সেইরূপ অসিদ্ধ হইবে—এইরূপ উত্তরের সম্ভাবনা ভাবিয়া পূর্বপক্ষী বলিতেছেন। চৈতন্যরূপপ্রকাশ দ্বৈতের বিরোধী নহে, সেইহেতু আমার আপত্তি ও আপনাব আপত্তি তুল্যরূপ নহে, তাহার অর্থ এই—হে সিদ্ধান্তিন, আপনাব মতে চৈতন্যের প্রতীতিই অদ্বৈতের প্রতীতি বলিয়া সেই চৈতন্য-রূপ প্রতীতির সহিত আমার দ্বৈতের কোনও বিরোধ নাই। সেইহেতু আপনাব আপত্তি ও আমার আপত্তি তুল্যরূপ নহে। ২৪৪

( তত্ত্ববে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ) প্রতীয়মান দ্বৈতের বাস্তবতা নাই ; সেইহেতু সেই দ্বৈতের সহিত বাস্তব অদ্বৈতের বিরোধিতা নাই—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী তাহাব পবিচাব কবিতেন :—

এবং তর্হি শৃণু দ্বৈতমসম্মায়াময়ত্বতঃ ।

তেন বাস্তবমদ্বৈতং পরিশেষাদিভাসতে ॥ ২৪৫

অর্থ—( সমাধান ) এবম্ তর্হি শৃণু ; দ্বৈতম্ অসং মায়াবদ্ব্যভূতঃ ; তেন পরিশেষাৎ বাস্তবম্ অদ্বৈতম্ বিভাসতে ।

অনুবাদ—যদি এইরূপ বল, তবে হে পূর্বপক্ষিণ্ শ্রবণ কর, দ্বৈত অসং যেহেতু মায়াময়, সেইহেতু পরিশেষে বাস্তব অদ্বৈতই প্রকাশমান ।

টীকা—‘পরিশেষ’ এই পারিভাষিক শব্দের অর্থ এই সম্ভাবিতের নিষেধ হইলে, স্থানান্তরে অসম্ভাবনা হেতু অবশিষ্ট স্থলে যে সম্প্রত্যয় বা দৃঢ়প্রতীতি, তাহাব নাম ‘পরিশেষ’ । ২৪৫

অদ্বৈতই কি প্রকারে পরিশিষ্ট থাকে তাহাই দেখাইতেছেন :—

অচিন্ত্যরচনারূপং মায়ৈব সকলং জগৎ ।

(গ) অদ্বৈতে পরিশেষের  
প্রকার প্রদর্শন ।

ইতি নিশ্চিত্য বস্তুত্বমদ্বৈতে পরিশেষ্যতাম্ ॥ ২৪৬

অর্থ—‘অচিন্ত্যরচনারূপম্ সকলম্ জগৎ মায়া এব’ ইতি নিশ্চিত্য অদ্বৈতে বস্তুত্বম্ পরিশেষ্যতাম্ ।

অনুবাদ—‘অচিন্ত্যরচনারূপ এই সমুদয় জগৎ মায়াই অর্থাৎ মায়াবই কার্য’—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া বস্তুত্ব অদ্বৈতেই পরিশেষ করিতে হইবে—অদ্বৈততত্ত্বই একমাত্র নিত্য বলিয়া তাহাই বস্তু, এইরূপ অবধারণ করিতে হইবে ।

টীকা—‘অচিন্ত্য’—( সকল চিন্তাশক্তি অতিক্রম করে বলিয়া ) বাহ্য চিন্তা করিবার অযোগ্য ( অর্থাৎ বাহ্য অনাস্রবস্ত বলিয়া এবং অনির্কচনীয়স্বভাব বলিয়া মিথ্যা ) । অচিন্ত্য যে রচনা তাহাই রূপ বাহার, এইরূপ যে সমগ্র জগৎ তাহা মায়া অর্থাৎ মিথ্যা । এই প্রকারে অনির্কচনীয় বলিয়া, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব নিশ্চয় করিয়া, বাস্তব যে অদ্বৈত তাহাই পরিশেষ কবিত হইবে অর্থাৎ তাহাকেই বস্তু বলিয়া বুঝিতে হইবে—( অল্প সকলই অবস্ত ) । ২৪৬

( শব্দ ) ভাল, এইরূপে অদ্বৈতের নিশ্চয় হইলেও পূর্বসংস্কারবশতঃ দ্বৈত ত’ পুনঃ পুনঃ

সত্য বলিয়া প্রতীত হইতে থাকিবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন তাহার নিবৃত্তির ভয় পুনঃ পুনঃ দ্বৈতের মিথ্যাত্ব বিচার করিতে থাকিবে ; ( সমাধান ) :—

(ব) অদ্বৈতজ্ঞানের পর পুনর্দ্বৈতস্ত বস্তুত্বং ভাতি চেত্বং তথা পুনঃ।  
দ্বৈতের বস্তুরূপে প্রতীতি-  
বিষয়ে প্রশ্ন ও উত্তর। পরিশীলয় কো বাত্র প্রয়াসস্তেন তে বদ ॥ ২৪৭

অমর—দ্বৈতস্ত বস্তুত্বং পুনঃ ভাতি চেৎ, ত্বং তথা পুনঃ পরিশীলয় ; তেন তে অত্র  
কঃ বা প্রয়াসঃ বদ।

অনুবাদ—( তাহার পরও ) যদি দ্বৈত আবার বস্তুরূপে প্রতিভাত হয়, তবে তুমি আবার সেইরূপে বিচার কর। সেইরূপ বিচার করিলে, তোমার তাহাতে কি—শ্রমামুভব হইতে পারে, তাহাই বল। ( উত্তর ) তাহা সবিশেষ আয়াসসাধ্য নহে।

টীকা—ব্রহ্মহৃদয়ের চতুর্থার্থাধায়ে ব্যাস আত্মবিষয়ক শ্রবণাদির আবর্তন বিধান করিয়াছেন অর্থাৎ বুদ্ধিতে সমারোপণের জন্ত অথবা ধোয়াকারে আকারিত বৃত্তিলাভের জন্ত শ্রবণাদি বস্তু পুনঃ পুনঃ অভ্যাস উপদেশ করিয়াছেন, যথা “সাবৃত্তিঃ অসক্লং উপদেশাৎ” ( ব্রহ্মহৃদ ৪।১।১ )—শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন—এই সকল অনুষ্ঠান একবার করিলে যদি আত্মদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে—যাবৎ আত্মদর্শন না হয়, তাবৎকাল করিতে হইবে ; শাস্ত্র সেই অভিপ্রায়েই বাবৎকাল ও শ্রবণাদি বহু উপায় উপদেশ করিয়াছেন। ২৪৭

( শঙ্কা ) ভাল, কতকাল ধরিয়া সেই শ্রবণাদিরূপ বিচার করিতে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার সমাধানের জন্ত বলিতেছেন যে, ইহার উত্তর ত’ এই অধ্যায়ের ১৫শ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। “তত্রাপরোক্ষবিদ্যাস্তৌ বিচারোহংগং সমাপ্যতে”। সেইহেতু অদ্বৈতবিচারে এইরূপ আয়াসের কথা উত্থাপন চলে না ; বরং দ্বৈতের প্রতীতিবিষয়ে একথা উঠাইতে পার, ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) সেই বিচারের অবধি কিয়ন্তুং কালমিতি চেৎ খেদোহয়ং দ্বৈতইম্যতাম্।  
কোথায় ? অদ্বৈতবিচারে  
খেদ নাই। অদ্বৈতে তু ন যুক্তোহয়ং সর্বানর্থনিবারণাৎ ॥ ২৪৮

অমর—কিয়ন্তুং কালম্ ইতি চেৎ ? অয়ং খেদঃ দ্বৈতে ইম্যতাম্, অদ্বৈতে তু অয়ম্ ন যুক্তঃ  
সর্বানর্থনিবারণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল কতকাল ধরিয়া এইরূপ আয়াস স্বীকার করিতে হইবে ? তবে বলি, অদ্বৈতের বিচারে এইরূপ আয়াসের কথা উঠান ঠিক হয় না, বরং যদি আয়াস স্বীকার করিতেই হয় তবে দ্বৈতের বিচারে তাহা কর ; কেননা, অদ্বৈতের বিচারে সর্বানর্থের নিবৃত্তি হয়। ২৪৮

ধৈত এবং অধৈতের বিচার ;—অধৈত অপরোক্ষ এবং ধৈত মিথ্যা ১৩৩

( শঙ্কা ) ভাল, এইরূপ অধৈতাত্মত্বের অপরোক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়াও ‘আমাতে ত’ ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ দেখা যাইতেছে ; তাহা হইলে ‘ত’ আত্মজ্ঞান অনর্থনিবারক, একথা অসিদ্ধ। বাদী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(১) ক্ষুৎপিপাসাদি  
অহঙ্কারবৎ ধর্ম

ক্ষুৎপিপাসাদয়ো দৃষ্টা যথাপূর্ব্বং ময়াতি চেৎ ?

মচ্ছন্দবাচ্যোহহংকারে দৃশ্যতাং নেতি কো বদেৎ ॥২৪৯

অর্থ—ক্ষুৎপিপাসাদয়ঃ ময়ি যথাপূর্ব্বং দৃষ্টাঃ ইতি চেৎ ? মচ্ছন্দবাচ্যে অহঙ্কারে দৃশ্যতাম্।  
ন ইতি কঃ বদেৎ ?

অনুবাদ—ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ অর্থাৎ সংসার-ধর্ম্ম, অজ্ঞানাবস্থায় আমার যেমন ছিল, জ্ঞানাবস্থায় সেইরূপই দেখা যাইতেছে,—যদি এইরূপ বল তবে বলি, বেশ ‘ত’ দেখা যাউক না কেন ? এই ‘আমাতে’ বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, সেই অনর্থ তাহাতেই রহিয়াছে, দেখ। কে বলিতেছে, দেখা যায় না ? ( সেই অনর্থ কিন্তু চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে নাই, কেননা, আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়। )

টীকা—‘ক্ষুৎপিপাসাদিরূপ অনর্থ আমাতে ত’ দেখা যাইতেছে’—এই যে ‘আমাতে’ বলিলে, ইহার দ্বারা ‘আমি’ বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়, তাহাতে দোষতেছ অথবা ‘আমি’ শব্দদ্বারা যে চিদায়া উপলক্ষিত হইতেছে, তাহাতে অমুভব করিতেছ ?—এই প্রকারে দুই বিকল্প করিয়া সিদ্ধান্তী প্রথম বিকল্পটি স্বীকার করিতেছেন—‘এই “আমাতে” বলিতে যে অহঙ্কারকে বুঝায়’ ইত্যাদি দ্বারা। যদি বল, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে দোষিতেছি, তবে বলি, একথা টীকে না, কেননা, সেই চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্ব অসঙ্গ ও অবিষয়। এই হেতুটি শ্লোকেব শব্দদ্বারা সূচিত হয় নাই, বাহির হইতে আনিয়া যুটাইতে হইবে। ২৪৯

( শঙ্কা ) ভাল, সেই ক্ষুৎপিপাসাদির প্রতীতি, চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বে না থাকিলেও, দাস্তিবশতঃ তথায় ( আত্মায় ) উপস্থিত হইতে পারে। পূর্ব্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত বিনষ্ট করিয়া উঠাইতেছেন :—

চিচ্চপেহপি প্রসজ্যেয়ংস্তাদাত্মাধ্যাসতো যদি।

মাধ্যাসং কুরু কিন্তু ত্বং বিবেকং কুরু সর্ব্বদা ॥২৫০

অর্থ—তাদাত্মাধ্যাসতঃ যদি চিচ্চপে অপি প্রসজ্যেয়ং ইম্ অব্যাসম্ না কুরু কিন্তু সর্ব্বদা বিবেকম্ কুরু।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল ( অগ্নি ও লৌহপিণ্ডের পরস্পর তাদাত্মাধ্যাসের গায় ) অহঙ্কারের সহিত চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বের তাদাত্মাধ্যাসবশতঃ চৈতন্যস্বরূপ আত্মতত্ত্বেও ক্ষুৎপিপাসাদি উপস্থিত হইতে পারে, তবে বলি সেই অনর্থের হেতু

অধ্যাসের নিবৃত্তির জন্ত সর্বদা বিচার কর; (তদ্বারা অধ্যাস পরিত্যক্ত হইবে) । ২৫০

অনাদিকালের সংস্কারবশতঃ যদি অধ্যাস ফিরিয়া আইসে তবে তাহার নিবৃত্তি করিবার বিবেকাভ্যাস করিবে; অন্য কোনও উপায় নাই :—

ঝটিত্যাধ্যাস আয়াতি দৃঢ়বাসনয়োতি চেৎ ।

আবর্তয়েদ্বিবেকং চ দৃঢ়ং বাসয়িতুং তদা ॥ ২৫১

অর্থ—দৃঢ়বাসনয়া অধ্যাসঃ ঝটিতি আয়াতি ইতি চেৎ, দৃঢ়ং বাসয়িতুং বিবেকম তদা আবর্তয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—উহাতেও যদি (অনাদিকালের সঞ্চিত) সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ সহসা অধ্যাস আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে, বিচারজনিত সংস্কারকে দৃঢ় করিবার জন্ত বিচারের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিবে । ২৫১

(শঙ্কা) ভাল, বিচারদ্বারা দ্বৈতের যে নাম্যময়ত্ব অর্থাৎ মিথ্যাত্ব (প্রতিপাদিত হয়) তাহা যুক্তির দ্বারাই সিদ্ধ হয়, অনুভবদ্বারা তাহা ত' সিদ্ধ হয় না । এইরূপ আশঙ্কার উদয়ে বলিতেছেন যে অচিন্ত্যরচনারূপ মিথ্যাত্বের যে অনুভব, সেই অনুভব সর্বসাক্ষী বলিয়া ঐরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না । এইরূপে তাহার পরিহার করিতেছেন; (সমাধান) :—

৬) বিচারদ্বারা দ্বৈতের  
মিথ্যাত্বমতবে শঙ্কা ও  
সমাধান ।

বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যেবেতি ন ভণ্যতাম্ ।

অচিন্ত্যরচনাত্মস্থানুভূতির্হি স্বসাক্ষিকী ॥ ২৫২

অর্থ—বিবেকে দ্বৈতমিথ্যাত্বং যুক্ত্যা এব ইতি ন ভণ্যতাম্; হি (যতঃ) অচিন্ত্য-  
রচনাত্মস্থানুভূতিঃ স্বসাক্ষিকী ।

অনুবাদ ও টীকা—বিচার উপস্থিত হইলে, দ্বৈতের যে মিথ্যাত্বের নিশ্চয় হয়, তাহা কেবল যুক্তিসিদ্ধ, অনুভবসিদ্ধ নহে—এরূপ বলিও না; যেহেতু দ্বৈতের অচিন্ত্যরচনারূপতার (অভাবনীয়োৎপত্তিকতার) যে অনুভূতি তাহা সর্বসাক্ষিরূপ আত্মচৈতন্য । ২৫২

(শঙ্কা) ভাল, অচিন্ত্যরচনারূপতা যাহা মিথ্যাপদার্থের লক্ষণরূপে ২৪৬শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে, চিদাত্মাতেও ত' তাহার অতিব্যাপ্তি হইতে পারে । বাদী এইরূপ প্রতিনিবন্ধি করিয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

৭) অচিন্ত্যরচনারূপ  
মিথ্যাপদার্থের লক্ষণে  
শঙ্কা ও সমাধান ।

চিদপ্যাচিন্ত্যরচনা যদি তর্হ্যস্ত নো বয়ম্ ।

চিতিং সূচিন্ত্যরচনাং ক্রমো নিত্যত্বকারণাৎ ॥ ২৫৩

দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার ;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা ১৩৫

অম্বয়—চিং অপি অচিন্ত্যরচনা যদি ( এবম্ ক্রয়াঃ ), তর্হি অন্ত, বয়ম্ চিতিম্ সূচিন্ত্য-  
রচনাম্ নো ক্রমঃ নিত্যস্বরূপাং ।

অম্ববাদ—হে বাদিন, যদি বল চৈতন্যও অচিন্ত্যরচন ( অভাবনীয়োৎপত্তিক ),  
তবে বলি—হউক না কেন ? আমরা ত' চৈতন্যকে সূচিন্ত্যরচন ( ভাবনীয়োৎপত্তিক )  
বলি না, কেননা, চৈতন্য যে নিত্য অর্থাৎ উৎপত্তিবিহীন ।

টীকা—প্রাগভাবযুক্ত হইয়া যাহা অচিন্ত্যরচন হয়, তাহাই মিথ্যা । মিথ্যাত্বের এইরূপ  
লক্ষণ বলিবার গূঢ় অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী আশ্রয় অচিন্ত্যরচনরূপতা ( অভাবনীয়োৎপত্তিকতার )  
অঙ্গীকার করিয়া লইলেন—“তবে বলি—হউক না কেন ?” ইত্যাদি বলিয়া । ‘কিন্তু এই প্রকারে  
চৈতন্যকে অচিন্ত্যরচন বলিয়া মানিলে, হে সিদ্ধান্তিন, আপনার ত' অপসিদ্ধান্ত হইবে’—বাদী এইরূপ  
আশঙ্কা কবিত্তে পাবে বলিয়া সিদ্ধান্তী তাহার পরিহার করিতেছেন :—‘আমরা ত' চৈতন্যকে  
সূচিন্ত্যরচন বলি না’ । চৈতন্যকে সূচিন্ত্যরচনাস্বরূপ বলিয়া না মানিবার অর্থাৎ ‘অচিন্ত্যরচনা-  
স্বরূপ’ মানিয়া লইবার হেতু বলিতেছেন—‘কেননা, চৈতন্য যে নিত্য’ । নিত্যত্বরূপ কাবণবশতঃ  
অর্থাৎ উৎপত্তি অভাবহেতু আমরাও চৈতন্যকে সূচিন্ত্যরচন অর্থাৎ অনায়াসে চিন্তনীয় হইয়াছে রচনা  
না উৎপত্তি বাহ্যাব ( অর্থাৎ বাহ্যকে অনিত্য বলে ) এইরূপ বলি না, ইহাই বলিতেছেন—কেননা,  
চৈতন্য যে নিত্য বা প্রাগভাববাহিত । এই অর্থে শব্দযোজনা কবির্য আবেশিতদোষান্বীকারেব  
গূঢ় অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে । চৈতন্য প্রাগভাববাহিত বলিয়া মিথ্যা হইল না, চৈতন্য  
মিথ্যাস্বলক্ষণের অতিব্যাপ্তি ঘটিল না । ২৫৩

( শঙ্ক ) ভাল, চৈতন্যকে নিত্য বলা যায় কি হেতু ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু  
চৈতন্যের প্রাগভাবের অমুভব হয় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য :—

প্রাগভাবো নানুভূতশ্চৈতেনিত্যা ততশ্চিতিঃ ।  
দ্বৈতশ্চ প্রাগভাবস্ত চৈতন্যেনানুভূয়তে ॥ ২৫৪

অম্বয় চিতেঃ প্রাগভাবঃ ন অনুভূতঃ, ততঃ চিতিঃ নিত্যা ; দ্বৈতশ্চ প্রাগভাবঃ  
চৈতন্যেন অনুভূয়তে ।

অম্ববাদ—চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভূত হয় না, সেইহেতু চৈতন্যকে নিত্য বলা  
যায়, কিন্তু দ্বৈতের অর্থাৎ জড়পদার্থের প্রাগভাব চৈতন্য দ্বারা অনুভূত হয় ।  
( এইহেতু তাহা' অনিত্য ) ।

টীকা—যেহেতু চৈতন্যের প্রাগভাব অনুভব করা যায় না, সেইহেতু চৈতন্য নিত্য—এই  
অর্থ পাইবার মত করিয়া অম্বয় করিতে হইবে । এস্থলে গূঢ়াভিপ্রায় এই :—যিনি বলেন  
চৈতন্যের প্রাগভাব আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে, চৈতন্যের সেই প্রাগভাব কি  
চৈতন্যই অনুভব করে অথবা অন্য কেহ অর্থাৎ চৈতন্য ভিন্ন জড় ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে ।  
তন্মধ্যে দ্বিতীয় বিকল্প অর্থাৎ চৈতন্যের প্রাগভাব চৈতন্যভিন্ন জড়ের দ্বারা অনুভূত হয়, ইহা

যুক্তিযুক্ত হয় না, কেননা, যাহা জড় তাহার অমুভবকর্তা হওয়া অসম্ভব। আবার প্রথম বিকল্পে অর্থাৎ চৈতন্যই অমুভব করে বলিলে, জিজ্ঞাস্য অত্র চৈতন্য তাহা অমুভব করে অথবা যে চৈতন্য প্রাগভাব, সেই আপনার দ্বারাই আপনার প্রাগভাব অমুভব করে? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তদ্বাধ্যে প্রথম বিকল্প টিকে না, কেননা, অদ্বৈতবাদে দ্বিতীয় চৈতন্যের অভাব। আবার দ্বিতীয় চৈতন্য স্বীকার করিলেও, চৈতন্য হইয়াছে প্রতিযোগী বাহার—যে অভাবের, এইরূপ অভাব চৈতন্যের গ্রহণ বিনা গৃহীত অর্থাৎ বুদ্ধিতে অরুচ হইতে পারে না, কেননা, নিয়মই বহিয়াছে প্রতিযোগীর অর্থাৎ বাহার অভাব, তাহার প্রতীতি না হইলে, তদভাবের প্রতীতি হয় না। এই কারণে চৈতন্যরূপ প্রতিযোগীর প্রতীতি বিনা, চৈতন্যের অভাবের প্রতীতি সম্ভব হয় না। আবার চৈতন্যের গ্রহণ বা প্রতীতি হয় মানিলে, চৈতন্য ঘটাদির স্তায় জড় হইয়া পড়ে। আর চৈতন্য আপনিই আপনার প্রাগভাব অমুভব করে—এই দ্বিতীয় পক্ষও টিকে না; কেননা, আপনার অভাবকালে আপনি অবিদ্যমান বলিয়া আপনার দ্বারা আপনার অভাব অমুভূত হইতে পারে না।

(শঙ্ক) ভাল, চৈতন্যের প্রাগভাব অমুভূত হয় না বলিয়া চৈতন্য যেমন নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হয়, সেইরূপ দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইতে পারে, কেননা, দ্বৈত বলিতে প্রমাতা প্রভৃতি অর্থাৎ প্রমাতা, প্রমাণ ও প্রমেরূপ ভেদ বুঝায়; সেই প্রমাতাদিরূপ দ্বৈতের পক্ষে নিজেই নিজের অভাব অমুভব করা অসাধ্য, আর সেই দ্বৈতের প্রাগভাবের অত্র অমুভবকর্তা নাই, সুতরাং দ্বৈতও নিত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন (সমাধান)—দ্বৈতের প্রাগভাবের অত্র অমুভবকর্তা নাই, এই কথাই অসিদ্ধ। এইরূপে উহা পরিহার করিতেছেন:—‘বৈতের প্রাগভাব ত’ চৈতন্যের দ্বারা অমুভূত হয়’। তাৎপর্য এই—জাগ্রাদি দ্বৈতের অভাব স্বপ্নপ্রকালে সাক্ষিকর্ক অমুভূত হয় বলিয়া এবং [ তমসঃ সাক্ষী সর্বত্র সাক্ষী—নৃসিংহ, উ, তা, ২\* ]—‘ধিনি অজ্ঞানের সাক্ষী তিনি সকলেরই সমস্ত বৈতেরই সাক্ষী’ এইরূপ শ্রুতিবচন বহিয়াছে বলিয়া, দ্বৈতের প্রাগভাব নিঃসাক্ষিক নহে। ২৫৪

‘যাহাই প্রাগভাববিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনারূপ, তাহাই মিথ্যা’—মিথ্যাত্বের এই লক্ষণ এইরূপে সিদ্ধ হওয়াতে, দ্বৈতের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল, ইহাই বলিতেছেন:—

(৭৭) বৈতের মিথ্যাত্ব-  
সিদ্ধি।

প্রাগভাবযুতং দ্বৈতং রচ্যতে হি ঘটাদিবৎ।

তথাপি রচনান্ধচিন্ত্যা মিথ্যা তেনেন্দ্রজালবৎ ॥২৫৫

অর্থ—প্রাগভাবযুতম্ দ্বৈতম্ ঘটাদিবৎ রচ্যতে হি, তথা অপি রচনা অচিন্ত্যা, তেন ইন্দ্রজালবৎ মিথ্যা।

\* সম্পূর্ণ পাঠ—তম বা এতম আত্মানং জাগ্রতি অবশ্যম্ অহংগম্, স্বপ্নে অজাগ্রতম্ অহংগম্, স্বপ্নে অজাগ্রতম্, অহংগম্; তুরীয়ে অজাগ্রতম্ অবশ্যম্ অহংগম্ অব্যভিচারিণং নিত্যানন্দসংস্করসং হি এবং চক্ষুষো দ্রষ্টা, বাচো দ্রষ্টা, মনসো দ্রষ্টা, বুদ্ধেঃ দ্রষ্টা, প্রাণস্ত দ্রষ্টা, তমসো দ্রষ্টা, সর্বত্র দ্রষ্টা, ততঃ সর্বত্রান্দ অস্মাদ্ অন্তঃ বিলকণঃ চক্ষুঃ সাক্ষী, শ্রোত্রস্ত সাক্ষী, বাচঃ সাক্ষী, মনসঃ সাক্ষী, বুদ্ধেঃ সাক্ষী, প্রাণস্ত সাক্ষী, তমসঃ সাক্ষী, সর্বত্র সাক্ষী \* \* \*।

দ্বৈত এবং অদ্বৈতের বিচার;—অদ্বৈত অপরোক্ষ এবং দ্বৈত মিথ্যা ১৩৭

অমুবাদ—প্রাগভাববিশিষ্ট জগদ্রূপ যে দ্বৈত, তাহা ঘটাদির মতই রচিত হইয়া থাকে। আর সেই দ্বৈতের রচনাও অচিন্ত্য; সেইহেতু এই জগদ্রূপ দ্বৈত মিথ্যা; দৃষ্টান্ত—ইন্দ্রজাল যেমন মিথ্যা, সেইরূপ।

টীকা—উক্ত লক্ষণে “প্রাগভাববিশিষ্ট” এই যে বিশেষণটি প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হেতুগর্ভিত বিশেষণ। দ্বৈত প্রাগভাববিশিষ্ট বলিয়া ঘটাদির হ্রাসই রচনাসাপেক্ষ, আবার রচনাসাপেক্ষ হইয়া দ্বৈতের রচনা অচিন্ত্য। সেই রচনাসাপেক্ষতাবিশিষ্ট হইয়া অচিন্ত্যরচনা-রূপতরূপ হেতুবশতঃ ইন্দ্রজাল-রচিত রাজপ্রাসাদের হ্রাস দ্বৈত মিথ্যা, ইহাই তাৎপর্য। ২৫৫

প্রথমতঃ চৈতন্য স্বপ্রকাশ বলিয়া নিত্য এবং অপরোক্ষরূপে ভাসমান; তাহাব পর সেই চৈতন্যব্যতিরিক্ত জগতের মিথ্যায় সেই চৈতন্যদ্বারাই অন্তর্ভূত হব—ইহা পূর্বগত চৌকটি শ্লোকে প্রদর্শিত হইল। ইহার উপরেও বাদী যদি বলেন যে, অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে, তাহা হইলে বাদীর সেই উক্তি ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইয়া পড়ে, ইহাই বলিতেছেন:—

চ। অদ্বৈতের অপরো-  
ক্ষতাব অধীকারে  
ব্যাঘাতদোষ। চিৎ প্রত্যক্ষা ততোহন্যস্ত মিথ্যাস্বং চানুভূয়তে।  
নাদ্বৈতমপরোক্ষং চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্? ॥ ২৫৬

অর্থ—চিৎ প্রত্যক্ষা; ততঃ অন্তস্ত মিথ্যাস্বম্ অনুভূয়তে চ; অদ্বৈতম্ চ অপরোক্ষম্  
ন—ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্?

অমুবাদ—চৈতন্য অপরোক্ষ বস্তু; আর সেই চৈতন্যভিন্ন যে দ্বৈত, তাহার মিথ্যায় যদি অনুভবগোচর বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে অদ্বৈতবস্তু অপরোক্ষ নহে—এইরূপ উক্তি কেন ব্যাঘাতদোষ-ছুষ্ট হইবে না?

টীকা—শ্লোকে যে ‘চ’ শব্দ রহিয়াছে তাহা ২৪২ শ্লোকোক্ত, ‘কেননা, অদ্বৈততত্ত্ব চৈতন্যরূপে সদাই ভাসমান’—এই যুক্তির সহিত সমুচ্চয় বা সম্মেলনের জ্ঞা। শেষচরণদ্বয়ের শব্দযোজনা অর্ঘ্যে প্রদর্শিত হইয়াছে। ২৪২ শ্লোকে যে আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে—যে অদ্বৈত অপরোক্ষ নহে—এই আপত্তি কেন ব্যাঘাতদোষযুক্ত হইবে না? ইহা অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত, ইহাই অভিপ্রায়। ২৫৬

(এক্ষণে বাদী সিদ্ধান্তটিকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন এই পূর্বগত পনেরটি শ্লোকোক্ত)  
বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও কোন কোন লোকের ইহাতে বিশ্বাস হয় না কেন?

(১) বেদান্ততাৎপর্য  
জানিয়াও কাহার কাহার  
ন শব্দনিবৃত্তি হয় না কেন?  
ইখং জ্ঞানাপ্যসম্ভট্টাঃ কেচিৎ কুত ইতীর্য্যতাম্।  
চার্বাকাদেঃ প্রবুদ্ধস্তাপ্যাত্মা দেহঃ কুতো বদ ॥ ২৫৭

অর্থ—(বাদী)—ইখম্ জ্ঞান্যে অপি কেচিৎ অসম্ভট্টাঃ কুতঃ? ইতি ঈর্ষ্যতাম্।  
(সিদ্ধান্তী)—প্রবুদ্ধস্ত চার্বাকাদেঃ অপি দেহঃ আত্মা কুতঃ বদ।

অমুবাদ—(বাদী কহিতেছেন) এই প্রকার অর্থাৎ বর্ণিত বেদান্ততত্ত্ব জানিয়াও  
১৮



কেহ কেহ কেন অসম্ভট ? ( অর্থাৎ, বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায় ? ) আপনি ইহা বলুন । ( সিদ্ধান্তীর উত্তর ) ‘তুমি ত’ আগে বল, চার্ব্বাকাদি যুক্তিতর্কনিপুণ হইয়াও কেন স্থূলদেহকে আত্মা বলিয়া মানেন ?

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর প্রশ্নের উত্তরে বলিতে চাহেন যে, তাহারা সম্যগ্‌বিচারশূন্য বলিয়া বিশ্বাসবিহীন থাকিয়া যায় ; এই অভিপ্রায়ে সিদ্ধান্তী প্রতিবন্ধি দ্বারা ( ১ম খণ্ড ১৮৩ পৃঃ ৪৫২ টীকা, এবং ২য় খণ্ড ১২৩ পৃঃ ৬২৩০, পাদটীকা দ্রষ্টব্য ) বাদীর প্রশ্নে বাধা দিতেছেন :—‘ভাল, তুমি ত’ আগে বল—ইত্যাদি’ । ‘চার্ব্বাকাদি’ এই শব্দদ্বারা ‘পামরদিগকে’ ( পৃ ১১৭ টীকা দ্রষ্টব্য ) বুঝান হইতেছে । ‘প্রবুদ্ধ’ শব্দে বিকল্প কবিতো ‘ও’ খণ্ডন করিতে কুশল চার্ব্বাকাদিকে বুঝিতে হইবে । তাহারা দেখে কেন আত্মবুদ্ধি করে তাহা তুমি আমাকে বল । ২৫৭

এক্ষণে বাদী উক্ত প্রতিবন্ধি হইতে মুক্ত হইবার জন্য তাঁহার সম্ভাবিত উত্তর স্থচনা করিতেছেন :—

সম্যগ্‌বিচারো নাস্ত্যস্ম দ্বীদোষাদিতি চেত্তথা ।

অসম্ভটাস্তু শাস্ত্রার্থং ন ত্বৈকন্ত বিশেষতঃ ॥ ২৫৮

অর্থ—অস্ম দ্বীদোষাং সমাক্‌ বিচারঃ ন অস্তি ইতি চেৎ—( বাদীর আপত্তি ) ; ( সিদ্ধান্তীর উত্তর ) তথা অসম্ভটাস্তু তু ( দ্বীদোষাং ) বিশেষতঃ শাস্ত্রার্থম্ ন তু ঐকন্ত ।

অনুবাদ—‘এই চার্ব্বাকাদির বুদ্ধিদোষবশতঃ সম্যগ্‌বিচার সম্ভবে না’, এইরূপ যদি বল, তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই সংশয়গ্রস্ত থাকিয়া, বুদ্ধিদোষবশতঃ বিশেষরূপে শাস্ত্রার্থবিচার করিয়া নিঃসন্দেহ হয় নাই ।

টীকা—বাদীর হুচি উত্তর শুনিয়া, সিদ্ধান্তী কলহ পরিত্যাগ করিয়া, তাহারই উত্তরের সাহায্যে সমাধান করিতেছেন—‘তাহা হইলে বলি, তাহারা সেইরূপেই’ ইত্যাদি । শ্লোকের শেষাংশে, পূর্ব্বোক্তের “দ্বীদোষাং”—বুদ্ধিদোষবশতঃ—এই পদের সম্বন্ধ আনিয়া অর্থ করিতে হইবে । “ন তু”—এই ‘তু’ শব্দ নিশ্চয়বাচক ‘এব’ ও ‘হি’ শব্দের পথ্যায়শব্দ । ২৫৮

### তত্ত্বজ্ঞানের ফল

১ । তত্ত্বজ্ঞানফলপ্রতিপাদক শ্রুতির ব্যাখ্যা ।

এইরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্বের বিচারদ্বারা, সেই বিচারজনিত তত্ত্বজ্ঞানফলের বিচার করিবার উদ্দেশ্যে সেই ফলপ্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন ( অ১৪ ) পাঠ করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানকলপ্রতিপাদক যদা সর্ব্বৈ প্রমুচ্যন্তে কামা যেহস্ম হৃদিপ্রিতাঃ ।

শ্রুতি ও তাহার অন্তত্ব-

সিদ্ধান্তবিধির শব্দ ও

সমাধান

ইতি শ্রোতং ফলং দৃষ্টং নেতি চেদৃষ্টমেব তৎ ॥ ২৫৯

অর্থ—‘অশ্রু হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ, ( তে ) সৰ্বে বদা প্রমুচ্যন্তে’, ইতি ফলম্ শ্রোতম্, দৃষ্টম্ ন ইতি চেৎ, তং দৃষ্টম্ এব।

অনুবাদ—যে সমস্ত কাম বা কামনা এই মুমুক্শুপুরুষের হৃদয়কে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই সমুদয় কাম যখন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়, ( তখন সেই পুরুষ, মর্ত্য—মরণশীল হইয়াও অমরত্ব লাভ করেন এবং এই দেহেই ব্রহ্মভাব আশ্বাদন করেন )—ব্রহ্মজ্ঞানের এইরূপ ফল, উক্ত কঠ-শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। যদি বল, সেই ফল, শ্রুতিমুখে শুনা যায় মাত্র, তাহা দৃষ্ট নহে, তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না ; সেই শ্রুত্যান্ত ফল দৃষ্টই ( বিদ্বজ্জনের অনুভূত )।

টীকা—[ বদা সৰ্বে প্রমুচ্যন্তে কামা যেষশ্চ হৃদিশ্রিতাঃ। অথ মর্ত্যোহমৃতো ভবত্যত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥ ] এইটি সমগ্র শ্রুতিবচন ; পূৰ্ব্বোক্তমাত্র মূল শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহার অর্থ—‘অশ্রু’—এই মুমুক্শুর, “হৃদিশ্রিতাঃ যে কামাঃ ( সন্তি )”—বুদ্ধিনিষ্ঠ যে সকল কামনা অর্থাৎ তাদাত্ম্যাধ্যাসমূলক ইচ্ছাদি থাকে, “( তে ) সৰ্বে বদা প্রমুচ্যন্তে”—সেই সমস্ত যখন তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অধ্যাসনিবৃত্তি হইলে, নিবৃত্ত হয় ; ‘অথ’—তৎকালেই, ‘মর্ত্যঃ’—পূৰ্বে দেহের সহিত তাদাত্ম্যাধ্যাসবশতঃ মরণস্বভাব পুরুষ, ‘অমৃতঃ ( ভবতি )’—অধ্যাসের অভাববশতঃ মরণ-বহিত হইয়া যান। সেইরূপ অমৃত হইবার হেতু বলিতেছেন—‘অত্র ব্রহ্ম সমশ্রুতে’—এই দেহেই মর্ত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্মকে সম্যক্ প্রকারে প্রাপ্ত হন—ব্রহ্মভাব আশ্বাদন করেন। ইহাই উক্ত তত্ত্বজ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতির অর্থ। ইহা শুনিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন—ভাল, শ্রুতি যে কামনিবৃত্তিপ্রভৃতিরূপ তত্ত্বজ্ঞানফল প্রতিপাদন করিলেন, তাহা ত’ অশ্রুভবসিদ্ধ নহে, কিন্তু তাহা শাস্ত্র অর্থাৎ শাস্ত্রসিদ্ধমাত্র। তত্ত্বজ্ঞানের সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, অব্যবহিত পরবর্তী শ্রুতিবাক্যের ( অর্থাৎ কঠ উ, ৩।১৫ ) তাৎপৰ্য্য পথ্যালোচনা করিলে সেই শ্রুতিবচনোক্ত তত্ত্বজ্ঞানের ফলের দৃষ্টকণতা সিদ্ধ হয়। এই উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—‘তবে বলি এইরূপ বলিতে পার না, সেই শ্রুত্যান্ত ফল দৃষ্টই’। ২৫২

জ্ঞানের সেই কামনিবৃত্তিরূপ ফলের ‘দৃষ্টতা’ পরিষ্কৃত করিবার জন্য পূৰ্ব্বশ্লোকোক্ত শ্রুতি-বচনের অব্যবহিত পরবর্তী বচনের উল্লেখ করিয়া তাহার অর্থ বলিতেছেন :—

(খ) শ্রুতার্থদ্বারা পূৰ্ব্বগত  
শ্লোকোক্ত ( কামরূপ-  
গ্রন্থিভেদফলের ) দৃষ্ট-  
রূপতার, স্পষ্টীকরণ।

যদা সৰ্বে প্রভিত্তন্তে হৃদয়গ্রন্থয়স্বিত্তি।

কামা গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতা বাক্যশেষতঃ ॥ ২৬০

অর্থ—‘যদা সৰ্বে হৃদয়গ্রন্থয়ঃ তু প্রভিত্তন্তে’ ইতি বাক্যশেষতঃ কামাঃ গ্রন্থিস্বরূপেণ ব্যাখ্যাতাঃ।

অনুবাদ—‘যখন সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, ‘ভেদ’ অর্থাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়’—পূৰ্ব্ব-শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যের অঙ্গীভূত এই বাক্যের দ্বারা, ‘কামই’ হৃদয়গ্রন্থি বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

টীকা—এই বাক্যশেষদ্বারা, কামপ্রযুক্তি বা কামনানিবৃত্তিই “গ্রন্থিভেদ”পদের অর্থ বলিয়া ব্যাখ্যাত হওয়াতে এবং অহঙ্কার ও চিদাত্মার তাদাত্মাধ্যাসনিবৃত্তিরূপ যে গ্রন্থিভেদ, তাহা অমুভবসিদ্ধ বলিয়া, কামনিবৃত্তিরূপ ঐশ্বর্যাত্মক জ্ঞানফল অপ্ৰত্যক্ষ নহে, ইহাই তাৎপৰ্য। “বাক্যশেষতঃ”—পূৰ্ব্বেগত প্রতিবচনের অঙ্গীভূত এই প্রতিবচনদ্বারা। ২৬০

(শঙ্কা) ভাল, লোকসমাজে ‘কাম’শব্দে বিবিধ প্রকার ইচ্ছা বুঝায়। এইহেতু সেই ‘কাম’শব্দে প্রতি কি প্রকারে ‘গ্রন্থি’ বুঝাইলেন? এই আশঙ্কা উঠিতেছে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—অধ্যাস বাহার মূল এইরূপ ইচ্ছাবিশেষ ‘কাম’ শব্দের বাচ্যার্থ; ইচ্ছামাত্রই কামশব্দের বাচ্যার্থ নহে:—

অহঙ্কারচিদাত্মানাবেকীকৃত্যাবিবেকতঃ।

(গ) কামশব্দের অর্থ।

ইদং মে স্মাদিদং মে স্মাদিতীচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ ॥২৬১

অর্থ—অহঙ্কারচিদাত্মানো অবিবেকতঃ একীকৃত্য ‘মে ইদং স্মাৎ, মে ইদং স্মাৎ’ ইতি ইচ্ছাঃ কামশব্দিতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অবিবেকবশতঃ অহঙ্কার ও চিদাত্মাকে এক বলিয়া জানিলে, ‘ইহা আমার হউক, ইহা আমার হউক’ এই প্রকার ইচ্ছাই কামশব্দের বাচ্যার্থ। এই কারণেই কঠোপনিষদে ‘কাম’ গ্রন্থিরূপে বর্ণিত হইয়াছে। ২৬১

(শঙ্কা) ভাল, অধ্যাসমূল কামই যদি পরিত্যাজ্য হইল তাহা হইলে যে কামেব মূলে অধ্যাস নাই, সেই অপর প্রকার কামকে ত’ অঙ্গীকার করা বাইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, (সমাধান) যেহেতু কোনও বাধক নাই, সেইহেতু অধ্যাসরহিত অর্থাৎ আভাসরূপ কাম অঙ্গীকার করা বাইতে পারে:—

(ঘ) বাহাতে অধ্যাস নাই, অপ্রবেশ্য চিদাত্মানং পৃথক্ পশ্যন্মহংকৃতিম্।

সেই কামরূপ ইচ্ছা  
বাচ্য।

ইচ্ছংস্তু কোটিবস্তু নি ন বাধো গ্রন্থিভেদতঃ ॥২৬২

অর্থ—( অহঙ্কারে ) চিদাত্মানম্ অপ্রবেশ্য অহঙ্কৃতিম্ পৃথক্ পশ্যন্ কোটিবস্তু নি ইচ্ছন্ তু গ্রন্থিভেদতঃ বাধঃ ন ( স্মাৎ )।

অনুবাদ—অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া অর্থাৎ চৈতন্ত্বের সহিত অহঙ্কারের অভেদবুদ্ধি না করিয়া—অহঙ্কারকে চিদাত্মা হইতে পৃথক্ জানিয়া,

\* কঠপ্রতিবচনের ( ৩।১৪ ) অর্থ ২৫৯ শ্লোকের অনুবাদে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহাতে উক্ত হইয়াছে ‘সেই সমস্ত কাম বধন ব্রহ্মজ্ঞানপ্রভাবে বিদূরিত হইয়া যায়’। এখন প্রশ্ন হইতেছে—সেই কামনার সমুচ্ছেদ হয় কখন? তদন্তরে পরবর্তী কঠ-বাক্যে ( ৩।১৫ ) উক্ত হইয়াছে—এই মামুখদেহেই বধন সমস্ত অবিত্যাগ্রন্থি—অহঙ্কার ও চিদাত্মার তাদাত্মাধ্যাস, ‘ভিন্ন’ অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়া যায়, তখনই সমস্ত কামনার সমুচ্ছেদবশতঃ মর্ত্য, অমৃতত্ব লাভ করে, এই পর্য্যন্তই বেদান্তশাস্ত্রের উপদেশ। এইহেতু এই বাক্যটি পূর্ববাক্যের অঙ্গীভূত বা ‘বাক্যশেষ’।

কোটিবস্তুর ইচ্ছা করিলেও, জ্ঞানপরিণাকে গ্রন্থিভেদ হইয়াছে বলিয়া সাক্ষী আত্মার অর্থাৎ জ্ঞানরূপ মোক্ষের বাধা হয় না।

টীকা—‘অহঙ্কারে চিদাত্মাকে প্রবেশ না করাইয়া’ অর্থাৎ তাদাত্মাধ্যাসদ্বারা চৈতন্যে অহঙ্কারের অন্তর্ভাব না করাইয়া,—ইহাই অর্থ। এই স্থলে যে তত্ত্বটি লক্ষিত হইতেছে তাহা ভারতীতীর্থ স্বরচিত “দৃগদৃশ্যবিবেকের” অষ্টম শ্লোকে এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—অহঙ্কারস্ত তাদাত্মাং চিচ্ছারাদেহসাক্ষিভিঃ। সহজং কন্মজং ভ্রান্তিজন্মকং ত্রিবিধং ক্রমাৎ ॥—চিদাভাসের ও অহঙ্কারের যে তাদাত্মা বা সম্বন্ধ, তাহা উক্ত দুই সম্বন্ধীভ উৎপত্তিকালেই উহাদের সঙ্গে সঙ্গে উৎপন্ন হইয়া থাকে, এইহেতু উহাকে ‘সহজ’ বলা হইয়াছে। আর অহঙ্কার ও দেহের যে সম্বন্ধ, তাহা যে সকল কন্ম জাগ্রৎকালীন ভোগ প্রদান করিয়া থাকে, সেই কন্মহেতুই জন্মিয়া থাকে ; ইহা অদ্বয়ব্যতিরেকযুক্তিদ্বারা বুঝা যায় অর্থাৎ জাগ্রৎকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কন্ম থাকিলেই অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে এবং স্বপ্নস্থিকালে ঐ সকল ভোগপ্রদ কন্ম না থাকায় অহঙ্কার ও দেহের সম্বন্ধ ঘটে না। এইহেতু সেই সম্বন্ধকে ‘কন্মজ’ বলে। অহঙ্কার ও সাক্ষীর যে সম্বন্ধ তাহা অনাদি অনির্কটনীয় ভ্রান্তিহেতুই জন্মিয়া থাকে ; এইহেতু তাহাকে ‘ভ্রান্তিজন্ম’ বলা হইয়াছে। এস্থলে অধিষ্ঠানের স্বরূপ না জানাকেই ভ্রান্তি বলা হইয়াছে। (উক্ত শ্লোকের সবিশেষ ব্যাখ্যা ‘মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী’র অন্তর্গত “দৃগদৃশ্যবিবেক” গ্রন্থের ২২ পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য।) অহঙ্কারের সেই ত্রিবিধ তাদাত্মার মধ্যে সহজ ও কন্মজ তাদাত্মা জ্ঞানীতেও মধ্যে মধ্যে ঘটিয়া থাকে কিন্তু জ্ঞানীর অজ্ঞান ও তজ্জনিত ভ্রান্তি নিবৃত্ত হওয়ায়, তৃতীয় প্রকারেই অর্থাৎ ভ্রমজনিত তাদাত্মা ঘটে না। এইহেতু অহঙ্কারের ধর্ম আভাসরূপ ইচ্ছাদিদ্বারা পূর্বের হায় জ্ঞানীভ স্বরূপের অর্থাৎ সাক্ষীর বাধা হয় না। ২৬২

ভাল, অধ্যাসের অভাব হইলে, কামের ত’ আর উদয় হইবে না, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, প্রারব্ধবশে কামের উৎপত্তি সম্ভব হইবে :—

(৬) অধ্যাস বিনা প্রারব্ধ-  
বশেও কাম সম্ভব।  
গ্রন্থিভেদেহপি সম্ভাব্যা ইচ্ছাঃ প্রারব্ধদোষতঃ।  
বুধাপি পাপবাহুল্যাদসন্তোষো যথা তব ॥ ২৬৩

অদ্বয়—গ্রন্থিভেদে অপি প্রারব্ধদোষতঃ ইচ্ছাঃ সম্ভাব্যাঃ যথা বুধা অপি পাপবাহুল্যাত  
তপ্যাসন্তোষতঃ।

অনুবাদ ও টীকা—গ্রন্থিভেদ হইলেও প্রারব্ধকর্মদোষে ইচ্ছাদির উদয় হইতে পারে ; (তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন)—যেমন অদ্বৈততত্ত্বের বোধ হইলেও পাপের আধিক্যবশতঃ তোমার সন্তোষ জন্মে নাই, সেইরূপ। ২৬৩

অধ্যাস না থাকিলে অহঙ্কারগত চিদাভাসস্থিত ইচ্ছাদি যে বাধক হইতে পারে না, তাহা হইটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

(৫) অধ্যাসরহিত ইচ্ছাদি  
বাধক নহে; দুইটি  
দৃষ্টান্ত।

অহঙ্কারগতেচ্ছাত্ত্বৈর্দেহব্যাধ্যাতিভিস্তথা।

বৃক্ষাদিজন্যনানৈর্বা চিত্রপাত্নানি কিং ভবেৎ ॥২৬৪

অর্থ—দেহব্যাধ্যাতিভিঃ বা বৃক্ষাদিজন্যনানৈঃ তথা অহঙ্কারগতেচ্ছাত্ত্বৈঃ চিত্রপাত্নানি  
কিং ভবেৎ ?

অনুবাদ—যেমন দেহের ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা অথবা বৃক্ষাদির জন্মনাশদ্বারা  
চিত্রপ আত্মার কোনও বাধ বা খেদ উপস্থিত হয় না, সেইপ্রকার অহঙ্কার-  
প্রতিবিস্তিত চিদাভাসগত ইচ্ছাদির দ্বারা কূটস্থ চিত্রপ আত্মার কি হইবে? কিছুই  
হইবে না।

টীকা—যেমন দেহগত রোগাদি ধর্মের দ্বারা অহঙ্কার-সাক্ষী আত্মার বাধ হয় না, কেননা,  
আত্মা দেহের সহিত সম্বন্ধরহিত, কিম্বা যেমন বৃক্ষাদিগত জন্মাদিদ্বারা, দেহ ও অহঙ্কারের  
সাক্ষীর বাধা হয় না, সেই প্রকার অধ্যাসের নিবৃত্তি হইলে, অহঙ্কারে প্রতিবিস্তিত চিদাভাসগত  
ইচ্ছাদি ধর্মদ্বারাও, সাক্ষী বা কূটস্থ আত্মার বাধা হয় না, ইহাই তাৎপর্য। ২৬৪

(শঙ্কা) ভাল, চিদাভাস অসঙ্গত তা' একরূপ অর্থাৎ তিন কালেই সমান; সেইহেতু,  
গ্রন্থিভেদের পূর্বেও তা' আত্মার কামাদিজনিত বাধা থাকে না। পূর্বপক্ষী এই প্রকারে সিদ্ধান্ত  
গইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

গ্রন্থিভেদাৎ পুরাপ্যেবমিতি চেত্তন্ন বিশ্বর।

(৬) গ্রন্থিভেদের অর্থ।

অয়মেব গ্রন্থিভেদস্তব তেন কৃতী ভবান্ ॥ ২৬৫

অর্থ—গ্রন্থিভেদাৎ পুরা অপি এবম্ ইতি চেৎ, তৎ ন বিশ্বর; অয়ম্ এব তৎ  
গ্রন্থিভেদঃ, তেন ভবান্ কৃতী (স্মৃৎ)।

অনুবাদ—(পূর্বপক্ষীর শঙ্কা) গ্রন্থিভেদের পূর্বেও তা' আত্মার কামাদিজনিত  
বাধাভাব (এইরূপ তা' জানাই আছে)। (উত্তর) সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই।  
ইহাই তোমার সেই গ্রন্থিভেদ; ইহার দ্বারাই তুমি কৃতার্থ হইবে।

টীকা—গ্রন্থিভেদের পূর্বেও অহঙ্কারগত কামাদির দ্বারা, সদা অসঙ্গ আত্মার বাধ বা খেদ  
হয় না। এই প্রকার জ্ঞানকেই আমরা গ্রন্থিভেদ বলিয়াছি। এইহেতু তোমার এই প্রশ্ন  
আমাদের অসুস্থ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—“সেই জ্ঞানটিকে ভুলিতে নাই”, ইত্যাদি। ২৬৫

গ্রন্থিভেদের পূর্বেও কামাদিদ্বারা আত্মার বাধা বা খেদ হয় না—এই প্রকার জ্ঞানের  
অভাবই গ্রন্থি। এই কথা বলিতেছেন :—

(৭) গ্রন্থি বিনষ্ট হইলেই  
জ্ঞানী; না হইলেই  
অজ্ঞানী—এইমাত্র ভেদ।

নৈবং জানন্তি মূঢ়াশ্চেৎ সোহয়ং গ্রন্থির্ন চাপরঃ।

গ্রন্থিতত্ত্বেদমাত্রাণ বৈষম্যং মূঢ়বুদ্ধয়োঃ ॥২৬৬

অম্বয়—(পূর্বপক্ষীর শঙ্কা) মূঢ়াঃ এবম্ ন জানন্তি (ইতি) চেৎ, সঃ অম্বয় গ্রন্থিঃ, ৫  
অপরঃ ন ; গ্রন্থিতস্তেদমাত্রেণ মূঢ়বুদ্ধয়োঃ বৈষম্যম্ ।

অনুবাদ—যদি বল মূঢ় ব্যক্তিগণ ইহা ত' জানে না ; তবে বলি তাহাই এই  
হৃদয়গ্রন্থি ; তাহা অণু কিছু নহে । কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই যথাক্রমে  
অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর প্রভেদ জানা যায় ।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীরও ইচ্ছাদি থাকে, ইহা মানিলে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর প্রভেদ কি লইয়া ?  
এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর অণু বৈলক্ষণ্য নাই—  
'কেবল গ্রন্থি ও তাহার নাশদ্বারাই', ইত্যাদি । ২৬৬

গ্রন্থিভেদ বিনা জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বৈলক্ষণ্যের অণু কারণ নাই, এই কথাই স্পষ্ট  
কবিয়া বলিতেছেন :—

(৯) গ্রন্থিভেদ ভিন্ন জ্ঞানী  
ও অজ্ঞানীব মধ্যে ভেদের  
অল্প কারণ নাই ।

প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ ।  
ন কিঞ্চিদপি বৈষম্যমন্ত্যজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ ॥ ২৬৭

অম্বয়—দেহেন্দ্রিয়মনোধিয়াম্ প্রবৃত্তৌ বা নিবৃত্তৌ বা অজ্ঞানিবিবুদ্ধয়োঃ কিঞ্চিং অপি  
বৈষম্যম্ ন অস্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধি ইহাদের প্রবৃত্তিবিষয়ে বা নিবৃত্তি-  
বিষয়ে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই । ২৬৭

দৃষ্টান্তদ্বারা এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োর্বেদপাঠাপাঠকৃত্য ভিদ্দা ।

নাহারাদাবস্তি ভেদঃ সোহয়ং ত্র্যায়োহত্র যোজ্যতাম্ ॥ ২৬৮

অম্বয়—ব্রাত্যশ্রোত্রিয়য়োঃ বেদপাঠাপাঠকৃত্য ভিদ্দা (ভবতি) ; আহারাদৌ ভেদঃ ন  
অস্তি । সঃ অয়ং ত্র্যায়ঃ অত্র যোজ্যতাম্ ।

অনুবাদ—ব্রাত্য (বা অকৃতঘজ্ঞোপবীত-সংস্কার ত্রৈবর্ণিক) এবং শ্রোত্রিয়  
(বা কৃতসংস্কার, অধ্যয়নসম্পন্ন, ষট্কার্মরত ব্রাহ্মণাদি) এই উভয়ের মধ্যে বেদ-  
পাঠ ও তদভাব লইয়াই ভেদ ; আহারাদি লইয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই ।  
সেই দৃষ্টান্ত এই স্থলে অজ্ঞানী ও জ্ঞানীর মধ্যে লাগাইয়া বুঝিয়া লও ।

(অনুবাদকের) টীকা—মহাসংহিতায় (২।৩৮, ৩৯) 'ব্রাত্যের' সংজ্ঞা এইরূপ বর্ণিত আছে—  
“আষোড়শা ব্রাহ্মণস্ত সান্বিতী নাতিবস্ততে । আ দ্বাবিংশৎ ক্ষত্রবক্ষোরাচতুর্বিংশতেবিংশঃ ॥ অত উর্দ্ধং  
গরোহপ্যেতে যথাকালমসংস্কৃতাঃ । সান্বিতীপতিতা ব্রাত্যা ভবন্ত্যর্থাবিগহিতাঃ ॥”—ব্রাহ্মণের  
গর্ভষোড়শ পর্যন্ত, ক্ষত্রিয়ের গর্ভদ্বাবিংশ পর্যন্ত এবং বৈশ্যের গর্ভচতুর্বিংশ পর্যন্ত সান্বিতী অর্থাৎ

উপনয়ন অতিক্রান্তকাল হয় না। এই তিন বর্ষ যদি এতাবৎকাল পর্যন্তও সংস্কৃত না হয়, তাহা হইলে ইহারা উপনয়নভ্রষ্ট হইয়া সাধুগণসমাজে নিন্দনীয় হয়। আর পদ্মপুরাণে উত্তরখণ্ডে, ১১৬ অধ্যায়ে—“শ্রোত্রিয়”-সংজ্ঞা এইরূপ কথিত হইয়াছে :—“জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্যেয়ঃ সংস্কারৈর্দ্বিজ উচ্যতে। বেদাভ্যাসী ভবেদ্বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়স্তিত্তিরেব হি।”—ব্রাহ্মণ পিতামাতা হইতে জন্মলাভ করিলেই তাঁহাকে ব্রাহ্মণ বুলিতে হইবে, ( দশবিধ ) সংস্কারলাভহেতু তাঁহাকেই দ্বিজ বলা যায় ; বেদাভ্যাসী হইলে তাঁহাকে বিপ্র বলা হয়, এবং উক্তরূপ জন্ম হইলে এবং উক্তরূপ সংস্কার ও বেদাভ্যাস থাকিলে ধর্মবিদগণ তাঁহাকে ‘শ্রোত্রিয়’ বলেন। “দানকন্যাকরে”—‘শ্রোত্রিয়’ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছেন :—“একশাখাং সকলাং বা ষড়্ভিরঙ্গৈবধীত্য চ। ষট্কশ্মনিরতো বিপ্রঃ শ্রোত্রিয়ো নাম ধর্মবিৎ ॥”—সমগ্র বেদ কিম্বা একটিমাত্র শাখা, ব্যাকরণাদি ষড়ঙ্গের সহিত অধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞন-বাজ্ঞনাদি ষট্কশ্মনিরত থাকিলে তিনি শ্রোত্রিয়, তিনি ধর্মবিৎ ॥ ইহা মনু ও মার্কণ্ডেয়ের অভিমত ॥ ২৬৮

জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্যবিষয়ে গীতাবাক্য ( ১৪।২২-২৩ ) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(এ) জ্ঞানীর গ্রন্থিরাহিত্য-  
বিষয়ে গীতাবাক্যের  
সমর্থন।

ন দ্বৈষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি।

উদাসীনবদাসীন ইতি গ্রন্থিভিদোচ্যতে ॥ ২৬৯

অর্থ—সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বৈষ্টি, নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি, উদাসীনবৎ আসীনঃ ইতি গ্রন্থিভিদা উচ্যতে।

অনুবাদ—জ্ঞানী, আপনা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উপস্থিত কার্যের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত কার্যেরও প্রতি স্নেহবুদ্ধিবশতঃ অভিলাষ করেন না কিন্তু উদাসীনেব মত অর্থাৎ সাক্ষিস্বরূপ হইয়া অবস্থান করেন। ইহাকেই ‘গ্রন্থিভেদ’ বলে।

টীকা—“সম্প্রবৃত্তানি ন দ্বৈষ্টি”—উপস্থিত হৃৎথের প্রতি দ্বেষ করেন না, কিম্বা “নিবৃত্তানি ন কাঙ্ক্ষতি”—নিবৃত্ত স্নেহের প্রতি অভিলাষও করেন না, কিন্তু “উদাসীনবৎ”—উদাসীনেব ন্যায়, “আসীনঃ”—সাক্ষিরূপে অবস্থান করেন ; ইহাই “গ্রন্থিভিদা”—গ্রন্থির বিনাশ। ২৬৯

( শঙ্ক ) ভাল, এই গীতাবাক্যটির এইরূপ অর্থ প্রতীত হইতেছে যে, জ্ঞানীকে উদাসীন হইয়া থাকিতে হইবে অর্থাৎ ইহা জ্ঞানিপক্ষে উদাসীনের বিধি (ইষ্টসাধনতাবোধক পুরুষ-প্রবর্তক বাক্য) ইহা ত’ গ্রন্থিভেদের প্রমাণ নহে—এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

ঔদাসীণ্যং বিধেয়ঞ্চৈদ্বচ্ছদব্যর্থতা তদা।

( ট ) গীতাবাক্যের অর্থ  
নইয়া শঙ্ক ও সমাধান।

ন শক্তা অস্ত্য দেহাত্মা ইতি চেদ্রোগ এব সং ॥ ২৭০

অর্থ—ঔদাসীণ্যম্ বিধেয়ম্ চেৎ তদা ( ‘বৎ’-শব্দ ) বচ্ছদব্যর্থতা। ‘অস্ত্য দেহাত্মাঃ শক্তাঃ ন ইতি চেৎ, সং রোগঃ এব।

অনুবাদ—(‘জ্ঞানিগণের জন্ম সমস্ত কর্মে’) ঔদাসীণ্য বিধান করাই এই গীতাবাক্যের উদ্দেশ্য যদি এইরূপ বল তবে বলি ‘তাহা হইলে “উদাসীনবৎ”—এই

‘বংশ’-শব্দের অর্থাৎ বতিচ্ প্রত্যয়ের ( সার্থকতা থাকে না ), অর্থ নিষ্ফল হইয়া যায়।’ তাহার পরেও যদি বল যে জ্ঞানীর দেহাদি, কার্য্য করিতে সমর্থ নহে, তবে বলি, তাহাকে ঔদাসীন্য বলা যায় না, তাহাকে ‘রোগ’ বলিতে হয়।

টীকা—( বাদী শঙ্কা করিতেছেন ) ভাল, জ্ঞানীর কাথো অপ্রবৃত্তি গ্রহিভেদবশতঃ নহে, দেহাদির অক্ষমতাবশতঃ হইবে। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তী উপহাস কবিয়া বলিতেছেন “তবে বলি” ইত্যাদি। ২৭০

( বাদী ) ভাল, তত্ত্ববোধকেই রোগ মানা যাউক না কেন ? তাহাতে দোষ কি ? তদুত্তরে বলিতেছেন :—

• তত্ত্ববোধং ক্ষয়ং ব্যাধিং মন্যন্তে যে মহাধিয়ঃ ।

তেষাং প্রজ্ঞাতিবিশদা কিং তেষাং ছঃশকং বদ ॥ ২৭১

অর্থ—যে মহাধিয়ঃ তত্ত্ববোধম্ ক্ষয়ম্ ব্যাধিম্ মন্যন্তে, তেষাম্ প্রজ্ঞা অতিবিশদা ; তেষাম্ কিম্ ছঃশকম্ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—যে মহাবুদ্ধি ব্যক্তিগণ তত্ত্বজ্ঞানকে ক্ষয়রোগ মনে করেন, তাহাদের বুদ্ধি অতি নিম্নল ! তাহাদের অসাধ্য কি আছে ? বল। ( অভিপ্রায় এই—যাহাবা এইরূপ মনে করে, তাহারা মহামূর্থ )। ২৭১

( বাদী ) ভাল, উক্তরূপ পবিহাস এস্থলে ত’ “অকাণ্ডে তাণ্ডব” হইল, অর্থাৎ অনবসরে হইল। উহা অপ্রাসঙ্গিক, কেননা, জ্ঞানীগণের বে কল্পপ্রবৃত্তি থাকে না, একথা পুরাণসিদ্ধি :—

ভরতাদেরপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তেতি চেত্তদা ।

জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিং বিন্দন্নিত্যশ্রৌষীর্ন কিং শ্রুতিম্ ॥ ২৭২

অর্থ—ভরতাদেঃ অপ্রবৃত্তিঃ পুরাণোক্তা ইতি চেৎ ? তদা জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রতিম্ িন্দা-  
ইতি শ্রুতিম্ কিম্ ন অশ্রৌষীঃ ?

অনুবাদ—‘ভাল, জড়ভরতাদির ঔদাসীন্য বা অপ্রবৃত্তি ভাগবতাদি পুরাণে ত’ বর্ণিত আছে’, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি—“জ্ঞানবান্ ব্যক্তি ভোজন করিতে করিতে, ক্রীড়া করিতে করিতে, রতिलाভ করিতে করিতে” ইত্যাদি ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন তুমি কি শুনি নাই ?

টীকা—[ ( স উত্তমপুরুষঃ ) স তত্র পর্ধ্যোতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্বা যানৈর্বা জ্ঞাতিভির্বা নোপজন্মং স্মরাদিৎ শরীরং সং—ছান্দোগ্য টি, ৮।১২।৩ ]—উত্তমপুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপ-  
পন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া হাস্য করত, ক্রীড়াকরত, ব্রহ্মলোকাদিগত নানোন্নয় স্বীগণের সহিত, অথবা অশ্বাদিযানের সহিত, অথবা বজ্রগণের সহিত ( মনে মনে ) আমোদ উপভোগ করত, আত্মসম্মিহিত ( অথবা জনসম্মিহিত ) এই শরীরকে স্মরণ না



করিয়া অবস্থান করেন। এই প্রতিবচন তুমি কি শুন নাই ? ইহাই অর্থ। জক্ষ ধাতুর ভক্ষণ ও হসন অর্থে প্রয়োগ হয়। ( জক্ষ ধাতুর অভ্যন্ত সংজ্ঞা হয় বলিয়া শত্ৰুপ্রত্যয়ে যুমাগম হইল না ; ‘জক্ষন্’ না হইয়া জক্ষৎ হইল। ) “জক্ষৎ”—ভোজন করিতে করিতে, “ক্রীড়ন”—স্বেচ্ছাক্রমে বিহার করিতে করিতে, “রতিম্ বিন্দন”—স্রীপ্ৰভৃতিদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে করিতে, “উপজনম্”—জন সমীপে বর্তমান নিজ শরীরকে জ্ঞানী স্মরণ না করিয়া ; ইহাই অর্থ। মূলশ্লোকে “রতিং বিন্দন” ( রতি লাভ করিয়া ) এই যে পদদ্বয় বহিরাছে তাহা উদ্ধৃত প্রতিবচনগত “রমমাণঃ” এই পদের ব্যাখ্যাকল্প। গ্রন্থকর্তা বিতারণ্য মুনি স্বয়ং ‘অমৃতভূতিপ্রকাশে’র পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৮২ শ্লোকে এই প্রতিবচনের অর্থ এইরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন :—তদ্বিৎ কথনও স্বর্গপতি, ভূপতি প্রভৃতিরূপ দেহে অবস্থান করিয়া, বিবিধ প্রকার উৎকৃষ্ট খাদ্য ভোজন করিয়া বালকগণের সহিত হাত-কৌতুক করেন, কখন বা অঙ্গনাগণের সহিত আনন্দ উপভোগ করেন। ৬৮। কোথাও বা অশ্বাদি যানে আরোহণ করিয়া জ্ঞাতিবন্ধুগণের সহিত আনন্দে বিহার করেন। কিন্তু জনসমীপস্থ এই নিজ শরীরকে কখনও স্মরণ করেন না। ৬৯। পূর্বে ভ্রাস্তিবশতঃ এই দেহের সহিত একীভূত হইয়া অর্থাৎ আপনাকে দেহ মনে করিয়া যে দুঃখ ভোগ করিতেন, বিচারপ্রভাবে সেই ভ্রম অপগত হওয়ার এখন অব সেই দুঃখ অম্লভব করেন না। ৭০। ইন্দ্র-দেহ, নৃপতি-দেহ প্রভৃতি দেহের সহিত পূর্বেও তাদাত্ম্য ছিল না ; এইহেতু এখনও তাঁহার দেহের সহিত তাদাত্ম্য-জনিত দুঃখের আশঙ্কা নাই। ৭১। সাক্ষিক্রমে তিনি সেই সেই দেহগত সমস্ত দুঃখ দর্শন করিয়া থাকেন। সেই জ্ঞানী আপনাকে সাক্ষী আত্মা মনে করিয়াই সেই সেই সুখের অভিমান করিয়া থাকেন। ( সেই সেই সুখের দেহি-ভোক্তা বলিয়া তাঁহার অভিমান নাই )। ৭২। জ্ঞানী এই সকল দেহে সাক্ষিক্রমে দুঃখও দর্শন করিয়া থাকেন, কিন্তু দুঃখসকল মায়িক বলিয়া তিনি দুঃখসম্বন্ধে অভিমান গ্রহণ করেন না অর্থাৎ দুঃখসকলকে নিজের বলিয়া অম্লভব করেন না। ৭৩। বিষয়সমুদ্ভব সমস্ত আনন্দই ব্রহ্মানন্দের লেশ বা কণা বলিয়া তদ্বিৎ সেই সেই আনন্দের পক্ষপাতী হন ( অর্থাৎ বিষয়ানন্দকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিয়া বিষয়ের পক্ষপাতী হন না )। ৭৪। [ পুণ্যমেবামং গচ্ছতি ন হৈব দেবান্ পাপং গচ্ছতি—বৃহদা উ, ১।৫।২০ ]—( ভাষ্যানুবাদ ) পরন্তু প্রাজাপত্য-পদে ( হিরণ্যগর্ভের অধিকারে অবস্থিত ) এই পুরুষে কেবল পুণ্যই আশ্রয় লাভ করে। ( এখানে ‘পুণ্য’শব্দে পুণ্যফলই বুঝিতে হইবে। ) তিনি অত্যধিক পুণ্যকর্ম করিয়াছেন ; সেইহেতু সেই পুণ্যফলই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া থাকে। দেবগণকে কখনও পাপ আশ্রয় করে না, অর্থাৎ দেবগণে পাপফল দুঃখ-সমুৎপত্তির অবসরই থাকে না, স্তত্রাং পাপফল দুঃখও তাঁহাদিগকে আশ্রয় করে না—এইরূপে উক্ত বৃহদারণ্যক শ্রুতি সর্বাঙ্গদর্শীর সুখের কথাই বলিয়া থাকেন। ৭৫। পূর্বোক্ত প্রতিবচনের পূর্বোক্ত—[ যদ উ কিল ইমাঃ প্রজাঃ শোচন্তি অমা এব আসাং তদ ভবতি ]—এই প্রাজাপত্য ( প্রাণিসমূহ ) যে কিছু শোচ করিয়া থাকে, তাহারা পরিত্রস্তজন্য সম্পন্ন বলিয়া তাহাদের সহিতই সেই শোকাদিজনিত দুঃখের সম্বন্ধ হইয়া থাকে অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাণীর সহিত সম্বন্ধবোধই সেই শোকাদি দুঃখের কারণ, কিন্তু যিনি সর্বাঙ্গী তাঁহার সম্বন্ধে কোন্ বস্তু কাহার সহিত সংযুক্ত বা বিযুক্ত হইবে ?—উক্ত প্রতিবচনই পূর্বোক্ত এই কথাই বলিয়াছেন। ৭৬। আমি সর্বাঙ্গী

হইলেও আমাতে দেহাদিদোষের লেপ লাগে না, যেমন সূর্য্যজ্যোতিঃ চাণ্ডালাদি স্পর্শ করিলেও দূষিত হইয়া যায় না । ৭৭। ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া স্থাবর পঞ্চাশ্ত যে সকল প্রাণী, তাহারা সকলে আমারই শরীর বুঝিয়াছি । সুতরাং অগ্নজীবদ্বারা কামক্রোধাদিদোষ আমাতে কি প্রকারে উৎপাদিত হইতে পারে ? ৭৮। এইরূপ ব্রহ্মানুভবকুশল আচাৰ্য্য পূর্ব্বকালে হইয়া গিয়াছেন, যাহারা কেবল সূত্ৰই গ্রহণ করিতেন ( এবং বাবতীয় হুংখ মায়িক বলিয়া পরিহার করিতেন ) । এবিষয়ে অনেক দৃষ্টান্ত রহিয়াছে । ৭৯। মধুকর বৃক্ষের পুষ্পরস বা মধুই গ্রহণ করিয়া থাকে ( বৃক্ষের তন্তুকষায়াদি রস গ্রহণ করে না ) । যতি গৃহস্থের ঘরে ভিক্ষাই গ্রহণ করেন ; কাহারও অশৌচ গ্রহণ করেন না । ৮০। যদি বল, সূত্ৰের প্রতি পক্ষপাত মূৰ্খেরও আছে, তবে বলি সেই সুখকে ‘প্রসিদ্ধ’ অর্থাৎ সম্পূর্ণ হুংখরহিত করিবার জন্য মূৰ্খও তত্ত্বজ্ঞান লাভ করুক । ৮১। তত্ত্বজ্ঞান হইলে সে দেহের সহিত তাদাত্ম্য অনুভব ও স্মরণ করিবে না । সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হুংখ বিনষ্ট হইলে তদনন্তর সে সর্ব্বদাই অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন সুখানুভব কৰিতে থাকিবে । ৮২। ২৭২

ভাল, তাহা হইলে আপনার পুরাণের গতি কি ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তত্ত্বত্তরে—  
ঔদাসীন্য় উপদেশ করা পুরাণেরও তাৎপৰ্য্য নহে কিন্তু প্রবৃত্তির অভাব উপদেশ করাই তাৎপৰ্য্য,  
ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

ন আহাৱাদি সন্ত্যজ্য ভৱতাৱ্যঃ স্থিতাঃ কচিৎ ।

কাষ্ঠপাষণবৎ কিন্তু সঙ্গভীতা উদাসতে ॥ ২৭৩

অর্থ—ন হি ভৱতাৱ্যঃ আহাৱাদি সন্ত্যজ্য কাষ্ঠপাষণবৎ কচিৎ স্থিতাঃ, কিন্তু  
সঙ্গভীতাঃ উদাসতে ।

অনুবাদ ও টীকা—ভৱতাৱ্য আহাৱাদি পরিত্যাগ করিয়া কখনও কোথাও  
পাষণাদির স্থায় অবস্থান করেন নাই, কেবল সংসর্গদোষভয়ে ভীত হইয়া ঔদাসীন্য়-  
বাবহার করিতেন । ( বিষ্ণুভাগবতে পঞ্চমস্কন্ধে নবম ও দশম অধ্যায় দ্রষ্টব্য ) । ২৭৩

( শঙ্কা ) ভাল, সঙ্গই বা কি হেতু পরিত্যাজ্য ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

সঙ্গী হি বাধ্যতে লোকে নিঃসঙ্গঃ সুখমশ্নুতে ।

তেন সঙ্গঃ পরিত্যাজ্যঃ সর্বদা সুখমিচ্ছতা ॥ ২৭৪

অর্থ—হি ( যতঃ ) লোকে সঙ্গী বাধ্যতে, নিঃসঙ্গঃ সুখম্ অশ্নুতে, তেন সুখম্ ইচ্ছতা  
সঙ্গঃ সর্বদা পরিত্যাজ্যঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু সংসারে সংসর্গী ব্যক্তিই হুংখ অনুভব করে এবং  
নিঃসঙ্গই সুখী হয়, সেই কারণে যিনি সুখ ইচ্ছা করেন, তিনি সর্বদা সঙ্গ পরিত্যাগ  
করিবেন । ২৭৪

( শঙ্ক ) ভাল, তাহা হইলে মানসিক আসক্তিই পরিত্যাজ্য বলিয়া সিদ্ধ হইল ; কিন্তু অন্তরে আসক্তিশূন্য, বাহিরে ব্যবহারপরায়ণ লোককে কেন সাধারণতঃ ‘জ্ঞানহীন’ ইত্যাদি বলা হয় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যাহারা শাস্ত্রের তাৎপর্য বুঝে না তাহারা এইরূপ জ্ঞানিপুরুষকে ‘অজ্ঞ’ ইত্যাদি বলিয়া থাকে :—

২। বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতির বর্ণন।

(ক) জ্ঞানীর ব্যবহার-  
বিষয়ে স্বসিদ্ধাণ্ডবর্ণন-  
প্রতিজ্ঞা।

অজ্ঞাত্বা শাস্ত্রহৃদয়ং মূঢ়ো বজ্র্যন্যথান্যথা।

মূর্খাণাং নির্ণয়স্ত্রাস্ত্রামন্যং সিদ্ধান্ত উচ্যতে ॥ ২৭৫

অর্থ—মূঢ়ঃ শাস্ত্রহৃদয়ং অজ্ঞাত্বা, অন্যথা অন্যথা বক্তি ; মূর্খাণাম্ নির্ণয়ঃ তু আস্ত্রাম্, অন্ত্রং সিদ্ধান্তঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—মূঢ় ব্যক্তিগণ শাস্ত্রের নিগূঢ় মর্ম্ম অবগত না হইয়া, অন্তরে সম্ভরহিত বাহিরে ব্যাপারপরায়ণ জ্ঞানিগণ সম্বন্ধে নানা কথা কহিয়া থাকে। মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক, আমরা আমাদের ( অর্থাৎ বিদ্বান্দিগের ) সিদ্ধান্তই বিচার করিতেছি।

টীকা—এইহেতু মূঢ়গণের ব্যবহার, এই শাস্ত্রীয় ব্যবহারের বিচারে আলোচ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন—‘মূঢ়গণের সেই সেই সিদ্ধান্ত থাকুক’। তাহা হইলে বিচারদ্বারা নির্ণয় বস্তুটি কি ? এইরূপ আকাজ্ঞা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শাস্ত্রের নিগূঢ় অভিপ্রায়ই বিচারযোগ্য ; আমরা বিদ্বান্গণের সিদ্ধান্ত বিচার করিতেছি। ২৭৫

সেই সিদ্ধান্তটি কি ? তদ্বিষয়ে বলিতেছেন :—

বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ সহায়ান্তে পরম্পরম্।

(খ) শাস্ত্রের অভিপ্রায়।

প্রায়েণ সহ বর্তন্তে বিযুক্ত্যন্তে কচিৎ কচিৎ ॥ ২৭৬

অর্থ—বৈরাগ্যবোধোপরমাঃ তে পরম্পরম্ সহায়ঃ, প্রায়েণ সহ বর্তন্তে ; কচিৎ কচিৎ বিযুক্ত্যন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বৈরাগ্য, জ্ঞান ও উপরতি এই তিনটি পরস্পর পরস্পরের সাহায্যক ; ইহারা প্রায়শঃ একাধারেই থাকে অর্থাৎ যাহারা প্রতিবন্ধককর্ম্মশূন্য, অমুকুল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা এবং জন্ম হইতেই নিরুত্তীর্ণ, এইরূপ শুকদেব কামদেব প্রভৃতির ছায় পুরুষে একাধারে বিদ্যমান দেখিতে পাওয়া যায় ; আবার কোথাও কোথাও প্রতিবন্ধককর্ম্মযুক্ত প্রতিকূল দেশ-কালাদিতে লব্ধজন্মা শাস্ত্রীয় ও লৌকিক ব্যবহারপরায়ণ পুরুষে বিযুক্ত ভাবেও দেখিতে পাওয়া যায়। ২৭৬

বৈরাগ্যাদি তিনটি ( পরস্পরকে না ছাড়িয়া ) একাধারে দৃষ্ট হয় বলিয়া, তিনটি পরস্পর

অভিন্ন বলিয়া সংশয় হইতে পারে। সেইহেতু তাহাদের হেতু প্রভৃতি দেগিয়া তাহার। যে পরস্পর ভিন্ন, তাহা বুঝিয়া লইতে হয় :—

(গ) হেতু, স্বরূপ, কার্য। **হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নান্যেষামসঙ্করঃ।**  
বা বল অনুসারে ইহাদের **যথাবদবগন্তব্যঃ শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা ॥ ২৭৭**  
ভিন্ন ভিন্ন প্রকাৰ জ্ঞাতবা।

অর্থ—হেতুস্বরূপকার্য্যাণি ভিন্নানি ; শাস্ত্রার্থং প্রবিবিচ্যতা (প্রবিচিষ্যতা ?) এষাম অসঙ্করঃ যথাবৎ অবগন্তব্যঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ইহাদিগের কারণ, স্বরূপ, কার্য বা ফল ভিন্ন ভিন্ন। এইহেতু যিনি শাস্ত্রবিচার করিবেন অর্থাৎ ব্রহ্মদ্বৈত শাস্ত্রবহুত্ব অনুধাবন করিবেন, তিনি এইগুলির বিচার করিয়া বৈরাগ্যাদির বিবিধ প্রকার ভেদ বুঝিয়া লইবেন। ২৭৭

তন্মধ্যে বৈরাগ্যের হেতু প্রভৃতি তিনটি দেখাইতেছেন :—

(দ) বৈরাগ্যের হেতু, স্বরূপ ও ফল। **দোষদৃষ্টিজিহাসা চ পুনর্ভোগেশ্বদীনতা।**  
**অসাধারণহেত্বাচ্ছা বৈরাগ্যস্য ত্রয়োহপ্যমী ॥ ২৭৮**

অর্থ—দোষদৃষ্টিঃ চ জিহাসা, ভোগেষু পুনঃ অদীনতা অমী ত্রয়ঃ অপি বৈরাগ্যস্য অসাধারণহেত্বাচ্ছাঃ।

অনুবাদ—বিষয়ে দোষদৃষ্টি বৈরাগ্যের অসাধারণ কারণ বা হেতু ; বিষয় পরিত্যাগের ইচ্ছা বৈরাগ্যের নিজস্বরূপ বা প্রকৃতি, এবং বিষয়ে 'অদীনতা অর্থাৎ স্বপ্রযত্ন বিনা প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত ধনাদিতে ইষ্টবুদ্ধিবশতঃ পুনর্গ্রহণেচ্ছার অভাব—ইহাই বৈরাগ্যের বিলক্ষণ বা অসাধারণ ফল।

টীকা—গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ের অষ্টম শ্লোকে এই দোষদৃষ্টি “জন্মমৃত্যুজরাব্যাদিহৃৎপদোদ্যমঃ দর্শনম্” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার অর্থ জন্ম, মৃত্যু, জরা ও ব্যাদিবিষয়ে হৃৎখণ্ড দোষের যে বাবদ্যব দর্শন—শাস্ত্রপ্রদৃষ্ট পরিপাটী অনুসারে এবং নিজের অজ্ঞভাবানুসারে পুনঃ পুনঃ আলোচন—যথা “জন্মে”—অর্থাৎ জন্মের অব্যবহিত পূর্ববর্তী গর্ভবাসে নবম মাস পর্য্যন্ত কলল-বৃদ্ধিপাদাদি রূপ ধরিয়া মলমূত্রাদি মধ্যে অবস্থান, মাতার স্ফুৎপিপাসাদিজনিত নিজের অসহ্যদাক্তরতা, প্রসববারুদ্বারা আকর্ষণ এবং সঙ্কীর্ণ যোনিদ্বারা বহির্নির্গমন ইত্যাদি দুঃখ ; “মৃত্যুতে”—সমস্ত নাড়ীর আকর্ষণ, মর্শ্বস্থান ভেদন, প্রাণের সঙ্কোচন, মলমূত্রকুণ্ডল মধ্যে অসহ্যনাতিজনিত শারীর ক্লেশ এবং প্রিয়বিরোগ ও সম্ভাবিত নরকাদিসংযোগজনিত মানসিক যাতনা ও ভয়রূপ দুঃখ ; “জরায়”—সর্বদেহের শিথিলতা, মন্দতা, বধিরতা, বচনের গদগদরূপতা, কম্প, উপানাদিপ্রয়াসে পতন, বেগসম্বরণে অসমর্থ হইয়া মলমূত্রাদিত্যাগ, স্বজনের গলগ্রহ ইহা তিরস্কার সহন ইত্যাদি ; “ব্যাদিতে”—নির্কলতা, সন্তাপ-কম্পনাদিবশতঃ দেহহৃৎখণ্ড,

তিস্তকষায়কাখাদিরূপ ঔষধ সেবন, ইত্যাদি হুংথ সৰ্বজনবিদিত। এই সকল দোষের বারণা চিন্তা করিলে বিবেকী পুণ্যশীলজনের তীব্র বৈরাগ্য ও মুমুক্ষা আপনা হইতেই উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্য হই প্রকারের—যথা জিজ্ঞাসাবৈরাগ্য ও জিহাসাবৈরাগ্য। ‘কামধেনুগুণে ঘেষাং নিবাসো নন্দনে বনে। কশ্যপাশ্রাপ্তপশুস্তি জিজ্ঞাসামুখ্যমেব তৎ।’ ৭—যাঁহাদের গৃহে সৰ্বকামপ্রদা কামধেনু রহিয়াছে, যাঁহাদের নিবাস স্বর্গের নন্দনকাননে, সেই কশ্যপাদি বে তপস্বায় প্রবৃত্ত হন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য অবশ্যই জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্য। ‘আধিব্যাধি-ভয়োদেগপারতস্তাদিনীড়িতাঃ। যে জীবাঃ মোক্ষমিচ্ছন্তি জিহাসামুখ্যতা তু সা।’ ৮—যাঁহারা শারীরিক ও মানসিক ক্লেশ, ভয়, উদ্বেগ, পরাধীনতা প্রভৃতিদ্বারা নিপীড়িত হইয়া মোক্ষের ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের সেই বৈরাগ্য জিহাসামুখ্য বৈরাগ্য। (সবিস্তর মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “বোধসারে”—পৃ ১৮-২৩—‘বৈরাগ্যপীঠিকাবন্ধ’-নামক প্রকরণে দ্রষ্টব্য।)

পতঞ্জলিও হই প্রকার বৈরাগ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—যথা (১) ‘দৃষ্টানুশ্রবিকবিষয়বিতৃষ্ণা বশীকারসংজ্ঞা বৈরাগ্যম্।’ সমাধিপাদ, ১৫—দৃষ্টবিষয়ে অর্থাৎ ইহলোকের অদ্বিত্য ভোগ্যবস্তুসমূহে এবং আনুশ্রবিকবিষয়ে অর্থাৎ বেদোক্ত নন্দনকাননাদি দিব্য ভোগ্যবস্তুসমূহে একান্ত স্পৃহাশূন্য হইয়া যোগীর যে স্থিতি হয়, তাহাকে ‘বশীকার’-নামক বৈরাগ্য বলে (তাহা ‘অপর বৈরাগ্য’) (২) ‘তৎ পরং পুরুষখ্যাতে গুণবৈতৃষ্ণ্যম্।’ পুরুষখ্যাতি হইলে অর্থাৎ পুরুষসম্বন্ধীয় তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইলে গুণবৈতৃষ্ণ্য অর্থাৎ সার্বজ্ঞাদি সমস্ত গুণকাণ্ডে বিতৃষ্ণা হয়, তাহা ‘পর-বৈরাগ্য’। বশীকার বৈরাগ্যের তিন প্রকার পূর্বাবস্থা—যথা যতমান, ব্যতিরেক ও একেক্সিয়। রাগকে উৎপাটিত করিবার জন্য যে যত্নশীলতা তাহা যতমান। ‘যতমানের’ ফলে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিরাগ সিদ্ধ হইয়াছে এবং কোন্ কোন্ বিষয়ে তাহা সাধিতে হইবে—এইরূপে ব্যতিরেক করিয়া বা পৃথক্ করিয়া—কোনগুলিতে আসক্তি নাই, কোনগুলিতে আছে, তাহা নিদ্রাবণ করিয়া—যে বৈরাগ্য অবধারণ করা যায়, তাহাই ‘ব্যতিরেক’-নামক বৈরাগ্য। তাহার পর যখন মনোরূপ এক ইন্দ্রিয়ে রাগ কেবল ঔৎসুক্যমাত্ররূপে অর্থাৎ দৈহিক কাণ্ডে পরিণত হইবার শক্তিরহিত হইয়া, ক্ষীণভাবে অবস্থান করে, তাহা একেক্সিয়। তাদৃশ ক্ষীণরূপে স্থিত রাগেরও নাশ হইলে বশীকার সিদ্ধ হয়।

পূর্বোক্ত জিহাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত ‘অপর’বৈরাগ্যের সাদৃশ্য আছে বটে, কেননা, উভয়েই ত্যাগের জন্য প্রবৃত্ত বিজ্ঞান, কিন্তু জিজ্ঞাসামুখ্য বৈরাগ্যের সহিত পরবৈরাগ্যের সাদৃশ্য নাই; কেননা, প্রথমটিতে জিজ্ঞাসা বৈরাগ্যের কারণ এবং দ্বিতীয়টিতে বৈরাগ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল; প্রথমটির স্বরূপ রাগত্যাগ উভয়েই অনাদর; দ্বিতীয়টির স্বরূপ ত্রিশূলকাণ্ড্যমাত্রের প্রতি, এমন কি বিদেহপ্রকৃতিলাদির প্রতি বিরাগ। ‘জীবমুক্তিবিবেকের’ প্রথমাধ্যায়ের প্রারম্ভে ৬—৮ শ্লোকে যে মন্ত, তীব্র ও তীব্রতর—এই তিন প্রকার বৈরাগ্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা আচার্য পীতাম্বর পুরুষোত্তম বশীকার বৈরাগ্যেরই প্রকারভেদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। (“মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর” অন্তর্গত সেই গ্রন্থের ৩ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)। ২৭৮

এক্ষণে তত্ত্ববোধের হেতু, স্বরূপ ও কার্য বা ফল দেখাইতেছেন :—

(এ) তত্ত্ববোধের হেতু,  
স্বরূপ ও ফল।

শ্রবণাদিত্রয়ং তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্।

পুনঃ স্ত্রেরনুদয়ো বোধৈশ্চৈতে ত্রয়ো মতাঃ ॥ ২৭৯

অর্থ—শ্রবণাদিত্রয়ম্, তদ্বৎ তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্, পুনঃ গ্রহেঃ অনুদয়ঃ বোধস্ত  
এতে ত্রয়ঃ মতাঃ।

অনুবাদ—শ্রবণাদি তিনটি, জ্ঞানের অসাধারণ কারণ বা হেতু; কূটস্থরূপ ‘তত্ত্ব’  
এবং অহঙ্কাররূপ ‘মিথ্যা’র বিবেচন বা ভেদজ্ঞান, জ্ঞানের স্বরূপ এবং নিবৃত্ত  
নুদয়গ্রন্থির অনুদয় জ্ঞানের কার্য বা ফল,—ইহাই তত্ত্বজ্ঞগণের মত।

টীকা—“শ্রবণাদিত্রয়ম্”—এই ‘আদি’ শব্দদ্বারা মনন ও নিদিধ্যাসন বৃদ্ধিতে হইবে।  
শ্রবণাদি জ্ঞানের হেতু, কেননা, আত্মদর্শনের সাধনরূপে শ্রবণাদি তিনটি বেদে বিহিত হইয়াছে;  
যথা [ আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ—বৃহদা উ, ২।৪।৫; ৪।৫।৬; ]—  
‘হে মৈত্রেয়, শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে সেই সর্বাধিকপ্রিয় আত্মার স্বরূপ জানিবে, তর্ক-  
দ্বারা সেই আত্মস্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহার পর নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত তাহাব স্বরূপ  
ধ্যান করিবে।’ যত্বপি চক্ষু যেমন সূর্য্যদর্শনের সাক্ষাৎ হেতু, সেইরূপ শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ  
হইতে নিঃসৃত ‘তত্ত্বমস্তাদি’ মহাবাক্য জ্ঞানের সাক্ষাৎ হেতু; তথাপি অজ্ঞানাদি যেমন চক্ষুদোষ  
নিবৃত্তিদ্বারা সূর্য্যদর্শনের হেতু হয়, সেইরূপ শ্রবণাদি তিনটি অসম্ভাবনা ও বিপরীত ভাবনারূপ  
প্রতিবন্ধকনিবৃত্তিদ্বারা জ্ঞানের হেতু হয়। “তত্ত্বমিথ্যাবিবেচনম্”—অহঙ্কারাদি ‘মিথ্যা’ হইতে  
কূটস্থরূপ ‘তত্ত্ব’ের ভেদজ্ঞান; তাহাই বোধের স্বরূপ। যত্বপি ব্রহ্ম ও আত্মাব অভেদনিশ্চয়ই  
তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ, তথাপি অহঙ্কারাদি হইতে কূটস্থের ভেদজ্ঞানরূপ গ্রন্থিভেদ, সেই তত্ত্বজ্ঞান  
হইতে ভিন্ন নহে, কেননা, আমি দেহেন্দ্রিয়াদিবাতিরিক্ত স্বপ্রকাশ অসঙ্গ চৈতন্যরূপ ব্রহ্ম  
ধার এই অহঙ্কারাদি সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ প্রত্যক্ষমান হইতে থাকিলেও মিথ্যা, এই দৃঢ়-  
নিশ্চয়রূপ সংশয়-বিপর্য্যয়রহিত চিত্তবৃত্তি, তত্ত্ব ও মিথ্যাবিবেচনের পরিপাক ফল, এবং তাহাৎ  
ব্রহ্ম ও আত্মার অভেদনিশ্চয়রূপ তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ। “গ্রহেঃ অনুদয়ঃ”—অন্তোন্তাধ্যাসের অনুৎপাদিত  
বোধের ফল। যত্বপি তত্ত্বজ্ঞানের ফল মোক্ষ অর্থাৎ জন্মাদিকাধ্যাসহিত অবিজ্ঞাননিবৃত্তি  
এবং পরমানন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তি; গ্রন্থির পুনঃ অনুদয় সেই তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তথাপি অবিজ্ঞা  
অন্তোন্তাধ্যাসের হেতু এবং অন্তোন্তাধ্যাস জন্মাদি অনর্থের হেতু বলিয়া, অবিজ্ঞার নিবৃত্তি বিনা  
অন্তোন্তাধ্যাসের নিবৃত্তি সম্ভব নহে এবং অবিজ্ঞার নিবৃত্তি আবার কূটস্থ ও অহঙ্কারের ভেদজ্ঞান  
বিনা অর্থাৎ গ্রন্থিভেদ বিনা বা ‘তত্ত্ব ও মিথ্যার বিবেচন’ বিনা সম্ভব নহে। সেই অবিজ্ঞার  
নিবৃত্তি অদূত হইলে অন্তোন্তাধ্যাসরূপ গ্রন্থির পুনরুদয় হইবে; তাহা দূত হইলে অন্তোন্তাধ্যাসরূপ  
গ্রন্থি পুনরুদয় হইবে না। তাহার অনুদয়েই জন্মাদি অনর্থের নিবৃত্তি সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদ্বারা  
অবিজ্ঞা এবং অধ্যাসরূপ অবিজ্ঞাকার্য্য এবং জন্মাদিরূপ অধ্যাসকাধ্য—এই তিনই একসঙ্গে  
নিবৃত্ত হইয়া যায়। এইহেতু জীবদশায় অর্থাৎ সৃষ্টিস্থিতির অবস্থায়, অহঙ্কারাদি অনান্দবস্তুর

পুনর্বীর আত্মবুদ্ধির অভাবরূপ চিহ্নডগ্রস্থির অমুদয়ই কাঁধাসহিত অবিচ্ছিন্ন নিবৃত্তি। সেই নিবৃত্তি অধিষ্ঠান আনন্দরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে কিন্তু অধিষ্ঠানরূপই। এইহেতু গ্রস্থির পুনর্বয়দয়ই মোক্ষের রূপ। ২৭০

উপরতির অর্থ উপশম; তাহার হেতু, স্বরূপ ও ফল দেখাইতেছেন :—

(৫) উপরতির হেতু, স্বরূপ ও ফল।  
**যমাদির্ধীনৈরোধশ্চ ব্যবহারস্ত সংক্ষয়ঃ ।**  
**স্ম্যহেত্বাত্মা উপরতেরিত্যসঙ্কর ইরিতঃ ॥ ২৮০**

অর্থ—যমাদিঃ ৫ ধীনৈরোধঃ ব্যবহারস্ত সংক্ষয়ঃ উপরতেঃ হেত্বাত্মাঃ স্ম্যঃ ইতি অসঙ্করঃ ইরিতঃ ।

অমুবাদ—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সবিকল্প সমাধি—এই আটটি যোগাঙ্গ উপরতির হেতু বা সাধন। সমাধির অভ্যাসদ্বারা প্রমাণ, বিপর্যয়, বিকল্প, নিজা ও স্মৃতিরূপ যে পঞ্চবৃত্তির নিরোধ, তাহাই উপরতির স্বরূপ এবং লৌকিক বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণ উপরতির ফল। এই প্রকারে ( একত্র বিদ্যমান ) বৈরাগ্যাদির হেতু, স্বরূপ ও ফলানুসারে ভেদ কথিত হইল।

টীকা—“যমাদিঃ”—এস্থলে ‘আদি’ শব্দ দ্বারা নিয়ম প্রভৃতি আটটি অঙ্গ বৃত্তিতে হইবে। ‘যম-নিয়ম-সন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার-ধারণা-ধ্যান-সমাধয়োহষ্টাবস্থানি’ । ( পাতঞ্জলদর্শন, সাধনপাদ, ২২ সূত্র। ( মণীন্দ্ররাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলী—“যোগমণিপ্রভা” পৃঃ ৬০ দ্রষ্টব্য ) এই আটটি অঙ্গ উপরতির হেতু। ‘অহিংসা-সত্যাস্তেয়-ব্রহ্মচর্যা-পরিগ্রহাঃ যমাঃ ।’ ৩০ সূত্রঃ ‘শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।’ ৩২ সূত্র, পৃঃ ৬২। ‘স্থিরস্থখাসনম্’। ৪৬ সূত্র পৃঃ ৭০। পদ্ম, বীর, ভদ্র, অস্তিক প্রভৃতি ৮৪ প্রকারের শরীরাবস্থানকে শারীর **আসন** বলে। ‘তস্মিন্ সতি শ্বাসপ্রশ্বাসযোগ্যোর্গতিবিচ্ছেদঃ **প্রাণায়ামঃ**’ । সূত্র ৪২, পৃঃ ৭১। ‘বাহ্যভ্যন্তরন্তস্তবৃত্তির্দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিন্দুস্তো দীর্ঘস্থলঃ’। সূত্র ৫০, পৃঃ ৭১। ‘স্ববিষয়া-সম্প্রযোগে চিত্তস্ত স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাং **প্রত্যাহারঃ** ।’ সূত্র ৫৪, পৃঃ ৭৪-৭৫। ‘দেশবন্ধ-শ্চিন্তস্ত **ধারণা**’ । বিভূতিপাদ সূত্র ১। ‘তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা **ধ্যানম্**’ । বিভূতিপাদ সূত্র ২ পৃঃ ১৮, ‘দেশবন্ধশ্চিন্তস্ত **ধারণা**’ । বিভূতিপাদ ১। ‘তদেবার্থমাত্রনির্ভাসং স্বরূপশূন্যমিব **সমাধিঃ** ।’ ৩ সূত্র, পৃঃ ৭২। ‘ব্যুত্থাননিরোধসংস্কারয়োঃ ভিভবপ্রাহুর্ভাবো নিরোধক্ষণচিত্তাভ্যাং নিরোধপরিশ্রামঃ’ । বিভূতিপাদ ৯ সূত্র, পৃঃ ৮১। ‘বিতর্কবিচারানন্দান্শিতারূপানুগমাং **সম্প্রজ্ঞাতঃ**’ ( সবিকল্পঃ ) । সমাধিপাদ ১৭ সূত্র। ‘বিরামপ্রত্যাহাভ্যাসপূর্কঃ সংস্কারশেষোহন্তঃ ( **নির্বিকল্পঃ** )’ । সমাধিপাদ ১৮ সূত্র, পৃঃ ১৪-১৬। এইগুলি উপরতির সাধন। ঐ সকল সূত্র উক্ত গ্রন্থে সবিস্তার ব্যাখ্যাত হইয়াছে বলিয়া বিস্তারভয়ে এখানে ব্যাখ্যাত হইল না। বুদ্ধির অর্থৎ চিত্তবৃত্তির নিরোধরূপ যোগ উপরতির স্বরূপ। আর লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারের বিস্মরণই উপরতির ফল। ২৮০

এই বৈরাগ্যাদি তিনটির প্রাধান্য কি ভূত্বরূপ ? অথবা তাহাদেব মধ্যে তারতম্য আছে ?

এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান  
ও উপরতি এই তিনটির  
মধ্যে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য।

তত্ত্ববোধঃ প্রধানং শ্রীং সাক্ষ্যমোক্ষপ্রদত্বতঃ ।

বোধোপকারিণাবেতৌ বৈরাগ্যোপরমাবুভৌ ॥২৮১

অর্থ—তত্ত্ববোধঃ প্রধানম্ শ্রীং সাক্ষ্যমোক্ষপ্রদত্বতঃ ; বৈরাগ্যোপরমৌ এতৌ উভৌ বোধোপকারিণৌ ।

অনুবাদ—পূর্বোক্ত বৈরাগ্য, তত্ত্বজ্ঞান ও উপরতি এই তিনটির মধ্যে তত্ত্বজ্ঞান সাক্ষ্যং মোক্ষপ্রদ বলিয়া অপর দুইটি অপেক্ষা প্রধান, আর বৈরাগ্য ও উপরতি জ্ঞানের উপকারী সাধনমাত্র ।

টীকা—[ তমেব বিদিত্যতিমৃত্যুমেতি নাস্তঃ পস্থা বিজ্ঞতে অয়নায—খেতাস্থ উ, ৩৮, ৬১৫ ]—‘সেই প্রত্যক্চৈতন্ত্ব হইতে অভিন্ন পরমাত্মাকে জানিলেই, মৃত্যু বা জন্মমবণাদিরূপ সংসার অতিক্রম করিতে পারা যায় ; সেই তত্ত্বজ্ঞান ভিন্ন মোক্ষপ্রাপ্তির অন্য উপায় নাই ।’ এই শ্রুতিবচন হইতে তত্ত্বজ্ঞানেরই প্রাধান্য জানিতে পারা যায় । আর অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য ও উপরতি যে তত্ত্বজ্ঞানের উপকারী অর্থাৎ সাধন (সেইহেতু অপধান) ইহা এই দুই শ্রুতিবচন হইতে জানা যায়, যথা—[ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাত্মকৃতঃ কৃতেন—মুণ্ডক উ, ১২।১২ ]—‘(দক্ষিণোত্তরমার্গগম্য সমস্ত লোক বা ভোগস্থানই—যাবতীয় ভোগ্যপদার্থই, সম্পাদিত অর্থাৎ অনিত্য ইহা জানিয়া,) যে মুয়ক্ষ ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বৈরাগ্য আশ্রয় করিবেন ; কাণ্ডশ্বরূপ কর্মদ্বারা, নিত্য ব্রহ্মশ্বরূপ মোক্ষ হয় না ।’ [ তত্ত্বজ্ঞানার্থং স শুকনোবাবিগচ্ছতঃ—মুণ্ডক উ, ১২।১২ ]—‘সেই প্রত্যক্চৈতন্ত্ব হইতে অভিন্ন ব্রহ্মকে অনুভব করিবার নিমিত্ত গুরুব নিকট উপস্থিত হইবেন’ । [ শাস্তো দাস্ত উপরতিশ্রুতিক্ষুঃ সমাহিতো ভূত্বান্নত্বেবায়ানং পশ্যেৎ—বৃহদা উ, ৪।৪।১৩ ]—‘(এই প্রকার মহিমজ্ঞ পুরুষ) শাস্ত—অন্তঃকরণজয়ী, দাস্ত—হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়-সংগ্রহী, উপরত—বিষয়াভিলাষ হইতে নিবৃত্ত, তিতিক্ষু—শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসহিষ্ণু এবং সমাহিত—কোপচিহ্ন হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন’ । ২৮১

বৈরাগ্য, বোধ ও উপরতি এই তিনটি প্রায়শঃ একাধারেই বিজ্ঞান থাকে ; কোথাও কোথাও বিযুক্তভাবে অবস্থান কবে,—২৭৬ সংখ্যক শ্লোকে যে এই কথা বলা হইল, তাহার কাবণ নির্দেশ করিতেছেন :—

(জ) বৈরাগ্যাদিত্রয়ের  
কেন্দ্র সন্ধা বিযুক্ত হইয়া  
গতির কারণ ।

ত্রয়োহপ্যত্যন্তপকাশ্চেতমহতপসঃ ফলম্ ।

দুরিতেন কচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ॥২৮২

অর্থ—ত্রয়ঃ অপি অত্যন্তপকাঃ চেৎ মহতঃ তপসঃ ফলম্ । দুরিতেন কচিৎ কিঞ্চিৎ কদাচিৎ প্রতিবধ্যতে ।



অমুবাদ—বৈরাগ্যাদি তিনটি যদি কোনও পাত্রে অত্যন্ত পরিপক্ব দৃষ্ট হয় তবে তাহাকে মহাতপস্কার ফল বলিয়া বুঝিতে হইবে। পাপকৰ্ম্মরূপ নিমিত্তবশতঃ কোথাও কোথাও, কখন কখন, কোন কোন পুরুষে, কিছু পরিমাণে ( বা বস্তু-বিশেষে ) সেই তিনটির কোনটি প্রতিবন্ধ বা ন্যূনতা প্রাপ্ত হয়। ( কিন্তু সকল পুরুষে সর্বকালে, সর্বস্থলে বা সর্ববস্তুতে নহে। )

টীকা—অনেক জন্মার্জিতপুণ্যপুঞ্জের পরিপাক হইলে, উক্ত তিনটির একত্র অবস্থান হয়; তাহা না হইলে অর্থাৎ পুণ্যরাশির পরিপাক বিনা প্রতিবন্ধক পাপাভ্রসারে, পুরুষবিশেষে, কাল-বিশেষে, বৈরাগ্যাদি তিনটির মধ্যে কোনটির ন্যূনতা বা তিরোধান ঘটে। অচ্যুতবায় দৃষ্টান্ত দ্বিা ব্যাখ্যা করিতেছেন, যেমন জনক-সভায় যাজ্ঞবল্ক্যের, ধেনুরূপ বিষয় লইয়া তিরস্কারকালে বৈরাগ্য প্রতিবন্ধ হইয়াছিল, এবং তিনি বলিয়াছিলেন [ নমো বয়ঃ ত্রিষ্টিয়ায় কৃষ্ণঃ গোকাশাঃ বয়ঃ-বৃহদা উ, ৩।১।২ ]—আমি ত্রিষ্টিকে নমস্কার করিতেছি; ধেনুগুলি লইতে আমি অভিলাষী। ২৮২

সেই তিনটির মধ্যে যদি তত্ত্বজ্ঞানেব প্রতিবন্ধক ঘটে, তবে মোক্ষলাভ হয় না; ইহাট বলিতেছেন :—

(৯) পূর্ণ বৈরাগ্য ও পূর্ণ বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে বোধস্তু প্রতিবধ্যতে।  
উপরতি থাকিতেও তত্ত্ব-জ্ঞানাভাবে মোক্ষাভাব। যস্য তস্য ন মোক্ষোহস্তি পুণ্যালোকস্তপোবলাৎ॥২৮৩

অর্থ—যস্য বৈরাগ্যোপরতী পূর্ণে, বোধঃ তু প্রতিবধ্যতে, তস্য মোক্ষঃ ন অস্তি।  
তপোবলাৎ পুণ্যালোকঃ ( অস্তি )

অমুবাদ—বৈরাগ্য ও উপরতি কাহারও পূর্ণমাত্রায় থাকিলেও যদি তত্ত্বজ্ঞান প্রতিবন্ধ হয়, তাহা হইলে তাহার মোক্ষ হয় না; কিন্তু বৈরাগ্য ও উপরতিরূপ তপস্কার অর্থাৎ পুণ্যকৰ্ম্মের বলে, স্বর্গাদি পুণ্যালোকপ্রাপ্তি ঘটে।

টীকা—ভাল, মোক্ষ না হইলে ত' বৈরাগ্যাদি সম্পাদন নিফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া 'প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিদ্যা শাস্বতীঃ সমাঃ। শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোহভিজায়তে॥' ( গীতা ৬।৪১ )—যোগভ্রষ্ট হইলেন অর্থাৎ জ্ঞানের সাধন বৈরাগ্য ও উপরতি লাভ করিয়াও জ্ঞানলাভ না হইলে, পুণ্যকৰ্ম্মশীলগণের লভ্য স্বর্গাদিলোকপ্রাপ্তি ঘটে; তথায় বহুকাল নিবাস করিবার পর সদাচার শ্রীমান্ ধনিগৃহে জন্মলাভ হয়।—ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই বচনপ্রমাণে বৈরাগ্যাদি নিফল হয় না, বৈরাগ্যাদি সম্পাদনদ্বারা পুণ্যালোক-প্রাপ্তি হয়, ইহাই "পুণ্যালোকঃ তপোবলাৎ" ইহার অর্থ। ২৮৩

বৈরাগ্য ও উপরতির প্রতিবন্ধক ঘটিলে, জীবমুক্তিসমুৎপাদন হয় না, ইহাই বলিতেছেন :—

(১০) বৈরাগ্য ও উপরতি বিনা পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান থাকিলে মোক্ষ নিশ্চিত ঘটে কিন্তু দুঃখের নাশ হয় না।

পূর্ণে বোধে তদন্তো দ্বৌ প্রতিবন্ধৌ যদা তদা।  
মোক্ষো বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখং ন নশ্যতি॥২৮৪

অর্থ—বোধে পূর্ণে তদন্তো বো বদা প্রতিবন্ধো তদা মোক্ষঃ বিনিশ্চিতঃ কিন্তু দৃষ্টদুঃখম্ ন নশ্বতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাঁহার পূর্ণ তত্ত্বজ্ঞান হইয়াছে কিন্তু অপর দুইটি অর্থাৎ বৈরাগ্য এবং উপরতি প্রতিবন্ধকপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাঁহার মোক্ষ নিশ্চিত ; কেননা, জ্ঞানদ্বারা বন্ধের কারণ অবিদ্যার নিবৃত্তি হইয়াছে এবং নিবৃত্তাবিদ্যার পুনরুৎপত্তি অসম্ভব ; সুতরাং মোক্ষ অবশ্যস্বাবী ; কিন্তু তাঁহার ইহলোকের ব্যবহারজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের নাশ হয় না। বাসনাক্ষয়ের কারণ বৈরাগ্যের অভাববশতঃ এবং মনোনাশের কারণ উপরতির অভাববশতঃ রজোগুণের ও তমোগুণের আধিক্যহেতু শুদ্ধ সত্ত্বগুণ তিরোহিত হয় ; সেইহেতু ইহলোকসম্বন্ধীয় অমুকুল প্রতিকুল পদার্থরূপ নিমিত্তজনিত বিক্ষেপরূপ দৃষ্টদুঃখের তিরোভাব ঘটে না, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা জন্মান্তর অসম্ভব হইয়া যাওয়ায় পরলোকেও পাদক আগামী দুঃখের অভাব হয়। ২৮৪

এক্ষেণে বৈরাগ্যাদি তিনটির অবধি দেখাইতেছেন :—

ব্রহ্মলোকতৃণীকারো বৈরাগ্যস্ত্যাবধির্মতঃ।

(৫) বৈরাগ্যাদির অবধি।

দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে ॥ ২৮৫

অর্থ—ব্রহ্মলোকতৃণীকারঃ বৈরাগ্যস্ত্য অবধিঃ মতঃ। দেহাত্মবৎ পরাত্মত্বদার্ঢ্যে বোধঃ সমাপ্যতে।

অনুবাদ—ব্রহ্মলোকে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে পর্য্যন্ত ভোগ্যজ্ঞাতে যখন তৃণের গ্রায় হুচ্ছবুদ্ধি হয়, তখন বৈরাগ্য সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে এবং যখন দেহে আত্মবুদ্ধির গ্রায় পরব্রহ্মে আত্মবুদ্ধি দৃঢ় হইবে, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমালাভ করিয়াছে বুঝিতে হইবে।

টীকা—অজ্ঞানীর যেমন ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি ক্ষত্রিয়’, ‘আমি মনুষ্য’, ‘আমি অমুক্যাদি’ এইরূপ সংশয়-বিপক্ষায়রহিত দৃঢ়জ্ঞান বা আত্মবুদ্ধি দেহের প্রতি আছে, সেই প্রকার শ্রবণাদিরূপ ব্রহ্মাত্মাসের বলে ব্রাহ্মণত্বাদিবিশিষ্ট দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বাধ করিয়া, যখন ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মার সংশয়-বিপক্ষায়রহিত স্বভাবসিদ্ধ দৃঢ় আত্মবুদ্ধি হয়, তখন তত্ত্বজ্ঞান সীমায় পৌছিয়াছে বুঝিতে হইবে। ২৮৫

সুপ্তিবদিস্থতিঃ সীমা ভবেতুপরমশ্চ হি।

দিশানয়া বিনিশ্চেয়ং তারতম্যমবাস্তরম্ ॥ ২৮৬

অর্থ—সুপ্তিবৎ বিনিস্থতিঃ উপরমশ্চ সীমা ভবেৎ হি। অনয়া দিশা অবাস্তরম্ তারতম্যম্ বিনিশ্চেয়ম্।

অনুবাদ—সুষুপ্তিকালে যেমন বাহ্যবিষয়বিস্মৃতি হয়, জাগ্রৎকালে ( ও স্বপ্নকালে ) সেইরূপ বিষয়ভোগবিস্মৃতি জন্মিলে উপরতি সীমায় পৌঁছিয়াছে বুঝিতে হইবে। পূর্ববর্তী শ্লোকদ্বয়ে যে প্রণালী প্রদীষ্ট হইয়াছে, সেই প্রণালীতে অবাস্তর তারতম্য বুঝিয়া লইবে।

টীকা—বৈরাগ্য, উপরতি ও জ্ঞানপরিপাকের তারতম্য বা ন্যূনাধিকতাবিশেষে নিজ নিজ বুদ্ধি অনুসারে নিশ্চয় করিয়া লইবে। ২৮৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন লোকেরও রাগদ্বेषাদিমত্তাহেতু বৈষম্য দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, জ্ঞান যে মুক্তির হেতু, এবিষয়ে নিশ্চয় করা সম্ভব নহে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন যে, রাগদ্বেষাদি ব্যাধির ছায় প্রারব্ধকর্মের ফল বলিয়া, সেই রাগাদি যে মুক্তির প্রতিবন্ধক হয় একথা অসিদ্ধ : সেইহেতু দৃঢ়জ্ঞানদ্বারা মোক্ষপ্রাপ্তি হয়—এই শাস্ত্রার্থ লইয়া বিবাদ করা উচিত নহে :—

(ঠ) প্রারব্ধকর্মশতঃ জ্ঞান-  
গণের ব্যবহার পরস্পর  
বিলক্ষণ হয়; তাহা মোক্ষের  
প্রতিবন্ধক নহে।

আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাদবুদ্ধানামন্যথান্যথা।

বর্ত্তনং তেন শাস্ত্রার্থে ভ্রমিতব্যং ন পণ্ডিতৈঃ॥২৮৭

অর্থ—আরব্ধকর্ম্মনানাত্বাৎ বুদ্ধানাম্ অন্যথা অন্যথা বর্ত্তনম্। তেন পণ্ডিতৈঃ শাস্ত্রার্থে ন ভ্রমিতব্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু প্রারব্ধকর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার, সেইহেতু জ্ঞানিগণের ব্যবহারও ভিন্ন ভিন্নরূপ হইয়া থাকে। সেই কারণে পরস্পর বিভিন্ন ব্যবহার দেখিয়া পণ্ডিতগণের অর্থাৎ সুবুদ্ধি লোকের ‘জ্ঞানদ্বারাই মোক্ষ হয়’—এই শাস্ত্রার্থে বিপরীতবুদ্ধি করা উচিত নহে। ২৮৭

তাহা হইলে কি প্রকার নিষ্কারণ করা কর্তব্য, তদ্বিশেষে বলিতেছেন :—

(ড) সকল জ্ঞানীরই জ্ঞান, স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ বর্ত্তন্তাং তে যথা তথা।

ও মোক্ষ তুল্যরূপ।

অবিশিষ্টঃ সর্ববোধঃ সমা মুক্তিরিতি স্থিতিঃ॥২৮৮

অর্থ—তে স্বস্বকর্ম্মানুসারেণ যথা তথা বর্ত্তন্তাম্। সর্ববোধঃ অবিশিষ্টঃ মুক্তিঃ সমা ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ—সেই জ্ঞানিগণ নিজ নিজ কর্ম্মানুসারে যে-কোনও প্রকার ব্যবহারে নিরত থাকুন না কেন, সকলেরই জ্ঞান তুল্যরূপ আর সেই জ্ঞানফল মুক্তি নির্বিশেষ অর্থাৎ জ্ঞান ও মুক্তিবিশেষে কোনও তারতম্য নাই, ইহাই সিদ্ধান্ত।

টীকা—সকল জ্ঞানীরই ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান, একই আকারের এবং অবিশিষ্ট দোষরহিত ব্রহ্মরূপে স্থিতরূপ মুক্তি, সকল জ্ঞানীরই সমান—ইহা এই প্রাচীন শ্লোকদ্বারা কথিত

হইয়া থাকে :—‘কৃষ্ণা ভোগী শুকন্ত্যাগী নৃপো জনকরাঘবো। বশিষ্ঠঃ কন্যকর্তা চ সর্ষে তে  
জ্ঞানিনঃ সমাঃ ॥’ কৃষ্ণা ষোড়শসহস্র ললনাসম্ভোগী, শুক অমুগনীত পরিব্রাজক, জনক অহস্তা-  
মমতাশূন্য “বিদেহ” মিথিলাধিপতি, রাম বানর-সৈন্যনাযক রাবণবিজয়ী অযোধ্যাধিপতি এবং  
বশিষ্ঠ বৈদিককর্মদক্ষ রঘুকুলপুরোহিত থাকিলেও ইহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞানে তারতম্য আদৌ নাই। ২৮৮

এই প্রকরণের তাৎপর্য সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

জগচ্চিত্রং স্বচৈতন্যে পটে চিত্রমিবাপিতম্।

(৫) সংক্ষেপে এই

প্রকরণের তাৎপর্য।

মায়য়া তদুপেক্ষ্যৈব চৈতন্যং পরিশেষ্যতাম্ ॥২৮৯

অর্থ—জগচ্চিত্রম্ পটে চিত্রম্ ইব স্বচৈতন্যে মায়য়া অপিতম্। তং উপেক্ষ্য চৈতন্যম্  
এব পরিশেষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—এই যে জগদ্রূপ চিত্র, তাহা পটের উপর চিত্রের স্থায়,  
মায়্যা নিজ স্বরূপভূত চৈতন্যের উপর অধ্যারোপিত করিয়াছে। সেই জগদ্রূপ  
চিত্রকে উপেক্ষা করিয়া—মিথ্যা বলিয়া জানিয়া, তাহাকে বিস্মৃত হইয়া, চৈতন্য-  
রূপেই তাহার পরিশেষ করা কর্তব্য। ২৮৯

এক্ষণে গ্রন্থাভ্যাসের ফল বলিতেছেন :—

চিত্রদীপমিমং নিত্যং যেহনুসন্দধতে বুধাঃ।

(৬) গ্রন্থাভ্যাসের ফল।

পশ্যন্তোহপি জগচ্চিত্রং তে মুহুন্তি ন পূর্ববৎ ॥২৯০

ইতি চিত্রদীপঃ সমাপ্তঃ।

অর্থ—যে বুধাঃ ইমম্ চিত্রদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে জগচ্চিত্রম্ পশ্যন্তঃ অপি  
পূর্ববৎ ন মুহুন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—যে শুদ্ধবুদ্ধি মুমুক্শু এই চিত্রদীপপ্রকরণের নিগূঢ়ার্থ  
নিত্য আলোচনা করেন, তিনি এই জগদ্রূপ চিত্র দেখিতে থাকিলেও পূর্বের  
স্থায় মুগ্ধ হন না। ২৯০

ইতি সটীক চিত্রদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

সপ্তম অধ্যায়—তৃপ্তিদীপ

ত্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

অখণ্ডানন্দরূপায় শিবায় গুরুবে নমঃ ।

শিষ্যাজ্ঞানতমোধবঃসপটকৈশ্বয়িমূর্তয়ে ॥

যিনি অখণ্ডানন্দরূপ পরমমঙ্গলময় এবং শিষ্যের অজ্ঞানাকারক বিনাশ করিতে কৃশল, সেই গুরু মহেশ্বরকে আমি নমস্কার করিতেছি । তাঁহার দেহে দিবাকর দক্ষিণনয়নরূপে বিরাজমান থাকিয়া আমাকে অজ্ঞান তিমিরনিবারক জ্ঞানালোক এবং মৃত্যুনিবারক তাপ বা সাধনোৎসাহ প্রদান করুক ; নিশাকর বামনেত্ররূপে প্রকাশমান থাকিয়া চিত্তচকোরকে শাস্তজ্ঞানালোক এবং শাস্তিসুখ প্রদান করুক এবং হতাশন ললাটস্থিত তৃতীয়নয়নরূপে নিমেষণ করিয়া দীপ, উদা প্রভৃতির জায় সর্বব্যবহারে মোহতমঃ ধ্বংস করুক ।

বেদার্থস্ত প্রকাশেন তমো হার্দং নিবারয়ন্ ।

পূমর্থাস্চতুরো দেয়াদ্বিত্যতীর্থমহেশ্বরঃ ॥

যিনি সর্ববিজ্ঞার আকর বলিয়া শিবসদৃশ মহেশ্বর, সেই পরমগুরু বিজ্ঞাতীর্থ, বেদের নিগূঢ় অর্থ প্রকাশ করিয়া, তদ্বারা আমার হৃদগত অন্ধকার নিবারণ করিয়া ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ চতুর্ধর্গ আমাকে প্রদান করুন ।

নমঃ ত্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞারণ্যামুনীশ্বরো ।

ক্রিয়তে তৃপ্তিদীপস্ত ব্যাখ্যানং গুরুমুগ্রহাং ॥

ত্রীভারতীতীর্থ ও ত্রীবিজ্ঞারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া গুরুরূপাশ্রয় লাভ করিয়া পঞ্চদশীর ‘তৃপ্তিদীপ’-নামক এই সপ্তম প্রকরণ ব্যাখ্যা করিতেছি ।

( আত্মানুচ্ছেদিত্যাদি শ্রুতিবচনে ) “পুরুষ” ও “অস্মি”পদের অভিপ্রায়  
অর্থাৎ পুরুষস্বরূপ ও তদ্বিজ্ঞানের প্রয়োজন বর্ণন

১। গ্রন্থারম্ভ ।

এক্ষণে ‘তৃপ্তিদীপ’-নামক প্রকরণ আরম্ভ করিয়া গুরু ত্রীভারতীতীর্থ এই প্রকরণটি শ্রুতি-ব্যাখ্যারূপ বলিয়া, তদ্বারা ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন আদিতে পাঠ করিতেছেন :—

(ক) সমগ্র তৃপ্তিদোপ  
আপোয় শ্রুতিবচনের  
পাঠ।

আত্মানুষ্ঠেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।

কিমিচ্ছন্ কস্ম কামায় শরীরমনুসংজ্ঞরেৎ ॥ ১

অর্থ—পুরুষঃ আত্মানম্ “অয়ম্ অশ্বি” ইতি বিজানীয়াৎ চেৎ কিম্ ইচ্ছন্ কস্ম কামায় শরীরম্ অনুসংজ্ঞরেৎ ? ( কাশ্যশাখীর বৃহদারণ্যকোপনিষদগত ৪।৩।১২ মন্ত্র )।

অনুবাদ ও টীকা—পুরুষ অর্থাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে, ‘আমি হইতেছি ত্রৈলোক্যরূপ অর্থাৎ সর্বসংসারধর্ম্মাতীত পরমাত্মস্বরূপ,’ তাহা হইলে সেই পুরুষ কিসের ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় ( কোন্ প্রয়োজনে ) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জর অর্থাৎ দুঃখ অনুভব করিবে ? ( জীবের যে দুঃখ হয়, তাহার কারণ আপনার স্বরূপ না জানা এবং শরীরে আত্মাভিমান স্থাপন করা। সেই দুইটি কারণের অভাব হইলে আত্মার যে ইচ্ছা বা কামনা এবং শরীরানুগত দুঃখসম্বন্ধ—এ সমস্তই নিবৃত্ত হইয়া যায় )। ১

এক্ষেণে যে গ্রন্থের রচনা করিতে অভিলাষ করিয়াছেন তাহাব বিচার এবং বিচার-ফল দেখাইতেছেন :—

(খ) গ্রন্থের বিচার ও  
তাহাব ফল।

অস্মাঃ শ্রুতেরভিপ্রায়ঃ সম্যগত্র বিচার্যতে।

জীবমুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ সা তেন বিশদায়তে ॥ ২

অর্থ—অত্র অস্মাঃ শ্রুতেঃ অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্যতে, তেন জীবমুক্তস্য যা ( শ্রুতিপ্রসিদ্ধা ) তৃপ্তিঃ সা ( মুমুক্শুপ্রবৃত্তয়ে ) বিশদায়তে।

অনুবাদ—এই শ্রুতির অভিপ্রায় এই প্রকরণে সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে এবং সেই বিচারদ্বারা জীবমুক্তগণের যে আনন্দলাভ হয়, তাহা স্পষ্টরূপে বুঝা যাইবে।

টীকা—“অত্র”—এই তৃপ্তিদোপ নামক প্রকরণগ্রন্থে “অস্মাঃ শ্রুতেঃ”—এই “আত্মানুষ্ঠেদ্বিজানীয়াৎ” ইত্যাদি শ্রুতিবচনের, “অভিপ্রায়ঃ সম্যক্ বিচার্যতে”—তাৎপর্য্য সম্যক্ প্রকারে বিচারিত হইবে, “তেন”—সেই অভিপ্রায়ের বিচারদ্বারা, “জীবমুক্তস্য যা তৃপ্তিঃ”—জীবমুক্তের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ যে আনন্দলাভ, “সা বিশদায়তে”—তাহা মুমুক্শুজনের প্রবৃত্তিকারণরূপে পরিষ্কৃত হইবে। ২

২। ‘পুরুষ’শব্দের ব্যাখ্যায় উপযোগী সৃষ্টির বর্ণনাপূর্ব্বক ‘পুরুষ’শব্দের অর্থ।

“পদচ্ছেদঃ পদার্থোক্তিবিগ্রহো বাক্যবোজনা। আক্ষেপস্ত সমাধানং ব্যাখ্যানং পঞ্চলক্ষণম্ ॥” ( পাঠান্তর—“আক্ষেপোহথ সমাধানং ব্যাখ্যানং ষড়্‌বিধং মতম্ )—পরশরপুরাণ, ১৮শ অধ্যায়। ( সর্বত্র ব্যাখ্যানে বীজং তু অপ্রতিপত্তিঃ বিপ্রতিপত্তিঃ অন্তথাপ্রতিপত্তিচ্ছ ইত্যনুসন্ধেয়ম্ তাৎপর্ধ্যের অগ্রহণ, বিপরীতভাবে গ্রহণ, অথবা অযথাভাবে গ্রহণের নিবৃত্তির জন্তই সকল প্রকার ব্যাখ্যা—বুঝিতে হইবে। তিনটিই সকল ব্যাখ্যার নিদান। ) ‘পদচ্ছেদ’ অর্থাৎ শ্লোকস্থ

পদসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া দেখান, ‘পদার্থোক্তি’—পদের অর্থ কথন, ‘বিগ্রহ’—সমাসস্থ বিতক্ত-  
পদসমূহের যথাযোগ্য অর্থানুসারে ভিন্ন ভিন্ন করিয়া প্রদর্শন, ‘বাক্যযোজনা’—বাক্যের যোজনা বা  
অম্বয়—‘আক্ষেপের’ অর্থাৎ শব্দের সমাধান অথবা (পাঠান্তরে) শব্দা এবং সমাধান—এই পাঁচটি বা ছয়টি  
ব্যাখ্যানের লক্ষণ শাস্ত্রান্তরে অর্থাৎ পরাশরপুরাণে উক্ত হইয়াছে। তদনুসারে উক্ত শ্রুতিগত ‘পুরুষ’  
এই পদের অর্থ বলিবার জন্য, তাহার উপোদ্ভাতরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

মায়াভাসেন জীবৈশৌ কয়ৌতীতি শ্রুতত্বতঃ ।

(ক) জীব ঈশ্বরপ্রভৃতি  
সৃষ্টির বর্ণন।

কল্পিতাবেব জীবৈশৌ তাভ্যাং সর্বং প্রকল্পিতম্ ॥৩

অম্বয়—‘মায়া অভাসেন জীবৈশৌ কয়ৌতি’ ইতি শ্রুতত্বতঃ জীবৈশৌ কল্পিতৌ এব।  
তাভ্যাম্ সর্বম্ প্রকল্পিতম্ ।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায় আছে—অনির্বচনীয়  
শক্তিরূপা মায়া অভাসচৈতন্যদ্বারা জীব ও ঈশ্বরের স্বরূপ কল্পনা করেন। সেই কারণে  
জীব ও ঈশ্বর কল্পিত, তাঁহারা উভয়ে এই সমুদয় জগৎ কল্পনা করিয়াছেন।

টীকা—“প্রতিপাত্ত্বম্ অর্থম্ বুক্ষৌ সংগৃহ্য প্রাগেব তদর্থম্ অর্থান্তরবর্ণনম্ উপোদ্ভাতঃ।”—  
কোনও বিষয় প্রতিপাদন করিবার উদ্দেশ্যে সেই বিষয়টিকে অগ্রেই বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিয়া সম্যক  
প্রকারে অবধারণ করিয়া, তজ্জন্তু অত্ৰবিষয়ের বর্ণনকে উপোদ্ভাত বলে।\*

এস্থলে উক্ত শ্রুতিবচনের ‘মায়া’শব্দদ্বারা চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিবিম্বরূপ সঙ্ক-  
রজস্বেশমোগ্ধময় জগৎপ্রদান প্রভৃতিকেই বুঝান হইতেছে। সেই প্রকৃতিই সত্ত্বগুণের শুদ্ধি ও  
অবিশুদ্ধিবশতঃ দুই প্রকারে বিভক্ত হইয়া যথাক্রমে ‘মায়া’ ও ‘অবিজ্ঞা’ সংজ্ঞার প্রাপ্ত হয়।  
সেই মায়ায় ও অবিজ্ঞায় প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মচৈতন্যই যথাক্রমে ‘ঈশ্বর’ ও ‘জীব’ সংজ্ঞা প্রাপ্ত হয়।  
শ্রীমদ্বিষ্ণুসংস্কৃত এই কথা “তত্ত্ববিরেক”-নামক প্রकरणে নির্ণয় করিয়াছেন—( পৃঃ ১৩১৪, শ্লোক  
১৫-১৭ )। চিদানন্দময় ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব বাহাতে বর্তমান, তাহাই প্রকৃতি। সেই প্রকৃতি সত্ত্বগুণ  
ও তমোগুণের সাম্যাবস্থারূপ। তাহা দুই প্রকার। মায়া ও অবিজ্ঞা—( ১১৫ )। প্রকৃতির সত্ত্বগুণ  
শুদ্ধ হইলে তাহাকে ‘মায়া’ বলা যায় এবং তাহা অবিশুদ্ধ হইলে তাহাকে ‘অবিজ্ঞা’ বলা যায়। মায়া  
প্রতিফলিত ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব সেই মায়াতে আপনার বশবর্তিনী করিলে সর্বজ্ঞ ঈশ্বর হন—( ১১৬ )।

\* ‘উপোদ্ভাত’ শব্দের এই লক্ষণের পদভুক্তি এইরূপ—প্রতিজ্ঞাত বস্তুর বর্ণনকেই বাহাতে উপোদ্ভাত বলিয়া  
না বুঝায় এইজন্তু “অর্থান্তর” বা অত্ৰবিষয়ের সমাবেশ; অসম্বন্ধ বিষয়ের বর্ণন উপোদ্ভাত শব্দে না বুঝায় এইজন্তু  
“তদর্থম্” ( তচ্ছব্দ ) শব্দের প্রয়োগ। ‘অগ্নি আন’ এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া, ‘যেহেতু অগ্নি ধূমবান্’ এইরূপে অন্য  
বিষয়ের বর্ণন না বুঝায় এইজন্য “প্রতিপাত্ত্বম্ অর্থম্ বুক্ষৌ সংগৃহ্য” এইরূপ উক্তি। এই পর্য্যন্তমাত্র বলিলেই অর্থাৎ  
“প্রাগেব” এই অংশ পরিচয় করিলে বুদ্ধিতে সংগ্রহ করিবার পরে প্রতিজ্ঞা করিয়া বাহার বর্ণন হইবে তাহা বাহাতে  
উপোদ্ভাত না হইতে পারে, তদ্বিষয়বস্তু “প্রাগেব” ( অগ্রেই ) শব্দদ্বয়ের সমাবেশ। কাহারও কাহারও মতে এই  
প্রাগেব শব্দদ্বয় নিস্ত্রয়োজন। অপর একটি লক্ষণ “নির্দিষ্টোপসাধকম্ উপোদ্ভাতম্”। তৃতীয় লক্ষণ—যদি  
নিমিত্ত বস্তু চ প্রোক্ত হোতু ঘরোজনম্। সম্বন্ধান্তর্ভিধানং চ উপোদ্ভাতঃ স উচ্যতে ॥

কিছু অঙ্কটিতে অর্থাৎ অবিজ্ঞায় প্রতিফলিত চিদাশ্রয় বা জীব অবিজ্ঞার বশবর্তী। সেই অবিজ্ঞার অবিজ্ঞানতার কারণে জীব ও তিথ্যাদিভেদে নানাপ্রকার। সেই অবিজ্ঞাই কারণশরীর। সেই কারণশরীরে তাদাত্ম্যাদাসবশতঃ জীব যখন আপনাকে কারণশরীর বলিয়া মনে করে, তখন তাহার নাম হয় প্রাজ্ঞ—( ১।১৭ )। এই অর্থটিকে মনে রাখিয়াই নিম্নলিখিত শ্রুতিবচন প্রবৃত্ত হইয়াছে :—[ জীবশৌ আভাসেন করোতি, মায়্যা চ অবিজ্ঞা চ স্বয়মেব ভবতি—নৃসিংহোত্তর তা, উ, ৯ ]—জীব ও ঈশ্বরকে আভাসদ্বারা ( চৈতন্যপ্রতিবিম্বদ্বারা ) সৃজন করেন এবং প্রকৃতি নিজেই যথাক্রমে ( ঈশ্বরজীবোপাধিধররূপ ) মায়্যা এবং অবিজ্ঞা হন। ইহার দ্বারাই জীব ও ঈশ্বরের মায়াকল্পিত হইয়াছে। তদ্বিত্ত্ব সমস্ত জগৎ তদ্বিত্ত্বদ্বারাই কল্পিত। ৩

ভাল, জীব ও ঈশ্বর এই উভয়ের মধ্যে কে কতটুকু জগৎ কল্পনা করিয়াছেন? তদ্বিত্ত্ব বলিতেছেন :—

ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরোশেন কল্পিতা।

জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকল্পিতঃ ॥ ৪

অর্থ—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশেন কল্পিতা, জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ জীবকল্পিতঃ। ( ৬ অঃ, ২।৩ শ্লোকরূপে পূর্বে পঠিত হইয়া গিয়াছে। )

অনুবাদ—“ঈক্ষণ”—( আলোচনা ) হইতে আরম্ভ করিয়া প্রবেশ পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহা ঈশ্বরদ্বারাই কল্পিত; আর জাগ্রৎ হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত যে সংসার, তাহাই জীবকল্পিত।

টীকা :—[ তদৈক্ষত বহু শ্রুত প্রজায়ের—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।৩ ]—সেই সং ব্রহ্ম ঈক্ষণ ( আলোচনা ) করিলেন—‘আমি বহু হইব—জন্মিব’—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে ঈক্ষণ বা আলোচনা তাহাই আদি বাহার তাহা ঈক্ষণাদি; [ অনেন জীবেন আশ্রিতা অল্পপ্রবিজ্ঞ নামরূপে ব্যাকববাণি—ছান্দোগ্য উ, ৬।২।২ ]—আমি এই জীবাত্মরূপে ভূতদ্বয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ-বাচক শব্দ ও বিশেষ বিশেষ আকৃতি, ব্যক্ত করিব—এই শ্রুতিবচন হইতে শ্রুত যে প্রবেশ, তাহাই হইয়াছে অন্ত বাহার, এই প্রেকার যে সৃষ্টি, তাহাই ‘প্রবেশান্তা’; যাহা ঈক্ষণাদি প্রবেশান্তা, সেই সৃষ্টি, ( কৰ্ম্মধারয় সমাস ) ঈশ্বরদ্বারা কল্পিত। আব জাগ্রদবস্থা হইয়াছে আদি বাহার, যে সংসারের, তাহা জাগ্রদাদি; বিমোক্ষ বা মুক্তি হইয়াছে অন্ত বাহার তাহা বিমোক্ষান্ত; এইরূপ যে সংসার, তাহা জীবদ্বারা কল্পিত, কেননা, জীব তাহার অভিমাত্রী। জীবের এই জাগ্রদাদি সংসার, শ্রুতিকর্তৃক এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—( কৈবল্যোপনিষৎ ১৪, ১৫, ১৬ এবং ২০ মন্ত্র )—[ স এব মায়্যাপরিমোহিতাত্মা শরীরমাস্থায় করোতি সৰ্বম্। স্বিয়ম্পানাদি-বিচিত্রভোগৈঃ স এব জাগ্রৎ পরিতৃপ্তিমতি ॥ ১৪। স্বপ্নেহপি জীবঃ স্নুতঃখতোক্তা স্বমায়য়া কল্পিত-বিশ্বলোকে। স্নুপ্তিকালে সকলে বিলীনে তমোহভিকৃতঃ স্নুতরূপমতি ॥ ১৫। পুনশ্চ জগ্মান্তরকৰ্ম্ম-যোগাৎ স এব জীবঃ স্বপিত্তি প্রবুদ্ধঃ। পুরুষয়ে কৌড়তি যশ্চ জীবন্ততন্ত জাতং সকলং বিচিত্রম্ ॥ ১৬।



জাগ্রৎস্বপ্নশূণ্যাদি প্রপঞ্চং বৎ প্রকাশতে। তদব্রহ্মাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২০ ॥  
 ভাল, এই অসঙ্গ উদাসীন অদ্বিতীয় আত্মার বন্ধনরূপ সংসার কোথা হইতে আসিল?  
 তত্ত্বের উক্ত চতুর্দশ মন্ডলে বলিতেছেন—অসঙ্গ উদাসীন সেই আত্মা নিজেই আবরণবিক্ষেপকরী  
 অবিজ্ঞানদ্বারা, আপনার স্বপ্রকাশ আনন্দরূপতার তিরোভাব ঘটাইয়া, স্থূল-সূক্ষ্মাদি ভেদভিন্ন  
 মহুগ্ধাদি শরীরে সম্পূর্ণ অভিমান করিয়া নিখিল কৰ্ম করিতেছেন। (তিনিই এই শরীরে সম্পূর্ণ  
 অভিমান করিয়া নিখিল কৰ্ম করিতেছেন।) তিনিই এই মনোহুকূল স্ত্রী অন্ন পান বসন আচ্ছাদন  
 ইত্যাদি বিচিত্র ভোগ্যপদার্থযোগে জাগ্রদবস্থায় ইন্দ্রিয়দ্বারা বিষয়োপলব্ধি করিয়া সুখদুঃখ  
 পাইতেছেন। ১৪। স্বপ্নাবস্থায় যখন ইন্দ্রিয়সমূহ বাহ্যবিষয় গ্রহণে নিবৃত্ত হয়, তখন সেই জীব বা প্রাণ-  
 ধারণকর্তাই বিবিধ প্রকার দেহের অভিমানী হইয়া অজ্ঞান ও বিপরীতজ্ঞানবশতঃ নিজ নিজ সংসার-  
 বিরচিত বিবিধ ভোগ্যজাত লইয়া সুখদুঃখ ভোগ করে এবং সুষুপ্তিকালে অর্থাৎ আনন্দভোগ-  
 সময়ে, সকল প্রকার বিশেষবিজ্ঞান নিজ কারণে বিলীন হইয়া গেলে, সেই জীব অজ্ঞানাবৃত্ত  
 হইয়া স্বপ্রকাশ—আনন্দরূপতা প্রাপ্ত হয়। ১৫। সেই জীবই আবার আনন্দাত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া  
 জন্মান্তরীণ কৰ্মবশে স্বপ্নাবস্থা প্রাপ্ত হয় অথবা জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে যে জীব স্থূল,  
 সূক্ষ্ম ও অজ্ঞাননামক দেহত্রেয় বিহার করে, সেই জীব বস্তুতঃই প্রাণধারক পরমাত্মা। ঠাঙ্গ  
 হইতেই এই বিবিধ নামরূপকৰ্ম্মাত্মক বিষ উৎপন্ন হয়। ১৬। ‘যিনি বিশ্ব-বিরাট, তৈজস-  
 হিরণ্যগর্ভ এবং প্রাজ্ঞ অব্যাকৃতরূপে জাগ্রৎস্বপ্নশূণ্যকালীন প্রপঞ্চ প্রকাশ করিয়া থাকেন, সেই  
 সত্যজ্ঞানাদিলক্ষণ ব্রহ্মই আমি’—এইরূপ জানিলে, ‘আমি, আমার’ ইত্যাদি কারণসহিত সকল  
 প্রকার বন্ধন তিরোহিত হয় ॥ ২০। ৪

এইরূপে ‘পুরুষ’ শব্দের অর্থ বুঝিবার উপযোগী সৃষ্টি বর্ণন করিলেন। এক্ষণে পুরুষ  
 শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

ত্ৰয়াধিষ্ঠানভূতাত্মা কূটস্থাসঙ্গচিদ্রপুঃ।

(খ) পুরুষপদের অর্থ।

অন্যোক্তাধ্যাসতোহসঙ্গদ্বীপজীবোহত্র পুরুষঃ ॥ ৫

অর্থ—কূটস্থাসঙ্গচিদ্রপুঃ ত্ৰয়াধিষ্ঠানভূতাত্মা অন্যোক্তাধ্যাসতঃ অসঙ্গদ্বীপজীবঃ অত্র “পুরুষঃ” ॥ ৫

অনুবাদ—প্রথম শ্লোকে যে ঐতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার অন্তর্গত “পুরুষঃ”  
 শব্দের অর্থ এই—অবিকারী, অসঙ্গ, চৈতন্যস্বরূপ (পরমাত্মা), দেহেন্দ্রিয়াদির  
 অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিद्यমান, (স্বরূপতঃ স্বয়ংকরিত হইয়াও) আপনার সহিত  
 পারমাখিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে পরম্পরাধ্যাসবশতঃ অবস্থিত হইয়া—‘জীব’ হন;  
 তিনিই এই ঐতিবচনোক্ত ‘পুরুষ’।

টীকা—যিনি “কূটস্থাসঙ্গচিদ্রপুঃ”—অবিকারী অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ, “ত্ৰয়াধিষ্ঠানভূতাত্মা”—  
 ত্রয়ের অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাসের অধিষ্ঠানরূপে বিद्यমান পরমাত্মা হইতেছেন, তিনি স্বরূপতঃ  
 অসঙ্গ থাকিয়া, “অন্যোক্তাধ্যাসতঃ”—পরম্পরে পরম্পরের স্বরূপ ও পরম্পরের ধর্মসম্বন্ধকে অধ্যাস

করিয়া সকল ব্যবহারভাগী অর্থাৎ সকল ব্যবহারের আশ্রয় হন—ভগবান ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্রের প্রথমাধ্যায়ের প্রথমপাদের প্রথম সূত্রের ভাষ্যে এইরূপ যে তাদাত্মাধ্যাস নিরূপণ করিয়াছেন, সেই তাদাত্মাধ্যাসহেতু, “অসঙ্গদীপ্তজীবঃ”—আপনার সহিত পারমাণ্বিকসম্বন্ধশূন্য বুদ্ধিতে বিভ্রম হইয়া যে জীব হন, তাহাই “অত্র”—এই প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনে, “পুরুষঃ”—পুরুষ শব্দদ্বারা হুচিত হইয়াছে। [ স বা অয়ং পুরুষঃ সর্কাসু পূর্ষ পুরিশয়ঃ—বৃহদা উ, ২।৫।১৮ ]—সেই এই পরমেশ্বর যেহেতু সমস্ত পুরে অর্থাৎ স্থলাদি শরীরত্রেয় জংগুপ্তরীক মধ্যে অবস্থান করেন, এইহেতু তিনি ‘পুরুষ’-শব্দে অভিহিত হইয়া থাকেন। “পুরুষঃ” পাঠ বৈদিক। শ্রুতি এইরূপে ‘পুরুষ’ শব্দের ব্যুৎপত্তি বা অর্থ করিয়াছেন বলিয়া, বুদ্ধিপ্ৰভৃতির কল্পনাব অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই বুদ্ধিতে প্রতিনিধিরূপ হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইহাই “পুরুষ” শব্দদ্বারা হুচিত হইতেছে। অভিপ্রায় এই—আত্মসম্বন্ধ অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব পুরুষ শব্দের অর্থ। “তাদাত্মাধ্যাস”—অধাসতত্ত্ব (বা) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ৫

( শঙ্ক ) ভাল, প্রথম শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতিবচনে ‘পুরুষ’-শব্দদ্বারা কেবল চিদাভাসরূপ জীবকেই বুঝা উচিত ; এই অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থচৈতন্যের প্রয়োজন কি ? ( সমাধান ) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই চিদাভাসের মোক্ষ প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্বের সিদ্ধি করিবার জন্য অধিষ্ঠান চৈতন্যেরও স্বীকার করা কর্তব্য :—

( প ) অধিষ্ঠানকূটস্থ-  
সহিত চিদাভাসেরই বন্ধ-  
মোক্ষে অধিকার ।

সাধিষ্ঠানো বিমোক্ষাদৌ জীবোহধিক্রিয়তে ন তু ।  
কেবলো নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তেঃ কাপ্যসিদ্ধিতঃ ॥ ৬

অর্থ—সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে, ন তু কেবলঃ ; ক অপি নিবধিষ্ঠান-  
বিভ্রান্তেঃ অসিদ্ধিতঃ ।

অনুবাদ—অধিষ্ঠানসহিত জীবই বন্ধমোক্ষের অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস তাহা হইতে পারে না ; কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম কোথাও দৃষ্ট হয় না ।

টীকা —“সাধিষ্ঠানঃ জীবঃ”—কূটস্থচৈতন্যরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহাব সহিত জীব অর্থাৎ চিদাভাস, “বিমোক্ষাদৌ অধিক্রিয়তে”—মোক্ষ, স্বর্গ প্রভৃতির সাধনের অধিষ্ঠানে অধিকারী হইতে পারে, কেবল চিদাভাস হইতে পারে না । কেবল চিদাভাস বন্ধ-মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে না কেন ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“কেননা, অধিষ্ঠানশূন্য ভ্রম” ইত্যাদি অর্থাৎ অধিষ্ঠান-শূন্য আবেশিত বস্তৃ সংসারে কোথাও দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায় । ৬

৩। ‘অহম্’ ও ‘অগ্নি’ এই পদদ্বয়ের অর্থের মধ্যে ‘অহম্’ পদের অর্থের বিচার ।

একণে অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসের সংসার প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধিত্ব হইটি শ্লোকদ্বারা বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ক) ‘অহম্’ ও ‘অস্মি’র  
অর্থনির্ণয়পূর্বক জীবের  
সংসার ও মোক্ষের  
বিভাগ।

অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তং ভ্রমাংশমবলম্বতে ।

যদা তদাহং সংসারীত্যেবং জীবোহভিমম্বতে ॥ ৭

অর্থ—যদা জীবঃ অধিষ্ঠানাংশসংযুক্তম্ ভ্রমাংশম্ অবলম্বতে, তদা ‘অহম্ সংসারী’ ইতি এবম্ অভিমম্বতে ।

অমুবাদ ও টীকা—জীব যখন অধিষ্ঠানের অংশরূপ কূটস্থের সহিত ভ্রমের অংশরূপ চিদাভাসযুক্ত দুই শরীরকে আশ্রয় করে অর্থাৎ নিজের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করে, তখন ‘আমি সংসারী’ এইরূপ অভিমান করে । ৭

ভ্রমাংশস্ত তিরস্কারাদধিষ্ঠানপ্রধানতা ।

যদা তদা চিদাত্মাহমসঙ্কেহস্মীতি বুধ্যতে ॥ ৮

অর্থ—যদা ভ্রমাংশস্ত তিরস্কারাৎ অধিষ্ঠানপ্রধানতা, তদা ‘অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ অস্মি’ ইতি বুধ্যতে ।

অমুবাদ—আর যখন ভ্রমাংশকে বিদূরিত করিয়া অধিষ্ঠানের প্রধানতাকে জীব বলিয়া মানে অর্থাৎ আপনাকে অধিষ্ঠানভূত কূটস্থচৈতন্যস্বরূপ মনে করে তখন ‘আমি অসঙ্গ চৈতন্যস্বরূপ’ এইরূপ উপলব্ধি করে ।

টীকা—আবার যখন “ভ্রমাংশস্ত তিরস্কারাৎ”—দেহদ্বয় সহিত চিদাভাসরূপ ভ্রমাংশকে তিরস্কার করিয়া অর্থাৎ মিথ্যা বলিয়া জানিয়া অনাদর করে এবং, “অধিষ্ঠানপ্রধানতা”—অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থের প্রধানতা হয় অর্থাৎ নিজের স্বরূপভূত জীব বলিয়া গ্রহণ করে, তখন জীব “অহম্ চিদাত্মা অসঙ্গঃ”—আমি হইতেছি চৈতন্যস্বরূপ এবং অসঙ্গ, ইহা বুঝিতে পারে । ৮

( শঙ্কা ) ভাল, অধিষ্ঠানচৈতন্যকে জীবের স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করিলে, জীব আপনাকে চিদাত্মা ও অসঙ্গ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারে,—এইরূপ যে উক্তি করা হইল, তাহা অসঙ্গত হইয়া পড়ে ; কেননা, ‘অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপ কূটস্থ ত’ অহম্ প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারে না ; এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

( খ ) ‘কূটস্থ’—অহম্-  
শব্দের অবিষয়। ‘অহম্’-  
অর্থের বিভাগ করিয়া  
সমাধান ।

নাসঙ্কেহহংকৃতিযুক্তো কথমস্মীতি চেচ্ছৃণু ।

একো মুখ্যো দ্বাবমুখ্যাবিত্যর্থস্ত্রিবিধোহহমঃ ॥ ৯

অর্থ—( শঙ্কা ) অসঙ্কে অহংকৃতিঃ ন যুক্তা ; কথম্ অস্মি ইতি চেৎ ? শৃণু ( সমাধান ) একঃ মুখ্যঃ, দ্বৌ অমুখ্যৌ, ইতি অহমঃ ত্রিবিধঃ অর্থঃ ।

অমুবাদ—যদি বল অসঙ্গচৈতন্যে ‘অহঙ্কার’ সম্ভবে না ; জীব কি প্রকারে ‘আমি অসঙ্গ’ এইরূপ উপলব্ধি করিতে পারে ? তদন্তরে বলি, হে বাদিন্ ! আমার সিদ্ধান্ত শ্রবণ কর ; অহম্ শব্দের তিনটি অর্থ—একটি মুখ্য, অপর দুইটি গৌণ ।

টীকা—“অসঙ্গ অহঙ্কৃতি: ন যুক্তা”—‘আমি’ এই আকারের শব্দ ও বৃত্তিরূপ অহম্প্রত্যয়ের অবিষয় অসঙ্গচৈতন্যস্বরূপে যেহেতু উক্ত অহম্প্রত্যয় সম্ভবে না, সেইহেতু জীব কি প্রকারে জানিবে ‘আমি হইতেছি অসঙ্গ চিদাত্মা’? কোনও প্রকারে জানিতে পারে না। ইহাই শব্দের তাৎপৰ্য। তত্ত্বের, শব্দের যেটি মুখ্যশক্তি সেই শক্তিরূপ বৃত্তিদ্বারা, আত্মা অহম্প্রত্যয়ের বিষয় না হইলেও, লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা আত্মা অহম্প্রত্যয়ের বিষয় হইতে পারেন, ইহাই বলিবার ইচ্ছা, আচার্য্য প্রথমে অহম শব্দের অর্থের বিভাগ করিতেছেন—“তত্ত্বেরে বলি, হে বাদিন্” ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—‘অহম্’ শব্দের মুখ্যার্থ বা শকার্য্য হইতেছে আভাসসহিত অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্য; তাহাই হইতেছে ‘অহম্’ শব্দের বিষয়। শুদ্ধচৈতন্য অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ নহে এবং অহম্ শব্দের বিষয়ও নহে; কিন্তু ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা (খ পরিশিষ্ট ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) আভাসসহিত অন্তঃকরণ এবং চৈতন্য এই দুইটির মধ্যে ‘আমি ভোজন করিতেছি’ ইত্যাদিরূপ লৌকিক অথবা ‘আমি শিবরূপ’ ইত্যাদি প্রকার বৈদিক প্রসঙ্গ অনুসারে, একভাগ পরিত্যাগ করিলে অবশিষ্ট ভাগটি অহম্প্রত্যয় লক্ষ্যার্থ হয়। তাহাকেই অহম্ শব্দের মুখ্যার্থ বলা হয়। এই প্রকারে লক্ষণাবৃত্তিদ্বারা শুদ্ধচৈতন্য ‘অহম্’ শব্দের বিষয় হইতে পাবে, আর যাহা শব্দের বিষয় হয়, তাহাই বৃত্তির বিষয় হইতে পারে; এইহেতু লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা চৈতন্যকে অহম্প্রত্যয়ের বিষয়ও বলা হইয়া থাকে। আপনার প্রকাশকচৈতন্যের আবরণের নিরুত্তিই ‘বৃত্তির বিষয় হওয়া’র অর্থ; অন্য কিছুই নহে। এস্থলে আভাসসহিত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ অহম্ শব্দের বাচ্যার্থে, গমনাদি লৌকিক ব্যবহার অথবা জ্ঞানদৃষ্টিকপ বৈদিক ব্যবহারের অসম্ভবতাই লক্ষণার (কল্পনাব ও প্রয়োগের) কারণ। “অহমঃ”—অহম্ শব্দের (অহঙ্কারের)। ৯

অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থটি কি প্রকার? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

গ অহম্ শব্দের মুখ্য  
অর্থ।

অত্মোত্থাধ্যাসরূপেণ কূটস্থাত্মাসম্বন্ধঃ।

একীভূত ভবেম্মুখ্যস্তত্র মুঢ়ে: প্রযুক্তাতে ॥ ১০

অর্থ—কূটস্থাত্মাসম্বন্ধঃ: বপুঃ অত্মোত্থাধ্যাসরূপেণ একীভূত মুখ্যঃ ভবেন? তত্র মুঢ়ে: প্রযুক্তাতে।

অনুবাদ—কূটস্থচৈতন্য ও চিদাভাসের স্বরূপ পরস্পরাদ্ব্যাসবশতঃ এক হইয়া অহম্প্রত্যয়ের মুখ্যার্থ হয়, (যেহেতু) বিচারবিহীন লোকে তাহাতেই অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকে।

টীকা—কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়ের স্বরূপ অত্মোত্থাধ্যাসদ্বারা একীভাব প্রাপ্ত হইয়া অহম্প্রত্যয়ের বাচ্যরূপে মুখ্যার্থ হয়। এই মিলিত কূটস্থচিদাভাসস্বরূপ কি প্রকারে মুখ্যতা প্রাপ্ত হয়? তত্ত্বেরে বলিতেছেন—“যেহেতু বিচারবিহীন লোকে” ইত্যাদি। এস্থলে “যতঃ”—(যেহেতু) এই শব্দটির অর্থোদ্ধার করিতে হইবে। “তত্র”—তাহাতে অর্থাৎ বিচারদ্বারা

অপৃথক্কৃত কূটস্থ ও চিদাভাসস্বরূপে, যেহেতু বিবেকজ্ঞানশূন্য সকল লোকে ‘অহম্’ শব্দের প্রয়োগ করে, এইহেতু ইহার মুখ্যতা ; ইহাই অর্থ । ১০

এক্ষণে অহম্ শব্দের দুইটি অমুখ্য অর্থ দেখাইতেছেন :—

(ব) ‘অহম্’ শব্দের  
অমুখ্য অর্থ দুই  
প্রকার ।

পৃথগাভাসকূটস্থাবমুখ্যো তত্র তত্ত্ববিৎ ।

পর্য্যায়েন প্রযুক্তেহহং শব্দং লোকে চ বৈদিকে ॥১১

অম্বয়—পৃথক্ আভাসকূটস্থো অমুখ্যো ; তত্ত্ববিৎ তত্র ‘অহম্’-শব্দম্ লোকে বৈদিকে চ পর্য্যায়েন প্রযুক্তে ।

অনুবাদ—পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থচৈতন্য উভয়ই ‘অহম্’-শব্দের অমুখ্য অর্থ । তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বভয় অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন ।

টীকা—আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটিকে যখন অহং-শব্দের অর্থরূপে সূচনা কবিবার ইচ্ছা করা হয়, তখন অহম্ শব্দের অমুখ্য অর্থ অর্থাৎ লক্ষ্যার্থ হয় । পৃথক্ চিদাভাস ও কূটস্থ এই দুইটির অমুখ্যতার কারণ বলিতেছেন—“তত্ত্বজ্ঞ তত্ত্বভয় অর্থে” ইত্যাদি । যেহেতু তত্ত্ববিৎ সেই চিদাভাস ও কূটস্থ অর্থে অহম্ শব্দকে পর্য্যায়ক্রমে লৌকিক ও বৈদিক ব্যবহারে প্রয়োগ করিয়া থাকেন, এইহেতু আভাস ও কূটস্থের প্রত্যেকটি অহম্ শব্দের অমুখ্যার্থ ; এই অর্থে অম্বয় করিতে হইবে । ইহার অভিপ্রায় এই—চিদাভাস ও কূটস্থের অপৃথক্কৃত রূপটি সকল অবিরোধী লোকের ব্যবহারের বিষয় হয় বলিয়া, তাহাই অহম্ শব্দের মুখ্য অর্থ । আর চিদাভাস ও কূটস্থের ( বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত ) রূপ অতি অল্প লোকেই কখন কখন অর্থাৎ বিচারাদিকালে ব্যবহার করে বলিয়া সেই দুইটি অহম্-শব্দের অমুখ্য অর্থ ॥১১

“পর্য্যায়ক্রমে অহম্ শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন” এই একাদশ শ্লোকোক্ত অর্থ বাহ্যতে অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় তজ্জন্ম দুইটি শ্লোকদ্বারা তাহার সবিস্তর ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

লৌকিকব্যবহারেহহং গচ্ছামিত্যাদিকে বুধঃ ।

বিবিচ্যৈব চিদাভাসং কূটস্থান্তং বিবক্ষতি ॥ ১২

অম্বয়—বুধঃ “অহম্ গচ্ছামি” ইত্যাদিকে লৌকিকব্যবহারে কূটস্থং চিদাভাসম্ বিবিচ্য তম্ এব বিবক্ষতি ।

অনুবাদ—“আমি যাইতেছি” ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে জ্ঞানী কূটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া অর্থাৎ ভিন্ন বলিয়া জানিয়া, সেই চিদাভাসকেই আমি বা অহম্ শব্দদ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা করেন ।

টীকা—“বুধঃ”—যিনি তত্ত্বজ্ঞ, তিনি ‘আমি গমন করিতেছি’ ইত্যাদি লৌকিক ব্যবহারে

কুটস্থ হইতে চিদাভাসকে পৃথক্ করিয়া, কেবল সেই চিদাভাসকেই অহম্ বা আমি এই শব্দদ্বারা বুঝাইবার ইচ্ছা করেন। ১২

অসঙ্কেহহং চিদাত্মাহমিতি শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ।

অহং শব্দং প্রযুক্তেহয়ং কুটস্থে কেবলে বুধঃ ॥ ১৩

অর্থ—অহম্ বুধঃ শাস্ত্রীয়দৃষ্টিতঃ কেবলে কুটস্থে “অহম্ অসঙ্গঃ” “অহম্ চিদাত্মা” ইতি অহম্শব্দম্ প্রযুক্তে।

অনুবাদ—( আর বৈদিক ব্যবহারে ) সেই জ্ঞানী শাস্ত্রীয় দৃষ্টির প্রয়োগে কেবল কুটস্থ অর্থে, “আমি হইতেছি অসঙ্গ”, “আমি হইতেছি চিদাত্মা”, এই প্রকারে অহম্-শব্দের প্রয়োগ করেন।

টীকা—“অহম্ বুধঃ”—এই জ্ঞানীই, বেদান্তশ্রবণদ্বারা উৎপাদিত জ্ঞানের সাহায্যে কেবল চিদাভাস হইতে পৃথক্ করিয়া কুটস্থ অর্থেই “আমি হইতেছি অসঙ্গ”, “আমি হইতেছি চিদাত্মা” এই প্রকারে, লক্ষণাধারা অহম্-শব্দের প্রয়োগ করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাধারা ‘অহম্’ শব্দেব অর্থ হয় বলিয়া, ‘অহম্’-প্রত্যয়ের বিষয় হওয়া সম্ভব হয়; সেইহেতু ‘আমি হইতেছি অসঙ্গ’ এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হয়; ইহাই অভিপ্রায়। ইহাই নবম শ্লোকোক্ত শব্দের সমাধান। ১৩

( শব্দ ) ভাল, একাদশ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, “পৃথক্ (অর্থাৎ পৃথক্কৃত) চিদাভাস ও কুটস্থ-চৈতন্য উভয়ই অহম্ শব্দের অমুখ্য অর্থ।” সেই চিদাভাস ও কুটস্থ এই দুইটির মধ্যে কুটস্থ কি অজ্ঞানের নিরন্তর জ্ঞাত ‘আমি হইতেছি অসঙ্গ’ এইরূপ জ্ঞানেন (অর্থাৎ জ্ঞান অভ্যাস করেন) ? অথবা চিদাভাস সেইরূপ করে ?—এই দুই বিকল্প হইতে পারে। তন্মধ্যে কুটস্থ সেইরূপ জ্ঞানেন এই প্রথমপক্ষ সম্ভব নহে; কেননা, সেই কুটস্থ অসঙ্গচৈতন্য বলিয়া তাহার জ্ঞানিত্ব বা অজ্ঞানিত্ব সম্ভব নহে। এইহেতু সেই জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই বলা উচিত। তাহা হইলে অর্থাৎ জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসেরই ধর্ম্য হইলে, কুটস্থ হইতে ভিন্ন যে চিদাভাস, তাহার পক্ষে “আমি কুটস্থ” এরূপ জ্ঞান অব্যোজ্য—এইরূপে বাদী শব্দা উঠাইতেছেন :—

( ৬ ) বটস্থ হইতে পৃথক্-  
কৃত চিদাভাসের ‘আমি  
হইতেছি কুটস্থ’ - এই  
জ্ঞান অযুক্ত।

জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে দ্বাত্মাভাসম্ভব ন চাত্মনঃ।

তথা চ কথমাভাসঃ কুটস্থোহস্মাতি বুধ্যতাম্ ॥ ১৪

অর্থ—জ্ঞানিতাজ্ঞানিতে তু আত্মাভাসস্ত এব, ন চ আত্মনঃ, তথা চ আভাসঃ “কুটস্থঃ অশ্বি” ইতি কথম্ বুধ্যতাম্ ?

অনুবাদ—জ্ঞানিত্ব-অজ্ঞানিত্ব চিদাভাসের অর্থাৎ আভাস চৈতন্যেরই ধর্ম্য; তাহা কখনও ‘আত্মার’ বা কুটস্থচৈতন্যের নহে। তাহা হইলে সেই চিদাভাস কি প্রকারে ভাবিতে পারে ‘আমি হইতেছি কুটস্থ’ ?

টীকা—যেহেতু চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন—কল্পিত, সেইহেতু চিদাভাসের ‘আমি হইতেছি কূটস্থ’ এই প্রকার জ্ঞান, যেটি যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধি করিলে যে ‘ভ্রান্তি’ হয়, তাহাট। এইহেতু তাহা কি প্রকারে সম্ভবে? ইহাই পূর্বপক্ষীর আশঙ্কা। ১৪

সেই চিদাভাস কূটস্থ হইতে ভিন্ন, ইহাই অসিদ্ধ; এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার সমাধান করিতেছেন :—

( চ ) কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভেদ অবাস্তব বলিয়া অসিদ্ধ; এইরূপে উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নায়ং দোষশ্চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্।

আভাসত্বস্য মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ ॥ ১৫

অর্থ—অয়ম্ দোষঃ ন ; চিদাভাসঃ কূটস্থৈকস্বভাববান্ ; আভাসত্বস্ত মিথ্যাত্বাৎ কূটস্থত্বাবশেষণাৎ।

অনুবাদ—(সিদ্ধান্তীঃ)— তদন্তরে বলি, কূটস্থ হইতে চিদাভাসের ভিন্নতা—ইহা দোষ নহে; কেননা, চিদাভাস কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট অর্থাৎ কূটস্থই চিদাভাসের মুখ্যস্বরূপ বলিয়া চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা; সেইহেতু কূটস্থই তাহার পর্য্যবসান বা অবশেষ।

টীকা—চিদাভাস যে কূটস্থের সহিত অভিন্নস্বভাববিশিষ্ট, ত্বিষ্যে যুক্তি দিতেছেন :— চিদাভাসের আভাসরূপতা মিথ্যা। যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্বের বাস্তবরূপ হইতেছে ( স্বকল্পমধ্যে অবস্থিত ) গ্রীবার উপরিস্থিত মুখ, সেইরূপ চিদাভাসের বিষয়রূপ কূটস্থই বাস্তব স্বরূপ, ইহাই অভিপ্রায়। আভাসবাদীর ( খ পরিশিষ্টে ১১০ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) প্রদর্শিত যুক্তিতে যেমন দর্পণস্থিত মুখপ্রতিবিম্বের অধিষ্ঠান হইতেছে দর্পণাবচ্ছিন্ন চৈতন্য, সেইরূপ অন্তঃকরণস্থিত, ব্রহ্মচৈতন্যের প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের অধিষ্ঠান হইতেছে অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন কূটস্থচৈতন্য। যেহেতু কল্পিতবস্তু অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন বলিয়া সিদ্ধ হয় না, সেইহেতু প্রতিবিম্ববিশিষ্ট প্রতিবিম্বের বাধ করিলে অবশিষ্ট অধিষ্ঠান কূটস্থচৈতন্যই প্রতিবিম্বের স্বরূপ থাকিয়া যায়। ব্রহ্ম ও কূটস্থের মহাকাশ ও ঘটাকাশের স্তায় মুখ্য সামান্যাদিকরণ্য, এবং চিদাভাস কূটস্থের বাধ সামান্যাদিকরণ্য। এইহেতু বাধ না করিলে অর্থাৎ চিদাভাসের অভাব না করিলে, কূটস্থের সহিত অভেদ হয় না, কিন্তু বাধ করিলেই সেই অভেদ হয়। যে সম্বন্ধদ্বারা ভিন্নার্থবোধক শব্দদ্বয়ের একার্থবোধকতা জন্মে, তাহার নাম সামান্যাদিকরণ্য। ( ২০০ পৃঃ ৫ম অঃ ৪র্থ শ্লোকের টীকা ও অগ্রে ৮ম অঃ ৪২শ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য )। ১৫

ভাল, চিদাভাস নিজে মিথ্যা বলিয়া, সেই চিদাভাসের আশ্রিত—‘আমি হইতেছি কূটস্থ’—এইরূপ জ্ঞান ত’ মিথ্যা হইবেই। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

( ছ ) ( শঙ্কা ) মিথ্যা চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞান ত’ মিথ্যা। ( সমাধান ) তাহা ত’ ইষ্টাপত্তি।

কূটস্থোহস্মীতি বোধোহপি মিথ্যা চেন্নৈতি কোবদেৎ।

ন হি সত্যতয়াভীষ্টং রজ্জ্বসর্পবিসর্পণম্ ॥ ১৬

অর্থ—( শঙ্ক ) ‘কূটস্থঃ অগ্নি’ ইতি বোধঃ অপি মিথ্যা চেৎ ? ( সমাধান ) ন ইতি কঃ বদেৎ ? ন হি রজ্জুসর্পবিসর্পণম্ সত্যতয়া অভীষ্টম্ ।

অনুবাদ—যদি বল ‘আমি হইতেছি কূটস্থ’, চিদাভাসের যে এই প্রকার বোধ তাহা ত’ মিথ্যা ; তবে বলি—কে তাহা অস্বীকার করিতেছে ? রজ্জুতে ভ্রম-বশতঃ দৃষ্ট সর্পের গমনাগমন সত্য বলিয়া কাহারও অভিমত নহে ।

টীকা—কূটস্থস্বরূপ হইতে ভিন্ন যাবতীয় বস্তু মিথ্যা বলিয়া গৃহীত হওয়াতে, সেই চিদাভাসের আশ্রিত ‘আমি হইতেছি কূটস্থ’—এই আকারের যে জ্ঞান, তাহাও মিথ্যা ; ইহা অদ্বৈতবাদী আমাদের ত’ ইষ্টই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্ক্য পরিহার কবিতোছেন :—“ন ইতি কঃ বদেৎ”—সেই জ্ঞান যে মিথ্যা নহে, ইহা কে বলিতেছে ? সেই বোধের মিথ্যাকপতারূপ অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন—“রজ্জুতে ভ্রমবশতঃ দৃষ্ট সর্পেব” ইত্যাদি । অভিপ্রায় এই—যেমন রজ্জুতে কল্পিত সর্পের গমনাগমনাদি প্রতীয়মান হইলেও তাহা বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না, সেই প্রকার চিদাভাসের আশ্রিত জ্ঞানও বাস্তব বলিয়া স্বীকৃত হয় না । ১৬

ভাল, জ্ঞান যদি মিথ্যা হইল, তাহা হইলে সেই মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব নহে—এই আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানদ্বারা যে সংসারের নিবৃত্তি করিতে হইবে, সেই সংসারই যে মিথ্যা । স্বপ্নদৃষ্ট ব্যাঘ্র দেখিয়া যেমন ( স্বপ্নপ্রপঞ্চ এবং তৎসহ ) নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেইরূপ মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি সম্ভব :—

( ছ ) মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা তাদৃশেনাপি বোধেন সংসারো হি নিবর্ত্ততে ।

মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি যক্ষ্মাকুরূপো হি বলিরিত্যাছলৌকিকা জনাঃ ॥১৭

অর্থ—তাদৃশেন অপি বোধেন সংসারঃ নিবর্ত্ততে হি ; হি ( যথা ) যক্ষ্মাকুরূপঃ বলিঃ ইতি লৌকিকাঃ জনাঃ আছঃ ।

অনুবাদ—সেই প্রকার জ্ঞানদ্বারাও সংসার নিবৃত্তি হয়, যেহেতু সংসারও ত’ মিথ্যা । লোকে প্রবাদ রহিয়াছে ‘যেমন দেবতা তাহার বলিও ( নৈবেদ্য ) তেমন’ ; ( অলক্ষ্মীর উপহার ঠেঁড়াচুল ও শাল্মলীবীজ । ব্রহ্মসূত্র, ৪।১।১৬ ভামতী টীকায় ব্যাখ্যাত ) ।

টীকা—মিথ্যাজ্ঞানদ্বারা যে মিথ্যা সংসারের নিবৃত্তি হয় তদ্বিষয়ে “তাদৃশো যক্ষ্মাকুরূপো বলিঃ” লোকসমাজে প্রচলিত এই গাথাকে প্রমাণ বলিয়া উল্লেখ করিতেছেন । এস্থলে তাৎপর্য এই—সমানসত্তাবিশিষ্ট পদার্থ পরস্পর সাধক বা বাধক হয়, বিষমসত্তাবিশিষ্ট সেরূপ হয় না । যেমন ব্যাবহারিক অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসার নিবৃত্তি হয়, প্রাতিভাসিক ( যথা স্বপ্নদৃষ্ট ) অন্নজলদ্বারা ব্যাবহারিক ক্ষুৎপিপাসানিবৃত্তি হয় না । ব্যাবহারিক রজতাদি-দ্বারা ব্যাবহারিক বলয়াদি ভূষণনিৰ্ম্মাণ সিদ্ধ হয়, প্রাতিভাসিক রজতাদিদ্বারা তাহা হয় না ; স্বপ্নদৃষ্ট প্রাতিভাসিক রোগক্ষুধাদির নিবৃত্তি, প্রাতিভাসিক ঔষধ-অন্নাদিদ্বারা হয়, ব্যাবহারিক ঔষধাদিদ্বারা হয় না ; সেই প্রকার দৃষ্টিশ্রুতিবাদীর মতে ( খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য )



প্রাতিভাসিকরূপ মিথ্যা সংসার, এবং সৃষ্টিদৃষ্টিবাদীর মতে (খ পরিশিষ্ট, ২০৭ পৃঃ দ্রষ্টব্য) ব্যবহারিকরূপ মিথ্যা সংসারের নিরুত্তি স্ব-সমানসত্তাবিশিষ্ট মিথ্যাজ্ঞানদ্বারাই সম্ভব; পারমার্থিক জ্ঞানদ্বারা নহে; আবার “অনির্বাচ্যাত্মানির্বাচ্যোৎপত্তৌ নানুপপত্তিঃ” ভাস্কর্য্যমতঃ ১৭

যষ্ঠ শ্লোকে উপপাদিত অর্থের উপসংহার করিতেছেন :—

(খ) যষ্ঠ শ্লোকে উপ-  
পাদিত অর্থের উপসংহার।  
**তস্মাদাভাসপুরুষঃ সকূটস্থো বিবিচ্য তম্ ।  
কূটস্থোহস্মীতি বিজ্ঞাতুমহঁতীত্যভ্যাস্থুতিঃ ॥ ১৮**

অর্থ—তস্মাৎ সকূটস্থঃ আভাসপুরুষঃ ; তম্ বিবিচ্য “কূটস্থঃ অস্মি” ইতি বিজ্ঞাতুমহঁতীত্যভ্যাস্থুতিঃ ইতি শ্রুতিঃ অভ্যাসঃ ।

অনুবাদ—সেইহেতু ‘পুরুষ’ শব্দের বাচ্য যে কূটস্থসহিত চিদাভাস, তাহার বিশ্লেষণ করিয়া কূটস্থকে চিদাভাস হইতে ভিন্ন করিয়া ‘( আমি ) হইতেছি কূটস্থ’ এইরূপে জানিতে পারা যায়। এই অর্থই উক্ত শ্রুতিবচন ‘আমি হইতেছি’ এই পদদ্বারা কহিতেছেন।

টীকা—যেহেতু কূটস্থই চিদাভাসের নিজ অর্থাৎ বাস্তব স্বরূপ, সেইহেতু “পুরুষ” শব্দের বাচ্য যে ‘কূটস্থসহিত চিদাভাস’, সেই কূটস্থকে, মিথ্যাস্বরূপ আপনা হইতে ভিন্ন করিয়া ভাগত্যাগলক্ষণাদ্বারা—‘আমি হইতেছি কূটস্থ’—এইরূপ জানিতে সমর্থ হন। এই অতিপ্রায়ই প্রথমোক্ত শ্রুতিবচনে শ্রুতি ‘অস্মি’—হইতেছি—এই প্রকার শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ১৮

“আত্মানক্ষেপঃ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবন্য।

১। ‘অয়ম্’-পদলভ্য অপরোক্ষজ্ঞান ও তাহার বিষয়—নিত্য অপরোক্ষ চৈতন্যের বর্ণন।

এই প্রকারে শ্রুতিবাক্যে ‘পুরুষ’ ও ‘অস্মি’ এই পদদ্বয়ের উচ্চারণের অভিপ্রায় বর্ণন করিয়া, ‘অয়ম্’ এই পদের প্রয়োগের অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ‘অয়ম্’ পদের মুখ্য  
অভিপ্রায়—দেহে আত্ম-  
জ্ঞানের দ্বারা আত্মায়  
অপরোক্ষজ্ঞান।  
**অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যাস্তবোধো দেহাত্মনীক্ষ্যতে ।  
তদ্বদব্রোতি নির্ণেতুময়মিত্যভিধীয়তে ॥ ১৯**

অর্থ—দেহাত্মনি অসন্দিগ্ধাবিপর্য্যাস্তবোধঃ সীক্ষ্যতে ; অত্র তদ্বৎ ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে ।

অনুবাদ—যেমন দেহরূপ আত্মায় ( জ্ঞানহীন ) লোকের ‘আমি দেহ’ এই সংশয়-বিপর্য্যয়সহিত জ্ঞান দৃষ্ট হয়, এই ( কূটস্থ ) আত্মায় সেই প্রকার

জ্ঞানও মুক্তির সিদ্ধির জন্য সম্পাদন করা কর্তব্য—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য জ্ঞাতি ‘অয়ম্’ ( এই ) শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

টীকা—অজ্ঞানী জনসাধারণের অসিদ্ধ দেহরূপ আত্মায় সংশয় ও বিপরীতভাবনা-বহিত—‘আমি হইতেছি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি হইতেছি মনুষ্য’ এইরূপ জ্ঞান যেমন দৃষ্ট হয়, মুক্তি-সিদ্ধির জন্য, “অত্র”—এই প্রত্যগাত্মায়—( কূটস্থে ) সেই প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করা উচিত ; “ইতি নির্ণেতুম্ অয়ম্ ইতি অভিধীয়তে”—ইহাই নির্ণয় করিবার জন্য জ্ঞাতি ‘অয়ম্’ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ১৯

এই প্রকারের জ্ঞান যে, মোক্ষের সাধন, তদ্বিষয়ে ‘উপদেশসাহস্রী’র ( ‘তত্ত্বজ্ঞানস্বভাব’ বা ‘অহম্প্রত্যয়’ প্রকরণনামক চতুর্থ প্রকরণে এম শ্লোক ) আচাৰ্য্য শঙ্করবাব বাক্য প্রমাণরূপে উদ্ধৃত কবিতেন :—

। প . কূটস্থে সংশয়-  
বিপর্য্যবহিত আত্মবুদ্ধি  
যে মুক্তিব সাধন, তদ্বিষয়ে  
উপদেশসাহস্রাব প্রমাণ।

দেহাত্মজ্ঞানবজ্জ্ঞানং দেহাত্মজ্ঞানবোধকম্।

আত্মন্যেব ভবেদ্রাস্ত স নেচ্ছন্নপি মুচ্যতে ॥ ২০

অর্থ—যন্ত দেহাত্মজ্ঞানবৎ আত্মনি এব দেহাত্মজ্ঞানবোধকম্ জ্ঞানম্ ভবেৎ, স ন  
ইচ্ছন্ অপি মুচ্যতে।

অনুবাদ—অবिवেকীর যে প্রকার, দেহে ‘আমি মনুষ্য’, ‘ব্রাহ্মণ’ ইত্যাদিরূপ  
আত্ম-বুদ্ধি সংশয়-বিপর্য্যায়শূন্য বা অবাধিত, সেই দেহাত্মজ্ঞানের বিলোপসাধক  
বা বিনাশক ‘আমি দেহ নহি, কিন্তু দেহাদি অহঙ্কার পর্য্যায়ের সাক্ষিমাত্র’, এইরূপ  
জ্ঞান, যে বিবেকীর, সেইরূপ সংশয়বিপর্য্যায়শূন্য ও অবাধিত, তিনি মুক্তির ইচ্ছা  
না করিলেও মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—‘আমি হইতেছি মনুষ্য’ এই প্রকার দেহরূপ আত্মবিষয়ক দৃঢ়নিশ্চয়, অ-বিচারশীল  
পদাবলি লোকের হইয়া থাকে, সেই প্রকার প্রত্যগাত্মনিষয়ে, দেহাত্মরূপ জ্ঞানের বিনাশক, ‘আমি  
হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান যাহার হইবে, “সঃ”—সেই বিদ্বান্, “অনিচ্ছন্ অপি মুচ্যতে”—  
মোক্ষের ইচ্ছা না করিলেও মুক্ত হইয়া যান, যেহেতু সংসারের কারণ যে অজ্ঞান তাহা তাহার  
জ্ঞানদ্বারা বাধিত ( নিবাবিত ) হইয়া গিয়াছে \* ১২০

\* “উপদেশসাহস্রী”র টীকাকার রামতীর্থকৃত ‘পদযোজনিকা’ বাণ্যঃ : যেমন দেহা যাব আত্মতত্ত্ববিচারে অনভ্যন্ত  
সংসারী লোকের, দেহে ‘আমি মনুষ্য’ এইরূপ আত্মজ্ঞান সর্বসন্দেহপরিশূন্য হইয়া রহিয়াছে, সেইরূপ যুগা আত্মাতেই  
যথাসংগত হইতে আরম্ভ করিয়া অহঙ্কার পর্য্যায়ের সাক্ষিরূপ আত্মাতেই, তাহার পুনোক্ত দেহাত্মজ্ঞানের নিবারণক ‘আমি  
হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ সন্দেহবিবর্জিত জ্ঞান জন্মে, তিনি, ঐ প্রকার জ্ঞানের বলে অনর্থরাশি অপনীত হইয়া যায়  
কিন্তু মুক্তি ইচ্ছা না করিলেও, তাহার মুক্তি বলপূর্ব্বক সর্ববিষয় ত্রৈলোক্য উপস্থিত হয়। সেইরূপ হইবার কারণ এই যে  
সংসারনিকট আত্মতত্ত্ব আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহার দেহে আত্মাভিমানের—আত্ম-বুদ্ধির কোনও হেতু না থাকায় তাহার  
মোক্ষ কোনও প্রতিবন্ধক ঘটে না, ইহাই তাৎপৰ্য্য। সেই অর্থে প্রতিবচন রহিয়াছে [ ভিত্তিতে হৃদয়গতিশিদ্ধান্তে সর্ব-  
সংসারঃ । ক্ষয়ঃ চান্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন দৃষ্টে পরাবহে ॥ শ্লোক ১২১ ] - জীবাত্মা হইতে অভিন্ন সেই পরমাত্মা দৃষ্ট হইলে

‘অয়ম্’ এই পদের প্রয়োগের অত্র অভিপ্রায় আছে—এইরূপে বাদী শব্দা উঠাইতেছেন:—

(গ) অয়ম্-পদের অপর  
অভিপ্রায়—চৈতন্য  
সদাই অপরোক্ষ।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুচ্যতে চৈতন্যুচ্যতাম্।

স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যমপরোক্ষং সদা যতঃ ॥ ২১

অর্থ—‘অয়ম্’ ইতি অপরোক্ষত্বম্ উচ্যতে চেৎ, তৎ উচ্যতাম্ যতঃ স্বয়ংপ্রকাশচৈতন্যম্ সদা অপরোক্ষম্।

অনুবাদ—যদি বল ‘অয়ম্’ এই পদদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তবে বলি—তাহাই বল, যেহেতু স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থচৈতন্য সদাই অপরোক্ষ।

টীকা—যেমন ‘ইহা ঘট’ ইত্যাদি বাক্যের উচ্চারণে ‘ইহা’ এইরূপে বস্তুর অপরোক্ষতা প্রদর্শিত হইতেছে, সেইরূপ ‘অয়ম্ অস্মি’—এই হইতেতি আমি—এই বাক্যের উচ্চারণদ্বারা ঐকান্তিকতার আত্মার অপরোক্ষতাই প্রদর্শিত হইতেছে—ইহাই বাদীর অভিপ্রায়। (তত্ত্বের সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) —আত্মার সেই অপরোক্ষতা আমাদেরও ইষ্ট—‘তাহাই বল।’ ভাল, আপনি আত্মার অপরোক্ষতা কিহেতু বলিতেছেন? তত্ত্বের বলিতেছেন—‘যেহেতু’ ইত্যাদি। অত্র সাধনের অপেক্ষারহিত ইহা প্রকাশমান যে চৈতন্য, তাহার ব্যবধানকর্তার অর্থাৎ আবরণের অভাবহেতু, তাহা নিত্য অপরোক্ষ, ইহা আমরাও অঙ্গীকার করি বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ বলিলাম—ইহাই অর্থ। এস্থলে স্মৃতিতত্ত্ব এই—চৈতন্যের যদি আবরণ ঘটে তাহা হইলে চৈতন্যের বাহিরে প্রকাশকের অভাবে, জগতের অন্ধতা বা অপ্রতীতি অনিবার্য ইহা পড়ে। আর আচার্য্য শঙ্কর চৈতন্যের আবরণ অঙ্গীকার করিয়া—‘আমি অজ্ঞানী, ব্রহ্মকে জানি না’—এই অমূল্য বাক্যাঙ্কসারে অজ্ঞানকে ব্রহ্মের আশ্রিত এবং ব্রহ্মকে বিষয়কারী (আচ্ছাদক) বলিয়া ব্রহ্মের ‘স্বাশ্রয়-স্ববিষয়’ বলিয়াছেন; তাঁহার সেই উক্তির সহিত বিরোধ হয়। এইহেতু সামান্যতঃ প্রতীতি ও বিশেষাংশের অপ্রতীতি স্বীকার করিলেই অবিরোধ সম্ভব হয়। ২১

ভাল, আত্মা স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপ বলিয়া নিত্য অপরোক্ষ, এইরূপ মানিলে, ‘অয়ম্’ (এই) পদপ্রয়োগের (১২-২১) শ্লোকোক্ত অভিপ্রায় নির্দেশের অঙ্গীকারবলে প্রাপ্ত যে আত্মার পরোক্ষবিষয়তা ও অপরোক্ষবিষয়তা, বা ১৪ শ্লোকোক্ত জ্ঞান বা অজ্ঞানের আশ্রয় বিষয়-

পর, এই দ্বিধার স্বয়ংপ্রতি (অবিভাদিসংস্কার) বিনষ্ট ইহা যায়, সর্বপ্রকার সংশয় ছিন্ন ইহা যায় এবং প্রারম্ভিক কর্ণরাশি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। স্মৃতিবচনও রহিয়াছে—“বীজাশ্রয়পদদ্বানি ন রোহন্তি যথা পুনঃ। জ্ঞানদক্ষৈস্তথা কেশেনা সন্ধ্যতে পুনঃ।” যেমন অগ্নিবারা ভাজিত ধাত্বাদি বীজ পুনর্বার অকুরোৎপাদন করে না, সেইরূপ অবিভা-অমিতা-সাগ-স্বৈবাভিনিবেশরূপ কেশসকল আত্মজ্ঞানদ্বারা দক্ষ হইলে, আর আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিতে পারে না। “যথা পর্বত-মাদীপ্তঃ নাশ্রয়ন্তি মুগঘিঝাঃ। তথব্রহ্মবিদো দোষা নাশ্রয়ন্তে কদাচন।” যেমন দাবাঘিঝারা তৃণগুণান্বাদিত পর্বত প্রেক্ষিত ইহা উঠিলে তথায় আর পশুপক্ষী আশ্রয় গ্রহণ করে না, সেইরূপ ব্রহ্মবিদগণকে দোষ কখনই আশ্রয়রূপ গ্রহণ করিতে পারে না। “নম্রৌষধবলৈর্ধ্বজীর্ণ্যতে তক্ষিতঃ বিষম্। তদ্বৎ সর্বানি কর্ণানি জীর্ণ্যন্তে জ্ঞানিনঃ কণাৎ।” যেমন ময়ুরের বলে এবং ঔষধের বলে, তক্ষিত বিষ জীর্ণ ইহা যায়, সেইরূপ জ্ঞানীর সমস্ত কর্ণ (সকিত, আপানী, স্রিমাণ, এমন কি, প্রারম্ভিকও) মুহূর্ত্তমধ্যে জীর্ণ ইহা যায়।

“জ্ঞানানকে” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায়; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৭৩

রূপতা—তাহা ত’ যুক্তিবিরুদ্ধ বা পরস্পর অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া “দশমের”  
শ্রায় সমস্তই সঙ্গত, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) নিতাপ্রত্যক্ষ চৈতন্ত্যে  
পরোক্ষতাপরোক্ষতা উক্ত-  
দুই সম্ভব; যথা, দশম  
পুরুষে জ্ঞানাজ্ঞান।

পরোক্ষমপরোক্ষং চ জ্ঞানমজ্ঞানমিত্যদঃ।

নিত্যাপরোক্ষরূপেহপি দ্বয়ং স্వాদিশমে যথা ॥২২

অর্থ—পরোক্ষম্ চ অপরোক্ষম্ চ জ্ঞানম্ অজ্ঞানম্ ইতি অদঃ দ্বয়ম্ যথা দশমে,  
নিত্যাপরোক্ষরূপে অপি স্যাৎ।

অনুবাদ—পরোক্ষত্ব ও অপরোক্ষত্ব, জ্ঞান ও অজ্ঞান এই দুইটি যেমন দশম  
পুরুষে সঙ্গত হয়, সেইরূপ নিত্য অপরোক্ষ কূটস্থচৈতন্ত্যেও সম্ভব হয়।

টীকা—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই এক যুগল, এবং জ্ঞান ও অজ্ঞান ইহা অপর যুগল।  
এই দুই যুগল নিত্য অপরোক্ষ আত্মায় দশম পুরুষেব শ্রায় সম্ভব হইবে, ইহাই অর্থ। ২২

২। দশম পুরুষের দৃষ্টান্তে দার্ষ্টান্তসহিত সম্ভাবনা প্রতিপাদন।

প্রথমে দশমের দৃষ্টান্ত প্রতিপাদন করিতেছেন :—

নবসংখ্যাহতজ্ঞানো দশমো বিভ্রমাত্তদা।

(ক) দশমের অজ্ঞান-  
বস্থা।

ন বেত্তি দশমোহস্মীতি বীক্ষ্যমাণোহপি তান্নব ॥২৩

অর্থ—নবসংখ্যাহতজ্ঞানঃ দশমঃ তদা তান্ নব বীক্ষ্যমাণঃ অপি বিভ্রমাত্, দশমঃ  
অস্মি ইতি ন বেত্তি।

অনুবাদ—(অচ্যুতরায় এই স্থলে লক্ষ্যীকৃত আখ্যায়িকাটি এইরূপে বর্ণন  
করেন—দশ ব্রাহ্মণ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিবার উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থ-  
নিবেষণে বাহির হইয়া একদিন সায়াংকালে এক বিপুলজলা নদী সম্মুখ করিয়া  
রাত্রিকালে পরপারে উত্তীর্ণ হইল। তাহাদের একজন ঐরূপ দেশে ও ঐরূপ  
কালে, ‘আমাদের কেহ হয়ত নদীতে ডুবিয়া মরিয়াছে’ ভাবিয়া সকলকে গণিতে  
প্রবৃত্ত হইল। ভ্রান্তিবশতঃ সে আপনাকে না গণিয়া নয় জন মাত্র পাইল।  
তদনন্তর যে-ই গণনায় প্রবৃত্ত হয়, সে-ই ঐরূপ গণনা করিয়া নয় জন মাত্র  
পায়; এইরূপে)—সেই নয় সংখ্যা দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া দশম পুরুষ, সেই নয়  
জনকে সম্মুখে দেখিতে থাকিলেও, বিভ্রমবশে ‘আমিই দশম পুরুষ’ ইহা  
বুঝে না।

টীকা—(গণনীয় পুরুষসমূহে অবস্থিত) নব সংখ্যারায় অপঙ্গত হইয়াছে (বিবেক-)  
জ্ঞান বাহার—‘নবসংখ্যাহতজ্ঞানঃ’, এইরূপ যে দশম পুরুষ সে তৎকালে পরিগণনীয় নবসংখ্যায়;

“তান্ বীক্ষ্য”—তাহাদিগকে সম্যক্ প্রকারে দেখিয়াও, “বিভ্রমাৎ”—ভ্রান্তিবশতঃ, (গণনাকৰ্ত্তা) আপনাকে, “দশমঃ অহম্ অস্মি ইতি ন বেত্তি”—আমিই হইতেছি দশম—এইরূপ বৃত্তিতে পারে না। ২৩

এই প্রকারে দশম পুরুষে অজ্ঞান দেখাইয়া, সেই অজ্ঞানের কাণ্ডা আবরণ দেখাইতেছেন :—

ন ভাতি নাস্তি দশম ইতি স্বং দশমং তদা ।

(খ) দশম পুরুষের  
অজ্ঞানের আচরণাবস্থা।

মত্ৰা বক্তি তদজ্ঞানকৃতমাবরণং বিদুঃ ॥ ২৪

অন্থ—তদা স্বম্ দশমম্ (সন্তম্), “দশমঃ ন ভাতি, ন অস্তি” ইতি মত্ৰা বক্তি।  
তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—তখন দশম পুরুষ, আপনি দশম হইয়া বিচ্যমান থাকিলেও আপনাকে, ‘দশম পুরুষকে দেখিতেছি না, দশম পুরুষ নাই’ এইরূপ মনে করিয়া সেইরূপ করিয়া থাকে। পণ্ডিতগণ তাহাকেই ‘অজ্ঞানকৃত আবরণ’ বলিয়া জানেন।

টীকা—“তদা দশমঃ স্বম্ দশমম্ (সন্তম্)” —তখন দশম পুরুষ নিজে দশম হইয়া বিচ্যমান থাকিলেও, “দশমঃ ন ভাতি ন অস্তি”—‘দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, দশম নাই’ এইরূপ মনে করিয়া, সেইরূপই বলিয়া থাকে। এইরূপ প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারেব বাহ্য কারণ, তাহাকেই পণ্ডিতগণ ‘অজ্ঞানকৃত আবরণ’ বলিয়া জানেন \*। ২৪

অজ্ঞানবহি কার্যবিশেষ (অথবা অপর কার্য) —বিক্ষেপ; তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন :—

নদ্যাং মমার দশম ইতি শোচন্ প্রয়োদিতি ।

(গ) দশম পুরুষের অজ্ঞান-  
কার্য—বিক্ষেপাবস্থা।

অজ্ঞানকৃতবিক্ষেপং রোদনাদিং বিদুবুধাঃ ॥ ২৫

\* অচ্যুতরায় ‘মত্ৰা’র সহিত রামকৃষ্ণকৃত অব্যয়ে দোষ ধরিয়া এইরূপ বাখ্যা করেন :—দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষ নিত্য অপরোক্ষভাবে প্রকাশমান থাকিলেও, তদ্বিশয়ক অজ্ঞানাত্মক এইরূপে প্রদর্শন করিয়া, সেই অজ্ঞানকৃত দুইটি আবরণকে (যাহা বক্ষ্যমাণ পরোক্ষজ্ঞান ও অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা বিনাশ) সাধারণভাবে একটি ধরিয়া বলিতেছেন—  
“ন ভাতি” ইতি—‘দশমঃ ন ভাতি’ তোমাদের নয়জনের গণনা করা হইলেও, দশম প্রকাশিত হইতেছে না অর্থাৎ দশমকে দেখিতে পাইতেছি না, ইহাই অর্থ। এইটিকেই অজ্ঞানাবরণ বলে, ইহা একমাত্র অপরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ। ইহা ইঙ্গিতে সূচিত হইল। অতএব “ন অস্তি” সে বিচ্যমান নাই, এইটিকে ‘অসম্ভাবরণ’ বলে। ইহা একমাত্র পরোক্ষ-প্রমার দ্বারা বিনাশ; ইহা বৃত্তিয়া লইতে হইবে। ‘ইতি’ এই বাখ্যাত প্রকারে, ‘তদা’ আপনাকে ছাড়িয়া, নয় পুরুষের পরিগণনা-কালে, ‘স্বম্’ আপনাকে ‘দশমম্’ দশ মিমীতে অসৌ তম্—পূর্বোক্ত প্রণালীতে দশসংখ্যার পরিগণনার চক্ষু প্রস্তুত যে আমি, এতদূশ আপনাকে অর্থাৎ পূর্ববর্ণিত দশটির গণনায় প্রবৃত্ত, ‘মত্ৰা অপি’ এইরূপ নিত্য অপরোক্ষরূপে জানিয়াও, “বক্তি” (ঐ যে কথা) বলে, “যৎ তৎ অজ্ঞানকৃতম্ আবরণম্” তাহাকে অজ্ঞানকৃত আবরণ বলিয়া “বিদুঃ” (বিদ্বন্তি) জানেন, ‘পণ্ডিতগণ’—এইরূপে কৰ্ত্তার যোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে।  
এই বাখ্যার অচ্যুতরায় মহাশয় আভ্যুদাণা করিলেও, ‘দশম’ শব্দের ব্যুৎপত্তি কষ্টকল্পিত বলিতে হইবে।

“আজ্ঞানক্ষেণ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৭৫

অয়ম্—নত্বাৎ দশমঃ মমার ইতি শোচন্ প্ররোদিতি । রোদনাদিম্ বুধাঃ অজ্ঞানকৃত-  
বিক্ষেপম্ বিহুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—দশম পুরুষ নদীতে (ডুবিয়া) মরিয়াছে, এই ভাবিয়া শোকে  
রোদন করিতে লাগিল । পণ্ডিতগণ এই রোদনাদিকে অজ্ঞানকৃত বিক্ষেপ অর্থাৎ  
অজ্ঞানের বিক্ষেপশক্তি বলিয়া জানেন । ২৫

দশম পুরুষের অভাবরূপ অংশের নিবর্তক পরোক্ষজ্ঞান বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) দশম পুরুষের  
পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা ।

ন মৃতো দশমোহস্তীতি শ্রুত্বাপ্তবচনং তদা ।

পরোক্ষত্বেন দশমং বেত্তি স্বর্গাদিলোকবৎ ॥ ২৬

অয়ম্—দশমঃ ন মৃতঃ অস্তি ইতি আপ্তবচনম্ শ্রুত্বা তদা পরোক্ষত্বেন স্বর্গাদিলোকবৎ  
দশমম্ বেত্তি ।

অনুবাদ—‘দশম পুরুষ মরে নাই, সে বিद्यমান’—আপ্তের ( ভ্রমবিপ্রলম্ভ-  
বজ্রিত উপদেষ্টার ) এইরূপ বচন শুনিয়া তাহার স্বর্গাদি লোকের জ্ঞানের হ্রাস,  
দশম পুরুষবিষয়ে পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিয়া দশম পুরুষকে জানিল ।

টীকা—( অচ্যুতরায়বর্ণিত আখ্যায়িকায়ুক্তি ) তখন তাহাদের রোদনধ্বনি শুনিয়া কাকতালীয়  
হায়ে কোনও পূর্বপরিচিত পুরুষ তথায় অকস্মাৎ উপস্থিত হইলেন । তাঁহাব কথার প্রভূত প্রামাণ্য  
পূর্ণ হইতে সকলেই জানিত এবং তাঁহাকে অবশ্যক বলিয়াও জানিত । এইহেতু তিনি শ্রদ্ধেয়  
বা স্বপ্নেবচন । ২৬

সেই দশম পুরুষেরই অভ্যাসাংশ বা অপ্রকাশাংশ-নিবর্তক অপারোক্ষজ্ঞানের বর্ণনা  
করিতেছেন :—

(ঙ) দশম পুরুষের  
অপারোক্ষজ্ঞান, শোক-  
নিগ্ৰহ ও তপ্তির অবস্থা ।

ত্বমেব দশমোহসীতি গণয়িত্বা প্রদর্শিতঃ ।

অপরোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃদ্যতে্যব ন রোদিতি ॥ ২৭

অয়ম্—গণয়িত্বা ‘ত্বম্’ এব দশমঃ অসি’ ইতি প্রদর্শিতঃ অপারোক্ষতয়া জ্ঞাত্বা হৃদ্যতি  
এব, ন রোদিতি ।

অনুবাদ—গণনা করিয়া ‘তুমিই সেই দশম পুরুষ’ এইরূপ বুঝাইয়া দিলে,  
দশম পুরুষকে অপারোক্ষভাবে জানিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন  
পরিত্যাগ করিল ।

টীকা—আপনার দ্বারা গণিত নয় জনের সহিত, আপনাকেও গণনা করিয়া, আপনিই যে  
দশম পুরুষ তাহা যখন সেই আপ্তপুরুষ ( বিশ্বস্ত উপদেষ্টা ) ‘তুমিই সেই দশম পুরুষ’ বলিয়া  
দেখাইলেন, তখন ‘আমিই ‘সেই দশম পুরুষ’ এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক অপারোক্ষজ্ঞান লাভ  
করিয়া সে হর্ষপ্রাপ্ত হইল এবং রোদন পরিত্যাগ করিল । ২৭

এইরূপে পূর্বগত ২৭ পর্যন্ত চারিটি শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে গৃহীত দশম পুরুষবিষয়ক সাত অবস্থার যথাযথ বর্ণন করিয়া, দাষ্টান্তরূপ আত্মবিষয়েও সেই সাত অবস্থার যোজনা করা কর্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) দৃষ্টান্তস্বরূপে  
সাত অবস্থার উল্লেখ  
করিয়া আত্মায় যোজনা।

**অজ্ঞানাবৃত্তিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ ।**

**শোকাপগম ইত্যেতে যোজনৌয়াশ্চিদান্নি ॥২৮**

অর্থ—অজ্ঞানাবৃত্তিবিক্ষেপদ্বিবিধজ্ঞানতৃপ্তয়ঃ শোকাপগমঃ ইতি এতে চিদান্নি যোজনৌয়াঃ ।

অনুবাদ—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ ( বা শোক ), পরোক্ষ ও অপারোক্ষ-ভেদে দুই প্রকার জ্ঞান, তৃপ্তি ও শোকনিবৃত্তি এই বর্ণিত সাত অবস্থা চিদান্নায় প্রয়োগ করিয়া দেখা উচিত ।

টীকা—এস্থলে ‘অজ্ঞান’, ‘আবৃত্তি’ বা আবরণ, ‘বিক্ষেপ’, ‘দ্বিবিধজ্ঞান’ ও ‘তৃপ্তি’ এই কয়েকটি শব্দের দ্বন্দ্ব সমাস হইয়াছে । ২৮

৩। চিদাভাসের সাত অবস্থার বর্ণন ।

২৯ হইতে চারিটি শ্লোকে সেই আত্মায়, অজ্ঞানাদি সাতটি অবস্থা যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

**সংসারাসক্তচিত্তঃ সংশ্চিদাভাসঃ কদাচন ।**

(ক) চিদাভাসেব  
অজ্ঞানাবস্থা ।

**স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থং স্বতত্ত্বং নৈব বেত্তায়ম্ ॥ ২৯**

অর্থ—অয়ম্ চিদাভাসঃ সংসারাসক্তচিত্তঃ সন্ কদাচন স্বতত্ত্বম্ স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থম্ ন এব বেত্তি ।

অনুবাদ—এই চিদাভাস সংসারে সমাসক্ত হইয়া কোন সময়ে নিজের প্রকৃত স্বরূপ স্বয়ংপ্রকাশ কূটস্থকে জানিতেই পারে না ।

টীকা—এই চিদাভাস বিষয়সংগ্রহপ্রভৃতি ধ্যানে আসক্তচিত্ত হইয়া বেদান্ত বিচারের পূর্বে কখনও, “স্বতত্ত্বম্”—আপনার তত্ত্ব বা নিজরূপ এই বে “স্বয়ংপ্রকাশকূটস্থম্”—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মাকে, “ন এব বেত্তি”—জানিতেই পারে না, তাহাই অজ্ঞান । ২৯

(খ) চিদাভাসের দুই

অবস্থা—আবরণ ও  
বিক্ষেপ ।

**ন ভাতি নাস্তি কূটস্থ ইতি বক্তি প্রসঙ্গতঃ ।**

**কর্তা ভোক্তাহমস্মীতি বিক্ষেপং প্রতিপদ্যতে ॥৩০**

অর্থ—প্রসঙ্গতঃ “কূটস্থঃ ন অস্তি, ন ভাতি” ইতি বক্তি ; “অহম্ কর্তা ভোক্তা অস্মি” ইতি বিক্ষেপম্ প্রতিপদ্যতে ।

অনুবাদ—চিদান্নবিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, ‘কূটস্থ চৈতন্য নাই, কূটস্থ

“আত্মানুকে” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৭৭

চৈতন্যের প্রকাশ বা প্রতীতি হয় না’—এই প্রকার বলিয়া থাকে, আর ‘আমি কৰ্ত্তা, ভোক্তা’ এই প্রকার বিক্ষেপ বা শোক প্রাপ্ত হয়।

টীকা—চিদাভাববিষয়ক প্রসঙ্গ উঠিলে, ‘কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না’—এই প্রকার সিদ্ধান্ত করিয়া তদ্রূপ বলিয়া থাকে। ইহা অজ্ঞানের কায়া—আবরণ। আবরণে বসে, কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রতীতি হয় না, সেইরূপ আত্মায় কৰ্ত্তৃহাদিব আরোপ করিয়া থাকে। এই আরোপের হেতু যে স্থূল-সূক্ষ্মরূপ দুই দেহসহিত চিদাভাস, তাহাই বিক্ষেপ। ৩০

(গ) চিদাভাসের  
পরোক্ষজ্ঞানাবস্থা ও  
অপরোক্ষজ্ঞানাবস্থা।

অস্তি কূটস্থ ইত্যাদৌ পরোক্ষং বেত্তি বার্তয়া।

পশ্চাৎ কূটস্থ এবাস্মীত্যেবং বেত্তি বিচারতঃ ॥ ৩১

অর্থ—আদৌ বার্তয়া ‘কূটস্থঃ অস্তি’ ইতি পরোক্ষম্ বেত্তি, পশ্চাৎ বিচারতঃ ‘কূটস্থঃ এব অস্মি’ ইতি এবম্ বেত্তি।

অনুবাদ—প্রথমে আপ্তবাক্যদ্বারা কূটস্থচৈতন্য আছে, এইরূপ পরোক্ষভাবে জানিতে পারে—( তাহাই পরোক্ষজ্ঞান ) ; পরে বিচারদ্বারা ‘আমিই কূটস্থচৈতন্য’ এইরূপে অপরোক্ষভাবে জানিতে পারে—( ইহাই অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষজ্ঞান )।

টীকা—অপরে অর্থাৎ আপ্তজন বা ব্রহ্মনিষ্ঠ সঙ্গুলক বুঝিলে, ‘কূটস্থ আছে’ এই প্রকারে জানিতে পারে ; ইহাকেই পরোক্ষজ্ঞান বলে ; আর শ্রবণাদিব পৰিপাকের বশে কূটস্থ অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন যে প্রত্যয়গা, ‘তাহাই হইতেছি আমি’ ; এই প্রকারে জানিতে পারে। ইহাই অপরোক্ষ জ্ঞান। ‘আমি হইতেছি কূটস্থ’—ইহাই ‘অম্’-পদার্থবিষয়ক অপরোক্ষ জ্ঞান বটে, কিন্তু সেইপরিমাণ জ্ঞান দ্বারাই অজ্ঞানাদি সকল প্রকার অনর্থে নিবৃত্তি হয় না। ‘তৎ’ পদার্থ হইতে অভিন্ন ‘অম্’-পদার্থবিষয়ক ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই অপরোক্ষ জ্ঞানই সকল অনর্থে নিবৃত্তির কারণ। তথাপি ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই জ্ঞানের অপরোক্ষতা বুঝাইবার জন্য কৰ্ত্তৃহাদি কার্যরূপ অনর্থনিবারক—‘আমি হইতেছি কূটস্থ’ এই অপরোক্ষ জ্ঞান উদাহরণ দ্বারা বুঝাইলেন। ৩১

(ঘ) চিদাভাসের শোক-  
নিবৃত্তির অবস্থা ও  
কৃত্যের অবস্থা।

কৰ্ত্তাভোক্তেত্যেবমাদি শোকজাতং প্রমুঞ্চতি।

কৃত্যং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তুষ্যতি ॥ ৩২

অর্থ—কৰ্ত্তাভোক্তা ইত্যেবমাদি শোকজাতম্ প্রমুঞ্চতি, কৃত্যম্ কৃত্যম্ প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব তুষ্যতি।

অনুবাদ—তাহার পর ‘আমি হইতেছি কৰ্ত্তা’, ‘আমি হইতেছি ভোক্তা’ ইত্যাদি



শোকসমূহ পরিত্যাগ করে, এবং যাহা কিছু কর্তব্য ছিল, করিয়াছি; যাহা কি প্রাপ্তব্য ছিল, পাইয়াছি; এই প্রকারে পরিতোষ লাভ করে।

টীকা—নির্বিকার ও অসঙ্গ আত্মার জ্ঞান হইলে, পরে কর্তৃত্বাদি শোকসমূহ পরিত্যাগ করে। এই যে শোকসমূহের ত্যাগ, তাহাই শোকনাশ। “কৃত্যম্”—কর্তব্যসমূহ, “কৃতম্”—নিষ্পাদিত হইয়াছে; “প্রাপ্যম্ প্রাপ্তম্”—প্রাপ্তব্য ফলসমূহ লব্ধ হইয়াছে; এইহেতু “তৃপ্তি”—সন্তোষের যে হর্ষ তাহা লাভ করিয়া থাকে। ইহাই তৃপ্তি। ৩২

চিদাভাসরূপ দার্ষ্টান্তসম্বন্ধে উক্ত শ্লোকচতুষ্টয়বর্ণিত সাত অবস্থার উল্লেখ করি দেখাইতেছেন :—

(৩) চিদাভাসরূপ  
দার্ষ্টান্তে এই শ্লোক-  
চতুষ্টয়োক্ত সাত অবস্থার  
পুনঃপ্রয়োগ।

অজ্ঞানমাবৃতিস্তদ্বিক্ষেপশ্চ পরোক্ষধীঃ।

অপরোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষস্তৃপ্তিনিরঙ্কুশা ॥ ৩৩

অর্থ—অজ্ঞানম্ আবৃতিঃ - তদ্বৎ বিক্ষেপঃ চ পরোক্ষধীঃ অপারোক্ষমতিঃ শোকমোক্ষ নিরঙ্কুশা তৃপ্তিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপারোক্ষজ্ঞান, শোকাপগম এবং অশৃঙ্খলিত বা অবাধ তৃপ্তি—এই সাত অবস্থা। ৩৩

(শঙ্কা) উক্ত সাত অবস্থাকে আত্মার ধর্ম বলিয়া মানিলে সেই আত্মায় কূটস্থতার অর্থাৎ নির্বিকারতায় ত’ ব্যাঘাত ঘটে। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেই অবস্থা সাতটি চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে :—

(৫) উক্ত সাত অবস্থা  
চিদাভাসের ধর্ম, কূটস্থের  
নহে, সেইহেতু বন্ধমোক্ষ  
অব্যবস্থাপ্রাপ্ত নাই।

সম্ভাবস্থা ইমাঃ সন্তি চিদাভাসস্য তান্মিমৌ।

বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ ॥ ৩৪

অর্থ—সম্ভাবস্থাঃ চিদাভাসস্য সন্তি; তাহ ইমৌ বন্ধমোক্ষৌ স্থিতৌ; তত্র তিস্রো বন্ধকৃতঃ স্মৃতাঃ।

অনুবাদ—এই সাত অবস্থা চিদাভাসরূপ জীববৈ, কূটস্থের নহে; বন্ধ ও মোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। তন্মধ্যে (অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপ এই) তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত।

টীকা—‘সর্বং বাক্যং সাধারণম্’—সকল বাক্যই নির্ণয়াত্মক বা নিশ্চয়াত্মক; এই স্থার বা সাধারণ নিয়ম রহিয়াছে বলিয়া ইহাতে ‘হি’ শব্দের বা ইহার পর্যায় ‘এব’ শব্দের অধ্যাহার করিতে হইবে। ইহার দ্বারা “অন্যযোগব্যবচ্ছেদ” (মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর “কেনোপনিষৎ” ১৬২ পৃঃ পাদটীকা দ্রষ্টব্য) বুঝিতে হইবে অর্থাৎ বন্ধমোক্ষ চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে। (শঙ্কা) ভাল, এখানে সম্ভাবস্থার বর্ণনের আরম্ভ ত’ নিরর্থক? (সমাধান) না। নিরর্থক নহে; এই

“আত্মানুচ্ছেদ” প্রতিভে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায়; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৭২

সম্ভাবনাই বন্ধমোক্ষকারক, ইহা বুঝানই এই বর্ণনাবস্তুর ফল; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—  
বন্ধমোক্ষ এই সাত অবস্থাতেই অবস্থিত। (শঙ্কা) ভাল, এই এই সাতটি কি নির্বিশেষে  
‘বন্ধমোক্ষকারক? (সমাধান) না, সেরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন :—‘তন্মধ্যে, অজ্ঞান, আবরণ ও  
বিক্ষেপ—এই তিন অবস্থাই বন্ধের কারণ বলিয়া বিদিত’। ৩৪

এই তিন অবস্থা কিপ্রকারে বন্ধমোক্ষের কাবণ হয়, তাহা দেখাইবার জন্য, তিনটির  
প্রত্যেকটির স্বরূপ, এক একটির কাণ্ড দেখাইয়া স্পষ্ট করিবার ইচ্ছায়, আচাৰ্য্য প্রথমে অজ্ঞানের  
স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

ন জানামীত্বদাসীনব্যবহারস্য কারণম্ ।

(৯) অজ্ঞানের স্বরূপ ।

বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তমজ্ঞানমীরিতম্ ॥ ৩৫

অর্থ—বিচারপ্রাগভাবেন যুক্তম্ উদাসীনব্যবহারস্য কারণম্, ‘ন জানামি’ ইতি  
অজ্ঞানম্ ঈরিতম্ ।

অনুবাদ—তত্ত্ববিচারের অমুদয়রূপ প্রাগভাবযুক্ত, উদাসীনব্যবহারের কারণ  
এবং ‘আমি কিছুই জানি না’ এইরূপে, যাহা প্রতীয়মান হয়, তাহাই অজ্ঞান ।

টীকা—আত্মতত্ত্ববিচারের প্রাগভাবযুক্ত (অর্থাৎ অমুদিতাত্মতত্ত্ববিচার) তৃক্ষীভাবরূপ  
উদাসীনের ব্যবহার অর্থাৎ প্রতীতি ও ভাষণ, এবং তাহার কারণরূপে, ‘আমি কিছুই জানি না’  
এই আকারে বাহ্য অমুভূত হয় তাহাই অজ্ঞান । ৩৫

আবরণের স্বরূপ ও তাহার কাণ্ড দেখাইতেছেন :—

(১০) আবরণের স্বরূপ  
ও কাণ্ড ।

অমার্গেণ বিচার্য্যাত্ম নাস্তি নো ভাতি চেত্যসৌ ।

বিপরীতব্যবহৃতিরান্বতেঃ কার্য্যমিষ্যতে ॥ ৩৬

অর্থ—অমার্গেণ বিচার্য্য অথ ‘অসৌ ন অস্তি চ নো ভাতি’ ইতি বিপরীতব্যবহৃতিঃ  
আন্তঃ কাণ্ডম্ ইষ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রোক্ত প্রণালী উল্লঙ্ঘনপূর্ব্বক অর্থাৎ কেবল তর্ক-  
সাহায্যে বিচার করিয়া, তদনন্তর “কূটস্থ নাই, কূটস্থের প্রকাশ হয় না” এই  
প্রকার যে বিপরীত ব্যবহার, তাহাই আবরণের কাণ্ড বলিয়া স্বীকৃত হয়।  
ইহাই অর্থ । ৩৬

বিক্ষেপের স্বরূপ ও তাহার কাণ্ড দেখাইতেছেন :—

(১১) বিক্ষেপের স্বরূপ  
ও কাণ্ড ।

দেহদ্বয়চিদাভাসরূপো বিক্ষেপ ঈরিতঃ ।

কর্তৃহ্যাত্মখিলঃ শোকঃ সংসারাখ্যোহস্য বন্ধকঃ ॥ ৩৭

অম্বয়—দেহদ্বয়চিদাভাসরূপঃ বিক্ষেপঃ ঈরিতঃ ; বন্ধকঃ সংসারাত্মাঃ কৰ্ত্তৃত্বাধিনঃ  
শোকঃ অন্ত ।

অনুবাদ—বিক্ষেপ, দেহদ্বয়যুক্ত চিদাভাসরূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে ;  
বন্ধকের অর্থাৎ বন্ধনের কারণের নাম সংসার ; কৰ্ত্তৃত্ব প্রভৃতি সমস্ত শোক  
এই চিদাভাসের কার্য্য ।

টীকা—স্থলদেহ ও সূক্ষ্মদেহ নামক দুই শরীরসহিত চিদাভাসই বিক্ষেপ এবং বন্ধন  
কারণের নাম সংসার । কৰ্ত্তৃত্ব-প্রমাতৃত্ব লইয়া সম্পূর্ণ শোক ( অকৃতার্থবুদ্ধিতা ) এই চিদাভাসের  
কার্য্য । এস্থলে ‘কার্য্য’ এই পদটি বাহির হইতে আনিয়া সংযোগ করিতে হইবে । “কৰ্ত্তৃত্বাদি”—  
কৰ্ত্তৃত্ব প্রভৃতি, এই ‘প্রভৃতি’ শব্দ দ্বারা প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি বুঝান হইতেছে । ৩৭

ভাল, ৩৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, উক্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, একথা ত’  
সঙ্গত নহে, কেননা, ‘অজ্ঞান’ ও ‘আবরণ’ এই দুইটি দেহদ্বয়সহিত চিদাভাসরূপ বিক্ষেপের  
উৎপত্তির পূর্বেই বিद्यমান । আর চিদাভাস বিক্ষেপের অন্তর্গত বলিয়া, চিদাভাসেরই সাত অবস্থা -  
এই কথা অসঙ্গত । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) সাত অবস্থা  
চিদাভাসেরই, ব্রক্ষের  
নহে, এই লইয়া শঙ্কা  
ও সমাধান ।

অজ্ঞানমাত্রতৈশ্চিতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ ।  
যত্ৰাপ্যথাপ্যবশ্বে তে বিক্ষেপশ্চৈব নাত্মনঃ ॥ ৩৮

অম্বয়—বত্ৰপি অজ্ঞানম্ চ আত্মিঃ এতে বিক্ষেপাৎ প্রাক্ প্রসিধ্যতঃ তথাপি তে  
অবশ্বে বিক্ষেপস্ত এব, অথ ন আত্মনঃ ।

অনুবাদ—যত্ৰপি অজ্ঞান ও আবরণ এই দুই অবস্থা, বিক্ষেপ উৎপন্ন  
হইবার পূর্বেই বিद्यমান, তথাপি ঐ দুই অবস্থা বিক্ষেপরূপ চিদাভাসেরই ;  
আত্মার নহে ।

টীকা—এই অজ্ঞান ও আবরণ বিক্ষেপের পূর্বেই বিद्यমান বলিয়া, আত্মার অবস্থা নহে,  
কেননা, আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার অবস্থাবিশিষ্ট হওয়া অসম্ভব । এইহেতু পরিশেষে অজ্ঞান  
আর আবরণকে চিদাভাসেরই অবস্থা বলিতে হইবে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য । ৩৮

ভাল, উৎপত্তির পূর্বে অবস্থাবিশিষ্ট বিক্ষেপ নিজেই বিद्यমান বলিয়া, অজ্ঞান ও  
আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা ত’ অসঙ্গত । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া  
বলিতেছেন যে বিক্ষেপের অভাব হইলেও অর্থাৎ বিद्यমান থাকিলেও, বিক্ষেপের সংস্কার বিক্ষেপের  
উৎপত্তির পূর্বে হইতে বিद्यমান থাকায়, অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপের অবস্থা বলিলে  
তাঁহাতে বিরোধ ঘটে না :—

বিক্ষেপোৎপত্তিতঃ পূর্বমপি বিক্ষেপসংস্কৃতিঃ ।

অস্ত্যেব তদবস্থাত্মবিরুদ্ধং ততস্ত্যয়োঃ ॥ ৩৯

“আত্মানকে” প্রতিভে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় : চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৮১

অর্থ—বিক্ষেপোৎপত্তি: পূৰ্ণম্ অপি বিক্ষেপসংস্কৃতি: ( অস্তি ): তত: তয়ো: তদবস্থায়ম্ অবিকল্পম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—বিক্ষেপের উৎপত্তির পূৰ্ব্ব হইতে বিক্ষেপের সংস্কার বিদ্যমান থাকে। সেই কারণে অজ্ঞান ও আবরণকে সেই চিদাভাসের অবস্থা বলিয়া বর্ণন অবিকল্প।

টীকা—“তত:”—সেই কারণবশত:, “তয়ো: তদবস্থায়ম্ ( তদবস্থায়বর্ণনম্ ) অবিকল্পম্”—এই অর্থে অর্থ্য করিতে হইবে। ৩৯

( শঙ্কা ) ভাল, অপ্রসিক্ত সংস্কার আনিয়া অজ্ঞান ও আবরণকে বিক্ষেপেব অবস্থা বলিয়া বর্ণন করা অপেক্ষা অধিষ্ঠানরূপে প্রসিক্ত ব্রহ্মেরই অবস্থাবিশিষ্টতা বর্ণন করাই তা’ বর। ভাল : এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গদোষ হয় বলিয়া সেইরূপ বলিতে পারা যায় না—যেহেতু যাহার জ্ঞান অভিপ্রেত, সেই স্থলে তাহা ছাড়িয়া তদতিরিক্তের জ্ঞানের সম্ভাবনা হইবে বলিয়া অর্থাৎ তাহা হইলে অবস্থায়শূন্য ব্রহ্মেব উপব উক্ত সাত অবস্থাই চাপাইতে হয়—এই বলিয়া আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন:—

ব্রহ্মণ্যারোপিতত্বেন ব্রহ্মাবস্থে ইমে ইতি।

ন শঙ্কনীয়ং সৰ্ব্বাসাং ব্রহ্মণ্যেবাধিরোপণাৎ ॥ ৪০

অর্থ—ব্রহ্মণি আরোপিতত্বেন ইমে ব্রহ্মাবস্থে ইতি শঙ্কনীয়ম্ ন ; সৰ্ব্বাসাম্ একাধি এব অধিরোপণাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পরব্রহ্মে আরোপিত বলিয়া এই দুই অবস্থা তাঁহাদেরই, একপ আশঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, সকল অর্থাৎ উক্ত সাত অবস্থাই ব্রহ্মে আরোপিত। ৪০

উক্তরূপ পরিহারের প্রতিবাদে বাদী যদি বলে, ভাল, সকল অবস্থারই ব্রহ্মে আরোপ তুল্যরূপ হইলেও সংসারিত্ব প্রভৃতি, বিক্ষেপের পরবর্তী কালে উৎপন্ন হয় বলিয়া, জীবেরই আশ্রিত, এইরূপ অতীত হয় ; এইহেতু সেই সকল অবস্থা ব্রহ্মের নহে:—

সংসার্যহং বিবুদ্ধোহহং নিঃশোকস্তুষ্ট ইত্যপি।

জীবগা উত্তরাবস্থা ভাস্তি ন ব্রহ্মগা যদি ॥ ৪১

অর্থ—যদি ( এবম্ উচ্যত ) অহম্ সংসারী, অহম্ বিবুদ্ধ: নিঃশোক: তুষ্ট: ইতি অপি উত্তরাবস্থা: জীবগা: ভাস্তি, ন ব্রহ্মগা:—

অনুবাদ—যদি বল বিক্ষেপের উৎপত্তির পরবর্তী কালে, ‘আমি সংসারী’, ‘আমি জ্ঞানী’, ‘আমি শোকরহিত’ এবং ‘আমি পরিতৃপ্ত’, এই কয়েকটি অবস্থা জীবেরই দেখা যায়, ব্রহ্মের নহে, তাহা হইলে—

টীকা—“সংসারী”—কৰ্ত্তৃবাদি ধৰ্ম্মবিশিষ্ট, “বিবুদ্ধ:”—তত্ত্বসাক্ষাৎকারবান্, “নিঃশোক:”—

কর্তৃ-তোক্তৃ-আদিরূপ শোকরহিত, ( অথবা অকৃতার্থবুদ্ধিতারূপ শোকশূন্য ) “তৃত্বঃ”—আমি পরিতৃপ্ত অর্থাৎ অগ্রে ২৫২ হইতে ২৯৮ শ্লোক পর্যন্ত বর্ণিত কৃতকৃত্যতা প্রভৃতিজনিত সন্তোষ-বিশিষ্ট, এইরূপ “উত্তরাবস্থাঃ”—অজ্ঞান ও আবরণের পশ্চাদ্বর্তী অবস্থা, “জীবগাঃ ভাস্তি”—জীবাশ্রিত বলিয়া প্রতীত হয়, এইহেতু “ন ব্রহ্মগাঃ”—ব্রহ্মের আশ্রিত নহে ; ইহাই অর্থ। ৪১

যদি এইরূপ বল, তবে বলি—অজ্ঞান এবং আবরণও জীবাশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয় ; এই-হেতু তত্ত্বভয়ও জীবের অবস্থা—এইরূপে পরিহার করিতেছেন :—

তর্হ্যজ্ঞোহহং ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদৃষ্টিতো ন হি ।

ইতি পূর্বে অবস্থে চ ভাসেতে জীবগে খলু ॥ ৪২

অর্থ—তর্হি অহং অজ্ঞঃ, ব্রহ্মসত্ত্বভানে মদৃষ্টিতঃ ন হি, ইতি পূর্বে অবস্থে চ খলু জীবগে ভাসেতে ।

অনুবাদ ও টীকা—তাহা হইলে আমি অজ্ঞানী, পরব্রহ্মের সত্তা ও প্রকাশ আমার অনুভবে আসে না—এইরূপে পূর্ববর্তী অজ্ঞান ও আবরণ নামক দুইটি অবস্থা যেহেতু জীবেরই আশ্রিত বলিয়া অনুভূত হয়, এইহেতু তত্ত্বভয়ও জীবেরই অবস্থা। ৪২

ভাল, তাহা হইলে পূর্বাচাধ্যায়ণ কি প্রকারে ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, পূর্বাচাধ্যায়ণের ঐরূপ বলিবার উদ্দেশ্য দেখাইতেছেন :—

অজ্ঞানশ্চাশ্রয়ো ব্রহ্মেত্যধিষ্ঠানতয়া জগুঃ ।

জীবাবস্থাত্ত্বমজ্ঞানাভিমানিত্বাদবাদিষম্ ॥ ৪৩

অর্থ—অধিষ্ঠানতয়া অজ্ঞানশ্চ আশ্রয়ঃ ব্রহ্ম ইতি জগুঃ । অজ্ঞানাভিমানিত্বাৎ জীবাবস্থাত্ত্বম্ অবাদিষম্ ।

অনুবাদ—পূর্ব পূর্ব আচার্য্যায়ণ যে পরব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন, তাহা কেবল অধিষ্ঠানরূপে ; ( নতুবা অজ্ঞান পরব্রহ্মের অবস্থা নহে ) । আর ‘আমি হইতেছি অজ্ঞ’ এইরূপে জীবের অজ্ঞানের অভিমান হয় বলিয়া অজ্ঞানকে আমরা জীবের অবস্থা বলিয়াছি ।

টীকা—ব্রহ্মকে অজ্ঞানের অধিষ্ঠান বলিয়া বর্ণন করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বাচাধ্যায়ণ ব্রহ্মকে অজ্ঞানের আশ্রয় বলিয়াছেন, ইহাই তাৎপর্য্য । ( শঙ্কা ) আপনি কি অতিপ্রায়ে অজ্ঞানকে জীবের অবস্থা বলিলেন ? এইরূপ আশঙ্কা ( আকাঙ্ক্ষা ? ) হইতে পারে বলিয়া নিজের অতিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন—“আর আমি হইতেছি অজ্ঞ এইরূপে” ইত্যাদি । ৪৩

এইরূপে ব্রহ্মের কারণ অজ্ঞান, আবরণ ও বিক্ষেপরূপ তিন অবস্থা দেখাইয়া অবশিষ্ট চারি

“জ্ঞানানকেৎ” শ্রুতিতে ‘অয়ম’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৮৩

অবস্থার মধ্যে ৩৬শ শ্লোকোক্ত অজ্ঞান ও আবরণের নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির হেতু ছই অবস্থা দেখাইতেছেন :—

(ট) অজ্ঞান ও আবরণের  
নিবৃত্তি দ্বারা মুক্তির  
কারণ ।

জ্ঞানদ্বয়েন নষ্টেহস্মিন্নজ্ঞানে তৎকৃতাবৃত্তিঃ ।

ন ভাতি নাস্তি চেত্যেযা দ্বিবিধাপি বিনশ্যতি ॥ ৪৪

অর্থ—জ্ঞানদ্বয়েন অস্মিন্ অজ্ঞানে নষ্টে, তৎকৃতাবৃত্তিঃ ‘ন ভাতি’ ‘নাস্তি’ ইতি এযা দ্বিবিধা আবৃত্তিঃ অপি বিনশ্যতি চ ।

অনুবাদ—পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞান নিবারিত হইলে, সেই অজ্ঞানের কার্য্য—‘নাই’ এবং ‘প্রকাশ হইতেছে না’—এই দুই প্রকার আবরণই বিনষ্ট হয় ।

টীকা—“জ্ঞানদ্বয়েন”—পরোক্ষতা এবং অপরোক্ষতারূপ লক্ষণবিশিষ্ট দুই জ্ঞানদ্বারা আবরণের কারণ, “অজ্ঞানে নষ্টে”—অজ্ঞান বিনষ্ট হইলে, “তৎকৃতাবৃত্তিঃ”—সেই অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত যে ‘নাই’ এবং ‘প্রতীত হইতেছে না’ এইরূপ ব্যবহারের কাবণ, দুই প্রকার অজ্ঞানই কারণের অভাবে বিনষ্ট হয় । ৪৪

কাহার দ্বারা কোন্ অংশের নিবৃত্তি ? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া উভয়েব বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

পরোক্ষজ্ঞানতো নশ্যেদসত্তাবৃত্তিহেতুত ।

অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা অভানাবৃত্তিহেতুত ॥ ৪৫

অর্থ—পরোক্ষজ্ঞানতঃ অসত্তাবৃত্তিহেতুত নশ্যেৎ ; অপরোক্ষজ্ঞাননাশ্যা হি অভানাবৃত্তিহেতুত ।

অনুবাদ—পরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের অসত্তা বা অভাবরূপ স্বরূপাবরণের হেতুত বিনষ্ট হয় এবং অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের অভান বা অপ্রকাশরূপ আবরণের হেতুতার বিনাশ করিতে পারা যায় ।

টীকা—‘কূটস্থ আছে’ এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান হইতে, অজ্ঞানের অসত্তাবরণ-কারণতা—‘নাই’ এইরূপ আবরণের কারণ হওয়াস্বভাব, তিরোহিত হয়, আর ‘আমিই হইতেছি কূটস্থ’ এইরূপ অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের, ‘কূটস্থ প্রকাশ হইতেছে না’ এইরূপ অভানাবরণের কাবণতা তিরোহিত হয় । ৪৫

একণে জ্ঞানের ফলরূপ ছই অবস্থার মধ্যে শোকনিবৃত্তিরূপ প্রথমাবস্থার কথা বলিতেছেন :—

অভানাবরণে নষ্টে জীবদ্বারোপসংক্ষয়াৎ ।

১) অপরোক্ষজ্ঞানের  
ফলরূপ প্রথমাবস্থা ।

কর্তৃত্বাত্মখিলঃ শোকঃ সংসারাত্মো নিবর্ত্ততে ॥ ৪৬

অর্থ—অভানাবরণে নষ্টে জীবদারোপসংক্ষমাৎ কর্তৃদ্বাভিধলঃ সংসারাত্মাঃ শোকঃ নিবর্ততে ।

অমুবাদ—অপ্রকাশরূপ আবরণ বিনষ্ট হইলে, জীবদ্বের আরোপ সমাক্র প্রকারে ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া, কর্তৃদ্বাদিরূপ সংসার নামক শোক নিবৃত্ত হয় ।

টীকা—অভান বা অপ্রকাশরূপ আবরণ নিবৃত্ত হইলে ভ্রান্তিবশতঃ প্রাতিয়মান জীবত্ব নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া সেই জীবভাবরূপ নিমিত্তবিশিষ্ট যে কর্তৃদ্বাদিরূপ সংসারনামক শোক, তাহা সমস্তই নিবৃত্ত হয়, ইহাই অর্থ । ৪৬

এইরূপে শোকনিবৃত্তিরূপ অবস্থা দেখাইয়া, এক্ষণে নিরক্ষুশা তৃপ্তিরূপ দ্বিতীয়াবস্থা দেখাইতেছেন :—

নিবৃত্তে সর্বসংসারে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ ।

(ড) অপরোক্ষ জ্ঞানের  
ফলরূপ দ্বিতীয়াবস্থা ।

নিরক্ষুশা ভবেতৃপ্তিঃ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ ॥ ৪৭

অর্থ—সর্বসংসারে নিবৃত্তে নিত্যমুক্তত্বভাসনাৎ পুনঃ শোকসমুদ্ভবাৎ নিরক্ষুশা তৃপ্তিঃ ভবেৎ ।

অমুবাদ ও টীকা—কর্তৃদ্ব-ভোক্তৃদ্বরূপ সমস্ত সংসার নিবৃত্ত হইলে নিত্যমুক্ত স্বরূপতার প্রকাশহেতু আর শোকের উৎপত্তি হয় না ; সেইহেতু নিরক্ষুশা অর্থাৎ সম্পূর্ণ অব্যাহত তৃপ্তির অমুভব হয় । ৪৭

ভাল, ( প্রথম শ্লোকে ) “জীব যদি বৃত্তিতে পারে যে” ইত্যাদি অর্থের মস্তের ব্যাখ্যান প্রবৃত্ত হইয়া, সেই মস্তের ব্যাখ্যান ছাড়িয়া তাহার মধ্যে অজ্ঞানাদি সাত অবস্থার নিরূপণ, আলোচ্য বিষয়ের সহিত সম্বন্ধরহিত ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, “সাত অবস্থার নিরূপণ”, “জীব যদি বৃত্তিতে পারে” ইত্যাদি অর্থের প্রতিবচনতাৎপর্যের নিরূপণের অস্বীকৃত অর্থাৎ উপযোগী বলিয়া বর্ণিত হওয়ার, তাহা আলোচ্য বিষয়ের বিচারে অসঙ্গত নহে, এই বলিবার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিবচনের তাৎপর্য বলিতেছেন :—

(ঢ) প্রথম শ্লোকোক্ত  
প্রতির ব্যাখ্যার সাত  
অবস্থার নিরূপণের  
সঙ্গতি প্রদর্শন ।

অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাথ্যে উভে ইমে ।

অবস্থে জীবগে ক্রত আত্মানং চেদিতি শ্রুতিঃ ॥ ৪৮

অর্থ—‘আত্মানম্ চেৎ’ ইতি শ্রুতিঃ অপরোক্ষজ্ঞানশোকনিবৃত্ত্যাথ্যে উভে ইমে অবস্থে জীবগে ক্রতে ।

অমুবাদ—প্রথম শ্লোকোক্ত “আত্মানম্ চেৎ” ইত্যাদি প্রতিবচন, অপরোক্ষ জ্ঞান ও কর্তৃদ্ব-ভোক্তৃদ্বাদিরূপ শোকনিবৃত্তি, এই দুই অবস্থা জীবেরই আশ্রিত, ইহাই বুঝাইতেছে ।

টীকা—চিদাভাসে অবস্থিত যে সাত অবস্থা, তন্মধ্যে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তিরূপ

“আত্মানুকে” অভিভূতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৮৫

হুই অবস্থার প্রতিপাদন করিবার অভিপ্রায়ে “জীব যখন জানিতে পারে” এই মন্ত্রটির আরম্ভ করা হইয়াছে, ইহাই তাৎপর্য। ৪৮

৪। আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব।

২১ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে, ‘অয়ম্’ এই শব্দদ্বারা আত্মার অপরোক্ষতা বুঝান হইতেছে, তাহাতে বুঝা যায় আত্মা অপরোক্ষজ্ঞানেরই বিষয় হইতে পারেন ; ( পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হইতে পারেন না )—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আত্মার সেই অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা বুঝাইবার জন্য অপরোক্ষজ্ঞানের বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) আত্মা পরোক্ষ-  
জ্ঞানের বিষয় হইতে  
পারেন - বুঝাইবার জন্য  
দুই প্রকার অপরোক্ষ-  
জ্ঞানের বর্ণন।

অয়মিত্যপরোক্ষত্বমুক্তং তদ্বিবিধং ভবেৎ।

বিষয়স্বপ্রকাশত্বাদ্বিয়াপ্যেবং তদীক্ষণাৎ ॥ ৪৯

অয়ম্—অয়ম্ ইতি অপরোক্ষত্বম্ উক্তম্ ; তৎ দ্বিবিধম্ ভবেৎ, বিষয়স্বপ্রকাশত্বাৎ, দ্বিয়া  
অপি এবম্ তদীক্ষণাৎ।

অমুবাদ—‘অয়ম্’ এই পদদ্বারা, আত্মার যে অপরোক্ষতা (২১ সংখ্যক শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে তাহা দুই প্রকারের ; বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা আছে বলিয়া, তাহাই, প্রথম প্রকারের অপরোক্ষতা ; এবং বুদ্ধিদ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়ের আলোচনরূপ দ্বিতীয় প্রকারের অপরোক্ষতা।

টীকা—আত্মার অপরোক্ষতার দুই প্রকারের হইবার কারণ বলিতেছেন—“বিষয়রূপ আত্মার স্বয়ংপ্রকাশতা” ইত্যাদি। “বিষয়ত্ব”—চৈতন্যরূপ আত্মার, “স্বয়ংপ্রকাশত্বাৎ”—আপনার প্রতীতিরূপ ব্যবহারের জন্য অল্প সাধনের অপেক্ষারহিত বলিয়া, এবং “দ্বিয়া তদীক্ষণাৎ”—বুদ্ধি-দ্বারা সেই আত্মরূপ বিষয়কে স্বপ্রকাশরূপে উপলব্ধিকরণহেতু ; “অয়ম্” পদদ্বারা সূচিত যে অপরোক্ষত্ব, তাহা আত্মরূপ বিষয় এবং বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বিষয়ভেদে দুই প্রকারের, ইহাই অর্থ। ৪৯

ভাল, অপরোক্ষতা যে দুই প্রকারের, তাহা মানিলাম ; তদ্বারা আত্মার পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্বন্ধে কি পাওয়া গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে আত্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা এবং পরোক্ষজ্ঞানের বিষয় হওয়া পরস্পরবিরুদ্ধ নহে :—

(খ) বিষয়ের স্বপ্রকাশ-  
তার সহিত পরোক্ষ-  
জ্ঞানের অবিরোধ।

পরোক্ষজ্ঞানকালেহপি বিষয়স্বপ্রকাশতা।

সমা ব্রহ্ম স্বপ্রকাশমস্ত্যোত্যেবং বিবোধনাৎ ॥ ৫০

অয়ম্—পরোক্ষজ্ঞানকালে অপি বিষয়স্বপ্রকাশতা সমা ; ব্রহ্ম স্বপ্রকাশম্ অস্তি ইতি  
এবম্ বিবোধনাৎ।

অমুবাদ—পরোক্ষজ্ঞানকালেও বিষয়ের স্বপ্রকাশতারূপ অপরোক্ষতা থাকে,  
কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছেন, এই প্রকার শব্দ জ্ঞান হয়।



টীকা—যেমন অপরোক্ষজ্ঞানকালে, সেইরূপ পরোক্ষজ্ঞানকালেও ব্রহ্মরূপ বিষয়ের স্বপ্রকাশতা বিদ্যমান। পরোক্ষজ্ঞানকালেও, সেই আত্মরূপ বিষয়ের যে স্বপ্রকাশতা থাকে তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—“কেননা, স্বপ্রকাশ ব্রহ্ম আছে” ইত্যাদি। ৫০

প্রত্যক্ অর্থায় অন্তরায়া হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান কি কারণে পরোক্ষজ্ঞান বলিয়া কথিত হয়? এইরূপ প্রশ্ন ( আকাঙ্ক্ষা ) হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন প্রত্যগংশের অগ্রহণ অর্থায় অন্তরায়া হইতে ব্রহ্ম পৃথক্ নহেন, ইহার অমূল্যবাহিত্য উক্ত ব্রহ্মজ্ঞানকে পরোক্ষ বলা হয় :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানে ব্রহ্মের প্রত্যগ-  
ভিন্নতাজ্ঞান না থাকিলেই পরোক্ষ,  
(ঘ) বিকল্প চতুষ্টয়দ্বারা পর্বোক্ষ-  
জ্ঞানের অভ্যন্তর-সিদ্ধি।

অহং ব্রহ্মেত্যমুল্লিখ্য ব্রহ্মাস্তীত্যেবমুল্লিখন্।  
পরোক্ষজ্ঞানমেতন্ ভ্রান্তং বাধানিরূপণাৎ ॥৫১

অর্থ—‘অহং ব্রহ্ম’ ইতি অমুল্লিখ্য ‘ব্রহ্ম অস্তি’ ইতি এবম্ উল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানম্ ;  
এতৎ ভ্রান্তম্ ন. বাধানিরূপণাৎ ।

অনুবাদ—‘আমিই হইতেছি পরব্রহ্ম’ ইহার উল্লেখ না করিলে অর্থায় এইরূপ উপলব্ধিকে জ্ঞানের বিষয় না করিলে, ( কেবল ) ‘ব্রহ্ম আছে’, ইহাকেই জ্ঞানের বিষয় করিলে, তাহা পরোক্ষজ্ঞান। এই পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্ত জ্ঞান নহে, কেননা, এই জ্ঞানের কোনও বাধক নিরূপণ করা যায় না।

টীকা—( শঙ্কা ) ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞান ত’ ভাস্কিরূপ হইবেই ; এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, এই পরোক্ষজ্ঞানকে যে ভাস্কিরূপ বলা হইতেছে, ইহা কি ইহার বাধ্যযোগ্যস্বরূপতাবশতঃ? অথবা ইহা ব্রহ্মের আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া? অথবা অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মরূপ বিষয়কে পরোক্ষরূপে গ্রহণ করে বলিয়া? অথবা ইহা প্রত্যগংশকে গ্রহণ করিতে পারে নাই বলিয়া? সিদ্ধান্ত এই চারিপ্রকার বিকল্প কথিবা বাদীকে প্রশ্ন করিলেন। তদনন্তর প্রথম বিকল্প সম্বন্ধে বলিতেছেন যে, এই জ্ঞানেব স্বরূপ বাধিত হইবার যোগ্য নহে, বলিয়া ইহা ভ্রান্তিজ্ঞান নহে, “কেননা এই জ্ঞানের কোনও বাধকের নিরূপণ” ইত্যাদি। ৫১

পরোক্ষজ্ঞানের অভ্যন্তিরূপতাবিষয়ে, ইহার বাধকের নিরূপণ করা যায় না বলিয়া যে ‘হেতু’-প্রদর্শন করিলেন, তাহারই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

ব্রহ্ম নাস্তীতি মানং চেৎ স্মাদ্বাধ্যত তদা ধ্রুবম্।

ন চৈবং প্রবলং মানং পশ্যামোহতো ন বাধ্যতে ॥ ৫২

অর্থ—‘ব্রহ্ম ন অস্তি’ ইতি মানম্ চেৎ স্মাদ্, তদা বাধ্যত। এবম্ চ প্রবলম্ মানম্  
ধ্রুবম্ ন পশ্যামঃ, অতঃ ন বাধ্যতে।

অনুবাদ—‘ব্রহ্ম নাই’ এ বিষয়ে যদি প্রমাণ থাকিত, তবে পরোক্ষজ্ঞান

“আত্মানুকে” প্রকৃতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৮৭

বাধাপ্রাপ্ত হইত। আর এই প্রকার প্রবল প্রমাণ বস্তুতঃ আমরা দেখিতে পাই না ; এইহেতু পরোক্ষজ্ঞান বাধা পায় না অর্থাৎ অযথার্থ বলিয়া সিদ্ধ হয় না। ৫২

দ্বিতীয় বিকল্পের অর্থাৎ ব্রহ্মের ব্যক্তি বা আকারকে বিষয় করিতে পারে না বলিয়া পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, এই দ্বিতীয় বিকল্পের দোষ দেখাইতেছেন যে, ইহা মানিলে অতিপ্রসক্তিদোষ হয় অর্থাৎ পরোক্ষ স্বর্গেরও অস্তিত্ব অস্বীকার করিতে হয় :—

ব্যক্ত্যানুলেখমাত্রেন ভ্রমস্তে স্বর্গধোরপি।

ভ্রান্তিঃ স্মাদ্যক্ত্যানুলেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ ॥ ৫৩

অর্থ—ব্যক্ত্যানুলেখমাত্রেন ভ্রমস্তে ব্যক্ত্যানুলেখাৎ সামান্যোল্লেখদর্শনাৎ স্বর্গধীঃ অপি ভ্রান্তিঃ স্মাৎ।

অনুবাদ—কেবলমাত্র ব্যক্তিকে বিষয় করিতে অর্থাৎ বিশেষরূপকে গ্রহণ করিতে, না পারিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয়, তাহা হইলে বিশেষাকারের অগ্রহণবশতঃ, সামান্য আকার গ্রহণ করিয়া প্রতীত হয় বলিয়া, স্বর্গের জ্ঞানও ভ্রান্তিরূপ হইবে।

টীকা—‘এই স্বর্গ’ এই আকারে গ্রহণ হয় না বলিয়া কিন্তু ‘স্বর্গ আছে’ এই সামান্য আকারে প্রতীত হয় বলিয়া স্বর্গরূপ জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, ইহাই অর্থ। ৫৩

এক্ষণে অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের পরোক্ষরূপে গ্রহণহেতু পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞান ভ্রান্তিজ্ঞান, এই তৃতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য ন পরোক্ষমতিভ্রমঃ।

পরোক্ষমিত্যানুলেখাদর্থ্যাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ ॥ ৫৪

অর্থ—অপরোক্ষত্বযোগ্যস্য পরোক্ষমতিঃ ভ্রমঃ ন। পরোক্ষম্ ইতি অনুলেখাৎ, অর্থাৎ পারোক্ষ্যসম্ভবাৎ।

অনুবাদ—যে পদার্থ অপরোক্ষরূপে গৃহীত হইবার যোগ্য তাহার পরোক্ষ-জ্ঞান ভ্রান্তি হইতে পারে না, যেহেতু সেই জ্ঞানে বস্তুকে পরোক্ষ বলিয়া নিশ্চয়তা নাই ; বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব সম্ভব হয়।

টীকা—অপরোক্ষভাবে গ্রহণের যোগ্য যে প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মরূপ বিষয়, তাহার পরোক্ষ-জ্ঞানের ভ্রমরূপতা সম্ভবে না। ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা কেন সম্ভব নহে? তদুত্তরে বলিতেছেন—“সেই জ্ঞানে” ইত্যাদি অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম পরোক্ষই’ এই আকারে, অপরোক্ষরূপে গ্রহণীয় ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না বলিয়া, ব্রহ্মের পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ নহে। তবে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব ইহা কিসে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“বস্তুতঃ তাহার পরোক্ষত্ব”

ইত্যাদি। তাৎপর্য এই—‘টহাই ব্রহ্ম’ এই আকারে ব্রহ্মের গ্রহণ হয় না, এই যুক্তির বলে সেই জ্ঞানের পরোক্ষত্ব সিক্ত হয়। ৫৪

প্রত্যগংশের অগ্রহণহেতু পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তি—এই যে চতুর্থ বিকল্পরূপ শঙ্কা, তাহার উল্লেখ করিয়া সমাধান করিতেছেন :—

অংশাগৃহীতে ভ্রান্তিঃ স্বেচ্ছাঘটজ্ঞানং ভ্রমো ভবেৎ ।

নিরংশস্ত্যপি সাংশত্বং ব্যাবর্ত্ত্যংশবিভেদতঃ ॥ ৫৫

অর্থ—অংশাগৃহীতে: ভ্রান্তি: চেৎ ঘটজ্ঞানম্ ভ্রম: ভবেৎ। ব্যাবর্ত্ত্যংশবিভেদতঃ নিরংশস্ত্যপি সাংশত্বম্।

অনুবাদ—অন্তরাঙ্গরূপ অংশের গ্রহণ হইল না বলিয়া পরোক্ষজ্ঞান ভ্রান্তিরূপ, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়ে, আর নিষেধ-যোগ্য অংশজনিত ভেদবশতঃ নিরবয়ব ব্রহ্মেরও সাংশতা ঘটিবে।

টীকা—শঙ্কার তাৎপর্য এই—ব্রহ্মরূপ অংশের গ্রহণ হইলেও, প্রত্যক্ষসাক্ষিরূপ অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া পরোক্ষজ্ঞানের ভ্রমরূপতা। কোনও অংশের গ্রহণ হয় নাই বলিয়া যদি পরোক্ষজ্ঞান ভ্রমরূপ হয় তাহা হইলে ঘটাদির জ্ঞানও ভ্রমরূপ হইয়া পড়িবে—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“তাহা হইলে ঘটের জ্ঞানও ভ্রম হইয়া পড়ে” অর্থাৎ ঘটেরও ভিতরের অবয়বসমূহের গ্রহণ হয় না বলিয়া ঘটজ্ঞানও ভ্রমজ্ঞান হইয়া পড়ে। (শঙ্কা) ভাল, ঘট সাবয়ব বলিয়া তাহার কয়েক অংশের গ্রহণ হইলেও, অপর কয়েক অংশের অগ্রহণ সম্ভব হয়, কিন্তু ব্রহ্ম নিরবয়ব বলিয়া, তাহার অংশের অগ্রহণ কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ব্যাবর্ত্তি অর্থাৎ নিষেধ করিবার যোগ্য অংশরূপ যে উপাধি, ব্রহ্মের সেই উপাধি-জনিত সাবয়বত্ব হইতে পারে। ৫৫

নিষেধ করিবার যোগ্য এই অজ্ঞানাংশ দুইটি কি কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(৬) পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা

ও অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা

নিবর্ত্তনীয় অজ্ঞানাংশদ্বয়।

অসম্ভাংশো নিবর্ত্তেত পরোক্ষজ্ঞানতন্তুখা ।

অভানাংশনিবৃত্তিঃ স্মাদপরোক্ষধিয়া কৃত্য ॥ ৫৬

অর্থ—পরোক্ষজ্ঞানতঃ অসম্ভাংশঃ নিবর্ত্তেত, তথা অপরোক্ষধিয়া অভানাংশনিবৃত্তিঃ কৃত্য স্মাৎ।

অনুবাদ ও টীকা—পরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অসম্ভাব-সম্পাদক (‘নাই’ এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়; সেই প্রকার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা অপ্রতীতি-সম্পাদক (‘প্রকাশ হইতেছে না’ এইরূপ বুদ্ধির স্থাপক) অজ্ঞানাংশ নিবৃত্ত হয়। ৫৬

“জ্ঞানক্ষেত্র” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ১৮২

(৫) অপরোক্ষরূপে  
এইরূপ বস্তু পরোক্ষ-  
জ্ঞানের বিষয় হইলে,  
সেই পরোক্ষজ্ঞানের  
অভ্যন্তরীণতাবিশেষে দৃষ্টান্ত।

দশমোহস্তীত্যবিভ্রান্তং পরোক্ষজ্ঞানমীক্ষ্যতে।

ব্রহ্মাস্তীত্যপি তদ্বৎ শ্রাদ্ধানুসারবরণং সমম্ ॥ ৫৭

অর্থ—‘দশমঃ অস্তি’ ইতি পরোক্ষজ্ঞানম্ অবিভ্রান্তম্ ইক্ষ্যতে, তদ্বৎ ‘ব্রহ্ম অস্তি’  
ইতি অপি ; অজ্ঞানাবরণম্ (উভয়ত্র) সমম্ শ্রাৎ।

অনুবাদ—যেমন পূর্ববর্ণিত দশমপুরুষবিষয়ে, ‘দশম পুরুষ আছে’ এই  
পরোক্ষজ্ঞান, অভ্যন্তরীণ বস্তু দৃষ্ট হয়, সেইরূপ ‘ব্রহ্ম আছে’ এইরূপ পরোক্ষ  
জ্ঞানও অভ্যন্তরীণ। উভয় স্থলেই অজ্ঞানের আবরণ তুল্যরূপ।

টীকা—বিশ্বাসাম্পদ আগুপুরুষে ‘দশম পুরুষ বিজ্ঞমান’—এই বাক্য হইতে উৎপন্ন  
পরোক্ষজ্ঞান যেমন অভ্যন্তরীণ, সেই প্রকার ‘ব্রহ্ম আছে’ এই বাক্য হইতে উৎপন্ন জ্ঞানও অভ্যন্তরীণ।  
যেহেতু, উভয় স্থলেই অজ্ঞানজনিত অসম্ভাবরণাংশ সমান ; ইহাই তাৎপর্য। ৫৭

৫। অবাস্তুর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান, আর বিচারসহিত মহাবাক্য  
হইতে অপরোক্ষজ্ঞান।

ভাল, বাক্যজ্ঞান হইতে যদি পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে অপরোক্ষজ্ঞান  
উৎপন্ন হইবে কাহা হইতে? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন বিচারসহিত বাক্য হইতেই  
অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইবে :—

(ক) বাক্যার্থের বিচার  
হইতে অপরোক্ষজ্ঞান  
উৎপন্ন হয় ; দশমের  
দৃষ্টান্ত।

আত্মা ব্রহ্মেতি বাক্যার্থে নিঃশেষণে বিচারিতে।

ব্যক্তিরূপিত্যে যদ্বদশমস্তৃমসীত্যতঃ ॥ ৫৮

অর্থ—‘আত্মা ব্রহ্ম’ ইতি বাক্যার্থে নিঃশেষণে বিচারিতে (সতি), ব্যক্তিঃ উল্লিখ্যতে,  
যদ্বৎ ‘দশমঃ তম্ অসি’ ইতি অতঃ।

অনুবাদ—‘আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম’ এই বাক্যের অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিচার  
করিলে, ব্যক্তি অর্থাৎ অপরোক্ষ ব্রহ্মভাব অবগত হওয়া যায়। ‘তুমিই হইতেছ  
দশম’—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকারলাভ  
হয়, সেইরূপ।

টীকা—‘এই আত্মা হইতেছেন ব্রহ্ম’—এই মহাবাক্যার্থ সম্যকপ্রকারে বিচারিত হইতে  
পাটিল, ‘ব্রহ্ম আছে’ এইরূপে পূর্ব হইতে পরোক্ষভাবে অবগত ব্রহ্ম, অন্তরাত্মা হইতে  
অভ্যন্তরীণ প্রত্যক্ষীভূত হন। সকল অর্থেগ্রহেরই সিদ্ধান্ত এই যে, উত্তমাদিকারীর পক্ষে  
শ্রবণাদি জ্ঞানের সাধন, এবং মধ্যম অধিকারীর পক্ষে নিগূর্ণ ব্রহ্মের অহংগ্রহ উপাসনা—‘সোহমম্’  
‘আমিই সেহ’ অথবা ‘সেই-ই আমি’ এইরূপে উপাসনা জ্ঞানের সাধন। কিন্তু উভয় স্থলেই ‘প্রসংখ্যান’  
(শব্দ, যুক্তি বা অর্থবিধারণ ও প্রত্যয়ের আবৃত্তি) বা বৃত্তিপ্রবাহ হইতেছে জ্ঞানের কারণরূপ প্রমাণ।  
মধ্যমাদিকারীর পক্ষে যেমন নিগূর্ণ ব্রহ্মাকারের অবিচ্ছিন্ন বৃত্তিরূপ উপাসনা কর্তব্য, অর্থাৎ তাহাই

তাহার প্রসংখ্যান, সেইরূপ উত্তমাধিকারীর পক্ষেও অবগ-মননের পরে নিদিধাসন হইতেছে ‘প্রসংখ্যান’, তাহাই ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের অসাধারণ কারণ। যত্বাপি এই প্রসংখ্যান বেদান্তমোদিত প্রত্যক্ষাদি ছয় প্রমাণের অন্তর্গত নহে, তথাপি এই কথা সকল ঋতি ও স্থিতিশাস্ত্রে প্রসিদ্ধ যে, সগুণ ব্রহ্মের ধ্যান সগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ এবং নিগুণ ব্রহ্মের ধ্যান নিগুণব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ। যেমন সম্মুখে অল্পপস্থিত তেঁতুল, আচার ইত্যাদির ধ্যানরূপ প্রসংখ্যান করিলে, রসনা সজল হইয়া এবং নাসারন্ধ্রে আচারগন্ধ প্রকটিত হইয়া, সেই সেই বস্তুর সাক্ষাৎকার হয়, তাহাতে সেইরূপ প্রসংখ্যান যে সাক্ষাৎকারের কারণ, তাহা লোকপ্রসিদ্ধ। এইহেতু নিদিধাসনরূপ প্রসংখ্যান ব্রহ্মসাক্ষাৎকারের কারণ বলিয়া সিদ্ধ হয়। আর সম্বাদী ভ্রমের ভ্রায় বিষয় অব্যবহিত বলিয়া অথবা ‘প্রসংখ্যান’ শব্দপ্রমাণমূলক হওয়ায়, প্রসংখ্যানোৎপন্ন ব্রহ্মজ্ঞান প্রমাণজন্য না হইলেও প্রমারূপ হইয়া যায়, ইহা কোন কোন আচার্যের মত। আর বাচস্পতির মতে মনই ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ, প্রসংখ্যান মনের সহকারিমাত্র। অর্থাৎ গ্রন্থসমূহের মুখ্য মত এই—মহাবাক্য হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হইলে, তাহা পরে প্রসংখ্যানের অপেক্ষা রাখে না; মহাবাক্য হইতেই অর্থাৎ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হয়। এইহেতু, বেদান্তবাক্যরূপ শব্দই ব্রহ্মের সাক্ষাৎকারের কারণ, আর নিদিধাসনরূপ প্রসংখ্যান হইতে উৎপন্ন একাগ্রতার সহিত মন তাহার সহকারী হয়। সে স্থলেও, অল্প গ্রন্থকারের মতে বিচারসহিত মহাবাক্য অপরোক্ষজ্ঞানের হেতু—এইমাত্র প্রভেদ। প্রমাজ্ঞানের কারণে নাম প্রমাণ। যেহেতু মহাবাক্যরূপ শব্দ, অন্তরাখ্যা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক প্রমাজ্ঞানের কারণ, সেইহেতু তাহা প্রমাণ। এইহেতু মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয়, এইরূপ কখন যুক্তিসিদ্ধই হইয়াছে।

সেই বাক্যার্থের বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“‘তুমিই হইতেছ দশম’—এই বাক্য হইতে যে প্রকারে” ইত্যাদি। ‘আমি হইতেছি দশম’ এই আকারের দশমের স্বরূপবিষয়ক অপরোক্ষজ্ঞান, ‘তুমিই দশম’ এই দশমস্বরূপবোধক শব্দপ্রমাণ হইতে উৎপন্ন হয়, ইন্দ্রিয় বা মন হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শরীররূপ দশম, নেত্রেন্দ্রিয় ভিন্ন অন্য ইন্দ্রিয়ের গোচর হইতে পাবে না। আর নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারাই যদি শরীরের দশমত্বের জ্ঞান হয়, তবে নিমীলিতনয়ন পুরুষের ‘তুমিই দশম’ এই বাক্য শুনিয়া আপনার দশমত্বের যে জ্ঞান হয়, তাহা হওয়া উচিত নহে। সেইহেতু নেত্রেন্দ্রিয়দ্বারা দশমের জ্ঞান জন্মে না। আর মনের বাহ্য-পদার্থজ্ঞানের সামর্থ্য নাই কিন্তু আন্তর পদার্থের জ্ঞানের সামর্থ্য আছে। আর দেবদত্ত-যজ্ঞদত্তাদি নাম স্বক্ষশরীর সহিত স্থলশরীরেই সম্ভব; আর ‘তুমি’ ‘আমি’ এইরূপ ব্যবহারও স্বক্ষশরীর সহিত স্থলদেহেই ঘটে; সেই স্থলদেহের জ্ঞান মনদ্বারা সম্ভব হয় না। এই প্রকারে দেখা যায় যে দশমের জ্ঞান শব্দপ্রমাণজনিত; নেত্র ও মন সেই শব্দপ্রমাণের সহকারী। ‘তুমিই দশম’ এই বাক্য হইতে যে প্রকারে কাহারও আপনাতে দশমত্বের সাক্ষাৎকার হয় তাহার ভ্রায়; ইহাই অর্থ। ৫৮।

বিচারসহিত বাক্য হইতে যে প্রকারে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহার দৃষ্টান্ত-সহিত বর্ণন করিতেছেন :—

(খ) বিচারসহিত অযা-  
বাক্য হইতে অপরোক্ষ-  
জ্ঞানের উৎপত্তির দৃষ্টান্ত।

দশমঃ ক ইতি প্রশ্নে স্বমেবেতি নিরাকৃতে ।

গণয়িত্বা স্মেন সহ স্বমেব দশমং স্মরেৎ ॥ ৫৯

অর্থ—দশমঃ কঃ ? ইতি প্রশ্নে স্বম্ এবং ইতি নিরাকৃতে, স্মেন সহ গণয়িত্বা স্বম্  
এব দশমম্ স্মরেৎ ।

অনুবাদ—‘দশম পুরুষ কে ?’ এইরূপ প্রশ্ন করিলে, তত্ত্বত্তরে ‘তুমিই সেই  
দশম পুরুষ’ এইরূপ উত্তর দিলে, পরে আপনাকে ধরিয়া অপর নয়জনকে গণিলে  
আপনাকেই দশম বলিয়া বুঝিতে পারে ।

টীকা—আপনি যে বলিলেন ‘দশম পুরুষ আছে, (মরে নাই)’, তবে বলুন কে সেই  
দশম পুরুষ ?—আপ্ত পুরুষকে এইরূপ দশমপুরুষবিষয়ক প্রশ্ন করিলে, ‘তুমিই সেই দশম পুরুষ’  
এইরূপে আপ্তপুরুষ উত্তর দিলে, সে আপনার সহিত অন্য নয়জনকে গণনা করিয়া ‘আমিই  
সেই দশম পুরুষ’, এইরূপে আপনাকেই দশম বলিয়া স্মরণ কবে—ইহাই তাৎপৰ্য্য । ৫৯

‘আমিই হইতেছি সেই দশম’—ইহার এই জ্ঞান, বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন  
হইয়াছে বলিয়া, ইহাকে ‘বিপরীত’ ভাবনা ইত্যাদি বলা যায় না, ইহাই বলিতেছেন :—

দশমোহস্মীতি বাক্যোখা ন ধৌরম্ম বিহন্যতে ।

আদিমধ্যাবসানেষু ন নবতম্ম সংশয়ঃ ॥ ৬০

অর্থ—‘দশমঃ অস্মি’ ইতি বাক্যোখা অস্ত্র ধীঃ ন বিহন্যতে, আদিমধ্যাবসানেষু  
নবতম্ম সংশয়ঃ ন ।

অনুবাদ—‘আমিই দশম’ এই বাক্য হইতে উৎপন্ন যে দশমের জ্ঞান, তাহা  
বাধাপ্রাপ্ত হয় না, আর ( পূর্ব্ব দশম যেরূপ নয়টির গণনার অবসানে আপনাকে  
গণিতে ভুলিয়াছিল ) এখন তাহাকে নয়জনের আদিতে, মধ্যে এবং অন্তে রাখিয়া  
গণনা করিতে বলিলে, আপনাকে নয়টির অন্তর্গত বলিয়া, অথবা আমি দশম কি না  
এইরূপ, সংশয় হয় না ।

টীকা—এই দশম পুরুষের ‘তুমিই হইতেছ দশম’ এই বাক্য হইতে বিচারসাহায্যে অর্থ্যাৎ  
পরিগণনাদিরূপ বিচার করিবার পর উৎপন্ন যে ‘আমিই হইতেছি দশম’ এইরূপ জ্ঞান তাহা কখনই  
বিনষ্ট হয় না অর্থ্যাৎ অন্য কোনও জ্ঞানদ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয় না । আর গণনারূপ ক্রিয়ায় সেই  
দশম পুরুষকে নয়টি পুরুষের আদিতে, মধ্যে অথবা অন্তে রাখিয়া তাহার দ্বারা গণনা করাইলে,  
‘আমি দশম কি না’ এইরূপ সংশয় হয় না । এইহেতু সেই বিচারসহিত বাক্য হইতে উৎপন্ন  
‘আমি হইতেছি দশম’ এইরূপ বুদ্ধি দৃঢ় অপরোক্ষরূপ, ইহাই অর্থ । ৬০

এই দৃষ্টান্তে বর্ণিত সকল বিচার দার্শনিক যোজনা করিতেছেন :—

(গ) উক্ত দশমের  
দৃষ্টান্তের দাষ্টান্তিকে  
যোজন।

সদেবেত্যাদিবা ক্যেন ব্রক্ষ সত্ত্বং পরোক্ষতঃ ।

গৃহীত্বা তত্ত্বমস্তাদিবা ক্যাদ্যক্তিং সম্বল্লিখেৎ ॥ ৬১

অর্থ—সৎ এব ইত্যাদিবা ক্যেন পরোক্ষতঃ ব্রক্ষ সত্ত্বং গৃহীত্বা “তত্ত্বমস্তা”দিবাক্যং ব্যক্তিং সম্বল্লিখেৎ ।

অনুবাদ—‘সদেব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ’—‘হে সৌম্য অগ্রে সংই ছিল’, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা পরোক্ষভাবে ব্রক্ষের অস্তিত্বের ধারণা করিয়া ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যদ্বারা ‘ব্যক্তির’—অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রক্ষের—‘উল্লেখ’ অর্থাৎ অপরোক্ষতা সাধন করিতে হয় ।

টীকা—‘হে সৌম্য অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্বরূপ ব্রক্ষই ছিল’—ইত্যাদি অব্যাহত বাক্য হইতে ব্রক্ষের সম্ভাব বা অস্তিত্ব প্রথমে নিশ্চয় করিয়া, সেই ব্রক্ষের জীবরূপে দেহমধ্যে প্রবেশাদি যুক্তির পর্যালোচনা করিয়া, সেই ব্রক্ষ নিজের অন্তরায্যরূপ, এইরূপ সম্ভাবনা বা ধারণা করিয়া, ‘তত্ত্বমসি’ (তাহাই হইতেছে তুমি) ইত্যাদি মহাবাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রক্ষরূপ আত্মার ‘আমি হইতেছি ব্রক্ষ’ এইরূপে মুমুক্শু সাক্ষাৎকার করেন । ৬১

আদিমধ্যাবসানেষু স্বস্ত ব্রক্ষত্বধীরিয়ম্ ।

নৈব ব্যভিচরেত্ত্বমাদাপরোক্ষ্যং প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬২

অর্থ—ইয়ম্ স্বস্ত ব্রক্ষত্বধীঃ আদিমধ্যাবসানেষু ন এব ব্যভিচরেৎ । তস্মাৎ আপরোক্ষ্যম্ প্রতিষ্ঠিতম্ ।

অনুবাদ—আপনার ব্রক্ষরূপতাবিষয়িণী এই বুদ্ধি আদিত্তে, মধ্যে ও অন্তে কখনও ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না ; সেইহেতু এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক স্থিত বা দৃঢ় ।

টীকা—যেহেতু, পঞ্চকোশের আদিত্তে, মধ্যে ও অন্তে আত্মার ব্যবহার হইলেও, আত্মার এই ব্রক্ষরূপতা বুদ্ধি, বিপরীত হইয়া যায় না, এই বুদ্ধির অপরোক্ষজ্ঞানরূপতা সম্যক প্রকারে অবস্থিত বা দৃঢ় । ইহাই অর্থ । ৬২

ভাল, এই যে প্রথমতঃ কেবলবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, পরে বিচারসহিত বাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, এই তত্ত্ব কোথা হইতে জানা গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তৈত্তিরীয় প্রভৃতি শ্রুতির অর্থ বিচার করিয়া দেখিলে, ইহা জানা যায় :—

(ঘ) কেবলবাক্য হইতে  
পরোক্ষজ্ঞান এবং বিচার  
সহিত বাক্য হইতে  
অপরোক্ষ জ্ঞান । প্রমাণ  
— তৈত্তিরীয় শ্রুতি ।

জন্মাদিকারণত্বাখ্যলক্ষণেন ভৃগুঃ পুরা ।

পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বাথ বিচারাদ্যক্তিমৈক্ষত ॥ ৬৩

“আত্মানুকেৎ” প্রকৃতিতে ‘অন্নম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সত্ত্বাৱস্থা ১২০

অন্নম্—ভৃগুঃ পুরা জন্মাদিকারণত্বাৎলক্ষণেন পারোক্ষ্যেণ গৃহীত্বা অথ বিচার্যং ব্যক্তিম্ ঐক্ষ্যত ।

অনুবাদ—ভৃগু জগতের জন্মাদির কারণত্বরূপ লক্ষণদ্বারা প্রথমতঃ পরোক্ষ-ভাবে ব্রহ্মকে জানিয়া পরে বিচারদ্বারা ব্যক্তিকে দেখিয়াছিলেন এবং অর্থাৎ অন্তরাত্মার ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন ।

টীকা—“ভৃগুঃ”—বরুণনামক ঋষির পুত্র ভৃগু নামে এক ঋষি । [ যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্ত্যভিসংবিশন্তি ইতি তদ্বিজ্ঞাসস্ব তদব্রহ্মেতি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১।১ ]—যাহা হইতে এই সমস্ত ভূত উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাহাব দ্বারা জীবনধারণ করে এবং মরিয়া যাহাতে প্রবেশ করে, তিনিই ব্রহ্ম ; তাঁহাকে তুমি বিশেষ করিয়া জান—এই বাক্য হইতে তিনি জগতের জন্মাদিকারণরূপ লক্ষণদ্বারা জগৎকারণ ব্রহ্মকে প্রথমে পরোক্ষভাবে জানিয়া পরে অন্নময়াদি পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা “ব্যক্তিম্ ঐক্ষত”—প্রত্যগাত্মরূপ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার করিলেন অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিলেন ; ইহাই অর্থ । ৬৩

ভাল, শ্রুতির এই প্রকরণে, ‘তুমিই ব্রহ্ম’ এই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকায়, ভৃগু ঋষি আত্মসাক্ষাৎকার কি প্রকারে হইল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই প্রকারের কোনও উপদেশ-বাক্য না থাকিলেও, সেই উপদেশ-ভৃগুকে আত্মসাক্ষাৎকারের হেতু বিচারযোগ্য ( পঞ্চকোশরূপ ) স্থল প্রদর্শন করায় ভৃগুর আত্মসাক্ষাৎকার হইয়াছিল :—

যত্ৰাপি ত্বমসত্যত্র বাক্যং নোচে ভূগোঃ পিতা ।

তথাপ্যন্নং প্রাণমিতি বিচার্যস্থলমুক্তবান্ ॥ ৬৪

অন্নম্—যত্ৰাপি অত্র ভূগোঃ পিতা ‘ত্বম্ অসি’ ইতি বাক্যম্ ন উচে, তথাপি অন্নম্ প্রাণম্ ইতি বিচার্যস্থলম্ উক্তবান্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যত্ৰাপি এই প্রকরণে ভৃগুর পিতা ‘তুমি হইতেছ ব্রহ্ম’ এইরূপ কোনও বাক্য উচ্চারণ করেন নাই, তথাপি অন্নময় কোশ, প্রাণময় কোশ, ইত্যাদি পঞ্চকোশরূপ বিচার করিবার স্থলের উল্লেখ করিয়াছিলেন । ৬৪

ভাল, অন্নময়াদিকোশের বিচারদ্বারা প্রত্যগাত্মার অর্থাৎ কূটস্থেরই সাক্ষাৎকার লাভ হয়, মানিলান, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার হইল কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—প্রত্যগাত্মাই ব্রহ্ম বলিয়া পঞ্চকোশ বিচারদ্বারা আনন্দরূপ আত্মার স্বরূপ অপরোক্ষ করিয়া, ভৃগু প্রত্যগাত্মার বক্ষ্যমাণ ব্রহ্মলক্ষণ প্রয়োগ করিয়া অনুভব করিলেন—[ আনন্দাৎ হি এব শব্দ ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১।১ ]—আনন্দ হইতেই সমস্ত প্রাণী উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া আনন্দ দ্বারাই জীবন ধারণ করে এবং মরিয়া আনন্দেই প্রবেশ করে :—



অন্নপ্রাণাদিকোশেষু সুবিচার্য্য পুনঃপুনঃ ।

আনন্দব্যক্তিমৌক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্মাপ্যযুজ্যৎ ॥ ৬৫

অর্থ—অন্নপ্রাণাদিকোশেষু পুনঃ পুনঃ সুবিচার্য্য আনন্দব্যক্তিং মৌক্ষিত্বা ব্রহ্মলক্ষ্ম  
অপি অযুজ্যৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্ন, প্রাণ প্রভৃতি পঞ্চকোশের বারম্বার বিচারদ্বারা আনন্দরূপ  
আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিয়া তাহাতে ব্রহ্মের লক্ষণও প্রয়োগ করিয়া অনুভব  
করিয়াছিলেন । ( লক্ষ্মন-ক্ৰীং-লক্ষণম্ ) ৬৫

ভাল, ব্রহ্মের আনন্দাত্মরূপ লক্ষণের ত' প্রত্যগাত্মায় যোজনা করা যায় না ; কেননা,  
ব্রহ্ম তটস্থ অর্থাৎ পঞ্চকোশের বাহিরে অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষী হইতে ভিন্ন ; এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ব্রহ্ম এবং প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীর ভেদ সিদ্ধ হয় না,  
“সত্য-জ্ঞান-অনন্ত”রূপ লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপে অবস্থিত—একথা শ্রুতিমুখে শুনা যায় :—

সত্যং জ্ঞানমনন্তং চেত্যেবং ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ ।

উক্তা গুহাহিতয়েন কোশেষ্বতৎ প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৬

অর্থ—‘সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্’ চ ইতি এবম্ ব্রহ্মস্বলক্ষণম্ উক্তা কোশেষু গুহাহিতয়েন  
এতৎ প্রদর্শিতম্ ।

অনুবাদ—“সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম” এই প্রকারে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ  
বলিয়া, শ্রুতি ‘পঞ্চকোশমধ্যে বুদ্ধিরূপ গুহায় অবস্থিত’—এইরূপে ব্রহ্মের  
অন্তরাত্মরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন ।

টীকা—( তৈত্তিরীয় ২।১।২ মন্ত্রে ) সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম—এইরূপে ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ বলিয়া,  
[ “যো বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্” ]—‘পরম ব্যোমে অর্থাৎ অব্যাকৃত আকাশে বিদ্যমান,  
পঞ্চকোশরূপ গুহায় অবস্থিত ব্রহ্মকে যিনি জানেন’—এই বাক্যদ্বারা ‘পঞ্চকোশরূপ গুহার ভিতরে  
অবস্থিত’—এইরূপে সেই ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতা, তৈত্তিরীয়শ্রুতি ব্রহ্মস্বরূপবর্ণনপ্রসঙ্গে  
বলিয়াছেন ; ইহাই অর্থ । অসাধারণ অর্থাৎ একবর্তী ধর্ম্মপ্রতিপাদক বাক্যকে ‘লক্ষণ’ বলে অথবা  
অব্যাপ্তি, অতিব্যাপ্তি, অসম্ভব এই দোষত্রয়শূন্য ধর্ম্মের প্রতিপাদক বাক্যকে ‘লক্ষণ’ বলে, যেমন  
সান্নাদিমন্ত্ গোষের লক্ষণ । লক্ষণ দুই প্রকার, যথা—স্বরূপলক্ষণ ও তটস্থলক্ষণ । যে ধর্ম্ম, স্বরূপের  
অন্তর্গত থাকিয়া অর্থাৎ যতকাল তাহা থাকে ততকাল তাহার স্বরূপে বিদ্যমান থাকিয়া অন্ত হইতে  
তাহার ব্যবর্তক বা ভিন্নতার জ্ঞাপক হয়, তাহাকে স্বরূপলক্ষণ বলে । ‘স্বরূপান্তর্গতত্বেপি  
ব্যাবর্তকম্’ ; যেমন ‘আকাশ বিল বা ছিদ্র’ ; যেমন বেদান্তমতে “সচ্চিদানন্দং ব্রহ্ম ।” উক্ত স্থলে  
সান্নাদিমন্ত্ ( গলকস্থলাদিযুক্ততা ) গোষের স্বরূপবোধক বলিয়া এবং সর্বকাল ধরিয়া গোষে  
বর্তমান থাকিয়া, অখণ্ডাদি হইতে গোষের ব্যবর্তক হয় বলিয়া, ‘সান্নাদিমন্ত্’ গোষের স্বরূপলক্ষণ ।

সেইরূপ শ্রুত্যুক্ত সত্যজ্ঞানানন্দরূপত্ব ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া এবং সর্বকালে জ্ঞানাজ্ঞানদশায় ব্রহ্মে বিद्यমান বলিয়া অসজ্জড়িতরূপ প্রপঞ্চ হইতে ব্রহ্মের ব্যাবর্তক হইতেছে। এইহেতু তাহা ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ। “বাবল্লক্ষ্যকালমনবস্থায়িত্তে সতি যদ্যাবর্তকং তৎ তটস্থম্”—যাহা লক্ষ্যের স্থিতিকাল পর্যন্ত লক্ষ্যে বিद्यমান থাকে না অথচ লক্ষ্যের ব্যাবর্তক হয়, তাহা তটস্থ লক্ষণ, যেমন গন্ধবতী পৃথিবী ; গন্ধবতী মহাপ্রলয়ে পরমাণুতে এবং উৎপত্তিকালে ঘটাদিতে থাকে না বলিয়া তটস্থ লক্ষণ ; কিন্তু “জগজ্জন্মাদিকারণম্ ব্রহ্মম্”—জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণতা এবং তদুপলব্ধিত ব্রহ্মের সর্বস্বত্তা কেবল অজ্ঞানদশায় থাকিয়া ব্রহ্মের ব্যাবর্তক হয় বলিয়া তটস্থ লক্ষণ। যে বাটীর উপর কাক বসিয়া রহিয়াছে এটি রামের বাটী—তটস্থ লক্ষণের দৃষ্টান্ত। ‘শাদা রঙের উত্তরদ্বারী বাটী বামেব বাটী,—স্বরূপলক্ষণ। ৬৬

অতীত ৬২-৬৬ পর্যন্ত পাঁচটি শ্লোকে (যজুর্বেদেব অন্তর্গত) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের বিচার কবিনা দেখাইলেন যে ত্রুশুর ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকাব পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পর বিচার হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ছান্দোগ্যশ্রুতির বিচারদ্বারা সেই কথার সমর্থন করিতেছেন অর্থাৎ দেখাইতেছেন যে পরোক্ষজ্ঞান হইতে বিচারদ্বারা সাক্ষাৎকাব উৎপন্ন হয় :—

৫। ৫৮ শ্লোকান্ত  
অবাত্তব বাক্য ও মহা-  
বাক্যেব ফলসম্বন্ধে  
ছান্দোগ্য শ্রুতি প্রমাণ।

পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্যেন্দ্রে য আত্মেত্যাদিলক্ষণাৎ।

অপরোক্ষীকর্তু মিচ্ছং শচতুর্বারং গুরুং যযৌ ॥ ৬৭

অর্থ—ইন্দ্রঃ ‘যঃ আত্মা (অপহতপাপা)’ ইত্যাদিলক্ষণাৎ পারোক্ষ্যেণ বিবুধ্য অপারোক্ষী-  
কর্তু ম্ ইচ্ছন্ চতুর্বারম্ গুরুম্ যযৌ।

অনুবাদ—“যিনি আত্মা অপহতপাপা” ইত্যাদিলক্ষণ শুনিয়া ইন্দ্র পারোক্ষ-  
ভাবে পরব্রহ্ম অবগত হইয়া তাঁহাকে অপারোক্ষ করিবার ইচ্ছায় উপর্যুপরি চারিবার  
গুরুর নিকট গমন করিয়াছিলেন। (ছান্দোগ্য উ, ৮।৭।১—৮।৭।৩ ব্রষ্টব্য)

টীকা—[য আত্মা অপহতপাপা বিরজো বিমৃত্যুর্বিশোকো বিজিবৎসোহপিপাসঃ সত্যকামঃ  
সত্যসঙ্কল্পঃ সোহঘেষ্ঠব্যঃ স বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ—ছান্দোগ্য ৮।৭।১]—‘যে আত্মা স্বরূপতঃ নিষ্পাপ  
অর্থাৎ কর্মের এবং কর্মশ্রয় স্থূলস্থলশরীরের সংসর্গশূন্য, জরারহিত, যত্নশূন্য, শোকহঃখ-  
বিবজ্জিত, ভোজনেচ্ছারহিত, পিপাসাবিজ্জিত, সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প, সেই আত্মার অন্বেষণ করিবে,  
জিজ্ঞাসা করিবে অর্থাৎ শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ হইতে বিশেষরূপে জানিবার ইচ্ছা করিবে’—  
এই বাক্যদ্বারা প্রতিপাদিত লক্ষণের সাহায্যে ইন্দ্র আত্মাকে পরোক্ষরূপে অবগত হইয়া বিচার-  
দ্বারা তিনটি শরীরকে নিরাকরণ বা পৃথক্ করিয়া সেই আত্মার সাক্ষাৎকার করিবার জন্ত,  
“গুরুম্”—(উপদেষ্টা) ব্রহ্মার নিকট, “চতুর্বারম্ যযৌ”—চারিবার ‘উপসদন’ করিয়াছিলেন।  
বিদ্যাগ্রহণের নিমিত্ত সমিৎপাপি হইয়া অর্থাৎ হাতে উপহার লইয়া গুরুচরণগ্রহণপূর্বক “হে  
ভগবন্, আমাকে উপদেশ করুন” ইত্যাদি মন্ত্রের উচ্চারণপূর্বক সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাকে “উপসদন”  
বলে। ইন্দ্র তাহাই করিয়াছিলেন। ইহা সামবেদের অন্তর্গত ছান্দোগ্য উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়ে  
(৮।৭।২) বর্ণিত আছে। ৬৭

এক্ষণে ঋগ্বেদের অন্তর্গত ঐতরেয় শ্রুতির সাহায্যে, ‘পরোক্ষজ্ঞান লাভ করিবার পব বিচার-  
দ্বারা সাক্ষাৎকারের উৎপত্তি হয়’ এই কথার সমর্থন করিতেছেন :—

(চ) ৫৮ প্রোক্তোক্ত বিষয়ে আত্মা বা ইদমিত্যাদৌ পরোক্ষং ব্রহ্ম লক্ষিতম্ ।  
ঐতরেয় শ্রুতির প্রমাণ । অধ্যারোপাপবাদাভ্যাং প্রজ্ঞানং ব্রহ্মদর্শিতম্ ॥৬৮

অর্থ—( ঐতরেয়োপনিষদি ১।১।১ ) ‘আত্মা বা ইদম্’ ইত্যাদৌ পরোক্ষম্ ব্রহ্ম লক্ষিতম্ ;  
অধ্যারোপাপবাদাভ্যাম্ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম দর্শিতম্ ।

অনুবাদ—“সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল” ইত্যাদি বাক্যে  
পরব্রহ্ম পরোক্ষভাবেই লক্ষিত হইয়াছেন, পরে অধ্যারোপ ও অপবাদনামক  
প্রক্রিয়ার দ্বারা ( বস্তুতে অবস্থার আরোপ এবং মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণার্থ  
অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে তাহার অভাবনিশ্চয়দ্বারা ) প্রত্যগাত্মাকেই ব্রহ্মরূপে প্রদর্শন  
করা হইয়াছে ।

টীকা—[ আত্মা বৈ ইদম্ এক এব অগ্রে আসীৎ ন অন্তঃ কিঞ্চন মিথং ( ব্যাপাবৎ )—  
ঐতরেয় উ, ১।১।১ ]—‘সৃষ্টির পূর্বে এই নামরূপদ্বারা অভিব্যক্ত জগৎ, সর্বপ্রকার ভেদশূন্য ব্যাপক  
ব্রহ্মই ছিল, সজাতীয় বা বিজাতীয় অন্ত কোনও সক্রিয় বস্তু ছিল না’—এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মের লক্ষণ  
বলিয়া, [ সঃ ঐক্ষত লোকান্ হু সৃজৈ—ঐতরেয় উ, ১।১।১ ]—তিনি আলোচনা (চিন্তা) করিলেন—  
‘আমি অন্তঃ প্রভৃতি লোক সৃষ্টি করিব’—এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া—[ তন্ত ব্রহ্ম আবসথাঃ ত্রঃ  
স্বপ্নাঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ অয়ম্ আবসথঃ—ঐতরেয় উ, ১।৩।১২ ]—জীবভাবে দেহে  
প্রবিষ্ট পরমেশ্বরের বাসস্থান তিনটি—(১) জাগরণকালে দক্ষিণ চক্ষু, (২) স্বপ্নকালে অন্তঃকরণ মন,  
(৩) সুষুপ্তিকালে হৃদয়াকাশ ; অথবা পিতৃশরীর, মাতৃশরীর ও স্বীয় দেহ—এই তিনটি । এই তিন  
অবস্থা অবিচ্ছিন্নভাবে এবং সেইহেতু মিথ্যা বলিয়া স্বপ্ন ; এই স্বপ্ন তিন প্রকার—(১) জাগরণ,  
(২) স্বপ্ন ও (৩) সুষুপ্তি । ‘এই আবসথ’, ‘এই আবসথ’ ‘এই আবসথ’ বলিয়া উক্ত তিন  
অবস্থাকেই পুনর্বার নির্দেশ করা হইয়াছে :—এই বাক্যদ্বারা পরমাত্মার জগতের অধ্যারোপপ্রকার  
বর্ণন করিয়া [ সঃ জাতো ভূতানি অভিব্যথাৎ—কিম্ ইহ অন্তম্ বাবদিসং—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩ ]—  
সেই পরমেশ্বরের জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ জীবরূপে দেহে প্রবিষ্ট হইয়া সমস্ত ভূতকে ও প্রাণিদেহকে  
স্ব-স্বরূপে অবধারণ করিয়াছিলেন, তিনি এই শরীরে অন্ত কাহারই না কথা বলিবেন ?—এই বাক্যদ্বারা  
সেই আরোপিত জগতের অপবাদ বর্ণন করিয়া—[সঃ এতম্ এব পুরুষম্ ব্রহ্ম ততম্ অপশ্যৎ ইদম্ অদর্শম্  
ইতি ৩—ঐতরেয় উ, ১।৩।১৩\* ]—তিনি ( জীবরূপে অবস্থান করিতে করিতে ) সৃষ্টি-স্থিতি-মহাহারের

\* ঐতরেয়োপনিষদের ১।৩।১৩ মন্তরের শঙ্করভাষ্যের অনুবাদ :—সেই পরমেশ্বরের জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থাৎ  
জীবাক্রমণে দেহমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ভূতসমূহকে ব্যাকৃত করিয়াছিলেন অর্থাৎ ভূতবর্গে ভাদাভ্যাভিনিবেশ করিয়া-  
ছিলেন । কোনও সময়ে পরমদয়ালু আচার্য্যকর্তৃক—বাহার শব্দে আত্মজ্ঞান লাগরিত হয়,—সেই  
বেদান্তবাক্যরূপ মহাত্মারী কর্ণমূলে ভাডামান হইতে থাকিলে, সেই জীব সৃষ্টিপ্রকৃতির কর্তৃরূপে বর্ণিত এই

কারণ উক্ত পুরুষকেই পরিপূর্ণ বা সর্বব্যাপী ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়াছিলেন—আমি আমার স্বরূপ ( ব্রহ্মত্ব দর্শন করিয়াছি বলিয়া প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন—এই বাক্যদ্বারা প্রত্যগাত্মারই ব্রহ্মত্ব কথিত হইয়াছে। আবার [পুরুষ বা অয়ম্ আদিত: গর্ভো ভবতি যদ্ এতদ্ বেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১]—অবিজ্ঞানকাম কস্মাভিমানযুক্ত সংসারী পুরুষ কৰ্ম্মক্ষয়ে চন্দ্রমণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ পুরুষশরীরে গর্ভরূপী হয়—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জ্ঞানসাধন বৈরাগ্যের উৎপত্তির নিমিত্ত গর্ভবাসাদি হুংথ প্রদর্শন করিলেন : তদনন্তর [ কোহমাত্মোতি বয়ম্ উপাস্মহে—ঐতরেয় উ, ৩।১১ ]—আত্মোপাসনাতংপর মুমুক্শু ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমরা যে আত্মার উপাসনা করিতেছি, তাঁহার স্বরূপ কি? এবং শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে সেই আত্মা কোনটি?—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা বিচার পূর্বক ‘তৎ’ ও ‘অয়ম্’ পদের অর্থের শোধনপূর্বক, [ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম—ঐতরেয় উ, ৩।১৩ ]—প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম, এইরূপে প্রজ্ঞানরূপ আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্বিষ্ণুরণ্য স্বামী অপবাদ প্রক্ৰিয়া “অমুভূতি প্রকাশে” “ঐতরেয়োপনিষদ্বিবরণ” নামক প্রথম প্রবেশে এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—স সংসারীশ্বরো জাত ঈশ্বরায়ুগ্রহাৎ পুনঃ। পৃথিব্যাঙ্গীনি ভূতানি যথাশাস্ত্রং ব্যাচারয়ং ॥ ১৯ ॥ সেই ঈশ্বর দেহপ্রবেশহেতু জাগ্রদাদি অবস্থাক্রান্ত হইয়া সংসারী ( জীব ) হইলেন ; আবার ( কোনও সময়ে ) ঈশ্বরায়ুগ্রহবশতঃ গুরুশাস্ত্রপ্রসাদে ক্ষিতি প্রভৃতি ( ভূতগণ ) লইয়া ( তন্নিস্থিত দেহত্বয়ের ) যথাশাস্ত্র বিচার করিয়া তাহাদের স্বরূপ অবগত হইলেন ॥ পরমায়ন উৎপন্নং জগদাশ্রয়ং নৈতরং। মৃদো জাতো বটো যদ্বয়মৃদ্বৈব তথেক্যতাম্ ॥ ২০ ॥ পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন জগৎ আত্মভিন্ন অস্তা কিছুই নহে ; যেমন মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন বট বস্ত্ততঃ মৃত্তিকাই, অস্তা কিছু নহে ; ইহাও সেইরূপে বুদ্ধিয়া লও :—অর্থাৎ জগৎ আত্মমাত্র—( প্রতিক্তা ) ; কেননা, আত্মা হইতে উৎপন্ন ( হেতু ) ; বাহা যদ্বৎপন্ন তাহা তন্মাত্র ; যেমন মৃদ্বৎপন্ন বট মন্মাত্র, ইহাও সেইরূপ ॥ বটঃ শরাব ইত্যাদি বিকারাণাং মৃদঃ পৃথক্। তত্ত্বং নাস্তি প্রতীতে তু নামকরূপে প্রকল্পিতে ॥ ২১ ॥ বট, শরাব ইত্যাদি মৃত্তিকার বিকারবসমূহের, মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ স্বরূপ নাই। তাহাদের বট, শরাব ইত্যাদি নাম এবং কণুগ্রীবাদি আকার কাল্পনিকমাত্র ॥ প্রতীবিশ্বভ্রমো নীরাভ্যাপাদিবশতো যথা। সন্নিবেশোপাধিতোহয়ং তথা কুষ্ঠাদিবিভ্রমঃ ॥ ২২ ॥ যেমন জলাদিতে প্রতিবিম্বিত মুখাদি মুখাদিব ভ্রমমাত্র, জলাদিরূপ উপাধিই সেই সেই ভ্রমের কারণ ; সেইরূপ অবয়বসংযোগবিশেষরূপ উপাধিই কুষ্ঠাদিভ্রমের কারণ।

( শঙ্কা ) ভাল, যেস্থলে শুক্লিতে রজতভ্রম হয়, সেই স্থলে, সেই শুক্লিকে শুক্লি বলিয়া জানিলেই যেমন রজতজ্ঞানের নিবৃত্তি হয়, সেইরূপ কুষ্ঠকে মৃত্তিকা বলিয়া জানিলেই কেন কুষ্ঠ-

পুরুষকে অর্থাৎ হৃদয়পূরে অবস্থিত আত্মাকে, ‘ততম্’ , তততম্ ) সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ ব্রহ্মরূপে দর্শন করিয়া গিলেন। ‘ততমম্’ শব্দে একটি ‘ত’র লোপ হইয়াছে ; বস্ত্ততঃ “তততমম্” বৃত্তিতে হইবে। তিনি কি প্রকারে আত্মদর্শন করিয়াছিলেন? এই ব্রহ্মই আমার আত্মার যথার্থ স্বরূপ, এইভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। ( এইরূপ প্রতিবোধ লাভ করিয়াছিলেন )। জ্ঞানবিষয়ে বিচারপ্রকাশনার্থ ‘ইতি’ শব্দে স্মৃতি ( স্মৃত্ত্বর ) ব্যবহৃত হইয়াছে ‘ত’ সংখ্যা তাহারই জ্ঞাপক। স্মৃত্ত্বরের অভিপ্রায় এই যে—‘আমার ব্রহ্মজ্ঞান হইল কি না?’ এইরূপ বিচারান্তর জ্ঞানের সত্যতা অবধারণ করতঃ আপনার কৃত্তার্থতা বিজ্ঞাপিত করা হইয়াছে।

জ্ঞানের নিবৃত্তি হয় না ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—ভ্রান্তিঃ সোপাধিকোপাধিনিবৃত্তৌব নিবৃত্তে । ন বোধ্যং তেন ভাসন্তে জ্ঞানতোহপি ঘটাদয়ঃ ॥ ২৩ ॥ যেস্থলে ভ্রমটি উপাধিক্রান্ত, সেইস্থলে, উপাধির নিবৃত্তিতেই ভ্রমের নিবৃত্তি হয়। মৃত্তিকাদির জ্ঞানদ্বারা ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। সেইহেতু মৃত্তিকাদির জ্ঞান থাকিলেও ঘটাদিরূপ ভ্রম থাকিয়া যায়। সেই উপাধির অর্থাৎ ঘটাদিরূপ আকারবিশেষের নিবৃত্তি হইলেই ঘটাদি ভ্রমের নিবৃত্তি হয়।

ভাল, তार्কিক (বৈশেষিক-) গণ যে বলিয়া থাকেন—পৃথগ্দ্ৰব্যস্বরূপঃ সন্ সমবেতা ঘটৌ মৃদি। ইত্যাহত্কারিকাস্তত্ত্ব ন, দৈগুণ্যাপ্রসঙ্গতঃ ॥ ২৪ ॥ ঘট একটি পৃথগ্দ্ৰব্যস্বরূপ; ঘট একটি পৃথগ্দ্ৰব্যস্বরূপেই মৃত্তিকায় সমবেত থাকে; তাহার উত্তর কি ? তাহার উত্তর :—তাহা ঠিক নহে, তাহা হইলে গুণসমূহের দ্বিগুণতার সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। মৃত্তারাদ্ ঘটভাটাক গুরুত্বং দ্বিগুণং ভবেৎ। তথালঙ্কারকর্তী শ্রী কৃতী হেমাধিবৃদ্ধিতঃ ॥ ২৫ ॥ গুরুত্বরূপ গুণ যেমন মৃত্তিকায় থাকে, সেইরূপ ঘটেও থাকে। এইহেতু গুরুত্ব দ্বিগুণ হওয়া উচিত, (কিন্তু তাহা ত' হয় না।) তাহা হইলে সূর্য্যাদির দ্বারা অলঙ্কারের নির্যাতা সূর্য্যাদির বৃদ্ধি করিয়া সমৃদ্ধিসম্পন্ন হইতেন ॥ ন সন্নিবেশমাধেয় পৃথগ্দ্ৰব্যত্বসম্ভবঃ। শরনোখানগমনৈর্ন পুত্রে বহুপুত্রতা ॥ ২৬ ॥ কেবল আকারবিশেষরূপ উপাধির সংযোগ মাত্রেই পৃথগ্দ্ৰব্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। কেননা, তোমার পুত্র শরন করিলে, উখান করিলে, গমন করিলে সেই সেই সন্নিবেশবশতঃ তোমার একটি মাত্র পুত্র ত' অনেকগুলি পুত্র হইয়া যায় না।

তন্মাং কাৰ্য্যং ন বস্ত শ্রাং কারণব্যতিরেকতঃ। কিন্তু কারণ ঐবৈতদনৃতং ভাসতে মুখা ॥ ২৭ ॥ সেইহেতু কাবণকে ছাড়িয়া কার্য্য একটি পৃথক্ বস্তু হইতে পারে না, কিন্তু কাৰ্য্য অসত্য, কারণে মিথ্যা প্রতীয়মান হয়। যদি বল, ঘটের জলধারণসামর্থ্য আছে, মৃৎপিণ্ডের তাহা নাই, তাহা হইলে বলি :—অথক্রিয়ান্ননৃততৎপ্যস্তি স্থাগৌ চোরভয়ক্ষণাং। ততোহনৃত ঘটাত্মাঃ স্যাত্তস্ত কুরুস্ত বা ক্রিয়াম্ ॥ ২৮ ॥ মিথ্যা বস্তুতেও কার্য্যসাধনশক্তি আছে, যেমন দেখিতে পাওয়া যায় কাঠের গুড়ি অঙ্ককারে চোরকে (প্রহরীর) ভয় প্রদান করে। সেইহেতু ঘটাদি কার্য্যরূপে প্রকাশিত হউক বা জলাদিধারণরূপ উদ্দেশ্য সাধন করুক, তাহারা মিথ্যা ॥ সন্নিবেশোপাধিহানে গচ্ছত্যেব ঘটাদিধীঃ! বিবেকিনাং তু বস্তুত্বং ঘটাদীনাম্ নিবৃত্ততে ॥ ২৯ ॥ অবয়ব সংযোগবিশেষরূপ উপাধি বিনষ্ট হইলে বিচারবিহীন ব্যক্তিরও ঘটাদিবুদ্ধি তিরোহিত হয় ॥ বিচারশীল ব্যক্তির কিন্তু সেই উপাধি থাকিতেও ঘটাদিতে বস্তুত্ববুদ্ধি নিবৃত্ত হয়। ঘটঃ শরাব ইত্যেবং বাচ্যেবারভ্যতে বৃথা। মৃত্তিকেষ্যেবং সত্যং শ্রাম্ তু সত্যং ঘটাদিকম্ ॥ ৩০ ॥ ঘট, শরাব ইত্যাদিরূপ কার্য্য কেবল সেই সেই শব্দদ্বারা মিথ্যা উৎপন্ন হয়। সেই সেই কার্য্য মধ্যে কেবল মৃত্তিকাই সত্য কিন্তু ঘটাদি সত্য নহে ॥ এবমাত্মন উৎপন্নং পৃথিব্যাচ্চপি নাত্মনঃ। পৃথগ্ভবন্তি কিস্বাত্মারোপাং প্রতিভাসতে ॥ ৩১ ॥ এইরূপে আত্মা হইতে উৎপন্ন পৃথিবী প্রকৃতি কার্য্যও আত্মা হইতে পৃথগবস্তু নহে, কিন্তু আত্মার পরিকল্পিত হওয়ায়, প্রতিভাত হয় ॥ সৎসত্ত্ব হ্যাত্মনস্তত্ত্বং তস্মিন্ ভূম্যাদিকল্পনাং। পৃথিব্যানীনি সত্ত্বীতি ভাসতে তত্ত্বদ্বিত্বৈঃ ॥ ৩২ ॥ যেহেতু আত্মস্বরূপই, ঘটাদি মিথ্যা কার্য্যের মধ্যে সত্য বস্তু, সেইহেতু সেই আত্মস্বরূপে,

ক্ষতি প্রভৃতি পরিকল্পিত হওয়াতে, ক্ষিতাদির গ্রাহক সেই সেই ইন্দ্রিয়দ্বারা এইরূপ প্রতীতি জন্মে, যে পৃথিবী প্রভৃতি কার্য বস্তুতঃই রহিয়াছে ॥ ইন্দ্রিয়োপাধিক। ভ্রান্তিরক্ষণোদ্যম ভাসতে । ইত্যেতদ্বিশদীকর্তুং যোগো বেদেযু বর্ণ্যতে ॥ ৩৩ ॥ ইন্দ্রিয়রূপ উপাধিবশতঃই ভ্রান্তি উৎপন্ন হয় । ইন্দ্রিয়নিরোধ করিলে সেই ভ্রান্তি আর প্রতীত হয় না । ইহাই বুঝাইবার নিমিত্ত বেদসমূহে যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে ॥ সদাশ্রয়ঃ পৃথগভূতমসদ্ভূমাদি তেন তৎ । ভাষ্যকৈঃ কার্যকৃৎস্ব মিথ্যৈব স্মাদ্ বটাদিবৎ ॥ ৩৪ ॥ কালত্রয়দ্বারা অবাধিত আত্মস্বরূপ ইহাতে পৃথগভূত পৃথিব্যাদি জগৎ অসৎ । সেইহেতু তাহা ইন্দ্রিয়াদিরূপ উপাধিবশতঃ প্রকাশিত হয়, হউক না কেন । কোনও বস্তু অর্থসাধক হইলেও তাহা বটাদির ত্রায় মিথ্যা ॥ ঈদৃগ্‌বৈবেকদৃষ্টোদং জগদাত্মৈব নেনতরং । এবং সদাশ্রয়নোহন্তং কিং বস্তুতোহন্তীতি শঙ্ক্যতে ॥ ৩৫ ॥ এইরূপ বিচারদৃষ্টি লইয়া দেপিলে, বুঝিতে পারা যায় যে এই জগৎ ‘আত্মাই’ ; তদ্বিন্ন অত্র কিছু নহে । এইরূপ সত্যস্বরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন, অত্র কিছু বস্তুতঃ আছে, কেন এইরূপ আশঙ্কা কবিতোহু ? অদ্বয়ানন্দরূপাত্মা সৃষ্টেঃ পুণমভূৎ যথা । তথৈবাভাপি সম্পন্নো বুদ্ধা সমাগ বিবেচিতঃ ॥ ৩৬ ॥ সৃষ্টিব পূর্বে যেমন অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই ছিলেন, বুদ্ধিপূর্বক সম্যক্ বিচার কবিলে, এই সৃষ্টিদশাতেও সেই অদ্বয় আনন্দস্বরূপ আত্মাই রহিয়াছেন, এইরূপ সিদ্ধি হয় ॥ ইথং সর্বাভ্যুৎকং ব্রহ্ম বিবিচ্য পুনর্ব্যাসৌ । এতেনৈব স্বমায়ানং ব্রহ্মজ্ঞেন ব্যলোকয়ং ॥ ৩৭ ॥ এই প্রকারে ব্রহ্ম সর্বাভ্যুৎকং অর্থাৎ সকল বস্তুরই স্বরূপ, এইরূপ নির্ণয় করিয়া সেই জীব নিজের আত্মাকেও ব্রহ্মরূপে দেখিলেন অর্থাৎ ব্রহ্ম এই আত্মারও স্বরূপ, এইরূপ ধারণা করিলেন । ৩৮ ॥ ৬৮

এই প্রকারে, তৈত্তিরীয়, ছান্দোগ্য ও ঐতরেয় এই তিন উপনিষদে বর্ণিত প্রণালী অত্র শ্রুতিতে অতিদেশ করিতেছেন :—

( ৬ ) অষ্টম এগারটি অবাস্তুরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধৌর্ভবেৎ ।

প্রোক্তো প্রণালীর

অতিদেশ সকল শ্রুতিতে ।

সর্বত্রৈব মহাবাক্যবিচারাদপরোক্ষধীঃ ॥ ৬৯

অদ্বয়—সর্বত্র এব অবাস্তুরেণ বাক্যেন পরোক্ষা ব্রহ্মধীঃ ভবেৎ । মহাবাক্যবিচারঃ অপরোক্ষধীঃ ।

অনুবাদ—অপর্যাপক সকল শ্রুতির বিচারেই, অবাস্তুর বাক্যদ্বারা পরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান হয় এবং মহাবাক্যের বিচারদ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান হয় ।

টীকা—এস্থলে ‘সর্বত্র’ শব্দে ‘সকল শ্রুতিবিষয়েই’ এইরূপ অর্থ বুঝিতে হইবে । অপরোক্ষ-জ্ঞান বা প্রত্যক্ষজ্ঞানের বিচার ( ৬ ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য । ৬৯

তাল, মহাবাক্যের বিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান জন্মে, এই বাহা বলিলেন, তাহা ত’ আপনার স্বকপোলকল্পিত,—করতলে কপোল বিজ্ঞানসপূর্বক বুদ্ধির দ্বারা উদ্ভাবিত মাত্র ; তাহা শাশ্বতপ্রমাণ প্রতিপাদিত বা নিজ বিচারসিদ্ধ বলিয়া “হৃদয়েন অভ্যুজ্ঞাত” নহে । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যকর্তৃক “বাক্যবৃত্তি” গ্রন্থে ৩৭ হইতে ৪২ শ্লোকে

এই কথা প্রতিপাদিত হওয়াতে, মহাবাক্যবিচার হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, ইহা আমি  
কপোলকল্পিত নহে :—

(৩) মহাবাক্যবিচার অপ-  
রোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক :

“বাক্যবৃত্তি”স্থিত  
আচার্য-বাক্য প্রমাণ ।

ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধার্থঃ মহাবাক্যমিতীরিতম্ ।

বাক্যবৃত্তাবতো ব্রহ্মাপরোক্ষে বিমতির্ন হি ॥ ৭০

অর্থ—বাক্যবৃত্তো ‘ব্রহ্মাপরোক্ষসিদ্ধার্থঃ মহাবাক্যম্’ ইতি ঈরিতম্ ; অতঃ ব্রহ্মাপরোক্ষে  
বিমতিঃ ন হি ।

অনুবাদ—যেহেতু ‘বাক্যবৃত্তি’গ্রন্থে, ‘ব্রহ্মের অপরোক্ষতাসিদ্ধির জ্ঞানই  
মহাবাক্য’—এইরূপ কথিত হইয়াছে, এইহেতু মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মবিষয়ক  
অপরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তি বিষয়ে কোনও বিবাদ নাই বা থাকিতে পারে না ।

টীকা—“অতঃ”—এইহেতু, মহাবাক্য হইতে ব্রহ্মের অপরোক্ষজ্ঞানবিষয়ে বিপ্রতিপত্তি বা  
বিবাদ নাই, ইহাই অর্থ । ‘বাক্যবৃত্তি’ গ্রন্থে ৩৭ হইতে ৫৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য । ৭০

‘বাক্যবৃত্তি’ গ্রন্থে ( ৪৪ সংখ্যক শ্লোক ) ‘মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষ জ্ঞান’ জন্মে ইহা যে  
প্রকারে উপপাদিত হইয়াছে তাহাই দেখাইতেছেন :—

আলম্বনতয়া ভাতি যোহস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ ।

অন্তঃকরণসত্ত্বিবোধঃ স ত্বম্পদাভিধঃ ॥ ৭১

অর্থ—যঃ অন্তঃকরণসত্ত্বিবোধঃ অস্মৎপ্রত্যয়শব্দয়োঃ আলম্বনতয়া ভাতি সঃ ত্বম্পদাভিধঃ

অনুবাদ—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন যে চৈতন্য, ‘আমি’-রূপ প্রত্যয় অর্থাৎ বৃত্তির  
এবং ‘আমি’-রূপ শব্দের আশ্রয়রূপে প্রতীত হন, তিনিই ‘ত্বম্’ পদের বাচ্য ।

টীকা—“যঃ অন্তঃকরণসত্ত্বিবোধঃ”—অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট চিদাত্মা, “অস্মৎ-  
প্রত্যয়শব্দয়োঃ”—‘আমি’ এইরূপ জ্ঞানের এবং ‘আমি’ এইরূপ শব্দের, “আলম্বনতয়া ভাতি”—  
বিষয়স্বরূপ হইয়া প্রতীত হয়, “সঃ ত্বম্পদাভিধঃ”—সেই প্রকার বোধ, তৎ-ত্বম্-অসি  
বাক্যান্তর্গত ‘ত্বম্’ ( তুমি ) এই পদ হইয়াছে অভিধায়ক অর্থাৎ বাচক সাহায্য, এইরূপে  
“ত্বম্পদাভিধঃ” । অতিপ্রায় এই—‘ঘট’ এইরূপ অন্তঃকরণ বৃত্তির এবং ‘ঘট’ এই শব্দের বিষয়  
হইতেছে ‘ঘট’ । সেই স্থলে ‘ঘট’ এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, ‘ঘট’ এই শব্দ বাগিস্মিণে  
অবস্থিত এবং ‘ঘট’ এই বিষয় মৃত্তিকায় অবস্থিত ; এইহেতু তিনটি পরস্পর ভিন্ন ; সেইরূপ ‘অহম্’  
বা আমি এই বৃত্তির ও ‘অহম্’—আমি—এই শব্দের বিষয় হইতেছে অন্তঃকরণ বিশিষ্ট চেতনরূপ জীব ।  
সেই স্থলে ‘অহম্’ এই বৃত্তি অন্তঃকরণে অবস্থিত, ‘অহম্’—এই শব্দ বাগিস্মিণে অবস্থিত । আব  
এই দুইটির বিষয় অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য “নিজ মহিমায়”—( ছান্দোগ্য উ, ৭।২।৪।১ ) অবস্থিত ।  
এইহেতু ‘অহম্’ বৃত্তি, ‘অহম্’ শব্দ হইতে পৃথক্ । যত্বপি ‘অহম্’-বৃত্তি অন্তঃকরণের অন্তর্গত  
বলিয়া জীব হইতে তাহার ভিন্নতা সম্ভবে না, তথাপি যেমন ঘটস্বার্থ ও ঘটাকাশস্বার্থদ্বারা

“আজ্ঞানক্ষেপে” প্রতিভে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবন্যা ২০১

ঘট ও ঘটাকাশের ভেদ, ব্যবহারের বিষয় হইতে পারে, সেইরূপ অন্তঃকরণরূপ ধর্ম এবং অন্তঃকরণবিশিষ্টচেতনরূপ ধর্মের ভেদদ্বারা অন্তঃকরণ ও জীবের ভেদ ব্যবহার হইতে পারে। এইহেতু জীব হইতে অহংবৃত্তির ভেদ আছে। আর ‘অহং’ শব্দের লক্ষ্যার্থ এবং ‘অহং’ বৃত্তির প্রকাশক কূটস্থচেতন অহংবৃত্তি হইতে সর্বথা পৃথক্—এই তত্ত্ব প্রসঙ্গক্রমে জানা যাইতেছে। ৭১

এই প্রকারে ‘ত্বং’পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিয়া ‘তং’পদের বাচ্যার্থ বর্ণন করিতেছেন :—

মায়োপাধির্জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ ।

পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাত্মকস্তংপদাভিধঃ ॥ ৭২

অর্থ—মায়োপাধিঃ জগদ্যোনিঃ সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ পারোক্ষ্যশবলঃ সত্যাত্মকঃ তংপদাভিধঃ । ( বাক্যবৃত্তি ৪৫ শ্লোক )

অনুবাদ—আর মায়োপাধিক জগৎকারণ, সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণ এবং পরোক্ষ-ধর্মবিশিষ্ট, সত্য-জ্ঞান-অনন্তস্বরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন মহাবাক্যস্থ ‘তং’ পদের বাচ্য ।

টীকা—“পারোক্ষ্যশবলঃ”—“পরোক্ষত্বধর্মবিশিষ্ট”, এই পদ্যন্ত বিশেষণদ্বারা তটস্থ লক্ষণ বলিয়া, স্বরূপলক্ষণ বলিতেছেন—“সত্যাত্মকঃ”—সত্যজ্ঞানানন্তস্বরূপ, ইনিই ‘তং’পদের বাচ্য । ‘সত্য’ আদি যাহাদের, যে জ্ঞানাদির—তাহাই আত্মা বা স্বরূপ যাহাব তিনি উক্তরূপ অর্থাৎ “সত্য-জ্ঞানানন্ত”-স্বরূপ । তংপদ হইয়াছে অভিধা বা বাচক যাহাব, তিনি “তংপদাভিধঃ” \* । ৭২

এইরূপে মহাবাক্যান্তর্গত ‘ত্বম্’ ও ‘তং’পদের অর্থ বলিয়া এক্ষণে পদসমষ্টিরূপ বাক্যের অর্থ বুঝাইবার জন্ত যে লক্ষণবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, তাহাবই কথা বলিতেছেন :—

প্রত্যক্পরোক্ষতৈকম্য সদিদীয়ত্বপূর্ণতা ।

বিরুদ্ধোতে যতস্তন্মাল্লক্ষণা সম্ভবত্বতে ॥ ৭৩

\* বাক্যবৃত্তি-টীকাকার বিশেষ্বর এই শ্লোক এইরূপে ব্যাখ্যা করিতেছেন—“আগমনত্বা” ইত্যাদি ( ৭১ ) শ্লোকে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন বলিয়া ত্বংপদের বাচ্যরূপ জীবের সন্নিভ্যতা প্রদর্শিত হইল। এক্ষণে পরোক্ষত্ব ও পূর্ণত্ব প্রদর্শন করিবার জন্ত ‘তং’পদের বাচ্যার্থ প্রদর্শন করিতেছেন—“মায়োপাধিঃ” ইত্যাদি। যেহেতু তিনি ‘যদ্বৈ’ব অর্থাৎ সাক্ষ্যচেষ্টার আশ্রয় এবং দর্পণের স্থায় ( একান্ত নির্লিপ্ত থাকিয়া ) সমষ্টি অজ্ঞানের আশ্রয় এবং মায়োপাধিক অবিভাধারা কল্পিত জীবের অগোচর এবং এইরূপে যাহাব অবয়বানন্দধর্ম ( জীবের নিকট, ব্রহ্মজালিকের ধর্মপেব স্থায় ) আবৃত হইয়া রহিয়াছে, সেইহেতু তিনি মায়োপাধিঃ” । উক্তরূপ আবৃততাহেতু যিনি “জগদ্যোনিঃ” জগৎরূপ বিক্ষেপের অধিষ্ঠান, কেননা, দেখা যায়, বজ্রপ্রভৃতির বিশেষাংশের আবরণ ঘটিলে অর্থাৎ ইন্দ্রমাংসমাত্র অবশিষ্ট থাকিলেই ) সর্পাদিস্রমের অধিষ্ঠানতা ঘটে ; “সর্বজ্ঞত্বাদিলক্ষণঃ”—এইহেতু তিনিই নিমিত্তকারণ, ইহাই এতদ্বারা উক্ত হইল, কেননা, মুণ্ডকশ্রুতি ( ১।১।৩ ) বলিতেছেন যিনি সামান্তরূপে সঙ্গবস্তা এবং বিশেষরূপে সর্ববস্তা, “পারোক্ষ্যশবলঃ”—আবৃত থাকিয়া জীবের নিকট পরোক্ষতাবিশিষ্ট, “সত্যাত্মকঃ”—অপরচ্ছিন্নজ্ঞানানন্দধর্মরূপ—এইরূপ লক্ষণবিশিষ্ট যিনি, তিনি “তংপদাভিধঃ” ‘তং’পদবাচ্য ঈশ্বর। মায়োপাধিযুক্ত বলিয়া ইনি ‘পরোক্ষ’, সর্বজ্ঞত্বের অধিষ্ঠান বলিয়া ‘পূর্ণ’ ।



অম্বয়—প্রত্যক্পরোক্ষতা সন্ধিতীয়ত্বপূর্ণতা একত্র যতঃ বিরুদ্ধোক্তে, তন্মাং লক্ষণা সম্ভবন্ততে । ( বাক্যবৃত্তি ৪৩ শ্লোক )

অম্ববাদ—যেহেতু একই বস্তুর ( একই কালে ) প্রত্যক্ ( আস্তর বা অপরোক্ষ ) এবং পরোক্ষ হওয়া কিম্বা সন্ধিতীয় এবং পূর্ণ হওয়া, পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া অসম্ভব, সেইহেতু সেই সেই স্থলে লক্ষণা আসিয়াছে অর্থাৎ অঙ্গীকার করিতে হয় ।

টীকা—প্রত্যক্সাহিত পরোক্ষতা, সন্ধিতীয়তা-( পরিস্ফুটতা-) সহিত পূর্ণতা—‘সহিত’-রূপ মধ্যপদলোপী সমাস; এই দুইটি ধর্ম্য যেহেতু একই বস্তুতে বিরুদ্ধ, সেইহেতু লক্ষণাবৃত্তি ( প্রথম খণ্ডে পরিশিষ্টে খ. পৃ ২০৭, পং ২২ দ্রষ্টব্য ) আশ্রয়যোগ্য হইয়া পড়ে। ইহাই অর্থ \* । ৭৩

মহাবাক্যসমূহে আশ্রয়যোগ্য সেই লক্ষণাবৃত্তি কি প্রকার? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

**তত্ত্বমস্তাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা ।**

**সোহয়মিত্যাদিবাক্যস্থপদয়োঃিবি নাপরা ॥৭৪**

অম্বয়—তত্ত্বমস্তাদিবাক্যেষু লক্ষণা ভাগলক্ষণা ( বা ভাগত্যাগলক্ষণা ) ; “সঃ অয়ম্”—ইত্যাদিবাক্যস্থপদয়োঃ ইব, অপরা ন । ( বাক্যবৃত্তি ৪৮ শ্লোক )

অম্ববাদ—তৎ-ত্বম্-অসি—তুমিই সেই—ইত্যাদিরূপ বাক্যসমূহে যে লক্ষণা আশ্রয় করিয়া অর্থ বুঝিতে হয়, তাহা ভাগ-(ত্যাগ-) লক্ষণা ; “সঃ অয়ম্”—(সে-ই এই) ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত “সঃ”—সেই ও “অয়ম্” এই—এই দুই পদের অর্থের ভাগত্যাগলক্ষণা করিয়া যেমন উক্ত বাক্যের অর্থ বুঝিতে হয়, সেইরূপ ; ইহাতে অপর অর্থাৎ ‘জহৎ’-লক্ষণা বা ‘অজহৎ’-লক্ষণা করিতে হইবে না । ( প্রথম খণ্ডে খ’ পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য ) । †

\* বিশেষরচাৰ্ধ্য ( বাক্যবৃত্তি-টীকা ) বলেন এই বিরোধ, মায়োপাধিকত্ব কাৰ্যোপাধিকত্ব, সর্বস্বত্ব, কিকিজ্জত্ব ইত্যাদিরূপ ।

† আচার্য্য বিশেষর এই শ্লোকের তাৎপৰ্য্যব্যাখ্যায় লিখিতেছেন—‘সেই দেবদত্ত এই’ এই বাক্যে ‘সেই’ এবং ‘এই’ এই দুই শব্দের মূখ্যার্থ গ্রহণ করিলে, সেই দেশ এবং সেই অতীতকালরূপ বিশিষ্টতার, এই দেশ এবং এই ( বর্তমান ) কালরূপ বিশিষ্টতা নাই বলিয়া, সেই দুই পদের মূখ্যার্থের একতা অসম্ভব হওয়ায়, ‘সেই’ এবং ‘এই’ এই উভয়পদসূচিত বিশিষ্টতাংশ পরিত্যাগ করিয়া দেবদত্তমাত্র ( কেবল দেবদত্তশরীরে ), ( লক্ষ্যার্থ ) প্রসূত হয় ; তত্ত্বমস্তাদিবাক্যেও সেইরূপ । তত্ত্বমস্তাদিবাক্যে তাৎপদের এবং ত্বম্পদের মূখ্যার্থ গ্রহণ করা যায় না, কেননা, তাৎপদসূচিত ত্রাক্ষের পরোক্ষতার ‘ত্বম্’ পদসূচিত প্রত্যক্স ( অন্তরাষ্ট্যরূপ অপরোক্ষতা ) নাই ; সেইরূপ অপরিচ্ছিন্নরূপ পূর্ণে সন্ধিতীয়ত্ব নাই, এইহেতু তত্ত্বমস্তাদিবাক্যে

টীকা—“ভাগলক্ষণ” শব্দে ভাগত্যাগলক্ষণ বুঝিতে হইবে। সেই ভাগত্যাগলক্ষণ দ্বারা বলিতেছেন—‘এই সেই দেবদত্ত’ এই বাক্যের অন্তর্গত ‘এই’ এবং ‘সেই’ এই দুই পদে যেমন ‘জহৎ-অজহৎলক্ষণ’ অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়, এস্থলেও সেইরূপ অর্থাৎ তত্ত্বমস্তাদিমহাবাক্যে ‘তৎ’ ও ‘ইম্’ প্রভৃতিরূপ পদে ভাগত্যাগলক্ষণরই আশ্রয় করিতে হইবে। “ন অপরা”—জহৎ-লক্ষণ বা অজহৎ-লক্ষণবৃত্তির আশ্রয় করিতে হইবে না। যাহাকে ভাগত্যাগলক্ষণ বলে তাহারই অপব নাম জহৎ-অজহৎ-লক্ষণ। ৭৪

ভাল, ‘গাম্ আনয়’—গরুটিকে আন—ইত্যাদি বাক্যে লক্ষণাবৃত্তি বিনাই বাক্যার্থের বোধ হয়, দেখা যায় ; ‘তত্ত্বমসি’ প্রভৃতি বাক্যে কেন না হইবে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

সংসর্গো বা বিশিষ্টো বা বাক্যার্থো নাত্ৰ সম্যতঃ ।

অথৈগুরুসত্বেন বাক্যার্থো বিদুষাং মতঃ ॥ ৭৫

অর্থ—সংসর্গঃ বা বিশিষ্টঃ বা বাক্যার্থঃ সম্যতঃ ন ; অথৈগুরুসত্বেন বাক্যার্থঃ বিদুষাম্ মতঃ । ( বাক্যবৃত্তি ৩৮ শ্লোক )

অনুবাদ—এই সকল মহাবাক্যে সংসর্গরূপ বা বিশিষ্টরূপ বাক্যার্থ\* মানা যাইতে পারে না। অতএব পণ্ডিতগণ অথৈগুরুসত্বেন বাক্যার্থ স্বীকার করিয়া থাকেন অর্থাৎ এই সকল বাক্যদ্বারা তাঁহারা বুঝেন যে, জীব জীব অবস্থিত যে জীবচৈতন্য, তিনি অদ্বয়ানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম এবং অদ্বয়ানন্দস্বরূপ যে পরব্রহ্ম, তিনিই জীবচৈতন্য—এই অথৈগুরুসত্বেন একাই বুঝেন। ( ঘ পরিশিষ্ট দৃষ্টব্য ) ।

এখানে একটা অসম্বদ হয়। সেইহেতু ‘তৎ’ ও ‘ইম্’ এই উভয় পদেই, পরোক্ষ ও সন্ধিগীয়াদি বৈশিষ্ট্যাংশ পরিত্যাগ করিয়া, যথাক্রমে পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধ এই দুই অর্থ গ্রহণীয় হয়। ভাল, তাহা হইলেও পূর্ণানন্দ ও প্রত্যগ্‌বোধ তাৎপর্য্য অভিন্নতা কি প্রকারে বুঝা যাইবে ? ইহার উত্তরে বলা যাইবে ‘অসি’ ( হও ) এই পদদ্বারা প্রত্যগ্‌বোধ এককপক্ষে হেতু পূর্ণানন্দকতা কথিত হওয়ায় ( ৭৬ শ্লোকের পাদটীকায় ) বর্ণিত উপায়ে পূর্ণানন্দতা সিদ্ধ হওয়ায়, প্রত্যগ্‌বোধের পরিহার হয়। এইরূপে ‘তৎ’ ও ‘ইম্’ পদের ভাগলক্ষণদ্বারা তাৎপর্য্য স্বীকার করিতে হইবে, কেননা, অজহৎলক্ষণদ্বারা সেই তাৎপর্য্য অসম্বদ। বিবেচনাচাষ্য তদনন্তর বলিতেছেন তাহা বা ইম্পদার্থকে তৎপদার্থের অংশ বা বিকার বর্ণনা মহাবাক্যবাধ্য করেন, তাহাদের মত একান্ত উপেক্ষণীয়, তাহার দাবিত্তর গুণি দিয়াছেন।

\* বাক্যবৃত্তি টীকাকার ( বিবেচনাচাষ্য ) এই শ্লোকের হুবিস্তৃত টীকায় ‘সংসর্গ’ ও ‘বিশিষ্ট’ এই দুইটির প্রভেদ একেপে দেখাইয়াছেন—‘নীল উৎপল’—এই বাক্যটি উচ্চারিত হইলে যখন ‘নীল’ এই পদটি ‘উৎপল’ দ্রব্যকে যেতপীতাদি ( উৎপল ) হইতে পৃথক্ করিয়া, এই ব্যাবস্কৃত্যাহেতু ‘বিশেষণ’ হইয়া ‘বিশেষ্য’ উৎপল পদের সহিত ‘সংসর্গ’ অর্থাৎ সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় এবং সেইরূপ আবার ‘উৎপল’ এই পদটি, ‘নীল’গুণকে ( নীল- ) বস্তুনিহিত হইতে পৃথক্ করিয়া বিশেষণ নীলপদের সহিত সংসর্গ প্রাপ্ত হয়, তখন বিশেষণবিশেষ্যভাব-সংসর্গ। যখন পদদ্বয়ের বাস্তবিক অপেক্ষা না করিয়াই সম্বন্ধমূলক পদার্থ—‘নীলবিশিষ্ট উৎপল’ ‘দণ্ডবিশিষ্ট দেবদত্ত’ এইরূপে, প্রদানভাবে ( মুখ্যতঃ ) ‘একবিশিষ্ট অমুপদার্থ’ বুঝা, তখন বিশিষ্টত্ব ( বিশেষ্য পদার্থের ) অমুকুলতাহেতু ‘বিশিষ্ট’। এইরূপে ‘সংসর্গ’ ও ‘বিশিষ্ট’ বাক্যার্থের ভেদ।

টীকা—‘গরুটিকে ‘আন’ ইত্যাদি বাক্যসমূহে ‘গরুটিকে’ ও ‘আন’ এইরূপ পদসকল যে, আকাঙ্ক্ষাদিবিশিষ্ট (‘চ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) গো প্রভৃতি পদের অর্থকে স্মরণ করাইয়া দেয়, তাহাদের যে অর্থ বা সম্বন্ধ, তাহাই সেই বাক্যের অর্থ বলিয়া জনসমাজে গৃহীত হইয়া থাকে ; আবার যেমন ‘নীল মহাসুগন্ধি কমল’—ইত্যাদি বাক্যে নীলত্বাদিবিশিষ্ট উৎপলই বাক্যের অর্থ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে ; মহাবাক্যসমূহে সংসর্গরূপ অর্থাৎ সম্বন্ধরূপ এবং বিশিষ্টরূপ অর্থাৎ বিশেষণযুক্তরূপ বাক্যার্থমধ্যে একটিও মহাবাক্যসমূহের অর্থ বলিয়া সেইরূপে অঙ্গীকৃত হয় না, কিন্তু অথও—একরস বলিয়া স্বগতাদিভেদশূন্য বস্তুমাত্ররূপ বাক্যার্থ পণ্ডিতগণ অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এইহেতু লক্ষণাবৃতির আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। অভিপ্রায় এই—যেমন, ‘তুমি গরুটিকে আন’—এই বাক্যের অন্তর্গত তিনটি পদের অর্থের যে পরস্পর সম্বন্ধ রহিয়াছে সেই সম্বন্ধই অথবা সম্বন্ধসহিত পদার্থই বাক্যার্থ। এইহেতু ‘তুমি-গরুটিকে-আন’—ইহাই সমগ্র বাক্যের অর্থ। ( তাহাকেই “সংসর্গ”রূপ বাক্যার্থ বলে। ) কিন্তু মহাবাক্যের এইরূপ অর্থ সম্ভব হয় না, কেননা, (১) ত্বম্ পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ‘তৎ’পদের অর্থ অথবা ‘তৎ’পদের অর্থের সহিত সম্বন্ধযুক্ত ‘অম্’পদের অর্থ—এইরূপ মানিলে [ অসঙ্গোহয়ম পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫ ]—এই পুরুষ অর্থাৎ পরমাত্মা অসঙ্গ—এই শ্রুতিবাক্য প্রতিপাদিত অসঙ্গতার ব্যাঘাত হয়। এইহেতু মহাবাক্যের সম্বন্ধরূপ বা সংসর্গরূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হইতে পারে না। ( ২ ) আবার যেমন ‘নীল মহাসুগন্ধি কমল’ এই বাক্যে ‘নীল’ ও ‘মহাসুগন্ধি’ এই দুই পদ বিশেষণরূপ গুণের বাচক, আর ‘কমল’ ‘পদ’রূপ দ্রব্যের বাচক, এইহেতু ‘নীলরং বিশিষ্ট মহাসুগন্ধি কমল দ্রব্য’—ইহাই সমগ্র বাক্যের অর্থ। ( তাহাকেই “বিশিষ্ট”রূপ বাক্যার্থ বলে )। কিন্তু মহাবাক্যের সেইরূপ অর্থ সম্ভবে না ; কেননা ‘ত্বম্’পদার্থবিশিষ্ট ( অর্থাৎ ‘ত্বম্’-পদার্থরূপ বিশেষণ যুক্ত ) হইতেছে যে ‘তৎ’পদের অর্থ অথবা ‘তৎ’পদের অর্থরূপ বিশেষণযুক্ত যে ‘অম্’পদের অর্থ—মহাবাক্যের অর্থ এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, একই বস্তুর সর্বস্বত্বাদি-অল্পস্বত্বাদি ধর্ম্যবিশিষ্টতা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিরুদ্ধ হয় এবং [ সাক্ষী চেতা কেবলো নিগুণশ্চ—ঋতাস্থতর উ, ৩।১১ ]—সাক্ষী চৈতন্যরূপ কেবল ও নিগুণ—এই ঋতাস্থতর শ্রুতিবচনের এবং [ যদ্ব হি এব এষ এতস্মিন্ উৎ অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্ম ভয়ম্ ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭।১ ]—যে অল্পমাত্রও ( অর্থাৎ বিশেষ্য-বিশেষণভাবরূপ বা উপাস্ত-উপাসকরূপ ) ভেদ করে, পরে তাহার জন্মাদি অনর্থরূপ ভয় হয় ;—এই সকল শ্রুতিবচনে ব্রহ্মের যে কেবলতা, সর্বধর্ম্মরহিততা, নিগুণতা, সজ্জাতীয়াদি ভেদরাহিত্য ও নিঃশেষে অন্ত্যভাবজনিতভেদরাহিত্য প্রতিপাদিত হইয়াছে, তাহার বাধা হয়। এইহেতু মহাবাক্যের ‘বিশিষ্ট’রূপ বাক্যার্থ সিদ্ধ হয় না। এই কারণে পণ্ডিতগণ লক্ষণদ্বারা মহাবাক্যের অর্থ ঠিকরসতারূপ \* অর্থ স্বীকার করেন।

\* বিবেচনাচালা উক্ত টীকায় ‘অর্থঃওকরসতা’ এইরূপে বুঝাইয়াছেন—“অর্থঃওকরসতা বলিতে ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ ‘ব্রহ্মই হইতেছেন আমি’ এইরূপ ব্যতিহারক্রমে যাহা বুঝা যায়। এই বিষয়ে শ্রুতিবচন [ ত্বং বাহুমগ্নি ভগবো দেবত, অহং বা ত্বমসি ] এখানে দুই ‘বাহু’ ‘এব’ অর্থে প্রযুক্ত হইয়াছে। [ সূক্ষ্মাৎ সূক্ষ্মতরং নিতাম্ তন্মসেব ত্বমেব ত্বং—কৈবলা উ, ২৩ ], বাশিষ্ঠ রামায়ণে প্রত্নাদিবচন—“অহং ত্বং ত্বমহং দেব দিষ্টা ভেদোহস্তি নাভয়োঃ। দিষ্টা মতামসি প্রাপ্তো দিষ্টা ততোমং গতাঃ ॥ তুভ্যং মহামনস্তায় মহং তুভ্যং শিবাস্থানে। নমো দেবাদিদেবায় পরায় পরমাস্থানে ॥”

“আত্মানকে” প্রতিতে ‘অয়ম’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২০৫

(শঙ্কা) বাচ্যার্থের লক্ষ্যার্থরূপ চৈতন্যের সহিত সম্বন্ধ স্বীকার করিলে, লক্ষ্যার্থের অসঙ্গত হানি হয় ; আবার সেই সম্বন্ধ অস্বীকার করিলে লক্ষণা ঘটে না, কেননা, শব্দ্যসম্বন্ধ অর্থাৎ বোধ্যসম্বন্ধের নাম লক্ষণা ; অসঙ্গ লক্ষ্যার্থে সেই সম্বন্ধ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। (সমাধান)—‘তৎ’ পদের বাচ্যার্থের দুই ভাগ—জড় ও চৈতন্য ; ‘অম’পদেরও সেইরূপ দুই ভাগ। চৈতন্যভাগের লক্ষ্যার্থের সহিত তাদাত্ম্য বা অভেদ সম্বন্ধ, আব জড়ভাগের লক্ষ্যার্থের সহিত অধিষ্ঠানতা সম্বন্ধ ; কল্পিতের সম্বন্ধের দ্বারা বা আপনাব তাদাত্ম্যসম্বন্ধদ্বারা, লক্ষ্যার্থে চৈতন্যের অসঙ্গতাস্থ্যভাবের হানি হয় না। (দ্বিতীয় শঙ্কা) ‘তৎ’পদ ও ‘অম’পদ এই দুইটির যদি অথগুচৈতন্যের সহিত লক্ষণা স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে ‘ঘট হইতেছে ঘট’ এই বাক্যের দ্বারা মহাবাক্যও পুনরুক্তি-দোষাক্রান্ত বা বাক্যাভাস মাত্র হইয়া অপ্রমাণ হইয়া যায় ; আর উক্ত দুই পদের লক্ষ্যার্থ ভিন্ন বলিয়া মানিলে মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয় না। (সমাধান)—‘তৎ’পদের বাচ্যার্থ মায়াবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ মায়্য ঈশ্বরের স্বরূপে প্রবিষ্ট ; ‘অম’পদের বাচ্যার্থ অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট ; ‘আর’ ‘তৎ’ পদের লক্ষ্যার্থ মায়্যরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ মায়্য ঈশ্বরের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট এবং ‘অম’পদের লক্ষ্যার্থ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত চৈতন্য অর্থাৎ অন্তঃকরণ জীবের স্বরূপে অপ্রবিষ্ট। একচৈতন্যকে তত্ত্বভয়ের লক্ষ্যার্থ মানিলে অবশ্যই পুনরুক্তিদোষ হয় কিন্তু মায়োপাধিযুক্ত এবং অন্তঃকরণোপাধিযুক্ত চৈতন্যই তত্ত্বভয়ের লক্ষ্যার্থ ; উপাধিভেদেই তত্ত্বভয়ের ভেদ ; সেইহেতু পুনরুক্তি হয় না, কিন্তু তত্ত্বভয়ের বাস্তব অভেদ। এইহেতু তাহাদের পরস্পর উদ্দেশ্য-বিষয় ভাব মানিলেই মহাবাক্যের অভেদার্থবোধকতা সম্ভব হয়। অথবা দুই পদের পৃথক্ লক্ষ্যকতা স্বীকার করিলেই পুনরুক্তির শঙ্কা হইতে পারে ; কিন্তু তাহাদের পৃথক্ লক্ষ্যকতা নাই। তত্ত্বভয় মিলিত হইয়া অথগু ত্রয়ের লক্ষক ; এই কারণেও পুনরুক্তিদোষ হয় না। ৭৫

অথও একরস বস্তুই যে মহাবাক্যের অর্থ, তাহাই দেখাইতেছেন :—

প্রত্যগ্‌বোধো য আভাতি সোহদয়ানন্দলক্ষণঃ ।

অদয়ানন্দরূপশ্চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ ॥ ৭৬

অর্থ—যঃ প্রত্যগ্‌বোধঃ আভাতি, সঃ অদয়ানন্দলক্ষণঃ ; অদয়ানন্দরূপঃ চ প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ । (বাক্যবৃত্তি ৩৯ শ্লোক)

অনুবাদ—যাহা সর্বজীবের আন্তর চিদায়রূপে ভাসমান, তাহা অদয় আনন্দ-স্বরূপ ; আর যাহা অদয় আনন্দস্বরূপ (পরমাত্মা) তাহাই সর্বজীবের আন্তর চিদেকরসস্বরূপ আত্মা ।

টীকা—“যঃ প্রত্যগ্‌বোধঃ”—যাহা সর্বজীবের আন্তর চিদাত্মা, “আভাতি”—বুদ্ধি প্রভৃতির

সাক্ষিরূপে স্থিরিত হইতেছেন, “সঃ অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ”—তিনি অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মা—  
ইহাই অর্থ । “অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ”—সেইরূপ পরমাত্মা, “প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ”—চিদেকবস  
প্রত্যগাত্মাই ।\* ৭৬

এইরূপে অথগাথের জ্ঞানদ্বারা কি ফল হইবে ?—তত্ত্বতরে বলিতেছেন ( বাক্যবৃদ্ধি  
৪০ শ্লোক ) :—

(বা) অথগাথের অপ-  
রোক্ষজ্ঞানের ফল ।

ইখমন্তোন্মতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তির্যদা ভবেৎ ।

অব্রক্ষত্বং ত্বমর্থশ্চ ব্যাবর্ত্তেত তদৈব হি ॥ ৭৭

অর্থ—ইখম্ অন্তোন্মতাদাত্ম্যপ্রতিপত্তিঃ + যদা ভবেৎ, তদা এব ত্বমর্থশ্চ অব্রক্ষত্বম্ ব্যাবর্ত্তেত হি ।  
অনুবাদ ও টীকা—যখন এই প্রকারে ব্রক্ষ ও আত্মার পরস্পর অভেদের নিশ্চয়  
হইবে, তখনই ত্বম্-পদের অর্থ প্রত্যগাত্মার অব্রক্ষরূপতা নিবৃত্ত হইবে—। ৭৭

তদর্থশ্চ চ পারোক্ষ্যং যন্ত্বেবং কিং ততঃ শৃণু ।

পূর্ণানন্দৈকরূপেণ প্রত্যগ্‌বোধোহবতিষ্ঠতে ॥ ৭৮

অর্থ—চ তদর্থশ্চ পারোক্ষ্যম্ ( ব্যাবর্ত্তেত ) ; যদি এবম্, ততঃ কিম্ ? শৃণু, পূর্ণানন্দৈক-  
রূপেণ প্রত্যগ্‌বোধঃ অবতিষ্ঠতে । ( বাক্যবৃদ্ধি, ৪১ শ্লোক )

অনুবাদ—এবং তৎ-পদের অর্থের পরোক্ষতা নিবৃত্ত হইবে । তাহার পর যদি  
বাদী জিজ্ঞাসা করেন—“ভাল, যদি এইরূপই হয়, তাহাতে হইবে কি ?”

\* বিশেষরূপাচার্য্যকৃত এই শ্লোকের টীকা—অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন হইয়া যে বোধ প্রত্যক্ষ। অর্থাৎ  
অন্তরাত্মরূপতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ‘ত্বম্’পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশিত হইতেছে, তাহাই “অদ্বয়ানন্দলক্ষণঃ”  
অদ্বয়ানন্দরূপ ; “অদ্বয়ানন্দরূপঃ চ” আবার অদ্বয়ানন্দরূপ যে পরমাত্মা ‘তৎ’পদের লক্ষ্যার্থরূপে স্বয়ং প্রকাশমান,  
তিনি “প্রত্যগ্‌বোধৈকলক্ষণঃ”—প্রত্যগ্‌বোধের সহিত এক অর্থাৎ অভিন্ন হইয়াছে লক্ষণ—স্বরূপ, যাহার সেইরূপ ।  
( শব্দ ) ভাল, আনন্দ ও বোধ এই দুইয়ের তাদাত্মা বা অভিন্নতা কি প্রকারে উপপন্ন ( দিষ্ট ) হয় ?  
( উত্তর ) এস্থলে কোনও বিরোধ নাই। কেননা, আত্মা বোধানন্দস্বরূপ বলিয়া আত্মাতেই আনন্দ ও  
বোধের অভিন্নতার উপলব্ধি হয় । ভাল, তাহাই যদি হইল, তাহা হইলে কেন বলা হইতেছে না  
যে অদ্বয়ানন্দবোধই প্রত্যগানন্দবোধ ? সেস্থলে অভিশ্রায় এই—বোধনরূপ ( অর্থাৎ ‘জ্ঞানকর্মা’ ) আত্মা  
অন্তঃকরণাবচ্ছিন্ন আত্মা ; যখন সেই আত্মা অদ্বিতীয়রূপে দ্রুংখন্ডাদির অভাবহেতু অজ্ঞ সকল বৃত্তি রহিত হইয়া যান, তখন  
সেই বোধের ( জ্ঞানকর্মের ) স্মরণ না হওয়ায় আনন্দরূপে অবস্থান করেন । এইহেতু তদ্বস্ত একরূপই বলিবা, এইরূপ  
ঐক্য কোনও অমুপপত্তি হয় না । সংসর্গবিশিষ্ট পক্ষে ( ঐক্য মানিলে ) দুই বাচ্যার্থের ঐক্য প্রত্যক্ষবিরোধবশতঃ  
উপচারিকই হইবে, সেইরূপ ঐক্য যে প্রতিবন্ধক, ইহা পূর্বে বলা হইয়াছে ।

+ বিশেষরূপাচার্য্যকৃত টীকা “অন্তোন্মতাদাত্ম্যম্”—উভয়েরই পরস্পর তাদাত্ম্য ; সেই আত্মা—তদাত্ম্য, ‘তৎ’পদার্থেরও  
যাহা আত্মা বা স্বরূপ তাহাই ‘ত্বম্’ পদার্থের স্বরূপ ; এইরূপ ‘ত্বম্’ পদার্থেরও যাহা আত্মা—স্বরূপ, তাহাই ‘তৎ’পদার্থের ;  
তাহার ভাব তাদাত্ম্য, তাহার প্রতিপত্তি জ্ঞান ; তাহা যখন হইবে তখনই ‘অব্রক্ষত্বম্’—‘আমি মমত্ব’ এইরূপ অজ্ঞানদ্বারা  
সম্বিতীয় হওয়াতে কর্তৃত্বভেদদ্বারাক্রমে সংসারিত, “ত্বমর্থশ্চ” প্রত্যগাত্মার, ‘ব্যাবর্ত্তেত’—নিবৃত্ত হইবে । ‘হি’শব্দের অর্থ হেতু ।

চতুস্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ‘তবে শ্রবণ কর—কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে প্রত্যগাত্মা প্রবাস্তিত থাকিবেন।’

টীকা—‘অয়ম্’পদের অর্থরূপ প্রত্যগাত্মার, আন্তিসিদ্ধি অবক্ষয়পতা এবং “তদগ্ৰন্থ”—  
তৎপদের অর্থরূপ ব্রহ্মের একমাত্রপরোক্ষজ্ঞানবিষয়তা নিবৃত্ত হইবে। (বাদী জিজ্ঞাসা  
করিতেছেন) তাহা যেন হইল, তাহাতে হইল কি? সিদ্ধান্তী তত্বতবে বলিতেছেন—“তবে  
ব্রবণ কর” ইত্যাদি।\* ৭৮

ভাল, “সময়বলেন সম্যক্ পরোক্ষাত্মভবসাধনম্ আগমঃ”—প্রাচীন সিদ্ধান্ত বলিয়া অথবা সত্যতার  
লে সম্যক্ পরোক্ষাত্মভবের সাধন শাস্ত্রবচনকে আগম বা শাস্ত্র বলে। (‘সিদ্ধং সিদ্ধৈঃ প্রমাণৈশ্চ হিতং  
ত্র পরত্র বা। আগমঃ শাস্ত্রমাপ্তানামাপ্তান্তত্বার্থবেদিনঃ॥’—সিদ্ধ প্রমাণদ্বারা প্রতীপাদিত  
হলোকে এবং পরলোকে হিতাবহ, আপ্তজনকথিত শাস্ত্রের নাম আগম। আপ্তগণ তত্বার্থবেদী)।  
হাই আগমের অর্থার্থ শাস্ত্রবচনের লক্ষণ বলিয়া, শাস্ত্রবচনকে কি প্রকারে আপনি অপবোক্ষজ্ঞানের  
ংপাদক বলিতে পারেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া গ্রন্থকর্তা, ‘এই বাদী বা শঙ্কাকাবী  
দ্বান্তপরিজ্ঞানশূন্য’ এই কথাটি মনে করিয়া উপহাস করিতেছেন :—

৭৭) মহাবাক্য হইতে  
পরোক্ষজ্ঞানের উৎ-  
পত্তিযে শঙ্কাকারীর  
ত উপহাস।

এবং সতি মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানমার্য্যতে।

যৈশ্চেষাং শাস্ত্রসিদ্ধান্তবিজ্ঞানং শোভতেতরাম্ ॥৭৯

অয়ম্—এবম্ সতি যৈঃ মহাবাক্যাৎ পরোক্ষজ্ঞানম্ দ্বৈধ্যতে, তেষাম্ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত-বিজ্ঞানম্  
শোভতেতরাম্।

অনুবাদ—ইহাই সিদ্ধান্ত হইলে, যাহারা অসমীচীন মতেই অনুবর্তী হইয়া  
লে—মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহাদের শাস্ত্রসিদ্ধান্তজ্ঞান অতিশয়  
জ্ঞল, বলিতে হইবে।

টীকা—যাহারা এইরূপ বলে যে মহাবাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞানই উৎপন্ন হয়, তাহারা  
সম্প্রসঙ্গ জানেই না ; ইহাই অর্থ। ৭৯

\* বিধেয়বস্তু টীকা— ব্রহ্ম নিজেই নিজের পরোক্ষ হন না কিন্তু অবক্ষয়বিশিষ্ট প্রত্যগাত্মারই পরোক্ষ হন। যেহেতু  
তৎ, এইহেতু প্রত্যগাত্মার অবক্ষয়বিশিষ্টতাব্যবহায়ে ব্রহ্মের পরোক্ষতারও ত্রিব্যবহায়ে হইবে, ইহাই বলিতেছেন :—  
পদের অর্থ ও অম্পদের অর্থ এই দুইটির একত্বজ্ঞানেব ফলে অজ্ঞানসম্বৃত সেই পরোক্ষতা ও অবক্ষয়তা বা ব্যুত্ৰি ত্রিব্য-  
বহায়ে ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কি হইবে অর্থার্থ তাহার কিরূপে অবস্থিতি হইবে? ইহাও শিষ্টেব প্রশ্ন। পরোক্ষতা ও  
ক্ষয়তা বা ব্যুত্ৰি পর পূর্ণতার ও প্রত্যক্ষতা (আন্তর্যাক্ষরূপতা) উভয়ই ব্যাবৃত্ত হইবে অথবা হইবে না? ইহাও প্রশ্নের  
প্রায়। আচাৰ্য্য শিষ্যের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া, তাহার উত্তর দিবার জন্য বলিতেছেন শ্রবণ কর ইত্যাদি।  
II প্রকৃষ্ট পূর্ণ ; অবিভাবশত্বেই সেই আত্মার প্রত্যক্ষতা বা আন্তর্যতা, এইহেতু আত্মার স্ববিষয়ক বিজ্ঞানদ্বারা  
সত্যনিবৃত্তি বা ত্রিব্যবহায়ে হইতে পারে, পূর্ণতার নহে, ইহাই বলিতেছেন কেবল পূর্ণানন্দস্বরূপে ইত্যাদি; পূর্ণানন্দ-  
এক অর্থার্থ অস্তিত্ব, স্বরূপ ধাহার, তিনিই “পূর্ণানন্দৈকরূপঃ”। “প্রত্যগ্বেদ্যঃ”—জ্ঞানস্বরূপ অন্তর্যাত্মাই, আন্তর্যরূপতার  
ত্রি বা ত্রিব্যবহায়ে ঘটিলে পূর্ণানন্দরূপে অবস্থিত থাকেন, ইহাই অভিপ্রায়।

( শব্দ ) ভাল, সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; ‘বাক্য যে পরোক্ষজ্ঞানের জনক, ইহা অমুমান সিদ্ধ’—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্তবীজ লইয়া তর্ক উঠাইতেছেন :—

( ট ) বাক্যের পরোক্ষ-  
জ্ঞানজনকতাবিষয়ে শব্দ।  
ও তাহার সমাধান। **অস্ত্যং শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তো যুক্ত্য বাক্যাং পরোক্ষধীঃ ।**  
**স্বর্গাদিবাক্যবনৈবং দশমে ব্যভিচারতঃ ॥ ৮০**

অর্থ—শাস্ত্রস্য সিদ্ধান্তঃ অস্ত্যম্ ; যুক্ত্য স্বর্গাদিবাক্যবৎ বাক্যাং পরোক্ষধীঃ ; ন এষম দশমে ব্যভিচারতঃ ।

অমুবাদ—শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত এখন থাকুক ; বাক্য হইতে যে কেবল পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, ইহা যুক্তিসিদ্ধ ; যেমন স্বর্গাদি প্রতিপাদক বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হয়, সেইরূপ।—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—( বাদীর ) একথা গ্রহণযোগ্য নহে, কেননা, দশম পুরুষবিষয়ে এ কথার ব্যভিচার হয়।

টীকা—( অমুমান ) বিবাদের বিষয় বাক্য ( পক্ষ ) পরোক্ষজ্ঞানেরই জনক হইয়াব যোগ্য ( সাধ্য )—প্রতিজ্ঞা। যেহেতু তাহা বাক্য—হেতু ; স্বর্গাদিবিষয়ক বাক্যেব স্মাৎ—উদাহরণ ; এই অমুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় ; ইহাই অর্থ। এই অমুমানের ‘যেহেতু তাহা বাক্য’, এই যে হেতু কথিত হইয়াছে, সেই হেতুটি অনৈকান্তিক অর্থায় ব্যভিচারী। এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উহার পরিহার করিতেছেন—“( বাদীর ) এ কথা” ইত্যাদি। ‘তুমিই হইতেছ দশম’ ইহা একটি বাক্য ; তথাপি ইহাতে অপরোক্ষজ্ঞান-জনকতা প্রতীত হইতেছে। এই কারণে হেতুটি ব্যভিচারী। হেতুটি ব্যভিচারী বলিয়া, সেই হেতুর সাহায্যে উৎপন্ন যে অমুমান, সেই অমুমানদ্বারা মহাবাক্যের পরোক্ষজ্ঞানজনকতা সিদ্ধ হয় না। অভিপ্রায় এই—শব্দের স্বভাব এই—শব্দ হইতে, অন্তরায়যুক্ত বস্তুর পরোক্ষজ্ঞানই হয় ; অপরোক্ষজ্ঞান কোন প্রকারে হইতে পারে না। যেমন স্বর্গাদির বা ধর্ম্মাধর্ম্মের শাস্ত্ররূপ শব্দদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানই হইয়া থাকে। আর অন্তরায়রহিত বস্তুর শব্দ হইতে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ এই দুই প্রকার জ্ঞানই হয়। যে প্রকার ‘দশম পুরুষ আছে’, অথবা ( বিশ্রুত ) ‘কণ্ঠভূষণ, আছে’—এই আশ্রয়বাক্য হইতে অন্তরায়রহিত দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের পরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। আর ‘দশম পুরুষ তুমি’ এবং ‘কণ্ঠভূষণ এই যে’ এইরূপ আশ্রয়বাক্য হইতে দশম পুরুষের ও কণ্ঠভূষণের অপরোক্ষজ্ঞান হয়। এই প্রকারে ব্রহ্মের অবাস্তর বাক্য হইতে পরোক্ষজ্ঞান এবং মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হইয়া থাকে। ৮০

অথবা ‘তম্’পদের অর্থ জীবের অপরোক্ষতার অভাবের সম্ভাবনা হয় বলিয়া, মহাবাক্য পরোক্ষজ্ঞানজনক নহে, ইহা মানিতে হইবে ; ইহাই বলিতেছেন :—

( ট ) ‘তম্’পদার্থ জীবের  
যতঃসিদ্ধ অপরোক্ষতা  
অধীকার করিতে হয়  
বলিয়া মহাবাক্যের  
পরোক্ষজ্ঞানজনকতার  
অধীকার।

**স্বতোহপরোক্ষজীবস্য ব্রহ্মত্বমভিবাঞ্ছতঃ ।**

**নশ্যেৎ সিদ্ধাপরোক্ষত্বমিতি যুক্তিরমহত্যাহো ॥ ৮১**

“আত্মানকে” প্রতিভে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২০২

অধর—স্বতঃ অপরোক্ষজীবন্ত ব্রহ্মত্বমভিব্যাহতঃ সিদ্ধাপরোক্ষত্বম্ নশ্চেৎ ইতি যুক্তিঃ মহতী অহো ।

অনুবাদ ও টীকা—স্বভাবতঃ অপরোক্ষ জীবের ব্রহ্মভাবলাভের কামনায়, জীবের সিদ্ধ অপরোক্ষতা বিনষ্ট হইবে, তোমার এই যুক্তিটি কি আশ্চর্য্যরূপ ! ৮১

‘জীবের অপরোক্ষতার নাশ আমার ( জীবের ) পক্ষে ত ইষ্টাপত্তি’ অর্থাৎ আমি ত’ তাহাই চাই ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

( ড ) ‘জীবের অপরোক্ষতা-  
হানি ইষ্টাপত্তি’—এইরূপ

শঙ্কায় সোপহাস সমাধান । লৌকিকং বচনং সার্থং সম্পন্নং ত্বৎপ্রসাদতঃ ॥ ৮২

অধর—বুদ্ধি ইষ্টবতঃ মূলম্ অপি নষ্টম্ ইতি দৈদৃশম্ লৌকিকম্ বচনম্ ত্বৎপ্রসাদতঃ সার্থম্ সম্পন্নম্ !

অনুবাদ ও টীকা—( “বাণিজ্যাদির দ্বারা” ) মূলধনের বুদ্ধির আকাজক্ষা করিয়া মূলধনও হারাইল—এইরূপ লৌকিক প্রবচন তোমার প্রসাদেই সার্থকতা-লাভ করিল ! ৮২

৬। অপরোক্ষ হইবার যোগ্য সোপাধিক প্রতাগ্-অভিন্ন ব্রহ্মের, মহাবাক্য-জ্ঞান অপরোক্ষজ্ঞানের বৃত্তিবা্যপাতাদ্বারা, বর্ণন ।

‘ভাল, জীব সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণরূপ উপাধিযুক্ত বলিয়া জীব অপবোক্ষ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্ম নিরূপাধিক বলিয়া সেইরূপ অপরোক্ষ হইতে পাবেন না’—এইরূপ শঙ্কায় উপহাস করিতেছেন :—

( ক ) নিরূপাধিক বলিয়া  
ব্রহ্মেব অপবোক্ত তায় শঙ্কা । অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধো জীবোহপরোক্ষতাম্ ।

অর্হত্ব্যুপাধিসম্ভাবান্ন তু ব্রহ্মানুপাধিতঃ ॥ ৮৩

অধর—অন্তঃকরণসম্ভিন্নবোধঃ জীবঃ উপাধিসম্ভাব্যং অপরোক্ষতাম্ অর্হতি, ব্রহ্ম তু অনুপাধিতঃ ন ( অপরোক্ষতাম্ অর্হতি ) ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের উপাধি থাকায় জীব অপরোক্ষ হইতে পারে ; আর ব্রহ্মের কোনও উপাধি নাই, কি প্রকারে ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইবেন ? ব্রহ্ম অপরোক্ষ হইতে পারেন না । ৮৩

‘ব্রহ্মের নিরূপাধিকতা অসিদ্ধ’—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার কবিতেন :—

নৈবং ব্রহ্মত্ববোধস্য সোপাধিবিষয়ত্বতঃ ।

যাবদ্বিদেহকৈবল্যমুপাধেরনিবারণাৎ ॥ ৮৪

খ) ব্রহ্ম যে নিরূপাধিক,  
এ কথাই অসিদ্ধ ।



অম্বয়—এবম্ ন, ব্রহ্মবোধস্ত সোপাধিবিষয়ত্বতঃ ; যাবৎ বিদেহকৈবল্যম্ উপাধেঃ অনিবারণাৎ ।

অমুবাদ—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ব্রহ্মভাবের বোধ সোপাধিক-বিষয়ক । যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন উপাধির নিবৃত্তি অসম্ভব ।

টীকা—জীবের যে ব্রহ্মরূপতার জ্ঞান হয়, তাহা সোপাধিক-বস্তুবিষয়ক বলিয়া, সেই জ্ঞানের বিষয় ব্রহ্মও সোপাধিক । জ্ঞেয়বস্তুর অর্থাৎ ব্রহ্মের সোপাধিকতা না থাকিলে জ্ঞানের সোপাধিকবিষয়ত্ব সম্ভব হয় না, ইহাই অভিপ্রায় । জ্ঞানের সেই সোপাধিক-বিষয়কতা কি প্রকারে সিদ্ধ হয় ? তত্বগুরে বলিতেছেন—“যতদিন বিদেহকৈবল্য না হয় ততদিন” ইত্যাদি । ৮৪

ভাল, তাহা হইলে জীব ও ব্রহ্মের দুইটি বিলক্ষণ উপাধি কি কি ? তাহার নির্ণয় হওয়া চাই । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) জীব ও ব্রহ্মের  
বিলক্ষণ উপাধির বর্ণন ।

**অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যভ্যাং বিশিষ্যতে ।**  
**উপাধির্জীবতাবশ্য ব্রহ্মতয়াশ্চ নান্যথা ॥ ৮৫**

অম্বয়—জীবতাবশ্য ব্রহ্মতয়াঃ ৮ উপাধিঃ অন্তঃকরণসাহিত্যরাহিত্যভ্যাম্ বিশিষ্যতে, অন্তথা ন ।

অমুবাদ ও টীকা—জীবভাবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্য এবং ব্রহ্মভাবের উপাধি অন্তঃকরণরাহিত্য ; এইরূপেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ ; অন্য কোন প্রকারে নহে । ৮৫

ভাল, অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ ভাবরূপ বলিয়া, অর্থাৎ ‘রহিয়াছে’ এইরূপে প্রতীত হয় বলিয়া, তাহা উপাধি হইতে পারে । আর অন্তঃকরণরাহিত্য অভাবরূপ বলিয়া অর্থাৎ ‘নাহি’ নাই—এইরূপ প্রতীতির বিষয় বলিয়া তাহা কিরূপে উপাধি হইতে পারে ? তাহা ‘ত’ উপাধি হইতে পারে না । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—(মধুসূদন সরস্বতী “অদ্বৈতরত্নরক্ষণ” গ্রন্থে \* ) উপাধির লক্ষণ করিয়াছেন,—“যাবৎ কার্যমবস্থারিত্বেদ-

\* মধুসূদন স্বামী ‘অদ্বৈতরত্নরক্ষণ’ গ্রন্থে (নির্ণয়লাগর প্রেসে মুদ্রিত সংস্করণের ৪৩ পৃঃ ১৪ পংক্তি) লিখিতেছেন—(অমুবাদ) “আর উপাধি বিশেষণ নহে, উপলক্ষণও নহে; উপাধি তৃতীয় প্রকারের ভেদহেতু; কেননা, যাহা স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্টরূপে যাবৎকার্য্য অবস্থারী ভেদহেতু, তাহাই বিশেষণ, যেমন “দণ্ডী প্রথমশ্রোচারণের অমুসরণক্রমে (শুষ্কস্থ হইতে উচ্চারণ শুনিয়া) উচ্চারণ করেন।” এখানে দণ্ড বিশেষণ। এখানে বিশেষণের প্রয়োজক ( কারণ ) যে রূপধর তাহা :—(১) স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্টতা এবং (২) যাবৎকার্য্যাবস্থারিত্য; তদুত্তরেই অতাব হইলে ভেদহেতু উপলক্ষণ হইয়া যায় এবং অন্ততরের ( দুইটির কোন একটির ) অতাব হইলে ভেদহেতু উপাধি হইয়া যায়; সুতরাং হইবে। যেমন চৈত্রনামক ব্যক্তির গৃহের স্বরূপে অপ্রকৃষ্ট এবং “কাদাটিংক” ( বাহার গৃহসংগোপ

হেতুরূপাধিতা”—যতকাল পর্য্যন্ত কার্য অবস্থান করে ততকাল পর্য্যন্ত অবস্থায়ী ভেদের হেতুকে ‘উপাধি’ বলে। এই লক্ষণ অন্তঃকরণসাহিত্যরূপ ভাবপদার্থ এবং অন্তঃকরণরাহিত্যরূপ অভাব-পদার্থ উভয় স্থলে খাটে, কেননা, যেমন অপরোক্ষতা পর্য্যন্ত কার্যরূপ জীবে অবস্থিত ভাবরূপ অন্তঃকরণ-সাহিত্য হইতেছে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের হেতু, সেইরূপ অভাবরূপ অন্তঃকরণ-বাহিত্যও হইতেছে জীব হইতে ব্রহ্মের ভেদের হেতু। এইহেতু জীবের উপাধি অন্তঃকরণসাহিত্যের ন্যায় অন্তঃকরণরাহিত্যও ব্রহ্মের উপাধি। এই প্রকারে উপাধির উক্ত লক্ষণ অন্তঃকরণসাহিত্যতা অন্তঃকরণরহিততা উভয়ই বিদ্যমান বলিয়া অন্তঃকরণরহিততা উপাধি হইতে পাবে, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

যথা বিধিরূপাধিঃ স্যাৎ প্রতিষেধস্তথা ন কিম্ ?

(ব) অন্তঃকরণভাবের  
উপাধিসিদ্ধি।

সুবর্ণলোহভেদেন শৃঙ্খলাত্মং ন ভিত্ত্যতে ॥ ৮৬

অর্থ—বিধিঃ যথা উপাধিঃ স্যাৎ তথা প্রতিষেধঃ কিম্ ন (উপাধিঃ স্যাৎ) ? সুবর্ণ-লোহভেদেন শৃঙ্খলাত্মং ভিত্ত্যতে ন।

অনুবাদ—যেমন বিধি বা ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ উপাধি হয়, সেইরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগরূপ নিষেধও কেন উপাধি হইতে পারিবে না ? (তদ্ব্যতিরিক্ত বিলক্ষণতা উপাধিহের অবাধক)। যেমন শৃঙ্খল সুবর্ণেরই ইউক অথবা লৌহেরই ইউক, উভয় উপাদানের ভেদ তুল্যরূপে বন্ধকতার অবাধক বলিয়া উভয়ের মধ্যে ভেদ নাই, সেইরূপ।

টীকা—“বিধিঃ”—ভাবরূপ অন্তঃকরণের সহিত সম্বন্ধ যেরূপ উপাধি, সেইরূপ নিষেধও অর্থাৎ অভাবরূপ অন্তঃকরণের বিয়োগও কি উপাধি হইবে না ? উত্তর—হইবেই। (শঙ্কা)

কেন না, কখন নাই) এইরূপ কাক অস্ত্র সকল গৃহ হইতে যে চৈতন্যমক বাস্তব গৃহের ভেদক হয়, তাহা উপলক্ষ্যতা হেতু, আবার যেমন প্রাভাকরদিগের মতে ‘যেহু’ শব্দের প্রয়োগ হইলে গোহ তাহার দরূপের চক্ষুগত হইয়া যাবৎকাণ্ড অবস্থায়ী হয় বলিয়া উপাধি অর্থাৎ কার্যাব্যাপক।

(উক্ত গ্রন্থের সহিত মূলিত) অষ্টমতিলকগ্রন্থে (পরিচ্ছেদ ১ “অসত্যঃ ব্যাক্তিরূপণম্” প্রসঙ্গে ৪৪২ পৃঃ।) মণ্ডনদামী উক্ত ত্রিবিধ ব্যাবর্তকের লক্ষণ করিতেছেন :—যাহা নিজের উপরাগ লইয়া অর্থাৎ তদ্বারা, বিশেষতঃ ব্যাবর্তক উৎপাদন করে, তাহা ‘বিশেষণ’ অর্থাৎ ব্যাবর্তিবুদ্ধিকালে যাহা বিশেষের উপরপ্লব, যেমন গোধ প্রকৃতি (অথবা দত্তীর দণ্ড)। যাহা নিজের উপরগকে উদাসীন রাখিয়া বিশেষগত ব্যাবর্তক ধর্মের উপস্থাপনদ্বারা ব্যাবর্তিবুদ্ধি উৎপাদন করে, তাহা ‘উপলক্ষণ’; যেমন কাকাদি; যাহা বিশেষের উপরপ্লব নহে, কিবা স্বাধীনতার উপস্থাপক নহে অথচ ব্যাবর্তক তাহা ‘উপাধি’। যেমন ‘পঙ্কজ’ শব্দজ্ঞ অমৃতবে পদ্মহ, অথবা ‘উদ্ভিদ’ বিশবজ্ঞনা অমৃতবে, যোগদ্বারি স্বাধীন জ্ঞানবিশেষ।” [‘পঙ্কজ’ শব্দ যোগরূচ বলিয়া পদ্মের জ্ঞান তদ্রূপত্বের পরে। ‘উদ্ভিদ’ শব্দে যোগের জ্ঞান আরও পরে। এইরূপে ব্যাবর্তকরূপে অন্তর্নিবিষ্ট না হইয়া ভেদহেতু যাবৎকাণ্ডাবস্থায়ী হইলে উপাধি, ইহাই টীকার প্রসঙ্গের লক্ষ্য। আবার ভেদহেতু ব্যাবর্তকরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া যাবৎকাণ্ডাবস্থায়ী না হইলেও উপাধি; যেমন পঙ্কজ-শব্দ-জ্ঞ অমৃতবে পদ্ম ও জনকাতুর অর্থ স্বরূপে অন্তর্নিবিষ্ট হইয়াও পদ্মজ্ঞানের পূর্বে তিরোহিত হয়।

যত্বেপি বিধি ও নিষেধ উভয়েই উপাধি, তথাপি একটি ভাবরূপ, অপরটি অভাবরূপ বলিয়া তত্ত্বভয়ের মধ্যে বৈলক্ষণ্য তা দেখা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—(সমাধান) সেই বৈলক্ষণ্য অকিঞ্চিংকর অর্থাৎ উপাধিভেদের অবাধক বলিয়া উপেক্ষার যোগ্য। ইহাই বুঝাইবার জন্য দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—“যেমন শৃঙ্খল সূবর্ণেরই হউক” ইত্যাদি। লোকের স্বেচ্ছাক্রমে বিচরণের বাধকতাক্রম অংশে অনুপযোগী সূবর্ণতালৌহতা প্রভৃতিরূপ ভেদ যে প্রকার উপেক্ষণীয়, সেই প্রকার বিধি ও নিষেধরূপ উপাধিরও ভাবরূপতা ও অভাবরূপতাক্রম ভেদ উপেক্ষণীয়, ইহাই তাৎপর্য। ৮৬

বিধির স্থায় নিষেধও ব্রহ্মজ্ঞানের উপায় বলিয়া ব্রহ্মের উপাধি; ইহারই সমর্থনার জন্য, বিধি ও নিষেধ উভয়েরই ব্রহ্মবোধের উপায়রূপতা আচাৰ্য্যগণকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই দেখাইতেছেন :—

(৩) বিধিনিষেধ উভয়ই  
জ্ঞানের উপায়—তদ্বিষয়ে  
আচাৰ্য্যবচন।

অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাদ্বিধিমুখেন চ।

বেদান্তান্যং প্রবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধধেত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৮৭

অর্থ—অতদ্ব্যাবৃত্তিরূপেণ সাক্ষাৎ বিধিমুখেন চ দ্বিধা বেদান্তানাম্ প্রবৃত্তিঃ শ্রাদ্ধধেত্যাচার্য্যভাষিতম্।

অনুবাদ—অতৎ-ব্যাবৃত্তি দ্বারা অর্থাৎ অবক্ষরূপ জগৎপ্রপঞ্চের নিষেধদ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে এই উভয় প্রকারেই উপনিষৎসমূহ ব্রহ্মপ্রতিপাদনে প্রবৃত্ত, —আচার্য্যগণ এইরূপ অবধারণ করিয়াছেন।

টীকা—‘তৎ’ শব্দদ্বারা ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হন; ‘অতৎ’ শব্দদ্বারা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন অজ্ঞানাদিপ্রপঞ্চই সূচিত হয়; “নেতি নেতি”—ইহা নয়, ইহা নয়—এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ, ‘ব্যাবৃত্তি’ শব্দের অর্থ। যাহা ‘তৎ’ অর্থাৎ ব্রহ্ম নহে তাহা ‘অতৎ’ অর্থাৎ প্রপঞ্চ। সেই প্রপঞ্চের যে ব্যাবৃত্তি তাহাই হইতেছে উপায়। সেই প্রপঞ্চের নিষেধরূপ উপায়দ্বারা এবং সাক্ষাৎ বিধিমুখে অর্থাৎ ‘সত্য-জ্ঞান-মনস্ত ব্রহ্ম’ এইরূপ যে বিধি—সাক্ষাৎ বাচক শব্দের কথনরূপ বিধান—সেই বিধিমুখদ্বারাও, “বেদান্তানাম্”—উপনিষৎসমূহের, “প্রবৃত্তিঃ”—ব্রহ্মবিষয়ে উপদেশের চেষ্টা—ইহাই আচার্য্যগণ কহিয়াছেন। ৮৭

(শব্দ) ভাল, উপনিষৎসমূহ প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া ব্রহ্মের বোধক হয়, ইহা মানিলে, অহম্ শব্দের অর্থ কূটস্থেরও ত্যাগ সম্ভাবিত হইয়া পড়ে; তাহা হইলে ‘আমি ছইতেছি ব্রহ্ম’—এইরূপে ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই দুই পদের সামান্যিকরণদ্বারা অর্থাৎ সমান বিভক্তির বলে একই অর্থে তাৎপর্য্যজ্ঞানের উদয় হইতে পারে না। এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শব্দা উঠাইতেছেন :—

(৪) নিষেধমুখে উপদেশের

কলে কূটস্থেরও ত্যাগ  
হইয়া গেলে, ব্রহ্মজ্ঞানের  
অনুৎপত্তিশব্দ ও তাহার  
সমাধান।

অহমর্থপরিত্যাগাদহং ব্রহ্মেতি ধোঃ কুতঃ।

নৈবমংশস্ত হি ত্যাগো ভাগলক্ষণয়োদিতঃ ॥ ৮৮

“আত্মানুকে” প্রভৃতিতে ‘অহম’ শব্দের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২১৩

অহম—অহমর্থপরিচায়াৎ ‘অহম ব্রহ্ম’ ইতি বীঃ কৃতঃ ? এবম্ ন, হি ( যতঃ ) ভাগলক্ষণা  
অংশত্যাগঃ উদিতঃ।

অনুবাদ—অহম শব্দের অর্থের পরিচায়া হইয়া গেলে, ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ  
জ্ঞান কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ শঙ্কা করিও না, যেহেতু অহম শব্দের  
সমগ্র অর্থের পরিচায়া করিতে হইবে না ; ‘ভাগ-ত্যাগ-লক্ষণার’ দ্বারা উহার  
একান্তেরই ত্যাগ কথিত হইয়াছে।

টীকা—‘অহম’ শব্দের সমগ্র অর্থের অর্থাৎ কৃষ্টিবিশিষ্ট জীবের পরিচায়া করা হয় নাই।  
সেইহেতু ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানের উদয় হওয়া সম্ভব নহে, এরূপ বলিও না,  
সিদ্ধান্ত এই প্রকারে উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“হি”—যেহেতু, “ভাগলক্ষণা”  
ভাগত্যাগলক্ষণার বা জহদজহলক্ষণার দ্বারা ( ‘থ’ পরিশিষ্ট ২০৭ পৃ, ২১ পৃঃ দ্রষ্টব্য ) অহম শব্দের  
অর্থের একান্তের অর্থাৎ অজ্ঞানের ত্যাগই কথিত হইয়াছে, কৃষ্টিত্বের ত্যাগ কথিত হয় নাই,  
এইহেতু ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অর্থ। ৮৮

জড়ানুরূপ একতাবিরোধিভাগ পরিচায়া করিয়া কি প্রকারে বুঝিতে হইবে তাহা  
অভিনয় করিয়া ( “সাক্ষাদিব অর্থাকারাদিপ্রদশিকা হস্তাদিক্রিয়া” )—শ্রোতা বা দর্শক উপস্থিত  
থাকিলে, তাহাকে অর্থ, আকার প্রভৃতি বুঝাইবার জন্য যে হস্তাদিক্রিয়া করা হয়, তদ্বারা  
বুঝাইতেছেন :—

( ৯ ) নিম্নোপদেশসহেতু  
কোশ ত্যাগ করিয়া  
বুঝিবার প্রশাসী।

অন্তঃকরণসন্ত্যাগাদবশিষ্টে চিদাশ্রয়ানি।

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যেন ব্রহ্মত্বং সাক্ষিগীক্যতে॥৮৯

অহম—অন্তঃকরণসন্ত্যাগাৎ অবশিষ্টে চিদাশ্রয়ানি সাক্ষিনি ‘অহম ব্রহ্ম’ ইতি বাক্যেন  
ব্রহ্মত্বং সাক্ষ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—অহম শব্দের বাচ্যার্থ যে অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ  
জীব, তাহা হইতে অন্তঃকরণ-ভাগ পরিচায়া করিয়া অবশিষ্ট চিদাশ্রয়রূপ সাক্ষীতে  
‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই বাক্যদ্বারা ব্রহ্মত্ব অপরোক্ষ করা যায় \*। ৮৯

ভাল, ‘কেবল’ প্রত্যগাত্মা স্বপ্রকাশ বলিয়া বুদ্ধি বৃত্তির বিষয় হইতে পাবেন না—এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

“ একভাৱং নভো দৃষ্টা স্তম্ভবো নারদো মুনিঃ”—একটিনকত্রয়ুজ্ঞ আকাশ দেখিলে নারদমুনিরূপে স্মরণ করিতে  
হয় এই বিধিবাক্যে যেমন বিশেষ আকাশের দর্শন অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ার আকাশের বিশেষরূপে বিধির স্থাপনা  
প্রদিয়া ‘একটিনাত্র নম্ভত্র দেবিয়া’, এইরূপ অর্থবিধারণ করিতে হয়, বিশেষণের বাধেও সেইরূপ। ‘অহং ব্রহ্মসি’  
বাক্যে ভাগত্যাগলক্ষণার দ্বারা জীবের ব্রহ্মত্বাবধারণে অহংলক্ষণাব্যাপ্তি মধ্যে সাত্ত্বাসক্তঃকরণ বিশিষ্ট চৈতন্যের ত্যাগ,  
স্বাভিক, বুদ্ধি ও অসুভবপূর্বক বিচারে, অসম্ভব বলিয়া বাধিত হওয়ার, সাত্ত্বাসক্তঃকরণ বিশেষণেরই ত্যাগ করিয়া সেই  
বাক্যের অবশিষ্ট সাক্ষিচৈতন্যের অর্থ লক্ষ্যার্থে ( বা বিশেষে ) অস্বৈতব্রহ্মত্বের উপলক্ষি, পণ্ডিতগণ করিয়া থাকেন—  
ইহাট অর্থ [ অচ্যুতরায় ]।

(অ) স্বপ্রকাশ সাক্ষী  
বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, ফলের  
— অবিবর্তন।

স্বপ্রকাশোহপি সাক্ষ্যেব ধীরন্ত্যা ব্যাপ্যতেহন্যবৎ।  
ফলব্যাপ্যত্বেবাস্তা শাস্ত্রকৃষ্টির্নিবারিতম্ ॥১০

অর্থ—সাক্ষী স্বপ্রকাশঃ অপি অন্তবৎ ধীরন্ত্যা এব ব্যাপ্যতে। ফলব্যাপ্যত্বে এব  
অন্ত শাস্ত্রকৃষ্টিঃ নিবারিতম্।

অনুবাদ—সাক্ষী স্বপ্রকাশ হইলেও অন্তের দ্বারা অর্থাৎ ঘটাদির দ্বারা, বুদ্ধি-  
বৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্য—বুদ্ধিবৃত্তির বিষয়, হন; ইহার ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে  
চিৎপ্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসের বিষয়তাই, শাস্ত্রকারদিগের কর্তৃক নিষিদ্ধ বা অস্বীকৃত  
হইয়াছে, কেননা, চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণরূপ।

টীকা—‘আমি হইতেছি স্বপ্রকাশ’—এই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তি সম্ভব বলিয়া অর্থাৎ স্বপ্রকাশ  
সাক্ষী এইরূপে বুদ্ধিবৃত্তির বিষয় হন বলিয়া সাক্ষীর স্বপ্রকাশতা ভঙ্গ হয় না—পরাদীনপ্রকাশতা বা  
পরপ্রকাশত্বা ঘটে না; ইহাই তাৎপৰ্য। (শঙ্কা)—তাহা হইলে ত’ অর্থাৎ সাক্ষীকে বৃত্তির বিষয়  
বলিয়া অস্বীকার করিলে ত’ অপসিদ্ধান্তই ঘটিবে অর্থাৎ আত্মা স্বপ্রকাশ এই সিদ্ধান্তের ভঙ্গসম্ভাবনা  
হইবে,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, পূর্বাচাৰ্য্যগণও  
আত্মাকে বৃত্তির বিষয় বলিয়া অস্বীকার করিয়াছেন, এইহেতু ইহা অপসিদ্ধান্ত নহে—“ইহার  
ফলব্যাপ্যতাই—অন্তঃকরণে” ইত্যাদি। ‘ফল’শব্দের অর্থ বাহ্য প্রতিকলিত হয় অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে  
প্রতিবিম্বিত চিদাভাস : তদ্বারা ব্যাপ্যতা অর্থাৎ তাহার বিষয়তাই এই প্রত্যগাত্মা সম্বন্ধে নিষেধ  
করিয়াছেন, কেননা, সেই চিদাভাস প্রত্যগাত্মারই স্ফুরণ বা প্রকাশ—ইহাই তাৎপৰ্য। ২০

আত্মার, নিজ ফলের অর্থাৎ চিদাভাসের ব্যাপ্তি বা বিষয়তা নাই, ইহা দেখাইবার জন্য  
অনাস্রবস্তুর—ঘটাদি জড়পদার্থসমূহের—বৃত্তি ও চিদাভাসরূপ ফল, উভয়দ্বারাই ব্যাপ্যতা  
দেখাইতেছেন :—

(খ) অনাস্রবস্তুর বৃত্তি ও  
ফল উভয়েরই ব্যাপ্য।

বুদ্ধিতৎস্বচিদাভাসৌ দ্বাবপি ব্যাপ্নুতো ঘটম্।

তত্রাজ্ঞানং ধিয়া নশ্যেদাভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ ॥১১

অর্থ—বুদ্ধিতৎস্বচিদাভাসৌ ধৌ অপি ঘটম্ ব্যাপ্নুতঃ; তত্র ধিয়া অজ্ঞানম্ নশ্যেৎ  
আভাসেন ঘটঃ স্ফুরেৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি ও তাহাতে প্রতিবিম্বিত চিদাভাস দুইটিই ঘটাদিকে  
বিষয় করে। তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা বিষয়গত অজ্ঞান বিনষ্ট হয় এবং আভাস-  
চৈতন্যদ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়।

টীকা—ঘটাদি বস্তুসম্বন্ধে বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই ব্যাপ্তির প্রয়োজন দেখাইতেছেন—  
“তন্মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিদ্বারা” ইত্যাদি। “তত্র”—তন্মধ্যে অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তি ও চিদাভাস এই দুইটির  
মধ্যে, প্রমাণরূপপ্রাপ্ত বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ঘটাদিবিষয়ক অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, কেননা, বুদ্ধিবৃত্তিরূপ

“আত্মানকেৎ” প্রকৃতিতে ‘অন্নম্’ পদের অভিপ্রায় : চিদাভাসের সম্ভাবনা ২১৫

জ্ঞান এবং অজ্ঞান পরস্পর বিরুদ্ধ ; আর চিদাভাসদ্বারা ঘট স্ফুরিত হয় অর্থাৎ ‘ইহা ঘট’ এইরূপে প্রকাশিত হয়, কেননা, ঘট জড় বলিয়া তাহা আপনি আপনাকে প্রকাশ করিতে পারে না, ইহাই অভিপ্রায় । ২১

একণে আত্মার সেই অনাত্মা হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(ক) আত্মার সেই অনাত্মা  
হইতে বিলক্ষণতা ।  
**ব্রহ্মণ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিরপেক্ষিতা ।**  
**স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বান্নাভাস উপযুক্ত্যতে ॥ ৯২**

অর্থ—ব্রহ্মণি অজ্ঞাননাশায় বৃত্তিব্যাপ্তিঃ অপেক্ষিতা ; স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ আভাসঃ ন উপযুক্ত্যতে ।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞাননাশের জন্য ব্রহ্মে বুদ্ধিবৃত্তির ব্যাপ্তির অপেক্ষা বা প্রয়োজন আছে ; আর ব্রহ্ম নিজেই প্রকাশস্বরূপ বলিয়া তাহাতে চিদাভাসের উপযোগ নাই ।

টীকা—প্রত্যাগাত্মা ও ব্রহ্মের একতা অজ্ঞানদ্বারা আবৃত বলিয়া, সেই একতাবিষয়ক অজ্ঞানেব নিবৃত্তির জন্য মহাবাক্য হইতে উৎপন্ন, ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই প্রকাশের বুদ্ধিবৃত্তির দ্বারা ব্যাপ্তির বা তাহার বিষয়তার অপেক্ষা আছে । “স্বয়ংস্ফুরণরূপত্বাৎ”—আর ব্রহ্ম নিজেই বস্তু ও আত্মার একতার স্ফুরণরূপ বলিয়া, তাহার স্ফুরণের জন্য চিদাভাসেব অপেক্ষা রাখেন না । এইহেতু ব্রহ্মাকারী বৃত্তির সহিত চিদাভাস সংযোজিত থাকিলেও, অন্ততঃ ইহাতে অভিন্ন বস্তুবিষয়ে তাহার স্ফুরণরূপ উপযোগ বা প্রয়োজন-সাধকতা নাই, ইহাই অর্থ । ৯২

৯০ হইতে ৯২ শ্লোকে যে কথ্যটির বর্ণন করিলেন, দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(১) দৃষ্টান্তদ্বারা পূর্বগত  
প্রাক্তরোক্ত অর্থের  
স্পষ্টীকরণ ।  
**চক্ষুর্দীপাবপেক্ষ্যতে ঘটাদিদর্শনে যথা ।**  
**ন দীপদর্শনে কিন্তু চক্ষুরেকমপেক্ষ্যতে ॥ ৯৩**

অর্থ—যথা ঘটাদিদর্শনে চক্ষুর্দীপো অপেক্ষ্যতে, দীপদর্শনে ন, কিন্তু একম্ চক্ষুঃ অপেক্ষ্যতে ।

অনুবাদ—যেমন ঘটাদিদর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে, দীপ দর্শনে সেক্ষেপ নহে অর্থাৎ দীপান্তরের অপেক্ষা নাই কিন্তু একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে ।

টীকা—অন্ধকারাবৃত ঘটাদির দর্শনে চক্ষু ও দীপ উভয়েরই অপেক্ষা আছে ; আর দীপের দর্শনবিষয়ে যেমন একমাত্র চক্ষুরই অপেক্ষা আছে, সেইরূপ ঘটাদিবিষয়ে আবরণনিবৃত্তি ও স্ফুরণরূপ প্রয়োজনের জন্য, বৃত্তি ও চিদাভাস উভয়েরই অপেক্ষা আছে ; আর ব্রহ্মবিষয়ে অজ্ঞান-বিনাশের জন্য বৃত্তিব্যাপ্তির অপেক্ষা আছে, এইরূপে পূর্বশ্লোকের সহিত ( স্পষ্টীকরণ- ) সম্বন্ধ । ৯৩

ভাল, বুদ্ধি ও বুদ্ধির বৃত্তি উভয়েরই চিদাভাসবিশিষ্টতাব্যব। সেইহেতু ঘটাদিবিষয়ে  
যেদ্রুপ ফলবাপ্তি অর্থাৎ চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্তি ঘটে, ব্রহ্মবিষয়েও সেইরূপ অনিবার্যরূপে ফলবাপ্তি  
ঘটিবে—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(১) ব্রহ্মাকাশা বৃত্তিতে  
চিদাভাস বিদ্যমান  
থাকিলেও ব্রহ্ম তাহার  
বিষয় হন না।

স্থিতোহ্যসৌ চিদাভাসো ব্রহ্মণ্যেকীভবেৎ পরম্।  
ন তু ব্রহ্মণ্যতিশয়ং ফলং কুর্যাদ্ ঘটাদিবৎ ॥ ৯৪

অর্থ—অসৌ চিদাভাসঃ স্থিতঃ অপি ব্রহ্মণি একীভবেৎ। পরম্ ব্রহ্মণি ঘটাদিবৎ অতিশয়ম্  
কলম্ তু ন কুর্যাত্।

অনুবাদ—সেই চিদাভাস বুদ্ধিবৃত্তিতে অবস্থিত থাকিয়াও (জ্ঞানলাভকালে)  
ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায়, কিন্তু ঘটাদিবিষয় প্রকাশের জ্ঞায় ব্রহ্মে কোনও  
অতিশয়রূপ ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—যত্বেপি ঘটাদি আকারের বৃত্তির জ্ঞায় ব্রহ্মাকাশা বৃত্তিতেও চিদাভাস বিদ্যমান, তথাপি  
সেই চিদাভাস ব্রহ্ম হইতে ভিন্নভাবে ভাসমান হয় না (যেমন দর্পণপ্রতিফলিত সূধ্যালোক  
সূধ্যাভিমুখে চালিত হইলে, সূধ্যালোক বা নৌদ্র হইতে ভিন্নভাবে প্রতীত হয় না)। সেইরূপ  
চিদাভাস, ব্রহ্মের সহিত যেন একীভূত হইয়া যায়, এইহেতু ব্রহ্মবিষয়ক স্মরণরূপ অতিশয়-ফলের  
উৎপাদক হয় না অর্থাৎ ব্রহ্মে অণুমাত্রও কোন ধর্ম উৎপাদন করে না, ইহাই অর্থ। ৯৪

ভাল, ৯০ হইতে ৯৪ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইল, ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, বৃত্তিব্যাপ্যতা  
আছে, তাহা বিবেচনা করি কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বেদই এ বিষয়ে প্রমাণ :—

(২) ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা-  
বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

অপ্রমেয়মনাদিৎ চেত্যত্র শ্রুত্যেদমৌচিত্যম্।

মনসৈবেদমাণ্ডব্যমিতি ধীব্যাপ্যতা শ্রুতা ॥ ৯৫

অর্থ—‘অপ্রমেয়ম্ চ অনাদিম্’ ইতি অত্র শ্রুত্যা ইদম্ ঈরিতম্। মনসা এব ইদম্ আণ্ডব্যম্  
ইতি ধী-ব্যাপ্যতা শ্রুতা।

অনুবাদ—ব্রহ্মের ফলব্যাপ্যতা নাই, একথা ব্রহ্মবিন্দুপনিষদের (নামান্তরে  
অমৃতবিন্দুপনিষদের) অপ্রমেয়ম্ ইত্যাদি নবম মন্ত্রে (টীকায় উদ্ধৃত) কথিত হইয়াছে;  
ব্রহ্মের বৃত্তিব্যাপ্যতা কঠোপনিষদের মনসৈবেদম্ ইত্যাদি ৪।১।১ মন্ত্র (টীকায় উদ্ধৃত)  
হইতে শুনা যায়।

টীকা—[ নির্বিকল্পমনস্তত্ত্বং হেতুদৃষ্টান্তবজ্জিতম্। অপ্রমেয়মনাদিঞ্চ জ্ঞাত্বা চ পরমং শিবম্ ॥  
ব্রহ্মবিন্দু উ, ২; ‘চ পরমং’ স্থানে ‘সম্পদ্যতে’ও পঠিত হয় ]—যে নির্বিকল্প, অনন্ত, হেতুদৃষ্টান্তবজ্জিত  
এবং অপ্রমেয় অর্থাৎ বিষয়াকার সাতাসবৃত্তিরূপ পেমাজ্ঞানের অবিসয় এবং অনাদি অর্থাৎ উৎপত্তি-  
রহিত, (বস্তুকে) আনিয়া জীব পরমশিব হইয়া যান, (অথবা) টীকাকার রামকৃষ্ণের উক্ত “যজ্ঞজ্ঞাত্বা

“আত্মানুশ্লেষ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২১৭

মুচ্যতে বৃষঃ” এই পাঠ্যমুসারে—বাহাকে জানিয়া বুদ্ধিমান্ পুরুষ মুক্ত হইয়া যান )—এই মন্ত্রে ব্রহ্মের কল্যাপাতারাহিত্য বর্ণিত হইয়াছে। আর [মনসা এব ইদম্ আশ্রুবাং নেহ নানান্তি কিঞ্চন—কঠ উ, ৪।১১]—একমাত্র মনের দ্বারাই এই ব্রহ্মৈকত্ব ( ব্রহ্মের একতা ) অবগত হইতে হইবে ; এই ব্রহ্মে কিছুমাত্র ভেদ বা নানাত্ব নাই। এই শ্রুতিবচন হইতে ব্রহ্মের বৃত্তিবিষয়তা শুনা যায়। ২৫

৪৮ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে জীবের অপরোক্ষজ্ঞানানামক ও শোকনিবৃত্তিনামক দুই অবস্থা, “আত্মানুশ্লেষদ্বিজানীয়াং” ইত্যাদি সপ্তম অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনদ্বারা কথিত হইয়াছে। এক্ষণে প্রশ্ন এই—উক্ত মন্ত্রের কোন্ অংশদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান কথিত হইয়াছে ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

(৫) প্রথমশ্লোকোক্ত শ্রুতি  
যে অংশে অপরোক্ষ জ্ঞান  
কথিত হইয়াছে, তাহার  
নির্দেশ।

আত্মানুশ্লেষদ্বিজানীয়াদয়মস্ম্যোতি বাক্যতঃ।

ব্রহ্মানুশ্লেষদ্বিজানীয়াদয়মস্ম্যোতি বাক্যতঃ। ১৬

অয়ম্—ব্রহ্মানুশ্লেষদ্বিজানীয়াৎ উল্লিখ্য যঃ বোধঃ সঃ অয়ম্ অস্মি ইতি আত্মানম্ বিজানীয়াৎ চেৎ বাক্যতঃ অভিধীয়তে।

অনুবাদ—ব্রহ্মানুশ্লেষ “ব্যক্তিকে” বিষয় করিয়া অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে প্রত্য-গাথাব অভিন্ন স্বরূপকে আপনার বিষয় করিয়া যে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, তাহাই,—“যদি পরমাত্মাকে ‘এই আমি’ বলিয়া জানে”—এই অর্থের, ( প্রথম শ্লোকোক্ত ) শ্রুতি-বাক্যাংশদ্বারা কথিত হইয়াছে।

টীকা—“ব্রহ্মানুশ্লেষদ্বিজানীয়াৎ”—“সত্য-জ্ঞান-অনন্ত” লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মার স্বরূপকে “উল্লিখ্য”—বিষয় করিয়া, “যঃ বোধঃ জায়তে”—যে জ্ঞান “আমি হইতেছি ব্রহ্ম” এই আকারে উৎপন্ন হয়, তাহাই এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ১৬

৭। জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্ত শ্রবণাদিরূপ অভ্যাসের বর্ণনা।

ভাল, তাহা হইলে ত’ পূর্ববর্ণিত প্রকারে অর্থাৎ ৫৮ হইতে ৮২ পর্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত রীত্যমুসারে, মহাবাক্যের একবার মাত্র বিচারদ্বারা অপরোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে, “আবৃত্তিঃ অসংকল্প উপদেশাং” ( ব্রহ্মসূত্র ৪।১১ )—‘শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন এই সকল অষ্টষ্ঠান একবার করিলে যদি আনন্দদর্শন না হয়, তবে পুনঃ পুনঃ করিতে হইবে যে পর্যন্ত না আনন্দদর্শন হয়, শাস্ত্র এই অভিপ্রায়ে বাববার এবং শ্রবণাদি বহু উপায়, উপদেশ করিয়াছেন,—ব্যাস-বিরচিত এই ব্রহ্মসূত্রে, এবং [আত্মা বা অরে শ্রোতবো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ — বৃহদা উঃ ২।৪।৫, ৪।৫।৩] —‘অরে মৈত্রেয়ি, আত্মা শ্রবণযোগ্য, মননযোগ্য এবং নিদিধ্যাসনযোগ্য’ ইত্যাদি শ্রুতিবচনে বিহিত শ্রবণাদির আবর্তন—পুনঃ পুনঃ অষ্টষ্ঠান,—অকরণীয় হইয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একবার মহাবাক্যের বিচারদ্বারা উৎপন্ন যে অপরোক্ষজ্ঞান, তাহার দৃঢ়তাসম্পাদনের জন্ত শ্রবণাদির আবৃত্তি বা বারবার অষ্টষ্ঠান, আচাৰ্যদিগের কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া, জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও পুনঃ পুনঃ করা কৰ্ত্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—



(ক) মহাবাক্যাদ্বারা অপ-  
রোক্ষজ্ঞান সিদ্ধ হইলে,  
শ্রবণাদির বার্থতাশঙ্কা ও  
তাহার সমাধান।

অন্ত বোধোহপরোক্ষোহত্র মহাবাক্যান্তথাপ্যসৌ  
ন দৃঢ়ঃ শ্রবণাদীনাং মাচার্যৈঃ পুনরায়ুগাৎ ॥ ৯৭

অর্থ—অত্র মহাবাক্যাৎ অপরোক্ষঃ বোধঃ অন্তঃ, তথাপি অসৌ ন দৃঢ়ঃ, ‘মাচার্যৈঃ পুঃ  
শ্রবণাদীনাম্ দ্বয়গাৎ।

অনুবাদ—এই ব্রহ্মাত্মবিষয়ে, মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে  
তথাপি সেই জ্ঞান দৃঢ় হয় না, কেননা, পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য নির্ণয় করিয়াছেন  
জ্ঞান হইবার পরেও জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদন জগ্গ শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে  
অনুষ্ঠান করা কর্তব্য।

টীকা—“অত্র”—এই ব্রহ্মাত্মবিষয়ে, “মহাবাক্যাৎ”—বিচারপূর্ব্বক একবার শ্রুত তত্ত্বমত্যা  
মহাবাক্য হইতে, “অপরোক্ষঃ বোধঃ অন্তঃ”—অপরোক্ষজ্ঞান হয় বটে, তথাপি “ন অসৌ দৃঢ়ঃ”—  
তথাপি এই অপরোক্ষজ্ঞান দৃঢ় হয় না; এইহেতু শ্রবণাদির আবৃত্তি করণ উচিত, কেননা  
শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য, “পুনঃ”—আবার অর্থাৎ মহাবাক্যার্থজ্ঞানের উৎপত্তির পরেও, জ্ঞানের দৃঢ়তাব  
শ্রবণাদির আবর্তন বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা উচিত, এইরূপ নির্ণয় করিয়াছেন, ইহাই অর্থ  
‘জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জগ্গ’ এই কথাগুলি তাৎপৰ্য্য হইতে পাওয়া যাইতেছে। ৯৭

কোন বাক্যাদ্বারা আচার্য্য শ্রবণাদির পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠানের উপদেশ করিয়াছেন? এইক  
জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া শঙ্করাচার্য্য-বিবচিত বাক্যবৃত্তির ৪৯ সংখ্যক শ্লোক পা  
করিতেছেন :—

(খ) অপরোক্ষজ্ঞান  
দ্রষ্টলেও শ্রবণাদির  
কর্তব্যতা বিষয়ে আচার্য্য  
শঙ্করের বচন।

অহং ব্রহ্মেতি বাক্যার্থবোধো যাবদুদীভবেৎ।

শমাদিসহিতস্তাবদভ্যাসেচ্ছ্রবণাদিকম্ ॥ ৯৮

অর্থ—“অহং ব্রহ্ম” ইতি বাক্যার্থবোধঃ যাবৎ দৃঢ়ীভবেৎ তাবৎ শমাদিসহিত  
শ্রবণাদিকম্ অভ্যাসেৎ।

অনুবাদ—যে পর্য্যন্ত না ‘আমিই ব্রহ্ম’ এই বাক্যের অর্থের জ্ঞান দৃঢ় হয়,  
সেই পর্য্যন্ত মুমুক্শু শমাদিসাধনসম্পন্ন হইয়া শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস  
করিবেন।

টীকা ( বিশেষজ্ঞরাচার্য্য বিরচিত )—“ ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপে আত্মার বা আত্মার ব্রহ্ম-  
পরোক্ষ জ্ঞান, “যাবৎ”—যখন, “দৃঢ়ীভবেৎ”—নিঃশেষরূপে অসম্ভাবনা-বিপরীতভাবনা-রহিত  
হইলে যেরূপ হয়, সেইরূপ দৃঢ় হইবে ( ‘অদৃঢ় দৃঢ় হইলে’—এইরূপে দৃঢ়তার দ্রলভত্ত্ব ঘটনার  
জগ্গ অভূততত্ত্বাবে ‘চিঃ’ প্রত্যয়ের প্রয়োগ ) ; ততদিন পর্য্যন্ত শমাদিসাধনযুক্ত হইয়া, “আয়ত্তি-  
রসক্লেশদেশাৎ” ( ৯৭ শ্লোকের আভাস টীকায় দ্রষ্টব্য )—এই উপদেশানুসারে পুনঃ পুনঃ মনন-

নিদ্রাসান্নাভাস করিবে—ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জ্ঞান শমাদি-  
সাধনানুষ্ঠানের সহিত বারবার শ্রবণাভাস বিহিত হওয়ায় উক্ত সাধনসমূহের অনুষ্ঠানপূর্বক হই  
তিনবার শ্রবণাদি করাই ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানের হেতু, ইহা তাৎপর্যরূপে পাওয়া যাইতেছে।  
এইরূপে হই তিনবার শ্রবণাদির দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও, তাহাতে দৃঢ়তাব আধিক্য  
থাকে না বলিয়া, যে সংসার বাসনা বহুকাল ধরিয়া আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, তাহাব অবশিষ্ট  
অংশের দ্বারা পুনঃ পুনঃ চিন্তাবিক্ষেপ উৎপন্ন হওয়া সম্ভব। আর অষ্টাঙ্গযোগেব শুভসংস্কার  
না পড়িলে, চিত্তসংলগ্ন সংস্কারসমূহের নিঃশেষরূপে বিনাশ ঘটে না। এই কারণে জ্ঞানেব  
দৃঢ়তালাভের জ্ঞাত এবং চিত্তলগ্ন বাসনাসমূহের সম্পূর্ণ বিনাশের জ্ঞাত অনেকবার শ্রবণাদির অভ্যাস  
এবং অষ্টাঙ্গযোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস করিতে হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। এইরূপ করিলে  
বিদেহমুক্তের অবস্থা আসিতে পারে। তাহা না হইলে শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্শুর হই তিনবার  
শ্রবণাদিজনিত অপরোক্ষজ্ঞানমাত্রই জীবমুক্ত্যবস্থা লাভ হয় না। “ইত্থমন্তোক্ততাদায়াপ্রতিপত্তিঃ”  
৭৭ (বাক্যান্তির ৪০) শ্লোকে এবং পরবর্তী অর্থাৎ ৭৮ শ্লোকে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, অপ-  
রোক্ষ জ্ঞানদ্বারাই অত্রব্রহ্মের নিবৃত্তি হয়। এই কথাই শঙ্কা ও সমাধানদ্বারা সমর্থিত হইতেছে।  
(শঙ্কা) ভাল, ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞানলাভের জ্ঞাত শমাদিসাধনযুক্ত মুমুক্শুর শ্রবণাদিকরণ উচিত ;  
তাহাব পর শ্রবণাদির কি প্রয়োজন ? (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা,  
‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হইলেও সংসার বাসনা বিশেষরূপে বিনষ্ট হয় না,  
কেননা, কোন কোন স্থলে দেখা যায়, অপরোক্ষ জ্ঞানীরও সংসার নিবৃত্ত হয় নাই। বাশিষ্ঠ  
বামন্যে উক্ত হইয়াছে—একান্ত বাসনাশূন্যেরই বিদেহমুক্তি হয়, যথা—“সংসারবাসনাদার্যং বন্ধ  
ইত্যভীয়তে। বাসনাতানবং রাম মোক্ষ ইত্যভীয়তে॥—বাসনার দৃঢ়তাব নামই ‘বন্ধন’ ;  
হে বাম, বাসনার ক্ষীণতাকেই ‘মোক্ষ’ বলে। এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তা লাভ করিতে হইলে,  
নির্ধাসনতা সিদ্ধির জ্ঞাত বারবার শ্রবণের অভ্যাস কর্তব্য। (শঙ্কা) ভাল, যিনি ব্রহ্মাপরোক্ষ  
জ্ঞান লাভ করিয়া জীবমুক্ত হইয়াছেন, তাঁহার এতটুকুমাত্র বাসনালেশবশতঃ রাগদ্বৈষাণ্যক  
সংসার বাসনা থাকা সম্ভব হয় না। (সমাধান) এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না। অতি-  
দৃঢ়তাবিহীন কোমল কণ্টকের দৃঢ়তালাভের পূর্বে যেমন সমাগ্বেধনশক্তি থাকে না, সেইরূপ  
ব্রহ্মাপরোক্ষ জ্ঞানের দৃঢ়তালাভের পূর্ববর্তী কালে, সমস্ত সংসারবীজের সম্যকপ্রকারে বিনাশ-  
সাধন অসম্ভব বলিয়া জীবমুক্তেরও অবস্থাভেদে সংসার বাসনা থাকার সম্ভাবনা অসম্ভব নহে।  
“রাগদ্বৈষভয়াদীনামমুরূপং চরমপি। যোহন্তর্ব্যোমবদচ্ছঃ স্ত্রাং স জীবমুক্ত উচ্যতে॥ (উৎপত্তি প্র ৯৮)—  
(নট যেমন রাগদ্বৈষভয়াদির অভিনয় করে, সেইরূপ) যিনি বাহিরে রাগদ্বৈষ ভয়াদির অমুরূপ আচরণ  
করিয়াও অন্তরে রাগদ্বৈষাদিবর্জিত থাকেন এবং নিতান্ত স্বচ্ছব্যোমতুল্য চিৎস্বরূপে অবস্থান করেন  
তাহাকেও জীবমুক্ত বলা যায়। বাশিষ্ঠ বামন্যেও জীবমুক্তের সংসার-বাসনা রহিয়াছে দেখিতে  
পাওয়া যায় ; যথা, বিদেহমুক্তিসময়ে জীবমুক্ত বীতহব্যোর বচন—“রাগ নীরাগতাং গচ্ছ, দ্বৈষ নিঃ-  
শেষতাং ব্রজ। ভবন্ত্যাং স্মৃচিরং কালমিহ প্রকীড়িতং ময়া॥” (উপশম প্র, ৮৭২২)—“ওহে রাগ, তুমি  
এখন নীরাগ হও ; ওহে দ্বৈষ, তুমি নিঃশেষ হও ; অনেক কাল আমি তোমাদের সহিত ক্রীড়া

করিয়ছি।” এইহেতু জ্ঞানের দৃঢ়তাসম্পাদনের জ্ঞান যাহাতে নিঃশেষরূপে সংসার বাসনার নিবৃত্তি হয়, তাহার উপায়স্বরূপ বেদান্তমহাবাক্যের শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনের অভ্যাস এবং অষ্টাঙ্গ-যোগের শুভসংস্কারস্থাপনের অভ্যাস, যে পর্যন্ত না জ্ঞান দৃঢ়তা লাভ করে, সেই পর্যন্ত করা কর্তব্য।” ৯৮

মহাবাক্যপ্রমাণজনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তা কি হেতু হইয়া থাকে? এইরূপ প্রশ্ন করা বলিতেছেন :—

(গ) মহাবাক্যপ্রমাণ-  
জনিত জ্ঞানের অদৃঢ়তার  
কারণ।

বাঢ়ং সন্তি হৃদাঢ্যস্য হেতবঃ শ্রুত্যানেকতা।

অসম্ভাব্যত্বমর্থস্য বিপরীতা চ ভাবনা ॥ ৯৯

অর্থ—হি (যতঃ) শ্রুত্যানেকতা, অর্থস্ত অসম্ভাব্যত্বম্ বিপরীতা ভাবনা চ অদাঢ্যত্ব  
হেতবঃ বাঢ়ম্ সন্তি।

অনুবাদ—যেহেতু শ্রুতি অনেক প্রকারের এবং সেইহেতু তাহা প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, বলিয়া (১) এবং শ্রুতির অর্থ—অখণ্ড, একরস, অদ্বিতীয়, ব্রহ্মস্বরূপ, অলৌকিক, এবং সেইহেতু প্রমেয়গত সংশয়ের বিষয়, বলিয়া, (২) অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনা (এবং তজ্জনিত কর্তৃত্বাদি অভিমান) (৩)—এই তিনটি অদৃঢ়তার কারণ সর্বথা বিদ্যমান।

টীকা—“হি” যেহেতু শ্রুতি নানা বলিয়া (প্রথম হেতু), “অর্থস্ত অসম্ভাব্যত্বম্”—অখণ্ড একরস অদ্বিতীয় ব্রহ্মস্বরূপ মহাবাক্যার্থও অলৌকিক, (সেইহেতু প্রমাণগত সংশয়ের উৎপাদক, এবং প্রমেয়রূপ সন্দেহাশ্রয়বিষয়ক) বলিয়া অসম্ভাবিতত্ব (দ্বিতীয় হেতু) এবং কর্তৃত্বাদি অভিমান-রূপ বিপরীতভাবনা, (তৃতীয় হেতু)—এই প্রকারে অদৃঢ়তার তিনটি কারণ সর্বথা বিদ্যমান, সেইহেতু অপরোক্ষতামুভবের দৃঢ়তার জ্ঞান শ্রবণাদির আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য; ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৯৯

এই প্রকারে বোধের অদৃঢ়তার ত্রিবিধ কারণ বর্ণনা করিয়া শ্রুতি নানাত্বজনিত অদৃঢ়তার নিবৃত্তির জ্ঞান শ্রবণের আবৃত্তি বা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠান করা কর্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঘ) শ্রুতির নানাত্বজনিত  
জ্ঞানাদৃঢ়তা নিবৃত্তির জ্ঞান  
শ্রবণ কর্তব্য।

শাখাভেদাৎ কামভেদাচ্ছ্রুতং কৰ্ম্মানুধ্যান্যথা।

এবমত্রাপি মা শঙ্কীত্যতঃ শ্রবণমাচরেন্ ॥ ১০০

অর্থ—শাখাভেদাৎ কামভেদাৎ অন্তথা অন্তথা কৰ্ম্ম শ্রুতম্, এবম্ অত্র অপি (তয়া) মা  
আশঙ্কি—ইতি; অতঃ শ্রবণম্ আচরেন্।

অনুবাদ—বেদের শাখা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া এবং লোকের কামনা ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া, নানা প্রকার কৰ্ম্ম শ্রুতিকর্তৃক উপস্থাপিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এস্থলে অর্থাৎ

বেদের উপনিষৎ-প্রতিপাত্ত বস্তুবিষয়ে এরূপ শঙ্কা করিও না। এইহেতু পুনঃ পুনঃ শ্রবণের অনুষ্ঠান করা বিধেয়।

টীকা—( মুক্তিকোপনিষদে মারুতির প্রতি শ্রীরাম )—ঋগ্বেদাদিবিভাগেন। বেদাচক্ষার দ্বিত্বাঃ। তেষাং শাখা হ্রেনকাঃ স্যুতাস্থপনিষদস্তথা। ১১। ঋগ্বেদস্ত তু শাখাঃ স্যুরেকবিশতি-সংখ্যাকাঃ। নবাবধিকশতং শাখা যজুৰ্যো মরুতাব্যজ। ১২। সহস্রসংখ্যা জাতাঃ শাখাঃ সামঃ পরস্তপ। অথর্বগস্ত শাখাঃ স্যুতঃ পঞ্চাশদ্বৈদতো হরে। ১৩। একৈকগ্ৰাস্ত শাখায়া একৈকোপনিষদ্ব্যতা। \* \* \* \*। ১৪। ( বেদ একটিমাত্র ; বেদাধিকারী পুরুষগণের বুদ্ধিমান্দা দেখিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদের বিভাগ করিয়াছিলেন, তদনুসারে ) ঋগ্বেদাদিবিভাগপন্থঃ বেদ চাবিখানি বলিয়া বর্ণিত হয়। তাহাদের শাখা অনেক। সেই সকল শাখায় এক একখানি করিয়া উপনিষদ্ আছে, সেইহেতু উপনিষদও অনেক ( প্রায়ই শাখার নামানুসারে উপনিষদের নামকরণ হইয়াছে )। হে মারুতে, ঋগ্বেদের শাখা ২১টি, যজুর্বেদের ১০২টি, সামবেদের ১০০০টি, অথর্ববেদের শাখা ৫০টি। বেদের সর্বমুদ্র ১১৮০ শাখা ; উপনিষদের সংখ্যাও তাহাই। তন্মধ্যে ৮৪০ খানি উপনিষদ্ কৰ্ম্মবোধক বলিয়া কৰ্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত এবং ২৩২ খানি উপনিষদ্ ধোয় ব্রহ্ম-বোধক বলিয়া উপাসনাকাণ্ডের অন্তর্গত। যাহারা কায়িক, বাচিক ও মানসিকরূপ কৰ্ম্মের ত্রৈবিধ্য স্বীকার করেন, তাহারা উপাসনাকে মানসিক কৰ্ম্ম বলিয়াই ধরেন। সেইহেতু উপাসনা মানসিক কৰ্ম্মরূপে কৰ্ম্মকাণ্ডেরই অন্তর্গত। আর ১০৮ উপনিষদ্ জ্ঞেয় ব্রহ্মের প্রতিপাদক। ইহারা বেদের সিদ্ধান্তভাগ অর্থাৎ সারভূত অর্থের নির্ণায়ক অংশ বলিয়া ‘বেদান্ত’ বা ‘জ্ঞানকাণ্ড’ নামে অভিহিত হয়। যে বস্তুর লাভ হইলে অপর কোনও বস্তুর লাভকে ততোধিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে বস্তুর লাভের আনন্দে অপর সকল বস্তুর লাভের আনন্দ অন্তর্ভূত, সেই বস্তুর প্রতিপাদক বলিয়া জ্ঞানকাণ্ড সমস্ত বেদের সারভূত। এই ১০৮ উপনিষদের মধ্যে ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক এই দশ উপনিষদই মুখ্য। তন্মধ্যে ঐতরেয় উপনিষদ্ ঋগ্বেদের অন্তর্গত, ঈশাবাস্ত ও বৃহদারণ্যক শুক্ল যজুর্বেদের এবং কঠবল্লী ও তৈত্তিরীয়, কৃষ্ণ যজুর্বেদের অন্তর্গত ; কেন ও ছান্দোগ্য সামবেদের অন্তর্গত এবং মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য অথর্ববেদের অন্তর্গত।

“শাখাভেদাৎ”—শাখাভেদানুসারে কৰ্ম্মভেদ, এইরূপে বেদে বর্ণিত হইয়াছে ; যথা [ যদৃচৈব হোত্রং ক্রিয়তে যজুৰ্ধাধ্যবং সায়োনীপীথম্—কাত্যায়ন শ্রৌতহৃত্রে উক্তত ]—ঋগ্বেদবেত্তা ঋত্বিগ্ৰূপে হোতার কৰ্ম্ম করিয়া থাকেন, বাহা হোত্রকৰ্ম্ম বলিয়া কথিত হয় ; যজুর্বেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্ৰূপ অধ্যবুর কৰ্ম্ম, বাহা অধ্যাব্যব নামে কথিত হয় এবং সামবেদাধ্যায়ী ঋত্বিগ্ৰূপ উপসাতার কৰ্ম্ম, বাহা উপনীপ নামে কথিত হয় ; “কামভেদাৎ”—কামভেদানুসারে কৰ্ম্মভেদ এইরূপে শ্রুত হয় ; যথা [ কারীগ্যা বৃষ্টি-কামো যজ্ঞেত—তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৫।৬।৫ ]—যে রাজা বৃষ্টি কামনা করেন তিনি প্রজার নিকট হইতে ‘কর’ লইয়া কারীরা যাগ করিবেন। (কর লইয়া সেই যাগ করেন বলিয়া, তাহার নাম ‘কারীরা যাগ’, অথবা—যজ্ঞে করীর বা বংশাজুর—বীশের কোড়া—দিয়া আহুতি করিতে হয় বলিয়া তাহাকে ‘কারীরা যাগ’ বলে)। [ শতকৃষ্ণলম্ আবুজামঃ—মৈত্রায়ণী সংহিতা ২।২।২, কাশ্যশাখায় ঐ ১।১৪ ]

—যিনি আয়ুঃ কামনা করেন, তিনি শতকৃষ্ণল যাগ করিবেন। যে যাগে ১০০ মাষা কৃষ্ণল অর্থাৎ শ্রবণের দানের বিধান আছে, তাহা শতকৃষ্ণল যাগ।

উপনিষদে প্রতাপাশ্ব ব্রহ্মাত্মত্ব লইয়া সেইরূপ ভেদের আশঙ্কা জন্মিতে পারে বলিয়া তাহার নিবারণের জন্য পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করা কর্তব্য। ১০০

সেই শ্রবণ বলিতে কি বুঝিতে হইবে? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পাঠে বলিয়া শ্রবণের লক্ষণ করিতেছেন :—

**বেদান্তানামশেষাণামাদিমধ্যাবসানতঃ ।**

(৬) শ্রবণের লক্ষণ।

**ব্রহ্মাত্মন্যেব তাৎপর্যমিতি ধীঃ শ্রবণং ভবেৎ ॥ ১০১**

অর্থ—অশেষাণাম্ বেদান্তানাম্ আদিমধ্যাবসানতঃ ব্রহ্মাত্মনি এব তাৎপর্যম্ ইতি ধীঃ শ্রবণম্ ভবেৎ ।

অনুবাদ—সমস্ত উপনিষদের আদি-মধ্য-অন্ত সর্বত্রই প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মরূপতা-বিষয়ে তাৎপর্য্য, এইরূপ বোধ অর্থাৎ নিশ্চয়করণই ‘শ্রবণ’ শব্দের অর্থ।

টীকা—সমস্ত উপনিষদের উপক্রমোপসংহারের একরূপতা প্রভৃতি ছয় প্রকার তাৎপর্য্য-নির্ণায়ক লিঙ্গের বিচার করিলে পরম্পরাক্রমে ব্রহ্মরূপ প্রত্যগাত্মাবিশেষই তাৎপর্য্য বা পর্য্যবসান—এইরূপ নিশ্চয়করণের নাম শ্রবণ। এই ক্ষতিতাত্পর্যালিঙ্গের কথা প্রথমাদ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে ( সেই শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য )। (১) উপক্রমোপসংহারের একতা, (২) অভ্যাস, (৩) অপূর্ততা, (৪) ফল, (৫) অর্থবাদ ও (৬) উপপত্তি—এই ছয়টিকে বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্য-লিঙ্গ বা তাৎপর্য্যনির্ণায়ক চিহ্ন বলে। কেননা, ধুম যেমন অগ্নির চিহ্ন বা জ্ঞাপক, সেইরূপ উক্ত ছয়টিও বৈদিক বাক্যের তাৎপর্য্যের জ্ঞাপক; সেইহেতু তাৎপর্য্যালিঙ্গ। ( ছ পরিশিষ্টে এই ছয়টি লিঙ্গের লক্ষণাদি প্রদত্ত হইল )। ১০১

এই প্রকার শ্রবণাদি কোথায় নিরূপিত হইয়াছে? এইহেতু বলিতেছেন :—

( ৮ ) শ্রবণ ও লক্ষণ **সমম্বয়াধ্যায় এতৎ সুক্তং ধীশ্বাস্থ্যকারিভিঃ ।**

সহিত মনননিরূপণের

প্রমাণ ।

**তর্কৈঃ সম্ভাবনার্থশ্চ দ্বিতীয়াধ্যায় ঈরিতা ॥ ১০২**

অর্থ—এতৎ সমম্বয়াধ্যায়ে হুক্তম্ ; ধীশ্বাস্থ্যকারিভিঃ তর্কৈঃ অর্থশ্চ সম্ভাবনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে ঈরিতা ।

অনুবাদ—এই শ্রবণ শারীরকসূত্রের ‘সমম্বয়’নামক প্রথমাদ্যায়ের ব্যাসাদি-কর্তৃক সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে; বুদ্ধির স্বৈর্ধ্যসম্পাদক অর্থাৎ নিশ্চয়তা-পাদক তর্কসমূহদ্বারা অর্থের সমর্থনা বা মনন দ্বিতীয়াধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—“এতৎ”—এই শ্রবণ, “সমম্বয়াধ্যায়ে”—শারীরকসূত্রের ‘সমম্বয়’নামক প্রথমাদ্যায়ের ব্যাস প্রভৃতির দ্বারা অর্থাৎ ব্যাস, ভাষ্যকার, ভাষ্য-টীকাকার আনন্দগিরি প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার

দিগের কর্তৃক। অর্থের অসম্ভাবনার অর্থাৎ আত্মা ও ব্রহ্মের একত্বরূপ প্রেমের সন্দেহের নিবৃত্তিব  
জন্য, মনন শারীরকস্থত্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে ব্যাসাদিকর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন—  
“বুদ্ধির স্বৈর্য্যসম্পাদক” ইত্যাদি। প্রেমেরগত সন্দেহের নিবৃত্তির দ্বারা “দ্বাণ্ডাত্মকাবিভিঃ  
তর্কৈঃ”—বুদ্ধির স্ব-স্বরূপে একাগ্রতাকারক অভেদসাধক এবং ভেদবোধক যুক্তি বলিতে যাহা  
বুঝায় সেইরূপ তর্কদ্বারা, “অর্থন্তু সত্ত্বাবনা”—ব্রহ্ম ও আত্মার একত্বরূপ অর্থের সম্ভাবিত্বের  
অনুসন্ধানরূপ মনন শারীরকস্থত্বের দ্বিতীয়াধ্যায়ে নিরূপিত হইয়াছে। ( শারীরকস্থত্বাদি অদ্বৈত-  
বেদান্তসাহিত্যের পরিচয় জ পরিশিষ্টে প্রদত্ত হইল )। ১০২

এক্ষেণে বিপরীতভাবনা ও তাহার নিবৃত্তির উপায় দেখাইতেছেন :—

( চ ) বিপরীতভাবনার  
স্বরূপ ও তাহার নিবৃত্তির  
উপায়।

বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাদেহাদিদ্ভাবদ্বীঃ ক্ষণাৎ ।

পুনঃ পুনরুদেত্যেবং জগৎসত্যত্বধীরপি ॥ ১০৩

অর্থ—বহুজন্মদৃঢ়াভ্যাসাৎ ক্ষণাৎ পুনঃ পুনঃ দেহাদিষু আত্মদ্বীঃ উদেতি ; এবম্ জগৎ-  
সত্যত্বধীঃ অপি ।

অনুবাদ—বহুজন্মের দৃঢ়াভ্যাসবশতঃ ক্ষণকাল মধ্যে বার বার দেহাদিতে  
আত্মবুদ্ধির উদয় হয়। জগতে সত্যতাবুদ্ধিও এইরূপে উদিত হয়।

টীকা ( অচ্যুতরায় )—দেহাদিহি আত্ম শব্দের অর্থ—দেহাদির সাক্ষিরূপে উপলব্ধিত  
শুদ্ধ চিন্মাত্র ‘আত্মন’ শব্দের অর্থ নহে—এইরূপ চিন্তা সাধনবিষয়ক বিপরীতভাবনা। দ্বৈতই সত্য—  
তত্ত্বজ্ঞানসাধ্য অবিজ্ঞাননিবৃত্তির দ্বারা উপলব্ধিত বৈতমিথ্যাত্বের ফলস্বরূপে স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দরূপ  
কৈবল্য সত্য নহে,—এইরূপ চিন্তা ফলবিষয়ক বিপরীতভাবনা। ১০৩

( জ ) বিপরীত ভাবনা-  
নিবারণ একাগ্রতার  
উপায়।

বিপরীতা ভাবনেনৈকাগ্র্যাৎ সা নিবর্ত্ততে ।

তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাগেব ভবত্যেতদুপাসনাৎ ॥ ১০৪

অর্থ—ইয়ম্ বিপরীতা ভাবনা ; সা একাগ্র্যাৎ নিবর্ত্ততে ; এতৎ তত্ত্বোপদেশাৎ প্রাৎ  
এব উপাসনাৎ ভবতি ।

অনুবাদ—ইহাকেই বিপরীতভাবনা বলে ; অন্তঃকরণের একাগ্রতারূপ  
নিদিধ্যাসনদ্বারা তাহা নিবারণিত হয়। এই একাগ্রতা ব্রহ্মরূপ তত্ত্বের উপদেশের  
পূর্বে সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা সাধিত হয়।

টীকা—বিপরীতভাবনার নিবর্ত্তক যে চিন্তের একাগ্রতা তাহা কি প্রকারে হইবে ?  
এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—“এই একাগ্রতা” ইত্যাদি। ১০৪

তাল, এই ( ঔঙ্কারাদিরূপ ) সগুণ ব্রহ্মের উপাসনার দ্বারা চিন্তের একাগ্রতা জন্মে,  
একথা কোথা হইতে অবগত হইলেন ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—বেদান্তশাস্ত্রে  
এই যে উপাসনার বিচার করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় :—

উপাস্ত্যয়োহত এবাত্র ব্রহ্মশাস্ত্রেহপি চিন্তিতাঃ ।

প্রাগনভ্যাসিনঃ পশ্চাদ্ ব্রহ্মাভ্যাসেন তত্ত্ববেৎ ॥ ১০৫

অর্থ—অতঃ এব অত্র ব্রহ্মশাস্ত্রে অপি উপাস্ত্যঃ চিন্তিতাঃ । প্রাক্ অনভ্যাসিনঃ পশ্চাৎ ব্রহ্মাভ্যাসেন তৎ ভবেৎ ।

অমুবাদ—যেহেতু বিপরীতভাবনার নিবর্তক একাগ্রতা উপাসনা হইতে উৎপন্ন হয়, এইহেতু ব্রহ্মশাস্ত্রে অর্থাৎ বেদান্তশাস্ত্রেও অনেক উপাসনার বিচার করা হইয়াছে । যাহারা ব্রহ্মোপদেশের পূর্বে উপাসনা করে নাই, এইরূপ লোকের, পরে ব্রহ্মাভ্যাসদ্বারা সেই একাগ্রতা জন্মে ।

টীকা—যে ব্যক্তি এই ব্রহ্মোপদেশের পূর্বে এই জন্মে বা জন্মান্তরে উপাসনা করে নাই, তাহাকেই ‘অকৃতোপাসন’ বলা হয় । সেই লোকের বিপরীতভাবনার নিবর্তক একাগ্রতা কি প্রকারে উৎপন্ন হইবে ? তত্ত্বজ্ঞের বলিতেছেন—“যাহারা ব্রহ্মোপদেশের” ইত্যাদি । ১০৫

ব্রহ্মের অভ্যাস কি প্রকার ? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্তোত্তমং তৎপ্রবোধনম্ ।

(খ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ ।

এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মাভ্যাসং বিদ্ববুধাঃ ॥ ১০৬

অর্থ—তচ্চিন্তনম্ তৎকথনম্ অন্তোত্তমং তৎপ্রবোধনম্, এতদেকপরত্বং চ বুধাঃ ব্রহ্মাভ্যাসম্ বিদ্বাঃ । ( বাশিষ্ঠ রামায়ণ, উৎপত্তি প্রকরণ, ২২।২৪ ) ।

অমুবাদ—সেই ( ব্রহ্মরূপ তত্ত্ববিষয়ে ) চিন্তা করা, সেই তত্ত্ব লইয়া কথোপকথন করা, পরস্পরকে সেই তত্ত্ব বুঝান এবং সেই তত্ত্ববিষয়ে ঐকান্তিক নিষ্ঠা, এই সমুদয়কেই পণ্ডিতগণ ‘ব্রহ্মাভ্যাস’ বলিয়া থাকেন ।

টীকা—“তচ্চিন্তনম্”—একান্তে সেই ব্রহ্মের চিন্তা করা, “তৎকথনম্”—মুখস্থ উপস্থিত হইলে সেই ব্রহ্মবিষয়ে কথোপকথন করা, “অন্তোত্তমং তৎপ্রবোধনম্”—সমান অভ্যাসী উপস্থিত হইলে, পরস্পরকে সেই ব্রহ্ম বুঝান—এই প্রকারে এক ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতাকে পণ্ডিতগণ ‘ব্রহ্মাভ্যাস’ বলিয়া জানেন । ‘ব্রহ্মাভ্যাসম্’ স্থলে পাঠান্তর ‘তদভ্যাসম্’, ‘জ্ঞানভ্যাসম্’ । বাশিষ্ঠ রামায়ণের টীকাকার উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন :—তত্ত্বচিন্তনের প্রয়োজন—অসন্দ্বিগ্ধভাবে নিজের বুদ্ধিতে তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করা ; তত্ত্বকথনের প্রয়োজন—অজ্ঞ কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির তত্ত্ববুদ্ধির সহিত নিজের তত্ত্ববুদ্ধির মেলন করা ; পরস্পরকে তত্ত্ব বুঝাইবার প্রয়োজন—পরস্পরের নিকট হইতে অজ্ঞাতাংশ বুঝিয়া লওয়া—এই তিন উপায়দ্বারা অসম্ভাবনা নিবৃত্ত হয় এবং তদেকপরতা বা তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি করিতে হয় । ১০৬

সেই তদেকপরতা বা একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে তৎপরতা পরিস্ফুট করিবার অল্প বৃহদাধিকার ক্রান্তির ( ৪।৪।২১ ) উদ্ধার করিতেছেন :—

“আত্মানুশ্লেষ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২২৫

(ক) ব্রহ্ম চিন্তের একা-  
গ্রন্থপ্রতিপাদক শ্রুতি ও  
শ্রুতি।

তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত ব্রাহ্মণঃ।

নানুধ্যয়াদহঙ্করান্ বাচো বিঘ্নাপনং হি তৎ ॥১০৭

অর্থ—ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ তম্ এব বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত, বহ্ন শব্দান্ ন অনুধ্যয়াৎ  
হি (যতঃ) তৎ বাচঃ বিঘ্নাপনম্।

অনুবাদ—ধীর ব্রাহ্মণ—ব্রহ্মচর্যাদিসাধনসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠ পুরুষ সেই  
আত্মাকেই শাস্ত্র ও আচার্য্যোপদেশ হইতে উত্তমরূপে অবগত হইয়া তদ্বিষয়ে  
প্রজ্ঞালাভ করিবেন অর্থাৎ যাহাতে তাঁহার আর জিজ্ঞাসা করিবার কিছু না থাকে,  
সমস্ত সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়—এইরূপ অপরোধ জ্ঞান লাভ করিবেন। বহুতর  
শব্দ চিন্তা করিবেন না ; কারণ, তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের গ্লানি বা অবসাদ জন্মিয়া  
থাকে মাত্র (কোনও ফললাভ হয় না)।

টীকা—“ধীরঃ ব্রাহ্মণঃ” ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন যে অধিকারী পুরুষ ব্রহ্ম হইতে ইচ্ছা  
করেন—এইরূপ মুমুক্শু, “তম্ এব”—সেই প্রত্যগরূপ পরমাত্মাকেই, “বিজ্ঞায়”—যাহাতে সমস্ত  
সংশয় নিবৃত্ত হইয়া যায়, এইরূপ ভাবে জানিয়া, “প্রজ্ঞাম্ কুর্বীত”—ব্রহ্ম ও আত্মা একতা-  
জ্ঞানেব প্রবাহরূপ একাগ্রতা সম্পাদন করিবেন ; “বহ্ন শব্দান্ ন অনুধ্যয়াৎ”—অনান্যবিষয়-  
প্রতিপাদক অনেক শব্দের ধ্যান বা স্মরণ করিবেন না। এস্থলে ‘ধ্যান’ শব্দের লক্ষণাবৃতির দ্বারা  
‘কথন’ বা উচ্চারণ বৃদ্ধিতে হইবে। এইহেতু অনেক শব্দের উচ্চারণও করিবেন না। এইরূপ  
অর্থ না করিলে শব্দের ধ্যানদ্বারা বাগিন্দ্রিয়ের শ্রম অসম্ভব হইয়া পড়ে। কি হেতু অনেক শব্দের  
ধ্যান নিষিদ্ধ হইতেছে ? তদুত্তরে বলিতেছেন—“কারণ তাহাতে বাগিন্দ্রিয়ের” ইত্যাদি। “হি”—  
যেহেতু, “তৎ”—সেই উচ্চারণ ইহার দ্বারা, লক্ষণা করিয়া ‘স্মরণ’ও বৃদ্ধিতে হইবে, “বাচঃ”—বাগি-  
ন্দ্রিয়ের, ইহা মনেরও উপলক্ষণ। “বিঘ্নাপনম্”—যাহা ক্রান্তির উৎপাদক অর্থাৎ শ্রমহেতু। এস্থলে  
মতিপ্রায় এই—অত্র অর্থাৎ অনান্যবিষয়ক শব্দের স্মরণে মনোরোগ আশ্রিত উৎপন্ন হয়, আর সেই  
কাল শব্দের উচ্চারণে বাগিন্দ্রিয়ের শ্রান্তি জন্মে। ১০৭

এই প্রকারে একাগ্রতাপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন পাঠ করিয়া ভগবদঙ্গীতারূপ শ্রুতির  
৥২২ শ্লোক পাঠ করিতেছেন :—

অনন্যাস্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥১০৮

অর্থ—যে জনাঃ অনন্যাস্ (সন্তঃ) মাম্ চিন্তয়ন্তঃ পর্য্যুপাসতে, তেষাম্ নিত্যভিযুক্তানাং  
হম্ যোগক্ষেমম্ বহামি।

অনুবাদ—যাঁহার ‘আমিই ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমি হইতে অভিন্ন  
কিয়া, সর্বদাই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করেন, সেই অদ্বৈতনিষ্ঠ, অত্যন্ত নিকাম  
যতাত্মগণের জন্ত, অপ্রাপ্তপ্রাপ্তি ও প্রাপ্তসংরক্ষণ আমিই সম্পাদন করিয়া থাকি



টীকা—“যে জনাঃ অনন্তাঃ (সন্তাঃ)” —যে সকল লোক ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানের বলে, আমি হইতে অভিন্ন থাকিয়া এবং সেইরূপে “মাম্ চিস্তয়ন্তঃ পৰ্য্যাপাসতে”—আমাকে অর্থাৎ নারায়ণকে আত্মস্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে সকল সময়েই মদ্রূপ হইয়া অবস্থান করে, “তেষাম্ নিত্য্যভিযুক্তানাম্”—সর্বদাই মদ্রূপতঃ তাহাদিগের, আমি তাহাদের আত্ম-স্বরূপে সংস্কৃত বা ধ্যানাক্রান্ত হইয়া, “যোগক্ষেমম্ বহামি”—অলক্ষ বস্তুর লাভ এবং লক্ষের পরিরক্ষা সম্পাদন করিয়া থাকি। এই শ্লোকের টীকায় মধুসূদন স্বামী লিখিতেছেন—যতুপি ভগবান্ সর্বজীবেরই যোগক্ষেম বহন করিয়া থাকেন, তথাপি অপর জীবের প্রযত্ন উৎপাদন করিয়া, সেই প্রযত্নদ্বারা তাহাদের যোগক্ষেম বহন করেন কিন্তু জ্ঞানিগণের যোগক্ষেমেব জন্ত প্রযত্ন উৎপাদন না করিয়া বহন করিয়া থাকেন, ইহাই বিশেষ। ১০৮

উদাহরণরূপে উক্ত শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন উভয়েরই তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

( ট ) উক্ত শ্রুতি ও  
স্মৃতির তাৎপর্য্য।

ইতি শ্রুতিস্মৃতী নিত্য্যাত্মন্যেকাগ্রতাং ধিয়ঃ ।

বিধন্তো বিপরীতায়্য ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি ॥ ১০৯

অর্থ—ইতি শ্রুতিস্মৃতী বিপরীতায়্য ভাবনায়াঃ ক্ষয়ায় হি আত্মনি নিত্য্য ধিয়ঃ একাগ্রতাম্ বিধন্তঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির জন্ত আত্মায় সদাকাল বুদ্ধির একাগ্রতার বিধান করিতেছে। ১০৯

ভাল, দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধি এবং জগতে সত্যতাবুদ্ধি এই উভয়কে কেন বিপরীত-ভাবনা বলা হয়? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, বিপরীতভাবনার লক্ষণ তদ্ব্যভিযুক্ত খাটে বলিয়া তদ্ব্যভিযুক্ত বিপরীতভাবনা বলা হয়। ইহাই দেখাইবার জন্ত বিপরীত-ভাবনার লক্ষণ করিতেছেন :—

১) বিপরীত ভাবনার  
লক্ষণ ও উদাহরণ।

যত্থথা বর্ততে তন্ত তত্ত্বং হিত্বান্যথাবৃত্তিঃ ।

বিপরীতা ভাবনা স্ম্যৎ পিত্রাদাবিরোধীর্থথা ॥ ১১০

অর্থ—যৎ যথা বর্ততে তন্ত তত্ত্বং হিত্বা অন্তথাবৃত্তিঃ বিপরীতা ভাবনা স্ম্যৎ, যথা পিত্রাদৌ অবিধীঃ ।

অনুবাদ—যে বস্তুর যাহা স্বরূপ, তাহার সেই রূপ পরিত্যাগ করিয়া তাহাকে অন্তপ্রকারে গ্রহণ করার বা বৃদ্ধার নামই বিপরীতভাবনা ; যেমন পিতৃ প্রভৃতি হিতকারী জনে শত্রুবুদ্ধি।

টীকা—“যৎ”—(শক্তি প্রভৃতি) যে বস্তু, “যথা বর্ততে”—যে (শক্তি প্রভৃতির) রূপ অবস্থিত, “তন্ত তত্ত্বম্”—তাহার সেই শুভ্যাদিরূপতা, পরিত্যাগ করিয়া, “অন্তথাবৃত্তিঃ”—রজতাদি-রূপতার জ্ঞান, “বিপরীতা ভাবনা স্ম্যৎ”—তাহাকেই বিপরীতভাবনা বলে ; তাহার অপর লক্ষণ—

“আত্মানক্ষেণে” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২২৭

“অতস্মিন্ তদবুদ্ধিঃ”—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে সেই বুদ্ধির নাম বিপরীতভাবনা। উক্ত লক্ষণ-নিরূপিত বিপরীতভাবনার উদাহরণ দিতেছেন—“যথা পিত্রাদৌ অরিষীঃ”—যেমন ( ছুইপুত্রের ) পিতৃ প্রভৃতি ( হিতকারিজন ) শত্রুবুদ্ধি হইয়া থাকে। ১১০

১১০ শ্লোকে, বিপরীতভাবনার যে লক্ষণ করা হইল, তাহাই আলোচ্য অর্থাৎ ১০০ শ্লোক হইতে আরম্ভ—দেবাদিতে আত্মবুদ্ধি এবং জগতে সত্যাত্মবুদ্ধিরূপ বিষয়ে, যোজনা করিতেছেন :—

(৩) বিপরীত ভাবনার  
উক্ত লক্ষণের আলোচ্য  
বিষয়ে যোজনা।

আত্মা দেহাদিভিন্নোহয়ং মিথ্যা চেদং জগৎ তয়োঃ ।  
দেহাত্মাত্মসত্যাত্মধীবিপর্যায়ভাবনা ॥ ১১১

অয়ম্—অয়ম্ আত্মা দেহাদিভিন্নঃ, ইদম্ জগৎ চ মিথ্যা, তয়োঃ দেহাত্মাত্মসত্যাত্মধীঃ  
বিপর্যায়ভাবনা।

অনুবাদ—এই আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা ; সেই  
ছুইটিতে অর্থাৎ আত্মায় দেহাদিরূপতার এবং জগতে সত্যতার বুদ্ধির নাম  
বিপর্যায়ভাবনা। ( তৃতীয় শ্লোকে ইহা নিবৃত্তির উপায়সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে। )

টীকা—এই আত্মা বস্তুতঃ দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং এই জগৎ মিথ্যা। এইরূপ হইলেও  
সেই আত্মায় ও জগতে যথাক্রমে যে দেহাদিরূপতাবুদ্ধি ও সত্যতাবুদ্ধি, তাহাই বিপরীত-  
ভাবনা। প্রথমটি সাধন, দ্বিতীয়টি ফল। ১১১

১০৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, একাগ্রতার দ্বারাই বিপরীতভাবনার নিবৃত্তি হয়। তথায়  
এই উপায় সামান্যাকারেই বর্ণিত হইয়াছে ; ইহাই এক্ষণে বিশেষাকারে বর্ণন করিতেছেন :—

(৪) বিপরীত ভাবনার  
নিবৃত্তির উপায়  
বিশেষাকারে বর্ণন।

তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ সাতো দেহাতিরিক্ততায় ।  
আত্মানো ভাবয়েত্তদমিথ্যাত্বং জগতোহনিশম্ ॥ ১১২

অয়ম্—সা তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ ; অতঃ আত্মনঃ দেহাতিরিক্ততাম্ তদ্বং জগতঃ মিথ্যাত্বম্  
অনিশম্ ভাবয়েৎ।

অনুবাদ—সেই বিপরীতভাবনা তত্ত্বের ভাবনাদ্বারা নিবৃত্ত হয়। সেইহেতু  
মুমুক্শু আত্মাকে দেহাদি হইতে ভিন্ন এবং জগৎকে মিথ্যা বলিয়া নিরন্তর ভাবনা  
করিবেন।

টীকা—“সা”—দেহাদিতে আত্মতাবুদ্ধিরূপ এবং জগতে সত্যাত্মবুদ্ধিরূপ সেই বিপরীতভাবনা,  
“তত্ত্বভাবনয়া নশ্যেৎ”—তত্ত্বের অর্থাৎ আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং জগতের মিথ্যাত্বরূপ  
বর্থ্যবস্তুর নিরন্তর ধ্যানদ্বারা বিনষ্ট হয়। এইহেতু আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং  
দেহাদিরূপ জগতের মিথ্যাত্ব, মুমুক্শু সর্বদা ভাবনা করিবেন। ১১২

আত্মার দেহাদি হইতে ভিন্নতার এবং জগতের মিথ্যাত্বের ভাবনায়,—জপাদির দ্বারা  
নিয়মেব অপেক্ষা আছে অথবা নাই ?—( বাদী ) এইরূপ প্রশ্ন করিতেছেন :—

( ৭ ) প্রশ্ন—বিপরীত  
ভাবনার নিবর্তক ধ্যানে,  
জপাদির স্থায় নিয়মের  
অপেক্ষা আছে কি না ?

কিং মন্ত্রজপবস্তুমুত্তিধানবদ্যাত্তভেদধীঃ ।

জগন্মিথ্যাত্ত্বধীশ্চাত্ত্র ব্যাবর্ত্য। স্মাছুতাত্ত্বথা ? ॥ ১১৩

অর্থ—অত্র আত্মভেদধীঃ জগন্মিথ্যাত্ত্বধীঃ চ মন্ত্রজপবৎ কিংবা মুত্তিধানবৎ উত অন্তথা ব্যাবর্ত্যাত্ত্বাং ?

অনুবাদ—এস্থলে আত্মার দেহাদি ইহিতে পৃথক্‌বুদ্ধি এবং জগতের মিথ্যাক-  
বুদ্ধি কি মন্ত্রজপের স্থায় অথবা মুত্তিধানের স্থায় অথবা অত্র কোন প্রকারে পুনঃ  
পুনঃ অনুষ্ঠেয় বা করণীয় ?

টীকা—“আত্মভেদধীঃ”—দেহাদি ইহিতে আত্মার ভেদের জ্ঞান এবং “জগতঃ মিথ্যাক্”—  
জগতের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান, যাহা অতীত ১১২ শ্লোকে কথিত হইয়াছে, তাহা “মন্ত্রজপবৎ”—  
মন্ত্রজপের স্থায় এবং দেবতার ধ্যানাদির স্থায় কি নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয় ? অথবা লৌকিক ব্যবহারের  
স্থায় নিয়মানুসরণ বিনাই অনুষ্ঠান করিবার বোধ্য ?—এই প্রশ্ন বাদী করিতেছেন । ১১৩

তত্ত্বভাবনারূপ নির্দিষ্টাঙ্গন প্রত্যক্ষফলদায়ক বলিয়া ইহাতে কোনও নিয়ম নাই—  
ইহাই বলিতেছেন :—

( ত ) উত্তর—কোনও  
নিয়ম নাই, দৃষ্টান্তের  
সহিত প্রতিপাদন ।

অত্র্যথেতি বিজানীহি দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ ।

বুভুক্ষুর্জপবদ্ভুংক্তে ন কশ্চিন্মন্যতঃ কচিৎ ॥ ১১৪

অর্থ—অন্তথা ইতি বিজানীহি, দৃষ্টার্থত্বেন ভুক্তিবৎ । কশ্চিৎ বুভুক্ষুঃ কচিৎ জপবৎ  
ন্যতঃ ন ভুংক্তে ।

অনুবাদ—( ১১২ শ্লোকোক্ত ) তত্ত্বভাবনা অত্রপ্রকারেও অর্থাৎ নিয়ম বিনাও  
করিতে পারা যায়,—কেননা, তাহা দৃষ্টফলক অর্থাৎ যেমন ভোজনে প্রতি গ্রাসে  
ক্ষুধানিবৃত্তিরূপ প্রত্যক্ষ ফল দৃষ্ট হয়, সেইরূপ তত্ত্বভাবনার ফল প্রত্যক্ষ । কোনও  
ক্ষুধাতুর ব্যক্তি কোথাও জপের স্থায় নিয়ম করিয়া ভোজন করে না ।

টীকা—“অন্তথা”—নিয়ম বিনা ; তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—“দৃষ্টার্থত্বেন”—তাহা প্রত্যক্ষ-  
ফলপ্রদ বলিয়া ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“ভুক্তিবৎ”—ভোজনের স্থায় । ভাল, প্রত্যক্ষফলপ্রদ  
ভোজনেও নিয়ম ত’ ঐতি-স্বত্বিতে দেখা যায় ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“কোনও ক্ষুধাতুর  
ব্যক্তি” ইত্যাদি । ক্ষুধার নিবৃত্তির জন্ত ভোজনেচ্ছা পূর্য, জপকারী লোকের স্থায় নিয়মপূর্বক  
ভোজন করেন না, কিন্তু ক্ষুধার পীড়ায় যাহাতে শান্তি হয় সেইরূপ ভোজন করেন—ইহাই অর্থ । ১১৪

এই দৃষ্টান্তই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

অশ্মাতি বা ন বাশ্মাতি ভুংক্তে বা স্বেচ্ছয়াত্মথা ।

যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধামপনিবর্তি ॥ ১১৫

অন্নম্—অশ্রুতি বা ন বা অশ্রুতি বা অন্তথা স্বচ্ছন্দা ভুক্তে, যেন কেন প্রকারেণ ক্ষুধাং অপানীযতি ।

অনুবাদ—ক্ষুধার্ত পুরুষ, হয় ভোজন করেন, হয়ত ভোজন করেন না বা অন্তপ্রকারে আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন । তিনি যে কোনও প্রকারে ক্ষুধানিবৃত্তির ইচ্ছা করেন ।

টীকা—“অশ্রুতি বা”—ক্ষুধার্ত পুরুষ অন্ন উপস্থিত হইলে কখন ভোজন করেন, “ন বা অশ্রুতি”—অথবা অন্ন উপস্থিত না হইলে ক্ষুৎপিড়ার বিস্থিতিকারক দ্যুতক্রীড়াদিতে উৎকট প্রবৃত্তিবশতঃ ভোজন না করিয়াই কিছুকাল কাটান । “অন্তথা বা”—অথবা অন্তপ্রকারে—উপরিষ্ট হইয়া, চলিতে চলিতে অথবা শয়ন করিয়া আপনার ইচ্ছানুসারে ভোজন করেন । এইরূপে “যেন কেন প্রকারেণ”—যে কোনও প্রকারে তৎকালীন ক্ষুধার নিবৃত্তির ইচ্ছা করেন । এস্থলে গুঢ়াভিপ্রায় এই যে ক্ষুৎপিড়ার নিবৃত্তিরূপ দৃষ্ট অর্থাৎ অনুভবসিদ্ধ ফলের জন্ম ভোজনই করিতে হয় ; আর শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রে বিহিত যে সকল নিয়ম আছে, তাহা পরলোকেরই কারণ, ক্ষুৎপিড়ানিবৃত্তির কারণ নহে । ১১৫

ভোজন হইতে জপাদির বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(খ) ভোজন-দৃষ্টান্ত হইতে  
জপাদির বিলক্ষণতা ।

নিয়মেন জপং কুর্যাদকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ ।

অন্যথাকরণেহনর্থঃ স্বরবর্ণবিপর্যয়াৎ ॥ ১১৬

অর্থ—নিয়মেন জপম্ কুর্য্যাৎ, অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ ; অন্যথাকরণে স্বরবর্ণবিপর্যয়াৎ অনর্থঃ ( স্ত্রাং ) ।

অনুবাদ—জপ নিয়মপূর্বকই করিতে হয়, কেননা, তাহা না করিলে প্রত্যবায় ( পাপবিশেষ ) উৎপন্ন হয় । জপ অন্য প্রকারে করিলে স্বরের ও বর্ণের বিপর্যয়হেতু অনর্থ হয় ।

টীকা—নিয়মপূর্বক জপ করিবার কারণ বলিতেছেন—“অকৃতৌ প্রত্যবায়তঃ”—‘কেননা, তাহা না করিলে’ ইত্যাদি । ভাল, এইরূপে না করিলে প্রত্যবায় হয়, মানিলাম ; জপ অন্য প্রকারে করিলে ত’ প্রত্যবায় না হইতে পারে ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“অন্যথাকরণে অনর্থঃ”—‘জপ অন্য প্রকারে করিলে ইত্যাদি’ । যেহেতু শিক্ষাদি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে—“মন্ত্রো হীনঃ স্বরতো বর্ণতো বা মিথ্যা প্রযুক্তো ন তমর্থমাহ । স বাথজ্ঞো যজমানঃ হিনস্তি যথেক্ষশত্রুঃ স্বরতোহপরাধাৎ ॥” ( মন্ত্রের উচ্চারণে ) উদাত্ত ( উচ্চঃস্বর ) অনুদাত্ত ( নীচঃ স্বর ) ইত্যাদিরূপে বিহিত স্বরের খলন বা ভ্রংশ করিয়া অথবা অক্ষরের ভ্রংশ করিয়া উচ্চারিত যে মন্ত্র তাহা সেইরূপ মিথ্যা উচ্চারণ প্রাপ্ত হইলে, বাঞ্ছিত অর্থের নির্দেশ করে না, আর সেই বাণীরূপ বজ্র যজমানকেই বিনষ্ট করিয়া থাকে ; যেমন, স্বরবিষয়ক অপরাধ হওয়ায় ইন্দ্রের শত্রু বৃত্রাসুর বিনষ্ট হইয়াছিল অর্থাৎ ষষ্ঠী “ইন্দ্রশত্রো বর্জস্ব” এই বাক্যে ‘ইন্দ্র’পদ উদাত্ত স্বরে ( উচ্চঃস্বরে ) এবং ‘শত্রু’পদ অনুদাত্ত স্বরে ( নীচঃ স্বরে ) উচ্চারণ করিয়া অপরাধ করিলে ইন্দ্রই বৃত্রাসুরের শত্রু হইলেন । শাস্ত্রে

( তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৪।১২ অনুবাক্যে ) এইরূপ বর্ণিত হওয়ায় অপের নিয়ম বিনা অপাঠ্যন করিলে স্বরবর্ণের বিপর্যয়হেতু অনর্থ হয়, ইহাই তাৎপৰ্য্য । \* ১১৬

( শঙ্কা ) ভাল, ক্ষুধা দৃষ্টদৃষ্ণের হেতু বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্ত নিয়ম পরিত্যাগ করিয়া ভোজন করা যাইতে পারে ; কিন্তু বিপরীতভাবনা সেইরূপ দৃষ্টদৃষ্ণের হেতু নয় বলিয়া, সেই বিপরীতভাবনার নিবর্তক ধ্যান ত' অদৃষ্টকলের জন্ত নিয়মপূর্বক অনুষ্ঠেয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

( দ ) বিপরীতভাবনা  
ক্ষুধার স্থায় দৃষ্টদৃষ্ণের  
হেতু বলিয়া তন্নিবর্তক  
ধ্যানের অনুষ্ঠানে অনিয়ম ।

ক্ষুধেব দৃষ্টবাধাকৃদ্বিপরীতা চ ভাবনা ।

জ্যেয়া কেনাপ্যুপায়েন নাস্ত্যত্রাহুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ॥ ১১৭

অর্থ—ক্ষুধা ইব বিপরীতা ভাবনা চ দৃষ্টবাধাক্রমঃ, কেন অপি উপায়েন জ্যেয়া । অত্র  
অনুষ্ঠিতেঃ ক্রমঃ ন স্তি ।

অনুবাদ—ক্ষুধার স্থায় বিপরীতভাবনাও প্রত্যক্ষ দৃঃখদায়ক ; সেইহেতু  
বিপরীতভাবনাকেও, যে কোন উপায়ে জয় করা যাইতে পারে । ইহার জয়-  
বিষয়ে অনুষ্ঠানের কোনও ক্রম বা নিয়ম নাই ।

টীকা—বিপরীতভাবনা যে দৃঃখের হেতু, তাহা অসম্ভবসিদ্ধ বলিয়া দৃষ্টফলাভের জন্ত, তাহার  
নিবর্তক ধ্যানের অনুষ্ঠান, নিয়ম বিনাই ত' করা যাইতে পারে । ইহাই তাৎপৰ্য্য । ১১৭

তাহা হইলে ত' সেই বিপরীতভাবনার নিবর্তক উপায় প্রদর্শন করা কর্তব্য ।  
এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তাহা পূর্বেই দেখান হইয়াছে :—

( ধ ) পূর্বোক্ত ১০৬  
শ্লোকে 'বিপরীত ভাব-  
নার নিবৃত্তির জন্ত উপায়ে  
পুনর্বর্ণন ।

উপায়ঃ পূর্বমেবোক্তস্তচ্চিস্তাকথনাদিকঃ ।

এতদেকপরত্বেহপি নির্বন্ধো ধ্যানবয়ং হি ॥ ১১৮

অর্থ—তচ্চিস্তাকথনাদিকঃ উপায়ঃ পূর্বম্ এব উক্তঃ । এতদেকপরত্বে অপি ধ্যানবং  
নির্বন্ধঃ ন হি ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের চিস্তন, তদ্বিষয়ক আলোচনা প্রভৃতিরূপ উপায় পূর্বেই  
অর্থাৎ ১০৬ সংখ্যক শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে । এই ব্রহ্মে একনিষ্ঠতাবিষয়ে  
মূর্ত্যাদি ধ্যানের স্থায় কোনও একাগ্রতানিয়ম নাই ।

\* সায়নাচার্য্য তৈত্তিরীয় সংহিতায় ২।৪।১২ অনুবাক্যের ব্যাখ্যায়—সেই স্বরাপারদের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—  
'ইন্দ্রশত্রো বর্দ্ধ' এই বাক্যে 'ইন্দ্রশত্রু' শব্দে ইন্দ্রের শাসয়িতা বা বিনাশকারীকে বুঝান হইয়া উদ্দেশ্য ছিল অর্থাৎ ষ্টায়  
যজীতংপুংসমাসে অস্তোদান্ত করিয়া 'শত্রো'পদ উদাত্তবরে উচ্চারণ করা ( accent দেওয়া ) উচিত ছিল  
তাহা না করিয়া 'ইন্দ্র'পদ উদাত্তবরে উচ্চারণ করিয়া 'ইন্দ্রশত্রো' শব্দটি বহুব্রীহি সমাস করিয়াছিলেন  
( পানিনিঃ ৩।২।১ ) ; তাহার ফলে বৃথাইল 'ইন্দ্র হইয়াছে শাসয়িতা ( বিনাশক ) যাহার' অর্থাৎ বিপরীত অর্থের  
প্রকাশ হইল । তাহাই মনঃগত স্বরাপরাধ । ( ষ্টায় বৃত্বেবের পক্ষে মন্তোচ্চারণ করিয়াছিলেন । )

“জ্ঞানক্ষেত্র” প্রতিভে ‘অয়ম’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সত্ত্বাবস্থা ২৩১

টীকা—ভাল, বিপরীতভাবনার নিবৃত্তির উপায়রূপে ‘পৃথমুখ হইয়া বসিতে হইবে’ ইত্যাদি নিয়ম না-ই থাকুক, ইষ্টদেবতার মূর্তির ধ্যানের দ্বায় ব্রক্ষে একপরতারূপ একাগ্রতার নির্বন্ধ বা অলজ্য নিয়ম ত’ আছেই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“এই ব্রক্ষে একনিষ্ঠতা বিষয়ে” ইত্যাদি। ১১৮

ভাল, ধ্যান ত’ ধ্যেয় বিষয়ে চিন্তামাত্র। সেই ধ্যানবিষয়ে আবার নির্বন্ধ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ধ্যানে নির্বন্ধ বুঝাইবার জন্য অগ্রে ধ্যানের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

মূর্তিপ্রত্যয়সান্ততম্যাত্মনস্তরিতং ধিয়ঃ ।

নঃ ধ্যানের স্বরূপ এবং তাহাতে মনের নিরোধ ।

ধ্যানং তত্রাতিনির্বন্ধো মনসশ্চকলান্ননঃ ॥ ১১৯

অর্থ—ধিয়ঃ মূর্তিপ্রত্যয়সান্ততাম্ অত্মানস্তরিতম্ ধ্যানম্ ( ভবতি ) । তত্র চকলান্ননঃ মনসঃ অতিনির্বন্ধঃ ( কৰ্ত্তব্যঃ ) ।

অনুবাদ—বুদ্ধির মূর্তিবিষয়ক বৃত্তির নিরবচ্ছিন্নভাবে অগ্ন্যবস্তুচিত্তারূপ ব্যবধান না থাকিলে, তাহাকে ধ্যান বলে। সেই ধ্যানে চকলস্বভাব মনের একান্ত নিরোধ করিতে হয়।

টীকা—“ধিয়ঃ”—বুদ্ধির সম্বন্ধে, “মূর্তিপ্রত্যয়ানাম্”—দেবতাদিবিষয়ক যে বৃত্তি, তাহার যে “সান্ততাম্”—অবিচ্ছিন্নভাবে স্থিতি, তাহা “অত্মানস্তরিতম্”—অগ্ন্য অর্থাৎ বিজাতীয় প্রত্যয়দ্বারা অব্যবহিত ( অনন্তরিত ) হইলে, তাহাকে ধ্যান বলে। এইরূপে ধ্যানের স্বরূপ নির্ণয় করিয়া তাহাতে নির্বন্ধ বুঝাইতেছেন—“সেই ধ্যানে” ইত্যাদি। যেমন সদা বিচরণশীল হস্তা প্রভৃতির একই স্থানে বন্ধনদ্বারা তাহাদের নিরোধ হয় সেইরূপ ধ্যানদ্বারা চকলস্বভাব মনেরও নিরোধ হয়, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ১১৯

মনের চকলতাবিষয়ে গীতাবাক্য ( ৬৩৪ ) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) মনের চকলস্বভাব— চকলং হি মনঃ কৃষ্ণং প্রমাণি বলবদ্ দৃঢ়ম্ ।

বিষয়ে গীতা বাক্য  
প্রমাণ ।

তস্মাহং নিগ্রহং মন্তো বায়োৱিব সূক্ষ্মরম্ ॥ ১২০

অর্থ—হে কৃষ্ণ, হি ( যতঃ ) মনঃ চকলম্ প্রমাণি বলবৎ দৃঢ়ম্, অহম্ তন্ত নিগ্রহম্ বায়োঃ ইব সূক্ষ্মরম্ মন্তো ।

অনুবাদ—( অর্জুন বলিতেছেন ) হে কৃষ্ণ, যেহেতু মন অত্যন্ত চকলস্বভাব, ‘প্রমাণি’—ক্ষোভকর বলিয়া শরীরেন্দ্রিয়সম্ভাতের বিবশতার হেতু, ‘বলবৎ’—তাহার অভিপ্রেত বিষয় হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করা অসাধ্য, ‘দৃঢ়’—তন্তুনাগ বা Octopusএর দ্বায় সহস্রবিষয়বাসনাদ্বারা আক্রান্ত বলিয়া আছে, এইহেতু সেই মনের নিরোধ অর্থাৎ নিবৃত্তিকরূপে অবস্থাপন, আকাশে দৌধুয়মান বায়ুকে নিশ্চল করিয়া স্থাপনের দ্বায় সূক্ষ্মর মনে করি।

টীকা—“প্রমাণি”—প্রমথনস্বভাব অর্থাৎ লোকের ব্যাকুলতার কারণ, “বলবৎ”—সমর্থ অর্থাৎ নিগ্রহকরণবিষয়ে অসাধ্য; “দৃঢ়ম্”—সৎ অথবা অসদ্বিষয়ে একান্ত আসক্ত—সেইহেতু তাহার উদ্ধার অসাধ্য; এই কারণে “তস্ত নিগ্রহঃ”—সেই মনের নিগ্রহ, বায়ুর নিগ্রহের স্তায় স্তূহকর ।\* ১২০

মন যে দুর্নিগ্রহ তদ্বিষয়ে বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ক) মনের দুর্নিগ্রহে  
বশিষ্ঠবাক্য প্রমাণ ।

অপ্যক্রিপানাম্মহতঃ সূমেক্রমূলনাদপি ।

অপি বহ্যশনাং সাধো বিষমশ্চিন্তনিগ্রহঃ ॥ ১২১

অর্থ—হে সাধো, মহতঃ অক্রিপানাং অপি মহতঃ সূমেক্রমূলনাং অপি মহতঃ বহ্যশনাং অপি চিন্তনিগ্রহঃ বিষমঃ । ( বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত )

অনুবাদ ও টীকা—হে সাধো, একার্ণবকালিক ( অথবা অগস্ত্যকৃত ) সমুদ্র-পানাপেক্ষা, সৃষ্টিকালীন (বিধাতৃকৃত) সূমেক্রপর্বতের উৎপাটনাপেক্ষা এবং (কৃষ্ণকৃত) বহিঃপানাপেক্ষা, চিন্তের নিগ্রহ বিষম স্তূহঃশক । ১২১

১০৬ শ্লোক হইতে বিপরীতভাবনার নিবর্তক যে নিদিধ্যাসনের কথার আলোচনা চলিতেছে, তাহার ১১২ শ্লোকোক্ত ধ্যান হইতে বিলক্ষণতা দেখাইতেছেন :—

(ব) ধ্যান হইতে ব্রহ্মা-  
ভ্যাসের বিলক্ষণতা ।

কথনাদৌ ন নির্বন্ধঃ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ ।

কিন্তু নন্তেতিহাসাত্তৈর্ষিনোদো নাট্যবন্ধিয়ঃ ॥ ১২২

অর্থ—কথনাদৌ শৃঙ্খলাবদ্ধদেহবৎ নির্বন্ধঃ ন, কিন্তু অনন্তেতিহাসাত্তৈর্ষিনোদো ধিয়ঃ বিনোদো নাট্যবৎ ।

অনুবাদ—( এই বিপরীতভাবনানিবর্তক নিদিধ্যাসনে অর্থাৎ ) ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে, শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের স্তায় নিরোধের অভ্যাস করিতে হয় না ; কিন্তু ইহাতে অসংখ্য ইতিহাসশ্রবণাদির দ্বারা বুদ্ধির বিনোদন হয় ; যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় দর্শনাদির দ্বারা চিন্তাবিনোদন হয়, সেইরূপ ।

টীকা—( ধ্যানে ) শৃঙ্খলাবদ্ধ দেহের স্তায় ধেরূপ “নির্বন্ধ”—অর্থাৎ নিরোধ করিতে হয়, ব্রহ্মবিষয়ক কথোপকথনাদিতে সেইরূপ নির্বন্ধ নাই ; ইহাই তাৎপর্য্য । “কথনাদৌ”—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ব্রহ্মচিন্তন প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । সেই সেই প্রকার ব্রহ্মের চিন্তন কথনাদিতে কেবল যে নিরোধের অভাব এরূপ নহে, প্রভূত তাহাতে বুদ্ধির বিনোদন হয় ; ইহাই বলিতেছেন—“কিন্তু ইহাতে” ইত্যাদি । “ইতিহাস”—পূর্ব পূর্ব মহাপুরুষদিগের

\* মধুসূদন এই স্তূহকরত্বের কারণব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—“স্বভাববিপর্য্যয়াযোগাদ্ বিরোধিসম্ভাব্যং চ”—জলের আর্দ্রতার স্তায়, অগ্নির উত্ত্বার স্তায় চিন্তের প্রতিরূপপরিণামস্বভাবতার বিপর্য্যয় করা অসম্ভব আর ; স্বকলপনে প্রবৃত্ত করণের পরিহার অসম্ভব ।

“জাত্মানকেৎ” শ্রুতিতে ‘অময়’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাত্মানের সম্ভাবনা ২৩৩

কথা হইয়াছে ‘আদি’ বাহাদিগের অর্থাৎ যে লৌকিক কথা, অমূলক যুক্তি, দৃষ্টান্ত প্রদর্শন, অলৌকিকপ্রবোধন প্রভৃতির, তাহা “ইতিহাসাদি”; “অনন্তঃ”—অসংখ্যাত যে ‘ইতিহাসাদি’ তাহা ‘অনন্তেতিহাসাদি’, তদ্বারা বুদ্ধির বিনোদ—ক্রীড়ামোদবিশেষ হয়। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—যেমন নৃত্যকলা, অভিনয় ইত্যাদি দেখিলে হয়, সেইরূপ। [ ‘অচ্যুতরায়’—ভাল, মনের একান্ত চঞ্চলস্বভাবাদি অনেক দোষ আছে বলিয়া অতিনির্বন্ধের প্রয়োজন ; কিন্তু ‘নিদিধ্যাসন’ বলিতে বৈতমিথ্যাশ্রুপূর্বক অপরোক্ষীকৃত ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতাবিষয়ক স্মৃতির অবিচ্ছেদ-রূপ অমুসন্ধান বুঝিতে হয় ; তাহা হইলে তাহাতে সেইরূপ নির্বন্ধ নাই কেন ? এই শ্লোকে তাহারই কারণ বুঝাইতেছেন। ] “অসংখ্য ইতিহাসাদি” বলিতে বাশিষ্ঠীরামায়ণ, মহাভারতের অন্তর্গত মোক্ষধর্ম, স্মৃতসংহিতা ইত্যাদি বুঝিতে হইবে। ১২২

ভাল, ইতিহাসশ্রবণাদি দ্বারা ব্রহ্মে একনিষ্ঠতারূপ নিদিধ্যাসনের ত’ ব্যাঘাত বা ভঙ্গ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(৩) ব্রহ্মভাসপ্রবৃত্তের  
ইতিহাসাদিশ্রবণাদি দ্বারা  
একব্রহ্মত্বপবত্য  
ব্যাঘাত হয় না।

চিদেবাত্মা জগন্মিথ্যেত্যত্র পর্য্যবসানতঃ।

নিদিধ্যাসনবিক্ষেপো নেতিহাসাদিভির্ভবেৎ ॥ ১২৩

অর্থ—আত্মা চিৎ এবং, জগৎ মিথ্যা ইতি অত্র পর্য্যবসানতঃ ইতিহাসাদিভিঃ নিদিধ্যাসনবিক্ষেপঃ ন ভবেৎ।

অনুবাদ—আত্মা চৈতন্যরূপই আর জগৎ মিথ্যা—এই তত্ত্বেই ইতিহাসাদির পর্য্যবসান অর্থাৎ ইহাই ইতিহাসাদির তাৎপর্য্য। সেইহেতু ইতিহাসাদির শ্রবণ দ্বারা নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না।

টীকা—আত্মা চৈতন্যমাত্ররূপ, দেহাদিরূপ নহেন ; আর দেহাদিরূপ জগৎ মিথ্যা ; এই তত্ত্বে ইতিহাসাদির পর্য্যবসান বা তাৎপর্য্য বলিয়া ইতিহাসাদির শ্রবণাদির দ্বারা, ব্রহ্মে একনিষ্ঠতা বলিতে যাহা বুঝায়, সেইরূপ নিদিধ্যাসনের বিক্ষেপ বা ভঙ্গ হয় না, ইহাই তাৎপর্য্য। ১২৩

ভাল, ইতিহাসাদিশ্রবণ অঙ্গীকার করিলে, ( তাহার সমানপদবীহ ) কৃষিকাষ্য প্রভৃতিও আসিয়া পড়িবে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(৪) কৃষাদি কার্যের এবং  
কাষানাটকাদি শ্রবণের  
সহিতই তত্ত্বশ্রবণের  
বিরোধ।

কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ।

বিক্ষিপ্যতে প্রবৃত্ত্যা ধীশৈস্তত্ত্বত্বস্য ত্যসম্ভবাৎ ॥ ১২৪

অর্থ—কৃষিবাণিজ্যসেবাদৌ কাব্যতর্কাদিকেষু চ প্রবৃত্ত্যা ধীঃ বিক্ষিপ্যতে, তৈঃ তত্ত্ব-সম্ভবাত্।

অনুবাদ ও টীকা—কৃষি, বাণিজ্য, সেবা প্রভৃতিতে এবং কাব্য-শাস্ত্রশাস্ত্র প্রভৃতিতে প্রবৃত্তি হইলে, বুদ্ধির বিক্ষেপ হয়, কেননা, সেই কৃষি প্রভৃতি কার্যে তত্ত্বের স্মরণ অসম্ভব। ১২৪



( শঙ্ক ) ভাল, কৃষাদিকার্যে তত্ত্বস্বরণের বাধা হয় বলিয়া পরিত্যাজ্য হইলে ভোজনাদিও তত্ত্বস্বরণের ব্যাধাতজনক বলিয়া সেইরূপ পরিত্যাজ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(য) ভোজনাদি কার্যে  
তত্ত্বস্বরণের বাধা হয় না ।  
অনুসন্দধতৈবাত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতুম্ ।  
শক্যতেহত্যন্তবিক্ষেপাভাবাদাশু পুনঃ স্মৃতেঃ ॥১২৫

অর্থ—অনুসন্দধতা এব অত্র ভোজনাদৌ প্রবর্তিতুম্ শক্যতে, অত্যন্তবিক্ষেপাভাবাং পুনঃ  
আশু স্মৃতেঃ ।

অনুবাদ—তত্ত্বস্বরণকারী পুরুষ এই ভোজনাদি-কর্মে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, কেননা, ভোজনাদিপ্রবৃত্তির দ্বারা বিক্ষেপবাহুল্য ঘটে না, যেহেতু ভোজনাদিব সমাপনান্তে অবিলম্বেই স্মৃতি জাগিয়া উঠে ।

টীকা—ভোজনাদিতে কেন প্রবৃত্ত হইতে পারেন? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—যেহেতু ভোজনাদিপ্রবৃত্তিতে বিক্ষেপের প্রবলতা ও বাহুল্য নাই। কেন নাই? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—“যেহেতু ভোজনাদির সমাপনান্তে” ইত্যাদি । ১২৫

ভাল, ভোজনাদিকালে বিক্ষেপবাহুল্যের অভাব হইলেও তত্ত্ববিস্মৃতি ঘটে বলিয়া পুরুষার্থের হানি ত’ হইবেই । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রান্নানর্থঃ কিন্তু বিপর্যয়াৎ ।  
বিপর্য্যেতুং ন কালোহস্তু ঋটিতি স্মরতঃ কচিৎ ॥১২৬

অর্থ—তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রাৎ অনর্থঃ ন ( শ্রাং ) কিন্তু বিপর্যয়াৎ ( শ্রাং ) ঋটিতি স্মরতঃ  
বিপর্য্যেতুং কচিৎ কালঃ ন অস্তু ।

অনুবাদ—তত্ত্ববিস্মরণ মাত্রেই অনর্থ হয় না, কেবল বিপরীত জ্ঞানই অনর্থের মূল । পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া কোনও স্থলে বিপর্য্যয় ঘটবার অবসর থাকে না ।

টীকা—“তত্ত্ববিস্মৃতিমাত্রাৎ”—চিদাস্বরূপ তত্ত্বের দেহাদি হইতে ভিন্নতা এবং দেহাদিরূপ জগৎপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের কেবল বিস্মৃতির দ্বারাই, “অনর্থঃ ন শ্রাং”—পুরুষার্থের নাশ হয় না । তবে অনর্থ ঘটে কিসে? তত্ত্বতরে বলিতেছেন—“কেবল বিপরীতজ্ঞান” ইত্যাদি । ( শঙ্ক ) ভাল, ভোজনাদিকালে যথার্থবস্তুরূপ তত্ত্বের বিস্মরণ হইলে বিপর্য্যয়ও ত’ ঋটিতে পারে, তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—“পরে তৎক্ষণাৎ স্মরণ হয় বলিয়া” ইত্যাদি । ১২৬

( শঙ্ক ) ভাল, ভোজনাদিব্যাপারে প্রবৃত্ত লোকের স্মার, তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাসে প্রবৃত্ত তত্ত্বের স্মরণ কেন হয় না? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—

“আত্মানকে” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২৩২

(২) জ্ঞানাদিশাস্ত্রাভাসে  
প্রবৃত্তের তত্ত্বস্বরূপ অসম্ভব।

তত্ত্বস্বত্বের বসনো নাস্ত্যাত্মাভ্যাসশালিনঃ।

প্রত্যুতাত্ম্যাসঘাতিত্বাদ বলাৎ তত্ত্বমুপেক্ষ্যতো ১২৭

অর্থ—অত্মাভ্যাসশালিনঃ তত্ত্বস্বত্বঃ অবসরঃ ন অস্তি, প্রত্যুতাত্ম্যাসঘাতিত্বাদ বলাৎ তত্ত্বমুপেক্ষ্যতে।

অনুবাদ—অন্য অর্থাৎ জ্ঞানাদিশাস্ত্রের অভ্যাসে প্রবৃত্ত লোকের তত্ত্বস্বতির অবসর নাই, প্রত্যুতাত্ম্যাসঘাতিত্বাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিঘাতক বলিয়া সেই অভ্যাসে তত্ত্বের উপেক্ষা অনিবার্য।

টীকা—জ্ঞানশাস্ত্রাদির অভ্যাসশীল লোকের কেবল যে তত্ত্বাহুসন্ধানের অবসর নাই, এরূপ নহে, কিন্তু কাব্যতর্কাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের বিরোধী বলিয়া, সেই অভ্যাসকালে তত্ত্বস্বতি আসিলেও তাহাকে বলপূর্বক উপেক্ষা করিতে হয় (দৈতপক্ষপাতাদি আসিয়া পড়ে)। এই কথাই বলিতেছেন—“প্রত্যুতাত্ম্যাসঘাতিত্বাদির অভ্যাস তত্ত্বাভ্যাসের” ইত্যাদি। ১২৭

তত্ত্বাহুসন্ধানের বিরোধী বাধ্যবহার অর্থাৎ কাব্যতর্কাদির অভ্যাস যে পরিত্যাগ্য তদ্বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ [ তম্ এব একম্ জানীথ আত্মানম্ অত্মাঃ বাচঃ বিমুক্তথ, অমৃতন্ত এষঃ সেতুঃ—মুগ্ধক উ, ২।২।৫ ]—( পৃথিবী, অন্তরিক্ষ, প্রাণ, মন প্রভৃতি সকলের আধারভূত সেই এক সজাত্যাদিরহিত প্রত্যুক্তস্বরূপ আত্মাকেই অবগত হও; হে শিষ্যগণ! সেই আত্মাকে অবগত হইয়া আত্মাতিরিক্ত প্রতিপাদক অপরবিচাররূপ অন্ত বচনসমূহ পরিত্যাগ কর, এই আত্মাসাক্ষাৎকারই মোক্ষের প্রাপ্ত্যুপায় ; পরপারপ্রাপ্তির উপায় সেতুর স্থায়। এই শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৩) তর্কশাস্ত্রাদির অভ্যাস  
যে তত্ত্বস্বতির বিরোধী—  
তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ।

তমেবৈকং বিজানীথ হত্যা বাচো বিমুক্তথ।

ইতি শ্রুতং তথান্যত্র বাচো বিগ্ৰাপনং ত্বিতি ॥ ১২৮

অর্থ—তম্ এব একম্ বিজানীথ, হি অত্মাঃ বাচঃ বিমুক্তথ ইতি শ্রুতম্ (মুগ্ধক উ, ২।২।৫)।  
তথা অন্যত্র বাচো বিগ্ৰাপনম্ তু ইতি (বৃহদা উ, ৪।৪।২১)।

অনুবাদ ও টীকা—এই নিমিত্ত মুগ্ধকশ্রুতি বলিতেছেন—সেই একমাত্র (পরমাত্মাকেই) জ্ঞান, অন্য শব্দজালচর্চা পরিত্যাগ কর; এবং অন্যত্র অর্থাৎ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে আছে—[ ন অনুধ্যয়াৎ বহুন্ শব্দান্ বাচঃ বিগ্ৰাপনম্ হি তৎ ]  
—বহুতর শব্দের চিন্তা করিবে না, কারণ, তাহাতে কেবল বাগিল্লিয়ারে গ্রানি বা অবসাদ জন্মিয়া থাকে, (কোনও ফল লাভ হয় না)। ১২৮

ভাল, তত্ত্বাহুসন্ধান হইতে ভিন্ন আহারাদির যেমন পরিত্যাগ চলে না, করিতেই হয়, সেইরূপ বেদান্তভিন্ন শাস্ত্রাদির অভ্যাসও ত’ কর্তব্য, এইরূপ হ্রাৎপ্রকারী বাদীর প্রতি বলিতেছেন :—

(ব) বেদান্তভিন্ন শাস্ত্র-  
দ্বারাভ্যাসে দুরাগ্রহী বাদীর  
প্রতি উত্তর।

আহারাদি ত্যজমৈব জীবেষ্ছাস্ত্রাস্তরং ত্যজন্।

কিং ন জীবসি যেনৈবং করোষ্যত্র দুরাগ্রহম্ ॥ ১২৯

অর্থ—আহারাদি ত্যজন্ ন এব জীবৎ, শাস্ত্রাস্তরম্ ত্যজন্ কিম্ ন জীবসি, যেন  
এবম্ অত্র দুরাগ্রহম্ করোষি ?

অনুবাদ ও টীকা—আহারাদি পরিত্যাগ করিলে ‘মানুষ বাঁচে না, কিন্তু  
শাস্ত্রাস্তর পরিত্যাগ করিয়া তুমি কি জীবিত নাই—যে কারণে তুমি এই ত্রায়াদি  
অন্য শাস্ত্রাধ্যয়নে দুরাগ্রহ করিতেছ ? ১২৯

ভাল, তাহা হইলে জনকাদি তত্ত্ববিদগণেরও কেন রাজ্যপালনাদিতে প্রবৃত্তি হইল ?  
এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত ধরিয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

জনকাদেঃ কথং রাজ্যমিতি চেদ্ব্যবোধতঃ।

(শ) জনকাদি জ্ঞানীর  
রাজ্যপালন লইয়া শঙ্কা।

তথা তবাপি চেত্ত্বকং পঠ যদ্বা কুৰ্বিৎ কুরু ॥ ১৩০

অর্থ—জনকাদেঃ রাজ্যম্ কথম্ ইতি চেৎ ? (উত্তর) দৃঢ়বোধতঃ। তব অপি তথা  
চেৎ, তর্কম্ পঠ যদ্বা কুৰ্বিৎ কুরু।

অনুবাদ—যদি বল—জনক প্রভৃতি তত্ত্বজ্ঞানী কি প্রকারে রাজ্যপালনাদি  
করিয়াছিলেন ? তত্ত্বজ্ঞানে বলি—বোধের দৃঢ়তাহেতু তাঁহারা এরূপ করিতে সমর্থ  
হইয়াছিলেন। তোমারও যদি সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে  
তুমিও তর্কশাস্ত্রাধ্যয়ন কর বা কৃষিকার্য্য কর ( তাহাতে বাধা নাই )।

টীকা—জনকাদি দৃঢ়পারোক্ষজ্ঞানী ছিলেন বলিয়া তাঁহাদের সেই রাজ্যপালনাদিপ্রবৃত্তি  
বাধক হয় নাই—ইহাই বুঝাইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“বোধের দৃঢ়তা-  
হেতু” ইত্যাদি। যদি বল ‘আমারও সেইরূপ দৃঢ় বোধ হইয়াছে’, এইরূপ বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তী  
বলিতেছেন :—“তোমারও যদি” ইত্যাদি। ১৩০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানিগণ সংসারের অসারতা জানিয়াও কিহেতু তাহাতে প্রবৃত্ত হইবেন ?  
এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তত্ত্বজ্ঞানে বলিতেছেন—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল অবশ্যজ্ঞানী বলিয়া, ভোগ-  
দ্বারা তাহার ক্ষয় করিবার নিমিত্ত তত্ত্বজ্ঞগণের প্রবৃত্তি হয় :—

(ঘ) তত্ত্বজ্ঞানীর নিঃসার  
সংসারে প্রবৃত্তি হয় কেন ?

মিথ্যাভবাসনাদাঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া।

এই শঙ্কার সমাধান।

অক্লিষ্ট্যন্তঃ প্রবর্তন্তে স্বস্বকর্মানুসারতঃ ॥ ১৩১

অর্থ—মিথ্যাভবাসনাদাঢ্যে প্রারব্ধক্ষয়কাঙ্ক্ষয়া অক্লিষ্ট্যন্তঃ স্বস্বকর্মানুসারতঃ প্রবর্তন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—সংসারের মিথ্যাভবাসংস্কার দৃঢ়তা লাভ করিলে প্রারব্ধ-  
কর্ম্মের ক্ষয় ইচ্ছা করিয়া তত্ত্বজ্ঞগণ, ক্রেশামুভব না করিয়া নিজ নিজ প্রারব্ধ-

“আত্মানকেৎ” শ্রুতিতে ‘অয়ম্’ পদের অভিপ্রায় ; চিদাভাসের সম্ভাবনা ২৩৭

কৰ্মানুসারে কৰ্মে প্রবৃত্ত হন। অচ্যুতরায় বলেন—এস্থলে মিথ্যাভবশব্দে অসজ্জ-  
দুঃখাত্মকত্ব বুঝিতে হইবে। ১৩১

তাল, তাহা হইলে ত’ তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

অতিপ্রসঙ্গে মা শঙ্ক্যঃ স্বকৰ্মবশবর্তিনাম্।

(স) তত্ত্বজ্ঞানীর অনাচারে  
প্রবৃত্তির শঙ্কা ও সমাধান।

অন্ত বা কোহত্র শক্যেত কৰ্ম বারয়িতুং বদ ॥১৩২

অর্থ—স্বকৰ্মবশবর্তিনাম্ অতিপ্রসঙ্গঃ মা শঙ্ক্যঃ, বা অন্ত কঃ অত্র কৰ্ম বারয়িতুং  
শক্যেত, বদ।

অনুবাদ—জ্ঞানিগণ স্ব স্ব প্রারব্ধকৰ্মের বশবর্তী বলিয়া তাঁহাদের অতি-  
প্রসঙ্গ অর্থাৎ অনাচারপ্রবৃত্তি হইবে, এরূপ শঙ্কা করিও না, অথবা প্রারব্ধবশে  
জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ হয় উড়ক ; এই সংসারে কে কৰ্মকে অর্থাৎ তীব্র প্রারব্ধ-  
কৰ্মকে বাধা দিতে সমর্থ হইবে, বল।

টীকা—প্রারব্ধবশে জ্ঞানীর অনাচারে প্রবৃত্তিহেতু অতিপ্রসঙ্গ অর্থাৎ মধ্যাদার উল্লঙ্ঘন  
ত’ হইতে পারে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া তাহা অঙ্গীকার করিয়া নহিতেছেন—“অথবা প্রারব্ধ-  
বশে” ইত্যাদি। যেমন মনুষ্যমাত্রেরই মলাদিভক্ষণে প্রবৃত্তি হয় বলিলে অতিপ্রসঙ্গ হয়,  
তদনুসারে জ্ঞানীরও মলাদিভক্ষণরূপ অনাচারে প্রবৃত্তি হইতে পারে বলিলে, সেই অতিপ্রসঙ্গ  
দোষ হয়, কিন্তু অতিমন্দ প্রারব্ধবশে কোন কোন শিশুর, কর্তাভজ্ঞার অথবা অঘোরপন্থী  
সাধকের, মলমূত্রভক্ষণে প্রবৃত্তি অথবা কাহার কাহারও বিষভক্ষণাদিহা বা আয়ুহত্যা প্রবৃত্তি  
দেখা যায়। এই এই স্থলে প্রারব্ধকৰ্মের নিবারক কি হইবে ? সেই প্রকার সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মানন্দে  
নিমগ্ন জ্ঞানীর লোকনিবৃত্তি হ্রাসচারে প্রবৃত্তি হওয়া অতিপ্রসঙ্গ—মধ্যাদার উল্লঙ্ঘন। তথাপি  
সাত্ত্বিক পাপরূপ প্রারব্ধের বশে যদি কাহারও অনাচারে প্রবৃত্তি হয়, তাহা হইলে এই অতি-  
প্রসঙ্গের কারণরূপ কৰ্মের নিবারক কি হইবে ? কিছুই নিবারক হইতে পারে না। এই  
প্রারব্ধ-মাহাত্ম্যের প্রমাণসহিত বর্ণন, ১৫৩ হইতে ১৬১ শ্লোকে দ্রষ্টব্য। ১৩২

তাল, জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর প্রারব্ধভোগ ভুল্যরূপে অপরিহার্য বলিয়া অজ্ঞানী হইতে  
জ্ঞানীর বৈলক্ষণ্য কি প্রকারে সিদ্ধ হইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(হ) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর  
প্রারব্ধ ভুল্যরূপ হইলেও  
জ্ঞানীর ক্রেশাভাব ও  
অজ্ঞানীর ক্রেশসম্ভাব।

জ্ঞানিনোহজ্ঞানিনশ্চাত্ৰ সমেহপ্যারব্ধকৰ্মণি।

ন ক্রেশো জ্ঞানিনো ধৈর্য্যাম্মূঢ়ঃ ক্রিশ্যত্যধৈর্য্যতঃ ১৩৩

অর্থ—জ্ঞানিনঃ চ অজ্ঞানিনঃ অত্র আরব্ধকৰ্মণি সমে অপি জ্ঞানিনঃ ধৈর্য্যং ক্রেশঃ ন,  
মূঢ়ঃ অধৈর্য্যতঃ ক্রিশ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধকৰ্মফলের এই অবশ্যভোগ্যতাবিশয়ে, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী

উভয়েরই প্রারব্ধকর্ম তুল্যরূপ হইলেও জ্ঞানী ধৈর্য্যবলে ক্লেশাভাব করেন না, আর অজ্ঞানী অধৈর্য্যবশতঃ ক্লেশ ভোগ করে। ১৩৩

তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) প্রব্রোহকোক্ত অর্থে  
দৃষ্টান্ত।  
মার্গে গম্ভোদ্রয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়ামপ্যদূরতাম্ ।  
জানন্ ধৈর্য্যাদ দ্রুতং গচ্ছেদন্যস্তিষ্ঠতি দীনধীঃ ॥ ১৩৪

অর্থ—মার্গে গম্ভোঃ দ্রয়োঃ শ্রান্তৌ সমায়াম্ অপি অদূরতাম্ জানন্ ধৈর্য্যাৎ দ্রুতং গচ্ছেৎ, অন্যঃ দীনধীঃ তিষ্ঠতি ।

অনুবাদ ও টীকা—একই পথের যাত্রী দুই পথিকের পথশ্রম সমান হইলেও, যে গন্তব্যস্থান অদূরবর্তী বলিয়া জানে সে ধৈর্য্যবলে দ্রুতপদে চলে ; অন্য পথিক তাহা না জানিয়া হতোৎসাহ হইয়া পথেই দীর্ঘকাল যাপন করে। ১৩৪

এইরূপে উপপাদিত প্রথমব্রোহকোক্ত ‘আত্মানঞ্চেৎ’ ইত্যাদি শ্রুতিবচনের পূর্বোক্তের অর্থরূপ অপরোক্ষজ্ঞানের পুনর্বর্ণন করিয়া, সেই শ্রুতির উত্তরাদি, যাহা তাহার শোকনিবৃত্তিরূপ ফল বুঝাইতে ব্যাপ্ত, তাহারই অবতারণা করিতেছেন :—

(অ) প্রথমব্রোহকোক্ত  
শ্রুতিবচনের পূর্বোক্তের  
অনুবাদ, তাহার ফলপ্রদর্শন  
ও উত্তরোক্তের অনুবাদ ।  
সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ সম্যগবিপর্য্যয়বোধিতঃ ।  
কিমিচ্ছন্ কশ্চ কামায় শরীরমহুসঞ্জরেৎ ॥ ১৩৫

অর্থ—সম্যক্সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ অবিপর্য্যয়বোধিতঃ কিম্ ইচ্ছন্ কশ্চ কামায় শরীরম্ অহুসঞ্জরেৎ ?

অনুবাদ—সম্যক্ প্রকারে আত্মসাক্ষাৎকারসম্পন্ন বুদ্ধিযুক্ত এবং বিপরীত জ্ঞানদ্বারা অবাধিতদৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ কোন্ ভোগের ইচ্ছা করিয়া এবং কোন্ ভোক্তার ভোগের নিমিত্ত শরীরের বশবর্তী হইয়া সন্তাপ প্রাপ্ত হইবেন ? (যেহেতু ভোক্তা এবং ভোগ্য উভয়ই মিথ্যা) ।

টীকা—“সম্যক্সাক্ষাৎকৃতাত্মধীঃ”—সম্যক্ প্রকারে অপরোক্ষীকৃত হইয়াছেন আত্মা বাহার দ্বারা, এইরূপ যে বুদ্ধি, সেই বুদ্ধিযুক্ত, এবং (সম্যক্) “অবিপর্য্যয়বোধিতঃ”—সেইহেতু দেহানিতে ‘আমি-বুদ্ধি’রূপ বিপরীতজ্ঞানদ্বারা অবাধিত ; এই দুইট জ্ঞানীর হেতুগর্ভিত বিশেষণ অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান বিপর্য্যয়াভাবের হেতু এবং বিপর্য্যয়াভাব অপরোক্ষজ্ঞানের নিদর্শন বা প্রমাণ । ১৩৫

“কিমিচ্ছন্” ইত্যাদি শ্রুতিশব্দকমিচয়ের অর্থ—ভোগ্যবিষয়াভাবহেতু  
ইচ্ছানিমিত্ত সন্তাপের অভাব

১। ভোগ্যবিষয়ে দোষদৃষ্টিদ্বারা ভোগেচ্ছার নিবৃত্তি ।

পূর্বব্রোহকোক্ত বেদমন্ত্রের উত্তরোক্তের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) প্রথমলোকোক্ত  
শ্রুতিবচনের উত্তরাক্ষরে  
তাৎপৰ্য্য।

জগন্মিথ্যাঋণীভাবাদাক্ষিপ্তৌ কাম্যকামুকৌ ।

তয়োন্নভাবে সন্তাপঃ শাম্যোন্নিস্নেহদীপবৎ ॥ ১৩৬

অর্থ—জগন্মিথ্যাঋণীভাবাৎ কাম্যকামুকৌ আক্ষিপ্তৌ, তয়োঃ অভাবে নিঃস্নেহদীপবৎ সন্তাপঃ শাম্যেৎ ।

অনুবাদ—বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাঋণধারণা সম্পাদন করিয়া, কামনার বিষয় ও কামনার কর্তা উভয়ের নিরাস করা হইল। তদ্ব্যবস্থার অভাব হইলে সন্তাপ তৈলহীন দীপের ন্যায় শাস্ত হইয়া যায়।

টীকা—“কাম্যকামুকৌ”—ভোগ্যবিষয় এবং ভোগ্যে ইচ্ছাবান্ ভোক্তা, “নিবন্তৌ”—এই দুইটি নিরাকৃত হইল। সেই নিরাকরণের তিবন্ধাবের বা নিষেধেব হেতু বলিতেছেন :—“বুদ্ধির জাগতিক পদার্থে মিথ্যাঋণধারণা সম্পাদন করিয়া”। সেই ভোক্তা ও ভোগ্যেব নিষেধেব ফল কি হইল? তদ্ব্যবস্থার বলিতেছেন—“তদ্ব্যবস্থার অভাব হইলে” ইত্যাদি। সেই কাম্য এবং কামুকেব অভাব হইলে কামনারূপ নিমিত্তকৃত যে সন্তাপ, তাহার কারণেব অভাববশতঃ, তৈলহীন দীপেব ন্যায় নিবৃত্ত হয়, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ১৩৬

কামনার বিষয় অর্থাৎ ভোগ্যবস্তুর অভাব হইলে, কামনার বা ইচ্ছাব অভাব কোথায় দেখিয়াছেন? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) কাম্যভাবে কামনার  
অভাব, তদ্ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত।

গন্ধর্ষপত্তনে কিঞ্চিনৈন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে ।

জানন্ কাময়তে কিন্তু জিহাসতি হসন্নিদম্ ॥ ১৩৭

অর্থ—ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিতে গন্ধর্ষপত্তনে কিঞ্চিং জানন্ ন কাময়তে (অথবা জানন্ কিঞ্চিং ন কাময়তে।) কিন্তু ইদম্ হসন্ জিহাসতি।

অনুবাদ—ঐন্দ্রজালিকদ্বারা রচিত গন্ধর্ষপত্তনগরে কয়েকটি বস্তুর স্বরূপ জানিলে (অথবা নগরের স্বরূপ স্মরণ করিয়া) দর্শকের আর কোনও বস্তুর কামনা থাকে না; বরং পরিহাসপ্রবণ চিত্তে তাহার ত্যাগেরই বাসনা করেন।

টীকা—“গন্ধর্ষপত্তনে”—[এস্থলে (প্রথম খণ্ডের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৩৬৫ টীকায় বর্ণিত) প্রাকৃতিক দৃশ্যবিশেষ বুবান হইতেছে না; কিন্তু ময়দানবাদিরূপ মায়াবিনির্ম্মিত প্রাসাদাদি সমষ্টিরূপ নগরকে বুবান হইতেছে]। তাহার কোন বস্তুরই, ইহা ঐন্দ্রজালিকনির্ম্মিত এইরূপ জানিয়া, লাভের বা ভোগের ইচ্ছা করেন না। এই সকল স্থলে যে কামনারই অভাব হয় এইরূপ নহে; প্রত্যুত, ইহা মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া, “হসন্ জিহাসতি”—পরিহাসপূর্ব্বক পরিত্যাগেরই ইচ্ছা করেন। ১৩৭

দৃষ্টান্তদ্বারা বাহা বুবান হইল, তাহা দাষ্টান্তিক যোজনা করিতেছেন :—

প। দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের  
দাষ্টান্তিক যোজনা।

আপাতরমণীয়েষু ভোগেষ্বেবং বিচারবান্ ।

নানুরজ্যতি কিস্তেতান্ দোষদৃষ্ট্যা জিহাসতি ॥ ১৩৮

অম্বয়—এবম্ আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু বিচারবান্ ন অম্বরজ্যতি, কিন্তু এতান্ দোষদৃষ্টা জিহাসতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিচারবান্ ব্যক্তি আপাতরমণীয় ( অর্থাৎ যে পর্য্যন্ত না তাহাতে দোষবিচার আরম্ভ হয়, সেইপর্য্যন্ত চিত্তাকর্ষক ) ভোগসমূহে অনুরক্ত হন না, কিন্তু সেই ভোগসমূহে দোষ দর্শন করিয়া ত্যাগের ইচ্ছা করেন।

টীকা—এইরূপে “আপাতরমণীয়েষু ভোগেষু”—প্রতীতিমাত্রেই রমণীয় মালাচন্দন ও বনিতাদি বিষয়রূপ যে ভোগ, তাহাতে এইরূপ বিচারশীল পুরুষ, অর্থাৎ যিনি আপাতরমণীয়তার অম্বরজ্যান প্রবৃত্ত, তিনি অনুরক্ত হন না অর্থাৎ আসক্তি করেন না, কিন্তু দোষ দর্শনপূর্ব্বক এই সকল ভোগ পরিত্যাগ করিবার ইচ্ছা করেন। ১৩৮

বিষয়সমূহে দোষ কি কি ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

অর্থানামর্জ্জনে ক্লেশস্তথৈব পরিপালনে।  
যা বিষয়সমূহেব দোষ বর্ণন। নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ॥ ১৩৯

অম্বয়—অর্থানাম্ অর্জ্জনে ক্লেশঃ তথা এব পরিপালনে নাশে দুঃখম্, ব্যয়ে দুঃখম্, ক্লেশ-কারিণঃ অর্থান্ ধিক্। ( সম্ভবতঃ বাশিষ্ঠরামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। )

অনুবাদ—অর্থের উপার্জ্জনে ক্লেশ, রক্ষণে ক্লেশ, নাশে দুঃখ, ব্যয়ে দুঃখ, অতএব এ প্রকার ক্লেশদায়ক অর্থকে ধিক্।

টীকা—এস্থলে ‘অর্থ’ শব্দে ধন ও ধনদাধ্য বিষয় বুঝিতে হইবে। শ্রীমদ্ভাগবতে ( ১১।২৩।১৭ শ্লোকে ) আছে “অর্থস্ত সাধনে সিদ্ধ উৎকর্ষে রক্ষণে ব্যয়ে। নাশোপভোগ আয়াসস্তাসক্তিতা ভ্রমো নৃণাম্ ॥” অর্থের সাধনে এবং সিদ্ধ অর্থের বন্ধনে, রক্ষণে, ব্যয়ে, নাশে ও উপভোগে লোকের আয়াস, ভ্রাস, চিন্তা ও বুদ্ধিব্রংশ হয় অর্থাৎ সাধনে ও বন্ধনে আয়াস, সিদ্ধ অর্থের রক্ষণে ভ্রাস, ব্যয়ে ও উপভোগে চিন্তা এবং নাশে ভ্রম বা বুদ্ধিব্রংশ ঘটে। ব্যয়ে দুঃখের উদাহরণ নৃগরাজা ( রামায়ণ ইত্যাদি গ্রন্থে )। অর্থের প্রাপ্তির জন্ত চোধ্য, হিংসা, অসত্যভাষণ, দম্ভ, কামনা ও ক্রোধ—এই ছয়টি অনর্থ, সিদ্ধ বা প্রাপ্ত অর্থবিষয়ে গর্ব, মদ বা অভিমান, ভেদ বা স্নেহভাগ, বৈর, অবিশ্বাস, স্পন্দা বা পরস্পরাসহন এবং কামিনী, মত্ত ও দ্যুত এই ব্যসনত্রয়—মোট নয়টি অনর্থ। সর্ব্বশুদ্ধ পনেরটি। এইরূপে এক ‘অর্থ’ পনেরটি অনর্থের সম্ভাবনা। ১৩৯

এইরূপে বিষয়সমূহের দুঃখহেতুতা দেখাইয়া, এক্ষণে বিষয়ের অশোভনতা—অপর একস্থলে অর্থাৎ নারীবিষয়ে দেখাইতেছেন; যেহেতু মোহজনক বিষয়সমূহের মধ্যে কামিনী ও কাঞ্চনই প্রধান ( কেননা, এক প্রাচীন বচন রহিয়াছে—“বেধা বেধা ভ্রমং চক্রে কান্তাস্থ কনকেষু চ”—স্মৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা মানুষের অজ্ঞানকে ছই ভাগে বিভক্ত করিয়া কামিনীতে ও কাঞ্চনে স্থাপন করিলেন :—

মাংসপাঞ্চালিকায়ান্ত যজ্ঞলোলেহক্ষপঞ্জরে।

স্নায়ুস্থিগ্রস্থিশালিন্যাঃ স্ত্রিয়াঃ কিমিব শোভনম্ ॥ ১৪০

অথ—স্নায়ুগ্রন্থিগণিতাঃ মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ স্ত্রীয়াঃ যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে কিম্ শোভনম্ ইব ? ( বাশিষ্ঠরামায়ণ, বৈরাগ্যপ্রকরণ ২১১ )

অনুবাদ—স্নায়ু, অস্থি, গ্রন্থি-( gland অথবা স্তন, নিত্যাদিরূপ মাংসপিণ্ড- ) দ্বারা রচিত মাংসপুতলিকারূপিণী রমণীর, যন্ত্রের দ্বারা চঞ্চলস্বভাব অঙ্গপঞ্জরে শোভন বলিতে কি আছে ?

টীকা—“স্নায়ুঃ”—নাড়ী ( ? nerve, বাশিষ্ঠরামায়ণ-টীকাকার বলেন ‘শিরা’ ) “অস্থি”—সর্বজনবিদিত হাড় ; “গ্রন্থি”—মাংসস্তৃপসদৃশ নিত্য-স্তনাদি—এই সকল সম্মিলিত হইয়া যে “মাংসপাঞ্চালিকায়াঃ”—পুতলিকারূপ নারীর, “যন্ত্রলোলে অঙ্গপঞ্জরে”—শকটাদি যন্ত্রের দ্বারা চলনস্বভাব নারীদেহ যাহা বিষয়িপুরুষরূপ পক্ষীর পিঞ্জরসদৃশ কারাগার, সেই নারী-শরীরে “শোভনম্ ইব”—সুন্দর বলিতে কি আছে, ( যাহাতে যুবকগণের রমণীয়তাব্রম হইতে পারে ? ) কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। গতপূর্ব শ্লোকে কাঞ্চনলঙ্কিত অর্থের অনর্থকপতা দেখাইয়া এই শ্লোকে, নারীতে একাধারে শব্দ ( নারীকণ্ঠস্বর ), স্পর্শ ( আলিঙ্গন ), রূপ ( বস্ত্র-ভূষণাদি ), রস ( মুখচুষনাদি ), গন্ধ ( গন্ধদ্রব্যাদি )—এই পাঁচটি বিষয়েরই প্রাপ্তিহেতু সমস্ত ভোগের মধ্যে মুখ্য ভোগ্য বলিয়া এবং অপর সমস্ত বিষয় তাহারই উপকরণ বলিয়া, রমণীশরীরে দোষ প্রদর্শন করিয়া সমস্ত বিষয়েই বৈবাগ্যোৎপাদন করিলেন । ১৪০

এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ ।

বিম্বশল্পনিশন্তানি কথং দুঃখেষু মজ্জতি ॥ ১৪১

অর্থ—এবমাদিষু শাস্ত্রেষু দোষাঃ সম্যক্ প্রপঞ্চিতাঃ, তানি অনিশম্ বিম্বশল্প কথং দুঃখেষু মজ্জতি ।

অনুবাদ—এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে ( ভোগ্য- ) বিষয়ের দোষসমূহ সবিস্তর বর্ণন করিলেন । সেই সকল দোষের নিরন্তর বিচার করিতে থাকিলে লোকে কি প্রকারে দুঃখে ডুবিতে পারে ?

টীকা—“এই প্রকার শাস্ত্রসমূহে”—‘এই প্রকার’ বলিতে, বাশিষ্ঠরামায়ণের বৈরাগ্য-প্রকরণ ( যাহাতে আছে “ত্বদ্ব্যাসরক্তবাস্পাষু পৃথক্ কৃত্বা বিলোচনে । সমালোকয় রমাং চেৎ কিং মুখা পরিমুহুসি ? ” ২১১২—‘রমণীর যে নয়নমণ্ডলের বিলাসবিভ্রম দেখিয়া লোকে মুগ্ধ হয়, সেই নয়নের চন্দ্র, মাংস, রক্ত, বাস্পজল পৃথক্ করিয়া দেখ, তাহাতে যদি রমণীয়তা দেখিতে পাও, তবে তাহাতে আসক্ত হও, নতুবা কেন রূখাই মোহপ্রাপ্ত হইতেছ ? ), আত্মপূরণের প্রথমাধার, বোধদারে কামবিড়ম্বনাদি নিবন্ধ, অধ্যাত্মরামায়ণের এক প্রকরণ, ইত্যাদি শাস্ত্রে উক্ত বিষয়দোষসমূহের সূচনা করা হইয়াছে । ১৪১

বিষয়ে দোষদর্শন হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তিসহিত দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—



( ৫ ) বিধে দোষদৃষ্ট ক্ষুধয়া পীড্যমানোহপি ন বিষং হন্তু মিচ্ছতি ।  
হইলে, ভোগেচ্ছার অভাব ;  
যুক্তি সহিত দৃষ্টান্ত । মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্জানন্মামুচুস্তজ্জিঘৎসতি ॥ ১৪২

অর্থ—ক্ষুধয়া পীড্যমানঃ অপি বিষম্ আতুন্ম ন হি ইচ্ছতি ; অমুচুঃ মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি ।

অনুবাদ—ক্ষুধায় কাতর হইলেও কেহ বিষভক্ষণের ইচ্ছা করে না । আর মিষ্টান্নভোজনদ্বারা যাহার ভোজনেচ্ছা নিবৃত্ত হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তি, বিচারবুদ্ধি থাকিতে জানিয়া শুনিয়া যে বিষ খাইতে প্রবৃত্ত হইবে না, ইহাতে আর বক্তব্য কি ?

টীকা—স্বয়ম্ “অমুচুঃ”—বিচারশীল, “মিষ্টান্নধ্বস্ততৃট্”—মিষ্টান্নভোজনদ্বারা বিনষ্ট হইয়াছে ভোজনাঙ্কাজ্ঞা যাহার, সেই প্রকার ব্যক্তি, ‘ইহা বিষ’ এইরূপ “জানন্ তৎ ন জিঘৎসতি”—জানিয়া সেই বিষ খাইতে ইচ্ছা করে না । ১৪২

২ । জ্ঞানীর প্রীতি- ( দ্বৈষ- ) বর্জিত প্রারব্ধভোগ ।

( ক ) প্রবল প্রারব্ধভোগে প্রারব্ধকৰ্ম্মপ্রাবল্যাভোগেচ্ছা ভবেদ্যদি ।  
জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হইলেও  
অপ্রীতিপূর্বক ভোগ । ক্লিষ্ট্যমেব তদাপ্যেষ ভুংক্তে বিষ্টিগৃহীতবৎ ॥ ১৪৩

অর্থ—যদি প্রাব্ধকৰ্ম্মপ্রাবল্যাৎ ভোগেষু ইচ্ছা ভবেৎ তদা অপি এষঃ বিষ্টিগৃহীতবৎ ক্লিষ্ট্যন্ এব ভুংক্তে ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি কখন প্রারব্ধকৰ্ম্মের প্রবলতাবশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়, তখনও তিনি, রাজপুরুষ-হস্তে “বেগারে” ধরা পড়া লোক যেমন পরবশ হইয়া অপ্রীতিপূর্বক কৰ্ম্মনিষ্পাদন করে, সেইরূপ প্রারব্ধকৰ্ম্মের হস্তে ধরা পড়িয়া ক্রেশামুভব করিয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন ; প্রীতিপূর্বক ভোগ করেন না । ১৪৩

জ্ঞানী যে ক্রেশ পাইয়া ভোগ নিষ্পাদন করেন, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ?—এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন যে লোকসমাজে এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়াই বলিতেছি :—

ভুজ্ঞানান্তানপি বুধাঃ শ্রদ্ধাবস্তুঃ কুটুম্বিনঃ ।

নাট্যাপি কৰ্ম্ম নশ্চিন্মমিতি ক্লিষ্ট্যন্তি সন্ততম্ ॥ ১৪৪

অর্থ—শ্রদ্ধাবস্তুঃ কুটুম্বিনঃ বুধাঃ তান্ ভুজ্ঞানঃ অপি, “অন্ত অপি নঃ কৰ্ম্ম ন চিন্মম্” ইতি সন্ততম্ ক্লিষ্ট্যন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—গুরু ও শাস্ত্রের উপদেশানুসারে ব্রহ্মবিচারে শ্রদ্ধাবান্ কুটুম্বপোষণরত অর্থাৎ গৃহস্থ, জ্ঞানী প্রারব্ধকৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে করিতেই, “হায় আজও আমার কৰ্ম্মের অবসান হইল না” বলিয়া চিন্তে সর্বদাই ক্রেশামুভব করিয়া থাকেন । ১৪৪

ভাল, তত্ত্ববিষণ্ণের সংসাররূপ নিমিত্তজনিত তাপভোগ ত’ উচিত হয় না, কেননা, তাহা হইলে জ্ঞান বার্থ হইয়া পড়ে ; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর ভোগজনিত নায়ং ক্লেশোহত্র সংসারতাপঃ কিন্তু বিরক্ততা ।

যে ক্লেশ, তাহা বৈরাগ্য,

তাহা সংসারতাপ নহে । ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানো হি তাপঃ সাংসারিকঃ স্মৃতঃ ॥ ১৪৫

অর্থ—অয়ম্ ক্লেশঃ সংসারতাপঃ ন, কিন্তু অত্র বিরক্ততা, হি ( যতঃ ) সাংসারিকঃ তাপঃ ভ্রান্তিজ্ঞাননিদানঃ স্মৃতঃ ।

অমুবাদ—প্রারব্ধকর্ম্মের ফল ভোগ করিতে করিতে জ্ঞানিগণের যে এই খেদ, ইহা সংসারতাপ নহে, ইহা সংসারবিষয়ে বিরক্তি ; কেননা, সাংসারিক তাপ ভ্রান্তিজ্ঞাননিমিত্তই হইয়া থাকে ( সেই ভ্রান্তিজ্ঞান ত’ জ্ঞানীদিগের নাই ) ।

টীকা—“অয়ম্ ক্লেশঃ”—‘আজও আমার কর্ম্মের অবসান হইল না’—এই আকারের যে অমুতাপরূপ ক্লেশ, তাহা—“সংসারতাপঃ ন”—সংসারজনিত তাপ নহে, কিন্তু এই সংসারে আসক্তহীনতারূপ “বিরক্ততা” । পূর্ব্বশ্লোকোক্ত ক্লেশে যে তাপকতা নাই, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন :—“কেননা, সাংসারিক তাপ” ইত্যাদি । যেহেতু সংসারজনিত তাপ ভ্রান্তিরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন, ইহা পূর্ব্বাচাধ্যায় নিরূপণ করিয়াছেন, আর পূর্ব্বশ্লোকবর্ণিত এই ক্লেশ বিবেক-জ্ঞানরূপ কারণ হইতে উৎপন্ন । সেইহেতু তাহা সেই প্রকারের নহে অর্থাৎ ভ্রান্তিজ্ঞানজনিত সংসারতাপ নহে, ইহাই অর্থ । ১৪৫

ভাল ১৪৪ শ্লোকোক্ত ক্লেশ বিবেকরূপ কারণজনিত বা অবিবেকরূপ কারণজনিত ইহা কি প্রকারে বুঝা যায় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এই ক্লেশ কাম বা ইচ্ছার নিবৃত্তক বলিয়া ইহা বিবেকজনিত :—

বিবেকেন পরিক্লিষ্ট্যন্নভোগেন তৃপ্যতি ।

(গ) জ্ঞানীর পূর্ব্বোক্তরূপ  
ক্লেশ বিবেকজনিত ।

অন্যথানন্তভোগেহপি নৈব তৃপ্যতি কহিচিৎ ॥ ১৪৬

অর্থ—বিবেকেন পরিক্লিষ্ট্যন্ অন্নভোগেন তৃপ্যতি ; অন্যথা অনন্তভোগে অপি কহিচিৎ ন এব তৃপ্যতি ।

অমুবাদ ও টীকা—বিবেকিব্যক্তি অর্থাৎ যিনি ভোগে দোষদর্শনবিচারে প্রবৃত্ত, তিনি ক্লেশামুভব করেন বলিয়া, অন্নভোগেই ‘যথেষ্ট হইয়াছে’ এইরূপ সন্তোষ অমুভব করেন (যেমন জরংকার) । বিবেকজনিত ক্লেশামুভব যে ব্যক্তির নাই, সে অনন্তভোগ পাইলেও কখন তৃপ্ত হয় না । (এই কার্য্যালিঙ্গক অনুমানদ্বারা বুঝা যায় । ) ১৪৬

( শঙ্কা ) বিবেকিপুরুষের বিবেকের দ্বারা অবিবেকিপুরুষের ভোগই তৃপ্তি আনিবে, এই—

হেতু বিবেক তৃপ্তির কারণ হইতে পারে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, ‘ভোগ যে তৃপ্তির কারণ নহে’ এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন (স্মৃতিবচন ?) পাঠ করিতেছেন :—

(৭) ভোগদ্বারা তৃপ্তি (অলম্-বুদ্ধি) কখনই আসে না, তত্ত্বপ্রতিপাদক শ্রুতিবচন । **ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি ।**  
**হবিষা কৃষ্ণবত্ত্বে ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥ ১৪৭**

অর্থ—কামঃ কামানাম্ উপভোগেন জাতু ন শাম্যতি হবিষা কৃষ্ণবত্ত্বা ইব ভূয়ঃ এব অভিবর্দ্ধতে । ( মনুসংহিতা ২।২৪ )

অনুবাদ ও টীকা—কাম অর্থাৎ ভোগেচ্ছা বিষয়সমূহের উপভোগদ্বারা কখনও নিবৃত্ত হয় না, কিন্তু স্বতের দ্বারা যেমন অগ্নির বৃদ্ধিপ্রাপ্তি ঘটে সেইরূপ ভোগদ্বারা ভোগেচ্ছার বৃদ্ধিলাভই হইয়া থাকে । ( কুল্লুকভট্ট বলেন প্রাপ্তভোগ ব্যক্তির যে প্রতিদিন তদধিক ভোগবাঞ্ছা হয়, তদ্বিশেষে বিষ্ণুপুরাণে যযাতিবাক্যই প্রমাণ, যথা—‘যৎ পৃথিব্যাং ত্রীহিযবং হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ । একস্থাপি ন পর্যাপ্তঃ তদিত্যতিতৃষং ত্যজ্যেৎ ॥’ তথা,—‘পূর্ণং বর্ষসহস্রং মে বিষয়াসক্তচেতসঃ । তথাপ্যামু-দিনং তৃষ্ণা যন্তেষেব হি জায়তে ॥ ১৪৭

বিচারপূর্বক ভোগ যে তৃপ্তির কারণ, ইহা অনুভবসিদ্ধ, ইহাই কহিতেছেন :—

(৮) বিচারপূর্বকভোগে তৃপ্তির কারণ হয়, ইহা সিদ্ধ, তাহার দৃষ্টান্ত । **পরিত্যজ্যোপভুক্তো হি ভোগো ভবতি তুষ্টয়ে ।**  
**বিজ্ঞায় সেবিতশ্চৌরো মৈত্রীমেতি ন চোরতাম্ ॥ ১৪৮**

অর্থ—পরিত্যজ্য উপভুক্তঃ ভোগঃ তুষ্টয়ে হি ভবতি । চৌরঃ বিজ্ঞায় সেবিতঃ (সন্) মৈত্রীম্ এতি ন চোরতাম্ ।

অনুবাদ—ভোগ্য বস্তুর অনিত্যতাাদি জানিয়া, তাহা ভোগ করিলে সেই ভোগ তৃপ্তির অর্থাৎ অলম্-বুদ্ধিরই কারণ হয় ; যেমন চোর বলিয়া পরিচিত কোনও ব্যক্তিকে সেবা বা সঙ্গ করিতে দিলে, সে মিত্রই হইয়া যায়, চৌর্য্যব্যবহার করে না, সেইরূপ ।

টীকা—‘এই ভোগ এতটুকু, তাহাও আবার আয়াসসাধ্য’,—এইরূপ অনুভব করিয়া যে ভোগ করা যায়, তাহা ‘যথেষ্ট হইয়াছে’ এইরূপ তৃপ্তির কারণ হয়, দেখা যায়, ইহাই অর্থ । ( শঙ্ক ) ভাল, তৃষ্ণার উৎপাদক বলিয়া জ্ঞাত যে ভোগ, তাহা বিচারমাত্রের সহায়তা পাইলেই কি প্রকারে তৃপ্তির কারণ হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সহচরবিশেষের সঙ্গ পাইলে সাধারণ লোকেই, ( স্বভাবব্যতীয়ে ) বিপরীত ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, দেখা যায়—“যেমন চোর বলিয়া পরিচিত” ইত্যাদি । এই ব্যক্তি চোর এইরূপ জানিয়া তাহার সঙ্গে বিজ্ঞমান পুরুষের পক্ষে সে চোর হয় না কিন্তু তাহার সহিত মিত্রতাই করে । ১৪৮

(শঙ্ক) ভাল, মন ত’ কামনাস্বরূপ অর্থাৎ কামনায় অমুরাগ মনের স্বভাবগত ; তাহা হইলে মন কি প্রকারে স্বল্পভোগে তৃপ্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—  
‘নিদিধ্যাসন দ্বারা নিগৃহীত হইলে মন সেরূপ থাকে না বলিয়া স্বল্পভোগেই তাহার তৃপ্তি হয় :—

(৫) নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনসো নিগৃহীতস্ত লীলাভোগোহল্লকোহপি যঃ ।  
মনের অল্পভোগেই তৃপ্তি । তমেবালকবিস্তারং ক্লিষ্টদ্বাদহু মন্যতে ॥ ১৪৯

অর্থ—নিগৃহীতস্ত মনসঃ অল্লকঃ অপি যঃ লীলাভোগঃ, ক্লিষ্টদ্বাং অলকবিস্তারম্ তন্ম এব বহু মন্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যোগাভ্যাসদ্বারা নিগৃহীত মনের, অল্পতর সঞ্চারের অমুভবরূপ যে ভোগ, তাহা ক্লেশদায়ক হয় বলিয়া, সেই ভোগ বিস্তার লাভ করিতে পারে না । সেইহেতু জ্ঞানিপুরুষ তাহাকে প্রভূত ভোগ বলিয়া মনে করেন । (এই প্রসঙ্গে পাতঞ্জল সূত্র ১।৫০—“পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈশ্বৰ্যবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সৰ্ব্বং বিবেকিনঃ”—দ্রষ্টব্য । ইহার অর্থ—(সমস্তই) “পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কারদুঃখের সহিত সংযুক্ত থাকায় এবং সুখ-দুঃখ-মোহরূপ গুণ-বৃত্তির মধ্যে পরস্পর বিরোধ ঘটে বলিয়া, সমস্তই বিবেকীর নিকট দুঃখরূপ ।” এই সূত্রের “যোগমণিপ্রভা” টীকায় (পৃ ৫০) আছে—“যদি ভোগ সমাপ্ত হইলে, তাহার সংস্কার না থাকে, তাহা হইলে তখন আর দুঃখের প্রবাহ চলে না ; কিন্তু সংস্কার থাকিয়াই যায় । এইরূপে ভোগসংস্কার দুঃখের উৎপাদক । বিচারশীল যোগী অক্ষিগোলকসদৃশ । এই সকল দুঃখ অক্ষিগোলকসদৃশ সুকুমার-চিত্ত যোগীকে উদ্বিগ্ন করিয়া থাকে, কিন্তু কঠিনচিত্ত কশ্মিগণকে সেইরূপ উদ্বিগ্ন করিতে পারে না” ইত্যাদি ।) ১৪৯

নিদিধ্যাসননিগৃহীত মনের অল্পভোগেই যে তৃপ্তি হয়, তাহার দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(৬) নিদিধ্যাসননিগৃহীত বদ্ধমুক্তো মহাপালো গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি ।  
মনের অল্পভোগেই তৃপ্তির দৃষ্টান্ত । পরৈরবদ্ধো নাক্রান্তো ন রাষ্ট্রং বহু মন্যতে ॥ ১৫০

অর্থ—বদ্ধমুক্তঃ মহীপালঃ গ্রামমাত্রেণ তুষ্যতি । পরৈঃ অবদ্ধঃ ন আক্রান্তঃ রাষ্ট্রম্ ন বহু মন্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—দেশাধিপতি রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুকর্তৃক বন্দীকৃত হইয়া পরে মুক্ত হইলে একখানি গ্রাম পাইলেই তৃপ্ত হন ; কিন্তু যতদিন সেই রাজা রাজ্যাপহারী শত্রুদিগের কর্তৃক আবদ্ধ বা আক্রান্ত না হইয়াছিলেন, ততদিন তাঁহার (বিস্তৃত) রাজ্যকেও যথেষ্ট বলিয়া মনে করেন নাই । ১৫০

৩। ইচ্ছা-অনিচ্ছা-পরেচ্ছারূপ তিন প্রকার প্রারব্ধকর্ম্মের বর্ণন ।

( শঙ্ক ) ভাল, ১৪৩ সংখ্যক শ্লোকে যে বলা হইয়াছে “যদি কখন প্রারব্ধকর্মের প্রবলতা-বশতঃ জ্ঞানীর ভোগেচ্ছা হয়” ইত্যাদি, তাহা ত’ যুক্তিবিরুদ্ধ, কেননা, ইচ্ছার বিরোধী বিবেকজ্ঞান থাকিতে সেইরূপ ইচ্ছার উৎপত্তি অসম্ভব :—

(ক) জ্ঞানীর দোষদৃষ্টি থাকিতে জ্ঞানীর দোষ-জনিত ইচ্ছার অসম্ভবতা-শঙ্কা।

বিবেকে জাগ্রতি সতি দোষদর্শনলক্ষণে।

কথমারব্ধকর্ম্মাপি ভোগেচ্ছাং জনয়িষ্যতি ॥ ১৫১

অর্থ—দোষদর্শনলক্ষণে বিবেকে জাগ্রতি সতি আরব্ধকর্ম্ম অপি ভোগেচ্ছাম্ কথম্ জনয়িষ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল বিষয়ে দোষদর্শন বিবেকের স্বভাব ; সেই বিবেক জাগ্রত থাকিতে, প্রারব্ধকর্ম্ম কি প্রকারে ভোগেচ্ছা উৎপাদন করিবে ? ১৫১

এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে দোষদর্শন বিজ্ঞান থাকিলেও, ইচ্ছার উৎপত্তি সম্ভব হইতে পারে, কেননা, প্রারব্ধ নানাপ্রকার :—

(খ) প্রারব্ধের ত্রৈবিধের উল্লেখপূর্ব্বক উক্ত শঙ্কার সমাধান।

নৈষ দোষো যতোহনেকবিধং প্রারব্ধমীক্ষ্যতে।

ইচ্ছানিচ্ছা পরেচ্ছা চ প্রারব্ধং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥ ১৫২

অর্থ—এষঃ দোষঃ ন যতঃ প্রারব্ধম্ অনেকবিধম্ ঈক্ষ্যতে, ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পরেচ্ছা চ প্রারব্ধম্ ত্রিবিধম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—এইরূপ দোষ দেওয়া চলিবে না ; কেননা, প্রারব্ধ অনেক অর্থাৎ একাধিক প্রকারের দেখা যায় ; ইচ্ছা, অনিচ্ছা ও পরেচ্ছাভেদে প্রারব্ধ তিনপ্রকার।

টীকা—ইচ্ছার উৎপাদক প্রারব্ধ, ভোগের অনিচ্ছার ভোগপ্রদ, এবং পরেচ্ছাবশতঃ ভোগপ্রদ—এই তিনপ্রকার প্রারব্ধ। ১৫২

ইচ্ছাজনক প্রারব্ধ দেখাইতেছেন :—

(গ) ইচ্ছোৎপাদক প্রারব্ধ-বর্ণন।

অপথ্যসেবিনশ্চোরা রাজদারবরতা অপি।

জ্ঞানন্ত ইব স্বানর্থমিচ্ছন্ত্যারব্ধকর্ম্মতঃ ॥ ১৫৩

অর্থ—অপথ্যসেবিনঃ চোরাঃ, রাজদারবরতাঃ অপি স্বানর্থম্ জ্ঞানন্তঃ ইব আরব্ধকর্ম্মতঃ ইচ্ছন্তি।

অনুবাদ ও টীকা—অপথ্য রোগের হেতু এবং এই কারণে জীবননাশক জানিয়াও, অপথ্যসেবী রোগী যে অপথ্যগ্রহণে ইচ্ছা করে, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। চোর লোকশাসন ও রাজশাসন জানিয়াও যে চৌর্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহার সেই ইচ্ছা প্রারব্ধজনিত। লম্পটের, শূলারোপণ ফল জানিয়াও রাজদারবর প্রবৃত্তি সেইরূপ। ১৫৩

(শকা) ভাল, অপথ্যসেবাদি যে প্রারন্ধের ফল, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ?  
এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই সকল ইচ্ছা অপরিহার্য্য :—

ন চাত্রেতদ্বারয়িতুমীশ্বরেণাপি শক্যতে ।  
(য) ইচ্ছাংপাদক প্রারন্ধ  
ঈশ্বরদ্বারাও নিবারণ্য নহে ।  
যত ঈশ্বর এবাহ গীতায়ামর্জুনং প্রতি ॥ ১৫৪

অর্থ—অত্র চ এতৎ ঈশ্বরেণ অপি বারয়িতুম্ ন শক্যতে, যতঃ ঈশ্বরঃ এব  
গীতায়াম্ অর্জুনম্ প্রতি আহ ।

অনুবাদ—এই সংসারে এই কুপথ্যোচ্ছাদি ঈশ্বরও নিবারণ করিতে পারেন  
না ; ( অশ্বের কথা কি বলিব ? ) যেহেতু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় অর্জুনের  
প্রতি বলিয়াছেন :—

টীকা—“অত্র”—এই সংসারে, লোকে যে অপথ্যাদির ইচ্ছা করে, তাহার নিবারণ  
ঈশ্বরদ্বারাও অসাধ্য । প্রারন্ধের ফল যে অপথ্যাদির ইচ্ছা, তাহার নিবারণ ঈশ্বরেরও  
অসাধ্য, ইহা কি প্রকারে জানিলেন ? তত্ত্বগুরে বলিতেছেন—“যেহেতু ভগবান্” ইত্যাদি । ১৫৪

সেই গীতাবাক্য ( ৩৩৩ ) পাঠ করিতেছেন :—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্তাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি ।  
(৬) উক্ত অর্থের গীতা-  
কন পাঠ ।  
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ১৫৫

অর্থ—জ্ঞানবান্ অপি স্বস্তাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে । ভূতানি প্রকৃতিম্ যান্তি ;  
নিগ্রহঃ কিম্ করিষ্যতি ?

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতির অর্থাৎ দেহসজ্জটক প্রারন্ধ-  
কর্মের অনুরূপ চেষ্টা করেন—কর্ম প্রযুক্ত হন ( অশ্বের কথা আর কি বলিব )  
সকল প্রাণীই প্রারন্ধকর্মের অনুবর্তন করিয়া থাকে । প্রবৃত্তির নিরোধ ( ভগবৎকৃত  
বা অশ্রুত ) কি করিতে পারে ? ( কিছুই করিতে পারে না । )

টীকা—“জ্ঞানবান্ অপি”—বিচারশীল ব্যক্তিও, “স্বস্তাঃ প্রকৃতেঃ সদৃশম্ চেষ্টতে”—নিজের  
প্রকৃতির অনুরূপে চেষ্টা করিয়া থাকে । “প্রকৃতি” শব্দে বুঝিতে হইবে—পূর্বকৃত ধর্মাদি  
সংস্কার বাহ্য বর্তমানাদি জন্মে অভিব্যক্ত হয় । “জ্ঞানবান্ অপি”—যখন তত্ত্বজ্ঞানীও পূর্বসংস্কারানুসারে  
চেষ্টা করেন তখন মুখ্য যে পূর্বসংস্কারানুসারে চেষ্টা করে, তদ্বিষয়ে আর বলিবার কি আছে ? এইহেতু  
“প্রকৃতিম্ যান্তি ভূতানি”—সদৃশ প্রাণীই ( পুরুষার্থব্রংশের হেতু হইলেও ) প্রকৃতির অনুবর্তন করিয়া  
থাকে । “নিগ্রহঃ”—প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির নিরোধ, আমাকর্ষক ( ভগবান্ কর্তৃক ) অথবা অন্য জীবকর্তৃক,  
কৃত হইলেও, “কিম্ করিষ্যতি”—কি করিতে পারে ? কিছুই করিতে পারে না \* । ১৫৫

\* মনুস্মৃতি গীতার টীকায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় বৃহদারণ্যক প্রতিবচন ( ৪।৪।২ ) প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়াছেন—  
“সিদ্ধান্তেনৈব অবলম্ব্যতি তৎ সিদ্ধাকল্পী সমদ্বারেভ্যে পূর্বপ্রজা চ”—উৎক্রমণকালেও আত্ম বিজ্ঞানসম্পন্ন ( জ্ঞান-

তীত্র প্রারন্ধের যে পরিহার নাই তদ্বিষয়ে অল্প শাস্ত্রীয়বচনের সহিত ঐকমত্য দেখাইতেছেন :—

(চ) তীত্র প্রারন্ধের অনি- **অবশ্যস্তাবিভাবানাং প্রতীকারো ভবেচ্ছাদি ।**

বার্ধায়ে অন্তশাস্ত্রবচন

এমাণ ।

**তদা দুঃখৈর্ন লিপ্যেরন্ নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ ॥ ১৫৬**

অর্থ—অবশ্যস্তাবিভাবানাম্ প্রতীকারঃ যদি ভবেৎ, তদা নলরামযুধিষ্ঠিরাঃ দুঃখৈঃ  
ন লিপ্যেরন্ ।

অনুবাদ ও টীকা—অবশ্যভবিতব্য প্রারন্ধফলের যদি প্রতীকারসম্ভাবনা থাকিত  
তাহা হইলে সত্য-ত্রেতা-দ্বাপরে যথাক্রমে নল, রাম ও যুধিষ্ঠির দুঃখে পতিত  
হইতেন না অর্থাৎ নল এবং যুধিষ্ঠির দাতক্ৰীড়া যে ধর্মশাস্ত্রনিষিদ্ধ এবং  
সর্বস্বান্তকারক, এইরূপ দোষ জানিয়াও এবং রামচন্দ্র কনকমৃগ যে অসম্ভব,  
তাহা জানিয়াও সেই ক্রীড়ায় এবং মৃগগ্রহণে প্রবৃত্ত হইতেন না। যেহেতু  
ইহারা সুবুদ্ধিমান হইয়াও দুঃখগ্রস্ত হইলেন, সেইহেতু প্রারন্ধফল অনিবার্য্য।  
এস্থলে অবশ্যস্তাবিভাব শব্দে দুঃখাদিই বুঝিতে হইবে। ১৫৬

( শঙ্কা ) ভাল, প্রারন্ধের পরিহার যদি অসম্ভব এবং ঈশ্বরও তাহার পরিহারে অসমর্থ,  
তাহা হইলে ঈশ্বরের ত' অনীশ্বরতা সম্ভাবনা হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) অপরিহার্য্য প্রারন্ধ-  
পরিহারে অসমর্থ হইলে  
ঈশ্বরের অনীশ্বরত্ব  
সম্ভাবনা।

**ন চেশ্বরত্বমীশস্য হীয়তে তাবতা যতঃ ।**

**অবশ্যস্তাবিতাপ্যেযামীশ্বরেণৈব নির্মিতা ॥ ১৫৭**

অর্থ—তাবতা চ ঈশস্য ঈশ্বরত্বম্ ন হীয়তে, যতঃ এষাম্ অবশ্যস্তাবিতা অপি ঈশ্বরেণ  
এব নির্মিতা ।

অনুবাদ—তদ্বারা অর্থাৎ ঈশ্বর সেই প্রারন্ধফলের পরিহার না করিলে,  
ঈশ্বরের ঐশ্বরী শক্তিমত্তার হানি হইল, বুঝিতে হইবে না, কেননা, দুঃখাদিরূপ  
প্রারন্ধফলের অবশ্যস্তাবিত্বের বিধানও তিনিই করিয়াছেন।

টীকা—তাঁহার সর্বশক্তিমত্তারূপ ঈশ্বরতার হানি হয় না কেন? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—  
“কেননা” ইত্যাদি। যেহেতু এই দুঃখাদির অবশ্যস্তাবিতাও ঈশ্বরকর্তৃক বিহিত হইয়াছে,  
সেইহেতু নিবারণ না হইলে ঈশ্বরের অনীশ্বরতার সম্ভাবনা নাই। ইহাই অভিপ্রায়। ১৫৭

এই প্রকারে ইচ্ছা-প্রারন্ধের সবিস্তর বর্ণন করিয়া অনিচ্ছা-প্রারন্ধের বর্ণন আরম্ভ  
করিতেছেন :—

বাসনাযুক্তই থাকে এবং সেই বিজ্ঞানসহকারে পরলোকে প্রস্থান করে। “তখন তাহার ঐহিক উপাসনা ও কর্ম এবং  
শ্রাদ্ধ সংস্কারও অমূল্যন করিয়া থাকে এবং “পঞ্চাদিত্যবিশেষণং”—(ত্রক্ষত্রে ভাঙ্কাররচিত উপোষাৎ)  
(ব্যবহারকালে জ্ঞানী মনুষ্যেরাও পশুদিগের হইতে ভিন্ন নহে) এই স্ত্রীমদ্বারা গুণদোষজ্ঞেরও সাধারণ জীবের স্তর  
প্রকৃতির অনুবর্তন, প্রতিপাদন করিয়াছেন।

(৪) অনিচ্ছা-প্রারক  
বর্ণনার প্রারম্ভ।

প্রশ্নোত্তরাভ্যামেবৈতকাম্যতেহর্জুনকৃষ্ণয়োঃ।

অনিচ্ছাপূর্বকধ্যান্তি প্রারকমিতি তচ্ছৃণু ॥ ১৫৮

অর্থ—চ (তথা) অনিচ্ছাপূর্বকম্ প্রারকম্ অস্তি ইতি এতৎ অর্জুনকৃষ্ণয়োঃ প্রশ্নোত্তরা-  
ভ্যাম্ এব (অব-) গম্যতে, তৎ শৃণু।

অনুবাদ—অনিচ্ছাপূর্বকও যে প্রারকভোগ হয় তাহা শ্রীমন্তগবদগীতায়  
অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের প্রশ্নোত্তর হইতে জানা যায়; তাহা শ্রবণ কর।

টীকা—সেই প্রশ্নোত্তর হইতে যাহা জানা যায়, সেই অনিচ্ছা-প্রারক বলিবার জন্ত  
শিগ্গকে অভিযুক্ত করিতেছেন—“তাহা শ্রবণ কর”—এই বলিয়া। ১৫৮

সেই অনিচ্ছা-প্রারক বিষয়ে অর্জুনের প্রশ্ন (গীতা ৩৩) প্রথমে দেখাইতেছেন :—

(৪) অনিচ্ছাপ্রারকবিষয়ে  
যজ্ঞনশ্রমরূপ গীতা-  
বাক্য।

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ।

অনিচ্ছন্নপি বাঞ্চেয় বলাদীব নিয়োজিতঃ ॥ ১৫৯

অর্থ—অথ বাঞ্চেয়, অয়ম্ পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ অনিচ্ছন্ন অপি বলাৎ নিয়োজিতঃ ইব  
পাপম্ চরতি ?

অনুবাদ—হে বৃষ্ণিবংশোদ্ভব (কৃপাপূর্বক আমার মাতামহকুলে অবতীর্ণ)  
তুমি, (বাঞ্চেয়ীপুত্র বা কুন্তীসুত) আমাকে বল, এই মনুষ্য কাহার দ্বারা  
প্রেরিত হইয়া ইচ্ছা না করিলেও, (রাজাকর্তৃক প্রেরিত ভৃত্যের স্যায়) বলপূর্বক  
প্রেরিত অর্থাৎ বাধ্য, হইয়া পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয় ?

টীকা—হে বাঞ্চেয় (বৃষ্ণ বা যজ্ঞর বংশে আবির্ভূত!) “অয়ম্ পুরুষঃ কেন প্রযুক্তঃ”—  
তোমার মতামহবর্তী পুরুষ বিবেকবলে কামক্রোধাদি নিরোধ করিতে প্রবৃত্ত, সকল জ্ঞান বিস্মৃত  
হইয়াই যেন, প্রেরিত (বাধ্য) হইয়া, “অনিচ্ছন্ন অপি”—ইচ্ছা না থাকিলেও “বলাৎ নিয়োজিত”  
ইব—রাজাকর্তৃক যেন আদিষ্ট (অর্থাৎ বাধ্য) হইয়া, পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়? ১৫৯

এই প্রশ্নের শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত উত্তর (গীতা ৩৩) বলিতেছেন :—

(৫) শ্রীকৃষ্ণের উত্তররূপ  
গীতাবাক্য।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।

মহাশনো মহাপাপা বিদ্যোন্মমিহ বৈরিণম্ ॥ ১৬০

অর্থ—রজোগুণসমুদ্ভবঃ এষঃ কামঃ, (রজোগুণসমুদ্ভবঃ) এষঃ ক্রোধঃ, মহাপাপা মহাশনঃ ;  
ইহ এনম্ বৈরিণম্ বিদ্বি।

অনুবাদ—এই পুরুষ-প্রেরককে কাম বা ক্রোধ বলিয়া জানিবে; ইহা রজোগুণ  
হইতেই উৎপন্ন হয়; ইহার কিছুতেই পরিতৃপ্তি হয় না। ইহাদিগকে এই সংসারে  
মহাপাপস্বরূপ প্রবলশত্রু বলিয়া জানিবে।



টীকা—“এষঃ”—পুরুষের এই প্রেরক, “রজোগুণসমুদ্ভবঃ কামঃ”—রজোগুণ হইতেই উৎপত্তি যাহার, এইরূপ ইচ্ছাবিশেষরূপ ‘কাম’। এই সর্বজনবিদিত কাম কখন কখন অর্থাৎ কোনও কারণবশতঃ প্রতীত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়, সেইহেতু তাহা ক্রোধরূপ। সেই কাম আবার কি প্রকার? “মহাশনঃ”—বিষয়সমূহরূপ ভোগ্যজাত যাহার অপধ্যাপ্ত ভোজন অর্থাৎ যাহা হ্রস্প্র, এবং “মহাপাপা”—মহৎ পাপের হেতু বলিয়া উপচারক্রমে মহাপাপস্বরূপ; এইহেতু “ইহ”—এই সংসারে, “এনম্ বৈরিণম্ বিদ্ধি”—এই কামকেই শত্রু বলিয়া জানিও। ‘এস্থলে অভিপ্রায় এই—প্রারব্ধবশে রজোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে সেই রজোগুণের কাহারূপ কাম ও ক্রোধ এই দুইটির কোন একটি পুরুষের প্রবর্তক হয় বলিয়া ইচ্ছা আরম্ভ হয়। (মধুসূদন)—শ্রীভগবানের এই উত্তর শ্রুতিসিদ্ধ। [ বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে, পুরুষকে কামময় বলা হইয়াছে, (১।৪।১৭) এবং আত্মার জায়া প্রজা ও বিস্তের কামনা বর্ণিত হইয়াছে, - ৪।৪।৫ ] হে অর্জুন, তুমি যে কারণের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিতেছ—যাহা বলপূর্বক অনর্থ-মার্গে প্রবৃত্ত করে, সে হইতেছে মহাশত্রু কাম, যাহা জীবের সর্বানর্থপ্রাপ্তির কারণ। ভাল, দেখা যায় ক্রোধও ত’ লোককে অভিচারাদি ক্রমে প্রবৃত্ত করে? এই শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ক্রোধও এই কামই, কেননা, এই কাম কোনও কারণবশতঃ প্রতীত হইলে, ক্রোধরূপে পরিণত হয়। এই শত্রুর নিবারণ করিতে পারিলেই, সকল পুরুষার্থের প্রাপ্তি ঘটে। তাহার নিবারণের উপায় কি, তাহা জানাইবার জন্য তাহার কারণ বলিতেছেন—“রজোগুণ-সমুদ্ভবঃ”—দুঃখ-প্রবৃত্তি-বলস্বরূপ রজোগুণই তাহার সমুদ্ভব বা কারণ। আর কারণের অমুবিধায়ী বলিয়া, কার্য্যও তদ্রূপ। বস্তুপি তন্মোগুণও তাহার কারণ, তথাপি দুঃখে এবং প্রবৃত্তিতে রজোগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া রজোগুণেরই উল্লেখ করা হইল। ইহার দ্বারা বলা হইল যে সাত্ত্বিক বৃত্তি দ্বারা রজোগুণের ক্ষয় হইলে, সেই কামেরও ক্ষয় হয়। অথবা, সেই কাম কি প্রকারে অনর্থমার্গে প্রবর্তক হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু সেই কাম “রজোগুণসমুদ্ভবঃ”—প্রবৃত্ত্যাধিকারূপ রজোগুণের উৎপত্তির কারণ; বিষয়াভিলাষস্বরূপ কামই নিজে আবির্ভূত হইয়া রজোগুণের প্রেরক (উৎপাদক) হইয়া পুরুষকে দুঃখাত্মক ক্রমে প্রবৃত্ত করে; সেইহেতু তাহার বিনাশ অবশ্য কর্তব্য, ইহাই অভিপ্রায়। সেই শত্রুকে ‘দান’ দ্বারা (বিষয়রূপ ভোগপ্রদানদ্বারা) শাস্ত করিবার চেষ্টা নিষ্ফল, কেননা, তাহা “মহাশনঃ”—হ্রস্প্রগীর্ণ; ‘সাম ও ভেদ’ দ্বারা তাহার দমন অসম্ভব, যেহেতু মহাপাপা—অত্যাগ্র, সেইহেতু যে অনিষ্ট ফল জানে, তাহাকেও পাপে প্রেরিত করে। এইহেতু ‘দণ্ড’ই একমাত্র নিখনোপায় ইত্যাদি। ১৬০

(শঙ্কা) ভাল, এই গীতাবাক্যে রাগদ্বেষ যে কামক্রোধ, তাহারাই পুরুষের প্রবর্তক বলিয়া প্রতীত হইতেছে—অনিচ্ছাপ্রারককে ত’ পুরুষপ্রবর্তক বলিয়া বুঝা যাইতেছে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া সেই অনিচ্ছা-প্রারক, যে-গীতাবাক্যে প্রবর্তক বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, সেই গীতাবাক্য (১৮।৩০) পাঠ করিতেছেন:—

স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্মেন কর্মণা ।

কর্ত্বুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্ববশোহপি তৎ ॥১৬১

অম্ব—হে কোন্তয়, স্বভাবজেন শ্বেন কর্মণা নিবন্ধঃ যৎ কর্তুন্ ন ইচ্ছসি, তৎ  
অপি মোহাৎ অবশঃ করিষ্যতি।

অম্ববাদু—হে অর্জুন, তুমি আপনার ক্ষত্রিয়স্বভাবজনিত শৌর্যাদিবাঞ্ছক  
নিজ প্রারককর্মদ্বারা বশীকৃত থাকিয়া যে (বন্ধুবাদিনিমিত্ত) যুদ্ধরূপ  
কর্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, সেই কর্ম তোমাকে মোহবশতঃ অর্থাৎ বিচার-  
বুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া পরবশ হইয়া, করিতেই হইবে।

টীকা—হে কৃত্তীপুত্র অর্জুন, “শ্বেন কর্মণা”—আপনার দ্বারাই (পূর্বে) অমুষ্ঠিত  
এইহেতু স্বকীয় প্রারককর্মদ্বারা “নিবন্ধঃ” (সন্)—বশীকৃত হইয়া, “যৎ কর্ম কর্তুন্ ন ইচ্ছসি”—যে  
যুদ্ধরূপ কর্ম করিতে অনিচ্ছা করিতেছ, “তৎ অপি মোহাৎ অবশঃ (সন্) করিষ্যসি”—সেই  
কর্মও তুমি অবিবেকবশতঃ (বিচারে পরায়ুথ থাকিয়া) পরবশ হইয়া করিবে। এইহেতু  
অনিচ্ছা-প্রারক আছে, স্বীকার করিতেই হইবে। [শ্রীধর ও মধুসূদন—‘মোহাৎ’ এই শব্দের  
অর্থ—‘কর্তুন্ ন ইচ্ছসি’—ইহার সহিত ধরিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ভাগ্যকারের অম্ববত্তী হইয়া,  
‘মোহাৎ’ শব্দের ‘অবিবেকতঃ’—বিচার না করিয়া, এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। মধুসূদন ইহার  
অর্থ করিয়াছেন—“যেমনটি ইচ্ছা করিব, তেমনটিই করিব, এইরূপ ভ্রমবশতঃ।”] \* ১৬১

\* সকল জীবেরই প্রারককর্ম তিন প্রকার—(১) স্বেচ্ছাচারী ফলদ, (২) পরেচ্ছাচারী ফলদ এবং (৩) অনিচ্ছাস্বেগে (অর্থাৎ ইচ্ছানিরপেক্ষ হইয়া) ফলদ,—একথা পূর্বে ১৫২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে স্বেচ্ছা-  
প্রারক জীবের প্রযত্ন বিনা জীবকে ফলপ্রদানে অক্ষম বলিয়া তাহা যে প্রযত্নের অপেক্ষা রাখে ইহা সকলেই বুঝিতে  
পারে। সেইরূপ পরেচ্ছাপ্রারকে এবং অনিচ্ছাপ্রারকে নিজ নিজ ফলপ্রদানের জন্ত যথাক্রমে পরপ্রযত্নাপেক্ষার এবং  
সত্যসম্বন্ধরূপ পরমেশ্বরের প্রযত্নের অপেক্ষা আছে। পঞ্চদশীকাব (সম্ভবতঃ পঞ্চদশী রচনাব পরে) প্রচলিত “অশ্রুত-  
প্রকাশ” গ্রন্থে “সনৎকুমারবিভা” নামক চতুর্থাধ্যায়ে ৭৪ হইতে ৭৮ শ্লোকে ছানোগোপা উপনিষদের ৭২৫২ কণ্ডিকার অন্তর্গত  
“আত্মরতঃ আত্মজাডঃ আত্মমিথুনঃ আত্মাননঃ” এই পদচতুষ্টয়দ্বারা সূচিত প্রারকভোগী জীবমুক্তের ব্যবহার সম্বন্ধে  
লিখিয়াছেন : “স্বথঃপ্রদারককর্মবেগশ্চতুর্বিধঃ। তীত্রমথো মনশ্শস্তো চেতি তন্ত্র বিধা মতাঃ।” ৭৪ স্বথঃপ্রদ  
প্রারককর্মের বেগ, তীত্র, মধ্য মন ও শস্ত্রভেদে চারিপ্রকার বলিয়া পণ্ডিতগণ অবধারণ করিয়াছেন। “তীত্রবেগে স  
পথাদিতুলো। নান্মানমীক্ষতে। আত্মনি শ্রীতিরন্তীতি ভবেদায়রতিস্তদা।” ৭৫—তীত্রবেগপ্রারকভোগে জীবমুক্ত ৭৬  
প্রকৃতির সদৃশ হইয়া গিয়া আত্মাকে দেখিতে পান না, (বিশ্রুত হইয়া যান)। আত্মায় তাঁহার শ্রীতি (মগ্নভাবে)  
গায়ে, এইজন্ত তখন তাঁহাকে “আত্মরতি” বলা যায়। স্বেচ্ছা-তীত্র প্রারকের দৃষ্টান্ত (বিষ্ণুপুরাণবর্ণিত ৪ অংশ ২ অধ্যায়)  
দৌর্ভারমুনি, ইনি বহুকাল জলমধ্যে সমাহিত থাকিয়া মৎস্তের শাবকগণসহিত ক্রীড়া নিরীক্ষণ করিয়া আত্মশ্রীতি  
বিদ্রুত হইয়া মাছাতার ৫০টি কল্যাণ বিবাহ করিয়া দীর্ঘকাল তাহাদের সহিত বিলাসরত হইয়া রহিলেন। পরেচ্ছা-তীত্র  
প্রারকভোগের দৃষ্টান্ত চল্লি ; (ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, ব্রহ্মখণ্ড ২ম অঃ অথবা কৃষ্ণজয়খণ্ড ৮০, ৮১ অঃ) ইনি গুপ্তর  
অভিসম্পাতে পড়িয়া ক্ষয়গ্রস্ত হইলেন এবং তদনন্তর গুপ্তর প্রসাদে বুদ্ধির প্রতিশ্রুতি পাইয়া কৃষ্ণপক্ষে এবং ত্রুপক্ষে  
যথাক্রমে ক্ষয় ও উপচয় লাভ করেন। অনিচ্ছা-তীত্রের দৃষ্টান্ত—মাণ্ডব্য (মহাভারত, অদিপক ১০৭-১০৮ অধ্যায়)।  
ইনি সমাহিতাবস্থায় শূলে আরোপিত হন এবং বুঝানে দুঃখাদিশ্রদ প্রারক অমুভব করেন। স্বেচ্ছা-শূন্তপ্রারকের  
দৃষ্টান্ত কৃষ্ণভবে (বিষ্ণুভাগবত ২২৩২৭) দ্বারার কোনও কালে নির্বিকল্পসমাধির বিস্ময় হয় নাই।  
“বথাবেগে তু ভোগানাং প্রাধান্যং স যদা তদা। কৃদাবকাশমাত্মনঃ বদন্ত ক্রীড়তি বালবৎ।” ৭৬—বথন  
জীবমুক্তের চিত্তে ভোগ প্রাধান্য লাভ করে তখন তিনি আত্মচিন্তার অবকাশ করিয়া (অথবা ‘আত্মাকে অবসরপ্রকাশ’

এক্ষেণে পরেচ্ছাপ্রারক যে আছে, তাহাই বলিতেছেন :—

নানিচ্ছন্তো ন চেচ্ছন্তঃ পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ ।

(ট) পরেচ্ছা প্রারকবর্ণন ।

সুখদুঃখে ভজন্ত্যেতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকম্ হি ॥ ১৬২

অর্থ—অনিচ্ছন্তঃ ন, চ ইচ্ছন্তঃ ন, পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ সুখদুঃখে ভজন্তি; এতৎ পরেচ্ছাপূর্ব্বকম্ হি ।

অনুবাদ—যখন সুখদুঃখ ভোগ করিতে ইচ্ছাও নাই অনিচ্ছাও নাই, কেবল অপরের ছন্দানুবর্তী হইয়া তাহার প্রীতির জন্য সুখদুঃখ ভোগ করে, তখন তাহাকে পরেচ্ছাজনিত প্রারক বলে ।

রাধিয়া) আত্মবিষয়ক কথা কহিতে কহিতে বালকের মত ক্রীড়া করেন, তখন সেই অবস্থায় তাহার নাম মধ্যবেগ প্রারকভোগী । (অর্থাৎ মধ্যে মধ্যে তাহার আত্মস্মরণ হইতে থাকে এইহেতু তিনি আত্মক্রীড়া)।  
 যেচ্ছামধ্যপ্রারকের দৃষ্টান্ত অগতঃ (বিকৃতভাগবত ১১।১৩।১১, ১১।১৩।৫) যিনি রাজ্যভিত্তিক থাকিয়া রাজভোগ করিতে করিতে অবকাশক্রমে চৈতন্যস্বরূপ করিতেন । পরেচ্ছামধ্যের দৃষ্টান্ত রাজা শিখিম্বজ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্বাণশ্রবণ, পূর্ব্বভাগ ৭৭ ইহতে ১১০ অধ্যায়) । ইনি তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিবার পরেও রাজ্য চূড়ালার ইচ্ছাক্রমে স্বাধীনপ্রদ রাজভোগ করিয়াছিলেন । অনিচ্ছামধ্যের দৃষ্টান্ত ভগীরথ (বাশিষ্ঠরামায়ণ, নির্বাণশ্রবণ, পূর্ব্বভাগ ৭৪ ইহতে ৭৬ অধ্যায়) —ইহাকে যেচ্ছামুক্ত শ্বেতহস্তী মালাশ্রয়ান করিয়া অপরের রাজ্যে অভিযুক্ত করিয়া দিল ।  
 “মন্দবেগে তিরস্কৃত্য ভোগান্ প্রায়েণ চিত্তয়ান্ । ধিয়ান্নানং বদন্তং প্রাধোতি মিথুনে যথা ॥” ৭৭—মন্দবেগপ্রাধোঃ জীবন্তু ভোগ পরিত্যাগ করিয়া বহল পবিত্রাণে চিত্তে আত্মচিন্তা করিতে করিতে স্থানান্তরিত করেন; ত্রীপুত্র যেমন পরস্পর সংসর্গে স্থানান্তরিত করে, তিনি “বন্দ”নিরপেক্ষ হইয়া - মিথুনের স্থখ অনুভব করেন । যেচ্ছামন্দপ্রারকের দৃষ্টান্ত কবি, হরি, অস্তরিক, শ্রবক, পিঙ্গলায়ন, আবিরোজ, ক্রমিল, চমল, করতাজন এই নয় স্বভবপুত্র । ইহারা সর্ব্বজনবিদিত যোগী-রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া আত্মসম্ভোগস্থানবিরত ছিলেন (বিকৃতভাগবত ১১।২।২০) ।  
 পরেচ্ছামন্দপ্রারকের দৃষ্টান্ত—ঋষি হাহার নারদেচ্ছাক্রমে হরিদর্শনজনিত আত্মস্বপ্নান্ত লাভ হইয়াছিল । (বিকৃতভাগবত ৩র্থ স্কন্ধ, ৮ম অধ্যায়) । অনিচ্ছামন্দপ্রারকের দৃষ্টান্ত বামদেবাদি-হাহাদের গর্ভবাসকালেই তত্ত্বজ্ঞান জন্মিয়াছিল । (ঐতরেয় উপনিষৎ ৪।৫) । “সুপ্তবেগে চিত্তনির্ব্বাণে নির্বিকল্পসমাধিভাক্ । আত্মানন্দাংশেণঃ সম্রাপ্তে মুক্তবদয়ঃ ॥” ৭৮  
 পরেচ্ছাসুপ্ত প্রারকভোগের দৃষ্টান্ত বিদ্যাপর্কত । অগত্যমুনির ইচ্ছার ইহার প্রারকভোগ হুগিত হইয়া রহিয়াছে । (কাশীখণ্ড ত্রুট্য) অনিচ্ছাসুপ্ত প্রারকভোগের দৃষ্টান্ত পৃথ্বী । জয়কাল হইতেই ইহার প্রারকভোগ সুপ্ত । দেবতা বলিয়া ইহার তত্ত্বজ্ঞান প্রত্যাধিসিদ্ধ ।

সুপ্তবেগপ্রারকে—জীবন্তু একেবারে বিরহীন হইয়া নির্বিকল্পসমাধিস্থ অনুভব করেন । আত্মানন্দাত্ম তাহার অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । তিনি বিদেহযুক্তের মত দৈতহীন হইয়া অবস্থান করেন ।

ত্রীতাদি এই চারিপ্রকার প্রারকবেগে বিষয়স্থভোগের গাঢ়তার বিলোমামুপাতে (inverse proportion) আত্মস্থানান্তরিত হইতে অর্থাৎ তীব্রবেগে, “আত্মরতি” বাহা বিদেশগত বিষয়কার্য-ব্যাপ্ত নায়কের নায়িকাবিধিগী মধ্যস্থত প্রকার । মধ্যবেগে “আত্মক্রীড়া” বাহা বিষয়কার্যে ব্যাপ্ত নায়কের মধ্যে মধ্যে বসনভূষণাদির দ্বারা নায়িকার পরিতপনস্থ সূচন; মন্দবেগে “আত্মনিবৃত্তি” বাহা নায়কের বিষয়কার্যচিন্তা পরিত্যাপপূর্ব্বক নায়িকার সদলাভসমূহ; সুপ্তবেগে, “আত্মানন্দ” বাহা সর্ব্ববিষয়ভোগবিনিমুক্ত নায়কের নায়িকাসম্ভোগস্থলাভসমূহ । এই চারিবিধ প্রারকের প্রকার, পূর্ব্বে নির্ণেই হইলো ইহাদের বেগ স্ব স্ব ভোগদ্বারাই নির্ণে; ভোগের পূর্ব্বে অহুসেই নহে বলিয়া ব্যবহারে এই প্রারকজ্ঞানদ্বারা লৌকিক উপকার লাভ করা যায় না, কেবল নিরুক্তিমাগেই ভোগদ্বারা এই প্রারকবেগানুমান নিবৃত্তির ও শান্তিলাভের সহায়তা করে

টীকা—“অনিচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি), ইচ্ছন্তঃ (অপি) ন (ভজন্তি)” —যখন অনিচ্ছা-পূর্বকও স্মৃৎস্বার্থ ভোগ করে না, ইচ্ছাপূর্বকও স্মৃৎস্বার্থ ভোগ করে না কিন্তু “পরদাক্ষিণ্যসংযুতাঃ”—অপরের ইচ্ছানুযায়ী হইয়া, তাহার প্রীতিসম্পাদনের জন্য স্মৃৎস্বার্থ ভোগ করে, তখন “এতৎ”—যাহা এই স্মৃৎস্বার্থাদির হেতুভূত, তাহা পরেচ্ছাপূর্বক প্রারক বলিয়া প্রসিদ্ধ; ইহাই অর্থ। এই হেতু জ্ঞানীর বিষয়ে দোষদৃষ্টি থাকিলেও প্রারক অনিবার্য বলিয়া, সেই প্রারকের যে ইচ্ছাজনকতা তাহার নিবারণ করিবার সামর্থ্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৬২

৪। জ্ঞানীর বাধিত ইচ্ছা সম্ভব বলিয়া ভোগ করিয়াও বাসনাভাব।

(শঙ্কা) ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছা মানিলে, “কোন ভোগেব ইচ্ছা” করিয়া ইত্যাদি অর্থের শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা করিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানীব.ইচ্ছা অঙ্গী-  
কার করিলে “কিমিচ্ছন”  
শ্রুতির সহিত বিরোধাশঙ্কা;  
দৃষ্টান্ত সহিত সমাধান।

কথং তর্হি কিমিচ্ছন্তিত্যেবমিচ্ছা নিষিধ্যতে।

নেচ্ছানিষেধঃ কিন্তু ইচ্ছাবাধো ভজ্জিতবীজবৎ ॥ ১৬৩

অর্থ—তর্হি কিমিচ্ছন্ত ইতি কথং এবম্ নিষিধ্যতে? (উত্তর) ইচ্ছানিষেধঃ ন, কিন্তু ইচ্ছাবাধঃ; ভজ্জিতবীজবৎ।

অনুবাদ—(যদি তত্ত্বজ্ঞানীরও ইচ্ছা হয়, মানা যায়) তবে “কোন ভোগের ইচ্ছা করিয়া” ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনাংশদ্বারা ইচ্ছার এইরূপে নিষেধ করা হইল কেন? (এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলা যাইবে—) তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই, কিন্তু ভজ্জিত বীজের ন্যায় বাধমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে।

টীকা—জ্ঞানীর যখন প্রারকবশতঃ ইচ্ছার অঙ্গীকার করা হইল, তখন “কোন ভোগের ইচ্ছা করিয়া” ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবাক্যদ্বারা কি প্রকারে ইচ্ছার অভাব সূচিত হইল? ইহাই অর্থ। উত্তর) ইহার দ্বারা ইচ্ছার অভাব কথিত হয় নাই, কিন্তু ইচ্ছা থাকিতেও সেই ইচ্ছা, সমর্থ প্রবৃদ্ধিৎপাদন করিতে পারে না, ইহাই বুঝান হইতেছে—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—তত্ত্বজ্ঞানীর ইচ্ছার একেবারে নিষেধ করা হয় নাই” ইত্যাদি। ইচ্ছা স্বরূপতঃ থাকিলেও, তাহার মর্থাবহিত্যবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—‘ভজ্জিত বীজের ন্যায়’। ১৬৩

এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত এই তত্ত্বই সবিস্তর বর্ণনা করিতেছেন :—

ভজ্জিতানি তু বীজানি সন্ত্যকার্য্যকরাণি চ।

বিদ্বদিচ্ছা তথেষ্টব্যাসত্ত্ববোধান্ন কার্য্যকৃৎ ॥ ১৬৪

অর্থ—ভজ্জিতানি তু বীজানি অকার্য্যকরাণি চ সন্তি; তথা বিদ্বদিচ্ছা ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধান্ন কার্য্যকৃৎ ন।

অনুবাদ—যেমন কোনও বীজ অগ্নিদ্বারা ভজ্জিত হইলে অকার্য্যকর অর্থাৎ

অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছা বাধিতবিষয়ের অসম্ভবজ্ঞান অর্থাৎ মিথ্যাত্ববোধবশতঃ পাপপুণ্যরূপ অঙ্কুর উৎপাদন করিতে অসমর্থ হয়।

টীকা—যেমন “ভজিতানি তু বীজানি”—ভাজা বীজ নিজে স্বরূপতঃ বিত্তমান থাকিলেও অঙ্কুরাদি কার্যোৎপাদনে অসমর্থ হয়, তথা “বিদ্বদিচ্ছা”—জ্ঞানীর ইচ্ছা স্বয়ং বিত্তমান থাকিলেও “ইষ্টব্যাসত্ত্ববোধাৎ”—ইচ্ছার বিষয়রূপ পদার্থের অসম্ভবজ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায়, “ন কাৰ্য্যকৃত্বং”—ব্যসনাদিরূপ কাৰ্য্য উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না। ১৬৪

( শঙ্কা ) ভাল, জ্ঞানীর ইচ্ছার যখন ফলাভাব, তখন সেই ইচ্ছাই নাই, মানিতে হইবে। এইরূপ, আশঙ্কায় বলিতেছেন—‘ফলাভাব’ এই কথা সিদ্ধ হইতে পারে না, কেননা, জ্ঞানীর ইচ্ছার ভোগরূপ ফল দেখিতে পাওয়া যায়; এই কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর বাধিত  
ইচ্ছাও ভোগফলপ্রদ,  
দৃষ্টান্ত।

দন্ধবীজমরোহেহপি ভক্ষণায়োপযুক্ত্যতে ।

বিদ্বদিচ্ছাপ্যল্লভোগং কুর্য্যান্ন ব্যসনং বহু ॥ ১৬৫

অর্থ—দন্ধবীজম্ অরোহে অপি ভক্ষণায় উপযুক্ত্যতে; বিদ্বদিচ্ছা অপি অল্লভোগম্ কুর্য্যং, বহু ব্যসনম্ ন।

অনুবাদ—যেমন ভজিত বীজের অঙ্কুরোদগম না হইলেও তাহা ভক্ষণাদি কোনও কার্যের উপযোগী হয়, সেইরূপ জ্ঞানীর ইচ্ছাও অল্লভোগের উৎপাদক হয়; সেই ইচ্ছা বহু প্রকারের ব্যসন উৎপাদন করে না।

টীকা—“দন্ধম্”—অর্থাৎ ভজিত। “ব্যসনম্”—ব্যসনম্ বিপদি ভ্রংশে দোষে কামজ-কোপজ—( অমরকোষ, নানার্থবর্গ )—আসক্তির বিষয়ের এবং সুখনিদান বস্তুর বিরোগ সম্ভাবনা-জনিত হুঃখকে ‘বিপদ’ বলে; ‘ভ্রংশ’ বলিতে বিনাশ বা পতন; ‘কামজদোষ’ বলিতে যুগ্মা, দিবানিত্রা, দ্যুতক্রীড়া, পরনিন্দা, পরদারাসক্তি, নৃত্য-গীত, বৃথা ভ্রমণ, মাদকসেবন ইত্যাদি। ‘কোপজ-দোষ’ বলিতে—দুষ্টকর্ম, সাহস ( বিনা বিচারে পরপীড়ন ), হুঃখপ্রদান, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, কাপট্য, বাক্পাক্ষ্য, অভীষ্টবিনাশ। ১৬৫

( শঙ্কা ) ভাল, প্রারব্ধকর্মই ভোগদ্বারা ব্যসনোৎপাদন করিবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম  
ভোগে নষ্ট হইয়া ব্যস-  
নোৎপাদন করে না।

ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ প্রারব্ধং কর্ম হীয়তে ।

অজ্ঞানীর ব্যসনোৎ-  
পত্তির কারণ।

ভোক্তব্যসত্যতাত্ত্বাত্ম্য্য ব্যসনং তত্র জায়তে ॥ ১৬৬

অর্থ—( জ্ঞানিনঃ ) প্রারব্ধকর্ম ভোগেন চরিতার্থত্বাৎ হীয়তে; ( অজ্ঞানিনঃ ) ভোক্তব্য-সত্যতাত্ত্বাত্ম্য্য তত্র ব্যসনম্ জায়তে।

অনুবাদ—জ্ঞানীর প্রারব্ধকর্ম ভোগদ্বারা চরিতার্থ হয় বলিয়া কর্মপ্রাপ্ত

হয় এবং অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে সত্যতাব্রাহ্মণবশতঃ, সেই বিষয়ে বাসন উৎপন্ন হয় ।

টীকা—প্রারম্ভকর্ম কেবল ভোগেরই হেতু বলিয়া তাহা বাসন উৎপাদন কবিত্তে পারে না ; ইহাই তাৎপৰ্য্য । তাহা হইলে বাসনের উৎপত্তি কি প্রকারে হয় ? তদন্তবে বলিতেছেন—‘অজ্ঞানীর ভোগ্যবিষয়ে’ ইত্যাদি । “তত্র”—অর্থাৎ সেই বিষয়ে । ১৬৬

বাসনের হেতুভূত ভ্রমের স্বরূপ দেখাইতেছেন :—

(খ) বাসনের কারণ—  
ভোগে সত্যতাব্রাহ্মণের  
ধৰ্ম্ম ।

মা বিনশ্যত্বয়ং ভোগো বদ্ধতামুত্তরোত্তরম্ ।

মা বিদ্যাঃ প্রতিবন্ধস্ত্ব ধন্যোহস্মাস্মাদিতি ভ্রমঃ ॥ ১৬৭

অর্থ—অয়ম্ ভোগঃ মা বিনশতু, উত্তরোত্তরম্ বদ্ধতাম্, বিদ্যাঃ মা প্রতিবন্ধ, অস্মাং ধন্যঃ অস্মি ইতি ভ্রমঃ ।

অনুবাদ—আমার এই ভোগ যেন ক্ষয়প্রাপ্ত না হয় ; এই ভোগ যেন উত্তরোত্তর বাড়িতেই থাকে ; কোনও বিদ্বৎ যেন ইহার প্রতিবন্ধক ঘটাইতে না পারে ; তাহা হইলেই আমি ধন্য । ইহাই সেই ভ্রমের স্বরূপ ।

টীকা—“অস্মাং ধন্যঃ অস্মি”—এই ভোগ হইতেই আমি ধন্য বা কৃতার্থ হইতেছি । “ইতি ভ্রমঃ”—অজ্ঞানীর ভ্রম এই আকারই ধারণ করে । সেই ভ্রম হইতেই বাসনের উৎপত্তি, ইহাই অর্থ । ১৬৭

প্রসঙ্গক্রমে বাসনের হেতুভূত এই ভ্রমের নিবৃত্তির উপায় বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত ভ্রমেব নিবৃত্তির  
উপায় ।

যদভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেৎ তৎ অস্তথা ।

ইতি চিন্তাবিষয়োহয়ং বোধো ভ্রমনিবর্তকঃ ॥ ১৬৮

অর্থ—যৎ অভাবি তৎ ভাবি ন, ভাবি চেৎ তৎ অস্তথা, ন ইতি চিন্তাবিষয়ঃ অয়ম্ বোধো ভ্রমনিবর্তকঃ ।

অনুবাদ—( প্রারম্ভ ফল ) যাহা হইবার নহে, তাহা কখনই হইবে না, যদি হইবার হয়, তবে হইবেই, তাহার অস্তথা হইবে না ; এইরূপ জ্ঞান চিন্তা-বিষয়নাশক ; এই জ্ঞানদ্বারাই ভ্রমের নিবৃত্তি হয় ।

টীকা—“যৎ অভাবি”—যাহা হইবার অযোগ্য, “তৎ ভাবি ন”—তাহা কখনই হইবে না, “ভাবি চেৎ”—যাহা হইবার যোগ্য, “তৎ অস্তথা ন”—তাহার অস্তথা হইবে না অর্থাৎ হইবেই । “ইতি চিন্তাবিষয়ঃ”—এইরূপ জ্ঞান,—‘আমার এইরূপ ভাগ্যোদয় কবে হইবে ?’ ‘এই অনিষ্ট কবে বুঝিবে ?’—ইত্যাদিরূপ চিন্তাই বিষয়ের দ্বারা নিজসংসর্গ-প্রাপ্ত ( সংক্রামিত ) পুরুষের বিনাশে হেতু বলিয়া, বিষয়—এই চিন্তাবিষয়কে বিনাশ করে বলিয়া এই জ্ঞান চিন্তাবিষয় । এইরূপ যে “বোধঃ”—জ্ঞান, “সঃ অয়ম্ ভ্রমনিবর্তকঃ”—পূর্বোক্ত ভ্রমেব নিবৃত্তিকারক, ইহাই অর্থ ! ১৬৮

ভাল, জ্ঞানী ও অজ্ঞানী তুল্যরূপে ভোগী হইলেও, অজ্ঞানীর ব্যসন, এবং জ্ঞানীর ব্যসনাভাব—ইহার কারণ কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, একে ভ্রান্তিজ্ঞান, যপবে ভ্রান্তিজ্ঞানাভাববশতঃ ব্যসনের প্রাপ্তি ও অপ্ৰাপ্তিরূপ ভেদ সিক্ত হয় ; ইহাই বলিতেছেন :—

৫) জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর  
ভোগ তুল্যরূপ হইলেও  
জ্ঞানীর ব্যসনাভাবের ও  
অজ্ঞানীর ব্যসনের  
কারণ ।

সমেহপি ভোগে ব্যসনং ভ্রান্তো গচ্ছেন্ন বুদ্ধবান্ ।  
অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাদভ্রান্তস্য ব্যসনং বহু ॥ ১৬৯

অর্থ—ভোগে সমে অপি ভ্রান্তঃ ব্যসনম্ গচ্ছেৎ, বুদ্ধবান্ ন । অশক্যার্থস্য সঙ্কল্পাৎ ভ্রান্তস্য বহু ব্যসনম্ ( ভবতি ) ।

অনুবাদ—জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর উভয়ের বিষয়ভোগ সমান হইলেও, অজ্ঞানী ভ্রান্ত বলিয়া ব্যসনপ্রাপ্ত হয় আর যিনি জ্ঞানবান্, তিনি ব্যসনপ্রাপ্ত হন না । অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের সঙ্কল্প করিয়া ভ্রান্ত অজ্ঞানী বিবিধ প্রকার দুঃখ ভোগ করে ।

টীকা—“বুদ্ধবান্”—যিনি তত্ত্ব বুঝিয়াছেন অর্থাৎ জ্ঞানী । ভাল, ভ্রান্তি কি প্রকারে ব্যসনের হেতু হয় ? এইহেতু বলিতেছেন—“অসম্ভব অর্থাৎ মিথ্যাপদার্থের” ইত্যাদি । ১৬৯

বিবেকী ব্যক্তির কিহেতু ব্যসন ঘটে না, তাহাই বলিতেছেন :—

মায়াময়ত্বং ভোগস্য বুদ্ধাস্থামুপসংহরন্ ।

ভুঞ্জানোহপি ন সঙ্কল্পং কুরুতে ব্যসনং কুতঃ ॥ ১৭০

অর্থ—ভোগস্য মায়াময়ত্বম্ বুদ্ধা আস্থাম্ উপসংহরন্ ভুঞ্জানঃ অপি সঙ্কল্পম্ ন কুরুতে ; ব্যসনম্ কুতঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী ভোগকে মায়াময় বা মিথ্যারূপ বলিয়া জানিয়া তাহাতে আস্থার অর্থাৎ আসক্তির সঙ্কোচ করিয়া ভোগ করেন ; তথাপি অসম্ভব বা অযোগ্য অর্থের চিন্তন করেন না । এইহেতু কি কারণে তাঁহার ব্যসন ঘটিবে ? ১৭০

( শঙ্কা ) ভাল, ভোগের মায়াময়ত্বের জ্ঞান থাকিতেও ভোগ ত’ তাৎকালিক সুখের হেতু হয় ; তাহা হইলে অবস্থার সঙ্কোচ কেন হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অনেক প্রকারের দোষদর্শনহেতু আস্থার সঙ্কোচ হয় :—

( ৬ ) বহুবিধদোষদর্শন-  
হেতু হৃৎপদ্যক ভোগেও  
আস্থার নিবৃত্তি ।

স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশমচিন্ত্যরচনাত্মকম্ ।

দৃষ্টনষ্টং জগৎ পশ্যন্ কথং তত্রাহুরজ্যতি ? ॥ ১৭১

অর্থ—স্বপ্নেন্দ্রজালসদৃশম্ অচিন্ত্যরচনাত্মকম্ দৃষ্টনষ্টম্ জগৎ পশ্যন্ তত্র কথং অহুরজ্যতি ?

অনুবাদ ও টীকা—জগৎ স্বপ্নের বা ইন্দ্রজালের সদৃশ অচিন্ত্যরচনারূপ বা অনির্বচনীয়স্বরূপ এবং দেখিতে দেখিতেই বিনষ্ট হয়। জগৎকে এইরূপ অনুভব করিয়া জ্ঞানী কি প্রকারে তাহাতে আসক্ত হইবেন ?। ১৭২

( শঙ্ক ) ভাল, পূর্বশ্লোকোক্ত স্বপ্ন ও ইন্দ্রজালের সহিত সাদৃশ্যাদিব জ্ঞান হইলে, আসক্তিব ভাব থাকিবে না বটে, কিন্তু সেই স্বপ্নাদিব সহিত সাদৃশ্যজ্ঞান হইবে কি প্রকারে ? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে তুমি শ্লোকে বলিতেছেন যে, জাগ্রৎকালে অনুভূত জগৎের সহিত স্বপ্নকালীন অনুভূত জগৎের সাদৃশ্যভাব উৎপাদন করিবার উপায় এই :—

(৩) ভোগো আসক্তি-  
হান হইবার উপায়।  
অস্বপ্নমাপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা পশ্যন্ স্বজাগরম্।  
চিন্তয়েদপ্রমত্তঃ সন্মুভাবহুদিনং মুচ্ছঃ ॥ ১৭২

অর্থ—অস্বপ্নম্ আপরোক্ষ্যেণ দৃষ্ট্বা স্বজাগরম্ গগন্ উভৌ অপমত্তঃ সন্মুভাবহুদিনম্  
মুচ্ছঃ চিন্তয়েৎ।

অনুবাদ ও টীকা—নিজ স্বপ্নকে প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়া এবং নিজ জাগরণ অনুভব করিয়া, প্রমাদরহিত হইয়া, নিজ স্বপ্ন ও জাগরণ ( উভয়েই তুল্যরূপ কি না ) প্রতিদিন বার বার চিন্তা করিবে। দেখিবে যে জাগরণ স্বপ্নেরই তুল্য। ১৭২

চিরং তয়োঃ সর্বসাম্যমহুসন্ধায় জাগরে।

সত্যস্ববুদ্ধিং সন্ত্যজ্য নানুরজ্যতি পূর্ববৎ ॥ ১৭৩

অর্থ—তয়োঃ সর্বসাম্যম্ চিরম্ অহুসন্ধায়, জাগরে সত্যস্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য পূর্ববৎ ন অনুরজ্যতি।

অনুবাদ—যখন দীর্ঘকাল ধরিয়া অহুসন্ধানের পর, সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার সর্বপ্রকারে তুল্যতা অনুভব করিয়া সাধক জাগ্রদবস্থায় সত্য-বুদ্ধি পরিত্যাগ করেন, তখন জাগ্রদবস্থায় আর পূর্বের ছায়া অনুরক্ত থাকেন না।

টীকা—এইরূপে “তয়োঃ”—সেই স্বপ্নাবস্থার ও জাগ্রদবস্থার, “সর্বসাম্যম্”—নিজ নিজ প্রতীতিকালেই ভোগের হেতু হওয়ায় পরিণামে তাহাদের রসশূন্যতা ও বিনাশিতা প্রত্যক্ষরূপে স্পষ্টপ্রকারে তুল্যতা, “চিরম্ অহুসন্ধায়”—দীর্ঘকাল ধরিয়া চিন্তা করিয়া, “জাগরে সত্যস্ববুদ্ধিম্ সন্ত্যজ্য”—জাগ্রদবস্থায় সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিয়া সাধক, “পূর্ববৎ ন অনুরজ্যতি”—জাগ্রৎকালের বস্তুসমূহেও পূর্বের ছায়া অর্থাৎ জগৎের সত্যতাজ্ঞানাবস্থার ছায়া, আসক্ত হন না। আচার্য্যপাদ শঙ্কর স্বকীয় ‘উপদেশসাহস্রী’ গ্রন্থে ( সপ্তদশ ) সমাশ্রিতপ্রকরণে ৩১ সংখ্যক শ্লোকে লিখিয়াছেন—“ক্ষীরাৎ সপিধ্বথোদ্ধৃত্য স্পিশ্নং তস্মিন্ পূর্ববৎ। বুদ্ধ্যাদেজ্ঞান্তথা-  
সত্যম্ দেহী পূর্ববৎ ভবেৎ ॥”—যেমন দুগ্ধ হইতে প্রক্রিয়াবিশেষদ্বারা সপিধ্ব ( বিলীন ) আজা বা কীরনও) বাহির করিয়া পুনর্বীর সেই দুগ্ধে ফেলিয়া দিলে, আবার পূর্বের ছায়া সন্মিলিত হয় না,



সেইরূপ মিথ্যাস্বরূপ বুদ্ধি প্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত, জ্ঞানস্বরূপ আত্মা পূর্বের স্তায় দেহাভিমানী হন না, অস্তু ব্যবহারেও পূর্বের স্তায় আসক্তিপূর্বক রত হন না। ( এই শ্লোকের টীকায় রামতীর্থ গীতার “যন্ত নাহঙ্কতো ভাবো” ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন )। ১৭৩

৫। মিথ্যাস্বজ্ঞানের সহিত প্রপঞ্চের, বিরোধ নাই।

( শব্দ ) ভাল, ভোগ ত’ ভোগ্যবিষয়ের সত্যতার উপর নির্ভর করে এবং সেই ভোগের সহিত প্রপঞ্চবিষয়ক মিথ্যাস্ব জ্ঞানেব ত’ পরস্পর বিরোধ দেখা যায়, তাহা হইলে কি প্রকারে ভোগসিদ্ধি হইতে পারে? এই শব্দার পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, ভোগ বিষয়েব সত্যতার অপেক্ষা রাখে না; সেইহেতু প্রপঞ্চমিথ্যাস্বজ্ঞানের সহিত ভোগের বিরোধ হয় না:—

(ক, প্রারব্ধভোগে বিম-  
য়ের সত্যতার অপেক্ষা  
নাই।

ইন্দ্রজালমিদং দ্বৈতমচিন্ত্যরচনাস্বতঃ।

ইত্যবিস্মরতো হানিঃ কা বা প্রারব্ধভোগতঃ ॥ ১৭৪

অর্থ—ইদম্ দ্বৈতম্ অচিন্ত্যরচনাস্বতঃ ইন্দ্রজালম্ ইতি অবিস্মরতঃ প্রারব্ধভোগতঃ  
কা বা হানিঃ ?

অনুবাদ—এই দ্বৈত বা জগৎপ্রপঞ্চ অচিন্ত্যরচনানিষ্মিত বলিয়া ইহা ইন্দ্রজাল। যে জ্ঞানী এই তত্ত্ব বিস্মৃত হন না, তিনি প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তাঁহার মিথ্যাস্বজ্ঞানের অথবা ভোগের কি হানি হইতে পারে? কোনও হানি হয় না।

টীকা --“অবিস্মরতঃ জ্ঞানিনঃ প্রারব্ধভোগতঃ”—ভোগ্যবিষয়ের সমষ্টিরূপ এই জগৎ অচিন্ত্যরচনানিষ্মিত বলিয়া ইন্দ্রজালের স্তায় মিথ্যা; এই তত্ত্ব যুক্তিদ্বারা অবধারণ কবিয়া জ্ঞানী সুখদুঃখানুভবরূপ প্রারব্ধকস্মকল ভোগ করিতে থাকিলে, “কা বা হানিঃ”—তাঁহার মিথ্যাস্বজ্ঞানকানের কি হানি হইতে পারে? অথবা মিথ্যাস্বজ্ঞানদ্বারা ভোগের কি হানি হইতে পারে? মিথ্যাস্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ, এই দুইটি পরস্পর ভিন্নবিষয়ক বলিয়া তদুভয়ের কিছুমাত্র বিরোধ নাই, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ১৭৪

জগতের মিথ্যাস্বের জ্ঞান ও প্রারব্ধ যে পরস্পর ভিন্নবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(প) তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারব্ধ  
ভিন্ন বিষয়ক।

নিরব্ধস্তত্ত্ববিদ্যায়া ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ।

প্রারব্ধস্তাগ্রহে ভোগে জীবন্ত সুখদুঃখয়োঃ ॥ ১৭৫

অর্থ—তত্ত্ববিদ্যায়াঃ ইন্দ্রজালত্বসংস্মৃতৌ নিরব্ধঃ, প্রারব্ধস্ত জীবন্ত সুখদুঃখয়োঃ ভোগে  
আগ্রহঃ।

অনুবাদ—জগতের ইন্দ্রজালরূপতাকে স্মৃতিপথে সমারূঢ় করাই তত্ত্ববিদ্যার আগ্রহ; ( তত্ত্বজ্ঞান ভোগের অননুভবসাধনে সমর্থ নহে )। আর প্রারব্ধকর্মের আগ্রহ চিদাভাসরূপ জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করান; ( ভোগের সত্যতা-প্রতিপাদনে নহে। )

টিকা—“তত্ত্ববিজ্ঞানঃ”—জগৎতত্ত্ববিষয়ক জ্ঞানের, “ইন্দ্রজালহসংস্থতো”—জগৎ যে ইন্দ্রজালসদৃশ মিথ্যা, এই তত্ত্বের অবিস্মৃতিবিষয়ে আগ্রহ; ভোগের বিনাশে তাহাব আগ্রহ নহে। “প্রারকত্ব”—প্রারককর্মের, “জীবন্ত সুখদুঃখয়োঃ ভোগে আগ্রহঃ”—জীবকে সুখদুঃখ প্রদান করিতেই আগ্রহ, ভোগ্য বিষয়ের সত্যতা সম্পাদনে নহে, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ১৭৫

এইরূপে, মিথ্যাস্বজ্ঞান ও প্রারক যে ভিন্নবিষয়ক, তাহা দেখাইয়া তদ্বিষয়ে অনুমান করুণ ইহবে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) তত্ত্ববিজ্ঞান প্রাবকের  
সহিত অবিরোধ বিষয়ে  
অনুমান।

বিজ্ঞানকে বিরুদ্ধোক্তে ন ভিন্নবিষয়ত্বতঃ।

জ্ঞানভিরাট্যৈন্দ্রজালবিনোদো দৃশ্যতে খলু ॥ ১৭৬

অর্থ—বিজ্ঞানকে ন বিরুদ্ধোক্তে (প্রতিজ্ঞা); ভিন্নবিষয়ত্বতঃ (হেতু); জানান্তিঃ অপি ইন্দ্রজালবিনোদঃ খলু দৃশ্যতে (দৃষ্টান্ত)।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারক পরস্পর বিরোধী নহে, যেহেতু তাহাদের বিষয় পরস্পর ভিন্ন। দেখ, যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে ইন্দ্রজালরচিত বলিয়া জানেন, তিনিও ইন্দ্রজালরচিত অলৌকিক বিষয় দর্শন করেন অর্থাৎ দর্শন করিয়া প্রমোদ অনুভব করেন, সেইরূপ।

টিকা—“বিজ্ঞানকে ন বিরুদ্ধোক্তে” তত্ত্বজ্ঞান ও প্রারককর্ম পরস্পর বিরোধী নহে, “ভিন্ন-বিষয়ত্বতঃ”—যেহেতু তত্ত্বের পরস্পর ভিন্নবিষয়ক; অমুভূত রূপজ্ঞান ও বসজ্ঞানের ত্রাণ অর্থাৎ শকরাব শুদ্ররূপ ও মধুর রস এই দুইটির জ্ঞান ভিন্নবস্তুবিষয়ক বলিয়া পরস্পর বিরোধী নহে; সেইরূপ মিথ্যাত্বের অবিস্মরণপ্রদ জগন্মিথ্যাস্বজ্ঞান এবং সুখদুঃখপ্রদ প্রারককর্ম, ভিন্নবিষয়ক বলিয়া পরস্পর অবিরোধী; কিন্তু নিকামকর্মজ্ঞান জ্ঞান এবং দেহাদিস্থিতিব হেতু সাকামকর্মরূপ প্রারক, এতদ্ব্যয়ের মধ্যে পরস্পর আগ্নেকুল্যই আছে। প্রারক-পিতার যেন দুই পুত্র সাকামকর্মরূপ প্রবল প্রারক এবং নিকামকর্মরূপ দুর্বল প্রারক। নিকামকর্মরূপ প্রারকের আবার জ্ঞানরূপ পুত্র। সাকামকর্ম দেহাদির স্থিতি নির্বাহ করিয়া নিকামকর্মের জ্ঞানরূপ পুত্রের উৎপত্তিস্থিতিব আনুকূল্য করে, এইহেতু জ্ঞানের পিতৃব্যাহানীয়; এবং সেই জ্ঞান আবার নিজের উৎপত্তির অনুকূল, দেহাদির পটুতাস্থিতিব হেতু সাকামকর্মরূপ পিতৃব্যের নিকামভাবে, কর্মশ্রমাবসান করিয়া তাহার আনুকূল্য করে।

ভোগ্যবস্তুর মিথ্যাত্বের জ্ঞান, ভোগের অর্থাৎ অনুকূল-প্রতিকূল-বিষয়জনিত সুখদুঃখানুভবের বাধক হয় না, ইহা কোথায় দেখা যায়? এইরূপ প্রশংসা ইহিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“দেখ যিনি কোনও অদ্ভুত দৃশ্যকে” ইত্যাদি। “ইন্দ্রজালবিনোদঃ”—ইন্দ্রজাল সম্বন্ধীয় চমৎকার-বিশেষ; “জানন্তিঃ অপি”—সেই চমৎকারবিশেষকে ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া জানে এইরূপ লোকেও, দেখিয়া থাকে; ইহা সকলেই জানে। ১৭৬

আবার যে-বাদী বলে বিজ্ঞা ও প্রারককর্মের মধ্যে পরস্পর বিরোধ আছে, তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইতে পারে—আচ্ছা, আগে বল প্রারককর্ম কি বিজ্ঞার বিরোধী? অথবা বিজ্ঞা

প্রারব্ধকর্মের বিরোধী ? তন্মধ্যে প্রথম পক্ষ অর্থাৎ প্রারব্ধকর্ম বিচার বিরোধী, এইরূপ বলা চলে না। ইহাই দুইটি শ্লোকে বলিতেছেন :—

জগৎসত্যত্বমাপাচ্ছ প্রারব্ধং ভোজয়েচ্ছদি।

(ব) বিচার সহিত  
প্রারব্ধের অবিরোধ।

তদা বিরোধি বিজ্ঞায়া ভোগমাত্রায় সত্যতা ॥ ১৭৭

অর্থ—প্রারব্ধ জগৎসত্যত্বম্ আপাচ্ছ যদি ভোজয়েৎ, তদা বিজ্ঞায়াঃ বিরোধি জ্ঞাং, ভোগমাত্রায় সত্যতা ন।

অনুবাদ—প্রারব্ধকর্ম যদি এই (নশ্বর) জগৎকে সত্য বলিয়া বোধ জন্মাইয়া, (পরে) ভোগ সম্পাদন করে, তাহা হইলে প্রারব্ধকর্ম বিচার বা তত্ত্ব-জ্ঞানের বিরোধী হয়। ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই যে ভোগের বিষয় সত্য বলিয়া সিদ্ধ হইবে, এরূপ হইতে পারে না।

টীকা—“প্রারব্ধ জগৎসত্যত্বম্ আপাচ্ছ”—প্রারব্ধকর্ম ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগতের ত্রিকালে অবাসিতরূপতরূপ সত্যতা সিদ্ধ করিয়া, ‘যদি ভোজয়েৎ’—যদি জীবকে সুখদুঃখ ভোগ করাইত, “তদা বিজ্ঞায়াঃ বিরোধি জ্ঞাং”—তাহা হইলে বিচার বিষয় যে মিথ্যাভুপ্রতিপাদন, তাহাও নিবারণ করিয়া বিচার বিরোধী হইত। প্রারব্ধ ত’ সেরূপ করে না, তাহা কেবল ভোগই প্রদান করিয়া থাকে। এইহেতু প্রারব্ধকর্ম বিচার বিরোধী হইতে পারে না ; ইহাই তাৎপর্য। যদি বল, ভোগ যখন সিদ্ধ (অবিসম্বাদিত), তখন সেই ভোগের বলেই ভোগের সত্যতা সিদ্ধ হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“ভোগ নিষ্পাদিত হইলেই” ইত্যাদি। যদি এইরূপ অনুমান প্রয়োগ কর—বিবাদের বিষয় যে ভোগ্যসমষ্টিরূপ জগৎ, তাহা সত্য (প্রতিজ্ঞা) ; যেহেতু তাহা ভোগ্য (হেতু),—তবে বলি, এইরূপ অনুমানে দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে না। সেইহেতু এই অনুমান অসিদ্ধ : ইহাই অভিপ্রায়। ১৭৭

(শঙ্কা) ভাল, মিথ্যাপদার্থদ্বারা ভোগ সিদ্ধ হয়, এ বিষয়েও কোন দৃষ্টান্ত নাই। এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

অনুনো জায়তে ভোগঃ কল্লিতৈঃ স্বপ্নবস্ত্তভিঃ।

জাগ্রদস্ত্তভিরপ্যেবমসতৈর্যোগ ইষ্যতাম্ ॥ ১৭৮

অর্থ—কল্লিতৈঃ স্বপ্নবস্ত্তভিঃ অনুনঃ ভোগঃ জায়তে ; এবম্ অসতৈঃ জাগ্রদস্ত্তভিঃ অপি ভোগঃ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্বপ্নাবস্থায় কল্লিত বস্ত্তদ্বারা সম্পূর্ণ ভোগ সম্পাদিত হয়, সেইরূপ জাগ্রৎকালীন অসত্যবস্ত্তর দ্বারাও ভোগ সিদ্ধ হয়, ইহাই সিদ্ধান্ত কর। ১৭৮

আর ১৭৭ শ্লোকের পূর্বাভাসে যে দ্বিতীয় পক্ষের কথা উল্লিখিত হইয়াছে, অর্থাৎ বিচার

প্রারম্ভকর্মের বিরোধী তাহাও অসিদ্ধ। এই কথাই ১৭৯ শ্লোক হইতে ১৮৪ পর্যন্ত শ্লোকে প্রতিপাদিত হইতেছে—

যদি বিদ্যাপহু বীত জগৎ প্রারম্ভঘাতিনী।

১৩ বিজ্ঞান প্রারম্ভের  
সহিত অবিরোধ।

তদা স্মান তু মায়াত্ববোধেন তদপহবঃ ॥ ১৭৯

অর্থ—বিদ্যা যদি জগৎ অপহু বীত তদা প্রারম্ভঘাতিনী স্মান। মায়াত্ববোধেন তু তদপহবঃ ন।

অনুবাদ ও টীকা—বিদ্যা অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান যদি জগতের অর্থাৎ ভোগ্যজাতের তিরোভাব ঘটাইতে পারিত, তবে তাহাকে প্রারম্ভের বিনাশিকা বলিয়া মানা যাইতে পারিত। (বস্তুতঃ বিদ্যা তাহা করে না), বিদ্যা ভোগ্যবস্তুর মায়িক হু মাত্র বুঝায়, জগতের তিরোভাব ঘটায় না। ১৭৯

এই কথাই সর্বিস্তর বর্ণন করিতেছেন :-

অনপহু ত্য লোকাস্তদ্বিল্লজালমিদং ত্বিত।

জানন্ত্যেবানপহু ত্য ভোগং মায়াত্বধীসুখা ॥ ১৮০

অর্থ লোকাঃ তং অনপহু ত্য “ইদম্ তু ইল্লজালম্” ইতি জানান্ত এৱ। তথা ভোগম্ অনপহু ত্য মায়াত্বধীঃ।

অনুবাদ—যেমন সেই ইল্লজালের তিরোভাব না ঘটাইয়া, লোকের “ইহা ইল্লজালমাত্র” এইরূপ জ্ঞান সম্ভব হয়, সেই প্রকার জাগতিক ভোগ্যবস্তুর বিনাশ না করিয়া তাহাদের মায়িকত্বও অবগত হওয়া সম্ভব হয়।

টীকা—“লোকাঃ তং (ইল্লজালম্) অনপহু ত্য”—সকল লোকে সেই ইল্লজালের স্বরূপের অপহু বা দূরীকরণ (তিরোভাব) না করিয়া, “ইদম্ তু ইল্লজালম্ ইতি জানন্তি এৱ”—ইহা ইল্লজালই এইরূপ ধারণা করিতে সমর্থ হয়, “তথা ভোগম্ অনপহু ত্য”—সেইরূপ ভোগ্যপদার্থসমূহের বিনাশ না করিয়া লোকের “মিথ্যাভূত্বাঃ” জগতের মিথ্যাভূত্বজ্ঞান হইতে পারে। ১৮০

(শঙ্ক) ভাল, [যত্র তু অস্ত সৰ্বম্ আত্মা এৱ অভূৎ, তং কেন কন্ পশ্যেৎ, কেন কন্ জিহ্বেৎ, কেন কন্ অভিবদেৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫]—যে অদ্বৈত এই তত্ত্বজ্ঞেয় সমস্ত জগৎ আত্মাই হইয়া যায়, তখন কোন্ করণদ্বারা কোন্ বিষয় দেখিবে? কোন্ করণদ্বারা কি আত্মাণ করিবে কোন্ করণদ্বারা কাহাকে বলিবে?—ইত্যাদি শ্রুতি, তত্ত্বজ্ঞানাবস্থায় দ্রষ্টা দর্শন ও শূন্যরূপ ত্রিপুটির অভাব বুঝাইতেছে। এইহেতু বিদ্যা উৎপন্ন হইলে জগতের বিলয় করিবেই। যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে তত্ত্বজ্ঞের প্রারম্ভভোগ কি প্রকারে ঘটিতে পারে? এই প্রকারে শ্রুতিবচন আশ্রয় করিয়া বাদী ছই শ্লোকে, সিদ্ধান্ত লইয়া আশঙ্কা উঠাইতেছেন:—

যত্র ত্বস্ত জগৎ স্বাত্মা পশ্যেৎ কস্তত্র কেন কন্?

কিং জিহ্বেৎ কিং বদেদেতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্ ॥ ১৮১

অম্বয়—যত্র তু জগৎ অস্ত স্বাত্মা, তত্র কঃ কেন কন্ পশ্চেৎ, কিন্ জিঘ্ৰেৎ কিন্  
বা বদেৎ ইতি শ্রুতৌ তু বহু ঘোষিতম্।

অমুবাদ—যে অবস্থায় এই জ্ঞানীর জগৎ আপন আত্মাই হইয়া যায়—  
সকল বস্তুর স্বীয় আত্মার সহিত অবিশেষ জ্ঞান হয়, তখন কে আর কি দিয়া  
কাহাকে দেখিবে? কে আর কিসের আশ্রাণ লইবে? কে আর কাহাকে কি বলিবে?  
(সে অবস্থায় দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে আত্মবিভার উদয় হওয়া সম্ভব নহে)।  
এই কথা শ্রুতিতে বহুবার ঘোষিত হইয়াছে। (যথা বৃহদা উ, ২।৪।১৪,  
ঈশাবাস্ত উ, ৭ ইত্যাদি।)

টীকা—“যত্র তু জগৎ”—যে বিজ্ঞাবস্থায় সম্পূর্ণ জগৎ, “অস্ত স্বাত্মা” (এব অভূৎ)—  
এই জ্ঞানীর নিজ আত্মাই অর্থাৎ আত্মা হইতে নির্বিশেষ হইয়া যায়, [ ইদম্ সর্বম্ যৎ অগ্নম  
আত্মা—বৃহদা উ, ২।৪।৩, ৪।৫।৭ ]—এই যে, সকল বস্তু এই সকলই সেই আত্মা, এইরূপ  
জ্ঞানদ্বারা স্বরূপই হইয়া যায়, “তত্র”—সেই অবস্থায়, “কঃ কেন কন্ পশ্চেৎ”—কোন্ দ্রষ্টা কেন্  
চক্ষুরূপ সাধনদ্বারা কোন্ দৃশ্য বা রূপসমূহ দেখিবে? “কিন্ জিঘ্ৰেৎ”—এইরূপ, বাগেন্দ্রিয়রূপ  
সাধনদ্বারা কি (পুষ্পাদি) শুঁকিবে? “কিন্ বদেৎ”—কোন্ বাগেন্দ্রিয়দ্বারা কোন্ বাক্য বলিবে?  
এই প্রকার অজ্ঞাত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারের অভাব হুচনা করিবার জন্য, মূল্লোকে ‘বা’ শব্দের  
প্রয়োগ; “ইতি শ্রুতৌ বহু ঘোষিতম্”—এই প্রকারে শ্রুতি তত্ত্বজিজ্ঞাসাবস্থায় অনেকবার জগতের  
বিলয়ের কথা বলিয়াছেন। ১৮১

(সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন) তাহাতে হইল কি? অর্থাৎ শ্রুত্যুক্ত ত্রিপুটীর অর্থাৎ  
উল্লেখদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদন্তরে বলিতেছেন :-

তেন দ্বৈতমপহৃত্য বিদ্রোদেতি ন চান্যথা।

তথা চ বিদ্রুষো ভোগঃ কথং স্মাদিতি চেচ্ছৃণু ॥ ১৮২

অম্বয়—তেন দ্বৈতম্ অপহৃত্য বিজ্ঞা উদেতি, চ অন্তথা ন; তথা চ বিদ্রুষঃ ভোগঃ  
কথং স্মাৎ ইতি চেৎ, শৃণু।

অমুবাদ—সেইহেতু দ্বৈতের বিলোপসাধন করিয়াই বিভার উদয় হয়;  
দ্বৈতবিনাশব্যতিরেকে বিভার উদয় কখনই সম্ভব নহে। তাহা হইলে (অদ্বৈত-)  
তত্ত্বজ্ঞানীর বিষয়ভোগ কি প্রকারে সম্ভব হয়? যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে  
শ্রবণ কর।

টীকা—“স্বাপ্যয়সম্পত্তোঃ অন্ততরাপেক্ষম্, আবিষ্কৃতম্ হি”—(ব্রহ্মহৃত ৪।৪।১৩)—  
‘স্বাপ্যয়’ শব্দের অর্থ সৃষ্টি,—(ছান্দোগ্য, উ, ৬।৮।১ দ্রষ্টব্য), ‘সম্পত্তি’ শব্দের অর্থ ‘কৈবল্য’  
(বৃহদা উ, ৪।৪।৩ দ্রষ্টব্য)—বাদীর উল্লিখিত উক্ত শ্রুতিবচনসমূহ যে ‘বিশেষ বিজ্ঞান থাকে না’  
বলিয়াছেন, তাহা ঐ দুই অবস্থার এক অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—কখন সৃষ্টব্যবস্থাকে

লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন যে বিশেষবিজ্ঞান বা ভেদজ্ঞান থাকে না ; কখন বা কৈবল্যানবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন ‘তখন আর কে কি দিয়া কাহাকে দেখিবে?’ ইত্যাদি। যদি বল এইরূপ অভিপ্রায় কি প্রকারে জানিলেন? বলিতেছি। সেই সেই স্থলেব সেই সেই অধিকারবলে অর্থাৎ সেই সেই প্রকরণের সামর্থ্যে সেই সেই বাক্যের অন্ততরাপেক্ষতা, “আবিস্কৃতম্”—জানা গিয়াছে ; (১) [ এতেভাঃ ভূতেভাঃ সমুখায় তানি এব অম্ববিনশ্চতি, ন প্রেত্য সংজ্ঞা অস্তি—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩ ]—এই প্রজ্ঞানধন আত্মা সেই সকল ( তত্র পূর্বকথিত ) ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উদ্ভিত হয়—জীবভাবে আবিস্কৃত হয়, তাহার পব সেই ভূতবর্গেব নাশের সঙ্গ সঙ্গষ্ট বিলীন হয় ; মৃত্যুর পর আব তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষবোধ থাকে না। (২) [ যত্র তু চতু সর্বম্ আত্মা এব অভূৎ—বৃহদা উ, ৪।৫।১৫ ]—কিন্তু যখন সমস্তই ইহাব আত্মস্বরূপ হইয়া যায় (তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে আশ্রয় করিবে?) ; (৩) [ যত্র সৃষ্টো ন কঞ্চ ন কামম কামদতে, ন কঞ্চন স্বপ্নম্ পশ্যতি—মাণ্ডুকা উ, ৫ ]—বাহাতে—‘যে কালে বা স্থানে’ কোনও অভিলষিত বস্তু প্রার্থনা করে না, কোনও স্বপ্ন—জাগরিতবাসনাজন্ম শুভাশুভ পদার্থ—দর্শন করে না, ইত্যাদি। এই সকল শ্রুতি হইতেই জানা গিয়াছে যে বিশেষজ্ঞান না থাকাব কথা সূক্ষ্ম ও মোক্ষ এই দুই অবস্থার অন্ততর অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে। | যেমন (১)-ব্যক্যে মূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া এবং (৩)-ব্যাক্যে সূক্ষ্মতিকে লক্ষ্য করিয়া ]। অতএব বুঝিতে হইবে, শাস্ত্রে যে প্রাপ্তৈশ্বর্য্য মুক্তপুরুষের বহুশরীরপ্রদেশাদিকপ ঐশ্বর্য্য বর্ণিত হইয়াছে, তাহা “কেন কন্ম পশ্যেৎ” ইত্যাদি বচনের বিরোধী নহে। বর্ণিতপ্রকারের ঐশ্বর্য্যই সগুণব্রহ্মবিজ্ঞাব বিপাকস্থান অর্থাৎ ফলীভূত কার্য্য এবং তাহা স্বর্গাদি অবস্থাব জ্ঞান অবস্থাবিশেষ। সূতবাং ঐ উক্তি নির্দোষ। এই ব্যাসকৃত ব্রহ্মসূত্রে উদাহৃত ( বৃহদা উ, ৪।৫।১৫ ) শ্রুতিবচন—‘কিন্তু যখন সমস্ত ইহাব আত্মস্বরূপ হইয়া যায়’ ইত্যাদি, সূক্ষ্ম ও মোক্ষ এই দুইটির মধ্যে একবিষয়ক বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে ; সেইহেতু বিজ্ঞানদ্বারা জগতেব ( ভোগ্যজ্ঞাতের ) বিলয় হয় না ; এই প্রকারে সিকর্ত্তা উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“তাহা হইলে শ্রবণ কর।” ১৮২

## সূক্ষ্মপ্তিবিষয়া মূর্ত্তিবিষয়া বা শ্রুতিস্তুতি ।

### উভয় স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোরিতি সূত্রে হ্যতিস্কুটম্ ॥১৮৩

অর্থ—শ্রুতিঃ তু সূক্ষ্মপ্তিবিষয়া বা মূর্ত্তিবিষয়া ইতি “স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ” ইতি সূত্রে অতিস্কুটম্ হি উক্তম্।

অনুবাদ—এই যে ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি, ইহা সূক্ষ্মপ্তিবিষয়ক কিম্বা মূর্ত্তিবিষয়ক, ইহা উক্ত “স্বাপ্যয়সম্পত্ত্যোঃ” ( ‘সূক্ষ্মপ্তি’ কিম্বা ‘সম্পত্তি’—এই দুইটির মধ্যে একটির সম্বন্ধে ইত্যাদি মর্শের ) ব্রহ্মসূত্রে ( ৪।৪।১৬ )—অতি স্পষ্টভাবে কথিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে ‘স্বাপ্যয়’শব্দের অর্থ সূক্ষ্মপ্তি এবং ‘সম্পত্তি’ শব্দের অর্থ মূর্ত্তি। ১৮৩

এই ১৮১ শ্লোকোক্ত শ্রুতি সূক্ষ্মপ্তিবিষয়ক কিম্বা মূর্ত্তিবিষয়ক, ইহা অঙ্গীকার না করিলে বাধক ( অনিষ্টসম্পাদক তর্ক ) এই :—

অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেৱাচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ ।

দ্বৈতদৃষ্টাববিদ্বন্তা দ্বৈতাদৃষ্টৌ ন বাগ্ বদেৎ ॥ ১৮৪

অর্থ—অন্যথা যাজ্ঞবল্ক্যাদেঃ আচার্য্যত্বং ন সম্ভবেৎ, দ্বৈতদৃষ্টৌ অবিদ্বন্তা, দ্বৈতাদৃষ্টৌ বাগ্ ন বদেৎ ।

অনুবাদ—যদি তাহা অস্বীকার কর, তাহা হইলে প্রসিদ্ধ তত্ত্বজ্ঞানী যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতির আচার্য্যত্ব অসম্ভব হয়, কেননা, তোমার ( অর্থাৎ বাদীর ) মতে দ্বৈত-দৃষ্টি থাকিলে জ্ঞানী হয় না, আর দ্বৈতদৃষ্টি না থাকিলে বাকাপ্রয়োগ সম্ভব হয় না ।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যাদিব আচার্য্যত্ব কেন অসম্ভব হয়, তদ্বিষয়ে যুক্তি দিতেছেন—“কেননা, তোমার মতে” ইত্যাদি । যাজ্ঞবল্ক্যাদি যদি দ্বৈত দেখিতেন, তাহা হইলে অদ্বৈতজ্ঞানেব অভাবে আচার্য্য হন নাই ; আর দ্বৈত যদি না দেখিতেন, তাহা হইলে বুঝাইবাব যোগ্য শিক্ষাদি দেখিতে না পাওয়ায় ‘আচার্য্যবান্’ শিষ্যের প্রতি বুঝাইবার জন্ত প্রবৃত্তি হইত না । তাহা হইলে বিদ্যাসম্প্রদায়ের নাশের সম্ভাবনা হইত, ইহাই অভিপ্রায় । ১৮৪

৬। অপরোক্ষ বিচার স্বরূপনিরূপণ ।

( শঙ্ক ) ভাল, যাজ্ঞবল্ক্যাদিব আচার্য্যাবস্থায় বিद्यমান বে জ্ঞান, তাহাকে বিজ্ঞা বা জ্ঞান বলিয়া মানা গেল, তথাপি সেই জ্ঞানকে অপরোক্ষবিজ্ঞা বলা যায় না, কেননা, সেই অদ্বৈতের দ্বৈতের প্রতীতি বিद्यমান ; আব নির্বিকল্প-সমাধিতে দ্বৈতের দর্শন হয় না বলিয়া সেই নির্বিকল্প-সমাধিই অপরোক্ষবিজ্ঞা—বাদী এইরূপে শঙ্ক উঠাইতেছেন :—

(ক) নির্বিকল্পসমাধি

দ্বৈতাদর্শনহেতু অপবোক্ষ  
বিজ্ঞা হইলে স্মৃপ্তিও

অপবোক্ষা বিজ্ঞা  
প্রতিপ্রসক্তি ।

নির্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ ।

সেবাপরোক্ষবিজ্ঞোতি চেৎ স্মৃপ্তিস্তুত্থা ন কিম্? ॥ ১৮৫

অর্থ—নির্বিকল্পসমাধৌ তু দ্বৈতাদর্শনহেতুতঃ সা এব অপরোক্ষবিজ্ঞা ইতি চেৎ, তথা স্মৃপ্তিঃ কিম্ ন ?

অনুবাদ—নির্বিকল্পসমাধিতে দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ, তাহাই অপরোক্ষ-বিজ্ঞা যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে সেইরূপ দ্বৈতের অপ্রতীতিবশতঃ স্মৃপ্তি কেন অপরোক্ষবিজ্ঞা হইবে না ?

টীকা—দ্বৈতের অপ্রতীতিকেও সেই অপরোক্ষবিজ্ঞা বলা যাইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ ( অতিব্যাপ্তিদোষ ) আসিয়া পড়ে । এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্ক্যাব পরিহার করিতেছেন—“তাহা হইলে” ইত্যাদি । ‘স্মৃপ্তি কেন অপরোক্ষবিজ্ঞা হইবে না?’ ( উত্তর )—হইবেই । তাহা হইলে সেই স্থলে বিজ্ঞালক্ষণে অতিব্যাপ্তিদোষ হইবে । ১৮৫

বাদী স্মৃপ্তিতে উক্ত অতিব্যাপ্তির পরিহারের যচনা করিতেছেন :—

(৭) উক্ত অতিব্যাপ্তির  
পরিহারের উপায়সূচন  
ব্যাখ্যা।

আত্মতত্ত্বং ন জানাতি সুপ্তৌ যদি তদা ত্বয়া।

আত্মধীরেব বিদ্যেতি বাচ্যং ন দ্বৈতবিস্মৃতিঃ ॥ ১৮৬

অর্থ—যদি সুপ্তৌ আত্মতত্ত্বং ন জানাতি, তদা ‘আত্মধীঃ’ এব বিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতিঃ  
ন’ ইতি ত্বয়া বাচ্যম্।

অনুবাদ—যদি বল, ‘সুশুপ্তিতে লোকের আত্মজ্ঞান থাকে না, এইহেতু  
সুশুপ্তিকে (অপরোক্ষাতত্ত্ব-) বিদ্যা বলিয়া মানা যাইবে না’, তাহা হইলে  
তোমার বলা উচিত ‘আত্মজ্ঞানই অপরোক্ষাতত্ত্ববিদ্যা, দ্বৈতবিস্মৃতি নহে’।

টীকা—সুশুপ্তিতে দ্বৈতদর্শনের অভাব হইলেও, ‘আত্মবিসয়ক জ্ঞানের  
(অপরোক্ষাতত্ত্ব-) বিদ্যা নহে—ইহাই পরিহার্যোপায়সূচনার তাৎপৰ্য্য। তাহা হইলে বিবেক-  
জ্ঞানই সেই বিদ্যা, দ্বৈতদর্শনাভাব নহে, এইরূপই দাঁড়াইল। সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“তাহা  
হইলে তোমাব” ইত্যাদি। ১৮৬

(শব্দ) ভাল, দ্বৈতের অদর্শন ও আত্মজ্ঞান সম্মিলিত হইলে উভয়ই অপরোক্ষাতত্ত্ব-  
বিজ্ঞাপিত হয়, এক একটির পৃথগ্ভাবে নহে—বাঙ্গী এইরূপে শব্দ উঠাইতেছেন :—

(৭) দ্বৈতের অদর্শন ও  
আত্মজ্ঞান, দুইটি মিলনে  
অপরোক্ষাতত্ত্ববিদ্যা, এইরূপ  
মিলনে উক্ত অতিব্যাপ্তি-  
প্রসঙ্গ।

উভয়ং মিলিতং বিদ্যা যদি তর্হি ঘটাদয়ঃ।

অর্দ্ধবিদ্যাতাজিনঃ স্যাৎ সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ ॥ ১৮৭

অর্থ—যদি উভয়ং মিলিতং বিদ্যা (অর্থাৎ) তর্হি ঘটাদয়ঃ অর্দ্ধবিদ্যাতাজিনঃ স্যাৎ  
সকলদ্বৈতবিস্মৃতেঃ।

গন্তবাদ—যদি অদ্বৈতজ্ঞান ও দ্বৈতবিস্মরণ, মিলিত এই উভয়কে অপরোক্ষাতত্ত্ব-  
বিদ্যা বলিয়া মান, তবে ঘটাদি জড়পদার্থ সকলকে সেই বিদ্যার অর্দ্ধভাগী  
বলিতে হয়, যেহেতু তাহাদের অদ্বৈতজ্ঞান না থাকিলেও সকল দ্বৈতের  
বিস্মৃতি বিদ্যমান।

টীকা—দ্বৈতের বিস্মৃতিকে যদি বিদ্যার অংশ বলিয়া স্বীকার করা, তাহা হইলে জড়কেও  
অর্দ্ধ অপরোক্ষাতত্ত্ব বলিতে হয়—সিদ্ধান্তী এইরূপে অতিব্যাপ্তি দেখাইয়া উক্ত শব্দের পরিহার  
করিতেছেন। এবিষয়ে যুক্তি দেখাইতেছেন—“যেহেতু তাহাদের (ঘটাদিজড়ের) অদ্বৈত-  
জ্ঞান” ইত্যাদি। ১৮৭

উক্ত শ্লোকে বর্ণিত পক্ষে সমাধিমান পুরুষদিগকে অর্দ্ধতত্ত্বজ্ঞানী বলিয়াও মানা চলিবে  
না—এই বলিয়া উপহাস করিতেছেন :—

(৭) সমাধিমান পুরুষের  
অপরোক্ষাতত্ত্বজ্ঞানোপেক্ষা  
ঘটাদি তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তর  
বলিয়া উপহাস।

মশকধনিমুখ্যানাং বিক্ষেপাণাং বহুত্বতঃ।

তব বিদ্যা তথা ন স্মাদ ঘটাদীনাম্ যথা দৃঢ়া ॥ ১৮৮



অম্বয়—মশকধ্বনিমুখ্যানাম্ বিক্ষেপাণাম্ বহুতঃ ঘটাদীনাম্ যথা বিজ্ঞা দৃঢ়া, তথা তব ন জ্ঞাৎ ।

অনুবাদ—তাহা হইলে ঘটাদির অপরোক্ষাভিবিদ্যা যেমন দৃঢ় হইবে, তোমার সেই বিদ্যা সেইরূপ দৃঢ় হইবে না, কেননা, তোমার সমাধির অভ্যাস-কালে মশকধ্বনি প্রভৃতি বহু বিশ্বের সম্ভাবনা ; তাহাদের সেইরূপ বিশ্বের সম্ভাবনা নাই ।

টীকা—ঘটাদির দ্বৈতবিশ্ববর্ণ যেমন দৃঢ়, তোমার সমাধিতে দ্বৈতবিশ্ববর্ণের সেইরূপ দৃঢ়তার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, তোমার সমাধিকালে মশকধ্বনি প্রভৃতি অনেক বিক্ষেপ বিজ্ঞমান—ইহাই তাৎপর্য্য । ১৮৮

( শঙ্কা ) ভাল, ‘আত্মজ্ঞানেরই সেই বিজ্ঞারূপতা, দ্বৈতবিশ্ববর্ণের নহে’—বাদী এইরূপে নিজ নির্বাক ছাড়িয়া সিদ্ধান্তীয় অনুকূলে বলিতেছেন :—

( ও ) কেবল আত্মজ্ঞানকে

বিজ্ঞা বলিয়া মানিলে, বাদী

সিদ্ধান্তে প্রবেশঃ তু. আশা-

কাদাতঃ দোষযুক্ত চিন্তেরই

নিবোধ আবশ্যক ।

আত্মধীরেব বিজ্ঞোতি যদি তর্হি সুখী ভব ।

দৃষ্টচিন্তং নিরুদ্ধ্যাক্ষোন্নিকৃদ্ধি ত্বং যথাসুখম্ ॥ ১৮৯

অম্বয়—আত্মধীঃ এব বিজ্ঞা ইতি যদি ( ত্বয়া উচ্যতে ) তর্হি সুখী ভব । ‘দৃষ্টচিন্তং নিরুদ্ধ্যাক্ষো’ চেৎ ত্বং যথাসুখম্ নিরুদ্ধি, ( তং ইষ্টম্ ) ।

অনুবাদ ও টীকা—‘আত্মজ্ঞানকেই আমি তত্ত্ববিদ্যা বলিয়া মানি বটে, কিন্তু তাহা বিক্ষেপাদিহুষ্টিমনে অসম্ভব বলিয়া চিন্তবৃত্তিনিরোধের আবশ্যকতা আছে’—বাদীর এই অঙ্গীকার শুনিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তবে সুখী হও । ( তুমি আমারই সিদ্ধান্তে প্রবিষ্ট হইলে । ) আর তোমার ‘দৃষ্টচিন্তকে নিরোধ করা আবশ্যক’ এই কথার উত্তরে বলি তুমি যথাসুখে চিন্ত নিরোধ কর, ( তাহা আমাদেরও ইষ্ট ) । ১৮৯

( চ ) দৃষ্টচিন্তের নিরোধ

ইষ্টাপত্তি ; “কিমিচ্ছন”

শ্রুতির অভিপ্রেতার্থ ।

তদিষ্টমেষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ ।

ইচ্ছন্যাজ্ঞবন্নেচ্ছেৎ কিমিচ্ছন্নিতি হি শ্রুতম্ ॥ ১৯০

অম্বয়—তং ইষ্টম্ ( অস্মাকম্ অপি ) এষ্টব্যমায়াময়ত্বস্য সমীক্ষণাৎ । ইচ্ছন্য অপি ( অয়ম্ ) অজ্ঞবৎ ন ইচ্ছেৎ হি—( অতঃ ) কিম্ ইচ্ছন্য ইতি শ্রুতম্ ।

অনুবাদ—তাহা আমাদেরও ইষ্ট, যেহেতু চিন্তনিরোধে, ইচ্ছাযোগ্য জগতের ভোগ্য-প্রপঞ্চের মায়াময়ত্ব সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করা যায় । অতএব “কিমিচ্ছন” শ্রুতির তাৎপর্য্য—ইচ্ছা হইলেও জ্ঞানী, অজ্ঞানীর গ্রাস ইচ্ছা করেন না ।

টীকা—“তং ইষ্টম্”—তাহা বাঞ্ছিত—‘আমাদিগেরও’, এইরূপে শব্দবয় যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে । চিন্তের নিরোধ কেন আপনা ইষ্ট ? এইরূপ-প্রশ্নের উত্তর

বলিতেছেন—কেননা, তাহা করিতে পারিলে ইচ্ছাবোগ্য ভোগ্যজগতের মায়াময়ত্বের সম্যক উপলব্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তনিবোধদ্বারা চিত্তদোষের নিরাস্তি হইলে যেহেতু অদ্বিতীয়াত্মজ্ঞানের জন্ম বাঞ্ছিত যে জগতের মিথ্যাত্ব, তাহা সম্যক অন্তর্ভব কবা যায়, সেইহেতু সেই চিত্ত-নিবোধ আমাদেরও বাঞ্ছিত। এই প্রকারে ১৩৬ হইতে ১৯০ পর্যন্ত শ্লোকে “কোন্ ভোগেব ইচ্ছা করিয়া” এই শ্রুতিবচনাংশের দ্বারা অভিপ্রেতার্থোপপাদনের উপসংহার করিতেছেন—“ইচ্ছা হইলেও” ইত্যাদি। “ইচ্ছন্ অপি” - চিত্তদোষের (যষ্ঠাধ্যায়ের) ২৬২ শ্লোকে যে বর্ণিত ইচ্ছা বর্ণিত হইয়াছে সেই বর্ণিতোচ্ছাষিত হইয়া, “অজ্ঞবৎ ন ইচ্ছৎ”—অজ্ঞানীব তায় ইচ্ছা করেন না অর্থাৎ ২৬১ শ্লোকে বর্ণিতরূপে অবিবেকবশতঃ অহংকার ও চিদান্যাকে এক করিয়া ইচ্ছা করেন না। “অতঃ”—এইহেতু অর্থাৎ এই অপের নির্যয় করিবার জন্য শ্রুতি কহিতেছেন—“কোন ভোগের ইচ্ছা করিয়া।” সুতরাং “অম্বয়ে” প্রদর্শিত প্রকারে তৃতীয়চতুর্থচরণের শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে। ১৯০

এই শ্রুত্যাংশের অভিপ্রায় এইরূপে বর্ণন করিবার কাৰণ বলিতেছেন :—

(৩) জ্ঞানীব অদৃঢ়াসক্তির  
প্রসঙ্গোপলব্ধি প্রথম  
প্রাকোক্ত শ্রুত্যাংশে  
প্রতিবর্ণনের কাৰণ।

রাগো লিঙ্গমবোধস্ত সন্ত রাগাদয়ো বুধে ।

ইতি শাস্ত্রদ্বয়ং সার্থমেবং সত্যবিবোধতঃ ॥ ১৯১

অম্বয়—রাগঃ অবোধস্ত লিঙ্গমঃ বুধে রাগাদয়ঃ সন্ত ইতি এবম সাত শাস্ত্রদ্বয়ম্  
সত্যবিবোধতঃ সার্থম্ ।

অনুবাদ—“দৃঢ় আসক্তি-দেহ অজ্ঞানীবই চিহ্ন” ; এবং “জ্ঞানীতে বাগদেহ থাকুক না কেন”—ইত্যাদি অর্থের শাস্ত্রবচনদ্বয়, এইরূপ হইলে পরস্পর অবিরুদ্ধ হইয়া সার্থক হয়।

টীকা—“রাগো লিঙ্গমবোধস্ত চিত্তব্যায়ামভূমিষু। কুতঃ শাশ্বততা তস্তা যন্তায়ঃ কোটরে  
বোঃ ॥” ( সুরেশ্বরচাধ্যাকৃত “নৈকশাস্ত্রসিদ্ধিঃ”—৪।৩৭ )। ইহার জ্ঞানোত্তম-বিবচিত চন্দ্রিকানামী  
সিদ্ধান্ত অনুবাদ—যেহেতু সিদ্ধির ও সাধকের রাগদেহনিবন্ধন প্রবৃত্তিনিবৃত্তি হয় না, সেই  
হেতু প্রবৃত্তি প্রবৃত্তি দেখিয়া তত্তদ্বারা অনুমিত রাগ বা আসক্তি অবশ্য অজ্ঞানেরই চিহ্ন—  
ইত্যাদি বলিয়া এই শ্লোকের উপসংহার করিতেছেন—“চিত্তব্যায়ামভূমিষু”—চিত্তেব স্বাভাবিক  
প্রবৃত্তিব আলম্বনরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে, “রাগঃ অবোধস্ত লিঙ্গম্”—যে আসক্তি, তাহা  
অজ্ঞানেরই চিহ্ন ; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—“যন্ত বোঃ কোটরে অগ্নিঃ স্রাৎ”—যে বৃক্ষের দেহহিত  
কোটরে ( কুক্ষিতে ) অগ্নি, “তস্তা শাশ্বততা কুতঃ”—তাহার হবিবর্ণের ভাব কি প্রকারে থাকিবে ?  
অর্থাৎ যেমন যেস্থলে অগ্নি, সেস্থলে শাশ্বততা ( হবিবর্ণভাব ) থাকে না, সেইরূপ যেস্থলে  
আসক্তি, সেইস্থলে জ্ঞান নাই। ( পীতাম্বরকৃত টিপ্পনী )—যেমন ধূম, অগ্নি আছে কিনা  
জানিবার লিঙ্গ ( চিহ্ন ), সেইরূপ শব্দাদিবিষয়সমূহে যে রাগ ( আসক্তি ) তাহাই অজ্ঞান বুঝিবার  
চিহ্ন—এস্থলে অনুমান এইরূপ—এই লোক অজ্ঞানী—( প্রতিজ্ঞা ) ; যেহেতু সে আসক্তিমান—  
( হেতু ) ; অথ অজ্ঞানীর স্বায়—( উদাহরণ )। ইহা আসক্তির জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞানের জ্ঞানের সাধক

অমুমান। যেমন বৃক্ষ কোনও কারণবশতঃ উদরে অগ্নি ধারণ করিতে থাকিলে, আদ্ররূপে (বা হরিদ্ররূপে) দৃষ্ট হয় না, সেইরূপ অজ্ঞানরূপ নিমিত্তবশতঃ অমুকুলতাবুদ্ধির সাধক (ভেদজ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন) আসক্তিরূপ আভাস্তরাগ্নিবিশিষ্ট পুরুষ, প্রবৃত্তির আধিক্যবশতঃ শাস্তি পায় না, কিন্তু বিক্ষেপ-রূপ স্থূলভঙ্গসহ জলিতেই থাকে। ইহাই তত্ত্বজ্ঞানীতে রাগাভাবের প্রতিপাদক শাস্ত্রবচন। আর “শাস্ত্রার্থস্ত সমাপ্তত্বাশ্রুতিঃ স্মৃতিভাবত্যা মিতেঃ। রাগাদয়ঃ সন্তু কামং ন তন্তাবোহপরাধাতি”—(সুরেশ্বরচাৰ্য্যকৃত “বৃহদারণ্যকবাস্তিক” ১।৪।১৫৩২)। আনন্দগিরিকৃত টীকার অনুবাদ—“তত্ত্ব-মস্তা”দি বাক্য ইহাতে উৎপন্ন যে বুদ্ধি তাহাই মতি শব্দের অর্থ। তাহা ইহাতেই মুক্তি হয়, কেননা, [ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি—মুণ্ডক উ. ৩।২।৯ ]—যিনি ব্রহ্ম অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান। এই শ্রুতিবচন ইহাতে বুঝা যায় যে একাজ্ঞানদ্বারাই মুক্তি হয়। “তাবতা”—তাহাতেই উপনিষৎফলের অবসান। এই শাস্ত্রপ্রমাণ ইহাতে সিদ্ধ হয় যে জ্ঞান ইহাতেই মুক্তি ইহাই অর্থ। জ্ঞানীরও আসক্তি প্রভৃতি দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, সেইহেতু তাঁহার জ্ঞান হয় নাই, এইরূপ আশঙ্কা ইহাতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“জ্ঞানীতে আসক্তি দেখা গেলেও সেই আসক্তি জ্ঞানের বিরোধী নহে ; তাহার বীজ জ্ঞানদ্বারা দধ্ব ইহা যাওয়ায় তাহা আভাসমাত্র। তাহা ইহা উক্ত বাস্তবিকশ্লোকের অর্থ এই—ব্রহ্মাত্মৈক্য-জ্ঞানদ্বারাই উপনিষৎফলের সমাপ্তি হওয়ায়, সেই তত্ত্বমস্তাদিবাক্যজনিত একাজ্ঞানদ্বারা মুক্তি ইহা থাকে। জ্ঞানীতে আসক্তি-দেয় ইত্যাদি যদি থাকে, থাকুক না কেন, তাহা থাকিলে অপরাধ হয় না। এই শাস্ত্রবচনই জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে, স্বীকার করিতেছে। তাহা ইহা জ্ঞানীর দৃঢ় আসক্তি থাকে না বলিয়া, “শাস্ত্রং যম্ সার্থম্ ভবতি”—এই দুই শাস্ত্রবচনই সার্থক ( ঠিক ), কেননা, দুইএর মধ্যে বিরোধ নাই অর্থাৎ জ্ঞানীর রাগাভাব প্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ দৃঢ়রাগাভাব প্রতিপাদন এবং ‘জ্ঞানীতে আসক্তি থাকিতে পারে’ এই তত্ত্বপ্রতিপাদক শাস্ত্রের অর্থ অদৃঢ় রাগের বা রাগাভাবের প্রতিপাদন। [ সমাহিত জ্ঞানীর লক্ষণ—“বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে, যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ”—রাগাদি চিত্তবিকারের হেতু থাকিতেও, যাহাদের রাগাদিরূপ বিকার ( আদৌ ) হয় না, তাঁহারা জ্ঞানী। ] ‘অদৃঢ় বাগরূপ চিত্তবিকারের লক্ষণ এই যে, স্থূল অন্তঃকরণরূপ উপাদানের সহিত সঘন্থ থাকিতে, অমুকুল পদার্থরূপ নিমিত্তের সহিত সঘন্থ ইহা। বিচ্ছেদবিহীন রাগের অভাবের নাম ‘অদৃঢ় রাগ’। এই লক্ষণটি যে নিদোষ তাহার পরীক্ষা এইরূপ—অন্তঃকরণের সঘন্থ অজ্ঞানীরও আছে, কিন্তু তাহাতে রাগের অভাব নাই। স্রুষ্টিতে সকলেরই রাগের অভাব, কিন্তু তখন ( স্থূল ) অন্তঃকরণ-সঘন্থ থাকে না। ( সংস্কাররূপে ) হৃদয় অন্তঃকরণের সঘন্থ এবং রাগাভাব, স্রুষ্টিতেও থাকে, কিন্তু তখন স্থূলাবস্থাশিষ্ট অন্তঃকরণের সঘন্থ থাকে না। স্থূল অন্তঃকরণের সঘন্থ থাকিলেও অজ্ঞানীর কোনও সময়ে অর্থাৎ উজোগকালে রাগাভাব হয়। কিন্তু সেস্থলে অমুকুল পদার্থের স্রুতি বা সন্নিধি নাই। স্থূল অন্তঃকরণ ও অমুকুল বস্তুর সঘন্থ থাকিতেও কদাচিৎ অর্থাৎ অবিচারদশায় রাগ জ্ঞানীরও হইয়া থাকে কিন্তু তাহা বিচ্ছেদবিহীন নহে। স্থূলান্তঃকরণ এবং অমুকুল পদার্থের সঘন্থ থাকিলেও কোন কোন সময়ে উপাসকাদিবিপুলচিত্ত অজ্ঞানীতেও রাগের অভাব দেখা যায়।

কিন্তু সেই রাগের অভাব কেবল বাহ্যতঃ অর্থাৎ স্থূল রাগের মাত্র অভাব, সূক্ষ্ম রাগের নহে। একথা গীতায় (২।৫২) উক্ত হইয়াছে “রসবর্জং রসোহপ্যগ্ন পরং দৃষ্টা নিবৃত্ততে”—পুরুষের এই সূক্ষ্মরাগও ব্রহ্ম সাংক্ষাৎকারদ্বারা নিবৃত্ত হয়। এইহেতু ‘অদৃঢ় বাগ জ্ঞানীব লক্ষণ’, এইরূপ বাহ্য কথিত হইয়াছে তাহা নির্দোষ। এই প্রকারে অদৃঢ় দেহাদিও বুঝিয়া লইতে হইবে। এখানে অদৃঢ় রাগাদি শব্দে ‘দৃঢ়’ রাগাদির অভাব বুঝিতে হইবে, কেননা, অদৃঢ় বাগ থাকুক অথবা বাগ আদৌ না-ই থাকুক, জ্ঞানী দৃঢ় রাগের অভাববিশিষ্ট। জ্ঞানীর এই লক্ষণ সকল ভূমিকার জ্ঞানীতেই প্রযোজ্য। ১২১

“কস্য কামায়” (কেন্ ভোক্তার ভোগের জন্য) এই বাক্যাংশের অভিপ্রায়—  
ভোক্তার অভাবে ভোগেচ্ছাজনিত সম্ভাব্যতা

১। ভোক্তার অভাব প্রতিপাদনপূর্বক কূটস্থ আত্মার অসঙ্গতাপ্রতিপাদন।

প্রথম শ্লোকোক্ত শ্রুতিবচনের “কিমিচ্ছন্” এই অংশের অভিপ্রায় বর্ণন কাব্যা এক্ষণে “কস্য কামায়” এই অংশের অভিপ্রায় বলিতেছেন :—

(ক) আত্মার অসঙ্গতা-  
হেতু ভোক্তার অভাব-  
প্রতিপাদন।

জগন্মিথ্যাভাবং স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ।

কস্য কামায়েতি বচো ভোক্তৃভাববিবক্ষয়া ॥ ১২২

অর্থ—জগন্মিথ্যাভাবং স্বাত্মাসঙ্গত্বস্য সমীক্ষণাৎ ভোক্তৃভাববিবক্ষয়া “কস্য কামায়” ইতি বচঃ।

অনুবাদ—জ্ঞানীর জগন্মিথ্যাভাবভবের দৃঢ়তার ন্যায় আত্মার অসঙ্গতানুভবও দৃঢ় হয়, দেখা যায় বলিয়া ভোক্তার অভাব (অর্থাৎ ভোক্তা নাই) বলিবার অভিপ্রায়ে শ্রুতি উক্ত বাক্যে বলিয়াছেন—“কস্য কামায়”—কাহার ভোগের জন্য।

টীকা—যেমন জগতের মিথ্যাত্বের অনুভবদ্বারা বাস্তব ভোগোপ অভাব বুঝাইবার জন্য—প্রথম শ্লোকে বলিলেন—“কিমিচ্ছন্”—(কিসের ইচ্ছা করিয়া), এরূপ আত্মার অসঙ্গতানুভব বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্য বলিলেন—“কস্য কামায়” (কাহার ভোগের জন্য)। ১২২

তাল, আত্মার ভোক্তৃত্ব থাকিলেই সেই ভোক্তৃত্বের নিষেধ হইতে পারে, ইহা মানিতে হইবে। কিন্তু আত্মা অসঙ্গ বলিয়া আত্মার সেই ভোক্তৃত্ব নাই, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বটে, কিন্তু আত্মায় আরোপিত ভোক্তৃত্ব নিজ নিজ অনুভবদ্বারা সিদ্ধ হয় বলিয়া, ‘আত্মার ভোক্তৃত্ব নাই’—এরূপ বলা চলে না। এই অভিপ্রায়ে আত্মার লোকাভাববিসন্ধি ভোক্তৃত্বের অন্তর্বাদিকা (উল্লেখদ্বারা সমর্থনকারিণী—) শ্রুতির অর্থতঃ সংক্ষেপে উল্লেখ করিতেছেন :—

(খ) আত্মার ভোক্তৃত্ব  
মাস্তিসন্ধি, তৎপ্রতি-  
পাদিকা শ্রুতি।

পতিজায়াদিকং সর্বং তত্তত্ত্রোগায় নেচ্ছতি।

কিন্তুত্বভোগার্থমিতি শ্রুতাবুদ্বেষাধিতং বহু ॥ ১২৩

অম্বয় - পতিজ্ঞানাদিকম্ সৰ্বম্ তত্ত্বোপায় ন ইচ্ছতি, কিন্তু আত্মভোগার্থম্ ইতি শ্রুতৌ'দহ উদ্দেশ্যিতম্ ।

অনুবাদ—পতিজ্ঞান প্রভৃতিকে কোন নর বা নারী, সেই পতিজ্ঞান প্রভৃতিরই ভোগের ( সুখের ) জন্ত কামনা করে না, কিন্তু আপনারই ভোগের জন্ত কামনা করিয়া থাকে । এই কথা শ্রুতি বিস্তর ঘোষণা করিয়াছেন ।

টীকা—[ ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনঃকৃত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি ; ন বা অরে জ্ঞানায় ইত্যাদি—বৃহদা উ, ২৪।৫, ৪।৫।৬ ] যাজ্ঞবল্ক্য কহিলেন—‘অরে মৈত্রেয়ি, পতির প্রীতির ( সুখের ) জন্ত পতি কখনই ভাষ্যার প্রিয় হয় না পরন্তু ভাষ্যার আত্মপ্রীতির জন্তই পতি প্রিয় হয় ; সেইরূপ পত্নীর প্রীতির ( সুখের ) জন্ত পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয় হয় না, পবন স্বামীর আত্মপ্রীতির জন্তই পত্নী প্রিয় হয়—( এইরূপে ধন, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, স্বর্গাদি, দেবগণ, প্রাণিগণ ও অস্ত্র কাহাকে বা কিছু লইয়া, ঐক্লপই উক্ত দুইস্থলে বর্ণিত হইয়াছে )—এই এই শ্রুতিবাক্যসমূহদ্বারা “পতিজ্ঞানাদিকম্”—পতি স্বীপ্রভৃতি প্রপঞ্চ আত্মাবই ভোগসাধন বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । এইহেতু আত্মার ভোক্তৃত্ব সম্ভব ; ইহাই তাৎপৰ্য্য । ১২৩

এইরূপে আত্মার ভোক্তৃত্ব পদর্শন করিয়া, সেই ভোক্তৃত্বের অপবাদ ( নিষেধ ) করিবাব জন্ত ভোক্তৃ স্বরূপ লইয়া বিকল্প করিতেছেন :—

(গ) আত্মার ভোক্তৃত্বের

অপবাদজন্য কূটস্থ বা

চিদাভাস এইরূপ

বিকল্পকরণ ।

(ঘ) কূটস্থ ভোক্তা নন ।

কিং কূটস্থশ্চিদাভাসোহথবা কিং বোভয়াত্মকঃ ।

ভোক্তাত্তত্র ন কূটস্থোহসঙ্গত্বাভোক্তাতং ব্রজেৎ ॥১২৪

অম্বয়—কিম্ কূটস্থঃ অথবা চিদাভাসঃ কিম বা উভয়াত্মকঃ ভোক্তা ? তত্র কূটস্থঃ অসঙ্গতঃ ভোক্তৃত্বম্ ন ব্রজেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—কূটস্থচৈতন্যই কি ভোক্তা ? অথবা আভাসচৈতন্য ( চিদাভাস ) ভোক্তা ? অথবা উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা ? তন্মধ্যে প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যাইবে যে, কূটস্থচৈতন্য ভোক্তা হইতে পারেন না, কেননা, তিনি অসঙ্গ । ১২৪

ভাল, কূটস্থে অসঙ্গতা থাকুক ভোক্তৃত্বও থাকুক ; তাহাতে দোষ কি ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারো ভোগ উচ্যতে ।

কূটস্থশ্চ বিকারো চেত্যেতন্ন ব্যাহতং কথম্ ? ॥১২৫

অম্বয়—সুখদুঃখাভিমানাখ্যো বিকারঃ ভোগঃ উচ্যতে । কূটস্থঃ চ বিকারী চ ইতি এতৎ কথম্ ন ব্যাহতম্ ?

অনুবাদ—সুখদুঃখের অভিমানরূপ যে বিকার, তাহার নাম ভোগ । যাহাকে

কূটস্থ বলা হইল তাহাকেই আবার বিকারী বলা হইলে, এইরূপ বচন কি ব্যাঘাত-দোষযুক্ত হয় না? অবশ্যই ব্যাঘাতদোষযুক্ত।

টীকা—‘আমি স্থখী’, ‘আমি দুঃখী’—এইরূপ স্থখ ও দুঃখের অভিমানরূপ বিকাবের নাম ভোগ। তাহা অসঙ্গকূটস্থে সম্ভব নহে, কেননা, নির্বিকাররূপতা ও বিকাবরূপতা এই উভয়েব একই আধারে সমাবেশ হইতে পারে না। “নর্ভে স্তাদ্বিক্রিয়াং দুঃখী সাক্ষিতা কা বিকাবিনঃ। দ্বীতিক্রিয়া-সহযোগাৎ সাক্ষ্যতোহহমবিক্রিয়াঃ” ॥ (নৈসর্গ্যসিদ্ধিঃ ২।৭৭) —জ্ঞানোত্তমকৃত টীকাব অনুবাদ—যে দুঃখী হয় সে কখনই সাক্ষী হইতে পারে না, কেন পারে না? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পাবে বলিয়া, স্বরেশ্বরচাৰ্য্য তাহার হেতু বলিতেছেন—“বিক্রিয়াম্ স্বাভে ন দুঃখী স্তাৎ”—বিকাব দিনা কেহ দুঃখী হইতে পারে না—অর্থাৎ দুঃখিত্ত্ব যে বিকাববিশেষ ইহা সকলেই জানে। যে বিকারী, তাহাকে সাক্ষী বলিয়া সিদ্ধ কবা যায় না—(দর্শনেন বা অন্তরভাবের পরস্পরেই ‘সেই ত্রুটি’ বা অন্তরভাবী রূপান্তরপ্রাপ্ত হয়)। আত্মা সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী। সেইহেতু আত্মায় সমস্ত পরিণাম নিরস্ত।—এই শাস্ত্রবচনদ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে অসঙ্গকূটস্থেব স্তম্ভভাবের অভিমান-নামক বিকাররূপ ভোগ সম্ভবে না। ‘এইহেতু’ কেবল কূটস্থ ভোক্তা হইতে পাবে না। ১২৫

(শঙ্কা) - ভাল, বিকারী চিদাভাসেরই ভোক্তৃত্ব বলা হউক;—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া বলিতেছেন :—

বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাদাভাসো বিকৃতাবপি।  
নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন হি তিষ্ঠতি ॥ ১১৬

(১) চিদাভাসও ভোক্তা  
নহে।

অর্থ—আভাসঃ বিকারিবুদ্ধ্যধীনত্বাৎ বিকৃতো অপি, নিরধিষ্ঠানবিভ্রান্তিঃ কেবলা ন তিষ্ঠতি ই।  
অনুবাদ—চিদাভাস (যাহা বিকারিবুদ্ধিতে প্রতিবিশ্বমাত্র) বিকারিবুদ্ধির অধীন বলিয়া বিকারী; এই কারণে চিদাভাসে বিকার সম্ভব হইলেও, যেহেতু অধিষ্ঠানশূন্য (আভাসরূপ) ভ্রান্তি কেবল (নিজস্বরূপে) থাকিতে পাবে না, এইহেতু চিদাভাস ভোক্তা নহে।

টীকা—চিদাভাস বিকারিবুদ্ধিরূপ উপাধিব অধীন বলিয়া তাহাতে বিকাব সম্ভব হইলেও সেই আরোপিত চিদাভাসের আরোপিতস্বরূপতাহেতু, অধিষ্ঠানরূপ কূটস্থকে ছাড়িয়া, স্বতন্ত্রভাবে তাহাও অবস্থান অসম্ভব। এইহেতু কেবল চিদাভাসেরও ভোক্তৃত্ব সম্ভব নহে। ইহাই তাৎপৰ্য্য। (বুদ্ধি স্বয়ং আরোপিত বলিয়া সেই অধিষ্ঠান হইতে পারে না)। ১২৬

এইহেতু কেবল কূটস্থ বা কেবল চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অসম্ভব বলিয়া, উভয়ে মিলিয়া ভোক্তা—এই তৃতীয় পক্ষই অবশিষ্ট থাকে, ইহাই বলিতেছেন :—

(১) মিলিত চিদাভাস ও  
কূটস্থেব ভোক্তৃত্ব স্বীকৃত।  
(২) তদ্ব্যপ্যে কূটস্থের শ্রুতি-  
অনাগমিক অসঙ্গতাহেতু  
বাস্তব অভোক্তৃত্ব।

উভয়াত্মক এবাতো লোকে ভোক্তা নিগত্বতে।  
তাদৃগাত্মানমারভ্য কূটস্থঃ শেষিতঃ শ্রুতৌ ॥ ১১৭

অম্বয়—অতঃ লোকে ভোক্তা উভয়াক্ষকঃ এব ইতি নিগন্ততে । তাদগাআনম আরভা  
শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেখিতঃ ।

অনুবাদ—এইহেতু সংসারে ( অর্থাৎ ব্যবহারদশায় ) মিলিত উভয়কেই  
ভোক্তা বলা হয় । ( বস্তুতঃ উভয় নাই, একই আছে বলিয়া ) শ্রুতিতে উভয়রূপ  
আত্মার কথা তুলিয়া, একমাত্র কূটস্থ আত্মার সত্তাই সিদ্ধান্তশেষরূপে গৃহীত  
হইয়াছে ।

টীকা—যেহেতু কূটস্থ ও চিদাভাস এই দুইটির মধ্যে এক একটির পৃথগভাবে ভোক্তৃ  
সম্ভব নহে, সেইহেতু উভয়রূপ অর্থাৎ কূটস্থরূপ অধিষ্ঠানসহিত চিদাভাসই “লোকে” অর্থাৎ  
ব্যবহারদশায় ভোক্তা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । আর পারমাণ্বিক দৃষ্টিতে সেই ভোক্তার  
উভয়রূপতা সিদ্ধ হয় না ; ইহাই অভিপ্রায় ।

( শঙ্কা ) ভাল, [ অসঙ্গোহয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৫ ]—এই পুরুষ হইতেছেন  
অসঙ্গ বা নির্লেপ, ইত্যাদিরূপ বাক্য হইতে আত্মার অসঙ্গতার কথাই শুনা যায়—আবার [ শ্বেতাহম্  
বিজ্ঞানময়প্রাপ্ণেযু—বৃহদা উ, ৪।৪।২২ ]—‘যে এই বিজ্ঞানময় প্রাপ্ণসমূহমধ্যে’ ইত্যাদি বাক্যে  
আত্মা বুদ্ধির সাক্ষী বলিয়া শুনা যাউতেছে’, এইহেতু ভোক্তার উভয়রূপতাই পারমাণ্বিক । ( তাহা  
কেবল লোকব্যবহারসিদ্ধ নহে । )—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেই  
পারমাণ্বিক ভোক্তৃহে শ্রুতির তাৎপৰ্য্য নহে । এইহেতু ভোক্তার স্বরূপ পারমাণ্বিক, এইরূপ বলা  
চলে না—“শ্রুতিতে উভয়রূপ আত্মার কথা তুলিয়া” ইত্যাদি । সেইরূপ বুদ্ধ্যুপাধিবিশিষ্ট  
ভোক্তৃরূপ আত্মার কথা, “আরভা”—অনুবাদ করিয়া, “শ্রুতৌ কূটস্থঃ শেখিতঃ”—বৃহদারণ্যকপ্রকৃতি  
শ্রুতিতে “কূটস্থ” অর্থাৎ বুদ্ধাদিকল্পনার অধিষ্ঠানরূপ যে চিদাভাস, তাহার সত্তাই বুদ্ধাদি অনাত্মার  
নিরসনপূর্ব্বক ( বিচারের ) পরিশেষরূপে গৃহীত হইয়াছে । ( চিত্রদীপ ২৪৫ শ্লোকে তাহার  
লক্ষণ উক্ত হইয়াছে ) । ইহাই তাৎপৰ্য্য । ১২৭

তন্মধ্যে বৃহদারণ্যক উপনিষদের অর্থ প্রথমে সংক্ষেপে প্রদর্শিত হইতেছে :—

আত্মা কতম ইত্যুক্তে যাজ্ঞবল্ক্যো বিবোধয়ন্ ।

বিজ্ঞানময়মারভ্যাসঙ্গং তং পর্যাশেষয়ৎ ॥ ১৯৮

অম্বয়—“কতমঃ আত্মা” ইতি উক্তে যাজ্ঞবল্ক্যঃ তম্ বিবোধয়ন্ বিজ্ঞানময়ম্ আরভা অসঙ্গম্  
পর্যাশেষয়ৎ ।

অনুবাদ—রাজা জনক যাজ্ঞবল্ক্যের নিকটে ‘কোন বস্তুটি আত্মা ?’—এইরূপ  
প্রশ্ন করিলে যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য বিজ্ঞানময় হইতে  
আরম্ভ করিয়া পরিশেষে অসঙ্গচৈতন্যেই পর্য্যবসান করিয়াছিলেন ।

টীকা—রাজা জনক ‘কোন বস্তুটি আত্মা’—যাজ্ঞবল্ক্যকে এইরূপে আত্মবিষয়ক প্রশ্ন করিলে,  
যাজ্ঞবল্ক্য তাঁহাকে বিশেষরূপে বুঝাইবার জন্য—“যে এই বিজ্ঞানময়” ইত্যাদি বাক্যদ্বারা “বিজ্ঞানময়ম্

উপক্রমা—বিজ্ঞানময় পুরুষের কথা আরম্ভ করিয়া “এই পুরুষ অসঙ্গ” এইরূপে পরিশেষে অসঙ্গ কূটস্থ পুরুষেই বিচারের পর্য্যবসান করিলেন—ইহাট অর্থ। ১৯৮

এই প্রকারে বৃহদারব্যাক উপনিষদের অসঙ্গত্ববিষয়ে পর্য্যবসানপরিপাটী প্রদর্শন করিয়া, ব্রহ্মব্যাদি অস্ত্র শ্রুতির সেই পরিপাটী দেখাইতেছেন :—

কোহয়মাত্মেত্যেবমাদৌ সর্বত্রাত্মবিচারতঃ ।

উভয়াত্মকমারভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে শ্রুতৌ ॥ ১৯৯

অর্থ—কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি এবম্ আদৌ সর্বত্র শ্রুতৌ আত্মবিচারতঃ উভয়াত্মকম্ আভ্য কূটস্থঃ শেষ্যতে ।

অনুবাদ—এই আত্মা কিরূপ বস্তু ইত্যাদিরূপ বাক্যদ্বারা সকল শ্রুতিতেই আত্মার বিচারে উভয়রূপ আত্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পরিশেষে ‘আত্মা কূটস্থ’ এইরূপ সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে ।

টীকা—[ কঃ অয়ম্ আত্মা ইতি বয়ম্ উপাস্মাহে—ঐতরেয় উ, ৩।১।১ ]—আত্মোপাসন-তৎপব মুমুক্ ব্রাহ্মণগণ বিচারপূর্ব্বক পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—আমরা যে আত্মা উপাসনা করিতেছি, তাহার স্বরূপ কি ? এবং ( শ্রুতিকথিত দুইটি আত্মার মধ্যে ) সেই আত্মাটি কে ?—ইত্যাদি বাক্যে আত্মার বিচার আরম্ভ করিয়া অন্তঃকরণরূপ উপাদিবিশিষ্ট আত্মা হইতে, ‘প্রজ্ঞানমাত্ররূপ কূটস্থই আত্মা’, ঐতরেয় শ্রুতি পরিশেষে এইরূপ সিদ্ধান্তই করিয়াছেন । এইরূপ অস্ত্র শ্রুতিতেও দেখিয়া লইতে হইবে । এইরূপে যুক্তি ও শ্রুতির পর্য্যালোচনা করিলে, কূটস্থ ও চিদাভাস এই উভয়রূপ ভোক্তার মিথ্যাত্ব এবং পারমাণ্বিক অসঙ্গ কূটস্থের অভোক্ত্ব সিদ্ধ হয় । ১৯৯

( শঙ্কা ) পূর্ব্বোক্ত ( ১৯৭-১৯৯ ) তিন শ্লোকে প্রদর্শিত রীতাসুসারে যদি ভোক্তা মিথ্যা বলিয়া সিদ্ধ হইল, তাহা হইলে জীবের তাহাতে সত্যত্ববুদ্ধি কি প্রকারে জন্মে ?—এইরূপ প্রশ্ন করা বলিতেছেন :—

চিদাভাসকে কূটস্থ

হইতে পৃথক্ না করিয়া,

ভোক্তৃত্বকে বাস্তব মনে

করিয়া ভোগপারিত্যাগে

অনিচ্ছা ।

কূটস্থসত্যতাং স্বশ্লিষ্মধ্যস্তাত্মাবিবেকতঃ ।

তাত্ত্বিকীং ভোক্তৃতাং মত্বা ন কদাচিজ্জিহাসতি ॥ ২০০

অর্থ—আত্মা অবিবেকতঃ কূটস্থসত্যতাম্ স্বশ্লিষ্ম অধ্যস্ত ভোক্তৃত্বম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা কদাচিৎ ন জিহাসতি ।

অনুবাদ—আত্মা ( চিদাভাসরূপ জীবাত্মা ) অবিবেকবশতঃ আপনাতে কূটস্থের সত্যতা আরোপ করিয়া, ভোক্তৃত্বকে বাস্তব বলিয়া মানিয়া কোনও কালে ত্যাগের ইচ্ছা করে না ।



টীকা—“আত্মা”—লোকপ্রসিদ্ধ ভোক্তা, “অবিবেকতঃ”—আপনি ও কূটস্থ এতদ্বয়ের পার্থক্যের জ্ঞানের অভাববশতঃ, “কূটস্থসত্যতাম্”—কূটস্থে স্থিত সত্যতা, “স্বশ্লিষ্ণু অধ্যস্ত”—আপনাতে আরোপ করিয়া, তদ্বারা আপনাতে স্থিত, “ভোক্তৃত্বতাম্ তাত্ত্বিকীম্ মত্বা”—ভোক্তৃত্বকে সত্য বলিয়া মনে করিয়া ভোগকে, “কদাচিৎ ন জিহাসতি”—কখনও পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করে না। ২০০

২। ভোগাজাতে শ্রীতি পরিত্যাগ করিয়া ভোক্তাতেই শ্রীতি কর্তব্য।

(শঙ্ক) ভাল, ভোক্তা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে [ আত্মনঃ তু কামায় সৰ্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি ]—‘আত্মার কামের ( শ্রীতির ) নিমিত্তই সকল বস্তু প্রিয় হইয়া থাকে’—এইরূপে পতিজায়াদি ভোগ্যসামগ্রী আত্মারই শেষ বা উপকারক, ইহা কি প্রকারে শ্রুতি প্রতিপাদন করেন?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—শ্রুতি ভোগ্যসমূহকে কূটস্থ আত্মার উপকারক বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন :—

(ক) শ্রুতান্ত্র এবং লোক-  
প্রসিদ্ধ ভোক্তার নিজে  
গ্রন্থই ভোগ্যকামনা,  
ইহার অনুবাদেব সূচনা।

ভোক্তা স্বশ্লিষ্ণু ভোগ্য পতিজায়াদিমিচ্ছতি।  
এষ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যগনুদিতঃ ॥ ২০১

অর্থ—ভোক্তা স্বশ্রুত এবং ভোগ্য পতিজায়াদিম্ ইচ্ছতি, এষঃ লৌকিকবৃত্তান্তঃ শ্রুত্যা সম্যক্ অনুদিতঃ।

অনুবাদ—ভোক্তা নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদি ভোগ্যজাতের ইচ্ছা করিয়া থাকেন—এই লৌকিক বৃত্তান্তই শ্রুতিকর্তৃক সম্যক্ প্রকারে বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—সংসারে যিনি “ভোক্তা” তিনি ‘স্বশ্রুত এবং ভোগ্য’—নিজেরই ভোগের জন্য পতিজায়াদিক্রমে ভোগের সাধন ইচ্ছা করিয়া থাকেন—শ্রুতি, এই প্রকারের লোকপ্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত সম্যক্ প্রকারে অনুবাদ করিয়াছেন—অতঃ কোনও অলৌকিক বৃত্তান্ত প্রতিপাদন করেন নাই, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ২০১

(শঙ্ক) ভাল, উক্তরূপ অনুবাদ কি উদ্দেশ্যে করিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ভোক্তাতেই শ্রীতি করিবার প্রেরণারূপ বিধান করিবার জন্য শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন :—

ভোগ্যানাং ভোক্তৃশেষত্বান্মা ভোগ্যেবানুরজ্যতাম্।  
(খ) উক্তরূপ অনুবাদের  
প্রয়োজন।  
ভোক্তর্যোব প্রধানেনহতোহনুরাগে তং বিধিৎসতি ॥ ২০২

অর্থ—ভোগ্যানাম্ ভোক্তৃশেষত্বাৎ ভোগ্যে মা অনুরজ্যতাম্; প্রধানেন ভোক্তরি এষ ( অনুরজ্যতাম্ ) ; অতঃ অনুরাগে ( শ্রুতিঃ ) তম্ ( ভোক্তারম্ ) বিধিৎসতি।

অনুবাদ—ভোগ্যজাত ভোক্তার শেষ অর্থাৎ সাধন বলিয়া, সেই ভোগ্য-সমূহে অনুরাগ করিতে নাই কিন্তু মুখ্যভোক্তরূপ বিষয়েই অনুরাগ করা উচিত। এইহেতু শ্রুতি ভোক্তার জ্ঞান সেই ভোক্তাতেই অর্থাৎ নিজ আত্মায় অনুরাগ করিবার জ্ঞান বিধান করিতে ইচ্ছা করিতেছেন।

টীকা—পতি জ্ঞান প্রভৃতি রূপ ভোগ্যজাত নিজ নিজ ভোক্তার ভোগের উপকরণ বলিয়া অমুখ্যরূপ ; সেইহেতু সেই ভোগ্যসমূহে প্রীতি করা উচিত নহে, কিন্তু প্রধানরূপ ভোক্তাতেই অনুবাগ করা উচিত। এই প্রকার বিধান করিবার জ্ঞান শ্রুতি উক্তরূপ অনুবাদ করিয়াছেন। ২০২

ভোগ্যবিষয়ে অনুরাগ পরিত্যাগপূর্বক আত্মাতেই অনুরাগ করা সম্যক্ কর্তব্য—এই বিষয়ের দৃষ্টান্তরূপে ঈশ্বরে প্রেমপ্রাথনাপূর্বক ( প্রহ্লাদোক্তি ) বিষ্ণুপূরণপ্রচন ( ১১০০১২ ) উদাহরণরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(গ) আত্মাতেই প্রেম  
কর্তব্য -- দৃষ্টান্তরূপ  
বিষ্ণুপূরণপ্রচন।

যা প্রীতিরবিবেকিনাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।

ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্মাপসপতু ॥ ২০৩

অর্থ—অবিবেকিনাম্ বিষয়েষু অনপায়িনী বা প্রীতিঃ ( হে ) মাপ ( ‘মা’র লক্ষ্মীর পতি ) সা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ মে হৃদয়াং সপতু ( কিম্বা ত্বাম্ অনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়াং মা অপসপতু। )

অনুবাদ—বিচারবিহীন ব্যক্তিগণের ভোগ্যবিষয়ে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, তে লক্ষ্মীপতে বিষ্ণো ! তোমাকে স্মরণ করিতে করিতে আমার হৃদয় হইতে, সেই অনুরাগ বিদূরিত হউক ; ( অথবা তোমার স্মরণে সেইরূপ দৃঢ় অনুরাগ আমার হৃদয় হইতে যেন বিদূরিত না হয় )।

টীকা—“অবিবেকিনাম্” - আত্মজ্ঞানশূন্য ব্যক্তিদিগের, “বিষয়েষু অনপায়িনী বা প্রীতিঃ” ভোগ্যোপকরণে যে দৃঢ় অনুরাগ হয়, ( হে ) “মাপ”--হে লক্ষ্মীপতে, “সা”—সেই প্রীতি, “ত্বাম্ অনুস্মরতঃ”—তোমার চিন্তায় নিরন্তর রত, “মে হৃদয়াং”—আমার মন হইতে, “সপতু”—সরিয়া যাউক অর্থাৎ আমার মন ভোগ্যবিষয়ে আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া তোমাতেই সদা অবস্থান করুক। ( অথবা—অবিবেকিগণের ভোগ্যবিষয়ে প্রীতি যে প্রকার দৃঢ় হয়, “সা”—সেইরূপ ভোগ্যবিষয়ে বিজ্ঞানী দৃঢ় প্রীতি, “ত্বাম্ অনুস্মরতঃ”—তোমাকে স্মরণ করিবার কালে “মে হৃদয়াং মা অপসপতু”—আমার মন হইতে যেন না যায় অর্থাৎ সর্বদাই সেইরূপ দৃঢ় হইয়া অবস্থান করে। ( বোধসারে ১৫২ পৃ প্রথম ৪ পংক্তি দ্রষ্টব্য ) [ পঞ্চদশীপ্রসঙ্গে প্রথম ব্যাখ্যা, বিষ্ণুপূরণপ্রসঙ্গে দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, গ্রাহ্য। ] ২০৩

তাল, পুরাণের যেন এইরূপ নির্দেশ হইল ; ইহার দ্বারা শ্রুতির কি উপকার হইল ? জ্ঞানের বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত পৌরাণিক  
নিদেশ মতে ভোগ্যে  
বৈরাগ্য করিয়া ভোক্তার  
ভোগ্যগত প্রীতির  
উপসংহারোপদেশ।

ইতি ন্যায়েন সৰ্বস্বাত্তোগ্যজাতাদ্বিরুক্তধীঃ ।

উপসংহৃত্য তাং প্রীতিং ভোক্তর্যোব বুভুংসতে ॥২০৪

অর্থ—ইতি ন্যায়েন সৰ্বস্বাত্তোগ্যজাতং বিরুক্তধীঃ তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব  
( পাঠান্তরে—এনম্ ) উপসংহৃত্য বুভুংসতে ।

অমুবাদ—এই পুরাণোক্ত নীতির অনুসরণ করিয়া পতিজ্ঞানাদিরূপ সকল  
প্রকার ভোগ্যের প্রতি বৈরাগ্যবুদ্ধি করিয়া সাধক সেই ভোগ্যবিষয়িণী  
প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই উপসংহৃত ( সংগৃহীত ) করিয়া আত্মাকে জানিতে  
ইচ্ছা করেন ।

টীকা—“ইতি ন্যায়েন”—বিষ্ণুপুরাণে বর্ণিত প্রহ্লাদপ্রদর্শিত এই নীতির অনুসরণ  
করিয়া, “সৰ্বস্বাত্তোগ্যজাতং”—পতিজ্ঞানাদিরূপ সকল প্রকার ভোগ্যপকরণ ইহতে,  
“বিরুক্তধীঃ”—বিরক্ত হইয়াছে ধী—বুদ্ধি বাহার, সেইরূপ সাধক, “তাম্ প্রীতিম্ ভোক্তরি এব  
উপসংহৃত্য”—সেই ভোগ্যবিষয়িণী প্রীতিকে ভোক্তা আত্মাতেই একায়নগত করিয়া, “বুভুংসতে”—  
এই আত্মাকে জানিবার ইচ্ছা করে । ২০৪

৩। মুমুক্শুর, আত্মায় অবহিতচিত্ত থাকিয়া, ভোক্তার বাস্তব স্বরূপেব  
অমুসন্ধান কর্তব্য ।

এই প্রকারে আত্মাতে প্রীতিকে একায়ন করিলে যে ফললাভ হয় দৃষ্টান্তেব সহিত  
তাহাই বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) আত্মায় প্রীতির  
সংগ্রহ অর্থাৎ একায়ন-  
করণের দৃষ্টান্ত ও তাহার  
ফল ।

অক্চন্দনবধুবস্ত্রসুবর্ণাদিষু পামরঃ ।

অপ্রমত্তো যথা তদন্ন প্রমাণ্যতি ভোক্তরি ॥ ২০৫

অর্থ—পামরঃ অক্চন্দনবধুবস্ত্রসুবর্ণাদিষু যথা অপ্রমত্তঃ তদ্বৎ ভোক্তরি ন প্রমাণ্যতি ।

অমুবাদ—ভোগলম্পট অমুমুক্শু যে প্রকার মালা চন্দন স্ত্রী বস্ত্র ও সুবর্ণাদি  
বিষয়ে প্রমাদরহিত বা সর্বদা অবহিত হইয়া থাকে, মুমুক্শুও সেই প্রকার ভোক্তার  
স্বরূপে ( অর্থাৎ আত্মায় অবহিতচিত্ত হইয়া থাকেন ; ) কখনই প্রমাদ করেন না ।

টীকা—“পামরঃ”—পৃথক্ জন বা ভোগলম্পট মালাদিবিষয়ে যে প্রকার “অপ্রমত্ত” বা  
সাবধান হইয়া থাকে, মুমুক্শুও সেই প্রকার আত্মাবিষয়ে “ন প্রমাণ্যতি”—অনবধান বা  
অমনোযোগ করেন না কিন্তু কেবল আত্মচিন্তারত থাকেন । ২০৫

আত্মায় অসাবধানতারূপ প্রমাদের অভাব বহুদৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(খ) বহুদৃষ্টান্তদ্বারা  
আত্মায় অপ্রমাদে  
স্পষ্টীকরণ।

কাব্যনাটকতর্কাদিমভাস্ততি নিরন্তরম্।

বিজগীষুযথা তদমুমুক্ষুঃ স্বং বিচারয়েৎ ॥ ২০৬

অর্থ—যথা বিজগীষুঃ নিরন্তরম্ কাব্যনাটকতর্কাদিম্ ভাস্ততি, তদম্ মুমুক্ষুঃ স্বম্ বিচারয়েৎ।

অনুবাদ—যেমন কোনও পণ্ডিত বা লৌকিক বিদ্বান্ অপরাপর পণ্ডিতকে পরাজয় করিতে ইচ্ছুক হইয়া নিরন্তর কাব্য, নাটক ও তর্কাদির অভ্যাস করেন, মুমুক্ষুও সেইরূপ আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন।

টীকা—“যথা বিজগীষুঃ”—যেমন প্রতিবাদীকে জয় কবিত্তে ইচ্ছুক কোনও ইহলৌকিক-প্রধান পুরুষ নিরন্তর কাব্যাদির অভ্যাস করে, মুমুক্ষুও সর্বদা এইরূপ আত্মবিচার করিবেন। ২০৬

জপযোগোপাসনাদি কুরুতে শ্রদ্ধয়া যথা।

স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া তদচ্ছদ্দক্কাৎ স্বে মুমুক্ষয়া ॥ ২০৭

অর্থ—যথা স্বর্গাদিবাঞ্ছয়া জপযোগোপাসনাদি শ্রদ্ধয়া কুরুতে, তদম্ মুমুক্ষয়া স্বে (আত্মনি) শ্রদ্ধক্কাৎ।

অনুবাদ—যেমন কেহ স্বর্গাদির বাঞ্ছা করিয়া জপ, যাগ ও উপাসনাদির শ্রদ্ধা-পূর্বক অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, মুমুক্ষুও সেইপ্রকার মোক্ষকামী হইয়া শ্রুতান্ত আত্মস্বরূপে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্পাদন করিবেন।

টীকা—যেমন স্বর্গাদিকামী বৈদিক অনুষ্ঠান তত্তজ্জপাদিসাধনেব শ্রদ্ধাপূর্ণক অনুষ্ঠান করেন, সেইপ্রকার মুমুক্ষুও শ্রুতিপ্রতিপাদিত নিজ আত্মস্বরূপে বিশ্বাস কবিবেন। ২০৭

চিষ্টৈকাগ্রাৎ যথা যোগী মহায়াসেন সাধয়েৎ।

অগ্নিমাদিপ্রেম্ভস্ট্যৈবং বিবিচ্যাৎ স্বং মুমুক্ষয়া ॥ ২০৮

অর্থ—যোগী অগ্নিমাদিপ্রেম্ভস্য মহায়াসেন চিষ্টৈকাগ্রাম্ যথা সাধয়েৎ, এবম্ মুমুক্ষয়া স্বম্ বিবিচ্যাৎ।

অনুবাদ—যেমন যোগী অগ্নিমাদি সিদ্ধির কামনা করিয়া বিপুল আয়াসে চিষ্টের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইরূপ সাধক মোক্ষকামনায় আত্মস্বরূপের বিচার করিবেন।

টীকা—“যোগী”—যোগাত্ম্যাসে রত অগ্নিমাদিসিদ্ধিরূপ ঐশ্বর্যের লাভ কামনা করিয়া, “মহায়াসেন”—বিপুল শ্রম স্বীকার করিয়া, আসন-প্রাণায়ামাদির অষ্টাঙ্গযোগের অভ্যাসদ্বারা চিষ্টের একাগ্রতা সম্পাদন করেন, সেইপ্রকার এই মুমুক্ষুও “বিবিচ্যাৎ”—সর্বদা আত্মার বিচার করিবেন—দেহাদি হইতে পৃথক্ বলিয়া ধারণা করিবেন। ২০৮

ভাল, সেই সেই প্রকারে অভ্যাসী পুরুষগণ সেই সেই অভ্যাসদ্বারা কিরূপ ফল লাভ করিয়া থাকেন ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসাহায্যে  
উক্তরূপ অভ্যাসের  
ফল প্রদর্শন ।

কৌশলানি বিবদ্ধন্তে তেষামভ্যাসপাটবাৎ ।

যথা তদ্বদ্বিবেকোহস্থাপ্যভ্যাসাদ্বিশদায়তে ॥ ২০৯

অর্থ—যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবদ্ধন্তে তৎ অস্ত্র অপি অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে ।

অনুবাদ—যেমন বিজিগীষু শাস্ত্রাভ্যাসীর, শ্রদ্ধালু সকাম আত্মষ্ঠানিকের এবং বিভূতিকামী যোগীর নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের পটুতাদ্বারা কৌশল বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুকুর আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা, বিবেক অর্থাৎ দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, নিৰ্মলীকৃত হয় ।

টীকা—“যথা তেষাম্ অভ্যাসপাটবাৎ কৌশলানি বিবদ্ধন্তে”—যেমন সেই কাব্যাদিখ অভ্যাসীর শাস্ত্রার্থবিচারে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সকাম আত্মষ্ঠানিকের জপ-যোগাদি বৈদিকাত্মষ্ঠান-কর্মে কুশলতা বা পুণ্যসঞ্চয় বা বুদ্ধির শুদ্ধতা বৃদ্ধিলাভ করে এবং অশিমাди সিদ্ধিকামী যোগী চিত্তের নিরোধে এবং সিদ্ধিলাভে কুশলতা বৃদ্ধি পায়, সেইরূপ মুমুকুরও আত্মবিচারের অভ্যাস-দ্বারা বিবেক বৃদ্ধি পায় । “অভ্যাসপাটবাৎ”—নিজ নিজ বিষয়ে অভ্যাসের নিপুণতাদ্বারা “কৌশলানি বিবদ্ধন্তে”—বিবিধ কৌশল আবিষ্কৃত হয়—এইরূপে “অস্ত্র অপি”—এই মুমুকুরও, “অভ্যাসাৎ বিবেকঃ বিশদায়তে”—আত্মবিচারের অভ্যাসদ্বারা বিবেক—দেহাদি হইতে আত্মার ভেদজ্ঞান, “বিশদায়তে”—স্পষ্টতর হইতে থাকে । ২০৯

(ঘ) বিবেকের স্পষ্টতার  
ফল ।

বিবিধতা ভোক্তৃত্বং জাগ্রদাদ্বিসমঙ্গতা ।

অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাং সাক্ষিণ্যধ্ববসীয়েতে ॥ ২১০

অর্থ—অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃত্বম্ বিবিধতা জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি অসঙ্গতা অধ্ববসীয়েতে ।

অনুবাদ—অন্বয়ব্যতিরেকদ্বারা, ভোক্তার নিজস্বরূপ-বিচারে প্রবৃত্ত সাধক, জাগ্রদাদি অবস্থাভ্রয়ে সাক্ষীর অসঙ্গতা নিশ্চয় করিয়া থাকেন ।

টীকা—“অন্বয়ব্যতিরেকাভ্যাম্ ভোক্তৃত্বম্ বিবিধতা”—অন্বয় ও ব্যতিরেকরূপ যুক্তির দ্বারা ভোক্তৃ তত্ত্বের অর্থাৎ ভোক্তার পারমাণ্বিক স্বরূপের বিচারে রত বা জড়রূপ ভোগ্যসমূহ হইতে ভোক্তাকে পৃথক করিয়া বুঝিতে প্রবৃত্ত, সাধকের দ্বারা “জাগ্রদাদিষু সাক্ষিণি”—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও অশুপ্তিরূপ অবস্থাভ্রয়ের সাক্ষী যে কূটস্থ তাঁহাতে, “অসঙ্গতা অধ্ববসীয়েতে”—নির্ণেপতার নিশ্চয়, সম্পাদিত হয় । ২১০

সেই অঘয়ব্যতিরেকযুক্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) সাক্ষীর অসঙ্গতা-  
দ্বিরয়ে অঘয়ব্যতিরেক-  
যুক্তি।

যত্র যদৃ দৃশ্যতে দ্রষ্টা জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু।

তত্রৈব তন্নেতরত্রেত্যনুভূতির্হি সম্যতা ॥২১১

অঘয়—যত্র জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তিষু যৎ দ্রষ্টা দৃশ্যতে, তৎ তত্র এব ইতরত্র ন ইতি অনুভূতিঃ সম্যতা হি।

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুপ্তি এই তিন অবস্থায়, যাহা দ্রষ্টার দ্বারা অনুভূত হয়, তাহা সেই অবস্থাতেই অবস্থিত, অন্য অবস্থাতে নহে। এইরূপ অনুভব সর্বজনস্বীকৃত।

টীকা—জাগ্রদাদি তিন অবস্থার মধ্যে, “যত্র”—যে স্থানে অর্থাৎ জাগ্রদবস্থায়, অথবা স্বপ্নাবস্থায়, অথবা সুষুপ্তিরূপ অবস্থায়—“যৎ অনুভূয়তে”—স্থূল, স্থৃক্ষ ও অনান্দরূপ এই তিনপ্রকার ভোগ্য “দ্রষ্টা দৃশ্যতে”—সাক্ষীর দ্বারা অনুভূত হয়, “তৎ”—সেই দৃশ্য, “তত্র এব”—সেই অবস্থাতেই থাকে! “ইতরত্র ন”—অন্য অবস্থায় থাকে না, আর দ্রষ্টা বা সাক্ষী—তিন অবস্থাতেই অল্পগত বা তুল্যরূপে বিद्यমান। এই অনুভব সকলেই স্বীকার করে অর্থাৎ ইহা প্রসিদ্ধ। ২১১

ভোক্তার স্বরূপবিচারে কেবল ( অঘয়ব্যতিরেকমূলক ) অনুভবই প্রমাণ নহে, আগম বা শ্রুতিবচনরূপ প্রমাণও বিद्यমান; এই অভিপ্রায়ের দুইটি শ্রুতিবচন অর্থ ধরিয়া পাঠ করিতেছেন—  
যথা—[ স যৎ তত্র কিঞ্চিৎ পশুতি, অনন্যগতঃ তেন ভবতি, অসঙ্গঃ হি অয়ম্ পুরুষঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।১৬ ]—‘পুরুষ স্বপ্নসময়ে যাহা কিছু দর্শন করে, তাহা তাহার অনুসরণ কবে না অর্থাৎ পুরুষ স্বপ্নকৃত পুণ্যপাপে লিপ্ত হয় না, কারণ, এই পুরুষ স্বাভাবতঃ অসঙ্গ বা নিলেপা’। [ সঃ বা এতন্মিন্ সম্প্রসাদে বহা, চরিত্বা দৃষ্টা। এব পুণ্যম্ চ পাপম্ চ পুনঃ প্রতিজ্ঞায়ম্ প্রতিযোক্তাম্ দ্রবতি - বৃহদা উ, ৪।৩।১৫ ]—‘সেই এই স্বয়ংজ্যোতিঃ পুরুষ উক্ত সম্প্রসাদ অবস্থায় ( সুষুপ্তিতে ) প্রিয়জনেব সহিত রমণ ও পরিত্রমণ করিয়া এবং পুণ্য ও পাপের ফল, স্বপ্নদুঃখ উপভোগ করিয়া পুনঃ পুনঃ সন্দর্শনের উদ্দেশ্যে বিলোমক্রম স্ব-স্থানাভিমুখে প্রতিগমন করে’, ইহাই বলিতেছেন :

স যৎ তত্রৈক্ষতে কিঞ্চিৎতেনানন্যগতো ভবেৎ।  
দৃষ্টৈব পুণ্যং পাপং চেত্যেবং শ্রুতিষু ডিঙিমঃ ॥২১২

(৮) সাক্ষীর অসঙ্গতা-  
শ্রুতিপাদক শ্রুতি।

অঘয়—সঃ তত্র যৎ কিঞ্চিৎ ঈক্ষতে, তেন অনন্যগতঃ ভবেৎ, পুণ্যম্ চ পাপম্ চ দৃষ্টা এব; ইতি এবম্ শ্রুতিষু ডিঙিমঃ।

অনুবাদ—সেই স্বপ্নস্থানে সে যাহা কিছু দর্শন করে তাহার সহিত সম্পর্ক বা সম্বন্ধ পরিহার করিয়াই কিরিয়া আসে; আর সম্প্রসাদে “পুণ্য ও পাপ দেখিয়া” ইত্যাদিপ্রকার শ্রুতিকর্তৃক পুনঃ পুনঃ ঘোষিত হইয়াছে।

টীকা—“সঃ”—আত্মা। “তত্র”—সেই অবস্থায়, “বৎ কিঞ্চিৎ”—যাহা কিছু ভোগ্য, “দ্রেক্তে”—সন্দর্শন করে; “তেন”—সেই দৃষ্টদ্বারা, “অনঘাগতঃ ভবেৎ”—অনুসৃত হইয়া থাকে না। কিন্তু নিজেই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয়, ইহাই অভিপ্রায়। “পুণ্যম্ পাপম্ চ”—পুণ্য এবং পাপফল—সুখ এবং পাপ ও পাপের ফল ভোগ, দেখিয়াই এবং গ্রহণ না করিয়াই যায়—অর্থ এইরূপ। ২১১

ভোক্তার বাস্তব স্বরূপের বিচারে প্রবৃত্ত অল্প শ্রুতিবচন ( কৈবল্যোপনিষৎ—২০ বা ১৭ )

উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ছ) ভোক্তার বাস্তবস্বরূপ-  
বিচারে প্রবৃত্ত অল্পশ্রুতি-  
বচন।

জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চং যৎ প্রকাশতে।

তদব্রক্ষাহমিতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ২১৩

অর্থ—যৎ জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্ত্যাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে, তৎ ব্রহ্ম অহম্—ইতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ প্রমুচ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্ম জাগ্রৎ-স্বপ্ন-স্মৃপ্তিরূপ প্রপঞ্চকে প্রকাশ করে, আমি হইতেছি সেই ব্রহ্ম—এইরূপ নিশ্চয় করিয়া সর্বপ্রকার বন্ধন হইতে মুক্ত হন।

টীকা—“বৎ”—সত্যজ্ঞানানন্দস্বরূপ যে ব্রহ্ম সাক্ষিরূপে অবস্থিত আছেন, তিনিই “জাগ্রাদিপ্রপঞ্চম্ প্রকাশতে” ( প্রকাশয়তি )—জাগ্রৎপ্রভৃতি প্রপঞ্চকে ( যাহা স্বয়ং প্রকাশমান বলিয়া গৃহীত হয় তাহাকে বিশ্ব, বিরাট প্রভৃতির সহিত ) প্রকাশ করেন; “তৎ ব্রহ্ম অহম্ অস্মি”—সেই ব্রহ্মই হইতেছি আমি ( ব্রহ্মাবগম্ভা চিদানন্দাত্মা ), অর্থাৎ আমি বুদ্ধি চিন্তাভাসাদি নহি। “ইতি জ্ঞাত্বা”—শ্রুতি ও অনুভবদ্বারা এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, “সর্ববন্ধৈঃ”—সকল প্রকার ( বা সকারণ অহঙ্কা-মমতাদিরূপ প্রতিবন্ধদ্বারা ) অর্থাৎ প্রমাতৃত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতি কর্তৃক, “প্রমুচ্যতে”—প্রকটরূপে নিরবশেষরূপে মুক্ত হন। ২১৩

এক এবাত্মা মন্তব্যো জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তিষু।

স্থানত্রয়ব্যতীতস্ত পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ২১৪

অর্থ—জাগ্রৎস্বপ্নস্মৃপ্তিষু একঃ এব আত্মা মন্তব্যঃ, স্থানত্রয়ব্যতীতস্ত পুনঃ জন্ম ন বিদ্যতে। ( ব্রহ্মবিন্দু উ ১১ )

অনুবাদ—জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও স্মৃপ্তি এই তিন অবস্থায়, আত্মাকে একই বলিয়া মানিতে হইবে। জাগ্রাদিরূপ তিন অবস্থা হইতে ব্যতিরিক্ত বা পৃথক্কৃত আত্মার পুনর্জন্ম নাই।

টীকা—জাগ্রাদি অবস্থাত্রয়ে সাক্ষী আত্মা একট, এইরূপ বুঝিতে হইবে। এইরূপ বিবেকজ্ঞানদ্বারা অর্থাৎ অবস্থাত্রয় পরস্পর ব্যভিচারী বা ব্যাবর্তক; একই আত্মা সাক্ষিরূপে তিনিই অনুসৃত—অব্যভিচারী বা অব্যাবৃত্ত, আত্মার পুনর্জন্ম হয় না অর্থাৎ এই শরীরের পতনের পর অন্য শরীরের প্রাপ্তি ঘটে না। ২১৪

ত্রিস্থ ধামসু যন্তোগ্যং ভোক্তা ভোগশ্চ যন্তবেৎ ।

তেভ্যো বিলক্ষণঃ সাক্ষী চিন্মাত্রাহং সদাশিবঃ ॥

অর্থ—ত্রিস্থ ধামসু যৎ ভোগ্যম্, যৎ চ ভোক্তা, ভোগঃ ভবেৎ তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ চিন্মাত্রঃ সাক্ষী সদাশিবঃ অহম্ । ( কৈবল্যোপনিষৎ ২১ ) ২১৫

অনুবাদ—জ্ঞানাদি তিন অবস্থাতেই যাগ ভোগা, যে ভোক্তা এবং যে ভোগ, তাহা হইতে বিলক্ষণ যে চিন্মাত্র সাক্ষী, তিনি সদাশিব বা মঙ্গলময় । তিনিই হইতেছেন আমি ( বা আমিই হইতেছি তিনি ) ।

টীকা—“ত্রিস্থ ধামসু”—জাগরণ, স্বপ্ন, সুষুপ্তিরূপ তিন স্থানে, “যৎ ভোগ্যম্”—যে স্থূল-সূক্ষ্ম-সূক্ষ্মরূপ ভোগ্য, “যৎ চ ভোক্তা”—যে ( ‘বিশ্ব’ ‘তৈজস’ ‘প্রাজ্ঞ’ নামধারী হইলেও ) একই ভোক্তা, “যৎ ভোগঃ”—এবং সেই ভোগ্যসমূহের অমৃতরূপ যে ভোগ—আছে, “তেভ্যঃ বিলক্ষণঃ”—সেই স্থানাদি হইতে বিপরীতলক্ষণ, “( যঃ ) চিন্মাত্রঃ সাক্ষী”—যে চিন্মাত্ররূপ সাক্ষী আপনাতে অধ্যাত্ম বিশ্ব প্রভৃতির দ্রষ্টা : “সদাশিবঃ”—নিরতিশয়ানন্দরূপ বলিয়া সম্পদা শোভমান পরমাত্মা অথবা নিত্যকল্যাণরূপ মহেশ্বর, “সঃ অহম্ অস্মি”—তিনিই হইতেছেন ‘আমি’ ( অহম-পতায়-ব্যবহারযোগ্য ) । ২১৫

৪ । ভোক্তা চিদাভাস আপনাকে মিথ্যা বলিয়া জানিলে ভোগে অনাগ্রহ ।

এইরূপ বিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব যদি অসঙ্গ বলিয়া নিশ্চিত হইল, তাহা হইলে ভোক্তৃত্ব কাণব ? তত্ত্বের বলিতেছেন :—

(ক) চিদাভাসের ধর্ম এবং বিবেচিতে তত্ত্ব বিজ্ঞানময়শক্তিঃ ।

ভাট্টকঃ ।

চিদাভাসো বিকারী যো ভোক্তৃত্বং তস্য শিষ্যতে ॥

অর্থ—তত্ত্ব এতন্ম বিবেচিতে বিজ্ঞানময়শক্তিঃ বিকারী যঃ চিদাভাসঃ তস্য ভোক্তৃত্বম্ ‘শিষ্যতে’ ২১৬

অনুবাদ—আত্মতত্ত্ব এইরূপে বিচারিত হইলে ( আত্মাকে আর ভোক্তা বলা যায় না ) । তখন অবশেষে বিজ্ঞানময়শক্তিবাচ্য বিকারী চিদাভাসরূপ জীবন্ত ভোক্তা বলিয়া সিদ্ধ হ’ন ।

টীকা—“যঃ চিদাভাসঃ”—বিজ্ঞানময়শক্তিদ্বারা যে চিদাভাসের উল্লেখ হয়, তাহা বিকারী বলিয়া তাহারই ভোক্তৃত্ব প্রতিপন্ন হয় । ২১৬

ভাল, চিদাভাসের ভোক্তৃত্ব অঙ্গীকার করিলে, “কস্ম কামায়”—‘কোন্ ভোক্তার ভোগের তত্ত্ব’—এই শ্রুতিবচন, “বাস্তব ভোক্তার অভাব বুঝাইবার জন্ত” ( ১২২ শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য ) এইরূপ কণনদ্বারা, ব্যাঘাত প্রাপ্ত হয়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া—১২২ শ্লোকোক্ত বচনের অভিপ্রায়—পারমার্থিক ভোক্তার অভাব, এই বলিয়া ভোক্তা-চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ করিতেছেন :—

(খ) ভোক্তা-চিদাভাসের মারিকোহসং চিদাভাসঃ শ্রুতেরনুভবাদপি ।

মিথ্যাহ ।

ইন্দ্রজালং জগৎ প্রাক্তং তদন্তঃপাতায়ং যতঃ ॥ ২১৭



অম্বয়—অম্বয় চিদাভাস মায়িকঃ, ঋতেঃ, অনুভবাৎ অপি ; যতঃ জগৎ ইন্দ্রজালম্ প্রোক্তম্, অম্বয় তদন্তঃগাতী ।

অনুবাদ—ঋতিপ্রমাণে এবং অনুভবপ্রমাণেও, এই চিদাভাস বা জীব মিথ্যাস্বরূপ ; যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়, এই চিদাভাস তাহারই অন্তর্ভূত ।

টীকা—এই চিদাভাস, “মায়িকঃ”—মিথ্যারূপ, কেননা, ঋতি বলিতেছেন—[ জীবনেশো আভাসেন কবোতি—নৃসিংহোত্তর তাপনীয় উ, ৯ ]—মায়া আভাসদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন ; “অনুভবাৎ অপি”—দৃষ্টা-দর্শন-দৃশ্যরূপ ত্রিপুটীর অন্তর্গতরূপে অনুভূত হয় বলিয়া। চিদাভাস মিথ্যা—ইহাই অভিপ্রায় । সেই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব উপপাদন করিতেছেন :—“যেহেতু যে জগৎ ইন্দ্রজালরূপ বলিয়া বর্ণিত হয়” ইত্যাদির দ্বারা । ইন্দ্রজালের ত্রায় মিথ্যাস্বরূপ জগতের অন্তর্ভূত বলিয়া এই চিদাভাসের মিথ্যাত্ব জগতের মিথ্যাত্বের ত্রায় অনুভূত হইয়া থাকে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞগণকর্তৃক । যেহেতু এই চিদাভাস, জগতেরই অন্তর্গত, এইহেতু, মিথ্যা—এই অর্থানুসারে অম্বয় বুঝিতে হইবে । ২১৭

জগতের ত্রায় এই চিদাভাসেরও বিনাশিত্ব অনুভব হয় বলিয়া, চিদাভাস মিথ্যা—এই কথাই বলিতেছেন :—

**বিলয়োহস্য সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা হনুভূয়তে ।**

**এতাদৃশং স্বস্বভাবং বিবিনক্তি পুনঃ পুনঃ ॥ ২১৮**

অম্বয়—হি ( যতঃ ) অস্ত্র বিলয়ঃ সুষুপ্ত্যাদৌ সাক্ষিণা অনুভূয়তে, স্ব-স্বভাবম্ এতাদৃশম্ পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি ।

অনুবাদ—যেহেতু সুষুপ্তি প্রভৃতি অবস্থাতেও, এই চিদাভাসেব বিনাশ সাক্ষিকর্তৃক অনুভূত হইয়া থাকে, ( সেইহেতু ইহা মিথ্যা ) । চিদাভাসরূপ জীব আপনার স্বরূপ, এই প্রকারে বার বার আলোচনা করিয়া থাকেন ।

টীকা—“সুষুপ্ত্যাদৌ”—এস্থলে আদি শব্দের অর্থ মূর্ছা প্রভৃতি । ভাল, চিদাভাসের মিথ্যাত্ব সিদ্ধ হইল ; তদ্বারা কি ফল হইল ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন, “চিদাভাসরূপ জীব” ইত্যাদি । যখন জীব বিচারদ্বারা চিদাভাসকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া ইহার মিথ্যাত্ব জানে, তখন “স্বস্বভাবম্ এতাদৃশম্”—আপনার স্বরূপকে এইরূপ মিথ্যাত্বক বলিয়া—“পুনঃ পুনঃ বিবিনক্তি”—বার বার বিচার করে অর্থাৎ নিজ স্বরূপ কূটস্থ হইতে ভিন্ন বলিয়া ধারণা করে । ২১৮

সেই চিদাভাস বিচারদ্বারা আপনাকে কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিলে, তাহা হইতেও বা কি ফল পায় ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(গ) আপনার মিথ্যাত্বের জ্ঞান জন্মিলে চিদাভাসের **বিবিচ্য নাশং নিশ্চিত্য পুনর্ভোগং ন বাহুতি ।**

ভোগে অকচি হয় । **মুমূর্ষুঃ শাস্তিতো ভূমৌ বিবাহং কোহভিবাহুতি ॥**

অম্বয়—বিবিচ্য নাশম্ নিশ্চিত্য পুনঃ ভোগম্ ন বাহুতি । কঃ মুমূর্ষুঃ ভূমৌ শাস্তিতো বিবাহম্ অভিবাহুতি ? ২১৯

অমুবাদ ও টীকা—বিচার দ্বারা আপনার বিনাশ বা মায়িকত্ব নিশ্চয় করিয়া পুনর্ব্বার আর বিষয়ভোগের বাসনা করে না। আসন্নমরণ ভূতলশায়িত কোন্ ব্যক্তি বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে ? কেহই কবে না। ২১৯

অধিক কি, পূর্ব্বের অজ্ঞানদশার দ্বায়—“আমি ভোক্তা”—এইরূপ ভাষণ এবং অমুভবরূপ ব্যবহার করিতেও জ্ঞানবান্ জীব বা চিদাভাস লজ্জা বোধ করেন, ইহাই বলিতেছেন।—

(৭) জ্ঞানী ভোক্তা হইয়া  
ভোগ কবিত্তে লজ্জাবোধ  
করেন এবং বেশপুঙ্কক  
প্রাবন্ধ ভোগ করেন।

জিহেতি ব্যবহর্তুঞ্চ ভোক্তাহমিতিপূর্ব্ববৎ ।

ছিন্ননাস ইব ক্রীতঃ ক্লিশ্ণান্নারকমশ্মুতে ॥ ২২০

অর্থ—পূর্ব্ববৎ চ অহম্ ভোক্তা ইতি ব্যবহর্তুঞ্চ জিহেতি ; ছিন্ননাসঃ ইব ক্রীতঃ ক্লিশ্ণান্ আবরুদ্য অশ্মুতে ।

অমুবাদ—আর পূর্ব্বের দ্বায়, ‘আমি ভোক্তা’ এইরূপ বলিতে ও অমুভব করিতে লজ্জা বোধ করেন। ছিন্ননাসিক ব্যক্তির দ্বায় লজ্জিত হইয়া, ( অগত্যা ) কষ্টে প্রারব্ধ ভোগ করেন।

টীকা—তাঁহা হইলে জ্ঞানোৎপত্তিব পর প্রারব্ধ কৰ্ম্মের অবসান পর্য্যন্ত কিরূপ ব্যবহার করেন ? এত্বেহেতু বলিতেছেন—“ছিন্ননাসিক ব্যক্তির দ্বায় :” “ক্রীতঃ”—লজ্জিতঃ ; “ক্লিশ্ণান্”—থেনও প্রাবন্ধ কৰ্ম্মের ক্ষয় হইল না। এত ভাবিয়া ক্লেশ অমুভব কবিত্তে কবিত্তে, “আরুদ্য অশ্মুতে”—প্রারব্ধ কৰ্ম্মের ফলভোগ করেন। ২২০

এক্ষণে জ্ঞান হইবার পর সাক্ষীর যে ভোক্তৃত্ব থাকে না, তাঁহা কৈমৃতিক দ্বায় সিদ্ধ করিতেছেন অর্থাৎ তাঁহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(৮) সাক্ষীভোক্তৃত্বভাব যদা স্বস্মাপি ভোক্তৃত্বং মদ্বং জিহেত্যসং তদা ।

কৈমৃতিক দ্বায় সিদ্ধ । সাক্ষিণ্যারোপয়েদেতদিতি কৈব কথা বৃথা ॥ ২২১

অর্থ—যদা অস্ম স্বস্ম অপি ভোক্তৃত্বং মদ্বং জিহেতি তদা এতৎ সাক্ষিণি আরোপ্যেত ইতি বৃথা কথা কা ইব ?

অমুবাদ—যখন চিদাভাসরূপ জীব আপনারও ভোক্তৃত্ব স্বীকার করিতে লজ্জা বোধ করে, তখন সে অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্ত্বে এই ভোক্তৃত্বের আরোপ করিবে, এত অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার ? অর্থাৎ ঐরূপ কথা আদৌ বলা চলে না।

টীকা—“যদা”—যখন, “অস্ম”—এই চিদাভাস, “স্বস্ম অপি ভোক্তৃত্বং মদ্বং”—আপনারও ভোক্তৃত্ব মানিতে অর্থাৎ ‘আমি ভোক্তা’ এইরূপ মনে করিতে, লজ্জা বোধ করে, “তদা এতৎ” তখন এই ভোক্তৃত্ব, “সাক্ষিণি”—আপনাতে অবস্থিত অসঙ্গ সাক্ষিচৈতন্ত্বে, “আরোপয়েৎ ইতি বৃথা কথা কা ইব ?”—‘আরোপ করিবে’, এই অর্থশূন্য কথা কিপ্রকার ? অর্থাৎ কেহই এরূপ বলিবে না। ২২১

পূর্ব্বগত ৩০টি শ্লোকে কথিত এই অর্থই শ্রুতির আলম্বন বা ভিত্তি, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) আলোচ্য শ্রুতিতে  
এই অর্থের সংযোজন।

ইত্যভিপ্রেত্য ভোক্তারমাক্ষিপত্যবিশক্ষয়া ।

কস্য কামায়েতি ততঃ শরীরানুজ্জরো নহি ॥ ২২২

অর্থ—“কস্য কামায় ইতি”—ইতি অভিপ্রেত্য অবিশক্ষয়া ভোক্তারম্ আক্ষিপতি। ততঃ শরীরানুজ্জরঃ নহি।

অনুবাদ—‘কাহার ভোগের জন্ত’—এই অর্থের শ্রুতিবচনাংশ, এই অভিপ্রায়েই নিঃশঙ্কভাবে ভোক্তার অভাব বুঝাইয়াছে। সেইহেতু শরীরকে লইয়া জ্ঞানীর আবাস্ত্যাপ থাকে না।

টীকা—“কস্য কামায় ইতি”—কাহার ভোগের জন্ত এই অর্থের বচনাংশ কূটত্বের বা চিদাভাসের পারমাণ্বিক ভোক্তৃত্বের অভাব, “অভিপ্রেত্য”—ইহাকেই বিষয় করিয়া, “অবিশক্ষয়া”—নিঃশঙ্ক হইয়া, “ভোক্তারম্ আক্ষিপতি”—ভোক্তার নিষেধ করিতেছেন। ভাল, ভোক্তার নিষেধ যেন হইল, তাহাতে কি ফল হইল? তত্ত্বের বলিতেছেন—“ততঃ” ইত্যাদি সেইহেতু শরীরকে লইয়া “জরঃ নহি”—জরণ বা সন্ত্যাপ থাকে না। ২২২

জ্ঞানীর জরাভাব বা শোকের নিবৃত্তি, শরীরত্রয়গত।

১। শরীরত্রয়গত জরের স্বরূপ।

তত্ত্বজ্ঞানীর, শরীরের অনুগত হইয়া জরভোগ নাই, ইহা দেখাইবার জন্ত, শরীর যে ভিন্ন ভিন্ন এবং শবীরভেদে সেই সেই শরীরে জরের সন্ধ্যাব (ও ভেদ), তাহাই দেখাইতেছেন :—

(ক) শরীর যেকপ ভিন্ন  
ভিন্ন, সেই সেই শরীর-  
গত জরও সেইরূপ।

স্থূলং সূক্ষ্মং কারণং চ শরীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্।

অবশ্যং ত্রিবিধোহস্ত্যেব তত্রতত্রোচিতো জ্বরঃ ॥ ২২৩

অর্থ—স্থূলম্ সূক্ষ্মম্ কারণম্ চ ত্রিবিধম্ শরীরম্ স্মৃতম্। তত্র তত্র উচিতঃ ত্রিবিধঃ জবঃ অবশ্যম্ অস্তি এব।

অনুবাদ—শরীর, স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই তিন প্রকার বলিয়া স্বীকৃত। সেই সেই শরীরে তত্তদনুরূপ জরও ত্রিবিধ হয়, সন্দেহ নাই। ২২৩

তন্মধ্যে স্থূল শরীরোচিত বিবিধ প্রকার জরের বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) স্থূলশরীরগত  
জরের বর্ণন।

বাতপিত্তশ্লেষ্মজ্ঞাতব্যাদয়ঃ কোটিশস্তনো ।

দুর্গন্ধিকুরুপদ্বাদাহভঙ্গাদয়স্তথা ॥ ২২৪

অর্থ—তনো কোটিশঃ বাতপিত্তশ্লেষ্মজ্ঞাতব্যাদয়ঃ তথা দুর্গন্ধিকুরুপদ্বাদাহভঙ্গাদয়ঃ।

অনুবাদ—স্থূল শরীরে বায়ু পিত্ত ও কফরূপ ত্রিদোষজনিত কোটি কোটি ব্যাধি হইয়া থাকে। সেইরূপ দুর্গন্ধিকুরুপদ্বাদাহ, ভঙ্গ, প্রভৃতিরূপ জরও সেই স্থূল-শরীরগত।

সূক্ষ্ম শরীরে যে যে প্রকার জর হইয়া থাকে, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) সূক্ষ্মশরীরগত জরের  
বর্ণন।

কামদেহাধাদয়ঃ শাস্তিদাস্ত্যাত্মাঃ লিঙ্গদেহগাঃ ।

জরা দ্রমেহপি বাধস্তে প্রাপ্ত্যাপ্রাপ্ত্যা নরং ক্রমাৎ ॥

অম্বয়—কামক্রোধাদয়ঃ শাস্তিদাস্ত্যাতাঃ লিপ্তবাহগাঃ ; দ্বয়ে অপি জরাঃ ক্রমাৎ প্রাপ্ত্যা  
অপ্রাপ্ত্যা নরম্ বাধস্তে ।

অমুবাদ—কাম ক্রোধ লোভ মোহ মদ মাৎসর্যা এবং শম দম উপরতি,  
তীতিক্ষা সমাধান শ্রদ্ধা, ইহাদিগকে সূক্ষ্মশরীরের জব বলা যায়। এই দুই  
প্রকার জরই যথাক্রমে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তি ( সন্তাব ও অভাব ) দ্বারা জীবের ক্লেশের  
কারণ হয় ।

টীকা—কাম প্রভৃতি এবং শাস্তি প্রভৃতি যে জ্বরূপ, তাহাই উপপাদন করিতেছেন—  
“দ্বয়ে অপি” “এই দুইপ্রকার জরই”—কাম প্রভৃতি এবং শাস্তি প্রভৃতি এই দুই প্রকারেরই  
জর যথাক্রমে, “প্রাপ্ত্যা-অপ্রাপ্ত্যা”—প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তির দ্বাৰা অর্থাৎ সন্তাব এবং অভাব  
দ্বারা, “নরম্ বাধস্তে”—মাৎসর্যের দুঃখদায়ক হয় অর্থাৎ লম্পটগণ যেরূপ কামেব প্রাপ্তি না  
সন্তাব হেতু কামজনিত পীড়া ভোগ করে, অজ্ঞানী ( সাধক ) সেইরূপ, আমার কাম এখনও গেল  
না, ক্রোধ এখনও গেল না, এইরূপে কামাদির সন্তাবহেতু দুঃখভোগ করে। সেইরূপ ‘আমার  
মনোনিগ্রহরূপ শাস্তি আসিল না, ইন্দ্রিয়নিগ্রহরূপ দাস্তি আসিল না—সাপুত্রকৃতির লোকেব  
শমদমাদির অভাবজনিত এইরূপ সন্তাপ, শমদমাদির অপ্রাপ্তি দ্বারা অজ্ঞানী সাধককে সন্তাপিত  
করিয়া থাকে। এইরূপে প্রাপ্তি ও অপ্রাপ্তিজনিত সন্তাপ সমান বলিয়া উভয়কেই ‘জর’ বলা  
হইয়াছে। জ্ঞানীর অভাব গীতার চতুর্দশাধ্যায়ে ২২ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে,—  
‘পকাশক প্রবৃত্তিক’ ইত্যাদি—জ্ঞানী স্বাত্মপ্রত্যক্ষগোচর লক্ষণদ্বারা গুণাতীত হইয়াছেন  
বলিয়া ( সত্ত্বগুণকাৰ্য্য ) প্রকাশ, ( রজোগুণকাৰ্য্য ) প্রবৃত্তি এবং ( তমোগুণকাৰ্য্য ) মোহ, এই তিনই  
ঐবৃত্ত হইলে ( জাগিলে ), তাহাদের প্রতি দ্বেষ করেন না এবং নিবৃত্ত ( তিবোহিত ) হইলে  
প্রাণাদিগকে ইচ্ছা করেন না ( চাহেন না ) ; কেননা, তিনি সাত্বিকাদি বৃত্তিকে অনাত্মা বলিয়া  
জানেন এবং আত্মার অত্মকুলতা ও প্রতিকুলতা সেই সকল বৃত্তিতে আরোপণ করিয়া তাহা হইতে  
ভয় পান না অথবা তাহাদিগকে ইচ্ছা করেন না। এই হেতু জ্ঞানী দেহজরে ভঃঃ  
হন না। ২২৫

কারণশরীরগতজর ছান্দোগ্যশ্রুতিতে বর্ণিত হইয়াছে, ইচ্ছাই বলিতেছেন :—

( ৭ ) ছান্দোগ্যোপনিষৎ-  
বর্ণিত কারণশরীরগত  
অবেব বর্ণন।

স্বংপরং চ ন বেত্ত্যাত্মা বিনষ্ট ইব কারণে ।

আগামিছুঃস্বৰীজং চেত্যেতদিস্তদগ দর্শিতম্ ॥ ২২৬

অম্বয়—কারণে আত্মা স্বম্ চ পরম্ চ ন বেত্তি, বিনষ্টঃ ইব চ আগামিছুঃস্বৰীজম্ চিতি  
এতৎ ইস্তদগ দর্শিতম্ ।

অমুবাদ—( সূক্ষ্মশরীরে ) কারণশরীরে আত্মা আপনাকে অথবা পরকে  
জানিতে পারেন না ; তখন আত্মা যেন বিনাশপ্রাপ্ত হন। এই তত্ত্ব এবং আগামি চুঃস্বের  
বীজকপ সংস্কারথাকে ইন্দ্র ( শিষ্যরূপে, গুরু প্রজ্ঞাপতির নিকট ) নিবেদন করিয়াছিলেন।

টীকা—[ন হি ( না হ ? ) থলু অম্বয় এবং সম্প্রতি আত্মানম্ জানাতি, অম্বয় অম্বয় অম্বি  
ইতি, নো এব ইমানি ভূতানি বিনাশম্ এব আপীতো ভবতি, ন অম্বয় অত্র ভোগ্যম্ পশ্যামি

ইতি—ছানোগ্যা উ, ৮।১।১ ] ‘এই সুযুগ্ধ আস্ত্রা বর্তমান অবস্থায় জাগ্রৎ সময়ের জ্ঞায় ‘আমি হই অমুক’ এইরূপে আপনাকে জানে না এবং এই সমস্ত ভূতবর্গকেও জানে না ; যেন বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। অতএব আমি এইরূপ আত্মদর্শনে কোনও ফল দেখিতেছি না’—অর্থাৎ এই বাক্যদ্বারা ( সুযুগ্ধাবস্থায় ) নিজের ও অপরের জ্ঞান না থাকায় এবং অজ্ঞানে আপনার ও সর্বজীবের বিনষ্টের জ্ঞায় অবস্থা, এবং “আগামি হুঃখবীজম্”—আগামী দিনে ঘটবে এই প্রকার হুঃখরূপ জরোব বীজরূপ সংস্কার থাকে—তাঁহাই কারণশরীরগত জর, এই তত্ত্ব ইন্দ্র শিষ্যরূপে গুরু ব্রহ্মার নিকট নিবেদন করিয়াছিলেন—নিজামুভবের প্রকটন করিয়াছিলেন। ২২৬

এইরূপে তিন শরীরেই জরের বর্ণন করিয়া সেই জরের অনিবার্যতা বর্ণন করিতেছেন :—

( ৬ ) তিন শরীরেই উক্ত এতে জরাঃ শরীরেষু ত্রিষু স্বাভাবিকা মতাঃ ।

জর অনিবার্য।

বিদ্যোদেগে তু জ্বটেরস্থানি শরীর্যাণ্যেব নাসতে ॥ ২২৭

অর্থ—ত্রিষু শরীরেষু এতে জরাঃ স্বাভাবিকাঃ মতাঃ । জরৈঃ বিয়োগে তু তানি শরীরানি ন আসতে এব ।

অনুবাদ—উক্ত তিন শরীরেই এই তিন প্রকার জর স্বাভাবিক—সহজাত ধণ্য বলিয়া পণ্ডিতগণ মানিয়া থাকেন। সেই জর ছাড়িলে, সেই শরীরত্রয় আর থাকে না ।

টীকা—“ত্রিষু শরীরেষু এতে জরাঃ”—উক্ত তিন শরীরেই প্রতীয়মান এই জরত্রয়,— “স্বাভাবিকাঃ মতাঃ”—শরীরের সহিত উৎপন্ন হয় অর্থাৎ স্বাভাবিক বলিয়া পণ্ডিতগণ মানেন। সেই সেই জরের স্বাভাবিকতা ব্যতিরেকমুখে অর্থাৎ জরাভাবে শরীরাতাব, দেখাইয়া সমর্থন করিতেছেন—“বিয়োগে তু জরৈঃ” ইত্যাদি। যে হেতু তিন প্রকার জর হইতে তিন শরীরের বিয়োগ ঘটিলে শরীরত্রয় থাকে না, এই হেতু সেই জর স্বাভাবিক। ২২৭

সেই জরসমূহের স্বাভাবিকতাবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

তন্তোন্নিস্থজ্যোত্স পটো বালেভ্যঃ কঞ্চলো মথা ।  
( ৮ ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত মূদো ঘটস্তথা দেহোজ্বরেভ্যোহপিতি দৃশ্যতাম্ ॥ ২২৮

অর্থ—যথা তন্তোঃ পটঃ ন বিযুজ্যেৎ বালেভ্যঃ কঞ্চলঃ, মূদঃ ঘটঃ, তথা জরেভ্যঃ দেহঃ ইতি দৃশ্যতাম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তন্তু হইতে বিযুক্ত হইলে বস্ত্র হয় না, লোম হইতে বিযুক্ত হইলে কঞ্চল হয় না, মৃত্তিকা হইতে বিযুক্ত হইলে ঘট হয় না সেইরূপ জ্বর হইতে বিযুক্ত হইলে, দেহ হয় না ; এইরূপ বুঝিয়া লইতে হইবে। ২২৮

২ । চিদাভাসে স্বভাবগত জর নাই, সুতরাং কূটস্থে জরাভাব ।

একণে কৈমুত্তিক স্থায়ে কূটস্থে জরাভাব দেখাইতেছেন :—

( ক ) চিদাভাসে চিদাভাসে স্বভাঃ কোহপিদ্ধরো নাস্তি স্বতচ্ছিতঃ ।  
জরাভাব । প্রকারৈশকস্বভাবভ্রমেব দৃষ্টং ন চেতরং ॥ ২২৯

অম্বয়—চিদাভাসে স্বতঃ কঃ অপি জরঃ ন অস্তি, যতঃ চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বম্ এব দৃষ্টম্, ইত্যং চ ন ।

অম্ববাদ—চিদাভাসরূপ জীবে স্বভাবতঃ কোনও প্রকার অব নাই, যেহেতু চৈতন্যের একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা ভিন্ন অন্য স্বরূপ দেখা যায় না ।

টীকা—“চিদাভাসে স্বতঃ”—উক্ত তিন শরীরগত জরের সম্বন্ধ বিনা চিদাভাসে স্বভাবতঃ কোনও অব নাই । কেন নাই ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—( “যেহেতু চৈতন্যেব” ইত্যাদি ) “যতঃ চিতঃ প্রকাশৈকস্বভাবত্বম্”—চৈতন্য যে প্রকাশরূপ একমাত্র স্বভাববিশিষ্ট, ইহা তত্ত্ববিদগণের অন্বতঃসিদ্ধ । সেই হেতু তাহার প্রতিবিম্বের—চিদাভাসেব, সেই একমাত্র প্রকাশস্বভাবতা মানাই যুক্তিযুক্ত । অভিপ্রায় এই—তদুত্তরে আকাশপ্রতিবিম্বের সহিত তাণেব যখন কোনও সম্বন্ধ নাই, তখন স্বয়ং আকাশের সহিত তাপসম্বন্ধ যে থাকিতেই পারে না, তাহা মহজেই বুঝা যায় । চিদাভাসে বাস্তব জর যখন নাই, তখন বিষয়রূপ কুটস্ত চৈতন্যে অব কি প্রকারে থাকিতে পারে ? । ২২৯

যে প্রয়োজনাসম্বন্ধি জ্ঞান চিদাভাসে অস্বাভাব প্রতিপাদন করিলেন, সেই প্রয়োজনই এখন দেখাইতেছেন :—

১০। সাক্ষিচৈতন্যে অস্বা-  
ভাব, তাহাতে অস্বাভাব  
চিদাভাসেব শরীরত্ৰয়েব  
সহিত একত্বাস্তিত্বপ্রযুক্ত

চিদাভাসেহ্যাসম্ভাব্যা জ্ঞানঃ সাক্ষিণি কা কথা ।

এবমপ্যেকতাত্ মেনে চিদাভাসো হাবিভ্যস ॥ ২৩০

অম্বয়—চিদাভাসে অপি জরাঃ অসম্ভাব্যাঃ ; সাক্ষিণি কা কথা ? এবম আপ চিদাভাসঃ তি অবিভ্যস একতাম্ মেনে ।

অম্ববাদ—যখন চিদাভাসেও জরের সম্ভাবনা নাই, তখন সাক্ষীতে জরের কথা কি প্রকারে উঠিতে পারে ? অর্থাৎ সাক্ষীতে যে জরের সম্ভাবনা নাই একথা বলিবার প্রয়োজন নাই । এই প্রকারে জরের অভাব হইলেও যেহেতু চিদাভাসে অবিভাবশতঃ শরীরত্ৰয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, সেইহেতু জরপ্রাপ্ত হয় ।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে, “আমি জর অনুভব করি”—এই প্রকার যে অনুভব হয়, তাহার গতি কি ? অর্থাৎ কি প্রকারে তাহার কারণ দর্শাইবেন ? তদুত্তরে বলিতেছেন “এবম অপি”—এই প্রকার অস্বাভাব সিদ্ধ হইলেও, “চিদাভাসঃ হি অবিভ্যস একতাম্ মেনে”—চিদাভাস যেহেতু অবিভাবশতঃ তিন শরীরের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে, ( সেইহেতু অব অনুভব করে । ) ২৩০

“চিদাভাস শরীরত্ৰয়ের সহিত আপনাকে এক বলিয়া মানে”—এইরূপে সংক্ষেপে উক্ত ত্রুটির সমিস্তার ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

সাক্ষিসত্যাত্মমধ্যস্ত্য স্তেনোপেতে বপুস্তয়ে ।

তৎসদ্বৎ বাস্তবং স্বস্ত্য স্বরূপমিতি মন্যতে ॥ ২৩১

অনুয়—যেন উপেতে বপুস্বয়ে সাক্ষিসত্যত্বম্ অধ্যাত্ম তৎসৰ্বম্ বস্তু বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে ।

অনুবাদ—চিদাভাস আপনার সহিত যুক্ত তিন শরীরে সেই সাক্ষিগত সত্যতার অধ্যাস করিয়া, সেই তিন শরীরকেই আপনার বাস্তব স্বরূপ বলিয়া মনে করে ।

টীকা—চিদাভাস “যেন উপেতে বপুস্বয়ে”—আপনার সহিত সম্মিলিত হুলাদি তিন শরীরেই ( আপনার বিধরূপ ) সাক্ষীর সত্যত্ব আরোপ করিয়া, “তৎ সৰ্বম্ বস্তু বাস্তবম্ স্বরূপম্ ইতি মন্যতে”—সেই অরযুক্ত তিন শরীরকেই আপনার বাস্তবস্বরূপ বলিয়া মানে । ১৩১

এইরূপ ভ্রান্তিজ্ঞান হইলে কি হয় ? তদন্তরে বালতেছেন :—

(গ) চিদাভাসের উক্ত ভ্রান্তির ফল—অরপ্রাপ্তি, সদৃশ্যত্ব বর্ণন । **এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালেহসৎ শরীরেষু জ্বরৎস্বথ ।**  
**অসমমেব জ্বরামীতি মন্যতে হি কুটুম্বিবৎ ॥ ২৩২**

অনুয়—অযম এতস্মিন্ ভ্রান্তিকালে শরীরেষু জ্বরৎস্ব, অথ স্বয়মেব জ্বরামি ইতি মন্যতে হি, কুটুম্বিবৎ ।

অনুবাদ—এইরূপ ভ্রান্তিকালে এই চিদাভাস, শরীরত্রয় অরভোগ করিতে থাকিলে, কুটুম্ববেষ্টিত লোকের ত্যায়, ‘আমিই অরপ্রাপ্ত হইলাম,’ এইরূপ মনে করে ।

টীকা—এই চিদাভাস এই ভ্রান্তিকালে আপনাতে অরের আরোপ করে, ইহাই অর্থ : তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“কুটুম্বিবৎ”—তঃখদ্বারা সমস্ত পুত্রদাবাদিবেষ্টিত গৃহস্থের ত্যায় । ২৩২  
দৃষ্টান্তটি স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

**পুত্রদারেষু তপাৎসু তপামীতি বৃথা স্বথা ।**

**মন্যতে পুরুষস্তদ্বদাভাসোহপ্যভিম্যন্যতে ॥ ২৩৩**

অনুয়—যথা পুরুষঃ পুত্রদারেষু তপাৎসু ‘তপামি’ ইতি বৃথা মন্যতে, তদং ভ্রান্তাসঃ অপি অভিম্যন্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন পুত্রদারাদিকুটুম্বযুক্ত লোকে, কুটুম্বজন অরযুক্ত বা ত্রুঃখপ্রাপ্ত হইলে আমিই অরযুক্ত বা ত্রুঃখতপ্ত, এইরূপ বৃথা মনে করে, সেইরূপ চিদাভাস আপনাকে অরিত বা সমস্তপু বলিয়া বৃথা মনে করে । ২৩৩

এই প্রকারে অবिवেকদশায় চিদাভাসের ভ্রান্তিজনিত অর বৃথাইয়া, বিবেকদশায় জরাভাব বৃথাইতেছেন :—

(ঘ) বিবেকদশায় চিদা- **বিবিচ্য ভ্রান্তিমুক্তিহ্রা স্বমপ্যগণয়ন্ সদা ।**

ভাসে জরাভাব ।

**চিন্তয়ন্সাক্ষিণং কস্মাচ্ছরীরমনুসঙ্গেরৎ ॥ ২৩৪**

অনুয়—বিবিচ্য ভ্রান্তিম্ উজ্জ্বিত্বাস্বয়ম্ অপি অগণয়ন্ সাক্ষিণম্ সদা চিন্তয়ন্, কস্মাৎ শরীরম্ অনুসংজ্ঞেরৎ ?

অনুবাদ—কিন্তু বিচারদ্বারা ভ্রান্তির পরিহার করিয়া আপনাকেও না গণিয়া ( অবস্ত বলিয়া মানিয়া ), সদা সাক্ষীর ( কূটস্থের ) চিন্তা করিতে থাকিলে, চিদাভাস-রূপ জীব কেন শরীরের অনুবর্তী হইয়া অরপ্রাপ্ত হইবেন ?

টীকা—“বিবিচ্য ব্রাহ্মি উক্ত্বা”—চিদাভাস, কুটস্থকে আপনাকে এবং শরীরকে পরস্পর  
 তির বলিয়া জানিয়া, ( ২২৮ শ্লোকে বর্ণিত ) ‘এই সবগুলিই আমার বাস্তবরূপ—এইরূপ মনে  
 করে’—এই আকারের ব্রাহ্মি পরিত্যাগ করিয়া, আপনার আভাসরূপতা বুঝিয়া, আপনাকেও  
 আর না করিয়া, আপনার নিজরূপ অরাদিরহিত, “সাক্ষিগম্ সদা চিন্তয়ন্”—সাক্ষীকে ( নিসিকার  
 কুটস্থকে ) সর্বদা চিন্তা করিয়া, “কস্মাৎ শরীরম্ অহুসংজয়েৎ”—অরূপ শরীরের অহুসরণ  
 করিয়া নিজে কি কারণে অরূপ হইবেন ? অর্থাৎ অরূপ হইবেন না। ২৩৪

ব্রাহ্মিজ্ঞান ও তত্ত্বজ্ঞান যথাক্রমে অরের এবং অরাভাবের কারণ—ইহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা  
 দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

( ৫ ) ব্রাহ্মিজ্ঞান ও তত্ত্ব-

জ্ঞান যথাক্রমে অর ও অস্বাভাবস্ত সর্পাদিজ্ঞানং হেতুঃ পলায়নে।

অরাভাবের কারণ— রজ্জুজ্ঞানেহ হি ধীধন্তৌ কৃতমপানুশোচতি ॥ ২৩৫

দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

অনয়—অস্বাভাবস্ত সর্পাদিজ্ঞানম্ পলায়নে হেতুঃ, রজ্জুজ্ঞানে অতিদীর্ঘস্তৌ কৃতম্ আপি  
 অনুশোচতি।

অনুবাদ—যেমন রজ্জুপ্রভৃতিতে সর্পভ্রম হইলে, সেই মিথ্যা সর্পজ্ঞানও  
 পলায়নের কারণ হয় এবং রজ্জু প্রভৃতির স্বরূপজ্ঞান হইয়া সর্পবুদ্ধি বিনষ্ট হইলে,  
 পূর্বকৃত পলায়নাদি কার্যের জ্ঞান অমুশোচনা হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলে  
 অজ্ঞানবশতঃ অনুভূত অরাদির জ্ঞানও অমুশোচনা হয়।

টীকা—‘অস্বাভাবস্ত সর্পাদিজ্ঞানম্ পলায়নে হেতুঃ’—রজ্জুপ্রভৃতিতে কল্পিত সর্পাদিব জ্ঞান  
 পলায়নের কারণ হয়। এতলে ‘আদি’ শব্দ দ্বারা—স্থাপ্তিতে কল্পিত চোরকেও ধরিতে হইবে।  
 বজ্জু, স্থাপ্ত প্রভৃতির জ্ঞান দ্বারা সর্পাদিবুদ্ধির নিবৃত্তি হইলে, “তৎ কৃতম্ আপি পলায়নম্ অমু-  
 শোচতি”—সেই পলায়নের জ্ঞান অমুশোচনা অর্থাৎ বুঝাই আমি পলায়ন করিয়াছিলাম—এই  
 প্রকারে অনুতাপ করে। ২৩৫

৩। সাক্ষীতে ভোক্তারোপাপরাধের নিবৃত্তির জ্ঞান, চিদাভাসের সাক্ষি-  
 শরণাপন্নতা।

২৩৪ সংখ্যক শ্লোকে “সাক্ষীকে সর্বদা চিন্তা করিয়া” এইরূপ বাহা বলা হইয়াছে, তাহাই  
 দৃষ্টান্ত দ্বারা সুস্পষ্ট করিতেছেন :—

( ক ) গতপূর্ণ শ্লোক-  
 বর্ণিত সাক্ষিচিন্তনের  
 দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্টীকরণ।

মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে।

ক্ষমাপন্নমিবাশ্রয়ানং সাক্ষিগৎ শরণং গতঃ ॥ ২৩৬

অনয়—মিথ্যাভিযোগদোষস্য প্রায়শ্চিত্তত্বসিদ্ধয়ে আশ্রয়ানম্ ক্ষমাপন্ন ইব সাক্ষিগম্  
 শরণং গতঃ, ( অথবা সাক্ষিগম্ আশ্রয়ানম্ শরণং গতঃ )।

অনুবাদ—মিথ্যাপবাদরূপ অপরাধের প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিবার জ্ঞান, (চিদাভাস)



আপনাকে ( সাক্ষিচৈতন্যের দ্বারা ) ক্ষমা করাইবার জন্ত সেই সাক্ষিচৈতন্যের শরণাপন্ন হয়, অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপ আত্মার শরণাপন্ন হয় ।

টীকা—যেমন জনসমাজে “মিথ্যাভিযোগে প্রায়শ্চিত্তসিদ্ধয়ে”—যিনি মিথ্যাপবাদ রটনা করেন, তিনি সেই দোষের জন্ত প্রায়শ্চিত্তস্থগ্ঠান করিবার উদ্দেশে মিথ্যাপবাদাপহৃত ব্যক্তিব্যবস্থা পুনঃ পুনঃ আপনার ক্ষমা করান, সেইরূপ চিদাভাসও অসঙ্গ সাক্ষী আত্মার ভৌতৃত্বাদি আরোপরূপ মিথ্যাপবাদদোষের জন্ত, — “আত্মানম্ ক্ষমাপন্ন ইব সাক্ষিনম্ শরণাগতঃ”— আপনাকে ক্ষমা করাইবার জন্ত সাক্ষীর শরণাগত হয়, অথবা সাক্ষিরূপ আত্মার শরণাগত হয় । ২০

সেই সাক্ষীকে সদা চিন্তা করিবার বিষয়ে অস্ত দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(খ) অস্ত দৃষ্টান্ত ।  
**আবৃত্তপাপমুক্ত্যর্থং স্নানাত্যাবর্ত্যতে যথা ।**  
**আবর্তয়ন্তি বধ্যানং সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ॥ ২৩৭**

অর্থ—যথা আবৃত্তপাপমুক্ত্যর্থম্ স্নানাদি আবর্ত্যতে, ( তথা চিদাভাসঃ ) ধ্যানম্ আবর্তয়ন্তি ইব সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ( স্তাৎ ) ।

অনুবাদ—যেমন পুনঃ-পুনঃ-কৃত পাপের নাশের জন্ত লোকে পুনঃ পুনঃ স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত করে, সেইরূপ চিদাভাসরূপ জীব পুনঃ পুনঃ ধ্যান করিয়া যেন সাক্ষীর শরণাপন্ন হয় ।

টীকা—“যথা”—যেমন পাপকারী পুরুষ কর্তৃক, “আবৃত্তপাপমুক্ত্যর্থম্”—বার বার অন্তর্হিত পাপের নিবারণজন্ত, স্নানবহিত “স্নানাদি” আবর্ত্যতে—স্নানাদিরূপ প্রায়শ্চিত্ত পুনঃ পুনঃ অচিহ্ন হয়, সেইরূপ এই চিদাভাসও চিরদিন ধরিয়া সাক্ষীতে সংসারিত্বাদির আরোপণরূপ দোষের পরিহার জন্ত, “ধ্যানম্ আবর্তয়ন্তি ইব”—বার বার ধ্যানের অন্তর্ধানকারীর দ্বারা, “সদা সাক্ষিপরায়ণঃ ( স্তাৎ )” নিরন্তর সাক্ষীর শরণাগত হন । ২৩৭

এই প্রকারে দুইটি দৃষ্টান্ত দ্বারা চিদাভাসের সাক্ষিশরণাপন্নতা বর্ণন করিলেন ; একগে জ্ঞানী চিদাভাস আপনার কর্তৃত্বাদিশৃঙ্খলের প্রসিদ্ধি শুনিয়া যেরূপ লজ্জিত হন, তাহাই দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) জ্ঞানিচিদাভাসেব  
 নিজগুণপ্রসিদ্ধি শুনিয়া  
 লজ্জামূঢ়ত্বের বর্ণন,  
 সদৃষ্টান্ত ।

**উপস্থকুষ্ঠিনী বেষ্টা বিলাসেষু বিলজ্জতে ।**  
**জানতোহগ্রে তথাভাসঃ স্বপ্রথ্যাতৌ বিলজ্জতে ॥**

অর্থ—উপস্থকুষ্ঠিনী বেষ্টা স্বপ্রথ্যাতৌ জানতঃ অগ্রে বিলাসেষু বিলজ্জতে ; তথা আভাসঃ ( জানতঃ অগ্রে স্বপ্রথ্যাতৌ ) বিলজ্জতে । ২৩৮

অনুবাদ ও টীকা—যে বেষ্টা উপস্থ উপদংশরোগাক্রান্তা হইয়াছে, সে যেমন বিদিতনিজাবস্থা পুরুষের মুখে নিজরূপের প্রশংসা শুনিয়া, ( দেহের অব্যবহার্য্যতা স্বরণ করিয়া ) বিলাসে বিশেষরূপে লজ্জা পায়, সেইরূপ, চিদাভাসরূপ জীব,

চিদাভাসমিথ্যাশব্দ পুরুষের মুখে আপনার কর্তৃত্বাদির অথবা বিভাবৃদ্ধির প্রশংসা  
শুনিয়া, নিজের মিথ্যাশব্দেহতু অবাবহার্য্যাতা স্মরণ করিয়া প্রশংসা উপভোগ করিতে  
লজ্জা পায় ।\*

শরীরত্ৰয় হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত চিদাভাসেব, আবাব সেট তিন শবীরেব সহিত  
একতাপ্রাপ্তি হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঘ) বিচাবদ্বাবা দেহত্ৰয়-

পৃথক্কৃত চিদাভাসের

দেহত্ৰয়েব সহিত আবাব

একতাপ্রাপ্তি হয় না ;

দৃষ্টান্ত ।

গৃহীতো ব্রাহ্মণো য়েটচ্ছঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ ।

য়েটচ্ছঃ সঙ্কীৰ্য্যতে টেনব তথাভাসঃ শরীরটেকঃ ॥ ২৩৯

অর্থ—য়েটচ্ছঃ গৃহীতঃ ব্রাহ্মণঃ প্রায়শ্চিত্তং চরন্ পুনঃ য়েটচ্ছঃ, ন এব সঙ্কীৰ্য্যতে, তথা  
ভাসঃ শরীরটেকঃ ন সঙ্কীৰ্য্যতে । ( শরীরটেকঃ ইতি তুচ্ছার্থে কপ্রত্যয়ঃ । )

অনুবাদ ও টীকা—যেমন কোনও ব্রাহ্মণ য়েটচ্ছগণকর্তৃক বন্দী হইয়া  
( মুক্ত হইলে পর ) প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া আবাব য়েটচ্ছগণেব সহিত সম্মিলিত  
হন না, সেইরূপ চিদাভাসও শরীরত্ৰয়ের সহিত পার্থক্যামৃতব করিয়া সেট শরীরত্ৰয়ে  
আবাব আত্মাধাস করেন না ॥ ২৩৯

চিদাভাসের সাক্ষীর অনুসরণ ( অনুকরণ ) কেবল নিজাপরাধক্ষমাপনের জন্য নহে কিঞ্চিৎ আব  
এক মতং প্রয়োজনসিদ্ধির জন্য, ইহা দৃষ্টান্ত দ্বারা সিংহাবলোকন-জায়ে অর্থাৎ পণ্ডিতাক্ত পদক্ষেব  
পুনর্গ্রহণ করিয়া + বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) সাক্ষাব অনুকরণে

চিদাভাসেব মহীমাজ ;

দৃষ্টান্ত ।

যৌবরাজ্যে স্থিতো রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যাবত্ত্বয়া ।

রাজানুকারী ভবতি তথা সাক্ষানুকার্য্যম্ ॥ ২৪০

অর্থ—যৌবরাজ্যস্থিতঃ রাজপুত্রঃ সাম্রাজ্যাবত্ত্বয়া রাজানুকারী ভবতি, তথা "অ"  
সাক্ষানুকারী ।

\* গুচত বাহ—এই শ্লোকের তাৎপর্য্যেব ভাস এইরূপে দিয়াছেন :—ভাল, চিদাভাস যে-খান দ্বারা সাক্ষিপব্যণ  
হয়, সেখান কি আপনাব সহিত সাক্ষীর তাদাস্বাভাবনা অথবা তাহা, আপনার সহিত সকল দৃষ্ট পদার্থেব মিথ্যাহ  
পূর্ণ নিগদ করিয়া আপনাকে কেবল-ব্রহ্ম জ্ঞানিয়া অপবোধভাবে যে অশ্রুত একের অনুভব হয়, তাহাবই অনুসন্ধান ?  
একপ সমেহে অস্তাপক্ষই ধ্যানেব বিষয়, ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন,—উপস্থেতাাদি দ্বারা ।

† কোনও পদবধ করিবার পর সিংহের অগ্রপশ্চাৎ দৃষ্টিনিক্ষেপেব যে অভ্যাস, তাহা আমিষলোপু প্রতিদৃষ্টাব  
শাস্ত্রোক্তনিত পলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । তাবানাদ তর্কবাচস্পতি বলেন—যখন বাকগত কোন পদ পূর্ণগত অথবা আগামা  
কোনও শব্দেব সহিত অধিত থাকে তখন এই জায়ের অযোগে তাহাব অর্থ বৃথিতে হয় । বাচস্পতিমিশ্র, সাংগাতব  
কৌমুদী, ভাস্তী, জায়বাস্তিকতাংপথাটিকায় এই অর্থে উক্ত জায়েব বচ অযোগ করিয়াছেন । আচায্য পাতঞ্জল বলেন  
—সক্ষ নিয়া ভূমি উজ্জ্বল করিয়া, পরিত্যক্ত ভূমির দিকে দৃষ্টিপাত কবা সিংহের অভ্যাস । তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া এই  
'জা' উদ্ভাবিত হইয়াছে এবং যখন প্রসঙ্গাধীন বস্তুকে ছাড়িয়া অঙ্গ অর্থের বর্ণনা কবিবার পব পুনরার পসঙ্গাধীন বস্তু  
আলোচনা করা হয়, তখন এই জায়ের অযোগ হয় । এহলে চিদাভাস কর্তৃক সাক্ষীর অনুসরণের আলোচনা ছাড়িয়া দুই  
শ্লোকে অর্থাৎ বর্ণন করিয়া পুনরার সাক্ষীর অনুসরণকপ আলোচ্য অর্থের বর্ণন করায়, উক্ত জায়ের অযোগ বৃথিতে হইবে ।

অমুবাদ—যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত রাজপুত্র ( অর্থাৎ রাজার জীবদ্দশায় রাজকাৰ্য্য পরিচালনায় প্রাপ্তাধিকার পুত্র ) পিতার স্থলে সম্রাট হইবার আকাঙ্ক্ষায় পিতার অমুসরণ করে ; সেইরূপ চিদাভাস ব্রহ্মভাব পাইবার ইচ্ছায় সাক্ষী কূটস্থরূপ ব্রহ্মের অমুসরণ করিয়া থাকে ।

টীকা—“রাজামুক্যরী ভবতি”—অর্থাৎ রাজার ছায় প্রজারজনাদিগুণযুক্ত হয় । ২৪০

ভাল, যুবরাজ রাজার অমুসরণ করিলে, তাহার সাম্রাজ্যভরূপ ফল দেখা যায় । সাক্ষীর অমুসরণ করিলে চিদাভাসের ত’ সেইরূপ ফল দেখা যায় না । তাহা হইলে চিদাভাস কেন সাক্ষীর অমুসরণে প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(চ) চিদাভাসের সাক্ষীর **যো ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবত্যেব ইতি শ্রুতিম্ ।**  
অমুসরণ করিবার ফল । **শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ন চেতরং ॥ ২৪১**

অর্থ—“যঃ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি এব” ইতি শ্রুতিম্ শ্রুত্বা তদেকচিত্তঃ সন্ ব্রহ্ম বেত্তি ইত্যরং চ ন ।

অমুবাদ—যিনি ব্রহ্মকে অবগত হন, তিনি নিঃসন্দেহ ব্রহ্মই হইয়া যান, এই শ্রুতিবচন শুনিয়া, সেই একমাত্র ব্রহ্মবিষয়ে চিত্তার্পণ করিলে, ব্রহ্মকেই জানেন, অথ কিছুকেই নহে ।

টীকা—[ সঃ যঃ চ বৈ এতৎ পরমম্ ব্রহ্ম বেদ, ব্রহ্ম এব ভবতি, ন অস্ত্য অব্রহ্মবিৎ কুণে ভবতি, তরতি শোকম্, তরতি পাণ্ডানম্, গুহ্যগ্রহিতাঃ বিমুক্তাঃ অমৃতঃ ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩, ২৯ ] —“যিনিই সেই পরমব্রহ্ম, নিশ্চয়পূর্বক ও সাক্ষাৎভাবে অবগত হন, তিনি ব্রহ্মই হইয়া যান, তাঁহার গুহ্যাদিবংশে অথবা শিষ্যাদিবংশে কেহই ব্রহ্মজ্ঞানরহিত হন না ; তিনি শোক উত্তীর্ণ হন অর্থাৎ ইষ্টবস্তুবৈফল্যজনিত মানসিক সম্ভাপনরহিত হন ; ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ পাপ অতিক্রম করেন ; বুদ্ধিগত অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া মরণভাবরহিত মোক্ষলাভ করেন’, এই শ্রুতিবচনে ব্রহ্মভাবাদিরূপ ফল শুনা যায় । সেই ফললাভের ইচ্ছা করিয়া চিদাভাসের সাক্ষীর অমুসরণে প্রবৃত্ত হওয়া অযৌক্তিক নহে । ২৪১

ভাল, ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি হইলে চিদাভাসের চিদাভাসও বিনাশপ্রাপ্ত হইবে । তাহা হইলে চিদাভাস আপনার বিনাশের জন্ত কেন প্রবৃত্ত হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ছ) ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তির **দেবত্বকামা অগ্ন্যাগ্নৌ প্রবিশন্তি যথা তথা ।**  
জন্ত চিদাভাসের আত্ম- **সাক্ষিক্তেনাবশেষায় স্ববিনাশং স বাহুতি ॥ ২৪২**  
বিনাশেচ্ছা ; দৃষ্টান্ত ।

অর্থ—যথা দেবত্বকামাঃ হি অগ্ন্যাগ্নৌ প্রবিশন্তি তথা সাক্ষিক্তেন অবশেষায় সঃ স্ববিনাশং বাহুতি ।

অমুবাদ—যেমন দেবত্বের কামনা করিয়া লোকে অগ্নি প্রভৃতিতে প্রাণেশ করে (যেমন কুমারিলভট্ট করিয়াছিলেন বলিয়া “শঙ্করবিজয়” গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে), সেইরূপ সাক্ষিক্রমে অবশিষ্ট থাকিবার জন্ত চিদাভাস আপনার বিনাশ ইচ্ছা করেন।

টাকা—যেমন সংসারে লোকে দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী হইয়া ভূতপতন (পরিতের শৃঙ্গ হইতে “খড়ে” পতন) অবলম্বন করিয়া কিংবা অগ্নিপ্রবেশ করিয়া অথবা প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা সম্মিলন জলপ্রবেশ করিয়া স্ববিনাশসাধনে প্রবৃত্ত হয়, এই প্রকার সাক্ষিক্রমে অবস্থানে অধিক ফল আছে বলিয়া চিদাভাসরূপতার বিনাশের হেতু ব্রহ্মজ্ঞানে প্রবৃত্তি সম্ভব হয়। এখানে এইরূপ মনে হইতে পারে যে দেবত্বপ্রাপ্তির অভিলাষী, ভূতপতন, অগ্নিপ্রবেশ প্রভৃতির দ্বারা ফল দেহেরই বিনাশ ইচ্ছা করে; আপনার অর্থাৎ জীবত্বের বিনাশ ইচ্ছা করে না। এই হেতু অর্থাৎ প্রাপ্তিকামী জীব বিন্দুমান থাকে বলিয়া, তাহার দেবত্বের প্রাপ্তি সম্ভব হয়, কিন্তু চিদাভাস আপনাই বিনাশের দ্বারা ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তির ইচ্ছা করে; সে স্থলে প্রাপ্তকের অভাব হেতু ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি সম্ভব নহে। তথাপি ৪১১, ৪২৩, ৭৫ ইত্যাদি স্লোকে যে কুটস্থবিশিষ্ট বুদ্ধিগত প্রতিবিম্বরূপ চিদাভাসকেই জীব বলিয়া স্থচনা করা হইয়াছে, তাহারই ব্রহ্মোক্ত্যাদিতে অধিকার; এই হেতু ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা বুদ্ধিসহিত চিদাভাসের এবং তৎসহিত জীবত্বের বিনাশ হইলেও কুটস্থে ব্রহ্মত্বপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। আর কোথাও বিশেষণের ধর্মের ‘বিশিষ্ট’ বা বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হয় (যথা—“একতারং নভো দৃষ্টা, স্মর্য্যো নারদো মুনিঃ”; এখানে ‘নভঃ’ অদৃশ্য বলিয়া ‘একতারং দৃষ্টা’,—অর্থাৎ বিশেষ্যের বাধ্য হইল বলিয়া বিশেষণধর্মের ‘বিশিষ্ট’রূপে ব্যবহার হইল;) আর কোথাও বা বিশেষ্যের ধর্মের ‘বিশিষ্ট’রূপে ব্যবহার হয়—যথা ‘ঘটো নিত্যঃ’ এখানে ঘট নিত্য হইতে পারে না বলিয়া ঘটরূপ বিশেষ্যধর্মের বিশিষ্টরূপে ব্যবহার হইল। এইরূপ শাস্ত্রীয় নিয়ম আছে বলিয়া, তদনুসারে অন্তঃকরণ সহিত চিদাভাসরূপ বিশেষণের নাশে চিদাভাসমুক্তান্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের নাশ হইল, এইরূপ ব্যবহার হয় এবং কুটস্থরূপ বিশেষ্যের ব্রহ্মপ্রাপ্তির দ্বারা চিদাভাসমুক্তান্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীবের ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি হইল, এইরূপ ব্যবহার হয়। ৫৫/২; এখানে কোনও প্রকার অসম্ভাবনা নাই। ২৪২

৪। জ্ঞানিচিদাভাসের প্রারম্ভিক্য পর্য্যন্ত ব্যবহারের সম্ভাবনা।

ভাল, তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা যখন চিদাভাসত্ব নিবৃত্ত হইয়া যায় তখন সংসারে জ্ঞানগণের জীবরূপে ব্যবহার কি প্রকারে হইতে পারে?—এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন যে প্রারম্ভিক্যের ক্ষয় পর্য্যন্ত সেই চিদাভাসরূপতা সম্ভব:—

(ক) জ্ঞানীর প্রারম্ভিক্যে বাবৎ অদেহদাহং স নরত্বং নৈব মুঞ্চতি।

পর্য্যন্ত ব্যবহার সম্ভব।

তাবদারব্ধদেহং স্যাম্নাভাসত্ববিমোচনম্ ॥ ২৪৩

অর্থ—বাবৎ অদেহদাহং স: নরত্বং ন এব মুঞ্চতি, (তথা বাবৎ) আরব্ধদেহম্ ত্বং তাবৎ আভাসত্ববিমোচনম্ ন।

অমুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবিষ্ট পুরুষের যে পর্য্যন্ত না দেহ দগ্ধ হইয়া যায়, সেই

পর্যাস্ত মনুষ্যভাব তাহাকে পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ যে পর্যাস্ত প্রারককর্মাধীন দেহ বিद्यমান, সেই পর্যাস্ত চিদাভাসরূপতার নিবৃত্তি নাই।

টীকা—যেমন অগ্নি প্রভৃতিতে প্রবিষ্ট পুরুষের, দাহ প্রভৃতির দ্বারা যে পর্যাস্ত দেহের বিনাশ না হয়, সেই পর্যাস্ত, “সঃ নরক্ষম্ ন এব মুঞ্চতি”—সে নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা কিছুতেই পরিত্যাগ করে না অর্থাৎ তাহার দেহ নররূপে ব্যবহারযোগ্যতা হারায় না, এইরূপ প্রারক কর্মের ক্ষয়পর্যাস্ত জীবের চিদাভাসরূপে জীবত্বের ব্যবহার নিবৃত্ত হয় না, ইহাই অভিপ্রায়। ২৪৩

ভাল, জ্ঞানীর ভৌত্বাদিশাস্ত্রির উপাদান অজ্ঞান নিবৃত্ত হওয়ায়, পুনর্ব্বার অর্থাৎ জ্ঞান লাভের পরেও কেন ভোগের অন্তর্যুত্তি থাকে অর্থাৎ বাধিত হইয়া আবার জ্ঞানে? কেনই বা ‘আমি মনুষ্য’ এই প্রকাব বিপরীত প্রতীতি হয়?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহার সম্ভাবনা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীতে বাধিত-  
প্রপঞ্চের অন্তর্যুত্তি থাকে,  
দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

রজ্জুজ্ঞানেনহপি কম্পাদিঃ শটনরৈবোপশাম্যতি।  
পুনর্মন্দাক্ষকারে সা রজ্জুঃক্ষিপ্তোরগী ভবেৎ ॥২৪৪

অর্থ—রজ্জুজ্ঞানে অপি কম্পাদিঃ শটনৈঃ এব উপশাম্যতি; পুনঃ মন্দাক্ষকারে ক্ষিপ্তা সা রজ্জুঃ উরগী ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—( রজ্জুসর্প ভ্রমে ) যেমন রজ্জুর জ্ঞান হইলেও সর্পভয়জনিত কম্পাদি তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত না হইয়া অল্পে অল্পে নিবৃত্ত হয় এবং আবার মন্দাক্ষকারে নিক্ষিপ্ত হইলে সেই রজ্জু আবার ভুজগী হইয়া দাঁড়ায়,— ২৪৪

দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধ অর্থ দার্শনিকের যোজন্য করিতেছেন :—

এবমারক্ভোগোহপি শটনঃ শাম্যতি নো হঠাৎ ॥

ভোগকালে কদাচিত্ত্ব মর্ন্ত্যোহহমিতি ভাসতে ॥ ২৪৫

অর্থ—এবম্ আরক্ভোগঃ অপি শটনৈঃ শাম্যতি, হঠাৎ ন; ভোগকালে কদাচিত্ত্ব তু “অহম মর্ন্ত্যঃ” ইতি ভাসতে।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপ তত্ত্বজ্ঞান হইলেও প্রারক কর্মের ভোগ অল্পে অল্পে শাস্ত হয়, হঠাৎ নিবৃত্ত হয় না; পুনর্ব্বার ভোগকালে কখন কখন ‘আমি মনুষ্য’ এইরূপ ভান বা প্রতীতি হয়। ২৪৫

ভাল, “আমি মনুষ্য” এইরূপ বুদ্ধি আবার উদিত হইলে তদ্বারা ত’ তত্ত্বজ্ঞানের বাণী হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) বাধিতান্তর্যুত্তির  
দ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা  
হয় না।

নৈতাবতাপরাধেন তত্ত্বজ্ঞানং বিনশ্চতি।

জীবনুজ্জিৱতং নেনদং কিন্তু বস্তুস্থিতিঃ খলু ॥ ২৪৬

অদ্বয়—এভাবে তা অপরাধে তত্ত্বজ্ঞান ন বিনশতি : ইদম জীবমুক্তিবতম্ ন, কিন্তু বস্তুস্থিতি : থলু ।

অনুবাদ—‘আমি মনুষ্য’ এইরূপ প্রতীতি আবার হইলেও, এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না । ইহা জীবমুক্তির ব্রত নহে ( যে, আপনাতে একবার মনুষ্যবুদ্ধি হইলেই মৌনব্রতাদির স্থায় ব্রতভঙ্গ হইবে ), কিন্তু সমাজ্ঞান দ্বারা যে, ভ্রান্তির নিবৃত্তি হয়, তদ্বারা আত্মবস্তুর স্বরূপে স্থিতিমাত্র অথবা বাধিতরূপে দ্বৈতের প্রতীতি এবং অবাধিতরূপে অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ ব্যবস্থামাত্র ।

টীকা—কোনও সময়ে ‘আমি মানুষ’ এই প্রকার জ্ঞানের উদয়মাত্রেরে বৈদক্য পমাণ-জানত তত্ত্বজ্ঞান বাধাপ্রাপ্ত হয় না । ‘আমি মানুষ’ এই প্রকার জ্ঞানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান কেন বাধাপ্রাপ্ত হয় না ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“ইহা জীবমুক্তিব্রত নহে”—ইহা মনুষ্যত্ববুদ্ধির তিরোভাবকরণরূপ জীবমুক্তিব্রত অর্থাৎ নিয়মপূর্বক অন্তঃকরণে কৰ্ম্ম নহে, যাহাতে নিয়মভঙ্গে ফলাভাব হয়, কিন্তু সমাজ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তিজ্ঞানের যে নিবৃত্তি হয়—ইহা বস্তুস্বভাব । এত হেতু কোনও কালে মনুষ্যত্ববুদ্ধির উদয় হইলেও আবার ( অল্প ব্রহ্মাঙ্গ্যাকারী রূপিরূপ ) অল্প তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা, সেই মনুষ্যত্ববুদ্ধির বাধ কবা যাউতে পারে । ( অচ্যুতরায়রচিত টীকা )—“ভাল, এইরূপে যদি (জ্ঞানীর) কখন ভোগকালে অদ্বৈতবক্ষ্যাবিস্মৃতির বশে ‘আমি মানুষ’ এইরূপ জ্ঞান হয় এবং সেই মনুষ্যত্বপ্রতীতির বশে পাত্ৰমধ্যাকালিনিদ্রিষ্ট সফ্রাবল্লভাদি করিয়া ঈশ্বরপ্রীতি কিবা অসত্যভাষণ দ্বারা ঈশ্বরকোপ অর্জন করেন, তাহা হইলে সেই পুণ্য ও পাপের ফলে জ্ঞানীর ত’ সংসার সম্ভাবনা এবং তাঁহাব তত্ত্ব-জ্ঞান, উৎপন্ন হইলেও মোক্ষরূপ ফলের বিনাশ হেতু, বিনষ্ট হইয়া যাউবে । তাহা ত’ বাক্তি নহে ; এত শব্দার উত্তরে বলিতেছেন—“এতটুকু অপরাধে তত্ত্বজ্ঞানের বিনাশ হয় না” । ভাল এত ঐশ্বেই নিয়ে ১২৬ শ্লোকে উল্লিখিত হইয়াছে যে “তত্ত্ববিস্মৃতি মাত্রেরে অনর্থ ঘটে না, কিন্তু বিপদার্থহেতু অনর্থ ঘটে” । তাহা হইলে “আমি মনুষ্য” এইরূপ ‘বিপদার্থ’ ঘটিলে আবার সংসারপ্রবেশ ঘটিয়া জ্ঞানন-ত’ হইবেই” । (উত্তর) এইরূপ শব্দা হইতে পারে না । “বিপদার্থে ন কালোহস্তি ষটিটি স্মরণঃ ক’দাচিৎ”—অচিরেই স্মরণ হয় বলিয়া বিপদার্থ ঘটবার সময় থাকে না,—এইরূপে কথিতবাক্যপুঙ্খিকারক অংশের এবং ২৪৫ শ্লোকের “ভোগকালে কদাচিৎ মর্ন্তোহহমিতি ভাসতে”—কিন্তু ভোগকালে কখন কখন ‘আমি মনুষ্য’ এইরূপ জ্ঞান হয়—এই স্থলে ‘কদাচিৎ’ ( কখন কখন ) এই পদের, প্রতী দৃষ্টি না বাগিলেই উক্ত শব্দার সম্ভাবনা । অতএব “জীবমুক্তি ব্রত নহে” ইত্যাদি দ্বারা, বাধিত দ্বৈতপ্রতীতি এবং অবাধিত অদ্বৈতপ্রতীতিরূপ আত্মজ্ঞানের ব্যবস্থা ।” ইনি ‘স্থিতি’ শব্দে ‘ব্যবস্থা’ বুঝিয়াছেন, যাক্ষম বুঝিয়াছেন ‘স্বভাব’ ।

এস্থলে অভিপ্রায় এই—জীবাত্মা চত্রে অভিন্ন অধিষ্ঠানবাক্ষেব জ্ঞানদ্বারা অতঙ্কারাদি ভগদভ্রান্তি বাধ হয় ; যেমন রজ্জুর জ্ঞানদ্বারা সর্পাদিভ্রান্তির বাধ হয় । যেমন সর্পজ্ঞানজনিত ভংগকম্পাদি বিলম্বে নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ প্রারম্ভকর্ম্মজনিত ভোগ বিলম্বে অর্থাৎ প্রারম্ভকর্ম্মের ক্ষয় হইলেই নিবৃত্ত হয়, সাধনাজ্ঞানদ্বারা নিবৃত্ত হয় না । আবার যেমন মল্লককাথে নিক্ষিপ্ত রজ্জু পুনর্বার

সৰ্পৰূপে প্রতীত হয়, সেইরূপ ভোগকালে, ‘আমি মনুষ্য’—এইরূপ প্রতীতি কখন কখন বাধিতাহু-বৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। (‘বাহ’ শব্দে মিথ্যাঅনিশ্চয় বৃত্তিতে হইবে; মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত প্রপঞ্চের, সেই নিশ্চয়ের পরে প্রারব্ধকর্য পশ্যন্ত অবস্থানকে ‘বাধিতাহুবৃত্তি’ বলে।)

ধম্মর দ্বারা নিষ্কিপ্ত বাণের সহিত প্রারব্ধ কর্মের তুলনা করিলে, ধম্মতে ঘোজিত বাণকে ক্রিয়মাণ কর্ম বলিতে হয় এবং তুলীয়ে রক্ষিত বাণকে সঞ্চিত কর্ম বলিতে হয়। গাত্তিকে ব্যাঘ্র মনে করিয়া তাহার প্রতি নিষ্কিপ্তবাণকে যেমন ধম্মসংঘোজিত বাণের কিম্বা তুলীরক্ষিত বাণের বিনাশ দ্বাবাও ফিবান যায় না, তাহা আপন বেগের ক্ষয় না হওয়া পর্য্যন্ত চলিয়া নিবৃত্ত হয়, সেইরূপ জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানরূপ ধম্মর বিনাশে তৎসংঘোজিত বাণরূপ ক্রিয়মাণ কর্ম এবং তুলীরক্ষিত বাণরূপ সঞ্চিত কর্ম নিষ্ফল হইলেও, মুক্তবাণরূপ প্রারব্ধ কর্মের বেগরূপ কাণ্ডের অহুবৃত্তি চলিতে থাকে, অর্থাৎ উপাদানের বিনাশে তাহার কার্য ক্ষণান্তরে বিনষ্ট হয়। (৬৫৫ শ্লোকের চীকাও দ্রষ্টব্য)

এস্থলে এই আশঙ্কা উঠিতে পারে—ধম্মঃ বাণের বেগের নিমিত্তকারণ বলিয়া, ধম্মর নাশ হইলেও, নিষ্কিপ্ত বাণের বেগ থাকিতে পারে; যেমন ঘটের নিমিত্তকারণ কুন্তকাকারের বিনাশ হইলেও ঘট থাকিয়া যায়; কিন্তু অজ্ঞান, কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি ভ্রমরূপ কাণ্ডের উপাদান বলিয়া ‘অজ্ঞানের বিনাশে ভ্রমরূপ কাণ্ডের স্থিতি সম্ভব নহে, যেমন ঘটিকার বিনাশে ঘটের স্থিতি অসম্ভব।

এই আশঙ্কার সমাধান এইরূপে হইবে—অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপরূপ দুই অংশ জ্ঞান দ্বারা বাধিত হইয়া, প্রারব্ধ কর্মের বলে, প্রারব্ধ কর্মভোগের ক্ষয় পর্য্যন্ত, ভজিতধাত্তেব দ্বায় থাকিয়া যায়, তাহাকেই অজ্ঞানলেশ বলে। আবরণবিক্ষেপকারিণী মায় ‘অজ্ঞানের উপাদান বলিয়া, জাগ্রৎ-স্বপ্ন-ব্যবহারকালে স্বরূপবিশ্বতীরূপ এবং সুশুপ্তিপ্রভৃতি কালে নিদ্রাত্মক “আবরণ-” রূপ এবং ‘আমি অমুক কাণ্ডের কর্ত্তা’, ‘অমুক ভোগের ভোক্তা’, ‘আমি মনুষ্য’, ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি দেবিত্তেছি’ ইত্যাদি “বিক্ষেপ-”রূপ, কাণ্ডের অহুবৃত্তি চলিতে থাকে, কিন্তু ‘অজ্ঞান জ্ঞানবি-দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে বলিয়া, তাহা ভজিত ধাত্তবীজের দ্বায় অঙ্কুরোৎপাদনে অসমর্থ হইয়া যায় অর্থাৎ বর্তমান জন্মে জীবিত্বাদিপঞ্চভেদবুদ্ধির এবং জগতে পারমার্থিক সত্যতা-বুদ্ধির হেতু হয় না; কিম্বা প্রারব্ধভোগের অনন্তর অন্ত জন্মের হেতু হয় না—ইহাই কোন কোন আচার্য্যের মত।

অথবা অজ্ঞানের দুই শক্তি—(১) আবরণকারিণী এবং (২) দেহাদিপ্রপঞ্চ ও তাহার জ্ঞানরূপ-বিক্ষেপকারিণী। তন্মধ্যে আবরণকারিণী শক্তিবিশিষ্ট অংশ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়; বিক্ষেপ-কারিণীশক্তিবিশিষ্টাংশ প্রারব্ধরূপ প্রতিবন্ধের ক্ষয়পর্য্যন্ত ভজিত বীজের দ্বায় বাধিত হইয়া অবশিষ্ট থাকে। পশ্যপাদাচার্য্যের মতে তাহাই ‘অবিভ্যালেশ’। এইহেতু দর্পণজ্ঞানের পর তৎপ্রতিকলিত প্রতিবিম্বের মিথ্যা জ্ঞানের দ্বায়, তত্ত্বজ্ঞানের পর জ্ঞানীর দেহাদিবিক্ষেপের প্রতীতি হয়। তদ্বারা প্রারব্ধভোগ সিদ্ধ হয়। কোন কোন সময়ে ব্যবহারকালে ‘আমি মনুষ্য’, ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি বখির’ ইত্যাদিরূপ অশ্যাস বাধিতাহুবৃত্তিবশতঃ হইয়া থাকে। আর ‘আমি দেহ’ ‘আমি ইন্দ্রিয়’, বা ‘আমি অন্তঃকরণ’ ইত্যাদিরূপ অশ্যাস কখনই হয় না। আর আবরণকারিণী

শক্তিবিশিষ্ট অজ্ঞানাত্মের নাশহেতু, ‘আমি অজ্ঞানী’, ‘আমি কুটস্থ নহি’ অথবা ‘কুটস্থের প্রতীতি হইতেছে না’ এই প্রকারের আবরণ তত্ত্বজ্ঞানীর হয় না, এবং ব্যবহারকালে যে কখন কখন স্বরূপের বিস্তৃতি হয়, তাহা আবরণরূপ নহে, কিন্তু অনাত্মাকার্য্য বৃত্তির দ্বারা আত্মাকার্য্য বৃত্তির তিরোধান মাত্র; যেহেতু নিয়ম রহিয়াছে—ভিন্নবিষয়রূপ অধিকরণবিশিষ্ট দুইজ্ঞান বিশেষাকারে একইকালে থাকিতে পারে না, যেমন ঘণ্টার বিশেষজ্ঞান থাকিতে পটের বিশেষজ্ঞান সম্ভব নহে; সেই প্রকার যখন অনাত্মাকার্য্য বৃত্তি হয় তখন ব্রহ্মাকার্য্য বৃত্তি হয় না, কিন্তু তাহার তিরোধান হয়, আবরণ হয় না; আর সূক্ষ্মপ্রভৃতি স্থলে বিদ্যমান যে আবরণ তাহাকে ‘তুলাজ্ঞান’ (উপাধাবচ্ছিন্নচৈতন্যচ্ছাদক অজ্ঞান) বলিয়া নির্দেশ করা বাইতে পারে অর্থাৎ তাহার নাশের নিমিত্ত ব্রহ্মজ্ঞানের অপেক্ষা নাই; কেননা তাহা মূলজ্ঞান নহে। তাহা প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট বলিয়া, আবৃত্ত বস্তুর জ্ঞান দ্বারাষ্ট, তাহার বিনাশ হয়; ইহাষ্ট ‘পঞ্চপাদিকা’-কার পদপাদ্যার্থ্যের প্রদর্শিত উপায়ে সমাধান। এই প্রকারে জ্ঞানোত্তরকালে জ্ঞানীভোগের অনুরক্তি এবং ভোগকালে ‘আমি মনুষ্য’ ইত্যাদিরূপ বিপরীত প্রতীতি, সম্ভব হয়। ২৪৬

ভাল, রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদিমের স্থলে বিপরীতজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলেও তাহার কাঁথ্যে অর্থাৎ কল্পাদির অনুরক্তি বা কারণনাশের পরেও স্থিতি, হয় বটে, কিন্তু (৩৩ শ্লোকোক্ত) সাত অবস্থার বর্ণনাপ্রসঙ্গে বর্ণিত দশম পুরুষেব দৃষ্টান্তে, “তুমিই সেই দশম পুরুষ” এই বাক্যেব বিচারকনিত জ্ঞান দ্বারা ভ্রান্তির নিবৃত্তি হইলে, সেই ভ্রান্তিব কাঁথ্যের অনুরক্তি ত’ দেখা যায় না। এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(য) দশমপুরুষাবিচ্ছাবে দশমোহপি শিরস্তাড়ং রুদন্ বুদ্ধা ন রোদতি।

বাধিতানুরক্তি।

শিরোরব্রণস্ত মাসেন শটনঃ শাম্যতি নো তদা ॥ ২৪৭

অর্থ—দশমঃ অপি শিরস্তাড়ং (গমূলপ্রত্যাস্ত) রুদন্ বুদ্ধা ন রোদতি। শিরোরব্রণম্ তু শটনৈঃ মাসেন শাম্যতি, তদা নো।

অনুবাদ—দশম পুরুষও শিরে আঘাত করিয়া রোদন করিতে করিতে, “তুমিই সেই দশমপুরুষ”—এই তত্ত্ব জানিয়াই রোদনে নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু তাহার শিরস্তাড়নজনিত ক্ষত অল্পে অল্পে এক মাসে আরোগ্যলাভ করে; তৎকালেই আরোগ্যলাভ করে না।

টীকা—আমিই সেই দশম পুরুষ, এই জ্ঞানের উদয় হইবামাত্রই শিরস্তাড়নসহ রোদনে নিবৃত্ত হয়, আর সেই তাড়নের কাঁথ্যে যে শিরঃক্ষত, তাহা পরেও থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ। ২৪৭

ভাল, জ্ঞানলাভের পরেও যদি সংসারের অনুরক্তি রহিল, তাহা হইলে জীবমুক্তি হইতে কি প্রকারে পুরুষার্থসিদ্ধি হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া ব্যাখ্যাইতেছেন—যে জীবমুক্তি সংসারত্বেকে আচ্ছাদন করিয়া যে হর্ষ উৎপাদন করে, তাহাতেই জীবমুক্তির পুরুষার্থতা :—



(৬) জীবমুক্তিলাভে দশমামৃতিলাভেন জাতো হর্ষো ব্রণব্যথাম্ ।  
 প্রারব্ধঃখের তিরোধানঃ তিরোধন্তে মুক্তিলাভস্তথা প্রারব্ধঃখিতাম্ ॥ ২৪৮

অর্থ—দশমামৃতিলাভেন জাতঃ হর্ষঃ ব্রণব্যথাম্ তিরোধন্তে তথা মুক্তিলাভঃ প্রারব্ধঃখিতাম্ ( তিরোধন্তে ) ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন, দশম পুরুষ মরে নাই—এই জ্ঞান লাভ করিয়া যে হর্ষ উৎপন্ন হইল, তাহা শিরঃক্ষতজনিত পীড়াকে ঢাকিয়া ফেলিল, সেইরূপ জীবমুক্তিলাভ প্রারব্ধজনিত দুঃখকে ঢাকিয়া ফেলে অর্থাৎ দুঃখ থাকিলেও হর্ষের আধিক্যে তাহা অননুভূতপ্রায় হইয়া যায় । ২৪৮

২৪৬তম শ্লোকে বলা হইয়াছে—ইহা অর্থাৎ আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধি না করা, জীবমুক্তির ব্রত নহে । তাহা যে ব্রত নহে, তাহাতে কি সিদ্ধ হইল ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(৭) অধ্যাসনিবৃত্তির জ্ঞাতব্রতাভাবাদাধ্যাসস্তদা ভূয়ো বিবিচ্যতাম্ ।  
 বার বার বিচার কর্তব্য, রসসেবী দিনে ভুংক্তে ভূয়ো ভূয়ো যথা তথা ॥ ২৪৯

অর্থ—ব্রতাভাবাৎ যদা অধ্যাসঃ তদা ভুয়ঃ বিবিচ্যতাম্ ; যথা রসসেবী দিনে ভুয়ঃ ভুয়ঃ ভুংক্তে, তথা ।

অনুবাদ যে হেতু আত্মায় মনুষ্যবুদ্ধির অকরণ—এইরূপ কোন ব্রত ( অদৃষ্টোপাদক অনুষ্ঠান ) জীবমুক্তি নহে, সেই হেতু যখনই ‘আমি দেহ,’ ‘আমি মনুষ্য’ এইরূপ অধ্যাস ( প্রারব্ধবশে ) উপস্থিত হইবে, তখনই আবার বিচারে প্রবৃত্ত হইবে ; যেমন স্বর্ণপর্পটী প্রভৃতি পারদঘটিত ঔষধসেবী একইদিনে ক্ষুধারূপ ( দৃষ্টে- ) দুঃখনিবৃত্তির জ্ঞাত বার বার ভোজন করে, ( সেইরূপ ) ।

টীকা—“যথা রসসেবী”—যেমন রসসেবী রোগী মানব, “দিনে”—একই দিনে, ক্ষুধারূপ দৃষ্টদুঃখনিবৃত্তির জ্ঞাত বার বার অর্থাৎ ক্ষুধা পাইলেই ভোজন করে, সেইরূপ অধ্যাসনিবৃত্তির জ্ঞাত জ্ঞানীর বার বার, দেহাদি হঠাতে আপনাতঃ ভেদজ্ঞানরূপ বিচার করা কর্তব্য । যেমন তণ্ডুলাদির দ্বারা নিষ্পন্ন “অয়ের” কথা ভক্ষণ করিলে একাদশী ব্রত ভঙ্গ হয়, সেইরূপ ‘আমি মনুষ্য,’ ইত্যাদিরূপ অধ্যাস হইলেই যে জীবমুক্তিভঙ্গ হইবে, জীবমুক্তি এইরূপ ব্রত নহে । তথাপি “রসসেবী”—পারদাদিঘটিত ঔষধ সেবী, যেমন দৃষ্টদুঃখরূপ ক্ষুধার নিবৃত্তির জ্ঞাত বার বার ভোজন করিয়া থাকে, সেইরূপ জ্ঞানীও অধ্যাসজনিত দৃষ্টদুঃখরূপ বিক্ষেপের নিবৃত্তির জ্ঞাত বার বার ব্রহ্মবিচার করিবেন । এতলে গুঢ়াতিপ্রায় এই—অগ্রে ( ধ্যানদীপ ৭।৩৯ শ্লোকে ), ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান এই তিন প্রকার প্রতিবন্ধকের কথা বলিবেন ; তাহারাই জ্ঞানের উৎপত্তিবিশেষ প্রতিবন্ধক । সংশয় ও বিপর্যয় বা বিপরীত ভাবনা, জ্ঞানের উৎপত্তিবিশেষ প্রতিবন্ধক নহে কিন্তু তদন্তরে পিতামাতার সেবায় অক্ষম রোগী পুত্রের রোগের দ্বায়, জ্ঞানফলে বা সাকল্যমণ্ডিত দৃঢ়

জ্ঞানে প্রতিবন্ধক ; আর জ্ঞানোৎপত্তির পরে প্রারব্ধকৰ্ম পৰ্য্যন্ত অবশিষ্ট অবিভাব বিক্ষেপোৎপাদিকা শক্তিজনিত যে অধ্যাসরূপ বিক্ষেপ, তাহা জ্ঞানের ফল জীবমুক্তি ও বিবেকমুক্তির প্রতিবন্ধক নহে, কিন্তু জীবমুক্তির যে অনন্তলভ্য আনন্দ তাহারই প্রতিবন্ধক । এই হেতু, অধ্যাসকরণে বিরতি ব্রতরূপ নহে বলিয়াও, জীবমুক্তি ভিন্ন অন্ত্র অন্ত্র আনন্দের জন্য বাব বাব ব্রহ্মবিচার কর্তব্য । ২৪৯

ভাল, প্রারব্ধ কৰ্মের ফল যদি জ্ঞান দ্বারা নিবৃত্ত না হয়, তবে কিসে তাহার নিবৃত্তি হইবে ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন— প্রারব্ধ কৰ্মের ফল ভোগদ্বাবাই নিবৃত্ত হইবে, যেমন শিরস্তাণ্ডজনিত ব্রণ ঔষধ দ্বারা নিবৃত্ত হয় :—

(৬) ভোগ দ্বাবা প্রারব্ধকৰ্ম শমস্বভোগ্যেণ দশমঃ স্তব্ধং ব্রণং যথা ।

নিবৃত্তি : দৃষ্টান্ত । ভোগেন শমস্বভোগ্যেণ প্রারব্ধকৰ্ম মুচ্যতে তথা ॥ ২৫০

অর্থ—যথা অয়ম্ দশমঃ ঔষধেন স্বম্ ব্রণম্ শময়তি, তথা ভোগেন এতৎ প্রারব্ধকৰ্ম শময়িত্বা মুচ্যতে ।

অনুবাদ—যেমন এই দশমপুরুষ ঔষধ দ্বারা শিরস্তাণ্ডজনিত ক্ষতের আরোগ্য সম্পাদন করেন, সেইরূপ ভোগদ্বারা এই প্রারব্ধ কৰ্মের নিবৃত্তি করিয়া জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হন ।

টীকা—দশম পুরুষের শিরস্তাণ্ডরূপ নিমিত্ত-জনিত ক্ষতের সদৃশ ( স্থানীয় )—প্রারব্ধকৰ্ম-নিমিত্ত জনিত শরীর । যেমন মহলম, পটী ও প্রক্ষালন জলদ্বারা ক্ষতের নিবৃত্তি, সেইরূপ অন্ন, বস ও পানীয়দ্বারা প্রারব্ধকৰ্মিত শরীরের নীকীহদ্বারা জ্ঞানীর বিদেহমুক্তি । ২৫০

এই অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে যে প্রতিবচন উদ্ধৃত হইয়াছে—পুরুষ অগাৎ জীব যদি বুঝিতে পারে যে আমি হইতেছি এতৎস্বরূপ অর্থাৎ সৰ্বসংসারদৃষ্টান্তীত পবমান্বয়রূপ, তাহা হইলে, সেই পুরুষ কিসেব ইচ্ছায় বা কিসের কামনায় ( কোন্ প্রয়োজনে ) শরীরের সঙ্গে সঙ্গে জব ( অগাৎ দুঃখ ) অনুভব করিবেন ?—এই প্রতিবচনে অপরোক্ষ জ্ঞান ও শোকনিবৃত্তি নানা যে জীবগত দুই অবস্থা কথিত হইয়াছে, তাহা এই অধ্যায়ের ৪৮ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । এক্ষণে সেই অবস্থাদ্বয়ের উল্লেখদ্বারা স্মৃতি—জীবের যে সপ্তমী বা তৃপ্তিরূপাবস্থা, তাহাই অতীতার্গের অনুবাদপূর্বক ২৫২ হইতে ২৬৮ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণন করিবার প্রাবল্ল্য কহিতেছেন :—

(৭) ১৩৬—১৯১ শ্লোক-

বর্ণিত শ্লোকের নিবৃত্তি ।

“তৃপ্তি” বর্ণনা

কিমিচ্ছন্নতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষ উদীরিতঃ ।

আভাসস্য হবটম্ভাষা যষ্টী তৃপ্তিস্ত সপ্তমী ॥ ২৫১

অর্থ—কিমিচ্ছন্ ইতি বাক্যোক্তঃ শোকমোক্ষঃ উদীরিতঃ ; এষা আভাসস্য যষ্টী অবস্থা, চপ্তিঃ চি তু সপ্তমী ( অবস্থা ) ।

অনুবাদ—“কিমিচ্ছন্”—কিসের ইচ্ছা করিয়া, ইত্যাদি প্রতিবাক্যে, শোক হইতে মুক্তি কথিত হইয়াছে । এই শোকনিবৃত্তি চিদাভাসের যষ্টী অবস্থা ; তাহার সপ্তমী অবস্থা তৃপ্তি এক্ষণে বর্ণিত হইতেছে ।

টীকা—প্রথম শ্লোকোক্ত “কিসের ইচ্ছা করিয়া”—ইত্যাদি অর্থের প্রতিবচনের উত্তরাদ্বারা কথিত যে শোকনাশ, তাহা এই পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১২৬ হইতে ২৫১ পর্য্যন্ত শ্লোকসমূহদ্বারা কথিত হইয়াছে। ৩৩ সংখ্যক শ্লোকে অজ্ঞান, আবরণ, বিক্ষেপ, পরোক্ষজ্ঞান, অপরোক্ষজ্ঞান, শোকনিবৃত্তি ও নিরঙ্কুশ তৃপ্তি—জীবের এই সাত অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শোকনিবৃত্তি ষষ্ঠাবস্থা; ইহাই কহিতেছেন—“এই শোকনিবৃত্তি ইত্যাদি”। এস্থলে ‘তৃপ্তি’ সপ্তমী অবস্থা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে—এইরূপে বাক্যশেষ করিতে হইবে। ২৫১

জ্ঞানী চিদাভাসের নিরঙ্কুশতৃপ্তি নামক সপ্তমী অবস্থা।

১! প্রতিযোগিসমূহের স্মরণপূর্ব্বক জ্ঞানীর কর্তব্যাব্যাহারকৃতকৃত্যতা।

অপরোক্ষজ্ঞানজনিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতার, কর্তব্যাবশেষ ও প্রাপ্ত্যবশেষরূপ ব্যাখ্যাত প্রদর্শনপূর্ব্বক, প্রতিপাদনের প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(ক) প্রতিযোগিপ্রদর্শন

দ্বাবা, অপরোক্ষজ্ঞান-

জনিত তৃপ্তিব

নিরঙ্কুশতাপ্রতিপাদন।

সাক্ষুশাবিসেষত্বতৃপ্তিরিষং তৃপ্তিনিরঙ্কুশা।

কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব তৃপ্যতি ॥ ২৫২

অন্বয়—বিষয়ে: তৃপ্তি: সাক্ষুশা, ইয়ং তৃপ্তি: নিরঙ্কুশা। কৃত্যং কৃতম্, প্রাপনীয়ং প্রাপ্তম্ ইতি এব তৃপ্যতি।

অনুবাদ—বিষয়ভোগদ্বারা যে তৃপ্তি, তাহা সাক্ষুশা—তাহার ব্যাঘাত বিহীন, কিন্তু সপ্তমী অবস্থারূপ তৃপ্তি নিরঙ্কুশা অর্থাৎ ইহার কামনাস্তর দ্বাবা কুষ্ঠিত হইবার সম্ভাবনা নাই। যাহা করণীয় ছিল তাহা করা হইয়াছে, যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহার প্রাপ্তি হইয়াছে, এই হেতু জ্ঞানী তৃপ্তি বা হর্ষ লাভ করেন।

টীকা—“সাক্ষুশতৃপ্তি:”—কোন বিষয়ের লাভজনিততৃপ্তি অস্ত্র বিষয়ের কামনাদ্বারা কুষ্ঠিত অর্থাৎ ব্যাহত হইলে, তাহা সাক্ষুশা। আর অপরোক্ষজ্ঞানজনিততৃপ্তি বিষয়ান্তরের কামনাদ্বারা কুষ্ঠিত হয় না বলিয়া তাহার নিরঙ্কুশতা। তাহাই প্রদর্শন করিতেছেন—“যাহা করণীয় ছিল”, ইত্যাদি দ্বারা। ২৫২

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা বুঝাইতেছেন :—

(খ) কৃতকৃত্যতা প্রতি-  
পাদন।

ঐহিকামুস্মিকব্রাতসিদ্ধো যুক্তেশ্চ সিদ্ধয়ে।

বহুকৃত্যং পুরান্মাভূৎ তৎসর্ব্বমধুনা কৃতম্ ॥ ২৫৩

অন্বয়—অস্ত্র পূর্বা ঐহিকামুস্মিক ব্রাতসিদ্ধৌ যুক্তে: সিদ্ধয়ে চ বহুকৃত্যম্ অকৃত্যং, তৎসর্ব্বম্ অধুনা কৃতম্।

অনুবাদ—পূর্ব্বক অজ্ঞানাবস্থায় এই জ্ঞানীর ঐহিকসুখভোগসমূহের জ্ঞান, পারলৌকিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জ্ঞান, আর মুক্তির সিদ্ধির জ্ঞান, অনেক কর্তব্য ছিল। সেই সকল কর্তব্য এখন অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ে, (সাধ্যবস্তুর অভাবে) কৃতের অর্থাৎ সম্পাদিতের শ্রায়ই হইয়া গিয়াছে।

টীকা—“অন্ত”—এই জ্ঞানীর, “পুরা”—তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে, ইহলোকের বাহ্যিক বিষয়ের প্রাপ্তি ও প্রতিকূল বিষয়ের নিবৃত্তির জন্ত কৃষিবাণিজ্যাদি, এবং শ্রমাদিচ্ছিন্ন জন্ত বাগোপাসনাদি এবং মোক্ষের সাধন জ্ঞানের সিদ্ধির জন্ত, শ্রবণমননাদি এইরূপ যে অনেক প্রকার কৰ্ত্তব্য ছিল, এক্ষণে জ্ঞানাবস্থায় সেই সংসারসম্বন্ধীয় ফলের ইচ্ছা নাই বলিয়া এবং ব্রহ্মানন্দ সাক্ষাত্কার সিদ্ধ হইয়া গিয়াছে বলিয়া, সেই কৃষি, বাণিজ্য, শ্রবণমননাদি সকল কৰ্ত্তব্য, পালিতেব বা নিষ্পাদিতের আয় হইয়া গিয়াছে, কেননা, ইহার পব আর কিছুই অহুষ্ঠেয় নাই, ইহাই অর্থ। ২৫৩

এই প্রকারে জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা প্রদর্শন করিয়া, সেই কৃতকৃত্যতার ফলস্বরূপ তৃপ্তি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(প্রা) প্রতিযোগিস্বরূপ- তদেতৎকৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপূরঃসরম্ ।  
পূৰ্ণং জ্ঞানীৰ তৃপ্তিলাভঃ । অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥২৫৪

অন্বয়—অয়ম্ তৎ এতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রতিযোগিপূরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব নিত্যশঃ এবম্ তৃপ্যতি ।

অনুবাদ—এই জ্ঞানী পূর্বোক্তাধিকৃত সেই এই ( অর্থাৎ এখানে বিস্তৃতভাবে বর্ণিতব্য ) কৃতকৃত্যতা প্রতিযোগীর অনুসন্ধানপূর্বক অর্থাৎ অকৃতকৃত্যতাবস্থার সহিত তুলনায় আলোচনা করিয়া, এইপ্রকার নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তি অহুত্বব করিয়া থাকেন ।

টীকা—এই জ্ঞানী, সেই কৃতকৃত্যতা “প্রতিযোগিপূরঃসরম্ অনুসন্দধৎ”—কৰ্ত্তব্যভাবের প্রতিযোগীর স্বরূপপূর্বক অর্থাৎ অতীত কৰ্ত্তব্যনিপীড়িতাবস্থার কথা মনে করিলে যে রূপ হয় সেইরূপে; অর্থাৎ ( ২৫২-২৯৮ ) এই৪৫টি শ্লোকে বর্ণিত তৃপ্তি সর্বদা অহুত্বব করিতে থাকেন । ২৫৪

সেই ‘কৰ্ত্তব্য’রূপ প্রতিযোগীর স্বরূপপূর্বক কৃতকৃত্যতার অনুসন্ধান, “দুঃখিনোহজ্ঞাঃ” ইত্যাদি শ্লোকের পূর্ব পর্যন্ত অর্থাৎ ২৫৫ হইতে ২৯১ শ্লোকসমূহে—ঐহিক সুখার্ণিগণের জ্ঞানীর স্বকীয় বিলক্ষণতা সর্বিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(প্রা) প্রতিযোগিস্বরূপে,

ঐহিকসুখার্থী হইতে

জ্ঞানীর বিলক্ষণতার,

অনুভব ।

দুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামং পুজাত্তপোক্ষয়া ।

পরমানন্দপূর্ণোহহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ২৫৫

অন্বয়—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ পুজাত্তপোক্ষয়া কামম্ সংসবন্তু । পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি ?

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানহীন দুঃখিগণ যথেষ্টপ্রকারে ( সুখবৃদ্ধি করিয়া ) পুজাদির কামনায় ঐহিক বাবহারে প্রবৃত্ত হইক । আমি পরমানন্দপূর্ণ হইয়াছি ; কিসের কামনায় সেইরূপ লোকবাবহারে প্রবৃত্ত হইব ? ২৫৫

স্বর্গাদি লাভের জন্ত কৰ্ম্মাহুষ্ঠাত্বগণ হইতে জ্ঞানী আপনার বিলক্ষণতার বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) পারলৌকিক মুখার্ণি  
হইতে জ্ঞানীৰ স্বকীয়  
বিলম্বতাপ্রবণ ।

অনুতিষ্ঠন্তু কৰ্ম্মাণি পরলোকধিযাসবঃ ।

সৰ্বলোকাত্মকঃ কৰ্ম্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ২৫৬

অর্থ—পরলোকধিযাসবঃ কৰ্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু ; সৰ্বলোকাত্মকঃ কৰ্ম্মাৎ কিং কথম্  
অনুতিষ্ঠামি ?

অনুবাদ—যাহারা পরলোকে যাইতে ইচ্ছা করে, তাহারা কৰ্ম্মানুষ্ঠান করুক,  
সৰ্বলোকস্বরূপ আমি কি হেতু, কোন কৰ্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব ?

টীকা—যে জ্ঞানলাভ করে নাই তাহার বর্ণাশ্রমের অভিমান, কর্তৃদ্বাধাসপ্রভৃতি করণ,  
যজ্ঞাদি কৰ্ম্ম, স্বর্গাদি কাম্যফল, সকলই বিজ্ঞমান বলিয়া তাহার কৰ্ম্মানুষ্ঠানযোগ্যতা আছে।  
আর আমার ( জ্ঞানীর ) সাধন, কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল, জ্ঞানদ্বারা বাধিত হওয়ায় কৰ্ম্মানুষ্ঠানের যোগ্যতা  
নাই। এই হেতু এবং দেহ হইতে ভিন্ন অকর্ত্তা বলিয়া সাধনাভাবে এবং দেহাদিক্রপ ভগ্ন  
বাধিত হওয়ায় সামগ্রীসহিত কৰ্ম্মের অভাবে এবং সৰ্বলোকাত্মক হইয়াছি বলিয়া কৰ্ম্মফলের  
অভাবে, আমি কি প্রকারে অনুষ্ঠান করি ? কোন প্রকারেই পারি না। ২৫৬

ভাল, জ্ঞানীর নিজের জন্ত প্রবৃত্তি না থাকিলেও, পরের জন্ত অর্থাৎ লোকসংগ্রহার্থে  
প্রবৃত্তি কেন হইবে না ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—আমার, শব্দবাদি  
আচার্য্যগণের দ্বায় অধিকার নাই বলিয়া, সেই পরার্থপ্রবৃত্তিও নাই :—

(চ) অধিকারিভাবে  
জ্ঞানীর পরার্থপ্রবৃত্তিও  
নাই।

ব্যচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা ।

ষেহত্ৰাধিকারিণো মে ভূ নাধিকারোহক্রিয়ত্বতঃ ॥

অর্থ—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচক্ষতাং, বা বেদান্ অধ্যাপয়ন্তু ; মে তু  
অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন। ২৫৭

অনুবাদ—যাহারা আচার্য্য হইয়া পরার্থসাধনে অধিকারী হইবেন তাহারা  
শাস্ত্রব্যাখ্যা করুন বা বেদসমূহের অধ্যাপনা করুন, কিন্তু আমি অক্রিয় বলিয়া আমার  
পরার্থপ্রবৃত্তিতেও অধিকার নাই।

টীকা—( অচ্যুত রায় )—বস্তুতঃ পরোপকারও পুণ্যের কারণ বলিয়া, তাহাও “স্বার্থ”—ইহা  
ধ্বনিত হইতেছে। ২৫৭

ভাল, আপনি ত’ জ্ঞানী হইয়া নিজদেহপোষণের জন্ত ভিক্ষাহরণাদি করিয়া থাকেন,  
পরলোকের জন্ত জ্ঞানাদি করিয়া থাকেন, দেখা যায়। এই হেতু আপনার অক্রিয়তা অসিদ্ধ।  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—ভিক্ষানাদিও আপন দৃষ্টিতে নাই কিন্তু  
অন্য লোকে জ্ঞানীর ভিক্ষানাদির কলনা করিয়া থাকে :—

(ছ) জ্ঞানী নিজদৃষ্টিতে  
অক্রিয়।

নিজাভিক্ষে জ্ঞানশৌচে নেচ্ছামি ন কৰোমি চ ।

ত্ৰুষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মেম্ভাদন্যকল্পনাৎ ॥ ২৫৮

অবয়—নিজাভিক্ষে স্নানশৌচে ন ইচ্ছামি ন কবোমি চ ; দ্রষ্টারঃ কল্পয়ন্তি চেৎ, অল্প-  
কল্পনাৎ মে কিম্ শ্রাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—নিজা, ভিক্ষা, স্নান, শৌচ এই সকল ক্রিয়া চিদাভাসরূপ  
আমার বাঞ্ছিত নহে এবং আমি তাহার অনুষ্ঠানও করি না ; দ্রষ্টৃগণ যদি আমাতে  
তাহার কল্পনা করে, তাহা হইলে অল্প পুরুষের সেইরূপ কল্পনা হইতে আমার  
কি ক্ষতি হইবে ? ২৫৮

অনুকৃত কল্পনার দ্বারাও ক্ষতি হয়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া দৃষ্টান্ত দিয়া  
বলিতেছেন, সেইরূপ কল্পনায় ক্ষতি নাই :—

(জ) অজ্ঞানীব কল্পনায় গুণ্যাপুঞ্জাদি দদ্যেত নান্যারোপিতবহিনা ।

জ্ঞানীব ক্ষতি নাই । ২৫৯ নান্যারোপিতসংসারধর্ম্মানেনবয়হং ভজে ॥ ২৫৯

অবয়—গুণ্যাপুঞ্জাদি অ্যারোপিতবহিনা ন দদ্যেত । এবম্ অ্যারোপিতসংসারধর্ম্মান  
অহম্ ন ভজে ।

অনুবাদ ও টীকা—কুঁচফলের রাশিতে রক্তবর্ণ দেখিয়া ( শীতার্জ বানরের হ্যায় )  
তাহাতে অগ্নি কল্পনা করিলে, তাহা দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না ; সেইরূপ অ্যে  
আমাতে সংসার ধর্ম্মের আরোপ করিলে, আমি তদ্বারা তদ্ব্যভাক্ অর্থাৎ সংসারী  
হইব না । ২৫৯

ভাগ, আপনার অস্ত্র অর্থাৎ সাংসারিক ফলে ইচ্ছা নাই বলিয়া কর্ম্মানুষ্ঠান না হয় নাই  
করিলেন ; কিন্তু তত্ত্বসাক্ষাৎকারের জন্ত শ্রবণমননাদি যে কর্তব্য তাহা ত' আপনার আছে ।  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—অজ্ঞানাদি নাই বলিয়া আমার শ্রবণাদি-  
কর্তৃত্বও নাই :—

(চ) জ্ঞানীর শ্রবণমননে শৃণুজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জানন্ কস্ম্যাচ্ছৃণোমাহম্ ।

কর্তব্যতা নাই ।

মনস্তাত্ সংশয়াপন্নঃ ন মনোহহমসংশয়ঃ ॥ ২৬০

অবয়—( যে ) অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণুত্ব, অহম্ জানন্ কস্ম্যং শৃণোমি ? সংশয়াপন্নঃ  
মনস্তাহম, অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্তে ।

অনুবাদ - যাহাদের তত্ত্বজ্ঞান হয় নাই, তাহারা ই বেদান্তাদি শাস্ত্র শ্রবণ করুক ।  
আমি তত্ত্বজ্ঞানলাভ করিয়াছি, কি হেতু আবার শ্রবণ করিব ? যে সংশয়গ্রস্ত,  
সে মনন করুক ; আমি নিঃসংশয় বলিয়া মনন করি না ।

টীকা—“অজ্ঞাততত্ত্বাঃ”—অজ্ঞাত হইয়াছে ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ তত্ত্ব বাহাদিগের  
কর্তৃক, এইরূপ যে মুমুক্শুগণ, তাহারা শ্রবণ করুক । আর, তত্ত্ব এই প্রকার কিবা অন্য প্রকার  
এইরূপ সংশয়গ্রস্ত মুমুক্শু মনন করুক । আমাতে অজ্ঞান ও সংশয় উভয়ই নাই বলিয়া শ্রবণ মনন  
উভয়েই প্রযুক্তি নাই, ইহাই অর্থ । ২৬০

ভাল, অবগমননে আপনার প্রবৃত্তি না হয়, নাই হউক ; কিন্তু বিপরীত ভাবনার নিবৃত্তির জন্ত ত' নিদিধ্যাসন কর্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—আমার দেহাদিতে আত্মত্বাক্রুরূপ বিপর্যয়ও নাই ; সেই হেতু নিদিধ্যাসনও অমুষ্ঠেয় নহে।

(ক) নিদিধ্যাসনেও **বিপর্যয়স্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্যয়াৎ ।**  
জানীর কর্তব্যতা নাই। **দেহাত্মত্ববিপর্যয়াৎ ন কদাচিদভজাম্যহম্ ॥ ২৬১**

অর্থ—বিপর্যয়ঃ নিদিধ্যাসেৎ ; অহম্ দেহাত্মত্ববিপর্যয়াৎ কদাচিৎ ন ভজামি, অবিপর্যয়াৎ ধ্যানম্ কিম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপরীতভাবনাগ্রস্ত সেই নিদিধ্যাসন করুক ; আমি দেহে আত্মত্বাক্রুরূপ বিপরীত ভাবনা কখনই করি না। যেহেতু আমাতে বিপর্যয়ভাবনা নাই, সেই হেতু কিসের ধ্যান করিব ? কিছুই ধ্যান নহে ! ২৬১

ভাল, বিপরীতভাবনা যদি নাই, তবে 'আমি মনুষ্য' এইরূপ ব্যবহার কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন পূর্ব সংস্কারবশতঃই সেইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয় :—

(ট) 'আমি মনুষ্য' **অহং মনুষ্য ইত্যাদি ব্যবহারো বিনাপ্যমুম্ ।**  
ইত্যাদি ব্যবহার, জানীর **বিপর্যয়াৎ চিরাভ্যস্তবাসনাতোহবকল্লতে ॥ ২৬২**  
সংস্কারবশতঃই সম্ভব।

অর্থ—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদি ব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্যয়াৎ বিনা অপি চিরাভ্যস্তবাসনাতঃ অবকল্লতে।

অনুবাদ ও টীকা—'আমি মনুষ্য' ( বা আমি ব্রাহ্মণ, আমি রাজা ) ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপরীতভাবনা বিনাও, অনাদিকালের অভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, ( অর্থাৎ ঘটাদিনির্মাণের নিবৃত্তির পরেও ) কুস্তকারের চক্রের ভ্রমণের দ্বারা বাধিতানুবৃত্তিবশতঃ সম্ভব বলিয়া কল্পিত হয়। ২৬২

ভাল, তাহা হইলে এই ব্যবহারের নিবৃত্তির জন্ত ধ্যানসম্পাদন কর্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ঠ) প্রারব্ধনিবৃত্তি বিনা **প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে ।**  
ব্যবহারনিবৃত্তি হয় না। **কর্ম্মাক্ষয়ে ভ্রমো নৈব শাম্যোহ্ধ্যানসহস্রতঃ ॥ ২৬৩**

অর্থ—প্রারব্ধকর্ম্মণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে। কর্ম্মাক্ষয়ে তু ভ্রমো ধ্যানসহস্রতঃ ন এব শাম্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারব্ধ কর্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। আর প্রারব্ধ কর্ম্মের নিবৃত্তি না হইলে সহস্র সহস্র ধ্যান দ্বারাও তাহার নিবারণ হয় না।

ভাল, প্রারব্ধ, ব্যবহারের নিমিত্তকারণ বলিয়া ব্যবহারের ন্যূনতা সাধনের জন্ত ধ্যান ত'

কর্তব্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্যবহারে জ্ঞানের অবাধকতা দেখিয়া সেই ব্যবহারের নিবৃত্তির জ্ঞান ধ্যানাঙ্কুরের সার্থকতা নাই :—

(৫) ব্যবহারের ভ্রাসের  
উদ্দেশ্যে জ্ঞানীর ধ্যান-  
সাধন অকর্তব্য।

বিরলভ্রং ব্যবহৃত্তেরিষ্টং চেদ্ধ্যানমস্তু তে।

অবাধিকাং ব্যবহৃত্তিং পশ্যন্ ধ্যানামাহং কুতঃ ? ২৬৪

অর্থ—ব্যবহৃত্তে: বিরলভ্রম্ ইষ্টম্ চেৎ, তে ধ্যানম্ অস্তু ; অহম্ ব্যাক্তিম্ অবাধিকাম্ পশ্যন্ কুতঃ ধ্যানমি ?

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারের বিরলতা বা হ্রাস যদি, জীবমুক্তিভিন্ন অজ্ঞতা মুখামুভবের, জ্ঞান তোমার বাঞ্ছিত হয় এবং সেই হেতু তোমার ধ্যানে কচি হয়, ত' হউক না কেন, কিন্তু আমি ব্যবহারকে আবজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক বলিয়া বুঝিয়াছি ; এই হেতু আমি ধ্যান করিব কেন ? ২৬৪

ভাল, ধ্যান জ্ঞানীর অকর্তব্য হইলেও, বিক্ষেপনিবারণেব জ্ঞান জ্ঞানীর সমাধি ত' করবা—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—বিক্ষেপ ও সমাধি এই উভয়ই মনোব ধর্ম বলিয়া, ( একাগ্রতাভাস দ্বারা ) বিক্ষেপের নিবারক হইলেও সমাধিতে আমার প্রতিকার নাই :—

(৬) সমাধিও জ্ঞানীর  
কর্তব্য নহে।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্ম্যন্তো ন সমাধিস্ততো মম।

বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্ত্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ২৬৫

অর্থ—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ নাস্তি ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা বিকারিণঃ মনসঃ স্ত্যৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যে হেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেই হেতু আমার সমাধিরও প্রয়োজন নাই ; বিক্ষেপই বল অথবা সমাধিই বল, এই উভয়ই বিকাবশীল মনোব ধর্ম। ২৬৫

ভাল, তাহা হইলেও সমাধির ফল যে অমুভব, তাহার ত' সম্পাদন করা আবশ্যক—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেট অমুভব আমার স্বরূপ : তাহা সম্পাদনীয় 'কছু নহে :—

(৭) সমাধিকরূপ

অমুভবও জ্ঞানীর সম্পা-  
দনীয় নহে : জ্ঞানী বর্ণিত-  
শকাবে কৃতকৃত্য।

নিত্যামুভবরূপস্য কো মে বামুভবঃ পৃথক্।

কৃতং কৃত্যং প্রাপণীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ২৬৬

অর্থ—নিত্যামুভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অমুভবঃ ? কৃত্যম্ কৃতম্, প্রাপণীয়ম্ প্রাপ্তম্ ইতি এব নিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ—আমি নিত্য ( উৎপত্তিনাশরহিত ) অমুভবস্বরূপ ; আমার পৃথক্ বা



সম্পাদনীয় অনুভব কই? কোথাও নাই। যাহা করণীয় ছিল, তাহা করিয়াছি; যাহা প্রাপ্তব্য ছিল, তাহা পাইয়াছি। ইহাই আমার নিশ্চয়।

টীকা—পূর্বে ( ২৫৩ হইতে ২৬৬ শ্লোকে ) উপপাদিত কৃতকৃত্যতার নিগমন ( হেতুর উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞার পুনর্বচন ) করিতেছেন—“যাহা করণীয় ছিল” ইত্যাদি। “আমার কর্তব্যবশেষরূপ কর্ম নাই”—এইরূপ অনুভব “বোধসারে” ( পৃ ৫৭৬ ) “জ্ঞানিগজগজ্জনম্” নামক প্রবন্ধের ৩৫ শ্লোকে এইরূপে উক্ত হইয়াছে—“শুদ্ধ বোধে স্মৃতি পরিতঃ কালিতা বাগনাস্তাঃ। ক্রীণং পুণ্যং বিরতিক্রমিতাঃ কর্মপাশাঃ বিশীর্ণাঃ ॥ ভয়ো ভেদে স্তম্ভমধিগতং কল্পনা দৃগমুক্তা। দৃষ্টে তত্ত্বে করবদরবম্প্রাপ্তি কর্তব্যবশেষঃ ॥” ইহার তাৎপৰ্য্য—( স্ব ) পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

## ২। কৃতকৃত্য জ্ঞানীর আচরণনির্ণয়।

ভাল, এইরূপে জ্ঞানীর কোন কাঁধেই কর্তৃত্ব নাই মানিলে অনিয়মিত ব্যবহারই আসিয়া পড়ে; এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া, প্রারম্ভবশে জ্ঞানীর অনিয়মিত ব্যবহার সম্ভব, ইহা অস্বীকার করিতেছেন :—

(ক) উৎকট প্রারম্ভে ব্যবহাটো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বাস্তথাপি বা।  
কৃতকৃত্য জ্ঞানীর সকল সমাকার আচরণই সম্ভব। সমাকর্তুরলেপস্ত যথারক্ণং প্রবর্ত্ততাম্ ॥ ২৬৭

অর্থ—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীঃ বা অন্তথা অপি বা ব্যবহারঃ অকর্তৃঃ অলেপস্ত মম যথারক্ণং প্রবর্ত্ততাম্।

অনুবাদ—আমি অকর্তা নিলেপ বা অভোক্তা; প্রারম্ভবশতঃ আমার ব্যবহার লৌকিক শাস্ত্রীয় অথবা তত্ত্বভয়ের বিরুদ্ধ যে প্রকারই হউক না কেন, তাহাতে ক্ষতি নাই।

টীকা—“লৌকিক ব্যবহার”—যথা ভিক্ষাটনাদি; “শাস্ত্রীয় ব্যাহার”—যথা জপ, সমাধি প্রভৃতি, অথবা “অন্তথা অপি”—অন্ত প্রকারও যথা জীবহিংসা প্রভৃতি বা, “ম্ম”—আমি কর্তৃত্বভোক্তৃত্বরহিত বলিয়া আমার, “যথারক্ণম্”—প্রারম্ভকর্মে অতিক্রম না করিয়া অর্থাৎ প্রারম্ভানুসারেই, “প্রবর্ত্ততাম্”—চলিতে থাকুক, কেননা ভোগ বিনা ভোক্ত প্রারম্ভের নিবৃত্তি হয় না, ইহাই অতিপ্রায়। ২৬৭

এই প্রকারে যুক্তিলব্ধ বাস্তবতত্ত্ব বর্ণন করিয়া—জ্ঞানীর অনিয়মিত ব্যবহার যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া নির্ণয় করিয়া এবং প্রোঢ়িবাৎ ( ৪ অ, ৩৬ শ্লোকের পাদটীকা দ্রষ্টব্য ) অবলম্বন করিয়া অর্থাৎ জ্ঞানীর সদাচারপালনের উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষ কল্পনা করিয়া, বাগিতেছেন ( বোধসারে ৪৮৪ পৃ: “চর্য্যচতুষ্টি” দ্রষ্টব্য ) :—

(খ) অশাস্ত্রীয় ব্যবহার

জ্ঞানীর অসম্ভব না

হইলেও, সদাচারমৰ্যাদা

রক্ষার্থ, শাস্ত্রীয় ব্যবহার

অস্বীকৃত।

অথবা কৃতকৃত্যোহপি লোকানুগ্রহকাম্যয়া।

শাস্ত্রীয়েটেনব মার্গেণ বর্জেহহং কা মম ক্ষতিঃ ॥ ২৬৮

অময়—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকামায়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্তে,  
মম কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ—অথবা আমি কৃতকৃত্য হইলেও লোকসমাজকে অনুগ্রহ করিবার  
কামনায় শাস্ত্রীয় মার্গেরই অনুসরণ করিয়া ব্যবহার করি, তাহাতে আমার ক্ষতি কি ?

টীকা—“লোকানুগ্রহকামায়া”—প্রাণিগণকে ( জনসাধারণকে ) অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা  
করিয়া : “ক্ষতি কি” ?—যে যোগী শরীরস্থ বায়ুবিশেষকে আয়ত্ত করিয়া কণ্টকশয্যায় শয়ন  
করিতে দুঃখাত্তব করেন না, তাঁহার পুষ্পশয্যায়নে ক্রেশের সম্ভাবনা কি ? সেইরূপ, তীত্রপ্রারক  
বশে প্রাপ্ত অনাচার যে জ্ঞানীর ক্ষতি করিতে পারে না, সদাচারপালনে তাহার যে ক্ষতি হয় না,  
তাহাতে আর বক্তব্য কি ? ২৬৮

ভাল, জ্ঞানী শাস্ত্রীয়মার্গে প্রবৃত্ত হইতে পারেন, অঙ্গীকার করিলে, সেইরূপ প্রবৃত্তির  
অভিমানজনিত বিকার ত’ হইতে পারে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তর ৩ইটি শ্লোকে দিতেছেন :—

দেবার্চনস্নানশৌচাভিষ্কাদৌ বর্ততাং বপুঃ।

গা. শাস্ত্রোক্তাচাৰ্যপালনে  
দানব অভিমানজনিত  
বিবর্তিতাঃ।

তারং জপতু বাক্ তদ্বৎ পঠিত্তান্নায়মস্তুকম্ ॥ ২৬৯

নিমুং ধ্যায়তু ধীৰ্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।

সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপাত্র ন কুর্দে নাপি কারয়ে ॥ ২৭০

অময়—বপুঃ দেবার্চনস্নানশৌচাভিষ্কাদৌ বর্ততাম, বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বৎ আন্নায়মস্তুকম্  
পঠতু, দীঃ নিমুং ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম, সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিৎ অপি ন কুর্দে, ন  
অপি কারয়ে।

অনুবাদ—আমার শরীর দেবার্চন স্নান শৌচে বা ভিষ্কাদিতে প্রবৃত্ত হউক বা  
আমাব বাগিদ্রিয় প্রণবজপে বা উপনিষৎপাঠে নিবিষ্ট হউক, আমার বুদ্ধি বিষ্ণুর  
গানট করুক বা ব্রহ্মানন্দে বিলীন হউক, সাক্ষিস্বরূপ আমি ইহ সংসারে কিছুই  
করি না, করাইও না।

টীকা—“তারম্”—প্রণব ; “আন্নায়মস্তুকম্”—শ্রুতিশিরঃ বা বেদান্তশাস্ত্র ; “কিঞ্চিৎ  
অপি ন কুর্দে ন অপি কারয়ে”—রাজভৃত্যের দ্বায় প্রেরিত হইয়া আমি কিছুই করি না, কিংবা  
রাজার দ্বায় প্রেরণা করিয়া কাহাকেও কিছু কবাই না ; সেই তেতু আমাতে শুভাঘটানের  
অভিমানজনিত কোনও বিকার হয় না। ২৬৯, ২৭০

এখন ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

গা. ফলিতার্থ—জ্ঞানীর এবঞ্চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ কশ্মিণো মম ॥

ও কলহী বিবাদ অসম্ভব।

বিভিন্নবিষয়ভেদে পূর্বাপরসমুদ্রবৎ ॥ ২৭১

অময়—এবম পূর্বাপরসমুদ্রবৎ বিভিন্নবিষয়ভেদে মম কশ্মিণঃ চ কলহঃ কুত্র সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যখন এইরূপই হইল, তখন পূর্ব সমুদ্র ও পশ্চিম সমুদ্র

এই উভয়ের শ্রায় ভিন্নবিষয়সম্বন্ধীয় বলিয়া, জ্ঞানী আমার ও কর্ম্মনিষ্ঠের মধ্যে বিবাদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ?

টীকা—যেমন ভিন্ন দেশে অবস্থিত পূর্ব সমুদ্র যথা প্রশান্ত মহাসাগর এবং পশ্চিম দেশে অবস্থিত আটলান্টিক মহাসাগর, এতদ্রুত্বের শব্দ বা সঙ্গম একত্র অসম্ভব, সেই প্রকার আত্মরূপ এবং অনাত্মরূপ পরস্পর ভিন্ন নিষ্ঠাবলয়ী জ্ঞানী ও কর্ম্মীর বিবাদ অসম্ভব। দুই ক্ষেত্র পরস্পর সংলগ্ন হইলেই তাহাদের সীমা লইয়া বিবাদের সম্ভাবনা। পরস্পর অসংলগ্ন ও ব্যবহিত ক্ষেত্র-দ্বয়ের সীমা লইয়া কলহ হাত্মান্বিত। সেই প্রকার কর্ণে প্রবৃত্তি ও অপ্ৰবৃত্তি লইয়া বিবাদ হইতে পারে, কিন্তু অসঙ্গ আত্মা ও মিথ্যা অনাত্মার মধ্যে প্রবৃত্তি ও অপ্ৰবৃত্তি লইয়া অণাৎ আত্মনিষ্ঠ জ্ঞানী এবং স্বর্গাদিরূপ অনাত্মনিষ্ঠ কর্ম্মীর, মধ্যে বিবাদ হাত্মান্বিত। ২৭১

জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পরস্পর ভিন্নবিষয়তা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(৬) কর্ম্মী ও জ্ঞানী **বপুর্বাগ্নীষু নির্বন্ধঃ কস্মিনো ন তু সাক্ষিণি।**

পবস্পর ভিন্ন বিষয়ক।

**জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যালেপত্রে নির্বন্ধো নেতরত্র হি ॥ ২৭২**

অর্থ—কস্মিণঃ বপুর্বাগ্নীষু নির্বন্ধঃ, সাক্ষিণি তু ন ; জ্ঞানিনঃ সাক্ষ্যালেপত্রে নির্বন্ধঃ, ইতরত্র হি ন।

অনুবাদ ও টীকা—( জ্যোতিষ্টোমাদির অনুষ্ঠানের উপযোগী ) শরীর, ( বেদ-পঠনের উপযোগিনী ) বাণী এবং ( তত্ত্বদেবতার ধ্যানে সমর্থ ) বুদ্ধিতেই কর্ম্মীর নির্বন্ধ বা সত্য বলিয়া আগ্রহপূর্বক নিশ্চয় ; সাক্ষিবিষয়ে নহে। আর জ্ঞানীর, সাক্ষীর নির্লিপ্ততা বিষয়ে নির্বন্ধ, অত্র অর্থাৎ শরীরাদিবিষয়ে নহে। এই হেতু উভয়ের বিষয় ভিন্ন। ২৭২

এই প্রকারে ভিন্নবিষয়ক হইয়াও, জ্ঞানী ও কর্ম্মী যে পরস্পর বিবাদে প্রবৃত্ত হয়, এই হেতু উভয়েই বিদ্বানের নিকট উপহাসের পাত্র। ইহাই বলিতেছেন :—

(৮) ভিন্নবিষয়ক হইয়াও

জ্ঞানীর ও কর্ম্মীর পবস্পর

বিবাদ, বিদ্বানের নিকট

উপহাসনীয়।

**এবং চাত্মোত্তরত্বাত্তানভিজ্ঞৌ বধিরাবিব।**

**বিবদেতাং বুদ্ধিমন্তো হসন্ত্যেব বিলোক্য তৌ ॥ ২৭৩**

অর্থ—এবম্ চ অজ্ঞোত্তরত্বাত্তানভিজ্ঞৌ বধিরৌ ইব বিবদেতাং ; তৌ বিলোক্য বুদ্ধিমন্তঃ হসন্তি এব।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে পরস্পরের বৃত্তান্ত না বুঝিয়া দুই বধিরের শ্রায়, বহিমুখ পূর্বমীমাংসক এবং বহিমুখ উত্তরমীমাংসক, পরস্পর বিবাদ করুক ; “কৃতকৃত্য বুদ্ধিমান্” ব্যক্তিগণ ( গীতা ১৫।২০ ) তাহাদিগকে দেখিয়া কেবল হাসিয়াই থাকেন। ২৭৩

বহিমুখ উত্তরমীমাংসক এবং পূর্বমীমাংসক কেন উপহাসনীয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহাদের কলহ নির্বিষয়, এই হেতু তাহারা উপহাসনীয় :—

(৬) জ্ঞানী ও কর্মী উভয়ের **যৎ কর্ম্মী ন বিজানাতি সাক্ষিণং তস্য তত্ত্ববিৎ ।**

উপহাস্যতার হেতু । **ব্রহ্মত্বং বুধ্যাতাং তত্র কর্ম্মিণঃ কিং বিহীয়তে ? ২৭৪**

অর্থ—যম্ সাক্ষিণম্ কর্ম্মী ন বিজানাতি, তস্য ব্রহ্মত্বম্ তত্ত্ববিৎ বুধ্যাতাম্, তত্র কর্ম্মিণঃ কিম্ বিহীয়তে ?

অনুবাদ—যে সাক্ষিচৈতন্যকে কর্ম্মিগণ জানে না, তদ্বাবেত্তা জ্ঞানী তাঁহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝুন, তাহাতে কর্ম্মীর ক্ষতি কি ?

টীকা—কর্ম্মী যে সাক্ষীকে অর্থাৎ কর্ম্মামুষ্ঠানের উপযোগী, দেহ, বচন ও বুদ্ধি হইতে ভিন্ন প্রত্যাগাত্মকে জানে না, তত্ত্ববিৎ জ্ঞানী সেই সাক্ষীকে ব্রহ্মরূপে অনুভব করিলে কর্ম্মিপুরুষের কর্ম্মামুষ্ঠানে কোন ক্ষতি হয় ? কোন ক্ষতিই নহে । ২৭৪

**দেহবাধু দ্বয়স্যন্ত্যক্তা জ্ঞানিনানৃতবুদ্ধিতঃ ।**

**কর্ম্মী প্রবর্ত্তয়ত্ৰাভিজ্ঞানিনো হীয়তেহত্র কিম্ ? ২৭৫**

অর্থ—জ্ঞানিনা অনৃতবুদ্ধিতঃ দেহবাধু, দ্বয়ঃ ত্যক্তা ; কর্ম্মী অভিঃ প্রবর্ত্তয়তু ; অত্র জ্ঞানিনঃ কিম্ হীয়তে ?

অনুবাদ—আবার, জ্ঞানী মিথ্যা বলিয়া, যে দেহ, বচন ও বুদ্ধিকে পরিচ্যাগ করিয়াছেন, কর্ম্মী সেই দেহাদিদ্বারা জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করুক, তাহাতে জ্ঞানীর কোন ক্ষতি হইতে পারে ? কোন ক্ষতিই নহে ।

টীকা—জ্ঞানিকর্তৃক “অনৃতবুদ্ধিতঃ”—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চয়হেতু, পবিত্রাক্ত যে দেহ, বচন, ও বুদ্ধি, তদ্বারা কর্ম্মী কর্ম্মামুষ্ঠান করিলে জ্ঞানীর বা তাহাতে, “কিম্ হীয়তে ?”—কোন ক্ষতি হয় ? এইহেতু কলহের বিষয় না থাকিলেও কলহে প্রবৃত্ত হয় বলিয়া জ্ঞানী বা বহির্মুখ উত্তর-মীমাংসক এবং কর্ম্মী বা পূর্ব্বমীমাংসক উভয়েই পারহসনীয়, ইহাই অর্থ । ২৭৫

কর্ম্মামুষ্ঠান জ্ঞানীর নিস্রয়োজন, এই হেতু জ্ঞানী তাহা অঙ্গীকার করেন না,—এই পক্ষাভ্যাসবাদী শঙ্কা ( আপত্তি ) উঠাইতেছেন :—

(৭) প্রবৃত্তি নিবৃত্তি—  
উভয়েই জ্ঞানীর প্রয়ো-  
জনভাব ।

**প্রবৃত্তি নোপযুক্তা চেন্নিবৃত্তিঃ কোপযুক্ত্যতে ।**

**বোধহেতু নিবৃত্তিচ্ছেদ্বুভুৎসাম্যং তথৈতরা ॥ ২৭৬**

অর্থ—( বানীর আপত্তি ) প্রবৃত্তিঃ ন উপযুক্তা চেৎ ; ( সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ ) নিবৃত্তিঃ ক উপযুক্ত্যতে ? ( বানীর প্রত্যুত্তর ) নিবৃত্তিঃ বোধহেতুঃ চেৎ, ( সিদ্ধান্তীর প্রতিবাদ ) বুভুৎসাম্যম্ হতরা তথা ।

অনুবাদ—যদি বল, প্রবৃত্তিতে জ্ঞানীর উপযোগ বা প্রয়োজন নাই, তবে বলি, নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায় ? যদি বল, নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু, তবে বলি প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রতী হেতু হয় ।

টীকা—জ্ঞানীর প্রয়োজনাভাব নিবৃত্তিতেও তুল্যরূপ, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী শকার পরিহার করিতেছেন—“নিবৃত্তিতেই বা জ্ঞানীর প্রয়োজন কোথায়? নিবৃত্তি জ্ঞানের কারণ বলিয়া তাহাতে উপযোগের অভাব নাই, অর্থাৎ তাহা নিম্প্রয়োজন নহে—বাদী এই প্রকারে শঙ্কা উঠাইতেছেন—“নিবৃত্তি জ্ঞানের হেতু”; তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তাহা হইলে (শুভকাথে) প্রবৃত্তিও চিত্তশুদ্ধি এবং বৈরাগ্যা উৎপাদন করিয়া তত্ত্বজিজ্ঞাসার হেতু হয় বলিয়া, সেইরূপ উপযোগী—“প্রবৃত্তিও স্বরূপজিজ্ঞাসার প্রীতি হেতু হয়।” কর্মসমুচিত (কর্মসম্বলিত) জ্ঞান মুক্তির কারণ, ইহা অনেক শ্রুতি ও স্মৃতিগ্রন্থে কথিত হইয়াছে; আবার ভাষ্যকারও গীতাভাষ্য প্রভৃতি অনেক স্থলে সমুচ্চরবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। তাঁহার অভিপ্রায় এই—সমুচ্চর দুই প্রকারের; যথা যুগপৎসমুচ্চর ও ক্রমসমুচ্চর। ‘যুগপৎসমুচ্চরের’ অর্থ এই যে জ্ঞান ও কর্ম উভয়েই মোক্ষের সাধন—এইরূপ জানিয়া এককালেই উভয়ের অমুষ্ঠান। আর ‘ক্রমসমুচ্চর’ অর্থ এই—একই অধিকারীর প্রথমে কর্ম্যামুষ্ঠান করিয়া পরে সর্বকর্মের সম্যাসপূর্বক জ্ঞানসাধন জ্ঞানাদির অমুষ্ঠান। শ্রুতিস্মৃতি গ্রন্থে যে জ্ঞানকর্মের সমুচ্চর লিখিত আছে, ক্রমসমুচ্চরেই তাহাদের তাৎপৰ্য্য। আর ভাষ্যকার যে সমুচ্চরের খণ্ডন করিয়াছেন তাহা ‘যুগপৎ-সমুচ্চর’। সেই সেই স্থলে ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত এই—কর্ম্য মোক্ষের সাক্ষাৎ সাধন নহে, জ্ঞানই সাক্ষাৎসাধন, আর জ্ঞানের সাধন হইতেছে কর্ম্য। পরন্তু, সাক্ষাৎ, বা জিজ্ঞাসা দ্বারা, কর্ম্য জ্ঞানের সাধন? এই প্রশ্নের বিচার সেই প্রসঙ্গে লিপেন নাই। আর ভাষ্যের ব্যাখ্যাকার—বাচস্পতিমিশ্র তাহার ‘ভামতীনিবন্ধ’ নামক ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন যে কর্ম্য জিজ্ঞাসার সাধন এবং কর্ম্য জিজ্ঞাসা দ্বারা জ্ঞানের সাধন, জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন নহে, কেননা ভাষ্যকার ব্রহ্মবীমাংসার তৃতীয়াধ্যায়ের ব্যাখ্যায় ( ৩৪।৩৩ ) লিখিয়াছেন—কর্ম্য জিজ্ঞাসার সাধন আর [ তমেতৎ বেদান্তবচনেন ব্রাহ্মণ্য বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসানানশকেন—বৃহদা উ, ৪।৪।২২ ]—‘ব্রাহ্মণগণ, বেদাদায়ন, যজ্ঞ দান, কৃচ্ছ্রচাত্ত্বাশ্রয়াদিরূপ তপস্যা এবং বিষয়ভোগোপারিতরূপ ‘অনাশক’ দ্বারা সেই এত আত্মাকে জানিতে ইচ্ছা করেন’—এই শ্রুতিবচন সকল আশ্রমের কর্ম্যকেই জিজ্ঞাসার সাধন বলিয়া স্পষ্টভাবে বর্ণন করিয়াছেন। এইহেতু কর্ম্য, জিজ্ঞাসার সাক্ষাৎসাধন; জ্ঞানের সাক্ষাৎসাধন নহে। ইহা না মানিলে জ্ঞানোৎপত্তি পথান্ত কর্ম্যামুষ্ঠান অনিবাধ্য হইয়া পড়ে। তাহাতে সাধনসহিত কর্ম্যতাগরূপ সম্যাসের লোপসম্ভাবনা হয়। ইহা বাচস্পতি মিশ্রের মত। ( ইনি বেদান্তবচনযজ্ঞাদি কর্ম্যকে ‘বিবিদিষন্তি’ এই ক্রিয়াপদের অন্তর্গত ‘সন্’ প্রত্যয়সূচিত ইচ্ছারই করণ মনে করেন, বিদ্যাত্মসূচিত জ্ঞানের করণ মনে করেন না; কিন্তু, “বিবরণ”-কার উক্ত কর্ম্যসমূহকে বিদ্যাত্মসূচিত জ্ঞানেরই করণ বলিয়া মনে করেন। ) তিনি বলেন জ্ঞানের সাধন কর্ম্য, জিজ্ঞাসার সাধন নহে, আর উক্ত শ্রুতিবাক্যের তাৎপৰ্য্য এই যে, ইচ্ছার বিষয় যে জ্ঞান, তাহারই সাধন কর্ম্য; আর বৈরাগ্যের সহিত তীব্র জিজ্ঞাসা যতদিন না উৎপন্ন হয়, ততদিন কর্ম্য করা কর্তব্য, পরে তাহার ত্যাগরূপ সম্যাস কর্তব্য। এই হেতু তৃতীয়াধ্যায়গত ভাষ্যবচনের সহিতও বিরোধ নাই। আর জিজ্ঞাসাপথান্ত অমুষ্ঠিত কর্ম্য হইতে পুণ্যরূপ সংস্থার বা ‘অপূর্ব’ উৎপন্ন হয়; তাহা জ্ঞানের উন্নয়ন পথান্ত

বিদ্যমান থাকে, পরে নষ্ট হইয়া যায়। সেইহেতু জিজ্ঞাসা পর্দান্ত অদৃষ্ট কৰ্ম অপূৰ্ণোৎপাদন করিয়া জ্ঞানের সাধন হয়। এই হেতু সন্ন্যাসের লোপের সম্ভাবনা নাই।

কোন কোন আচার্য্য বলেন যে আশ্রমোচিত কৰ্মই বিজ্ঞার উপযোগী; বর্ণমাত্রের ধৰ্মসমূহ নহে। আর “কল্পতরু”-রচয়িতার মতে, সকল নিত্যকৰ্মই নিষ্কামকৰ্ম বলিয়া জ্ঞানপ্রতি-বন্ধকপাপের নিবৃত্তি দ্বারা তত্ত্ববিজ্ঞার উপযোগী হয়। কাম্যকৰ্ম উপযোগী নহে।

আবার “সংক্ষেপশারীরক”-রচয়িতা সৰ্বজ্ঞানমুনির মতে কামা ও নিতা সকল শুভ কৰ্মেরই বিজ্ঞার উপযোগিতা আছে, কেননা পূৰ্ণোক্ত শ্রুতিতে ‘নিতা’ ‘কামা’ ‘সাধারণ’ ‘যজ্ঞ’ এই সকলেরই উল্লেখ আছে। আর [ ধৰ্ম্মেণ পাপমপনুদন্তি—মহানারায়ণ, উ, ২২।১ ]—“ধৰ্ম্মদ্বারা পাপকে বিনাশ করে”, ইত্যাদি বাক্যদ্বারা সকল শুভ কৰ্মেরই পাপনাশকতা আছে, জানা যায়। এই হেতু জ্ঞানপ্রতিবন্ধকপাপের নিবৃত্তির দ্বারা, নিত্যকৰ্ম ও যেরূপ বিজ্ঞার উপযোগী, কাম্য কৰ্মও সেইরূপ উপযোগী। পরন্তু যতদিন না তীব্র জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হয়, ততদিন সকল শুভকৰ্মই কৰ্ত্তব্য : পবে নহে। ইহা সকল আচার্য্যের সাধারণ মত। এই প্রকারে প্রবৃত্তি বা কৰ্মানুষ্ঠান জিজ্ঞাসার উৎপাদনে উপযোগী। ২৭৬

তাল, লক্ষতত্ত্বজ্ঞান পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই বলিয়াই প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই—নিবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহাঘিত বাদী এই প্রকারে আবার শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

**বুদ্ধশেষে বুদ্ধংসেত নাপ্যসৌ বুধ্যতে পুনঃ।**

**অবাধান্নবর্তেত বোধো ন জ্ঞানসাধনাং ॥ ২৭৭**

অর্থ—বুদ্ধ: ন বুদ্ধংসেত চেৎ, অসৌ পুন: অপি ন বুধ্যতে। বোধ: অবাধাৎ অনুবর্তেত, জ্ঞানসাধনাং তু ন।

অনুবাদ—যদি বল যিনি জ্ঞানী হইয়াছেন, তাঁহার জ্ঞানের ইচ্ছা বা জিজ্ঞাসা নাই, (এই হেতু তাঁহার প্রবৃত্তির প্রয়োজন নাই); তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতেও হয় না, (এই হেতু তাঁহার নিবৃত্তির ও প্রয়োজন নাই) : যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা পরে অবাধে চলিতে থাকে, তাহার নিবৃত্তিরূপ সাধনান্তরের অপেক্ষা নাই।

টীকা—যে হেতু জ্ঞানীর জিজ্ঞাসা নাই, সেই হেতু যিনি জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ করিতে হয় না বলিয়া, সেই জ্ঞানেরহেতু নিবৃত্তিও জ্ঞানীর নিকট উপযোগী নহে—এই কথাই বলিতেছেন—“তবে বলি তাঁহাকে আবার জ্ঞানলাভ” ইত্যাদি। তাল, যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, তাহার স্থিরতাসম্পাদনের জন্য ত’ নিবৃত্তির অপেক্ষা আছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহার স্থিরত্ব কেবল বাধকের অভাবের অপেক্ষা করে, অন্ত সাধনের অপেক্ষা করে না—“য জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে” ইত্যাদি দ্বারা। মহাবাক্যরূপ প্রমাণ হইতে যে জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া গিয়াছে, অস্ত কোনও প্রবল প্রমাণ তাঁহার বাধক হয় না বলিয়া, তাহার অনুরক্তি অর্থাৎ উৎপত্তির পরে স্থিতি

দ্বিগুণিত হইতে থাকে। এই হেতু যে জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার স্থিরতার জন্য অনুষ্ঠান করিবার অস্ত্র সাধন নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ২৭৭

ভাল, প্রত্যক্ষাদি অস্ত্র প্রমাণদ্বারা, জ্ঞানের বাধা না হইলেও, অবিজ্ঞা ও তাহার কাণ্ড—  
কর্তৃষের অধ্যাসদ্বারাও ত' তাহার বাধা হইতে পারে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া  
বলিতেছেন :—

(খ) বাধিত অবিজ্ঞা ও  
তৎকার্যদ্বারা প্রমাণ-  
জনিত জ্ঞান বাধিত  
হয় না।

নাবিজ্ঞা নাপি তৎ কার্যং বোধং বাধিতুমর্হতি ।  
পুটের তত্ত্ববোধেন বাধিতে তে উভে যতঃ ॥ ২৭৮

অর্থ—ন অবিজ্ঞা ন তৎকার্যম্ অপি বোধম্ বাধিতুম্ অর্হতি, যতঃ তে উভে পুরা এব  
তত্ত্ববোধেন বাধিতে ।

অনুবাদ—অবিজ্ঞা বা অবিজ্ঞাকার্য্য কর্তৃবাদিরূপ অহঙ্কার জ্ঞানের বাধা  
ঘটাইতে সমর্থ নহে, যে হেতু সেই অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞাকার্য্য উভয়ে পূর্বেই তত্ত্বজ্ঞান  
দ্বারা বাধিত হইয়া গিয়াছে, (সেই হেতু তাহার বাধা ঘটাইতে পারে না) ।

টীকা—কেন সমর্থ নহে ? তাহার কারণ বলিতেছেন—“যে হেতু” ইত্যাদি। ২৭৮

ভাল, অবিজ্ঞা বাধিত হইলেও, সেই অবিজ্ঞার কার্য্য বাধা প্রতীত হইতে থাকে, তাহার  
বাধা অসম্ভব বলিয়া সেই অবিজ্ঞাকার্য্য দ্বারা জ্ঞানের বাধা হইবে এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে  
বলিয়া বলিতেছেন—উপাদানরূপ অবিজ্ঞার নিবৃত্তি হইলে, সেই অবিজ্ঞার কার্য্যও বাধিত হইয়া  
যায়। সেই হেতু অবিজ্ঞার কার্য্যদ্বারাও জ্ঞানের বাধা হইবে, এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না :—

বাধিতং দৃশ্যতামটঙ্কদন্তন বাধো ন দৃশ্যতে ।

জীবন্মার্গে মাজ্জারং হস্তি হস্তাৎ কথং মৃতঃ ? ২৭৯

অর্থ—বাধিতম্ অকৈঃ দৃশ্যতাম্ ; তেন বাধঃ ন দৃশ্যতে । জীবন্ আত্মঃ মাজ্জারম্ ন হস্তি,  
মৃতঃ কথং হস্তাৎ ?

অনুবাদ—বাধিত অবিজ্ঞাকার্য্য ইন্দ্রিয়দ্বারা প্রতীত হইতে থাকুক না কেন,  
কিন্তু তদ্বারা জ্ঞানের বাধা হয়, এরূপ দেখা যায় না। দেখ, মৃতিক জীবদশায়  
যখন মাজ্জারকে মারিতে পারে না, তখন মরিয়া গেলে কি প্রকারে মারিবে ?

টীকা—অবিজ্ঞাকার্য্যদ্বারা জ্ঞানের বাধা হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“দেখ মৃতিক”  
ইত্যাদি। আত্ম শব্দের অর্থ ইহুর। ২৭৯

বৈতদর্শনদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না—ইহা কৈমূর্তিকন্মায়প্রয়োগে ( কিম+উত=  
কিমুত, কত অধিক ; কারণ এত অধিক যে কার্য্যের অনিবার্য্যতা বিষয়ে বলিবার নাই ) সমর্থন  
করিবার জন্য তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ক) বৈতদর্শনদ্বারা

অপি পাশ্পপতাদেজ্ঞং বিদ্বদেজ্ঞমময়ার যঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানের বাধা হয় না ;  
দৃষ্টান্ত ।

নিদ্রাকালে সুবিভূজাদেজ্ঞা নজ্জ্যতীত্যত্র কা প্রমা ॥ ২৮০

অন্বয়—যঃ পাণ্ডপতাস্ত্রোণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ, মমার নিফলেষু বিতুন্নাকঃ নজ্জাতি ইতি অত্র কা প্রমা ।

অনুবাদ—যে পুরুষ পাণ্ডপতাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও মরিল না, সে ফলকরহিত বাণদ্বারা বিদ্ধদেহ হইয়া মরিয়া যাইবে, এবিষয়ে প্রমাণ কি ? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না ।

টীকা—“যঃ”—যে বলবান পুরুষ, “পাণ্ডপতাস্ত্রোণ বিদ্ধঃ অপি ন চেৎ মমার”—পশুপতি প্রদত্ত ( অর্থাৎ অমোঘ, প্রচণ্ড ) অস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ হইয়াও যদি না মরিল, তবে সে কি কখন “নিফলেষু বিতুন্নাকঃ”—লৌহাদিনির্মিত ফলকহীন ইষু বা বাণ দ্বারা আহতদেহ হইয়া, “নজ্জাতি”—নাশ পাইবে, “ইতি অত্র কা প্রমা ?”—এ বিষয়ে প্রমাণ কি ? কোনও প্রমাণ থাকিতে পারে না । ২৮০

দষ্টোক্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দাষ্টান্তে নাগাইতেছেন :—

(ট) দুষ্টাশ্বসিদ্ধ অর্থের আদাববিভয়া চিটত্রঃ স্বকাটো জৃন্তমানয়া ।  
দাষ্টান্তে যোগনা । যুধা বোদোহজয়ৎ সোহহু সুদৃঢ়ো বাধ্যতাং কথম্ ॥

অন্বয়—আদৌ চিটত্রঃ স্বকাটোঃ জৃন্তমানয়া অবিভয়া যুধা বোধঃ অজয়ৎ, সঃ অহু সুদৃঢ়ঃ কথং বাধ্যতাম্ ? ২৮১

অনুবাদ—যে অবিভা অগ্রে আপন বিচিত্র কার্যাদ্বারা বদ্ধিতশক্তি হইয়াছিল, সেই অবিভার সহিত যুদ্ধ করিয়া যে জ্ঞান জয়লাভ করিয়াছিল, সেই জ্ঞান আজ সুদৃঢ় হইয়া কি প্রকারে বাধ্য পাইবে ?

টীকা—“আদৌ”—বিভাভাসের কালে, যে অবিভা “চিটত্রঃ স্বকাটোঃ”—বিচিত্র কার্যাদ্বারা অর্থাৎ নানা প্রকারের প্রমাত্ত্ব, ভোক্ত্ব, কর্তৃত্ব প্রভৃতির দ্বারা, “জৃন্তমানয়া অবিভয়া”—বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেই অবিভার সহিত, “বোধঃ যুধা অজয়ৎ”—বোধরূপ নৃপতি যুদ্ধ করিয়া সেই অবিভাকে জয় করিয়াছিলেন, “সঃ অহু সুদৃঢ়ঃ”—সেই বোধনৃপতি আজ অর্থাৎ অবিভানিরাণ্ড হইলে পর, ( অভ্যাসের দৃঢ়তাবশতঃ ) অতিশয় দৃঢ় হইয়া, সেই মূলহীন অবিভার কার্যের ( কর্তৃত্বাদির ) অধ্যাস করিয়া, “কথং বাধ্যতাম্”—কি প্রকারে বাধ্যপ্রাপ্ত হইবে ? কোন প্রকার বাধ্য পাইতে পারে না, ইহাই অর্থ । ২৮১

অতীত চারিটি শ্লোকে যে অর্থ প্রতিপাদিত হইল, তাহাই শিষ্যের বুদ্ধিতে স্থাপিত করিবার জন্য রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(১) অতীত শ্লোকচতুষ্টয়- তিষ্ঠন্তজ্ঞানতৎকার্যশব্দা বোধেন মারিতাঃ ।  
প্রতিপাদিত অর্থের রূপকদ্বারা উপস্থাপন । ন ভীতি বোধসম্রাজঃ কীর্ত্তিঃ প্রভূত তন্ম্য তৈঃ ॥২৮২

অন্বয়—বোধেন মারিতাঃ অজ্ঞানতৎকার্যশব্দাঃ তিষ্ঠন্ত, তৈঃ বোধসম্রাজঃ ভীতিঃ ন, প্রভূত তন্ত কীর্ত্তিঃ ।



অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা নিহত অজ্ঞান ও তৎকার্য্যসমূহ মৃতদেহরূপে বিগতমান থাকুক, তদ্বারা সেই জ্ঞানসম্রাটের কোনও ভয় নাই; প্রত্যুত তদ্বারা সেই জ্ঞান সম্রাটের কীৰ্ত্তিই ঘোষিত হয়।

টীকা—যেমন কোনও প্রবল ষোদ্ধা মৃত হইয়া ভূপতিত দৃষ্ট হইলে, তাহার পরাজয়-কর্ত্তারই শোধ্য উদঘোষিত হয়, সেইরূপ অজ্ঞান, বাধিত হইয়া প্রতীত হইতে থাকিলে, ‘ইহা জ্ঞানেরই প্রভাব’—এইরূপে মুমূক্ষু প্রভৃতির নিকট, জ্ঞানরূপ জ্ঞেতার কীৰ্ত্তিরূপে ঘোষিত হয়। ২৮২

আচ্ছা, তত্ত্বজ্ঞান বাধকরহিত, ইহা মানা গেল; তদ্বারা প্রবৃত্তিনিবৃত্তির অনিয়মিতরূপতা-প্রসঙ্গে কি পাওয়া গেল? তদ্বত্তরে বলিতেছেন:—

(ড) ২৭৬ শ্লোক হইতে  
প্রতিপাদিত অর্থের  
আলোচ্য বিষয়ের সহিত  
সংগত।

য এবমতিশূরেন বোধেন ন বিযুক্ত্যতে।

প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা দেহাদিগতস্য কিম্? ২৮৩

অর্থ—য: এবম্ অতিশূরেন বোধেন ন বিযুক্ত্যতে, অস্ত দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা বা নিবৃত্ত্যা বা কিম্?

অনুবাদ—যে ব্যক্তি এইরূপ প্রবলপরাক্রান্ত জ্ঞান হইতে বিযুক্ত হন না, দেহাদির আশ্রিত প্রবৃত্তিতে বা নিবৃত্তিতে তাঁহার কি আসে যায়?

টীকা—“য:”—যে ব্যক্তি, “এবম্”—পূৰ্ব্বগত ২৮২ সংখ্যক শ্লোকে বর্ণিত প্রকারে, “অতি শূরেন বোধেন”—অবিজ্ঞা-তৎকার্য্যবিনাশক অতি প্রবল পরাক্রমশালী ব্রহ্মাত্মকা জ্ঞানদ্বারা, “ন বিযুক্ত্যতে”—কোনও সময়ে বিযুক্ত হন না, “অস্ত” এই ব্যক্তির, “দেহাদিগতয়া প্রবৃত্ত্যা নিবৃত্ত্যা বা কিম্”—দেহাদিতে অবস্থিত অর্থাৎ তদাশ্রিত প্রবৃত্তি অথবা নিবৃত্তির দ্বারা কোনও ইষ্ট বা অনিষ্ট সাধিত হয় না। ২৮৩

ভাল, তাহা হইলে জ্ঞানীর স্থায় অজ্ঞানীরও প্রবৃত্তিবিষয়ে আগ্রহ করা অসুচিত—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

(ঢ) অজ্ঞানীর প্রবৃত্তিতে প্রবৃত্ত্যবাগ্রহে ন্যাচর্য্য বোধহীনস্য সর্ব্বথা।

আগ্রহ যুক্তিযুক্ত;  
তাহার যুক্তি।

স্বর্গায় বাপবর্গায় যতিতব্যং যতো নৃভিঃ ॥ ২৮৪

অর্থ—বোধহীনস্ত প্রবৃত্তৌ সর্ব্বথা আগ্রহ: স্থায়:, যত: নৃভি: স্বর্গায় বা অপবর্গায় যতিতব্যম্।

অনুবাদ—অজ্ঞানী ব্যক্তির যজ্ঞাদিরূপ অথবা শ্রবণাদিরূপ সর্ব্বপ্রকার প্রবৃত্তি-বিষয়ে আগ্রহ করা উচিত, কেননা স্বর্গের জন্ত অথবা অপবর্গের জন্ত মনুষ্যমাত্রেরই চেষ্টা করা কৰ্ত্তব্য।

টীকা—মহাভারতের উত্তোগপর্কে ( ৩৫ অধ্যায়ে, ৬৭-৬৮ শ্লোকে, ) বিদ্বরের উপদেশ—  
“দিবসেনৈব তৎ কুর্ধ্যাদ্ যেন রাজো মুখং বসেৎ। অষ্টমাসেন তৎ কুর্ধ্যাদ্ যেন বর্ষা: মুখং বসেৎ ॥

পূর্বে বয়সি তৎ কুর্ধ্যাদ্ যেন বৃদ্ধঃ স্থখং বসেৎ। যাবজ্জীবং চ তৎকুর্ধ্যাদ্ যেন প্রেত্য স্থখং বসেৎ ॥”—  
দিবসে সেইরূপ কর্ম করা উচিত যাহাতে রাত্ৰিকালে সুখে থাকা যায় ; পূর্ববর্তী আট মাসে সেই  
রূপ কর্ম করা উচিত যাহাতে চাতুর্মাসে সুখে থাকা যায়। পূর্বাবস্থায় সেইরূপ কর্ম করা উচিত  
যাহাতে ব্রহ্মাবস্থায় সুখে থাকিতে পারা যায় ; যাবজ্জীবন সেইরূপ কর্ম করা উচিত যাহাতে মৃত্যু-  
পর্ব সুখে থাকিতে পারা যায়,—এই প্রকারে অজ্ঞানী মানবের সর্বপ্রকারে ইহসাধন কর্তব্য। ২৮৪

জ্ঞানীর আগ্রহ উচিত নহে, এইরূপ বলা হইল ; তাহা হইলে কক্ষিমধ্যে অবস্থিত জ্ঞানীর  
কর্তব্য কি ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(৭) কক্ষিমধ্যে অবস্থিত বিদ্বাংশ্চৈত্বাদৃশাং মধ্যে তিষ্ঠেত্তদনুরোধতঃ।

জ্ঞানীর কর্তব্য।

কায়েন মনসা বাচা কেরোত্যেবাখিলাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ২৮-৫

অর্থ—বিদ্বান্ তাদৃশাম্ মধ্যে তিষ্ঠেৎ চেৎ, তদনুরোধতঃ কায়েন মনসা বাচা অখিলাঃ  
ক্রিয়াঃ কবোতি এব।

অনুবাদ—জ্ঞানী যখন সেইরূপ অজ্ঞানিগণের মধ্যে অবস্থিত থাকেন, তখন  
তদনুরোধে—তাহাদিগের অনুসরণ করিয়া, কায়মনোবাক্যে সকল কর্ম করেনই,  
আর কর্মিগণকে নিবারণ করেন না।

টীকা—গীতার ৩য় অধ্যায়ে ২৫-২৬ শ্লোকে শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—“সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসঃ  
যথা কুশ্চিৎ ভারত। কুর্ধ্যাদ্বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষলোকসংগ্রহম্। ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং  
কর্মসঙ্গিনাম। যোজয়েৎ সর্বকর্ম্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥”—হে ভারত, অজ্ঞানিগণ আসক্ত বা  
কামনাপররশ হইয়া যেরূপ কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, জ্ঞানী ব্যক্তি অনাসক্ত হইয়াও লোকসংগ্রহের  
নিমিত্ত সেইরূপই অনুষ্ঠান করিবেন ; কদাপি কর্ম্মাসক্ত অজ্ঞানিগণের বুদ্ধিভেদ জন্মাইবেন না; প্রত্যুত  
অনাসক্তভাবে স্বয়ং সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মেই যোজিত করিবেন। ২৮৫

তত্ত্বজিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিলে, সেই জ্ঞানীর কর্তব্য বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) তত্ত্বজিজ্ঞাসুর মধ্যে  
অবস্থিত হইলে জ্ঞানীর  
কর্তব্য।

এষ মধ্যে বুভুংসূনাং যদাতিষ্ঠেত্তদা পুনঃ।

বোধোন্মেষাং ক্রিয়াঃ সর্বা দুষ্মসংস্ত্যজতু স্বয়ম্ ॥ ২৮-৬

অর্থ—এষঃ পুনঃ বুভুংসূনাম্ মধ্যে যদা তিষ্ঠেৎ, তদা এষাম্ বোধায় সর্বাঃ ক্রিয়াঃ দুষ্মন্  
সংস্ত্যজতু।

অনুবাদ—আবার এই জ্ঞানী যখন জিজ্ঞাসুগণের মধ্যে অবস্থিত থাকিবেন,  
তখন ইহাদের জ্ঞাননিষ্পাদনের জন্য সকল কর্ম্ম দোষপ্রদর্শন করিয়া নিজেও তাহা  
তাগ করিবেন।

টীকা—“এষঃ”—এই জ্ঞানী, যখন “বুভুংসূনাম্”—তত্ত্ব ব্রহ্মিতে ইচ্ছুক অর্থাৎ জিজ্ঞাসুগণের  
মধ্যে থাকিবেন, তখন তাহাদিগের “বোধায়”—তত্ত্বজ্ঞানোৎপাদনের জন্য “সর্বাঃ ক্রিয়াঃ দুষ্মন্”—  
সকল ক্রিয়াতেই দোষ দেখাটয়া—[ন কর্ম্মণা ন প্রজয়া ধনেন, ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বম্ আনন্তঃ—

কৈবল্য উ, ৪২ : মহানারায়ণ উ, ১০।৫ ]—কৰ্ম্মানুষ্ঠান দ্বারা বা পুত্রোৎপাদন করিয়া কিম্বা পুত্র দ্বারা নহে অর্থাৎ অমৃতত্ব লাভ করা যায় না, কেহ কেহ ত্যাগদ্বারাই অমৃতত্ব লাভ করিয়াছেন— ইত্যাদি প্রতিবচনের এবং “সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ”—( গীতা ১৮।৬৬ )—সর্বধর্ম পরিত্যাগ করিয়া কেবল আমারই শরণাগত হও, ইত্যাদি স্মৃতিবচনের ব্যাখ্যা করিয়া নিচেও কৰ্ম্মানুষ্ঠানে বিরত থাকিবেন। ২৮৬

জ্ঞানীর এইরূপ ব্যবহার কর্তব্য কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত শ্লোকসমূহে **অবিদ্বদনুসারেণ বৃত্তি বুদ্ধস্য যুক্ত্যতে ।**

ব্যবহারপালনের দৃষ্টান্ত

**স্তনক্ষয়ানুসারেণ বর্ততে তৎপিতা যতঃ ॥ ২৮৭**

অর্থ—অবিদ্বদনুসারেণ বুদ্ধস্ত বৃত্তিঃ যুক্ত্যতে, যতঃ স্তনক্ষয়ানুসারেণ তৎপিতা বর্ততে ।

অনুবাদ—অজ্ঞানিজনের অনুসরণ করিয়া জ্ঞানিজনের ব্যবহার কর্তব্য, যেহেতু (কৃপালু) পিতা, (অনুকম্পনীয়) স্তন্যপায়ী শিশুর প্রবৃত্ত্যানুসারে ব্যবহারপরায়ণ হন ।

টীকা—জ্ঞানীর অজ্ঞানিজনের অনুসরণে ব্যবহার কর্তব্য ; কেননা, জ্ঞানী ( কৃতকৃত্য হইলেও ) কৃপালু হন এবং অজ্ঞানিগণ অনুকম্পনীয় ; ইহাই তাৎপর্য্য । ভাল, এইরূপ ব্যবহার কোথায় দেখিয়াছেন ? তদন্তরে বলিতেছেন :—“যেহেতু” ইত্যাদি । “স্তনক্ষয়ঃ”—স্তন্যপানকারী শিশু । জীবনুক্ৰিয়াক্রম উপাধিবশতঃ তিনি জগৎপিতা ; এই হেতু পিতার দৃষ্টান্ত । পিতাব নির্মোহব্যবহারে প্রতিপ্রেরণা—[ মযোব সকলং জাতম্—কৈবল্য উ, ২২ ]—ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমরাইতেই নিখিলভূতভৌতিক প্রপঞ্চসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে । [ তত্ত্ব পুত্রাঃ দায়ম উপযন্তি, স্নহদঃ পুণ্যকৃতম্—কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ—১।৪ ] তাঁহার পুত্রগণ তাঁহাব তাক সম্পত্তি গ্রহণ করেন, স্নহদগণ পুণ্য অর্থাৎ পুণ্যফল ( গ্রহণ করেন ) । ২৮৭

পিতা কি প্রকারে বালকের অনুসরণকারী হন, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তে—পিতার

**অধিক্ষিপ্তস্তাড়িতো বা বালেন স্থপিতা তদা ।**

বালকপুত্রানুসারিতা ।

**ন ক্লিষ্টাতি ন কুপ্যেত বালং প্রত্নাত লালয়েৎ ॥২৮৮**

অর্থ—বালেন স্থপিতা অধিক্ষিপ্তঃ বা তাড়িতঃ, তদা ন ক্লিষ্টাতি ন কুপ্যেত প্রত্নাত বালম লালয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—পিতা, নিজ স্তন্যপায়ী শিশুকর্তৃক কৰ্দমাধিক্ষেপণদ্বারা অথবা মলমূত্রাদিত্যাগদ্বারা ক্লিন্নদেহ, অথবা কেশশূন্যকর্ষণদ্বারা উৎপীড়িত হইলেও ক্রেশপ্রাপ্ত হন না অথবা কোপ করেন না, প্রত্নাত তাহাকে ক্রীড়নকাদি দিয়া লালন করেন ।

টীকা—“স্তনক্ষয়ঃ”—স্তনং ধ্বংসিত—স্তন + ধ্ব + ধাতু + ঞ্, মুম্ চ—স্তন্যপায়ী শিশু ; অতীত রায় বলেন—চূড়াকরণের পূর্বে এবং ভাষণক্ষমতা লাভের পর, এইরূপ অবস্থাপন্ন শিশু । ২৮৮

দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ দাষ্টান্তে যোজনা করিতেছেন :—

(খ) দাষ্টে স্তে জ্ঞানিকর্ষক নিন্দিতঃ স্তুষ্যমানো বা বিদ্বানটেন্ন নিন্দতি ।

অজ্ঞের অমুসরণ ।

ন স্তোতি কিস্ত তেষাং স্যাচ্চথা বোধস্তথাচরেৎ ॥

অর্থ—বিদ্বান্ অজ্ঞেঃ নিন্দিতঃ বা স্তুষ্যমানঃ ন নিন্দতি ন স্তোতি কিস্ত তেষাম যথা বোধঃ স্যাৎ তথা আচরেৎ । ২৮৯

অনুবাদ ও টীকা—জ্ঞানী অজ্ঞজন হইতে নিন্দাপ্রাপ্ত কিম্বা তাহাদিগের দ্বাবা স্তুত হইলেও নিজে তাহাদের নিন্দা বা স্তব করেন না, কিন্তু যাহাতে তাহাদের জ্ঞানোদয় হয়, সেইরূপ ব্যবহার করেন । ২৮৯

এই প্রকারে অজ্ঞানীর অমুসারী হইয়া অজ্ঞানিমগ্ন জ্ঞানীর ব্যবহারের কাবণ বলিতেছেন :—

(ন) জ্ঞানী ব উক্ত শ্লোক-

চতুষ্পদবর্ণিত আচরণেব

কাবণ ।

যেনায়ং নটেনেনাত্ৰ বুধ্যতে কার্যামেবতৎ ।

অন্তঃপ্রবোধাটেন্নবাচ্যং কার্যামস্তাত্ৰ তদ্বিদঃ ॥ ২৯০

অর্থ—অয়ম্ অত্র যেন নটেনেন বুধ্যতে তৎ কার্যম্ এব ; তদ্বিদঃ অত্র অন্তঃপ্রবোধাৎ অতঃ কার্যম্ ন অস্তি এব ।

অনুবাদ—এই সংসারে অজ্ঞানী, জ্ঞানীর যে প্রকার অভিনয় বা আচরণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে, জ্ঞানীর সেই প্রকার ব্যবহার করা কর্তব্য। তত্ত্ব-জ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানীকে বুঝান ভিন্ন অন্য কর্তব্য নাই ।

টীকা—“অয়ম্”—অজ্ঞানী লোক, “অত্র”—এই সংসারে “যেন নটেনেন”—তত্ত্বজ্ঞের যে প্রকার আচরণদ্বারা, “বুধ্যতে”—তত্ত্বজ্ঞান লাভ করে; “তৎ কার্যম্ এব”—তত্ত্বজ্ঞের সেইরূপ অভিনয় বা আচরণ কর্তব্যই, করা উচিতই; (এ স্থলে ক্রিয়ার সহিত মিলিত ‘এব’ শব্দ তত্ত্বজ্ঞানে অজ্ঞজনবোধনকর্তব্যতার অত্যন্তাধোগ্যাবচ্ছেদক\* বুঝাইতেছে।) ভাল, তাহা হইলে ত’ সেই অণু কর্তব্যও থাকিতে পারে? তদন্তরে বলিতেছেন :—“তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে” ইত্যাদি। তাৎপৰ্য্য এই—যেহেতু তত্ত্বজ্ঞানীর ইহলোকে অজ্ঞানিজনকে বুঝান ভিন্ন কর্তব্য নাই; সেহেতু অজ্ঞানিজনদের অন্তরগণেই তত্ত্ব বুঝান কর্তব্য। অচ্যুতরায় বলেন—“অন্ম কর্তব্য নাই”—ইহাব দ্বারা বুঝিতে হইবে যে ব্রহ্মবিদের প্রভুসেবাদি দ্বারা বিষয়গণের ধনাদির ভরণাদিরূপ কর্তব্য নাই । ২৯০

আলোচিত ( ২৫২-২৯০ শ্লোকস্থ ) এবং অনালোচিত ( ২৯২-২৯৮ শ্লোকস্থ ) অর্থের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

(প) অগীত ও আগামী কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ ।

অর্থের তাৎপৰ্য্য ।

তৃপ্যন্তেষং স্বমনসা মন্যতেহসৌ নিরন্তরম্ ॥ ২৯১

\* (‘মগনীরাম রয়পিটক গ্রন্থাবলী’—“কেনোপনিষদের” ১৬২ পৃ- পাদটীকা দ্রষ্টব্য ) তাৎপৰ্য্য এই—তত্ত্বজ্ঞের অজ্ঞজন-বোধন একেবারে অকর্তব্য, এরূপ নহে, যেমন—“নীলম্ অস্তম্ ভবতি এব।”—নীলপদ্ম যে একেবারে হয় না, এরূপ নহে ।

অন্য—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপান্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এনম্ মনতে ।

অনুবাদ—তিনি কৃতকৃত্য এবং প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া হইয়া হর্ষে নিরন্তর নিম্নবর্ণিত প্রকারে, মনে মনে চিন্তা করেন :—

টীকা—“অসৌ”—সেই তত্ত্বজ্ঞ, “কৃতকৃত্যতয়া”—( ২৫২ হইতে ২২০ শ্লোক পর্যন্ত ), বর্ণিত প্রকারে, ‘কৃত’ হইয়াছে কৃত্যসমূহ যৎকর্তৃক. তিনি ‘কৃতকৃত্য’; তাঁহার ভাব কৃতকৃত্যতা; তদ্বারা তপ্ত অর্থাৎ হুট হইয়া, নিম্নবর্ণিত প্রকারে, “প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া”—প্রাপ্ত হইয়াছে প্রাপ্য ষাঁহার দ্বারা তিনি প্রাপ্তপ্রাপ্য, তাঁহার ভাব প্রাপ্তপ্রাপ্যতা, তদ্বারা তপ্ত বা হুট হইয়া, “স্বমনসা” আপন মনে নিরন্তর চিন্তা করেন :— । ২২১

৩। জ্ঞানীর প্রাপ্তপ্রাপ্যতা ।

জ্ঞানী কি প্রকারে চিন্তা করেন ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) জ্ঞানেন ও জ্ঞান-  
ফলের লাভজনিত  
তৃপ্তির বর্ণন। ধন্যোহহং ধন্যোহহং নিত্যং স্বাত্মানমজ্ঞসং বেদ্বি ।  
ধন্যোহহং ধন্যোহহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে স্পষ্টম্ ॥

অন্য—নিত্যম্ স্বম্ স্বাত্মানম্ অজ্ঞসং বেদ্বি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; ব্রহ্মানন্দঃ মে স্পষ্টম্ বিভাতি, অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ । ২২২

অনুবাদ—আমি আত্মার সাক্ষাৎকার অনবরত করিতেছি, আমি ধন্য, আমি ধন্য । যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট সুস্পষ্ট প্রকাশিত হইতেছে, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য !

টীকা—“ধন্যঃ”—কৃতার্গঃ, এখানে ‘ধন্য’ শব্দের বিরুক্তি আদরস্থচনার্থ, “নিত্যম্”—অনবরত, “স্বম্ স্বাত্মানম্”—আপনার নিজরূপ দেশকালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন প্রত্যগাত্মাকে, “অজ্ঞসং বেদ্বি”—সাক্ষাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতেছি, অতএব আমি ধন্য । এই প্রকারে আত্মজ্ঞানলাভরূপ নিমিষ্ট-জনিত তুষ্টি অর্থাৎ তৃপ্তি বর্ণনা করিয়া, সেই আত্মজ্ঞানের ফল যে পরমানন্দবির্ভাব, তাহাও লাভরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে তুষ্টি, তাহাই দেখাইতেছেন—“যেহেতু ব্রহ্মানন্দ ইত্যাদি” । যে হেতু ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ, তাহা আমার নিকট স্পষ্ট বলিতে বাহা ব্যায়, সেইরূপ ভাবে প্রকাশিত হইতেছে, এই হেতু আমি হইতেছি ধন্য । ২২২ ।

এই প্রকারে বাহিত ফলের প্রাপ্তিতে তুষ্টির বর্ণনা করিয়া অনর্থনিবৃত্তিহেতুও জ্ঞানীর তুষ্টি হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(খ) অনিষ্টনিবৃত্তিহেতু  
জ্ঞানীর তৃপ্তির বর্ণন। ধন্যোহহং ধন্যোহহং দুঃখং সাংসারিকং ন বীক্ষ্যেহত ।  
ধন্যোহহং ধন্যোহহং স্বস্ত্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্বাপি ॥

অন্য—অত সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বীক্ষে ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; স্বস্ত্য অজ্ঞানম্ ক্বাপি পলায়িতম্ ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ । ২২৩

অনুবাদ—যে হেতু এখন সাংসারিক হুঃখ আর দেখিতেছি না, সেই হেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু আমার অজ্ঞান কোথায় পলাইয়াছে, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য।

টীকা—“অন্ত”—এক্ষণে, “সাংসারিকম্ হুঃখম্”—হুঃখরূপ সংসার, “ন বীক্ষে,”—যেহেতু দেখিতেছি না, এই হেতু আমি কৃতার্থ। হুঃখের অপ্রতীতির কারণ বলিতেছেন—“যেহেতু আমার অজ্ঞান” ইত্যাদি। অনেক কৰ্মসংস্কারের কোরকস্বরূপ যে অজ্ঞান, “ক অপি পলায়িতম্”—কোথায় গিয়াছে অর্থাৎ বিনষ্ট হইয়াছে, সেই হেতু, অর্থাৎ কৰ্মবাসনাজনিত সংসারে হুঃখের অভাববশতঃ আমি কৃতার্থ, ইহাই অর্থ। ২৯৩

অজ্ঞাননিবৃত্তির ফল—কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা দেখাইতেছেন :—

(গ) অজ্ঞাননিবৃত্তির ফলের বর্ণন। ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যং মে ন বিত্ততে কিঞ্চিৎ ।  
ধন্যোহহং ধন্যোহহং প্রাপ্তব্যং সৰ্বমগ্ন সম্পন্নম্ ॥ ২৯৪

অর্থ—মে (মম) কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ ন বিত্ততে ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ প্রাপ্তব্যম্ সপম্  
অগ্ন সম্পন্নম্ অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্তব্যই অবশিষ্ট নাই, সেইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। যেহেতু সকল প্রাপ্তব্যই পাইয়াছি ; এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য। ২৯৪

এক্ষণে কৃতকৃত্যতা প্রভৃতি হইতে উৎপন্ন যে তৃপ্তি তাহার নিরতিশয়তা অর্থাৎ অগ্ন সকল প্রকার তৃপ্তি হইতে উৎকর্ষ, বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) বিগত ১৩টি শ্লোকে ধন্যোহহং ধন্যোহহং তৃপ্তে মে কোপমাভবেল্লোকক ।  
বর্ণিত তৃপ্তির নিরঙ্কুশতা। ধন্যোহহং ধন্যোহহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥ ২৯৫

অর্থ—অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; মে তৃপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ । অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ধন্যঃ পুনঃ পুনঃ ধন্যঃ ।

অনুবাদ—আমি ধন্য, আমি ধন্য ; আমার তৃপ্তির কোন উপমা সংসারে পাওয়া যায় ? কোন উপমাই নাই। আমি ধন্য, আমি ধন্য, ধন্য ধন্য পুনঃ পুনঃ ধন্য।

টীকা—ইহার পর বর্ণনীয় কোন বস্তুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না বলিয়া, চারিদিকে সেই তৃপ্তিরই স্ফূরণ হইতেছে—ইহাই দেখাইতেছেন :—“আমি ধন্য, আমি ধন্য” ইত্যাদিধারা। ২৯৫

এই সকল জ্ঞানাদিকলের হেতুভূত পুণ্যদম্বহের পরিপাক অমৃত্তরূপে পরিণত করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) বিগত ৪টি শ্লোকে  
বর্ণিত ফলের হেতুভূত পুণ্যকে এবং তাহার লক্ষ্য অমৃত্তরূপে পরিণত করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি।  
অহোপুণ্যমহোপুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্ ।  
অমৃত্তপুণ্যমমৃত্তপুণ্যং বসমহো বসমম্ ॥ ২৯৬

অম্বয়—অহো পুণ্যম্, অহো পুণ্যম্ দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্। অশ্রু পুণ্যশ্রু সম্পত্তেঃ বয়ম্ অহো বয়ম্ অহো।

অমুবাদ—অহো আমার কি পুণ্য! অহো কি পুণ্য! ( এই পুণ্যাপেক্ষা উৎকৃষ্টতর আর কিছুই নাই ) যে হেতু ইহা অক্ষয়ফললাভ করিয়াছে। এই পুণ্যের সম্পাদনহেতু সম্পাদনকর্তা আমরা কি বিস্ময়কর! অহো আমরা সর্বোত্তম।

টীকা—এস্থলে সকল ষিক্কিই চমৎকারাতিশয়াসূচক। এই প্রকার পুণ্যের সম্পাদন-কর্তা আপনাকে স্মরণ করিয়া তৃপ্তিলাভ করেন, তাহাই বলিতেছেন :—আমরা কি বিস্ময়কর! এস্থলে “বয়ম্”—‘আমরা’—এই বহুবচন চিদাভাসকৃত আত্মাদরাতিশয়ের বা গৌরবের সূচক।

২২৬

এক্ষণে সমাগ্জ্ঞানের সাধন বৈদ্যাস্তশাস্ত্র এবং সেই শাস্ত্রের উপদেশকর্তা আচার্যের অনুস্মরণ করিয়া জ্ঞানী তৃপ্তিলাভ করিতেছেন :—

(চ) সমাগ্জ্ঞানের অম্ব-

রস সাধন—শাস্ত্র, গুরু

ও জ্ঞান এবং এই তিনের

ফল—সুখের স্মরণে তৃপ্তি।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুমহো গুরুঃ।

অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ২২৭

অম্বয়—অহো শাস্ত্রম্, অহো শাস্ত্রম্ অহো গুরুঃ অহো গুরুঃ, অহো জ্ঞানম্, অহো জ্ঞানম্ অহো সুখম্ অহো সুখম্।

অমুবাদ—অহো কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! কি বিস্ময়কর শাস্ত্র! সর্বশাস্ত্রের চূড়ামণি; সেই শাস্ত্রের উপদেষ্টা কি বিস্ময়কর! অহো কি বিস্ময়কর! সকল সাধনের ফলরূপ তত্ত্বজ্ঞান কি বিস্ময়কর! কি বিস্ময়কর! অহো কি সুখ! কি সুখ! ইহা অপেক্ষা আর সুখোৎকর্ষ নাই।

টীকা—[অশ্চর্য্যবক্তা, কুশলোহস্তলব্ধা—কঠোপনিষৎ ২।৭] ‘এই আত্মস্বরূপের কণথিতা অতি দূর্লভ; আত্মতত্ত্বের লব্ধা বা জ্ঞাতা অসাধারণ নিপুণ’ ইত্যাদি। ২২৭

‘তৃপ্তিদীপ’ গ্রন্থের চর্চা করিলে যে ফললাভ হয়, তাহাই বর্ণন করিতেছেন :—

(ছ) তৃপ্তিদীপের

অভ্যাসের ফল।

তৃপ্তিদীপমিমাংসং নিত্যং যেহনুসন্দধতে বুধাঃ।

ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তস্তে তৃপ্যন্তি নিরন্তরম্ ॥ ২২৮

অম্বয়—যে বুধাঃ ইমম্ তৃপ্তিদীপম্ নিত্যম্ অনুসন্দধতে তে ব্রহ্মানন্দে নিমজ্জন্তঃ নিরন্তরম্ তৃপ্যন্তি।

অমুবাদ ও টীকা—যে নিঃশ্লবুদ্ধি ব্যক্তি এই তৃপ্তিদীপ নামক প্রকরণগ্রন্থ নিত্য পর্যালোচনা করেন তিনি ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইয়া নিরবচ্ছিন্ন তৃপ্তিলাভ করেন। ২২৮

ইতি সটীক তৃপ্তিদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

অষ্টম অধ্যায়—কূটস্থদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ

চীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নমো শ্রীভারতীতীর্থবিহারণামুনীশ্বরো ।

কুক্ষে কূটস্থদীপস্ত বাখ্যাং তাৎপথ্যদীপিকাম্ ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিহারণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি কূটস্থদীপের তাৎপথ্যদীপিকা নাম্নী বাখ্যা রচনা করিতেছি ।

চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠ প্রকরণের ২২শ শ্লোকে ‘অম্’ পদের লক্ষ্যার্থ প্রত্যাগায়রূপ যে কূটস্থের লক্ষণ করিয়াছেন, সেই কূটস্থের দীপবৎ প্রকাশক বলিয়া, এই প্রকরণেব নাম “কূটস্থদীপ” ।

দেহের বাহিরে ভিতরে ব্রহ্ম ও কূটস্থ হইতে পৃথক্ করিয়া চিদাভাস-নিরূপণ ।

১। অম্-পদের লক্ষ্যার্থের এবং বাচ্যার্থের বর্ণনপূর্বক দেহের বাহ্যেব চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদবর্ণন ।

এই সংসারে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞান, মুমুক্শুজনের মোক্ষের সাধন । সেই জ্ঞান “তত্ত্বমসি” মহাবাক্যের অন্তর্গত “অম্”-পদার্থের শোধনদ্বারাই উৎপন্ন হয় । এই হেতু “অম্”-পদার্থের শোধনে ব্যাপ্ত কূটস্থদীপনামক গ্রন্থ আরম্ভ করিয়া, আচাধ্য এই গ্রন্থ বেদান্ত-শাস্ত্রেরই প্রকরণগ্রন্থ বলিয়া, সেই শাস্ত্রেরই বিষয়াদি অনুবন্ধচতুষ্টয়দ্বারা এই গ্রন্থের সঙ্গবদ্ধতাসিদ্ধি হইবে, মনে করিয়া, ‘অম্’-পদের লক্ষ্যার্থ ও বাচ্যার্থ যথাক্রমে কূটস্থ ও জীবের ভেদ, দৃষ্টান্ত দিয়া নির্দেশ করিতেছেন । অথবা পূর্ব প্রকরণে, ‘অজ্ঞান হইতে আরম্ভ ক’বে’ নিবন্ধুশা তপ্তি পর্যন্ত সাত অবস্থা চিদাভাসেরই, কূটস্থের নহে—ইহা শুনিয়া শিষ্যের কূটস্থ-বিষয়ে জিজ্ঞাসা বুঝিয়া, দেহরূপ ভাণ্ডের সামান্য ও বিশেষরূপে ভাসক কূটস্থের ও চিদাভাসের ভেদ বুঝাইতেছেন :-

(ক) অম্-পদের লক্ষ্যার্থের খাদিতাদীপিতে কূডো দর্পণাদিতাদীপ্তিবৎ ।

ও বাচ্যার্থের সদৃষ্টান্ত  
বর্ণন ।

কূটস্থভাসিতো দেহো ধীশ্বজীবেন ভাস্যতে ॥ ১

অর্থ—খাদিতাদীপিতে কূডো দর্পণাদিতাদীপ্তিবৎ কূটস্থভাসিতঃ দেহঃ ধীশ্বজীবেন ভাস্যতে ।

অনুবাদ—যেমন আকাশস্থিত সূর্যের কিরণদ্বারা সাধারণভাবে প্রকাশিত দেওয়ালে, দর্পণপ্রতিবিম্বিত সূর্যের রশ্মি পড়িলে, সেই দেওয়াল দ্বিগুণ প্রকাশিত



হয়, সেইরূপ কূটস্থচৈতন্যদ্বারা সামান্যভাবে প্রকাশিত দেহ, বুদ্ধিস্থ জীবচৈতন্যদ্বারা বিশেষভাবে প্রকাশিত হয়।

টীকা—“খাদিতাদীপিতে কুডো”—‘খে’ আকাশে অবস্থিত যে ‘খাদিত্য’ তাহা ‘খাদিত্য’—সর্বজনবিদিত স্বর্ঘ্য, তদ্বারা তৎসম্বন্ধী আলোক লক্ষিত হইতেছে। সেই আলোকদ্বারা প্রকাশিত যে দেওয়াল, তাহাতে, “দর্পণাদিত্যদীপ্তিবৎ”—দর্পণগত—দর্পণে প্রতিফলিত স্বর্ঘ্যের দীপ্তির ত্রায় অর্থাৎ অনেক দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বক্রভাবে প্রেরিত স্বর্ঘ্যরশ্মি, দেওয়ালে নিপতিত হইলে, সেই দেওয়ালকে ঘেরূপ (অধিকতর) প্রকাশ করে, সেইরূপ “কূটস্থভাসিতঃ”—কূটস্থ বা নির্বিকার চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত, “দেহঃ, ধীস্থজীবন ভাস্ততে”—শরীর, বুদ্ধিতে অবস্থিত চিদাভাসদ্বারা প্রকাশিত হয়। এইরূপ বর্ণনদ্বারা গ্রন্থকার, দেওয়ালের সামান্যভাবে ও বিশেষভাবে প্রকাশক স্বর্ঘ্যের দুইটি আলোকের ত্রায়, দেহের প্রকাশক দুইটি চৈতন্য আছে, এই অর্থ প্রতিপাদন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন। ১

ভাল, সেই দেওয়ালে দর্পণগত স্বর্ঘ্যের ( অর্থাৎ প্রতিবিম্বিত স্বর্ঘ্যের ) আলোক বাতীত আকাশগত স্বর্ঘ্যের ত’ আলোক দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই দর্পণগত স্বর্ঘ্যালোক হইতে, আকাশগত স্বর্ঘ্যালোককে বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

**অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম্ বহুসাক্ষয়।**

(খ) উক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন।

**ইতরা ব্যজ্যতে তাসামভাবেহপি প্রকাশতে ॥ ২**

অর্থ—অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম্ বহুসাক্ষয় ইতরা ব্যজ্যতে ; তাসাম্ অভাবে অপি প্রকাশতে।

অনুবাদ—সেই দেওয়ালে একাধিক দর্পণগত স্বর্ঘ্যের কিরণ নিপতিত হইলে, তাহাদের অনেক সন্ধিতে বা ব্যবধানে আকাশগত স্বর্ঘ্যের কিরণ প্রকটিত দেখা যায়, যাহা দর্পণগত স্বর্ঘ্যালোকের অভাব হইলেও প্রকটিত রহিয়াছে, দেখা যায়।

টীকা—“অনেকদর্পণাদিত্যদীপ্তীনাম্”—( দেওয়ালের স্থানে স্থানে ) অনেক দর্পণগত স্বর্ঘ্যদ্বারা উৎপাদিত যে মণ্ডলাকার বিশেষপ্রভাসমূহ দৃষ্ট হয়, তাহাদের সন্ধিতে অর্থাৎ ব্যবধানে “ইতরা”—অন্য অর্থাৎ সামান্য প্রভারূপ আকাশগত স্বর্ঘ্যের প্রভা, “ব্যজ্যতে”—স্পষ্ট প্রতীতিঃ ; “তাসাম্”—সেই দর্পণোৎপাদিত প্রভাসমূহের, “অভাবে”—দর্পণসমূহের অপসারণ, নাশ প্রভৃতি বশতঃ সেই একাধিক প্রভার তিরোভাব ঘটিলেও, তাহা—সেই সামান্যলোক, স্বয়ং সমস্ত দেওয়ালে প্রকটিত দেখা যায়। ২

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থটিকে দাষ্টান্তিকি বোঝনা করিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তসিদ্ধ অর্থের দাষ্টান্তিকি বোঝনা।

**চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ তথানেকধিয়ামসৌ।**

**সন্ধিং ধিয়ামভাবঞ্চ ভাসয়ন্ প্রবিচিচ্যাতাম্ ॥ ৩**

অর্থ—তথা চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্ সন্ধিম্ ধিয়াম্ অভাবম্ চ ভাসয়ন্ অসৌ প্রবিচিচ্যাতাম্।

অনুবাদ—সেইরূপ, চিদাভাসবিশিষ্ট অনেক বুদ্ধিবৃত্তির সন্ধির এবং বুদ্ধিরন্তি সমূহের অভাবের প্রকাশক সেই কূটস্থ চৈতন্যকে, সেই বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া চিনিয়া লও।

টীকা—“তথা”—সেই দর্পণদ্বারা হৃচিত প্রকারেই, “চিদাভাসবিশিষ্টানাম্ অনেকধিয়াম্”—চৈতন্যের প্রতিবিশ্বযুক্ত ‘ঘটজ্ঞানা’দি শব্দদ্বারা হৃচিত অনেক বুদ্ধিবৃত্তিব, “সন্ধিম্”—অন্তরাল বা ব্যবধানকে অর্থাৎ বাহিরে, ঘটাদির আকারের বৃত্তি নষ্ট হইল এবং পটাদির আকারের বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের মধ্যবর্তী যে অবকাশরূপ সন্ধি এবং ভিতরে, ইচ্ছারূপ বৃত্তি বিনষ্ট হইল এবং ক্রোধরূপ বৃত্তি উৎপন্ন হইল, এই উভয়ের অবকাশরূপ সন্ধি, যাহা জাগ্রৎ, স্বপ্ন, জাগ্রৎ-স্বপ্ন ও স্বপ্নজাগ্রদবস্থায় দৃষ্ট হয় এবং “মিয়াম্ অভাবম্”—বুদ্ধিবৃত্তিসমূহের অভাবকে, যাহা সুষুপ্তি, মুচ্ছা প্রভৃতি অবস্থায় দৃষ্ট হয়, তাহাকে “ভাসয়ন্”—প্রকাশ করিয়া অর্থাৎ তাহাদের প্রকাশক হইয়া, “অসৌ”—এই কূটস্থ অর্থাৎ সামান্য চৈতন্য অবস্থিত রহিয়াছেন ; সেই কূটস্থচৈতন্যকে “প্রবিনিচ্যাতাম্”—সেই চিদাভাস সহিত বুদ্ধিবৃত্তিসমূহ হইতে পৃথক্ করিয়া—ভিন্নরূপে উপলব্ধি করিয়া, চিনিয়া লও। সেই ‘সন্ধি’ শব্দে জাগ্রদবস্থার অন্তে এবং স্বপ্ন বা সুষুপ্তি অবস্থার আদিতে, এবং স্বপ্নাবস্থার অন্তে এবং সুষুপ্তি বা জাগ্রদবস্থার আদিতে এবং সুষুপ্তির অন্তে জাগ্রৎ বা স্বপ্নাবস্থার আদিতে, যে অবকাশ বা অন্তরাল অনুভূত হয়, তাহাদিগকেও ধরিতে হইবে। এই সকল সন্ধিতে বৃত্তির স্মরণ না থাকায়, চিদাভাসের অভাব হয় ; এইহেতু কেবল সামান্যচৈতন্যরূপ কূটস্থেরই প্রকাশ থাকে। \* ৩

এক্ষণে দেহের ভিতর চিদাভাস ও কূটস্থের ভেদ দেখাইবাব জন্য, দেহের বাতিবেণু, চিদাভাস ও ব্রহ্মের বিভাগ করিয়া দেখাইতেছেন :—

(ঘ) ঘট চিদাভাসদ্বারা

প্রকাশ এবং ঘটের

ঘটটেকাকারধীস্থা চিদমটমেবাবভাসয়েৎ।

জাগ্রতরূপ ধর্ম ব্রহ্মদ্বারা

প্রকাশ।

ঘটশ্চ জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেনাবভাসতে ॥ ৪

অর্থ—ঘটটেকাকারধীস্থা চিং ঘটম্ এব অবভাসয়েৎ ; ঘটশ্চ জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যেন অবভাসতে।

অনুবাদ—ঘটের সহিত একাকার অর্থাৎ ঘটাকারাকারিত বুদ্ধিতে অবস্থিত আভাসচৈতন্য ঘটকেই প্রকাশ করে, আর ঘটের জ্ঞাততা ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয়।

টীকা—“ঘটটেকাকারধীস্থা চিং”—ঘটের সহিত এক বা অভিন্ন আকারের স্থায় আকার যাহার এইরূপ যে বুদ্ধি তাহা “ঘটটেকাকারধী”, তাহাতে বর্তমান যে চিদাভাস, “ঘটম্ এব

\* “নীনে পূর্ণবিক্রমে তু বাবদন্তস্ত নোদয়ঃ । নির্বিকল্পকচৈতন্যং স্পষ্টং তাবভাসতে ॥” ইতি “লঘুবাক্যবৃত্তিঃ” ইতি অচ্যুতরায় কর্তৃক উদ্ধৃত।

‘অবভাসয়েৎ’—তাহা ‘ইহা ঘট’ এইরূপে ঘটকেই প্রকাশ করিয়া থাকে ; ‘ঘটন্তু জাতত’—সেই ঘটের জ্ঞানের বিষয় হওয়া রূপ যে ধর্ম, যাহা ‘ঘট জানা গিয়াছে’ এই ব্যবহারের কারণ তাহা, ঘটের কল্পনার অধিষ্ঠানসাধনরূপ “ব্রহ্মচৈতন্তেন অবভাসতে” ব্রহ্মচৈতন্তদ্বারাষ্ট প্রকাশিত হয়, ইহাই অর্থ । ৪

ভাল, জ্ঞাততার প্রকাশক চৈতন্তদ্বারাষ্ট যখন ঘটের প্রতীতি সম্ভব, তখন বুদ্ধির প্রয়োজন কি ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ঘটের জাততা ও অজ্ঞাততাকল্প ভেদের সিদ্ধির জন্ত বুদ্ধি :—

(৬) ঘটের জাততা-  
অজ্ঞাততা, এই উভয়ের  
ভেদসিদ্ধির জন্ত বুদ্ধির  
উপযোগিতা ।

অজ্ঞাততেন জ্ঞাতোহয়ং ঘটোবুদ্ধ্যাদয়াং পুরা ।  
ব্রহ্মণৈবোপরিষ্ঠাতু জ্ঞাততেনেত্যসৌ ভিদা ॥ ৫

অর্থ—বুদ্ধ্যাদয়াং পুরা অয়ম্ ঘটঃ ব্রহ্মণা এব অজ্ঞাততেন জ্ঞাতঃ ; উপরিষ্ঠাতু জ্ঞাততেন ইতি অসৌ ভিদা ।

অনুবাদ—বুদ্ধির উদয়ের পূর্বে অর্থাৎ বুদ্ধির সহিত সম্বন্ধ ঘটিবার পূর্বে এই ঘট অজ্ঞাতরূপে ব্রহ্মচৈতন্তদ্বারা প্রকাশিত ছিল, কিন্তু পরে জ্ঞাতরূপে প্রকাশিত হইল ; এই মাত্র ভেদ ।

টীকা—ঘটাকারে আকারিত বুদ্ধির উৎপত্তির পূর্বে, এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্তদ্বারা, ‘ঘটকে আমি জানি না’—এই প্রকার অজ্ঞাতভাবে, প্রকাশিত হয় ; আর বুদ্ধির উৎপত্তির পরে ‘আমি ঘটকে জানিতেছি’ এই প্রকারে জ্ঞাত হইয়া এই ঘট ব্রহ্মচৈতন্তদ্বারা প্রকাশিত হয় । বুদ্ধির থাকায় না থাকায় এই মাত্র ভেদ, অল্প ভেদ নাই । অভিপ্রায় এই—যেমন অজ্ঞানরূপ বিশেষণ-বিশিষ্ট অজ্ঞাত ঘটকে বা সূক্ষ্মরূপ পূর্বতক আমি জানি না, এই প্রকারে ব্রহ্মচৈতন্ত প্রকাশ পায়, সেই প্রকার জ্ঞানরূপ বিশেষণবিশিষ্ট জ্ঞাতঘট প্রভৃতিকে ‘আমি জানিতেছি’ এইরূপে, ব্রহ্মচৈতন্তই প্রকাশ পায় । এইহেতু বুদ্ধির অমুদয়বশতঃ ঘটবিষয়ে অজ্ঞাততা থাকে এবং বুদ্ধির উদয়বশতঃ ঘটের অজ্ঞাততা বিনষ্ট হইয়া জ্ঞাততা প্রতীত হয় । ইহাই বুদ্ধির সম্ভাব ও অভাবকৃত ভেদ, অল্প কিছু নহে । ৫

ভাল, একই ঘটের জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততাব্যবস্থা হইরূপ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া সেই হইরূপ বুঝাইবার জন্ত জ্ঞাততা ও অজ্ঞাততার কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ প্রথমে বুঝাইতেছেন :—

(৮) একই ঘটের জ্ঞাততা  
ও অজ্ঞাততার কারণ  
জ্ঞান ও অজ্ঞানের স্বরূপ ।

চিদাভাসান্তধীবৃত্তিজ্ঞানং লোহাস্তকুস্তবৎ ।  
জাড্যমজ্ঞানমেতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুস্তোদ্বিধোচ্যতে ॥

অর্থ—চিদাভাসান্তধীবৃত্তিঃ লোহাস্তকুস্তবৎ জ্ঞানম্ ; জাড্যম্ অজ্ঞানম্ । এতাভ্যাং ব্যাপ্তঃ কুস্তঃ দ্বিধা উচ্যতে । ৬

অনুবাদ—যেমন কুস্ত বা প্রাস ( বর্ষা বা শূল ) নামক অস্ত্র অত্রভাগে ইপ্পাত-

দ্বারা তীক্ষ্ণধারযুক্ত, সেই প্রকার চিদাভাসযুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিই জ্ঞান; আর যাহা স্বভাবতঃ জড় বা প্রকাশরহিত তাহাই অজ্ঞান—ভানবিরোধী অনাদিভাবরূপ অনির্বচনীয় বস্তু। এই উভয়দ্বারা ব্যাপ্ত ঘট দুই প্রকারের হইয়া থাকে।

টীকা—“চিদাভাসাস্বীয়বৃত্তিঃ”—চিদাভাস অর্থাৎ চৈতন্তের প্রতিবিম্ব ‘অন্তে’ অগ্রভাগে যাহার, এইরূপ যে বুদ্ধিবৃত্তি, তাহাই ‘জ্ঞান’ এই নামে কথিত হয়। পূজ্যপাদ আচার্য্য \* বলিয়াছেন—“বোধেহজ্ঞাবুদ্ধিঃ” যে বুদ্ধি ‘অজ্ঞা’ অর্থাৎ জ্ঞানাদানকাবিলী তাহাকে বোধ বলে—‘অতএৱ ইতি অং, সততং গমনং, জ্ঞানং বা, তৎ দধতি. অং+ধা+কিপ্ ( তারানাতের “বাস্পাত্যম্” ) [ পাঠান্তরে “বোধো দীপ্তিঃ”—বোধ বা জ্ঞান বুদ্ধির বৃত্তি ] তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—“লোহাস্তকুন্তবৎ”—লোহ বা ইস্পাতদ্বারা বচিত ফলক বা অগ্রভাগ যাহার—এই প্রকার কুন্ত বা বধা; সেই অস্ত্রের তায়; “জাদাম অজ্ঞানম্”—যাহা স্বভাবতঃ প্রকাশরহিত ( মোহাত্মক ), তাহাকে অজ্ঞান বলে; “এভাত্যাম্ ব্যাপ্তঃ কুন্তঃ”—এই জ্ঞান ও অজ্ঞান এতদুভয়দ্বারা ঘণাক্রমে, সর্বপ্রকারে প্রাপ্তসম্বন্ধ যে ঘট, তাহাই “দ্বিধা উচ্যতে”—জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত এই দুই প্রকারে কথিত হয়; ইহাই অর্থ। ৬

ভাল, অজ্ঞাত ঘট অজ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত বলিয়া তাহার ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, কিন্তু জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্ত যে জ্ঞাত ঘট, তাহার কি প্রকারে ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা থাকিতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অজ্ঞান ধরূপ ঘটে অজ্ঞাততা ধর্ম উৎপাদন করিয়া পর্য্যবসন্ন বা চরিতার্থ হয়, জ্ঞানও সেইরূপ জ্ঞাততাদ্বয় উৎপাদন করিয়াই চরিতার্থ হয়; সেই কারণে অজ্ঞাত কুন্তের তায় জ্ঞাত কুন্তেরও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয় :—

(৬) অজ্ঞাত ঘটের তায়  
জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা  
প্রকাণ্ড।

অজ্ঞাতো ব্রহ্মণা ভাস্তো জ্ঞাতঃ কুন্তস্তথা ন কিম্?  
জ্ঞাতভজননেনৈব চিদাভাসপরিষ্করঃ ॥ ৭

অর্থ—অজ্ঞাতঃ ব্রহ্মণা ভাস্তঃ; তথা জ্ঞাতঃ কুন্তঃ কিম্ ন? জ্ঞাতভজননেন এব চিদাভাস  
পরিষ্করঃ ( ভবতি )।

অনুবাদ—যেমন অজ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা আছে, জ্ঞাত ঘটের সেইরূপ যোগ্যতা কেন থাকিবে না? যেহেতু জ্ঞাততা উৎপাদন করিবামাত্রই চিদাভাসের পরিষ্কর হয় অর্থাৎ তাহা চরিতার্থ হইয়া যায়, সেইহেতু জ্ঞাত ঘটও ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হয়।

টীকা—যেমন অজ্ঞাত ঘট ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য, সেইরূপ জ্ঞাত ঘটও কি ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্য নহে? অর্থাৎ যোগ্যই; ইহাই তাৎপর্য্য। কি-কারণে জ্ঞাত ঘটের ব্রহ্মদ্বারা অবভাসিত হইবার যোগ্যতা হয়? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“যেহেতু

জ্ঞাততা” ইত্যাদি। জ্ঞাততার উৎপাদনমাত্রেই চিদাভাসের পরিষ্কর বা কৃতার্থতা হয়। “বুদ্ধিতৎস্থচিদাভাসো দ্বাবপি ব্যাপ্নোতি ঘটম্। তত্রাজ্ঞানং যিষ্য নস্তেদাভাসেন ঘটঃ ক্ষুদ্রেৎ ॥” বুদ্ধি এবং বুদ্ধিস্থ চিদাভাস উভয়েই ঘটকে ব্যাপিয়া থাকে ; তন্মধ্যে ঘটবিষয়ক অজ্ঞান বুদ্ধিদ্বারা বিনষ্ট হয় এবং চিদাভাসদ্বারা ঘটের প্রকাশ হয় ( তৃপ্তিদীপ—৭১২ )। এই বচন হইতে জানা যায় যে প্রকাশ বা জ্ঞানমাত্র উৎপাদন করিয়াই চিদাভাস চরিতার্থ হইয়া যায়। যেমন দণ্ডিত্বের অর্থ দণ্ড, সেইরূপ জ্ঞাতত্বের অর্থ জ্ঞান। ৭

( শঙ্ক ) ভাল, অজ্ঞাততার উৎপাদনের জ্ঞাত যেমন অজ্ঞানই পর্যাপ্ত বা যথেষ্ট, সেইরূপ জ্ঞাততার উৎপাদনের জ্ঞাত বুদ্ধিই ত’ যথেষ্ট ; তাহা হইলে এই চিদাভাসের প্রয়োজন কি ? এত আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—চিদাভাসরহিত বুদ্ধি ঘটাদির জ্ঞায় জড়রূপ ( প্রকাশহীন ) বলিয়া তদ্বারা জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব :—

( জ ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বং নৈব জ্ঞাততে ।  
ঘারা ঘটের জ্ঞাততার উৎপাদন অসম্ভব । তাদৃগ্ধ্বদ্বৈর্বিশেষঃ কো যদাদেঃ স্যাদ্বিকারিণঃ ॥ ৮

অন্বয়—আভাসহীনয়া বুদ্ধ্যা জ্ঞাতত্বম্ ন এব জ্ঞাততে । তাদৃগ্ধ্বদ্বৈঃ বিকারিণঃ যদাদেঃ কঃ বিশেষঃ জ্ঞাত ?

অনুবাদ ও টীকা—আভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা জ্ঞাততা কখনই উৎপাদিত হইতে পারে না, কারণ সেই চিদাভাসরহিত বুদ্ধি হইতে বিকারী অর্থাৎ লেপনাদিরূপে পরিণামপ্রাপ্ত মৃত্তিকাদির প্রভেদ কি ? কোনই প্রভেদ নাই। ৮

চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই—এই কথাই দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

( ঝ ) চিদাভাসরহিত বুদ্ধি জ্ঞাত ইভ্যুচ্যতে কুন্তো যদালিপ্তো ন কুত্রচিৎ ।  
ঘারা ব্যাপ্ত ঘটের জ্ঞাততা নাই ; দৃষ্টান্ত । ধীমাত্রব্যাপ্ত কুন্তস্য জ্ঞাতত্বং নেন্ম্যতে তথা ॥ ৯

অন্বয়—কুত্রচিৎ যদা আলিপ্তঃ কুন্তঃ জ্ঞাতঃ ইতি ন উচ্যতে, তথা ধীমাত্রব্যাপ্তকুন্তস্য জ্ঞাতত্বম্ ন ইহ্যতে ।

অনুবাদ—যেমন মৃত্তিকাদ্বারা চারি পার্শ্বে লিপ্ত ঘট কোথাও জ্ঞাত বলিয়া ব্যবহৃত হয় না ( অজ্ঞাত বা বিচিকিৎসিতই থাকে ), সেই প্রকার আভাসহীন বুদ্ধিমাত্রদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটও কোথাও জ্ঞাত বলিয়া স্বীকৃত হয় না ।

টীকা—যেমন সংসারে কোথাও, “যদা”—শুদ্ধরূপ মৃত্তিকাদ্বারা, ( ঘট ) “আলিপ্তঃ”—চারিপার্শ্বে লেপনপ্রাপ্ত হইলে, তাহাকে জ্ঞাত বলা যায় না, সেই প্রকার চিদাভাসরহিত বুদ্ধিদ্বারা ব্যাপ্ত ঘটেরও জ্ঞাততা কোথাও অস্বীকৃত হয় না, ইহাই অভিপ্রায় । ৯

এক্ষণে কলিতার্থ বলিতেছেন :—

জ্ঞাতত্বং নাম কুন্তে তচ্চিদাভাসফলোদয়ঃ।

(ক) কলিতার্থ—

ন ফলং ব্রহ্মচৈতন্যং মানাং প্রাগপি সত্ত্বতঃ ॥ ১০

অর্থ—তৎ (তস্যাং হেতোঃ) কুন্তে চিদাভাসফলোদয়ঃ জ্ঞাতত্বং নাম। ব্রহ্মচৈতন্যং ফলম্  
ন, মানাং অপি প্রাক্ সত্ত্বতঃ।

অনুবাদ—সেই হেতু ঘটবিষয়ে চিদাভাসরূপ ফলের উদয়ই ঘটের জ্ঞাতত্ব  
বলিয়া প্রসিদ্ধ। ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে; কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্বেও ব্রহ্ম  
বিজ্ঞান।

টীকা—যেহেতু কেবল বুদ্ধির জ্ঞাততার উৎপাদনে সামর্থ্য নাই, সেইহেতু ঘটবিষয়ে  
চিদাভাসরূপ ফলের উৎপত্তি জ্ঞাততা বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভাল, তাহা হইলেই চিদাভাসকল্পনা  
করা উচিত নহে, কেননা, ব্রহ্মচৈতন্যরূপফল বিজ্ঞান রহিয়াছে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে  
বলিতেছেন :—ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্য ঘটাদির ক্ষুরণরূপ ফল নহে। ব্রহ্মচৈতন্য  
কেন ফল নহে? তদন্তরে বলিতেছেন, “কেননা, প্রমাণপ্রয়োগের পূর্বেও ব্রহ্মচৈতন্য বিজ্ঞান।”  
প্রমাণের প্রবৃত্তির পূর্বেও ব্রহ্ম বিজ্ঞান বলিয়া, আর ঘটাদির ক্ষুরণরূপ যে ফল, তাহা প্রমাণ  
প্রয়োগের পরবর্তীকালেই হইবে, এইরূপ নিয়ম থাকায়, ব্রহ্মচৈতন্য ফল নহে, ইহাই তাৎপর্য।  
এস্থলে ফলচৈতন্য লইয়া অবচ্ছেদনবান্ধী ও আভাসবান্ধী মধ্য যে মতভেদ আছে তাহা এইরূপে  
পরিস্ফুট হইবে। “সিদ্ধান্তবিন্দুগ্রন্থে” ( ১৩৩ হইতে ১৩৭ কণ্ডিকায় ) অস্তঃকরণরূপ এইরূপ  
বর্ণিত আছে :—“বাহ্যকে অস্তঃকরণ বলা যায়, তাহা একটি অবিজ্ঞাবিবস্ত, অর্থাৎ অবিজ্ঞাব  
পরিণাম যে হৃদয়পঙ্কজ, তদ্বারা আরম্ভ (বিরচিত); তাহাতে সত্ত্বগুণেরই প্রাধান্য বলিয়া দর্পণাদির  
দ্বায় অতি স্বচ্ছ। তাহা শরীর মধ্য সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিত। তাহা নেত্রাদির দ্বারা  
বহির্গত হইয়া, “যোগ্য” ঘটাদি বস্তুকে ব্যাপ্ত করে, ( ধর্মাদিরূপ প্রত্যক্ষ প্রমাণের অযোগ্য বস্তুকে  
করে না। ) তাহা গলিত তাত্ত্বাদির দ্বায় সেই সেই বস্তুর আকার ধারণ করে। স্থব্যাণোক্ত  
দ্বায় অতি দ্রুতবেগে তাহার সঙ্কোচবিকাশ হয়। তাহা সাবয়ব বলিয়া পরিণাম প্রাপ্ত হইয়া,  
দেহাভাস্তরে ও ঘটাদিতে সমাগ্ ব্যাপ্ত হইয়া, দেহ ও ঘটের মধ্যে চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বায় অবিচ্ছিন্নভাবে  
অবস্থিত হয়। অস্তঃকরণের সেইরূপ পরিণামে যে ভাগ দেহদ্বারা অবচ্ছিন্ন হয়, তাহার নাম হয়  
‘অহঙ্কার’; তাহাই কর্তা বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ দেহ ও বিষয়ের মধ্য দণ্ডাকারে  
অবস্থিত হয়, তাহার নাম হয় ‘বুদ্ধিজ্ঞান’; তাহাই ক্রিয়া বলিয়া অভিহিত হয়। তাহার যে ভাগ  
বিষয়কে ব্যাপ্ত করে, তাহাই বিষয়কে জ্ঞানক্রিয়ার কর্ত্বরূপে (কর্তৃকারকরূপে) বুঝায়; তাহারই নাম  
হয় ‘অভিব্যক্তিব্যোগ্যতা’। সেই ত্রিভাগবিশিষ্ট অস্তঃকরণ অতি স্বচ্ছ বলিয়া তাহাতে চৈতন্য  
অভিব্যক্ত হয়। সেই অভিব্যক্ত চৈতন্য বস্তুতঃ এক হইলেও তাহার অভিব্যক্তক  
ত্রিভাগবিশিষ্ট অস্তঃকরণের অনুসারে তাহাতেও ভাগত্রয়ের উপচার করা হয়। অস্তঃকরণের  
কর্তৃভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যংশ—প্রমাতা; ক্রিয়াভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যংশ—প্রমাণ,  
বিষয়ব্যাপক অভিব্যক্তিব্যোগ্যতা-ভাগদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যংশ—প্রমিত ( প্রমাঞ্জন )। প্রেমের

কিন্তু বিষয়গত ব্রহ্মচৈতন্ত্যই, তাহা অজ্ঞাত। তাহাই জ্ঞাত হইলে ( প্রমাণ-) ‘ফল’। এই প্রকারে অধিষ্ঠানরূপে বিষয়গত ব্রহ্ম চৈতন্ত্যের জ্ঞাতভারূপ উপাধি হইলেই ফলস্বসিদ্ধি।” মধুসূদনের মতে এই সিদ্ধান্ত “নির্কির্বাদ”—কিন্তু এই স্থলে বিবাদ এইরূপ:—অবচ্ছেদবাদীর মতে—অন্তঃকরণ-বিশিষ্ট চৈতন্ত্য ‘প্রমাতৃ-চৈতন্ত্য’; ইন্দ্রিয় হইতে আরম্ভ করিয়া বিষয়পর্ধ্যন্ত যে বৃত্তি, তদ্বিশিষ্ট চৈতন্ত্য ‘প্রমাণচৈতন্ত্য’; আর ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্য অজ্ঞাত হইলে তাহাকে ‘বিষয়চৈতন্ত্য’ বা ‘প্রমেয়চৈতন্ত্য’ বলে; তাহাই জ্ঞাত হইলে তাহাকে ‘ফলচৈতন্ত্য’ বা ‘প্রমিতচৈতন্ত্য’ (বা প্রমা-চৈতন্ত্য) বলে; অবচ্ছেদবাদী এই চারিপ্রকার চৈতন্ত্য স্বীকার করেন। আভাসবাদীর মতে চিদাভাস-সহিত ‘অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্ত্য—প্রমাতৃচৈতন্ত্য; সাভাসবৃত্তিবিশিষ্ট চৈতন্ত্য—প্রমাণচৈতন্ত্য; ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্ত্য বিষয়চৈতন্ত্য বা প্রমেয় চৈতন্ত্য; আর বৃত্তির সহিত সম্বন্ধবশতঃ ঘটাদিতে যে চৈতন্ত্যের প্রতিবিম্ব বা আভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ফলচৈতন্ত্য। ঘটাদিরদ্বারা অবচ্ছিন্ন ব্রহ্মচৈতন্ত্য ফল নহে। এই স্থলেই আভাসবাদী বিজ্ঞানগাণ্ডার্যমীর সহিত অবচ্ছেদবাদীর ভেদ। ১০

ভাল, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন এই চিদাভাসরূপ ফলের বর্ণন, সুরেশ্বরচাণ্ডীকৃত “পরাগর্থপ্রমেয়েষু”—ইত্যাদিরূপ বাস্তিক বচনের বিরুদ্ধ হইতেছে—এই আপত্তির পরিহার করিতেছেন এই বলিয়া যে, যে-অবচ্ছেদবাদিগণ এইরূপ আপত্তির উত্থাপন করেন, তাঁহারা সুরেশ্বরচাণ্ডীয়েব ঐকণ বলিবার অভিপ্রায় বুঝেন না। সেই বাস্তিক বচনটি এই \* :—

**পরাগর্থপ্রমেয়েষু বা ফলজ্ঞেন সম্মতা।**

**সম্বিং সৈবৈহ মোক্ষোর্থো বেদান্তোক্তিপ্ৰমাণতঃ ॥**

অর্থ—পরাগর্থপ্রমেয়েষু বা ফলজ্ঞেন সম্মতা সম্বিং, সা এব ইহ বেদান্তোক্তিপ্রমাণতঃ  
মেয়ঃ অর্থঃ। ১১

অনুবাদ—ঘটাদি বাহ্যপদার্থ প্রমাণের বিষয় হইলে যে সম্বিং ( অর্থাৎ চিদাভাস ) প্রমাণের ফল বলিয়া স্বীকৃত হয়, তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, বেদান্তবাক্যরূপ প্রমাণানুসারে প্রমেয় বা জ্ঞেয়পদার্থ।

টীকা—বাস্তিককারের এই বচনটির অর্থ এই—“পরাগর্থপ্রমেয়েষু”—‘পরাগর্থ’—বাহ্য-ঘটাদিপদার্থ, প্রমেয়েষু ( সংস্র )—প্রমাণের বিষয় হইলে, “যা সম্বিং ফলজ্ঞেন সম্মতা”—প্রমাণের ফল বলিয়া সে সম্বিং স্বীকৃত হয়, “সা এব ইহ”—তাহাই এই বেদান্তশাস্ত্রে, “বেদান্তোক্তি-প্রমাণতঃ”—বেদান্ত বাক্যরূপ প্রমাণের বলে, ( প্র ) মেয়ঃ অর্থঃ—জ্ঞাতব্য বস্তু। ১১

**ইতি বাস্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যং বিবক্ষিতম্।**

**ব্রহ্মচিৎফলয়ো ভেদঃ সহস্রাং বিজ্ঞাতো যতঃ ॥১২**

অর্থ—ইতি বাস্তিককারেণ চিৎসাদৃশ্যম্ বিবক্ষিতম্, যতঃ ব্রহ্মচিৎফলয়োঃ ভেদঃ সহস্রাং

বিজ্ঞাতঃ।

\* এই বাস্তিকবচনটি ‘অনলশ্রম’ মুদ্রিত “বৃহদারণ্যকবাস্তিক” মধ্যে এবং কালী চৌধুরীমুদ্রিত “বৃহদারণ্যকবাস্তিকসার” মধ্যে পাওয়া গেল না। “নৈকশ্রম্যসিদ্ধিতে”ও নাই।

অনুবাদ—বার্ত্তিকরচয়িতা সুরেশ্বরচাৰ্য্যের, এই শ্লোকে ব্যবহৃত ‘সম্বিং’ শব্দ দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ—‘চৈতন্যের সদৃশ চৈতন্য’ অর্থাৎ চিদাভাস; কেননা, সম্বিক্রপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের ভেদ, “উপদেশসহস্রী” গ্রন্থে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যাকর্তৃক বিশেষরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে।

টীকা—“ইতি”—এই বার্ত্তিকশ্লোকদ্বারা, ব্রহ্মচৈতন্যের সদৃশ চিদাভাসকে প্রমাণের ফলরূপে বর্ণন করাই অভিপ্রেত, ব্রহ্মচৈতন্যকে নহে; ইহাই তাৎপৰ্য্য। বার্ত্তিককারের যে এইরূপ বর্ণন করাই অভিপ্রেত, তাহা কি প্রকারে জানিলা? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহার গুরু শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বরচিত “উপদেশসহস্রী” গ্রন্থে “স্বপ্নস্মৃতি” নামক চতুদশ প্রকরণে সপ্তম ও অষ্টম শ্লোকে ব্রহ্মচৈতন্য ও চিদাভাসের ভেদ প্রতিপাদন করিয়াছেন বলিয়া বার্ত্তিককারের উক্ত অভিপ্রায় অবগত হওয়া যায়—“কেননা, সম্বিক্রপ ব্রহ্ম ও ফলচৈতন্যের (প্রতিফলিত চিদাভাসের) ভেদ” ইত্যাদির দ্বারা। “ব্রহ্মচিৎসংখ্যোঃ”—ব্রহ্ম ও চিৎসংখ্য (চিদাভাসকপ ফল) তত্ত্বভয়ের; এইরূপে সমাস ভাঙিতে হইবে। “উপদেশসহস্রী” উক্ত শ্লোকটি রামভীর্ণ-বিরচিত “পদযোজনিকা” টীকায় পাতনিকাসহ এইরূপে দেখা যায়—“( শঙ্কা ) বুদ্ধি ৭ বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষিকপে চিদাভাসের পরিণাম না হইলেও, ব্রহ্মরূপে তাহার একতা ( অখণ্ডতা ) বুদ্ধিসহ হইতে পারে না, কেননা, প্রতি দেহেই ভিন্ন ভিন্ন বুদ্ধির সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, সেইরূপ ভেদের প্রমাণ নাই বলিয়া, সেই ভেদ স্বীকাৰ্য্য নহে:—“চিন্মাত্র জ্যোতিষা সৰ্ব্বাঃ সৰ্ব্বদেহেষু বুদ্ধয়ঃ। ময়া যস্মাৎ প্রকাশস্তে সৰ্ব্বজ্ঞাত্বা ততো হৃদম॥” ৭। যেহেতু আমি সকল জীবদেহেই সকল বুদ্ধিকে চিন্মাত্রের জ্যোতিঃদ্বারা ( প্রতিভাস দ্বারা ) প্রকাশ করিয়া থাকি, সেইহেতু আমি সকল জীববহিঃ ‘আত্মা’। ( ইহাব টীকা )—যেমন একটি দেহে বুদ্ধিব অবভাস বা প্রকাশ বিকৃতচৈতন্যদ্বারা ব্যাপ্তিমান, সৰ্বজীবশরীরগত বুদ্ধির অবভাসও সেইরূপ; এইহেতু ভাসনীয় বা প্রকাশনীয় বুদ্ধিসমূহের ভেদ থাকিলেও তাহাদের আভাসকেন স্বরূপে ভেদ নাই, কেননা, এইরূপ ভেদ প্রমাণপথে অবতরণ করে না অর্থাৎ কোনও প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হয় না। ভেদ যখন সাক্ষিগোচর, তখন সেই ভেদে সাক্ষিধন্যতা নাই। সেইহেতু সাক্ষী ভিন্ন ভিন্ন, এইরূপ আশঙ্কার অবসর নাই। ৭। ( শঙ্কা ) চৈতন্য সকলস্থলে এক হইলেও, দৃশ্য ( বুদ্ধিপ্রভৃতি ) অনেক বলিয়া, ব্রহ্মরূপ আত্মার অদ্বয়তাসিদ্ধি হইতে পারে না। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া উপপাদন করিতেছেন যে সকল দৃশ্যই অনাদি অনির্জন্য অবিত্যাব বিলাস—বুদ্ধিমাত্র বলিয়া চৈতন্যের অদ্বয়রূপতায় বিরোধ নাই।—“করণং কন্ম কৰ্ত্তা চ ক্রিয়া; স্বপ্নে ফলধীঃ। জাগ্রতোব্যং যতো দৃষ্টা দ্রষ্টা তস্মাদতোহন্তথা॥” ৮। যেমন স্বপ্নে করণ, কন্ম, কৰ্ত্তা, ক্রিয়া এবং তাহাদের প্রতিফলন ( অভিব্যক্তি )—বুদ্ধিমাত্র, এবং জাগ্রদবস্থাতেও যেহেতু এইরূপই দৃষ্ট হয়, সেইহেতু দ্রষ্টা বুদ্ধি হইতে ভিন্নস্বভাব। ( টীকা ) স্বপ্নে যেমন ক্রিয়া, কারক ও তাহাদের প্রতিফল বা অভিব্যক্তি বুদ্ধিভিন্ন ভিন্ন কিছুই নহে, কেননা, সেই স্থানে সেই সময়ে অজ বাহ্য বস্তু নাই—ইহা নিশ্চিত বা নির্বিবাদ, এবং যেহেতু “জাগ্রতি”—জাগ্রদবস্থাতেও ( ঠিক



সেইরূপেই) বুদ্ধিই ক্রিয়া, কারক এবং তাহাদের ফল বা অভিব্যক্তিরূপে দৃষ্ট হয়—তাহার দ্বারাই বাহিরে পদার্থসত্তা অবগত হওয়া যায়—( তাহা না হইলে স্রষ্টৃশ্রুতিতেও কোন সময়ে পদার্থের আকারবিশেষের স্ফুরণ হইত ) সেইহেতু, সকল বিষয়ের সহিত বুদ্ধি আত্মায় অধ্যাত্ত বলিয়া এবং বুদ্ধি সাদি ও সাস্ত্ত বলিয়া তাহার মিথ্যাস্ব সিদ্ধ হওয়ায়, দ্রষ্টা, আত্মা সেই বুদ্ধি হইতে “অজ্ঞাপা”—অজ্ঞাপ্রকারের অর্থাৎ সত্য অখণ্ড একরস । ৮ ।” এস্থলে ‘চিন্মাত্র’, ‘দ্রষ্টা’ ইত্যাদি পদদ্বারা, ব্রহ্মাচৈতন্ত্যের এবং ‘ফল’ শব্দদ্বারা ফলচৈতন্ত্যের, ভেদ স্পষ্ট প্রকটিত হইয়াছে । ১২ ।

যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ ঘটের জ্ঞাতভাসকে কি পাওয়া গেল ? তত্ত্বস্তরে বলিতেছেন :—

(৪) চিদাভাসদ্বারা  
জ্ঞাততার উৎপত্তি এবং  
ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাজিতা ।

আভাস উদিতস্তস্মাজ্ জ্ঞাতত্বং জনয়েদঘটে ।

তৎপুনঃব্রহ্মণা ভাস্ম্যমজ্ঞাতত্ববদেব হি ॥ ১৩

অর্থ—তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ ; তৎ পুনঃ অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব ভাস্ম হি ।

অনুবাদ—সেইহেতু ঘটকে লইয়া যে চিদাভাস উৎপন্ন হয়, তাহাই ঘটেব জ্ঞাতত্ব উৎপাদন করে ; সেই জ্ঞাততা আবার অজ্ঞাততার আয় ব্রহ্ম বা কূটস্থ চৈতন্য দ্বারাই প্রকাশিত হয় ; ইহা প্রসিদ্ধ ।

টীকা—যেহেতু ব্রহ্ম ও চিদাভাসরূপ ফলের ভেদ এইরূপে সিদ্ধ হইল, “তস্মাৎ ঘটে উদিতঃ আভাসঃ”—সেইহেতু ঘটে উৎপন্ন চিদাভাস, সেই ঘটে “জ্ঞাতত্বম্ জনয়েৎ”—জ্ঞাততা উৎপাদন করে । উৎপন্ন হইলে সেই জ্ঞাতত্ব আবার, “অজ্ঞাতত্ববৎ ব্রহ্মণা এব ( অব- ) ভাস্ম ভবতি”—ব্রহ্মদ্বারাই প্রকাশিত হয় । “হি”—ইহা প্রসিদ্ধ । ১৩

এই প্রকারে চিদাভাস ও ব্রহ্মের যে ভেদ যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হইল, তাহাই, ভেদের বিষয়-প্রদর্শনদ্বারা স্পষ্ট করিতেছেন :—

(৫) চিদাভাস ও ব্রহ্মের  
সিদ্ধ ভেদের বিষয়প্রদর্শন  
দ্বারা স্পষ্টীকরণ ।

ধীৰূত্যাভাসকুস্তানাং সমূহো ভাস্মতে চিতা ।

কুস্তমাত্রফলত্বাং স এক আভাসতঃ স্ফুরেৎ ॥ ১৪

অর্থ—ধীৰূত্যাভাসকুস্তানাং সমূহঃ চিতা ভাস্মতে ; কুস্তমাত্রফলত্বাং আভাসতঃ সঃ একঃ স্ফুরেৎ ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি ( যাহা ইন্দ্রিয়দ্বারা নির্গত হয় ), চিদাভাস ও ঘট—এই তিনের সমষ্টি চৈতন্যদ্বারা প্রকাশিত হয় ; আর চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া, সেই চিদাভাসদ্বারা একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয় ।

টীকা—“চিতা”—ব্রহ্মচৈতন্ত্যদ্বারা । চিদাভাস কেবল ঘটে অবস্থিত ফলরূপ বলিয়া “আভাসতঃ”—চিদাভাসদ্বারা, “সঃ একঃ স্ফুরেৎ”—সেই একমাত্র ঘটই প্রকাশিত হয় । ১৪

যট যে চিদাভাস ও ব্রহ্ম উভয়দ্বারাই প্রকাশ, তদ্বিষয়ে লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন :—

(৩) যট, চিদাভাস ও ব্রহ্ম

উভয়দ্বারাই প্রকাশ ;

তাহার হেতু ; সেই

ব্রহ্মই নৈয়ায়িকদিগের

দ্বাবা নামান্তরে ব্যবহৃত ।

চৈতন্যং দ্বিগুণং কুন্তে জ্ঞাতত্বেন স্ফুরত্যতঃ ।

অন্যোহনুব্যবসায়সাধ্যমাত্মরেতত্ত্বখোদিতম্ ॥ ১৫

অর্থ—অতঃ কুন্তে জ্ঞাতত্বেন দ্বিগুণং চৈতন্যম্ স্ফুরতি ; যথোদিতম্ এতৎ অন্যো  
অনুব্যবসায়সাধ্যম্ আত্মঃ ।

অনুবাদ—এইহেতু যট জ্ঞাতত্বরূপে দ্বিগুণ চৈতন্য ( চিদাভাস ও ব্রহ্মচৈতন্য  
উভয়ই ) প্রকাশ পায় । যটের এই জ্ঞাততা-প্রকাশকরূপে বর্ণিত চৈতন্যকে অন্য  
অর্থাৎ নৈয়ায়িকগণ, অনুব্যবসায় বলিয়া বর্ণনা করেন ।

টীকা—“অতঃ”—এইহেতু অর্থাৎ যট চিদাভাস ও ব্রহ্ম এই উভয়দ্বারাই প্রকাশ বলিয়া,  
“কুন্তে জ্ঞাতত্বেন”—যট জ্ঞাততারূপে, “দ্বিগুণং চৈতন্যম্ স্ফুরতি”—দুই প্রকার চৈতন্য—ব্রহ্ম ও  
চিদাভাস—উভয়ই প্রকাশ পায় ; “যথোদিতম্ এতৎ”—এই প্রকারে অর্থাৎ যটের জ্ঞাততার  
প্রকাশক বলিয়া, আমাদিগের বর্ণিত এই ব্রহ্মচৈতন্যকেই, “অন্যো”—নৈয়ায়িকগণ, “অনুব্যব-  
সায়সাধ্যম্”—“অনুব্যবসায়” বা অন্য জ্ঞান অর্থাৎ জ্ঞানের জ্ঞান বলিয়া থাকেন—এই অর্থে অর্থ  
করিতে হইবে । এই জ্ঞাততার অবতাসক ব্রহ্মচৈতন্যকেই “ত্ৰায়সিদ্ধাস্তমঞ্জরীপ্রকাশে”—  
‘অনুব্যবসায়’—‘ব্যবসায়গোচরম্ প্রত্যক্ষম্’—যেমন যটজ্ঞানের পর ‘আমি যট জানিতেছি’  
এইরূপ মানস জ্ঞান, বলিয়া ব্যাখ্যা করা হইয়াছে । ১৫

‘এই যট’ এবং ( এইরূপ প্রত্যক্ষের পর অনুব্যবসায়— ) ‘যট জানা গিয়াছে’\*  
এই উভয় ব্যবহারের ভেদ হইতেও চিদাভাস ও ব্রহ্মের ভেদ বুঝা যাউতে পারে, ইহাই  
বলিতেছেন :—

যটোহয়মিত্যসাবুক্তিরভাসস্য প্রসাদতঃ ।

বিজ্ঞাতো যট ইত্যুক্তি ব্রহ্মানুগ্রহতো ভবেৎ ॥ ১৬

অর্থ—‘অয়ম্ যটঃ’ ইতি অসৌ উক্তিঃ আভাসস্য প্রসাদতঃ ; ‘বিজ্ঞাতঃ যটঃ’ ইতি উক্তিঃ  
ব্রহ্মানুগ্রহতঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—‘এই যট’—এইরূপ যে কখন তাহা চিদাভাসের প্রসাদ  
( উৎপত্তি ) হইলেই সম্ভব হয় ; তদনন্তর ‘যট জ্ঞাত হইল’ এই যে কখন তাহা  
ব্রহ্মের অনুগ্রহ ( প্রকাশ ) দ্বারাই সম্ভব হয় অর্থাৎ বিষয়ের জ্ঞান চিদাভাস ; বিষয়  
জ্ঞানের জ্ঞান ব্রহ্মচৈতন্য । ১৬

২। দেহের ভিতর কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ ।

\* “অয়ং যট ইতি, জ্ঞাতো যট ইতি চ”—টীকার এই শুদ্ধ পাঠ কেবল বঙ্গদেশীয় সংস্করণেই পাওয়া গেল ।

দেহের বাহিরে চিদাভাস ও ব্রহ্ম যেরূপ বিবেচিত হইল, সেইরূপ দেহের ভিতরেও তদ্রূপের বিবেচনা করা কর্তব্য ; ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) দেহের বাহিরে  
কূটস্থ ও চিদাভাসের ভেদ  
নিরূপণ করিয়া ভিতরেও  
সেইরূপ নিরূপণে  
প্রেরণা ।

আভাসব্রহ্মণী দেহাদ্ব্যর্থদ্বিবেচিত্তে ।

তদ্বদাভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং বপুষ্পি ॥ ১৭

অর্থ—দেহাৎ বহিঃ আভাসব্রহ্মণী যৎ বিবেচিত্তে, তৎ বপুষি অপি আভাসকূটস্থৌ বিবিচ্যেতাং ।

অনুবাদ ও টীকা—( পূর্বগত ১ হইতে ১৬ পর্য্যন্ত শ্লোকে ) দেহের বাহিরে ( ঘটাদিতে ) যেরূপ আভাসচৈতন্য ও ব্রহ্মচৈতন্যের ভেদ প্রদর্শিত হইল, দেহের মধ্যেও সেইরূপ আভাসচৈতন্য ও কূটস্থচৈতন্যের ভেদ নিরূপণ করা আবশ্যক । ( তদ্বদা ‘তম্’ পদার্থের শোধান হইলে তৎ-তম্ পদদ্বয়ের ঐক্যোপলব্ধি হইবে ) । ১৭

ভাল, দেহের বাহিরে চিদাভাসদ্বারা ব্যাপ্য ঘটাকারবৃত্তির দ্বারা, দেহের ভিতরে আভাসের বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকায়, সেই বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস আপনি কি প্রকারে স্বীকার করিতে পারেন ? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন যে দেহের ভিতর বিষয়ের ব্যাপক বৃত্তি না থাকিলেও, ‘আমি’ ইত্যাদিরূপ বৃত্তি ত’ আছে ; সেই ‘অহম্’ প্রভৃতি বৃত্তির ব্যাপক চিদাভাস স্বীকার করিতে পারা যায় । ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

অহংবৃত্তৌ চিদাভাসঃ কামক্রোধাদিকেষু চ ।

(খ) দেহাভাসের বৃত্তিতে

চিদাভাসের বর্ণন, দৃষ্টান্ত । সম্বাপ্য বর্ত্ততে তপ্তে লোহে বহ্নির্থা তথা ॥ ১৮

অর্থ—যথা তপ্তে লোহে বহ্নিঃ সম্বাপ্য বর্ত্ততে তথা অহম-বৃত্তৌ কামক্রোধাদিকেষু চ চিদাভাসঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন তপ্তলৌহখণ্ডে অগ্নিবাপ্ত থাকে, সেই প্রকার ‘আমি’-রূপ বৃত্তিতে এবং কামক্রোধাদিরূপ বৃত্তিতে চিদাভাস সমাক্রম্যকারে বাপ্ত থাকে । ১৮

অহমাদিবৃত্তির চিদাভাসদ্বারা প্রকাশিত হইবার যোগ্যতার যে দৃষ্টান্ত দিলেন, তাহাই বিস্তারিত করিয়া পরিষ্কৃত করিতেছেন :—

(গ) উক্ত দৃষ্টান্তের সবি-  
শেষ বর্ণনদ্বারা বৃত্তি  
সমূহেই চিদাভাসের  
ভাস্ততা বর্ণন ।

স্বমাত্র ভাসয়েৎ তপ্তং লোহং নান্যং কদাচন ।

এবমাভাসসহিতা বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ॥ ১৯

অর্থ—তপ্তম্ লোহম্ স্বমাত্রম্ ভাসয়েৎ, অন্তং কদাচন ন : এবম্ আভাসসহিতাঃ বৃত্তয়ঃ স্বস্বভাসিকাঃ ( ভবন্তি ) ।

অনুবাদ—সেই তপ্তলৌহখণ্ড যেমন কেবল আপনাকেই প্রকাশ করে অর্থাৎ আপনাই আবরণ-নিবর্তক হয়, অথবা কোনও বস্তুকে প্রকাশ করে না, সেইপ্রকার

চিদাভাস সহিত ‘অহম্’ প্রভৃতি বৃত্তিও আপনার আপনার প্রকাশক হয়, অহ্ম বিষয়ের প্রকাশক হয় না।

টীকা—‘তত্ত্বাহুসন্ধান’ প্রভৃতি গ্রন্থে মায়া ও অন্তঃকরণের, প্রকাশক বা আবরণনিবর্তক পরিণামকেই বৃত্তি বলা হইয়াছে বটে কিন্তু ‘বৃত্তিপ্ৰভাকর’ ( নিশ্চলদাসাবরচিত, বোম্বাই সংস্করণ পৃষ্ঠা ১ ) প্রভৃতি গ্রন্থে—‘অস্তি ব্যবহারের হেতু অবিজ্ঞা ও অন্তঃকরণের পরিণাম’কেই বৃত্তি বলা হইয়াছে। এইহেতু মায়া ও অন্তঃকরণের জ্ঞানরূপ পরিণামই বৃত্তি শব্দের অর্থ; পরিণাম-মাত্রই বৃত্তি নহে; এইহেতু ক্রোধ সুখ প্রভৃতি অনেক পরিণামকে বৃত্তি মানিয়া বৃত্তির বিষয়াভাব প্রতিপাদন করা সম্ভব নহে, কিন্তু সেই সকল পরিণামই বৃত্তির বিষয় এবং তাহাদের প্রকাশক সত্ত্বগুণ পরিণামরূপ বৃত্তি, সেই সকল পরিণাম হইতে ভিন্ন। তথাপি সুখ, দুঃখ, কাম, ক্রোধ, তৃপ্তি, ক্রমা, ধৃতি, অধৃতি, লজ্জা, ভয় প্রভৃতিরূপ সকল পরিণামকেই অনেক স্থলে ‘বৃত্তি’শব্দদ্বারা হুচিত করা হইয়াছে। এইহেতু স্থূলবুদ্ধি অধিকারীকে সহজে বুঝাইবার নিমিত্ত, পঞ্চদশীকারও অন্তঃকরণের পরিণামমাত্রকেই বৃত্তিশব্দদ্বারা হুচনা করিয়াছেন। এইহেতু অহম্ প্রভৃতি বৃত্তির বিষয়রূপভাব বা বিষয়বস্তুর অভাবহেতু, এই সকল বৃত্তি অহ্ম বিষয়ের প্রকাশক নহে, এইরূপ বর্ণন সম্ভাবিত হয়। ১০

এইরূপে ( দেহের ভিতর ) চিদাভাসের স্বরূপ বুঝাইয়া কূটস্থের স্বরূপ বুঝাইবার জন্য, তাহাব উপযোগী, বৃত্তির অভাবকাল দেখাইতেছেন :—

(খ) বৃত্তির অভাবকাল  
বৃত্তির স্বরূপ বুঝাইবার  
উপযোগী।

ক্রমাদ্বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন জায়ন্তে বৃত্তয়োহখিলাঃ।

সৰ্ব্বা অপি বিলীয়ন্তে স্থপ্তিমূচ্ছাসমাধিষু ॥ ২০

অর্থ—ক্রমাৎ বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন অখিলাঃ বৃত্তয়ঃ জায়ন্তে; স্থপ্তিমূচ্ছাসমাধিষু সৰ্ব্বাঃ অপি বিলীয়ন্তে।

অনুবাদ ও টীকা—( জাগ্রদবস্থায় এবং স্বপ্নাবস্থায় ) বৃত্তিসকল এক একটির পর এক একটি করিয়া বিচ্ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া অর্থাৎ মধ্য অবকাশ দিয়া উৎপন্ন হয়। আর স্থপ্তি, মূচ্ছা ও সমাধিকালে সকল বৃত্তি বিলয় প্রাপ্ত হয়। ২০

সমাধি প্রভৃতি অবস্থায় এইরূপ বৃত্তিলয় হয়, মানিলাম, কিন্তু ইহার দ্বারা কূটস্থকে কি প্রকারে জানা যায়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, বৃত্তিসকলের অভাবের সাক্ষিরূপে এই কূটস্থকে জানা যায় :—

(গ) বৃত্তির অভাবের  
সাক্ষিরূপে কূটস্থের  
প্রতীতি।

সঙ্কটোহখিলবৃত্তীনামভাবাশ্চাবভাসিতাঃ।

নির্বিকারেণ শেনাদসৌ কূটস্থ ইতি চোচ্যতে ॥ ২১

অর্থ—অখিলবৃত্তীনাম সঙ্করঃ অভাবাঃ চ যেন নির্বিকারেণ অবভাসিতাঃ অসৌ কূটস্থঃ ইতি চ উচ্যতে।

অনুবাদ—যে নির্বিকার চৈতন্যদ্বারা বৃত্তিসকলের সন্ধি এবং বৃত্তিসকলের অভাব অবভাসিত ( প্রকাশিত ) হয়, সেই চৈতন্যকেই কূটস্থ বলে।

অচ্যুতরায়কৃত টীকা—“নির্জিকারেণ”—‘কূট’র ( কামারের নাদে বা নাদির ) দ্বারা নির্জিকারভাবে ‘স্থিত’ বলিয়া ‘কূটস্থ’ এইরূপ বিগ্রহবাচ্য প্রদর্শন করিবার জন্য পরিকরালঙ্কার-সূচক সহেতুক বিশেষণ ; “বিশেষণৈধংসাকূটৈরুক্তিঃ পরিকরস্ত সঃ” । ২১

তাহা হইলে কলিতার্থ কি দাঁড়াইল ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(চ) কলিতার্থ—সন্ধি  
অপেক্ষা বৃত্তিসকলের  
অধিকতর স্বচ্ছতা

ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং যথা বাহ্যে তথাস্তরে ।

বৃত্তিষপি ততস্তত্র বৈশত্বে সন্ধিতেহধিকম্ ॥ ২২

অর্থ—যথা বাহ্যে ঘটে দ্বিগুণচৈতন্যং তথা অন্তরে বৃত্তিষু অপি । ততঃ সন্ধিতঃ তত্র ( বৃত্তিষু ) বৈশত্বে অধিকম্ ( দৃশ্যতে ) ।

অনুবাদ—যেমন বাহ্যে ঘটে চৈতন্য দ্বিগুণ, আস্তরবৃত্তি সমূহেও চৈতন্য সেইরূপ দ্বিগুণ । সেইহেতু সন্ধি অপেক্ষা বৃত্তিতে বিশদতার ( প্রকাশের ) আধিক্য দেখা যায় ।

টীকা—যেহেতু ( বৃত্তিতে ) দ্বিগুণ চৈতন্য বিद्यমান, সেইহেতু “সন্ধিতঃ”—সন্ধিসমূহ হইতে, “বৃত্তিষু বৈশত্বে অধিকম্”—বৃত্তিসমূহে প্রকাশ অধিক, ‘দৃশ্যতে’—( দেখা যায় ) এই পদটির যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে । ২২

ভাল, এই বৃত্তিসমূহেও জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার প্রকাশকরূপে কূটস্থের কেন অঙ্গীকার করা হয় না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—সেই বৃত্তিসমূহে জ্ঞাততার ও অজ্ঞাততার অভাব বলিয়া, তাহাদের প্রকাশকরূপে কূটস্থের অঙ্গীকার করা হয় না :—

(ছ) বৃত্তিসমূহে ঘটের  
জ্ঞাত জ্ঞাততা অজ্ঞাততা  
নাই ।

জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তো ঘটবদ্বৃত্তিষু কচিৎ ।

স্বপ্না স্বেনাগৃহীতজ্ঞাতাভিশ্চাজ্ঞাননাশনাৎ ॥ ২৩

অর্থ—ঘটবৎ বৃত্তিষু কচিৎ জ্ঞাততাজ্ঞাততে ন স্তঃ ; স্বপ্না স্বেন অগৃহীতজ্ঞাতা ৫ ভাতিঃ অজ্ঞাননাশনাৎ ॥

অনুবাদ—বাহ্য ঘটাদির যেমন জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা সম্ভব, বৃত্তিবিষয়ে সেইরূপ জ্ঞাততা-অজ্ঞাততা কদাপি সম্ভব নহে ; কেননা, বৃত্তি আপনাকে আপনি গ্রহণ করে না এবং বৃত্তিদ্বারা অজ্ঞান নষ্ট হয় ।

টীকা—জ্ঞানের এবং অজ্ঞানের ব্যাপ্তিবশতঃ যথাক্রমে জ্ঞাততা বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া এবং অজ্ঞাততা বা অজ্ঞানের বিষয় হওয়া সম্ভব হইতে পারে । ( ঘটাদির সহিত তুলনায় ) বৃত্তিসমূহ স্বপ্রকাশ বলিয়া জ্ঞানদ্বারা ব্যাপ্তি বা জ্ঞানের বিষয় হওয়া তাহাদের সম্ভবে না । আবার বৃত্তি উৎপন্ন হইবামাত্রই সেই বৃত্তিকে বিষয়কারী অজ্ঞান নিবৃত্ত হইয়া যায় বলিয়া, অজ্ঞানদ্বারাও ব্যাপ্তি সম্ভবে না, ইহাই অভিপ্রায় । ২৩

ভাল, কূটস্থ ও চিদান্তাস উভয়ে তুল্যরূপেই চৈতন্যরূপ ; তাহা হইলে একের কূটস্থতা অর্থাৎ নির্জিকারতা এবং অপরের অকূটস্থতা বা বিকারিতা, এই প্রকার ভেদ কি প্রকারে সম্ভব হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, চিদান্তাসে অবস্থিত জ্ঞান ও নাশের অনুভব হয় বলিয়া, চিদান্তাসের অকূটস্থতা এবং অপরের অর্থাৎ সাক্ষীর বিকারিতা বিষয়ে কোনও প্রশ্ন নাই বলিয়া কূটস্থতা :—

(৯) চিদাভাসের কূটস্থ  
না হইবার এবং আত্মার  
কূটস্থতার কারণ।

দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ।

অকূটস্থং তদন্যত্ব কূটস্থমবিকারতঃ ॥ ২৪

অর্থ—দ্বিগুণীকৃতচৈতন্যে জন্মনাশানুভূতিতঃ তৎ অকূটস্থম্ ; অন্যৎ তু অবিকারতঃ কূটস্থম্।

অনুবাদ—দ্বিগুণীকৃত চৈতন্যে চিদাভাসের জন্ম ও নাশ অনুভূত হয় বলিয়া চিদাভাস অকূটস্থ অর্থাৎ বিকারী ; আর অন্য চৈতন্য অবিকারী বলিয়া কূটস্থ।

টীকা—যেমন চন্দ্রমণ্ডলে প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কলার হাসবুদ্ধি হইলেও, চন্দ্রমণ্ডল অবিকৃতভাবে বিদ্যমান থাকে ( বিষ্ণুভাগবত ১১।৭।১৮ শ্রীধরটীকা ), যেমন বৃক্ষে, ফল জন্মমরণাদি বড়িকাবরূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইলেও, বৃক্ষ ফলের তুলনায় নির্বিকার থাকে, সেইরূপ দেহাদি বড়িকাররূপ পরিণাম প্রাপ্ত হইতে থাকিলেও কূটস্থ নির্বিকার থাকে, এবং পরিণামের সাক্ষী বলিয়া কূটস্থ পরিণামী হইতে পারে না, কেননা, তাহা হইলে সাক্ষীর চৈতন্যরূপতার এবং সেইহেতু সাক্ষিতার, ভঙ্গ হয় এবং জড়ত্বপ্রাপ্তি ঘটে। “নষ্ঠে চেদ্বিক্রিয়াঃ স্থায়ী সাক্ষিতা কা বিকাষিণঃ।” (নৈকস্ম্যাসিদ্ধিঃ ২।৭৭)—বিকার বিনা স্থায়ীভব হইতে পারে না ; যাহা বিকারী তাহার সাক্ষিতা অসম্ভব ; আবার আত্মা সর্ববুদ্ধিবৃদ্ধির সাক্ষী ; সেইহেতু আত্মা সর্বপরিণামরহিত। পূর্বাঙ্কুর পবিত্যাপূর্ব্বক অবস্থান্তর গ্রহণের নাম পরিণাম বা বিকার। বিকারীর সাক্ষিতা অসম্ভব। কূটস্থের সাক্ষিতা না থাকিলে দেহাদিরূপ জগৎ প্রকাশিত হইত না। আর জন্মমরণাদিরূপ বিকাবশীল দেহদ্বয়ের সহিত চিদাভাস বিকারী। ২৪

( শঙ্ক ) চিদাভাস হইতে ভিন্ন কূটস্থের যে অস্তিত্ব স্বীকার করিতেছেন, তাহা আপনার কপোলকল্পিত। তদন্তরে বলিতেছেন—শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বকীয় “উপদেশসহস্রী” নামক গ্রন্থে কূটস্থ উপপাদন করিয়াছেন—এইহেতু কূটস্থ আমার স্বকপোলকল্পিত নহে :—

(ক) শঙ্করাচার্য্য কর্তৃক  
গাঢ়গমিত কূটস্থ  
মস্তিপাদিত।

অন্তঃকরণতদ্ভূতিসাক্ষীত্যাদাবনেকধা।

কূটস্থ এব সর্বত্র পূর্বাচাঠ্যে বিনিশ্চিতঃ ॥ ২৫

অর্থ—পূর্বাচাঠ্যেঃ অন্তঃকরণতদ্ভূতিসাক্ষীত্যাদৌ অনেকধা সর্বত্র কূটস্থঃ এব বিনিশ্চিতঃ।

অনুবাদ—পূজাপাদ পূর্বাচার্য্য ( শঙ্করাচার্য্য ) “অন্তঃকরণতদ্ভূতিসাক্ষী” ( অন্তঃকরণ এবং তাহার বৃত্তিসমূহের সাক্ষী ) ইত্যাদি বাক্যে অনেক প্রকারে নানা স্থানে ( যথা “বাক্যবৃত্তি”তে, “উপদেশসহস্রী”তে ) কূটস্থের নির্ণয় করিয়াছেন।

টীকা—শঙ্করাচার্য্যবিরচিত বাক্যবৃত্তি গ্রন্থের একাদশ শ্লোকটি এই :—“অন্তঃকরণতদ্ভূতি-সাক্ষী চৈতন্যবিগ্রহঃ। আনন্দরূপঃ সত্যঃ সন্ কিং নাশ্বানং প্রপঞ্জতে।” বিবেকচরিত ইহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—সেই ( অর্থাৎ ১০ম শ্লোকে বর্ণিত ) কারণবশতঃ, তৎ ও জন্ম পদের অর্থ দুইটি নিরূপণ করিবার জন্য, “প্রসিদ্ধ বস্তুর অনুবাদদ্বারা অপ্রসিদ্ধ বস্তুর নিরূপণ করিতে হয়” —এই নীতির অনুবর্তনক্রমে, প্রসিদ্ধ জন্ম পদের অর্থ অগ্রে নিরূপণ করিতেছেন—“অন্তঃকরণ”

ইত্যাদি শ্লোকদ্বারা। অন্তঃকরণম্—বুদ্ধিঃ, তদ্বৃতিঃ—মনঃ; [ অগমন্ মে মনোহন্ত্র—বৃহদা—উ ১।৫।৩ ? ]—আমার মন অন্ত্র গিয়াছিল,—এইরূপে সেই স্থলে, মন যে বুদ্ধিবৃত্তি তাহা প্রতিপাদিত হওয়ায়—আচাৰ্য্য ( অন্তঃকরণ শব্দের সহিত ) “তদ্বৃতি” শব্দ উচ্চারণ করিয়া, অন্তঃকরণ যে নিজ বৃত্তির সাক্ষী নহে, তাহারই সূচনা করিলেন। নিরালম্বন জ্ঞানের সাক্ষিত্য অবিচ্ছিন্নতায় সাক্ষ্য বস্তুকে ( সাক্ষীর গ্রহণযোগ্য বস্তুকে ) অবলম্বন করিয়াই সম্ভব হয়\*। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু যদি প্রথমেই আত্মাকে নিব্বিকল্পকজ্ঞানরূপে প্রতিপাদন করা যায় তাহা হইলে কেহই সেই আত্মাকে বুঝিতে পারিবে না। এইহেতু স্থূলাক্রম্যতী ( প্র ) দর্শন করিয়া মুখ্যাক্রম্যতী ( প্র ) দর্শনের স্তায়, অন্তঃকরণের সাক্ষিরূপে আত্মাকে প্রতিপাদন করিবার পর, সেই সাক্ষিরূপে সাক্ষী আত্মাকে নিরালম্বনস্বরূপে বুঝাইতেছেন—“চৈতন্ত্যবিগ্রহ” শব্দদ্বারা। অথবা ‘দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী’ এইরূপ বলাই যখন উচিত, তখন অন্তঃকরণ “তদ্বৃতিসাক্ষী” এইরূপ বলা হইল কেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বুঝাইতে চাহেন যে বুদ্ধিসম্বলিত দেহেন্দ্রিয়াদির সাক্ষী হইতেছেন ( অবিচ্ছিন্নবৃত্ত ) প্রত্যগাত্মা, কিন্তু বুদ্ধি ও বুদ্ধিবৃত্তির সাক্ষী নিজেই ( শুদ্ধরূপে ) ; এই অভিপ্রায়ে শুদ্ধ আত্মা বুঝাইতেছেন—“চৈতন্ত্যবিগ্রহ” শব্দদ্বারা—“চৈতন্ত্য” অর্থাৎ জ্ঞান হইয়াছে ‘বিগ্রহ’ বা স্বরূপ বাহার তিনিই চৈতন্ত্যবিগ্রহ অর্থাৎ ‘স্বয়ংপ্রকাশ’। এক্ষণে আত্মা যদি জ্ঞানরূপই হইলেন, তাহা হইলে আত্মার ভোগসাধন অব্যব না থাকায় সুখের অভাব ;—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন তিনি “আনন্দরূপঃ”। [ কো হেবাত্মাৎ কঃ প্রাণাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্তাৎ, এষ হি এব আনন্দাত্মাতি—তৈত্তিরীয় উ ২।৭।২ ]—যদি এই সর্বসাক্ষিভূত হৃদ্যাকাশস্থ বুদ্ধিগুণায় নিহিত আনন্দ, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ জীবাত্মকুল প্রাণাদিব্যাপার-প্রযোজক না হইতেন, তাহা হইলে কে বা অপানব্যাপার করিত বা নিশ্বাস ফেলিত, কেই বা প্রাণব্যাপার বা উচ্ছ্বাস করিত? এই আনন্দাত্মাই সকল লোককে স্বধর্ম্মাত্মরূপ সুখ দিয়া থাকেন। \* \* \*। এইরূপ অত্যাশ্রিত্য শ্রুতিবচন আনন্দরূপতার প্রমাণ। সুস্পষ্ট পুরুষকে যে জাগায়, তাহার প্রতি সে ঘেষ করে। জাগিলে সে বলে ‘আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম।’ অতএব যুক্তি ও অনুভব এই উভয়দ্বারা আত্মার আনন্দরূপতা সিদ্ধ হইল। তাহা হইলে সংসারের জ্ঞান ও আনন্দ উভয়ের ক্ষণিকতা দেখিয়া আত্মার ও জ্ঞানানন্দরূপতা ক্ষণিক এবং সেইহেতু অনিত্য হইবে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“সত্যঃ”—অন্তঃকরণবৃত্তিতে যে জ্ঞান-আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, তাহাই ক্ষণিক, বাহ্য স্বরূপভূত আনন্দজ্ঞান, তাহা তিন অবস্থাতেই সত্য বলিয়া—‘সত্য’ শব্দের প্রয়োগ। নিরবয়ব বলিয়া রূপরসাদিরহিত; সেইহেতু ক্রিয়াশ্রয়তাশূন্য এবং ছয়টি ভাববিকাররহিত, সেইহেতু তাহার সত্যতা সিদ্ধ হইল। ২৫

বাক্যবৃত্তিকার শঙ্করাচাৰ্য্যাই “উপদেশসহস্রী” গ্রন্থে কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন

করিয়াছেন, যথা—( ‘তত্ত্বমসি প্রকরণ’ নামক অষ্টাদশ প্রকরণের ৪৩তম শ্লোক ) :—

( প্র ) আচাৰ্য্য কর্তৃক  
কূটস্থ হইতে ভিন্ন  
চিদাভাসের বর্ণন।

আত্মাভাসাশ্রয়তঃ সত্যং মুখ্যভাসাশ্রয়তঃ।

গম্যন্তে শাস্ত্রযুক্তিভ্যামিত্যাভাসশ্চ বর্ণিতঃ ॥ ২৬

\* আনন্দাশ্রয় সংস্বরণে “সাক্ষ্যাবলম্বন” এইরূপ পাঠ ধরিলেই অর্থসঙ্গতি হয়। সাক্ষ্যাবলম্বন পাঠ প্রামাণিক।

অম্বয়—যথা মুখাভাসাশ্রয়াঃ ( তথা ) আত্মাভাসাশ্রয়াঃ চ শাস্ত্রযুক্তিভ্যাম্ এবম্ ( অব- )  
গম্যন্তে ইতি আভাসঃ চ বর্ণিতঃ ।

অমুবাদ—যেমন মুখ, মুখপ্রতিবিম্ব, এবং দর্পণাদিরূপ প্রতিবিম্বাশ্রয় পৃথগ্‌রূপে  
স্পষ্ট প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ আত্মা বা কূটস্থ চৈতন্য, চিদাভাস এবং অন্তঃকরণরূপ  
আশ্রয় শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা এইরূপে অবগত হওয়া যায় ; এইরূপে চিদাভাসও বর্ণিত  
হইয়াছে ।

টীকা—“মুখাভাসাশ্রয়াঃ”—মুখ ( দর্পণাদিব্যবহারকর্ত্তাব বদন ), আভাস অর্থাৎ মুখ-  
প্রতিবিম্ব, আশ্রয়—দর্পণাদি, এই তিন পদ লইয়া দ্বন্দ্বসমাস ; এই তিনটিকে যেমন প্রত্যক্ষভাবে  
অবগত হওয়া যায়, সেইরূপ “আত্মাভাসাশ্রয়াঃ”—আত্মা ( কূটস্থ ), আভাস ( চিদাভাস ) এবং  
আশ্রয় ( অন্তঃকরণাদি ) এই তিন পদেরও পূর্ববৎ দ্বন্দ্বসমাস—এই তিনটিও শাস্ত্র ও যুক্তিদ্বারা  
অবগত হওয়া যায়, ইহাই অর্থ । শঙ্করাচার্য্য স্বরচিত ‘উপদেশসহস্রী’ গ্রন্থে আভাস শব্দদ্বারা  
কূটস্থ হইতে ভিন্ন চিদাভাসের বর্ণন করিয়াছেন—ইহাচ তৎপরা । [ সর্গস্বাৎ অভ্যো বিলক্ষণঃ  
চক্ষুঃ সাক্ষী শ্রোত্রস্ত সাক্ষী বাচঃ সাক্ষী মনসঃ সাক্ষী বুদ্ধেঃ সাক্ষী প্রাণস্ত সাক্ষী—নৃসিংহোত্তর  
৩, উ ২ ]—উক্ত সকল বস্তু হইতে ভিন্ন \* \* মনের সাক্ষী, বুদ্ধিব সাক্ষী \* \* । ইহাই বুদ্ধিব  
সাক্ষীরূপে কূটস্থের প্রতিপাদক ক্ষতিবচন ; এবং [রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব তদন্ত রূপং প্রাতি-  
চক্ষণায়—ঋগ্বেদে বচন—বৃহদা উ ২।৫।১২ এ উদ্ধৃত ]—‘পরমেশ্বর ( নামরূপ প্রকাশ করিয়া )  
পত্যোক বস্তুর ‘অনুরূপ হইয়াছিলেন, অগতে আপনার রূপপ্রকাশনার্থ তাঁহার সমস্ত রূপ প্রকটিত  
হইয়াছিল’—ইহাই চিদাভাসের প্রতিপাদক ক্ষতিবচন । আর নিকাবিত্ত অনিকারিত্ত পত্ভতিরূপ  
যুক্তি পূর্ব্বেই ( অর্থাৎ ২৪ শ্লোকে ) উক্ত হইয়াছে ।

এই শ্লোকের রামতীর্থবিরচিত ‘পদযোজনিকা’ টীকা :—এইরূপে, যেমন মুখ, তাহার  
প্রতিবিম্ব এবং সেই প্রতিবিম্বের আশ্রয় দর্পণাদি—এই তিনটি ব্যবহারদৃষ্টিতে ( পরস্পর ) বিভক্ত  
হইয়া প্রকাশিত হয়, কিন্তু পরমার্থদৃষ্টিতে নহে, সেইরূপ আত্মা, চিদাভাস এবং তাহার ( অন্তঃ-  
করণাদিরূপ ) আশ্রয়—এই তিনটিকে পরস্পর পৃথক্ বলিয়া ব্যবহারদৃষ্টিতে অবগত হওয়া যায় ;  
ইহা বলিবার জন্য দার্ষ্টান্তিক বলিতেছেন :—“আত্মাভাসে”ত্যাদি—“আত্মা”—অম্পদের লক্ষ্যার্থ  
‘চিদাত্ত’ চৈতন্যোপাদানক ( কূটস্থ ), “আভাস”—অনাদি অবিজ্ঞায় এবং অবিজ্ঞাকার্য্যে প্রতিবিম্বিত  
হওয়ায়, সেই উপাধিস্তারূপ ( বিশেষণ- ) বিশিষ্ট জীবন্ত এবং “আশ্রয়”—অবিজ্ঞা ও অবিজ্ঞা-  
কার্য্যরূপ উপাধি—এই তিনটি যাহা অম্পদের অর্থ, “শাস্ত্রযুক্তি ভ্যাম্”—[ রূপংরূপং প্রতিরূপো  
বভূব—( পূর্ব্বে ব্যাপ্যাত ), ইন্দ্রো মায়াভিঃ পুরুরূপে ঈয়েতে—বৃহদা উ ২।৫।১২ ]—পরমেশ্বর নামরূপ  
বিষয়ক মিথ্যাভিমানদ্বারা পরিণতা মায়াকে আশ্রয় করিয়া অসংখ্যরূপে প্রতীত হন ; [ অনীশয়া  
শোচতি মুখমানঃ—ঋগ্বেদান্তর উ, ৪।৭ ]—দীনভাবাপন্ন হইয়া অব্যবহিকবশতঃ বিচিত্রভাবে  
বিপন্ন হইয়া ( জীব ) সমুপ্ত হয় ; [ একো বনী সর্গভূতান্তরায়া—কঠ উ, ৫।১২ ]—সর্গভেদশূন্য  
গগনময় সর্গপ্রাণীর বুদ্ধিতে অবস্থিত, ইত্যাদি—এই সকল ক্ষতিবচনের সাহায্যে, এবং  
আত্মভিন্ন বস্তু বুদ্ধাদি আগমাপায়ী দৃশ্য পদার্থের, নিত্যসিদ্ধ সাক্ষিরূপ আত্মার অধ্যাস না হইলে,



স্বরূপ ও সত্তা সম্ভবপর হয় না, এইরূপ যুক্তি দ্বারা নিশ্চয় হয় যে, একমাত্র প্রত্যগাত্মাই সত্তা, আভাসাদি অসত্তা, কেননা, তাহাদের পরমার্থসত্তা নাই। ২৬

### ৩। চিদাভাস নিরূপণ

অবচ্ছেদবাদিগণ চিদাভাস অঙ্গীকার করেন না ; তাহাদের মতামতসারে চিদাভাসের নিষেধ বর্ণন কবিত্তেছেন :—

(ক) চিদাভাসবিষয়ে বুদ্ধ্যবচ্ছিন্নকূটস্থো লোকাস্তুরগমাগমৌ।

সম্বেদ গুণনিষেধ।

কর্তৃত্ব শক্তো ঘটাকাশ ইবাভাসেন কিং বদ ॥ ২৭

অর্থ—ব্যবচ্ছিন্নকূটস্থঃ ঘটাকাশঃ ইব লোকাস্তুরগমাগমৌ কর্তৃত্ব শক্তঃ, আভাসেন কিম্, বদ।

অনুবাদ—বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্ন কূটস্থ অর্থাৎ বুদ্ধিরূপ বিশেষণবিশিষ্ট কূটস্থরূপ জীব, ঘটরূপবিশেষণবিশিষ্ট আকাশের স্থায় লোকাস্তুর গমনাগমন করিতে সমর্থ ; অতএব হে সিদ্ধান্তিনি, চিদাভাস অঙ্গীকার করিবার প্রয়োজন কি, বল।

টীকা—আপনাতে কল্পিত হইতেছে যে বুদ্ধি তদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য অর্থাৎ যে চৈতন্য বুদ্ধিরূপ বিশেষণদ্বারা অন্ত চৈতন্য হইতে ব্যাবৃত্ত বা ভেদ প্রাপ্ত হইয়াছে, সেইরূপ কূটস্থ চৈতন্যই, ঘটদ্বারা ঘটাকাশের স্থায় বুদ্ধিদ্বারা অন্ত লোকে গমন এবং তথা হইতে আগমন করিতে সমর্থ হয় ; এইহেতু চিদাভাস কল্পনা করিলে গৌরবদোষ\* হয়। অবচ্ছেদবাদিগণের মতে অস্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যই জীব। তাহারা আভাসবাদিগণের স্থায় অস্তঃকরণস্থিত চৈতন্যপ্রতিবিম্বকে বা চিদাভাসকে জীব বলেন না। সেই অস্তঃকরণকর্মবশে যেখানে যেখানে নীত হয়, সেখানে সেখানেই পূর্ণ হইতে বিত্তমান যে চৈতন্য, তাহা সেই অস্তঃকরণরূপ বিশেষণবিশিষ্ট হইয়া সংসারী জীব নামে ব্যবহৃত হয়। সেই স্থলে অস্তঃকরণরূপ বিশেষণভাগে ( জীবস্বরূপে প্রবিষ্ট জীবাস্তুর হইতে বাবর্তক অংশে ) সংসার থাকে। কূটস্থরূপ বিশেষ্যভাগে বাস্তব সংসার নাই কিন্তু দ্রাব্ধবশতঃ প্রতীত হয়। আর বিশেষ্যের বাধা হইলে বিশেষণের ধর্মকেই বিশিষ্টরূপে ব্যবহার করিবার শাস্ত্র-সংকেত আছে বলিয়া—অর্থাৎ যেমন “একতারং নভো দৃষ্ট। স্তম্বো নারদো মুনিঃ”—এস্থলে একতারবত্তা ধর্মরূপ বিশেষণবিশিষ্ট আকাশের দর্শন অর্থে, আকাশ অদৃশ্য বলিয়া, কেবল একটি মাত্র তারকারই দর্শন বৃত্তিতে হয়, সেইরূপ—“অস্তঃকরণবিশিষ্ট কূটস্থ চৈতন্যই জীব” ইহার অর্থরূপে কূটস্থ সংসারের বাস্তব অভাব বলিয়া, অস্তঃকরণকেই জীব বলিয়া বৃত্তিতে হয়। এই অর্থ লইয়া “অস্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যকেই” “সংসারী জীব” বলা হয়। এইহেতু চিদাভাস বিনাই সর্বব্যবহার সম্ভব বলিয়া, আভাসবাদে চিদাভাসের কল্পনায় গৌরবদোষ হয়। ইহাই অবচ্ছেদবাদিগণের আপত্তি। ২৭

অসঙ্গ কূটস্থের বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছেদমাত্রেরই জীবত্ব ঘটে না। তাহা ঘটিলে অর্থাৎ বুদ্ধিদ্বারা অবচ্ছিন্নমাত্র চৈতন্যের জীবত্ব মানিলে ঘটাদি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যও জীবত্বের অতিবাচ্য হয়

করণ্য তাহাকেও জীব বলিতে হয়। এইরূপে সিদ্ধান্তী পূৰ্ণ শ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার করিতেছেন :—

(খ) উক্ত গৌরবদোষের **শূন্যসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্ৰাজ্জীবো ভবেন্ন হি।**

অনুথা ঘটকুড্যাটৌরবচ্ছিন্নস্য জীবতা ॥ ২৮

অর্থ—শূণ্য, হি (যতঃ) অসঙ্গঃ পরিচ্ছেদমাত্ৰাং জীবঃ ভবেৎ ; অনুথা ঘটকুড্যাটৌঃ অবচ্ছিন্নস্য জীবতা (স্তাৎ)।

তত্ত্ববাদ—হে অবচ্ছিন্নবাদিন, তোমার আপত্তির পরিহার প্রবণ কর। যেহেতু অসঙ্গ কূটস্থ চৈতন্যের পরিচ্ছেদমাত্ৰই জীব হয় না অর্থাৎ অনু হইতে ব্যাবহিকমাত্রেই তাহা জীব হইয়া যায় না, তাহাতে চিদাভাসের প্রয়োজন আছে ; অনুথা অর্থাৎ বুদ্ধিতে চিদাভাসের প্রয়োজন না স্বীকার করিলে, ঘট দেওয়াল ও ভূতদ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্যেরও জীবতা হইতে পারে।

টীকা—যেমন পাককাথানিৰ্ব্বাহোপযোগী জলকাষ্ঠাদিরূপ সমগ্র বস্তুর মধ্যে একটির জ্বাৰ হইলে পাককাথাসিদ্ধি হয় না, সামগ্রী সম্পূর্ণ হইলেই সিদ্ধি হয় এবং সেইরূপ সম্পূর্ণ সামগ্রী নষ্ট হইয়া পাককাথ্য সিদ্ধ করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ করা বার্থ হয় ; সেইরূপ চিদাভাসকে ছাড়িয়া কেবল বুদ্ধির পরিচ্ছেদদ্বারা জীবত্ব সিদ্ধি হয় না ; চিদাভাসকে লইয়া জীবত্বের সিদ্ধি করিলে, তাহাতে গৌরবদোষের আরোপ সেইরূপ বার্থ হয় অর্থাৎ তাহা আদৌ দোষ নহে। আর অবচ্ছিন্নবাদীর মতামুসারে অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যকে জীব বলিয়া মানিলে, ঘট দেওয়াল ইত্যাদির দ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যে জীবত্বের অতিব্যাপ্তি হয় ; ইহা যেমন একটি দোষ, সেইরূপ ইহলোকস্থিত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব, পরলোকগত অন্তঃকরণদ্বারা অবচ্ছিন্ন তদ্বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ জীব হইতে ভিন্ন মানিতে হয় ; তাহা হইলে একের কৃত কৰ্ম্মের ফলের ভ্রমের দ্বারা ভোগরূপ অসম্ভব দোষও আসিয়া পড়ে। ইহাও পূৰ্ণশ্লোকোক্ত আপত্তির পরিহার। ২৮

বুদ্ধি ও দেওয়াল এই দুইটা যথাক্রমে স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ ; এইহেতু তদন্তর পরস্পর বিলম্বণ। এই বলিয়া বাদী বৈষম্যের আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(গ) অতিব্যাপ্তির পরি- **ন কুড্যাসদৃশী বুদ্ধিঃ স্বচ্ছত্বাদিত্যি চেত্তথা।**

হার চেষ্টা ; বুদ্ধি স্বচ্ছ, **অস্তু নাম পরিচ্ছেদে কিংস্বাচ্ছান ভবেত্ততঃ ॥ ২৯**

দেওয়াল অস্বচ্ছ।

অর্থ—বুদ্ধিঃ কুড্যাসদৃশী ন, স্বচ্ছত্বাৎ, ইতি চেৎ ; তথা অস্তু নাম স্বাচ্ছান তব পরিচ্ছেদে কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—‘বুদ্ধি দেওয়ালের সদৃশ নহে, কেননা বুদ্ধি স্বচ্ছ’—যদি এইরূপ বল, তাহাই হউক অর্থাৎ বুদ্ধির স্বচ্ছতা মানিলাম, কিন্তু হে বাদিন, পরিচ্ছেদেই তোমার আগ্রহ ; পরিচ্ছেদকের স্বচ্ছতায়—(বা অস্বচ্ছতায়) তোমার প্রয়োজন কি ? কোনও প্রয়োজন নাই।

টীকা—তুমি যে স্বচ্ছতার কথা বলিলে, তাহা ত' পরিচ্ছেদের কারণ নহে ; ( পরিচ্ছেদক স্বচ্ছ হউক বা অস্বচ্ছ হউক, পরিচ্ছেদবিষয়ে কিছুই আসিয়া যায় না ) এই কথাই বলিতেছেন “কিন্তু হে বাসিন্” ইত্যাদি দ্বারা । ২৯

পূর্বশ্লোকোক্ত অর্থ দৃষ্টান্তদ্বারা পরিষ্কৃষ্ট করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত প্রস্তুত দারুজন্তোন্ন কাংস্ত্রজন্তোন্ন বা ন হি ।

পরিহার বার্থ তার  
পরিষ্কৃষ্টকরণ ।

বিক্রেতৃত্বতুল্যাদীনাম্ পরিমাণং বিশিষ্টতে ॥ ৩০

অর্থ—দারুজন্তোন্ন বা ( ওজ্জ্বল্যাদিকাং প্রতিবিষয়াকেন ) কাংস্ত্রজন্তোন্ন প্রায়েন বিক্রেতৃত্বতুল্যাদীনাম্ পরিমাণম্ ন হি বিশিষ্টতে ।

অনুবাদ—কেননা প্রস্তু ( পরিমাপক পাত্র—রেক, কুনিকা ইত্যাদিরূপ ) কাষ্ঠ-নির্মিতই হউক বা কাংস্ত্রনির্মিতই হউক তদ্বারা বিক্রেতার তুল্যাদির পরিমাণের কোনও তারতম্য হয় না ।

টীকা—“প্রস্তু”—তুল্যাদির পরিমাপক পাত্র ; তাহা কাষ্ঠনির্মিত হউক অথবা কাংস্ত্র-নির্মিত হউক, তাহার অস্বচ্ছতা বা স্বচ্ছতা, তুল্যাদির পরিমাণে তারতম্যের হেতু হয় না, ইহাট তাৎপর্য । ৩০

ভাল, কাংস্ত্রনির্মিত প্রস্তু বা পরিমাপক পাত্রে, তুল্যের পরিমাণে আধিক্য না হইলেও প্রতিবিষরূপ আধিক্য রহিয়াছে, যদি এইরূপ আশঙ্কা হয়, তত্বত্তরে বলিতেছেন, তাহা হইলে তোমার ( পরিচ্ছেদক ) বুদ্ধিতেও চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া পড়ে :—

(ঙ) দৃষ্টান্তে প্রতিবিষ পরিমাণাবিশেষেষুপি প্রতিবিদ্যে বিশিষ্টতে ।

সিদ্ধিধারা বুদ্ধিতে আভাসের অঙ্গীকার অনিবার্য ।

কাংস্ত্রে যদি তদা বুদ্ধাবপ্যাভাসো ভবেদ্বলাৎ ॥ ৩১

অর্থ—যদি কাংস্ত্রে পরিমাণাবিশেষে অপি প্রতিবিষঃ বিশিষ্টতে, তদা বুদ্ধৌ অপি আভাসঃ বলাৎ ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—“কাংস্ত্রনির্মিত পাত্রে পরিমাণের তারতম্য না হউক, প্রতিবিষরূপ আধিক্য ত' আছেই”—যদি এইরূপ বল, তত্বত্তরে বলি তোমার প্রতিপাদিত পরিচ্ছেদক বুদ্ধিতেও অনিবার্যভাবে তোমাকর্তৃক আভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায় । ৩১

ভাল, আমি প্রতিবিষই অঙ্গীকার করিতেছি, তদ্বারা কি প্রকারে চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, বিষপ্রতিবিষবানীর মতানুযায়ী এই আশঙ্কার ‘প্রতিবিষ’ শব্দের বাচ্যার্থের, ‘আভাস’ শব্দের বাচ্যার্থের সহিত অভেদ থাকায়, প্রতিবিষ অঙ্গীকার করিলেই চিদাভাস অঙ্গীকৃত হইয়া যায় :—

(চ) প্রতিবিষ ও আভাস ঈষত্ত্বাসনমাভাসঃ প্রতিবিষস্তথাবিধঃ ।

এই শব্দদ্বয়ের বাচ্যার্থ একই ।

বিষলক্ষণহীনঃ সম্বন্ধবস্তাস্তে স হি ॥ ৩২

অর্থ—ঈশদ্বাসনম্ আভাসঃ, তথাবিধঃ প্রতিবিম্বঃ ; সঃ হি বিশ্বলক্ষণহীনঃ সন্ বিশ্ববৎ ভাসতে ।

অনুবাদ—ঈশদ্বাসন বা কিঞ্চিৎ প্রকাশই ‘আভাস’-শব্দের অর্থ ; প্রতিবিম্ব শব্দের অর্থও সেইরূপ ; যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব বিশ্বলক্ষণশূন্য হইলেও বিশ্বের ছায়া প্রকাশিত হয় ।

টীকা—ভাল, প্রতিবিম্বের আভাসরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—প্রতিবিম্বের আভাসের লক্ষণ খাটে বলিয়া প্রতিবিম্ব আভাসরূপ । ইহাই বলিতেছেন—“যেহেতু সেই প্রতিবিম্ব” ইত্যাদি । “হি”—যে কারণে প্রতিবিম্ব, “বিশ্বলক্ষণহীনঃ”—বিশ্বলক্ষণরহিত হইয়াও, “বিশ্ববৎ ভাসতে”—বিশ্বের ছায়া প্রভীত হয়, এইহেতু তাহা বিশ্বাভাস, ইহাই অভিপ্রায় । শ্রীমৎপ্রকাশাত্ম স্বামী, শারীরকভাষ্যের ‘পঞ্চপাদিকা’ নাম্নী টীকার ব্যাখ্যাক্রম “বিবরণ” নামক গ্রন্থে যে বিশ্বপ্রতিবিম্ববাদ প্রতিপাদন করিয়াছেন তাহার তাৎপৰ্য্য এই—একই অজ্ঞান, জীব ও ঈশ্বর উভয়েরই উপাধি । সেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব জীব এবং বিশ্ব ঈশ্বর । অজ্ঞান ঈশ্বরেরও উপাধি বটে, কিন্তু ঈশ্বর জীবের ছায়া অজ্ঞান নহেন, তাহার কারণ উপাধি আপন স্বভাব প্রতিবিম্বেরে অর্পণ করিতে পারে কিন্তু বিম্বেরে না । যেমন দর্পণরূপ উপাধিতে মুখের প্রতিবিম্ব পড়িল । কঠোর উপর অবস্থিত মুখ হইল বিম্ব । সেই স্থলে দর্পণ লাল নীল ইত্যাদি বর্ণের কিম্বা ফাটা বা অসমসংহতি, কিম্বা কুর্শ্বপৃষ্ঠবৎ অথবা তদ্বিপরীত হইলে, তজ্জনিত দোষগুলি প্রতিবিম্বের উপস্থিত হয় বটে, কিন্তু কঠোর উপরস্থিত মুখে উক্তরূপ কোনও দোষ দেখা যায় না । সেইপ্রকার অজ্ঞানরূপ দর্পণে প্রতিবিম্বরূপ জীবেরে অল্পজ্ঞতাদিরূপ অজ্ঞানরূপ দোষ দেখা যায়, বিশ্বরূপ ঈশ্বরে নহে । এইহেতু ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, জীব অল্পজ্ঞ । বস্তুতঃ ঈশ্বরের এই সর্বজ্ঞতা আরোপিতমাত্র, কেননা, এই প্রতিবিম্ববাদে শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর ; তাঁহাতে সর্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ সম্ভব হয় না ; কিন্তু জীবের অল্পজ্ঞতাদি ধর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া শুদ্ধব্রহ্মে বিষতা, ঈশ্বরতা, সর্বজ্ঞতা প্রভৃতির আরোপ করা হয় । পারমাণ্বিক পক্ষে জীব ও ঈশ্বর উভয়েই শুদ্ধ ব্রহ্ম, তদ্ব্যবহারে কোন ধর্ম্মই সম্ভবপর হয় না ।

পঞ্চদশীপ্রতিপাদিত আভাসবাদ ও বিবরণপ্রতিপাদিত প্রতিবিম্ববাদের প্রভেদ এই যে, আভাসবাদে আভাস ধেরূপ মিথ্যা, প্রতিবিম্ববাদে প্রতিবিম্ব সেইরূপ মিথ্যা নহে কিন্তু সত্য ; কেননা, প্রতিবিম্ববাদীর সিদ্ধান্ত এই যে, দর্পণে মুখের যে প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহা মুখের ছায়া নহে । ছায়া হইলে বস্তুর ( অর্থাৎ বিশ্বের ) মুখ ও পৃষ্ঠ যে দিকে থাকে, প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ সেই দিকেই হইত ; কিন্তু প্রতিবিম্বের মুখ ও পৃষ্ঠ পরস্পর বিপরীত দিকে থাকে ; এইহেতু প্রতিবিম্ব ছায়া নহে, সেই হেতু মিথ্যা নহে, সত্য ।

যাহা ঘটে তাহা এই :—অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া, দর্পণকে আপনার বিষয়ীভূত করিতে যায় ; কিন্তু দর্পণকে বিষয় করিবামাত্র তৎক্ষণাৎ দর্পণ হইতে নিবৃত্ত বা পর্যাক্ষিপ্ত হইয়া কঠোর উপরে অবস্থিত মুখকে বিষয় করে । অলাতচক্রে ধেরূপ চক্রে না থাকিলেও ভ্রমণের বেগ

বশতঃ চক্রেয় ভান হয়, সেইরূপ এস্থলেও অন্তঃকরণবৃত্তির বেগবশতঃ মুখ দৰ্পণে অবস্থিত বলিয়া ভ্রম হয়, বস্তুতঃ মুখ কর্ণের উপরেই অবস্থিত, দৰ্পণে নহে ; আর দৰ্পণে মুখের ছায়াও পড়ে না। বৃত্তির বেগবশতঃ দৰ্পণে যে মুখের প্রতীতি হয়, তাহাই প্রতিবিম্ব। দৰ্পণরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধবশতঃ কর্ণোপরি অবস্থিত মুখই বিম্ব ও প্রতিবিম্বরূপে প্রকাশিত হয়। মুখের সেই বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাবরূপ ধর্ম অনির্জননীয় মিথ্যা। তাহার অধিষ্ঠান মুখই সত্য, কেননা, বিচার করিলে মুখের সেই বিম্বপ্রতিবিম্বভাব থাকে না। সেইরূপ অজ্ঞানরূপ উপাধির সহিত সম্বন্ধহেতু অসঙ্গচেতন, বিম্বরূপ জ্ঞানরূপ এবং প্রতিবিম্বরূপ জীবভাব ধারণ করে, আর বিচার দৃষ্টিতে জ্ঞানরূপ ও জীবভাব আদৌ নাই। অজ্ঞানবশতঃ অসঙ্গচেতন্যে যে জীবভাব প্রতীত হয় তাহাকেই অজ্ঞানে প্রতিবিম্ব বলা হয়। এইহেতু বিম্বভাব ও প্রতিবিম্বভাব মিথ্যা, কিন্তু স্বরূপতঃ বিম্বপ্রতিবিম্ব সত্য, কেননা, বিম্বপ্রতিবিম্বের স্বরূপ দৃষ্টান্তে মুখ এবং দাষ্ট্যান্তে চৈতন্য এবং সেই মুখ ও চৈতন্য সত্য। এইরূপে প্রতিবিম্বের স্বরূপতঃ সত্যতাহেতু প্রতিবিম্ব সত্য কিন্তু আভাসের স্বরূপ ছায়া বলিয়া স্বীকৃত হওয়ায় আভাস মিথ্যা।

এই বিম্বপ্রতিবিম্ববাদে বিম্বই প্রতিবিম্বের অধিষ্ঠানরূপ উপাদান ; মুখাদি বিম্বের অজ্ঞানই পরিণামী উপাদান, দৰ্পণ ও বিম্বের সন্নিধি প্রভৃতি নিমিত্তকারণ। বিম্বপ্রতিবিম্ব ভাবের অভেদ-জ্ঞানদ্বারা প্রতিবিম্বভাবের নিবৃত্তি হয়, কিন্তু যে পর্য্যন্ত বিম্ব ও দৰ্পণের সন্নিধিরূপ উপাধি থাকে, সেই পর্য্যন্ত, প্রতিবিম্বভাব বস্তুতঃ মিথ্যা এবং তাহা নাই, এইরূপ জ্ঞান থাকিলেও প্রতিবিম্বের স্বরূপের প্রতীতি হয়। যখন দৰ্পণাদি অপস্থত হয়, তখন প্রতিবিম্বপ্রতীতিরও অভাব হয়।

সেইরূপ একই অজ্ঞানদ্বারা শুদ্ধব্রহ্মরূপ বিম্ব জীবরূপ প্রতিবিম্বভাব প্রতীত হয়। তাহার উপাদান অজ্ঞান ও অধিষ্ঠান শুদ্ধ ব্রহ্ম ; নিমিত্তকারণ অদৃষ্ট। যখন সেই প্রতিবিম্বের আপনার বিম্ব ব্রহ্মের সহিত একতা প্রতীত হইবে, তখন তাহার প্রতিবিম্বভাব ( জীবভাব ) নিবৃত্ত হইবে। কিন্তু যে পর্য্যন্ত প্রারব্ধরূপ উপাধি ( নিমিত্ত ) থাকে, সেই পর্য্যন্ত বাধিত ( মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত ) জগতের সহিত এই জীবের স্বরূপের ( চিদাভাসের ) প্রতীতি হয়। যখন প্রারব্ধের অবসান হয়, তখন সেই প্রতীতিরও অভাব হইয়া, কেবল শুদ্ধ ব্রহ্ম অবশিষ্ট থাকে ; তাহাই বিদেহ মোক্ষ। ৩২

প্রতিবিম্ব আভাসরূপ যে খাটে, তাহাই স্পষ্ট করিতেছেন :—

(ছ) প্রতিবিম্ব আভাস-  
লক্ষণ খাটে, তাহার  
লক্ষণরূপ।

সসঙ্গত্ববিকারাত্ম্যং বিম্বলক্ষণহীনতা।

স্মৃতিরূপত্বমেতস্য বিম্ববস্তাসনং বিদুঃ ॥ ৩৩

অর্থঃ—এতস্য সসঙ্গত্ববিকারাত্ম্যম্ বিম্বলক্ষণহীনতা। স্মৃতিরূপত্বম্ বিম্ববৎ ভাসনম্ বিদুঃ।

অনুবাদ—চিদাভাস সসঙ্গ ও সবিকার বলিয়া, অসঙ্গ নির্বিকার কূটস্থরূপ বিম্বের লক্ষণ তাহাতে খাটে না। কিন্তু তাহার যে প্রকাশস্বভাব, তাহা কূটস্থ চৈতন্যরূপ বিম্বের আয় ; পণ্ডিতগণ এইরূপ বুঝিয়া থাকেন।

টীকা—“এতস্য”—এই চিদাভাসের সসঙ্গত্ব ও বিকারিত্বহেতু, “বিম্বলক্ষণহীনতা”—বিম্বত্ব অসঙ্গ অবিকারী চৈতন্যের লক্ষণশূন্যতা, “স্মৃতিরূপত্বম্ বিম্ববৎ”—ইহার প্রকাশরূপতা বিম্বেরই

হয়। ( তর্কশাস্ত্রে ) যেমন বাহাতে হেতুর লক্ষণ খাটে না অথচ বাহা হেতুর তায় প্রতীক্ষমান হয় তাহাকে হেতুভাস বলে, সেইরূপ বাহাতে চৈতন্যরূপ বিষেব লক্ষণ খাটে না অথচ বাহা চৈতন্যরূপ বিষের জায় প্রকাশমান, তাহাকে চিদাভাস বলে—ইহাই অর্থ। ৩৩

এই প্রকারে চিদাভাসের নিম্নয়োজনতারূপ কারণাভাব খণ্ডন করিয়া এক্ষণে বুদ্ধি হইতে তাহার পৃথক্‌সত্তা সিদ্ধ করিবার জন্য, অবচ্ছেদবাদীর পূর্ব্বশব্দ বিস্থাপন করিতেছেন :—

(ক) চিদাভাস বুদ্ধি

হইতে ভিন্ন—ইহা সিদ্ধ

করিবার জন্য পূর্ব্বশব্দ :

প্রতিবিন্দিত্বা তাভাব

সমাধান।

ন হি ধীভাবভাবিত্বাদাভাসোহস্তি ধিয়ঃ পৃথক্ ।

যথা মৃদল্লমেদোভ্যক্তং ধীরপ্যেবং স্বদেহতঃ ॥ ৩৪

অর্থ—যথা মৃৎ ( তথা ) ধীভাবভাবিত্বাৎ আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন হি অস্তি, ( যথা ঘটঃ মৃদভাবভাবিত্বাৎ মৃদঃ পৃথক্ ন তথা আভাসঃ ধিয়ঃ পৃথক্ ন অস্তি ) ; ( তর্হি ) অল্পম্ এন উক্তম্ ; এনম্ ধীঃ অপি স্বদেহতঃ । [ ‘যথা মৃৎ’ স্থলে পাঠান্তর ‘ঠি চেৎ’ ]

অনুবাদ—যদি বল বুদ্ধির অস্তিত্বেই অস্তিত্বলাভ করে বলিয়া চিদাভাস বুদ্ধি হইতে পৃথক্ নহে, তাহা হইলে বলি, হে বাদিন্, তুমি ত’ ( তোমার যুক্তির ফল ) অতি অল্পই বলিলে, কেননা, তোমার যুক্তিতে বুদ্ধিরও নিজ দেহ হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না ।

টীকা—“যথা মৃৎ”—যেমন মৃত্তিকা থাকিতে উৎপত্তমান ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন হয় না, সেইরূপ বুদ্ধি থাকিতে তাহাতে উৎপত্তমান চিদাভাস বুদ্ধি হইতে ভিন্ন হয় না, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ভাল, যদি এইরূপই বল, তাহা হইলে দেহ হইতে ভিন্ন যে বুদ্ধি, তাহাও ত’ সিদ্ধ হয় না ; এইরূপে সিদ্ধান্তী প্রতিবিন্দিত্বা তাহার পরিহার করিতেছেন, হে বাদিন্, তাহা হইলে তুমি তোমার বুদ্ধির ফল অল্পই বলিলে ( ইহা সোপহাস দোষারোপ ) ; কেননা, ( তোমার যুক্তিতে ) দেহ থাকিতে উৎপত্তমানা বুদ্ধিও নিজ একটনস্তানরূপ দেহ হইতে ভিন্ন নহে—ইহাই সিদ্ধ হইয়া যায়। ৩৪

পূর্ব্বশব্দী প্রতিবিন্দি পরিহারের চেষ্টায় আপত্তি উঠাইতেছেন :—

(খ) প্রতিবিন্দিপরিহার-

চেষ্টার বার্থতা

প্রতিপাদন।

দেহে মৃতেহপি বুদ্ধিশ্চৈচ্ছাদ্ভাসস্তি তথা সতি ।

বুদ্ধেরন্যশ্চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ॥ ৩৫

অর্থ—দেহে মৃতে অপি বুদ্ধিঃ অস্তি, শাস্ত্রাৎ ( ইতি ) চেৎ, তথা সতি বুদ্ধেঃ অন্তঃ চিদাভাসঃ প্রবেশশ্রুতিষু শ্রুতঃ ।

অনুবাদ—যদি বল দেহ বিনষ্ট হইলেও বুদ্ধি থাকিয়া যায়, যেহেতু এইরূপ শাস্ত্রপ্রমাণ রহিয়াছে, তদুত্তরে বলি, বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাসেরও পৃথক্ সত্তা, প্রবেশপ্রতিপাদক শ্রুতিবচনবলে অবধারণ কর, কেননা, সেইরূপই শ্রুতিবচন শুনা যায়।

টীকা—বুদ্ধি যে দেহ হইতে ভিন্ন, তাহা [ প্রাণোৎক্রমণকালে আস্মা, “সবিজ্ঞানো-  
ভবতি,” “সবিজ্ঞানম্ এব অম্ববক্রামতি,—বৃহদা উ ৪।৪।২ ]—উৎক্রমণকালে আস্মা বিজ্ঞান  
সম্পন্নই থাকে এবং সেই বিজ্ঞান (বুদ্ধি) সহকারেই পরলোকে প্রস্থান করে—ইত্যাদি  
শ্রুতিবচনসিদ্ধ বলিয়া, দেহ মৃত হইলেও বুদ্ধি সত্ত্বাহীন হয় না, ইহাই অতিপ্রায়। ভাল, যদি  
শ্রুতিবলেই, ‘বুদ্ধি দেহ হইতে ভিন্ন’ এইরূপ অঙ্গীকার করিলে, তাহা হইলে, প্রবেশ-শ্রুতিবলেও  
(ঐতরেয় উ ১।৩।১২—৩৬ সংখ্যক শ্লোকে উল্লিখিত) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন চিদাভাস, এইরূপ  
স্বীকার করিতেই হইবে—ইহা সিদ্ধান্তীর বাক্য। ৩৫

ভাল, বুদ্ধিরূপ উপাধি লইয়াই প্রবেশ সম্ভব; অপরের অর্থাৎ বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব  
নহে, এই বলিয়া বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) প্রবেশ, বুদ্ধি  
সহিতই চিদাভাসের,—  
এই বলিয়া আশঙ্কা ও  
তাহার সমাধান।

ধীযুক্তস্য প্রবেশশ্চৈতন্যতরেয়ে শিষ্যঃ পৃথক্ ।

আস্মা প্রবেশঃ সঙ্কল্প্য প্রবিষ্ট ইতি গীয়তে ॥ ৩৬

অন্বয়—ধীযুক্তস্য প্রবেশঃ চেষ্টা ন, ঐতরেয়ে শিষ্যঃ পৃথক্ আস্মা প্রবেশম্ সঙ্কল্প্য প্রবিষ্টঃ  
ইতি গীয়তে ।

অনুবাদ—যদি বল উক্ত শরীরাত্মপ্রবেশশ্রুতিতে, বুদ্ধিযুক্ত আভাসচৈতন্যেরই  
প্রবেশ সম্ভব; তবে বলি, এরূপ নহে; কেননা, ঐতরেয়োপনিষদে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন  
আস্মা প্রবেশের সঙ্কল্প করিয়াই প্রবেশ করিলেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে।

টীকা—ঐতরেয়শ্রুতিতে বুদ্ধি হইতে ভিন্ন পরমাঙ্গারই প্রবেশ শুনা যায় বলিয়া,  
বুদ্ধিরহিতের প্রবেশ সম্ভব নহে, এইরূপ বলিও না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী উক্ত আশঙ্কার পরিহার  
করিতেছেন, “এরূপ নহে, কেননা” ইত্যাদি। ৩৬

সেই ঐতরেয়োপনিষদগত শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ট) উক্ত প্রবেশশ্রুতির কথং স্নিদং সাক্ষদেহং মদুতে স্মাদিত্তীরণাৎ ।

অর্থতঃ পাঠ।

বিদার্য্য মূর্কসীমানং প্রবিষ্টঃ সংসরত্যন্নম্ ॥ ৩৭

অন্বয়—অয়ম্ ‘সাক্ষদেহম্ ইদম্ (জড়জাতম্) মৎ ঋতে কথম্ হু ত্যাৎ’ ইতি স্মরণাৎ  
মূর্কসীমানম্ বিদার্য্য প্রবিষ্টঃ সংসরতি । (পাঠান্তর ‘মূর্ক্ণঃ’)

অনুবাদ—এই পরমাঙ্গা, ইন্দ্রিয় ও দেহসহিত এই জড়সমূহ আমা বিনা কি  
প্রকারে থাকিবে—এইরূপ চিন্তা করিয়া মস্তকের সীমা বিদারণ করিয়া তাহা দিয়া  
প্রবেশ করিয়া, সংসারী হইলেন।

টীকা—মূলের পাঠ—[ স স্নৈকত কথম্ হু ইদম্ মৎ ঋতে ত্যাৎ ইতি \* \* \* সঃ এতম্ এব  
সীমানম্ বিদার্য্য এতয়া দ্বারা প্রাপ্তত—ঐতরেয় উ, ১।৩।১১—১২ ]—সেই পরমাঙ্গা চিন্তা  
করিলেন যে আমার অভাবে অর্থাৎ আমি ইহার অভাস্তরে প্রবিষ্ট না থাকিলে আমার স্মৃতি এই  
দেহেন্দ্রিয়সজ্জাত কি প্রকারে থাকিবে? অর্থাৎ সম্পূর্ণ নিরর্থক হইবে \* \* \* এইরূপ চিন্তায়

পর এই মুক্দের বিদারণপূর্বক এই পথে দেহে প্রবেশ করিলেন \* \* এবং এইরূপে সংসারী—  
জাগ্রাদি অবস্থার অমুভবী, হইলেন। “অম্ম” —এই পরমায়া, “সাক্ষদেহম্ ইদম্”—অক্ষ  
( হস্তি ) এবং দেহ, তাহাদের সহিত বিজ্ঞমান, এই জড়সমূহ ( আমার দ্বারা সৃষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদি  
সজাতরূপকাধা ), “মৎ ঋতে”—চৈতন্যরূপ আমাকে ছাড়িয়া, “কথম্ হু ত্রাং”—কি প্রকারে  
থাকিবে ? কোনও প্রকারে নির্বাহ করিতে পারিবে না ; এইরূপ বিচার করিয়া “মুদ্রসীমানম্”  
—‘কেশবিভাগাবসানম্’ ইতি ভাষ্যম্, ত্রীলোকদিগের কেশবিভাগের মধ্যস্থলে রেখারূপ যে  
সৌমন্ত তাহার সমাপ্তিহলে অর্থাৎ শিরঃকঙ্কালের তিন কপালের সন্ধিস্থলে ( ব্রহ্মরন্ধ্রে ),  
“বিদার্য”—বিদারণ করিয়া অর্থাৎ আপনার সন্নিধিমাত্রেই ভেদ করিয়া, “প্রবিষ্টঃ”—প্রবেশ লাভ  
করিয়া, “সংসরতি”—জাগ্রাদি অমুভব করেন। ৩৭

ভাল, অসঙ্গ আত্মার প্রবেশ ও ত’ যুক্তিবিহীন—এই বলিয়া বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(৪) অসঙ্গ আত্মার  
প্রবেশবিষয়ে শঙ্কা ও  
তাহার সমাধান।

কথং প্রবিষ্টোহসঙ্গশ্চৈতন্যসৃষ্টির্বাশ্রয় কথং বদ ।

মায়িকত্বং তন্মোক্ষল্যং বিনাশশ্চ সমস্তম্মোঃ ॥ ৩৮

অম্ম—অসঙ্গঃ কথম্ প্রবিষ্টঃ চৈতন্য ? ( উত্তর ) অশ্রু সৃষ্টিঃ বা কথম্ বদ ; ( প্রতিবাদ )  
তয়োঃ মায়িকত্বম্ তুল্যম্ ; ( প্রতিবাদোত্তর ) তয়োঃ বিনাশঃ চ সমঃ ।

অমুবাদ—যদি বল, অসঙ্গস্বভাব পরমাআর শরীরপ্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব ?  
তদন্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—সেই অসঙ্গের দ্বারা সৃষ্টিই বা কি প্রকারে সম্ভব  
বল ? তদন্তরে যদি বল, সেই সৃষ্টিকর্তা ও প্রবেশকর্তা উভয়েই তুল্যরূপে মায়িক,  
তদন্তরে বলি, তদন্তরের নিবৃত্তিও সমান অর্থাৎ মায়ার নিবৃত্তিতেই তদন্তরের নিবৃত্তি ।

টাকা—অসঙ্গের শরীরপ্রবেশ লইয়া প্রশ্ন করিলে, অসঙ্গের সৃষ্টি লইয়াও অমুরূপ প্রশ্ন করিতে  
পারি, টেহাই সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“তদন্তরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি” ইত্যাদি। ভাল, সৃষ্টি-  
কর্তা মায়িক বলিয়া টেহার সৃষ্টিতে বা জগদাকারে উৎপত্তিতে দোষ নাই—যদি এটরূপ বল,  
তাগ হইলে তাহার সমাধান এই যে প্রবেশকর্তাও মায়িক বলিয়া প্রবেশে দোষ নাই—“সেই  
সৃষ্টিকর্তা ও প্রবেশকর্তা তুল্যরূপে” ইত্যাদি। এই উভয়েই যখন মায়িক বলিয়া স্বীকৃত  
হইল, তখন মায়ার নিবৃত্তির দ্বারা নিবৃত্ত হওয়ারূপ হেতুও সমান, টেহাই বলিতেছেন—  
“তদন্তরের নিবৃত্তিও সমান” ইত্যাদি। ৩৮

[ প্রজ্ঞানঘন এব এতেভ্যঃ ভূতেভ্যঃ সমুখায় তানি এব অন্তবিনশ্চতি ; ন প্রোত্য সংজ্ঞা  
অন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।১৩ ]—অরে মৈত্রয়ি \* \* এই প্রজ্ঞানঘন ( কেবল জ্ঞানমুষ্টি ) আত্মা,  
বর্ণিত ভূতবর্গকে অবলম্বন করিয়া উখিত হয়—জীবভাবে আবিস্কৃত হয়, তাহার পর সেই  
ভূতবর্গের নাশের সঙ্গেই বিলীন হয় ; মৃত্যুর পর আর তাহার কোন সংজ্ঞা বা বিশেষ জ্ঞান থাকে  
না—এই ঔপাধিক বিনাশপ্রতিপাদক প্রতিবচন দেখাটতেছেন :—

(৫) জীবের ঔপাধিক-  
রূপের বিনাশিত্ব-  
প্রতিপাদক প্রতি।

সমুখাটেরষ ভূতেভ্যস্তাশ্চোবানুবিনশ্চতি ।

বিশ্বপটমিতি টৈমক্রেট্য ষাজবক্ষ্য উবাচ হি ॥ ৩৯



অম্বয়—এবঃ কৃত্যেভ্যঃ সমুখায় তানি এব অম্ববিনশ্চতি ইতি বিন্দ্যবৎ বাজবৎক্যঃ মৈত্রেয়্যে  
হি উবাচ ।

অম্ববাদ—এই আত্মা দেহাদিরূপ কৃত হইতে সম্যক প্রকারে উৎখিত হইয়া অর্থাৎ  
দেহাদির জন্মদ্বারা জন্মলাভ করিয়া পরে তাহাদেরই বিনাশে বিনাশপ্রাপ্ত হন—  
এই প্রকারে বাজবৎক্যমুনি পত্নী মৈত্রেয়ীকে সুস্পষ্টভাবে, সোপাধিক আত্মবিষয়ে  
উপদেশ করিয়াছিলেন ।

টীকা—“এবঃ”—এই প্রজ্ঞানধন অর্থাৎ কেবল জ্ঞানস্বরূপ আত্মা, “কৃত্যেভ্যঃ”—এই  
দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ পঞ্চভূতকার্য্য হইতে অর্থাৎ নিমিত্তরূপ উপাদিসমূহ হইতে, “সমুখায়”—উষ্টিয়া  
অর্থাৎ জীবজ্ঞাতিমান লাভ করিয়া, “তানি এব অম্ববিনশ্চতি”—সেই দেহাদি বিনষ্ট হইলে তাহা-  
দের সঙ্গে সঙ্গেই বিনাশপ্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ দেহাদিকৃত জীবত্বের অতিমান ত্যাগ করে । এত  
প্রকারে দেহাদিরূপ উপাদিসহিত আত্মার ( জীবের ) স্বরূপের বিনাশিত্ব—“বাজবৎক্যঃ মৈত্রেয়্যে  
উবাচ”—বাজবৎক্যমুনি আপনার পত্নী মৈত্রেয়ীকে কহিয়াছিলেন । ৩৯

[ ন বা অরে অহম্ মোহম্ ব্রবীমি, অবিনাশী বৈ অরে অম্ব আত্মা অম্বচ্ছিত্তিধর্ম্মা, মাত্ৰা-  
সংসর্গঃ তু অশ্রু ভবতি—মাধ্যম্নিনশাখী বৃহদা উ, ৭।৩।১৫ ]—ওরে মৈত্রেয়ি, আমি তোমাকে  
মোহজনক কথা বলিতেছি না, এই আত্মা ( স্বভাবতঃ ) উচ্ছেদরাহিতারূপধর্ম্মবিশিষ্ট, স্তবরাং  
অবিনাশী, ইন্দ্রিয়াদির সহিত ইঁহার সংসর্গ নাই—এই শ্রুতিবচনদ্বারা কূটস্থ অর্থাৎ নিরূপাধিক  
আত্মা, সেট সোপাধিক চিদাভাসরূপ ( আত্মা ) হইতে ভিন্ন বলিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে ; ইহাট  
বলিতেছেন :—

(৬) শ্রুতিবাক্য কূটস্থ-  
বিচার এবং কূটস্থের  
অবিনাশিত্বহেতু ।

অবিনাশ্যমাত্মোতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।

মাত্রাসংসর্গ ইতোব্যবসঙ্গতস্য কীর্তনাৎ ॥ ৪০

অম্বয়—“অম্ব আত্মা অবিনাশী” ইতি কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ; “মাত্রাসংসর্গঃ” ( মাত্রা +  
অসংসর্গঃ ) ইতি এবম্ অসঙ্গতস্য কীর্তনাৎ ।

অম্ববাদ—“এই আত্মা অবিনাশী” এষ্ট বলিয়া শ্রুতি কূটস্থের বিবেচন  
করিয়াছেন অর্থাৎ আত্মার সোপাধিকরূপ হইতে ভিন্ন বলিয়া দেখাইয়াছেন ।  
‘মাত্রার অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত ইঁহার সংসর্গ বা সম্বন্ধ নাই’ এষ্টরূপে আত্মার  
সেই অসঙ্গতাকেই অবিনাশিত্বের হেতু বলিয়া কীর্তন করিয়াছেন ।

টীকা—“মাত্রাসংসর্গঃ তু অশ্রু ভবতি”—এই কূটস্থ আত্মার দেহেন্দ্রিয়াদিরূপ মাত্রা  
সহিত অসংসর্গ বা সংসর্গাভাব—এই শ্রুতিবচনেও বাজবৎক্যমুনি ‘আত্মার অবিনাশিরূপতাবির  
অসঙ্গতাই হেতু’ এই বলিয়া কূটস্থের পৃথক্ কীর্তন করিয়াছেন । “মাত্রা”—বাহ্য ‘মিত’  
হয় বা ( প্রমা ) জ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয়—এইরূপ যে দেহাদি, তাহাই ‘মাত্রা’ শব্দে কথিত হইয়াছে ।  
তাহার সহিত আত্মার অসংসর্গ বা সম্বন্ধরাহিত্য, ইহাট অর্থ । ৪০

ভাল, [ জীবাণেতম্ বাব কিল ইদম্ ত্রিয়তে ন জীবো ত্রিয়তে—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।৩ ]  
—( উদ্ভাসক কি : হে সৌম্য, তুমি নিশ্চয় জানিও, বর্ণিত সজীব স্বকের জ্ঞান )-জীবপরিতাক

এই শরীরই মরে ( বিনষ্ট হয় ) ইহা সর্বলোকপ্রসিদ্ধ, কিন্তু জীব মরে না—এই শ্রুতিবচনদ্বারা জীবের এই ঔপাধিকরূপেরও ত' অবিনাশিতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে অন্তদেহলভ্য পরলোকাদি উক্ত বচনের ( প্রতিপাদ্য ) বিষয় বলিয়া, উক্ত বচন জীবের আত্যন্তিকনাশরূপ মোক্ষের অভাবের প্রতিপাদক নহে :—

(৭) জীবের ঔপাধিক  
রূপের অবিনাশিতা-  
প্রতিপাদনে শ্রুতির  
উদ্দেশ্য।

জীবাপেতং বাব কিল শরীরং ত্রিষ্মতে ন সঃ ।

ইত্যত্র ন বিমোক্ষোহর্থঃ কিন্তু লোকাস্তরে গতিঃ ॥৪১

অর্থ—জীবাপেতম্ বাব শরীরম্ কিল ত্রিষ্মতে, সঃ ন, ইতি বিমোক্ষঃ অত্র অর্থঃ ন, কিন্তু লোকাস্তরে গতিঃ ।

অনুবাদ—জীবপরিত্যক্ত সর্বলোকপ্রসিদ্ধ এই দেহই মরে, সেই জীব মরে না এই অর্থের শ্রুতিবচনে, ( ৩৯ শ্লোকোক্ত ) জীবের মোক্ষরূপ অর্থ কথিত হয় নাই, কিন্তু লোকাস্তরে গমনই কথিত হইয়াছে ।

টীকা—“জীবাপেতম্”—জীবরহিত অর্থাৎ জীবকর্তৃক পরিত্যক্ত ; “বাব”—সর্বজনবিদিত অর্থাৎ নিশ্চিতই, “জীবঃ ন ত্রিষ্মতে”—জীব মরে না, ইহাই অর্থ । ৪১

ভাল, জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে ত', “আমি হইতেছি ব্রহ্ম” এইরূপে অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত অভেদজ্ঞান সম্ভব হয় না—এই প্রকারে বাদী সিদ্ধান্ত নইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(৮) বিনাশী জীবের  
অবিনাশী ব্রহ্মের সহিত  
অভেদজ্ঞান অসম্ভব—  
এই শঙ্কায় সমাধান ।

নাহং ব্রহ্মস্মিতি বুধ্যত স বিনাশীতিচেন্ন তৎ ।

সামানাধিকরণ্যস্য বাধ্যন্যমপি সম্ভবাৎ ॥ ৪২

অর্থ—বিনাশী সঃ “অহম্ ব্রহ্ম” ইতি ন বুধ্যত ইতি চেৎ তৎ ন ; সামানাধিকরণ্যস্ত বাধ্যন্যম্ অপি সম্ভবাৎ ।

অনুবাদ—যদি বল, সোপাধিক জীব যদি বিনাশীই হইল, তাহা হইলে সেই জীবের ‘আমি হইতেছি ( অবিনাশী ) ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞান হইতে পারে না ; তদ্বস্তরে বলি, এই আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, ‘ঐ বৃক্ষকাণ্ডটি ( গাছের গুঁড়িটি ) মানুষ’—এইরূপ ( ভ্রম ) স্থলে বৃক্ষকাণ্ডের বাধ হইলেই মনুষ্যের জ্ঞান হয়, তদ্বস্তরের মধ্যে সামানাধিকরণ্য অর্থাৎ ভিন্নার্থকতাসত্ত্বেও সমান বিভক্তির বলে একই বস্তুর বোধকতা, সম্ভব হইতে পারে ।

টীকা—“বিনাশী সঃ”—বিনাশী সেই জীব, তাহার, “অহম্ ব্রহ্ম”—আমি হইতেছি অবিনাশী ব্রহ্ম, “ইতি”—এইরূপে, “ন বুধ্যত”—আপনাকে জানা সম্ভব নহে, কেননা, বিনাশী জীব ও অবিনাশী ব্রহ্ম, এতদ্বস্তরের একতা বিরুদ্ধ হয়, “ইতি চেৎ”—যদি এইরূপ আপত্তি হয়, তদ্বস্তরে বলি, মুখ্যসামানাধিকরণ্যের অভাব হইলেও, বাধসত্ত্বে সামানাধিকরণ্য সম্ভব হওয়ায় জীবতাবের বাধ করিয়া আপনার ব্রহ্মতাব জানা সম্ভব হয়, ইহাই বলিতেছেন :—“কেননা, ঐ

বৃক্ষকাণ্ডটি” ইত্যাদি। “সামানাদিকরণা”—সমান বিভক্তির বলে সমান অর্থাৎ একই অধিকরণ বা অর্থরূপ আশ্রয় যাহাদের, এইরূপ দুইটি অপর্ধ্যায় শব্দকে (যাহারা একপর্ধ্যায়ভুক্ত বা synonymous নহে) সমানাদিকরণ বলে। সেইরূপ দুই শব্দের যে পরস্পর সম্বন্ধ তাহার নাম ‘সামানাদিকরণ’; সেই সামানাদিকরণসম্বন্ধ জীব ও ঈশ্বরের একতার বোধক এক বিভক্তিবৃক্ত পদদ্বয় সম্বলিত চারিটি মহাবাক্যে এবং “এই পুরুষটি সিংহ” ইত্যাদিরূপ লৌকিক বাক্যেও দেখা যায়। তন্মধ্যে অভিন্নসত্তা ও অভিন্নস্বরূপবিশিষ্টতাহেতু বাস্তবভেদরহিত দুই অর্থের বোধক বাক্যগত দুই পদের সামানাদিকরণ্য সম্বন্ধকে মুখ্যসামানাদিকরণ্য বলা হয়—যেমন ঘটাকাশপদ ও মহাকাশপদের এবং কূটস্থপদ এবং ব্রহ্মপদের সম্বন্ধ। আর ভিন্ন সত্তাবিশিষ্ট দুই পদার্থের এক বিভক্তির বলে একতাবোধক বাক্যগত দুই পদের সম্বন্ধকে বাধ্যসামানাদিকরণ্য বলা হয়, যেমন স্থাগু (গাছের গুঁড়ি) ও পুরুষ পদদ্বয়ের, জগৎ ও ব্রহ্ম এই পদদ্বয়ের এবং বিষ প্রতিবিম্ব পদদ্বয়ের সম্বন্ধ। এস্থলে তত্ত্বভেদের অভেদবোধক বাক্যে, একের, যথা স্থাগু ইত্যাদির, বাধ্যদ্বারা অভেদ জ্ঞান সম্ভব। ৪২

কি প্রকারে বাধ্যসামানাদিকরণাদ্বারা, বাক্যার্থের নিশ্চয় হয়, তাহা বার্তিককার সুরেশ্বরচাণ্য-কর্তৃক, নৈষ্কর্ম্যাসিকিগ্রন্থে ( ২।২২ ) দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই অর্থটী গ্রন্থকার, তাঁহার বচন উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) বার্তিককারকর্তৃক

বাধ্যসামানাদিকরণের

প্রকার দৃষ্টান্ত সহিত

প্রদর্শন।

যোহমং স্থাগুঃ পুমানেষ পুংমিষা স্থাগুধীরিব।

ব্রহ্মাস্মীতি ধিয়াঢ্যেযা হহং বুদ্ধি নিবর্ত্যতে॥ ৪৩

অন্বয়—যঃ অমং স্থাগুঃ এষঃ পুমান্, পুংমিষা স্থাগুধীঃ ইব, “ব্রহ্ম অস্মি” ইতি ধিয়া অপি এষা হি অহং বুদ্ধিঃ নিবর্ত্যতে। [Col. Jacob সম্পাদিত বোধাই সংস্করণের] “নৈষ্কর্ম্যাসিকির” পাঠ “ধিয়া অপি এষা” স্থলে “ধিয়া শেষাম্”, “বুদ্ধিঃ নিবর্ত্যতে” স্থলে “বুদ্ধিঃ নিবারয়েৎ”।

অনুবাদ—‘এই যে স্থাগু ( গাছের গুঁড়ি ), এইটি মানুষ’—এই স্থলে ‘মানুষ’-বুদ্ধির দ্বারা ‘স্থাগু’-বুদ্ধির অপনয়নের হ্রায় ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই বুদ্ধিদ্বারা ‘আমি’-বুদ্ধির অপনয়ন হয়।

টীকা—সামানাদিকরণের বাম বলিতে এইরূপ বুঝিতে হইবে :—“স্থাগুরেষঃ পুমান্”—‘এই স্থাগুটি পুরুষ’ এই বাক্যে যেমন পুরুষতার জ্ঞানদ্বারা স্থাগুতাবুদ্ধির নিবারণ করা হয়, সেই প্রকার “অহম্ ব্রহ্মাস্মি”—‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ জ্ঞানদ্বারা “অহংবুদ্ধিঃ”—‘আমি হইতেছি বর্তী’ ইত্যাদি আকারের ‘আমি’-বুদ্ধি, “নিবর্ত্যতে”—অপনীত হয়। ( নৈষ্কর্ম্যাসিকি টীকাকার জ্ঞানোত্তমকৃত ব্যাখ্যা ও ঐরূপ )। ৪৩

(দ) উক্ত অর্থের

উপসংহার ও ফল।

নৈষ্কর্ম্যাসিক্কাবঢ্যেযমাচার্য্যঃ স্পষ্টমীরিতম্।

সামানাদিকরণস্য বাধার্থভ্রমতোহস্ত তৎ ॥ ৪৪

অন্বয়—এবম্ আচার্য্যঃ নৈষ্কর্ম্যাসিকৌ অপি সামানাদিকরণস্য বাধার্থম্ স্পষ্টম্ ঈরিতম্, অতঃ তৎ অস্ত।

অমুবাদ ও ঢাকা—এই ( পূর্বশ্লোকোক্ত ) প্রকারে পূজাপাদ আচার্য্য সুরেশ্বর নৈকর্ষ্যাসিক্তিতেও উক্ত সামান্যিকরণসম্বন্ধের বাধার্থতা স্পষ্টভাবে নিরূপণ করিয়াছেন ; এইহেতু ফলতঃ ইহাই পাওয়া গেল যে ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’—এই মহাবাক্যে সামান্যিকরণের বাধার্থতাই হইবে। ৪৪

ভাল, বার্তিকরকার ঐরূপ বলিলেও শ্রুতিতে বাধার স্থলে কোথাও সামান্যাদিকরণ্য দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন [ সর্কম্ হি ত্র্যং ব্রহ্ম—মাণ্ডুকা উ, ২ ]  
—পরদৃশ্যমান এই সমস্ত ভগৎ ব্রহ্মট—এই শ্রুতিবাক্যে বাধাব স্থলেও সামান্যাদিকরণ্য দেখা যায়।  
এইজ্যেত উক্ত মহাবাক্যেও সেই বাধাসামান্যাদিকরণ্য বৃষ্টি হইবে, ইহাও বলিতেছেন :—

(୧) ଅତିକୃତ୍ ବାଧ- ସର୍ବତ୍ର ବ୍ରହ୍ମେତି ଜଗତା ସାମାନ୍ୟାଧିକରଣାବତ୍ ।

সামান্যধিকরণ্য কথন । অহং ব্রহ্মেতি জীবেন সামান্যধিকৃতিভবেৎ ॥ ৪৫

অন্য- “সর্বম্ ব্রহ্ম” ইতি জগত। সামান্যধিকরণাৎ “অহম্ ব্রহ্ম” ইতি জীবেন সামান্য-  
 বিকৃতিঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—“দৃশ্যমান এই জগৎ ব্রহ্ম”—এই শ্রুতিবাক্যে জগতের সহিত ব্রহ্মের সামান্যিকরণের অর্থ “আমি হইতেছি ব্রহ্ম”, এই মহাবাক্যও জীবের সহিত ব্রহ্মের সামান্যিকরণ হইবে।

টীকা—[ যেহেতু মাণ্ডুক্যোপনিষদে “সর্বম্ ব্রহ্ম”—“দৃশ্যমান এতৎ সৎ ব্রহ্ম” এই বাক্যের পরেই “অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম” এই মহাবাক্য পঠিত হয় এবং তাহার ভাষ্যে আচাৰ্য্যগণাব লিখিতেছেন—পূৰ্ণবাক্যে পরোক্ষভাবে নিদৃষ্ট ব্রহ্মকেই এই মহাবাক্যে প্রত্যক্ষভাবে—অঙ্গুলিনিন্দেপের ভাষ্যে—অভিনয় করিয়া, প্রত্য্যাগাত্ম বা জীবাগ্ন্যরূপে নির্দেশ করিতেছেন, সেইহেতু জগতের সহিত জীবদেহের অভিনয় করিয়া, সামান্যাদিকরণ্য বৃত্তিতে হইবে—অম্বাবানক ] ‘সমস্ত জগৎই ব্রহ্ম’ এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের সহিত জগতের একতাক্রম সামান্যাদিকরণ্য কথিত হইয়াছে। এখানে মুখ্যসামান্যাদিকরণ্য মানিলে ব্রহ্মে দৃশ্য বিনাশিত্ব, বিকারিত্ব প্রভৃতি জগদ্বশেষ প্রাপ্তিরূপ অনর্থ অনিবাৰ্য্য বোধ হইবে। এইহেতু জগতের বাধ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতাক্রম বাধসামান্যাদিকরণ্য সম্ভব হয়। এইহেতু উক্ত শ্রুতিবচনের দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম, (২) জগতের অভাবই ব্রহ্ম। ‘বিবরণ’ গ্রন্থকারের মতে আরোপিতের অভাব অর্থানুবিবৃতি, অসিদ্ধিজনক হইতে ভিন্ন। তাঁহার মতে, জগতের অভাববিশিষ্ট ব্রহ্ম—এইরূপে উক্ত শ্রুতার্থের জ্ঞান হয়। আর ঐগণদের মতে আরোপিতের অভাব অসিদ্ধিজনক হইবে, তাঁহাদের মতে জগতের অভাবই ব্রহ্ম, এইরূপে শ্রুতার্থের জ্ঞান হয়। এই প্রকারে সামান্যাদিকরণ্যের বাধাধিকরণ্যতা শ্রুতিবাক্যে স্তম্ভিত হয়। ‘অমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এই বাক্যেও ঐ প্রকারে বৃত্তিতে হইবে। ৪৫

ভাল, তাহা হইলে বিবরণগ্রন্থপ্রণেতা প্রকাশ্যাম্বায়ী উক্ত গ্রন্থে বাধ্যমানাদিকরণ্য কেন  
অস্বীকার করিয়াছেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে—বিবরণাচার্য্য ‘অম্ম’ শব্দের দ্বারা কুটস্থকেই  
লক্ষ্য করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) বিবরণাচার্য্যকর্তৃক  
বাধসামান্যধিকরণের  
নিষেধের কারণ ।

সামান্যধিকরণান্ত বাধার্থত্বং নিরাকৃতম্ ।

প্রযত্নতো বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়—বিবরণে কূটস্থত্ববিবক্ষয়া সামান্যধিকরণান্ত বাধার্থত্বম্ প্রযত্নতঃ নিরাকৃতম্ ।

অনুবাদ—প্রকাশাত্ম্যতি স্বরচিত ‘পঞ্চপাদিকাবিবরণ’ গ্রন্থে “অহং ব্রহ্মস্মি” এই মহাবাক্যান্তর্গত ‘অহং’ শব্দে কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, ‘অহম্’ ও ‘ব্রহ্ম’ এই উভয় পদের সামান্যধিকরণের বাধার্থরূপতা যত্নপূর্বক নিষেধ করিয়াছেন অর্থাৎ বলিয়াছেন ব্রহ্ম চিদাভাসের অভাববিশিষ্ট নহেন কিম্বা অভাবার্থরূপও নহেন ।

টীকা—শ্রীমৎস্বামী প্রকাশাত্ম্যতি ‘অনন্তানুভবের’ শিষ্য । ব্রহ্মসূত্রের শাকরভাষ্যের ‘পঞ্চপাদ’কৃত ‘বেদান্তভিণ্ডিম’ টীকার যে অংশ পঞ্চপাদিকা নামে খ্যাত, তাহার উপর ইনি ‘পঞ্চপাদিকা বিবরণ’ নামে এক টীকা রচনা করেন, ( সম্ভবতঃ নবমশতাব্দীতে ) । তাহাই এই শ্লোকে “বিবরণ” নামে কথিত হইয়াছে । ‘বিবরণ’ গ্রন্থে বাধসামান্যধিকরণের যে নিষেধ করা হইয়াছে, তাহার সমাধান এইরূপ :—‘আমি’ ‘তুমি’ ইত্যাদি শব্দের অর্থ—চিদাভাসবিশিষ্ট বুদ্ধিরূপ জীব, ব্যভিচারী বলিয়া অধ্যস্ত ; এবং ‘স্বয়ং’ শব্দের অর্থ ‘কূটস্থ’ সর্বত্র অনুভূত বলিয়া তাহাই অধিষ্ঠান । কূটস্থ জীবের স্বরূপাধাস হয় এবং জীব কূটস্থের সম্বন্ধাধাস হইয়া থাকে । এইরূপে কূটস্থ ও জীবের অন্তোক্তাধাসবশতঃ পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য বোধ হয় না । যেহেতু ব্রহ্মের সহিত কূটস্থের মুখ্যসামান্যধিকরণের জীব-অর্থে ব্যবহার হয়, আর জীব কূটস্থত্বের আরোপ বিনা, মিথ্যা জীবের সত্য ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামান্যধিকরণা সম্ভব হয় না, এইহেতু জীবের আশ্রয় অন্তঃকরণের অধিষ্ঠান যে কূটস্থ, তাহার ধর্ম্মকে বুঝাইবার উদ্দেশ্যে তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া, জীবের ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামান্যধিকরণ ‘বিবরণ’গ্রন্থকারকর্তৃক উক্ত হইয়াছে । এই প্রকারে বিভাগ্যস্বামী চিত্রদীপে ( ষষ্ঠাধ্যায়ে ) ‘বিবরণ’কারের উক্তির সহিত অবিবোধ দেখাইয়াছেন অথবা সামঞ্জস্য সংঘটন করিয়াছেন ( চিত্রদীপ ষষ্ঠাধ্যায় ৩৮ হইতে ৮৯ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) । কিন্তু ‘বিবরণ’কারের মতে চিদাভাসরূপ জীব কূটস্থে আরোপিত নহে ; তাহা হইতেছে বিধের স্বরূপই প্রতিবিম্ব ; এইহেতু প্রতিবিম্বরূপ জীবত্ব মিথ্যা বটে কিন্তু প্রতিবিম্বরূপ জীবের স্বরূপ সত্য ; এইহেতু জীবের ব্রহ্মের সহিত মুখ্যসামান্যধিকরণা সম্ভব হয় । আর বিভাগ্যস্বামী যে ‘বিবরণ’গ্রন্থকারের উক্তপ্রকার অভিপ্রায় বর্ণন করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়বাদবশে করিয়াছেন অর্থাৎ উৎকর্ষের হেতু না থাকিলেও উৎকর্ষের বর্ণন করিয়াছেন । প্রতিবিম্বকে মিথ্যা মানিলেও জীব কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে, ‘জীব’-শব্দে কূটস্থকে লক্ষ্য করিলে, মহাবাক্যসমূহে ‘বিবরণ’কারোক্ত মুখ্যসামান্যধিকরণা সম্ভব হয় । এইহেতু ‘মুখ্যসামান্যধিকরণের অসম্ভবতাহেতু প্রতিবিম্বের সত্যতা অঙ্গীকার করা উচিত নহে’, বিভাগ্যস্বামী যে এইরূপ উক্তি করিয়াছেন, তাহা প্রৌঢ়বাদই হইয়াছে, অর্থাৎ আপনমতের উৎকর্ষ না থাকিলেও উৎকর্ষপ্রতিপাদনে চেষ্টা করা হইয়াছে মাত্র, ইহা পণ্ডিত পীতাম্বর পুরুষোত্তমের মত । ৪৬

উক্ত শ্লোকে “কূটস্থতা বুঝাইবার উদ্দেশ্যে”—এইরূপ যাহা বলিলেন, তাহারই অর্থ সবিম্বর বর্ণন করিতেছেন :—

শোষিতস্ত্বং পদার্থো যঃ কূটস্থো ব্রহ্মরূপতাম্ ।

তস্য বক্তৃৎ বিবরণে তথোক্তগ্নিতরত্র চ ॥ ৪৭

অর্থ—শোষিতঃ স্বপদার্থঃ যঃ কূটস্থঃ তস্য ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তৃশ্চ বিবরণে ইতরত্র চ তথা উক্তম্ ।

অনুবাদ—মহাবাক্যের অন্তর্গত ‘স্ব’ পদের পরিশোধিত অর্থ যে কূটস্থ, তাহারই ব্রহ্মরূপতা স্বীকার করিবার অভিপ্রায়ে বিবরণগ্রন্থে এবং অজ্ঞান গ্রন্থে ঐরূপ উক্ত হইয়াছে অর্থাৎ বাধসামান্যধিকরণের নিষেধ করা হইয়াছে ।

টীকা—“শোষিতঃ”—বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে বিচারদ্বারা পৃথক্কৃত, “স্বপদার্থঃ”—স্বপদের লক্ষ্যার্থে যে কূটস্থ—যাহার লক্ষণ অগ্রে ৪৮ শ্লোকে বলা হইতেছে, “তস্য”—সেই কূটস্থেরই, “ব্রহ্মরূপতাম্ বক্তৃশ্চ”—‘সত্যজ্ঞানানন্তরূপতা’ বলিবার অভিপ্রায়ে, “বিবরণে ইতরত্র চ”—‘বিবরণ’ এবং অজ্ঞান গ্রন্থে বাধসামান্যধিকরণের নিষেধপূর্বক যথাসামান্যধিকরণে বলা হইয়াছে ; ইত্যাহ অর্থ । ৪৭

কূটস্থের ত্রৈলোক্যসিদ্ধির জন্ম কূটস্থের বিচার ; জীবাদি জগন্নিথ্যাহ সাধন

১। কূটস্থের ব্রহ্মের সহিত একতা ঘটাইবার জন্ম কূটস্থের বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্করণ ।

দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাত্মসত্ত্বমস্য য়া ।

(ক) কূটস্থপদের অর্থ ।

অধিষ্ঠানচিতিঃ সৈস্যা কূটস্থাত্ত বিবক্ষিতা ॥ ৪৮

অর্থ—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য জীবাত্মসত্ত্বমস্য য়া অধিষ্ঠানচিতিঃ সা এষা অত্র কূটস্থাবিবক্ষিতা ।

অনুবাদ—দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্ত আত্মসচৈতন্যরূপজীবত্বের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য তাহাই বেদান্তশাস্ত্রে ‘কূটস্থ’ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ ।

টীকা—“দেহেন্দ্রিয়াদিযুক্তস্য”—এই ‘আদি’ শব্দদ্বারা দেহেন্দ্রিয়ার সহিত মন প্রভৃতি বর্ণিতে হইবে । তাহা হইলে ইহার অর্থ—শরীরবহুর সহিত, “জীবাত্মসত্ত্বমস্য”—চিদাত্মস্বরূপ অস্তির, “যা অধিষ্ঠানচিতিঃ”—যে অধিষ্ঠানচৈতন্য রহিয়াছেন, তাহাই “অত্র”—এই বেদান্তশাস্ত্রে কূটস্থ শব্দের অভিপ্রেত অর্থ । ৪৮

‘বক্ষ’ শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

জগদ্ভ্রমস্য সর্বস্য যদধিষ্ঠানমীরিতম্ ।

(খ) বক্ষ শব্দের অর্থ ।

ত্র্য্যদন্তেষু তদত্র স্যাদ্ভ্রমশব্দবিবক্ষিতম্ ॥ ৪৯

অর্থ—সর্বস্য জগদ্ভ্রমস্য অধিষ্ঠানম্ যৎ ত্র্য্যদন্তেষু দ্রি়তম্, তৎ অত্র ভ্রমশব্দবিবক্ষিতম্ ত্যাং ।

অনুবাদ—সমস্ত জগদ্ভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য উপনিষৎসমূহে বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই এই স্থানে ‘ভ্রম’ শব্দদ্বারা লক্ষিত অর্থ ।

টীকা—সমস্ত জগৎকল্পনার অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, “এধ্যাত্তেহু”—বেদান্তশাস্ত্রে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে, নিরূপিত হইয়াছেন, তিনিই মহাবাক্যে ‘ব্রহ্ম’ শব্দদ্বারা উদ্দিষ্ট অর্থ। ৪২

( শঙ্ক ) ভাল, ৪৮ সংখ্যক শ্লোকে, আভাসচৈতন্যরূপ জীবভ্রমের অধিষ্ঠান যে চৈতন্য, তাহাই ‘কূটস্থ’-শব্দের অভিপ্রেত অর্থ—এইরূপ যে বলা হইয়াছে, তাহা ত’ ঠিক নহে, কেননা, চিদাভাস যে আরোপিত, এই কথাই অসিদ্ধ। এই আশঙ্কার উত্তরে, (সমাধান) জীবের আরোপিতত্ব কৈমুতিকভাবে সিদ্ধ করিতেছেন :—

(গ) জীবের আরো-  
পিতত্ব কৈমুতিক ভাবে  
সিদ্ধ।

এতস্মিন্নেব চৈতন্যে জগদারোপ্যতে যদা।

তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ? ৫০

অর্থ—এতস্মিন্ এব চৈতন্যে যদা জগৎ আরোপ্যতে, তদা তদেকদেশস্য জীবাভাসস্য কা কথা ?

অনুবাদ—এই চৈতন্যেই যখন সমস্ত ভ্রমাত্মক জগৎ আরোপিত, তখন সেই জগতের একাংশরূপ যে চিদাভাস, তাহার আরোপিততাবিষয়ে কি আর বলিবার আছে ?

টীকা—[ অনেন জীবেন ( আত্মনা ) অমুপ্রবিষ্ট—ছান্দোগ্য উ ৬।৩।২-৩ ] এই জীবরূপ-ধারাই পরে প্রবেশ করিয়া—এই প্রতিবচনদ্বারাষ্ট, জীব যে জগতের একাংশ, তাহা সিদ্ধ। ৫০

( শঙ্ক ) ভাল, জগতের অধিষ্ঠানচৈতন্য একই বলিয়া—‘তৎ’ ও ‘ঈদম্’ পদের অর্থবোধের মধ্যে ভেদ নাই। সেইহেতু—‘তৎ’ ও ‘ঈদম্’ এই পদদ্বয়ের অর্থকে পৃথক্ করিয়া সূচনা করিলে ( একই অর্থকে লক্ষ্য করা হয় বলিয়া ) তাহাতে পুনরুক্তিই হইবে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই ‘তৎ’ ও ‘ঈদম্’ পদের অর্থের মধ্যে ভেদ উপাধিকৃত ; তাহাদের বাস্তব অভেদ। এইহেতু পুনরুক্তি দোষ হইবে না :—

(ঘ) ‘তৎ’ ও ‘ঈদম্’ পদের  
অর্থবোধের উপাধিক ভেদ,  
বাস্তব অভেদ।

জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যন্ত ভেদতঃ।

তত্রস্পদার্থো ভিন্নো স্তো বস্তুতত্ত্বেকতা চিতেঃ। ৫১

অর্থ—জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যন্ত ভেদতঃ তৎ-ঈদম্ পদার্থো ভিন্নো স্তঃ ; বস্তুতঃ তু চিতেঃ একতা।

অনুবাদ—জগৎ এবং সেই জগতের একাংশ আভাসচৈতন্যরূপ জীব—এই দুই আরোপিত বস্তুরূপ উপাধির ভেদবশতঃ তদুভয়ের অধিষ্ঠানভূত ‘তৎ’ ও ‘ঈদম্’ এই উভয় পদের অর্থের ভিন্নতা প্রসিদ্ধ হইয়াছে। বস্তুতঃ ( তদুভয়ের লক্ষ্যার্থ ) চৈতন্যের ভেদ নাই।

টীকা—“জগত্তদেকদেশাখ্যসমারোপ্যন্ত”—জগৎ এবং তাহার একদেশ—এই দুই, দেহসংহিত চিদাভাস হইয়াছে—আখ্যা বা সংজ্ঞা দ্বারা, এই আরোপের ভেদবশতঃ ; এস্থলে ‘আরোপ’ শব্দে যে ( বস্তুর বিতর্কিত ) এক বচনের প্রয়োগ হইয়াছে তাহা জাতি ব্য়বহিতে এক বচনের প্রয়োগদ্বারা। ৫১

( শব্দ ) ভাল, শুক্লিরজতাদির হায় অধিষ্ঠান এবং আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম ত' চিন্তাসে দেখা যায় না ; তাহা হইলে কিরূপে তাহার আরোপিততা সিদ্ধ হয় ? অর্থাৎ শুক্লিতে আরোপিত রজতে অধিষ্ঠান শুক্লির 'এই-একটা-কিছু-রূপতা' এবং আরোপিত রজতের রজততা এই উভয়ধর্মই প্রতীত হয় ; সেইরূপ কূটস্থে আরোপিত চিন্তাসেও আরোপিততা সিদ্ধির জন্তু, অধিষ্ঠান ও আরোপ্য এই উভয়ের ধর্ম ত' প্রতীত হওয়া চাই—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) অধিষ্ঠান এবং

আরোপ্য এই উভয়ের

ধর্মের দ্বারা যুক্ত বলিয়া,

সেইভাবে আরোপিততা ।

কর্তৃত্বাদীন্ বুদ্ধিধর্ম্যান্ স্মৃর্ত্যাখ্যাং চাত্মরূপতাম্ ।

দধদ্বিভাতি পুরত আভাসোহতো ভ্রমো ভবেৎ ॥ ৫২

অর্থ—বুদ্ধিধর্ম্যান্ কর্তৃত্বাদীন্ স্মৃর্ত্যাখ্যাম্ আত্মরূপতাম্ চ দধৎ পুরতঃ বিভাতি ; অতঃ

আভাসঃ ভ্রমঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি বুদ্ধিধর্ম্য এবং প্রকাশ নামক আত্মরূপতা ধারণ করিয়া আভাস ( জীব ) সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হইতেছেন । এইহেতু আভাস ভ্রমরূপই ।

টীকা—বুদ্ধিরূপ উপাধিধারা সমারোপিত হইতেছে এইরূপ কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব, প্রমাতৃত্ব প্রভৃতি এবং স্মরণরূপ আত্মরূপতা এই দুই ( মিথুনীকৃতসত্যানুত— ) ধর্ম ধারণ করিয়া, “পুরতঃ তাং” সম্মুখে অর্থাৎ স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে ; “অতঃ আভাসঃ”—এইহেতু আভাস “ভ্রমঃ”—কল্পিত ! ৫২

এই ভ্রমের কারণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপ না জানাই অর্থাৎ বুদ্ধিপ্রভৃতিবিষয়ক অজ্ঞানই ইহার কারণ :—

(৬) ভ্রমরূপ সংসার- কা বুদ্ধিঃ কোহসংসারভাসঃ কো বাত্মাত্ত জগৎ কথম্ ?

প্রতিরূপ কারণ ।

ইত্যনির্ণয়তো মোহঃ সোহসং সংসার ইয়তে ॥ ৫৩

অর্থ—বুদ্ধিঃ কা ? অয়ম্ আভাসঃ কঃ ? আত্মা বা কঃ ? জগৎ অত্র কথম্ ? ইতি

অনির্ণয়তঃ মোহঃ ( জায়তে ) । সং অয়ম্ সংসারঃ ইয়তে ।

অনুবাদ—বুদ্ধি কি-বস্তু ? আভাসচৈতন্যরূপ জীবই বা কি ? আত্মাই বা কি ? এই আত্মায় জগৎ কি প্রকারে আসিল ? এই সকল প্রশ্নের অনির্ণয়বশতঃ এই মোহ উৎপন্ন হইয়াছে । সেই এই মোহকেই সংসার বলা হইয়া থাকে ।

টীকা—সেই মোহের নিবৃত্তি করা যে কর্তব্য, তাহা বুঝাইবার জন্ত সেট মোহের অনর্গহেতুতার বর্ণন করিতেছেন—“সেই এই মোহকেই” ইত্যাদি । ৫৩

এই সংসার-ভ্রমের নিবর্তক কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপের বিচারই সেই নিবর্তক, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—যিনি সেই বুদ্ধি প্রভৃতির স্বরূপের বিবেকযুক্ত, তিনিই জ্ঞানী ; তাহার দ্বারা এই অনর্থের নিবৃত্তি সম্ভব ।



(ছ) বিবেকই সেই বুদ্ধাদীনাং স্বরূপং যো বিবিনক্তি স তত্ত্ববিৎ ।  
সংসারজন্মের নিবর্তক । স এব মুক্ত ইত্যেবং বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৫৪

অর্থ—বুদ্ধাদীনাং স্বরূপং যঃ বিবিনক্তি সঃ তত্ত্ববিৎ ; সঃ এব মুক্তঃ ইতি এবম্ বেদান্তেষু বিনিশ্চয়ঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—যিনি বিচার করিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির স্বরূপ অবগত হইয়াছেন, তিনিই তত্ত্ববিৎ, তিনিই মুক্ত ; ইহাই সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে : ৫৪

অবিবেকই যখন বন্ধমোক্ষের মূল বলিয়া সিদ্ধ হইল, তখন অদ্বৈতবাদে ‘বন্ধ কাহার,’ ‘মোক্ষ কাহার’ ইত্যাদি প্রকারের, নৈয়ায়িকের উদ্ভাবিত কূতর্কমূলক পরিহাসবিশেষের পরিহার (শ্রীতর্ধবিরচিত) খণ্ডনখণ্ডখাত্তোক্ত যুক্তি দ্বারা সম্ভব ; কেননা, সেই সকল যুক্তি দ্বারা ই তাহাদিগকে নিরুত্তর করা যাইতে পারে ; এই কথাই বলিতেছেন :—

(জ) বন্ধমোক্ষ মিথ্যা।  
বলিয়া নৈয়ায়িকাদিকৃত এবং চ সতি বন্ধঃ স্ম্যৎ কস্মৈত্যাদিকূতর্কজাঃ ।  
কূতর্কমূলক পরিহাসের বিড়ম্বনা দৃঢ়ং খণ্ড্যাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ ॥ ৫৫  
খণ্ডনযোগ্যতা ।

অর্থ—এবম্ চ সতি কস্মৈ বন্ধঃ স্ম্যৎ ইত্যাদি কূতর্কজাঃ বিড়ম্বনাঃ খণ্ডনোক্তিপ্রকারতঃ দৃঢ়ম্ খণ্ড্যাঃ ।

অমুবাদ—যদি এইরূপই হইল, তাহা হইলে “বন্ধ কাহার হইবে ?” ইত্যাদি কূতর্কোদ্ভাবিত পরিহাস “খণ্ডনখণ্ডখাত্তে” বর্ণিত প্রকারেই বিশেষভাবে খণ্ডনীয় ।

টীকা—যে সকল মুখ্য অধিকারী পরমাত্মিকাসম্পন্ন, তাহারা এই গ্রন্থোক্ত প্রণালীতেই তত্ত্ব বুঝিয়া লইবেন । আর যাহারা নৈয়ায়িকদিগের কূতর্ক শুনিয়া, আন্তিক্যবুদ্ধি হারাইয়া পরিহাস-বুদ্ধিবশে এইরূপ সংশয়বিক্ষেপ উঠাইবে—“ভাল অদ্বৈতসিদ্ধান্তে যখন বন্ধই নাই, তখন কাহার তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মোক্ষসাধন জন্ত শাস্ত্রারম্ভ” ? ইত্যাদি ইত্যাদি, তাহাদের এইরূপ তর্ক, “খণ্ডনখণ্ডখাত্ত” প্রভৃতিগ্রন্থে প্রদর্শিত যুক্তিবলে খণ্ডনীয় ; ইহাই অর্থ । খণ্ডনখণ্ডখাত্তপ্রণেতা শ্রীতর্ধাচাধ্যায় বিবরণ চিত্রদীপ নামক ষষ্ঠপ্রকরণের ১৪২ শ্লোকের টীকায় প্রদত্ত হইয়াছে । ৫৫

এইরূপে স্মৃতি ও যুক্তিদ্বারা কূটস্থকে বুদ্ধিপ্রভৃতি হইতে পৃথক্ করিয়া প্রদর্শনপূরক বলিতেছেন—পুরাণেও সেই কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে । তাহাই শিবপুরাণ হইতে উদ্ধৃত এই তিনটি শ্লোকে দেখাইতেছেন :—

(ঝ) পুরাণোক্ত কূটস্থ- বৃত্তেঃ সাক্ষিতয়া বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ স্থিতঃ ।  
বিচারের অমুবাদ । বৃত্তুৎসাম্যং তথাচ্ছোহস্মীত্যভাসাজ্ঞানবস্তনঃ ॥ ৫৬

অর্থ—বৃত্তেঃ বৃত্তিপ্রাগভাবস্য চ বৃত্তুৎসাম্যম্ তথা অজ্ঞঃ অস্মি ইতি আভাসাজ্ঞানবস্তনঃ সাক্ষিতয়া স্থিতঃ ।

অমুবাদ—( শিব অর্থাৎ কল্যাণময় কূটস্থ ), বুদ্ধিবৃত্তি, বুদ্ধিবৃত্তির প্রাগভাব

এবং স্বরূপবিষয়ে জিজ্ঞাসা উৎপন্ন হইলে সেই জিজ্ঞাসাব পূর্বে, ‘আমি অজ্ঞ’—এইরূপে ভাসমান ( অমুভূত ) অজ্ঞানরূপ বস্তুর সাক্ষীরূপে বিদ্যমান।

টীকা—“বৃত্তেঃ”—কামাদিবৃত্তির উৎপত্তি হইলে, সেই বৃত্তিব সাক্ষী হইয়া, “বৃত্তিপ্ৰাগ্ভাবশ্চ  
চ”—এবং বৃত্তির উদয়ের পূর্বে সেই বৃত্তির প্রাগ্ভাবের সাক্ষী হইয়া এবং স্বরূপ জানিবায় ইচ্ছা  
হইলে সেই ইচ্ছার সাক্ষীরূপে, “তথা অজ্ঞঃ অস্মি”—সেই জিজ্ঞাসাব পূর্বে ‘আমি অজ্ঞ’ এইরূপে  
যে অজ্ঞান অমুভূত হয়, তাহার সাক্ষীরূপে “শিবঃ” ( ৫৮ শ্লোকোক্ত ) অক্ষতানন্দময় কূটস্থই  
বিদ্যমান। ( ‘প্রাগ্ভাব’পদদ্বারা বৃত্তির উপাদানরূপ অন্তঃকরণই বৃত্তিতে হইবে )। ৫৬

অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ সর্বজড়শ্চ তু।

সাধকত্বেন চিত্রপঃ সদাপ্ৰেমাঙ্গদত্ততঃ ॥ ৫৭

আনন্দরূপঃ সর্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা।

সর্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ ॥ ৫৮\*

অন্বয়—( ক ) অসত্যালম্বনত্বেন সত্যঃ ( খ ) সর্বজড়শ্চ তু সাধকত্বেন চিত্রপঃ, ( গ )  
সদাপ্ৰেমাঙ্গদত্ততঃ আনন্দরূপঃ ( ঘ ) সর্বার্থসাধকত্বেন হেতুনা, সর্বসম্বন্ধবত্বেন সম্পূর্ণঃ শিবসংজ্ঞিতঃ।

অনুবাদ—সেই শিব অসত্যের আলম্বন অর্থাৎ মিথ্যা জগতের অধিষ্ঠানরূপে  
সত্য, সমস্ত জড় পদার্থের সাধক অর্থাৎ অবভাসক বলিয়া চৈতন্যস্বরূপ, সর্বদা  
প্রীতির আঙ্গদ বলিয়া আনন্দরূপ, সর্ববিষয়ের সাধকতাহেতু, সর্বসম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া  
সম্পূর্ণ ; এইহেতু তাঁহার ‘শিব’ এই আখ্যা।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই—( অনুমান )—বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি বৃত্তি প্রভৃতি  
হইতে ভিন্ন—( প্রতিজ্ঞা ) ; যেহেতু তিনি বৃত্তিপ্ৰভৃতির সাক্ষী—( হেতু ) ; যাহা যাহা বৃত্তি প্রভৃতি  
হইতে ভিন্ন নহে, তাহা তাহা বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী হয় না, যেমন বৃত্তি প্রভৃতি—( দৃষ্টান্ত ) ; অর্থাৎ  
বৃত্তি প্রভৃতি আপনা হইতে ভিন্ন নহে, সেইহেতু আপনার সাক্ষীও নহে ; এইপ্রকার কূটস্থ  
বৃত্তিপ্ৰভৃতি হইতে ভিন্ন নহে—এরূপ নহে, এইহেতু বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষী নহে—এরূপ নহে, কিন্তু  
বৃত্তি প্রভৃতির সাক্ষীই ; ইহা ব্যতিরেকী দৃষ্টান্তযুক্ত ব্যতিরেকী অনুমানের আকার। অন্তর্গত  
এইরূপ বুলিয়া লইতে হইবে।

( ক ) আর বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি সত্য হইবার যোগ্য—( প্রতিজ্ঞা ), যেহেতু  
তিনি মিথ্যার অধিষ্ঠান—( হেতু ) ; অসত্যরাজতের অধিষ্ঠান শুক্তির হ্রাস—( দৃষ্টান্ত )।

( খ ) বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি চৈতন্যস্বরূপ ( প্রতিজ্ঞা ), যেহেতু তিনি জড়মাত্রের  
অবভাসক—( হেতু ), যাহা চিত্রপ নহে তাহা সর্বজড়ের অবভাসকও নহে, যেমন ঘটা—( দৃষ্টান্ত )।

( গ ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি পরমানন্দরূপ—( প্রতিজ্ঞা ), যেহেতু তিনি  
পরম প্রেমের আঙ্গদ—( হেতু ), যাহা পরমানন্দরূপ নহে, তাহা পরম প্রেমের আঙ্গদও নহে,  
যেমন ঘটা—( দৃষ্টান্ত )।

( ব ) আবার বিবাদের বিষয় যে শিব, তিনি পরিপূর্ণ—( প্রতিজ্ঞা ) ; যেহেতু তিনি সর্বস্বক্ষী—( হেতু ), যেমন আকাশ—( দৃষ্টান্ত ) ; ইহা অঘরী অমুমান ; ( ইহা ভিন্ন অন্য সকলই ব্যতিরেকী ) । আর হাঁসর সর্বস্বক্ষিত্ব, সকল বিষয়েরই অবভাসক বলিয়া বিবাদের বিষয় যে শিব তিনি সকল বিষয়ের সহিত ( আধ্যাসিক- ) সম্বন্ধবান্—( প্রতিজ্ঞা ) ; যেহেতু তিনি সকল বিষয়েরই প্রকাশক—( হেতু ) ; যাহা সকল বিষয়ের সহিত সম্বন্ধবান্ নহে, তাহা সকল বিষয়ের প্রকাশকও নহে, যেমন দীপাদি । প্রকাশ বিনা পদার্থের সম্ভাব বা সস্তা নাই, কেননা, অপ্রকাশ-মান শশশৃঙ্গ প্রভৃতির সম্ভাব ( সস্তা ) দেখা যায় না । এইহেতু চৈতন্যসম্বন্ধ বিনা জড়জগতের আপনা হইতেই প্রকাশ হয় না । যদি জড়জগতের আপনা হইতেই প্রতীতি হইত, তাহা হইলে তাহার জড়ত্বের অভাব হইত । এইহেতু জড়স্বরূপ সমস্ত জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধ মানিতেই হইবে । সেই সম্বন্ধ আধ্যাসিক বা কল্পিতই হইতে পারে ; অতঃপ্রকারের হইতে পারে না । যদি জড়চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক ভিন্ন অন্য কোনও প্রকারের বলা হয় অর্থাৎ যদি সেই সম্বন্ধকে সংযোগ, অথবা সমবায়, অথবা তাদাত্ম্য, অথবা বিষয়বিষয়িতাবরূপ বলা হয়, তবে বলা যাইবে—তাহা সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, সংযোগ ছই দ্রব্যেরই হইয়া থাকে ; আর যাহা গুণের আশ্রয়, তাহাকেই দ্রব্য বলে ( প্রথমথণ্ডে ‘ক’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য পৃ—২০৫-২০৬ ) । যেহেতু চৈতন্য নিগুণ, সেইহেতু তাহা দ্রব্য নহে । এইহেতু জড়চৈতন্যের সম্বন্ধ সংযোগসম্বন্ধ হইতে পারে না । তাহা সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে না, কেননা, গুণ-গুণী, জাতি-ব্যক্তি, ইত্যাদির মধ্যেই সমবায়সম্বন্ধ হইতে পারে । এইহেতু সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব । যদি বল স্ত্র ও বস্ত্রের দ্বায়, চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে যে কার্যাকারণভাবসম্বন্ধ, তদ্বারাই সমবায় সিদ্ধ হয়, তবে বলি তাহা হইতে পারে না, কেননা, স্ত্র ও বস্ত্রের সমবায় বিষয়ে অবয়ব-অবয়বিতাবেরই কারণতাহেতু, কার্যাকারণ-ভাবের কারণতা নাই, অতঃপা মাকু ও বস্ত্রের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ মানিতে হয় ; এইহেতু চৈতন্য ও জড়ের মধ্যে অবয়ব-অবয়বিতাব নাই বলিয়া তত্ত্বত্বের মধ্যে সমবায়সম্বন্ধ অসম্ভব । আবার তাদাত্ম্য সম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা, পরস্পর বিলক্ষণ বস্তুর মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ অসম্ভব । আবার বিষয়বিষয়িতাবসম্বন্ধও হইতে পারে না, কেননা বিষয়বিষয়িতাবসম্বন্ধ অবয়ব-অবয়বীর তাদাত্ম্যাদিরূপ মূলসম্বন্ধপূর্বকই হইয়া থাকে । আর সেই তাদাত্ম্যাদি মূলসম্বন্ধ যে অসম্ভব, তাহা পৃথগভাবে কথিত হইয়াছে । সেইহেতু বিষয়বিষয়িতাবসম্বন্ধ অসম্ভব । এইজন্ত জড়জগতের সহিত চৈতন্যের সম্বন্ধকে আধ্যাসিক বা কল্পিত বলিয়াই মানিতে হয় । ৫৮

যে পুরাণবচন তিনটি উদ্ধৃত হইল, তাহাদের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

(ক) উক্তপুরাণবাক্যের ইতি শৈবপুরাণেষু কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।

তাৎপৰ্য্য ।

জীবেশজ্ঞাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ ॥ ৫৯

অম্বয়—ইতি শৈবপুরাণেষু জীবেশজ্ঞাদিরহিতঃ কেবলঃ স্বপ্রভঃ শিবঃ কূটস্থঃ প্রবিবেচিতঃ ।

অমুবাদ—এই প্রকারে শৈবপুরাণসমূহে জীবেশ্বরভাবপ্রভৃতি রহিত কেবল স্বয়ম্প্রকাশ শিবরূপ কূটস্থই বিচারিত হইয়াছে ।

টীকা—“ইতি”—এই প্রকারে, “শৈবপুরাণেষু”—শিবপ্রাধিক্তপ্রতিপাদক পুরাণসমূহ—

দ্বন্দ্বপূর্ণাণ্ডান্তর্গত সূতসংহিতার যজ্ঞবৈতথ্যে, বায়ুপূর্ণাণ্ডপ্রভৃতিতে, জীবতাব ঈশ্বরতাব প্রভৃতিরূপ কর্তারহিত, “কেবলঃ”—অবিভীষ, “স্বপ্রভঃ”—স্বয়ংপ্রকাশ চৈতন্যরূপ, “শিবঃ কূটস্থঃ বিবেচিতঃ”—কলাগরূপ কূটস্থের বিচার করা হইয়াছে। এইরূপে অস্বয় করিয়া অর্থ কবিত হইবে। ৫২

২। কূটস্থের অদ্বিতীয়তাপ্রতিপাদন জ্ঞান জীবাদিজগতের মায়িকতা প্রতিপাদন

ভাল, কূটস্থ যে জীবতাব—ঈশ্বরতাব প্রভৃতিরহিত ইহার প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—যেহেতু শ্রুতি জীবতাব ও ঈশ্বরতাবের মায়িকত্ব (কল্পিতত্ব) প্রদর্শন করিয়াছেন, সেইহেতু (পরমার্থসত্য) কূটস্থ তত্ত্বব্যবহিত :—

(ক) জীবেশ্বরের মায়িকতা-

প্রতিপাদক শ্রুতি।

ব্রহ্মসংহিতা হইতে

বিলক্ষণ।

মায়াজ্ঞানেন জীবেশো কয়োতীতি শ্রুতব্রতঃ।

মায়িকাবেব জীবেশো স্বচ্ছো ভৌ কাচকুস্তবৎ ॥ ৬০

অর্থ—“মায়াজ্ঞানেন জীবেশো কয়োতীতি” ইতি শ্রুতব্রতঃ জীবেশো মায়িকো এব, ভৌ কাচকুস্তবৎ স্বচ্ছো।

অনুবাদ—মায়াজ্ঞানদ্বারা জীব ও ঈশ্বর সৃষ্টি করেন, (ইহা নৃসিংহোত্তর তপনীয় উপনিষদের নবম কণ্ডিকায়) শুনা যায় বলিয়া, জীব এবং ঈশ্বর মায়িক (কল্পিত) ; তত্ত্বতঃ কাচকুস্তবৎ হয় স্বচ্ছ।

টীকা—[ জীবেশো জ্ঞানেন কয়োতীতি, মায়াজ্ঞানেন এব ভবাৎ - নৃসিংহোত্তর তা, উ ৯ ]—মূলপ্রকৃতি জ্ঞানদ্বারা জীব ও ঈশ্বর উভয়কেই সৃজন করেন এবং নিজেই ঈশ্বরোপাধি মায়াজ্ঞান এবং জীবোপাধি অবিজ্ঞান হইল—এই শ্রুতিবচন মায়াজ্ঞান ও অবিজ্ঞান অর্থাৎ (অগ্নি ও তত্ত্বদ্বন্দ্বসম্বন্ধ) ঈশ্বর ও জীবের মায়িকত্ব প্রতিপাদন করিতেছে—ইহাই তাৎপর্য। (শঙ্কর) জীব ও ঈশ্বর মায়িক হইলে তত্ত্বতঃ দেহাদি জড় হইতে বিলক্ষণতা থাকে না। এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন কাচকুস্তবৎ ও ঘটাদি উভয়েই তুল্যরূপে সৃষ্টিকার কার্য হইলেও (স্বচ্ছ) কাচকুস্তবৎ যেমন ঘটাদি হইতে বিলক্ষণ, জীব এবং ঈশ্বরও সেইরূপ দেহাদি হইতে বিলক্ষণ—এইরূপ হইবে। ইহাই বলিতেছেন—‘তত্ত্বতঃ কাচকুস্তবৎ হয় স্বচ্ছ’—ইহার দ্বারা। ৬০

ভাল, ঘট ও কাচকুস্তবৎ আরম্ভক (অপরিণামী উপাদান বা উপাদানবিশেষ) বিশেষ বিশেষ সৃষ্টিকার পরম্পর ভিন্ন বলিয়া ঘট ও কাচকুস্তবৎ ভেদ সম্ভব কিন্তু জগৎ আর জীবেশ্বরের ভেদের কারণ যে মায়াজ্ঞান, তাহা একই বলিয়া, সেই জীবেশ্বর এবং জগতের বিলক্ষণতা ত’ অসম্ভব। এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন, অগ্নোৎপন্ন দেহ ও মন যেমন বিলক্ষণ, জগৎ এবং জীবেশ্বরও সেইরূপ :—

(খ) জীব ও ঈশ্বর জগৎ অন্নজ্ঞানং মনো দেহাৎ স্বচ্ছং স্বদত্তৈব ভৌ।

হইতে বিলক্ষণ ;

তৎসাধক দৃষ্টান্ত।

মায়িকাবপি সর্বস্মাদন্যস্মাৎ স্বচ্ছতাং গতৌ ॥ ৬১

অর্থ—অন্নজ্ঞানং মনঃ স্বয়ং দেহাৎ স্বচ্ছং, তথা এব ভৌ মায়িকো অপি অন্যান্যং সর্বস্মাৎ স্বচ্ছতাম্ গতৌ।

অনুবাদ ও টীকা—অম্লোৎপন্ন মন যেমন অম্লোৎপন্ন দেহ অপেক্ষা স্বচ্ছ, ঠিক সেইরূপই মায়িক জীবেশ্বর মায়িক অণু সমস্ত (জাগতিক) পদার্থ অপেক্ষা স্বচ্ছতাপ্রাপ্ত। ৬১

কাচাদির দ্বায় জীবেশ্বরের স্বচ্ছতা যেন মানা গেল, কিন্তু তদুভয়ের চেতনতা কোথা হইতে আসিল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—তদুভয়ের অল্পভবজ্ঞান হইতেই তদুভয়কে চেতন বলিয়া জানা যায় :—

চিদ্রূপত্বং চ সম্ভাব্যং চিত্তেনৈব প্রকাশনাং ।  
(গ) জীবেশ্বরের চেতনতা। সর্বকল্পনশক্ত্যাম্মা মায়াম্মা দুষ্করং ন হি ॥ ৬২

অন্বয়—চিত্তেন এব প্রকাশনাং চিদ্রূপত্বং চ সম্ভাব্যং ; সর্বকল্পনশক্ত্যাঃ মায়াম্মাঃ ( এতৎ ) দুষ্করং ন হি ।

অনুবাদ—তদুভয়ের চৈতন্যরূপতা সম্ভব অর্থাৎ তাহাদিগকে চেতন বলিয়া জানা যায়, যেহেতু তাহারা চৈতন্যের মত প্রকাশন (ক্রিয়া) করে। সর্বরচনা-সামর্থ্যশালিনী মায়ার কিছুই দুষ্কর নহে ; সেইহেতু জীবেশ্বরের চিদ্রূপতা সম্ভব।

টীকা—চৈতন্যরূপ ধরিয়া প্রকাশনকার্য্যও ত' মায়াকল্পিত জীবেশ্বরের পক্ষে অসম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মায়ার দুর্ঘটকর্ম্মকরণসমর্থ্য বলিয়া মায়িক জীবেশ্বরেরও চৈতন্যরূপ হইয়া প্রকাশন সম্ভব,—“সর্বরচনাসামর্থ্যশালিনী মায়ার” ইত্যাদি দ্বারা। ৬২

এই কথাই কৈমুতিক দ্বায়ে সমর্থন করিতেছেন :—

অস্মিন্নিদ্ৰাপি জীবেশো চেতনৌ স্বপ্নগৌ সৃজ্ঞেং ।

মহামায়ী সৃজত্যোতাবিত্যাশ্চর্য্যং কিমত্র তে ॥ ৬৩

অন্বয়—অস্মিন্নিদ্ৰা অপি স্বপ্নগৌ চেতনৌ জীবেশৌ সৃজ্ঞেং । মহামায়ী এতৌ সৃজতি ইতি অত্র তে কিম্ আশ্চর্য্যম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—আমরা যে মায়িক জীব, আমাদেরও নিদ্ৰা স্বপ্নে চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করিতে পারে ; তখন মহামায়ী বা মূলপ্রকৃতি ( যাঁহা হইতে মায়ী ও অবিদ্যা উৎপন্ন ) তিনি যে এই চেতনজীব ও ঈশ্বর সৃজন করেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? কিছুই আশ্চর্য্য নহে। ৬৩

ভাল, ঈশ্বরও যদি মায়িক হইলেন, তাহা হইলে তাঁহাতেও জীবের দ্বায় অসর্ব্বজ্ঞতাদি ধর্ম্ম সম্ভব? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন, ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞতাদিও মায়াদ্বারা কল্পিত :—

(ঘ) ঈশ্বরের সর্ব্বজ্ঞ- সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকং চেশে কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ ।

তাদি মায়াকল্পিত ;  
তদ্বশয়ে যুক্তি ।

ধর্ম্মিণং কল্পয়েতাস্মাঃ কো ভারো ধর্ম্মকল্পনে? ॥ ৬৪

অন্বয়—ঈশে চ সর্ব্বজ্ঞত্বাদিকম্ কল্পয়িত্বা প্রদর্শয়েৎ । যা ধর্ম্মিণং কল্পয়েৎ অস্তাঃ ধর্ম্ম-  
কল্পনে কঃ ভারঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—ঈশ্বরেও যে তিনি সর্বজ্ঞত্বাদি কল্পনা করিয়া দেখাইবেন, তাহাতে বিস্ময় কি? কেননা, যে মায়া ঈশ্বররূপ ধর্মীকে রচনা করেন, তাহার সর্বজ্ঞত্বাদি ধর্মের কল্পনায় পরিশ্রম কি? তাহা কিছুই কঠিন নহে। ৬৪

ভাল, জীব ও ঈশ্বরের জ্ঞান কূটস্থকেও মায়িক বলা ঘাইতে পারে? বাদী এইরূপ আশঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(৬) কূটস্থ মায়িক নহেন,  
কেননা, তদ্বিশয়ে  
প্রমাণাভাব।

কূটস্থেহপ্যতিশঙ্কা স্যাতিতি চেম্মাতিশঙ্ক্যাতাম্।

কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণং ন হি বিদ্যতে ॥ ৬৫

অর্থ—কূটস্থে অপি অতিশঙ্কা জ্ঞান ইতি চেৎ? কূটস্থমায়িকত্বে তু প্রমাণম্ ন হি বিদ্যতে, মা অতিশঙ্ক্যাতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থবিষয়েও মায়িকতার অতিশঙ্কা হইতে পারে—যদি এইরূপ বল, তত্বত্তরে বলি, কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে কোনও প্রমাণ নাই; এইহেতু অতিশঙ্কা করিও না।

টীকা—প্রমাণাভাবে উক্তরূপ অতিশঙ্কা উঠিতে পারে না, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী অতিশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“কূটস্থের মায়িকতাবিষয়ে” ইত্যাদি দ্বারা। অতিশঙ্কা—‘অতি’ উপসর্গের অর্থ অসম্প্রতি বা ক্ষেপ (অনোচিতা)। ৬৫

ভাল, কূটস্থের বাস্তবতাবিষয়েও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সকল শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ :—

(৭) কূটস্থের বাস্তবতা-  
বিষয়ে সকল শ্রুতিই  
প্রমাণ।

বস্তুত্বং ঘোষয়ন্ত্যস্মৈ বেদান্তাঃ সকলা অপি।

সপত্ররূপং বস্তুত্বম্ সহস্রেহত্র কিঞ্চন ॥ ৬৬

অর্থ—সকলাঃ অপি বেদান্তাঃ অস্মৈ বস্তুত্বম্ ঘোষয়ন্তি। অত্র সপত্ররূপম্ অস্মৈ কিঞ্চন বস্তুম্ সচক্ষতে।

অনুবাদ—সমস্ত বেদান্তশাস্ত্রই কূটস্থের এই বাস্তবতা ঘোষণা করিতেছে; শ্রুতি এবিষয়ে কোনও বিরোধিরূপ বস্তু সহন করেন না।

টীকা—এই কূটস্থের পারমার্থিকতা বিষয়ে প্রতিপক্ষরূপ অর্থাৎ তুল্যবল বিরোধী অস্মৈ কোনও বস্তুকে শ্রুতি সহন করেন না—স্থান দেন না। ৬৬

ভাল, কূটস্থের ও জীবের বাস্তবতার ও অবাস্তবতার সিদ্ধির জন্তু আপনি কেবল শ্রুতিবচনই পাঠ করিতেছেন; তর্কধারা কিছুই লিখ করিতেছেন না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিবার জন্তু বলিতেছেন—যুগ্মগুণের জন্তু শ্রুতির অর্থ পরিষ্কৃত করিবার অভিপ্রায়ে আমরা প্রবৃত্ত হইয়াছি বলিয়া, তর্কের উপস্থাপন করিতে প্রস্তুত নহি :—

(৮) পূর্ণগত শ্লোকসমু-  
হোক্ত বিষয়ে তর্কিকগণের  
গম্য অবকাশ নাই।

জ্ঞাত্যর্থং বিশদীকৃমো ন তর্কাদ্ধর্মি কিঞ্চন।

তেন তর্কিকশঙ্কানামত্র কোহিবসরো বদ ॥ ৬৭

অন্থ—ঐত্যাং বিশদীকৃতং, তর্কাৎ কিঞ্চন ন বচ্মি। তেন তর্কিকশব্দানাম্ অত্র কঃ  
অবসরঃ বদ।

অনুবাদ ও টীকা—আমরা কেবল ঐতির অর্থই যথাযথ প্রকাশ করিতে প্রবৃত্ত  
হইয়াছি, তর্ককে আশ্রয় করিয়া কোন কথা বলিতেছি না। সেইহেতু এস্থলে তর্কিক-  
গণের কূতর্কের আশ্রয় কোথায়? তুমি তাহাই বল। (উত্তর—কোথাও নাই)। ৬৭

ভাল, সেই ঐত্যাং স্মৃতিকরণদ্বারা কি সিদ্ধ হইল? তদন্তরে বলিতেছেন:—

(জ) মুমুকুর পক্ষে তস্মাৎ কূতর্কং সম্ভজ্য মুমুকুঃ ঐতিমাশ্রয়েৎ।  
তর্কভাগপূর্বক ঐত্যাংই ঐতিমাত্ম্যে তু মায়া জীবেশৌ কেরোতীতি প্রদর্শিতম্ ॥ ৬৮

অন্থ—তস্মাৎ মুমুকুঃ কূতর্কং সম্ভজ্য ঐতিম্ আশ্রয়েৎ। ঐতৌ তু মায়া জীবেশৌ  
কেরোতি ইতি প্রদর্শিতম্।

অনুবাদ—সেইহেতু মুমুকু কূতর্ক পরিত্যাগ করিয়া ঐতিরই আশ্রয় লইবেন;  
আর ঐতিতে (নৃসিংহ উ তা, ৪) প্রদর্শিত হইয়াছে যে মূলপ্রকৃতিই জীব ও ঈশ্বর  
রচনা করেন।

টীকা—নৃসিংহোত্তরতাপনীয় ঐতিতে জীবেশ্বরের মায়িকত্ব স্পষ্টভাবে উল্লিখিত আছে  
'মায়িক'শব্দের অর্থ চিত্রদীপের (ষষ্ঠ অধ্যায়ের) ১৫৫ শ্লোকের টীকায় দ্রষ্টব্য। ৬৮

(ক) ঈশ্বর ও জীবরচিত ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিরীশরুতা ভবেৎ।  
জাগ্রদাদি বিমোক্ষান্তঃ সংসারো জীবকর্তৃকঃ ॥ ৬৯

অন্থ—ঈক্ষণাদিপ্রবেশান্তা সৃষ্টিঃ ঈশরুতা ভবেৎ; জাগ্রদাদিবিমোক্ষান্তঃ সংসারঃ  
জীবকর্তৃকঃ।

অনুবাদ ও টীকা—ঈক্ষণ অর্থাৎ সৃষ্টিবিষয়ক আলোচনা হইতে সৃষ্টবস্তুর ভিতরে  
প্রবেশ পর্য্যন্ত, ঈশ্বরের কার্য। আর জাগ্রদবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষ পর্য্যন্ত  
অর্থাৎ জাগ্রৎ স্বপ্ন সুষুপ্তি বদ্ধমোক্ষরূপ সংসারসৃষ্টির জীবই কর্তা অর্থাৎ তাহা  
জীবেরই কার্য। (এই গ্রন্থের ষষ্ঠাধ্যায়ের ২১৩ এবং সপ্তমাধ্যায়ের ৪ শ্লোক  
দ্রষ্টব্য)। ৬৯

(ঞ) মুমুকুর বিচার্য্য ভবত্যতিশয়স্তেন মনশ্চৈব্যাং বিচার্য্যাতাম্ ॥ ৭০

অন্থ—কূটস্থঃ অসঙ্গঃ এব, অস্থ কিঞ্চন অতিশয়ঃ ন ভবতি; তেন এবম্ সর্বদা মনসি  
বিচার্য্যাতাম্।

অনুবাদ—কূটস্থ অসঙ্গই, ইহার জন্মাদিরূপ কোনও অতিশয় অর্থাৎ ব্যবহার  
নাই। এইহেতু সর্বদা এই প্রকারে মনে মনে বিচার করা কর্তব্য।

টীকা—কূটস্থের অসঙ্গতা প্রভৃতি, এবং কূটস্থের জন্মমরণাদিরূপ ব্যবহারের কিছুই নাই,  
ইহা প্রতিপাদিত হইল। এইহেতু যিনি মোক্ষলাভেচ্ছ, তিনি এই বিষয়টি সর্বদা বিচার করিলে,  
ইহাই অভিপ্রায়। ৭০

কুটস্থের যে জন্মাদিরূপ অতিশয় ( অর্থাৎ ব্যবহার ) নাই, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ?  
এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—শ্রুতিবাক্য হইতে জানিয়াছি। এই অভিপ্রায়ে সেই শ্রুতি-  
বাক্য ( ব্রহ্মবিলুপ্ত উ—১০ ) পাঠ করিতেছেন :—

( ট ) কুটস্থের জন্মাত্তাব- **ন নিরোদ্ধো ন চোৎপত্তি ন বন্ধো ন চ সাধকঃ ।**  
প্রতিপাদক শ্রুতি । **ন মুমুক্কুর্ন চৈব মুক্ত ইত্যেযা পরমার্থতা ॥ ৭১**

অর্থ—নিরোধঃ ন, উৎপত্তিঃ চ ন, বন্ধঃ ন, সাধকঃ চ ন, মুমুক্কুঃ ন ; মুক্তঃ বৈ ন ইতি  
এযা পরমার্থতা । [ শ্রুতির পাঠান্তর “ন নিরোধো ন চোৎপত্তি ন বন্ধো ন চ শাসনম্ । ন মুমুক্কু-  
ন মুক্তিশ্চ ইত্যেযা পরমার্থতা ” ( চিত্রদীপে ২৩৫ শ্লোকে পূর্বোক্ত পাঠই প্রদত্ত হইয়াছে ) ।

অনুবাদ ও টীকা—( কুটস্থের ) নাশ নাই, উৎপত্তি নাই, বন্ধন নাই ; তিনি  
সাধক নহেন, মুমুক্কু নহেন, মুক্ত নহেন, ইহাই পরমার্থ সত্য । ৭১

তাল, তাহা হইলে শ্রুতিতে জীবেশ্বরাদি জগতের স্বরূপের প্রতিপাদন কিহেতু করা হইয়াছে ?  
এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—অবাস্তনসংগোচর আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত :—

৪। অবাস্তনসংগোচর

আত্মতত্ত্ব বুঝাইবার জন্ত

জীবেশ্বরাদি জগতের

আবোপকরণ ।

**অবাস্তনসংগম্যাং তং জ্ঞানং বোধয়িতুম্ সদা ।**

**জীবমীশং জগদ্বাপি সমাশ্রিত্য প্রবোধয়েৎ ॥ ৭২**

অর্থ—অবাস্তনসংগম্যম্ তন্ম বোধয়িতুম্ শ্রুতিঃ সদা জীবম্ দৈশম বা জগৎ অপি সমাশ্রিত্য  
প্রবোধয়েৎ ।

অনুবাদ—বাক্য এবং মনের অগোচর সেই আত্মস্বরূপ বুঝাইবার জন্ম শ্রুতি  
সর্বদা জীবেশ্বরের বা জগতের আশ্রয়রূপে আত্মস্বরূপ বুঝাইয়াছেন ।

টীকা—যেহেতু নাম জ্ঞান প্রভৃতিরূপ শব্দ এবং শব্দদ্বারা মনের প্রবৃত্তির কারণ ধর্মসমূহ,  
অদ্বৈত ব্রহ্ম নাই বলিয়া অদ্বৈতব্রহ্ম বাণী ও মনের অবিসয় এবং সেহেতু সাক্ষাৎভাবে বুঝাইবার  
অযোগ্য, সেহেতু শুদ্ধব্রহ্ম জীবেশ্বর এবং জগতেব আবোপ করিয়া বৃক্ষাখ্যার সাতাষো দ্বিতীয়ার  
১ম চক্রকলাপ্রদর্শক পুরুষের জ্ঞান শ্রুতি লক্ষণাদ্বারা অদ্বৈতব্রহ্ম বুঝাইয়া থাকেন । ৭২

তাল, একইরূপ অদ্বৈততত্ত্ব যদি শ্রুতিসমূহের বোধনীয় বিষয় হইল, তাহা হইলে শ্রুতিসমূহে  
বিগান বা পরম্পর বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ, কিহেতু দেখা যায় ? অর্থাৎ যেমন কোন শ্রুতি বলেন,  
অগ্রে আকাশের সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন অগ্রে অগ্নির সৃষ্টি, কোন শ্রুতি বলেন সৃষ্টিক্রম আদৌ নাই,  
ইত্যাদি—এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—তত্ত্বের অর্থ্যং ব্রহ্মের সহিত আত্মার একতা ও  
প্রপঞ্চের মিথ্যাশ্রবণে বিসদৃশ বর্ণনরূপ বিবাদ নাই কিন্তু সেট তত্ত্বের বুঝাইবার প্রকার বা  
প্রক্রিয়া লইয়া বিগান অর্থ্যং পরম্পরের প্রক্রিয়ায় দোষারোপরূপ বিবাদ অনেক অদ্বৈতপ্রতিপাদক  
গ্রন্থে দৃষ্ট হয় ।\* যেমন নৃসিংহোত্তরতাপনীয় শ্রুতির [ ( মূলপ্রকৃতিঃ ) জীবেশো আভাসেন  
কথোতি ] এই বচন ধরিয়া—কোনও অদ্বৈতপ্রতিপাদক আচার্য্য আভাসবাদের প্রবর্তন করিয়া

\* অপারদীক্ষিতকৃত সিদ্ধান্তলেশ এবং নিশ্চলদাসকৃত বৃত্তিপ্রভাকর গ্রন্থের অষ্টমপ্রকরণ, এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য ।



প্রতিবিষবাদের ও অবচ্ছেদবাদের উপর দোষারোপ করিলেন। [ এক এব হি ভূতাক্ষা ভূতে ভূতে বাবস্থিতঃ, একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১২ ] এবং [ রূপং রূপং প্রতিরূপো বহুব—বৃহদা উ, ২।৫।১০ ; কঠ উ, ৫।২, ১০ ] এইসকল প্রতিবচন ধরিয়া কোনও অদ্বৈতবাদী প্রতিবিষবাদের প্রবর্তন করিলেন এবং মতান্তরের নিন্দা করিলেন। কোনও অদ্বৈতবাদী বা [ ঘটনন্তৃত্যাকাশং লীলমানে ঘটে বধা । ঘটো লীয়েত নাকালং তদ্বজ্রীষো ঘটোপমঃ—ব্রহ্মবিন্দু উ, ১৩ ] এই প্রতিবচন ধরিয়া অবচ্ছেদবাদের প্রবর্তন করিলেন। বুঝাইবার প্রণালীর সেই সেই প্রকার ভেদ যে বোধনীর পুরুষগণের চিত্তের বৈলক্ষণ্যগ্রহণে অবলম্বিত, তাহা সুরেশ্বরচাৰ্য্য ( বৃহদারণ্যকবাস্তিকের প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণে ৪০২ শ্লোকে ) এইরূপে বলিয়াছেন :—

(ড) প্রতিসমূহের ভিন্ন

ভিন্ন প্রকার বর্ণনের

উপযোগ সুরেশ্বরচাৰ্য্য-

কর্তৃক প্রদর্শিত।

স্বপ্না স্বপ্না ভবেৎ পুংসাং ব্যুৎপত্তিঃ প্রত্যগাত্মনি।

সং টেমস প্রক্রিয়েহস্ত্যাৎ সাক্ষীত্যাচার্য্যভাষিতম্ ॥ ৭৩

অর্থ—যদি স্বপ্না পুংসাম্ প্রত্যগাত্মনি ব্যুৎপত্তিঃ ভবেৎ সা সা এব প্রক্রিয়া ইহ সাক্ষী ত্যাং ইতি আচাৰ্য্যভাষিতম্। ( মূলের পাঠ—সাক্ষী সা চানবস্থিতা )।

অনুবাদ—যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা মুমুক্শুগণের ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রত্যগাত্মবিষয়ক স্পষ্টজ্ঞানলাভ হয়, সেই সেই প্রক্রিয়াই এই অদ্বৈতশাস্ত্রবিষয়ে সমীচীন, সুরেশ্বরচাৰ্য্য এইরূপ কহিয়াছেন।

টীকা—( আনন্দগিরিকৃত বাস্তিকটীকার অনুবাদ )—সুচিত প্রক্রিয়া লইয়া প্রতিসমূহের মধ্যে যখন উক্তরূপ বিবাদ, তখন কোন প্রক্রিয়া গ্রহণ করিতে হইবে? তদন্তরে অচাৰ্য্য বলিতেছেন—( সৃষ্টি প্রক্রিয়া বর্ণনে প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্য নহে, ব্রহ্মাত্মকাবোধনই প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্য )। “যে যে প্রক্রিয়াদ্বারা” ইত্যাদি। “ইহ”—শ্রোতমার্গে; “সাক্ষী”—কলবতী; “সা চ অনবস্থিতা”—সেই প্রক্রিয়াবিষয়ে কোনও নিয়ম নাই; কেননা, অধিকারিগণের মধ্যে বুদ্ধির তারতম্য আছে। ( একই সৃষ্টি প্রক্রিয়া, সকলের বুদ্ধি গ্রহণ করিবে না। ) ৭৩

ভাল প্রতিরূপ অর্থ যদি একইরূপ হয়, তাহা হইলে সেই অর্থের প্রতিপাদকগণ, ভিন্ন ভিন্ন অর্থ প্রতিপাদন করিয়া কেন বিবাদ করে? তদন্তরে বলিতেছেন—যাহাদের প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্য জ্ঞান নাই, তাহারা বিবাদ করে; যাহাদের সেই জ্ঞান আছে, তাহারা বিবাদ করে না :—

(চ) প্রতিরূপ অর্থ একই

ইহলেও বৃত্তগণের মধ্যে

তাহা লইয়া বিবাদ;

তত্ত্বগণের মধ্যে নহে।

তাহার কারণ।

প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্যমখিলমবুদ্ধা। ভ্রাম্যতে ভ্রুঃ।

বিবেকী অখিলম্ বুদ্ধা। তিষ্ঠত্যামন্দমারিত্যে ॥ ৭৪

অর্থ—ভ্রুঃ অখিলম্ প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্যম্ অবুদ্ধা। ভ্রাম্যতে; বিবেকী তু অখিলম্ বুদ্ধা। আনন্দ-বারিধৌ তিষ্ঠতি।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা মূৰ্খ তাহারা সম্পূর্ণ প্রতিরূপ তাৎপৰ্য্য না জানিয়া ভ্রম

পড়ে। আর যাহারা বিবেকী তাঁহারা সম্পূর্ণ শ্রুতিতাৎপর্যা অবগত হইয়া আনন্দ-সমুদ্রে ( মগ্ন হইয়া ) থাকেন। ৭৪

তাহা হইলে বিবেকীর নিশ্চয় কি প্রকার ? এইরূপ জিজ্ঞাসাব উত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) বিবেকীর নিশ্চয়ের  
স্বাক্ষর।

মায়ামেঘে জগদ্বীরং বর্ষজ্জেষ ষথা তথা।

চিদাকাশস্য নো হানি ন বা লাভ ইতি স্থিতিঃ ॥ ৭৫

অর্থ—এষঃ মায়ামেঘঃ জগদ্বীরম্ ষথা তথা বর্ষতু, চিদাকাশস্য হানিঃ নো, বা লাভঃ ন, ইতি স্থিতিঃ।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর মায়ামেঘ অর্থাৎ বাধিত হইয়া বিচ্যুতমান অজ্ঞান-লেশ, জগদ্রূপ বৃষ্টি, যে প্রকারেই হউক না কেন, বর্ষণ করুক ; তদ্বারা চিদাকাশ ব্রহ্মরূপ আমার কোনও হানি বা লাভ নাই—ইহাই জ্ঞানীর নিশ্চয়। ৭৫

এই কুটস্থদীপ নামক গ্রন্থের অভ্যাসের বা আবৃত্তির ফল বলিতেছেন :—

(৮) কুটস্থদীপগ্রন্থের  
অভ্যাসফল।

ইমং কুটস্থদীপং শোহনুসঙ্কতে নিরন্তরম্।

স্বয়ং কুটস্থরূপেণ দীপ্যতেহসৌ নিরন্তরম্ ॥ ৭৬

অর্থ—যঃ ইমং কুটস্থদীপম্ নিরন্তরম্ অনুসঙ্কতে অসৌ স্বয়ং কুটস্থরূপেণ নিরন্তরম্ দীপ্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—যে মুমুক্শুজন এই কুটস্থদীপ নিরন্তর অনুসন্ধান বা বিচার করেন, তিনি স্বয়ং কুটস্থরূপ হইয়া নিরন্তর প্রকাশিত থাকেন। ৭৬

ইতি সটীক কুটস্থদীপব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

নবম অধ্যায়—ধ্যানদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

টীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নম্রা শ্রীভারতীতীর্থবিষ্ণুরণ্যমুনীশ্বরৌ ।

ক্রিয়তে ধ্যানদীপস্ত ব্যাখ্যা সংক্ষেপতো ময়া ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিষ্ণুরণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি সংক্ষেপে ধ্যানদীপের ব্যাখ্যা করিতেছি।

এই বেদান্তশাস্ত্রে পূর্বে, নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক প্রভৃতি অর্থাৎ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক, ইচ্ছা-মুহুর্তভোগবিরাগ, ষট্‌সম্পত্তি ও মুমুকুতা এই চারিটি সাধনসম্পন্ন এবং শ্রবণ মনন ও নিদিধ্যাসনের সমাগ্‌ অমুষ্ঠানে রত, অধিকারীর, ‘তৎ’ ও ‘স্বম্’ পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার বিচার-পূর্বক মহাবাক্যার্থরূপ ব্রহ্ম ও আত্মার অপরোক্ষজ্ঞানদ্বারা ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তি অর্থাৎ মোক্ষ হয়, ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। ব্রহ্ম হইতে অভিন্নস্বরূপ আত্মাই নিতাপদার্থ এবং জগৎরূপ অনাস্থ্যবস্তুই অনিত্যাপদার্থ; এতদ্ব্যতিরিক্ত যথাক্রমে অবিকারি ব্রহ্ম বিকারি ব্রহ্ম প্রভৃতিরূপ ভেদজ্ঞানের বিচার প্রথম সাধন; ইহলোকের এবং পরলোকের সকলবস্তুতে ভোগেচ্ছারাহিত্য এবং ত্যাগেচ্ছারূপ বৈরাগ্য দ্বিতীয় সাধন; শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান, শ্রদ্ধা অর্থাৎ বাহ্যবিষয় হইতে মনের নিগ্রহ, রূপরসাদি বিষয় হইতে বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহ, পরিত্যক্তবস্তুতে অনিচ্ছা, শীতোষ্ণমানাপমানাদি বস্তুসংস্পৃশ্যতা, ব্রহ্মরূপ লক্ষ্যে চিন্তের একাগ্রতা, এবং গুরুবেদান্তবাক্যে বিশ্বাস—এই ছয়টি তৃতীয় সাধন এবং মোক্ষের অন্ত্য তীর্থ চৈচ্ছা চতুর্থ সাধন; এই চারিটি সাধনসম্পন্ন পুরুষই ‘অধিকারী’। ১।৫৩ এবং ১।১০১ শ্লোকে শ্রবণের, ১।৫৩ এবং ১।১০২ শ্লোকে মননের এবং ১।৫৪, ১।১০৬, ১।১২ শ্লোকে নিদিধ্যাসনের লক্ষণ উক্ত হইয়াছে। উক্তরূপ যে অধিকারী উপনিষৎ শ্রবণ করিয়াছেন কিন্তু বুদ্ধিমান্যাদি (এই অধ্যায়ের ৩৮ হইতে ৫৩ পর্য্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত) প্রতিবন্ধকবশতঃ যাহার মহাবাক্যার্থবিষয়ক যথার্থ্যভাব বা অপরোক্ষ প্রমা উৎপন্ন হয় না, তাহার সেই অমুভবের বা প্রমার উৎপাদনদ্বারা, যাহাতে মোক্ষরূপ ফললাভ হইতে পারে, এইরূপ উপাসনাসকল প্রাধান্য করিবার ইচ্ছার প্রথমে দৃষ্টান্ত দিয়া প্রতিজ্ঞা করিতেছেন—বুঝাইতেছেন, যে ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মোক্ষ হয় :—

ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও মুক্তিলাভ; উপাসনার প্রকার

১। সম্বাদিভ্রমের স্থায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তি সম্ভব।

(ক) ব্রহ্মতত্ত্বের

উপাসনাদ্বারাও মুক্তি-

সম্ভব—প্রতিজ্ঞা, দৃষ্টান্ত

ও প্রমাণ।

সম্বাদিভ্রমবশত ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্ত্যপি মুচ্যতে।

উক্তরে তাপনীয়েহতঃ ব্রহ্মতোপাস্তিরনেকথা ॥ ১

অম্বয়—সম্বাদিত্রয়ং ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্তা। অপি মুচ্যতে ; অতঃ উত্তবে তপনীরে অনেকথা উপাস্তিঃ শ্রুতা ।

অম্ববাদ—সম্বাদিত্রয়ে ফললাভের গ্রায় ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাদ্বারাও মুক্তিলাভ হয়। এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয় উপনিষদে অনেক প্রকারের উপাসনা শুনা যায়।

টীকা—যেমন সম্বাদিত্রয়ের বশে যে ব্যক্তি অম্বয়েণে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহারও বাঙ্কিত অর্থের লাভ হয়, “ব্রহ্মতত্ত্বোপাস্তা। অপি” —এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাব দ্বারাও মুমুকুর বাঙ্কিত ব্রহ্মত্বাপাশ্চরূপ মোক্ষলাভ হয়, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার দ্বারাও যে মোক্ষ হয়, তদ্বিশেষে প্রমাণ কি ? তদ্বস্তরে বলিতেছেন :—“এইহেতু নৃসিংহোত্তরতাপনীয়” —ইত্যাদি। যেহেতু উপাসনার দ্বারাও মোক্ষ হয়, সেইহেতু “তাপনীরে” —নৃসিংহোত্তরতাপনীরোপনিষদে, অনেক প্রকারের ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা, “শ্রুতা” --- শুনা যায়, উপদিষ্ট হইয়াছে। শাবীরকভাষ্যে প্রদত্ত উপাসনার লক্ষণ—“সমানপ্রত্যয়প্রবাহকরণম্ উপাসনম্”—এই লক্ষণের বাখ্যারূপ লক্ষণাম্বয়—“সজ্ঞাতীয়মাত্র-মনোবৃত্তিসমুত্তিঃ এব উপাস্তিঃ”—কেবল সমানজাতীয় মনোবৃত্তিধারার বিস্তারকবর্ণনাম উপাসনা। অত্র এক লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায়—“বস্তুরূপানপেক্ষম পুরুষোচ্ছিন্নমাত্রতত্ত্বম্ মানস-প্রবাহঃ”—উপাস্তবস্তুর নিজস্বরূপের অঙ্গসন্ধানে বাধ্য না থাকিয়া, (উপাসক) পুরুষের কেবল নিজ ইচ্ছার বশে মনোবৃত্তিরূপ ধারার ভ্রাপনের নাম উপাসনা। প্রথমোক্ত লক্ষণদ্বয়ে ‘প্রবাহ’ ও ‘সমুত্তি’ শব্দদ্বারা অন্তরায়-পরিহার-প্রযত্নে আগ্রহ প্রকটিত ; দ্বিতীয় লক্ষণে জ্ঞান, বাহ্য কেবল বস্তুরূপানুসারী, তাহা হইতে, উপাসনার—বাহ্য বস্তুর স্বরূপানুসরণে আবদ্ধ নহে, তাহার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। উক্ত উভয়লক্ষণসাধারণ মানসবৃত্তি, প্রতীকীশ্রয় ও অহংগ্রহ ভেদে দ্বিবিধ। প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—“আশ্রয়ান্তরপ্রত্যয়শ্চ আশ্রয়ান্তরে প্রক্ষেপঃ”—কোন এক অবলম্বন-বিষয়ক মনোবৃত্তির অস্ত্র এক অবলম্বনে প্রক্ষেপের নাম প্রতীকোপাসনা—বিশেষভাবে আদিভাষ্যেভূতি ব্রহ্মপ্রতীকে ব্রহ্মদৃষ্টির নাম প্রতীকোপাসনা। অহংগ্রহোপাসনার লক্ষণ—“উপাস্তস্বরূপস্ত বা-হেদেন চিন্তনম্”—উপাস্তবস্তুর স্বরূপ এবং উপাসকের নিজস্বরূপ পরস্পর অভিন্ন—এইরূপ চিন্তা নাম অহংগ্রহোপাসনা।

প্রতীকোপাসনা—সম্পৎ, আরোপ, সর্গ ও অধ্যাস ভেদে চারিপ্রকার। অহংগ্রহোপাসনা, —সম্পৎ ও নিশ্চৎ ভেদে দুইপ্রকার। এইরূপে উপাসনা সর্বশুদ্ধ ছয়প্রকার। চারিপ্রকার—প্রতীকোপাসনার লক্ষণ—পদ্মপুরাণান্তর্গত “শিবগীতায়” দ্বাদশাধ্যায়ে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে :—“অন্নশ্চ চাধিকং চেন্ন গুণযোগাদ্বিচিন্তনম্। অনন্তং বৈ মন ইতি সম্পদ্বিধিরুদাহৃতঃ” ॥ ১০ ॥ যে বস্তু অন্ন অর্থাৎ অন্নগুণবৃদ্ধ তাহাকে অধিকগুণবৃদ্ধ করিয়া চিন্তা করার নাম সম্পদ্রূপাসনা : যেমন এককালে একটিমাত্র বিষয়ে ব্যাপ্ত হইতে সমর্থ মনকে অনন্তবিষয়ক বলিয়া চিন্তা করা। “বিধিরারোপ্য যোপাস্য সাযোগঃ পরিকীর্ষিতঃ। যদ্যদোকারমূলীগমুপাসীতেতাদাহৃতঃ” ॥ ১১ ॥ (অঙ্গ অঙ্গীর সম্বন্ধের) আরোপ করিয়া যে উপাসনা, তাহাই আরোপবিধি নামে পরিকীর্ষিত। যেমন শমবেদের উল্লীখ নামক “ভক্তি”তে বা অংশে প্রণব (ওঁকার) অবস্থিত। এই সম্বন্ধ ধরিয়া প্রণবকে উল্লীখ বলিয়া উপাসনা করিলে তাহার নাম ‘আরোপ’ উপাসনা। “ক্রিয়াযোগেন

চোপাসাবিধিঃ সধ্বর্গ উচ্যতে। সধ্বর্গবায়ুঃ প্রাণয়ে ভূতানোকোবসীদতি” ॥ ১০ ॥ যে উপাসনায় উপাস্তবস্ত্র ক্রিয়ার সহিত উপাসিত হয়, সেই উপাসনার নাম সধ্বর্গ। ( ক্রিয়াযোগেন সধ্বর্গে ভূতানি ইতি সধ্বর্গঃ সর্বভূতবশীকরণধুরীণঃ ইত্যর্থঃ )। প্রায়শ্চলে যেমন সধ্বর্গ বায়ু অস্ত্র বায়ুর সাহায্য না লইয়াই সমস্ত ভূতকে অবসন্ন অর্থাৎ বিনষ্ট করে, সেইরূপ একমাত্র প্রাণবায়ু অস্ত্রকরণ ও বহিঃকরণরূপ সকল ইন্দ্রিয়কেই বশে আনে। এইরূপে প্রাণবায়ুকে সধ্বর্গ বায়ুর বশীকরণ ক্রিয়ার সহিত উপাসনা করিলে তাহার নাম সধ্বর্গোপাসনা। “আরোপো বুদ্ধিপূর্বেণ য উপাসা-বিধিষ্ঠ সঃ। যোষিত্যগ্নিমিত ঋতদধ্যাসঃ স উদাহৃতঃ” ॥ ১২ ॥ প্রত্যক্ষাদিক্রান্তিত বাধজ্ঞান সত্ত্বেও শাস্ত্রোপদিষ্ট বুদ্ধিপূর্বক আরোপ করিয়া যে উপাসনাবিধি, তাহার নাম অধ্যাসোপাসনাবিধি। যেমন অভিগম্য নারী অগ্নি নহে, এইরূপ প্রত্যক্ষজ্ঞান সত্ত্বেও, তাহাতে রেতঃসেকরূপ আর্হতি করিবার জন্য শাস্ত্রোপদিষ্ট অগ্নিবুদ্ধিকরণ অর্থাৎ তাহার আবৃত্তি, অধ্যাসোপাসনাবিধি। এই চার প্রকার উপাসনা, যথাক্রমে গুণের, স্বক্দের, ক্রিয়ার এবং শাস্ত্রোপদেশমাত্রের জ্ঞান লইয়া করা হয়; এইহেতু প্রতীকোপাসনা বাহ। এক্ষণে আন্তর সগুণ অহংগ্রহোপাসনা বর্ণন করিতেছেন :- “উপসন্নমা বুদ্ধ্যা বদানং দেবতায়না। তদ্রূপাসনমন্তঃ স্ত্রান্তবহিঃ সম্পাদায়ঃ” ॥ ১৪ ॥ উপাস্ত্র দেবতার সহিত গুরুপল্লজ্ঞানবলে অভেদ বা তাদাত্ম্যসম্বন্ধ চিন্তা করিয়া সেই ( সগুণ ) দেবতার স্বরূপে যে অবস্থান, তাহা আন্তর অর্থাৎ অহংগ্রহোপাসনাবিশেষ। ইহার নিগুণরূপে পথাবসান হইলেও, মুহুরুর সাক্ষাৎ উপযোগী যে নিগুণ উপাসনা, এই ধ্যানদীপপ্রকরণে তাহারই স্পষ্ট করিয়া নির্দেশ করা হইতেছে। ১

পূর্বশ্লোকে যে “সম্বাদিত্রয়ের জায়” এইরূপে দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারই সবিধব বর্ণন করিবার জন্য সম্বাদিত্রমপ্রতিপাদক ব্যক্তিক শ্লোক\* পাঠ করিতেছেন :-

(প) সম্বাদিত্রমপ্রতিপাদক  
বাস্ত্বিকবচনপাঠ।  
মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।  
মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষেষহপি বিশেষেষোহর্থক্রিয়াঃ প্রতি ॥২

অর্থ—মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ ( জনয়োঃ ) মিথ্যাজ্ঞানাবিশেষে অপি অর্গক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ ( ভবতি )।

অনুবাদ—এক ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইল; অপর এক ব্যক্তির প্রদীপ-প্রভায় মণিভ্রম হইল। উভয়েই মণিভ্রমে ধাবমান হইলে, মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রম উভয়েই তুল্যরূপ হইলেও, প্রবৃত্তির সফলতা অর্থাৎ ফললাভ বিষয়ে প্রভেদ হইল অর্থাৎ যাহার প্রদীপপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না।

টীকা—“মণিপ্রদীপপ্রভয়োঃ”—মণি ও প্রদীপ—মণিপ্রদীপ (হৃদয়মাস) ; তদ্রূপের যে যে প্রভা, তাহাতে—এইরূপ অর্থে সমাসের বিগ্রহবাক্য করিতে হইবে। মণিপ্রভাতে এবং দীপ প্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তদ্রূপ মিথ্যাজ্ঞানই বটে, কেননা, তদ্রূপ—যে বস্তু যাহা নহে, তাহাতে, সেই বুদ্ধি। তথাপি মণির প্রভাতে যে মণিবুদ্ধি, তাহা অর্থক্রিয়াকারিণী অর্থাৎ সফলপ্রবৃত্তির

\* এই শ্লোকটি বৃহদারণ্যকবাস্ত্বিক এবং বার্তিকসারে পাওয়া গেল না। এই অর্থের শ্লোক আছে, পণ্ডিতগণ শুনা গেল।

উৎপাদিকা। এইচৈতু “মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ”—মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবমান উভয়ের মধ্যে, যে মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল তাহার মণিলাভ হইল, আর অপর ব্যক্তি যে প্রদীপপ্রভায় মণিবুদ্ধি লইয়া ধাবিত হইয়াছিল, তাহার মণিলাভ হইল না। এইপ্রকারে—“অথ-ক্রিয়াম্ প্রতি বিশেষঃ”—লাভের হেতু প্রকৃতি বা উত্তম বিষয়ে প্রভেদ হইল, ইহাই অর্থ। ২

দ্বিতীয়শ্লোকরূপ পাণ্ডিকশ্লোকের ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(গ) উক্ত বার্ষিকশ্লোকের দীপোপহৃৎপবরকশ্চাত্ত্বর্ষতে তৎপ্রভা বহিঃ।

ব্যাখ্যারূপশ্লোকের।

দৃশ্যতে দ্বার্য্যথানত্ৰ তদদৃষ্টা মণেঃ প্রভা ॥ ৩

অর্থ—অপবরকশ্চাত্ত্বর্ষতে দীপঃ বর্ততে, তৎপ্রভা বহিঃ দ্বার্য্যদৃশ্যতে ; অথ তৎপ্রভা অদৃশ্য মণেঃ প্রভা দৃষ্টা।

অমুবাদ—অন্তর্গৃহ মধ্যে দীপ বিজ্ঞমান। তাহার প্রভা সেই প্রাকোষ্ঠের বহির্দ্বারে দেখা যাইতেছে। আর সেই প্রকার অস্থ গৃহের মধ্যে মণি রহিয়াছে, তাহার প্রভা সেই গৃহদ্বারে দেখা গেল।

টীকা—কোনও মন্দিরে “অপবরকশ্চাত্ত্বর্ষতে দীপঃ বর্ততে”—অন্তর্গৃহরূপ যে গর্ভমন্দির, তাহাতে দীপ রহিয়াছে ; “প্রভা বহির্দ্বারি দৃশ্যতে”—তাহার আলোক বহির্দ্বারদেশে মণির দ্বারা গোলাকার দেখা যাইতেছে। সেইরূপ অস্থ মন্দিরে অন্তর্গৃহের ভিতর অবস্থিত রত্নের প্রভা বহির্দ্বারদেশে প্রদীপপ্রভার দ্বারা মণিরূপে দৃষ্ট হইতেছে। ৩

দূরে প্রভাদ্বয়ং দৃষ্টা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ।

প্রভায়াং মণিবুদ্ধস্ত মিথ্যাজ্ঞানং দ্রোণারপি ॥ ৪

অর্থ—প্রভাষয়ং দূরে দৃষ্টা মণিবুদ্ধ্যা অভিধাবতোঃ স্বযোঃ অপি প্রভায়াম্ মণিবুদ্ধিঃ তু মিথ্যাজ্ঞানম্।

অমুবাদ—দূরে ছই প্রভা দেখিয়া রত্নবুদ্ধি লইয়া ছইজনই দৌড়িলে, আলোকে মণিবুদ্ধি উভয়েরই কিন্তু মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রান্তি।

টীকা—সেইপ্রকার—“প্রভাষয়ং দূরে দৃষ্টা”—আলোক দুইটিকে দূর হইতে দোঁষিয়া, “মণিবুদ্ধ্যা”—‘এইটি মণি’ ‘এইটি মণি’ এই বুদ্ধি লইয়া, “অভিধাবতোঃ”—‘দৌড়নেই সেই সেই দিকে দৌড়িলে, উভয়েরই আলোকে উৎপন্ন যে মণিজ্ঞান, তাহা ভ্রমরূপই। ৪

ন লভ্যতে মণিদীপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা।

প্রভায়াং ধাবতাবশ্যং লভ্যতে মণির্মণেঃ ॥ ৫

অর্থ—দীপপ্রভাং প্রতি অভিধাবতা মণিঃ ন লভ্যতে, মণেঃ প্রভায়াং ধাবতা মণিঃ অবশ্যম্ লভ্যতে এষ।

অমুবাদ—প্রদীপের আলোকে মণি ভ্রমে সেইদিকে ধাবমান ব্যক্তির মণিলাভ হয় না ; কিন্তু মণির আলোকে মণিজ্ঞানে ধাবমান ব্যক্তির অবশ্যই মণিলাভ হইয়া থাকে।

টীকা—তাহা হইলে, “দীপপ্রভায়াং”—প্রদীপের আলোকে মণিবুদ্ধি করিয়া, “ধাবতা”—যে

বাক্তি দোড়ার তাহার, “মণি: ন লভাতে”—মণিলাভ হয় না, আর “মণে: প্রভাসাম্”—মণির আলোকে মণিবৃদ্ধি ধরিয়া যে দোড়ার, তাহার মণিলাভ হইয়া থাকে । ৫

তাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উদ্ধৃত বাস্তবিকের অর্থ ধেরূপ বলিলেন, তাহা মানিলাম । ইহা দ্বারা প্রসঙ্গাধীন সৎবাদী ভ্রমের স্বরূপবিষয়ে কি পাওয়া গেল ? এইহেতু বলিতেছেন :—

(ঘ) বিসংবাদী ভ্রমের ও দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ বিসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ ।

অনুভূত সৎবাদী ভ্রমের স্বরূপ । মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সৎবাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ৬

অর্থ—দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ বিসংবাদিভ্রমঃ স্মৃতঃ ; মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ সৎবাদিভ্রমঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—দীপপ্রভায় যে এই মণিভ্রম, তাহাতে মণিলাভ হইল না বলিয়া তাহাকে বিসংবাদী ভ্রম বলা হয়; আর মণিপ্রভায় যে মণিভ্রান্তি, তাহা মণিলাভের হেতু হইল বলিয়া তাহাকে সৎবাদী ভ্রম বলা হয় ।

টীকা—“দীপপ্রভামণিভ্রান্তিঃ”—প্রদীপের আলোকে যে মণিভ্রম হইল, তাহা, “বিসংবাদিভ্রমঃ ( ইতি ) স্মৃতঃ”—তাহাকে পণ্ডিতগণ বিসংবাদী ভ্রম বলিয়া থাকেন, কেননা, মণিলাভরূপ যে অর্থ বা ফল, তদ্রূপিত ক্রিয়া বা উত্তম হইল বলিয়া; আর “মণিপ্রভামণিভ্রান্তিঃ”—মণির আলোকে যে মণিবৃদ্ধি হইল, তাহার দ্বারা কিন্তু উত্তম মণিলাভরূপফলযুক্ত হইল বলিয়া, সৎবাদিভ্রম নামে কথিত হয় । তাহা হইলে পাঁড়াইল, নিফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান, তাহাকেও তাহার বিষয়কে বিসংবাদিভ্রম বলে; এবং সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক যে ভ্রান্তিজ্ঞান তাহাকেও তাহার বিষয়কে সৎবাদিভ্রম বলে । ৬

এইরূপে প্রত্যক্ষপ্রমাণের বিষয়ে সৎবাদিভ্রমের স্বরূপ বুঝাইয়া, অনুমান প্রমাণের বিষয়েও তাহা বুঝাইতেছেন :—

(ঙ) অনুমানের বিষয় বাষ্পং ধুমতরা বৃদ্ধা তত্রাক্ষারামুমানতঃ ।

লইয়া সৎবাদী ভ্রম । বহিঃ সৎবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৭

অর্থ—বাষ্পং ধুমতরা বৃদ্ধা তত্র অক্ষারামুমানতঃ বহিঃ লকঃ ; স সৎবাদিভ্রমঃ মতঃ ।

অনুবাদ—কোনও স্থানে হইতে উত্থিত বাষ্পকে ধুম মনে করিয়া তদ্বারা সেইস্থানে অগ্নির অনুমান করিবার পর, যদি দৈববশে তথায় অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সৎবাদিভ্রম বলিয়া মানা হয় ।

টীকা—কোনও স্থানে অবস্থিত “বাষ্পং ধুমতরা বৃদ্ধা”—বাষ্পকে ধুম বলিয়া নিশ্চয় করিয়া, সেই বাষ্পের মূলপ্রদেশে—এই প্রদেশ অগ্নিমান্ বেহেতু ইহা ধূমবান—এইরূপ অনুমানে প্রবৃত্ত কোনও লোকের দৈববশে যদি সেইস্থানে অগ্নিলাভ হয়, তাহা হইলে সেই বাষ্পকে অবলম্বন করিয়া লক ধূমের জ্ঞানকেও সৎবাদিভ্রম বলা হয় । বাষ্প মূলগটলেরও উপলক্ষণ । ৭

আগমের বিষয় লইয়াও সেই সৎবাদী ভ্রম হইতে পারে ইহাই বুঝাইতেছেন :—

(চ) আগমের বিষয় গোদাবরুদকং গঙ্গাদকং মত্ৰা বিশুদ্ধতয়ে ।

লইয়া সৎবাদী ভ্রম । সৎপ্রাক্ষ্য শুদ্ধিমাগ্নোতি স সৎবাদিভ্রমো মতঃ ॥ ৮

অর্থ—গোদাবরুদকং গঙ্গাদকং মত্ৰা বিশুদ্ধতয়ে সৎপ্রাক্ষ্য শুদ্ধিমাগ্নোতি ; সঃ সৎবাদিভ্রমঃ মতঃ ।

অনুবাদ—( শাস্ত্রসিদ্ধ পুণাতোয়া ) গোদাবরী নদীর জলকে গঙ্গাজল মনে করিয়া তদ্বারা দেহাদি প্রোক্ষণ করিলে যে বিশুদ্ধিলাভ হয়, সেই বিভাৱকারক গোদাবরীজলে গঙ্গাজলভ্রমও সম্বাদিত্রম ।

টীকা—“গোদাবরীদকম্”—গোদাবরী নদীর জল পৌরাণিক পমাণমণে বিশুদ্ধকাবেক বলিয়া শাস্ত্রসিদ্ধ । তদ্বারা বা তাহা “সম্প্রোক্ষ্য”—সম্প্রোক্ষণ করিলে, দেহাদিব উপবীছটাইলে, সেই গোদাবরী জলেও যে গঙ্গাজলবুদ্ধি, তাহা ভ্রান্তই । ৮

বাগমের বিষয় লইয়া অত্র এক উদাহরণ দিতেছেন :—

জ্বরেণাপ্তঃ সন্নিপাতং ভ্রান্ত্য নাযায়ণং স্মরন্ ।

মৃতঃ স্বর্গমবাপ্নোতি স সম্বাদিত্রমো মতঃ ॥ ৯

অর্থ—জ্বরেণ সন্নিপাতম্ ‘আপ্তঃ’ ভ্রান্ত্য নাযায়ণম্ অর্থাৎ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি, ১০ : সম্বাদিত্রমঃ মতঃ ।

অনুবাদ—জ্বররোগদ্বারা সন্নিপাতপ্রাপ্ত রোগী ( deleriumরূপ ) ভ্রান্তবশতঃ নাযায়ণকে স্মরণ করিয়া মরিলে স্বর্গলাভ করিয়া থাকে । তাতাকেও সম্বাদিত্রম বলিয়া মানা হয় ।

টীকা—“জ্বরেণ সন্নিপাতম্ ‘আপ্তঃ’—শরীরের উত্তাপবৃদ্ধিরূপলক্ষণযুক্ত জ্বরবোগভেদে, বাগ্মি-ক-রূপে ত্রিধাতুর উদ্ভুক্ততাপ্রাপ্ত রোগী, ‘এই নারায়ণের স্মরণ আমার স্বর্গের সাদন’—এই প্রকার জ্ঞানবাক্ত হইলেও সন্নিপাতজনিতভ্রম অর্থাৎ চিত্তবিকারবশতঃ, সাধাবণ পুরুষের জ্ঞান অর্থাৎ দৃশ্যভাববাক্ত হইয়া, এমন কি চেদিবাক্ত শিশুপাল, দম্বক, রূপণ, কংস ইত্যাদিও জ্ঞান হ্রাসবশতঃ পাইয়া, “নারায়ণম্ স্মরন্ মৃতঃ স্বর্গম্ অবাপ্নোতি এব”—নারায়ণকে স্মরণ করিয়া মরিলেও তাতাব্য স্বর্গ পাইয়া থাকে ; তদ্বিষয়ে প্রশ্ন এ—“কিরিহঁত পাপানি হুইচিহঁতৈব পিতৃভ্যঃ । অনিচ্ছাপি স্পৃহো দহতোব হি পাবকঃ ॥” ( বিষুদম্শোভিত্তর বচন বলিয়া শ্রীমদভ্যুত ভাগবতের ৩১।২০ টীকায় উক্ত )—হুইচিহঁত লোকেও হবিকে স্মরণ করিলে হবি তাতাদের পাপহরণ করিয়া থাকেন । অনিচ্ছাপূসক স্পর্শ করিলেও অগ্নি যেমন দগ্ধ করিয়া থাকে, সেইরূপ । (“অন্যথা মাতা পিতামহ—

—অমৃতকে অমৃত বলিয়া না জানিয়া পান করিলেও যেমন অমবলভ হয় ; চন্দনবৃক্ষাচ্ছনকও চন্দন গন্ধ পায় । ) “আকুশ্পুপুত্রমবদান যদজামিলোরপিঃ, নারায়ণেচি মিয়মাণ ইয়ায় মুকিম”—পাপী অজামিল, ‘হে নারায়ণ’ বলিয়া মৃত্যুকালে পুত্রকে ডাকিয়া মরিয়াছিল বলিয়া সালোকাকুপ বা যমরূপনিবিরূপমুক্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল । আবাব বিষুভাগবতে ( ১।১।৩০ ) যদিষ্ট্রিপতি নারদ কর্তৃক উক্ত হইয়াছে—“গোপাঃ কামদ্বয়াৎ কংসো হ্রোদৈচ্ছাদনো নৃপাঃ । সম্বাদিত্রমঃ দেহাদি যুগং ভক্ষ্যা বয়ং নিভো ॥ ৩০ ॥”—গোপীগণ কামবশতঃ, কংস ভয়বশতঃ, শিশুপালাদি নৃপগণ

\* যম্মাস্মরণানবোধবহিতো বিপ্রাঃ প্রবাজমিলাঃ ।

প্রাগাশুক্রিশেষবিভামমু চ যঃ পাপোঘনাবাস্তিযুক্তঃ ॥ শব্দবাচ্যকৃত আর্জুনাগোষ্ঠীভাষণক—, ১

পূর্বকালে দাবানলসদৃশযাতনাদারক পাপরাশিসমাকোষ, বিপ্র অজামিল ( মৃত্যুকালে ) গীতাব নাম স্মরণ করিবার পর অচিরেই সমস্তপাপমুক্ত হইয়া অশেষিতা ( সর্বাস্তরারহিত ) মুক্তি পাইয়াছিল ।



দেববশতঃ, যাদবগণ সম্বন্ধবশতঃ, হে যুধিষ্ঠির, তুমি মেহবশতঃ এবং আমি (নারদ) ভক্তিবশতঃ ভগবানকে পাঠিয়াছি। এই সকল পুরাণবচন হইতে জানা যায় যে ভ্রান্তিবশতঃও নারায়ণের অরণ্য উত্তমলোকপ্রাপ্তির সাধন। এই অজামিলপ্রসঙ্গেও নারায়ণের নামকে পুত্রের নাম বলিয়া মনে করা ভ্রান্তিই। ৯

এইরূপে তিন প্রকার সম্বাদিত্রয়ের উদাহরণদ্বারা সিদ্ধ অর্থ বলিতেছেন :—

(ছ) উক্ত তিনপ্রকার

সম্বাদিত্রয়ের উদাহরণদ্বারা

সিদ্ধ অর্থ।

প্রত্যক্ষস্মানুমানস্তু তথা শাস্ত্রস্তু গোচরে।

উক্তত্বেন সম্বাদিত্রয়াঃ সন্তি হি কোটিশঃ ॥ ১০

অর্থ—প্রত্যক্ষ অস্মানুমানস্তু তথা শাস্ত্রস্তু গোচরে উক্তত্বেন কোটিশঃ সম্বাদিত্রয়াঃ সন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—এইরূপে প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শাস্ত্রের বিষয় লইয়া উদাহৃত হয় বা নীতির অনুসারে কোটি কোটি সম্বাদিত্রম প্রসিদ্ধ আছে। ১০

বিপক্ষে অর্থাৎ সম্বাদিত্রম স্বীকার করিলে, অতীত নয়টি শ্লোকে বর্ণিত অর্ণ, অনিষ্ঠাণ সম্ভাবনারূপ তর্করূপে বাধক হইয়া দাঁড়ায়, ইহা দেখাইয়া উক্ত শ্লোকনবকবর্ণিত অর্থেব সমর্থন করিতেছেন :—

(জ) বিপক্ষে, বাধকের

উল্লেখ করিয়া, শ্লোক-

নবকোক্ত অর্থেব সমর্থন।

অনুথা যুক্তিকাদাকুশিলাঃ স্মার্দেবতাঃ কথম্।

অগ্নিত্রাদিমিত্রোপাস্তাঃ কথং বা যোষিদাদয়ঃ ॥ ১১

অর্থ—অনুথা যুক্তিকাদাকুশিলাঃ দেবতাঃ কথং হ্যাঃ? যোষিদাদয়ঃ বা অগ্নিত্রাদিদি। কথং উপাস্তাঃ?

অনুবাদ—যদি এইরূপ যুক্তিদ্বারা ফলজনক সম্বাদিত্রম স্বীকার না করা যায়, তাহা হইলে যুক্তিকা, কাষ্ঠ, পাষণ প্রভৃতিদ্বারা নির্মিত পদার্থসকল কি প্রকারে দেবতা হইতে পারে? কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে উপাস্ত হইতে পারে?

টীকা—“অনুথা”—সম্বাদী ভ্রম না মানিলে, “যুক্তিকাদাকুশিলাঃ”—যুক্তিকা কাষ্ঠ প্রভৃতি প্রভৃতি, “দেবতাঃ কথং হ্যাঃ”—ফলের সিদ্ধির নিমিত্ত কি প্রকারে দেবতাভাবে পূজিত হইতে পারে? সম্বাদী ভ্রম না হইলে যুক্তিকাপ্রভৃতি, ফলসিদ্ধির নিমিত্ত দেবতার ভাবে পূজিত হইত না, কেননা, যুক্তিকা প্রভৃতিতে স্বরূপতঃ দেবতাভাবেব অভাব বলিয়া সম্বাদিত্রমবশতঃই দেবতাভাব আটসে, ইহাই অর্থ। সম্বাদী ভ্রম স্বীকার না করিলে অগ্নি যে বাধক হয়, সেই বাধকের বর্ণন করিতেছেন :—“কি প্রকারেই বা স্ত্রীপ্রভৃতি অগ্নিবুদ্ধিতে” ইত্যাদি। ছান্দোগ্যোপনিষদের পঞ্চমাধ্যায়ে বর্ণিত পঞ্চাগ্নিবিভাগ,—অষ্টমথণ্ডের প্রথম মন্ত্রে—[ যোষা বাব গৌতম অগ্নিঃ ]—হে গৌতম যোষাই ( স্ত্রী ) অগ্নি ; সেইরূপ সপ্তমথণ্ডে [ পুরুষঃ বাব গৌতম অগ্নিঃ ]—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি ; ষষ্ঠথণ্ডে [ পৃথিবী বাব গৌতম অগ্নিঃ ]—হে গৌতম পৃথিবীই অগ্নি ; পঞ্চমথণ্ডে [ পর্জন্তো বাব গৌতম অগ্নিঃ ] হে গৌতম প্রসিদ্ধ যেই অগ্নি ; চতুর্থথণ্ডে [ অসৌ বাব লোকো গৌতম অগ্নিঃ ]—হে গৌতম এই প্রসিদ্ধ দ্রালোকই একটি অগ্নি—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা স্ত্রী, পুরুষ, পৃথিবী, যেন,

বর্গলোক, এই পাঁচটির অগ্নিতাবে উপাসনায় সেই সেই অগ্নিতে যথাক্রমে বীণা, অন্ন, বর্ষা, সোম ও ‘ব্রহ্মা’ এই পাঁচটির আছতিক্রমে উপাসনা কথিত হইয়াছে ; তাহা ব্রহ্মলোক প্রাচীনকালীয়ক হইবে না, ইহাই অর্থ। আর এস্থলে তুই “আদি” পদদ্বারা [ মনঃ ব্রহ্ম ইতি উপাসীত— ছান্দোগ্য উ ৩।৮।১ ] ‘মন ব্রহ্ম’ এইরূপে মনকে উপাসনা করিতে হয় ; [ আদিতাঃ ব্রহ্ম ইতি আদেশঃ—ছান্দোগ্য, উ ৩।৯।১ ]—‘আদিত্য ব্রহ্ম’ এইরূপ উপদেশ আছে ; এইরূপ আর আব উপাস্ত্র বিষয় বুঝিতে হইবে ; যথা স্ত্রীর নিজ পতিতে ঈশ্বরবুদ্ধি। যে মন্ত্রে ( ছান্দোগ্য উ, ৭।৮।১ ) স্ত্রীতে অগ্নিবুদ্ধিকর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, যোষাই ( স্ত্রী ) অগ্নি, উপস্থ তাহার সমিৎ, আর যে, উপমন্ত্রণ করে—পুরুষকে উৎসাহিত করে, তাহাই ধুম ; যোনি জাগা বা অগ্নিশিখা ( লোহিত বর্ণ বলিয়া ) ; আর যে আত্মস্বরূপী করা, তাহাই অঙ্গারস্বরূপ ( অগ্নির সহিত সম্বন্ধ-হেতু ) এবং আনন্দামৃতভূতি—সুখলেশই বিশ্বলিঙ্গ। এই অগ্নিতে পুরুষবর্ণিত দেবতা আহুতি করেন। যে মন্ত্রে পুরুষে অগ্নিবুদ্ধিকর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পুরুষই অগ্নি, বাগিজ্যই তাহার সমিৎ ( কেননা, বাগিজ্যদ্বারাষ্ট পুরুষ সাক্ষ বা প্রখ্যাত হয় ), প্রাণই ধুম, জিহ্বাই অর্চিঃ, চক্ষুই অঙ্গারস্বরূপ এবং শ্রোত্র বিশ্বলিঙ্গস্বরূপ। যে মন্ত্রে পৃথিবীতে অগ্নিবুদ্ধির কর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ এই—হে গৌতম, পৃথিবীই অগ্নি, সম্বৎসর তাহার সমিৎ কাঠ ( কেননা, পৃথিবী এক বৎসরে শক্তিসঞ্চয় করিয়া ধাতাদি শস্য সমুৎপাদনে সমর্থ হয়। ) অকাশই তাহার ধুম, রাত্রিই তাহার অর্চিঃ, পূর্বাদি দিক্‌সমূহ অঙ্গারস্বরূপ, এবং অবাস্থর-দিক্ ( কোণ- ) সমূহ শূলিন্দ্রস্বরূপ। যে মন্ত্রে পর্জন্তে ( বর্ষণাভ্যমানিনী দেবতায় ) অগ্নিবুদ্ধিকর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, প্রসিদ্ধ পর্জন্তই অগ্নি, বায়ুই তাহার কাঠস্বরূপ, জলভরাবস্থাই ধুমস্বরূপ, বিদ্যাই শিখাস্বরূপ, ব্রজই অঙ্গাররাশি, গর্জনসমূহই শূলিন্দ্ররাশি। যে মন্ত্রে বর্গলোকে অগ্নিবুদ্ধিকর্তব্যতা উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহার অর্থ—হে গৌতম, এই প্রসিদ্ধ গোলোকই একটি অগ্নি, আদিত্যই তাহার সমিৎ, রশ্মিসমূহই তাহার ধুম, নিবসই অর্চিঃ বা শিখাস্বরূপ, চন্দ্রই অঙ্গাররাশি, নক্ষত্রগণ শূলিন্দ্রসমূহ। সধাদি ভ্রম অস্বীকার করিলে, শাস্ত্রোক্ত এই সকল উপাস্ত্র বস্তুর নিষেধ হইয়া যাইবে ; তাহা জগতের অতিক্রম। সেইহেতু সধাদিভ্রম না কর্তব্য। ১১

এক্ষণে বহুল্লোকদ্বারা উপপাদিত সধাদিভ্রমবিষয়ক জ্ঞান অনায়াসে লাভ করিতে পারা যাইবে বলিয়া, সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(৪) সধাদিভ্রমবিষয়ক অস্বার্থবস্তুর বিজ্ঞানাতঃ ফলং লভ্যতঃ ঈশ্বরিভ্যম্ ।  
জ্ঞানের তাৎপর্যসংগ্রহ। কাকতালীয়তঃ সৌহৃদ্যং সম্বাদিভ্রম উচ্যতে ॥ ১২

অর্থ—অস্বার্থবস্তুর বিজ্ঞানাতঃ ঈশ্বরিভ্যম্ ফলং কাকতালীয়তঃ লভ্যতে ; সঃ অর্থঃ সম্বাদিভ্রমঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—অস্বার্থবস্তুর বিজ্ঞান হইতেও বাঞ্ছিতফল কাকতালীয়তায় পাওয়া যায়। এইরূপ অস্বার্থ জ্ঞানকেই সম্বাদিভ্রম বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রোপদিষ্ট অথবা শাস্ত্রে অনুপদিষ্ট বস্তুর যে অস্বার্থ বিজ্ঞান অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান

হইতে, বাহ্যিকফললাভ “কাকতালীর ছায়ে” অর্থাৎ দৈবগত্যা হইয়া থাকে, তাহাট্ট এই সম্বাদিত্রম, ইহাই তাৎপর্য। “কাকতালীয়তঃ”—দৈবগতিবশতঃ ; ইহার অর্থের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তি নইয়া; কিঞ্চিৎ মতভেদ আছে। “সমাসাৎ ৫ তদ্বিষয়াৎ” (৪।৪।১০৬)—এই পাণিনিয়ত্বের কাশিকারুত্ত্বি দৃষ্টান্তরূপে আছে—(বৃক্ষতলে কাকের আগমনে) যেন তালপতনদ্বারা কাকের মরণ ‘কাকতালম’। কাকতালের ছায়ে দেবদত্তের বধ—কাকতালীয়ঃ দেবদত্তস্ত বধঃ ; ‘ছ’প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। কাকের আগমন যেনম যাদৃচ্ছিক ( আকস্মিক ), তালের পতনও তদ্রূপ। আবার মহাভারতটীকাকার—নীলকণ্ঠ, শাস্তিপুর্বে ১৭৫।১১ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—“তাল শব্দের অর্থ করতলদ্বয়ের শব্দ জনক সংযোগ ; সেইরূপ সংযোগ করা হইলে কাক উড়িয়া আসিয়া দৈবাৎ সেইস্থলে কবতলদ্বয়দ্বারা আক্রান্ত হইল, তাহাকেই লোকে কাকতালীয় বলে।” আবার কেহ কেহ বলেন, ইহাও অর্থ কাকস্পর্শের সমকালেই তালীফলের অথবা তালীবৃক্ষের পতন। ১২

তাল, [ তদেব ব্রহ্ম অং বিদ্ধি নেদং যদিদমুপাসতে—কেন উ, ১।৪ ]—তুমি তাহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জানিবে কিন্তু লোকে যাহাকে ‘এই’ বলিয়া অর্থাৎ উপাধিবিশিষ্ট ব্যক্তিয়া উপাসনা করে তাহা ব্রহ্ম নহে ; ইহা হইতে জানা যায় যে, ব্রহ্মোপাসনা অগণ্যপন্থাবিষয়ক ; তাহা কি প্রকারে সমাগ্জ্ঞানসাধ্য মুক্তিরূপফলপ্রদান করিতে সমর্থ হয় ? এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তরে বলিবেছেন সম্বাদিত্রমেব ত্রায় তাহা ফলপ্রদানে সমর্থ :—

(ঞ) অতীত একাদশ  
শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের  
সিদ্ধান্তে যোগনা।

স্বয়ং ভ্রমোহপি সম্বাদী যথা সমাক্ষফলপ্রদঃ।

ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনাপি তথা মুক্তিরফলপ্রদা ॥ ১৩

অর্থ—যথা সম্বাদী স্বয়ং ভ্রমঃ অপি সমাক্ষফলপ্রদঃ, তথা ব্রহ্মতত্ত্বোপাসনা অপি মুক্তি-ফলপ্রদা।

অনুবাদ ও টীকা—সম্বাদিত্রম বা সফল প্রবৃত্তির উৎপাদক ভ্রান্তজ্ঞান নিজে ভ্রমরূপ হইয়াও যেমন সমাক্ষফল প্রদানের হেতু হয়, ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনাও, সেইরূপ মুক্তিরূপ ফলপ্রদানের হেতু হয়। ১৩

২। পরোক্ষ জ্ঞান লইয়া ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনার প্রকার।

তাল, ব্রহ্মতত্ত্ব জানিয়া উপাসনা করিতে হইবে ? অথবা না জানিয়া ? এই দুই পক্ষ হইতে পারে। প্রথমপক্ষ গ্রহণ করিলে উপাসনা ব্যর্থ হইবে, কেননা, যোক্ষের সাধন যে ব্রহ্মজ্ঞান তাহা উপস্থিত। দ্বিতীয়পক্ষ গ্রহণ করিলে অর্থাৎ না জানিয়া উপাসনা করিলে, উপাস্তব্যবস্তুর বিষয়ে যদি জ্ঞানই না রহিল, তাহা হইলে উপাসনা হইবে কি প্রকারে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) শাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষ-  
ভাবে জ্ঞাত ব্রহ্মের  
উপাস্তা।

বেদান্তেভ্যো ব্রহ্মতত্ত্বমখটৌকরসাম্বাক্ষকম্।

পরোক্ষমবগট্যেত্যতদহমস্ম্যভ্যুপাসতে ॥ ১৪

অর্থ—বেদান্তেভ্যোঃ অখটৌকরসাম্বাক্ষকম্ ব্রহ্মতত্ত্বম্ পরোক্ষম্ অবগম্য, ‘এতৎ অহম্ অবি’ ইতি উপাসতে।

অমুবাদ—বেদান্তশাস্ত্র হইতে (সাধারণভাবে) অখণ্ডকরস্বরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরোক্ষভাবে অবগত হইয়া, ‘আমিই এই পবব্রহ্মস্বরূপ’ এইরূপে উপাসনা বা প্রত্যায়িত্ব করিতে হয়।

টীকা—এস্থলে অভিপ্রায় এই, ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবিষয়ক অপোগন্ধ জ্ঞান, যাহা মোক্ষের সাধন, তাহা উৎপন্ন হয় নাই বলিয়া, উপাসনা বাধ্য নহে; কেননা, শাস্ত্র হইতে পরোক্ষ ভাবে ব্রহ্ম জানা গিয়াছে বলিয়া ব্রহ্ম উপাসনার বিষয় হইয়াছেন। এইরূপে ব্রহ্মের উপাসনা হইতে পারে। ১৪

ভাল, উপাসনার যোগ্যবস্তু যে ব্রহ্মতত্ত্ব, তদ্বিষয়ক পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ কি প্রকার? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) উপাস্তবিসয়ক  
পরোক্ষজ্ঞানের স্বরূপ,  
দৃষ্টান্ত।

প্রত্যগ্‌ব্যক্তিমন্তুল্লিখ্য শাস্ত্রাদিসমুদায়মুত্তিবৎ।

অস্তি ব্রহ্মেতি সামান্যজ্ঞানমাত্র পরোক্ষদীঃ ॥ ১৫

অর্থ—প্রত্যগ্‌ব্যক্তি অন্তল্লিখ্য শাস্ত্রাৎ ‘ব্রহ্ম অস্তি’ ইতি সামান্যজ্ঞানম্ অথ পরোক্ষদীঃ, ‘ব্রহ্মাদিমুত্তিবৎ’।

অমুবাদ—অন্তরাত্মার স্বরূপকে বিষয় না করিয়া, কেবল শাস্ত্র হইতে ‘ব্রহ্ম আছে’ এইরূপ যে সাধারণ জ্ঞান, তাহাকেই এই উপাসনাবিষয়ে, পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে, যেমন বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তিবিষয়ক শাস্ত্রবর্ণিত জ্ঞান

টীকা—“প্রত্যগ্‌ব্যক্তি অন্তল্লিখ্য”—ব্রহ্মাদির সাক্ষী আনন্দরূপ আত্মাকে অবিস্ময় করিয়া অর্থাৎ বুদ্ধিবৃত্তিতে সমারোপিত না করিয়া, “শাস্ত্রাৎ”—[সত্য-জ্ঞানমনস্ত-ব্রহ্ম তৈবিত্রীয় উ, ১১১]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত ব্রহ্ম আছে ইত্যাদি বাক্যসমূহরূপ ‘শাস্ত্র’ হইতে, ব্রহ্ম আছে এই প্রকার ‘সামান্যজ্ঞানম্’—সামান্যজ্ঞানে উৎপত্তমান যে জ্ঞান তাহাকেই, “অথ”—এই উপাসনা-বিষয়ে, “পরোক্ষদীঃ”—পরোক্ষজ্ঞান বলা অভিপ্রায়, ইহাই অর্থ। তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“বিষ্ণুাদিমুত্তিবৎ”—বিষ্ণুপ্রভৃতি মূর্ত্তিপ্রতিপাদক শাস্ত্রজনিত জ্ঞানকে চায়। ১৫

ভাল, শাস্ত্রদ্বারা বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তির চতুর্ভুজাদিরূপ বিশেষপটীতির কথা যখন শাস্ত্র পাওয়া যাউতেছে, তখন সেই বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তির জ্ঞানকে, কিহেতু পরোক্ষজ্ঞান বলা হইতেছে? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) দৃষ্টান্তরূপ বিষ্ণু  
প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির শাস্ত্রজনিত  
জ্ঞান—পরোক্ষজ্ঞানই।

চতুর্ভুজাচ্ছবগতাবপি মূর্ত্তিমন্তুল্লিখন্।

অটেকঃ পরোক্ষজ্ঞানো ব ন তদা বিষ্ণুগীক্ষতে ॥ ১৬

অর্থ—চতুর্ভুজাচ্ছবগতো অপি অটেকঃ মূর্ত্তিম্ অন্তল্লিখন্ পরোক্ষজ্ঞানী এব, (যতঃ) তদা বিষ্ণু ম গীক্ষতে।

অমুবাদ—চতুর্ভুজপ্রভৃতির বিশেষজ্ঞান হইলেও, (উপাসক) ইন্দ্রিয়দ্বারা সেই বিষ্ণুাদিমূর্ত্তিকে ধ্যানকালে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া উপাসককে পরোক্ষজ্ঞানীই বলা হয়।

টীকা—শাস্ত্রদ্বারা চতুর্ভুজাদি বিশেষ ধর্মের প্রতীতি হইলেও, চক্ষুপ্রভৃতিদ্বারা বিষ্ণু প্রভৃতির মূর্তিকে ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না বলিয়া, উপাসক পরোক্ষজ্ঞানীই। তদ্বিষয়ে মূর্তি দিয়া সম্ভাবনা ঘটাইতেছেন :—“তদা”—সেই উপাসনাকালে, “বিষ্ণুম্”—উপাস্তদেবতাকে, “ন চক্ষতে”—ইন্দ্রিয়গোচর করিতে পারে না, ইহাই অর্থ। ১৬

তাল, ( শাস্ত্রলক্ষ ) বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়ক জ্ঞানের মূর্তিরূপে ইন্দ্রিয়গোচরতা নাই বলিয়া তাহা ভ্রমরূপই হইবে। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—বিষ্ণুপ্রভৃতিবিষয়কজ্ঞান প্রমাণদ্বারা উৎপাদিত হয় বলিয়া তাহা ভ্রমরূপ নহে :—

(ঘ) প্রমাণসিদ্ধ পরোক্ষ- **পরোক্ষত্বাপরাধেন ভবেন্নাতত্ত্ববেদনম্।**  
জ্ঞান ভ্রমরূপ নহে। **প্রমাণেনৈব শাস্ত্রেন সত্যমূর্ত্তেৰ্ভিত্তাসনাৎ ॥ ১৭**

অর্থ—পরোক্ষত্বাপরাধেন অতত্ত্ববেদনম্ ন ভবেৎ ; প্রমাণেন শাস্ত্রেন এব সত্যমূর্ত্তেঃ ভিত্তাসনাৎ।

অমুবাদ—পরোক্ষতারূপ অপরাধবশতঃ এই জ্ঞান অতত্ত্বজ্ঞান বা ভ্রমরূপ নহে ; আর ( উপাসনাবিষয়ে ) প্রমাণরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুমূর্ত্তি বিভাসিত হয় বলিয়াও তাহা ভ্রমরূপ নহে।

টীকা—জ্ঞানের পরোক্ষতা সেই জ্ঞানের ভ্রান্তিরূপতার কারণ নহে, ( জ্ঞান পরোক্ষ হইলেই যে তাহা ভ্রান্তিরূপ হইবে, এরূপ নহে ), কিন্তু বিষয়েব অসত্যতাই ভ্রান্তিজ্ঞানের কারণ। এষ্ট উপাসনা বিষয়ে প্রমাণস্বরূপ শাস্ত্রদ্বারা যথার্থরূপ বিষ্ণুপ্রভৃতির মূর্ত্তি অবতাসিত হয় বলিয়া পরোক্ষ জ্ঞান ভ্রমরূপ নহে—ইহাই অর্থ। ১৭

তাল, যে ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান সচ্চিদানন্দস্বরূপকে বিষয় করে, সেই ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্রজনিত হইয়াও কিহেতু পরোক্ষ ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, অপরোক্ষতার কারণ যে প্রত্যগরূপ সাক্ষীর উল্লেখ বা গ্রহণ, তাহা হয় নাই বলিয়া উক্ত জ্ঞানের পরোক্ষতা :—

(ঘ) প্রত্যগ্ ব্যক্তি অবিষয় **সচ্চিদানন্দরূপস্য শাস্ত্রাস্তানেহপ্যনুল্লিখন্।**  
বলিয়া ১৫শ শ্লোকোক্ত **প্রত্যক্ষং সাক্ষিণং তত্ত্বব্রহ্মসাক্ষান্ন বীক্ষতে ॥ ১৮**  
ব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান।

অর্থ—শাস্ত্রাৎ সচ্চিদানন্দরূপস্য ভানে অপি প্রত্যক্ষম্ সাক্ষিণম্ অনুল্লিখন্ ( সাধকঃ )  
তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে।

অমুবাদ—শাস্ত্র হইতে সচ্চিদানন্দস্বরূপের প্রতীতি হইলেও প্রত্যক্ষ সাক্ষীকে বিষয় না করাতাই, সাধক সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান না।

টীকা—[ সত্যং জ্ঞানমনস্তং ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১ ]—ব্রহ্ম সত্য-জ্ঞান-মনস্ত্বরূপ ; [ নিত্যঃ শুদ্ধোবুদ্ধঃ সত্যোমুক্তোনিরঞ্জনঃ—নৃসিংহ উ, তা ২ ]—ব্রহ্ম নিত্য, শুদ্ধ, বুদ্ধ বা জ্ঞানস্বরূপ, সত্য, মুক্ত, নিরঞ্জন ; [ সৎ হি ইদং সর্বং তৎ সৎ ইতি, চিৎ হি ইদং সর্বং কাশতে কাশতে চেতি—নৃসিংহ উ, তা ১ ]—জগতের সজ্জপতা সর্বজনবিদিতই ; সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন—যট রহিয়াছে, পট রহিয়াছে ইত্যাদিরূপে সমস্তই সজ্জপ বলিয়া প্রকাশিত হইতেছে। জগতের

চিদ্রূপতাও প্রসিদ্ধ সেই প্রসিদ্ধি সিদ্ধ করিতেছেন, ঘট প্রকাশিত হইতেছে, পট প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে সমস্তই চিদ্রূপে প্রকাশমান ইত্যাদি “শাস্ত্রাৎ”—উপনিষদ্বচন হইতে, “সচ্চিদানন্দরূপস্য ভানে অপি”—সচ্চিদানন্দব্রহ্মের ভান হইলেও, “প্রত্যক্ষম্ সাক্ষরম্ অনুমিতম্”—আন্তর্য্য সাক্ষীকে বিষয় না করিয়া অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম যে প্রত্যগাত্মরূপ ইহা না বুঝিয়া, “তৎ ব্রহ্ম তু সাক্ষাৎ ন বীক্ষতে”—সেই ব্রহ্মকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতে পান না। ১৮

ভাল, তাহা হইলে সেই প্রকার ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপ এবং অগ্রাহক ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান কি প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ যথার্থ জ্ঞান হইবে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, সেই জ্ঞান শাস্ত্ররূপপ্রমাণজনিত বলিয়া তত্ত্বজ্ঞান :—

(৫) অষ্টাদশশ্লোকোক্ত

শাস্ত্রোক্তেনৈবমার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ ।

ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান—

পরোক্ষমপি তত্ত্বজ্ঞানং তত্ত্বজ্ঞানং ন তু ভ্রমঃ ॥ ১৯

হৃদয়ান ।

অর্থ—শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ সচ্চিদানন্দনিশ্চয়াৎ, পরোক্ষমপি তৎ জ্ঞানম তত্ত্বজ্ঞানম : ন তু ভ্রমঃ ।

অনুবাদ—শাস্ত্রোক্ত মার্গদ্বারাষ্ট সচ্চিদানন্দের নিশ্চয় বা নির্ণয় হয় বলিয়া, পুরোক্তপ্রকার জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও তাহা তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রমাক্ষ, তাহা ভ্রম নহে ।

টীকা—“তৎ জ্ঞানম্ পরোক্ষমপি”—সেই জ্ঞান পরোক্ষজ্ঞান হইলেও, “শাস্ত্রোক্তেন এব মার্গেণ”—শাস্ত্রোপদিষ্ট প্রকারেই ব্রহ্মেব সচ্চিদানন্দরূপে ব্রহ্মেব নিশ্চয়কাবেক হয় বলিয়া, তাহা সম্যগ্ জ্ঞানই, তাহা ভ্রমরূপ নহে—ইহাচ অর্থ । ১৯

ভাল, [ সত্যং জ্ঞানমনস্তম্ ব্রহ্ম ] ( ১৮শ শ্লোকের টীকায় অর্থ দ্রষ্টব্য ) --ইহারূপ অবাস্তব বাক্য যেমন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতার জ্ঞান করাইয়া দেয়, সেইরূপ “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য প্রত্যক্ষরূপ সাক্ষরূপতারও প্রতীতি করাইয়া দেয় ; এইহেতু শাস্ত্রজনিত জ্ঞানও প্রত্যগাত্মাকে বিষয় করে বলিয়া অপারোক্ষজ্ঞান হইবে—এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(৬) বিচারবাহিত মান-

বের নিকট, কেবল মহা-

বাক্যদ্বারা ব্রহ্ম দ্রষ্টব্যই

প্রসিদ্ধা যান ।

ব্রহ্ম যত্বপি শাস্ত্রেষু মহাবাক্যৈঃ প্রত্যাক্ষেনৈব বর্ণিতম্ ।

মহাবাক্যৈস্তথাপ্যেতদ্ব্যবোধমবিচারিণঃ ॥ ২০

অর্থ—যত্বপি শাস্ত্রেষু মহাবাক্যৈঃ ব্রহ্ম প্রত্যাক্ষেন এব বর্ণিতম্, তথাপি এতৎ অবিচারিণঃ প্রবোধম্ ।

অনুবাদ—যত্বপি শাস্ত্রসমূহে মহাবাক্যদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যাক্ষরূপে অর্থাৎ স্বাত্ম-রূপে বর্ণিত হইয়াছেন তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যাক্ষরূপতা বিচারবাতিরেকে উপলব্ধ হয় না ।

টীকা—যত্বপি বেদান্তে অর্থাৎ উপনিষৎসমূহে মহাবাক্যসমূহদ্বারা ব্রহ্ম প্রত্যগাত্মরূপেই উপদিষ্ট হইয়াছেন, তথাপি ব্রহ্মের এই প্রত্যাক্ষরূপতা অধ্যয়বাতিরেকে দ্বারা—“তৎ স্বম্” পদার্থের

বিচাররহিত বাক্তির নিকট ঘূর্ণোধ—অনুপলব্ধি (বৃত্তিতে অসাধাই) থাকিয়া যায় ; এতটুকু কেবল অর্থাৎ বিচাররহিত মহাবাক্য হইতে অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় না—ইচ্ছাই অর্থ। ২০

ভাল, যাঁহা সমাগ্ জ্ঞান তাহা ত', প্রমাণ এবং প্রমেয় বস্তুর অধীন এবং “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি বাক্যরূপ প্রমাণ যেমন বিজ্ঞমান, সেই ব্রহ্ম ও আত্মার একতারূপ বস্তুও বিজ্ঞমান ; তাহা হইলে সমাগ্জ্ঞান ত' অবাধ। তবে কেন বলা হইতেছে ব্রহ্মের প্রত্যগাত্মরূপতাবিচারের সাধ্যা নিনা ঘূর্ণোধী ? এইরূপ প্রশংসাব উত্তরে বলিতেছেন :—

(জ) দেহাদিতে আত্ম-  
বিস্তৃতি থাকিতে মন্দ-  
বুদ্ধির আত্মরূপে  
ব্রহ্মজ্ঞান অসম্ভব।

দেহাত্মাত্মবিভ্রান্তৌ জাগৃত্যাং ন হঠাৎ পুমান্।

ব্রহ্মাত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ক্ষমতে মন্দধীভুতঃ ॥ ২১

অর্থ—দেহাত্মাত্মবিভ্রান্তৌ জাগৃত্যাম পুমান্ মন্দধীভুতঃ হঠাৎ ব্রহ্ম আত্মত্বেন বিজ্ঞাতুং ন ক্ষমতে।

অনুবাদ—দেহপ্রভৃতি জড়বস্তুতে আত্মা বলিয়া ভ্রম জাগ্রত অর্থাৎ প্রকটাবস্থা-  
পন্ন থাকিতে, যে পুরুষ মন্দবুদ্ধি, সে একেবারে অর্থাৎ অনায়াসে ব্রহ্মকে আত্মরূপ  
বলিয়া জানিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—ব্রহ্ম ও আত্মার একতাবিষয়ক অপবোক্ষজ্ঞানের বিরোধী, কিন্তু বিভাবদ্বাব  
নিবৃত্তিযোগ্য, যে দেহেন্দ্রিয়াদিতে আত্মরূপতাব ভ্রম, তাহা বিজ্ঞমান থাকিতে, সেই ভ্রমেব নিবৃত্তি  
জন্ম বিচারেব অপেক্ষা আছেই ; ইচ্ছাই অর্থ। ২১

ভাল, তাহা হইলে দেহেন্দ্রিয়াদিবিষয়ক বৈতন্ময় থাকিতে অদ্বিতীয়ব্রহ্মবিষয়ক পবোক্ষ-  
জ্ঞানেরও ত' উদয় হইতে পারে না—এইরূপ প্রশংসার উত্তরে বলিতেছেন যে, যেহেতু অপবোক্ষরূপ  
বৈতন্ময় পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞামেব অবিরোধী, সেইহেতু শ্রদ্ধালু পুরুষের শাস্ত্র হইতে পবোক্ষজ্ঞান  
উৎপন্ন হইয়া থাকে :—

(খ) অপরোক্ষ বৈতন্ময়  
এবং পরোক্ষ অদ্বৈত  
পরস্পর অবিকল্প।

ব্রহ্মমাত্রং সুবিভেদ্যং শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ।

অপরোক্ষটদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাটদ্বৈতবুদ্ধ্যানুৎ ॥ ২২

অর্থ—অপরোক্ষটদ্বৈতবুদ্ধিঃ পরোক্ষাটদ্বৈতবুদ্ধ্যানুৎ ; শ্রদ্ধালোঃ শাস্ত্রদর্শিনঃ ব্রহ্মমাত্রং সুবিভেদ্যং।

অনুবাদ—অপরোক্ষরূপ দ্বৈতজ্ঞান যোহেতু পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের অবিরোধী,  
এইহেতু শ্রদ্ধাবান্ শাস্ত্রালোচনরত পুরুষ অনায়াসে পরোক্ষব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে  
পারে।

টীকা—অপরোক্ষরূপ বৈতজ্ঞান পরোক্ষরূপ অদ্বৈতজ্ঞানের বাধক নহে ; তাহার কারণ এই—  
একই বস্তুবিষয়ক কিন্তু বিভিন্নকারের দুই জ্ঞান একই অন্তঃকরণে এককালে থাকিতে পারে না,  
যেহেতু একটীবৈতের বা অদ্বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান বা পরোক্ষজ্ঞান একই অন্তঃকরণে একটেকালে  
পরস্পর বিরোধী হয়, কিন্তু বৈতের অপরোক্ষজ্ঞান এবং অদ্বৈতের পরোক্ষজ্ঞান পরস্পর বিরোধী  
হয় না। যেমন নবমী পুরুষের অপরোক্ষজ্ঞান, ‘দশম পুরুষ আছে’ এইরূপ আশ্রয়বাক্যজনিত পরোক্ষ

জ্ঞানবিরোধী হয় নাই, সেরূপ। এইহেতু উপাসকের দেহাদিরূপ বৈভব ভ্রম অপবোক্তব্যে থাকিলেও অঐতব্রহ্মজ্ঞান পরোক্ষভাবে সম্ভব হয়। এষ্ট কারণে শ্রদ্ধালু শাসনদর্শী পুরুষ, ব্রহ্ম জ্ঞান—এইরূপ পরোক্ষজ্ঞান অন্যায়সে লাভ করিতে পারেন। এষ্ট অর্থে বাক্যায্যক্তনা বা অস্বয় করিতে হইবে। “অমুং”—অবাধক। ২২

অপরোক্ষভ্রম পরোক্ষ সমাগ্জ্ঞানের অবিরোধী, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :

অপরোক্ষশিলাবুদ্ধি ন পরোক্ষেশতাং হুদেৎ ।

(ক) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত।

প্রতিমাদিষু বিমুগ্ধে কো বা বিপ্রতিপত্ততে ॥ ২৩

অর্থ—অপরোক্ষশিলাবুদ্ধি: পরোক্ষেশতাম্ ন হুদেৎ : প্রতিমাদিষু বিমুগ্ধে কঃ বা বিপ্রতিপত্ততে ?

অমুবাদ—যেমন প্রতিমায় পাষণের যে অপরোক্ষ জ্ঞান, তাহা পরোক্ষ দ্রব্বরতাজ্ঞানের অপনোদক বা বাধক হয় না। কোন আন্তরিক পুরুষ প্রতিমাদিতে বিমুগ্ধ লইয়া বিবাদ উঠায় ? কেহই নহে।

টীকা—বিরোধের অভাব দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—“কোন আন্তরিক পুরুষ” ইত্যাদি দ্বারা ২৩

কেহ কেহ নাস্তিকতাবশতঃ বিবাদ উঠায় দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত দৃষ্টান্তে শ্রদ্ধার পরিহার।

অশ্রদ্ধালোরবিশ্বাসো নোদাহরণমর্হতি

শ্রদ্ধালোরব সর্বত্র বৈদিকেশ্বরিকারতঃ ॥ ২৪

অর্থ—অশ্রদ্ধালো: অবিশ্বাসঃ উদাহরণম্ ন অর্হতি। সর্বত্র বৈদিকেশ্বরিকারতঃ এব অধিকারতঃ।

অমুবাদ—শ্রদ্ধাহীন পুরুষের অবিশ্বাস উদাহরণযোগ্য নহে, কেননা, সমস্ত বৈদিককর্মে শ্রদ্ধাবানেরই অধিকার।

টীকা—কেন ‘উদাহরণযোগ্য নহে’ ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কেননা, সমস্ত বৈদিককর্মে” ইত্যাদি। সমস্ত বৈদিকপাদিষ্ট অহুষ্ঠানে শ্রদ্ধাবান পুরুষেরই অধিকার বলিয়া শ্রদ্ধা—আপ্তবাস্তব, আন্তরিক্যবুদ্ধি, এবং তাহার কার্য যে বিশ্বাস—ফলাবশস্তাবিশিষ্ট, তদ্বিত পুরুষের উদাহরণ উল্লেখযোগ্য নহে, ইহাই অর্থ। ২৪

ইহার দ্বারা অর্থাৎ অতীত এগারটি শ্লোকে প্রদর্শিত বিচারদ্বারা শব্দোক্তজ্ঞানবিষয়ে ‘কি পাওয়া গেল ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) একবারমাত্র

আপ্তোপদেশ হইতে

পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়,

ইহা লোকানুভবমিচ্ছ।

সকদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানমুত্তবেৎ ।

বিমুগ্ধমুগ্ধ্যুপদেশো হি ন মীমাংসামপেক্ষতে ॥ ২৫

অর্থ—সকদাপ্তোপদেশেন পরোক্ষজ্ঞানম্ উত্তবেৎ । হি (যথা) বিমুগ্ধমুগ্ধ্যুপদেশঃ মীমাংসাম্ ন অপেক্ষতে।

অমুবাদ—ভ্রম-বিপ্রলিপ্সা-রহিত যথার্থবক্তা পুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা



(শ্রোতার) পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয়, যেমন বিষ্ণুমূর্তির উপদেশ পরোক্ষজ্ঞানোৎপাদনে বিচারের অপেক্ষা রাখে না অর্থাৎ বিচার বিনাই পরোক্ষজ্ঞান উৎপাদন করে।

টীকা—অপ্তপুরুষের একবারমাত্র উপদেশদ্বারা যে পরোক্ষজ্ঞান হয়, তাহা লোকের অন্তঃকরণে সমর্থন করিতেছেন—“যেমন” ইত্যাদি। ২৫।

ভাল, তাহা হইলে শাস্ত্রে কিহেতু বিচার করা হইয়াছে? এইরূপ আশঙ্কায় উক্তের বলিতেছেন যে অন্তঃস্থের কৰ্ম ও উপাসনাবিষয়ে সংশয় সম্ভব বলিয়া নিশ্চয়করণের জন্য বিচার করা হইয়া থাকে :—

(ড) সম্ভেদ সম্ভব বলিয়া  
কৰ্ম ও উপাসনাবিষয়ে  
বিচার কর্তব্য।

কৰ্মোপাস্তী বিচার্যোতে অন্তঃস্থাবিনির্ঘাৎ।

বহুশাখাবি প্রকীর্ত্তং নির্বেত্তং কঃ প্রভূর্নরঃ? ॥ ২৬

অর্থ—অন্তঃস্থাবিনির্ঘাৎ কৰ্মোপাস্তী বিচার্যোতে। বহুশাখাবিপকীর্ত্তম নির্বেত্তম কঃ নরঃ প্রভুঃ?

অনুবাদ—অনুষ্ঠানযোগা (বেদবিত্তিত) কৰ্ম ও উপাসনা বিষয়ে নির্ণয় না থাকায় কৰ্ম ও উপাসনা উভয়ই শাস্ত্রদ্বারা বিচারিত হইয়াছে। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট কৰ্ম ও উপাসনার নির্ণয় কোন মানব করিতে সমর্থ হয়?

টীকা—কৰ্মোপাসনাবিষয়ে সংশয়ের সম্ভাবনা উপপাদন করিতেছেন—“বেদের নানা শাখায়”—ইত্যাদি। বেদের নানা শাখায় নানাস্থানে উপদিষ্ট অর্থাৎ বিচিত্র, কৰ্মের ও উপাসনার একস্থানে সংগ্রহ করিতে আমাদেরের দ্বারা আধুনিক কোন মনব সমর্থ? কেহই নহে, তাহাই অসমর্থ। (বেদের শাখানির্ঘয় যথাযথ তপ্তিদীপের ১০০ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় বর্ণিত হইয়াছে)। ২৬

ভাল, কৰ্ম ও উপাসনার যখন নির্ণয় নাই তখন কতদূর অন্তঃস্থই নহে। এইরূপ আশঙ্কায় উক্তের বলিতেছেন :—

(চ) কল্পতরুনিপাত অর্থে  
বিশ্বাসবান বিচার বিনাই  
কৰ্মানুষ্ঠান করিতে পারে

নির্নীতোহর্থঃ কল্পসূত্রপ্রথিতস্তাবতাস্তিকঃ।

বিচারমন্তরেণাপি শস্তোহনুষ্ঠাতুমক্ষমঃ ॥ ২৭

অর্থ—নির্নীতঃ অর্থঃ কল্পসূত্রে প্রথিতঃ; তাবতা আস্তিকঃ বিচারম্ অন্তরেণ অপি অন্তঃস্থানুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ।

অনুবাদ—কৰ্মানুষ্ঠানবিষয়ে নির্ণীত অর্থসকল কল্পসূত্রসমূহদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। তাহাদের সাহায্যে কল্পসূত্রে বিশ্বাসবান আস্তিক পুরুষ বিচার বাস্তবকে অন্যায়সে কৰ্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়।

টীকা—কৈমিনি প্রভৃতি পূর্বাচার্যগণকর্তৃক, “নির্নীতঃ”—নির্দ্ধারিত যে সকল “অর্থঃ”—অনুষ্ঠানের প্রকার, কল্পসূত্রদ্বারা সংগৃহীত হইয়াছে। “তাবতা”—সেই সকল অর্থ স্ববিশ্বংগৃহীত বলিয়া তাহাতে বিশ্বাসবান পুরুষ, “বিচারম্ অন্তরেণ অপি”—বিচারবিনা, “অনুষ্ঠাতুম্ শক্তঃ”—কৰ্মের অনুষ্ঠান করিতে সমর্থ হয়। ব্যাকরণাদি ছয়টি বেদাঙ্গ মধ্যে ‘কল্প’ একটি বেদাঙ্গ, তাহাতে বৈদিক

কথ্যসমূহের অনুষ্ঠানপ্রকার প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ‘কল্প’—ছয়টি সংগ্ৰাহক ঋষির নামানুসারে জৈমিনীয়, আশ্বলায়ন, আপস্তম্ব, বোধায়ন, কাত্যায়নীয় ও বৈবস্বতীয় এই ছয় প্রকার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ২৭

তাল, সেই কল্পসমূহে ত’ উপাসনার বিচার করা হয় নাই ; সেইহেতু উপাসনাব অনুষ্ঠানের সম্ভাবনাই নাই ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) ঋষির্বিবর্তিত উপাসনাব  
বিচাবে অসমমর্থের  
কথ্যমুখ্যে শুনিয়া অনুষ্ঠান  
করিত।

উপাস্তীনামানুষ্ঠানমার্ষগ্রন্থেষু বর্ণিতম্।

বিচারাক্ষমমর্ত্যাস্ত তচ্ছ্রদ্ধোপাসতে গুরোঃ ॥ ২৮

অর্থ—আর্ষগ্রন্থেষু উপাস্তীনাম অনুষ্ঠানম বর্ণিতম্ ; বিচারাক্ষমমর্ত্যাঃ : অর্থোঃ তৎ শ্রদ্ধা  
উপাসতে।

অনুবাদ—উপাসনার অনুষ্ঠান সর্বজ্ঞাঋষিগণরচিত গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হইয়াছে।  
সেই সকল গ্রন্থের বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ্য হইতে যথায়োগা উপাসনাব প্রকাব  
শ্রবণ করিয়া উপাসনা করিবেন।

টীকা—“আর্ষগ্রন্থেষু”—ব্রহ্মদেবকৃত কল্প, বশিষ্ঠমুনিকৃত কল্প প্রভৃতি তৎপক্ষে সেই সকল  
উপাসনার প্রকাব বর্ণিত আছে। সেইহেতু “বিচারাক্ষমমর্ত্যাঃ”—যাহারা সেই সকল গ্রন্থের বিচাবে  
অসমর্থ, তাহারা সেই সকল ‘কল্প’ বর্ণিত সেই উপাসনাসমূহ গুরুমুখ্য হইতে অবগত হইয়া  
সেইগ্রন্থে অনুষ্ঠান করিবে, ইহাই অভিপায়। ২৮

তাল, তাহা হইলে আধুনিক গুরুগণগণও কেন বেদবাক্যের বিচাব করিতেছেন? এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন ; তাঁহারা আপনাপন বুদ্ধির সম্ভ্রান্তের নিমিত্ত বেদ  
বাক্যের বিচার কবিতা থাকেন, অনুষ্ঠানসিদ্ধির কল্প নহে :—

(৮) বেদবাক্যোপদেশ  
যাহাই উপাসনাব অনুষ্ঠান  
সম্ভব।

বেদবাক্যানি নির্ণেভুমিচ্ছন্ মীমাংসতাং জনঃ।

আত্মোপদেশমাত্রেন হনুষ্ঠানস্ত সম্ভবেৎ ॥ ২৯

অর্থ—জনঃ বেদবাক্যানি নির্ণেভুম ইচ্ছন্ মীমাংসতাম্ চি। তু আত্মোপদেশমাত্রেন  
অনুষ্ঠানম্ হি সম্ভবেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—তাৎপর্যানির্ণয় করিবার উদ্দেশ্যে বিদ্বান্ বেদবাক্যসমূহের  
বিচার করুন, কিন্তু আশু পুরুষের উপদেশমাত্রেই উপাসনার অনুষ্ঠান সম্ভব হয়। ২৯

বিচারদ্বারাই অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি ; তাহার প্রতিবন্ধক।

১। বিচারের দ্বারা অপরোক্ষ জ্ঞানের উৎপত্তি।

তাল, ব্রহ্মের উপাসনা যদি কেবল উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে এক্ষণে সাক্ষাৎ  
কারণ কেন সেইরূপ উপদেশমাত্রেই সিদ্ধ হয় না? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বিচার বিনা অক্ষসাক্ষাৎকৃতিভ্বেবং বিচারেণ বিনা নৃণাম্।  
উপাসক জ্ঞান অসম্ভব। আত্মোপদেশমাত্রেন ন সম্ভবতি কৃত্তচিৎ ॥ ৩০

অর্থ—এবম্ নৃণাম্ ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ তু বিচারেণ বিনা আশ্রোপদেশমাত্রেন কৃত্বচিৎ ন সম্ভবতি ।

অনুবাদ—এইরূপ, মনুষ্যদিগের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার বিচার বিনা কেবল আশ্রু-পুরুষের উপদেশমাত্রেই কোথাও সম্ভব হয় না ।

টীকা—“আশ্রোপদেশমাত্রেন”—কেবল আশ্রু পুরুষের উপদেশদ্বারা, উপাসনার অন্তর্ধানের উপযোগী পরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হয় । অপরোক্ষ জ্ঞান কিন্তু বিচার বিনা উৎপন্ন হয় না, এই তত্ত্ব ১৪ হইতে ২২ পর্যন্ত শ্লোকে বর্ণিত হইল । ৩০

বিচার বিনা কেবল আশ্রুজনের উপদেশমাত্রেই অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহার কারণ বলিতেছেন :—

(খ) বিচার বিনা পরোক্ষজ্ঞানমশ্রদ্ধা প্রতিবন্ধ্যতি নেতরং ।  
অপরোক্ষ জ্ঞানের অনু-  
পত্তির কারণ ।  
অবিচারোহপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ॥ ৩১

অর্থ—অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানম্ পতিবধাতি, ইতরং ন; অবিচারঃ অপরোক্ষস্য জ্ঞানস্য প্রতিবন্ধকঃ ।

অনুবাদ—কেবল অশ্রদ্ধা পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ; অত্যা কিছু অর্থাৎ বিচারাত্মক পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক নহে ; তাহা অপরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ।

টীকা—যেহেতু অবিশ্বাসই পরোক্ষজ্ঞানের প্রতিবন্ধক ঘটায়, বিচারাত্মক ঘটায় না, সেহেতু সেই অবিশ্বাসের নিবৃত্তি হইলে একবারমাত্র উপদেশেই পরোক্ষজ্ঞানের জন্ম সম্ভব হয় ; আর বিচারাত্মক প্রতিবন্ধকনিশিষ্ট অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি, বিচারদ্বারা বিচারাত্মক নিবৃত্তি বিনা, সম্ভব নহে । এইহেতু অপরোক্ষজ্ঞানেব উৎপত্তির জন্য বিচার কর্তব্য ; ইথা? অন্তিগ্রায় । ৩১

ভাল, বিচার করিলেও যদি অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তবে কর্তব্য কি ? তত্ত্বের বলিতেছেন :—

(গ) বিচারদ্বারা অপরোক্ষ  
জ্ঞান উৎপন্ন না হইলে  
বার বার বিচার কর্তব্য ।  
বিচার্যাপ্যাপরোক্ষ্যেণ ব্রহ্মস্বানং ন বেত্তি চেৎ ।  
আপরোক্ষ্যাবসানত্বেহাস্তু ত্বেহা ভূমো বিচারয়েৎ ॥ ৩২

অর্থ—বিচার্য্য অপি ব্রহ্মস্বানম্ আপরোক্ষ্যেণ ন বেত্তি চেৎ, আপরোক্ষ্যাবসানত্বে তু ভূমঃ বিচারয়েৎ ।

অনুবাদ—বিচার করিয়াও যদি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়া আত্মাকে অপরোক্ষ্যভাবে না জানিতে পারা যায় তাহা হইলে পুনঃ পুনঃ বিচার কর্তব্য ; কেননা অপরোক্ষ্যতাই বিচারের অবসান ।

টীকা—“বিচার্য্য অপি”—‘তৎ’ ও ‘অম্’ পদের অর্থ ব্রহ্ম ও আত্মার সম্যগ্ বিচার করিয়া যদি “তত্ত্বমসি” মতবাক্যের অর্থরূপে ব্রহ্ম ও আত্মার একতা অপরোক্ষ্যভাবে না জানা যায়, তাহা

হইলে বার বার বিচার করিবে ; কেননা, অপরোক্ষজ্ঞানের উৎপাদক অর্থাৎ অসাধারণ অন্তরঙ্গ সাধন, বিচার ভিন্ন অস্ত কিছুই নাই ! ৩২

ভাল, পুনঃ পুনঃ বিচার করিয়াও যদি ইহকালে সাক্ষাৎকার অর্থাৎ অপরোক্ষ জ্ঞান উৎপন্ন না হয়, তাহা হইলে ত' বিচার বার্থ হইয়া যাইবে । এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তবে বলিতেছেন :—

(ঘ) প্রতিবন্ধক থাকিলে  
পূর্বকৃত বিচারদ্বারা

বিচারসম্মারগণং নৈবাত্মানং লভেত চেৎ ।

জ্ঞানাত্মক অপরোক্ষ জ্ঞান  
উৎপন্ন হয় ।

জন্মান্তরে লভেতৈতৎ প্রতিবন্ধকস্য সতি ॥ ৩৩

অর্থ—আমরণম বিচাবয়ন্ আত্মানম ন এব লভেত চেৎ, জন্মান্তরে প্রতিবন্ধকস্য সতি লভেত এব ।

অনুবাদ ও টীকা—মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত বিচার করিয়াও যদি আত্মাকে জ্ঞাত করিতে অর্থাৎ জানিতে না পারে, তাহা হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধক ক্ষয় হইলে সাক্ষাৎলাভ হইবে । এইহেতু বিচার বার্থ হইবে না । ৩৩

ভাল, প্রতিবন্ধকবশতঃ এই জন্মে জ্ঞান না হইলে জন্মান্তরে প্রতিবন্ধকস্যে জ্ঞান হইবে— ইহা আপনি কোন্ প্রমাণদ্বারা জানিলেন ? এই আশঙ্ক্য উত্তবে বলিতেছেন, ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ লিখিয়াছেন “ঐহিকমপ্যাপ্রস্তুতপ্রতিবন্ধে তদদর্শনাৎ”—(ব্রহ্মসূত্র ৩।৪।১) বিজ্ঞানজ্ঞা “ঐহিকম অপি ভবতি,” জ্ঞানোৎপত্তি ইহ ভ্রমেই হইতে পারে, “অপ্রাপ্তপ্রতিবন্ধে”—প্রাপ্ত প্রতিবন্ধ বা উপস্থিত বাধক না থাকিলে ; “তদদর্শনাৎ”—এই সিদ্ধান্ত শ্রুতিকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে । প্রতিবন্ধ থাকিলে যে পর্য্যন্ত না প্রতিবন্ধক্ষয় হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞানোৎপত্তি হয় না, অবরুদ্ধ থাকে, সেই কারণে তাহা জন্মান্তরে হয় । কঠোপনিষদে ( ২।৭ ) এই সিদ্ধান্ত দেখা যায় । “দ্বারাই হানি যায় :—

১) ইহাও প্রমাণ ব্রহ্মসূত্র ইহ বামুক্ত বা বিদ্রোভোবং সূত্রকতোদিতম্ ।

২) প্রতিবন্ধন ।

শৃঙ্খলন্তোহপ্যত্র বহবো মন্মবিদ্বিরিতি জ্ঞাপতিঃ ॥ ৩৪

অর্থ—ইহ বা অমূল বা বিজ্ঞা ইতি এবম গুরুত্বা উদিতম্ । বহবঃ শৃঙ্খলঃ অপি যৎ এত ন বিদঃ ইতি জ্ঞাপতিঃ ।

অনুবাদ—এই জন্মে অথবা অন্য জন্মে বিজ্ঞা উৎপন্ন হয়, ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাস এইরূপ বলিয়াছেন । আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিয়াও প্রতিবন্ধক-বশতঃ আত্মাকে এই জন্মে জানিতে পারে না, এইরূপ শ্রুতিবচনও বলিয়াছেন ।

টীকা—জ্ঞান, শ্রবণ মনন নিদিধ্যাগনের অব্যবহিত পরেই জন্মে, ইহা পূর্বপক্ষী বলিতেছেন । কেননা, কোনও সাধক পরলোকে আত্মা জ্ঞান হইবে ভাবিয়া শ্রবণাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয় না ; এই ভ্রমেই জ্ঞান হইবে, এইরূপ আশায় লোকে শ্রবণাদি কাধ্যে প্রবৃত্ত হয়—এইরূপ পূর্বপক্ষের উত্তরার্থ উক্ত শব্দে বলা হইতেছে—যদি কোনওরূপ প্রতিবন্ধক না থাকে, তবেই জ্ঞানের উৎপত্তি ঐহিক, অর্থাৎ ইহকালেই হইতে পারে । পাছে কেহ আশঙ্কা করেন যে শ্রবণ মনন নিদিধ্যাগন

এই তিনটি ঐকান্তিক সাধন কি না—এইজন্ত সূত্রকার বলিতেছেন, জ্ঞানসাধনে প্রবৃত্ত হইলে যদি অজ্ঞান কৰ্ম্মবিপাক ( পূৰ্ব্বকৃত কৰ্ম্মের ফল ) উপস্থিত না হয় অর্থাৎ ভোগসাধক কৰ্ম্মকল উপস্থিত হইয়া জ্ঞানোৎপত্তির বাধা না জন্মায়, তাহা হইলে সেই একই উত্তমে বা একই জন্মে জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহা সূত্রকারের মত, ভাষ্যকার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রতিবন্ধক থাকিলে, এই জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না; তদ্বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণ দেখাইতেছেন—“আর অনেক লোকে শ্রবণাদির অতীতান করিয়াও” ইত্যাদি। সেই শ্রুতি বচনটি এই—[ শ্রবণায়াপি বহুভি গো ন লভাঃ, শৃণুস্তোহপি বহবো যং ন বিদুঃ । আশ্চর্য্যোহস্ত বক্তা কুশলোহস্ত লজ্জা আশ্চর্য্যো জ্ঞাতা কুশলাহুশিঃ ॥ কঠ উ, ২।৭ ] বহুলোকে সাম্প্রায়কে ( অর্থাৎ পরলোকবিষয়ে ) শ্রবণ করিতেও পায় না এবং বহুলোকে তাহা শ্রবণ করিয়াও বৃত্তিতে সমর্থ হয় না, কারণ ইহার বক্তা আশ্চর্য্যভূত ( জগৎ )। কুশল বা অভিজ্ঞ লোকেই ইহার লজ্জা অর্থাৎ শ্রোতা ইহা থাকে এবং “কুশলাহুশিঃ” অর্থাৎ আত্মদর্শী, সম্পন্নসাক্ষাৎকার লোকের নিকট শিক্ষাগ্রাপ্ত ব্যক্তিই ইহা জানিতে পারে; তদুপ জ্ঞাতাও আশ্চর্য্যভূত—ইত্যাদি শ্রুতিবচন আত্মার দর্শ্যসাধতা প্রদর্শন করিতেছে। অগ্রে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে উক্ত গীতাস্মৃতিও এই অর্থ সমর্পণ করিতেছে। ৩৪

ইহ জন্মে শ্রবণাদির অতীতান মুমুকুর জন্মান্তরে অপবাক্ষ জ্ঞান হয় এই অর্থের শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। [ গর্ভে হু সন্ন্যেধামবেদমহং দেবানাং জনিমানি বিশ্বা । শতং মহা পুর আয়সী ররক্ষমঃ শ্রেনো জবসা নিরদীয়মিতি—গর্ভে এব এতচ্ছ্যানো বামদেব এবমুবাচ—ঐতরেয় উ, ২।৪।৫ ]—আমি ( বামদেব ) গর্ভে অবস্থানকালেই এই সমস্ত দেবতার ( অগ্নি বায়ু পিতৃতির ) বহু সংখ্যক জন্ম সমাগরূপে অবগত হইয়াছি। তত্ত্বজ্ঞানোদয়ের পূর্বে বহু সংখ্যক আয়সী ( লৌহময়ী ) পুরী ( শরীর ) আমাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। তত্ত্বজ্ঞানের পোষাবে আমি শ্রোনপক্ষীর ন্যায় ঐ পাশ ছেদন করিয়া নির্গত হইয়াছি। বামদেব আমি গর্ভে অবস্থান কালেই ( নবম মাসে ) এই কথা বলিয়াছিলেন :—

(৫) ইহ জন্মে শ্রবণাদি-

বৃত্তের অস্ত জন্মে

জ্ঞানোৎপত্তি ; তদ্বিষয়ক

দৃষ্টান্তসহিত শ্রুতিবচন।

গর্ভেব শয়ানঃ সন্ বামদেবোহববুদ্ধবান্ ।

পূর্বাভ্যাস্তবিচারেণ যদ্বদধ্যয়নাদিস্ব ॥ ৩৫

অর্থ—গর্ভে এব শয়ানঃ সন্ বামদেবঃ পূর্বাভ্যাস্তবিচারেণ অববুদ্ধবান্ : যদ্বৎ অধ্যয়নাদিস্ব ।

অনুবাদ—মাতৃগর্ভে অবস্থিত থাকিয়াই বামদেব আমি পূর্বজন্মে অভ্যাস্ত বিচারের ফলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন; যেমন অধ্যয়নবিষয়ে দেখা যায় পূর্বকৃত অভ্যাসের ফলে লোকে কালান্তরে বৃত্তিতে ( বা স্মরণ করিতে ) পারে।

টীকা—যে জ্ঞান ইহ জন্মে উৎপন্ন হইল না, তাহার কালান্তরে উৎপত্তিবিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন অধ্যয়ন বিষয়ে” ইত্যাদি। ৩৫

গত শ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তটিকে সম্ভাব্য ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(৬) উক্ত দৃষ্টান্তের

ব্যাখ্যা।

বহুবীরমধীতেহপি যদা নান্নাতি চেৎ পুনঃ ।

দিনান্তরেহনধীট্যব পূর্বাধীতং স্মরেৎ পুমান্ ॥ ৩৬

অন্থ—বহুবাক্য অধীতে ‘অপি যদা ন আয়াতি চেৎ, পুনঃ দিনান্তরে অনদীতা এব পুমান পূর্যাদীতম্’ স্মরেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—অনেকবার অধ্যয়ন করিয়াও যখন বেদবচন স্মৃতি পথে না আসে, তখন পরে অন্যদিনে অধ্যয়ন বিনাষ্ট পূর্যাদীত বেদবাক্যকে লোকে স্মরণ করিতে পারে । সেই প্রকার ইহ জন্মে অন্তঃপন্ন জ্ঞানের কালান্তরে উৎপত্তি হইয়া থাকে । ৩৬

৩৫ সংখ্যাকশোকোক্ত ‘আদি’ শব্দদ্বারা সূচিত অত্র দষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(৩) শ্লোকসংস্থিত  
দষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকে  
যোজনাই ।

কালেন পরিপচ্যন্তে কৃষিগর্ভাদয়ো যথা ।

তদ্বদাভ্যবিচারোহপি শটেনঃ কালেন পচ্যতে ॥ ৩৭

অন্থ—যথা কৃষিগর্ভাদয়ঃ কালেন পরিপচ্যন্তে, তদ্বৎ ভ্যবিচারঃ ‘অপি শটেনঃ কালেন পচ্যতে’ ।

অনুবাদ—যেমন ক্ষেত্রোরোপিত বীজ এবং গর্ভাঙ্কিত বীর্ঘ্য কালক্রমে পরিপাক লাভ করে,—ফলবান হয় এবং জীবাকৃতি ধারণ করে, সেই প্রকার ভ্যবিচারে কালক্রমে ধীরে ধীরে পরিপাক লাভ করিয়া জ্ঞানরূপ ফলান্বিত হয় ।

টীকা—দষ্টান্তে কথিত অর্থ দার্ষ্টান্তিকে যোজনাই কবিরেছেন—“সেই প্রকার ভ্যবিচারে ‘পচ্যতে’ ইত্যাদি । ৩৭

১। অপারোক্ষ জ্ঞানোৎপত্তিবিষয়ে ত্রিবিধ প্রতিবন্ধক বর্ণন ।

কস্বেব নিচাব বহুবাব অন্তঃস্থিত ইত্যোও প্রতিবন্ধক থাকিলে, সাক্ষাৎকার উৎপন্ন হয় না

বাহ্যিকার সুরেখবাচাৰ্গাও এইরূপ নিরূপণ কবিরেছেন, ইত্যোই বলিতেছেন :—

(১) ঐহিকাবেব পবেৎ  
পরিবন্ধক থাকিলে,  
সাক্ষাৎকারের অন্তঃপত্তি  
ঐহিকারের সূচনাই ।

পুনঃ পুনঃ বিচারোহপি ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকতঃ ।

ন বেত্তি তত্ত্বমিত্যোতদ্বার্ত্তিকে সমাগীন্নিতম্ ॥ ৩৮

অন্থ—পুনঃ পুনঃ বিচারে ‘অপি’ ত্রিবিধ প্রতিবন্ধকতঃ তত্ত্বম্ ন বেত্তি ইতি এতৎ বাহ্যিকে সমাক্ষেপিতম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—বার বার বিচার করিলেও তিনপ্রকার প্রতিবন্ধকবশতঃ মুমুক্শু তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারে না—এই কথা বহুদারণাকবাস্তিকে সুরেখবাচাৰ্গাকঙ্কিত স্পষ্টভাবে নিরূপিত হইয়াছে । ৩৮

সেই বার্ত্তিকল্লোক এই ধ্যানদীপগ্রন্থে ৩৯ ইতি ৪৫ পর্য্যন্ত শ্লোকরূপে পাঠ করিতেছেন । ইন্ধ্যো পূর্ক জন্মে অন্তঃপন্ন জ্ঞান কেন বর্ত্তমান জন্মে উৎপন্ন হয়, তাহার কারণ ভিজ্ঞান করিতেছেন :—

\* ৩৯ ইতি ৪৫ পর্য্যন্ত ৭টি শ্লোকই বার্ত্তিকল্লোক বলিয়া টীকার রামকৃষ্ণকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে ; কিন্তু ৩৯ ও ৪০

৪১ শ্লোক দুইটি “সব্দক বার্ত্তিকে”র ২৯৪, ২৯৫ শ্লোকরূপে দৃষ্ট হয় । তদুভয়ের আনুশঙ্গিকভাবে টীকাব অনুবাদ প্রদত্ত

(খ) উদাহরণসহিত

ত্রিবিধ প্রতিবন্ধ-প্রতি-  
পাদক বার্তিকের পাঠ।

কৃতস্তত্ত্বজ্ঞানমিতিচেতদ্বন্ধি বন্ধপরিষ্কর্য্যৎ ।

অসাবপি চ ভূতো বা ভাবী বা বর্ততেহথবা ॥ ৩৯

অর্থ—( প্রশ্ন ) কৃতঃ তৎ জ্ঞানম্ ইতি চেৎ ? ( উত্তর ) তৎ হি বন্ধপরিষ্কর্য্যৎ । অসৌ

অপি চ ভূতঃ বা ভাবী বা অথবা বর্ততে । ( সম্বন্ধবাস্তবিক ২২৪ শ্লোক )

অনুবাদ—পূর্বজন্মে অমুৎপন্নজ্ঞান কেন বর্তমান জন্মে উৎপন্ন হয় ? যদি  
এইরূপ জিজ্ঞাসা কর তবে বলি—( সিদ্ধান্তীয় উত্তর )—সেই জ্ঞান প্রতিবন্ধের ক্ষয়  
হইলেই উৎপন্ন হয় । এই প্রতিবন্ধক আবার অতীত অথবা ভবিষ্যৎ অথবা বর্তমান ।

টীকা—“বন্ধঃ”—প্রতিবন্ধ ; তাহার “পরিষ্কর্য্যঃ”—নিঃশেষে বিনাশ । সেই প্রতিবন্ধ  
আবার অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন প্রকার । এই শ্লোকের আনন্দগিরিকৃত টীকা—  
(সম্বন্ধবাস্তবিকের টীকা হইতে)—সেই তত্ত্বজ্ঞান শাস্ত্র হইতে উৎপন্ন হয় না, কেননা, শাস্ত্রশ্রবণ  
করিয়াও কাহার কাহার তত্ত্বোপলব্ধি হয় না ; আর ( শাস্ত্রশ্রবণ ব্যতীত ) সেই জ্ঞানের উৎপাদক  
আর অল্প কোনও কারণ বা হেতু নাই—এই বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা হইলে কোথা  
হইতে সেই জ্ঞান উৎপন্ন হয় ? এই প্রশ্নকার সমাধান করিতেছেন :—“তৎ হি বন্ধপরিষ্কর্য্যৎ”—  
যাঁহার পাপক্ষয় হইয়াছে তাঁহারই শ্রবণাদিবশে তত্ত্বজ্ঞান হয় । ভাল, এই প্রতিবন্ধ অতীতকালিক  
ভবিষ্যৎকালিক অথবা বর্তমানকালিক ? তাহা অতীতকালিক নহে, কেননা, অতীতকালিক  
প্রতিবন্ধ বর্তমানকালিক জ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক হইতে পারে না, যেহেতু যাহা বিজ্ঞমান নাই,  
তাঁহার প্রতিবন্ধকতাও নাই । তাহা ভবিষ্যৎকালিকও নহে, যাহা এখনও উপস্থিত হয় না  
তাঁহার প্রতিবন্ধক হওয়া সম্ভব নহে । তাহা বর্তমানকালিকও নহে, কেননা, যে জ্ঞানোৎপত্তিব  
উপায়ের অনুষ্ঠান চলিতেছে, তাহার যে কোনও প্রতিবন্ধক বিজ্ঞমান, তাহার প্রমাণ নাই ; এইরূপে  
আশঙ্কা উঠাইতেছেন । ৩৯

ভাল. প্রতিবন্ধ এই তিন প্রকারেরই হইল । তাহা হইতে কি পাওয়া গেল ? তত্ত্বের  
বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত প্রতিবন্ধবিষয়ে  
প্রতিপ্রমাণ ।

অধীতবেদবেদার্থোহপ্যত এব ন মুচ্যতে ।

হিরণ্যানিধিদৃষ্টাস্তাদিদমেব হি দর্শিতম্ ॥ ৪০

অর্থ—অধীতবেদবেদার্থঃ অপি অতঃ এব ন মুচ্যতে । হি ( যতঃ ) হিরণ্যানিধিদৃষ্টাস্তাৎ  
ইদম্ এব দর্শিতম্ ।

অনুবাদ—বেদ ও বেদার্থ অধ্যয়ন করিলেও কোনও লোকে ইহারদ্বারাই মুক্ত

হইল । অবশিষ্ট ৪টি শ্লোকের অর্থ আংশিকভাবে “বৃহদারণ্যক বার্তিকসার”ের ২০৩ হইতে ২০৬ এই চারটি শ্লোকে দৃষ্ট  
হয়—“দৈবঃ ; বিভোদগো নাস্তি প্রতিবন্ধস্যং বিনা । অধীতবেদবেদার্থোহপ্যত এব ন মুচ্যতে । ২০০ । প্রতিবন্ধোই  
প্রমত্ততশ্চোদ্যোক্তোদয় ইহিকঃ । আমৃশ্বিকোহস্তথৈতাহ বাসহজ্ঞেয় নির্ণয়ম্ । ২০১ । প্রতিবন্ধকরোভূতোভবনতী  
ত্রিধাতমঃ । বামনবশুকাবীনাঃ ভূতো গর্ভে বৈ বোধনাৎ । ২০২ । বর্তমানোহম্মদানীনাঃ শূন্যস্তোপীহজ্ঞাননি যে তত্ত্বঃ সৈব  
ব্রহ্মন্তে তেবাং ভাবীতি নিশ্চয়ঃ । ২০৩ । পঞ্চদশীর ৪১ হইতে ৪৪ এই পাঁচটি শ্লোক বৃহদারণ্যকবার্তিকে পাওয়া গেল না ।  
রামকৃষ্ণ সম্বন্ধবাস্তবিক হইতে উক্ত শ্লোকের উদ্ধৃত দেখিয়া অবশিষ্ট পাঁচটি তত্ত্ব বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন ।

হইয়া যায় না, যেহেতু হিরণ্যনিধিদৃষ্টান্ত দিয়া ঋতি এই অর্থই দেখাইয়াছেন। সেইহেতু প্রতিবন্ধক থাকিলে জ্ঞান উৎপন্ন হয় না, ইহা সিদ্ধ হইল।

টীকা—“অতঃ এব” —ইহার দ্বারাই অর্থ্যৎ প্রতিবন্ধক বিদ্যমান থাকিলে, তদ্বারা জ্ঞানের উৎপন্ন হয় না, ইহা (ছান্দোগ্য উ, ৮।৩।২) ঋতিকর্তৃক প্রদর্শিত হইয়াছে :—[ তদ্বৎথা হিরণ্যনিধিম্ নিহিতম্ অন্ধৈরজ্ঞাঃ উপবৃপরি সঞ্চরন্তঃ ন বিন্দেয়ঃ এবম্ এব ইমাঃ সর্বাঃ প্রজাঃ অচরহঃ গচ্ছন্তাঃ এতম্ ব্রহ্মলোকম্ ন বিন্দন্তি, অনূভেন হি প্রত্যাচাঃ ]—এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত এই যে যাহারা নিষিক্তে জ্ঞানে না—অর্থ্যৎ কোন স্থানে নিধি বা গচ্ছিত ধন ভুগর্ভে রক্ষিত আছে জ্ঞানে না, তাহারা যেমন উপরে উপরে পরিভ্রমণ করিয়াও ভুগর্ভে নিহিত হিরণ্যনিধি লাভ করিতে পারে না, ঠিক তেমনি এই সমস্ত প্রজা অর্থ্যৎ প্রাণিগণ প্রতিদিন সৃষ্টিস্থিকালে জন্মাকাশাখা এককে প্রাপ্ত হইয়াও তাহা লাভ কবে না—কেননা, তাহাদের সত্যাকামনাসমুদয় অন্তঃখণ্ড বিষয়ভিলাষজনিত, অজ্ঞানে আবৃত বহিয়াছে।

এই শ্লোকের ‘অনন্দগিরিকৃত টীকা ( সম্বন্ধবাহিকাব টীকা হইতে )—ব্রহ্মজ্ঞানোদয়ের প্রতিবন্ধক যে থাকিতে পারে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ দেখাইয়া উক্ত আশঙ্কার উত্তর দিতেছেন :—“অতীতবেদার্থঃ ‘অপি অতঃ ন মুচ্যতে এব’—জ্ঞানোৎপত্তিব সমস্ত সামগ্রী ( উপকরণ ) বিদ্যমান থাকিলেও, কোন কোন স্থানে জ্ঞানোৎপত্তি দেখা যায় না ; সেই কারণেই তাহা উপস্থিত প্রতিবন্ধকবশতঃ। ইহা তাঃ।৫।১ সংখ্যক ব্রহ্মসূত্র এবং ( ৩৪ শ্লোকে উদ্ধৃত ) কষ্ট ঋতিবচনরূপ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ। পূর্বোপার্জিত পাণবিশেষ যে উক্ত প্রতিবন্ধক ঘটায়, তদ্বিষয়ে অর্থ্যাপত্তি প্রমাণ দেখাইয়া শ্রোতপ্রমাণ দিতেছেন ; হিরণ্যনিধির দৃষ্টান্ত দিয়া ( ছান্দোগ্য উ ৮।৩।২ ) ঋতি এই অর্থই বুঝাইয়াছেন। শ্রবণাদির অনুষ্ঠান করিলেও জ্ঞানোৎপত্তির যে এই প্রতিবন্ধক, ইহাকেই ‘পাপ’ বলা হইয়া থাকে। [ তদ্বৎথা ..... প্রত্যাচাঃ—ছান্দোগ্য উ, ৮।৩।২ পূর্বে ব্যাখ্যাত ] এই বচনদ্বারা ঋতি প্রতিবন্ধকের অস্তিত্ব পদর্শন কবিতোছেন। ৪০

তাল, যে বস্তু স্বয়ং অতীত হইয়াছে, তাহা যে প্রতিবন্ধকতা করে একপত’ দেখা যায় না—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

( ৭ ) অতীত প্রতিবন্ধকের অতীতেনাপি মহিবীন্নেহেন প্রতিবন্ধকতঃ ।

প্রাচীন : নিবৃত্তি  
উপায় ।

ভিক্ষুস্তত্ত্বং ন বেদেতি গাথা লোকে প্রগীষতে ॥ ৪১

অর্থ—অতীতেন অপি মহিবীন্নেহেন প্রতিবন্ধকতঃ ভিক্ষুঃ তত্ত্বম্ ন বেদ ইতি গাথা লোকে প্রগীষতে ।

অনুবাদ—পূর্বকালে অনুশীলিত মহিবীন্নেহবশতঃ কোন সম্যাসী তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই—এই মর্মে এক গাথা লোকসমাজে গীত হইয়া থাকে ।

টীকা—কোন সম্যাসী পূর্বে গার্হস্থ্যপ্রমে মহিবীর প্রতি স্নেহ করিয়া পরে সম্যাসপূর্বক স্বয়ং প্রবৃত্ত হইলেও, সেই স্নেহ হইতে উৎপন্ন প্রতিবন্ধকবশতঃ, তত্ত্বজ্ঞান গুরুকর্তৃক উপদিষ্ট হইলেও তাহা ধরিতে পারেন নাই—এই মর্মে “গাথা লোকে প্রগীষতে”—এক গল্প বা গীত লোকসমাজে প্রচলিত আছে বা গীত হইয়া থাকে, ( কিন্তু পুরাণাদিতে পঠিত দেখিতে পাওয়া যায়



না। ) এই টীকায় রামকৃষ্ণ ‘মহিবী’ শব্দের অর্থ পরিস্ফুট করেন নাই। আচার্য্য পীতাম্বর ‘মহিবী’ শব্দে ‘পশু বিশেষ’ বুঝিয়াছেন; অচ্যুতারায় বুঝিয়াছেন “কৃতান্তিষেকা মহিবী” ত্যমরঃ—রাজপত্নী ৷১১

তাহা হইলে সেই প্রকার অতীতপ্রতিবন্ধকগ্রস্ত সন্ন্যাসীর কি প্রকারে জ্ঞান উৎপন্ন হইল? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

**অমুসৃত্য গুরুঃ স্নেহং মহিষ্যাং তত্ত্বমুক্তবান্ ।**

**ততো মথাবদ্রেটদম প্রতিবন্ধক্য সংক্ষমাৎ ॥ ৪২**

অর্থ—গুরুঃ মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অমুসৃত্য তত্ত্বম্ উক্তবান্ ; ততঃ এষঃ প্রতিবন্ধক্য সংক্ষমাৎ মথাবৎ বেদ ।

অমুবাদ—গুরু সেই সন্ন্যাসীর মহিবীতে সজ্ঞাত স্নেহের অমুসরণ করিয়া তাঁহাকে তত্ত্বোপদেশ করিলেন। তদনন্তর প্রতিবন্ধক্য হইলে, সেই সন্ন্যাসীব শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই জ্ঞান জন্মিল।

টীকা—“গুরুঃ”—সেই সন্ন্যাসীর তত্ত্বোপদেশটা, “মহিষ্যাম্ স্নেহম্ অমুসৃত্য”—সেই মহিবীর প্রতি স্নেহের অমুসরণ করিয়া ( তাহার স্বরূপানুসন্ধানক্রমে ) “তত্ত্বম্ উক্তবান্”—মহিবীরূপ উপাদি যাহার, সেই ব্রহ্মের উপদেশ করিলেন। “ততঃ”—তদনন্তর সেই সন্ন্যাসীও মহিবীস্নেহরূপ প্রতিবন্ধকের বিনাশে গুরুপদিষ্ট তত্ত্ব, “মথাবৎ”—শাস্ত্রোক্ত প্রকারেই, জানিতে পারিলেন। অচ্যুতারায় ‘মহিবী’ শব্দে রাজপত্নী বুঝিয়াছেন বলিয়া “অমুসৃত্য” শব্দের অর্থ করিয়াছেন—সন্ন্যাসী গুপ্তপ্রেম ব্যক্ত করিয়া সতানিষ্ঠা প্রদর্শন করিলে, সেইভেতু তাহার প্রতি প্রীত হইয়া, মহিবীতে পঞ্চকোশের বিচারদ্বারা তত্ত্বোপদেশ করিলেন। ৪২

এই প্রকারে অতীতপ্রতিবন্ধক ব্রাহ্মইবা বর্তমান প্রতিবন্ধক ব্রাহ্মইতেছেন :—

( ৪ ) বর্তমানপ্রতিবন্ধক প্রতিবন্ধকো বর্তমানো বিষয়াসক্তিরূপঃ ।

চারিপ্রকার ; তাহাদের নিরুত্তির উপায় ।

**প্রজ্ঞামান্দ্যং কৃতকর্কশ বিপর্যায়দুরাগ্রহঃ ॥ ৪৩**

অর্থ—বর্তমানঃ প্রতিবন্ধকঃ—( ১ ) বিষয়াসক্তিরূপঃ ( ২ ) প্রজ্ঞামান্দ্যম্, ( ৩ ) কৃতকর্কশঃ,

( ৪ ) বিপর্যায়দুরাগ্রহঃ চ ।

অমুবাদ—বর্তমানপ্রতিবন্ধক বিষয়াসক্তিরূপ, বুদ্ধির মন্দতা, কৃতকর্ক, ও বিপরীত-বুদ্ধিতে যুক্তিহীন আগ্রহ ।

টীকা—বর্তমান প্রতিবন্ধকের মধ্যে প্রথমটি, বিষয়ে অর্থাৎ বিষয়ভোগে চিন্তের আসক্তিরূপ ; দ্বিতীয়টি, শাস্ত্রের গ্রহণে ও ধারণে বুদ্ধির তীক্ষ্ণতাভাব ; তৃতীয়টি, শুদ্ধতর্কনিপুণতাভেতু প্রতি-তাৎপর্ঘ্যের অন্তর্ধাকরণ ; চতুর্থটি, বিপর্যয়ে অর্থাৎ আত্মাকে কর্তৃত্বাদিধর্ম্মবৃত্ত বলিয়া ধারণার দুরাগ্রহ—যুক্তিরহিত অভিনিবেশ ; ইহাদের একটিমাত্র থাকিলে জ্ঞানোদয় হয় না, ইহাই অর্থ । ৪৩

এই বর্তমান প্রতিবন্ধকেরও নিরুত্তি কোন্ উপায়ে হইবে ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—

**শমাতৈঃ জ্ঞানাতৈঃ চাতত্ত্বতত্ত্বোচিটৈঃ ক্ষয়ম্ ।**

**নীতেহস্মিন্ প্রতিবন্ধকৈঃ স্বস্ত্য ব্রহ্মত্বমগ্নমুতে ॥ ৪৪**

অশ্বয়—তত্র তত্র উচিষ্টৈঃ শম্যৈষ্ঠৈঃ শ্রবণ্যৈষ্ঠৈঃ চ অগ্নিন্ প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম্ নীতে অতঃ বশ্য ব্রহ্মবন্ অশ্নুতে ।

অনুবাদ—যে রূপ প্রতিবন্ধক, তদনুরূপ শমদমাদির এবং শ্রবণমননাদির সাধন দ্বারা বর্তমান প্রতিবন্ধকের বিনাশ হইলে, সেই প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির দ্বাবাই সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে ।

টীকা—“শম্যৈষ্ঠৈঃ”—[ তস্মাদ্ এবম্বিৎ শাস্ত্রঃ দাস্ত্রঃ উপরতঃ তিতিক্ষুঃ সমাহিতঃ ভৃশা আত্মনি এব আত্মানম্ পশ্চতি সর্বম্ আত্মানম্ পশ্চতি—বৃহদা উ, ৪।৪।২৩ ]—অতএব এবম্বিধ মতিমজ্ঞ পুরুষ শাস্ত্র ( অন্তঃকরণজয়ী ) দাস্ত্র ( হস্তপদাদি ইন্দ্রিয়সংযমী ) উপরত ( বিষয়ভিলাষ হইতে নিবৃত্ত ), তিতিক্ষু ( শীতোষ্ণাদিধ্বন্দ্বসহিষ্ণু ) এবং সমাহিত ( একাগ্রচিত্ত ) হইয়া এই শরীরেই আত্মদর্শন করেন—কারণ তিনি সমস্তই আত্মস্বরূপে দর্শন করেন। খাব—[ আত্মা বা অরে দৃষ্টব্যঃ শ্রোতব্যঃ মন্তব্যঃ নিদিধ্যাসিতব্যঃ মৈত্রেয়ি—বৃহদা উ, ২।৪।৫ ] অতএব চে মৈত্রেয়ি, সপাদিকপিয় আত্মাকেই অবশ্য দর্শন করিবে, শাপ ও আচার্যের উপদেশ হইতে তাহার স্বরূপ জানিবে, তর্কদ্বারা তাহার স্বরূপ অবধারণ করিবে, তাহাব পূর্ব নিঃসংশয়রূপে তাহাব স্বরূপ ধ্যান করিবে—এই ক্ষতিদ্বয়ে যথাক্রমে কথিত শমদমাদি এবং শ্রবণমননাদি দ্বারা ; “তত্র তত্র”—সেই সেই প্রতিবন্ধকের নিবর্ত্তনে, “উচিষ্টৈঃ”—যোগ্যসাধনসমুহদ্বারা, সেই সেই “প্রতিবন্ধে ক্ষয়ম্ নীত”—প্রতিবন্ধকের বিনাশ সম্পাদিত হইলে, “অতঃ”—সেই প্রতিবন্ধকবিনাশদ্বাবাই “বশ্য ব্রহ্মবন্ অশ্নুতে”—সাধক প্রত্যগাত্মার ব্রহ্মভাব উপলব্ধি করে । ৪৪

এক্ষণে ভাবীপ্রতিবন্ধক বুঝাইতেছেন :—

(১) আগামি প্রতিবন্ধক—আগামিপ্রতিবন্ধকচ বামদেবে সমীরিতঃ ।  
‘বগা’ব কালনিয়ম নাই । একেন জন্মনা ক্ষীণো ভরতশ্চ ত্বিজন্মভিঃ ॥ ৪৫

অশ্বয়—আগামিপ্রতিবন্ধকঃ চ বামদেবে সমীরিতঃ, ( সঃ ) একেন জন্মনা ক্ষীণঃ ; ভবত্য বিজন্মভিঃ ক্ষাণঃ ।

অনুবাদ—বামদেবে লইয়া ভাবীপ্রতিবন্ধক বুঝান হইয়াছে । বামদেবেই সেই প্রতিবন্ধক এক জন্মে ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ; আর ভরতের তিনজন্ম লাগিয়াছিল ।

টীকা—“আগামিপ্রতিবন্ধকঃ”—প্রারম্ভ কৰ্ম্মফলের শেষ যাত্রা জন্মান্বয়েব কারণ হয়, তাহা ভোগ বিনা নিবৃত্ত হয় না বলিয়া তাহার নিবৃত্তির কালনিয়ম নাই । ইহাট বলিতেছেন :—“বামদেবে সেই প্রতিবন্ধক” ইত্যাদি । বামদেবেই সেই প্রতিবন্ধক একজন্মেই ক্ষয়প্রাপ্ত হইয়াছিল ; ভরতের প্রতিবন্ধক “নাশ পাইতে” জড়ভরতরূপে জন্মগ্রহণ পায় তিনজন্ম লাগিয়াছিল । “নাশ পাইতে” ইত্যাদি অর্থ পূর্বোক্ত ‘ক্ষীণ’ শব্দ হইতে পাওয়া যাইতেছে । ৪৫

ভাল, এক জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল এবং তিন জন্মে প্রতিবন্ধনাশ হইল, এই প্রকারে গণি প্রতিবন্ধকনিবৃত্তির কালনিয়ম আপনাই ত’ করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৫) প্রতিবন্ধনিবৃত্তির  
কালনিয়ম না থাকিলেও  
পূর্বকৃত বিচার বার্থ  
হয় না।

যোগভ্রষ্টস্য গীতান্নামতীতে বহুজন্মানি।

প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তো ন বিচারোহপ্যনর্থকঃ ॥ ৪৬

অর্থ—গীতায়াম্ যোগভ্রষ্টস্ত বহুজন্মানি অতীতে প্রতিবন্ধক্ষয়ঃ প্রোক্তঃ, বিচারঃ অপ্যনর্থকঃ ন।

অনুবাদ—ভগবদগীতাতেও কথিত হইয়াছে, যোগভ্রষ্ট পুরুষের অনেক জন্ম অতীত হইলে প্রতিবন্ধক্ষয় হয় ; তাহা হইলে বিচারও নিষ্ফল হইয়া যায় না।

টীকা—“যোগভ্রষ্টঃ”—যাঁহার বিচারের, তত্ত্বসাক্ষাৎকার পথান্ত্র ফলে পর্যাবসান হয় নাই। (শঙ্ক) —ভাল, তাহা হইলে ত’ তত্ত্ববিচার নিষ্ফল হইয়া যায়, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলি—তেছেন—“তাহা হইলে বিচারও” ইত্যাদি। প্রতিবন্ধনিবৃত্তির পরেই অপরোক্ষজ্ঞানরূপ ফল উৎপন্ন হয় বলিয়া, পূর্বজন্মাহুস্তিত বিচার নিষ্ফল হয় না। এস্থলে নিগূঢ় তত্ত্বটি এই—কোনও একটি কথ্য অনেক জন্মের হেতু হইতে পারে ; যেমন একই ব্রহ্মহত্যারূপ পাপকর্ম নরকদুঃখানুভবের পর, কুসর, সর্প, ভেক প্রভৃতি অনেক জন্মের হেতু হয় এবং কাহ্নিকী পূর্বমায়, কাহ্নিকস্বামীর সাক্ষাৎকাররূপ পুণ্যকর্ম, সাতবার মনাবিভূতিসম্পন্ন ব্রাহ্মণজন্মের হেতু হয়—শায়ে এইরূপ বর্ণিত আছে। এই প্রকারে অনেক জন্মের হেতু কোন এক কর্ম, প্রারব্ধরূপে পরিণত হইয়া ফলের আরম্ভক হয়। তাহাই আগামী প্রতিবন্ধ। শ্রবণাদিবিচাররূপ জ্ঞান সাধনে প্রবৃত্ত কোনও যমুক্বে এই প্রকার প্রতিবন্ধক থাকিতে জ্ঞানোৎপত্তি হয় না। এতহেতু এইরূপ কর্মের ফলরূপ জন্মসমূহের চরম জন্মে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, মানিতে হইবে, কেননা, ফলদানে প্রবৃত্ত প্রারব্ধ কর্মের ভোগ বিনা ক্ষয় নাই ; ইহা ঈশ্বরসঙ্কল্প। আর [ ন হি তস্ত প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি—বৃহদা উ, ৩।৪.৬ ; অত্র এব সমবনৌস্তে—ঐ অ২।১১ ]—তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না ; পরস্তু এপানেই স্বকারণীভূত পরমাশ্রিতেই বিলয়—অভিন্নভাব—প্রাপ্ত হয়। [ তস্ত তাবৎ এব চিবম্ যাবৎ ন বিমোক্ষে অথ সম্পৎস্তে ইতি—ছান্দোগ্য উ ৬।১৪।২ ]—তাঁহার সেই পর্য্যন্তই মোক্ষলাভের বিলয়, যাবৎ প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় না হয়, তাহার পর অর্থাৎ দেহপাতের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হন। এইরূপ শ্রুতিবচনপ্রমাণে জ্ঞানীর জন্মান্তর নাই, তহাই জ্ঞানের মহিমা। তাহা হইলে মধ্যবর্তী কোনও জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি হইতে পারে, স্বীকার করিলে এবং সেহেতু অবশিষ্ট জন্মগ্রহণ করিতে হয় না মানিলে, প্রারব্ধবার্থতা এবং সেহেতু ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গ, হয়। আবার জ্ঞানীর অর্থাৎ জ্ঞান হইবার পরেও জন্মান্তর মানিলে, জ্ঞানমহিমা ভঙ্গ হয়। এই উত্তরপ্রকার অবাহিত ফল মানিতে হয় ; এতহেতু চরম জন্মে জ্ঞানোৎপত্তি স্বীকার করাই সঙ্গত ; কেননা, তদ্বারা হুইদিক রক্ষা হয়—ঈশ্বরসঙ্কল্পভঙ্গের এবং জ্ঞানমহিমাভঙ্গের সম্ভাবনা থাকে না এবং পূর্বকৃত বিচারও বার্থ হয় না, সফল হয়। ৪৬

গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে ৪১ চাইতে ৪৫ শ্লোকে প্রতিপাদিত অর্থ (কিঞ্চিৎ পদপরিবর্তন করিয়া)

এস্থলে ৪৭ হইতে ৫০ শ্লোকে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৬) গীতার প্রতিপাদিত প্রাপ্যপুণ্যকৃত্যং ক্লোকাণামাত্তত্ত্ববিচারতঃ।

যোগভ্রষ্টস্য ফলে  
বর্জন।

শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে সাভিলাষোহভিজায়তে ॥ ৪৭

অদ্বয়—আত্মতত্ত্ববিচারতঃ ( গীতায়—উষিতা শাখতীঃ সমাঃ ) পুঙ্খকৃতান্ লোকান্ প্রাপ্য  
সান্তিলাভঃ ( গীতায়—যোগভ্রষ্টঃ ) শুচীনাং শ্রীমতাম্ গেহে অভিকায়তে ।

অমুবাদ—সাধক বা যোগভ্রষ্ট আত্মতত্ত্ববিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের স্বর্ণবিশেষ  
প্রাপ্ত হইয়া, যদি ঐহিক ভোগাকাঙ্ক্ষামুক্ত না হইয়া থাকেন, তাহা হইলে শুচি ধনবান  
লোকের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন ।

টীকা—যিনি যোগভ্রষ্ট, তিনি, “আত্মতত্ত্ববিচারতঃ”—আত্মতত্ত্ববিষয়ক অবগাদিক্রপ  
ব্রহ্মভাস নামক বিচারের ফলে পুণ্যকারিগণের অর্থাৎ অশ্রমেখাদিষাঙ্কিগণের, “লোকান্ প্রাপ্য”  
—স্বর্ণবিশেষ লাভ করিয়া, ( সেই সেই স্থানে দীর্ঘকাল ধরিয়া সুখাভুত্ব করিয়া, সেই ভোগের  
অবসানে ), “সান্তিলাভঃ চেৎ”—যদি ঐহিকভোগের বাসনানিমুক্ত হইয়া না থাকেন, তাহা হইলে  
এই লোকে “শুচীনাং”—শুদ্ধকুল হইতে আগত মাতা এবং শুদ্ধকুলোদ্ভব পিতা হইতে উৎপন্ন  
ধনিগণের, “গেহে”—কূলে, জন্মলাভ করেন । ৪৭

অল্পপক্ষের অর্থাৎ ভোগবাসনারহিত যোগভ্রষ্টের কথা বলিতেছেন :—

অথবা যোগিনামেব কূলে ভবতি ধীমতাম্ ।

নিষ্পৃহো ব্রহ্মতত্ত্বস্য বিচারাত্তদ্বি দ্রলভম্ ॥ ৪৮

অদ্বয়—অথবা নিষ্পৃহঃ ব্রহ্মতত্ত্ব বিচারাত্ এব ধীমতাম্ যোগিনাম কূলে ভবতি : হং চি  
দ্রলভম্ । ( গীতায় শেবার্দ্ধ—এতৎ চি দ্রলভতত্ত্বম্ লোকে জন্ম যৎ দ্রৈশম্যম্ । )

অমুবাদ—পক্ষান্তরে, যদি কামনাশূন্য হন, তবে ব্রহ্মতত্ত্বের বিচারদ্বারা লব্ধ-  
শুদ্ধবুদ্ধি যোগিগণের কূলে জন্মলাভ করেন, যেহেতু সেই জন্ম দ্রলভ ।

টীকা—“নিষ্পৃহঃ”—আর তিনি যদি অতিবৈরাগ্যবান হন, তাহা হইলে, “ব্রহ্মতত্ত্ববিচারাত্”  
এব ধীমতাম্—ব্রহ্মতত্ত্ববিচারদ্বারা আত্মতত্ত্ব নিষ্পৃহের বিচারযুক্ত, এইরূপ বুদ্ধিমান, “যোগিনাম”—  
যোগগতযুক্ত যোগিপুরুষদিগের, “কূলে ভবতি”—বংশে জন্মগ্রহণ করেন,—ইহাই অর্থ । প্রথম  
পক্ষ হইতে এই দ্বিতীয় পক্ষের বিশেষ কি ? তদন্তরে বলিতেছেন :—“চি”—যেহেতু, “তৎ”—সেই  
যোগিকূলে জন্ম, “দ্রলভম্”—অল্পপুণ্যে লাভ কবা যায় না ; সেইহেতু পঞ্চম পক্ষ হইতে তাহা ;  
বিশিষ্টতা । ৪৮

সেই যোগিকূলে জন্মে দ্রলভতা উপপাদন করিতেছেন :—

তত্র তৎ বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌরুষদেহিকম্ ।

যততে চ ততো ভূয়স্তস্মাদেতদ্বি দ্রলভম্ ॥ ৪৯

অদ্বয়—হি তত্র পৌরুষদেহিকম্ তন্ বুদ্ধিসংযোগং লভতে, চ ততঃ ভূয়ঃ যততে, তস্মাৎ এতৎ  
দ্রলভম্ । ( গীতায়—সংসিকৌ কুরুনন্দন ) ।

অমুবাদ—যেহেতু সেই জন্মে তৎপূর্বদেহে উৎপন্ন বুদ্ধির সংযোগ প্রাপ্ত হন  
এবং সেইহেতু অধিক প্রযত্ন করেন, সেই কারণে এই জন্ম দ্রলভ ।

টীকা—“হি”—যেহেতু, “তত্র”—সেই যোগিকূলে লব্ধ জন্মে, “পৌরুষদেহিকম্”—পুরুষদেহে  
উৎপন্ন, “তন্ বুদ্ধিসংযোগং লভতে”—তত্ত্ববিচারবিষয়কবুদ্ধির সম্বন্ধ শীঘ্র প্রাপ্ত হন । কেবল যে

বুদ্ধিসম্বন্ধমাত্র লাভ করেন একরূপ নহে, কিন্তু, “ততঃ”—সেই পূর্বপ্রযত্ন অপেক্ষা, “ভূয়ঃ যততে”—অধিক প্রযত্ন করিয়া থাকেন। “তস্মাৎ এতৎ জন্ম ত্বলভম্”—সেই কারণে এই যোগিকুলে জন্ম ত্বলভ। মধুসূদনস্বামী—‘ত্বলভ’ স্থানে গীতার ‘ত্বলভতর’ পাঠের ব্যাখ্যা এইরূপ করিয়াছেন—শুচি শ্রীমান রাজগণের কুলে যোগভ্রষ্টের যে জন্ম, তাহা ত্বলভ বটেই, কেননা, তাহা অনেক পুণ্যসঞ্চয়-সাধ্য এবং মোক্ষের তাহার পথ্যবসান, যেমন ভোগবাসনার শেষ থাকা হেতু অজাতশত্রু জনক ইত্যাদির জন্ম। কিন্তু শুচি দরিদ্র ব্রহ্মবিদ্যাসম্পন্ন ব্রাহ্মণদিগের কুলে যে জন্ম, ইহা শুকাদিব প্রসিদ্ধ জন্মের স্যায় ত্বলভতর—ত্বলভ হইতেও ত্বলভ, যেহেতু তাহা ভোগবাসনামুক্ত বলিয়া সর্বপ্রমাদকারণশূন্য এবং সৰ্বকৰ্মসম্মাসের যোগা। ৪২

অভ্যাসে অধিক প্রযত্নের কারণ বলিতেছেন :—

পূৰ্ণাভ্যাসেন তেটেনব হ্রিয়তে হাবশোহপি সঃ ।

অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাম্ গতিম্ ॥ ৫০

অর্থ—সঃ তেন পূৰ্ণাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে—( গীতার ৬।৪৪ শ্লোকের পূৰ্ণাৰ্দ্ধ )। অনেকজন্মসংসিদ্ধঃ ততঃ পরাম গতিম্ যাতি—( গীতার ৬।৪৫ শ্লোকের শেষাৰ্দ্ধ )।

অমুবাদ—যোগভ্রষ্ট সেই পূর্বজন্মের অভ্যাসবশতঃ স্বাতন্ত্র্য হারাষ্টয়া, আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। এই প্রকারে অনেক জন্মে সমাক্ সিদ্ধ হইয়া—সিদ্ধির পূর্ণতা লাভ করিয়া—সেই জ্ঞানজনিত পরমাগতি ( মুক্তি ) লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—সেই যোগভ্রষ্ট, “তেন পূৰ্ণাভ্যাসেন এব হি অবশঃ অপি হ্রিয়তে”—সেই পূৰ্ণাভ্যাসদ্বারা অপকৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়াই, “হ্রিয়তে”—আকৃষ্ট হইয়া থাকেন। মধুসূদনস্বামী দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়াছেন—যেমন ( সিদ্ধপারের ) অশ্বচোর বহুরক্ষিমদো রক্ষিত অশ্ব-অশ্বতবারিকে, তাহাদের ইচ্ছা না থাকিলেও, সকল রক্ষিরক্ষণ চেষ্টা বিফল করিয়া, অস্বাধারণ কোশলে তাহাদিগকে ধ্বংস করিয়া লইয়া যায় ; তদনুসার, ‘কখন ধ্বংস করিয়া লইয়া গেল ?’—এইরূপ বিচাবাসম্মান হয় ; এইরূপ যোগভ্রষ্ট অনেক জ্ঞানপ্রতিবন্ধকদ্বারা বেষ্টিত থাকিলেও, এবং সযৎ ইচ্ছা না করিলেও, বলবান্ জ্ঞানসংস্কার, নিজের অসামান্যসামর্থ্যবশতঃ সমস্ত প্রতিবন্ধকে পরাজয় করিয়া, তাঁহাকে আত্মবশে আনিয়া পাকে, ইহাই ধ্বংসার্থক ‘হ্র’ ধাতুর দ্বারা সূচিত হইয়াছে ; যেমন রণক্ষেত্রে অর্জুন স্বয়ং পূর্বসংস্কারপ্রবলতাবশতঃ জ্ঞানোন্মুখ হইয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য গীতার এই ৪৪ শ্লোকের ভাগে ইহার সূক্ষ্মকারণ এইরূপে নির্দেশ করিয়াছেন—যখন যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারের পাতায়ে যোগভ্রষ্টকর্তৃক অধিকতর বলবান্ ( প্রবলতর প্রারব্ধসমানীত ) ধর্মভঙ্গাদিরূপ কৰ্ম্ম, অশুষ্টিত হয় না, তখন সেই যোগাভ্যাসজনিত সংস্কারবশতঃ, যোগভ্রষ্ট অপকৃতস্বাতন্ত্র্য হইয়া সংসিদ্ধিতে প্রবৃত্ত হন ; আর যখন বলবন্তর অধর্ম্য তাঁহার দ্বারা অশুষ্টিত হইয়া যায়, তখন বলবন্তর অধর্ম্যদ্বারা যোগজনিত সংস্কার পরাভবপ্রাপ্ত হইয়া নিরুদ্ধ থাকে ; পরাভবের অবসান হইলেই আপনিত্ কাৰ্য্যারম্ভ করিয়া পাকে ; দীর্ঘকালব্যাপী পরাভবেও তাহার বিনাশ নাই—“নেহাভিক্রম-নাশোহসি”। এইহেতু যোগভ্রষ্ট, পরাভবনাশে প্রযত্নাধিক্য করিতে আকৃষ্ট হন। ৫০

অস্ত্র আগামিপ্রতিবন্ধ দেখাইতেছেন :—

(ক) অল্প আগাদি-  
প্রতিবন্ধক বর্ণন।

ব্রহ্মলোকাভিবাঙ্ঘ্যমাং সম্যক্ সত্যং নিরুধ্য তাম্।

বিচারয়েদ্ য আত্মানং ন ভু সাক্ষাৎকরোত্যায়ম্ ॥ ৫১

অর্থ—ব্রহ্মলোকাভিবাঙ্ঘ্যম্ সম্যক্ সত্যম্ তাম্ নিরুধ্য যঃ আত্মানম্ বিচারয়েৎ, অয়ম্ তু ন সাক্ষাৎকরোতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির ইচ্ছা দৃঢ় হইয়া থাকিলেও, সেই ইচ্ছাকে নিরুদ্ধ করিয়া যিনি আত্মতত্ত্ববিচার করেন তাঁহার সাক্ষাৎকাব হয় না অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান জন্মে না। ৫১

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির অভিলাষীর কি কোনও কালে মুক্তি হইবে না? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থী ইতি শাস্ত্রতঃ।

ব্রহ্মলোকে স কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে ॥ ৫২

অর্থ—বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থীঃ ইতি শাস্ত্রতঃ সঃ ব্রহ্মলোকে কল্পান্তে ব্রহ্মণা সহ মুচ্যতে।

অনুবাদ—“বেদান্তের বিজ্ঞান বা অনুভবদ্বারা যে সকল যতি, সম্যক্প্রকারে পরমাত্মতত্ত্বনিশ্চয় করিয়াছেন” ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিপ্রমাণবশতঃ, সেই সাধক ব্রহ্মলোকে কল্পের অবসানে ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া যান।

টীকা—[ বেদান্তবিজ্ঞানমুনিশ্চিতার্থীঃ সম্যাসযোগাদ্ যতয়ঃ শুদ্ধসদ্ব্যঃ। তে ব্রহ্মলোকেমু পরান্তকালে পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্বৌ ॥ যুগল উ ৩২।৩ষ্ঠ মন্ত্র ] সেই মন্ত্রের অর্থ—( চতুর্থ মন্ত্রে বর্ণিত ) বলাদি সাধনসম্পন্ন হইয়া যীতার পরমার্থলাভের জন্য যত্ন করেন, সেই যতিগণ, মতাপীকা বিচারজনিত জ্ঞানলভ্য যে পরমাত্মরূপ বস্তু, তদ্বিশেষে সংশয়নির্ধারণরহিত হইয়া সর্বকর্ম্মতাগরূপ সম্যাস এবং অবগাদি নিষ্ঠারূপ যোগের দ্বারা, রাগাদিমলনিম্মুক্তচিত্ত হইয়া, ব্রহ্মলোকে লিঙ্গশবীরভঙ্গরূপ চৈবমরগণসময়ে অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মার অন্তকালে, ব্রহ্মার দ্বারা প্রদত্ত অথবা স্বতঃ উৎপন্ন, জ্ঞান-দ্বারা ব্রহ্মাত্মভূত হইয়া ব্রহ্মে সর্বোপাধি পরিতাগপূরীক একতাপ্রাপ্ত হন। ” “ব্রহ্মণা সহ ৩ে সা সম্যাপ্তে প্রতিপদ্যরে পরম্বাস্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্”—\* প্রতিপদ্যবে (involution এ—কার্যাসমূহ নিজ নিজ কারণে উপসংস্কৃত হইতে থাকিলে ; ) ব্রহ্মার আয়ুর অবসানে মতাপ্রলয় উপস্থিত হইলে, বখন “পরমা”—পরমেশ্বর—সমষ্টিলিঙ্গ শরীররূপবিকাবাভিমানী ত্রিগুণাগর্ভেব “অন্ত” অর্থাৎ অবসান হয়, তখন সেই বিকারী ব্রহ্মের ( অর্থাৎ ব্রহ্মার ) সহিত সেই ব্রহ্মলোকে নিবাসিগণ, কৃতাত্মা—“শুদ্ধবুদ্ধিঃ”—উৎপন্নসম্যগ্‌বুদ্ধি ( লব্ধ ব্রহ্মজ্ঞান ) চইয়া, ( ব্রহ্মাও মোক্ষলাভ করিতে থাকিলে ) তাঁহার সহিত পরমপদে প্রবেশ করে অর্থাৎ মুক্ত হয়—ইত্যাদি শাস্ত্রবচনের বলে ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তত্ত্বসাক্ষাৎকার করিয়া ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হয়, ইচ্ছাট অর্থ। ৫২

এই প্রকারে তত্ত্ববিচার অনুষ্ঠিত হইতে থাকিলেও প্রতিবন্ধবশে চৈতন্যে সাক্ষাৎকার হয় না ; ইহা বর্ণন করিয়া বলিতেছেন—যাহারা তীত্রপাপী তাহাদের পক্ষে সেইরূপ বিচারও ত্রুত :—

### কেবাঞ্চিং স বিচারোহপি কৰ্মণা প্রতিবধ্যতে ।

(ক) বিচারেব প্রতিবদ্ধ। **অবগাম্যপি বহুভির্ষো ন লভ্য ইতি জ্ঞতেঃ ॥ ৫৩**

অর্থ—কেবাঞ্চিং সঃ বিচারঃ অপি কৰ্মণা প্রতিবধ্যতে ; যঃ বহুভিঃ অবগাম্য অপি ন লভ্যঃ ইতি ( কঠ- ) ক্রতেঃ ; ( কঠ উ, ২।৭ ) ।

অনুবাদ—কাহারও কাহারও সেই বিচার তীব্র পাপবশতঃ প্রতিকূল হইয়া থাকে । “যে-পরমাত্মবস্তুকে অবগণ করিবারও সুযোগ অনেক লোকের পক্ষে ঘটিয়া উঠে না”—এই অর্থের প্রতিবচন রহিয়াছে বলিয়া, সেই উক্তি অপ্রামাণিক নহে ।

টীকা—সেই তত্ত্ববিচারেও যে প্রতিবদ্ধক আছে তদ্বিষয়ে ক্রান্তিরূপ প্রমাণ বলিতেছেন—  
“যঃ”—যে-পরমাত্মবস্তুকে, “বহুভিঃ অবগাম্য অপি ন লভ্যঃ”—অনেক লোকের পক্ষে শুনিতে পাওয়াও অতি দুর্লভ । ৫৩

### নিষ্ঠুৰ উপাসনার সম্ভাব্যতা, প্রকারের বিচার ও বিলক্ষণতা

১। জ্ঞানের স্থায় নিষ্ঠুৰ উপাসনার সম্ভাব্যতা ও প্রকার ।

এ পৰ্য্যন্ত অর্থাৎ ৩৮ হইতে ৫৩ শ্লোকসমূহদ্বারা বলা হইল—প্রতিবদ্ধক থাকিতে তত্ত্বের সাক্ষাৎকার এবং তাহার সাধনরূপ বিচার সম্ভব নহে । এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে—বিচারে অসমর্থ অথচ মোক্ষরূপ পুরুষার্গ-সাধনেচ্ছু ব্যক্তির কর্তব্য কি ? তাহার উত্তর পূর্বোক্ত অর্থাৎ ২৮ শ্লোকে প্রদত্ত হইয়াছে যে, বিচারে অসমর্থ মানব গুরুমুখ হইতে যথাযোগ্য উপাসনাপ্রকার অবগণ করিয়া উপাসনা করিবেন । এক্ষণে সেই প্রতিজ্ঞারই উপপাদন করিতেছেন :—

(ক) বিচারাসমর্থ **অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাদ্বা সামগ্র্যা বাপ্যসম্ভবাৎ ।**

সমুদ্রের কর্তব্য । **যো বিচারং ন লভতে ব্রহ্মোপাসীত সোহনিশম্ ॥ ৫৪**

অর্থ—অত্যন্তবুদ্ধিমান্দ্যাং বা সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ অপি বা, যঃ বিচারম্ ন লভতে, সঃ অনিশম্ ব্রহ্ম উপাসীত ।

অনুবাদ—বুদ্ধির তীক্ষ্ণতার অত্যন্তাভাবপ্রযুক্ত অথবা উপযুক্ত দেশ, কাল, উপদেষ্টা এবং অধ্যাত্মশাস্ত্রের অপ্রাপ্তিপ্রযুক্ত, যে ব্যক্তি বিচার লাভ করিতে পারে না, সেই ব্যক্তি নিরন্তর ব্রহ্মের উপাসনা করিতেই থাকিবে অর্থাৎ ব্রহ্মচিন্তনরত থাকিবে ।

টীকা—“সামগ্র্যাঃ অসম্ভবাৎ”—সামগ্রীর অর্থাৎ উপদেষ্টা গুরুর, অধ্যাত্মশাস্ত্রের কিংবা অমূল দেশ কাল ইত্যাদির অপ্রাপ্তি হইলে । ৫৪

ভাল, নিষ্ঠুৰব্রহ্মতত্ত্ব গুরুহিত বলিয়া তাহার উপাসনা ত’ অনুষ্ঠানের অসাধ্য—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—‘উপাসনা’ শব্দে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বুঝায় : সেইহেতু সগুণব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি বৈরূপ সম্ভব, নিষ্ঠুৰব্রহ্মে প্রত্যয়ের আবৃত্তি সেটরূপট সম্ভব বলিয়া ‘উপাসনা’ অসম্ভব নহে :—

(খ) নিষ্ঠুৰব্রহ্মের উপা- **নিষ্ঠুৰব্রহ্মতত্ত্বস্য ন হ্যুপাদেশরসম্ভবঃ ।**

সনার সম্ভাব্যতা-

**সগুণব্রহ্মনীবাক্ত প্রত্যাবাবৃত্তিসম্ভবাৎ ॥ ৫৫**

প্রতিপাদন ।

অর্থ—নির্ণয়ব্রহ্মতত্ত্ব উপাস্তে: অসম্ভবঃ ন, হি . (যতঃ) সগুণব্রহ্মণি ইব অত্র প্রত্যয়বৃত্তিসম্ভবঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—নির্ণয়ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা অসম্ভব নহে; কেননা, সগুণ-ব্রহ্মের দ্বারা নির্ণয়ব্রহ্মও প্রত্যয়ের আবৃত্তি সম্ভব। ৫৫

( শঙ্ক ) ভাল, নির্ণয়ব্রহ্ম ত' বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া উপাস্ত হইতে পারেন না।

( সমাধান ) এইরূপ দোষারোপ ব্রহ্মের জ্ঞানপক্ষে ও তুল্যরূপে সম্ভব, অর্থাৎ তাহা হইলে ব্রহ্মজ্ঞানও অসম্ভব হইয়া পড়ে। ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) অবাধ্যনসগোচর ব্রহ্ম

উপাস্ত হইতে পারেন না।

বলিয়া শঙ্ক। সেই শঙ্ক।

ব্রহ্মজ্ঞানেও সম্ভব।

অবাধ্যনসগম্যাং তন্মোপাস্মিমিতি চেত্তদা।

অবাধ্যনসগম্যাস্য বেদমং ন চ সম্ভবেৎ ॥ ৫৬

অর্থ—অবাধ্যনসগম্যাম তৎ উপাস্যম ন ইতি চেৎ, তদা অবাধ্যনসগম্যাস্য বেদনম চ ন সম্ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—‘বচন ও মনের অগোচর নির্ণয় ব্রহ্ম উপাস্ত হইতে পারেন না’—যদি এইরূপ বল, তবে বলি তাহা হইলে বচন ও মনের অগোচর নির্ণয় ব্রহ্মের জ্ঞানও অসম্ভব হইবে। ৫৬

ভাল, ব্রহ্মকে বচন ও মনের অগোচররূপেই জানা যাউক, তবে, যদি এইরূপ বল, তবে বলি সেইরূপে ব্রহ্মের উপাসনাও করা যাউক, তাহা হইলে বচন ও মনের অগোচর নির্ণয় ব্রহ্মের জ্ঞানও অসম্ভব হইবে। ৫৬

(ঘ) ব্রহ্মজ্ঞানে উক্ত লোক-বাগাভ্যগোচরাকারমিত্যেব যদি বেত্ত্যসৌ।

‘নবায়ন’ ব্রহ্মপ সম্ভব

ব্রহ্মপাসনাতেও তদ্রূপ।

বাগাভ্যগোচরাকারমিত্যুপাসীত নো কৃতঃ ॥ ৫৭

অর্থ—বাগাভ্যগোচরাকারম ইতি এবম যদি আসৌ বেদিত, বাগাভ্যগোচরাকারম ইতি কৃতঃ নো উপাসীত ?

অনুবাদ ও টীকা—(বাদী—) বচনাদির অগোচর এই আকারেই অর্থাৎ ‘ব্রহ্ম অবাধ্যনসগোচররূপ’—এইরূপেই লোকে ব্রহ্মকে জানিতে পারে। ( সিদ্ধান্তী— ) তাহা হইলে ‘অবাধ্যনসগোচররূপ’ ব্রহ্ম এই আকারেই কেন লোকে ব্রহ্মের উপাসনা করিতে না পারিবে ? ( উত্তর ) অবশ্য পারিবে। ৫৭

ভাল, ব্রহ্মকে উপাস্ত বলিয়া মানিলে ব্রহ্মের সগুণতা আসিয়া পড়িবে। এইরূপ আশঙ্কা করিলে তত্ত্বতরে বলা বাইবে, ব্রহ্মকে বেত্ত বা জ্ঞানের দ্বারা বলিয়া মানিলে, তদ্বারাও সগুণতা আসিয়া পড়িবে। তত্ত্বতরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তিরদ্বারা ব্রহ্মকে বেত্ত অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

(৬) উপাস্তব্রহ্ম

সগুণতার লক্ষ্য করিলে,

ব্রহ্মব্রহ্মেও সগুণতা

তুল্যরূপে আসিবে।

সগুণব্রহ্মপাস্ত্ৰাহ্মাদি বেত্তব্রহ্মতোহপি তৎ ।

বেত্তং চেত্তদ্রূপকারিত্যা লক্ষণং সমুপাস্তাত্ম ॥ ৫৮



অথ—উপাস্তাৎ যদি সগুণবদ্, বেত্তব্যতঃ অপি তৎ ; লক্ষণাবৃত্তা বেত্তম্ চেৎ, লক্ষণমুপাস্তাতাম্ ।

অমুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের উপাস্ততা মামিলে ব্রহ্মকে সগুণ বলিয়া মানিতে হয়, তবে বলি ব্রহ্মের বেত্ততা মামিলেও সগুণতা আসিয়া পড়ে। তদ্বত্তরে যদি বল, লক্ষণাবৃত্তি দ্বারা ব্রহ্মকে বেত্ত অর্থাৎ জ্ঞেয় বলা হয়, তবে বলি, লক্ষণকেই অর্থাৎ লক্ষ্যরূপ ব্রহ্মকেই উপাসনা কর।

টীকা—বাদী যদি বলে লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া ব্রহ্মকে বেত্ত বলিয়া মানিলে ব্রহ্ম সগুণতাব সম্ভাবনা ঘটবে না, তদ্বত্তরে বলা যাটবে, উপাসনাও সেইরূপ লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিয়া করা যাটবে না কেন ? ইহাই বলিতেছেন—“তবে বলি লক্ষণকেই” ইত্যাদি দ্বারা। ৫৮

ভাল, প্রতিই ত’ ব্রহ্মের উপাস্ততার নিষেধ করিতেছেন—বাদী, সিদ্ধান্ত লইয়া এত শকা বর্ণন করিতেছেন :—

(৫) ( শকা ) প্রতি যৎ  
ব্রহ্ম উপাস্ততার নিষেধ  
করিয়াছেন।

ব্রহ্ম বিদ্বি তদেব হং ন ত্বিদং মদুপাসতে ।

ইতি ঋতন্তে রূপাস্ত্যন্তং নিষিদ্ধং ব্রহ্মণো যদি ॥ ৫৯

অথ—“অম তদেব ব্রহ্ম বিদ্বি, যৎ তু উপাসতে ইদম্ ন” ইতি ঋতে: ব্রহ্মণ: উপাস্তম্ নিষিদ্ধম্ যদি ।

অমুবাদ—“তুমি তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া জ্ঞান ; যাহাকে লোকে ব্রহ্ম বলিয়া উপাসনা করে, তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না”—এই প্রকার প্রতিপত্তি ( কেন উ, ১১৫ ) ব্রহ্মের উপাস্ততার নিষেধ করা হইয়াছে, ( যদি এইরূপ বল, ) ।

টীকা—[ যমুনস। ন মম্বতে, যেনাহ্মনো মতং তদেব ব্রহ্ম অং বিদ্বি নেদং যদিদুপাসতে—কেন উ, ১১৫]—লোকে মন্বারা গাঁহার সকল বা অবধারণ করিতে পারে না, মিনি মনকে আপনায় বিষয়ীভূত করেন, ব্রহ্মবিদগণ বলেন—তাঁহাকেই তুমি ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে ; যাহাকে লোকে “এই” বলিয়া—দেশকালাবচ্ছিন্ন বস্তু বলিয়া—উপাসনা করে, তাহা ব্রহ্ম নহে। প্রতি এইরূপে উপাস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাব নিষেধ করিতেছেন—ইহাই অভিপ্রায়। তুমি যাহা বাক্য ও মনের অগোচর “তদেব ব্রহ্ম বিদ্বি”—তাঁহাকেই ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিবে, “ইদম্ ন”—যৎ তু ( পুরুষা: ) উপাসতে তৎ ন বিদ্বি—যাহাকে লোকে উপাসনা করে তাহাকে ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিও না—এইরূপ অর্থ পাইবার মত অর্থ করিতে হইবে। ৫৯

( তবে বলি ) প্রতি উপাস্ত বস্তুর ব্রহ্মতাব যেমন নিষেধ করিয়াছেন, বেত্ত ( জ্ঞেয় ) বস্তুরও ব্রহ্মতাব সমানভাবে নিষেধ করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) ( সমাধান )

উপাস্তানিষেধের ভাষ্য  
প্রতিকর্ষক বেত্ততাও  
তুল্যরূপে নিষিদ্ধ।

বিদিতাদম্বাদেবেতি ঋতন্তে বেত্তত্বমস্ম্য ন ।

যথা ঋতন্তে বেত্তত্বং চেত্তথা ঋতন্ত্যাপ্যুপাস্তাতাম্ ॥ ৬০

অথ—বিদিতাৎ অন্তঃ এব ইতি ঋতে: অন্ত বেত্তবদ্ ন । যথা [ দৃষ্টন্তে ব্যগ্রায়া বৃদ্ধা দৃষ্টা

স্বল্পশক্তি: কঠ উ ৩।১২ ] ইত্যাদি—শ্রুত্যা এব বেদম্ চেৎ, তথা [প্রজ্ঞাম কুবীত ব্রাহ্মণ:—বৃহদা উ, ৪।৪।২১ ] ইত্যাদি শ্রুত্যা অপি উপাস্তব্যম্ ।

অনুবাদ—‘জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারে এইরূপ সকল স্থূলবস্তু হইতে সেই ব্রহ্ম একেবারে পৃথক্, আবার যাবতীয় সূক্ষ্মবস্তুরও উপরে অর্থাৎ তাহা হইতেও পৃথক্’—এই অর্থের প্রতিবচন হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মের বেদ্যতাও প্রতিবর্তক নিষিদ্ধ হইয়াছে। আবার ‘যাহারা সূক্ষ্মদর্শনশক্তিলাভ করিয়াছেন, তাহারা সূক্ষ্মবুদ্ধিধারা ব্রহ্মকে দর্শন করেন’—এই অর্থের প্রতিবচন হইতে ব্রহ্মের জ্ঞেয়তা—জ্ঞানবিষয় হইবার যোগ্যতাও—যেমন বুঝা যায়, সেইরূপ ‘যিনি ব্রাহ্মণ ( ব্রহ্মজ্ঞ ) হইবেন, তিনি প্রজ্ঞা—ব্রহ্মবিষয়ক প্রকৃষ্ট জ্ঞান অর্থাৎ উপাসনা করিবেন’—এই অর্থের প্রতিবচন হইতে ব্রহ্মের উপাসনযোগ্যতাও বুঝা যায়। সেইরূপ প্রতিবচন ধরিয়া উপাসনাও কর।

টীকা—অত্ৰং এব তৎ বিমিতাদ্ অথো অবিদিতাদ্ অধি—কেন উ, ১।৩]—( অর্থ অনুবাদে উক্ত )—এই প্রতিবচন ব্রহ্মের বেদ্যতাও নিষেধ করিতেছে। এখানে “বিদিতাৎ” শব্দে জ্ঞানের বিষয়—সকল জ্ঞাতবস্তু হইতে, “অবিদিতাৎ” শব্দে অজ্ঞানের বিষয় সকল অজ্ঞাতবস্তু হইতে, এইরূপ বৃত্তিতে হইবে। ভাল, জ্ঞানের বিষয় যে বিমিতবস্তু এবং অজ্ঞানের বিষয় যে অবিদিবস্তু, তদ্ব্যবহৃত হইতে ব্রহ্ম পৃথক্, প্রতি যখন এইরূপে ব্রহ্মপ্রতিপাদন করিয়াছেন, তখন ব্রহ্মকে সেইরূপই অর্থাৎ জ্ঞাত-অজ্ঞাতবস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়াই বৃত্তিতে হইবে। এইরূপ প্রতিবচন-পরিহার-চেষ্টা দেখিয়া বলিতেছেন—উপাসনাবিষয়েও সমাধান তুল্যরূপ:—সেইরূপ “যিনি ব্রাহ্মণ ( ব্রহ্মজ্ঞ ) হইবেন” ইত্যাদিধারা। ৬০

( শব্দ ) ভাল, ব্রহ্মের বেদ্যতা ত’ অবাস্তব। ( সমাধান ) উপাস্তব্যও তদ্রূপ; ইহাই বর্ণিতেছেন :—

অ) ব্রহ্মের বেদ্যতা

যিনি মিথ্যা, উপাস্তব্যও অবাস্তবী বেদ্যতা চেদ্রপাস্ত্যত্বে তথা ন কিম্ ?

ব্রহ্মণ : উত্তরের

ব্রহ্মি ব্যাপ্তি।

ব্রহ্মিব্যাপ্তির্বেদ্যতা চেদ্রপাস্ত্যত্বেহপি তৎ সমম্ ॥ ৬১

অনুবাদ—বেদ্যতা অবাস্তবী চেৎ ? উপাস্তব্যম্ তথা ন কিম্ ? ব্রহ্মিব্যাপ্তি: বেদ্যতা চেৎ উপাস্ত্যে অপি তৎ সমম্ ।

অনুবাদ—যদি বল ব্রহ্মের যে অবাস্তব বেদ্যতা, তাহাই স্বীকার করা হইতেছে, তবে বলি, ব্রহ্মের অবাস্তব উপাস্ত্যতাই বা কেন স্বীকার না করা হইবে ? যদি বল ব্রহ্মিব্যাপ্তি অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারা ব্রহ্মিই ব্রহ্মের বেদ্যতা, তবে বলি সেই ব্রহ্মিব্যাপ্তিই ব্রহ্মের উপাস্ত্যতা বিষয়েও কেন অস্বরূপ হইবে ? অর্থাৎ অন্তঃকরণের ব্রহ্মাকারাব্রহ্মিকরণই উপাসনা।

টীকা—ভাল, ব্রহ্মের ব্রহ্মাকারতা জ্ঞান পক্ষেই চলিবে, উপাসনা পক্ষে নহে। এইরূপ

আশঙ্ক্য উত্তরে বলিতেছেন :—শঙ্কের বলে বৃত্তির ব্রহ্মাকারতা, জ্ঞান ও উপাসনা উভয় পক্ষেই সমান । ( “বস্তুরূপানপেক্ষং পুরুষেচ্ছামাত্রত্বং মানসপ্রবাহঃ—উপাসনা” । বস্তুর বরূপের অপেক্ষা না রাখিয়া কেবল পুরুষেচ্ছাধারা নিয়ন্ত্রিত মানসপ্রবাহ—প্রত্যয়ের বা বৃত্তির প্রবাহকরণের নাম উপাসনা । অথবা “সমানপ্রত্যয়করণম্ উপাসনম্”—তুল্যরূপ প্রত্যয়ের প্রবাহকরণের নাম উপাসনা । আবার, “জ্ঞায়তে অনেন ইতি করণবুৎপত্ত্যা বৃত্তিজ্ঞানম্”—ধাহারধারা জানা যায় এইরূপে করণবাচ্যে জ্ঞা-ধাতুর উত্তর লুট্ ( অনট্ ) প্রত্যয় করিয়া যে ‘জ্ঞান’ শব্দ নিষ্পন্ন হয়, তাহার অর্থ ‘বৃত্তি’ । “বৃত্তিরূপং তদবচ্ছিন্নবৃত্তিপ্রতিবিম্বিতচৈতন্তরূপং চ জ্ঞানম্”—জ্ঞান মনোবৃত্তিরূপ এবং মনোবৃত্তির দ্বারা অবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্তরূপ ; ( অর্থাৎ জ্ঞান বলিতে যেমন মনোবৃত্তি অথবা বৃত্ত্যবচ্ছিন্ন বৃত্তিপ্রতিবিম্বিত চৈতন্তকে বুঝায় সেইরূপ উপাসনা বলিতে উপাস্তবিশয়ক প্রত্যয়ের বা মানসবৃত্তির প্রবাহকরণ বুঝায় । ) এইহেতু জ্ঞান ও উপাসনা উভয়ই ‘বৃত্তি’মূলক এই কথাই বলিতেছেন :—“যদি বল বৃত্তিব্যাপ্তি” ইত্যাদিধারা । ৬১

বৃত্তিহীন উপালব্ধ বা পরপক্ষদোষহৃৎক প্রশ্ন তোমার পক্ষেও সমান, ইহাও বলিতেছেন :—

(খ) বৃত্তিহীন পরপক্ষ- কঃ তে ভক্তিরূপাভ্যন্তরীণে চেৎ কন্তে দ্বৈষন্তদীরয় ।  
বুৎ উত্তরপক্ষেই সমান :  
উপাসনার প্রমাণ । মানাভ্যন্তরীণে ন বাচ্যাত্ম্যন্তাং বহুশ্রুতিষু দর্শনাৎ ॥ ৬২

অর্থ—তে উপাস্তো কঃ ভক্তিঃ ( ইতি ) চেৎ, তে কঃ দ্বৈষঃ তৎ ঈরয় । বহুশ্রুতিঃ দর্শনাৎ অস্তাম্ মানাভ্যন্তরীণে ন বাচ্যঃ ।

অনুবাদ—যদি বল, হে সিদ্ধান্তিন্, উপাসনা বিষয়ে আপনার এই ভক্তি কি প্রকার ? তবে বলি, হে বাদিন্, তাহাতে তোমার দ্বৈষের হেতু কি ? তাহাই অগ্রে বল । অনেক শ্রুতিতে নিগূর্ণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে, দেখা যায় বলিয়া তাহার প্রমাণ নাই, এরূপ বলা উচিত নহে ।

টীকা—ভাল, নিগূর্ণ উপাসনাবিষয়ে ত’ প্রমাণ নাই, এইরূপ আশঙ্ক্য ইহাও পারে বলিয়া বলিতেছেন—অনেক শ্রুতিতে নিগূর্ণ উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, নিগূর্ণ উপাসনার প্রমাণ নাই, এইরূপ বলা উচিত নহে ; ইহাই বলিতেছেন—“অনেক শ্রুতিতে” ইত্যাদি । ৬২

“অনেক শ্রুতিতে নিগূর্ণ উপাসনা বিহিত হইয়াছে দেখা যায়”—বাহ্য অতীত স্রোকে উক্ত

হইল, তাহাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) নিগূর্ণ উপাসনার উত্তরস্মিংস্তাপনীয়ে শৈব্যপ্রদগ্ধে কঠিকে ।

প্রমাণরূপ উপনিষদের উল্লেখ । মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্বত্র নিগূর্ণোপাস্তিরীকৃতিত্বাৎ ॥ ৬৩

অর্থ—উত্তরস্মিন্ তাপনীয়ে শৈব্যপ্রদগ্ধে অথ কঠিকে মাণ্ডুক্যাদৌ চ সর্বত্র নিগূর্ণোপাস্তিঃ ঈরিতা ।

অনুবাদ—নৃসিংহোত্তরতাপনীর উপনিষদে, প্রমোপনিষদে বর্ণিত শৈব্যকৃত ( পঞ্চম ) প্রদগ্ধে, কঠোপনিষদে, মাণ্ডুক্যোপনিষদে এবং অন্ত অর্থাৎ তৈত্তিরীয়, যজুর্ ইত্যাদি উপনিষদে নিগূর্ণ উপাসনা উপদিষ্ট হইয়াছে ।

টীকা—নৃসিংহোত্তর তাপনীয়োপনিষদের প্রথম (১।১) মন্ত্রেই নিষ্ঠূর্ণোপাসনা এইরূপে কথিত হইয়াছে :— [ দেবা হ বৈ প্রভাপতিম্ অক্ষবন্ অণোঃ অগ্নীয়াংসম ইমম্ আত্মানম্ ঔকারং নঃ ব্যাচক্ ] এইরূপ পুরাতন শুনা যায়—দেবতাগণ সাধনবিশেষদ্বারা পদীপ্ৰাপ্তঃকরণ হইয়া—প্রশ্ন করিবার যোগ্যতালভ করিয়া আচাৰ্য্য প্রভাপতিকৈ জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ঔকাররূপ এই আত্মা অণু অপেক্ষাও অণু তাত্ত্বা আমাদিগের নিকট ব্যাধা; করুন (যাঁহাকে আমরা উপাসনা করিতে পারি)। এত প্রশ্নের উত্তরে অনেকপ্রকার নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার “শৈবা প্রোক্তে”—প্রোক্তোপনিষদের শৈবাপ্রশ্ন নামক পঞ্চম প্রোক্তে (প্রশ্ন উ ৫।৫) [ বঃ পুনঃ এতম্ ত্রিমাতেণ ঔমিত্তানেন এব অক্ষরেণ পরম্ পুরুষম্ অভিধ্যায়ীত ]—যে পুরুষ আবার অক্ষর উকার মকার এত ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ঔকাররূপ অক্ষরদ্বারাট এই পরম পুরুষ ব্রহ্মের ধ্যান করে—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। আবার “কাঠকে”—কঠোপনিষদে (২।১৫) [ সর্ষে বেদা যৎ পদমামনস্তি ]—সকল বেদই (বেদান্তে) যে পরমলভ্যের (ব্রহ্মের) স্বরূপ বর্ণন করিতেছে—এত স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া [ এতদ্ এব হি অক্ষরম ব্রহ্ম, ২।১৬ : এতদ্ আলম্বনম্ শ্রেষ্ঠম—২।১৭ ]—যেহেতু এই প্রণবনামক অক্ষর, ব্রহ্ম : এই প্রণবরূপ আলম্বন—ব্রহ্মদৃষ্টিবৈ অধিকরণ—কার্য্যব্রহ্মের ধ্যানোপকারক বলিয়া, গায়ত্রী প্রভৃতি আলম্বন হইতে শ্রেষ্ঠ—ইত্যাদি বচনদ্বারা প্রণবের (ঔকারের) উপাসনা কথিত হইয়াছে। মাতৃকোপনিষদে—[ ঔম্ ইতি অক্ষরম ইদম্ সর্বম্—মাতৃকা উ. ১ ]—ঔম্ এই যে অক্ষর, ইহাই সব—ইত্যাদি বচনদ্বারা জাগ্রদাদি তিন অবস্থার অতীত, সাক্ষিরূপ ব্রহ্মের উপাসনা কথিত হইয়াছে। মূলের ‘আদি’ শব্দদ্বারা তৈত্তিরীয়, মুণ্ডক প্রভৃতি উপনিষদও বৃত্তিতে হইবে। এই সকল উপনিষদে নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা কথিত হইয়াছে। ৬৩

তাল, এই নিষ্ঠূর্ণ উপাসনার অনুষ্ঠান কি প্রকারে করিতে হইবে? তদন্তরে গণিতেছেন :—

(ট) উপাসনার অনুষ্ঠান-প্রকার বর্ণন; উপাসনা জ্ঞানের সাধন।

অনুষ্ঠানপ্রকারোহস্ত্যাঃ পঞ্চীকরণৈরিতঃ।

জ্ঞানসাধনমেতচ্চেন্নোতি কেনাত্র বারিতম্ ॥ ৬৪

অর্থ—অস্তাঃ অনুষ্ঠানপ্রকারঃ পঞ্চীকরণে ঈরিতঃ। এতৎ জ্ঞানসাধনম্ (ইতি) চেৎ, অত্র ন ইতি কেন বারিতম্ ?

অনুবাদ—এই নিষ্ঠূর্ণ উপাসনার অনুষ্ঠানপ্রকার সুরেশ্বরচার্য্যাকর্তৃক “পঞ্চীকরণবাস্তিক” নামকগ্রন্থে কথিত হইয়াছে। যদি বল নিষ্ঠূর্ণব্রহ্মের উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন (মুক্তির সাধন নহে), তবে জিজ্ঞাসা করি ‘জ্ঞানের সাধন নহে’ বলিয়া কে তোমাকে নিবারণ করিতেছে? কেহই নহে।

টীকা—তাল, এই নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা জ্ঞানেরই সাধন, মুক্তির সাধন নহে, যদি এইরূপ আশঙ্কা কর তবে বলি, আমরা যে এই প্রকরণের প্রথম দ্বোকে বলিয়াছি, ‘ব্রহ্মতত্ত্বের উপাসনা’ দ্বারাও লোকে মুক্ত হয়, তেঁহার এই উক্তি আমাদের সেই উক্তির অস্বল্পই হইতেছে—“যদি বল নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা” ইত্যাদি। অনেক উপনিষদে নিষ্ঠূর্ণ উপাসনা অতি সংক্ষেপে উক্ত

হইলেও, মাতৃকোপনিষদে বিশেষভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং ভাস্কর্য্য ও আনন্দগিরি তাহার বিস্তারিত ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুরেশ্বরচাৰ্য্য “বলীকরণবাণীকে” ভাস্কর্য্যপ্রদর্শিত নিষ্ঠগোপাসনা-প্রকার সংগ্রহ করিয়াছেন। নিশ্চলদাসপ্রণীত বিচারসাগরের পঞ্চম তরঙ্গেও তাহার সবিস্তার ব্যাখ্যা আছে। ৬৪

ভাল, সকলেই ত' সগুণ উপাসনার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, নিষ্ঠগ উপাসনার নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, নিষ্ঠগ উপাসনা উপনিষদাদিরূপ প্রমাণদ্বারা নির্ণীত হওয়ায়, নিষেধ অনুচিত :—

(৪) লোকে নিষ্ঠগ

উপাসনা করে না

বলিয়াই তাহার নিষেধ

অনুচিত; দৃষ্টান্তদ্বারা

সমর্থন।

নামুতিষ্ঠতি কোহপ্যত্যতদিত্যেচ্ছামুতিষ্ঠতু।

পুরুষস্তাপরাধেন কিমুপাস্তিঃ প্রদ্রুয়তি ? ॥ ৬৫

অর্থ—কঃ অপি এতৎ ন অনুতিষ্ঠতি ইতি চেৎ, মা অনুতিষ্ঠতু। পুরুষস্ত অপরাধেন উপাস্তিঃ কিম্ প্রদ্রুয়তি ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল, কেহই অর্থাৎ অনেকেই ত' নিষ্ঠগ উপাসনার অনুষ্ঠান করে না, তদুত্তরে বলি, না-ই করুক, লোকের অর্থাৎ অনুষ্ঠাতার অপরাধহেতু কি উপাসনা দূষিত বলিয়া অবধারিত হইতে পারে? (উত্তর) কখনই পারে না। ৬৫

যাহা প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ, তাহার অনুষ্ঠানভাবে তাহা পরিত্যাজ্য নহে; এই কথাই দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন :—

ইতোহপ্যতিশয়ং মত্বা মজ্জান্ বস্তাদিকারিণঃ।

মূঢ়া জপস্ত তেভ্যহতিমূঢ়াঃ কৃষিমুপাসতাম্ ॥ ৬৬

অর্থ—ইতঃ অপি অতিশয়ম্ মত্বা মূঢ়াঃ বস্তাদিকারিণঃ মজ্জান্ জপস্ত; তেভ্যঃ অতিমূঢ়াঃ কৃষিম্ উপাসতাম্।

অনুবাদ—এই সগুণোপাসনা হইতেও উৎকর্ষাধিক্য দেখিয়া মূঢ়গণ বলীকরণাদির অনুষ্ঠানমাত্র জপ করুক, এবং তাহা হইতে অধিক মূঢ় কৃষিকর্ষের উপাসনা বা সেবা করুক।

টীকা—এখানে অতিপ্রায় এই—যেমন কালান্তরতাবী পরলোকরূপকলপ্রদ সগুণোপাসনাপেক্ষা বলীকরণাদির অনুষ্ঠানের মত্রেয় লীজ্য ঐহিকফলপ্রদস্বরূপ উৎকর্ষ বুঝিয়া মূঢ়গণ, সেই সেই মত্রেয় জপাদিতে প্রবৃত্ত হয় কিন্তু শাস্ত্রজ বিচারলীল লোকে সগুণোপাসনা পরিত্যাগ করে না; অথবা যে প্রকার বলীকরণাদি ফলদায়ক মত্রেয় জপাদিতে দ্বান্দ্বোচাদিরূপ “নিরমের” অথবা অবিচ্ছেদ্য-পালন বা নির্দিষ্ট সংখ্যাদিপূরণাদি “নিরমের”, অপেক্ষা আছে দেখিয়া অথবা ব্যক্তি কলবিধের “অনিরম” বা ব্যক্তিচারিতা দেখিয়া এবং কৃষিপ্রকৃতিরূপ কর্ম্মে সেইরূপ নিরমের অপেক্ষা নাই দেখিয়া, তদপেক্ষা কৃষ্টাদিকর্ম্মের উৎকর্ষ বুঝিয়া, মূঢ়তর ব্যক্তিগণ তাহাতে প্রবৃত্ত হয়, এইরূপ

লোকে সেই বশীকরণময়ের অস্থান পরিত্যাগ করে না, সেইরূপ সাংসারিক কলাতিল্যবী ব্যক্তিগণ নিষ্ঠা উপাসনায় প্রবৃত্ত না হইলেও মুমুক্শুগণ নিষ্ঠানোপাসনা পরিত্যাগ করেন না। ৬৬

এতরূপে প্রসঙ্গপ্রাপ্তি অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া আলোচ্য বিষয়ের অন্তঃসম্বল কবিবেছেন :—

(৬) উপাসনা একই  
বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন প্রকার-  
পদ্ধতি উপাস্তের গুণসমূহের  
একত্র উপসংহার।

তিষ্ঠন্তু মূঢ়াঃ প্রকৃতা নিষ্ঠা গোপাস্তুরীস্যতে।

বিত্তক্যাং সৰ্বশাখাস্থান্ গুণানত্রোপসংহরেৎ ॥৬৭

অর্থ—মূঢ়াঃ তিষ্ঠন্তু প্রকৃতা নিষ্ঠা গোপাস্তিঃ স্বেয়াতে। বিত্তক্যাং সৰ্বশাখাস্থান্ গুণান্  
ঋদ উপসংহরেৎ।

অনুবাদ—মূঢ়পুরুষদিগের কথা থাকুক; আমরা উপস্থিত আলোচ্য নিষ্ঠা-  
উপাসনার কথাই বলিতেছি। নিষ্ঠা উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া, বেদের  
সৰ্বশাখায় উল্লিখিত গুণসকলকে একত্র অর্থাৎ উপাস্তব্রহ্মে উপসংহৃত করিতে হয়।

টীকা—“সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয় (অভিন্নম্ এব) চোদনান্তবিশেষাৎ” (বক্ষ্যত ৩৩১)

‘সৰ্বৈঃ বেদান্তৈঃ’—সমস্ত উপনিষদদ্বারা, ‘প্রতীক্সে যানি তানি সৰ্ববেদান্তপ্রত্যয়ানি’—বিভিন্ন  
উপাসনা সকল, ‘অভিন্নানি এব’—সৰ্বত্র একই প্রকার; তাহার কারণ এই, ‘চোদনা’—বিদ্যায়ক  
শব্দ বা বিশি, অথবা চোদিতপ্রবৃত্ত হইয়াছে ‘আদি’ বাহাদিগের—যে যল সংযোগাদির, তাহাদেব  
‘অবিশেষাৎ’—ঐক্যবশতঃ। ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে ভিন্ন ভিন্ন উপাসনা অভিহিত হইয়াছে এবং  
বেদান্তের নামভেদ, উপাসনার রূপভেদ ও কৰ্মভেদ দেখা যায়। এই কারণে অর্থাৎ নামভেদ  
বশতঃ বেদ হইতে বলিয়া সংশয় হয়—একট উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে অথবা  
প্রত্যেক বেদান্তে এক একটি পৃথক উপাসনা কথিত হইয়াছে? সিদ্ধান্ত এই—একট উপাসনা  
ভিন্ন ভিন্ন বেদান্তে কথিত হইয়াছে; কেননা, বিদ্যায়ক শব্দের ও ফলের ভেদ কথিত হয় না—  
এই দ্বাভ্যুসারে নিষ্ঠা উপাসনা একই প্রকারের বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উপাস্ত ব্রহ্মের যে যে  
গুণ স্তোত্র দায়, একই স্থলে তাহাদিগকে উপসংহৃত করিয়া—সাম্মিলিত করিয়া—উপাসনা ক-  
ৰ্তব্য, ইতাই বলিতেছেন—“নিষ্ঠা উপাসনা একপ্রকারমাত্র বলিয়া” ইত্যাদিভাবে। এবং  
স্থলে ঐক্য অর্থের অস্ত্র স্থলে অর্থের নিমিত্ত উপাস্তের নাম “উপসংহার।” গুণোপসংহা-  
ব শব্দের অর্থ—বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখায় উল্লিখিত গুণ (দর্শন), অস্ত্র (সাধন), ক্রিয়া বিশেষণসমূহেব  
একবৃত্তিতে উপারোহণের নাম গুণোপসংহরণ অর্থাৎ ব্রহ্মের বাচক আনন্দাদিপদসমূহ “একবাক্য”রূপ  
বলিয়া অর্থাৎ একার্থবোধকতাহেতু, পরস্পরাকাক্ষ্যবশতঃ বৃত্তিতে স্থাপনযোগ্য বলিয়া তদ্রূপ  
অবধারণ। যেমন সত্ত্বসমুদানে (মৌল কারবারে) দশজন মিলিয়া প্রত্যেকে এক এক লক্ষ মুদ্রা  
দিয়া বণিগ্ৰহণের আদায় করিলে প্রত্যেকেই, সমস্ত মুদ্রা বৃত্তিতে একত্র করিয়া বলিয়া থাকে  
‘আমি দশলক্ষ টাকার কারবার করিতেছি, সেইরূপ ব্রহ্মের ধর্ম, সাধন বা বিশেষণকে এক অর্থ  
বৃত্তিতে স্থাপনকে ‘গুণোপসংহার’ কহে। ৬৭

উপাস্ত ব্রহ্মের গুণ অর্থাৎ ধর্মসমূহ দুই প্রকার—যথা ‘নিষেধ’ অর্থাৎ নিষেধাব্যবোধিত  
(positive) এবং ‘নিষেধ্য’ অর্থাৎ নিষেধাব্যবোধিত (negative); তন্মধ্যে [আনন্দো বক্ষ—

তৈত্তিরীয় উ, ৩৩।১] ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ ; [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩৩।২৮] ব্রহ্ম—বিজ্ঞানানন্দরূপ ; [নিত্যঃ শুদ্ধো বুদ্ধঃ সত্যো মুক্তো নিরঞ্জনো বিতুরদ্বয় আত্মানন্দঃ পরঃ প্রত্যগ্-করসঃ—নৃসিংহ উ তা, উ ২] ব্রহ্ম—নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ সত্য মুক্ত নিরঞ্জন বিতু ( ব্যাপক ) অদ্বয়, নিরতিশয়ানন্দ, প্রত্যক ( সর্বান্তর ), একরস ইত্যাদি যে সকল বিধেয় গুণ, তাহাদের উপ-সংহার একাধারে একত্রীকরণ\*, “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” ( ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।১১ ) এই অধিকরণসূত্রে কথিত হইয়াছে—( আনন্দরূপত্ব-বিজ্ঞানত্বনত্ব-সর্বগতত্ব-সর্বাশ্রয়ত্ব-সত্যত্বাদয়ঃ তত্র তত্রোক্তাঃ সর্বো এব ধর্ম্যাঃ প্রধানন্ত বিশেষন্ত প্রতিপত্ত্বাঃ, সর্বাভেদাৎ ইতি আত্মত্ব তেতুঃষোড়শীয়াঃ )—আনন্দরূপত্ব প্রভৃতি যে সকল ধর্ম ব্রহ্মে পরিকল্পিত, সেই সকল এক স্থানে কথিত হয় নাই ; না হইলেও অর্থাৎ সাক্ষাৎ সঘঞ্জে কথিত না হইলেও তাৎপর্যবশে বর্ণিতে হইবে যে সমুদয় গুণিষ্ট একত্র প্রধানের অর্থাৎ বিশেষ্যভূত ব্রহ্মের ধর্ম বা বিশেষণ—ফলতঃ যাচা কিছু ব্রহ্মের স্বরূপবিশেষণ, সমস্তই সর্বত্র সংগৃহীত হইবে ; কারণ এই যে ব্রহ্ম সর্বত্র ভেদরহিত এবং প্রধান বা বিশেষ্য। যখন বিশেষ্যের ভেদ নাই, একটী বিশেষ্য সর্বত্র কথিত, তখন কোন এক স্থানে কোন এক বিশেষণ কথিত না হইলেও, তাহা কথিতের জায় গণ্য হইবে। ইহা বাস উক্ত অধিকরণসূত্রে বর্ণন করিয়াছেন। ইহাট বলিতেছেন :—

(চ) ব্রহ্মসূত্রদ্বারা বিধেয় আনন্দাদেবর্বিধেষয়ন্ত গুণসমুদয়সংস্কৃতিঃ ।

ও নিবেদ্য গুণসমূহের বর্ণন।

আনন্দাদয় উতাম্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ॥ ৬৮

অর্থ—আনন্দাদেবর্বিধেষয়ন্ত গুণসমুদয় সংস্কৃতিঃ, “আনন্দাদয়ঃ” ইতি অম্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন বর্ণিতা ।

অনুবাদ—আনন্দপ্রভৃতি বিধেয় ( অনিবেদ্য বা positive ) গুণসমূহের উপসংহার করিতে হইবে ; ইহা বাসকর্তৃক “আনন্দাদয়ঃ প্রধানন্ত” ( ব্র. সূ. ৩।৩।১১ ) এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে ।

টীকা—আর যে বক্তব্যরূপক ক্রটিতে [ অতুলম্ অনপু অহবম্ ৩।৮।৮ ]—সেই অক্ষর বস্তুটি স্থূল নহে, সূক্ষ্ম নহে, হ্রস্ব নহে, দীর্ঘ নহে, এবং সুগুণ ক্রটিবচনে [ যৎ তদ্র অস্ত্রেগ্রম অগ্রাধম অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অবায়ম্—২।১।৬ ]—যে সেই অদ্বস্ত ( জ্ঞানেন্দ্রিয়গম্য ) অগ্রাধ ( কর্মেন্দ্রিয়গ্রহণযোগ্য ), শব্দগুণহীন অথবা শব্দহারা ‘এতরূপ’ এই ভাবে অবৈজ্ঞ ইত্যাদি ; কঃ ক্রটিবচনে [ অশব্দম্ অস্পর্শম্ অরূপম্ অবায়ম্—৩।১।৫ ]—স্পর্শগুণহীন অতএব বৃগিঞ্জিরের

\* যখন আত্মার সমগ্রত্ব সাধিতে হয় তখন নিত্যবাদিহেতু দ্বারা ইহা সাধিতে হয়। যখন নিত্যত্ব সাধিতে হয় ; তখন সমগ্রত্বাদি উক্ত দ্বন্দ্বশব্দকে দ্বারা ইহা সাধিতে হয় ; শুদ্ধবাদিও এইরূপে সাধনীয়, বুদ্ধিমান লইতে হইবে ( নৃ. উ. তা. উ—মিকা ) ।

† অধিকরণ—অবাস্তব প্রকরণ, তাহা বিদ্য, সংশয়, পূর্বপক্ষ, উত্তর সিদ্ধান্ত ও নির্ণয় এই পঞ্চাঙ্গবোধক বাস্তবরূপ। ব্যাস রচিত ৫৫৫টি ‘ব্রহ্মসূত্র’ ১০২টি অধিকরণে বিভক্ত। আনন্দাদির উপসংহাররূপ অধিকরণ, তৃতীয়াধ্যায়ের তৃতীয়াধ্যায়ের ষষ্ঠ অধিকরণ। উক্ত সূত্র এই অধিকরণের প্রথমসূত্র বলিয়া ইহাকে “অধিকরণসূত্র” বলা হইয়াছে ।

অবিষয়, অরূপ অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, অব্যয় নিরিকার ইত্যাদি (ব্রহ্মের) নিষেধাণ্ডসমূহ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় সেই সেই উপনিষদে শুনা যায়, তাহাদের উপসংহার ব্যাসকর্তৃক তৃতীয়াধ্যায়ের ‘নিষেধোপসংহার’ নামক বিংশ অধিকরণে, “অক্ষরধিয়াম্ তু অবরোধঃ সামান্যতত্ত্বাবাভ্যাম্ ঔপসদবৎ তদ্ উক্তম্”—(ব্রহ্মসূত্র ৩।৩।৩০) এই সূত্রে উক্ত হইয়াছে। ‘তু’ শব্দটি পুঙ্গপক্ষেব ব্যাবর্তক, “অক্ষরধিয়াম্”—‘অক্ষরে’ ধর্মী ব্রহ্মে বৈতের নিষেধবুদ্ধি হয় যে সকল শব্দদ্বারা, সেই সকল ‘অস্থূল’দি নিষেধবোধক শব্দদ্বারা, সেট শব্দসমূহের অবরোধ বা উপসংহার হইবে বা হইবে না—এইরূপ সংশয় হইলে, ‘হইবে না’ এই পক্ষটির পরিহারপূর্বক, ‘হইবে’ এই পক্ষটি সিদ্ধান্তরূপে পাওয়া গেল, কেননা, “সামান্যতত্ত্বাবাভ্যাম্”—ব্রহ্মের বিশেষনিরাকরণরূপ প্রতিপাদনপ্রকার সর্বত্রই সমান এবং সকল শ্রুতির প্রতিপাত্ত ব্রহ্ম একই—ইহা বুঝিতে পাওয়া যায়। ভাষ্যকার ব্যাখ্যায় বলেন যেমন ব্রহ্ম ও ব্রহ্মপ্রতিপাদন প্রণালী সর্বত্র এক ও একরূপ, তখন একস্থানান্তে বিশেষণ স্থানান্তরে কেন না গৃহীত হইবে? এ বিচার “অনন্দাদয়ঃ প্রধানতঃ” সূত্রে বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেই সূত্রে কেবল বিধিমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইয়াছে; এই সূত্রে নিষেধমুখ বিশেষণগুলি বিচারিত হইল, এই মাত্র বিশেষ। “ঔপসদবৎ”—যেমন উপসদকণা অঙ্গবাগ\* “তৎ উক্তম্”—তাঁহা জৈমিনিরচিত “গুণমুখ্যব্যাতিক্রমে তদর্থত্বানুখ্যেয়ং বেদসংযোগঃ” (বৈ সূ ৩।৩।২)—(গুণ (অঙ্গ) ও মুখ্য (অঙ্গী); তত্ত্বভয়ের বিবোধ হইলে মুখ্যেব (অঙ্গীর) সহিতই অমুখ্যের বা অঙ্গের (মন্ত্র নিচয়ের) সম্বন্ধ হইবেক; ইত্যই সূত্রভাবার্থ।)—এই সূত্রে বর্ণিত হইয়াছে। ফলিতার্থ—ব্রহ্ম সর্বত্র সর্বনিষেধেব আশ্রয় অর্থাৎ প্রত্যেক শ্রুতিস্থ নিষেধ প্রত্যেক শ্রুতিতে বহন করিয়া লইয়া যাইতে হইবে এবং তদ্বারা ‘একবাক্য’-প্রক্রিয়ায় অণ্ডকরস পরব্রহ্ম—‘অক্ষর’, অখণ্ড বুদ্ধিগোচর হইবেন। [ (উক্ত সূত্রেব শাস্ত্রব ভাষ্যানুসারে ) বর্ণিত সিদ্ধান্তের অনুকূল দৃষ্টান্ত ‘উপসদ’ বাগ। যেমন যমদয়িকৃত ‘অহীনসমঃ পুরোডাশাশিনী উপসদেব অমুষ্ঠান হইয়া থাকে; তাহাতে যে পুরোডাশ প্রদানের মন্ত্র পঠিত হয়, সেট মন্ত্র উল্লাস্তুবেদোৎপন্ন, অর্থাৎ সামবেদেই সেই সকলের প্রথম উপদেশ; অথচ পুরোডাশ উপসাত্তকর্তৃক প্রদত্ত না হইয়া, অধ্বর্যুকর্তৃক প্রদত্ত হয়। অঙ্গ সকল প্রধানের অধীন। সেহ কারণে ‘এ’ পূর্বোক্ত কারণে অধ্বর্যুর সহিত সেই সকল মন্ত্রের সম্বন্ধ হইয়া থাকে—অধ্বর্যুই সর্বত্র পুরোডাশ প্রদান-মন্ত্র পাঠ করেন। যজ্ঞপ সামবেদোৎপন্ন পুরোডাশপ্রদানমন্ত্র সার্বত্রিক, সেইরূপ যে কোন বেদে বা শাখায় উৎপন্ন অক্ষর বা ব্রহ্ম বিশেষণগুলিও সার্বত্রিক অর্থাৎ অক্ষরাধীনতা ভেদে সর্বত্রই অক্ষরের সহিত সম্বন্ধ হয়। এই সিদ্ধান্ত প্রথমকাণ্ডে বা পূর্ণ মীমাংসায় কথিত হইয়াছে

\* যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয় শাখায় পুরোডাশসাধাবাগের বিধান আছে। তন্মধ্যে, চতুর্দশ সাধা একটি যাগ আছে, তাহাব নাম ‘অহীন’ (অহোভিঃ সাধাম্)। অহীন যাগ যমদয়িকর্তৃক প্রথম অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। সেট কাণ্ডে তাহাব অঙ্গ নাম যামদগ্ন্য-অহীন। এই অহীন যাগে পুরোডাশপট্ট ‘উপসদ’ নামক অঙ্গবাগ অনুষ্ঠিত হয়। উপসদ পুরোডাশপ্রদানসাধা এবং পুরোডাশপ্রদানের মন্ত্রগুলি সামবেদোৎপন্ন অথচ তাহা সার্বত্রিক অর্থাৎ উল্লাসাত্তকর্তৃক পঠিত না হইয়া অধ্বর্যুকর্তৃক পঠিত হয়। সামবেদবিহিত কর্ণের বা যজ্ঞেব পুরোচিত ‘উল্লাসাত্ত’ যজুর্বেদবিহিত কর্ণকর্ষা বা যজ্ঞপূর্বোচিত ‘অধ্বর্যু’।



—যথা “গুণব্ধাব্যতিক্রমে তদর্থত্বানুধোদন বেনসংযোগঃ” ( ভৈমিনিত্ত ৩৩২ ) ] ইহাট বলিতেছেন :—

অস্থূলাদেনিষেধ্যন্ত্য গুণসংযন্ত্য সংক্রতিঃ ।

তথা ব্যাসেন সূত্রেহস্মিন্মুক্তাক্ষরধিমাশ্রিতি ॥ ৬৯

অর্থ—তথা অস্থূলাদে: নিষেধ্যন্ত্য গুণসংযন্ত্য সংক্রতি: “অক্ষরধিমাম্ তু” ইতি অস্মিন্ সূত্রে ব্যাসেন উক্তা ।

অনুবাদ ও টীকা—সেইরূপ অস্থূলাদি নিষেধরূপ গুণসমূহের উপসংহার, “ধর্ম্মা ব্রহ্মে সেই প্রকার অস্থূলাদি নিষেধবাচক বিশেষণের উপসংহার করিতে হয়” ( ব্র, সূ ৩৩৩ ) এই মর্মেণ সূত্রে, ভগবান ব্যাস বর্ণন করিয়াছেন । ৬৯

ভাল, নিগুণ ব্রহ্মোপাসনায়, গুণসমূহের উপসংহার ত’ সম্ভব নহে, কেননা, তাহাতে নিগুণ বিচাররূপতার সহিত বিরোধ হয়—এই আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মসূত্রকার বেদবাস যে উপসংহারের কথা বলিয়াছেন, আমরা কেবল তাহাট বলিতেছি। এইহেতু এই অনুযোগ আমাদের প্রতি অঙ্গচিত, ( এইরূপে উপাসন করিতেছেন ) :—

(গ) ‘নিগুণে গুণেব  
উপসংহার অসম্ভব’—  
এই উপাস্ত ব্যাসের  
প্রতিই প্রযোজ্য ।

নিগুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিজ্ঞানং গুণসংক্রতিঃ ।

ন যুক্তোত্তেতু্যাপালন্তো ব্যাসং প্রত্যোষ মাং ন তু ॥ ৭০

অর্থ—নিগুণব্রহ্মতত্ত্বস্য বিজ্ঞানং গুণসংক্রতি: ন যুক্তোত্তে ইতি উপাস্ত: ব্যাসম্ প্রতি এব, মাম্ ( প্রতি ) তু ন ।

অনুবাদ ও টীকা—‘নিগুণ ব্রহ্মতত্ত্বের যে উপাসনা তাহাতে গুণসমূহের উপসংহার অসম্ভব’,—এইপ্রকার অনুযোগ করা ব্যাসের প্রতিই কর্তব্য, আমার প্রতি নহে । ৭০

যেমন ( ছান্দোগ্য উপনিষদে ১৩৬ ) ( সূর্য্যাদির ) হিরণ্যশ্মশ্রুদ্বাদিগুণবিশিষ্ট মূর্ত্তির উল্লেখ আছে, সেইরূপ মূর্ত্তিসমূহের উল্লেখ নাই বলিয়া ব্যাসোক্ত এই উপাসনা নিগুণোপাসনাই, যদি এইরূপ বলি তাহা হইলে ত’ ব্যাসোক্ত এই নিগুণোপাসনায়, বিরোধ নাই—বানীর এইরূপ আপত্তি পরিহার এবং আপনার উত্তর, সিদ্ধান্তী বর্ণন করিতেছেন :—

(ত) মূর্ত্তির অনুলেখহেতু  
ব্যাসের নিগুণোপাসনায়  
উপলক্ষ্য অবিরোধ ।

হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনামনুদাক্রতেঃ ।

অবিরুদ্ধং নিগুণত্বমিতি চেতু্যতাং ত্রয়া ॥ ৭১

অর্থ—হিরণ্যশ্মশ্রুসূর্য্যাদিমূর্ত্তীনাম্ অনুদাক্রতে: নিগুণত্বম্ অবিরুদ্ধম্ ইতি চেৎ, ত্রয়া তৃত্যতাম্ ।

অনুবাদ—সুবর্ণময় শ্মশ্রুবিশিষ্ট সূর্য্যপ্রভৃতি মূর্ত্তির উল্লেখ না থাকায়, ব্যাসোক্ত উপাসনার নিগুণবিশয়তা লইয়া বিরোধ হইতে পারে না,—যদি এই বল, তাহা হইলে তদ্বারাই তুমি সন্তুষ্ট থাক ; ( আমরাও সেইরূপমূর্ত্তির উল্লেখ করি নাই, আমাদের নিগুণোপাসনাতেই বা কি বিরোধ আছে ? )

টীকা—“হিরণ্যশ্রুত্বাধ্যায়িনাম্”—হিরণ্যানি হিরণ্যানি শ্রুত্বাণি যন্ত অসৌ তিবণ্যশ্রুত্বাঃ—  
সুবর্ণময়শ্রুত্বাঃ, এইরূপ যে স্বর্গ ( স্বর্গাধিপতী দেবতা বা নারায়ণ ) তিনিই আদি যাহাদিগের,  
তাহারা হিরণ্যশ্রুত্বাধ্যায়িনঃ—তাহাদের শ্রুতিসমূহ—হিরণ্যশ্রুত্বাধ্যায়িনঃ, তাহাদিগের—ব্রহ্ম-  
বাক্য এইরূপ হইবে । ৭১

ভাল, আনন্দাদি ( বিধেয়গুণসমূহ ) এবং অমূল্যাদি ( নিষেধগুণসমূহ ) উপাত্ত ব্রহ্মস্বরূপে  
অপ্রতিষ্ঠ বলিয়া সেই সেই গুণবিশিষ্টরূপে ব্রহ্ম কি প্রকারে উপাত্ত হইতে পারেন ?—এইরূপ  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই গুণসমূহ ব্রহ্মস্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ হইলেও, ব্রহ্মের  
লক্ষ্য হইতে পারে বলিয়া, সেই গুণসমূহদ্বারা লক্ষিত ব্রহ্ম উপাসনার যোগ্য :—

(খ) আনন্দাদিগুণসমূহ-  
দ্বারা লক্ষ্য ব্রহ্ম উপাত্ত  
হইতে পারেন ।

গুণানাং লক্ষকত্বেন ন তত্ত্বেহন্তঃ প্রবেশনম্ ।

ইতি চেদন্তেবমেব ব্রহ্মতত্ত্বমুপাস্যতাম্ ॥ ৭২

অর্থ—গুণানাম্ লক্ষকত্বেন তত্ত্বে অন্তঃ প্রবেশনম্ ন তিষ্ঠি চেৎ ? অন্তঃ ; এবম্ এব,  
ব্রহ্মতত্ত্বম্ উপাস্যতাম্ ।

অনুবাদ—‘( বিধেয় ও নিষেধ ) গুণসমূহ লক্ষকমাত্র ; তাহাদের ব্রহ্মতত্ত্বের  
স্বরূপে প্রবেশ নাই’—যদি বল, তবে এইরূপ হউক না কেন, অর্থাৎ গুণসমূহ ব্রহ্ম  
স্বরূপে অপ্রতিষ্ঠ থাকুক না কেন ? এই লক্ষ্যরূপেই ব্রহ্মতত্ত্ব উপাসনার যোগ্য ।

টীকা—“আনন্দাত্মাঃ প্রধানন্ত” ( ব্র, সু, ৩।৩।১১ ) ইহার ভাষ্যানুবাদ—ব্রহ্মস্বরূপপতি-  
পাননে যে সকল শ্রুতিবচনের তাৎপর্য্য, সেই সকল শ্রুতিবচনে, আনন্দরূপতা, বিজ্ঞানবনতা,  
সমগতত্ব, সর্বাঙ্গাক্ত প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট ব্রহ্মধর্ম কিছু কিছু কোথাও শুনিতে পাওয়া যায় ; কিন্তু  
ব্রহ্ম ব্রহ্মবস্ত্র এক এবং নির্কিংশে অর্থাৎ সর্বধর্ম্মরহিত বলিয়া, সেই সেই ধর্ম্মের উল্লেখ শুনিয়া  
দংশয় হয়, আনন্দাদি ব্রহ্মের ধর্ম্ম কি না ? তাহারা ব্রহ্মধর্ম্ম হইলেও যে স্থলে যতগুলি শুনা যায়,  
সেইস্থলে ততগুলিই নিশ্চয় করিবার যোগ্য অথবা সকল শ্রুতিবচনে যে সকল ধর্ম্ম শুনা যায়  
তাহাব সকলগুলিই ব্রহ্মে নিশ্চয় করিবার যোগ্য ? সেইস্থলে ( পূর্বপক্ষের পাওয়া গেল ) শ্রুতির  
বিভাগানুসারেই, ( সেই সেই বিভাগে ) ব্রহ্মধর্ম্ম সকল গ্রহণ করিতে হইবে । যেখানে যেটি শ্রুতি  
হইয়াছে, সেখানে সেইটিই গ্রহণ করিতে হইবে । এই পূর্বপক্ষের নিরাসের ভঙ্গ বলা হইতেছে  
যে আনন্দাদি ধর্ম্মনিচয় প্রধানের ( ব্রহ্মের ) সম্বন্ধে সার্বত্রিক অর্থাৎ সকল শাখায় সমুদয় ব্রহ্মধর্ম্মের  
সমাবেশ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব বুঝিতে হইবে, কেননা, ব্রহ্ম সর্বত্রই অভিন্ন অর্থাৎ এক—সমুদয় বেদান্তে  
এক অম্বরব্রহ্ম, ‘প্রধান’ অর্থাৎ বিশেষরূপে কথিত । সেইহেতু কোন এক শাখায় কোন  
এক বিশেষণ উল্লিখিত না হইলেও, ব্রহ্ম অভিন্ন, অর্থাৎ এক ব্রহ্ম সমুদয় শাখায় উপদিষ্ট  
বলিয়া, শাখান্তরোক্ত বিশেষণ শাখান্তরে নীত হয় ; বিভিন্ন ব্রহ্মপ্রতিপাদিত হয় না ।  
( ব্রহ্মের বিশেষণসমূহ সর্বত্র এক জ্ঞানের বিষয় ) । এত অধিকরণের পূর্বাধিকরণহেতু, যে  
বেদান্তের শৌখিনাদিগণের উপাসনার দেওয়া হইয়াছে তদ্বারা ব্রহ্মগুণের সার্বত্রিকতা অন্তর্ধান কর ।  
ইহাব তাৎপর্য্য এই যে, আনন্দত্ব, সত্যত্ব, জ্ঞানত্ব প্রভৃতি যে “সামান্ত” বা জাতিবাচকপদ, তাহারা

ব্রহ্মে কল্পিত ধর্ম ; বেদের সকল শাখাতেই তাহাদের উপসংহার হইবে। আনন্দ, সত্য, জ্ঞান অনন্ত ব্রহ্ম, শুদ্ধ অমর আত্মা—এই যে সকল একার্থে তাৎপর্ধ্যবিশিষ্ট সমানাধিকরণ পদ ; তাহারা আনন্দময় প্রভৃতি জাতিক্রম বিবৃদ্ধ ধর্মের পরিহার করিয়া সকলের অধিষ্ঠানভূত এক অখণ্ড ( সজাতীয়াদি ভেদরহিত ) ব্যক্তিকে—অমরবস্তুমাত্রকে—লক্ষণাধারা বুঝাইয়া দেয়। আর যদি বল, একই পদধারা যখন লক্ষ্যের সিদ্ধি হয়, তখন অল্পপদগুলি নিম্নপ্রয়োজন, তবে বলি একরূপ বলিতে পার না, কেননা, একই পদে বিরোধ থাকিতে পারে না, সেইহেতু লক্ষণা অসম্ভব। আবার যদি বল দুইটি মাত্র পদধারাই ‘ত’ লক্ষণা সম্ভব হইতে পারে—যেমন “আনন্দব্রহ্ম,” তবে বলি হইতে পারে বটে, এবং তদ্বারা আত্মার দুঃখ, ও অমরত্ব বা পরিচ্ছিন্নত্বের ভ্রান্তি ঘুচিত্তে পারে বটে, কিন্তু অসম্ভব, জড়ময় প্রভৃতি ভ্রান্তি থাকিয়া বাইবেই ; সেইহেতু সেই সেই ভ্রান্তির নিষেধকল্প ‘সত্য,’ ‘জ্ঞান’ প্রভৃতি পদের উপসংহারের বা সংগ্রহের প্রয়োজন। আবার যদি বল ভ্রান্তির শেষ নাই, সেইহেতু ঐরূপ ( পদরচিত ) বাক্যও অসংখ্য হইবে, তবে বলি একরূপ বলিতে পার না, কেননা, সং-চিৎ-আনন্দরূপ সর্বধর্মরহিত, অমর, বিকল্পশূন্য ব্রহ্ম হইতেছি আমি’ এইরূপ বিশেষায়ত্ত্ব হইলে, সকল ভ্রম তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া যতগুলি পদধারা সেইরূপ বিশেষায়ত্ত্ব হয়, ততগুলি পদই উপসংস্কৃত হইবার যোগ্য।

আর যে উক্ত ভাষ্যে দেবদত্তের শৌধ্যাদির দৃষ্টান্তের কথা উল্লিখিত হইয়াছে তাহা দশম সূত্রের ভাষ্যে আচাধ্যাপান এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন :—স্বদেশে শৌধ্যাদিগুণে প্রসিদ্ধ দেবদত্ত দেশান্তরে গমন করিয়াছে ; তদেদশীয়েরা তাহার সেই সকল গুণের কথা শুনে নাই ; তাই বলিয়াই কি দেবদত্তের সেই সকল গুণ নাই ? সে দেশেও যেমন পরিচয়বিশেষধারা দেবদত্তের সেই সকল গুণ পরিগৃহীত হয়, তেমনি বিশেষ বিশেষ ( পরিচায়ক ) হেতুর দ্বারা শাখাত্তরোক্ত উপাস্ত্র ব্রহ্মের গুণ অন্তান্ত শাখাতেও নিক্ষিপ্ত অর্থাৎ পরিগৃহীত হয়। অবশেষে বিচারের উপসংহার এই যে এক অখণ্ড প্রধান এইরূপ উপাস্ত্রসম্বন্ধীয় ধর্ম সকল কোন এক স্থানে স্রুত হইলেই সেইগুলি সর্বত্র উপসংস্কৃত হইবার যোগ্য। ইহাই সূত্রের অর্থ।

এইরূপে ৬৮ শ্লোকোক্ত ‘বিদ্যেয়’ ব্রহ্মাবশেষরূপ পদসমূহ একই অধিত্যের ব্রহ্মের লক্ষক ; ভিন্ন ভিন্ন অর্থের বোধক নহে, কেননা, ( ক ) এই লোকটি অমুরের পিতা, অমুরের পুত্র, অমুরের পৌত্র, অমুরের ভ্রাতা, অমুরের জামাতা—ইত্যাদি পিতৃপুত্রপুত্রজাদি বিশেষণ যেমন একই লোকের বোধক হইয়া অস্ত্রের নিবেদক হয়, সেইরূপ সচ্চিদানন্দাদিপদ প্রথমে বিধিগুণ ব্রহ্মণের বুদ্ধি উৎপাদন করিয়া পরে প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তিরূপ নিবেদনের বুদ্ধি উৎপাদন করায়। আর ( খ ) সেই পুরুষ কুণ্ডলধারী নহে, শ্রামবর্ণের নহে, খেতপাগড়ীধারী নহে ইত্যাদি বিশেষণ যেমন অস্ত্র পুরুষগণের ধর্মের নিবেদক করিয়া, কোন এক পুরুষের বোধক হয়, সেইরূপ, অধিত্যের, অমূল প্রভৃতিশব্দ সাক্ষাত্বে প্রপঞ্চের ধর্মসমূহের ব্যাবৃত্তি করিয়া নিবেদ প্রতীপাদনক্রমে তাৎপর্ধ্যারা ব্রহ্মণের বোধক হয়। এইহেতু তাহারা একই বস্তুর লক্ষক।

যদি বল, সং চিৎ আনন্দ প্রভৃতিপদের বাচ্য সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম নির্নিবাসে সিদ্ধ হয় বলিয়া, সং প্রভৃতি বাচকপদসমূহধারা অসম্ভাদি প্রপঞ্চের ব্যাবৃত্তির জন্ত ‘লক্ষণার’ প্রয়োজন নাই

সেইহেতু সংপ্রভৃতি পদের লক্ষ্যকতা কিরূপে হইবে? তাহা অসিদ্ধ। তবে বলি—পারমার্থিক, ব্যবহারিক ও প্রাতিভাসিক রূপভেদে সংপ্রভৃতি হয়; চৈতন্যরূপ জ্ঞান ও অনেক বুদ্ধিবৃত্তিরূপ জ্ঞানের মধ্যে ভেদ প্রতীত হয়; আনন্দেও প্রিয় মোদ প্রমোদ ইত্যাদিরূপভেদ প্রতীত হয়। এই সকল ভেদ, বচন এবং তদ্বারা মনের সাক্ষাৎ গোচরবস্ত্ত; সেইহেতু তাহারা দৈতসাপেক্ষ। সেই দৈতের ব্যাবৃতি করিয়া পারমার্থিক সংপ্রভৃতিরূপ অথও আনন্দাদিযুক্ত ব্রহ্ম বুঝাইবার নিমিত্ত সংপ্রভৃতি লক্ষ্যসমূহেও লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয় করিতে হয়। এইপ্রকারে ঋতি মন ও বচনের অগোচর ব্রহ্ম বর্ণন করেন। যদি বল, সং চিৎ আনন্দ প্রভৃতিপদদ্বারা লক্ষিত সং প্রভৃতি ধর্ম পরস্পর অভিন্ন হইয়া একই ব্রহ্মে বিস্তৃতমান, সেইহেতু তাহাদেব এবং ব্রহ্মের ধর্মধর্মিতাব্যবহার ভেদব্যবহার সম্ভবে না, তদ্বত্তরে বলি, ধর্মধর্মিতাব গো ও অশ্বেব হ্রায় অত্যন্ত ভিন্ন অথবা দৃট ও কলসের হ্রায় অত্যন্ত ভিন্ন হইতে পারে না; কিন্তু ধর্মধর্মিতাব ভেদ ও অভেদ উভয়েরই অপেক্ষা রাখে। সেইহেতু যখন সং প্রভৃতি এবং ব্রহ্মের মধ্যে পারমার্থিক অভেদই সিদ্ধ হয়, তখন ভেদের সেই অলাভহেতু, কল্পিত ভেদ লইয়া বহুমন্ত মতীপালের হ্রায় (তৃপ্তিদীপ ১৫০ শ্লোক) সম্বন্ধে থাকিতে হয় অর্থাৎ ব্যবহার নির্বাহ করিতে হয়—এইরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। যেমন কেহ ঘরে শুইয়া স্বপ্নে রাজপাট প্রাপ্ত হইলে কোনও বৃদ্ধিমান পুরুষ সেই স্বপ্নদর্শী পুরুষকে রাজ্যরূপ দৈতসহিত বলিয়া মানে না, তাহার সহিত রাজ্যাধিকার নৃপতির হ্রায় ব্যবহার করে না, সেই প্রকার কল্পিত ভেদদ্বারা ব্রহ্মের সনৈতততা সিদ্ধ হয় না। এইপ্রকারে বাস্তব অভেদ ও কল্পিত ভেদদ্বারা ধর্মধর্মীর ভেদব্যবহার সিদ্ধ হয়। এইপ্রকারে সত্তা চৈতন্যতা আনন্দতা প্রভৃতি জ্ঞাতিরূপ গুণ বা ধর্মসমূহ কল্পিত বলিয়া, তাহারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপে অপ্রবিষ্ট হওয়ায়, তাহাদের দ্বারা লক্ষিত অর্থাৎ ভাগত্যাগলক্ষণাবোধিত ‘ব্রহ্ম চইতেছি আমি’ এইরূপে ব্রহ্ম উপাস্ত হইতে পারেন। ৭২

সেইরূপ উপাসনার (আকার এবং) প্রকার (কিরূপে তাহা সম্পাদন করিতে হইবে) প্রদর্শন করিতেছেন :—

আনন্দাদিভিরস্থলাদিভিঃশাশ্বত্বাচ্চ লক্ষিতঃ।

অখণ্ডৈকরসঃ সোহহংস্মীত্যেবমুপাসতে ॥ ৭৩

অর্থ—অত্র অখণ্ডৈকরসঃ আত্মা আনন্দাদিভিঃ চ অস্থলাদিভিঃ লক্ষিতঃ; “সঃ অহং আশ্মি” ইতি এবম্ উপাসতে।

অনুবাদ—এই সকল ঋতিবচনে যে অখণ্ড একরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি বিশেষ বিশেষ এবং অস্থলপ্রভৃতি নিষেধ্য বিশেষরূপ ধর্মদ্বারা লক্ষিত হইয়াছেন, “সেই আত্মাই হইতেছি আমি” এইরূপে উপাসনা করিতে হয়।

টীকা—“অত্র”—এই সকল ঋতিবচনে, যে অখণ্ডৈকরস আত্মা আনন্দপ্রভৃতি এবং অস্থলাদি (ধর্ম-) সাহায্যে লক্ষণাদ্বারা জ্ঞাপিত হইতেছেন, “তিনিই হইতেছি আমি” এইপ্রকারে যত্নসহ উপাসনা করেন বা ধ্যান করেন। ৭৩

২। প্রথমক্রমে বোধ ও উপাসনার ভেদপ্রদর্শন।

ভাল, তাহা হইলে বোধ ও উপাসনার ভেদ কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—বোধ বস্তুতন্ত্র এবং উপাসনা কর্তৃতন্ত্র, এই প্রভেদঃ—

(ক) প্রশ্নপূর্বক বোধ ও উপাসনার ভেদ কখন। **বোধোপাস্ত্যাবিশেষঃ ক ইতি চেদুচ্যতে শৃণু।**  
**বস্তুতন্ত্রো ভবেদ্বোধঃ কর্তৃতন্ত্রমুপাসনম্ ॥ ৭৪**

অর্থ—বোধোপাস্ত্যোঃ কঃ বিশেষঃ ইতি চেৎ, উচ্যতে শৃণু; বোধঃ বস্তুতন্ত্রঃ উপাসনম্ কর্তৃতন্ত্রম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যদি বল জ্ঞান ও উপাসনার মধ্যে প্রভেদ কি? বলিতেছি, শুন। জ্ঞান বস্তুর অধীন আর উপাসনা পুরুষেচ্ছার অধীন।

টীকা—সাধারণ জ্ঞানমাত্র বস্তুর অধীন; তন্মধ্যে ভ্রমজ্ঞান অর্থার্থ বস্তুর অধীন এবং প্রমা-জ্ঞান, প্রমেয় (মপার্থবস্তু) এবং প্রমাণের (ইন্দ্রিয়াদির) অধীন; তাহা বিধি পুরুষেচ্ছা, (হঠ-জনিত) প্রযত্ন ও বিশ্বাসের অধীন নহে কেননা, যেমন পথে পতিত পাষণতৃণাদিরূপ অথবা নষ্টচক্ররূপ প্রমেয়ের, চক্ষুরূপ প্রমাণের সহিত সঙ্গ হইলেই, বিধি, পুরুষেচ্ছা প্রভৃতি বিনাই, প্রত্যক্ষ জ্ঞান হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের প্রত্যক্ষজ্ঞানও বিধি প্রভৃতির অপেক্ষা না করিয়াই, জীবাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ প্রমেয়বিষয়ক মহাবাক্যরূপ প্রমাণ গুরুমুখদ্বারা স্পষ্ট হইলেই উৎপন্ন হয়।

যতপি আত্মজ্ঞানবিষয়ে [ আত্মা বা অরে শ্রোতব্যো মন্তব্যঃ—বৃহদা উ ২।৪।৫, ৪।৫।৬ ] —ইত্যাদি প্রেরকপ্রমাণরূপ বিধির, জিজ্ঞাসারূপ পুরুষেচ্ছার, শ্রবণাদিপ্রযত্নের হেতু হঠের (উত্তমের), গুরুবোদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাসের—এই সকল সামগ্রীরই অপেক্ষা আছে, তথাপি আত্মজ্ঞানের প্রমেয় ও প্রমাণ বিনা, পুরুষেচ্ছানুসারে উৎপন্ন হওয়া অসম্ভব বলিয়া এবং পুরুষেচ্ছাধীন বস্তুতেই বিধিসম্ভব বলিয়া, আত্মজ্ঞানবিষয়ে বিধি নির্দেশ করা, এই স্তম্ভবাক্যে তাৎপর্য্য নহে কিন্তু যাগাতে আত্মজ্ঞানলাভে লোকে প্রবৃত্ত হয়, এই উদ্দেশ্যে আত্মজ্ঞানসম্পাদনে পুরুষের যোগ্যতাপ্রদর্শনমাত্র। জিজ্ঞাসারূপ ইচ্ছা ও মহাবাক্যরূপ প্রমাণ বিনা জ্ঞানোৎপাদনে সমর্থ নহে। এইহেতু জিজ্ঞাসা, ঘটের কারণ কৃন্তকারাদির দ্বারা ঘটের নিয়মিত কারণ নহে কিন্তু সুদাহী গর্দভ অথবা কৃন্তকার-পক্ষীর দ্বারা অন্তর্গত। আবার শ্রবণাদিপ্রযত্নের হেতু উত্তম বা হঠ, শ্রবণাদির কারণ নহে, কিন্তু মহাবাক্যের শ্রবণ বিনা কেবল হঠদ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয় না এবং জ্ঞানের উৎপত্তির পর ক্ষণমাত্রে অজ্ঞানের বিনাশ হইলে, হঠ দ্বারা জ্ঞানকে রক্ষা করিতে হইবে, এইরূপ রক্ষাবিষয়ে শাশ্ব বিধিও নাই। এইহেতু জ্ঞানবিষয়ে হঠ কারণ নহে। আবার গুরুবোদ্ধবাক্যে শ্রদ্ধারূপ বিশ্বাস, শ্রবণবিষয়ে উপযোগী কিন্তু তাহা জ্ঞানের কারণ নহে। সেই বিশ্বাস পরোক্ষজ্ঞানের কারণ বটে কিন্তু অপরোক্ষজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, বিচার বিনা কেবল বিশ্বাসদ্বারাই অপরোক্ষজ্ঞান উৎপন্ন হইয়াছে, দেখা যায় নাই। এই প্রকারে ব্রহ্মের জ্ঞান প্রমেয় এবং প্রমাণের অধীন; এবং উপাসনাবিধি কর্তৃপুরুষের ইচ্ছা, হঠ ও বিশ্বাসের অধীন, কেননা, শাস্ত্রবিধির অনুসরণদ্বারা যে উপাসনা করা হয়, তাহাই শাস্ত্রোক্তফলের হেতু হয়। বিধি বিনা নিজ মনঃকল্পিত উপাসনা ফলের হেতু নহে। এইহেতু উপাসনায় বিধির অপেক্ষা আছে। কোনও উদ্দেশ্য সিদ্ধ করা, না করা বা অন্তপ্রকারে করা যেমন পুরুষের ইচ্ছাধীন, সেইরূপ উপাসনা করা, না করা বা অন্তপ্রকারে

(বিহিত কল্লাস্তরাহুসারে) করা পুরুষের ইচ্ছাধীন। বহির্মুখ মনকে হঠাৎ দ্বাবা উপাত্তের আকাংক্ষা করিতে হয়। এইহেতু উপাসনা হঠসাপেক্ষ। আবাব, এই শিলা শালগ্রাম বিষু অথবা এইট নন্দদেবের শঙ্কর, এই প্রকারে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিতে হয়। যদি সেই সেই স্থলে বিচাব করিয়া দেখা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যায় যে বিষুর চতুর্ভুজাদি চিহ্ন শালগ্রাম শিলায় নাই অথবা শিবের ত্রিনেত্রাদি চিহ্ন নন্দদেবের নাই কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিয়া সেই সেই শিলাকে বিষুরূপে অথবা শিবরূপে চিন্তা করিতে হয়। এইহেতু উপাসনায় বিশ্বাসের অপেক্ষা আছে। ইরূপে উপাসনা কৰ্ত্তাপ্রভৃতির অধীন। ইহাষ্ট জ্ঞান ও উপাসনায় মনো প্রভেদ। ৭৪

জ্ঞান ও উপাসনার অল্প প্রকার বিলক্ষণতার সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু, স্বরূপ ও ফল এটো এনিটি, দুইটি শ্লোকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(৭) উপাসনা হইতে

জ্ঞানের বিলক্ষণতার

সিদ্ধির জন্য জ্ঞানের হেতু,

স্বরূপ ও ফলের বর্ণন।

বিচারাজ্জান্যতে বোধোহনিচ্ছাঃ যং ন নিবর্তয়েৎ।

স্বোৎপত্তিমাত্রাং সংসারে দহত্যাখিলসত্যাতাম্ ॥ ৭৫

অর্থ—বিচার্য বোধঃ জায়তে, যম অনিচ্ছা ন নিবর্তয়েৎ। স্বোৎপত্তিমাত্রাং সংসারে অখিলসত্যাতাম্ দহতি।

অনুবাদ—জ্ঞান বিচার হইতে উৎপন্ন হয়; আবাব সেই জ্ঞান একবার উৎপন্ন হইলে তদ্বিষয়ে ইচ্ছা না থাকিলেও তাহা আর নিবারণিত হইবার নহে। আর সেই জ্ঞান সত্য উৎপন্ন হইবামাত্রই সংসারের সকল বস্তুতেই সত্যাতাভ্রমকে দগ্ধ কবিয়া দেয়।

টীকা—“বিচার্য”—বস্তুর স্বরূপের বিচার হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়; “যম বোধয়েৎ”—আবাব বিচাব হইতে উৎপন্ন যে জ্ঞান তাহাকে, “অনিচ্ছা ন নিবর্তয়েৎ”—‘আবাব জ্ঞান যেন না হয়’ এই প্রকারের অনিচ্ছা নিবারণ করিতে পারে না; আবাব জ্ঞান উৎপন্ন হইলে কেবল নিজের উৎপত্তিদ্বারা “সংসারে অখিলসত্যাতাম্ দহতি”—সংসারের সকল পদার্থ সত্যদ্বাবলী দগ্ধ করিয়া বিনাশ করে। ৭৫

তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিভাতৃপ্তিমুপাগতঃ।

জীবমুক্তিমমুপ্রাপ্য প্রারব্ধকরমীক্ষতে ॥ ৭৬

অর্থ—তাবতা কৃতকৃত্যঃ সন্নিভাতৃপ্তিম উপাগতঃ জীবমুক্তিম অনুপ্রাপ্য প্রারব্ধকরমীক্ষয়ং প্রেক্ষতে।

অনুবাদ—মুমুকু তাহাতেই কৃতকৃত্য হইয়া নিরতিশয় সুখপ্রাপ্ত হন এবং জীবমুক্তিলাভ করিয়া প্রারব্ধকর অবলোকন অর্থাৎ সেই পর্য্যন্ত অপেক্ষা করেন।

টীকা—“তাবতা”—তত্ত্বজ্ঞানের কেবল উৎপত্তিদ্বারা, নিরতিশয় সুখলাভ করেন। “প্রেক্ষতে”—প্রতিক্ষণ উপভোগদ্বারা কীর্ত্তমান প্রারব্ধকে সাক্ষিক্রমে অবলোকন করেন। ৭৬

জ্ঞান হইতে উপাসনার অল্প বিলক্ষণতা সিদ্ধ কবির জন্য, সেই উপাসনা বুঝাতেছেন :—

(৮) জ্ঞান হইতে

উপাসনার অল্প বিলক্ষণতা

দেখাইবার জন্য উপাসনার

স্বরূপ বর্ণন।

আন্তোপদেশং বিশ্বস্ত্রাঙ্কালুরবিচারম্।

চিন্তয়েৎ প্রত্যট্মরট্মরনন্তরিতব্রতিভিঃ ॥ ৭৭

অধ্বয়—প্রকালঃ আশোপদেশম্ বিশ্বস্ত অবিচারয়ন অষ্টঃ প্রত্যয়ৈঃ অনন্তরিতবৃত্তিঃ চিন্তয়েৎ ।

অনুবাদ—প্রকাল ব্যক্তি গুরুপদ্বিষ্ট বস্তুর প্রতি বিশ্বাস করিয়া বিনা বিচারে অজ্ঞবৃত্তি দ্বারা অন্তরায়রহিত বৃত্তি দ্বারা উপাস্তুর চিন্তা করিবেন ।

টীকা—“আশোপদেশম্ বিশ্বস্ত”—গুরুর উপাস্ত্রপ্রতিপাদক বাক্যসমূহে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া, “অবিচারয়ন”—উপাস্ত্র স্বরূপ বিচার না করিয়া “অষ্টঃ”—ষট্টিাদি বিষয়ক বিজাতীয় প্রত্যয় দ্বারা “অনন্তরিতবৃত্তিঃ”—অবাবহিত ( উপাস্ত্রবিষয়ক ) প্রত্যয়প্রবাহ দ্বারা চিন্তা করিবেন । ৭৭

সেই প্রকাল কতদিন ধরিয়া সেইরূপ চিন্তা করিবেন ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উদাহরণ সহিত স্বাবচ্ছিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্ত জায়তে ।  
উপাসনার অবধি নির্ণয় । তাবদ্বিচ্ছিন্ত্যপশ্চাচ্চ তত্বেবামৃতি ধারয়েৎ ॥ ৭৮

অধ্বয়—স্বাবৎ চিন্ত্যস্বরূপত্বাভিমানঃ স্বস্ত জায়তে, তাবৎ বিচ্ছিন্ত্য পশ্চাৎ চ তথা এব আমৃতি ধারয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—যে পর্য্যন্ত না উপাস্ত্রবস্তুর স্বরূপের অভিমান অর্থাৎ তাহা হইতে আপনার অভেদজ্ঞান—না হয়, ততকাল চিন্তা করিয়া পরে মরণ পর্য্যন্ত সেই চিন্তা ধারণ করিয়া থাকিবে ।

উপাসকের উপাস্ত্ররূপতার অভিমান, উদাহরণ দেখাইয়া বিশদ করিতেছেন :—

ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণো যুতঃ সম্বর্গবিভ্রা ।

সম্বর্গরূপতাং চিন্তে ধারয়িত্বা হভিক্ষত ॥ ৭৯

অধ্বয়—সম্বর্গবিভ্রা যুতঃ ব্রহ্মচারী ভিক্ষমাণঃ সম্বর্গরূপতাম্ চিন্তে ধারয়িত্বা হি অভিক্ষত ।

অনুবাদ—সম্বর্গবিভ্রাযুক্ত ( অর্থাৎ প্রাণোপাসক ) কোনও ব্রহ্মচারী ভিক্ষাটন-কালে আপনার সম্বর্গরূপতা (৯১ শ্লোকের টীকায় ৩৬৬ পৃষ্ঠায় ‘সম্বর্গ’ ব্যাখ্যা জট্টব্য ) চিন্তে ধারণ করিয়াই ভিক্ষা করিতেন ।

টীকা—ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।৩।১, ২ মন্ত্রে) বর্ণিত আছে, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র ও জল এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু সমষ্টিরূপ অধিদেবতাকারে সম্বর্জন করেন—প্রলয়কালে বিলয় করেন, সেইহেতু বায়ু সম্বর্গতাগুণযুক্ত বলিয়া—‘সম্বর্গ’ । আবার ৩য়, ৪র্থ মন্ত্রে বর্ণিত বাগিজিহ্ব, চক্ষু, শ্রোত্র ও মন এই চারিটিকে বায়ু যেহেতু বাষ্টিপ্রাণরূপ অধ্যাত্মাকারে গ্রাস করেন—সুস্থশিকালে আপনাতে বিলয় করেন, সেইহেতুবশতঃ ও বায়ু ‘সম্বর্গ’ । সেই সম্বর্গস্বরূপ গুণবিশিষ্ট প্রাণোপাসক এক ব্রহ্মচারী ছিলেন । তিনি ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য আসিয়া অতিপ্রতীক নামক রাজার সম্মুখে এই (নিয়মিত) মন্ত্রধারা, আপনার সম্বর্গরূপতা চিন্তে ধারণ করিয়া, আপনার প্রাণরূপতা প্রকটিত করিয়াছিলেন—[ মনঃশব্দ-তুরো দেব একঃ কঃ স জগায় ভূবনস্ত গোপাত্তং কাশেয় নাতিপত্তন্তি মর্ত্যাঃ অতিপ্রতীকিন্ বহ্যা বসন্তম্—ছান্দোগ্য উ ৪।৩।১, ২ ]—হে কাশেয়, হে অতিপ্রতীকিন্, পৃথিবীাদি লোকের পরিপালক

সেই প্রসিদ্ধ দেবতা প্রতাপতি চারিট মহাআকে (প্রবলশক্তি অগ্নিপ্রকৃতিকে) গ্রাস করিয়াছেন। মরণশীল মানবগণ বহুরূপে বিরাজমান সেই দেবতাকে জানে না, যাঁহার উদ্দেশ্যে এই অন্ন আনীত ও পূজা হয়। তোমরা তাঁহাকেই—সেই প্রজাপতিকট্ট ইহা দিলে না।’ ভোজনার্থ উপবিষ্ট কাপেয় অর্থাৎ কপিগোত্রোৎপন্ন শৌনক—শুনকের পুত্র, এবং অভিপ্রতারণামক কক্ষসেনপুত্র—এই দুইজনকে, সূপকার (পাচক) পরিবেশন করিতেছেন এমন সময়ে একজন ব্রহ্মচারী অর্থাৎ ব্রহ্মবিদগণের মধ্যে প্রধান এক ব্যক্তি আসিয়া ভিক্ষা (অন্ন) চাহিলেন। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মবিদ্যা-ভিমান অবগত হইয়া, ‘দেখি ইনি কি বলেন’ ইহা জানিবার জন্য তাঁহার তাঁহাকে ভিক্ষা দিলেন না। সেই ব্রহ্মচারী বলিলেন—‘হে কাপেয়, হে অভিপ্রতারণি ঠেতাাদি (যাহা উক্ত হইয়াছে)। এই প্রকারে সেই ব্রহ্মচারী আপনাদের উপাস্ত প্রাণের স্বরূপের আপনা হইতে অতেনাভিমান ধারণ করিয়া ভিক্ষা করিতেছিলেন। এই আখ্যায়িকা হইতে প্রসঙ্গক্রমে জানা যায়, যে উপাস্তবস্তুর বরূপতার অভিমান উপাসনার অবশিষ্ট। ৭২

মরণকাল পর্যন্ত ধারণ করিবার নিমিত্ত প্রদর্শন করিয়া—“একবার উৎপন্ন হইলে, তদ্বশেষে ছেদা না থাকিলেও তাহা আর নিবারণিত হইবার নহে”—এই ৭৫ শ্লোকোক্ত জ্ঞানের দৃশ্য হইতে উপাসনার বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—

(৪) ৭৫ শ্লোকোক্ত  
জ্ঞানের দৃশ্য হইতে  
উপাসনার বিলক্ষণতা।

পুরুষশ্চোচ্ছ্রা কৰ্ত্তুমকৰ্ত্তুং কৰ্ত্তুমগ্নাথা।

শতক্যাপাস্তুরতো নিত্যং কুৰ্য্যাৎ প্রত্যয়সম্ভতিম্ ॥

অর্থ—উপাস্তি: পুরুষশ্চ ইচ্ছয়া কৰ্ত্তুম, অকৰ্ত্তুম, অনগ্না কৰ্ত্তম শকা; অতঃ প্রত্যয়-সম্ভতিম্ নিত্যম্ কুৰ্য্যাৎ। ৮-০

অমুবাদ—উপাসনা পুরুষের ইচ্ছামুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা হইতে পারে। এই চিন্তাবস্তুর প্রবাহরূপ উপাসনা নিত্য করা কৰ্ত্তব্য।

টীকা—উপাসনারূপ বস্তুটি উপাসক পুরুষের ইচ্ছামুসারে করা, না করা বা অন্যপ্রকারে করা (অর্থাৎ অন্য উপাসনানিধি অবলম্বন করিয়া করা) সম্ভব হয়। “অতঃ”—এই হেতু অর্থাৎ পুরুষের ইচ্ছার অধীন বলিয়া উপাসনা সদাই কৰ্ত্তব্য—ইহাই অর্থ। ৮-০

এইরূপে নিরন্তর চিন্তা করিলে কি ফল হয়? তদন্তরে বলিতেছেন :—

বেদাধ্যায়ী হুপ্রমত্তোহধীতে স্বপ্নেহিধিবাসিতঃ।

(৫) সদা চিন্তনের ফল। জপিতা তু জপতোব্য তথা ধ্যাতাপি বাসসেন ॥ ৮-১

অর্থ—অপ্রমত্তঃ বেদাধ্যায়ী, জপিতা (৫) অধিবাসিতঃ তু স্বপ্নে হি অধীতে, জপতি এত, তথা ধ্যাতা অপি বাসয়েৎ।

অমুবাদ—যেমন, যে ব্যক্তি সাবধান হইয়া অর্থাৎ সবিশেষ মনোযোগসহকারে নিয়মপূর্বক বেদাধ্যয়ন করে, সে সেই অধ্যায়ের বা জপের সংস্কারাপন্ন হইয়া স্বপ্নেও অধ্যয়ন বা জপ করে, সেইপ্রকার, ধ্যানানুষ্ঠান পুরুষও ধ্যানসংস্কারবশতঃ স্বপ্নেও ধ্যান করে।



টীকা—“অপ্রমত্তঃ বেদাধারী”—অনবধানতা পরিতাগ করিয়া বেদপাঠনিরত ব্যক্তি, এবং “অপ্রমত্তঃ জপিতা”—সেইরূপ নিরন্তর জপশীল ; “অধিবাসিতঃ”—অধ্যায়নের বা জপের সংস্কারদ্বারা দৃঢ়সংস্কারযুক্ত হইয়া “বপ্নে”—স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থায়, অধ্যায়ন করে, জপ করে, সেই-প্রকার উপাসকও সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নজাগ্রৎ, জাগ্রৎস্বপ্ন প্রভৃতিকালেও ধ্যান করে । ৮১

স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও যে ধ্যানের অমুভূতি চলিতে থাকে তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(হ) উপাসনার উত্তরূপ বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবনাম্ ।  
লভতে বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদাবপি ভাবনাম্ ॥ ৮২

অর্থ—বিরোধিপ্রত্যয়ং ত্যক্ত্বা নৈরন্তর্য্যেণ ভাবনং বাসনাবেশাৎ স্বপ্নাদৌ অপি ভাবনাম্

লভতে ।

অনুবাদ—উপাস্তভিন্ন বস্তুর আকারবিশিষ্ট বৃত্তিরূপ বিরোধিবৃত্তিকে পরিতাগ করিয়া নিরন্তর অর্থাৎ অবিচ্ছেদে ভাবনা করিতে থাকিলে, সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ স্বপ্নপ্রভৃতি অবস্থাতেও সেই ভাবনার বা ধ্যানের প্রাপ্তি ঘটে ।

টীকা—“বাসনাবেশাৎ”—সংস্কারের দৃঢ়তাবশতঃ, “ভাবনা”—ধ্যান । ৮২

ভাল, প্রারব্ধবেশে যে ব্যক্তি ( বাধ্য হইয়া ) বিষয়ানুভব করিতেছে, তাহার অবিচ্ছেদে ধ্যানসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষার উত্তরে বলিতেছেন যে, আত্মা বা বিশ্বাসের প্রাবল্যবশতঃ বিষয়বাসনীর অর্থাৎ বিষয়ভোগাসক্তের ( ভোগসিদ্ধির ) স্তায় ধ্যানসিদ্ধি হইতে পারে :—

(জ) প্রারব্ধবেশে বিষয়ানু-

ভবযুক্ত উপাসকের

নিরন্তর ধানে সিদ্ধিলাভ

ও তাহার দৃষ্টান্ত ।

ভুক্ত্বানোহপি নিজারকমাস্থাতিশয়তোহনিশম্ ।

ধ্যাতুং শক্তো ন সন্দেহো বিষয়বাসনী যথা ॥ ৮৩

অর্থ—নিজারকম্ ভুক্ত্বানঃ অপি আস্থাতিশয়তঃ যথা বিষয়বাসনী অনিশম্ ধ্যাতুং শক্তঃ,

সন্দেহঃ ন ।

অনুবাদ ও টীকা—স্বীয় প্রারব্ধকর্মভোগ করিতে করিতেও লোকে আত্মার বা বিশ্বাসের প্রবলতাবশতঃ, বিষয়াসক্ত পুরুষের বিষয়-চিন্তার স্তায়, অবিচ্ছেদে ধ্যান করিতে সমর্থ হয় ; তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই । ৮৩

(ঝ) দৃষ্টান্তের বর্ণিতকৃত পরবাসনিনী নারী ব্যগ্রাপি গৃহকর্মণি ।

সবিত্তর বাধ্যা ।

তদেবাস্থাদন্নত্যন্তঃ পরসঙ্গরসাননম্ ॥ ৮৪

অর্থ—পরবাসনিনী নারী গৃহকর্মণি ব্যগ্রা অপি অন্তঃ তৎ এব পরসঙ্গরসাননং আবাদয়তি । ( বাশিষ্ঠ রামায়ণ—উপশম প্র., ৭৪।৮৩ ) ।

অনুবাদ ও টীকা—পরপুরুষসঙ্গাভিলাষিনী নারী আপনার দেহকে গৃহকর্ম নিরত রাখিলেও অন্তরে সেই পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আবাদন করিতে থাকে । ৮৪

ভাল, অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আবাদন করিতে থাকিলে, গৃহকর্মণ্যনুষ্ঠান হইবেই, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

পরসঙ্গং স্বাদয়ন্ত্যা অপি নো গৃহকর্ম তৎ ।

কুষ্ঠীভবেদপি ত্রেতদাপাতেনৈব বর্ততে ॥ ৮-৫

অর্থ—পরসঙ্গম্ স্বাদয়ন্ত্যাঃ অপি তৎ গৃহকর্ম নো কুষ্ঠীভবেৎ অপি তু এতৎ আপাতেন  
এব বর্ততে ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তরে পরপুরুষসঙ্গের আনন্দ আন্বাদন করিতে থাকিলে  
গৃহকার্যভঙ্গ হয় না বটে কিন্তু গৃহকার্য উদাসীনতার মতই—তৎকালোপস্থিত বুদ্ধি-  
পূর্বক অর্থাৎ অযত্নে, চলিতে থাকে । ৮৫

জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ । নিগূণোপাসনা অপর জ্ঞান  
সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । নিগূণোপাসনার ফল ।

১। উপাসক হইতে জ্ঞানীর ব্যবহারদ্বারা বিলক্ষণতা ।

“তৎকালোপস্থিত বুদ্ধিপূর্বক ( অর্থাৎ অযত্নে ) চলিতে থাকে”—এই যথা বলা হইল,  
তাহাই ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(ক) উক্ত দৃষ্টান্তের  
একাংশ বনন ; জ্ঞানীর  
ব্যবহারে তাহার  
অনুদৃষ্টতা ।

গৃহকৃত্যব্যসিনি নী যথা সম্যক্ করোতি তৎ ।

পরব্যসিনি তদ্বদ্ব করোত্যেব সর্দথা ॥ ৮-৬

অর্থ—যথা গৃহকৃত্যব্যসিনি তৎ সম্যক্ করোতি, তদ্বৎ পরব্যসিনি সর্দথা ন করোতি এব ।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহকর্ম সম্যক্ স্পৃহাবতী নারী সেই গৃহকর্ম যেক্রপ  
সম্যক্প্রকারে নিষ্পাদন করে, পরপুরুষস্পৃহাবতী নারী গৃহকর্ম সেইরূপ সম্যক্  
স্পৃহাসহকারে করে না, কিন্তু উদাসীনপূর্বকই করিয়া থাকে । ৮৬

দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থ দার্ষ্টান্তকে প্রয়োগ করিতেছেন :—

এবং ধ্যানকনিষ্ঠোহপি লেশাত্মলৌকিকমাচরেৎ ।

(খ) দার্ষ্টান্ত বনন ।

তত্ত্ববিত্ত্ববিরোধিত্বাত্মলৌকিকং সম্যাগাচরেৎ ॥ ৮-৭

অর্থ—এবম্ ধ্যানকনিষ্ঠঃ অপি লেশাৎ লৌকিকম্ আচরেৎ ; তত্ত্ববিত্ত্ব তু অবিরোধিত্বাৎ  
লৌকিকম্ সম্যক্ আচরেৎ ।

অনুবাদ - এইপ্রকার, ধ্যানে একনিষ্ঠতায়ুক্ত পুরুষও সামান্তভাবে অর্থাৎ  
স্বল্পমাত্রায় একান্তাবশ্যক আহারশৌচাদিরূপ লৌকিকব্যবহার করেন । তত্ত্বজ্ঞানী  
কিন্তু লৌকিকব্যবহার আপনার জ্ঞানের অবিরোধী জানিয়া তাহা সম্যক্ পালন করিয়া  
থাকেন ।

টীকা—ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও কি লৌকিকব্যবহার সামান্তভাবে বা স্বল্পমাত্রায় পালন করেন ?  
কিবা সম্যক্ভাবে পালন করেন ? এইরূপ জীশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে রূপরসাদি  
বিষয়ব্যবহার তত্ত্বজ্ঞানের অবিরোধী বলিয়া, তিনি লৌকিকব্যবহার সম্যক্ পালন করেন—“তত্ত্ব-  
জ্ঞানী কিন্তু” ইত্যাদি দ্বারা । ৮৭

লৌকিকব্যবহার ও তত্ত্বজ্ঞান যে পরস্পর অবিরোধী তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞ-  
ব্যবহারের অবিরোধ  
প্রদর্শন।

মায়াময়ঃ প্রপঞ্চোন্নয়নাত্মা চৈতন্যরূপধ্বক্।

ইতি বোদ্ধে বিরোধঃ কো লৌকিকব্যবহারিণঃ ॥ ৮৮

অর্থ—অময় প্রপঞ্চঃ মায়াময়ঃ, আত্মা চৈতন্যরূপধ্বক্, ইতি বোধে লৌকিকব্যবহারিণঃ কঃ বিরোধঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চ মায়াময় এবং আত্মা চৈতন্যরূপধারী—এইপ্রকার জ্ঞান অন্বেষে, লৌকিকব্যবহার পালন করিতে জ্ঞানীর কি-বিরোধ হইতে পারে? কোন বিরোধই হয় না। ৮৮

উক্তশ্লোকোক্ত বিরোধাত্মাব সবিশেষ বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) অবিরোধের সন্ধি-  
বর্ণন।

অপেক্ষতে ব্যবহৃতি ন প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্।

নাপ্যাত্মজাভ্যং কিস্তেষা সাধনাত্মেব কাজ্জতি ॥ ৮৯

অর্থ—ব্যবহৃতিঃ প্রপঞ্চস্য বস্তুতাম্ ন অপেক্ষতে, আত্মজাভ্যাম্ অপি ন, কিন্তু এষা সাধনানি এব কাজ্জতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহার জগৎ প্রপঞ্চের সত্যতার বা আত্মার অচেতনতার অপেক্ষা করে না কিন্তু নিজসাধনের অর্থাৎ সামগ্রীর অপেক্ষা রাখে। ৮৯

কি কি সেই ব্যবহারসাধন বা সামগ্রী? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন :—

(ঙ) তত্ত্বজ্ঞানীর মন  
প্রভৃতি অবিলুপ্ত থাকে  
বলিয়া ব্যবহার সম্ভব।

মনোবাক্সান্নতদ্বাহপদার্থাঃ সাধনানি তান্।

তত্ত্ববিদ্যোপমুদ্রাতি ব্যবহারোহস্য নো কুতঃ? ॥ ৯০

অর্থ—মনোবাক্সান্নতদ্বাহপদার্থাঃ সাধনানি; তান্ তত্ত্ববিনে উপমুদ্রাতি; অন্ত ব্যবহারঃ কুতঃ নো?

অনুবাদ কায়মনবচন এবং তাহাদের তুলনায় পুত্র ক্ষেত্র প্রভৃতি যে বাহ্যপদার্থঃ তাহারাই ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী। তত্ত্বজ্ঞানী তাহাদের উপমর্দন বা নাশ করেন না; সেইহেতু জ্ঞানীর অর্থাৎ তৎকর্তৃক, ব্যবহার কেন না হইবে?

টীকা—“তদ্বাহপদার্থাঃ”—সেই কায় মন ও বচনের তুলনায় গৃহ ক্ষেত্র প্রভৃতি বাহ্যপদার্থঃ ব্যবহারের সাধন বা সামগ্রী; “তান্ ন উপমুদ্রাতি”—তত্ত্বজ্ঞানী মন প্রভৃতির উপমর্দন করেন না অর্থাৎ তাহাদের বরূপতঃ বিনাশ করেন না, এইহেতু, “অন্ত”—এই জ্ঞানীর ব্যবহার কেন না হইবে? কিন্তু হইবেই। অচ্যুতরায় বলেন এখানে উপমর্দন শব্দের অর্থ ধ্বংস; বাধ নহে; মন প্রভৃতি বাধিত হইলে জ্ঞানীর ব্যবহারও বাধিত হইত, যেমন কুমারী কর্তৃক শিলাপুত্র—পাণি কঠপ্রভৃতিদ্বারা কল্লতপুত্র প্রভৃতির ব্যবহার বাধিত। ৯০

তাল, বিষয়সমূহের বিনাশ না করিলেও তত্ত্বজ্ঞান চিন্তানিরোধ বা মনোনাশ করা তা' উচিত। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেই নিরোধাহুষ্ঠান করিতে থাকিলে জিনি আর তত্ত্বজ্ঞান নহেন, ( ধাতা মাত্র ) :—

(চ) চিত্তনিরোধকারী  
তত্ত্বজ্ঞ নহেন, ধাতা ।

উপমুদ্রাতি চিত্তং চেদ্যাতাসৌ ন তু তত্ত্ববিৎ ।

ন বুদ্ধিমর্দয়ন্ দৃষ্টৌ ঘটতত্ত্বস্য বেদিতা ॥ ১১

অর্থ—চিত্তম্ উপমুদ্রাতি চেৎ, অসৌ ধাতা, ন তু তত্ত্ববিৎ । ঘটতত্ত্বন্ত্বে বেদিতা বুদ্ধি-  
মর্দয়ন্ ন দৃষ্টঃ ।

অনুবাদ—যদি তিনি চিত্তনিরোধ করেন, তাহা হইলে তিনি ধাতা, কিন্তু  
তত্ত্বজ্ঞ নহেন । ( কেবল ধ্যানদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান হয় না ) । যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন  
তাঁহাকে সেই জ্ঞাত চিত্তপীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস করিতে হয় না ।

টীকা—ভাল, তত্ত্ববিৎ চিত্তের উপমর্দন অর্থাৎ নিরোধ করেন না, ইহা কোথায় দেখিয়াছেন ?  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—“যিনি ঘটতত্ত্ব জানিবেন” ইত্যাদি । ঘটের  
স্বরূপ জানিতে ইচ্ছুক, এইরূপ কোনও লোককে বুদ্ধির ( চিত্তের ) পীড়ন করিয়া একাগ্রতাভ্যাস  
করিতে দেখা যায় নাই । অচ্যুতরায় বলেন—ব্রহ্মবিন্দুপনিষদে ( ২ মন্ত্বে ) আছে [ ব্রহ্মায় বিষয়াসক্তং  
মোক্ষে নির্বিষয়ঃ মনঃ ]—মন বিষয়াসক্ত থাকিলেই ব্রহ্মন, নির্বিষয় হইলেই মোক্ষ । সেইহেতু মনে  
ধ্বংস না হইলে মন কি প্রকারে নির্বিষয় হইবে ? এই শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“যিনি  
ঘটতত্ত্ব জানিবেন” ইত্যাদি । ১১

ভাল, ঘটবস্তুটা স্থূল বলিয়া স্পষ্ট । সেইহেতু ঘটের দর্শন করিতে হইলে চিত্তের পীড়ন বা  
নিরোধ করিবার প্রয়োজন নাই ; ব্রহ্ম কিন্তু সূক্ষ্ম স্পষ্ট নহেন । এইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্ত-  
পীড়নের প্রয়োজন আছে । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্ম স্বপ্রকাশ  
বলিয়া ঘটাদি-অপেক্ষাও স্পষ্টতর ; সেইহেতু ব্রহ্মের জ্ঞানে চিত্তনিরোধ অনাবশ্যক :—

(ছ) স্বপ্রকাশ ব্রহ্মের  
জ্ঞানে চিত্তনিরোধের  
অনাবশ্যকতা ।

সক্লংপ্রত্যয়মাত্রেন ঘটশ্চেচ্ছাসতে সদা ।

স্বপ্রকাশোহয়মাত্মা কিং ঘটবচ্চ ন ভাসতে ॥ ১২

অর্থ—সক্লংপ্রত্যয়মাত্রেন ঘটঃ সদা ভাসতে চেৎ স্বপ্রকাশঃ অয়ন্ আত্মা কিম্ ঘটবৎ চ ন  
ভাসতে ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি একবারমাত্র জ্ঞান বা বুদ্ধির অবতাসদ্বারাষ্ট, ঘট  
চিরদিন প্রকাশমান থাকে, তবে বলি, স্বপ্রকাশরূপ এই আত্মা কি ঘটের ন্যায় সদা  
প্রকাশমান নহেন ? পরন্তু সদা প্রকাশমানই ঘটে । ১২

( শঙ্কা ) ভাল, ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা থাকিলেও ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’—এই আকারের যে  
বুদ্ধিবৃত্তি, সেই ব্রহ্মকে বিষয় করে, সেই বুদ্ধিই ত’ তত্ত্বজ্ঞান ; তাহা ক্ষণনাশ্ত বলিয়া, ব্রহ্মে তাহার  
পুনঃ পুনঃ স্থিরীকরণের অপেক্ষা আছে । ( সমাধান ) এইরূপ আশঙ্কা করিলে বনি, তাহা  
ঘটাদি বিষয়েও তুল্যরূপে প্রযোজ্য । ইহাই বলিতেছেন :—

(স) (শঙ্কা) জ্ঞানীকে পুনঃ

পুনঃ ব্রহ্মে স্থিতি ব্রহ্ম স্বপ্রকাশতয়া কিং তে তত্ত্বদ্বিস্তত্ত্ববেদনম্ ।

করিতে হয় ; ( উত্তর ) এই বুদ্ধিস্ত ব্রহ্মণনাশ্চ্যতি চোত্তং তুল্যং ঘটাদিষু ॥ ১৩

পুনঃপুনঃ ঘটাদিতেও সমান ।

অঘর—স্বপ্রকাশতয়া তে কিম্ ? তদ্বুদ্ধিঃ তত্ত্ববেদনম্ ; বুদ্ধি চ ক্ষণশাশ্বা ; ইতি চোত্তম্ ঘটাদিশ্ তুল্যম্ ।

অমুবাদ—(বাদী বলিতেছেন :—হে সিদ্ধান্তিন্) ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাদ্বারা আপনার কি ব্রহ্মজ্ঞান হয় ? কিন্তু ব্রহ্মকে বিষয়কারিণী বুদ্ধিই তত্ত্বজ্ঞান ; আর সেই বুদ্ধি ক্ষণকাল মধ্যে বিনষ্ট হইয়া যায় । (তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—হে বাদিন্) তোমার এই (আপত্তিজনক) প্রশ্ন ঘটাদিবিষয়েও তুল্যরূপে খাটে ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) বাদী বলিতে চাহেন—ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা ত' ব্রহ্মজ্ঞানের কারণ নহে, কেননা, সেই স্বপ্রকাশতা থাকিতেও ব্রহ্মে ভাবরূপ অবিচার্য অস্তিত্ব অমুভূত হইয়া থাকে । কিন্তু মহাবাক্যবিচারসমুৎপন্ন যে বুদ্ধি ব্রহ্মকে আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাই অবিচার্যস্বরূপ বুদ্ধি দিতে সমর্থ—ইহাই আপনাদিগের সিদ্ধান্ত । সেই বুদ্ধি কিন্তু তিনরূপ মাত্র অবস্থান করে—একথা সকল আন্তিকই স্বীকার করেন । তাহা হইলে সেই বুদ্ধির বিলয় ঘটিলে, দীপ সরাইয়া লইলে ঘট ঘেরূপ অন্ধকারাবৃত হইয়া যায় এবং দীপ থাকিলে আবার প্রকাশিত হয়, সেইরূপ অদ্বৈত ব্রহ্মাত্মবস্তুর আবরণ প্রতিক্ষণে সম্ভব বলিয়া, সেই আবরণেব নিবৃত্তির জন্ত যতদিন না প্রারম্ভক্ষয় হয়, ততদিন বুদ্ধির ব্রহ্মাকারতা সম্পাদন আবশ্যক—ইহাই বাদীর আশঙ্কা । সিদ্ধান্তী প্রতিবন্ধিদ্বারা ইহার উত্তর দিতেছেন—“হে বাদিন্ তোমার এই আপত্তিজনক প্রশ্ন” ইত্যাদি । ৯৩

ঘটাদির জ্ঞান ক্ষণিক হইলেও, ঘট একবার নিশ্চিত হইলে, ঘটের ব্যবহার সঙ্গীত করা ঘাইতে পারে । সেইহেতু ঘটে চিন্তের স্থিরতাসম্পাদন নিশ্চয়োজন । এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ইহার সমাধান করিতেছেন এই বলিয়া যে, আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কার অবশ্য তুল্যরূপ :—

(ক) (বাদী) ঘটাদিবিষয়ে চিত্তস্থিরীকরণ আবশ্যক, (সিদ্ধান্তী) ব্রহ্মবিষয়েও তদ্রূপ ।

ঘটাদৌ নিশ্চিতে বুদ্ধির্নশ্ততোব্যব যদা ঘটঃ ।

ইষ্টৌ নেতুং তদা শক্য ইতি চেৎ সমম্যাস্মিন ॥ ৯৪

অঘর—ঘটাদৌ নিশ্চিতে যদা বুদ্ধিঃ নশ্ততি এব তদা ইষ্টঃ ঘটঃ নেতুন্ শক্যঃ ইতি চেৎ আত্মনি সমম্ ।

অমুবাদ—ঘটাদি নিশ্চিত হইলে পর যখন বুদ্ধি অর্থাৎ ঘটাকারবৃত্তি বিনাশ-প্রাপ্ত হয়, তখনও যখন ইচ্ছা ঘটকে অজ্ঞানানে লইয়া যাইতে পারা যায় অর্থাৎ ঘটের ব্যবহার চলিতে পারে—যদি এইরূপ বল, তবে আমি (সিদ্ধান্তী) বলি, আত্ম-সম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ ।

টীকা—(অচ্যুতরায়) সিদ্ধান্তী প্রতিবন্ধিমোচন আশঙ্কা করিয়া প্রতিবন্ধির তুল্যতা দেখাইয়া তাহার নিবৃত্তি করিলেন । ৯৪

“আত্মসম্বন্ধেও সেই আশঙ্কা তুল্যরূপ” এই উক্তিটির সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

নিশ্চিত্য সৰুদাআনং ষদাপেক্ষা তদৈব তম্ ।

বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাভুং শক্ৰোভ্যেব হি তত্ত্ববিৎ ॥ ২৫

অর্থ—তত্ত্ববিৎ হি সৰুং আআনম্ নিশ্চিত্য ষদা অপেক্ষা তদা এব তম্ বক্তুং মন্তুং তথা ধ্যাভুং শক্ৰোতি এব ।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানীও সেইরূপ একবার আত্মার নিশ্চয় করিয়া পরে যখনই ইচ্ছা তখনই সেই আত্মসম্বন্ধে বলিতে, মনন করিতে অথবা শান করিতে অবশ্যই পারেন । ২৫

ভাল, কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীকেও ত' আত্মাসম্বন্ধানের বশে অর্থাৎ আত্মার বিশ্বস্তির নিবারণের জন্য তত্ত্বজ্ঞানের অসম্বন্ধানবহিত দেখা যায়—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—জগতের যে অসম্বন্ধানভাব তাহা ধ্যানপ্রযুক্ত, তাহা জ্ঞানপ্রযুক্ত নহে :—

(এ) কোনও তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক্ষমান ব্যবহারের বিশ্বস্তির জন্ত ধ্যানের আবশ্যকতা ।

উপাসক ইব ধ্যানরৈল্লৌকিকং বিস্মরচ্ছাদি ।

বিস্মরচ্ছব সা ধ্যানাদ্ বিস্মৃতি ন তু বেদনাৎ ॥ ২৬

অর্থ—উপাসকঃ ইব ধ্যানরৈ বাদি লৌকিকম বিস্মরৎ বিস্মরতু এব ; সা বিস্মৃতিঃ ধ্যানাৎ, বেদনাৎ তু ন ।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী উপাসকের ছায় ধ্যান করিতে যদি ( ঋষভাদির ছায় ) লৌকিক ব্যবহার বিস্মৃত হন, তবে বিস্মৃত হউন ; সেই বিস্মৃতি ধ্যানের কার্য্য ; জ্ঞানদ্বারা কখন লৌকিক-ব্যবহার-বিস্মৃতি হয় না । ২৬

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীরও ত' মুক্তির সিদ্ধির জন্য ধ্যান করা কঠিন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—[ জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ প্রাপাতে যেন মৃত্যতে—( অজ্ঞাত-মূলশ্রুতি ) ]—জ্ঞান হইতে যে তদৈব তত্ত্বভাব প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহারাই জীব মুক্ত হয় । তুল্যার্ণাঃ অন্তশ্রুতি—[অতঃ সর্ব্বেষাম্ কৈবল্যমুক্তিঃ জ্ঞানমাত্রেন ( পাঠান্তরে—জ্ঞানমার্গেন ) উক্তা—মুক্তিকোপ নিবৎ প্রথমাদ্যায়ের শেষ মন্ত্বে, অথবা ৫০৬ মন্ত্বে]—এইহেতু সকল জীবের কৈবল্যমুক্তি কেবল জ্ঞান দ্বারাই সিদ্ধ হয় বলিয়া কথিত হইয়াছে ; [ তস্মাদ্ এবং বিদিত্বা এবং কৈবল্যম্ পদম্ অন্তম্ভে—কৈবল্য উ ২৪ ]—সেইহেতু এইরূপে এই পরমাত্মাকে জানিবা কৈবল্যপদ ভোগ করে ; [ তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুং এতি নান্তঃ পশাঃ বিস্মৃতে অয়নায়—যেতাস্থতর উ ৩৮ ; ৩১৫ ]—প্রত্যগভিন্ন সেই পরমাত্মাকে জানিলেই মৃত্যুকে অতিক্রম করা যায় ; সংসার হইতে নির্গত হইবার আর অন্য পথ নাই ; এবং [ জ্ঞানো দেবম্ মৃত্যতে সর্ব্বপাশৈঃ—যেতাস্থতর উ ১৮, ২১৫ ইত্যাদি ] যোগেশ চৈতন্তরূপ পরমাত্মাকে জানিলেই সর্ব্বপাপসংজ্ঞিত হয় ; ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ থাকিতে মোক্ষের জন্য ধ্যান কঠিন নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ট) তত্ত্বজ্ঞানীর মুক্তির জন্য ধ্যান আবশ্যক ।

ধ্যানং তৈহিচ্ছিকমেতস্য বেদনান্মুক্তিসিদ্ধিতঃ ।

জ্ঞানাদেব তু কৈবল্যমিতি শাস্ত্রেষু ভিণ্ডমঃ ॥ ২৭

অম্বয়—ধ্যানম্ তু এতত্ত্ব ঐচ্ছিকম্, বেদনাৎ মুক্তিসিদ্ধিতঃ ; জ্ঞানাৎ এব তু কৈবল্যম্ ইতি শাস্ত্রেণ্ড্ ডিগ্ধিমঃ ।

অনুবাদ—ধ্যান অর্থাৎ তদমুষ্ঠান কিন্তু জ্ঞানীর ইচ্ছাসাপেক্ষ, যেহেতু জ্ঞানদ্বারাই তাঁহার মুক্তি সিদ্ধ হইয়াছে । শাস্ত্রসমূহ টেঁড়া পিটিতেছে—জ্ঞান হইতেই কৈবল্য-প্রাপ্তি ।

টীকা—ঐতি শ্রুতি প্রভৃতি প্রমাণদ্বারা তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষসাধনরূপে নিরূপিত হওয়ায়, জ্ঞানের জন্ত অথবা মোক্ষের জন্ত তত্ত্বজ্ঞানীর ধ্যানামুষ্ঠান কর্তব্য নহে কিন্তু জীবশ্রুতির বিলক্ষণ আনন্দ চিত্তের একাগ্রতার দ্বারাই আবির্ভূত হয় বলিয়া, তত্ত্বজ্ঞানী যদি ইচ্ছা করেন, তবে ধ্যান করিতে পারেন ; ইচ্ছা না হয় ত' প্রয়োজন নাই । তত্ত্বজ্ঞানীর পক্ষে ধ্যান একান্ত কর্তব্য নহে । ২৭

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যদি ধ্যানকর্তব্যতা স্বীকার না করা যায়, তবে তাঁহার চিত্তবৃত্তি সর্বদাই বহিমুখী হইয়া থাকিবে—এরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন সেইরূপ বহিঃপ্রবৃত্তি জ্ঞানের বাধিকা নয় বলিয়া তাহা অঙ্গীকার করা যাইতে পারে :—

(ঠ) তত্ত্বজ্ঞের ধ্যান কর্তব্যতা অস্বীকার করিলে

তত্ত্ববিভাদি ন ধ্যানেনং প্রবর্তেত তদা বহিঃ ।

বাহ্যবৃত্তি অনিবার্ধা

প্রবর্ততাং সুখেনান্নং কো বাধোহস্ম প্রবর্তনে ? ॥ ২৮

(শঙ্কা ও সমাধান) ।

অম্বয়—( শঙ্কা ) তত্ত্ববিৎ যদি ন ধ্যানেনং তদা বহিঃ প্রবর্তেত ; ( সমাধান ) সুখেন অন্ম প্রবর্ততাম্, অস্ত প্রবর্তনে কঃ বাধঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল তত্ত্বজ্ঞানী যদি ধ্যানামুষ্ঠান না করেন, তাহা হইলে অনাব্যবস্থার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়া যাইবেন ; তবে বলি, জ্ঞানী সেইরূপ ব্যবহারে সুখে প্রবৃত্ত হউন ; এইরূপ প্রবৃত্তিযুক্ত হইতে জ্ঞানীর বাধা কি ? ২৮

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃপ্রবৃত্তি স্বীকার করিলে অতিপ্রসঙ্গ বা মর্ধ্যাদালভ্বনরূপ ঘোষ হয় ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তুমি জ্ঞানীর জন্ত প্রসঙ্গ বা মর্ধ্যাদা যখন নিরূপণ করিতে পারিবে না, তখন জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গের বা মর্ধ্যাদালভ্বনের কথা উঠাইতেই পার না—এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন :—

(ড) তত্ত্বজ্ঞানীর বহিঃপ্রবৃত্তি অঙ্গীকার করিলে

অতিপ্রসঙ্গ ইতি চেৎ প্রসঙ্গং তাবদৌরসম্ ।

অতিপ্রসঙ্গশঙ্কা ; সমাধান ।

প্রসঙ্গোবিধিশাস্ত্রং চেন্ন তত্ত্বতত্ত্ববিদং প্রতি ॥ ২৯

অম্বয়—অতিপ্রসঙ্গঃ ইতি চেৎ ? প্রসঙ্গম্ তাবৎ উরয় । বিধিশাস্ত্রম্ প্রসঙ্গঃ চেৎ, তৎ-তত্ত্ববিদম্ প্রতি ন ।

অনুবাদ—যদি বল তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ হইবে ( শাস্ত্রমর্ধ্যাদা লভ্বন করা হইবে ), তবে বলি তুমি ‘প্রসঙ্গ’ বলিতে কি বুঝ ? যদি বিধিশাস্ত্রকে ‘প্রসঙ্গ’ বল, তবে বলি তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি বিধিশাস্ত্র খাটে না ।

টীকা—যদি বল ‘প্রসঙ্গ’ শব্দের অর্থ ছানিক্রপ্য ( নিরূপণের অসাধ্য ) নহে, কেননা, প্রস

শব্দে বিধিশাস্ত্রকেই বুঝান অভিপ্রেত ; তবে বলি সেই বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানিপুঙ্খবিষয়ক বলিয়া তত্ত্বজ্ঞানীর প্রতি খাটে না। ইহাই বলিতেছেন :—“যদি বিধিশাস্ত্রকে ‘প্রসঙ্গ বল’ ইত্যাদি। এস্থলে যে বিধিশাস্ত্রের উল্লেখ হইল, তাহা নিষেধশাস্ত্রেরও উপলক্ষণ। বিধিনিষেধবিষয়ক শাস্ত্ররূপে যে প্রসঙ্গ বা মৰ্যাদা, তাহা জ্ঞানীর প্রতি খাটে না ; তাহা অজ্ঞানীর প্রতিই প্রযোজ্য। ৯৯

বিধিশাস্ত্র যে অজ্ঞানবিষয়ক তাহাই দেখাইতেছেন :—

(৫) বিধিশাস্ত্র অজ্ঞানীর বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাভিমানো যস্য বিজ্ঞতে।

প্রতিই প্রযোজ্য। তদন্ত্যেব চ নিষেধাশ্চ বিধয়ঃ সকলা অপি ॥ ১০০

অর্থ—বর্ণাশ্রমবয়োহবস্থাভিমানঃ যস্য বিজ্ঞতে তন্ত্ৰ এব চ সকলাঃ অপি নিষেধাঃ বিধয়ঃ চ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহার ব্রাহ্মণাদিবর্ণের, গার্হস্থ্যাদি আশ্রমের এবং বাল্যাদি-কণ অবস্থার অভিমান আছে, সকল বিধি ও নিষেধ তাহারই জন্ত। ১০০

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীও ত’ দেহধারী ; সেইহেতু বর্ণাশ্রমাদিব অভিমান তাহারও আছে ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(৬) বর্ণাশ্রমাভিমানবহিত বর্ণাশ্রমাদয়ো দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ।

জ্ঞানীব নিশ্চয়। নাত্মনো বোধরূপন্তোভ্যেবং তস্য বিনিশ্চয়ঃ ॥ ১০১

অর্থ—দেহে মায়য়া পরিকল্পিতাঃ বর্ণাশ্রমাদয়ঃ, বোধরূপন্ত আত্মানঃ ন, ইতি এবম্ তস্য বিনিশ্চয়ঃ।

অনুবাদ ও টীকা—মায়াদ্বারা পরিকল্পিত যে বর্ণাশ্রমাদিধর্ম, তাহা কেবল দেহবিষয়ক ; চৈতন্যস্বরূপ আত্মাতে তাহা নাই অর্থাৎ “তাহা আমার ধর্ম নহে,”—এইপ্রকার সেই জ্ঞানীর নিশ্চয়। এইহেতু জ্ঞানীর সেই বর্ণাশ্রমাদির অভিমান নাই। ১০১

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর যাহা নিশ্চয় তাহা থাকুক, শাস্ত্র ত’ তাঁহার কর্তব্য প্রতিপাদন করিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শাস্ত্রও (বাশিষ্ঠরামায়ণ—স্তিতি

প্রকরণ ৪৭।২৬) সেই তত্ত্বজ্ঞানীর কর্তব্যাব্যবস্থা বুঝাইতেছেন :—

(৩) তত্ত্বজ্ঞানীর সমাধিমথ কৰ্ম্মাণি মা করোতু করোতু বা।

কর্তব্যাব্যবস্থা শাস্ত্রদ্বারাও নির্ধারিত। হৃদয়েনাস্তসৰ্ব্বাস্থো মুক্তো এবোত্তমাশয়ঃ ॥ ১০২

অর্থ—হৃদয়েন ‘অন্তসৰ্ব্বাস্থঃ’ উত্তমাশয়ঃ যুক্তঃ এব সমাধিম্ অথ কৰ্ম্মাণি মা করোতু বা করোতু।

অনুবাদ—যাহার হৃদয় হইতে সকল প্রকারের আস্থা বা আসক্তি তিরোহিত হইয়াছে, সেই নির্মলজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি সমাধি ও কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তিনি যে মুক্ত হইয়াছেন তদ্বিষয়ে সংশয় নাই।

টীকা—‘বিনি “হৃদয়েন”—বুদ্ধিধারা, “অন্তসৰ্ব্বাস্থঃ”—‘অন্তাঃ’ পরিত্যক্ত হইয়াছে ‘সৰ্ব্বাঃ’ আস্থাঃ—বিবিধ প্রকারের আসক্তি যাহার, এইরূপ ব্যক্তি, “সঃ যুক্তঃ এব”—তিনি নিশ্চিতই মুক্ত



হইয়াছেন। অতএব তিনি সমাধির বা কর্মের অনুষ্ঠান করুন বা নাই করুন, তাঁহার কিছুই কর্তব্য নাই। এই অর্থে অধ্বয় বৃষ্টিতে হইবে। অমুক কর্ম করিলে আমার স্বর্গমোক্ষাদিরূপ ফললাভ হইবে, না করিলে ইষ্টবিনাশ ও অনিষ্টপ্রাপ্তি বা হানি হইবে, এইরূপ বুদ্ধিতে যাহা করা যায়, তাহাকেই কর্তব্য বলে; এই বুদ্ধি না লইয়া যাহা করা যায় তাহা কর্তব্য নহে\*। ১০২

তত্ত্বজ্ঞানীর যে অঙ্গ কর্তব্য নাই, এবিষয়ে অঙ্গ একবচন ( বাশিষ্ঠ রামায়ণ, স্থিতিপ্রকরণ—৫৭।২৭ ) প্রমাণস্বরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

নৈষ্কর্মেণ ন তস্যার্থস্তস্যার্থোহস্তি ন কর্মভিঃ।

ন সমাধানজপ্যাভ্যাং স্যন্ত নির্দাসনং মনঃ ॥ ১০৩

অধ্বয়—যন্ত মনঃ নির্দাসনম্ তন্ত নৈষ্কর্মেণ ন অর্থঃ, তন্ত কর্মভিঃ অর্থঃ নাস্তি, সমাধান-জপ্যাভ্যাম্ ন।

অনুবাদ—যাঁহার মন বাসনাশূন্য হইয়াছে তাঁহার কর্মত্যাগরূপ সম্যাসও প্রয়োজন নাই, কর্মানুষ্ঠানেরও অপেক্ষা নাই, তাঁহার সমাধি ও জপানুষ্ঠানেরও প্রয়োজন নাই।

টীকা—“নৈষ্কর্মা” শব্দের অর্থ কর্মরাহিত্য অর্থাৎ কর্মত্যাগ। “সমাধান” শব্দের অর্থ সমাধি; “জপা” শব্দের অর্থ জপ। ১০৩

ভাল, জ্ঞানিগণেরও বাসনানিবৃত্তির জন্য ধ্যান করা কর্তব্য; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সমাগ্জ্ঞানীর অর্থাৎ যথার্থ তত্ত্বদর্শীর বাসনাই নাই :—

(খ) সমাগ্জ্ঞানীর আত্মাসঙ্গস্ততোহন্য ৎসাদিত্ত্বজালং হি মায়িকম্।  
বাসনার অভাব। ইত্যচঞ্চলনির্গীতে কুতো মনসি বাসনা ॥ ১০৪

অধ্বয়—আত্মা অসঙ্গঃ ততঃ অন্তঃ ইন্দ্রজালম্ মায়িকম্ হি ত্রাৎ ইতি অচঞ্চলনির্গীতে মনসি কুতঃ বাসনা ( ত্রাৎ ) ?

অনুবাদ—আত্মা অসঙ্গ—স্বজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতসম্বন্ধশূন্য; তন্নিহ্ন অন্য অর্থাৎ ইন্দ্রজালরূপ জগৎ মায়িক ও মিথ্যা। এইপ্রকার দৃঢ়নিশ্চয়যুক্ত মনে কোথা হইতে বাসনা আসিবে? কোথা হইতেও নহে।

টীকা—বশিষ্ঠ উপশমপ্রকরণে ( ১১।২২ ) কহিয়াছেন—দৃঢ়ভাবনয়া ত্যক্তপূর্বাপরিচারণম্। যদাধানং পদার্থন্ত বাসনা সা প্রকীর্ষিতা ॥—পূর্বাপর বিচারপরিচয়পূর্বক ( আমি, আমার এই প্রকার ) দৃঢ়সংস্কারের সহিত যে ( দেহাদি ) পদার্থের গ্রহণ হয়, তাহাকেই বাসনা বলে; তাহাকে অভিনিবেশ বা আগ্রহরূপ ব্যাপনও বলে। তাহা শুদ্ধ ও অন্তঃকন্ডে দুই প্রকার। অন্তর্দ বা মলিন বাসনা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন হয়, অহঙ্কারদ্বারা পরিপুষ্ট হয় এবং পুনর্জন্মের কারণ হয়।

\* বিজ্ঞানপ্রণালী স্বরচিত ‘জীবশক্তিবিবেকের’ “বাসনাক্ষর প্রকরণের” শেষ ভাগে এই দ্রোণট উদ্ধৃত করিয়া “অন্তসর্কাহঃ” হানে “অন্তসর্কাশঃ” পাঠ করিয়াছেন। বাশিষ্ঠরামায়ণ টীকাকার মূল “অন্তসর্কাহঃ”—বাধ্যাকালে, আঁধা শব্দে তত্ত্ব বর্ণিত অভিব্যাপ্তি বৃষ্টিহীন এবং বলিয়াছেন—বর্ষিতরূপ অজ্ঞানপরিপাকদ্বারা বিনি সপ্তম ভূমিকারোহণ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়াছেন, তাঁহারই সকল কর্তব্যাত্যাব। বিজ্ঞানপ্রণালী জ্ঞানলাভ মাঝেই কর্তব্যাত্যাব বুঝাইতেছেন।

ইহা গীতার ষোড়শাধ্যায়ে ‘আত্মরী সম্পৎ’ নামে বর্ণিত হইয়াছে। শুদ্ধবাসনা গীতার ত্রয়োদশাধ্যায়ে বর্ণিত। পরমাত্মার সোপাধিক ও নিরুপাধিকরূপ অবগত হইবার পর, তত্ত্বজ্ঞানীগণের বাসনা কেবল দেহধারণনিমিত্ত রক্ষিত হইয়া থাকে অর্থাৎ জ্ঞানের অমৃতত্বের সহিত যে ইঞ্জিয়ব্যবহার, তাহা পুনর্জন্মের কারণ হয় না। মলিন বাসনা চারিপ্রকারের যথা,—লোকবাসনা, শাস্ত্রবাসনা, দেহবাসনা ও আত্মরী সম্পৎ। ‘লোকবাসনা’ শেষে সর্বজনপ্রশংসিত হইবার ইচ্ছা। শাস্ত্রবাসনা তিনপ্রকারেব (ক) পাঠবাসন—যথা ভরদ্বাজে, (খ) শাস্ত্রবাসন—যথা দ্রুপাচার্য, (গ) অষ্টাষ্টানবাসন—যথা, নিদাঘ ও দাশুত্রে। শাস্ত্রবাসন যে মলিনতার কারণ তাহা হেতুকেতু ও বালাকিতে দেখা যায়। দেহবাসনা তিনপ্রকারের, যথা (ক) দেহে আশ্রয় ভ্রম, যেমন চাক্ষুকে ও বিরোচনে; (খ) গুণধানভ্রম—যথা, সজীতসাধনা প্রভৃতি, শাস্ত্রীয়—যথা গঙ্গাস্নান, তীর্থদর্শন ইত্যাদি, (গ) দোষাপ-নয়নভ্রম—লৌকিক—যথা ঔষধদ্বারা মুখ প্রক্ষালন, বৈদিক—যথা শৌচ আচমন। আত্মরী সম্পৎ গীতার ১৬শ অধ্যায়ে বর্ণিত আছে, তথায় দ্রষ্টব্য। যত্বেপি আত্মায় অসঙ্গতানিষ্ঠয় এবং প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বনিশ্চয়রূপ জ্ঞান দৃঢ়তালাভ করিলে বাসনাসমূহের বিনাশে যত্ন নিপ্তাভ্যাজন, তথাপি সেই জ্ঞান, অদৃঢ় থাকিলে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা চিত্তবিশ্রান্তিলাভ হয় না। সেইজন্য বিচারণ্যস্বামী “জীবমুক্তি বিবেকে” ‘বাসনাক্ষয় প্রকরণে’ বাসনাক্ষয় করিবার ছয়টি ক্রম বা সোপান নির্দেশ করিয়াছেন :— ১ম—বিষয়বাসনা ত্যাগ ; বিষয়বাসনার অর্থ আত্মরী সম্পৎ অথবা রূপরসাদিভোগকালীন সংস্কার ; ২য়—মানসবাসনা ত্যাগ ; মানসবাসনার অর্থ লোকবাসনা, শাস্ত্রবাগনা ও দেহবাসনা অথবা রূপরসাদিকামনাকালীনসংস্কার, ৩য়—মৈত্র্যাদি অমলবাসনাগ্রহণ ; ৪র্থ—অন্তরে তাহারও ত্যাগ, কেবল চিহ্নবাসনা লইয়া অবস্থান ; ৫ম—চিন্মাত্রবাসনারও পরিত্যাগ, ৬ষ্ঠ—উক্ত ত্যাগের প্রযত্নেরও ত্যাগ। (সবিস্তব মগনীরাম রত্নপীঠক গ্রন্থাবলীর “জীবমুক্তিবিবেকে” ১২৭ পৃঃ বাসনাক্ষয়প্রকরণ দ্রষ্টব্য)। ১০৪

ভাল, প্রসঙ্গের অস্তাব মানিলাম, তদ্বারা অতিপ্রসঙ্গাতাববিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(দ) জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গা- এবং নাস্তি প্রসঙ্গোহপি কুতোহস্যাতিপ্রসঙ্গনম্ ।  
ভাব এবং অজ্ঞানীর প্রসঙ্গো যস্য তট্যেব শঙ্ক্যাতাতিপ্রসঙ্গনম্ ॥ ১০৫

অর্থ—এবম্ অস্ত প্রসঙ্গঃ অপি ন অস্তি, কুতঃ অতিপ্রসঙ্গনম্ ? যস্য প্রসঙ্গঃ তস্য এব অতিপ্রসঙ্গনম্ শঙ্ক্যাত ।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে বিধিনিষেধপালনরূপ প্রসঙ্গ বা আচার যদি জ্ঞানীর পক্ষে সম্ভবপর না হইল, তাহা হইলে অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার হইবে কিরূপে ? যাহার আচার আছে, তাহার সম্বন্ধেই অত্যাচারের আশঙ্কা হইতে পারে। (অন্তের সম্বন্ধে নহে।)। ১০৫

ভাল, এইরূপ কোথায় দেখা গিয়াছে ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও বিধ্যভাবাৎ ন বালশ্চ দৃশ্যতেহতিপ্রসঙ্গনম্ ।

দৃষ্টান্ত ।

স্যাৎ কুতোহতিপ্রসঙ্গোহস্য বিধ্যভাবে সমে সতি ॥

অর্থ—বিধ্যভাবাৎ বালশ্চ অতিপ্রসঙ্গনম্ ন দৃশ্যতে । বিধ্যভাবে সমে সতি অশ্চ কৃতঃ অতিপ্রসঙ্গঃ স্যাৎ ? ১০৬

অনুবাদ ও টীকা—যেমন বিধির প্রসঙ্গের অভাবহেতু বালকের অতিপ্রসঙ্গ বা আচারব্যতিক্রম দৃষ্ট হয় না, সেইপ্রকার জ্ঞানীরও বিধির অভাব বালকের সহিত তুল্যরূপ বলিয়া, জ্ঞানীর অতিপ্রসঙ্গ বা অত্যাচার কোথা হইতে আসিবে ? ১০৬

বালকসম্বন্ধে যে বিধির অভাব, বালকের অজ্ঞতাই তাহার কারণ ; জ্ঞানীর ত' সেই কারণ নাই ; এইরূপ আশঙ্কার সমাধানে বলিতেছেন, জ্ঞানীর অজ্ঞতার অভাব হইলেও, জ্ঞানীর সর্বজ্ঞতা, বিধির অভাবের কারণ :—

ন কিঞ্চিৎসেত্তি বালশ্চেৎ সর্বং বেত্তো'ব তত্ত্ববিৎ ।

অল্পজ্ঞস্টস্যৈব বিধয়ঃ সর্বৈ স্ত্যান্যামোদ্যোঃ ॥ ১০৭

অর্থ—বালঃ কিঞ্চিং ন বেত্তি চেৎ, তত্ত্ববিৎ সর্বম্ বেত্তি এব । অল্পজ্ঞস্য এব সর্বৈ বিধয়ঃ স্যঃ, অন্তয়োঃ ধ্যোঃ ন ।

অনুবাদ—যদি বল বালক অজ্ঞ, বিধিনিষেধের কিছুই জানে না ; সেইহেতু তাহার পক্ষে বিধিনিষেধ নাই ; তবে বলি—তত্ত্বজ্ঞানী সর্বজ্ঞ, যত কিছু বিধি সকলই অল্পজ্ঞের পক্ষে ; অপর দুইএর পক্ষে অর্থাৎ অজ্ঞ ও সর্বজ্ঞের পক্ষে নহে ।

টীকা—একান্ত অজ্ঞের ও তত্ত্বজ্ঞের পক্ষে যদি বিধি না হইল, তবে বিধি কাহার জ্ঞান ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—সকল বিধিই অল্পজ্ঞের জ্ঞান ; অজ্ঞের অর্থাৎ অজ্ঞের ও সর্বজ্ঞের এই উভয়ের জ্ঞান নহে । বিষ্ণুভাগবতে আছে ( ৩।৭।১৭ ) “যশ্চ মৃতমো লোকে, যশ্চবুদ্ধেঃ পরং গতঃ । তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্তান্তরিতো জনঃ ॥—‘যে বালকের মত অতিশয় মৃত অথবা যাহার বুদ্ধি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আত্মাকে লাভ করিয়াছে, উভয়েই এই সংসারে সুখভোগ করে, আর যে মধ্যবর্তী অর্থাৎ অতিশয় মৃত ও (তত্ত্বজ্ঞ হইতে ভিন্ন) অল্পজ্ঞ, সেই বিধিনিষেধাদিরূপ ক্লেশভোগ করে’ । অতি মৃত—জ্ঞানসমুদ্রের এপারে অবস্থিত, তত্ত্বজ্ঞ পরপারে ; অল্পজ্ঞ উভয় পারমধ্যগত বলিয়া বিধিনিষেধরূপ উচ্চাঘাত তরঙ্গবেগে আকুল হয় ; কিন্তু উক্তম কুলোৎপন্ন বালক ও জ্ঞানী গুণদোষবুদ্ধি বিনাই, কেবল শুভসংস্কারবশে শুভাচরণই করিয়া থাকে এবং অনুভূতচরণ পরিহার করে । একথা পূর্বে ( ষৈতবীবেক ৪।৫৫ টীকায় ) উল্লিখিত হইয়াছে । ১০৭

তাল, ব্যাসাদির স্ত্রায় বাহার শাপ দিবার ও অশুগ্রহ করিবার সামর্থ্য আছে, সেই তত্ত্ববিৎ ; অজ্ঞে নহে ; বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ন) ( শঙ্কা ) শাপাদির শাপানুগ্রহসামর্থ্যাৎ সন্ত্যাদসৌ তবিত্ত্বত্বাদি ।

সামর্থ্য থাকিলেই তত্ত্ববিৎ হয় । সমাধান ।

তন্ম শাপাদিসামর্থ্যাৎ ফলং স্ত্যাপনসো মতঃ ॥ ১০৮

অর্থ—যস্ত শাপানুগ্রহসামর্থ্যম্ অসৌ তত্ত্ববিৎ যদি ( এবম্ উচ্যতে ), তৎ ন ; যতঃ শাপাদি-সামর্থ্যম্ তপসঃ ফলম্ স্যাৎ ।

অমুবাদ—যদি বল শাপ দিবার ও অমুগ্রহ করিবার সামর্থ্য যাহার থাকে, তিনিই তববিৎ, তবে বলি, ঐরূপ বলা চলে না, যেহেতু শাপাদির সামর্থ্য তপস্তারই ফল, জ্ঞানের নহে।

টীকা—সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন—“তবে বলি” ইত্যাদির দ্বারা। তাহাতেও হেতু বলিতেছেন :—“যেহেতু” ইত্যাদি। ১০৮

ভাল, ব্যাসাদি তত্ত্ববিদগণেরও শাপাদির সামর্থ্য দেখা গিয়া থাকে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, তাঁহাদের সেই সামর্থ্য তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে কিন্তু তপস্তার ফল :—

(প) ব্যাস প্রভৃতির

শাপাদিসামর্থ্য তপস্তা-

জনিত ; জ্ঞানোৎপাদক

তপস্তা ভিন্ন।

ব্যাসাদেৱপি সামর্থ্যং দৃশ্যতে তপসো বলাৎ।

শাপাদিকারণাদন্যতপো জ্ঞানস্য কারণম্ ॥ ১০৯

অর্থ—ব্যাসাদেঃ অপি তপসঃ বলাৎ সামর্থ্যম্ দৃশ্যতে। শাপাদিকারণং অন্যং তপঃ জ্ঞানস্য কারণম্।

অমুবাদ—ব্যাসাদিরও যে অভিসম্পাতাদির সামর্থ্য ছিল, তাহা তত্ত্বজ্ঞানের ফল নহে, তপস্তারই ফল ; আর জ্ঞানের কারণ বা উৎপাদক যে তপস্তা, তাহা শাপাদিসামর্থ্যোৎপাদক তপস্তা হইতে ভিন্ন।

টীকা—ভাল, তাহা হইলে [ তপসা ব্রহ্ম বিজিজ্ঞাস্থ—তৈত্তিরীয় উ ৩২।১, ৩৩।১ ইত্যাদি ] —তপস্তাদ্বারা ব্রহ্মকে জানিতে ইচ্ছা কর—এই ঋতিবচন হইতে বুঝা যায়, তপস্তারহিত পুরুষের তত্ত্বজ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—অভিসম্পাতা-দির কারণ ( উৎপাদক ) সকাম তপস্তা হইতে অন্তপ্রকারের জ্ঞানোৎপাদক নিকাম তপস্তা আছে বলিয়া তপস্তা বিনা তত্ত্বজ্ঞানের অমুৎপত্তির আশঙ্কা নাই। এইহেতু পুরোক্তরূপ কথন সম্ভব নহে। ইহাই বলিতেছেন—“আর জ্ঞানের কারণ” ইত্যাদি। তপ্ ধাতু হইটি—“তপ্ আলোচনে,” “তপ্ সম্ভাপে”। তন্মধ্যে আলোচনার্থক তপ্ ধাতুনিম্ন তপঃ বা তপস্তা জ্ঞানের কারণ এবং সম্ভাপ বা বৈষ্ণবসহনার্থক তপ্ ধাতু নিম্ন তপঃ বা তপস্তা শাপামুগ্রহাদি শক্তিবাদের কারণ ; এই গূঢ়ার্থই স্মৃতি হইতেছে। ১০৯

ভাল, তাহা হইলে সেই ব্যাসাদির তত্ত্বজ্ঞানিতা ও শাপামুগ্রহাদি সমর্থতা কেন দেখা গেল ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাঁহাদের উভয়বিধ তপস্তাই ছিল :—

(ক) উভয়বিধ তপস্তা

শাকিলে শাপাদিসামর্থ্য

ও জ্ঞান ; একবিধ

শাকিলে এককলপ্রাপ্তি।

দ্বয়ং শস্যাস্তি তত্শ্যৈব সামর্থ্যজ্ঞানয়োৰ্জনঃ।

এতৈককং তু ততঃ কুর্দম্ভৈককং লভতে ফলম্ ॥ ১১০

অর্থ—দ্বয়ং দ্বয়ম্ অস্তি তস্ত এব সামর্থ্যজ্ঞানয়োঃ জনিঃ ( শ্যৎ ) ; ততঃ একৈকম্ তু কুর্দম্

একৈকম্ ফলম্ লভতে।

অমুবাদ ও টীকা—যাহার দ্বিবিধ তপস্তাই আছে, তাহার শাপাদির সামর্থ্য ও

তত্ত্বজ্ঞান উভয়ই জন্মে। সেইহেতু এক এক প্রকারের তপস্তা করিলে এক এক ফলই পাওয়া যায়। এইহেতু উক্ত বিরোধ সম্ভবে না। ১১০

ভাল, শাপাদির সামর্থ্যরহিত যতির শাপাদিসামর্থ্য সম্পাদনবিষয়ে প্রেরকবচনরূপ বিধির অভাব হইলেও, বিহিতকর্মানুষ্ঠানকারী কৰ্ম্মকাণ্ডীগের কর্তৃক নিম্ননীয়তা ঘটিবে; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন, সেই কৰ্ম্মীগেরও বিষয়লম্পট পামর পুরুষদিগের কর্তৃক নিম্ননীয়তা ঘটিবে।

(ব) সামর্থ্যোৎপাদক-

বিধিবিহীন যতির কৰ্ম্ম-

কর্তৃক নিম্নাসক্তাবনা।

শঙ্কা ও সমাধান।

সামর্থ্যহীনো নিম্ন্যশ্চেচ্ছতিবিধিবিবর্জিতঃ।

নিম্ন্যতে তন্তপোহপ্যত্মৈরনিশং ভোগলম্পটটঃ ॥১১১

অর্থ—সামর্থ্যহীনঃ যতিঃ বিধিবিবর্জিতঃ নিম্ন্যঃ চেৎ অস্তেঃ ভোগলম্পটটৈঃ তৎ তপঃ অপি অনিশম নিম্ন্যতে।

অনুবাদ ও টীকা—শাপানুগ্রহের সামর্থ্যরহিত যে সন্ন্যাসী তিনি বিধিরহিত হইলেও, কস্মিগকর্তৃক নিন্দিত হইবেন—যদি এইরূপ বল, তবে ( বলি ) অশ্রু ভোগ-লম্পট পুরুষদিগের কর্তৃক সেই কস্মিগের কৰ্ম্মানুষ্ঠানরূপ তপও নিরন্তর নিন্দিত হইয়া থাকে\*। ১১১

‘ভাল, সন্ন্যাসীও ত’ ভোগতৃষ্টির জন্য ভোগ্যবস্তুর আহরণ করেন’—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, তাহা হইলে তাহাদের যতিষ্ট নাই, বলিতে হইবে, এই অতি-প্রায়ে উপহাস করিতেছেন :—

(ভ) ভোগলম্পটদিগের

যতিস্বাভাব, লক্ষ্য করিয়া

উপহাস।

ভিক্ষাবস্তাদি রক্ষেমুর্য়ত্তেতে ভোগতৃষ্টিয়ে।

অহো যতিত্বমেতেষাং বৈরাগ্যভরমম্বরম্ ॥ ১১২

অর্থ—যদি এতে ভোগতৃষ্টিয়ে ভিক্ষাবস্তাদি রক্ষেমুঃ, অহো এতেষাম্ বৈরাগ্যভরমম্বরম্ যতিত্বম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল সন্ন্যাসিগণও ভোগতৃষ্টির জন্য ভিক্ষাবস্তাদি রক্ষণ করেন, তবে বলি সেইরূপ সন্ন্যাসীর বৈরাগ্যানোষার ভারে চলনাসমর্থ যতিত্বে বলিহারি! ১১২

\* এই শ্লোকটি আচার্য্য পীতাম্বরত পাঠানুসারেই প্রদত্ত হইল। অশ্রু সকল সংস্করণেই—সামর্থ্যহীনো নিম্ন্যশ্চেচ্ছতিবিধিবিবর্জিতঃ। নিম্ন্যন্তে যতপোহপ্যত্মৈরনিশং ভোগলম্পটটৈঃ, ॥ এইরূপে পঠিত হইয়াছে। কেবল পুণ্যসংস্করণে ‘যতপো’ স্থানে ‘যততো’ পাঠ আছে, তাহা লক্ষিতঃ প্রামাণিক। এই সকল পাঠই রামকৃষ্ণ রচিত—“নম্ ৭ঃ শাপাদিসামর্থ্যরহিতঃ তন্ত বিধাভাবে অপি বিহিতানুষ্ঠাতৃভিঃ [ ন যতিভিঃ ] নিম্ন্যত্বম্ স্তাৎ” ইত্যাদি টীকার সহিত এবং অচ্যুতার কৃত ব্যাখ্যা—“নম্ ব্রহ্মবিদঃ শাপাঙ্কসামর্থ্যে কৰ্ম্মনিম্ন্যত্বম্” ইত্যাদির সহিত অসংলগ্ন হয়। এইহেতু পীতাম্বর-দ্ব্যুত পাঠই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। “অন্তেঃ ভোগলম্পটটৈঃ” দ্বারা বৈধাবৈধ ভোগাসক্ত, পারলৌকিক ভোগসাধনে অবিশ্বাসিগণই গৃহীত হইয়াছে এবং তদ্বারা ঐহিক পারলৌকিক বৈধভোগসাধনে বিশ্বাসিগণও “ভোগলম্পট” মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। এইহেতু সন্ন্যাসিগণকেও ভোগিসম্প্রদায়ভুক্ত করিবার প্রয়াস তাহাদের স্বাভাবিক।

বিষয়লম্পট পামরগণ কর্মকাণ্ডরত শিষ্ট পুরুষদিগের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্বারা তাহাদের কোনও ক্ষতি হয় না, যদি এইরূপ বল, তবে বলি, দেহাভিমাত্রী কর্মকাণ্ডরত পুরুষগণও তত্ত্বজ্ঞানের যে নিন্দা করিয়া থাকে, তদ্বারাও তাহাদের কোন ক্ষতি হয় না :—

(ম) কর্ম্মাদিগের বিষয়-  
কৃত নিন্দার স্থায় তত্ত্বজ্ঞ-  
দিগের কর্ম্মকৃত নিন্দার  
ক্ষতি নাই।

বর্ণাশ্রমপরান্ মূঢ়া নিন্দন্তিত্যুচ্যতে যদি ।

দেহাশ্রমতয়ো বুদ্ধং নিন্দন্তাশ্রমমানিনঃ ॥ ১১৩

অর্থ—মূঢ়াঃ বর্ণাশ্রমপরান্ নিন্দন্ত ইতি যদি উচ্যতে, দেহাশ্রমতয়ঃ আশ্রমমানিনঃ বুদ্ধম্ নিন্দন্ত ।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল যাহারা মূঢ় (‘পামর’) তাহারা বর্ণাশ্রমানুরাগী (কর্ম্মকাণ্ডরত) পুরুষদিগের নিন্দা করুক, তাহাতে তাহাদের ক্ষতি নাই, তবে বলি যাহারা দেহকে আত্মা বলিয়া মানে এইরূপ বর্ণাশ্রমভিমাত্রী (কর্ম্মকাণ্ডরত) পুরুষেরা জ্ঞানীদিগকে নিন্দা করুক, তাহাতে তাহাদেরও কিছুই আসিয়া যায় না । ১১৩

১১ হইতে ১১৩ পর্য্যন্ত ২৩টি শ্লোকে বর্ণিত প্রসঙ্গপ্রাপ্ত বিষয়টির বিচার পরিসমাপ্ত করিয়া

আলোচ্যবিষয়ের—তত্ত্বজ্ঞান ও ব্যবহারের অবিরোধবিচারের—অনুসরণ করিতেছেন :—

তদিথং তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাং ।

জ্ঞানিনা চরিত্বং শক্যং সম্যগ্রাজ্যাদি লৌকিকম্ ॥ ১১৪

অর্থ—তৎ ইত্থম্ তত্ত্ববিজ্ঞানে সাধনানুপমর্দনাং লৌকিকম্ বাজ্যাদি জ্ঞানিনা সম্যক্ আচরিতুম্ শক্যম্ ।

অনুবাদ—অতএব এই প্রকারে তত্ত্বজ্ঞান হইলে, মন প্রভৃতি ব্যবহারসাধন সামগ্রীর অভাব হয় না বলিয়া জ্ঞানী লৌকিককর্ম্ম অথবা রাজ্যপালনাদি সম্যক্ প্রকারে আচরণ করিতে সমর্থ হন ।

টীকা—“তৎ”—সেই কারণে ; “ইত্থম্”—উক্তপ্রকারে, “তত্ত্ববিজ্ঞানে ( সতি ) সাধনানাং মর্দনাং”—তত্ত্বজ্ঞান হইলে মন প্রভৃতি ব্যবহারসামগ্রীরূপ সাধনের বিলাপন বা বিনাশ হয় না বলিয়া, “লৌকিকম্ রাজ্যাদি”—লৌকিককর্ম্ম অথবা ( ? ) রাজ্য ( -পালন ) প্রভৃতি জ্ঞানিকর্ত্তৃক সম্যক্ প্রকারে আচরিত হইবার যোগ্য হয় । ১১৪

যদি বল তত্ত্বজ্ঞানীর প্রাপঞ্চমিত্যাৎজ্ঞান হইলে, সেই প্রাপঞ্চে ইচ্ছার উদয়ই হইবে না, তবে বলি জ্ঞানী নিজ কর্ম্মানুসারেই চলিতে থাকুন :—

মিথ্যাত্ত্ববুদ্ধ্যা তত্ত্বেচ্ছা নাস্তি চেত্তর্হি সাস্ত তৎ ।

ধ্যায়ন্ বাথ ব্যবহরন্ যথারকম্ বসন্তম্ ॥ ১১৫

অর্থ—মিথ্যাত্ত্ববুদ্ধ্যা তত্ত্ব ইচ্ছা নাস্তি চেৎ তর্হি তৎ মা সন্ত, অয়ম্ ধায়ন্ অথবা ব্যবহরন্ যথারকম্ বসন্ত ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রাপঞ্চে মিথ্যাত্ত্ববুদ্ধি হেতু জ্ঞানীর যদি প্রাপঞ্চে ইচ্ছার উদয়

না হয়, না-ই হউক ; জ্ঞানী ধ্যান করিতে করিতে অথবা ব্যবহার পালন করিতে করিতে নিজ প্রারম্ভের অনুবর্তন করিতে থাকুন । ১১৫

২। জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ ।

একণে এই জ্ঞানী হইতে উপাসকের প্রভেদ দেখাইতেছেন :—

(ক) উপাসকের নিরন্তর  
ধ্যান কর্তব্য, হেতু ও  
দৃষ্টান্ত ।

**উপাসকস্ত্ব সততং ধ্যানেন্নৈব বসেচ্ছতঃ ।**

**ধ্যানেটনৈব কৃতং তস্য ব্রহ্মত্বং বিষ্ণুতাদিবৎ ॥ ১১৬**

অর্থ—উপাসকঃ তু সততম্ ধ্যানম্ এব বসেৎ, যতঃ তস্ত ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্ বিষ্ণুতাদিবৎ ।

অনুবাদ—উপাসক ব্যক্তি সর্বদা ধ্যানে তৎপর থাকিবেন, যেহেতু সেই উপাসকের - ব্রহ্মরূপতা ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন, যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি ধ্যানদ্বারাই সম্পন্ন হয় ।

টীকা—ধ্যানতৎপর থাকিবার কারণ বলিতেছেন—“যেহেতু সেই, উপাসকের” ইত্যাদি । “যতঃ”—যেহেতু, “তস্ত ব্রহ্মত্বম্ ধ্যানেন এব কৃতম্”—উপাসকের ব্রহ্মত্ব ধ্যানদ্বারাই নিষ্পাদিত ; প্রমাণদ্বারা উপাদিত এবং প্রমাজ্ঞানের বিষয়ীকৃত হয় নাই ; এইহেতু ধ্যানীর অর্থাৎ উপাসকের সর্বদাই ধ্যান করা কর্তব্য, ইহাই অর্থ । সেই ধ্যাননিষ্পাদিত ব্রহ্মরূপতার দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“যেমন বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি” ইত্যাদি । যেমন কেহ ধ্যানদ্বারা অর্থাৎ সগুণ উপাসনার দ্বারা আপনাতে বিষ্ণুরূপতাপ্রভৃতি সম্পাদন করিলে, তাহার পারমার্থিকতা নাই, সেইরূপ নিগুণোপাসনাসম্পাদিত ব্রহ্মরূপতারও পারমার্থিকতা নাই, ইহাই অতিপ্রায় । ১১৬

ভাল, ধ্যানদ্বারা নিষ্পাদিত হইলেও সেই ব্রহ্মত্ব কেমন পারমার্থিক হইবে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যেমন [ বাচম্ মেধম্ উপাসীত—বৃহদা উ ৮৮১ ]—( ‘স্বাহা, বযট্, হস্ত, স্বধা এই চারিটি স্তনবিশিষ্ট ) ‘যেহেতু বাচকে উপাসনা করিবে ;’ তদনুসারে সম্পাদিত বাগ্ধেয়ুধ্যান প্রভৃতির অনুষ্ঠানে, ধ্যানের নিবৃত্তি হইলে ধ্যানসম্পাদিতেরও নিবৃত্তি দেখা যায় ; সেইহেতু ধ্যানসম্পাদিতের পারমার্থিকতা নাই :—

(খ) ধ্যাননিষ্পাদিত

**ধ্যানোপাদানকং বস্তুদ্ব্যনাভাবে বিলীয়তে ।**

ব্রহ্মত্ব অবাস্তব ; জ্ঞান-  
প্রকাশিত ব্রহ্মত্ব বাস্তব ।

**বাস্তবী ব্রহ্মতা টনৈব জ্ঞানাভাবে বিলীয়তে ॥ ১১৭**

অর্থ—ধ্যানোপাদানকম্ যৎ তৎ ধ্যানাভাবে বিলীয়তে, বাস্তবী ব্রহ্মতা জ্ঞানাভাবে ন এব বিলীয়তে ।

অনুবাদ—ধ্যান যাহার উপাদান—সম্পাদক কারণ, সেই বস্তু ধ্যানের অভাব হইলেই বিলীন হইয়া যায় ; কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মত্ব, তাহা জ্ঞানের অভাব হইলেও বিলীন হইয়া যায় না ।

টীকা—জ্ঞানদ্বারা প্রকাশিত ব্রহ্মত্বের ধ্যানসম্পাদিত ব্রহ্মত্ব হইতে বিলক্ষণত দেখাইতেছেন :—“কিন্তু বাস্তব যে ব্রহ্মত্ব” ইত্যাদি দ্বারা । এখানে ‘বাস্তব’ পদটি হেতুগত

বিশেষণ। যেহেতু ব্রহ্মভাব বাস্তব, সেইহেতু জ্ঞাপক অর্থাৎ প্রকাশক যে জ্ঞান, তাহার অভাব হইলেও বিলীন হয় না, ইহাই অর্থ। ১১৭

ব্রহ্মভাব বাস্তব বলিয়া জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য নহে—ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞান জনিত নহে; ততোহি ভিজ্ঞাপকং জ্ঞানং ন নিত্যং জনয়ত্যদঃ ।  
জ্ঞানের অভাবে ব্রহ্মের  
বিনাশ হয় না । জ্ঞাপকাত্মভাবমাত্রেন ন হি সত্যং বিলীয়তে ॥ ১১৮

অর্থ—ততঃ অভিজ্ঞাপকম্ জ্ঞানম্ নিত্যম্ অদঃ ন জনয়তি ; হি ( যতঃ ) জ্ঞাপকাত্মভা-  
বমাত্রেন সত্যম্ ন বিলীয়তে ।

অনুবাদ—সেইহেতু অভিজ্ঞাপক জ্ঞান এই নিত্য ব্রহ্মভাবকে উৎপাদন করিতে  
পারে না ; যেহেতু জ্ঞাপকের অভাবদ্বারাই সত্যবস্তুর বিলয় হয় না ।

টীকা—যেহেতু এই ব্রহ্মভাব নিত্য, সেইহেতু জ্ঞান এই ব্রহ্মভাবেরই অববোধকমাত্র, জনক  
নহে, ইহাই অর্থ । এস্থলে অভিপ্রায় এই—ব্রহ্মভাব যদি জ্ঞানদ্বারা উৎপাদ্য হইত, তাহা হইলে  
জ্ঞানের নাশে তাহাও বিনষ্ট হইত, “ন চ বিলীয়তে”—আর সেরূপ বিলয় হয় না ; এইহেতু তাহা  
জ্ঞানজনিত নহে । ১১৮

ভাল, জ্ঞানীর দ্বায় উপাসকের ব্রহ্ম বাস্তবই বটে, এরূপ শঙ্কা হইতে পারে বলিয়া  
বলিতেছেন :—

(ঘ) উপাসকের ব্রহ্মভাব  
এইয়া শঙ্কা । পশুপামরা-  
দির সহিত তাহার  
তুল্যতা । অস্ত্য্যবোপাসকস্ত্যাপি বাস্তবী ব্রহ্মতেতি চেৎ ।  
পামরাণাং তিরশ্চাং চ বাস্তবী ব্রহ্মতা ন কিম্ ॥ ১১৯

অর্থ—উপাসকস্ত্যপি ব্রহ্মতা বাস্তবী এব অস্তি ইতি চেৎ, পামরাণাম্ চ তিরশ্চাম্ ব্রহ্মতা  
বাস্তবী কিম্ ন ?

অনুবাদ—যদি বল উপাসকেরও ব্রহ্মভাব ত’ বাস্তবই, তবে বলি, পামরলোক-  
দিগের এবং তির্য্যগ্‌যোনিজদিগের অর্থাৎ পশুপক্ষাদিগের ব্রহ্মতা কি বাস্তব নহে ?  
কিন্তু বাস্তবই ।

টীকা—সিদ্ধান্তা বাদীকে উত্তর দিতেছেন :—কেবল উপাসকের কথা তুলিয়া তুমি অন্ন  
লইয়াই আপত্তি উঠাইলে, ( আরও অধিক বলিতে পারিতে । ) ইহাই বলিতেছেন—“তবে বলি”  
ইত্যাদি । ১১৯

পামরাদির সেই ব্রহ্মভাব বিद्यমান থাকিলেও তাহা অজ্ঞাত বলিয়া পুরুষার্থোপযোগী নহে,  
যদি এরূপ বল, তবে বলি উপাসকেরও ব্রহ্মভাব অজ্ঞাত বলিয়া তুল্যরূপে অপুরুষার্থোপযোগী :—

(ঙ) উপাসকের ও  
পামরের ব্রহ্মতা পরম  
পুরুষার্থোপযোগী নহে,  
তবে অল্প সাধনাপেক্ষা  
উপাসনা শ্রেষ্ঠ । অজ্ঞানাদপুমর্ষভ্রমুভয়ত্রাপি তৎ সমম্ ।  
উপবাসাদ্ বধ্যা ভিক্ষা বরং ধ্যানং তথ্যাত্তঃ ॥ ১২০



অথ—অজ্ঞানাৎ অপূৰ্ণত্বম্ তৎ উত্তরত্বং অপি সমম্ । যথা উপবাসাৎ ভিক্ষা ( বরম্ )  
তথা অজ্ঞাতঃ খানম্ বরম্ ।

অনুবাদ—অজ্ঞানহেতু যে পূৰ্ণার্থতার অভাব তাহা উভয়পক্ষেই সমান অর্থাৎ  
পামরাদির ব্রহ্মভাব ও উপাসকের ব্রহ্মভাব তুল্যরূপে অপূৰ্ণার্থোপযোগী । তবে  
অনাহারে থাকা অপেক্ষা যেমন ভিক্ষা করা ভাল, সেইরূপ অশ্রদ্ধাশ্রুতানাপেক্ষা  
উপাসনা বা ধ্যান শ্রেষ্ঠ ।

টীকা—ভাল, পামরাদির ব্রহ্মভাব যদি উপাসকের ব্রহ্মভাবের সহিত তুল্যরূপে  
অপূৰ্ণার্থোপযোগী, তবে কেন উপাসনার বর্ণন করিতেছেন? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে  
বলিতেছেন—অন্ত অশ্রুতানাপেক্ষা উপাসনার শ্রেষ্ঠতাহেতু উপাসনার বর্ণন করিলেন, ইহাই  
দৃষ্টান্তদ্বারা বুঝাইতেছেন—“তবে অনাহারে থাকা অপেক্ষা” ইত্যাদি দ্বারা । ১২০

৩। নিগুণোপাসনার শ্রেষ্ঠতাপ্রতিপাদন ; তাহার ফল মুক্তির বর্ণন ।

অজ্ঞাতশ্রুতানাপেক্ষা নিগুণোপাসনার উৎকর্ষ দেখাইতেছেন :—

(ক) সকল অশ্রুতানের  
মধ্যে নিগুণোপাসনাই  
শ্রেষ্ঠ ।

পামরাণাং ব্যবহৃত্তে বরং কৰ্ম্মাশ্রমশ্রুতিঃ ।

ততোহপি সগুণোপাস্তি নিগুণোপাসনা ততঃ ॥ ১২১

অথ—পামরাণাম্ ব্যবহৃত্তে : কৰ্ম্মাশ্রমশ্রুতিঃ বরম্, ততঃ অপি সগুণোপাস্তিঃ, ততঃ  
নিগুণোপাসনা ।

অনুবাদ ও টীকা—পামরদিগের কৃত্যাদি ব্যবহারাপেক্ষা নামজপাদি কৰ্ম্মের  
অশ্রুতান ভাল বটে, কিন্তু তাহা হইতে সগুণোপাসনা আরও ভাল এবং সেই  
সগুণোপাসনা হইতে নিগুণোপাসনা শ্রেষ্ঠ । ১২১

পর-পরবর্তী সাধনের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—

(খ) পর-পরবর্তী সাধনের

শ্রেষ্ঠতা, নিগুণোপাসনার

সর্বশ্রেষ্ঠতা, তাহার  
কারণ ।

যাবদ্বিজ্ঞানসামীপ্যং তাবৎ শ্রেষ্ঠত্বং বিবৰ্দ্ধতে ।

ব্রহ্মজ্ঞানায়তে সাক্ষান্নিগুণোপাসনং শটেনঃ ॥ ১২২

অথ—যাবৎ বিজ্ঞানসামীপ্যম্ তাবৎ শ্রেষ্ঠত্বম্ বিবৰ্দ্ধতে ; নিগুণোপাসনম্ শটেনঃ সাক্ষাৎ  
ব্রহ্মজ্ঞানায়তে ।

অনুবাদ—যে কৰ্ম্ম জ্ঞানের যত নিকটবর্তী, সেই কৰ্ম্মের উৎকর্ষ তত অধিক ।

নিগুণ উপাসনা কিছুকাল মধ্যে সাক্ষাৎ ব্রহ্মজ্ঞানের আয় হইয়া যায় ।

টীকা—নিগুণ উপাসনা যে সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহা বিষয়ে কারণ বলিতেছেন—“নিগুণ উপাসনা  
কিছুকাল মধ্যে” ইত্যাদি । ১২২

এই কথা দৃষ্টান্তপ্রদর্শনপূর্বক সমর্থন করিতেছেন :—

(গ) উক্তবিষয়ে দৃষ্টান্ত ।

যথা সংবাদিষিদ্ধান্তিঃ ফলকালে প্রমাণতে ।

বিত্যয়তে তথোপাস্তিমুক্তিকালেহতিপাকন্তঃ ॥ ১২৩

অর্থ—যথা সৎসাদিবিস্তারিতঃ ফলকালে প্রমায়তে, তথা উপাস্তি: অতিপাকতঃ মুক্তিকালে বিস্তার্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন সৎসাদিভ্রম ফলকালে প্রমায় (যথার্থ জ্ঞানের) হয়, সেইরূপ নিগুণ উপাসনা অতিশয় পরিপাকবশতঃ মুক্তিকালে তৎসজ্ঞানের হয় । ১২৩

ভাল, সৎসাদিভ্রম নিজে প্রমা বা যথার্থজ্ঞানরূপ নাই হউক কিন্তু সৎসাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ, তাহার ইন্দ্রিয়ের সহিত বিষয়ের সম্বন্ধ বা সম্বন্ধদ্বারা প্রমা ত' উৎপন্ন হয়—এইরূপে বান্ধী শব্দা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তে বৈষম্যশব্দা ;  
নিগুণ উপাসনা জ্ঞানের সৎসাদিভ্রমতঃ পুংসঃ প্রবৃত্তস্ত্যাম্মানতঃ ।  
হেতু হইতে পাবে বলিয়া প্রমেতি চেত্তথোপাস্তির্মাস্তরে কারণায়তাম্ ॥ ১২৪  
সমাধান ।

অর্থ—সৎসাদিভ্রমতঃ প্রবৃত্তস্ত্য পুংসঃ অন্তর্মানতঃ প্রমা ইতি চেৎ, তথা উপাস্তি: মাস্তরে (অত্র প্রমাণ বিষয়ে) কারণায়তাম্ ।

অনুবাদ—সৎসাদিভ্রমবশতঃ প্রবৃত্ত যে পুরুষ তাহার অস্থ প্রমাণদ্বারা প্রমা হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে নিগুণ উপাসনাও অস্থ প্রমাণবিষয়ে (অর্থাৎ নির্দিধ্যাসনরূপে পরিণত হইয়া ব্রহ্মাপারোক্ষজ্ঞানের) কারণ হউক ।

টীকা—তাহাই হউক ; তাহা হইলে নিগুণ উপাসনাও নির্দিধ্যাসনরূপ হইয়া বাক্যজনিত অপারোক্ষ জ্ঞানবিষয়ে কারণ হইবে, ইহাই বলিতেছেন—“তবে নিগুণ উপাসনাও” ইত্যাদি । ১২৪

ভাল, তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মুক্তিধানপ্রভৃতিও চিত্তের একাগ্রতাসম্পাদন করিয়া অপারোক্ষজ্ঞানের কারণ হইবে—যদি এইরূপ বল, তাহা মানিতেছি—ইহাই বলিতেছেন :—

(ঙ) মুক্তিধানাদি জ্ঞানসাধন মূর্ত্তিধ্যানস্য মস্তাদেৱপি কারণতা যদি ।  
বটে, নিগুণোপাসনার অস্ত্র নাম তথাপ্যত্র প্রত্যাসত্তি বিশিষ্টতে ॥ ১২৫  
উৎকথ তদপেক্ষা অধিক ।

অর্থ—মূর্ত্তিধ্যানস্ত মস্তাদে: অপি যদি কারণতা, অস্ত্র নাম, তথাপি অত্র প্রত্যাসত্তি: বিশিষ্টতে ।

অনুবাদ—যদি বল মূর্ত্তিধ্যান এবং মস্তাদিও জ্ঞানের কারণ হইবে তবে বলি, হউক না কেন, তথাপি নিগুণ উপাসনা তৎসজ্ঞানের অধিক সমীপ বলিয়া ইহার বিশিষ্টতা ।

টীকা—যদি জিজ্ঞাসা কর নিগুণ উপাসনার উৎকর্ষাধিক্য কি ? তদন্তরে বলিতেছেন—“তথাপি নিগুণ উপাসনা তৎসজ্ঞানের” ইত্যাদি । “প্রত্যাসত্তিঃ”—জ্ঞানের প্রতি সমীপতা । ১২৫

নিগুণ উপাসনা কি প্রকারে জ্ঞানের সমীপ তাহাই বুঝাইতেছেন :—

(৫) নিগুণ উপাসনা কি নিগুণোপাসনং পক্ষং সমাধিঃ স্যাচ্ছনৈস্ততঃ ।  
শব্দে জ্ঞানের সমীপ । স্বঃ সমাধিনির্দোষাখ্যঃ সোহনামাসেন লভ্যতে ॥ ১২৬

অর্থ—নিষ্ঠুগোপাসনম্ পকম্ ( ১৭ ), সমাধিঃ স্তাৎ ; ততঃ শনৈঃ নিরোধাধাঃ যঃ সমাধিঃ  
সঃ অনায়াসেন লভ্যতে ।

অনুবাদ—নিষ্ঠুগোপাসনা পরিণাক লাভ করিলে সমাধিরূপে পরিণত হয়।  
সেই সমাধি হইতে অল্পে অল্পে নিরোধ নামক সমাধি আসিয়া যায়। এইহেতু সেই  
নিরোধ অনায়াসে লাভ করা যায়।

টীকা—নিষ্ঠুগোপাসনা যখন পক হয় তখন সবিকল্পসমাধি হয়। “ততঃ”—সেই সবিকল্প  
সমাধি হইতে, “নিরোধাধাঃ যঃ সমাধিঃ”—নিরোধ নামক যে সমাধি, অর্থাৎ “তত্ অপি নিরোধে  
সৰ্বনিরোধাৎ নিৰ্বীজসমাধিঃ”—( পাতঞ্জলদর্শন সমাধিপাদ, ৫১ হৃত্র )—“সেই সম্প্রজ্ঞাত সমাধি-  
প্রজ্ঞার সংস্কারেরও নিরোধ হইলে সৰ্বনিরোধ হয়। তাহা হইলেই সমাধি নিৰ্বীজ হয়।’ এই হৃত্রে  
যে সমাধির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, সেই নির্বিকল্পক সমাধি, “অনায়াসেন লভ্যতে”—তখন চিন্তে  
কোনও কাৰ্য্য অবশিষ্ট থাকে না বলিয়া, ‘নিমিত্ত দূর হইলে নৈমিত্তিকও অপগত হয়’ এই  
নিয়মামুসারে, নিৰ্বীজ সমাধি আপনিই উপস্থিত হয়। ১২৬

ভাল, এই নির্বিকল্পসমাধিলাভ হউক, তাহাতে কি ফল হইল ? উত্তরে বলিতেছেন :—

নিরোধলাভে পুংসোহস্তরসঙ্গং বস্ত শিশ্রুতে ।

পুনঃপুনর্বাসিতেহস্মিন্ বাক্যাজ্জাতেন তত্ত্বধীঃ ॥ ১২৭

অর্থ—নিরোধলাভে পুংসঃ অস্তঃ অঙ্গম্ বস্ত শিশ্রুতে ; অস্মিন্ পুনঃ পুনঃ বাসিতে বাক্যঃ  
তত্ত্বধীঃ জায়েত ।

অনুবাদ—নিরোধসমাধিলাভ হইলে সাধকের অস্তরে কেবল অঙ্গ বস্তই অবশিষ্ট  
থাকিয়া যায়। পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা তাহার সংস্কার দৃঢ়ীকৃত হইলে, মহাবাক্য  
হইতে তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

টীকা—সেই অঙ্গ বস্ত অবশিষ্ট থাকিয়া যাইলেও কি ফললাভ হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন  
—“পুনঃ পুনঃ ভাবনাদ্বারা” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—অঙ্গ বস্ত বার বার বাসিত অর্থাৎ ভাবিত  
হইলে “তত্ত্বমসি” প্রভৃতিরূপ বাক্য হইতে তত্ত্ববুদ্ধি অর্থাৎ ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপ আকারের  
তত্ত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয়। ১২৭

তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ বিশদ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

নির্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশকপূর্ণতাঃ ।

(৬) তত্ত্বজ্ঞানের স্বরূপ ।

বুদ্ধৌ ঋটিতি শাস্ত্রোক্তা আরোহন্ত্যবিবাদতঃ ॥ ১২৮

তত্ত্ব—শাস্ত্রোক্তাঃ নির্বিকারাসঙ্গনিত্যস্বপ্রকাশকপূর্ণতাঃ অবিবাদতঃ ঋটিতি বৃত্তে  
আরোহন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—শাস্ত্রে যে নির্বিকারতা, অঙ্গতা, নিত্যতা, স্বপ্রকাশতা  
একতা ও পূর্ণতা আশ্রয় বিশেষণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, এই সকল বিশেষণ  
নির্বিবাদে তৎক্ষণাৎ বুদ্ধিতে স্থিতিলাভ করে। ১২৮

ভাল, নির্বিকল্পসমাধির বশে অপরোক্জ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, এবিষয়ে প্রশ্ন কি ? এইরূপ আঁকাজ্ঞা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—‘অমৃতবিন্দু’ প্রভৃতি অনেক উপনিষদ এবিষয়ে প্রমাণ :—

(জ) নির্বিকল্পসমাধিতে অপরোক্জ্ঞান যে উৎপন্ন হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ । যোগাভ্যাসসত্ত্বেতদর্থোহমৃতবিন্দ্বাদিম্বু জ্ঞাতঃ ।  
এবঞ্চ দৃষ্টদ্বারাপি হেতুত্বাদন্যতো বরম্ ॥ ১২৯

অর্থ—এতদর্থঃ তু অমৃতবিন্দ্বাদিম্বু যোগাভ্যাসঃ জ্ঞাতঃ ; এবম্ চ দৃষ্টদ্বারা অপি হেতুত্বাৎ অন্ততঃ বরম্ ।

অনুবাদ—এই অপরোক্জ্ঞানলাভরূপ প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য অমৃতবিন্দু প্রভৃতি উপনিষদে যোগাভ্যাসের উপদেশ শুনা যায় ; আর এইরূপে দৃষ্টোপায়দ্বারাও নিগূণোপাসকের অপরোক্জ্ঞানের সমীপবর্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া নিগূণ উপাসনা অন্য সাধনাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ।

টীকা—“এবম্ চ”—আর এইরূপেও অর্থাৎ নিগূণ উপাসকদিগের অপরোক্জ্ঞানের সমীপবর্তী হওয়া সম্ভব বলিয়া, “দৃষ্টদ্বারা অপি”—নির্বিকল্পসমাধিলাভরূপ প্রত্যক্ষোপায়দ্বারাও ; এই ‘ও’ শব্দদ্বারা স্মৃতিত হইতেছে পুণ্যোৎপত্তিরূপ অন্ত্রোপায়ও অপরোক্জ্ঞানের হেতু বলিয়া অন্য অর্থাৎ সগুণোপাসনাদি জ্ঞান সাধনাপেক্ষা নিগূণোপাসনা শ্রেষ্ঠ, ইহাই অর্থ । ১২৯

এইরূপে নিগূণোপাসনা অপরোক্জ্ঞানের ( উৎকৃষ্ট ) সাধন বলিয়া সিদ্ধ হওয়ায়, সেই নিগূণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া যাহারা সাধনান্তরে প্রবৃত্ত হয়, তাহাদের বৃথা শ্রম লৌকিক দ্বারা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) নিগূণোপাসনা  
তাগে সাধনান্তরে প্রবৃত্তি উপেক্ষ্য ততীর্থযাত্রাজপাদীনব কুর্বতাম্ ।  
বৃথা শ্রম । লৌকিক  
দৃষ্টান্ত । পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেটীতি ন্যাস আপত্যেৎ ॥ ১৩০

অর্থ—তৎ উপেক্ষ্য তীর্থযাত্রাজপাদীন এব কুর্বতাম্ “পিণ্ডং সমুৎসৃজ্য করং লেটি” ইত্যাদিঃ  
হায়ঃ আপত্যেৎ ।

অনুবাদ—সেই নিগূণোপাসনা পরিত্যাগ করিয়া তীর্থযাত্রা এবং ( তদ্রূপস্বল্প-ফলক ) জপাদির অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত পুরুষগণ, “লড্ডুক ফেলিয়া দিয়া হাত চাটা” এই আয়ের প্রয়োগস্থল হইয়া পড়িবে ।

টীকা—আচার্য্য, পীতাম্বর গুজ্জরদেশীয় পংক্তি ভোক্তার সংস্কার লইয়া ( ‘পঞ্চপাদিকা’ ) গোলক এক আয়ের এইরূপ বাধ্যা করিয়াছেন :—এক পংক্তি ভোক্তার লড্ডুক পরিবেশনের পূর্ব ভাত পরিবেশন আরম্ভ হইলে এক লোতী ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত লড্ডুক আসনের পশ্চাতে গোপন করিয়া, ‘আমি লড্ডুক পাই নাই’ বলিয়া আবার লড্ডুক চাহিলে, তাহার প্রতারণা দ্বারা পড়ায় সে দ্বিতীয় লড্ডুক পরিবেশন হইতে বঞ্চিত হইল ; এদিকে মার্ক্ণ্ডার তাহার পশ্চাতে রক্ষিত লড্ডুক লইয়া পলাইল ; সে হাত চাটিতেই লাগিল । ১৩০

ভাল, আশুতত্ত্বের বিচার ছাড়িয়া নিষ্ঠূর্ণোপাসনার রত হইলে, উক্ত স্বায় ত' তুল্যভাবে প্রযোজ্য, এই আশঙ্কা অঙ্গীকার করিয়া বলিতেছেন :—

(ক) আবার বিচার  
ছাড়িয়া নিষ্ঠূর্ণোপাসনার  
রতের পূর্ববৎ বৃথাশ্রম ।  
নিষ্ঠূর্ণোপাসনার উপযোগ ।

উপাসকানামপ্যেবং বিচারত্যাগতো যদি ।

বাচং তস্মাদ্ বিচারস্ত্যাসম্ভবে যোগ ঈরিতঃ ॥ ১৩১

অর্থ—উপাসকানাম্ অপি বিচারত্যাগতঃ যদি এবম্, বাচম্ ; তস্মাৎ বিচারস্ত্য অসম্ভবে যোগঃ ঈরিতঃ ।

অনুবাদ—তাহা হইলে ত' যে সকল উপাসক বিচারত্যাগ করিয়া নিষ্ঠূর্ণোপাসনায় প্রবৃত্ত হয় তাহাদিগেরও ত' এই হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয় ? হাঁ, তাহা সত্য ; সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলেই যোগের ব্যবস্থা কথিত হইয়াছে ।

টীকা—যদি তাহাই সত্য হয়, তাহা হইলে নিষ্ঠূর্ণোপাসনা প্রতিপাদিত হইয়াছে কেন ? তত্ত্বস্তরে বলিতেছেন :—“সেইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে” ইত্যাদি ; অর্থাৎ যেহেতু পূর্ণমোক্ষক হাতচাটার অবস্থাপ্রাপ্তি হয়, এইহেতু বিচার অসম্ভব হইলে যোগ অর্থাৎ উপাসনা বিহিত হইয়াছে । ১৩১

বিচার কেন অসম্ভব হয় তাহার কারণ বলিতেছেন :—

(ট) চিত্তে বহুবিক্ষেপের  
হেতু ; তাহাতে যোগের  
মুখ্যোপযোগিতা ।

বহুব্যাকুলচিত্তানাং বিচারাৎ তত্ত্বধী ন হি ।

ষোডো মুখ্যস্ততস্তেষাং ধীদর্পস্তেন নশ্চতি ॥ ১৩২

অর্থ—বহুব্যাকুলচিত্তানাং হি বিচারাৎ তত্ত্বধীঃ ন ( জায়তে ) ; ততঃ তেষাম্ যোগঃ মুখ্যঃ ; তেন ধীদর্পঃ নশ্চতি ।

অনুবাদ—যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল বিচারদ্বারা তাহাদের তত্ত্বজ্ঞান জন্মে না ; সেইহেতু তাহাদের পক্ষে যোগই ( অর্থাৎ নিষ্ঠূর্ণ উপাসনাই ) মুখ্য উপায় ; তদ্ব্যবহারে তাহাদের বুদ্ধির দর্প ( বিক্ষেপ বা লক্ষ্যে অনবধানতা ) বিনষ্ট হয় ।

টীকা—যেহেতু বিচার সম্ভব নহে, সেইহেতু যোগ ( উপাসনা ) কর্তব্য, ইহাই বলিতেছেন—“সেইহেতু তাহাদের পক্ষে” ইত্যাদি । যোগের মুখ্য উপায় হইবার কারণ বলিতেছেন :—“তদ্ব্যবহারে” ইত্যাদি । যেহেতু যোগদ্বারাই সেই বুদ্ধিদর্প লক্ষ্যে অনবধানতা বা বিক্ষেপ বিনষ্ট হয়, সেইহেতু তাহা মুখ্য । ১৩২

এই প্রকারে ব্যাকুলচিত্ত লোকের পক্ষে যোগেরই মুখ্যতা বর্ণন করিয়া, সেই চিত্তব্যাকুলতা রহিত লোকদিগের পক্ষে বিচারই মুখ্যোপায় ইহাই বলিতেছেন :—

(ঠ) অব্যাকুল চিত্তের  
বিচারই মুখ্যোপায় ।  
তাহার কারণ ।

অব্যাকুলচিহ্নাং মোহমাত্রেণাচ্ছাদিতাস্থানাম্ ।

সাংখ্যানামা বিচারঃ স্ত্যান্মুখ্যা ঋতিতি সিদ্ধিঃ ॥ ১৩৩

অর্থ—অব্যাকুলচিহ্নাং মোহমাত্রেণ আচ্ছাদিতাস্থানাম্ সাংখ্যানামা বিচারঃ মুখ্যঃ ত্যাং ( বতঃ ) ঋতিতি সিদ্ধিঃ ।

অমুবাদ—যাহাদের বুদ্ধি অব্যাকুল অর্থাৎ শাস্ত্র এবং কেবল অজ্ঞানজনিত অধ্যাসরূপ মোহদ্বারা আচ্ছন্ন, তাহাদের পক্ষে সাংখ্যানামক বিচার মুখ্য, কেননা, সেই বিচার তাহাদিগকে অচিরেই সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকে।

টীকা—“সাংখ্যানামা বিচারঃ”—সাংখ্য বলিতে বে তত্ত্ববিচার বুঝায়, তাহাই “মুখ্যঃ”—প্রধান উপায়। কেন “মুখ্যঃ” তাহাই বলিতেছেন :—“কেননা সেই বিচার” ইত্যাদি। ১৩৩

উপাসনারূপ যোগ এবং তত্ত্ববিচাররূপ সাংখ্য উভয়েই তত্ত্বজ্ঞান উৎপাদন করিয়া যে মুক্তিসাধন হয়, তদ্বিশেষে গীতাব ( ৪।৫ ) শ্লোকরূপ ভগবদ্বাক্য প্রামাণ্যরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ড) যোগ ও সাংখ্য

জ্ঞানদ্বারা মুক্তির হেতু— যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তত্ছোটেগরপি গম্যতে ।  
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ১৩৪

অর্থ—যৎ স্থানম্ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে, তৎ যোগৈঃ অপি গম্যতে ; যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি সঃ পশ্যতি ।

অমুবাদ—বিচারপরায়ণগণ যে স্থান ( প্রচ্যুতিহীন মোক্ষরূপ পদ ) লাভ করেন, যোগিগণও সেই স্থান লাভ করেন। যে ব্যক্তি সাংখ্য এবং যোগকে মোক্ষরূপ যত্নমূলকদায়ক বলিয়া জ্ঞানেন, তিনিই উভয় শাস্ত্রের অর্থ সমাগ্রূপে অবগত হইয়াছেন।

টীকা—“যঃ সাংখ্যম্ চ যোগম্ চ একম্ পশ্যতি”—যিনি সাংখ্যকে অর্থাৎ জ্ঞাননিষ্ঠাকে এবং যোগকে অর্থাৎ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে দৈবরাপর্ণবুদ্ধিতে কর্মনিষ্ঠাকে, ফলতঃ এক বলিয়া—উভয়েকেই মোক্ষফলক বলিয়া জ্ঞানেন, তিনিই শাস্ত্রের অর্থ সমাক্ প্রকারে বুঝেন। ভাষ্যকার বলেন—“সাংখ্যৈঃ”—জ্ঞাননিষ্ঠনিগের কর্তৃক, “যোগৈঃ”—যে যোগিগণ জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়রূপে দৈবরে কর্মসমর্পণ করিয়া—নিজের জন্ত ফলাহুসন্ধান না করিয়া, কর্মাহুতান করেন তাঁহাদিগের কর্তৃক ; নিষ্ঠা উপাসনা এইরূপ কর্মের অন্তর্গত। মধুসূদন বলেন—যাহাদের সম্যাসপূর্ণক জ্ঞাননিষ্ঠা দেখা যায়, তাহাদের পূর্বকালে যে ভগবদর্পিত কর্মনিষ্ঠা ছিল, তাহা তাঁহাদের উক্তরূপ চিহ্নদ্বারাষ্ট অনুমান করা যাইতে পারে—‘কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি অসম্ভব’ বলিয়া। এইচেষ্টে জ্ঞাননিষ্ঠা ও কর্মনিষ্ঠা অতিফলক। আবার যাহাদের ভগবদর্পিত কর্মনিষ্ঠা দেখা যায়, তাহাদের সেই চিহ্নদ্বারাষ্ট তাবিসম্যাসপূর্ণক জ্ঞাননিষ্ঠা অনুমান করা যাইতে পারে। ১৩৪

সাংখ্য ও যোগ উভয়েই যে মুক্তিসাধন তদ্বিশেষে কেবল গীতাবাক্যই প্রমাণ নহে : গীতাবাক্যের মূলকৃত শ্রুতিবাক্যও ( যেতাস্তর উ, ৬।১৩ ) প্রমাণ ; ইহাই বলিতেছেন :—

তৎকারণং সাংখ্যযোগাভিপন্ন ইতি হি জ্ঞাতিঃ ।

বস্তু জ্ঞাতের্নিকল্পঃ স আভাসঃ সাংখ্যযোগয়োঃ ॥ ১৩৫

অর্থ—তৎকারণম্ সাংখ্যযোগাভিপন্নঃ ইতি হি শ্রুতিঃ । সাংখ্যযোগয়োঃ যঃ তু ক্রতেঃ বিরুদ্ধঃ সঃ আভাসঃ ।

অমুবাদ—( যিনি এক হইয়াও বহু জীবের কামের নিমিত্তভূত ভোগসকল প্রদান করেন ) সেই দেবরূপ কারণকে সাংখ্য এবং যোগযুক্ত সাধকগণ জানিয়া অবিজ্ঞাদি সমস্ত পাপ হইতে বিমুক্ত হয়। সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে যে যে অংশ শ্রুতিবিরুদ্ধ, সেই সেই অংশ শাস্ত্রাভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত।

টীকা—ভাল, সাংখ্য এবং যোগ উভয় শাস্ত্রই তত্ত্বজ্ঞান প্রদানদ্বারা মুক্তির সাধন, ইহা ত' শ্রুতিকর্তৃক অঙ্গীকৃত হইয়াছে যথা :—[ নিত্যোহনিত্যানাং চেতনচেতনানাং । একো বহুনাং যো বিদধতি কামান্ ॥ তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং । জ্ঞাত্বা দেবং মূঢ়াচে সৰ্পপাঠৈঃ ॥—শ্বেতাশ্বতর উ, ৬।১৩ ]—যিনি লোকপ্রসিদ্ধ, অবিদ্যাশী, আকাশাদি অপেক্ষাও যিনি সোপাদিক জ্ঞানবান জীবের মধ্যে নিত্যজ্ঞানস্বরূপ, যিনি এক বা ভেদবাহিত হইয়াও, দেবদিগের স্বরূপ ভোগরূপ কর্তৃক প্রদান করেন, সেই প্রসিদ্ধ স্থিতিস্থিতির কারণকে সাংখ্য এবং যোগদ্বারা জানিতে পারা যায়। তাঁহাকে জানিলে জীব অবিজ্ঞাদি সকল পাপ হইতে বিমুক্ত হয়।\*—সেই-হেতু সেই সাংখ্য এবং যোগশাস্ত্রে প্রতিপাদিত তত্ত্বসমূহ অঙ্গীকার করা কর্তব্য। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—“সেই সাংখ্যশাস্ত্রে এবং যোগশাস্ত্রে” ইত্যাদি। বেদব্যাস ২।১।১ এবং ২।১।৩ ব্রহ্মসূত্রে সাংখ্য এবং যোগের দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন। ‘কেবল প্রকৃতিই জগতের কারণ ঈশ্বর নহেন ; সেই প্রকৃতি নিত্য এবং আত্মা নানা’—সাংখ্যমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। আর ‘ঈশ্বর তটস্থ অর্থাৎ জগৎ হইতে ভিন্ন, এবং প্রধান বা প্রকৃতিও নিত্য, জীব বাস্তব এবং নানা’—যোগমতের এই অংশই শ্রুতিবিরুদ্ধ। এই অংশ আভাসমাত্র অর্থাৎ বাধিত। ১৩৫

ভাল, উপাসনা করিতে করিতে তত্ত্বজ্ঞান লাভের পূর্বেই যদি সাধকের মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ত' মোক্ষসিদ্ধি হইবে না ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—  
(চ) তত্ত্বজ্ঞানলাভের উপাসনং নাতিপঙ্কমিহ যস্য পরত্র সঃ ।  
পূর্বে উপাসকের মৃত্যু হইলে, উপাসনার ফল। মরণে ব্রহ্মলোকে বা তত্ত্ব বিজ্ঞান মুচ্যতে ॥ ১৩৬

অর্থ—যস্য উপাসনম্ ইহ অতি পকং ন, সঃ মরণে বা ব্রহ্মলোকে পরত্র তত্ত্ব বিজ্ঞান মুচ্যতে ।

অমুবাদ ও টীকা—যাহার উপাসনা ইহজন্মে পক না হয় মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অল্প দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া তিনি মুক্ত হন। ১৩৬

মরণকালে লক্ষজ্ঞান হইতে যে মুক্তিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে গীতার—৮।৬ শ্লোক ( এবং প্রপ্রোপ নিষদের ৩।১০ মন্ত্র ) প্রমাণস্বরূপ উক্ত করিতেছেন :—

\* পঞ্চরাম কিস্ত উক্ত শ্রুতি বাখ্যাকালে লিখিতেছেন :—“সম্যক্ খ্যাত্তে একান্ততে আন্তত্বম্ যেন বিজ্ঞানেন—যে বিজ্ঞানদ্বারা আন্তত্ব সম্যক্ প্রকাশিত হয়, তাহাই সাংখ্য এবং ‘যোযো জীবাশ্বপরাশ্রয়োঃ তাগাজ্ঞানকলোষ্ঠক-বোধরূপঃ বৈদিক কর্মাসুষ্ঠানাদিরূপো বা” ; অর্থাৎ অষ্টাদ্বৈত ভিন্ন উপনিষদ্রুক্ত মতান্তর কর্ম ভগবৎপন্থীভূত নিশানি চাইলে যোগের অন্তর্গত। ( ইহা ভাস্কর ও মধুসূদনদ্বারাও বৃত ) ।

(৭) উপাসক যে মরণ-

কালে তত্ত্বজ্ঞানধারা

মুক্তিলাভ করেন, তদ্বিবক্ষে

প্রমাণ—গীতা ও শ্রুতি।

যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্ ।

তং তমেবৈতি যচ্চিত্তস্তেন সাতীতি শাস্ত্রভঃ ॥ ১৩৭

অর্থ—যম্ যম্ বা অপি ভাবম্ স্মরন্ অস্তে কলেবরম্ ত্যজতি, তম্ তম্ এব এতি । যচ্চিত্তঃ তেন যতি ইতি শাস্ত্রভঃ ।

অনুবাদ—যে যে (দেবতাদিরূপ) ভাব স্মরণ করিতে করিতে (জীব) অন্তকালে দেহত্যাগ করে, জীব সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত হয় ; ( তৎকালে স্মরণ চেষ্টা অসম্ভব হইলেও, পূর্বাভ্যাসজনিত বাসনাই তাহাকে সেই দেবতাদিভাবে বাসিতচিত্ত করিয়া তুলে । ) ( মরণকালে ) যে লোক যদ্বিব্যকচিৎসুক্ত হয়, তাহারই সত্ত্বিত মিলিত হয়—এইরূপ শাস্ত্রবচন রহিয়াছে বলিয়া মরণকাললব্ধজ্ঞান মোক্ষের কারণ হয় ।

টীকা—[ যচ্চিত্তঃ তেন এষঃ প্রাণম্ আয়াতি, প্রাণঃ তেজসা যুক্তঃ, সঃ আত্মনা যথা-সঙ্কলিতম্ লোকম্ নয়তি—প্রশ্ন উ, ৩।১০ ]—মৃত্যুকালে এই জীব যদ্বিব্যক অর্থাৎ দেবতাদিগাদি শরীরবিব্যক সঙ্কল্প ধারণ করে, ইন্দ্রিয় সহিত সেই সঙ্কল্পযুক্ত হইয়াই অন্তঃকরণাভিমানী জীব মুখ্য প্রাণে প্রবেশ করে অর্থাৎ ক্ষীণেন্দ্রিয় হইয়া মুখ্য প্রাণবৃত্তিরূপে অবস্থান করে । সেই প্রাণ তেজোহুগ্ধগৃহীত উদানবৃন্তির সহিত যুক্ত হইয়া—স্বামী ভোক্তার সহিত মিলিত হইয়া, কৰ্ম্মজ্ঞানাদি সাধনানুষ্ঠানকালে, যথাসঙ্কলিত লোকে অর্থাৎ কৰ্ম্মবিজ্ঞাফলভূত ভাবী শরীরে ভোক্তাকে লইয়া যায় ; ইহাই উক্ত মন্ত্যর্থ । ১৩৭

তাল, যে স্মৃতিবচন ও শ্রুতিবচন উদ্ধৃত হইল, তদ্বারা ইহাই বর্ণিত হইল যে অন্তকালে যেরূপ চিত্তবৃত্তি হয়, তদনুসারেই ভাবিজন্মলাভ হয় ; তদ্বারা ত' জ্ঞান হইতে মুক্তির কথা বলা হইল না—এই আশঙ্কার উত্তরে কণ্ঠতঃ উচ্চারিত শব্দানুসারে ( অর্থাৎ গোপতঃ ) উক্তরূপ অভিধান ( পাঠান্তরে বিধান ) করা হইয়াছে বটে, অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন :—

(৮) পূর্বলোকান্ত

প্রমাণধরের অর্থনিরূপণ ।

অন্ত্যপ্রত্যয়তো নূনং ভাবিজন্ম তথা সতি ।

নিষ্ঠূর্ণপ্রত্যয়তোহপি স্ত্যং সগুণোপাসনে যথা ॥ ১৩৮

অর্থ—অন্ত্যপ্রত্যয়তঃ নূনম্ ভাবিজন্ম ; তথা সতি গুণোপাসনে যথা ( তথা ) নিষ্ঠূর্ণ-প্রত্যয়ঃ অপি স্ত্যং ।

অনুবাদ—অন্ত্যকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম নিশ্চিত, ইহা যদি স্থিরীকৃত হইল, তাহা হইলে সগুণ উপাসকের মরণকালে যেমন সগুণ প্রত্যয় হয়, সেইরূপ নিষ্ঠূর্ণ উপাসকেরও মরণকালে নিষ্ঠূর্ণ প্রত্যয় হইবে ।

টীকা—অন্ত্যকালীন ভাবনানুসারেই ভাবিজন্ম—ইহাই যদি উক্ত বাক্যধরের অর্থ হইল, তাহা হইলে মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষলাভ হয়—এই অর্থের প্রমাণরূপে উক্ত বাক্যধর কি প্রকারে উপন্যস্ত হইল ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“তাহা হইলে” ইত্যাদি । “তথা সতি”—তাহা হইলে



অর্থাৎ অন্তর্কালীন প্রত্যয় হইতে ভাবিজন্ম ইহা নির্ধারিত হইলে, সগুণোপাসকের মরণকালে যেমন পূর্বাভাসবশতঃ সগুণব্রহ্মাকার প্রত্যয় জন্মে, সেইরূপ নিগুণোপাসকেরও নিগুণ ব্রহ্মবিষয়ক প্রত্যয় জন্মিবে; ইহাই অর্থ। অভিপ্রায় এই—উদ্ধৃত প্রমাণবশ বলিতেছে ঘটে যে মরণকালীন প্রত্যয় অর্থাৎ পরলোকবিষয়ক সঙ্কল্প হইতেই পরলোকপ্রাপ্তিরূপ ভাবিজন্ম ঘটে, তথাপি তদুভয়ে তাৎপর্য এই অন্তর্কালে যে বস্তুর প্রত্যয় বা সঙ্কল্প হয়, সেই বস্তুরই প্রাপ্তি হয়। এইহেতু অন্তর্কালে সগুণ ব্রহ্মাকার বৃত্তিরূপ প্রত্যয় হইলে যেমন সগুণ ব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে, সেইরূপ নিগুণ ব্রহ্মাকার বৃত্তি হইলেও নিগুণব্রহ্মপ্রাপ্তি ঘটে। এইহেতু উক্ত স্থিতি শ্রুতি নিগুণোপাসকের মরণকালে জ্ঞান হইতে মোক্ষ হয়—এ বিষয়ে প্রমাণ। ১৩৮

তাল, নিগুণ প্রত্যয়ের অভ্যাসবশে নিগুণব্রহ্মের প্রাপ্তি হইবে, মোক্ষের নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ব্রহ্মের প্রাপ্তি ও মোক্ষের মধ্যে ভেদ, নামমাত্রাধার, বস্তুতঃ ভেদ নাই :—

(খ) নিগুণপ্রত্যয়াভ্যাস-  
লভ্য নিগুণ ব্রহ্ম  
মোক্ষরূপই।

নিত্যানিগুণরূপং তন্মামাত্রেন গীষ্যতাম্।

অর্থতো মোক্ষ এতেষ্য সম্বাদিভ্রমবশতঃ ॥ ১৩৯

অর্থ—তৎ নিত্যানিগুণরূপম্ নামমাত্রেন গীষ্যতাম্ ; অর্থতঃ এষঃ মোক্ষঃ এব, সম্বাদিভ্রমবশতঃ মতঃ।

অমুবাদ—সেই ব্রহ্ম নিত্য ও নিগুণ—ইহা নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, বস্তুতঃ তাহা মোক্ষই, যেমন সম্বাদিভ্রমকে নামমাত্রেই ভ্রম বলা হয়।

টীকা—“সেই ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য, তিনি নিগুণ,”—ইহা কেবল নামমাত্রেই কথিত হইয়া থাকে, পরন্তু অর্থতঃ তাহা মুক্তিই, কেননা, অভিধানে মুক্তি শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—“স্বস্বরূপাবস্থিতি”। তদ্বশে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“যেমন সম্বাদিভ্রম” ইত্যাদি। সম্বাদিভ্রম নামমাত্রেই ভ্রম ; বস্তুতঃ তাহা প্রমা বা তত্ত্বজ্ঞানই অর্থাৎ বস্তুর স্বরূপজ্ঞান ; সেইরূপ। ১৩৯

তাল, নিগুণোপাসনা ত’ মানসক্রিয়াক্রম ; তাহাকে মুক্তির সাধন বলা ত’ বিরুদ্ধ কথন,— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :— নিগুণোপাসনা হইতে উৎপন্ন জ্ঞানই মোক্ষের সাধন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ; এইহেতু বিরোধ নাই :—

(গ) নিগুণোপাসনোৎপন্ন  
জ্ঞানদ্বারা মুক্তিহেতু  
বলিয়া, তাহার হেতুতায়  
অবিরোধ ; দৃষ্টান্ত।

তৎসামর্থ্যাজ্জ্ঞানতে খীমূল্যবিজ্ঞানিবর্ত্তিক।।

অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ ॥ ১৪০

অর্থ—তৎসামর্থ্যং মূল্যবিজ্ঞানিবর্ত্তিকা ধীঃ জায়তে ; অবিমুক্তোপাসনেন তারকব্রহ্মবুদ্ধিবৎ।

অমুবাদ—সেই নিগুণোপাসনার বলে মূল্যবিজ্ঞান নিবৃত্তিকারিণী বুদ্ধি উৎপন্ন হয় ; যেমন অবিমুক্তের বা সগুণ ব্রহ্মের উপাসনাদ্বারা তারকব্রহ্মজ্ঞান উৎপন্ন হয় সেইরূপ।

টীকা—নিগুণোপাসনা যে মূল্যবিজ্ঞানিবর্ত্তিকা তদ্বশে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—যেমন

অবিযুক্তের” ইত্যাদি। যেমন অবিযুক্তরূপ সগুণব্রহ্মের উপাসনাবলে, “তারক ব্রহ্ম”—যিনি সগুণব্রহ্ম তাঁহার জ্ঞান হয়; সেইরূপ নিষ্ঠূর্ণোপাসনা হইতে নিষ্ঠূর্ণব্রহ্মের জ্ঞান হয়—ইহাই অর্থ। ১৪০

ভাল, নিষ্ঠূর্ণোপাসনার ফল যে মোক্ষ, এবিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(৭) নিষ্ঠূর্ণোপাসনার  
ফল মোক্ষ, এবিষয়ে  
প্রতিপ্রমাণ।

সোহকামো নিকাম ইতি হৃদয়ীনা নিরিন্দ্রিয়ঃ।

অভয়ং হীতি মুক্তত্বম্ তাপনীয়ে ফলম্ শ্রুতম্ ॥ ১৪১

অর্থ—“সঃ অকামঃ নিকামঃ” ইতি, “অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ হি” ( ইতি ), “অভয়ম্ হি” ইতি তাপনীয়ে মুক্তত্বম্ ফলম্ শ্রুতম্।

অনুবাদ—‘সেই অকাম নিকাম’ ইত্যাদি; ‘যিনি অশরীর ও ইন্দ্রিয়রহিত’ ইত্যাদি, ‘যিনি অভয় বা ব্রহ্মরূপ’ ইত্যাদি অর্থের বাক্যে, নৃসিংহোত্তর তাপনীয়ো-পনিষদে, নিষ্ঠূর্ণোপাসনার মোক্ষরূপ ফল শুনা যায়।

টীকা—[ সঃ অকামঃ নিকামঃ আপ্তকামঃ আত্মকামঃ ন তস্ত প্রাণাঃ উৎক্রামন্তি অত্র এব সমবনীয়ন্তে, ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্ম অপোতি—নৃসিংহ উ, তা উ, ৫ম কণ্ডিকা ]—সেই উপাসক অকাম—আন্তরঙ্গাগরহিত, নিকাম—বাহ্যবিষয়রাগরহিত, আপ্তকাম ও আত্মকাম; তাঁহার প্রাণ অন্তলোকে বা অন্তদেহে গমনরূপ উৎক্রমণ করে না কিন্তু ইহলৌকিক এই দেহেই সম্যকপ্রকারে বিলীন হইয়া যায়; তিনি ব্রহ্মরূপ হইয়াই ব্রহ্মপ্রাপ্ত হন; [ অশরীরঃ নিরিন্দ্রিয়ঃ অপ্রাণঃ অতমঃ সচ্চিদানন্দমাত্রঃ সঃ স্বরাটু ভবতি যঃ এবম্ বেদ—ঐ ৭ম কণ্ডিকা (২ বার)]—তিনি অশরীর, ইন্দ্রিয়শূন্য, অপ্রাণ, নিকারণ; তিনি সচ্চিদানন্দমাত্র স্বরাটু বা স্বপ্রকাশ হন, যিনি এইরূপ জ্ঞানেন; [ চিন্ময়ঃ চি অয়ম্ ঙ্কারঃ চিন্ময়ম্ ইদম্ সর্বম্, তস্ম্যৎ পরমেশ্বরঃ এব, একম্ এব তৎ ভবতি, এতৎ অমৃতম্ অভয়ম্ এতৎ ব্রহ্ম, অভয়ম্ বৈ ব্রহ্ম অভয়ম্ হি বৈ ব্রহ্ম ভবতি যঃ এবম্ বেদ ইতি রহস্যম্ ঐ ৮ম কণ্ডিকা ]—এই ঙ্কার হইতেছেন চিন্ময়, এই সমস্তই চিন্ময়, সেইহেতু পরমেশ্বরই, প্রাণব ও পরমেশ্বর উভয় একই, ইহা অমৃত, অভয়; এই ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়; যিনি এই রহস্য জ্ঞানেন তিনি অভয় ব্রহ্ম হন ইহা নিশ্চিত।—ইত্যাদি বাক্যে নৃসিংহোত্তর তাপনীয়ে উপনিষদে মোক্ষই নিষ্ঠূর্ণ উপাসনার ফলরূপে শুনা যায়।\* ১৪১

\* বিস্তারণাবিরচিত টীকার অনুবাদ :—

৫ম কণ্ডিকার টীকা হইতে :—এই ব্যাপ্ততম আত্মা নিশ্চিতই ‘নৃসিংহ’; যিনি এইরূপ জ্ঞানেন, তিনি জ্ঞানকালেই প্রত্যগ্ভূত চিদাত্মক সর্ববন্ধরহিত ব্রহ্ম হইয়া যান। এইরূপ জ্ঞাতর জ্ঞানমাত্রেরই যে ব্রহ্মত্ব হয়, তাহাই উপপাদন করিতেছেন—“তিনি অকাম” ইত্যাদিবারা। যেহেতু সেই বিদ্বান্ অকাম—মুক্ত, সর্ববিষয়রহিত, সেইহেতু জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গেই তিনি ব্রহ্ম হইয়া যান, কেননা, তিনি যে অকাম, তাহাযে নিকামতাই হেতু। তৃষ্ণারূপ ভেদ নির্গত হইয়া যাই বলিয়া তৎকালেই ( ব্রহ্মত্বলাভ )। তিনি তৃষ্ণাশূন্য কেন? যেহেতু তিনি আপ্তসর্বকাম।

ভাল, উপাসনার দ্বারা যদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে [নাশ্চঃ পশ্চাৎ বিজ্ঞতে অয়নায়—  
খোদ্যন্তর উ, ৩৮]—‘জ্ঞান ভিন্ন মুক্তির অন্য পথ নাই’—এই শ্রুতির সহিত বিরোধ হইবে—এই  
আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, ‘উপাসনা বিজ্ঞা বা জ্ঞানকে মধ্যে রাখিয়াই অর্থাৎ  
জ্ঞানদ্বারা মুক্তিপ্রাপ্ত হয়’—এইরূপ কথিত হওয়ায় শ্রুতিবাক্যসমূহের মধ্যে বিরোধ নাই :—

(ন) জ্ঞান হইতেই বোদ্ধ

এই তত্ত্বপ্রতিপাদক

শ্রুতির সহিত উক্ত

শ্রুতির বিরোধ নাই।

উপাসনাস্য সামর্থ্যাদ্ বিজ্ঞোৎপত্তির্ভবেত্ততঃ।

নাশ্চঃ পশ্চাৎ ইতি হ্যেতচ্ছাস্ত্রং নৈব বিরুদ্ধম্ ॥ ১৪২

জ্ঞানীর আপ্তকামতা কি প্রকারে হয়? যেহেতু তিনি ‘আত্মকাম’। পূর্বে পরমানন্দাত্মভরূপ  
‘আত্মার’ অজ্ঞানহেতু, যে সকল ‘অনাশ্রিত’ কাম পাইতে অবশিষ্ট ছিল, তাহার, অজ্ঞানকার্য  
বলিয়া ইঁহার আত্মজ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্ত হইলে, নিবৃত্ত হইয়া গিয়াছে—কেবল ‘আত্মানন্দ’রূপেই  
পরিণত হইয়াছে। এইহেতু আত্মকাম বলিয়াই আপ্তকাম এইহেতু নিবৃত্তসর্বভোগ, এইহেতু জ্ঞান-  
কালেই তিনি অকাম, নির্বিষয় মুক্ত ব্রহ্ম। ভাল, জ্ঞানসময়েই তাঁহার ব্রহ্মত্বলাভ মানিলাম,  
শরীরপাতের পরে ত’ তাহার পূর্বের স্নায়ু আবার সংসারপ্রাপ্তি হইতে পারে? এরূপ আশঙ্কা  
নাই, কেননা অজ্ঞান, কাম প্রভৃতি নাই বলিয়া তাহার উৎক্রান্তিও নাই—‘তাঁহার প্রাণ’ ইত্যাদি  
শব্দদ্বারা উক্ত হইয়াছে। যিনি অকাম তাঁহার প্রাণ উৎক্রমণ করে না। কর্মফল ভোগের  
অন্তাই উৎক্রমণ সম্ভব। কর্ম অজ্ঞানবশতঃই অমুষ্ঠিত হয়, অজ্ঞান জ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে  
বলিয়া তাহার ফলের সম্ভাবনা নাই। সেই ফলের ভোগের জন্য অন্তকালে প্রাণ উৎক্রমণ করে  
না। তাহা হইলে কিরূপ হয়? জ্ঞানীর প্রাণ এই আত্মাতেই সমবনিত হয়—একীভাব প্রাপ্ত  
হয়। আর প্রাণ সমবনিত হইলে এবং শরীর পতিত হইলে জ্ঞানী, পূর্ব হইতেই ব্রহ্ম থাকিয়া  
উত্তরকালেও ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করেন।

৭ম কণ্ডিকার টীকা হইতে—‘অশরীর’ ইত্যাদিদ্বারা বিজ্ঞাফল বলিতেছেন :—(অতমঃ)  
‘তমঃ’ শব্দের অর্থ কারণ, অশরীর ইত্যাদিপদদ্বারা উপলক্ষিত ‘স্বরাটর’ স্বরূপ বলিতেছেন—  
‘সচ্চিদানন্দমাত্র’ এই পদদ্বারা। ‘মাত্র’ শব্দদ্বারা সঙ্গাতীয় প্রভৃতি ভেদ নিরস্ত হইল। (বামকৃষ্ণ  
অতমঃ স্থানে অতমঃ পাঠ করিয়াছেন।)

৮ম কণ্ডিকার টীকা হইতে :—(সমস্ত বাগরূপ) শুকার বোধকরূপে চিত্রণ বলিয়া, শুকার  
সর্বব্যাপকতা স্বীকার করিতে হইবে; ইহাই বলিতেছেন :—চিন্ময় হইলেই যে সর্বব্যাপক হইবে  
ইহা কি প্রকারে? উত্তর—চিৎ—চৈতন্য, ব্যাপক বলিয়া। এই সমস্তই চিন্ময়। চিন্ময়রূপে সমস্তই  
পরমেশ্বররূপ হইতে পারে বলিয়া পরমেশ্বরই এই শুকার; ইহাই বলিতেছেন—‘সেইহেতু পরমেশ্বরই’  
ইত্যাদিদ্বারা। বাচ্যবাচকের ভেদের নিরাস করিতেছেন :—সেই দুইটি একই, প্রণব ও পরমেশ্বর  
উভয়েই এক চিন্মাত্র। এই একমাত্র বস্তুটি যে সর্বসংসাররহিত এবং সেইহেতু পুরুষার্থরূপ তাহাই  
বলিতেছেন—‘ইহা অমৃত অভয়’ ইত্যাদিদ্বারা। কেন ইহা এইরূপ? ব্রহ্মরূপ বলিয়া—ইহা  
বলিতেছেন—‘এই ব্রহ্ম অভয়’ ইত্যাদিদ্বারা। ব্রহ্মের অভয়াদিরূপতা সিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন—  
‘ব্রহ্ম নিশ্চিতই অভয়’। এইরূপ জ্ঞানীর ফল বলিতেছেন—‘যিনি এইরূপ জ্ঞানেন’ ইত্যাদিদ্বারা।  
ফল জ্ঞানাত্মকই। প্রণবের বা পরমেশ্বরের উক্ত ও ওতঃ- (ব্যাপকতা-) রূপটি গোপনীয়—এই

অন্থ—উপাসনস্ত সামর্থ্যাৎ বিজ্ঞোৎপত্তিঃ ভবেৎ, ততঃ অন্তঃ পন্থাঃ ন ইতি হি এতৎ শাস্ত্রম্  
ন এব বিবৃধ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—উপাসনার বলেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয় । সেইহেতু ‘(জ্ঞান বিনা  
মুক্তির ) অন্ত পথ নাই’ এই প্রকারের প্রতিবাক্যের সহিত বিরোধ ঘটে না । ১৪২

মরণকালে বা ব্রহ্মলোকে অস্ত্র দেহে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া .তিনি মুক্ত হন,—পূর্বে ( ১৩৬  
শ্লোকে ) এইরূপ যাহা কথিত হইয়াছে, তাহিষয়ে দুইটি প্রতিবচন প্রমাণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(প) নিষ্ঠা গোপাসকের

মরণকালে অথবা

ব্রহ্মলোকে জ্ঞানলাভদ্বারা

মুক্তির প্রতিপাদিকা

প্রতি ।

নিষ্কামোপাসনামুক্তি স্থাপনীয়ে সমীৰিতা ।

ব্রহ্মলোকঃ সকামস্ত শৈব্যপ্রশ্নে সমীৰিতঃ ॥ ১৪৩

অন্থ—তাপনীয়ে নিষ্কামোপাসনাং মুক্তিঃ সমীৰিতা । শৈব্যপ্রশ্নে সকামস্ত ব্রহ্মলোকঃ  
সমীৰিতঃ ।

অনুবাদ—এই অভিপ্রায়েই ( নৃসিংহোত্তর ) তাপনীয়োপনিষদে উক্ত হইয়াছে যে  
নিষ্কামোপাসনার দ্বারা মুক্তি হয় এবং প্রশ্নোপনিষদে শৈব্যপ্রশ্নে ( পঞ্চম প্রশ্নে )  
উক্ত হইয়াছে যে সকামোপাসনার দ্বারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হয় ।

টীকা—তন্মধ্যে “সঃ অকামঃ” ইত্যাদি ( নৃসিংহোত্তর তাপনীয় ) এম কণ্ডিকাব প্রতিবচন  
পূর্বেই উদ্ধৃত হইয়াছে । ১৪৩

এক্ষেণে প্রশ্নোপনিষদের শৈব্য প্রশ্ন হইতে একটি ( প্রশ্ন উ, ৫।৫ ) প্রতিবচন অর্থাৎ পাঠ  
কবিতেছেন :—

য উপাস্তে ত্রিমাতেত্রৈণ ব্রহ্মলোকে স নীয়তে ।

স এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পুরুষগীক্ষতে ॥ ১৪৪

অন্থ—যঃ ত্রিমাতেত্রৈণ উপাস্তে, সঃ ব্রহ্মলোকে নীয়তে ; সঃ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরম পুরুষম্  
দীক্ষতে ।

অনুবাদ—যিনি সকাম হইয়া ত্রিমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারদ্বারা ( সপ্তম ) উপাসনা  
করেন, তিনি ব্রহ্মলোকে নীত হন । তিনি এই জীব সমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে  
উৎকৃষ্ট পুরুষ—নিরুপাধিক পরমাত্মার দর্শনলাভ করেন অর্থাৎ মুক্ত হন ।

টীকা—[ যঃ পুনঃ এতৎ ত্রিমাতেত্রৈণ এব ঙ্কার ইতি জনেন বা অক্ষরেণ পরম পুরুষম্  
অভিধায়াত সঃ তেজসি হৃদ্যে সম্পন্নঃ যথা পাদোদরঃ অচা বিনির্মূঢ়াতে এবম্ হ বৈ সঃ পাপুনা  
বিনির্মুক্তঃ সঃ সামন্তিঃ উদ্রীকতে ব্রহ্মলোকম্ ; সঃ এতস্মাজ্জীবঘনাৎ পরং পরম পুরুষম্ পুরুষম্  
দীক্ষতে—প্রশ্ন উ ৫।৫ ]—যিনি আবার তিনমাত্রাবিশিষ্ট ওঙ্কারকে, সেই হৃদ্যাস্তর্গত পরম পুরুষের  
সহিত অভিন্নরূপে ধ্যান করেন তিনি তেজোরূপ হৃদ্য প্রাপ্ত হইয়া মৃত্যুর পর উদ্ধৃগতি লাভ করিয়া,  
সর্ব যেমন কঙ্কুকমুক্ত হয়, সেইরূপ অন্তর্ভিকরূপে পাপ হইতে, নিশ্চিতই বিনির্মুক্ত হন ; তিনি  
পাশবোদাত্তিমানী দেবতাদিগের কর্তৃক ব্রহ্মলোকে উন্নীত হন ; তিনি এই জীবঘন হিরণ্যগর্ভ হইতে

পরম শ্রেষ্ঠ পুঁরিশ পুরুষকে ( যিনি শরীররূপ পুরে অবস্থান করেন তাঁহাকে ) দর্শন করেন—  
এইরূপে সকামোপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি ঐশ্বর্য হয়। ভাল, শৈবাশ্রমে সকামেরই ব্রহ্মলোক  
গমন হয় এইরূপ বুঝা যাইতেছে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে সেখানে  
তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়, একথাও শুনা যাইতেছে—“তিনি এই জীবসমষ্টিরূপ হিরণ্যগর্ভ হইতে উৎকৃষ্ট  
পুরুষ” ইত্যাদি দ্বারা। “সঃ”—ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত সেই উপাসক, “এতদ্ব্যং জীবস্বনাং”—জীবসমষ্টিরূপ  
হিরণ্যগর্ভাপেক্ষা, “পরম”—উৎকৃষ্ট, “পুরুষম্”—নিরুপাধিক চৈতন্যরূপ পরমাত্মাকে “ঈক্ষতে”—  
সাক্ষাৎ করেন। ১৪৪

আবার—“অপ্রতীকালঙ্গনান্ নয়ন্তি ইতি বাদরাগণঃ উভয়থা দোষাৎ তৎক্রতুশ্চ” ( ব্রহ্মসূত্র  
৪।৩।১৫ ) প্রতীকোপাসক ভিন্ন অর্থাৎ নামান্বিত উপাসকবাতীত অপর যে সকল উপাসক,  
তাহাদিগকে কোন অমানবপুরুষ ব্রহ্মলোকে লইয়া যান, বাদরাগণমুনি এইরূপ মনে করেন। (যত্বপি  
পূর্বে ৩।৩।৩১ সূত্রে অনিয়মের কথা বলা হইয়াছে এখন আবার নিয়মের কথা বলা হইল, তথাপি  
বিরুদ্ধ বলা হয় নাই) উভয় প্রকারই স্বীকার করিলেও অবিরোধ হইবে, একথা “তৎক্রতুঃ”—  
স্বায়মূলক, সূতরাং অপ্রমাণ নহে, অর্থাৎ ‘যে যদ্বিষয়ক উপাসনা করে, সে তাহাই প্রাপ্ত হয়’—এই  
অধিকরণ সূত্রে কামনাভুসারেই ফলপ্রাপ্তি হয়, এইরূপ প্রতিপাদিত হইয়াছে ; এই কারণে  
সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকে গতি হয়, এইরূপ কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) সকামোপাসকের  
ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি, ঐশ্বর্য-  
সুগামিসূত্রপ্রমাণ।

অপ্রতীকালঙ্করণে তৎক্রতুর্ন্যায় ঈরিতঃ।

ব্রহ্মলোকফলং তস্মাৎ সকামস্যেতি বর্ণিতম্ ॥ ১৪৫

অর্থ—অপ্রতীকালঙ্করণে “তৎক্রতুঃ” স্তায় ঈরিতঃ ; তস্মাৎ সকামস্য ব্রহ্মলোকফলম্ ইতি  
বর্ণিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মসূত্রের অপ্রতীকালঙ্করণে ( চতুর্থাদ্যায়ের তৃতীয়পাদের ষষ্ঠা-  
ধিকরণে ) যে “তৎক্রতুঃ” নামক নিয়ম কথিত হইয়াছে তাহা হইতে জানা যায় যে  
সকাম উপাসকের ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিরূপ ফললাভ হয়।

টীকা—“ব্রহ্মসূত্রবর্ণিণী”তে উক্ত সূত্র এইরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে :—ছান্দোগ্য উপনিষদে  
( ৪।১৫।৫, ৫।১০।২ ) শুনা যায়—( বিদ্বান্নোকে উপস্থিত হইবার পর ) “প্রসিদ্ধ অমানব (মহাশয়) তর)  
একজন পুরুষ আসিয়া বিদ্বান্নোকে কহিত সেই সকল উপাসককে সত্যলোকে লইয়া যান”—এস্থলে  
সংশয় এই—অমানব পুরুষ কি সকল উপাসককেই ব্রহ্মলোকে লইয়া যান ? অথবা প্রতীকো-  
পাসক ভিন্ন অপর উপাসককে ? এস্থলে কোনও নিয়ামক না থাকায় বুঝিতে হইবে সকল  
উপাসককেই। এইরূপ পূর্বপক্ষ পাইয়া আমরা বলি, অমানব পুরুষ প্রতীকোপাসক ভিন্ন অপর  
উপাসকদিগকে লইয়া যান—এইরূপ বাদরাগণাচাধ্য মনে করেন। ভাল, তাহা হইলে “অনিয়মঃ  
সর্কেষাম্” ( ৩।৩।৩১ ) এই সূত্রে বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে ব্রহ্মোপাসক সাধারণো সেই মার্গলাভ  
করিয়া থাকে, তাহার সন্ধিত ত’ বিরোধ হয় ; তদ্বস্তুরে বলিতেছেন “উভয়থা অদোষাৎ”—কোন  
কোন উপাসককে লইয়া যান, কোন কোন উপাসককে লইয়া যান না—এই উভয় প্রকার অবস্থা  
মানিলে, কোনও দোষ হয় না। তাৎপর্য এই—অনিয়মের উপদেশ প্রতীক ভিন্ন অন্তর্বিষয়ক

বলিয়া। নিয়ামক কি, তাহা বলিতেছেন—“তৎক্রতুঃ চ” ‘ক্রতু’ শব্দে উপাসনা। কার্ধ্যব্রহ্ম-বিষয়ক ‘ক্রতু’ হয় যে উপাসকের, তিনি ‘তৎক্রতু’; আবার যে বাহার উপাসক, সে তাহাই পায়, ইহা ঐতি-স্মৃতি সিদ্ধ বলিয়া, কার্ধ্যব্রহ্মোপাসক কার্ধ্যব্রহ্মই লাভ করিয়া থাকে, ইহাই অর্থ। প্রতীকোপাসনাসমূহে অর্থাৎ ‘নামব্রহ্ম’ ইত্যাদিরূপের উপাসনায়, ব্রহ্মপ্রতীকের (নামাদির) প্রতিবিশেষণ বলিয়া প্রতীকেরই প্রাপ্ত্যন্ত; এইহেতু প্রতীকোপাসকগণ ব্রহ্মোপাসক নহেন, কিন্তু পঞ্চাঙ্গির উপাসকগণ অব্রহ্মোপাসক হইলেও, ঐতির বলে তাহাদের ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। বাহার ব্রহ্ম-বিষয়ক ক্রতু বা সঙ্কল্প, সে ব্রহ্মসম্বন্ধীয় ঐশ্বর্যলাভ করে; আর যে নামাদিরূপ প্রতীকের ধ্যান করে, তাহার সঙ্কল্প ব্রহ্মবিষয়ক নহে বলিয়া, সে বিভ্রান্তলোক পর্ধ্যন্ত যায়; ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হয় না। ১৪৫

তাহা হইলে সকাম ব্যক্তির তত্ত্বজ্ঞান কি প্রকারে হয়? এই প্রশ্নকার উত্তবে বলিতেছেন :—

(ব) সকাম নিষ্ঠাশো-  
পাসকের ব্রহ্মলোক  
তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মুক্তি।

নিষ্ঠাশোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বমবেক্ষতে।

পুনরাবর্ততে নাসং কল্লান্তে চ বিমুচ্যতে ॥ ১৪৬

অর্থ—নিষ্ঠাশোপাস্তিসামর্থ্যাত্তত্র তত্ত্বম্ অব্যেক্ষতে; অর্থ পুনঃ ন আবর্ততে, কল্লান্তে চ বিমুচ্যতে।

অমুবাদ—নিষ্ঠাশোপাসনার সামর্থ্যবশতঃ ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তির পর তথায় তত্ত্বদর্শন হয়। এই সকাম নিষ্ঠাশোপাসক আর সংসারে ফিরে না কিন্তু কল্লান্তে মুক্ত হইয়া যায়।

টীকা—[ইমম্ মানবম্ আবর্তম্ ন আবর্তন্তে, ন আবর্তন্তে—ছান্দোগা উ, ৪।১৫।৫]—যাঁহার উত্তরাংশ, সত্ত্বংসর, আদিত্য, চন্দ্র হইতে ক্রমাগত বিদ্যা প্রাপ্ত হন—ইহাই দেবপথ এবং ব্রহ্মপথ, এই পথে যাঁহার গমন করেন—তাঁহার পুনর্বার এই মানব আবর্তে অর্থাৎ এই সংসার চক্রে আর ফিরিয়া আসেন না। “ব্রহ্মণা সহ তে সর্বৈ প্রাপ্তে চ প্রতীসংগরে। পবন্ত্যন্তে কৃতান্মানঃ প্রবিশন্তি পরম্ পদম্ ॥” (মহাভারত) (৫২ শ্লোকের টীকায় রত্নপ্রভাকৃত ব্যাখ্যা পদম্ হইয়াছে)। এইরূপ যে ঐতিবচন ও স্মৃতিবচন আছে তাহার বলে সিদ্ধান্ত এই যে, সেই সকাম নিষ্ঠাশোপাসকের আর সংসারপ্রাপ্তি হয় না, কিন্তু মুক্তিই হয়। ১৪৬

এক্ষণে ওক্তাশোপাসনা প্রসঙ্গে বুদ্ধিস্থিত সেই উপাসনার দ্বিপ্রকারতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ভ) অণবোপাসনা  
বিবিধ।

অণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ো নিষ্ঠাশো এব বেদগাঃ।

কচিৎ সগুণতাপ্যুক্তা অণবোপাসনন্ত্য হি ॥ ১৪৭

অর্থ—অণবোপাস্তয়ঃ প্রায়ঃ নিষ্ঠাশো এব বেদগাঃ, কচিৎ অণবোপাসনন্ত্য সগুণতা অপি উক্তা হি।

অমুবাদ ও টীকা—বেদে যে সকল অণবোপাসনা উক্ত হইয়াছে, সে সকল প্রায়ই নিষ্ঠাশোপাসনা; তবে কোন কোন স্থলে অণবোপাসনার সগুণতাও উক্ত হইয়াছে। ১৪৭

প্রণবোপাসনার বিবিধতার প্রমাণ বলিতেছেন :—

(য) উক্ত বিবিধতার প্রমাণ। **পরাপরব্রহ্মরূপ ওঙ্কার উপবর্নিতঃ।**  
**পিপ্পলাদেন মুনিना सत्याकामात् पृच्छते ॥ ১৪৮**

অর্থ—পিপ্পলাদেন মুনি পৃচ্ছতে সত্যাকাম্য পরাপরব্রহ্মরূপঃ ওঙ্কারঃ উপবর্নিতঃ।

অনুবাদ—শিষ্য সত্যাকাম প্রশ্ন করিলে গুরু পিপ্পলাদমুনি তাঁহার প্রতি পর এবং অপর অর্থাৎ সগুণ ও নিগুণ এই উভয়প্রকার ব্রহ্মরূপ ওঙ্কারের বর্ণন করিয়াছিলেন। ( প্রশ্ন উ, ৫১২ )।

টীকা—[ এতৎ বৈ সত্যাকাম পরম্ চ অপরম্ চ ব্রহ্ম যৎ ওঙ্কারঃ, তস্মাৎ বিদ্বান্ এভেন এব আয়তনেন একত্বরম্ অয়েতি—প্রশ্ন উ, ৫১২ ]—এই যে ওঙ্কার তাহা পর এবং অপর ব্রহ্মরূপ; সেইহেতু বিদ্বান্ এই ওঙ্কারকেই আলম্বন বা আশ্রয় করিয়া নিগুণব্রহ্ম ও সগুণব্রহ্ম এত দুইটির একটিকে প্রাপ্ত হন। এই প্রকারে প্রপ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রপ্নে, প্রণবোপাসনার উভয়বৃত্ত প্রতিপাদিত হইয়াছে। ১৪৮

কঠরস্মীতে অর্থাৎ কঠোপনিষদের ২।১৬ মন্ত্রে যমও “এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা”—‘এই প্রণবরূপ আলম্বনকে জানিয়া’ ইত্যাদি বাক্যে ওঙ্কারোপাসনার দুইপ্রকার উপদেশ করিয়াছিলেন :—

**এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।**

**ইতি প্রোক্তং যমেনাপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে ॥ ১৪৯**

অর্থ—“এতৎ আলম্বনম্ জ্ঞাত্বা যঃ যৎ ইচ্ছতি তস্য তৎ” ইতি যমেন অপি পৃচ্ছতে নচিকেতসে প্রোক্তম্।

অনুবাদ—যমও নচিকেতার প্রশ্নে এইরূপ উত্তর করিয়াছিলেন—“এই আলম্বনকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে, তাহাই তাহার সিদ্ধ হয়।”

টীকা—আচার্য্য কঠোপনিষদের ২।১৬, এবং ২।১৭ এই দুইটি মন্ত্র হইতে অক্ষর সংগ্রহ করিয়া এই শ্লোকের প্রথম চরণবধি রচনা করিয়াছেন। সেই দুইটি মন্ত্র এই :—[ এতদ্বোবাক্ষরঃ ব্রহ্ম এতদ্বোবাক্ষরং পরম্। এতদ্বোবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥—কঠ উ, ২।১৬ ]—এই অক্ষরই ( ওঙ্কারই ) প্রসিদ্ধ ( অপর ) ব্রহ্মরূপ এবং এই অক্ষরই প্রসিদ্ধ পরব্রহ্মরূপ। এই অক্ষরকে জানিয়া যে যাহা ইচ্ছা করে তাহার তাহাই সিদ্ধ হয়। [ এতদালম্বনং জ্ঞেষ্ঠম্ এতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥—ঐ ১৭ ]—এই ওঙ্কারই অপরব্রহ্মপ্রাপ্তিসাধন আলম্বনের মধ্যে জ্ঞেষ্ঠ আলম্বন; এবং এই আলম্বনই পরব্রহ্মের প্রাপ্তিসাধন বলিয়া পর। এই আলম্বন অবগত হইয়া ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মের দ্বায় পূজ্য হয়। ১৪৯

অতীত চতুর্দশটি অর্থাৎ ১৩৬ হইতে ১৪৯ পর্যন্ত শ্লোকে উক্ত অর্থের উপমাগায় করিতেছেন :—

(য) অতীত চতুর্দশটি **ইহ বা মরণে চাস্ম্য ব্রহ্মলোককথং বা ভবৎ ॥**  
শ্লোকে উক্ত অর্থের **ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিঃ সম্যগ্ উপাসীনস্ত নিগুণম্ ॥ ১৫০**  
উপমাগায়।

অর্থ—অস্ত্ৰ সম্যক্ নিষ্ঠূর্ণম্ উপাসীনস্ত ইহ বা মরণে চ অথবা ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসাক্ষাৎ-  
কৃতিঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা। যিনি সম্যক্ প্রকারে নিষ্ঠূর্ণোপাসনা করেন তাঁহার বর্তমান  
দেহেই হউক বা মৃত্যুকালেই হউক অথবা ব্রহ্মলোকেই হউক, ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার  
অর্থাৎ অপরোক্ষজ্ঞান হইবেই । ১৫০

বিচারদ্বারা তত্ত্বজ্ঞান সম্পাদনে অসমর্থের নিষ্ঠূর্ণ ব্রহ্মধানে অধিকার আছে, এই কথা  
আত্মগীতায় সম্যক্ প্রকারে কথিত হইয়াছে ; ইহাই বলিতেছেন :—

(৫) বিচারে অসমর্থের  
নিষ্ঠূর্ণব্রহ্মধানে  
অধিকার ; প্রমাণ—  
আত্মগীতা ।

অর্থোহস্মাত্মগীতাস্যামপি স্পষ্টমুদীরিতঃ ।

বিচারাক্ষম আত্মানুপাসীততি সন্ততম্ ॥ ১৫১

অর্থ—‘বিচারাক্ষমঃ সন্ততম্ আত্মানু উপাসীত’ ইতি অর্থঃ আত্মগীতাস্য অপি  
স্পষ্টম্ উদীরিতঃ ।

অনুবাদ—যিনি বিচারে অক্ষম তিনি সতত আত্মার উপাসনা করিবেন—এই  
কথা আত্মগীতায় স্পষ্টভাবে উক্ত হইয়াছে ।

টীকা—অচ্যুতরায় বলেন—শ্রুতিতে যেমন নিষ্ঠূর্ণোপাসনার প্রসিদ্ধি আছে, স্মৃতি পদ্ধতিতে  
তাঁহার সেইরূপ প্রসিদ্ধি প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না । এইহেতু আচাৰ্য্য আত্মগীতারই উল্লেখ  
করিলেন । [ ইহা সম্ভবতঃ শঙ্করানন্দ বা নামস্বরে বিজ্ঞানস্বর বিরচিত আত্মপুராণ । ইনি ১২২৮  
ইং ১৩৩৩ খৃঃ অব্দ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান ছিলেন । সেইহেতু ভারতীতীর্থ ও বিজ্ঞানগ্য উভয়েরই  
পূর্ববর্তী, শৃঙ্গেরী মঠাধিপতি । ] ১৫১

পরবর্তী তিনটি শ্লোক আত্মগীতা হইতে উদ্ধৃত হইতেছে :—

সাক্ষাৎ কর্তৃমশক্তোহপি চিন্তয়েন্মামশক্তিতঃ ।

কালেনানুভবাক্রুরো ভবেয়ং ফলিতো ধ্রুবম্ ॥ ১৫২

অর্থ—সাক্ষাৎ কর্তৃম্ অশক্তঃ অপি অশক্তিতঃ মাম্ চিন্তয়েৎ ; কালেন অনুভবাক্রুরঃ ধ্রুবম্  
ফলিতঃ ভবেয়ম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যিনি আমার সাক্ষাৎকারলাভে অসমর্থ হইবেন, তিনিও  
আমাকে অর্থাৎ প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মাকে যদি চিন্তন করেন, তাহা হইলে আমি কাল-  
ক্রমে তাঁহার অনুভবে আকৃষ্ট হইয়া, তাঁহার দ্বন্দ্ব মোক্ষরূপ ফল ধারণ করি । ১৫২

ধান যে সম্যগ্ জ্ঞানের উপায় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

যথাগাধনিঘেল্লেকৌ নোপাসঃ ধননং বিনা ।

মল্লাভেহপি তথা স্বাশ্চিন্ত্যং যুক্তা ন চাপরঃ ॥ ১৫৩

অর্থ—যথা অগাধনিঘেঃ লকৌ ধননম্ বিনা উপাসঃ ন, তথা মল্লাভে অপি স্বাশ্চিন্ত্যম্ যুক্তা  
চাপরঃ ন ।



অমুবাদ—যেমন গভীর ভূগর্ভে অবস্থিত রত্নের লাভ করিতে হইলে, ভূখনন বিনা উপায় নাই, সেইরূপ আমার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইলে, আত্মচিন্তা বিনা উপায়ান্তর নাই।

টীকা—“সেইরূপ আমার” ইত্যাদির দ্বারা দৃষ্টান্তটি দাষ্টান্তিকৈ যোজনা করিলেন। ১৫৩

ব্যতিরেকমুখে কথিত অর্থটি অঘটনমুখে উপপাদন করিতেছেন :—

দেহোপলমপাকৃত্য বুদ্ধিকুদ্ধালকাং পুনঃ।

খাত্তা মনোভুবং ভূয়ো গৃহীন্মান্মাং নিধিৎ পুমান্ ॥১৫৪

অঘটন—দেহোপলম অপাকৃত্য পুনঃ বুদ্ধিকুদ্ধালকাং মনোভুবং ভূয়ো খাত্তা পুমান্ মাম্ নিধিৎ গৃহীন্মাং।

অমুবাদ ও টীকা—মনোভূমি হইতে দেহরূপ পাষণ উৎপাটিত করিয়া, বুদ্ধিরূপ কোদাল প্রয়োগ করিয়া, সেই মনোভূমিকে পুনঃ পুনঃ খনন করিলে লোকে নিধিরূপ আমাকে গ্রহণ করিতে অর্থাৎ অনুভব করিতে পারে। ১৫৪

জ্ঞানে ( বিচারে ) অসমর্থের ধানে অধিকার, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রান্তর বাক্য প্রমাণরূপে পাঠ করিতেছেন :—

(ল) বিচারাসমর্থের  
নিপুণ ব্রহ্মধ্যানের  
অধিকারবিষয়ে  
শাস্ত্রান্তর প্রমাণ।

অনুভূতের ভাবেইপি ব্রহ্মাস্মীত্যেব চিন্ত্যাতাম্।

অপ্যসং প্রাপ্যতে ধ্যানাং নিত্যাপ্তং ব্রহ্ম কিং পুনঃ ॥১

অঘটন—অনুভূতে: অভাবে অপি “অহং ব্রহ্মাস্মি” ইতি এব চিন্ত্যাতাম্ ; অসং অপি ধ্যানাং প্রাপ্যতে ; পুনঃ নিত্যাপ্তম্ ব্রহ্ম কিং। ১৫৫

অমুবাদ—( ব্রহ্মের সাক্ষাৎ ) অনুভূতি না ঘটিলেও ‘আমি ব্রহ্ম’ এইরূপই চিন্তা করিতে থাক ; অসং ( অর্থাৎ অবিজ্ঞান ) বস্তুও যখন ধানে পাওয়া যায়, তখন নিত্যাপ্ত ব্রহ্মরূপ যে বস্তু তাহা যে ধানে পাওয়া যাইবেই তাহাতে আর কথা কি ?

টীকা—“ধানদ্বারা ব্রহ্মপ্রাপ্তি” এই বিষয়ে কৈমুত্তিক স্তায় প্রয়োগ করিতেছেন :—“অসং ( অর্থাৎ অবিজ্ঞান ) বস্তুও” ইত্যাদি। ( ভ্রমরাক্রান্ত ) কীটের ভ্রমরভাবপ্রাপ্তির স্তায়, উপাসকেরও পূর্বে অবিজ্ঞান দেবভাব প্রভৃতির ধানদ্বারা তৎপ্রাপ্তি ঘটে। তাহা হইলে উপাসকেরই স্বরূপ বলিয়া নিত্যাপ্ত যে সর্কাস্তক ব্রহ্ম তাহা যে ধ্যানপ্রাপ্ত হইবে, তাহাতে আর বলিবার কি আছে ? অচ্যুতারায় বলেন [ দেবো ভূত্বা দেবান্ অপ্যেতি—বৃহদা উ, ৪।২।২, ৩, ৭ ]—“তিনি এই দেহেই দেবত্বলাভ করিয়া দেহপাতের পর দেবতাতেই মিলিয়া যান—এইরূপ ঐতিবচন হইতে বুঝা যায়, ‘অসং’ অবিজ্ঞান হইলেও দেবত্বাদির, ( অথবা মন্ত্রাতিরিক্ত দেবশরীর না থাকিলেও দেবত্বাদির ) স্তুতিদর্শন হয়। ১৫৫

ব্রহ্মধ্যানের কল প্রত্যক্ষসিদ্ধ বলিয়াও ধ্যান কর্তব্য। ইহাই বলিতেছেন :—

(ব) প্রত্যক্ষকলপ্রদ  
বলিয়া ধ্যান কর্তব্য। অনাত্মবুদ্ধিটেশখিল্যং কলং ধ্যানাদ্ভিমে দিমে।  
পশ্চন্নপি ন চেদ্ধ্যাত্মেৎ কোহপতোহস্ম্যাং পশুর্ধনঃ ॥১৫৬

অদ্বয়—ধ্যানাৎ দিনে দিনে অনাত্মবুদ্ধিশৈথিল্যম্ ফলম্ পশ্যন্ অপি চেৎ ন ধ্যায়েৎ, অস্ম্যাৎ  
অপারঃ কঃ পশুঃ বদ ।

অমুবাদ ও টীকা—ধ্যান হইতে প্রতিদিনই অনাত্মবুদ্ধির শিথিলতারূপ ফল  
দেখিয়াও যদি কেহ ধ্যান না করে, তবে ইহা অপেক্ষা অস্মাৎ কোন পশু বা মূঢ় আছে  
বল অর্থাৎ এই ব্যক্তিই মূঢ় । ( সেইহেতু বিচারে অচতুর ব্যক্তির সর্বদা নিষ্ঠুরধ্যান  
নিবেদ্য ) । ১৫৬

এক্ষণে উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) ধ্যানদীপে উপ-  
পাদিত অর্থের সংক্ষেপে  
বর্ণন ।

দেহাভিমানং বিধ্বস্তা ধ্যানাদাত্মানমদ্বয়ম্ ।

পশ্যন্ মর্ত্যেহমৃতো ভূত্বা হত্ব ব্রহ্ম সমশ্রুতে ॥১৫৭

অদ্বয়—ধ্যানাৎ দেহাভিমানম্ বিধ্বস্তা অদ্বয়ম্ আত্মানম্ পশ্যন্ মর্ত্যঃ অমৃতঃ ভূত্বা হত্ব ব্রহ্ম  
সমশ্রুতে ।

অমুবাদ—ধ্যানদ্বারা দেহাভিমানের উচ্ছেদ করিয়া অদ্বয়রূপ আত্মাকে দর্শন  
করিলে, মনুষ্য অমৃত হইয়া এই দেহেই ব্রহ্মলাভ করে ।

টীকা—মরণশীল দেহে ‘আমি’ এইরূপ অভিমান পরিত্যাগ করিয়া “অমৃতঃ ভূত্বা”—অমর  
হইয়া “হত্ব”—এই শরীরেই আপনার নিজরূপ সচ্চিদানন্দ এককে প্রাপ্ত হন । ১৫৭

এই ধ্যানদীপ চিন্তনের ফল বলিতেছেন :—

(ঘ) ‘ধ্যানদীপ’  
অভ্যাসের ফল ।

ধ্যানদীপমিমং সম্যক্ পরামৃশতি যো নরঃ ।

মুক্তসংশয় এবায়ম্ ধ্যায়তি ব্রহ্ম সন্ততম্ ॥ ১৫৮

অদ্বয়—যঃ নরঃ ইমম্ ধ্যানদীপম্ সম্যক্ পরামৃশতি, অয়ম্ মুক্তসংশয়ঃ এব সন্ততম্ ব্রহ্ম ধ্যায়তি ।

অমুবাদ ও টীকা—যে মানব এই ধ্যানদীপ সম্যক্ প্রকারে অভ্যাস করেন, তিনি  
সংশয়বিনিমুক্ত হইয়া নিরন্তর ব্রহ্মধ্যান করেন । ১৫৮

ইতি ধ্যানদীপ ( প্রকরণ ) সমাপ্ত হইল ।

# পঞ্চদশী

দশম অধ্যায়—নাটকদীপ

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

চীকাকার-কৃত মঙ্গলাচরণ

নব্বা শ্রীভারতীতীর্থবিষ্ণুারণামুনীশ্বরো ।

অর্থো নাটকদীপস্ত ময়া সংক্ষিপ্য বর্ণ্যতে ॥

শ্রীমদ্ভারতীতীর্থ ও শ্রীমদ্বিষ্ণুারণা এই দুই মুনিশ্বরকে প্রণাম করিয়া আমি নাটকদীপের অর্থ সংক্ষেপে বর্ণন করিতেছি ।

চৈতন্যদাস্ত অহঙ্কারাদি ও তাঁহাদের প্রকাশক সাক্ষীর বর্ণন—নাটকের রূপকদ্বারা এই প্রকরণে সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহার নাম নাটকদীপ ।

আচার্য্য নাটকদীপ নামক প্রকরণের আরম্ভ করিবার বাসনায়, তাহার নির্দিষ্ট পবিসমাপ্তি কামনা করিয়া ইষ্টদেবতার স্বরূপ স্মরণরূপ মঙ্গলাচরণ প্রথম শ্লোকে “পরমাত্মার” নামোচ্চারণদ্বারা সম্পাদন করিলেন, পরে মন্দাধিকারিগণ যাহাতে নিম্প্রপঞ্চ অর্থাৎ জাতিগুণক্রিয়াদির উন্নয়ন দ্বারা পরিচায়িত হইবার অযোগ্য, ব্রহ্মস্বতত্ত্ব, অনায়াসে অবধারণ করিতে পারে এই উদ্দেশ্যে— “অধ্যারোপাপবাদভাণ্ডাং নিম্প্রপঞ্চং প্রপঞ্চাতে । শিষ্টাণাং বোধসিদ্ধার্থং তত্ত্বজ্ঞৈঃ কল্পিতক্ৰমঃ ॥” —অধ্যারোপ এবং অপবাদদ্বারা অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ নিম্প্রপঞ্চ বস্তুতে জগৎপ্রপঞ্চরূপ অবস্থাব আবেশ মানিয়া ও তাহার জন্মাদির ব্যাখ্যা করিয়া পরে সেই অবস্থাব বা মিথ্যাভূত পদার্থের নিবারণ জ্ঞান উপদেশ করিয়া নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মবস্তুর সমাগ্ উপদেশ করিতে হয় ; শিষ্টগণ এইরূপে অনায়াসে জ্ঞানলাভ করিতে পারিবে, এই উদ্দেশ্যে তত্ত্বদর্শিগণ এই পরিপাটীর ( বোধসামর্থ্যহেতু ব্যাপ্যবের ) কল্পনা করিয়াছেন—এই নীতির অনুসরণ করিয়া প্রথমে আত্মায় অধ্যারোপ বর্ণন করিতেছেন :—

অধ্যারোপ ও অপবাদপূর্বক বন্ধনিবৃত্তির উপায় বর্ণন । বিচার্য্য জীবাত্মার ও পরমাত্মার একত্র বর্ণন ।

১ । অধ্যারোপ ও সাধন ( বিচার-জ্ঞান জ্ঞান ) সহিত অপবাদ ।

পরমাত্মাদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পূর্বং স্বমায়মা ।

(ক) আত্মায় অধ্যারোপ ।

স্বয়মেব জগত্ত্বং প্রাবিশজ্জীবরূপতঃ ॥ ১

অর্থ—পূর্বম্ অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ পরমাত্মা স্বমায়মা স্বয়ম্ এব জগৎ ত্বং জীবরূপতঃ প্রাবিশং ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে অদ্বয় আনন্দস্বরূপ পূর্ণ পরমাত্মা নিজ মায়ার বলে আপনাই জগদ্রূপ হইয়া জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন ।

টীকা—“পূর্বম্”—সৃষ্টির পূর্বে অর্থাৎ যখন আত্মার সত্তি “অনাদি ভাবরূপ অবিষ্টার” সম্বন্ধ হয় নাই তখন, “অদ্বয়ানন্দপূর্ণঃ”—[সং এব সোমা ইদম্ অগ্রে আসীৎ—ছান্দোগ্য উ, ৩।২।১]—“হে সোমা, সৃষ্টির পূর্বে এক অবিভীষ সং বস্তুই ছিল”—এই প্রতীকচন বর্ণিত “অবিভীষ

সদ্বস্ত'; [ বিজ্ঞানম্ আনন্দম ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ৩৯৩৪ ]—‘জগত্বে মূলকাষণ ( বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়স্বরূপ হইতে ভিন্ন ) জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম’—এই শ্রুতাক্ত ‘জ্ঞানানন্দস্বরূপ’; এবং [ পূৰ্ণম্ অদঃ পূৰ্ণম্ ইদম্ পূৰ্ণাৎ পূৰ্ণম্ উদচ্যতে। পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণম্ আদায় পূৰ্ণম্ এব অবশিষ্যতে—বৃহদা উ, ৫।১।১ ]—‘ইজ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূৰ্ণ, এই কাণ্ডাস্বয়ক ব্রহ্মও পূৰ্ণ; পূৰ্ণ জগৎকাণ্ডে পূৰ্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়; অবশেষে এই পূৰ্ণের পূৰ্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূৰ্ণস্বরূপ এই কাণ্ডজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর, সেই পূৰ্ণই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও পক্ষাব বিকৃতি ঘটে না’—ইত্যাদি শ্রুতিপ্রসিদ্ধ স্বগতাদিভেদশূন্য ( ১ম খণ্ডে ২য় অ, ২০-২৫ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য ) ‘পরমানন্দরূপ পরিপূৰ্ণ’, ‘পরমাত্মা স্বমায়য়া’—[ মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিজ্ঞানম্ মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্—স্বৈতাস্বতর উ, ৪।১০ ]—‘মায়াকে প্রকৃতি জগৎপত্তিব কাষণ বা উপাদান বলিয়া জানিবে, ‘অদ্বিতীয় সূচ্যচিন্মাত্রস্বরূপ ঈশ্বরকে মায়ী, মায়াব স্বরূপ স্বকণপ্রদ ‘অদ্বিষ্টানকে উপকারক বলিয়া জানিবে’—এইরূপে শ্রুতি বর্ণিত স্মৃতি মায়ীশক্তির দ্বারা পরমাত্মা, ‘স্বয়ম্ এব জগৎ ভূত্বা’—আপনিই জগৎরূপ হইয়া—[ তৎ আত্মানম স্বয়ম্ অকুরুত—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭ ]—সেই ‘অসৎ’ শব্দবাচ্য ব্রহ্ম নিকে অর্থাৎ অস্ত্র কিছুই দ্বারা অদ্বিষ্ট না হইয়া আপনাকে জগৎরূপ কাবলেন; [ সং চ ত্যৎ চ অভবৎ ঐ, উ ২।৬ ]—‘তিনি ‘সৎ’—পৃথিবী অপ্ তেজ এই ভূতগয়-রূপ মূর্ত্তি—চক্ষুরাদির গোচর এবং ‘ত্যাৎ’—সেই অর্থাৎ বায়ু আকাশ এই ভূতগয়রূপ অমূর্ত্তি—চক্ষুরাদি অগোচররূপ ধরিলেন; এইরূপে জগৎকারতাপ্রাপ্ত হইয়া, ‘জীবরূপতঃ প্রাদিশৎ’—জীবরূপে তাহাতে প্রবেশ করিলেন;—[ তৎ সৃষ্টা তৎ এব অনুপ্রাণিতং—ঐ, উ ২।৬ ]—সেই জগৎ সৃজন করিয়া তাহারই ভিতর পশ্চাৎ প্রবেশ করিলেন; এই শ্রুতি তাহাব প্রমাণ। ১

ভাল, একই পরমাত্মা যদি সকল শরীরেই প্রবিষ্ট হইয়া বিদ্যমান, তাহা হইলে পৃষ্ঠাপৃষ্ঠকাদি-ভাবে পাতীয়মান উত্তমাদমভাব ত’ পরস্পর বিরুদ্ধ। এইরূপ আশঙ্কায় বলিতেছেন:—

বিশ্বদ্ব্যন্তমদেহেষু প্রবিষ্টো দেবতাভবৎ ।

মর্ত্ত্যাদ্ভ্যমদেহেষু স্থিতো ভজতি দেবতাম্ ॥ ২

অর্থ—বিশ্বদ্ব্যন্তমদেহেষু প্রবিষ্টঃ দেবতাভবৎ, মর্ত্ত্যাদ্ভ্যমদেহেষু স্থিতঃ দেবতাভবৎ ভজতি ।

অনুবাদ—পরমাত্মা বিশ্বপ্রভৃতি উত্তমদেহে প্রবিষ্ট হইয়া দেবতা অর্থাৎ পূজনীয় হইয়াছেন এবং মনুষ্যপ্রভৃতি অধমদেহে অবস্থিত থাকিয়া সেই দেবতার ভজন করিতেছেন ।

টীকা—এই উত্তমাদমভাব স্বাভাবিক নহে : কিন্তু শরীরোপাদিবশতঃ প্রতীত হয় ; এইচৈতু-বস্তুতঃ বিরোধ নাই ; ইহাই অভিপ্রায় । ২

এই প্রকারে আত্মায় অধারোপ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিয়া সাধন সহিত তাহার অপবাদও সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন:—

খ) বিচারজন্ম জ্ঞানরূপ অনেকজন্মভজনাৎ স্ববিচারং চিকীর্ষতি ।

১।ধন সহিত অপবাদ । বিচারেণ বিনষ্টায়াম্ মায়াম্ শিশ্রুতে স্বয়ম্ ॥ ৩

অধ্যয়—অনেকজন্মভজনাৎ ( জীবঃ ) স্ববিচারম্ চিকীৰ্ষতি ; বিচায়েণ মায়ায়াং বিনষ্টায়াম্  
স্বয়ম্ ( পরমাত্মরূপেণ ) শিশ্যতে ।

অনুবাদ—অনেক জন্ম ধরিয়া কৰ্ম্মত্রক্ষার্পণরূপ ভজনা করিবার পর জীব  
ত্রক্ষাশূন্য জ্ঞানসাধন প্রবণাদিরূপ বিচারামুষ্ঠান করিবার ইচ্ছা করে এবং বিচারদ্বারা  
মায়া বিনষ্ট হইলে অদ্বয়ানন্দপূর্ণ পরমাত্মরূপে থাকিয়া যায় ।

টীকা—“অনেকজন্মভজনাৎ”—অনেক জন্মে অনুষ্ঠিত কৰ্ম্মসমূহের ত্রক্ষে সমর্পণরূপ ভজনেব  
ফলে, “স্ববিচারম্ চিকীৰ্ষতি”—আপনার ত্রক্ষরূপতা জ্ঞানের সাধন প্রবণাদিরূপ বিচার করিবার  
ইচ্ছা করে ; তদনন্তর, “বিচায়েণ”—সেই আত্মবিচারজনিত জ্ঞানদ্বারা, “মায়ায়াং বিনষ্টায়াম্”—  
আপনার অদ্বয়ানন্দতাদিরূপের আচ্ছাদিকা, অজ্ঞান অবিজ্ঞা—ইত্যাদিশব্দদ্বারা হৃতিতা মায়াব নিবৃদ্ধি  
হইলে, “স্বয়ম্ শিশ্যতে”—আগনিই অর্থ্যাৎ অদ্বয়ানন্দপূর্ণরূপ পরমাত্মাই অবশিষ্ট থাকিয়া যান ।

ভাল, [ তৎ ত্রক্ষ অঃ ইতি জ্ঞাত্বা সর্ববন্ধৈঃ বিমুক্তাতে—কৈবল্যা ১৭ ]—আমি হইতেছি  
সেই ত্রক্ষ এইরূপ জানিলে, সর্ববন্ধন হইতে বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা বন্ধনিবৃত্তিরূপ  
মোক্ষজ্ঞানের ফল বলিয়া কথিত হওয়ায়, পরমাত্মরূপে অবশিষ্ট থাকা তাহার ফল—এইরূপ  
কখন ত’ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না । এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত অপবাদ অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদস্যত্বং চ দুঃখিতা ।

যুক্তিরূপ জ্ঞানস্বলসাধক । বন্ধঃ প্রোক্তঃ স্বরূপেণ স্থিতিমুক্তিরিতীয়াতে ॥ ৪

অধ্যয়—অদ্বয়ানন্দরূপস্য সদস্যত্বং চ দুঃখিতা বন্ধঃ প্রোক্তঃ, স্বরূপেণ স্থিতিঃ যুক্তিঃ ইতি  
জ্ঞেয়াতে ।

অনুবাদ—অদ্বিতীয় আনন্দস্বরূপ পরমাত্মার যে সদস্যত্ব ও দুঃখিত্ব-ভ্রম হয়,  
তাহাকেই বন্ধ বলে ; আর স্বরূপে অবস্থিতিকেই মোক্ষ বলে ।

টীকা—অদ্বিতীয় ত্রক্ষে বাস্তব বন্ধ বা মোক্ষ কোন প্রকারেই অবধারণ করিতে পাওয়া যায় না  
বলিয়া, তাঁহাকে দুঃখী ইত্যাদি বলিয়া যে ভ্রম হয় তাহাই বন্ধ ; এবং স্বরূপে স্থিতিরূপই  
বন্ধের নিবৃত্তি, তাহাই মোক্ষ । এইহেতু শ্রুতিসমূহের সহিত উক্ত বাক্যের বিরোধ নাই । এখানে  
অতিপ্রায় এই—মহাবাক্যের প্রবণ হইতে ‘আমি হইতেছি ত্রক্ষ’—এইপ্রকার অন্তঃকরণের  
বৃত্তিরূপ যে তত্ত্বজ্ঞান হয় তদ্বারাই প্রপঞ্চসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় । তাহাকেই মোক্ষ বলে ।  
কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপ বলিয়া, মোক্ষ সেই অধিষ্ঠান ত্রক্ষরূপ, ইহাই সিদ্ধ হয় । ইহাট  
ভাষ্যকারের সিদ্ধান্ত । কিন্তু “ছায়মকরন্দ”কার অদ্বৈতবাদী হইলেও কল্পিতের নিবৃত্তিকে অধিষ্ঠান-  
রূপ বলিয়া মানেন না । তিনি বলেন, কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সজ্ঞপ নহে, অসজ্ঞপ  
নহে, সদসজ্ঞপ নহে এবং সদস্যত্ব হইতে বিলক্ষণ অনির্জনীয়রূপও নহে ; কিন্তু এই চারিপ্রকার হইতে  
বিলক্ষণ একপঞ্চম প্রকার । ইহা কিন্তু সমীচীন নহে, কেননা, উক্ত চারি প্রকারের বস্তুই লোকশাধ  
প্রভৃতিতে প্রসিদ্ধ, উক্ত চারিপ্রকার হইতে বিলক্ষণ কোন বস্তু প্রসিদ্ধ নহে । আর অপ্রসিদ্ধ  
কোনও বস্তুতে লোকের ইচ্ছা হইতে পারে না, প্রসিদ্ধ বস্তুতেই হইয়া থাকে । এইহেতু কল্পিতের  
নিবৃত্তিকে পঞ্চমপ্রকাররূপ মানিলে তাহার পুরুষেচ্ছাবিষয়তারূপ পুরুষার্থতার অভাব হয় । এইহেতু  
সেই বৃত্তিকে অধিষ্ঠানরূপ বলিয়াই মানা সম্ভব ।

সেই অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিকে যদি অজ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ মানা যায়, তাহা হইলে প্রযত্ন বিনাই সকলের মোক্ষপ্রাপ্তি সম্ভব হয়। তাহা হইলে বেদোপদিষ্ট শ্রবণাদি সাধন নিষ্ফল হইয়া যায়। আবার যদি সেই নিবৃত্তিকে জ্ঞাত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তি বলিয়া মানা যায়, তাহা হইলে বিদেহ মোক্ষাবস্থায়, ব্রহ্মে জ্ঞাতত্ব ( জ্ঞানবিষয়তারূপ ) ধর্মের অভাব বলিয়া মোক্ষ পরমপুরুষার্থরূপ হইতে পারে না ; ( কেননা, ব্রহ্মের জ্ঞাতত্ব ( জ্ঞানবিষয়ক ) সিদ্ধির জন্ত শ্রবণাদি যাবতীয় সাধনের উপদেশ )। আবার ব্রহ্মে যখন জ্ঞাতত্বরূপধর্মই নাই, তখন জ্ঞাতত্ববিশিষ্ট অথবা জ্ঞাতত্বোপহিত অধিষ্ঠানরূপ নিবৃত্তিও সম্ভব নহে, কেননা ‘বিশিষ্ট’ হইলে যদ্বারা বিশিষ্ট অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ বিশেষণের এবং ‘উপহিত’ হইলে যদ্বারা উপহিত অর্থাৎ জ্ঞাতত্বরূপ উপাধির, “যাবৎ কাৰ্য্যাবস্থায়ী” হওয়া আবশ্যক অর্থাৎ যতকাল বিশেষণ ও উপাধি বিজ্ঞমান, ততকাল পর্যন্ত আপনাপন সম্বন্ধী বস্তুকে অল্প বস্তু হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইয়া দিলে যথাক্রমে বিশেষণ ও উপাধি হইতে পারে, কিন্তু বিদেহ মোক্ষাবস্থায় ব্রহ্মে জ্ঞাতত্বের অভাববশতঃ সেই জ্ঞাতত্ব বিশেষণরূপে বা উপাধিরূপে অজ্ঞাতাবস্থ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন করিয়া জানাইতে পারে না। পরিশেষে কাৰ্য্যসহিত অজ্ঞানের নিবৃত্তি জ্ঞাতত্বদ্বারা উপলক্ষিত অধিষ্ঠানরূপই ; কেননা, ‘উপলক্ষণ’ আপনার সম্ভাবকালে ( যখন বর্তমান তখন ) এবং অভাবকালে ( ভবিষ্যতে ) এই উভয়কালেই আপনার সম্বন্ধীকে অল্প বস্তু হইতে ভিন্ন বলিয়া জানাইয়া দেয়। এইহেতু যে প্রকার দেবদত্তের গৃহের উপলক্ষণ কাক বিজ্ঞমান থাকুক অথবা অবিজ্ঞমান থাকুক, এইটি দেবদত্তের গৃহ এইরূপ ব্যবহার হয়, সেইপ্রকার জীবমুক্তদশায় জ্ঞাতত্ব বিজ্ঞমান থাকিলেও, এবং বিদেহমুক্তির অবস্থায় অবিজ্ঞমান থাকিলেও, কাৰ্য্য অজ্ঞানের নিবৃত্তিরূপ যে অধিষ্ঠান, তাহা জ্ঞাতত্বদ্বারা ‘উপলক্ষিত’ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে।

আবার কল্লিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন, এই পক্ষ সমর্থনে যাহার আগ্রহ, তাঁহাকে বলা যাইবে যে অনির্কচনীষের নিবৃত্তি অনির্কচনীয়ই হইবে, পঞ্চমপ্রকাররূপ হইতে পারে না। নিবৃত্তির নাম ধ্বংস ; সেট ধ্বংস ছায়ামতে অনন্ত অভাবরূপ, কিন্তু সিদ্ধান্তমতে ক্ষণিকভাববিকাররূপ। কেননা, যাস্মিন্‌নি যে ‘জায়তে’, ‘অস্তি’, ‘বর্দ্ধতে’, ‘বিপরিণমতে’, ‘অপক্ষীয়তে’, ‘বিনশতি’—এই ছয়টি অনির্কচনীয় ভাববিকার গণনা করিয়াছেন, তন্মধ্যে বিনাশকে (নামান্তরে ধ্বংসকে) ‘বিকার’ মধ্যে অর্থাৎ ক্ষণিকরূপ বলিয়াই ধরিয়াছেন। এই সেই ধ্বংস ক্ষণিকভাবরূপ ; তাহা জ্ঞানের উত্তরকালে একক্ষণ থাকে ; পরে সেই নিবৃত্তিব অস্ত্যাস্তাভাব হয়। সেই অস্ত্যাস্তাভাব ব্রহ্মরূপই ; এইহেতু বৈভের আশঙ্কা নাই। আব কল্লিতনিবৃত্তি, জ্ঞানজন্ত ( জ্ঞানোৎপন্ন ) বলিয়া সাধি এবং ব্রহ্মরূপ বলিয়া অনন্ত। এইহেতু সিদ্ধান্তে মোক্ষ সাধি এবং অনন্ত বলিয়া বর্ণিত হয়। এই প্রকারে স্বরূপে স্থিতিক্রপ যে বন্ধনিবৃত্তি তাহাই মোক্ষ।\* ৪

\* বিশেষণ এবং একপ্রকারের উপাধি যাবৎ কাৰ্য্যাবস্থায়ী হইলেও, তদুত্তরের প্রভেদ এই :—বিশেষণ সম্বন্ধিধরূপে অন্তর্নিবিষ্ট এবং উপাধির অন্তর্নিবিষ্টতা নাই। ( ৭৮৫ শ্লোকের পাশটীকার উক্ত মধুসূদনস্বামীর নির্দেশ দ্রষ্টব্য )। বিদেহ কেবলদশায় যখন জ্ঞাতত্ব বা বৃত্ত্যাকর সম্বন্ধিব্রহ্মরূপে অন্তর্নিবিষ্ট নহে, তখন তাহা দ্বিতীয় প্রকারেরও উপাধি হইতে পারে না। পরিশেষে অন্তর্নিবিষ্টতা ও যাবৎ কাৰ্য্যাবস্থায়িতা এই উভয়বহিত ব্যবর্ত্তকতারূপ যে উপলক্ষণতা তাহাকেই জ্ঞাতত্বরূপতা বলিয়া মানিতে হয়।

ভাল, “কৰ্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিঃ আহুতা জনকায়ঃ” ( গীতা ৩।২০ )—কৰ্ম্মদ্বারাই জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি সংসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন—এইরূপে গীতারূপ স্মৃতি হইতে কৰ্ম্মকে মোক্ষসাধন বলিয়া জানা যায় ; তাহা হইলে এই বিচারজনিত জ্ঞানের প্রয়োজন কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

( ঘ ) বন্ধনিবৃত্তির জ্ঞান  
বিচারই কর্তব্য—বিচারের  
বিষয় ।

অবিচারকৃত্তো বন্ধো বিচারেণ নিবৰ্ত্ততে ।

তস্মাজ্জীবপরাআনৌ সৰ্ব্বদৈব বিচারয়েৎ ॥ ৫

অর্থ—অবিচারকৃত্তঃ বন্ধঃ বিচারেণ নিবৰ্ত্ততে ; তস্মাৎ জীবপরাআনৌ সৰ্ব্বদা এব বিচারয়েৎ ।

অনুবাদ—বিচারের অভাববশতঃ উৎপন্ন যে বন্ধন, তাহা বিচারদ্বারাই নিবৃত্ত হইতে পারে ; সেইহেতু জীব ও পরমাত্মা লইয়া বিচার সৰ্ব্বদাই কর্তব্য ।

টীকা—বিচারের প্রাগভাবদ্বারা উপলব্ধিত যে অজ্ঞান, সেই অজ্ঞানকৃত্ত যে বন্ধন তাহা, বিচারজনিত জ্ঞান ভিন্ন অঙ্গ সাধনদ্বারা, নিবৃত্তির সম্ভাবনা নাই ; আর উক্ত স্মৃতিবচনে গীতাস্থোক্ত সংসিদ্ধিঃ শব্দদ্বারা চিত্তশুদ্ধিই উক্ত হইয়াছে, মোক্ষ নহে ; ইহাই তাৎপৰ্য্য । বিচারদ্বারা যে বন্ধনিবৃত্তি কথিত হইল, সেই বিচারের বিষয়টি কি ? ইহার উত্তরে বলিতেছেন :—“সেইহেতু জীব” ইত্যাদি । তত্ত্বসাধক্যকার পর্যাস্ত বিচার করিতে হইবে, ইহাই তাৎপৰ্য্য । ৫

২ । উক্ত শ্লোকসূচিত বিচারের বিষয়—জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ ।

সেই জীব ও পরমাত্মার স্বরূপ বিচারের মধ্যে প্রথমে জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

( ক ) জীব শব্দে ক্রিা-  
মুক্তকারণসহিত কর্তা  
সূচিত হয় ।

অহমিত্যভিমন্তাষঃ কর্তাসৌ তস্য সাধনম্ ।

মনস্তস্য ক্রিয়ে অন্তর্বহিবৃত্তৌ ক্রমোখিতে ॥ ৬

অর্থ—যঃ অহম্ ইতি অভিমন্তা অসৌ কর্তা ; তস্য সাধনম্ মনঃ ; তস্য ক্রমোখিতে অন্তর্বহিবৃত্তৌ ক্রিয়ে ।

অনুবাদ—যিনি ‘আমি’ এইরূপ অনুভব করেন তিনি কর্তা ; মন তাঁহার সাধন ; সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন হই প্রকার বৃত্তি—অন্তর্বৃত্তি ও বাহ্যবৃত্তি ।

টীকা—যে চিদাভাসবিশিষ্ট অহঙ্কার ব্যবহারদশায় দেহানিতে ‘অহম্’—আমি—এইরূপে অভিমান করে, “অসৌ কর্তা”—সে-ই কর্তৃপ্রভৃতিধর্ম্মবিশিষ্ট জীব ; ইহাই অর্থ । সেই কর্তার করণ কি ? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—মন তাঁহার সাধন ( অর্থাৎ করণ ) । অন্তঃকরণের যে ভাগ কামাদিবৃত্তিমান তাহার নাম মন । নও যেমন চক্রভ্রামণরূপ ক্রিয়াদ্বারা ব্যাণ্ড বলিয়া করণ, সেইরূপ মনোরূপ করণ যে ক্রিয়ার দ্বারা ব্যাণ্ড, সেই ক্রিয়া বুঝাইতেছেন :—“সেই মনের ক্রিয়া ক্রমোৎপন্ন”—ইত্যাদি । ৬

এই অন্তর্বৃত্তির ও বাহ্যবৃত্তির স্বরূপ ও বিষয় বিবেচনাপূর্বক দেখাইতেছেন :—

( খ ) মনের ক্রিয়ার স্বরূপ  
ও বিষয় ।

অন্তর্মুখাহমিত্যেযা বৃত্তিঃ কর্তারমুক্তিথেৎ ।

বহির্মুখৈদমিত্যেযা বাহ্যং বহির্মুক্তিথেৎ ॥ ৭

\* ভাষ্যকার—“সংসিদ্ধিঃ মোক্ষঃ গন্তব্যঃ আহুতাঃ প্রবৃত্তাঃ”—“সংসিদ্ধিঃ মোক্ষোপায়ম্” । মধুসূদন—প্রণাম সাধ্যম্, জ্ঞাননিষ্ঠা, আহুতাঃ প্রাপ্তাঃ । জীব—“সংসিদ্ধিঃ সত্যগুজ্ঞানম্” ।

অন্থয়—অন্তর্মুখা ‘ইদম্’ ইতি বৃত্তিঃ এষা কৰ্ত্তারম্ উল্লিখৎ, বহিমুখা ‘ইদম্’ ইতি এষা বার্থম্ ইদম্ বস্তু উল্লিখৎ ।

অমুবাদ—মনের যে অন্তর্মুখা বৃত্তি তাহা ‘আমি’ এই আকারের । এই বৃত্তি কৰ্ত্তাকেই বিষয় করে । মনের বহিমুখা যে বৃত্তি, তাহা ‘এই’—এই আকারের । তাহা ইহাকে অর্থাৎ বাহ্যবস্তুকে ‘এই’ বলিয়া বিষয় করে ।

টীকা—“ ‘ইদম্’ ইতি এষা”—‘এই’ এই আকারের,—এই পদত্রয়দ্বারা বহিবৃত্তির স্বরূপের অভিনয় করিয়া অমূলিনির্দেশদ্বারা ইহাদের অর্থপ্রকাশ করিয়া অবশিষ্ট উত্তরাদ্বারা বহিবৃত্তির বিষয় প্রদর্শন করিলেন । ‘বাহ’ শব্দের অর্থ দেহের বাহিবে বিদ্যমান, যাহাকে ‘ইদম্’ বা এই বলিয়া নির্দেশ করা হয় ; “বস্তু উল্লিখৎ”—বস্তুকে বিষয় করে ; ইহাট অর্থ । ৭

ভাল, মন থাকিলেই যখন সন্মতাবগারসিদ্ধি হয় তখন নেত্রাদি ইন্দ্রিয় ত’ বাণ, এককপ ‘আশঙ্কাই ত’ আসিয়া পড়ে ; তত্বত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সম্প্রবাহারসাধন  
মন থাকিতেও নেত্রাদি  
ইন্দ্রিয়ের উপযোগিতা ।

ইদমো যে বিশেষাঃ স্মার্ত্তকরূপরসাদয়ঃ ।

অসাক্ষর্যোণ তানভিত্তাদ্ ভাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ ॥ ৮

অন্থয়—ইদমঃ বিশেষাঃ যে গন্ধরূপরসাদয়ঃ স্মাঃ তান্ ভাণাদীন্দ্রিয়পঞ্চকম্ অসাক্ষর্যোণ ভিত্তাৎ ।

অমুবাদ—‘ইদম্’ ( এই ) এই শব্দ ও প্রত্যয়দ্বারা সামান্যরূপে বিষয়ীকৃত যে বস্তু, তাহার বিশেষ বিশেষ রূপ—গন্ধ, রস, রূপ, স্পর্শ ও শব্দ ইত্যাদের প্রত্যেকটিকে, অমিশ্রিত রাখিয়া পৃথক্ করিয়া উপলব্ধি করিবার সাধন—উক্ত ভাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চক ।

টীকা—মনদ্বারা ‘এই’ এইরূপে বস্তুসামান্যতাব গ্রহণ করা যায় কিম্ব তাহাব বিশেষ—গন্ধাদিকে পৃথক্ করিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায় না । এইহেতু সেই বস্তুর বিশেষের গ্রহণনিমিত্তে ভাণাদি ইন্দ্রিয়পঞ্চকের উপযোগিতা সিদ্ধ হয় । ৮

এইরূপে সামগ্রীসংগত জীবের স্বরূপ নিরূপণ করিয়া এক্ষণে পরমাত্মার স্বরূপ নিরূপণ করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষী পরমাত্মার  
নিরূপণ ।

কৰ্ত্তারঞ্চ ক্রিয়াং তদ্বদ্ ব্যাবৃত্তবিষয়ানপি ।

স্ফোরয়েদেকষত্বেন মোহসৌ সাক্ষাত্ চিত্তপুং ॥ ৯

অন্থয়—কৰ্ত্তারম্ তৎক্ৰিয়াং চ ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি একষত্বেন চিত্তপুঃ যঃ স্ফোরয়েৎ অসৌ অত্র সাক্ষী ।

অমুবাদ—এই জীবরূপ কৰ্ত্তা, মনোরক্তিরূপ ক্রিয়া এবং পরস্পরবিভিন্ন বিষয়-সমূহকে অর্থাৎ রূপরসাদিবিষয় এবং অন্তর্ব্যতিরিক্তিয়সমূহকেও একই প্রযুক্তদ্বারা চৈতন্যময় যিনি প্রকাশ করিয়া থাকেন, তাহাকে বেদান্তে সাক্ষী বলা হয় ।

টীকা—ষষ্ঠশ্লোকে উক্ত “কৰ্ত্তারম্”—অহঙ্কাররূপ কৰ্ত্তাকে, “ক্রিয়াম্”—‘আমি’ ও ‘এই’—এই আকারের মনোরক্তিরূপ ক্রিয়াকে, “ব্যাবৃত্তবিষয়ান্ অপি”—ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পরস্পর বিভিন্ন ভাণাদি ইন্দ্রিয়সমূহকে এবং গ্রহণযোগ্য গন্ধাদি বিষয়সমূহকে, “একষত্বেন”—এককালেই “যঃ



চিহ্নপুং—চৈতন্যরূপ যিনি, “স্ফোরয়েৎ”—প্রকাশ করেন ও করিতে সমর্থ, “অগৌ অত্র”—তিনিই

এই বেদান্তশাস্ত্রে, “সাক্ষী”—এই নামে কথিত হন। ৯

সাক্ষী যে একই যত্নে উক্ত সকল বস্তুকে প্রকাশ করিতে সমর্থ ইহাই অভিনয় করিয়া  
অর্থাৎ আকারাদির সাক্ষাৎ প্রদর্শক ইন্দ্রিয়াদির সঞ্চালন ক্রিয়াধারা দেখাইতেছেন :—

ঈক্ষ্মে শৃণোমি জিহ্বামি স্বাদয়ামি স্পৃশাম্যহম্।

ইতি ভাসয়তে সর্বং নৃত্যশালাস্থদীপবৎ ॥ ১০

অর্থ—অহম্ ঈক্ষ্মে, শৃণোমি, জিহ্বামি, স্বাদয়ামি স্পৃশামি ইতি নৃত্যশালাস্থ দীপবৎ সর্বম্  
ভাসয়তে।

অনুবাদ—আমি দেখিতেছি, শুনিতেছি, শুঁকিতেছি, আস্বাদন করিতেছি,  
স্পর্শ করিতেছি—এই প্রকারে অর্থাৎ অনুবাসায়রূপে সকলই নৃত্যশালাস্থিত  
দীপের মায় প্রকাশ করেন।

টীকা—‘আমি রূপ দেখিতেছি’ এইরূপে ‘জ্ঞেয়, দর্শন ও দৃশ্যরূপ’ ত্রিপুটিকে একই যত্নে প্রকাশ  
করেন। এই প্রকারে আমি, “শৃণোমি”—শব্দ শুনিতেছি ইত্যাদি বাবহারেও ‘শ্রোতা, শ্রবণ ও  
শ্রোতব্য’ ইত্যাদি ত্রিপুটীসমূহকে একই যত্নধারা প্রকাশ করেন—এইরূপে অর্থ যোজন্য করিয়া বৃত্তিতে  
হইবে। একই কালে নিজে অবিকৃত থাকিয়া অনেক বস্তুর প্রকাশক হওয়ার দৃষ্টান্ত দিতেছেন—  
“নৃত্যশালাস্থিত দীপের মায়”। ১০

৩। উক্ত দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণন ; তাৎপর্য—পরমাত্মা নির্বিকার থাকিয়া  
সর্বপ্রকাশক।

উক্ত দৃষ্টান্তকে স্পৃষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

নৃত্যশালাস্থিতো দীপঃ প্রভুং সভ্যাংশ্চ নর্তকীম্।

(ক) দৃষ্টান্তের সঙ্গীকরণ। দীপেন্দ্রবিশেষেণ তদভাবেহপি দীপ্যতে ॥ ১১

অর্থ—নৃত্যশালাস্থিতঃ দীপঃ প্রভুং চ সভ্যান্ নর্তকীম্ অবিশেষেণ দীপয়েৎ, তদভাবে অপি  
দীপ্যতে।

অনুবাদ—নৃত্যশালাস্থিত দীপ সভাপতিকে উপস্থিত সভাগণকে এবং নর্তকীকে  
কিছুমাত্র তারতম্য না করিয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহার না থাকিলেও  
দীপের প্রকাশ তুল্যরূপ থাকে।

টীকা—“অবিশেষেণ”—‘সভাপতি’ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ বিষয়ের প্রকাশনের  
আলোকে বৃদ্ধিভাসরূপ বিকার বিন্যূই, ইহাই অর্থ। ১১

দৃষ্টান্তটি দৃষ্টান্তিকে যোজন্য করিতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্তের অর্থের  
দৃষ্টান্তে যোজন্য। অহঙ্কারং ধ্বংসং সাক্ষী বিষয়ানপি ভাসয়েৎ।  
অহঙ্কারাত্তদভাবেহপি স্বয়ং ভাস্যেত পূর্ববৎ ॥ ১২

অর্থ—সাক্ষী অহঙ্কারম্ বিয়ম্ বিষয়ান অপি ভাসয়েৎ, অহঙ্কারাত্ত্বাবে অপি স্বয়ম্ পূর্ববৎ ভাতি এব ।

অনুবাদ—সেই প্রকার সাক্ষী, অহঙ্কারকে অর্থাৎ অহম্প্রত্যয়সিদ্ধ কর্তাকে, বুদ্ধিকে এবং শব্দাদি বিষয়সমূহকেও প্রকাশ কবিয়া থাকেন। অহংকারাদির অভাবেও স্বয়ং পূর্ববৎ দীপ্যমান থাকেন।

টীকা—স্বযুগ্মি মুচ্ছাপ্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারাদিব অভাব হইলেও, আত্মা সেই অভাবের সাক্ষী হইয়া প্রকাশিত থাকেন, ইহাই অর্থ। সভাপতিস্থানীয় অহঙ্কার এবং নর্ত্তকীস্থানীয় বুদ্ধি, নোপস্থানীয় সাক্ষিদ্বারা সাক্ষ্য প্রকাশিত হয় বটে, শব্দাদি বিষয় কিন্তু শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা অহঙ্কারাবচ্ছিন্ন চিদাভাসরূপ প্রমাতার দ্বারা প্রকাশিত হয়। তাগ হইলে, সেই বিষয়াদিকে কি প্রকারে সাক্ষ্যভাবে সাক্ষিভাষ্য বলা যায়? এই আপত্তি সত্য। এইরূপ অন্তর্গত হয় দেখিয়া বৃত্তিতে হইবে—“এক এক শরীরে এক এক জীব” এই মত বাহ্য সিদ্ধান্তবিন্মূতে দৃষ্টিসৃষ্টিবাদরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাই আচার্য্যের অভিমত। তাহাতে সকল দৃষ্টাই স্বপ্নবৎ পাতিভাসিক। এইরূপে বিষয়সকল সাক্ষ্যং সাক্ষিভাষ্য—এইরূপে সঙ্গতি হইবে। ১২

ভাল, প্রকাশরূপ বুদ্ধিই অহঙ্কারাদি সকল বস্তু অবভাসক হইতে পারে বলিয়া, সেই বুদ্ধি হইতে পূর্ণক সাক্ষীর কল্পনার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তবে বলিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধি হইতে ভিন্ন  
সর্বপ্রকাশক সাক্ষীকে  
মানিতেই হইবে।

নিরন্তরং ভাসমানে কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ ।

তদ্ভাসা ভাসমানেনয়ং বুদ্ধি নৃত্যতানেকধা ॥ ১৩

অর্থ—কূটস্থে জ্ঞপ্তিরূপতঃ নিরন্তরং ভাসমানে ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা ভাসমানা অনেকা নৃত্যতি ।

অনুবাদ—কূটস্থ জ্ঞপ্তিরূপে অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপে নিরন্তর প্রকাশমান থাকায়, বুদ্ধি সেই কূটস্থের প্রকাশদ্বারা প্রকাশিত হইয়া অনেক প্রকারে নৃত্য কবিয়া থাকে।

টীকা—“কূটস্থে”—নির্বিহার সাক্ষী, “জ্ঞপ্তিরূপতঃ”—স্বপ্রকাশচৈতন্যরূপে, “নিরন্তরং ভাসমানে”—সদা প্রকাশমান থাকতে, “ইয়ম্ বুদ্ধিঃ তদ্ভাসা”—এই বুদ্ধি সেই সাক্ষিরূপ চৈতন্যের দ্বারা, “ভাসমানা”—প্রকাশিত হইয়াই, “অনেকধা”—‘ইহা ঘট’ ‘ইহা পট’ ইত্যাদি জ্ঞানাকারে, “নৃত্যতি”—বিকারপ্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই—যেহেতু বুদ্ধি বিকারিতাহেতু জড় বলিয়া নিজে প্রকাশরহিত, এইহেতু বুদ্ধি হইতে ভিন্ন, সর্বাভাসক এক সাক্ষী অঙ্গীকার করিতেই হয়, কেননা, বুদ্ধির সর্বাভাসকতা সাক্ষ্যভাবে সম্ভব নহে। ১৩

শ্রোতার বুদ্ধি বাহাতে উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত অর্থ অনায়াসে পারণা করিতে পারে সেইহেতু নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত শ্লোকদ্বয়োক্ত  
অর্থ স্থপন করিবার জন্য  
নাটকের রূপকদ্বারা বর্ণন।

অহঙ্কারঃ প্রভুঃ সভ্যঃ বিষয়াঃ নর্ত্তকী মতিঃ ।

তালাদিধারিণ্যক্ষানি দীপঃ সাক্ষ্যাবভাসকঃ ॥ ১৪

অর্থ—অহঙ্কারঃ প্রভুঃ, বিষয়াঃ সভ্যঃ, মতিঃ নর্ত্তকী, অক্ষানি তালাদিধারিণী, অবভাসকঃ সাক্ষী দীপঃ ।

অনুবাদ—অহঙ্কার হইতেছে সভাপতি, বিষয় সকল সভা, বুদ্ধি নর্তকী, ইন্দ্রিয় সকল তালাদিধারক অর্থাৎ বাচ্যকর স্বরূপ ; আর অবভাসক সাক্ষিচৈতন্য দীপস্বরূপ ।

টাকা—অহঙ্কার বিষয়ভোগের পূর্ণতার ও অপূর্ণতার অভিমানজনিত হর্ষ ও বিষাদযুক্ত হয় বলিয়া, নৃত্যের অভিমানী প্রভু বা রাজার স্থানীয়—অর্থাৎ নৃত্যের অভিমানী রাজা নৃত্যের সম্পূর্ণতার ও অসম্পূর্ণতার অভিমানহেতু হর্ষ-বিষাদযুক্ত হন, এবং ধনাঢ্যতাপ্রযুক্ত নর্তকীপ্রভৃতির আশ্রয় হন এবং নৃত্যশালায় বায় নির্বাহক হন, অনেক পত্নীর ভর্তা, বৃহৎ কক্ষের কর্তা, এবং বৃহত্তোগের ভোক্তা হন। সেই প্রকার অহঙ্কারও ভোগের সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতাবশতঃ হর্ষ-বিষাদযুক্ত হয় এবং উপাধিরূপ হইয়া আত্মদানযুক্ত হয় বলিয়া বুদ্ধিপ্রভৃতির আশ্রয় হয় এবং সমষ্টিব্যাধি-দেহরূপ শালায়, ‘আমি’, ‘আমার’ এইরূপ ভাবদ্বারা নির্বাহক, এবং শুভাশুভবৃত্তিরূপ অনেক পত্নীযুক্ত হয়, এবং সর্দিকক্ষের কর্তা, সর্দভোগের ভোক্তা হয় : এইহেতু চিন্তাভাসযুক্ত অহঙ্কার নৃত্য্যভিমানী রাজার তুলা। আবার চারিদিকে বিজ্ঞান থাকিয়াও উক্তরূপ হর্ষবিষাদদ্বারা অনাক্রান্ত থাকে বলিয়া বিষয়সমূহ সভাগণস্থানীয় অর্থাৎ সভায় উপস্থিত পুরুষগণ যেমন রাজত্বগ-রহিত হইয়া রাজার চারিদিকে উপবিষ্ট হয় এবং সভাপতি রাজার অধীন থাকে, সেইরূপ শব্দাদি বিষয়সমূহ কর্তৃত্বভোক্তৃত্বাদি-অহঙ্কারধর্ম্মরহিত হইয়া চারিদিকে পরিদৃশ্যমান হয় এবং অহঙ্কারের অধীন হয় ; এইহেতু সভাগণসদৃশ। আবার নানাপ্রকার বিকারশীলা বলিয়া বুদ্ধি নর্তকীস্থানীয়, অর্থাৎ নর্তকী যেমন অনেক প্রকার অঙ্গচেষ্টারূপ দেহবিকার দেখায় এবং দর্শকভিষ্মে হস্তপ্রসা-রণাদিদ্বারা তাহাদের মনে শৃঙ্গার, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র ও শাস্ত্র এই নয় প্রকার মনোভাবদ্বারা রাজার প্রমোদ সম্পাদন করে, সেইপ্রকার বুদ্ধি কামাদি পরিণামরূপ বিকার-বর্তী হইয়া এবং সকল বিষয়াকার ধরিয়া আপনার অগ্রভাগরূপ হস্তকে সকল দিকে প্রসারিত করে। বুদ্ধি নর্তকী প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির বশে হই প্রকার নৃত্য করে। শাস্ত্রসংস্কারবর্জিত হইলে প্রবৃত্তি-পরবশা বুদ্ধি (১) বস্তুভূষণাদির কিংবা রাজদত্ত পদকপরিচ্ছদাদির শোভার অভিমানে শৃঙ্গাররস, (২) শারীর বলজনিত পৌরুষাভিমানে, যুদ্ধাদিপ্রসঙ্গে বীররস, (৩) পুত্রকলত্রাদির কিংবা স্বজাতির দুঃখদর্শনে কোমলহৃদয় হইয়া করুণরস, (৪) ইন্দ্রজালাদি অপূর্ণদৃশ্যদর্শনে অদ্ভুতরস, (৫) (বুদ্ধি) আপনার উৎকর্ষাভিমানে অপরের বুদ্ধির অপকর্ষজনিত অকৃতকাঁধাতা দেখিয়া হাস্যরস, (৬) দম্যতন্ত্রাদি শত্রুর উপদ্রব চিন্তায় ভয়ানকরস, (৭) গ্লানিকর পদার্থসংযোগে বীভৎসরস, (৮) ক্রোধাদি প্রসঙ্গে রৌদ্ররস এবং (৯) প্রিয়বিযোগে ও অনিষ্টসংযোগে বৈরাগ্যাদি-রূপ শাস্ত্ররস অনুভব করিয়া তত্তদ্রসবাক্ষর নৃত্য করে। আবার শাস্ত্রসংস্কারমণ্ডিত নিবৃত্তিপরা বুদ্ধি (১) দৈবসম্পদ ও অমানিষাদিজন্যসাধনরূপ ভূষণযুক্ত হইয়া শৃঙ্গাররস, (২) কামাদি-শত্রুজয়ে বীররস, (৩) ত্রিতাপগ্রস্তজনতা দেখিয়া করুণরস, (৪) অধিতীয় অসঙ্গ নির্বিকার নিম্প্রপঞ্চ সর্বভেদরহিত অলৌকিক ব্রহ্মবস্তুকে নিত্যপ্রাপ্ত জানিয়াও গুরুকৃপায় অধুনাপ্রাপ্ত মানিয়া এবং কর্তৃত্বাদি সবিকার প্রপঞ্চের স্বরূপ অবগত হইয়া অদ্ভুতরস, (৫) সংসারে অতুলক রাজপদ হইতে পতিতের, ভিক্ষুবাসস্থাপ্রাপ্তির শ্রায় ব্রহ্মভাব হইতে পতিত জীবভাবপ্রাপ্ত পরমাত্মকে দেখিয়া অথবা অপরোক্ষ জ্ঞানলাভে নিয়াবরণ স্বরূপানন্দ অনুভব করিয়া হর্ষবেগে হাস্যরস, (৬)

জ্ঞান বিনা অনিবারণীয় জন্মমরণাদি সংসার হুঃখ চিন্তায়, ভয়াসুভবে ভয়ানকবস, ( ৭ ) শির-  
নির্নিত যথেষ্টাচরণরূপ হরাচারে গ্রামি অসুভব করিয়া বীভৎসরস, ( ৮ ) অজ্ঞজনকে সম্মার্গে প্রেরিত  
করিতে এবং সংসারহুঃখ হইতে ভয় জন্মাইতে অথবা তত্ত্বজ্ঞানের বলে কালকে ভয় দেখাইবার  
জ্ঞা রোদ্ররস, ( ৯ ) দোষদৃষ্টিজনিত বা মিথ্যাদৃষ্টিজনিত বৈরাগ্যোদয়দ্বারা অথবা জগদ্বিস্মৃতিরূপ  
উপরতির উদয়দ্বারা প্রপঞ্চ অরুচি উৎপাদন করিয়া শান্তবস এবং ( ১০ ) নিরাবরণ পরিপূর্ণ  
স্বাভিক জীবমুক্তির বিলক্ষণ আনন্দ—অতিরিক্ত ( অর্থাৎ প্রবৃত্তিমার্গে তুলিত ) দশম আনন্দরস,  
যাহা আচাৰ্য্য মধুসূদন-প্রতিপাদিত দশম রস ( ভক্তির প্রতিক্রমক )—অশুভব করিয়া তত্ত্বদ্রব্যস্বাক্ষক  
নৃত্য করে। এই প্রকারে বুদ্ধি নয় ও দশ রস দেখাইয়া আভাসযুক্ত অহঙ্কারের চিত্তরঞ্জন করিয়া  
থাকে। আবার বুদ্ধির ব্যাপারসমূহের অশুকুল ব্যাপারবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়সমূহ তালাদিদারক বাত্বকর-  
দিগের সৃষ্টি অর্থাৎ মৃদঙ্গ সারঙ্গ ইত্যাদি বাত্বকারণ যেমন নটকীর অঙ্গ চেষ্টার অশুকুল ব্যাপারবান  
হয় এই প্রকার ইন্দ্রিয়গণও, বুদ্ধি যে যে বিষয় গ্রহণ করিতে ধাবমানা হয়, সেই সেই বিষয়ের সম্মুখীন  
হইয়া বুদ্ধির বিকারের বা পরিণামের অশুকুলতা করে। এই প্রকারে তাহার বাত্বকরদিগের  
সমান। আর এই সমস্তেরই অবভাসক হয় বলিয়া সাক্ষী নাট্যশালাস্থ দীপেব সমান—এইরূপ  
বুঝিয়া লইতে হইবে। অর্থাৎ যেমন নাট্যশালাস্থ দীপ সভা মধ্যে থাকিয়া ভিতরে, বাহিরে ও  
চারিদিকে সভাপতি রাজা ও সভাস্থ সকলকে প্রকাশ করে এবং সভাভঙ্গেও প্রকাশিত থাকে এবং  
নিজে গমনাগমনাদি ক্রিয়াক্রম বিকাররহিত হইয়া নিষ্কিকারভাবে স্বস্থানে অবস্থিত থাকে, সেই-  
প্রকার সাক্ষীও জাগ্রৎস্বপ্নকালে বর্তমান অহঙ্কারাদি সকলকেই প্রকাশ করেন এবং সুষুপ্তি মূর্ছা ও  
সমাধিকালে এই সকলের অভাব হইলে, সেই অভাবকে প্রকাশ করিয়া থাকেন এবং নিজে গমনা-  
গমনাদি বিকাররহিত—একান্ত নিষ্কিকার থাকিয়া স্বমহিমায় অবস্থান করেন। এতদেতৎ সাক্ষী  
দীপেব সমান। ১৪

ভাল, সাক্ষী যদি অহঙ্কারাদির অবভাসক হন, তাহা হইলে সেই অহঙ্কারাদির সহিত  
মগ্নক্লেব উৎপত্তিবিনাশরূপ বিকারধর্ম্য ত' তাঁহাতে বর্তিবে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

( ৬ ) সাক্ষীর দশম

শ্লোকোক্ত নিষ্কিকারতার

—দৃষ্টান্তপূর্বক বর্ণন।

স্বস্থানসংস্থিতো দীপঃ সর্বতো ভাসয়েদ্ যথা ।

স্থিরস্থায়ী তথা সাক্ষী বহিরন্তঃ প্রকাশয়েৎ ॥ ১৫

অর্থ—দীপঃ যথা স্বস্থানসংস্থিতঃ সর্বতঃ ভাগয়েৎ, তথা স্থিরস্থায়ী সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ  
প্রকাশয়েৎ ।

অনুবাদ—যেমন রঙ্গশালাস্থ দীপ নিজ স্থানে অবস্থিত থাকিয়া চারিদিকেই  
প্রকাশ করে, সেইরূপ সাক্ষী সর্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ  
করেন ।

টীকা—“দীপঃ যথা”—যেমন গমনাদিবিকাররহিত দীপ আপনার স্থানে অবস্থিত থাকিয়াই,  
আপনার সন্নিহিত সমস্ত পদার্থকেই প্রকাশ করিয়া থাকে এইরূপ গমনাদিবিকাররহিত সাক্ষীও  
স্ব-স্বরূপে, নিজমহিমায় অবস্থিত থাকিয়া সর্ববস্তুর প্রকাশ করিয়া থাকেন, ইহাই তাৎপর্য্য। যদি  
কেহ আপত্তি উঠায় যে সাক্ষীর সহিত এই দীপদৃষ্টান্তটি বিষম, কেননা, সাক্ষী নিষ্কিকার, আর

দীপের তৈলবর্তির হ্রাসরূপ, এবং প্রতিকূপ নূতন শিখারূপে পরিণামরূপ বিকার আছে এবং সেইহেতু ‘পূর্বদৃষ্ট দীপশিখাটি এই’ এইরূপ প্রত্যভিজ্ঞা অসম্ভব, আর যে প্রত্যভিজ্ঞা প্রতীত হয় তাহা অতিসাদৃশ্যবশতঃ ; তদন্তরে বলা যাইবে যে বাবহারিক স্বপ্রকাশতা লইয়াই দৃষ্টান্তসিদ্ধি ; তাহাই বুঝিতেছেন :—“রত্নশালাস্থ দীপ নিম্নস্থানে থাকিয়া” ইত্যাদি । ১৫

পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের সবিশেষ বর্ণন ।

১ । সাক্ষিপরমাত্মায় বুদ্ধির চাক্ষুস্যারোপ ।

ভাল, নাট্যশালাস্থ দীপ যেমন সভার ভিতর বাহির প্রকাশ করে তদ্রূপ সাক্ষীও ভিতর বাহিরের অবভাসক—এইরূপ বর্ণন ত’ যুক্তিসহ নহে, কেননা, শ্রুতি সেই সাক্ষীর বাহ্যভাব নাই এইরূপ উপদেশ করিতেছেন যথা—[ তৎ এতৎ ব্রহ্ম অপূৰ্ণম্ অনপৰম্ অনন্তরম্ অসাহ্যম্ অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম সৰ্ব্বানুভূঃ ইতি অনুশাসনম্—বৃহদা উ, ২।৫।১২ ]—‘এই ব্রহ্মের পূৰ্ণ ( কারণ নাই) অপর বা ভিন্ন পদার্থও নাই, অন্তর নাই এবং বাহিরও নাই ; এই ব্রহ্ম সৰ্ব্বানুভবিতা আত্মা’—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) বাস্তবসাক্ষীর বাহির ভিতর নাই। বাহ ও

বহিরন্তর্বিভাগোহসৎ দেহাপেক্ষা ন সাক্ষিণি ।

আভ্যন্তর বস্তুর নির্দেশ । বিষয়া বাহ্যদেশস্থা দেহস্যান্তরহংকৃতিঃ ॥ ১৬

অর্থ—অয়ম্ অন্তর্বিভিভাগঃ দেহাপেক্ষঃ, ন সাক্ষিণি ; বিষয়াঃ বাহ্যদেশস্থাঃ দেহস্ত অন্তঃ অহংকৃতিঃ ।

অনুবাদ—সাক্ষীর যে এই অন্তর্বিভিভাগ, তাহা দেহ লইয়াই বৃত্তিতে হইবে। সেই বিভাগ সাক্ষীতে নাই। শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে অবস্থিত, আর অহঙ্কার দেহের ভিতর ।

টীকা—তবে বাহ্যতা কাহার ? আন্তরতা কাহার ? এই প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন :—“শব্দাদি বিষয়সকল দেহের বাহিরে” ইত্যাদি । ১৬

ভাল, পঞ্চদশশ্লোকে যে উক্ত হইল—“সেইরূপ, সাক্ষী সর্বকালেই অচল থাকিয়া ভিতর বাহির প্রকাশ করেন”—অর্থাৎ উক্ত প্রকারে অবিকারী থাকিয়া সাক্ষী ভিতর ও বাহিরের অবভাসক—এইরূপ যে কথিত হইল, তাহা ত’ সঙ্গত নহে, কেননা, ‘আমি ঘট দেখিতেছি’ এখানে ‘আমি’ এই প্রকারে ভিতরে অহঙ্কারের সাক্ষী হইয়া প্রথমে ভাসক হইবার পর, “ঘট দেখিতেছি” এই প্রকারে ঘটাকার বৃত্তির স্মরণরূপে বাহিরে নির্গমণের অসম্ভব হয় ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) বাহিরে ভিতরে প্রকাশমান সাক্ষীতে বুদ্ধির চক্ষুস্তারারোপ ।

অন্তস্থা ধীঃ সট্টেবাট্টক্কর্ষহিহীতি পুনঃ পুনঃ ।

ভাস্ত্রবুদ্ধিস্থচাক্ষল্যাং সাক্ষিণ্যারোপাত্তে ব্রথা ॥ ১৭

অর্থ—অন্তস্থা ধীঃ অকৈঃ সহ এব পুনঃ পুনঃ বহিঃ যাতি ; ভাস্ত্রবুদ্ধিস্থচাক্ষল্যম্ সাক্ষিণি ব্রথা আরোপাতে ।

অনুবাদ—বুদ্ধি দেহের ভিতরে অবস্থিত, তাহা ইন্দ্রিয়গণের সহিত বারবার

বাহিরে গমন করে। সাক্ষীচৈতন্যদ্বারা প্রকাশ্য এই বুদ্ধির চঞ্চলতা লোকে সাক্ষীতে অর্থ্যা আরোপ করিয়া থাকে।

টীকা—দৃষ্ট বস্তুর গ্রাহক\* অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত এবং দেহের ভিতরে অবস্থিত বুদ্ধি, ‘ঐ বস্তুটি ঘট’ ইত্যাদিরূপ আকারে, কপাদিকে গ্রহণ করিবার—বিষয় করিবার জন্য চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা পুনঃ পুনঃ বাহিরে গমন করে, আর বুদ্ধিতে যে চাক্ষুশ্য বিদ্যমান, তাহাকে লোকে “সাক্ষিণি বৃথা আরোপাতে” - মূঢ়তাবশতঃ বুদ্ধির অবভাসক সাক্ষীতে অর্থ্যা আরোপ করিয়া থাকে। এইহেতু সাক্ষীর বাস্তবিক বাহিরে ভিতরে গমনাগমনরূপ চাক্ষুশ্য নাই, ইহাই অভিপ্রায়। ১৭

প্রকাশকে প্রকাশ্যবস্তুর চঞ্চলতার আরোপ কোথায় দেখিয়াছেন?—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ) ‘প্রকাশক’ সাক্ষি-

চৈতন্যে ‘প্রকাশ্য’ বুদ্ধির

চঞ্চলতাব আরোপ

বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

গৃহান্তরগতঃ স্বল্পো গবাক্ষাদাতপোহচলঃ।

তত্র হস্তে নর্ত্যমানে নৃত্যতীবা তপো যথা ॥ ১৮

অর্থ—গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ; তত্র হস্তে নর্ত্যমানে যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব।

অমুবাদ—যেমন গবাক্ষের ভিতর দিয়া গৃহান্তরগত প্রবিষ্ট ক্ষীণ আলোকরশ্মি বস্তুতে অচল হইলেও, তাহাতে যদি কেহ আপনার হাত নাচায়, তাহা হইলে রশ্মিও যেন নাচিতেছে, মনে হয়।

টীকা—“গবাক্ষাৎ গৃহান্তরগতঃ স্বল্পঃ আতপঃ অচলঃ”—গবাক্ষেব ভিতর দিয়া গৃহান্তরগত প্রবিষ্ট ক্ষীণালোক, অচঞ্চলভাবে অবস্থান করে, “তত্র”—সেই বৌদ্ধ রশ্মির ভিতরে, “হস্তে নর্ত্যমানে”—কোনও ব্যক্তি আপনার করতল ইত্যন্তঃ নাচাইতে থাকিলে, “যথা আতপঃ নৃত্যতি ইব ( লক্ষ্যতে )”—যেমন সেই রৌদ্র বা সূর্য্যাকিরণও নাচিতেছে বলিয়া প্রতীত হয়, সেইরূপ। ১৮

(ঘ) দৃষ্টান্তবর্ণিত অর্থের

পাঠান্তিকে যোজন।

নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বাহিরন্তর্গমাগমৌ।

অকুর্ত্বন্ বুদ্ধিচাক্ষুশ্যাৎ করোতীব তথা তথা ॥ ১৯

অর্থ—নিজস্থানস্থিতঃ সাক্ষী বহিঃ অন্তঃ গমাগমৌ অকুর্ত্বন্ বুদ্ধিচাক্ষুশ্যাৎ তথা তথা করোতি ইব।

অমুবাদ ও টীকা—সেইরূপ নিজস্থানে অর্থাৎ স্ব-স্বরূপে অবস্থিত সাক্ষীচৈতন্য বাহিরে ও ভিতরে গমনাগমন না করিলেও বুদ্ধির চঞ্চলতাবশতঃ প্রতীত হন যেন তাহাই করিতেছেন। ১৯

২। সাক্ষীর দেশকালরহিত নিজস্বরূপেব বর্ণনপূর্বক তাহাকে অমুভব করিবার উপায় বর্ণন।

\* এখানে রামকৃষ্ণ টীকার “দ্রষ্ট-গ্রাহক” এইরূপ পাঠও আছে; তাহার অর্থ—‘আমি’ এই আকারের দ্রষ্টা যে সান্তান অহংকার তাহার গ্রাহক অর্থাৎ তাহাকে বিষয় করিতে প্রবৃত্ত যে বুদ্ধি। “দেহান্তরবাহিতা” স্থলে, ‘দেহান্তরবাহিতা’ পাঠও আছে। অন্তর ও অন্তর পর্যায় শব্দ ধরিলে অর্থ একই।

সাক্ষীকে যে ‘নিজস্থানে অবস্থিত’ বলা হইয়াছে, তদ্বারা কি বুঝান হইতেছে যে সাক্ষী বাহ্যপ্রভৃতি দেশে অবস্থিত থাকিতে পারেন? উত্তরে বলিতেছেন—না, পারেন না :—

(ক) বুদ্ধির গন্তব্য অন্ত-  
র্দেশ ও বহির্দেশ হইতে  
পৃথক্ করিয়া সাক্ষীর  
নিজস্থান প্রদর্শন।

ন বাহ্যো নাস্তরঃ সাক্ষী বুদ্ধে দেশো হি তাবুভৌ।  
বুদ্ধ্যাংশেষসংশান্তৌ যত্র ভাত্যস্তি তত্র সং ॥ ২০

অর্থ—সাক্ষী বাহ্যঃ নাস্তরঃ ন, তৌ হি উভৌ বুদ্ধে দেশৌ; বুদ্ধ্যাংশেষসংশান্তৌ সং যত্র ভাত্যস্তি তত্র অস্তি।

অনুবাদ—সাক্ষিচৈতন্যের বাহ্য স্থানও নাই আন্তর স্থানও নাই। সেই সেই স্থান বুদ্ধির স্থানমাত্র। বুদ্ধাদিরূপ অশেষ উপাধি বিনষ্ট হইলে, তিনি যথায় স্ব-স্বরূপে প্রকাশমান, তাহাই তাঁহার দেশ।

টীকা—“বুদ্ধাদি”—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ইন্দ্রিয়াদি সূচিত হইতেছে। “সংশান্তৌ”—শব্দদ্বারা সেই বুদ্ধির প্রতীতির নিবৃত্তি বুঝানই উদ্দেশ্য। অবস্থানসম্বন্ধে ব্রহ্মের যে সাক্ষিত্য তাহা সাক্ষ্যবস্তুর দ্বারাই নিরূপিত হয়। অজ্ঞানই সেই সাক্ষিত্যের প্রয়োজক বা উৎপাদক বলিয়া সেই অজ্ঞাননাশে, ‘তিনি সাক্ষী’ এইরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে। এইহেতু সেই ব্যবহারই সাক্ষীর নিজস্থান। ২০

ভাল, সর্বপ্রকার ব্যবহার অর্থাৎ প্রতীতি নিবৃত্ত হইলে দেশেরও প্রতীতি হয় না। তাহা হইলে সাক্ষীর দেশে অবস্থিতির কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আচার্য্য আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন :—

(খ) দেশাদিরহিত  
আত্মার সর্বগত্ব ও—  
সর্বসাক্ষিত্ব অসংশয়।

দেশঃ কোহপি ন ভাসেত যদি তর্হীহুদেশভাক্।  
সর্বদেশপ্রকৃষ্টপ্ত্যব সর্বগত্বং ন তু স্বতঃ ॥ ২১

অর্থ—যদি কঃ অপি দেশঃ ন ভাসেত, তর্হী অদেশভাক্ অন্তঃ; সর্বদেশপ্রকৃষ্টপ্ত্যা এই সর্বগত্বম্, স্বতঃ তু ন।

অনুবাদ যদি বল (তখন) কোনও দেশেরই প্রতীতি হয় না, তবে বলি, তিনি কোনও দেশে অবস্থিত নহেন। সর্বদেশের কল্পনাদ্বারাষ্ট সাক্ষীর বা আত্মার সর্বগত্ব সিদ্ধ হয়। তাঁহার স্বরূপতঃ সর্বগত্ব নাই।

টীকা—তিনি কোন দেশে অবস্থিত নহেন—ইহার তাৎপৰ্য্য এই—যিনি দেশাদি কল্পনার অধিষ্ঠান, তাঁহার আপনা হইতে ভিন্ন, দেশের অপেক্ষা নাই। ভাল, দেশাদির অভাব হইলে শাস্ত্রে যে ব্রহ্ম সম্বন্ধে [ নিতাম্ বিভূম্ সর্বগতম্—মুণ্ডক, উ ১।১।৬ ]—নিত্য, বিবিধ প্রাণিরূপ ও ব্যাপক, এবং [ আকাশং সর্বগতচনিত্যঃ ]—আকাশের জায় ব্যাপক ইত্যাদি; এইরূপ উক্তি দেখা যায়, তাহা বিরুদ্ধ অর্থাৎ বাধিত হইয়া পড়ে। তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—“সর্বদেশের কল্পনাদ্বারাষ্ট” ইত্যাদি। ভাল, সেই “সর্বগতম্ ব্রহ্ম স্বরূপতঃ কেননা হইবে?” তদ্বত্তরে বলিতেছেন—তাঁহার স্বরূপতঃ সর্বগতম্ নাই। আত্মা অদ্বিতীয় ও অসঙ্গ বলিয়া তাঁহাতে স্বাভাবিক সর্বগতম্

নাই। তাঁহাতে সর্বদেশ, সর্ব্যালোকে যুগল কল্লোলের স্থায়, কল্লিত বলিয়া অনুভূত হইতেছে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

সর্বগতত্বের স্থায় সর্বসাক্ষিও বাস্তব নহে; ইহাই বলিতেছেন :—

অন্তর্বহির্বা সর্বং বা যৎ দেশং পরিকল্পয়েৎ ।

বুদ্ধিস্তদেদশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুম্ যোজয়েৎ ॥ ২১

অর্থ—অন্তঃ বা বহিঃ বা যৎ সর্বম্ দেশম্ বুদ্ধিঃ পরিকল্পয়েৎ তদেদশগঃ সাক্ষী তথা বস্তুম্ যোজয়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—অন্তর্দেশ বা বহির্দেশ অথবা যে সকল বস্তুরূপ দেশ বুদ্ধিকর্তৃক কল্পিত হইবে, সাক্ষী সেই দেশে অবস্থিত হইবেন এবং সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন। ২২

পূর্বোক্ত ‘সেই সেই বস্তুর সহিত সম্বন্ধপ্রাপ্ত হইবেন’—ইহাট সর্বিস্তর বাগ্যা করিতেছেন :—

(গ) বুদ্ধিকল্পিত বস্তুর  
সাক্ষীর বর্ণন, সাক্ষীর  
নিজরূপ কথন ।

মথাক্রুপাদি কল্পোত বুদ্ধ্যা তত্তৎপ্রকাশয়ন্ ।

তস্য তস্য ভবেৎ সাক্ষী স্বতো বাধ্যদ্ব্যগোচরঃ ॥ ২৩

অর্থ—যৎ যৎ রূপাদি বুদ্ধ্যা কল্পোত তৎ তৎ প্রকাশয়ন্ তস্য তস্য সাক্ষী ভবেৎ, স্বতঃ বাধ্যদ্ব্যগোচরঃ ।

অনুবাদ—যে যে রূপাদিবস্তু বুদ্ধিদ্বারা কল্পিত হইবে সেই সেই বস্তুকে প্রকাশ করিয়া ব্রহ্ম (কূটস্থ) তৎসমুদয়ের সাক্ষী হইবেন, স্বরূপতঃ তিনি বাধ্যবুদ্ধির অগোচর ।

টীকা—তাহা হইলে তাঁহার নিজরূপটি কি প্রকাব? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—“স্বরূপতঃ তিনি” ইত্যাদি। ২৩

সাক্ষীর স্বরূপ বাক্যমনাতীত বলিয়া মুমুক্শুজনের অগ্রাহ—এই বলিয়া শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) সাক্ষীর নিজরূপ  
অগ্রহণ—ইষ্টাপত্তি ।  
পরমাস্বরূপে অবশেষ ।

কথং তাদৃশ্যমা গ্রাহ্য ইতি চেৎসেব গৃহ্যতাম্ ।

সর্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়মেবাবশিষ্টতে ॥ ২৪

অর্থ—তাদৃক্ কথম্ ময়া গ্রাহ্যঃ ইতি চেৎ, মা এব গৃহ্যতাম্; সর্বগ্রহোপসংশান্তৌ স্বয়ম্ এব অবশিষ্টতে ।

অনুবাদ—যদি শঙ্কা কর ‘সাক্ষী পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ বাক্য ও মনের অগোচর বলিয়া মুমুক্শু গ্রহণের অতীত’, তবে বলি, তুমি গ্রহণ করিও না; সকল প্রকার গ্রহণের অর্থাৎ প্রতীতির সমাক্ নিবৃতি হইলে, তিনি স্বয়ম্প্রকাশরূপে অবশিষ্ট থাকিবেন ।

টীকা—ব্রহ্মকে গ্রহণ করা যায় না, বাদীর এই আপত্তিতে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“তবে বলি তুমি গ্রহণ করিও না,” আমি ত’ আত্মাকে স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া মানি; সেইহেতু আত্মার অগ্রহণ—বুদ্ধি-বৃত্তির বিষয় না হওয়া—আমার ইষ্টই। তবে শব্দের লক্ষণাবৃতির দ্বারা এবং মনের বৃত্তিব্যাগ্ধি দ্বারা মন প্রভৃতির সাক্ষী স্বয়ম্প্রকাশরূপ সেই আত্মাকে জানা যায়। ভাল, আপনি যে (তৃতীয় স্তোকে) বলিলেন “বিচারদ্বারা দ্বায়া বিনষ্ট হইলে (জীব) অবয়ানন্দ পূর্ণ পরমাস্বরূপে থাকিয়া যায়”—এই যে



পরমাঙ্গার অবশেষ থাকিয়া যাইবার কথা বলিলেন ইহা ত' সিদ্ধ হয় না ; তদন্তরে বলিতেছেন :—  
আপনার অতিরিক্ত সমস্ত বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাস্বনিশ্চয় হইলে তাহার যে নিবৃত্তি অর্থাৎ প্রতীতির  
উপশান্তি হয়, সেই নিবৃত্তির পর আত্মাই “অবিশিষ্ট্যতে”—সত্যরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ; ইহাই  
তাৎপর্য্য। ২৪

যতপি গতশ্লোকোক্ত নীতির দ্বারা বলা হইল, স্বাত্মা অবশিষ্ট থাকিয়া যান তথাপি তাঁহাকে

অপরোক্ষ করিবার জন্য কিছু প্রমাণাপেক্ষা ত' আছে। এই শব্দের উত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) উত্তমাদিকারীর

স্বাত্মানুভব উপায়—

গুরুমুখে শ্রুতি শ্রবণ।

ন তত্র মানাপেক্ষাস্থি স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ।

তাদৃগ্ ব্যাপ্ত্যপেক্ষা চেচ্ছ্রুতিং পঠি গুরুমুখাৎ॥

অর্থ—তত্র মানাপেক্ষা ন অস্থি, স্বপ্রকাশস্বরূপতঃ। তাদৃগ্ ব্যাপ্ত্যপেক্ষা চেৎ গুরোঃ

মুখাৎ শ্রুতিম্ পঠি। ২৫

অনুবাদ—সেই স্বাত্মবিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই, কেননা, তাহা স্বপ্রকাশস্বরূপ ;  
তথাপি যদি বল, সেইরূপ জ্ঞানের ত' অপেক্ষা আছে, তবে বলি ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ  
হইতে শ্রুতির উপদেশ শ্রবণ কর।

টীকা—স্বাত্মবিষয়ে যে প্রমাণাপেক্ষা নাই, তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—“কেননা, তাহা  
স্বপ্রকাশস্বরূপ।” ভাল, ‘স্বাত্মা নিজের প্রকাশদ্বারা স্বতঃস্ফূর্ত, তদ্বিষয়ে প্রমাণাপেক্ষা নাই’—  
এইরূপ জ্ঞানের সিদ্ধির জন্য ত' প্রমাণের অপেক্ষা আছে। এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—  
শ্রুতিই এবিষয়ে প্রমাণ—“ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুমুখ হইতে শ্রুতির” ইত্যাদি। ২৫

উত্তমাদিকারীর স্বাত্মানুভবোপায় বলিয়া এক্ষণে মন্দাদিকারীর তদুপায় বলিতেছেন :—

(৫) মন্দাদিকারীকে

স্বাত্মানুভব করাইবার

উপায়।

যদি সর্বগৃহত্যাগোহশক্যস্তর্হি ধিয়ং ব্রজ।

শরণং তদধীনোহন্তর্ব্বহি বৈবোধোহনুভূয়তাম্ ॥ ২৬

অর্থ—সর্বগৃহত্যাগঃ যদি অশক্যঃ তর্হি ধিয়ম্ শরণম্ ব্রজ ; তদধীনঃ অন্তঃ বা বহিঃ এমঃ

অনুভূয়তাম্।

অনুবাদ—যদি সর্ববিষয় গ্রহণ পরিত্যাগ তোমার অসাধ্য হয়, তবে নিজবুদ্ধির  
শরণ লও অর্থাৎ বুদ্ধিকেই লক্ষ্য কর এবং বুদ্ধির অধীন ( করিয়া ) তাঁহাকে অর্থাৎ  
বুদ্ধিপরিকল্পিত, আন্তর বা বাহ্যবিষয়ের সাক্ষিরূপে সেই পরমাঙ্গাকে অনুভব কর।

টীকা—“বুদ্ধিকেই লক্ষ্য.. ( করিয়া ) তাঁহাকে অনুভব কর”—ইহার অর্থ এই—যেমন  
প্রতিপদের বস্ত্র অদৃশ্যপ্রায় চন্দ্রকলা দেখাইবার জন্য কেহ ‘চন্দ্র ঐ বৃক্ষ শাখায় রহিয়াছে’ বলিলে  
মূলদৃষ্টি পুরুষ বৃক্ষশাখাকে লক্ষ্য করে, পরে ( বাহ্যতাদি ) ধর্ম্মসহিত বৃক্ষশাখার দর্শন পরিত্যাগ  
করিয়া তৎসমীপস্থিততাহেতু ‘শাখাধীন’ চন্দ্রকে দেখে, সেই প্রকার, যত্ববুদ্ধি অধিকারী গুরুদেবা-  
নুসারে বুদ্ধিকে লক্ষ্য করিয়া বাহ্য ও আন্তর ধর্ম্মসহিত বুদ্ধির দর্শন ছাড়িয়া অধিষ্ঠান-সাক্ষিরূপতাহেতু  
বুদ্ধির সমীপস্থিতবলিয়া ‘যেন বুদ্ধির অধীন’ পরমাঙ্গাকে স্ব-স্বরূপে অনুভব করে। সেই বুদ্ধির  
শরণাপন্ন হওয়ার কল বলিতেছেন :—“বুদ্ধির অধীন ( করিয়া ) তাঁহাকে অর্থাৎ বুদ্ধিপরিকল্পিত”  
ইত্যাদি। বুদ্ধির দ্বারা বাহ্য বা আন্তর যে যে বস্তু চান্নিগিকে পরিকল্পিত হয়, তাহার সাকী বলিয়া  
—সেই বুদ্ধির ( যেন ) অধীন পরমাঙ্গাকে সেই সাক্ষিরূপেই অনুভব কর ; ইহাই অর্থ। ২৬

ইতি নাটকদীপনামক দশমপ্রকরণ সমাপ্ত হইল। “স্বম্পদ পরিশোধন” সমাপ্ত।

মগনীরাম রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর নবম রত্ন

# পঞ্চদশী

তৃতীয় খণ্ড

(“আনন্দ”পঞ্চক)

মূল, অষ্টয়, বঙ্গানুবাদ, রামকৃষ্ণবিরচিত টীকার পদানুবাদ, বঙ্গানুবাদ ও

অন্যান্য টীকাটিপ্পণীর সাহায্যে বিশদীকৃত।



মুদ্রাবানক—শ্রীদুর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

কলিকাতা । ৪৪ নং কামাখ্যালেনস্থ মঠ চহিতে প্রকাশিত।

প্রকাশক—ব্রজচাঁদী পরমানন্দ।

*All rights reserved* ]

[ মূল্য—৪ চারিটাকা

## অনুবাদকের নিবেদন—

পরম করুণাময়ের কৃপায় ‘পঞ্চদশী’র পাঁচ অধ্যায় তৃতীয় খণ্ডরূপে “আনন্দ-পঞ্চক” নামে প্রকাশিত হইল। ইহাতে মূল, অষ্টয়, মূলের বঙ্গানুবাদ এবং রামকৃষ্ণ বিরচিত টীকার পদানুপদ বঙ্গানুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে এবং আবশ্যক মত টিপ্পনী সংগ্রহ করিয়া স্থানে স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। পাঠকবর্গের অনুপপত্তি অপসারণ কল্পে অনুবাদ এবং টিপ্পনী প্রভৃতি সহজবোধ্যরূপে প্রদত্ত এবং বিশদীকৃত হইয়াছে।

নানারূপ বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়া তৃতীয়খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় কিছু দোষ-ত্রুটি এড়ান সম্ভবপর হয় নাই। প্রয়োজনীয় কাগজ বাজারে নিয়মিত সরবরাহ না হওয়ায় ও তত্বপরি ছুরারোগ্য বেরীবেরী রোগে আমি দৃষ্টিশক্তিহীন হওয়ায় প্রফু প্রভৃতি সংশোধনের লোকাভাবে গ্রন্থখানি প্রকাশিত করিতে বিলম্ব হইল। আশা করি সহৃদয় পাঠকবর্গ এইরূপ অনিচ্ছাকৃত দোষ-ত্রুটিগুলি ক্ষমাদৃষ্টিতে দেখিবেন।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, আপনারা গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া কিঞ্চিৎ আনন্দ লাভ করিলে আমার শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব। ইতি—

৮ই শ্রাবণ, সন ১৩৫৪  
মগনীরাম মঠ, কালী।

}

অনুবাদক—  
শ্রীভূর্গাচরণ চট্টোপাধ্যায়।

# পঞ্চদশী

## বিষয়বিশ্লেষণ সূচী

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ ।

বিষয়

( বন্ধনীর মধ্যে শ্লোকের সংখ্যা ) শ্লোকসংখ্যা

পত্রাঙ্ক

ব্রহ্মজ্ঞান যে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ

শ্রুতিবচন দ্বারা তাহার বর্ণন । ব্রহ্মের আনন্দরূপতা

অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধি

... (১—৩২) ১—২৫

### ১। ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তির

কারণ—অনেক শ্রুতিবচন দ্বারা তাহার বর্ণন

( ১—১০ ) ১—১৩

( ক ) ব্রহ্মানন্দ গ্রহের আরম্ভ, প্রতিজ্ঞা ও ফল বর্ণন ( ১ ) । ( খ ) ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অনিষ্ট নিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তিরূপ ফলের অধ্যয়মুখে প্রতিপাদক শ্রুতিবাক্য ( ২ ) । ( গ ) অধ্যয়মুখে, ব্যতিরেকমুখে অনর্থনিবৃত্তিবোধক শ্রুতিবাক্য ( ৩ ) । ( ঘ ) ভেদদংশীর ভয়ের সমগক, বাঘাদির ভয়প্রতিপাদক মন্ত্র ( ৪ ) । ( ঙ ) ব্রহ্মজ্ঞান যে অনর্থনিবৃত্তির হেতু—ইহার স্পষ্টতঃ প্রতিপাদক শ্রুতিবচন ( ৫ ) । ( চ ) পাপপুণ্য হেতু ব্রহ্মজ্ঞানীর সম্ভাব্যভাব-প্রদর্শিকা শ্রুতি ( ৬ ) । ( ছ ) তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তি প্রতিপাদক শ্রুতিবচন ( ৭ ) । ( জ ) 'জ্ঞান বিনা মোক্ষের সাধনাস্তর নাই' এই অর্থের স্বৈতাশ্বতর শ্রুতিবচন ( ৮ ) । ( ঝ ; দৃঢ়পারোক্ষ জ্ঞানিগণের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহার প্রতিপাদক কঠশ্রুতিবচন ( ৯ ) । ( ঞ ) ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা অনর্থনিবৃত্তি ও আনন্দ প্রাপ্তি হয়—এ বিষয়ে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ সকলেই একমত ( ১০ ) ।

### ২। শ্রুতিবচন সাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা

বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতাসিদ্ধি ( ১১—৩২ ) ১৩—২৫

( ক ) আনন্দের প্রকারভেদ বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মানন্দ বিচার প্রতিজ্ঞা ( ১১ ) । ( খ ) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে ভৃগু ও বরুণের সংবাদ দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রতিপাদিত ( ১২-১৩ ) । ( গ ) ছান্দোগ্যে 'সনৎকুমার-নারদ সংবাদ দ্বারা ভূমারূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রতিপাদিত ( ১৪-১৭ ) । ( ঘ ) নারদের অতিশোকিতার কারণ—অজ্ঞানাত্ম্য ( ১৮ ) । ( ঙ )

জ্ঞানহীন পণ্ডতে সাত প্রকার তাপ (১১)। (৫) সৰ্বজ্ঞ নারদের শোভিতা বিষয়ে নারদ-  
বাক্য ও সনৎকুমারের উপদেশ (২০)। (৬) অন্ন অর্থাৎ পরিচ্ছন্ন বিষয়সুখ দুঃখরূপে  
(২১)। (৭) বৈতে সুখাভাবহেতু অদ্বৈতে সুখাভাব শঙ্কা (২২)। (৮) অদ্বৈত সুখের  
আশ্রয় নহে; (হেতু প্রদর্শন)। অদ্বৈত প্রমাণ নিরপেক্ষ রূপে স্বপ্রকাশ (২৩)। (৯)  
অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়ে বাদীর বচনই প্রমাণ (২৪)। (১০) বাদী, 'অদ্বৈত অঙ্গীকার  
করি নাই' বলিলে বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তীয় প্রশ্ন (২৫)। (১১) তিন বিকল্প করিয়া প্রথমটির  
অঙ্গীকার ও অপর দুইটির নিষেধ (২৬)। (১২) (শঙ্কা) যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ হইলেও  
অদ্বৈত অনুভবের অগম্য। যুক্তির দুই বিকল্প (২৭)। (১৩) প্রথম বিকল্পের সোপহাস  
খণ্ডন; দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে প্রশ্ন (২৮)। (১৪) বাদীর সুসুপ্তির দৃষ্টান্ত দিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি।  
তাহাতে সিদ্ধান্তীয় দুই বিকল্প, ও প্রথমের নিষেধ (২৯)। (১৫) দ্বিতীয় বিকল্প লইয়া শঙ্কা  
এবং তাহারও খণ্ডন (৩০)। (১৬) অনুমান দ্বারা পরসুপ্তি সিদ্ধি শঙ্কা; তদ্বারা স্ব-সুপ্তির  
স্বপ্রকাশতা সিদ্ধি (৩১)। (১৭) বলপূর্বক সিদ্ধ স্বপ্রকাশতার বিবরণ (৩২)।

আনন্দের স্বরূপ বর্ণন ও তাহার বিচার ... (৩৩—৮৮) ২৫—৫৩

১। সুসুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধি ... (৩৩—৭৬) ২৫—৪৬

(ক) সুসুপ্তিতে সুখের অস্তিত্ব বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৩৩)। (খ) সুসুপ্তিতে  
দুঃখাভাবের প্রমাণ (৩৪)। (গ) দুঃখাভাবেই সুখ—এই নিয়মে ব্যক্তিচারাশঙ্কা ও সমাধান  
(৩৫)। (ঘ) দৃষ্টান্তের বিষমতার উপপাদন (৩৬)। (ঙ) পরের সুখ দুঃখ হইতে নিজের  
সুখ দুঃখের বিষমতা (৩৭)। (চ) ফলিতার্থ সুসুপ্তিতে দুঃখাভাব ও সুখসিদ্ধি (৩৮)।  
(ছ) মানবের শয্যা দি সুখসাধন সম্পাদন হইতে সুসুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি হয় (৩৯)। (জ)  
তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৪০)। (ঝ) (শঙ্কা) সুসুপ্তির সুখ শয্যা দির দ্বারা  
উৎপাদ্য। (সমাধান) দুই বিকল্প করিয়া আত্মের অঙ্গীকার (৪১)। (ঞ) দ্বিতীয় বিকল্পের  
নিরাস; নিদ্রা সুখের জ্ঞাতা বিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান (৪২)। (ট) উক্ত অর্থের সংক্ষেপে  
পরিষ্কারকরণ (৪৩—৪৫)। (ঠ) সুসুপ্তিকালীন আনন্দ বিষয়ে ঋতুক্ত দৃষ্টান্তপঞ্চক (৪৬)।  
(ড) উক্ত দৃষ্টান্তপঞ্চকের সবিশেষ বিবরণ (৪৭—৫৩)। (ঢ) সুসুপ্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ  
তৎপরতাবিষয়ে সদৃষ্টান্ত জ্যোতির্জ্ঞান বাক্যের অর্থ (৫৪)। (ণ) দৃষ্টান্ত দৃষ্টান্তগত বাহ ও  
অন্তর শব্দদ্বয়ের অর্থ (৫৫)। (ত) সুসুপ্তিতে জীবের ব্রহ্মানন্দরূপে স্থিতি বিষয়ে যুক্তিপ্রদর্শক  
প্রতিবাক্যের তাৎপর্য (৫৬)। (থ) সুসুপ্তিতে পিতৃাদিবিষয়ক অভিমান না থাকার  
শোকা দি সংসারভাব (৫৭)। (দ) সুসুপ্তির সুখ প্রতি নিজমুখে বর্ণন করিয়াছেন। সেই  
প্রতিবচনের অর্থ (৫৮)। (ধ) উক্ত অর্থ সর্বাভুবাসিদ্ধি (৫৯—৬০)। (ন) সুসুপ্তির  
স্বপ্রকাশ সুখ যে ব্রহ্মরূপ, তাহার প্রমাণ বৃহদারণ্যক প্রতিবাক্য (৬১)। (প) স্মরণ ও  
অনুভবের সামান্যিকরণ নিয়মে বিরোধ, শঙ্কা ও তাহার সমাধান (৬২)। (ক) স্মরণকর্তা  
বিজ্ঞানময় এবং অনুভবকর্তা আনন্দময় একই আত্মা (৬৩)। (ব) আনন্দময়ের স্বরূপ (৬৪)।

( ৬ ) আনন্দময়েরই ব্রহ্মস্বখাত্তর হই ( ৬৫ )। ( ৭ ) অজ্ঞানগতসমূহের সম্প্রতিতা ও বুদ্ধি-  
বৃত্তিসমূহের স্পষ্টতা ( ৬৬ )। ( ৮ ) আনন্দময় কোষ অতি হৃদয় ; অবিজ্ঞানবৃত্তি দ্বারা তাহার  
ব্রহ্মানন্দ ভোগ ; তদ্বিষয়ে মাণ্ড্যাদি প্রতিপ্রমাণ ( ৬৭ )। ( ৯ ) মাণ্ড্যাদি প্রতিবচন-  
সমূহের অর্থ ( ৬৮ )। ( ১০ ) উক্ত মাণ্ড্যাক্রান্তিগত 'একীভূত' পদের অর্থ ( ৬৯ )।  
( ১১ ) উক্ত প্রতিবচনগত 'প্রজ্ঞানধন' শব্দের অর্থ ( ৭০-৭১ )। ( ১২ ) উক্ত প্রতিবচনগত  
'চেতনমুখ' শব্দের অর্থ ; আর সুষুপ্তি হইতে জাগরণের কারণ ( ৭২ )। ( ১৩ ) সুষুপ্তি হইতে  
জাগরণবিষয়ে কৈবল্যপ্রতিবাক্যের অর্থতঃ পঠন ও তদভিপ্রায় বর্ণন ( ৭৩ )। ( ১৪ ) সুষুপ্তিতে  
অমুভূত ব্রহ্মানন্দের নিদর্শন ( ৭৪ )। ( ১৫ ) অমুভূত ব্রহ্মানন্দকে বিষ্মত হইবার কারণ ( ৭৫ )।  
( ১৬ ) ব্রহ্মানন্দ লইয়া বিবাদ অমুচিত ; তাহার কারণ ( ৭৬ )।

১। তৃষ্ণীন্তাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দ ভান হয়

বলিয়া শাস্ত্র-গুরুসেবাদি সাধন বার্থ্য নহে। আনন্দ

ত্রিবিধ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ... ( ৭৭-৮৮ ) ৪৬-৫৩

( ক ) ( শঙ্ক ) ভাল, তৃষ্ণীন্তাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দের ভান হয় বলিয়া, শাস্ত্রগুরুসেবাদি  
সাধন ত' নিশ্চয়োজন ? ( ৭৭ )। ( খ ) উক্ত শঙ্কার সমাধান ( ৭৮ )। ( গ ) সিদ্ধান্তীর  
উক্ত বাক্য ধরিয়া ব্রহ্মজ্ঞানের অভিমান করিলে অকৃতার্থতা ; উপাখ্যান দ্বারা উপপাদন ( ৭৯-৮০ )।  
( ঘ ) এই আখ্যানে অসঙ্গতি শঙ্কা ; সঙ্গতি দেখাইয়া তাহার সমাধান ( ৮১ )। ( ঙ ) বাদীর  
শঙ্কা—ব্রহ্মজ্ঞানে অসম্পূর্ণতা অসম্ভব ( ৮২ )। ( চ ) সিদ্ধান্তী কর্তৃক বিকল করিয়া উক্ত শঙ্কার  
সমাধান ( ৮৩-৮৪ )। ( ছ ) বাসনানন্দের স্বরূপ ( ৮৫ )। ( জ ) বিষয়ানন্দের স্বরূপ ( ৮৬ )।  
( ঝ ) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা ( ৮৭ )। ( ঞ ) বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের উপপাদন—  
স্বপ্রকাশ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন ( ৮৮ )।

বাসনানন্দ ও নিজানন্দের বর্ণন ; ক্ষণিক সমাধি সম্ভব হইলে

ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব ... ( ৮৯-১৩৪ ) ৫৩-৭৮

১। জাগ্রদবস্থায় বাসনানন্দের সিদ্ধি করিয়া

অভ্যাস দ্বারা প্রতীতি নিজানন্দের বর্ণন ... ( ৮৯-১১৮ ) ৫৩-৭০

( ক ) পূর্ববর্ণিত বিষয়ের অমুবাদ করিয়া অগ্রে বর্ণনিতব্য বিষয়ের অবতারণা ( ৮৯ )।  
( খ ) জীবের অপর হই অবস্থার প্রাপ্তি ও তাহার নিমিত্তের বর্ণন ( ৯০ )। ( গ ) জাগ্রদাদি  
অবস্থার উপযোগী স্থান ; নেত্রে জাগরণ শব্দের অর্থ ( ৯১ )। ( ঘ ) দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ সহিত  
জীবদ্বারা দেহব্যাপ্তির অর্থ ( ৯২ )। ( ঙ ) দেহে তাদাত্ম্যভিমানজনিত অগাম্য অবস্থা ( ৯৩ )।  
( চ ) সুখ ও দুঃখ দ্বিবিধ ; সুখদুঃখভোগের অন্তরালে ঔদাসীন্ত ( ৯৪ )। ( ছ ) জাগ্রদবস্থায়  
নিজানন্দের ভান ( ৯৫ )। ( জ ) জাগরণের ঔদাসীন্তকালে অমুভূত আনন্দ বাসনানন্দ ( ৯৬ )।  
( ঝ ) মুখ্য নিজানন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ৯৭ )। ( ঞ ) বাসনানন্দ  
স্থানানন্দের অমুদাপক ( ৯৮ )। ( ট ) বুদ্ধির হৃদয়তার অবধি—সাক্ষাৎকার ( ৯৯ )।

( ঠ ) ফলিতার্থের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন ( ১০০ ) । ( ড ) সেই আনন্দই যে ব্রহ্মানন্দ তদ্বিষয়ে গীতাবাক্যই প্রমাণ ( ১০১-১০৮ ) । ( ঢ ) খেদোপেক্ষাপূর্বক আকলৌষ্য যোগাভ্যাসে দৃষ্টান্ত ( ১০২ ) । ( ণ ) ১০০ শ্লোকোক্ত সূত্রবিষয়ে যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয় শাখার প্রমাণবচন ( ১১০ ) । ( ত ) মৈত্রায়ণীয় শাখায় ব্রহ্মসূত্র বর্ণন ( ১১১ ) । ( থ ) সত্ত্বগুণমাত্রের মন উপশান্ত হইলে তাহার ফল ( ১১২ ) । ( দ ) সংসার চিত্তরূপই ( ১১৩ ) । ( ধ ) ব্রহ্মাহুসন্ধানরূপ প্রসাদ দ্বারা চিত্তের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব ( ১১৪ ) । ( ন ) দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত অর্থের সমর্থন ( ১১৫ ) । ( প ) শুদ্ধা-শুদ্ধ ভেদে মন দ্বিবিধ ( ১১৬ ) । ( ফ ) শুদ্ধাশুদ্ধ মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ ( ১১৭ ) । ( ব ) প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি আত্মায় অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় স্থখলাভ করেন তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ ( ১১৮ ) ।

২। দুর্লভ সমাধি মনুষ্যের ক্লণিকভাবে সম্ভব বলিয়া

ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব ... ... ( ১১৯—১৩৪ ) ৭১—৭৮

( ক ) ক্লণিক সমাধিতে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় হয় ( ১১৯ ) । ( খ ) বহির্মুখ হইলেও অন্তস্তাগ্রহাশ্রিত হইলে ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয় সম্ভব ( ১২০ ) । ( গ ) সমাধিতে উক্তরূপ বিশ্বাসলাভের প্রয়োজন ( ১২১ ) । ( ঘ ) ব্যবহার কালে নিজানন্দ ভাবনার দৃষ্টান্ত ( ১২২ ) । ( ঙ ) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের দার্ষ্টান্তিক যোজনা ( ১২৩ ) । ( চ ) 'দীর্ঘ' শব্দের অর্থ ( ১২৪ ) । ( ছ ) 'বিশ্রান্তি' শব্দের অভিপ্রেত অর্থ, দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন ( ১২৫ ) । ( জ ) ফলিতার্থ—বিশ্রান্ত সাধন প্রারম্ভ ভোগকালেও স্বানন্দতৎপর থাকেন ( ১২৬ ) । ( ঝ ) বিবেকীর বিষয়াহুসন্ধানে ইচ্ছাভাব, দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন ( ১২৭ ) । ( ঞ ) স্বরূপানন্দে এবং তদবিরোধি বিষয়সুখে বৃদ্ধির গমনাগমনের দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন ( ১২৮ ) । ( ট ) দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ( ১২৯ ) । ( ঠ ) দার্ষ্টান্তিকের বর্ণন ( ১৩০ ) । ( ড ) হৃৎখান্ডভবের অবস্থায় অমুদ্রোগহেতু তত্ত্বজ্ঞের নিজানন্দভোগের বাধা হয় না ( ১৩১ ) । ( ঢ ) ফলিতার্থ—জাগ্রতে ও স্বপ্নে তত্ত্ববিদের ব্রহ্মসুখের ভান হয় ( ১৩২ ) । ( ণ ) স্বপ্নে জ্ঞানীর অজ্ঞানীর স্তায় সুখহৃৎখান্ডভব হয় ( ১৩৩ ) । ( ত ) সমগ্র প্রকরণের তাৎপর্য ( ১৩৪ ) ।

দ্বাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ।

আত্মানন্দের অধিকারী, আত্মার সুখার্থেই সর্ববস্তু

প্রিয়, আত্মা ত্রিবিধ ... ... ( ১—৫০ ) ৭৯—১০৯

১। আত্মানন্দের বিচার দ্বারা মন্দবুদ্ধি অধিকারীকে

বুঝান যায় ... ... ( ১—৫০ ) ৭৯—৮১

( ক ) শিষ্যের প্রশ্ন—মূঢ়ের গতি কিরূপ হইবে ( ১ ) । ( খ ) অতিমূঢ় ব্যক্তির দিগ্ভার অর্থাৎ জ্ঞানলাভে অধিকার নাই ( ২ ) । ( গ ) যদি বল, দয়ালু গুরুর স্বভাব মূঢ়ের প্রতি অমুগ্রহ করা, তবে সেই মূঢ় হই প্রকারের কোন্ প্রকার ( ৩ ) । ( ঘ ) এক এক বিকল্পে দুই বিকল্প করিয়া অধিকারীর অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবস্থা ( ৪ ) । ( ঙ ) উক্ত অর্থে যাজ্ঞবল্ক্য যৈত্রায়ণ উদাহরণ ( ৫ )

## ২। সকল বস্তু আত্মার জন্তই প্রিয়—এই তত্ত্ববোধক

শ্রুতির তাৎপর্য ... ( ৬—২০ ) ৮১—৮৯

( ক ) উক্ত অর্থে প্রমাণরূপ ( বৃহদা উ, ৪।৫।৬ যদ্বহু ) পতি-জ্ঞানাদি সকল পর্যায়াবাক্যের তাৎপর্য ( ৬—২ )। ( খ ) শিশুর প্রতি প্রীতিও নিজের সুখের জন্ত ( ১০ )। ( গ ) যখন প্রীতি নিজের জন্ত ( ১১ )। ( ঘ ) বণিকের যে বলীবদ্ধে প্রীতি তাহা নিজের জন্ত ( ১২ )। ( ঙ ) ব্রাহ্মণাদি জাতিতে প্রীতি নিজেরই জন্ত ( ১৩ ১৪ )। ( চ ) স্বর্গাদি লোকে প্রীতি নিজের জন্ত, সেই সেই লোকের জন্ত নহে ( ১৫ )। ( ছ ) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতায় যে প্রীতি তাহা নিজেরই জন্ত, তাহা সেই সেই দেবতার জন্ত নহে ( ১৬ )। ( জ ) ঋক্ প্রভৃতি বেদের প্রতি যে প্রীতি তাহা নিজের জন্ত ( ১৭ )। ( ঝ ) ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে যে প্রীতি তাহা আত্মারই জন্ত ( ১৮ )। ( ঞ ) ভৃত্যাদির স্বাম্যাদিতে এবং স্বাম্যাদির ভৃত্যাদিতে প্রীতি আত্মারই জন্ত ( ১৯ )। ( ট ) শ্রুতির বহু উদাহরণ দিবার পরয়োজন ( ২০ )।

## ৩। আত্মার প্রীতির স্বরূপ বিচার ও

আত্মার প্রিয়তমতা ... ( ২১—৩১ ) ৮৯—৯৬

( ক ) আত্মাবিষয়ক প্রীতির স্বরূপ চারি প্রকারই হইতে পারে, তাহার নির্ণয়পূর্বক সমাধান ( ২১—২২ )। ( খ ) উক্ত প্রীতি ইচ্ছা হইতে বিলক্ষণ; আর আত্মাও সুখসাধন নহে ( ২৩ )। ( গ ) উক্ত শঙ্কার শেষোক্তিপূর্তি ও তাহার সমাধান ( ২৪ )। ( ঘ ) আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহে ( ২৫—২৬ )। ( ঙ ) আত্মা উপেক্ষার বিষয় ত' হইতে পারেন, এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান ( ২৭ )। ( চ ) আত্মা ঘেযবশতঃ ত্যাজ্য হইতে পারেন—এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান ( ২৮—২৯ )। ( ছ ) যুক্তিদ্বারা আত্মার প্রিয়তমতা প্রতিপাদন ( ৩০ )। ( জ ) শ্রুতি ও যুক্তিদ্বারা প্রদর্শিত প্রীতির স্বামুভব দ্বারা সমর্থন ( ৩১ )।

## ৪। আত্মা পুত্রভার্যাদির শেষ বা

উপকারকরূপে ত্রিবিধ ... ( ৩২—৫০ ) ৯৬—১০৯

( ক ) ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকার্থের অনুবাদপূর্বক ‘পুত্রই আত্মা’ এই মতের দূষণ ( ৩২ )। ( খ ) উক্ত মতসমূহের উপজীব্য প্রমাণ প্রদর্শন ( ৩৩ )। ( গ ) ঔতরেদোপ-নিষত্ব প্রমাণের বর্ণন ( ৩৪ )। ( ঘ ) ‘পুত্রহীনের পরলোক নাই’—এই বাক্যের অর্থ ( ৩৫ )। ( ঙ ) পুত্রের ঐহিক সুখহেতুতা প্রতিপাদক বাক্যের অর্থ ( ৩৬ )। ( চ ) শ্রুত্যুক্ত অর্থ হইতে সিদ্ধান্তস্থাপন এবং সেই অর্থবিষয়ে লোকপ্রসিদ্ধি ( ৩৭ )। ( ছ ) উক্ত লোকপ্রসিদ্ধির উপপাদন; ফলিতার্থ ( ৩৮ )। ( জ ) পুত্রাদির প্রধানতায় আত্মার গোণতা মানিলেও স্বরূপতঃ গোণত্ব নাই; আত্মা ত্রিবিধ। ( ৩৯ )। ( ঝ ) পুত্রাদির আত্মতা



গৌণ ; দৃষ্টান্তদ্বারা প্রদর্শন ( ৪০ ) । ( এ ) পঞ্চকোশের মিথ্যাত্ব দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ( ৪১ ) । ( ট ) সাক্ষীর মুখ্যত্বতার উপপাদন ( ৪২ ) । ( ঠ ) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গৌণতা ( ৪৩ ) । ( ড ) উক্ত অর্থের সনিস্তর বর্ণন ( ৪৪-৪৮ ) । ( ঢ ) ৩২-৪৩ এই পাঁচটি শ্লোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত ( ৪৯ ) । ( গ ) ফলিতার্থ—আত্মার অতিশয় প্রীতি, আত্মার উপকারকে প্রীতি, অবশিষ্টে উভয়াভাব ( ৫০ ) ।

**আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধি ; সর্ববৃত্তিতে অপপ্রীতি**

**পূর্বক নিরোধরূপ যোগে এবং বিচারে তুল্যরূপ**

**পরমানন্দতা লাভ**

( ৫১-৯০ ) ১০৯-১৩০

১। প্রিয়তম, প্রিয়, উপেক্ষা ও দ্বেষ ভেদে বস্তু

চতুর্বিধ ; অনাত্মবস্তুতে প্রীতিমানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানীর

যথার্থ বচনদ্বারা একই উপদেশ, শিষ্যের প্রতি হইলে

বর, অশ্বের প্রতি হইলে অভিসম্পাত ; এইরূপে

আত্মা প্রিয়তম

...

...

( ৫১-৭২ )

১০৯-১২১

( ক ) ৫০ শ্লোকোক্ত অশ্ব শব্দের অর্থ নির্ণয়কালে বস্তুর চতুর্বিধতা ( ৫১ ) । ( খ ) উক্ত চতুর্বিধতা প্রদর্শন ; প্রীতি অল্পসারে উক্ত চতুর্বিধ বিভাগে বস্তু নিয়ম নাই ( ৫২ ) । ( গ ) দ্বেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাঘ্রেও নিয়মাব্য ( ৫৩ ) । ( ঘ ) প্রিয়াদি ব্যবহারের ব্যবস্থা ও লক্ষণ ( ৫৪ ) । ( ঙ ) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন । সেই অর্থে 'মৈত্র্যেয়ী ব্রাহ্মণলব্ধ' সমর্থন ( ৫৫ ) । ( চ ) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত 'পুরুষ-বিধ' ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ ( ৫৬ ) । ( ছ ) শ্রুতি বিচারদ্বারা আলোচ্য সাক্ষীর মুখ্যত্বতাসিদ্ধি ; সেই বিচারের স্বরূপ ( ৫৭ ) । ( জ ) আত্মাত্মর বস্তুর দর্শন প্রকার ( ৫৮ ) । ( ঝ ) আত্মার উপকারক প্রাণ হইতে ধন পর্য্যন্ত বস্তুসমূহের আপেক্ষিক আত্মরতা এবং তদনুসারে প্রীতির তারতম্য ( ৫৯ ) । ( ঞ ) প্রীতির তারতম্যতার স্পষ্টীকরণ ( ৬০ ) । ( ট ) আত্মার প্রিয়তমতা-বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদ, শ্রুতি বর্ণিত ; বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয় ( ৬১ ) । ( ঠ ) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন ( ৬২ ) । ( ড ) আত্মাত্মর বস্তুর প্রিয়ত্ববিষয়ে প্রশ্ন, শিষ্যকর্তৃক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বরস্বরূপ, প্রতিবাদী কর্তৃক হইলে শাপস্বরূপ ( ৬৩ ) । ( ঢ ) জ্ঞানীর উত্তরের আকার, শিষ্যের পুত্রাদিবিষয়ে নিজ-কথিত প্রিয়তায় দোষদৃষ্টি ( ৬৪ ) । ( গ ) পুত্রাদিতে দোষদৃষ্টির বর্ণন ( ৬৫-৬৮ ) । ( ত ) প্রতিবাদীর প্রতি জ্ঞানীর ৩৩ শ্লোকোক্ত বচন অভিসম্পাতস্বরূপ ; ( ৬৯ ) । ( থ ) জ্ঞানীর ঈশ্বররূপ ; সেই ঈশ্বরতাবিষয়ে অব্যবহিত পরবর্তী শ্রুতির তাৎপর্য ( ৭০ ) । ( দ ) ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের অবশেষে প্রতিপাদক শ্রুতিবচনের অর্থ ( ৭১ ) । ( ধ ) আত্মা পরমানন্দস্বরূপ ( ৭২ ) ।

## ২। সর্ববৃত্তিতে যেমন আত্মার চৈতন্যের প্রতীতি

হয় সেইরূপ পরমানন্দতার প্রতীতি হয় না ( ৭৩—৭৯ ) ১২১—১২৪

( ক ) চৈতন্যের দ্বারা স্থল যে আত্মার স্বভাবগত তদ্বিশেষে শঙ্কা ( ৭৩ ) । ( খ ) চৈতন্যের দ্বারা সকল বৃত্তিতে আনন্দের অঙ্গবৃত্তি নাই বলিয়া দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত শঙ্কার সমাধান ( ৭৪ ) । ( গ ) চৈতন্য আনন্দ হইতে অভিন্ন হইলেও চৈতন্যাব্যাজক বৃত্তিতে আনন্দাভ্যাজকতা নিয়মিত ভাবে থাকে না ; তদ্বিশেষে দৃষ্টান্ত ( ৭৫ ) । ( ঘ ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের বৈষম্য শঙ্কা, তদ্বিশেষে বিকল্প ( ৭৬ ) । ( ঙ ) উক্ত বিকল্পের নিষেধপূর্বক দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের সমতা প্রতিপাদন ( ৭৭ ) । ( চ ) চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীতি, এবং অল্প বৃত্তিতে ভেদের কাবণ ( ৭৮ ) । ( ছ ) আনন্দাংশ বিজ্ঞান থাকিলেও তাহার যে ভিবেদ্য হইবে, তদ্বিশেষে দৃষ্টান্ত ( ৭৯ ) ।

## ৩। যোগ ও বিচারের তুল্যতা ( ৮০—৯০ ) ১২৪—১৩০

( ক ) বাদী কর্তৃক গুঢ়াভিপায় শঙ্কা ( ৮০ ) । ( খ ) গুঢ়াভিসন্ধি শঙ্কার উৎপত্তি, শঙ্কা সমাধানেই গুঢ়াভিসন্ধির প্রকটতা ( ৮১ ) । ( গ ) যোগ ও বিচারের ফল একই, তদ্বিশেষে গীতা প্রমাণ ( ৮২ ) । ( ঘ ) শাস্ত্রদ্বারা অধিকারভেদে, যোগ ও বিচার এই উভয় উপায়েরই প্রতিপাদন যুক্তিযুক্ত ( ৮৩ ) । ( ঙ ) অপরের জ্ঞানোৎপাদকতাবিশেষে ও বাগাদির নিবৃত্তি-বিশেষে যোগ ও বিচার তুল্যরূপ ( ৮৪ ) । ( চ ) বিচারপরায়ণে বাগাদির অভাব প্রতিপাদন ( ৮৫ ) । ( ছ ) প্রতিকূল বস্তুতে যোগী ও বিবেকীর দ্বৈত তুল্যরূপ, প্রতিকূলে দেহী যেরূপ যোগী নহে সেইরূপ জ্ঞানীও নহে ( ৮৬ ) । ( জ ) ব্যবহারদশায় দ্বৈতদর্শন, যোগীর সমাধি-দশায় এবং বিবেকীর বিবেকদশায় দ্বৈতের অদর্শন, যোগী ও বিবেকীর তুল্যরূপ ( ৮৭ ) । ( ঝ ) অদ্বৈতানন্দ নামক ত্রয়োদশাধ্যায়ে বিবেকীর দ্বৈতদর্শনভাব প্রতিপাদিত হইবে । ৮০-৮৭ শ্লোকোক্ত অর্থের সংক্ষেপে অনুবাদ ( ৮৮ ) । ( ঞ ) দ্বৈতদর্শন সহিত আত্মজ্ঞানযুক্ত সাধক 'ত' যোগী—এইরূপ শঙ্কা ; ইষ্টাপত্তিরূপে পরিহাৰ ( ৮৯ ) । ( ট ) সংক্ষেপে আত্মানন্দ নামক অধ্যায়ে তাৎপৰ্য্য ( ৯০ ) ।

## ত্রয়োদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ

ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন ;

শক্তি ও শক্তি কার্যের অনির্বচনীয়তা ... ( ১—৫৩ ) ১৩১—১৬২

## ১। আনন্দরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্ম

হইতে অভিন্ন ... ( ১—১০ ) ১৩১—১৩৭

( ক ) আনন্দের ত্রিবিধতা বিষয়ক উক্তিতে বিরোধ নাই । আত্মানন্দের সদ্বৈততা বিষয়ক শঙ্কা ও তাহার উত্তর ( ১-২ ) । ( খ ) আনন্দ হইতেই সৃষ্টির উৎপত্তি প্রতিপাদক তৈত্তিরীয় শ্রুতি-

বচন, ফলিতার্থ আনন্দ হইতে জগতের অভেদ (৩)। (গ) ঘট বৈকল্প কুলাল হইতে ভিন্ন, জগৎ সেইরূপ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে (৪)। (ঘ) কুলাল ঘটের উপাদান হইতে পারে না, মৃত্তিকাই উপাদান; হেতু প্রদর্শন দ্বারা আলোচ্য দার্ষ্টান্তে প্রয়োগ (৫)। (ঙ) উপাদানতা তিন প্রকারের হইতে পারে, তন্মধ্যে দুই প্রকার নিরবয়ব পরব্রহ্মে অসম্ভব (৬)। (চ) আরম্ভবাদীর মতের বর্ণন (৭)। (ছ) পরিণামের স্বরূপ (৮)। (জ) বিবর্তের লক্ষণ; নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত সম্ভব (৯)। (ঝ) নিরবয়ব আনন্দে জগতের কল্পিততা, এই ফলিতার্থ কথন; কল্পনার হেতু শক্তির দৃষ্টান্ত সহিত বর্ণন (১০)।

## ২। শক্তির অনির্বচনীয়তা, ধাত্রীর উপাখ্যান (১১—৩২) ১৩৭—১৫০

(ক) শক্তিমান হইতে লৌকিক শক্তির ভেদ-অভেদ উভয়েরই অভাব (১১)। (খ) শক্তির প্রতিবন্ধ জানিবার উপায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১২)। (গ) মায়াজ্ঞানির অস্তিত্বে ষেতাশ্বতর শ্রুতি-বচন (১৩)। (ঘ) উক্ত বাক্যদ্বয় শ্রুতিবচন; ব্রহ্মের মায়াজ্ঞানি বিধে বশিষ্ঠ সম্মতি (১৪-২০)। (ঙ) জগতের কল্পিততাবিষয়ে বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত ধাত্রী উপাখ্যান (২১-২৬)। (চ) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের দার্ষ্টান্তে যোজন (২৭)। (ছ) বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার; মায়ার অনির্বচনীয়তা প্রতিপাদন প্রতিজ্ঞা (২৮)। (জ) মায়াজগদ্রূপ কার্য এবং ব্রহ্মরূপ আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ; দৃষ্টান্তদ্বারা প্রতিপাদন (২৯)। (ঝ) মৃত্তিকার শক্তিতে পূর্বোক্ত আবিষ্কৃত নিয়মের যোজন (৩০)। (ঞ) মৃত্তিকার শক্তিতে (ঘটরূপ) কার্যের এবং (মৃত্তিকারূপ) আশ্রয়ের রূপগুণাদির অভাব বলিয়া বিলক্ষণতা এবং শক্তির অনির্বচনীয়তা (৩১)। (ট) কার্যের পূর্বে শক্তি নিগূঢ়, কার্যরূপেই প্রকট (৩২)।

## ৩। শক্তির কার্যের অনির্বচনীয়তা নিরূপণ (৩৩—৫৩) ১৫০—১৬২

(ক) পিটারভাববশতঃ স্থূলবস্তু লোদরাদিরূপ কার্য এবং মৃত্তিকাদিরূপ উপাদান কারণকে অভিন্ন ভাবিলে ঘটপ্রতীতি (৩৩)। (খ) উক্ত অর্থের সমর্থন (৩৪)। (গ) ঘটের বাস্তবতা অসিদ্ধ (৩৫)। (ঘ) শক্তির হ্রাস ঘটের অনির্বচনীয়তা; তাহা হইতে সিদ্ধান্ত নির্ণয় ও তাহার হেতু (৩৬)। (ঙ) প্রথমে শক্তির অনভিব্যক্ততা, পরে অভিব্যক্ততা বিষয়ে ত্রৈলোক্যিকের দৃষ্টান্ত (৩৭)। (চ) শক্তিকার্যের মিথ্যাত্ব এবং আধারের সত্যতা বিষয়ে ছান্দোগ্যশ্রুতিবচন (৩৮)। (ছ) বাচারম্ভণ শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ (৩৯)। (জ) শক্তি ও শক্তিকার্য মিথ্যা, আধারই সত্য, তদুভয়ের কারণ (৪০)। (ঝ) কার্যরূপ বিকার অসত্য, তাহার হেতু তিনটি (৪১-৪২)। (ঞ) কার্যের অসত্যতা বিষয়ে অমুমান রচনা প্রকার (৪৩)। (ট) ঘটরূপ অসত্য বিকারের মৃত্তিকারূপ অধিষ্ঠানের সত্যতা উপপাদন (৪৪)। (ঠ) (শঙ্ক) ঘট অসত্য বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানেই তাহার নিবৃত্তি হওয়া উচিত (৪৫)। (ড) ইষ্টাপত্তি বলিয়া উক্ত শঙ্কার পরিহার (৪৬)। (ঢ) প্রতীত বস্তুর নিবৃত্তির দৃষ্টান্ত (৪৭)। (ণ) আরোপিতের অসত্যতা জ্ঞানমাত্র পূর্বস্বার্থ সিদ্ধি; ঘটে আরোপিতের অসত্যতাবুদ্ধি সম্ভব (৪৮)। (ত) ঘটকুণ্ডলগণিতে

বিস্তৃপ (৪২)। (গ) উক্ত ৪২ শ্লোকে অর্থবিষয়ে শব্দ ও সমাধান (৫০)। দ) ছন্দাদির দ্বাধাদিক্রমে পরিণামিতা ; তদ্বারা মৃত্তিকাদি বিবর্ত ঘটাদিব দৃষ্টান্তে হানি হয় না (৫১)। (দ) মৃত্তিকা ও সুর্যের আরম্ভকতা স্বীকারে দোষ (৫২)। (ন) শ্রুতান্ত তিনটি বিবর্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন, তাহাদের প্রয়োজন (৫৩)।

কারণ জ্ঞানেই সকল কার্যের জ্ঞান ; ব্রহ্মস্বরূপাবধারণ ; জগৎস্বরূপাবধারণ ;  
জগতের উপেক্ষা ... ... ( ৫৪—৮৪ ) ১৬২—১৭৭

১। কারণ জ্ঞানেই তৎকার্য্যসমূহের জ্ঞান ( ৫৪—৬১ ) ১৬২—১৬৬

(ক) কারণজ্ঞানেই কার্যের জ্ঞান, তাহার প্রমাণ ও তাহাতে শঙ্কা (৫৪)। (গ) উক্ত শঙ্কাব সমাধান (৫৫)। (গ) কার্যে সত্যাত্মক জ্ঞানই প্রয়োজনীয়, অন্ততঃশের জ্ঞান নিশ্চয়োজন (৫৬)। (ঘ) (বাদীৰ শঙ্কা) তাহা হইলে কাৰণজ্ঞানই কার্য্যজ্ঞান, ইহা কোন বিষয়কর কথা নহে (৫৭)। (ঙ) উক্ত শঙ্কাব সমাধান—বিষয় অজ্ঞের হইবে (৫৮)। (চ) পূৰ্ণশ্লোকোক্তি বিষয়ের বর্ণন (৫৯)। (ছ) একমাত্র কারণজ্ঞান দ্বারাই একাধিক কার্য্যজ্ঞান-প্রতিপাদক শ্রুতি-বচনের আভ্যাস (৬০)। (জ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক ফলিতার্থ (৬১)।

২। ব্রহ্মরূপ কারণের ও জগৎরূপ কার্যের স্বরূপ (৬২—৭৮) ১৬৬—১৭৫

(ক) সংক্ষেপে ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবর্ণন ; ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপতাবিশয়ে তাপনীয় শ্রুতিপ্রমাণ (৬২)। (খ) ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপতাবিশয়ে অস্ত্র শ্রুতিপ্রমাণ (৬৩)। (গ) জগতের স্বরূপ নামরূপ বিষয়ক শ্রুতি (৬৪)। (ঘ) উক্ত অর্থে অস্ত্র শ্রুতিবচন এবং তদগত অব্যাকৃত শব্দের অর্থ (৬৫)। (ঙ) 'সেই জগৎ নামরূপাকাবে প্রকটিত হইল' ইহার অর্থ (৬৬)। (চ) মাধ্যোপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য্য আকাশের, কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি ও নিজের একটি রূপ (৬৭)। (ছ) আকাশের চতুর্থ রূপ অবকাশ বে মিথ্যা তাহার কারণ (৬৮)। (জ) এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণবাক্য প্রমাণ (৬৯)। (ঝ) সং প্রভৃতি অবকাশের তিনটি রূপবিশয়ে অমুভব প্রমাণ, অবকাশ বিনাও উক্ত তিনের অমুভব (৭০)। (ঞ) অবকাশ বিনাও সচ্চিদানন্দাত্মভবের উপপাদন, তদ্বিশয়ে শঙ্কর সমাধান (৭১)। (ট) প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ বর্ণন ; তাহা সজপ ও নিজস্বরূপ (৭২)। (ঠ) পূৰ্ণ শ্লোকোক্ত নিজ সুখের উপপাদন : ছুখের আনন্দরূপতা নাই (৭৩)। (ড) গণিত স্বর্গশোক মানসিক মাত্র (৭৪)। (ঢ) দৃষ্টান্তসিক অর্পের দার্ষ্টান্তে যোজন ; অবকাশ লইয়া উপপাদিত তত্ত্ব বায়ু হইতে দেহ পর্ধ্যন্তে অঙ্গীকার্য্য (৭৫)। (ণ) বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ ধর্ম্ম (৭৬-৭৭)। (ত) ফলিতার্থ, সচ্চিদানন্দ সফল বস্তুতেই অমুভ্যত (৭৮)।

৩। ফলসহিত নামরূপাত্মক জগতের উপেক্ষা ( ৭৯—৮৪ ) ১৭১—১৭৭

( ক ) নামরূপ করিত ( মিথ্যা ), তদ্বিষয়ে হেতু ও দৃষ্টান্ত ( ৭২ )। ( খ ) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে নামরূপে অবজ্ঞা আপনা হইতেই আসিয়া পড়ে ( ৮০ )। ( গ ) ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা সাধনের জন্য যেমন শ্রবণাদি কর্তব্য, সেই প্রকার নামরূপ বৈতেরও অবজ্ঞা কর্তব্য ( ৮১ )। ( ঘ ) দ্বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শনাভ্যাসের ফল জীবমুক্তি ( ৮২ )। ( ঙ ) ব্রহ্মাভ্যাসের স্বরূপ ( ৮৩ )। ( চ ) দীর্ঘকাল ধরিয়া অবিচ্ছেদে আদরপূর্বক অভ্যাসদ্বারাই অনাদি দ্বৈত বাসনা নিরাস্তি সম্ভব ( ৮৪ )।

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব। জগতে অমুসৃত ব্রহ্মের  
নির্জগত্তা ... ... ( ৮৫—১০৫ ) ১৭৭—১৮৬

১। মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব ( ৮৫—৯১ ) ১৭৭—১৮০

( ক ) একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা দৃষ্টান্তদ্বারা উপপাদন ( ৮৫ )। ( খ ) দৃষ্টান্ত স্পষ্টীকরণ, দাষ্টান্ত বর্ণন ( ৮৬ )। ( গ ) নিদ্রাশক্তির হৃষট-ঘটনকারিতা ( ৮৭ )। ( ঘ ) স্বপ্নে হৃষটঘটনকারিতার হেতু ( ৮৮ )। ( ঙ ) কৈমূর্তিক ত্রায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ ( ৮৯ )। ( চ ) ব্রহ্মাশ্রিত মায়াক্রিয়ের অগৎকারণতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ৯০ )। ( ছ ) জড় চেতন ভেদ-সহিত মায়াক্রিয়ের পরিচয় ( ৯১ )।

২। জড়চেতনরূপ জগতে অমুসৃত ব্রহ্ম, বস্তুতঃ জগৎ-

প্রপঞ্চ নাই এবং তাহার ফলও নাই ... ( ৯২—১০৫ ) ১৮০—১৮৬

( ক ) জড়চেতনের বিভাগ ব্রহ্মরচিত নহে ( ৯২ )। ( খ ) জড় চেতন উভয়ই ব্রহ্ম সাধারণ, তাহার হেতু ( ৯৩ )। ( গ ) উক্ত অর্থ দৃষ্টান্ত ( ৯৪ )। ( ঘ ) সর্বজনবিদিত অপর দৃষ্টান্ত ( ৯৫ )। ( ঙ ) প্রপঞ্চের বিচিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত ( ৯৬ )। ( চ ) সিদ্ধান্ত বিবৃতি ( ৯৭ )। ( ছ ) জগতের ক্ষণভঙ্গুরতার বর্ণনোপসংহার ; সাধনে ক্ষণিকতার প্রয়োজন ( ৯৮ )। ( জ ) লৌকিক ব্যবহারের উপেক্ষায় ব্রহ্মবুদ্ধির স্থিরতালাভ। এইরূপ অবস্থাতেও জ্ঞানীর ব্যবহার সম্ভব ( ৯৯ )। ( ঝ ) জ্ঞানীর ব্যবহারকালে সাক্ষী আত্মা নির্বিকার থাকেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ১০০ )। ( ঞ ) অথও ব্রহ্মে যে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয় তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ১০১ )। ( ট ) অদৃশ্য ব্রহ্মে দৃশ্য জগৎ কি প্রকারে প্রতীত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ( ১০২ )। ( ঠ ) নামরূপ প্রতীতিগোচর থাকিতেও নির্বিষয় ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় ( ১০৩—১০৪ )। ( ড ) এই প্রকরণ প্রতিপাদিত অর্থের উপসংহার ( ১০৫ )।

## চতুর্দশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিজ্ঞানন্দ

বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ । তদ্বারা নিবর্তনীয় হৃৎখের বিভাগ ( ১-৯ ) ১৮৭-১৯১

১। বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ ও তাহার অবাস্তুর ভেদ ( ১-৩ ) ১৮৭-১৮৯

( ক ) পূর্বোক্তর গ্রন্থের সম্বন্ধ বর্ণন ( ১ ) । ( খ ) বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ ও তাহার চারিটি অবাস্তুর ভেদ ( ২ ) । ( গ ) বিজ্ঞানন্দের অন্তর্গত চারিটি অবাস্তুর ভেদের স্বরূপ ( ৩ ) ।

২। বিজ্ঞানদ্বারা নিবর্তনীয় হৃৎখের স্বরূপ ; আত্মার ভেদ ( ৪-৯ ) ১৮৯-১৯১

( ক ) নিবর্তনীয় হৃৎখের বিভাগ ; বিজ্ঞানদ্বারা ঐহিক হৃৎখনিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যক বচন সম্মতি ( ৪ ) । ( খ ) উক্ত বৃহদারণ্যকশ্রুতিবচন পাঠ ( ৫ ) । ( গ ) আত্মার শোক-সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ, আত্মার ভেদ কথন ; আত্মার জীবত্বের কারণ ( ৬ ) । ( ঘ ) পরমাত্মার স্বরূপ, ভোগ্যরূপতা প্রাপ্তি প্রকার ; ভোক্তৃত্বাদির তিরোভাবের কারণ ( ৭ ) । ( ঙ ) পূর্ব-মোকোক্ত অর্থের দ্বিত্ব ( ৮ ) । ( চ ) তিন শরীরগত জীবের বিভাগ ( ৯ ) ।

হৃৎখনিবৃত্তি ও সর্বকামাপ্রাপ্তি এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের

অবাস্তুর ভেদ ... ... ( ১০-৩৭ ) ১৯১-২০৬

১। হৃৎখাভাব ... ... ( ১০-১৭ ) ১৯১-১৯৫

( ক ) পূর্ববর্ণিতের স্পষ্টীকরণ ( ১০ ) । ( খ ) জ্ঞানীর জরাদি সম্বন্ধ নাই ( ১১ ) । ( গ ) পারলৌকিক জরের স্বরূপ ; যোগানন্দে এই পারলৌকিক জরাভাব বর্ণিত ( ১২ ) । ( ঘ ) জ্ঞানীর আগামী কর্মবিষয়িণী চিন্তার অভাব ( ১৩ ) । ( ঙ ) জ্ঞানীর সঙ্কিত কর্মবিষয়িণী চিন্তাও নাই ( ১৪ ) । ( চ ) উক্ত অর্থে শ্রীকৃষ্ণবচন প্রমাণ ( ১৫ ) । ( ছ ) জ্ঞানীর আগামী কর্মকলবিষয়িণী চিন্তাভাব সম্বন্ধে কৌষীতকী শ্রুতিবাক্যের অর্থতঃ পাঠ ( ১৬ ) ।

২। সর্বকাম প্রাপ্তি ... ... ( ১৮-৩৭ ) ১৯৫-২০৫

( ক ) সর্বকামপ্রাপ্তির বর্ণন ( ১৮ ) । ( খ ) উক্ত সর্বকামাপ্তিরূপ অর্থে ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠন ( ১৯ ) । ( গ ) উক্ত অর্থেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ ( ২০ ) । ( ঘ ) উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনদ্বয়ের সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ ( ২১ ) । ( ঙ ) সার্কভোমাদির আনন্দ ব্রহ্মবিদে সম্ভব ( ২২ ) । ( চ ) সার্কভোমের ( রাজ-চক্রবর্তীর ) তৃপ্তি ও জ্ঞানীর তৃপ্তি তুল্যরূপ ; তাহার হেতু ( ২৩ ) । ( ছ ) বিচারজনিত স্মৃতিভাবের সবিস্তর বর্ণন । তদ্বিষয়ে প্রমাণ ( ২৪ ) । ( জ ) বিবেকীর কামনার উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ( ২৫ ) । ( ঝ ) সার্কভোম হইতে জ্ঞানীর উৎকর্ষ ( ২৬ ) । ( ঞ ) সার্কভোম হইতে জ্ঞানীর আরও উৎকর্ষ ( ২৭ ) । ( ট ) গন্ধর্বানন্দের প্রকার ভেদ ( ২৮-২৯ ) । ( ঠ ) পিতৃলোক ও দেবতাদিগের মধ্যে ভেদ ( ৩০ ) । ( ড ) সার্কভোম রাজা হইতে যজ্ঞাত্মা পর্যন্ত সকলেই শ্রোত্রিয়াপেক্ষা নিকট ( ৩১ ) । ( ঢ ) সার্কভোমাদির আনন্দ জ্ঞানীতে বিদ্যমান ;

তাহার হেতু (৩৪)। (৭) উপপাদিত অর্থের উপসংহার; সর্বকামাশ্রিত পক্ষান্তর (৩৫)।  
(৩) অজ্ঞানীর ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে সর্বানন্দপ্রাপ্তি নাই; সর্বানন্দপ্রাপ্তি বিষয়ে তৈত্তিরীয়  
শ্রুতির প্রমাণ (৩৬)। (৪) সর্বকামাশ্রিত তৃতীয় প্রকার (৩৭)।

বিজ্ঞানত্বের অবাস্তব ভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা ও

(৪) প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যতা ... (৩৮—৬৫) ২০৬—২১৪

১। কৃতকৃত্যতা ... (৩৮—৫৭) ২০৬—২১১

(ক) এ যাবৎ উপপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন ও উত্তর গ্রহে প্রতিপাদিত অর্থের  
বর্ণন (৩৮)। (খ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা বিষয়ে বক্তব্য তৃতীয় দীপে উক্ত হইয়াছে,  
তথায় দ্রষ্টব্য (৩৯)। (গ) পূর্ব কর্তব্যের উল্লেখ পূর্বক জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা (৪০)।  
(ঘ) বর্তমান কৃতকৃত্যতা ও পূর্বের কর্তব্য প্রাচুর্য্য স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি (৪১)। (ঙ)  
জ্ঞানীর ঐহিক কর্তব্যাব্যাহার (৪২)। (চ) জ্ঞানীর পারলৌকিক কর্তব্যাব্যাহার (৪৩)। (ছ)  
জ্ঞানীর লোকানুগ্রহ বিষয়ে কর্তব্যাব্যাহার (৪৪)। (জ) জ্ঞানীর দেহনির্বাহক ভিক্ষাদি কষ্টের  
স্বরূপতঃ অভাব। লোকের কলনায় জ্ঞানীর ক্ষতিবুদ্ধি নাই (৪৫)। (ঝ) লোককৃত এইরূপ  
কলনা ব্যর্থ; দৃষ্টান্ত (৪৬)। (ঞ) জ্ঞানীর শ্রবণ মননও কর্তব্যাব্যাহার (৪৭)। (ট) জ্ঞানীর  
নিদিধ্যাসনেও কর্তব্যাব্যাহার। কারণ জ্ঞানী বিপর্য্যজ্ঞানপরিশূন্য (৪৮)। (ঠ) 'আমি মনুষ্য'  
ইত্যাদিরূপ ব্যবহার বিপর্য্য জ্ঞানজনিত না হইলেও, চিরাভ্যস্ত বাসনাজনিত হইতে পারে (৪৯)।  
(ড) ব্যবহার প্রারম্ভজনিত বলিয়া তাহার নিবৃত্তির জন্ত ধ্যান নিষ্ফল (৫০)। (ঢ) ব্যবহারের  
হ্রাস সাধনের জন্ত ধ্যান শ্রেয়ঃ হইলেও, ব্যবহার জ্ঞানীর অবাধক বলিয়া জ্ঞানীর ধ্যানে কর্তব্যাব্যাহার  
(৫১)। (ণ) সমাধির অনাবশ্যকতা, কেননা সমাধি ও বিক্ষেপ উভয়ই মনোমধঃ (৫২)।  
(ত) অনুভবের জন্তও জ্ঞানীর সমাধি কর্তব্য নহে। কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা স্মরণ করিয়াই  
জ্ঞানীর তজ্জপ নিশ্চয় হয় (৫৩)। (থ) প্রারম্ভপ্রাপ্ত উত্তমাদম ব্যবহার জ্ঞানীর ক্ষতিকারক  
নহে (৫৪)। (দ) লোকানুগ্রহ কামনায় জ্ঞানী শাস্ত্রীয় মার্গে প্রবৃত্ত হইলে তাঁহার ক্ষতি নাই  
(৫৫)। (ধ) উত্তম শাস্ত্রীয় ব্যবহারে প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞানী নিরভিমান থাকেন (৫৬—৫৭)।

২। প্রাপ্তপ্রাপ্যতা ... (৫৮—৬৫) ২১১—২১৪

(ক) পূর্বাশ্রিত স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি (৫৮)। (খ) জ্ঞান ও জ্ঞানফলরূপ আনন্দ-  
প্রাপ্তি দ্বারা জ্ঞানীর তৃপ্তি (৫৯)। (গ) অনর্থনিবৃত্তি হেতু জ্ঞানীর তৃপ্তি (৬০)। (ঘ) কৃত-  
কৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্যতা বশতঃ জ্ঞানীর তৃপ্তি (৬১)। (ঙ) জ্ঞানীর নিজ অনন্তব-নিরাপিত  
তৃপ্তি স্মরণ করিয়া তৃপ্তি (৬২)। (চ) এই (শ্লোকচতুষ্টয়োক্ত) ফলের উপপাদক পুণ্য ও তৎ-  
সম্পাদক আপনাকে স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি (৬৩)। (ছ) শাস্ত্র গুরু জ্ঞান ও মুখ স্মরণ  
করিয়া জ্ঞানীর হর্ষ (৬৪)। (জ) অধ্যায়ের উপসংহার (৬৫)।

সম্প্রাপ্ত প্রাপ্তব্যের স্বরূপ বর্ণন ... (১—২১) ২১৫—২২৩

১। ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়ানন্দ নিরূপণের উপকারিতা। বিষয়ানন্দের

উপাধিভূত বৃত্তিসমূহের বিভাগ ... (১—৪) ২১৫—২১৭

(ক) ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ ও তাহার জ্ঞানের দ্বারস্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূপণ প্রতিজ্ঞা।  
তাহা যে ব্রহ্মানন্দের অংশ তদ্বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ (১)। (খ) উক্ত শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ (২)।  
(গ) অন্তঃকরণবৃত্তিসমূহ স্তম্ভত্রয় ভেদে ত্রিবিধ—শাস্ত্র নামক সার্বিক বৃত্তিসমূহের বর্ণন (৩)।  
(ঘ) বোর বা রাজসী ও মূঢ় বা তামসী বৃত্তির বর্ণন (৪)।

২। সকল বৃত্তিতেই চিদাংশের ভান এবং

কোন কোন বৃত্তিতে আনন্দের ভান প্রতিবিম্বস্বরূপ হয় (৫—১২) ২১৭—২২০

(ক) সকল বৃত্তিতে চিদাংশের ভান হয় এবং শাস্ত্রবৃত্তিসমূহে আনন্দের ভান হয় (৫)।  
(খ) উক্ত অর্থের সমধিকা শ্রুতির অর্থতঃ পাঠ এবং ব্রহ্মহত্যের একাংশ পাঠ (৬)। (গ)  
স্বরূপতঃ এক হইয়াও উপাধিবশতঃ নানা হইতে পাবে, এই অর্থের শ্রুতিবচন পাঠ (৭)।  
(ঘ) বৃত্তিসমূহের ভেদবশতঃ ব্রহ্মের দ্বিরূপতা; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (৮)। (ঙ) যুক্তি দ্বারা  
উক্ত অর্থের প্রতিপাদন (৯)। (চ) অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থে স্তম্ভ দৃষ্টান্ত (১০)। (ছ)  
শাস্ত্রবৃত্তিসমূহে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই প্রতীতি হয়; তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত (১১)। (জ) উক্ত  
ব্যবস্থার বা নিয়ম স্থাপনের কাবণ; আর নিজ অমুভূতিই নিয়ামক প্রমাণ (১২)।

৩। শাস্ত্র এবং বোর মূঢ় বৃত্তিসমূহে যথাক্রমে

স্বপ্ন ও ছঃখের অমুভব; তদনুসারে ব্রহ্মের সৎ-চিং-

হানন্দরূপ তিন অংশের ব্যবস্থা পূর্বক বর্ণন (১৩—২১) ২২০—২২৩

(ক) উক্ত অমুভূতির মধ্যে, শাস্ত্রবৃত্তিতে কোথাও কোন স্থানের আতিশয্য (১৩)।  
(খ) বোর ও মূঢ়বৃত্তিতে স্থানের অভাব এবং ছঃখাদির সম্ভাব (১৪—১৬)। (গ) শাস্ত্রবৃত্তিসমূহে  
স্থানের তারতম্য (১৭)। (ঘ) সূখমাত্রই ব্রহ্মপ্রতিবিম্ব। অন্তর্মুখ শাস্ত্রবৃত্তিসমূহে সেট  
প্রতিবিম্ব প্রসিদ্ধ (১৮—১৯)। (ঙ) ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপের স্মরণ; তন্মধ্যে শিলাদি জড়  
কেবল সৎ-রূপেরই সিদ্ধি (২০)। (চ) বোর ও মূঢ়রূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে সৎ চিং উভয়ের  
এবং শাস্ত্রবৃত্তিতে তিনেরই আবির্ভাব—এইরূপে সপ্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন (২১)।

নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায়—মায়াকে পৃথক্

করিয়া ব্রহ্মবিচাররূপ ব্রহ্মের ধ্যান ... (২২—৩৫) ২২৩—২২৮

১। নিষ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন; মায়ারূপের

বিভাগ ... (২২—২৪) ২২৩—২২৪



( ৭৬/০ )

( ক ) অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞানের উপায়,—জ্ঞান ও যোগের বর্ণন ( ২২ ) । ( খ ) মায়ার স্বরূপ, তাহাতে অসভা ও জড়তার সমাবেশ ( ২৩ ) । ( গ ) মায়ার দুঃখের সমাবেশ ; মায়ার অমুভব করিয়া শাস্তাদি বৃত্তিতে মিশ্রব্রহ্মের অমুভবের উপায় ( ২৪ ) ।

২ । ব্রহ্মধ্যান—সবৃত্তিক তিনপ্রকার, অবৃত্তিক

এক প্রকার ... ( ২৫—২৯ ) ২২৪—২২৬

( ক ) ২৩ শ্লোকে মায়াস্বরূপাদি বর্ণনের প্রয়োজন—ব্রহ্মধ্যান ; তাহার প্রকার ( ২৫—২৭ ) । ( খ ) নির্গুণ ব্রহ্মধ্যানে অধিকারীই ২৬ শ্লোকোক্ত ধ্যানে অধিকারী ( ২৮ ) । ( গ ) অবৃত্তিক ধ্যান,—তাহা ২৬ শ্লোকোক্ত তিন প্রকার ধ্যানের অপেক্ষায় চতুর্থ ( ২৯ ) ।

৩ । উক্ত চারি প্রকার ধ্যান (পাতঞ্জলোক্ত)

ধ্যানের অবাস্তর ভেদ নহে—ইহা ব্রহ্মবিজ্ঞা ... ( ৩০—৩৫ ) ২২৬—২২৮

( ক ) উক্ত ধ্যান যোগশাস্ত্রোক্ত ধ্যানের অবাস্তর ভেদ নহে—তাহা ব্রহ্মবিজ্ঞা ; তাহার উৎপত্তিপ্রকার ( ৩০ ) । ( খ ) এই ধ্যান যে ব্রহ্মবিজ্ঞা তাহার হেতু ( ৩১ ) । ( গ ) ব্রহ্মাংশের ভেদক উপাধি হইতেছে বৃত্তি ( ৩২ ) । ( ঘ ) ফলিতার্থ ( ৩৩ ) । ( ঙ ) গ্রন্থসমাপ্তি ( ৩৪ ) । ( চ ) গ্রন্থাবসানে আশীর্বাদাত্মক মঙ্গলাচরণ ( ৩৫ ) ।

# পঞ্চদশী

(আনন্দপঞ্চক—‘অসি’পদার্থরূপ অট্টদ্বৈতক্য প্রতিপাদন।)

একাদশ অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ।

শ্রীগণেশায় নমঃ।

(একাদশাদি অধ্যায়পঞ্চক ‘ব্রহ্মানন্দ’ নামক পৃথকগ্রন্থ\*, তন্মধ্যে চিত্তৈক্যগ্রন্থদ্বারা যে আনন্দ আবির্ভূত হয় সেই আনন্দ, এই প্রকরণে প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া ইহাব নাম ‘যোগানন্দ’।)

## টীকাকারকৃত মঙ্গলাচরণ

নমো শ্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞাবণ্যমুনীশ্বরো।

ব্রহ্মানন্দাভিধং গ্রন্থং ব্যাকুলেষু বোধসিদ্ধয়ে ॥

শ্রীভাবতীতীর্থ ও শ্রীবিজ্ঞাবণ্য এই দুই মুনীশ্বরকে প্রণাম করিয়া, জ্ঞানসিদ্ধি জন্ম এই ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থেব ব্যাখ্যা করিতেছি।

গ্রন্থকার, ব্রহ্মানন্দনামক যে গ্রন্থেব রচনা আরম্ভ করিতে ইচ্ছা করিয়াছেন, সেই গ্রন্থ যাহাতে নিক্সিয়ে সম্পূর্ণ হয় সেইহেতু এবং বিয়রূপ পাপের অর্থাৎ পাপফলের নিবৃত্তির জন্ম, ইষ্টদেবতার স্বরূপাত্মস্বরূপ মঙ্গলাচরণ করিয়া, এই গ্রন্থ শ্রবণে যাহাতে শ্রোতার প্রবৃত্তি জন্মে, সেইহেতু প্রয়োজন সহিত গ্রন্থপ্রতিপাত্ত বিষয়টি জানাইয়া, গ্রন্থারম্ভ পতিজ্ঞা করিতেছেন।

ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ, প্রতিবচনদ্বারা তাহার বর্ণন। ব্রহ্মের আনন্দরূপতা, অদ্বিতীয়তা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধি।

১। ব্রহ্মজ্ঞান অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দপ্রাপ্তির কারণ—অনেক প্রতিবচনদ্বারা তাহার বর্ণন।

(ক) ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের  
প্রারম্ভ, প্রতিজ্ঞা ও ফল  
বর্ণন।

ব্রহ্মানন্দং প্রবক্ষ্যামি জ্ঞাতে তস্মিন্শেষতঃ।

ঐহিকামুন্মিকানর্থব্রাতং হিহা সুখায়তে ॥ ১

অর্থ—ব্রহ্মানন্দম্ প্রবক্ষ্যামি, তস্মিন্ জ্ঞাতে (লোকঃ) ঐহিকামুন্মিকানর্থব্রাতম্ অশেষতঃ  
ইহা সুখায়তে।

\* তথা যে পৃথকগ্রন্থ তাহা “জীবমুক্তিবিবেকে” (মংকৃত অম্বাদের ১৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য) শ্রীমদ্বিচারণোক্তিদ্বারা সমর্থিত হয়। তথায় “পুত্রসম্বন্ধে বিচার—‘ব্রহ্মানন্দ’ গ্রন্থে এইরূপ প্রবর্ণিত হইয়াছে” —তদনন্তর পঞ্চদশী ১২।৬৫-৬৭ ‘শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

অনুবাদ—যে ব্রহ্মানন্দ জানিলে—বিচারদ্বারা প্রাপ্ত হইলে—লোকে ইহলোক সম্বন্ধীয় ও পরলোক সম্বন্ধীয় অনর্থসমূহকে অর্থাৎ যাবতীয় ছঃখকে, সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া সুখী হইতে পারে, সেই ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক গ্রন্থ আমি রচনা করিতেছি।

টীকা—“নির্বিশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎকর্তৃমুনীশ্বরঃ। -যে মন্দান্তেহলুকম্প্যন্তে সবিশেষ-  
নিরূপণৈঃ॥”—নিরূপাধিক পরব্রহ্মকে যাহারা সাক্ষাৎ করিতে অর্থাৎ অপরোক্ষভাবে জানিতে অসমর্থ,  
সেইরূপ মন্দবুদ্ধি অধিকারিগণ, সোপাধিক ব্রহ্মের নিরূপণদ্বারা বিশেষভাবে অনুগৃহীত হন—এই  
মন্দের শাস্ত্রবচনানুসারে সবিশেষ ব্রহ্মস্বরূপ বিষয় প্রভৃতি দেবতার দ্বার্থ স্বরূপ—নির্বিশেষ ব্রহ্ম,  
ইহাই বুঝাইবার জন্য সমস্ত দেবতার মূলস্বরূপ নির্বিশেষ ব্রহ্মের উল্লেখ করিলেন; যেমন বৃক্ষের  
মূলস্পর্শদ্বারা সর্ববাক্ষস্পর্শ হয়, সেইরূপ। এইহেতু এবং [আনন্দঃ ব্রহ্ম—তৈত্তিরী উ, ৩।৬।১]—‘আনন্দ  
(অর্থাৎ মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর) হইতেছেন ব্রহ্ম’, ইত্যাদি শ্রুতিবচনদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হওয়ায়  
—এবং ‘ব্রহ্মানন্দ’—এই আনন্দরূপ ব্রহ্মের বাচকশব্দের উচ্চারণ হওয়ায় ব্রহ্মের স্বরূপ মূল্যচয়ণ  
সিদ্ধ হইল, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ যৎ হি মনসা ধ্যায়তি তৎ উ বাচা বদতি—কৌষীতকী উ,  
২।১৩ (?) ]—বাহ্য মনদ্বারা ধ্যান করা যায় তাহাই বাক্যদ্বারা কথিত হয়, ইহাই নিয়ম। আর সমস্ত বেদান্ত-  
শাস্ত্রে ব্রহ্মই প্রতিপাত্ত বস্তু বলিয়া, সেই বেদান্ত শাস্ত্রের প্রকরণস্বরূপ এই “ব্রহ্মানন্দ” নামক গ্রন্থের  
প্রতিপাদ্য বস্তুও সেই ব্রহ্ম। এইরূপে ‘ব্রহ্ম’ শব্দের উচ্চারণদ্বারা গ্রন্থের ‘বিষয়’ও সূচিত হইয়াছে।  
আর প্রথম শ্লোকের “ঐহিকামুশ্মিকার্থ” ইত্যাদি শেখারদ্বারা অনর্থের নিরূপ্তি ও পবমানন্দপাপ্তি  
এই দুইটিই গ্রন্থের ‘প্রয়োজন’, ইহা গ্রন্থকার গ্রন্থের আদিতেই ( অথবা নিজমুখে অর্থাৎ তদ্রূপ  
শব্দোচ্চারণদ্বারা ) বলিয়া দিলেন। “ব্রহ্মানন্দম্”—ব্রহ্মরূপ যে আনন্দ তাহাই ‘ব্রহ্মানন্দ’; ইহাই  
ব্রহ্মানন্দ পদের বাচ্যার্থ। আর ‘বাচ্য’ অর্থাৎ প্রতিপাদ্য ‘ব্রহ্ম’ ও তাহার বাচক বা প্রতিপাদক গ্রন্থ  
এই দুইটি অভেদারোপপূর্বক কথিত হওয়ায়, সেই বাচ্যার্থ ব্রহ্মানন্দ এবং ব্রহ্মানন্দের প্রতিপাদক এই  
গ্রন্থ উভয়ই ‘ব্রহ্মানন্দ’ নামে কথিত হইয়াছে, তাহাই “প্রবক্ষ্যামি”—আমি বলিব, “তস্মিন্ জ্ঞাতে”—  
সেই প্রতিপাত্ত ও প্রতিপাদক ‘ব্রহ্মানন্দ’কে জানিলে, জদয়ে ধারণা করিলে, লোকে “ঐহিকামুশ্মিক-  
নর্থব্রাতম্”—‘ঐহিক’ অর্থাৎ ইহলোকে বাহ্য হয়—দেহ পুত্রাদিতে ‘আমি’ ‘আমার’ অভিমান  
জনিত আধ্যাত্মিকাদি ত্রিতাপরূপ এবং ‘আমুশ্মিক’ অর্থাৎ পরলোকে বাহ্য হয়—স্বর্গচ্যুতিভয়  
পরজীকাতরতা প্রভৃতিরূপ ‘অনর্থব্রাতম্’—অনর্থের সমূহকে, “অশেষতঃ”—যাহাতে সম্পূর্ণরূপে  
পরিত্যক্ত হইতে পারে এইরূপে, “হিতা”—পরিত্যাগ করিয়া, “সুখায়তঃ”—সুখস্বরূপ ব্রহ্মই হয়।

ব্রহ্মজ্ঞান অনিষ্টনিরূপ্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তির কারণ, এই বিষয়ে অনেক শ্রুতিবচন ও স্মৃতিবচন  
প্রমাণস্বরূপ রহিয়াছে। ইহাই দেখাইবার জন্য দুইটি শ্রুতিবাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—  
[ ব্রহ্মবিৎ আপ্নোতি পরম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১ ]—ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন ; এবং সনৎ-  
কুমারের প্রতি নারদের উত্তর [ শ্রুতম্ হি এবম্ এব ভগবদ্বশেষতঃ তরতি শোকম্ আশ্রয়-  
ইতি সঃ অহম্ ভগবঃ শোচামি, তম্ মা ভগবান্ শোকস্য পারম্ তায়ত্তু—ছান্দোগ্য উ, ৭।৩।৩ ]  
—ভগবান্ আপনার দ্বায় লোকের মুখে শুনিয়াছি যে আশ্রয়ব্যস্তি, শোক—অর্থাৎ অনর্থভাবতা

বুদ্ধিরূপ মনস্তাপ অতিক্রম করিয়া থাকে। ভগবান্ সেই (শাস্ত্রজ্ঞানবান্ হইয়াও) আমি শোক অর্থাৎ অকৃতার্থতাবুদ্ধিরূপ মনস্তাপ ভোগ করিতেছি; অতএব আপনি আমাকে শোকরূপ সাগরের পরপারে পৌছাইয়া দিন—অর্থাৎ আত্মজ্ঞান প্রদান করিয়া কৃতার্থতা বুদ্ধি সম্পাদন করুন :—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞানধারা অনিষ্ট  
নিবৃত্তি ও ইষ্টপ্রাপ্তরূপ  
ফলেব, অধঃমুখে প্রতি-  
পাদক প্রতিবাকা।

ব্রহ্মবিৎ পরমাপ্নোতি শোকং তরতি চাত্তবিৎ ।

রসো ব্রহ্ম রসং লব্ধ্বানন্দীভবতি নান্যথা ॥ ২

অর্থঃ—ব্রহ্মবিৎ পরম্ আপ্নোতি, চ আত্মবিৎ শোকম্ তরতি, রসঃ, রসং ব্রহ্ম লব্ধ্বা আনন্দী-  
ভবতি, অন্যথা ন ।

অনুবাদ—‘ব্রহ্মবিৎ পরব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন’ এবং ‘আত্মবিৎ শোক উত্তীর্ণ হন’। ‘পরব্রহ্ম রসস্বরূপ’; রসস্বরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া পুরুষ আনন্দী বা সুখী হইয়া থাকেন। অন্তরূপে পরমানন্দ প্রাপ্ত হন না ।

টীকা—“ব্রহ্মবিৎ”—ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি ‘ব্রহ্মবিৎ’ “পরম্ আপ্নোতি”—উৎকৃষ্ট আনন্দরূপ ব্রহ্মকে পাইয়া থাকেন, “আত্মবিৎ”—‘ভূমা’ শব্দের বাচ্যার্থ, দেশকাল ও বস্তুদ্বারা পরিস্ফুটবহিত আত্মাকে, যিনি জানেন, সেই আত্মবিৎ, “শোকম্ তরতি”—যাহা আপনাব সহিত যুদ্ধ প্রাপ্ত পুরুষকে শোক করায়, সেই শোককে অর্থাৎ অজ্ঞানমূলক সংসারকে অতিক্রম করে। (শিলা) ভাল, উদাহরণস্বরূপ যে তৈত্তিরীয় ঋতিবচন উদ্ধৃত হইল, তাহাতে দেখা যাইতেছে যে ব্রহ্মজ্ঞান পরপ্রাপ্তির (পরমাত্মলাভের) হেতু, আনন্দপ্রাপ্তির হেতু নহে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়া যে ঋতিবচনে ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দ প্রাপ্তির হেতু বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে, এইরূপ তাৎপর্যের ঋতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন [রসঃ বৈ সঃ রসম্ হি এব অয়ম্ লব্ধ্বা আনন্দীভবতি—তৈত্তি উ, ২।৭।১]—সেই ব্রহ্মরস বা ব্রহ্মায়া মধুরাদি রসের জ্ঞায় সুখহেতু বলিয়া, ব্রহ্মানন্দই গোণীভুক্তি যোগে ‘রস’ পদদ্বারা সূচিত হয়; সেই রস বা আনন্দরূপ যে ব্রহ্ম, তাহাকে পাইয়া এই লোক (জনমগ্রহ) সুখী হইয়া থাকে—অপরিস্ক্রিয় নিরতিশয় সুখভোগ করিয়া থাকে। [সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম; তস্মাৎ বৈ এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সঙ্কতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১,২]—ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য, জ্ঞান, অনন্ত। সেই (ব্যবহিত ‘ব্রাহ্মণ’\* ভাগোক্ত) এবং তাহাই যে এই (সত্যং জ্ঞানং ইত্যাদি মন্ত্রদ্বারা উক্ত) আত্মা (যিনি পরমাত্মা) তাহা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইয়াছে। এই প্রসঙ্গের আদিতে ‘ব্রহ্ম’ ও ‘আত্মা’ শব্দদ্বারা যে আত্মা অভিহিত হইয়াছেন, তিনিই রস বা আনন্দরূপ সার, ইহাট অর্থ। “রসম্”—আনন্দরূপ ব্রহ্মকে, “লব্ধ্বা” পাইয়া অর্থাৎ ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ (অহং ব্রহ্মাস্মি) এইরূপ জ্ঞানধারা লাভ করিয়া, “আনন্দীভবতি”—অপরিস্ক্রিয় নিরতিশয় সুখবান্ হন। ব্যতিরেক দেখাইয়া সেই

\* বেদের যে অংশ কর্ণের উপযোগী-স্রাব্য ও দেবতার (ইন্দ্রাদির) বোধক অথবা ব্রহ্মের বোধক, সেই অংশকে মন্ত্রভাগ বা সংহিতা বলে। মন্ত্রভাগেপার্শ্ব প্রকাশক বেদভাগের নাম ব্রাহ্মণ ভাগ। উপনিষদ্যাং ও আবেশক ভাগ তাহারই অন্তর্গত।

অর্থকেই দৃঢ় করিতেছেন—“অন্তথা ন”—অন্তথা অর্থাৎ ব্রহ্ম ও আত্মার একতা জ্ঞানকে ছাড়িয়া  
অন্ত সাধনের অন্তষ্ঠানদ্বারা আনন্দবান্ বা স্ত্রী হইতে পারে না, ইহাই অর্থ। ২

‘ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারাই ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তি হইয়া থাকে—ইহাই যে সকল শ্রুতিবাক্যের  
তাৎপর্যরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, অধ্যয়মুখে সেইরূপ শ্রুতিবাক্য প্রদর্শন করিয়া, এক্ষণে  
বথাক্রমে অধ্যয় ও ব্যতিরেকদ্বারা অনর্থনিবৃত্তি প্রদর্শনার্থক দুইটি বাক্য, অর্থ ধরিয়া বথাক্রমে  
পাঠ করিতেছেন:—[ যদা হি এব এষ: এতস্মিন্ অদৃশ্তো অনাত্মো অনিরুক্তো অনিলয়নে অভয়ঃ  
প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ স: অভয়ঃ গত: ভবতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।৭ ]—যখন এই মুমুক্ সাধক,  
দৃশ্যবিহীন, শরীররহিত, অনির্বচনীয়, নিবাদের স্বরূপে স্থিতি লাভ করেন, তখন তিনি  
অভয় প্রাপ্ত হন; [ যদা হি এব এষ: এতস্মিন্ উৎ অরম্ অন্তরম্ কুরুতে, অথ তস্মা ভয়ম্ ভবতি—  
তৈত্তিরীয় উ, ২।৭ ]—যখন অনাত্মদর্শী লোকে এই ব্রহ্মাস্বরূপে সন্নমাত্রাও ভেদ করেন  
তখন তাঁহাব ভয় ভয়ে: তাহাই বলিতেছেন:—

(গ) অধ্যয়মুখে, ব্যতি- প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে স্মিন্ম যদা স্মাদথ সোহভয়ঃ।  
রেকমুখে অনর্থনিবৃত্তি- কুরুতেহস্মিন্তরং চেদথ তস্মা ভয়ং ভবেৎ ॥ ৩  
বোধক শ্রুতিবাক্য।

অধ্যয়—যদা স্মিন্ম প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ স: অভয়ঃ স্তাৎ। স্মিন্ম অন্তরম্ কুরুতে  
চেৎ, অথ তস্মা ভয়ম্ ভবেৎ।

অনুবাদ—যখন মুমুক্ সাধক সেই স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থিতি করেন, তখন  
তিনি অভয় প্রাপ্ত হন, আর যে ব্যক্তি তাঁহাতে অবস্থিত না হইয়া, তাঁহাকে  
ভিন্ন বলিয়া মনে করে, সে ভয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—“যদা হি এব” ইত্যাদি ( প্রথম ) তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থ এই—“যদা”—যে  
সময়ে, “হি”—শব্দের তাৎপর্য—“ইহা বিদ্বৎসমাজে সুবিদিত”, এইরূপ প্রসিদ্ধিদোতক অবাগ,  
এবং নিশ্চয়রূপ অর্থের বাচক এবং অস্ত্রের নিষেধক, “এব” শব্দ, এই অদ্বিতীয় আত্মজ্ঞানই অনর্থ-  
নিবৃত্তির উপায়, অন্ত উপায় নাই—এইরূপ নিয়ম করিবার জন্ত, “এষ:”—এই মুমুক্, “এতস্মিন্”—  
বিদ্বান্গণের অনুভবগম্য ইহাতে, “অদৃশ্তো”—ইন্দ্రిয়ের অগোচর, “অনাত্মো”—“অনাত্মীয়ো”  
নিজেরই স্বরূপ বলিবার বা ‘আমি’ বলিবার বা ‘আমার’ বলিবার অচুপযুক্ত, “অনিরুক্তো”—  
যাহাতে নিরুক্ত—নির্জন অর্থাৎ শব্দরহিত কখন চলে না এইরূপ, “অনিলয়নে”—যাহাতে কোনও  
কিছু নীলীন হয় তাহার নাম নিলয়ন, আধার; তাহাই বাহার নাই, এইরূপে স্বমহিমায় অবস্থিত  
( প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্ম ); “অভয়ম্” ( অভয়াম্ )—অদ্বিতীয়, এখানে ‘ভয়’ শব্দে ভয়ের হেতু ভেদকেই  
লক্ষ্য করা হইতেছে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ দ্বিতীয়াং বৈ ভয়ম্—বৃহদা উ, ১।৪।২ ]—  
দ্বিতীয় হইতেই ভয় উৎপন্ন হয়। এইহেতু যাহাতে ভয় বা ভেদ উৎপন্ন না হয়, এইরূপ প্রতিষ্ঠা-  
প্রতিষ্ঠা ‘আমি হইতেছি ব্রহ্ম’ এইরূপে প্রাকর্ষেরসহিত সংশয়বিপর্ধ্য রহিত হইয়া যে অবস্থিতি,  
তাহা “বিন্দতে”—গুরুপদনপূর্বক শ্রবণাদিদ্বারা লাভ করে; “অথ”—সেই কালেই, “স:”—

যিনি এইরূপ জ্ঞানলাভ করিয়াছেন তিনি, “ভয়ম্ গতঃ”—ভয়রহিত অর্থাৎ মোক্ষরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।২ ]—যিনি ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হইয়া বান; “বদা”—যে সময়ে, “এষঃ”—পুরুষোক্ত মুমুক্শু, “এতন্মিন্”—অদৃশ্যাদিগুণযুক্ত প্রত্যগভিন্ন ব্রহ্মে,—“অরম্ উৎ”—অন্নমাত্রও ( ‘উৎ’ এই অব্যয়ের অর্থ ‘ও’ ), “অন্তরম্”—উপাস্ত-উপাসকাদিরূপ ভেদ “কুরুতে”—করেন অর্থাৎ দেখেন, কেননা, ধাতুসমূহের ও অব্যয়সমূহের বিবিধ প্রকার অর্থ হয়, “অথ”—তখনই, “তত্ত্বা”—সেই ভেদদর্শী পুরুষের, “ভয়ম্ ভবতি”—সংসার প্রযুক্ত হুঃখ হয়। ৩

‘ভেদদর্শিগণের ভয় হয়’ এই কথাটিকে দৃঢ় করিবার নিমিত্ত, যাহাদের ব্রহ্ম ও আত্মার একতাজ্ঞান নাই, সেই বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণের ভয়, যে শ্রুতিবচনে প্রদর্শিত হইয়াছে, [ ত্রীষা অস্মাং বাতঃ পবতে—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১ ]—এই পরমাত্মার ভয়েই বায়ু প্রবাহিত হন : সেই মন্ত্রটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঘ) ভেদবশীব ভয়ের সমর্থক, বায়ুদির ভয়-প্রতিপাদক মন্ত্র।

বায়ুঃ সূর্য্যো বহ্নিরিন্দ্রো মৃত্যুর্জন্মান্তরেহন্তরম্ ।  
কৃদ্ধা ধর্ম্মং বিজানন্তোহপ্যস্মাদ্ভীত্যা চরন্তি হি ॥ ৪

অর্থ—বায়ুঃ সূর্য্যঃ বহ্নিঃ ইন্দ্রঃ মৃত্যুঃ জন্মান্তরে ধর্ম্মং বিজানন্তঃ অপি অন্তরম কৃদ্ধা অস্মাং ভীত্যা চরন্তি হি ।

অনুবাদ—বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি, ইন্দ্র ও যম ইহারা জন্মান্তরে ( ইষ্টাপূর্ত্তাদি ) ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়াও ইহাকে ভিন্ন ভাবিয়া ইহার ভয়ে স্ব স্ব কার্যা করিতেছেন—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ।

টীকা—বায়ু হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত এই পাঁচটি দেবতা—যাহারা জগতের নিয়ামক বলিয়া প্রসিদ্ধ, তাহারা “জন্মান্তরে”—অতীত জন্মে, “ধর্ম্মং বিজানন্তঃ অপি”—ইষ্টাপূর্ত্ত অর্থাৎ যজ্ঞবাগাদি, ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা, প্রায়শ্চিত্ত, বেদপাঠ, কপথনন, প্রভৃতিরূপ ধর্ম্মের জ্ঞানপূর্ব্বক অনুষ্ঠান করিয়াও, “অন্তরম্ কৃদ্ধা”—প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ দেখিয়া “অস্মাং ভীত্যা”—এই ব্রহ্মের ভয়ে, এই বায়ু প্রভৃতিরূপ জন্মে “চরন্তি”—নিজ নিজ ব্যাপাবে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। [ ‘হি’—শব্দদ্বারা গ্রন্থকার দেখাইতেছেন যে এই কথাটি কাঠোপনিষদে নচিকেতার প্রতি যমের উক্তিরূপে [ ভয়াং অস্ত্রাগ্নিঃ তপতি ভয়াং তপতি সূর্য্যঃ । ভয়াং ইন্দ্রঃ চ বায়ুঃ চ মৃত্যুঃ ধাবতি পঞ্চমঃ ॥—কঠ উ, ৬।৩ ]—এই ব্রহ্মের ভয়ে অগ্নি তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে সূর্য্য তাপ দিতেছেন, ইহার ভয়ে ইন্দ্র, বায়ু ও যম ( যিনি এই গণনায় ) পঞ্চম ( হইলেন ), ধাবমান হইতেছেন—প্রসিদ্ধই রহিয়াছে । ৪

ভাল, [ তরতি শোকম্ আত্মবিং—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩ ]—আত্মবিং শোক উত্তীর্ণ হন, ইত্যাদি প্রকার যে সকল শ্রুতিবচন উল্লিখিত হইল, তাহাতে ব্রহ্মানন্দের জ্ঞান যে অনর্থ নিরস্তির হেতু, তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হইতেছে না; এইরূপ আশঙ্কা করিয়া সেইরূপ অর্থাৎ স্পষ্টতরভাবে অনর্থ-নিবৃত্তি-প্রতিপাদক, শ্রুতিবাক্য উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছেন :—

(৬) ব্রহ্মজ্ঞান যে, অনর্থ  
নিবৃত্তির হেতু - ইহার  
স্পষ্টতঃ প্রতিপাদক  
শ্রুতিবচন।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন।  
এতমেব তপেন্নৈষা চিন্তা কৰ্ম্মায়াসম্ভূতা ॥ ৫

অর্থ—ব্রহ্মণঃ আনন্দম্ বিদ্বান্ কুতশ্চন ন বিভেতি কৰ্ম্মায়াসম্ভূতা এষা চিন্তা এতম্  
ন তপেৎ।

অনুবাদ—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে লোকে কোন কিছু হইতে ভয় পায়  
না। পাপপুণ্য কৰ্ম্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তত্ত্বোপন্ন সাংসারিক চিন্তা,  
এই জ্ঞানীকে সম্ভাপিত করিতে পারে না।

টীকা—“ব্রহ্মণঃ আনন্দম্”—‘ব্রহ্মের মস্তক’ এই বাক্যে যেমন রাহু ও মস্তকের ভেদকথন  
উপচারমাত্র (বস্তুতঃ নহে), ‘ব্রহ্মের আনন্দ’—এস্থলেও সেইরূপ, ইহাই অর্থ। ব্রহ্মের  
স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহাকে “বিদ্বান্”—যিনি অপরোক্ষভাবে জানিয়াছেন সেই পুরুষ,  
“কুতশ্চন”—কোন কিছু হইতে অর্থাৎ ইহলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ ব্যাঘ্রাদি হইতে এবং  
পরলোক সম্বন্ধীয় ভয়ের কারণ পাপাদি হইতে “ন বিভেতি”—ভয় পান না। (শঙ্ক।)  
ভাল, তত্ত্ববিদের পাপাদি হইতে ভয় নাই, একথা কোথা হইতে জানিলেন? এইরূপ  
আশঙ্কা করিয়া সেই অর্থের প্রতিপাদক শ্রুতিবচন—[এতম্ হ বাব ন তপতি কিম্ অহম্ সাধু  
ন অকরবম্ কিম্ অহম্ পাপম অকরবম্—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—আমি সাধু অর্থাৎ পুণ্য কৰ্ম্ম  
কেন করি নাই, আমি কেন পাপ কৰ্ম্ম করিলাম, এই চিন্তা এই জ্ঞানীকে সম্ভাপিত করিতে  
পারে না—এই অর্থ লইয়া পাঠ করিতেছেন—“কৰ্ম্মায়াসম্ভূতা”—পুণ্যপাপরূপ কৰ্ম্মই অগ্নি,  
কেননা, (যথাক্রমে) না করিলে ও করিলে, পুণ্য ও পাপ অগ্নির দ্বারা সম্ভাপের হেতু হয়।  
সেই কৰ্ম্মরূপ অগ্নিদ্বারা সম্পাদিত এই—আমি কেন পুণ্য করি নাই, কি হেতু পাপ করিয়াছি  
এইরূপ—চিন্তা, “এতম্”—এই তত্ত্ববেত্তাকে সম্ভাপিত করিতে পারে না, অন্তর্কে অর্থাৎ যিনি  
অবিদ্বান্ তাঁহাকে নহে—তিনি কিন্তু সেই চিন্তাদ্বারা সৰ্বদাই সম্ভাপিত হইতে থাকেন,  
ইহাই অর্থ। ৫

পাপ পুণ্য জ্ঞানীকে সম্ভাপিত করিতে পারে না, এই বিষয়ে হেতু প্রদর্শনপর এই দুইটি  
শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন—[সঃ যঃ এবম্ বিদ্বান্ এতে আত্মানম্ স্পৃগুতে—তৈত্তিরীয়  
উঃ ২।১।১]—যে কোনও ব্যক্তি এইরূপ জানিয়া (আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মকে জানিয়া) পুণ্যপাপ  
পরিভ্যাগপূর্বক (পুণ্যপাপাত্মহীন সম্ভাপহেতু জানিয়া তত্ত্বের পরিভ্যাগ করিয়া) আত্মাকে  
প্রিয় করেন, (বলবান্ করেন বা পরমাত্মাভাবে দর্শন করেন) :—[উভে হি এব এষঃ এতে  
আত্মানম্ স্পৃগুতে—তৈত্তিরীয় উ ২।১।১]—যে জ্ঞানী এই পুণ্যপাপ উভয়কেই সংপ্রকাশ্য  
অদ্বিতীয়রূপেই দেখেন (লোকদৃষ্টিতে অদ্বিগ্ধ হইলেও তত্ত্বত্বকে দেখিয়া দ্বিগ্ধ হন, জীত  
হন না) :—

(৫) পাপপুণ্যহেতু ব্রহ্ম-  
জ্ঞানীর সন্তাপাতাব-  
প্রদর্শিকা শ্রুতি।

এবং বিদ্বান্ কৰ্ম্মণী দে হিত্বাত্মানং স্মরেৎ সদা।

কৃতে চ কৰ্ম্মণী স্মারূপেণৈবৈষ পশ্যতি ॥ ৬

অর্থ—এবম্ বিদ্বান্ দে কৰ্ম্মণী হিত্বা আত্মানম্ সদা স্মরেৎ, এষঃ কৃতে কৰ্ম্মণী স্মারূ-  
পেণ এব পশ্যতি।

অনুবাদ—এইরূপ বিদ্বান্ তত্ত্বজ্ঞান প্রভাবে পুণ্যপাপ পরিত্যাগ করিয়া  
সর্বদা আত্ম চিন্তা করেন; আর যদি তিনি পুণ্যপাপ কৰ্ম্ম করেন তবে তত্ক্ষণিক  
আত্মস্বরূপ করিয়া জ্ঞান করেন।

টীকা—“এবম্ বিদ্বান্”—সেই যে কোন পুরুষ উক্ত প্রকারে জানেন অর্থাৎ সেই যে এই  
পৰমায়া পুরুষ বা ব্যাপ্তিসত্ত্বাতে আছেন, আর যিনি এই স্বধামণ্ডলে আছেন, তত্ক্ষণ একই  
( তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১, ৩।১০।৪ ) এই শ্রুতাক্ত প্রকারে জানিয়া প্রবৃত্ত হন, তিনি “দে কৰ্ম্মণী হিত্বা”  
—এই দুইটিকে অর্থাৎ পুণ্যপাপকে পরিত্যাগ করিয়া, ( হিত্বা—পরিত্যাগ করিয়া এই শব্দটির  
এখানে অধ্যাহার করিতে হইবে ), “আত্মানম্ সদা স্মরেৎ” ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন প্রভাগাত্মাকে  
( স্পৃগতে—প্ৰীত করে ) সর্বদা স্মরণ করেন, ইহাই অর্থ। যেহেতু পুণ্যপাপ মিথ্যা এইরূপ  
অনুসন্ধান করিয়া অর্থাৎ অবগত হইয়া ত্যাগ করিয়াছেন এইহেতু জ্ঞানীব পুণ্যপাপ বিষয়ে  
চিন্তাই নাই; সেই চিন্তাকৃত সন্তাপ কি প্রকারে হইতে পারে? ইহাই অতিপ্রায়, “চ”—আর  
“এষঃ”—এই বিদ্বান্, “কৃতে কৰ্ম্মণী”—দেহেন্দ্রিয়াদির প্রবৃত্তির দ্বারা জনিত পুণ্যপাপ কৰ্ম্মকে,  
“স্মারূপেণ এব পশ্যতি”—আপনার আত্মরূপ করিয়াই দেখেন অর্থাৎ [ ইদম্ সৰ্বম্ যদ অয়ম্  
আত্মা—বৃহদা উ. ২।৪।৪, ৫, ৭ ]—যে এই জগৎ, তৎসমস্তই এই আত্মা—এই শ্রুতাক্ত প্রকারে  
জানেন—এইহেতু আত্মা হইতে অভিন্ন বলিয়া পুণ্যপাপ তাপের হেতু হয় না, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৬

( শঙ্কা ) ভাল, “নাভুক্তং ক্ষয়তে কস্য কল্পকোটিশতৈবপি” ( মহাভারত )—যে কক্ষের  
ভোগ হইয়া যায় নাই, তাহা শতকোটি কল্পেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ শাস্ত্রবচন থাকায়,  
অনাদি সংসারে বহুজন্মকৃত ও অপসিক্ত অসংখ্য পুণ্যপাপ রহিয়াছে, বাহাদিগকে আত্মরূপে  
অনুসন্ধান বা গ্রহণ করিতে পারা যায় না। সেই সকল কস্য থাকিতে, জ্ঞানীর সেই সেই পুণ্য-  
পাপকৰ্ম্মবিষয়িণী চিন্তা কেন না হইবে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, ( তাহাদের  
শলকারণ ) অজ্ঞানরূপ উপাদানের সহিত সেই সেই কস্য তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া  
তাহারা চিন্তা উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না—এই কথাটি বুঝাইবার জগ, মুণ্ডক প্রভৃতি  
শ্রুতিস্থিত যে সকল বচন হৃদয়গ্রন্থি প্রভৃতির নিরন্তর কথা বলিতেছে, সেই সকল বচন  
পাঠ করিতেছেন:—

(৬) তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা হৃদয়-  
গ্রন্থি প্রভৃতির নিবৃত্তি  
পতিপাদক শ্রুতিবচন।

ভিত্তিতে হৃদয়গ্রন্থিচ্ছিন্নন্তে সর্বসংশয়াঃ।

ক্ষয়ন্তে চাস্য কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥ ৭



অশ্ব—পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে অস্য হৃদয়গ্রন্থিঃ ভিত্ততে, সৰ্বসংশয়াঃ ছিত্তস্তে, কস্মাণি চ ক্ষীয়ন্তে।

অমুবাদ—হিরণ্যগর্ভাদি পদও যাহা হইতে অপকৃষ্ট সেই সর্বোৎকৃষ্ট পরমাত্মতত্ত্ব জানিলে, অন্তঃকরণের গ্রন্থিসকল বিনষ্ট হয়, সকল সংশয় বিচ্ছিন্ন হয়, সদসং কর্মসকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।

টীকা—“পরাবরে তস্মিন্ দৃষ্টে”—পর অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভাদি পদ, অবর নিকৃষ্ট বাহা হইতে, সেই পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ হইলে, “অন্ত হৃদয়গ্রন্থিঃ”—এই কৃতসাক্ষাৎকার জ্ঞানীর হৃদয়েব গ্রন্থি—বৃদ্ধির চিদাত্মার সহিত গ্রন্থির ত্রায় দৃঢ়সম্বন্ধরূপতাভেদে অতোত্তাধাস্য ( ৬ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) “ভিত্ততে”—বিনীর্ণ হয় অর্থাৎ বিনষ্ট হয়; “সৰ্বসংশয়াঃ”—সকল সংশয় অর্থাৎ আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন কি না? ভিন্ন হইলেও কর্তৃত্বাদি ধর্মাবিশিষ্ট কি না? অকর্তা হইলেও আত্মা ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি না? ভিন্ন হইলেও, সেই ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন আমার জ্ঞান, কস্মাদিব সহিত মুক্তির সাধন? অথবা কেবল ভাবে অর্থাৎ কস্মাদিরহিত হইয়া সাধন? এইরূপ সংশয় সকল, “ছিত্তস্তে”—ছিদ্র হয়, কেননা দেখা যায়, যে বস্তুর প্রকৃত স্বরূপের সাক্ষাৎকার হয়, তাহা সংশয় ও বিপর্যয়ের বিষয় হয় না; ইহাই তাৎপর্য্য। “একস্মিন্ ধর্ম্মিণি বিরুদ্ধানাকোটিকং জ্ঞানম্ সংশয়ঃ” ( তর্কসংগ্রহঃ )—একধর্ম্মীতে বিরুদ্ধ নানা ধর্ম্মের জ্ঞানকে সংশয় বলে। সংশয়ের স্বরূপ ও নিবৃত্তির উপায়—‘বৃত্তিরত্নাবলি’ গ্রন্থে অষ্টম রত্নে এইরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে—যে ভ্রম নিশ্চয়রূপ, তাহা মহান্ অনর্থ। সংশয়ই সেই অনর্থের হেতু। এইহেতু সংশয় নিবৃত্তি জিজ্ঞাসুর একান্ত কর্তব্য। সংশয় দুই প্রকারের, যথা ‘প্রমাণ সংশয়’ এবং ‘প্রেম্যেয় সংশয়’। প্রমাণ বিষয়ক সন্দেহকে ‘প্রমাণ সংশয়’ বলে। তাহাকে ‘প্রমাণগত অসম্ভাবনাও’ বলে। বেদাস্তবাক্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মবিষয়ে প্রমাণ কি না? ইহাই ‘প্রমাণ সংশয়’। শারীরিক সূত্রের প্রথম পাদেব অধ্যয়ন অথবা শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। প্রমাণ সংশয় দুই প্রকার—যথা আত্মসংশয় ও অনাত্মসংশয়। অনাত্মসংশয় অসংখ্য প্রকারের হইতে পারে। তাহার বিচার এস্থলে অপ্রাসঙ্গিক। আত্মবিষয়ক সংশয় তিন প্রকারের হইয়া থাকে। (১) তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, “আত্মা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন অথবা ভিন্ন? যদি অভিন্ন হন, তবে সর্বদাই অভিন্ন অথবা কেবল মোক্ষকালেই অভিন্ন? অথবা কোন কালেই অভিন্ন নহেন? যদি সর্বদাই অভিন্ন হন, তবে আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ অথবা আনন্দাদি রহিত? যদি আনন্দাদি ঐশ্বর্য্যবান্ হ’ন, তাহা হইলে আনন্দাদি কি তাঁহার গুণ? অথবা ব্রহ্মাত্মার স্বরূপ?” ইত্যাদি বিবিধ প্রকারের সংশয়, তৎ-পদার্থ হইতে অভিন্ন ত্বম্-পদার্থ বিষয়ে হইয়া থাকে। (২) কেবল ত্বম্-পদার্থ বিষয়ক সংশয়—যথা, “আত্মা দেহাদি হইতে ভিন্ন অথবা নহেন? যদি ভিন্ন হন তবে অণুপরিমাণ মধ্যম পরিমাণ অথবা বিভূপরিমাণ? যদি তাঁহাকে বিভূপরিমাণ বলা যায় তবে তিনি কর্তা অথবা অকর্তা? যদি তাঁহাকে অকর্তা বলা যায়, তাহা হইলে পরম্পর ভিন্ন অনেক অথবা এক?” এই প্রকারে অথবা পূর্বপ্রদর্শিত প্রকারান্তরে হইয়া থাকে। (৩) কেবল তৎ-পদার্থ বিষয়ক সংশয়, যথা, “ঈশ্বর বৈকুণ্ঠাদি লোক বিশেষ নিবাসী পরিচ্ছিন্ন হস্তপাদাদি অবয়বসহিত শরীরী অথবা শরীররহিত বিভূ? যদি তাঁহাকে শরীররহিত

বিভূ বলা যায় তাহা হইলে তিনি পরমাণু প্রভৃতির অপেক্ষা রাখিয়া অর্থাৎ তৎসাহায্যে জগৎ কৰ্ত্তা? অথবা তন্নিরপেক্ষ হইয়া জগৎকৰ্ত্তা? যদি পরমাণুদি নিরপেক্ষ কৰ্ত্তা হন তাহা হইলে কেবল কৰ্ত্তা অথবা অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কৰ্ত্তা? যদি তাঁহাকে অভিন্ন নিমিত্তোপাদানরূপ কৰ্ত্তা বলা যায়, তাহা হইলে তিনি প্রাণিকস্বনিরপেক্ষ কৰ্ত্তা হইয়া পক্ষপাতিতা নির্দয়তাদি দোষবৃত্ত? অথবা প্রাণিকস্বসাপেক্ষ কৰ্ত্তা হইয়া পক্ষপাতিতাদি দোষবহিত? ইত্যাদি অনেক প্রকার ‘তৎ’-পদার্থবিষয়ক সংশয় হইয়া থাকে। এইরূপ সকল প্রকার সংশয় ‘প্রেময়গত’ সংশয়। ইহার নিবৃত্তি মনন দ্বারাই সম্পাদিত হয়। শারীরক সূত্রের দ্বিতীয় পাদের অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারা সেই মনন সিদ্ধ হয়। জ্ঞানসাধনবিষয়ক সংশয় ও মোক্ষসাধনবিষয়ক সংশয় প্রেমের বিষয় বলিয়া প্রেমের। এই প্রেমের সংশয়ের নিবৃত্তি শারীরক সূত্রের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারাই সম্পাদিত হয়। মোক্ষের স্বরূপবিষয়ক সংশয়ও প্রেমের সংশয়। শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের অধ্যয়ন ও শ্রবণদ্বারা তাহার নিবৃত্তি হয়। যতপি শারীরকসূত্রের চতুর্থপাদের প্রথমে সাধন বিচার করা হইয়াছে এবং পরে মোক্ষরূপ ফলবিচার করা হইয়াছে, তথাপি চতুর্থপাদে যে অংশে সাধন বিচার করা হইয়াছে, সেই অংশের সহিত তৃতীয় পাদের অধ্যয়ন শ্রবণদ্বারা সংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। চতুর্থ পাদের অবশিষ্টাংশদ্বারা ফলসংশয় নিবৃত্তি হইয়া থাকে। কিন্তু স্বরূপের সাক্ষাৎকার হইলে সর্বসংশয় সমূলে বিনষ্ট হয়। “কৰ্ম্মণি”—সঙ্কিত পুণ্য-অপুণ্যরূপ কৰ্ম্ম, “ক্ষীয়ন্তে”—ক্ষয় প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ আপনার উপাদান অজ্ঞানকে বিনষ্ট করিয়া বিনাশ প্রাপ্ত হয়। কৰ্ম্ম—সঙ্কিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ বা আগামী—এই তিন প্রকারের হইয়া থাকে। সঙ্কিত কৰ্ম্ম জ্ঞানান্বেষণ দ্বারা দহ্য হয়; জ্ঞানীর (জ্ঞানিশরীরের) প্রারব্ধকৰ্ম্ম ভোগদ্বারাই বিনষ্ট হয়, আর ‘আমি অসঙ্গ অকৰ্ত্তা অভোক্তা’ এইরূপ নিশ্চয়ের বলে, ক্রিয়মাণকৰ্ম্ম (কৰ্ম্মফল) সম্পর্শও লাভ করিতে পারে না কিন্তু সেই কৰ্ম্মের ফল ভক্ত ও বিদ্বেষ্টাই ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ ব্যবস্থা কৌশলিকী উপনিষদে দৃষ্ট হয়। ৭

ভাল, এস্থলে আশঙ্কা এই—শ্রুতি বলিতেছেন—[কুর্কন এব ইহ কৰ্ম্মণি জিজীবিষেৎ শতম যমঃ। এবম্ অয়ি ন অমৃত্যু ইতঃ অস্তি ন কৰ্ম্ম লিপ্যতে নরে ॥ ঈশাবাস্ত্র উ, ২]—তুমি যখন কেবলই নরত্বাভিমাত্র—আত্মজ্ঞানবাহিত, তখন তোমার পক্ষে উক্ত প্রকার কৰ্ম্মান্বেষণ সহকায়ে জীবন ধারণ ভিন্ন, আর কোনও উপায় নাই যাহার দ্বারা তুমি অন্তত কৰ্ম্মের লেপ অর্থাৎ আক্রমণ হইতে আপনাকে রক্ষা করিতে পার; [বিজ্ঞানম্ চ বিজ্ঞানম্ চ যঃ তৎ বেদ উভয়ম্ সহ, অবিজ্ঞানম্ যদ্যম্ তীৰ্ণ। বিজ্ঞানম্ অমৃতম্ অশ্রুতে—ঈশাবাস্ত্র উ, ১১]—বিজ্ঞান অর্থাৎ দেবতাজ্ঞানরূপ উপাসনা এবং অবিজ্ঞান অর্থাৎ কৰ্ম্ম, এই দুইটিকে যে ব্যক্তি এক সঙ্গে এক পুরুষাত্মক বসিয়া জানেন, সেই সমুদয়বান্ধীর এক একটি পুরুষার্থের সহিত সমস্ত ক্রমাভ্যুসারে হইয়া থাকে অর্থাৎ অগ্নিহোতাদি কৰ্ম্মরূপ অবিজ্ঞানদ্বারা, স্বাভাবিক কৰ্ম্মরূপ ও স্বাভাবিক জ্ঞানরূপ মৃত্যুকে উল্লঙ্ঘন করিয়া, দেবতা-জ্ঞানরূপ বিজ্ঞানদ্বারা, দেবতাস্বভাবরূপ অমৃতত্বলাভ করে—ইত্যাদি শ্রুতিবচন হইতে এবং “কৰ্ম্মণা এব সংসিদ্ধিমাংসিতাঃ জনকাদয়ঃ।” (গীতা ৩২০) জনক, অশ্বপতি, অজাতশত্রু প্রভৃতি কৰ্ম্মদ্বারাই সংসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, এবং “যথা অন্নম্ মধুসংযুক্তম্ মধু চায়েন সংযুতম্।

এবং তপশ্চ বিত্তা চ সংযুক্তং ভেষজম্ মহৎ ॥ যেমন মধুসংযুক্ত অন্ন এবং অন্নসংযুক্ত মধু ঔষধ হয়, এইরূপ তপস্তা ও বিত্তা মিলিত হইয়া ভবরোগ নিবারক ঔষধ হয়,—এই স্মৃতিবচন হইতে জানা যায় যে কেবল কর্ম অথবা জ্ঞানসহিত মিলিত কর্ম মুক্তির হেতু হয়,—এইরূপ আশঙ্কা করিয়া, উদ্ধৃত স্মৃতিবাক্যে ‘তপঃ’ শব্দ পাপনিবৃত্তিরূপ অর্থের বোধক বলিয়া এবং ‘আস্থিত’ পদে ‘আণ্ড্’ এই উপসর্গেরও পাপনিবৃত্তি বোধক তাৎপর্য হওয়ায় এবং সংসিদ্ধি শব্দদ্বারা, জ্ঞানব সাধনরূপ চিত্তশুদ্ধি কথিত হওয়ায়, এবং ‘বিত্তা’ শব্দদ্বারা উপাসনাই অভিপ্রেত হওয়ায়, কর্ম মুক্তি-সাধন হইতে পারে না—এই অভিপ্রায়ে জ্ঞান ভিন্ন অন্য সাধনের নিষেধবোধক স্মৃতিবচন [ তম এব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি, ন অন্তঃ পস্থাঃ বিত্ততে অয়নায় ॥ শ্বেতাশ্বতর উ, ৩৮, ৩১৫ ]—সেই পরমাত্মাকে জানিয়াই মৃত্যু অতিক্রম করা যায়, মুক্তিলাভের অন্য পথ নাই;—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(জ) ‘জ্ঞান বিনা যেকের সাধনাস্থল নাই’ এই অর্থের শ্বেতাশ্বতর স্মৃতিবচন । **তমেব বিদ্বানত্যোতি মৃত্যুং পস্থা ন চেতরঃ ।**  
**জ্ঞাত্বা দেবং পাশহানিঃ ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈর্ন জন্মভাক্ ॥৮**

অম্বয়—তম্ বিদ্বান্ এব মৃত্যুম্ অত্যোতি, ইতরঃ চ পস্থাঃ ন । দেবম্ জ্ঞাত্বা পাশহানিঃ ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মভাক্ ন ।

অম্ববাদ—তাঁহাকে ( পরমাত্মাকে ) যে জানে, সেই মৃত্যু ( সংসার ) অতিক্রম করে, মুক্তির অন্য পথ নাই । সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলেই, পুত্র ক্ষেত্রাদিরূপ বা অহংমমতাদিরূপ বা কামক্রোধাদিরূপ পাশ বিনষ্ট হয় এবং রাগাদি বা অবিজ্ঞানাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণ হইলে সাধককে আর জন্ম গ্রহণ করিতে হয় না ।

টীকা—“তম্ বিদ্বান্”—সেই ( পূর্ববর্ণিত ) পরমাত্মাকে যে জানিতে পারে, সেই মৃত্যুকে অর্থাৎ মৃত্যুরূপ সংসারকে অতিক্রম করিয়া থাকে ; “ইতরঃ”—অন্য অর্থাৎ বিত্তা কর্ম সমুচ্চরূপ অথবা কেবল কর্মরূপ, “পস্থাঃ”—মার্গ বা মোক্ষোপায়, “ন চ”—নাই । ( শঙ্কা ) উদ্ধৃত স্মৃতিবচন সমূহে অম্বয় ও ব্যতিরেকদ্বারা ইহলোক সম্বন্ধীয় অনর্থের নিবৃত্তিই মুখ্যভাবে কথিত হইয়াছে দেখা যাইতেছে কিন্তু পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্টের নিবৃত্তি সেইরূপ প্রতীত হয় না,—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া পরলোক সম্বন্ধীয় অনিষ্ট, ভাবিজন্মপূর্বক অর্থাৎ তদন্ততঃই হইয়া থাকে বলিয়া কারণসহিত সেই ভাবিজন্মের অভাবপ্রতিপাদক [ জ্ঞাত্বা দেবম্ সর্ব পাশাপহানিঃ ক্ষীগৈঃ ক্লেশৈঃ জন্মমৃত্যুপ্রহাণিঃ—শ্বেতাশ্বতর উ, ১১১ ]—সেই স্বপ্রকাশ পরমাত্মাকে জানিলে সকল পাশের বিনাশ হয় এবং অবিজ্ঞানাদি ক্লেশ সকল ক্ষীণতা

\* অচ্যুতরায়—এইস্থলে বাসিতবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন—উভাভ্যামেব পক্ষাভ্যাং বধা থে পক্ষিণাং গতিঃ । ভীষে জ্ঞানকর্মাভ্যাং প্রোপ্যন্তে শাশ্বতী গতিঃ ॥ ( অথবা—জায়তে পরমং পদম্ ॥ )—বাসিষ্ঠ রামায়ণ, বৈরাগ্য একরূপ ১৭—যেমন পক্ষী উত্তর পক্ষের সকলানদ্বারা অভিসমত দেশে গমন করিতে সমর্থ হয়, ঠিক সেইরূপে জ্ঞান ও কর্মদ্বারা কেবলো অবিচলা স্থিতি লাভ হয় ।

প্রাপ্ত হইলে জন্ম-মৃত্যুর একান্ত তিরোভাব ঘটে—এই শ্রুতিবচনটি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। “দেবম্”—স্বপ্রকাশ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন পরমাত্মদেবকে, “জ্ঞাত্বা”—অপরোক্ষভাবে অনুভব করিয়া অবস্থিত পুরুষের, “পাশহানিঃ”—শামক্ৰোধাদিরূপ সকল বন্ধনব বিনাশ হয়, আর “ক্ষাণৈঃ ক্লেশৈঃ”—পাশশব্দদ্বারা অভিহিত রাগাদি ক্লেশ ক্ষীণতা প্রাপ্ত হওয়ায় তদ্বারা ভাবিজন্মহেতু কন্মের আরম্ভ হইতে পারে না বলিয়া, লোকে সেই ভাবিজন্ম প্রাপ্ত হয় না; ইহাই অর্থ। এস্থলে গুচতত্ত্ব এই—সুখদুঃখের কারণ হইল শরীর; সেই শরীরের কাবণ হইল ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ অদৃষ্ট; সেই অদৃষ্টের কারণ হইল শুভাশুভক্রিয়াসকল কন্ম; কন্মের কারণ হইল রাগদ্বेष; রাগদ্বেষের কারণ হইল অনুকূলতাজ্ঞান-প্রতিকূলতাজ্ঞান; তদুভয়ের কারণ হইল ভেদজ্ঞান; ভেদজ্ঞানের কারণ হইল প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মবিষয়ক অজ্ঞান—নৈকস্ম সিদ্ধিগ্রহে এবং অধ্যাত্মরামায়ণের উত্তরকাণ্ডে পঞ্চমসর্গে রামগীতায় এই ভবচক্রের বর্ণনা আছে\*। প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা ভেদজ্ঞানের এবং অনুকূলতা-প্রতিকূলতাজ্ঞানের নিবৃত্তি হইলে, রাগদ্বেষের নিবৃত্তি হয়; তখন ক্রিয়াসকল উদাসীন (রাগদ্বেষবর্জিত) হইতে থাকিলে, ভাবিজন্মের হেতু রাগদ্বেষপূর্বক কন্ম অসম্ভব হইয়া পড়ে; সেইহেতু তত্ত্বজ্ঞের ভাবিজন্মের নিবৃত্তি হয়। ৮

‘ভাল, শোকাতিক্রমণাদিরূপ তত্ত্বজ্ঞানকল কেবল শ্রুতিমুখে শুনাই যায়; তাহা ত’ অনুভূত হয় না, কেন না, জ্ঞানিগণেরও ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্টনিবৃত্তির জন্ত প্রবৃত্তি দেখা যায়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃঢ়াপরোক্ষজ্ঞানিগণের সেই প্রকার প্রবৃত্তি থাকে না—এই তত্ত্ব-প্রতিপাদক [ অধ্যাত্মযোগাঙ্গিগণেন দেবম্ মত্বা ধীরো হর্ষশোকৌ জহাতি—কঠ উ, ২।১২ ]—ধীর বা ধৈর্য্যবান ব্যক্তি, বিষয়সমূহ হইতে প্রতিসংকৃত বুদ্ধিকে আত্মায় স্থিরীকরণরূপ অধ্যাত্মযোগ লাভ করিয়া, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মরূপ দেবতাকে প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন নিশ্চয় করিয়া হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন—এই শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(৯) দৃঢ়াপরোক্ষ জ্ঞানি-  
গণের ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট-  
পরিহার প্রতিপাদক কঠ-  
শ্রুতি বচন।

দেবং মত্বা হর্ষশোকৌ জহাত্যত্রৈব ধৈর্য্যবান্।

নৈনং কৃতাকুতে পুণ্যপাপে তাপয়তঃ ক্বচিৎ ॥ ৯

অম্বয়—ধৈর্য্যবান্ দেবম্ মত্বা অত্র এব হর্ষশোকৌ জহাতি এনম্ কৃতাকুতে পুণ্যপাপে কাচং তাপয়তঃ ন।

অনুবাদ—ধৈর্য্যবান্ পুরুষ পরমাত্মতত্ত্বকে অবগত হইয়া ইহলোকেই হর্ষশোক পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হন। কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ এই জ্ঞানীকে কখনও তাপ দিতে সমর্থ হয় না।

টীকা—“ধৈর্য্যবান্”—ব্রহ্মচর্য্যাদিসাধনসম্পন্ন অধিকারী পুরুষ, “দেবম্”—চিদানন্দাদি লক্ষণ-যুক্ত ব্রহ্মরূপ দেবতাকে, “মত্বা”—জানিয়া, “অত্র এব”—এই জন্মেই, হর্ষশোক পরিত্যাগ করেন। আর পঞ্চম শ্লোকে যে উক্ত হইয়াছে, “পাপপুণ্য কন্মরূপ অগ্নির দ্বারা সম্পাদিত অর্থাৎ তদ্বৎপন্ন

\* “বর্তমানমিদং যাভ্যাং শরীরং সুখদুঃখদম্” ইত্যাদি—নৈকস্মাসিদ্ধি ১।১২।

“ক্রিয়া শরীরোক্তবহেতুরাকৃত্য, প্রিয়াপ্রিয়ৌ তৌ ভবতঃ সুরাগিণঃ” ইত্যাদি ‘রামগীতা’। ৮

সাংসারিক চিন্তা, এই জ্ঞানীকে সন্তোষিত করিতে পারে না”—এই অর্থের বিলক্ষণতাপ্রদর্শক শ্রুতিবচন, বৃহদারণ্যকোপনিষদের যাজ্ঞবল্ক্য ব্রাহ্মণের বাক্য [ ন এনম্ কৃতাক্রুতে তপতঃ—বৃহা উ, ৪।৪।২২ ]—কৃতাক্রুত, পুণ্যপাপ সেই আত্মদর্শী পুরুষকে সন্তোষ প্রদান করে না—ইহাও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন। “কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ” ইত্যাদি। পঞ্চম শ্লোকে উক্ত হইয়াছে যে—“যে পুণ্য করা হয় নাই অথবা যে পাপ করা হইয়াছে তাহা তত্ত্বজ্ঞানীর সন্তোষের হেতু হয় না;” আর এস্থলে কথিত হইতেছে যে কৃত বা অকৃত, পুণ্য বা পাপ সেই প্রকার অর্থাৎ অজ্ঞান দশার ভায়ে এই জ্ঞানীকে তাপ দিতে সমর্থ হয় না—এই প্রভেদ। তাহাই দেখাইতেছেন:—‘তাপ’ শব্দে চিন্তের বিকারবিশেষকে বুঝায়। পুণ্যরূপ কশ্ম অল্পাঙ্কিত হইলে অজ্ঞানীতে হর্ষরূপ বিকার উৎপাদন করে, আর পাপ, পুণ্যের বিপরীত বলিয়া অল্পাঙ্কিত না হইলে হর্ষ উৎপাদন করে এবং অল্পাঙ্কিত হইলে বিষাদ উৎপাদন করে; কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানীর উক্ত পুণ্যপাপ উভয়ই কখনই উক্ত উভয় প্রকার বিকারের হেতু হয় না, কেন না, তিনি আপনাকে নির্বিষকার ব্রহ্মরূপ বলিয়া জানিয়াছেন—ইহাই অভিপ্রায়। ৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানই যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে কি উক্ত বাক্যগুলিমা এই প্রশ্ন—তাহা নহে, ইহাই বলিতেছেন:—

(এ) ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা অনর্থ-  
নিবৃত্তি ও আনন্দ প্রাপ্তি  
হয়—এবিষয়ে শ্রুতিস্মৃতি-  
পুরাণ সকলেই একমত।

ইত্যাদি শ্রুতয়ো বহ্ব্যঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ।

ব্রহ্মজ্ঞানেহনর্থহানিমানন্দং চাপ্যঘোষণয় ॥ ১০

অর্থ—ইত্যাদি বহ্ব্যঃ শ্রুতয়ঃ পুরাণৈঃ স্মৃতিভিঃ সহ ব্রহ্মজ্ঞানে অনর্থহানিম্ চ আনন্দম্ অপি অঘোষণয়।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার অনেক শ্রুতিবচন, বহু স্মৃতিবচন ও পুরাণবচন সহিত প্রামাণ্যরূপে বিদ্যমান। উক্ত সকল বচনেই স্পষ্টভাবে ঘোষিত হইয়াছে যে ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থনিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়।

টীকা—“ইত্যাদি”—এই ‘আদি’ শব্দদ্বারা [ ইহ চেৎ অবৈদীৎ অথ সত্যম্ অস্তি ন চেৎ ইহ অবৈদীৎ মহতী বিনষ্টিঃ—কেন উ, ২।৫ ]—লোকে এই জন্মেই যদি আত্মার ব্রহ্মরূপতা বুঝিতে পারে, তাহা হইলে তাহার সত্যলাভ হয়, আর যদি এই জন্মে না জানিতে পারে, তাহা হইলে সবিশেষ অনিষ্ট হয়; [ যে এতৎ বিদুঃ অমৃত্যুঃ তে ভবন্তি, অথ ইতরে দুঃখম্ এব অপি যন্তি—বৃহা উ, ৪।৪।১৪ ]—ঈহারা এই ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে পারেন তাঁহারা অমরত্ব লাভ করেন কিন্তু তদ্বিষয় সকলে দুঃখই পাইয়া থাকে, [ তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রাতাবুধ্যাত সঃ এব তৎ অভবৎ—বৃহা উ, ১।৪।১০ ]—দেবতাগণ, ঋষিগণ ও মনুষ্যগণের মধ্যে যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) বুঝিয়াছিলেন তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন; [ নিচায্য তম্ মৃত্যুমুখং প্রমুচ্যতে—কঠ উ, ৩।১৫ ]—সেই ঐব, চিরদিন একরূপ, আত্মাকে চিন্তা করিয়া অর্থাৎ তদ্বিষয়ে বিচার করিয়া, তজ্জনিত সাক্ষাৎকারের ফলে, মুমুক্শু ব্যক্তি মৃত্যুর মুখস্বরূপ সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হন;—এই সকল শ্রুতিবচন সংগৃহীত হইয়াছে। “সর্বভূতস্য আত্মানম্ সর্ব-

ভূতানি চ আত্মনি। সম্পশ্চু আত্মযাজী বৈ স্বারাজ্যম্ অধিগচ্ছতি ॥” (মহুসংহিতা—১২।৯১)  
 স্থাবর-জঙ্গমাশ্চ সকল ভূত পরমাত্মস্বরূপ আমাতে অবস্থিত রহিয়াছে এবং সেইরূপ আমি সর্ব  
 ভূতে অবস্থিত রহিয়াছি—ইহা সামান্যরূপে অবগত হইয়া যিনি “ব্রহ্মাত্মযাজী” হন অর্থাৎ  
 ব্রহ্মার্পণ নীতির অনুসরণে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ করেন, তিনি সেই সমদৃষ্টিহেতু ব্রহ্মভাব  
 প্রাপ্ত হন। “ক্ষেত্রজ্ঞস্তাত্মবিজ্ঞানাদ্ বিমুক্তিঃ পরমা মতা।”—ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ সর্বসাক্ষিরূপ  
 যে ব্রহ্ম তাঁহার আত্মরূপতার বিজ্ঞানদ্বারা পরম বিমুক্তি অর্থাৎ সর্বানর্থনিবৃত্তি হয়, ইহা  
 স্বাক্ষত হইয়া থাকে—ইত্যাদি স্মৃতি ও পুরাণ বচনের সহিত অনেক শ্রুতিবচন, ব্রহ্মজ্ঞান  
 যে অনিষ্টনিবৃত্তির ও ইষ্টপ্রাপ্তির হেতু তদ্বিষয়ে প্রমাণ, ইহাই অর্থ। উদাহরণ স্বরূপ  
 উক্ত শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণ বাক্যসমূহের তাৎপর্য বলিতেছেনঃ—“ব্রহ্মজ্ঞান হইলে অনর্থ  
 নিবৃত্তি ও পরমানন্দ প্রাপ্তি হয়” ১০

২। শ্রুতিবচনসাহায্যে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মের অদ্বিতীয়তা  
 ও স্বপ্রকাশতাসিদ্ধি।

ভাল, “ব্রহ্মানন্দ বসিলে ‘ব্রহ্ম’পদদ্বারা ‘আনন্দ’ পদ বিশেষণযুক্ত (বিশেষিত) হওয়ায়  
 ব্রহ্মানন্দ ভিন্ন অপর আনন্দ আছে বুঝিতে হয়। সেই আনন্দ কয় প্রকার এবং তাহাদের  
 স্বরূপ কি?” এই প্রকার আকাজ্ঞা হইতে পারে বলিয়া, সেই আনন্দের প্রকারভেদ দেখাইয়া  
 ব্রহ্মানন্দবিচারের প্রতিজ্ঞা করিতেছেনঃ—

(ক) আনন্দের প্রকার-  
 ভেদ বর্ণনপূর্বক ব্রহ্মানন্দ-  
 বিচার প্রতিজ্ঞা।

আনন্দস্ত্রিবিধো ব্রহ্মানন্দো বিদ্যাসুখং তথা।

বিষয়ানন্দ ইত্যাদৌ ব্রহ্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥ ১১

অর্থ—ব্রহ্মানন্দঃ বিদ্যাসুখং তথা বিষয়ানন্দঃ ইতি আনন্দঃ ত্রিবিধঃ। আদৌ ব্রহ্মানন্দঃ  
 বিবিচ্যতে।

অনুবাদ—আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ।  
 তন্মধ্যে প্রথমে ব্রহ্মানন্দের বিচার করা যাইতেছে।

টীকা—ব্রহ্মানন্দ, বিদ্যানন্দ ও বিষয়ানন্দ—এইরূপে আনন্দ তিন প্রকারের। বুঝিতে হইবে।  
 তন্মধ্যে ব্রহ্মানন্দ অপর দুই প্রকার আনন্দের মূল বলিয়া, “আদৌ”—প্রথমে তিন প্রকরণদ্বারা  
 ব্রহ্মানন্দ বিভাগপূর্বক প্রদর্শিত হইতেছে। ১১

তন্মধ্যে প্রথমে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্যালোচনা করিলে ব্রহ্মকে আনন্দরূপ বলিয়া জানা  
 যায়; ইহাই বুঝাইবার জন্য প্রথমে (তদন্তর্গত দ্বিতীয়) ভৃগুবল্লীর অর্থ সংক্ষেপে দেখাইতেছেনঃ—

(খ) তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে  
 ভৃগু ও বরুণের সংবাদ  
 দ্বারা ব্রহ্মের আনন্দ-  
 রূপতা প্রতিপাদিত।

ভৃগুঃ পুত্রঃ পিতুঃ শ্রুত্বা বরুণাদ ব্রহ্মলক্ষণম্।

অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীশ্চ ব্রহ্মানন্দং বিজজ্ঞিবান্ ॥ ১২

অর্থ—পুত্রঃ ভৃগুঃ পিতুঃ বরুণাং ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা অন্নপ্রাণমনোবুদ্ধীঃ তাত্ত্বা আনন্দম্  
 বিজজ্ঞিবান্।

অনুবাদ—পুত্র ভৃগু পিতা বরুণের নিকটে ব্রহ্মের লক্ষণ শুনিয়া, অন্নময়-কোশ, ঞ্ণময়কোশ, মনোময়কোশ, বিজ্ঞানময়কোশ পরিত্যাগপূর্বক আনন্দময় কোশকেই ব্রহ্মের স্বরূপ বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।

টীকা—“ভৃগুঃ”—ভৃগু নামক পুত্র, “পিতুঃ বরুণাং”—বরুণ নামক তাঁহার পিতা হইতে, “ব্রহ্মলক্ষণম্ শ্রুত্বা”—[যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রবন্তি অভিসংখ্যন্তি, তৎ বিজিজ্ঞাসস্ব, তৎ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১]—‘যে উপাদান হইতে ব্রহ্মাদি স্তম্ভপর্যন্ত এই প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, কারণরূপ ঐহার দ্বারা প্রাণ ধারণ করে, বৃদ্ধি পায়, বিনাশকালে ঐহাতে লয় পায়, সেই ব্রহ্মের বিচার কর, তিনিই ব্রহ্ম’—এই প্রকার ব্রহ্মলক্ষণ শুনিয়া, অন্নময় প্রভৃতি কোশে সেই ব্রহ্মলক্ষণ অসম্ভব বলিয়া, সেই সকল কোশ যে ব্রহ্ম নহে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া, “আনন্দম্ বিজিজ্ঞাস্বান্”—আনন্দময়কোশ পঞ্চাবয়ববিশিষ্ট পক্ষীর পঞ্চম অবয়বরূপ বলিয়া অর্থাৎ [ব্রহ্মপুচ্ছম্ প্রতিষ্ঠা—তৈত্তিরীয় উ, ব্রহ্মবল্লী ৫]—সর্বকোশের অন্তর্ভূত ব্রহ্ম হইতেছেন পুচ্ছ বা আধার এইরূপে প্রতিবর্ণিত বিশ্বরূপ আনন্দকে ব্রহ্মলক্ষণ যোজনা দ্বারা, ব্রহ্ম বলিয়া বুঝিলেন। ১২

ভৃগুশ্রুতি আনন্দে কি প্রকারে ব্রহ্মের লক্ষণ যোজনা করিয়াছিলেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া সেই যোজনার প্রকারপ্রদর্শক। শ্রুতি [আনন্দাং হি এত খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দম্ প্রবন্তি অভিসংখ্যন্তি—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬]—আনন্দ হইতে প্রাণিসকল উৎপন্ন হয়, আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে, এবং বিনাশকালে আনন্দেই লয় পায়—অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

আনন্দাদেব ভূতানি জায়ন্তে তেন জীবনম্।

তেষাং লয়শ্চ তত্রাতো ব্রহ্মানন্দো ন সংশয়ঃ ॥ ১৩

অর্থ—আনন্দাং এব ভূতানি জায়ন্তে, তেন জীবনম্ তেষাম্ লয়ঃ চ তত্র : অতঃ

• আনন্দঃ ব্রহ্ম, ন সংশয়ঃ।

অনুবাদ—পশুধর্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে ভূতগণ উৎপন্ন হয়, বিষয়ভোগাদিনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে, এবং সৃষ্টিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই প্রাণিগণের লয় প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অতএব আনন্দ ব্রহ্মই, এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই।

টীকা—“আনন্দাং”—গ্রামাধর্ম অর্থাৎ পশুধর্মরূপনিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দ হইতে “ভূতানি জায়ন্তে”—প্রাণিগণ উৎপন্ন হয়, “তেন জীবনম্”—সেই বিষয়ভোগাদি নিমিত্তবিশিষ্ট আনন্দদ্বারাই জীবন ধারণ করে; “তেষাং লয়ঃ চ তত্র”—সেই প্রাণিগণের লয়, সৃষ্টিকালীন স্বরূপভূত আনন্দেই হইয়া থাকে, কেন না, সৃষ্টিকালে আনন্দ ভিন্ন কোনও বস্তুই অদৃশ্য হয় না, “অতঃ আনন্দঃ ব্রহ্ম”—এইহেতু আনন্দ ব্রহ্মই হইতেছেন, ইহা সর্বজনাত্মত্ব সিদ্ধ, “ন সংশয়ঃ”—এ বিষয়ে সংশয় জ্ঞান কর্তব্য নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ১৩

এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতির পর্যালোচনাদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রদর্শন করিয়া এক্ষণে তাহাই ছান্দোগ্যশ্রুতির পর্যালোচনাদ্বারা প্রদর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়া, সনৎকুমার-নারদসংবাদরূপ (উক্ত উপনিষদের) সপ্তমাধ্যায়ে স্থিত, ভূমার অর্থাৎ অপরিচ্ছিন্নানন্দরূপ ব্রহ্মের প্রতিপাদক [যত্র ন অত্মং পশ্যতি, ন অত্মং শৃণোতি ন অত্মং বিজ্ঞানতি স ভূমা—ছান্দোগ্য উ, ৭।২৪।২]—যাহাতে (যে ভূমাতে) অত্ম কিছু দর্শন কবে না, অত্ম কিছু শ্রবণ করে না, অত্ম কিছু জ্ঞানিতে পারে না, তাহাই সেই ভূমা—এই বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :

(গ) ছান্দোগ্যে সনৎকুমার-নারদ সংবাদদ্বারা ভূমারূপ ব্রহ্মের আনন্দরূপতা প্রতিপাদিত।

ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ভূমা ত্রিপুটীদৈতবর্জনাং ।

জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে হি নো ॥ ১৪

অর্থ—ভূতোৎপত্তেঃ পুরা ত্রিপুটীদৈতবর্জনাং ভূমা (আসীং) । জ্ঞাতৃজ্ঞানজ্ঞেয়রূপা ত্রিপুটী প্রলয়ে নো হি ।

অনুবাদ—ভূতসকলের উৎপত্তির পূর্বে, ত্রিপুটীকূপ দ্বৈতের অভাবহেতু, একমাত্র ভূমাই (সর্বব্যাপী চৈতন্যই) ছিলেন; অন্তঃকরণরূপ জ্ঞাতা, বুদ্ধিরূপ জ্ঞান এবং ঘটাদি বিষয়রূপ জ্ঞেয়, এই প্রকার ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না ।

টীকা—“ভূতোৎপত্তেঃ পুরা”—আকাশাদি ভূত সকলের এবং সেই ভূতকাণ্ডে জরায়ুজ অণুজ প্রভৃতি ভূতের উৎপত্তির পূর্বে “ত্রিপুটীদৈতবর্জনাং”—জ্ঞাতৃ-জ্ঞান-জ্ঞেয়রূপ তিন পুটে বা আকারের সমাহার ত্রিপুটী তাহাই দ্বৈত, তাহার বর্জন অর্থাৎ অভাব সেইহেতু “ভূমা”—দেশদ্বারা, কালদ্বারা এবং বস্তুর দ্বারা পরিচ্ছেদশূন্য পরমায়া; ‘বত্’ শব্দের উত্তর, ভাবার্থে ইমনিচ্ প্রত্যয়দ্বারা নিষ্পন্ন। ‘ভাব’ শব্দের অর্থ, প্রকৃতিজন্ম অর্থাৎ স্বভাবজনিতবোধে ‘প্রকারঃ’ অগাধারণশব্দঃ । বহু ভাব বা ব্যাপকতা অর্থাৎ সম্ভাবনাম্ ভাবভঙ্গম্ । “ভাবানয়নে অব্যানয়নম্”—সম্ভাব আনয়নে জ্ঞেয় সম্ভাবানের আনয়ন হয়—এই নিয়ম থাকায়, ব্যাপকতাবহুল বা ভূমা ব্যাপক পরমায়া । ‘ছিলেন’ অর্থক ‘আসীং’ এই পদের অধ্যাহার করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে । সেই দ্বৈতের অভাব উপপাদন করিতেছেন—“ত্রিপুটীদৈতবর্জনাং”—জ্ঞাতা অন্তঃকরণ, জ্ঞান বা বুদ্ধি এবং জ্ঞেয় যে ঘটাদি বিষয় (অগ্রে ১৫ শ্লোকে ব্যাখ্যাত) : এই জ্ঞাতা প্রভৃতি ত্রিপুটী প্রলয়কালে থাকে না । এই কথা উপনিষৎসমূহে স্বীকৃত হইয়াছে । প্রসিদ্ধিগাতক “হি”—শব্দেব প্রয়োগদ্বারা গ্রন্থকারের এই অভিপ্রায় বুঝিতে হইবে । ১৪

এক্ষণে জ্ঞাতা প্রভৃতির স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

বিজ্ঞানময় উৎপন্নো জ্ঞাতা জ্ঞানং মনোময়ঃ ।

জ্ঞেয়াঃ শব্দাদয়ো নৈতৎ ত্রয়মুৎপত্তিতঃ পুরা ॥ ১৫

অর্থ—উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ জ্ঞাতা, মনোময়ঃ জ্ঞানম্, শব্দাদয়ঃ জ্ঞেয়াঃ এতৎ ত্রয়ম্ উৎপত্তিতঃ পুরা ন ।



অনুবাদ—উৎপন্ন বিজ্ঞানময় কোশই জ্ঞাতা; মনোময় কোশ জ্ঞান, শব্দস্পর্শ প্রভৃতি বিষয় জ্ঞেয়; উৎপত্তির পূর্বে এই ত্রিপুটির সত্তা অসম্ভব।

টীকা—“উৎপন্নঃ বিজ্ঞানময়ঃ”—পরমাত্মা হইতে উৎপন্ন বুদ্ধিরূপ উপাধিযুক্ত জীবরূপ যে বিজ্ঞানময় কোশ, তাহাই জ্ঞাতা, এবং “মনোময়ঃ জ্ঞানম্”—মনে প্রতিবিম্বিত, মনোময় শব্দের বাচ্য চৈতন্য, তাহাই জ্ঞান; শব্দস্পর্শ প্রভৃতি জ্ঞেয় প্রসিদ্ধ। এই তিনটি কার্যরূপ বলিয়া, “উৎপত্তিতঃ পুরা ন”—উৎপত্তির পূর্বে কারণরূপ যে পরমাত্মা তাহা হইতে ভিন্ন নহে; ইহাই অর্থ। ১৫

( এইরূপে ) যে অর্থ সিদ্ধ হইল তাহাই এখন বলিতেছেন :—

ত্রয়াভাবে তু নির্দৈতঃ পূর্ণ এবানুভূয়তে ।

সমাধিসৃষ্টিমূর্ছ্যাসু পূর্ণঃ সৃষ্টেঃ পুরা তথা ॥ ১৬

অর্থ—ত্রয়াভাবে তু নির্দৈতঃ পূর্ণঃ এব অনুভূয়তে; সমাধিসৃষ্টিমূর্ছ্যাসু তথা সৃষ্টেঃ পুরা পূর্ণঃ ।

অনুবাদ—সেই তিনটির অভাবে তখন পরিপূর্ণ দ্বৈতহীনরূপই অনুভূত হয়। সমাধি সৃষ্টি ও মূর্ছ্যায় অদ্বৈतरূপ পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়; সৃষ্টির পূর্বেও সেইরূপ, অর্থাৎ পূর্ণ আত্মা।

টীকা—“ত্রয়াভাবে”—জ্ঞাতা প্রভৃতি তিনটির অভাব হইলে “নির্দৈতঃ”—বৈতব্যহিত পূর্ণ আত্মারই অনুভব হয়। কোথায় সেই অনুভব হয়? তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“সমাধি সৃষ্টি ও মূর্ছ্যায়” ইত্যাদি। তত্ত্বজ্ঞের অনুভব বুঝাইবার জন্য সমাধির উল্লেখ, অপর সকল লোকের অনুভব বুঝাইবার জন্য সৃষ্টি ও মূর্ছ্যার উল্লেখ। সৃষ্টি প্রভৃতি হইতে উদ্ভূত পুরুষের যে দ্বৈতের অদর্শনের স্মরণ হয়, সেই স্মরণের অন্য প্রকারে অর্থাৎ অদ্বৈतरূপ অনুভবের কর্তা বিনা, অসম্ভব। সেইহেতু দ্বৈতের সেই অদর্শনের অনুভব কর্তার নিকট, সেই দ্বৈতরাহিত্যের সিদ্ধি, ইহাই তাৎপর্য। ভাল, সৃষ্টি প্রভৃতিতে অদ্বৈতের সিদ্ধি হইল; তদ্বারা বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের অর্থাৎ প্রলয়কালে বিद्यমান পরমাত্মার বিষয়ে কি সিদ্ধি হইল? তদ্বত্তরে বলিতেছেন “সৃষ্টির পূর্বেও সেইরূপ” ইত্যাদি। যেমন সৃষ্টি প্রভৃতিতে পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ, “তথা সৃষ্টেঃ পুরা অপি”—সৃষ্টির পূর্বেও সেই পরিচ্ছেদকারকের অভাবহেতু পূর্ণ; ইহাই অর্থ। ১৬

ভাল, ব্রহ্মের পূর্ণতা সিদ্ধ হইল মানিলাম; তদ্বারা ব্রহ্মের আনন্দরূপতার বিষয়ে কি সিদ্ধি হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, অর্থ ও ব্যতিরেকসমূহে পরিপূর্ণ ব্রহ্মের স্বরূপতা-বোধক ক্রতিবচন [ যো বৈ ভূমা, তৎ সূখম্ ন অন্তে সূখম্ অন্তি—ছান্দোগ্য উ, ৭।২।১ ]—সেই যে ভূমা বা পরিপূর্ণবস্ত তাহাই সূখরূপ; যাহা অন্ত বা পরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাতে সূখ নাই, ইহাই অর্থানুক্রমে ( অর্থাৎ অঙ্গরতঃ পাঠ না করিয়া ) বলিতেছেন :—

যো ভূমা স সুখং নাশ্লে সুখং ত্রেধা বিভেদিনি ।

সনৎকুমারঃ প্রাহৈবং নারদায়াতিশোকিনে ॥ ১৭

অর্থ—যঃ ভূমা সঃ সুখম্ ; ত্রেধা বিভেদিনি অশ্লে সুখম্ ন : এবম্ সনৎকুমারঃ অতিশোকিনে নারদায় প্রাহ ।

অনুবাদ—যাহা ভূমা বা সম্পূর্ণ অপরিচ্ছিন্ন বস্তু, তাহাই সুখ, আর যাহা স্বগতভেদত্রয়বিশিষ্ট—অশ্লে, তাহাতে সুখ নাই; এই প্রকারে সনৎকুমার সাতিশয় শোকাকুল নারদকে উপদেশ করিয়াছিলেন ।

টীকা—“যঃ”—অর্থাৎ চতুর্দশ শ্লোকোক্ত যে ভূমা তাহা সুখরূপই; কেননা, অদ্বিতীয় বস্তুতে, দুঃখহেতু যে ভেদাদি তাহার অভাব; “ত্রেধা বিভেদিনি”—আর জাত-জ্ঞেয়-জ্ঞানাদিভেদযুক্ত পরিচ্ছিন্নরূপ অশ্লে বস্তুতে; এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ। ইহাই পরিচ্ছিন্নতার ব্যাখ্যা; তাহা পরিচ্ছিন্ন বলিয়া তাহাতে সুখ নাই; ইহাই অর্থ। ইহা কে কাহাকে বলিয়াছিলেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন—“এই প্রকারে সনৎকুমার” ইত্যাদি। নারদ যে তাহার শিষ্য হইয়াছিলেন, তাহাব কারণ বলিতেছেন :—“অতিশোকিনে”—অতিশয়িত শোক ( অকৃতার্থবুদ্ধিতা ) ইহার এইহেতু অতিশোকী; এতদবস্থ নারদ মুনির প্রতি বলিয়াছিলেন । ১৭

নারদের সেই অতিশোকিতার কারণ বলিতেছেন :—

(৭) নারদের অতি সম্পূরণান্ পঞ্চবেদাঙ্গাস্ত্রাণি বিবিধানি চ ।

শোকিতাব কারণ --  
আত্মজ্ঞানভাব ।

জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিভ্বেন নারদোহতি শুশোচ হ ॥ ১৮

অর্থ—নারদঃ সম্পূরণান্ পঞ্চবেদান্ চ বিবিধানি শাস্ত্রাণি জ্ঞাত্বা অপি অনাত্মবিভ্বেন অতি শুশোচ হ ।

অনুবাদ—নারদ অষ্টাদশ পুরাণ সহিত বেদ চতুষ্টয় ও বিবিধ শাস্ত্র জানিয়াও আত্মতত্ত্বজ্ঞ ছিলেন না বলিয়া অত্যন্ত শোকাকুল হইয়াছিলেন, বেদে একথা প্রসিদ্ধ ।

টীকা—“সম্পূরণান্ পঞ্চবেদান্”—পুরাণের সহিত ‘সম্পূরণ’ পাঁচ বেদ অর্থাৎ পঞ্চম বেদরূপ মণ্ডাকারিত সহিত অষ্টাদশ পুরাণ ও চারি বেদ এবং বিবিধ প্রকার শাস্ত্র জানিয়াও আত্মজ্ঞান-রহিত ছিলেন বলিয়া—সাতিশয় শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, একথা ছান্দোগ্যোপনিষদের সপ্তমাধ্যায়ে বর্ণিত আছে । ১৮

ভাল, বেদ ও শাস্ত্রবিষয়ক জ্ঞান শোকের নিবর্তক বলিয়া প্রসিদ্ধ। তাহা কি প্রকারে অতিশোকের হেতু হইতে পারে? তত্ত্বজ্ঞেয় বলিতেছেন :—

(৯) জ্ঞানহীন পণ্ডিতে বেদাভ্যাসাৎ পুরা তাপত্রয়মাত্রাণ শোকিতা ।

পাঠ প্রকার ভাণ ।

পশ্চাত্ত্বাভ্যাসবিস্মারভঙ্গগর্ভৈশ্চ শোকিতা ॥ ১৯

অথ—বেদান্তাসং পুরা তাপত্রয়মাত্রেণ শোকিতা, পশ্চাৎ তু অভ্যাসবিশ্বাসভ-  
গর্ভে: ৫ শোকিতা ।

অনুবাদ—বেদান্তাসং পূর্বে লোকে, আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও  
আধিভৌতিক এই তিনটিমাত্র তাপদ্বারা শোকাক্রান্ত হয়, পরে কিন্তু বেদাদির  
অভ্যাসে ছুঃখ, বিশ্বরণে ছুঃখ, বাদে ( শাস্ত্রার্থবিচারে ) পরাজয়জনিত সন্তাপ,  
এবং জয়লাভে ( প্রথমে ) গর্ববশতঃ ক্ষোভ পরে নিজের অবিজ্ঞা বিজ্ঞপ-  
ন্যরণে সন্তাপ দ্বারা শোকাক্রান্ত হয় ।

টীকা—“তাপত্রয়েণ”—কেবল আধ্যাত্মিকাদিরূপ তিনটিমাত্র তাপদ্বারা, “শোকিতা”—  
শোক ইহার আছে ইতি শোকিন্ তাহার ভাব শোকিতা, ‘আসীৎ’ (ছিল) এই ক্রিয়ার  
অধ্যাহার করিতে হইবে; “পশ্চাৎ তু”—পরে কিন্তু; এস্থলে ‘তু’ শব্দ শোকের বিশেষ বিষয়ের স্বেচ্ছ  
অব্যয়; “অভ্যাসঃ”—পাঠাদির আবৃত্তি, “বিশ্বাসঃ”—পঠিত বিষয়ের বিশ্বরণ, “ভঙ্গঃ”—আপনাপেক্ষা  
অধিক গ্রন্থধারণসমর্থকর্তৃক তিরস্কার, “গর্বঃ”—অপরের স্বল্প গ্রন্থধারণ সামর্থ্য দেখিয়া আপনাতে  
আধিক্য বুদ্ধি (তজ্জনিত ক্ষোভ, এবং পরে গর্বজনিত অবিজ্ঞাবিজ্ঞপ্তিতে অনুতাপ) এই সকল  
কারণে ‘শোকিতা’ । ১২

ভাল, এই প্রকার সর্বজ্ঞ নারদেরও সাতিশয় শোকগ্রস্ততা হইয়াছিল, তাহা কি প্রকারে  
জানিলেন? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—তাহা নারদের [ সং: অহম্ ভগবঃ  
শোচামি—ছান্দোগ্য উ, ৭।১।৩ ]—‘হে ভগবন্, সেই সর্বশাস্ত্রজ্ঞ আমিও শোকানুভব করিয়া  
থাকি’—এই বাক্য হইতেই জানা যায় । এই শোকানুভবকে লক্ষ্য করিয়াই নারদ, [ তন্মা  
ভগবান্ শোকস্ত পারম্ তায়তু—ঐ, ৭।১।৩ ]—‘সেই শোকগ্রস্ত আমাকে ভগবান্ শোকের  
পরপারে উত্তীর্ণ করুন’—এই প্রকারে শোকনিবৃত্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তখন সনৎকুমার  
‘ভূম্বা’ এই শব্দদ্বারা সূচিত “সুখরূপ ব্রহ্মকে জানাই শোকনিবৃত্তির উপায়” ইহাই [ সুখম তু  
এবম্ বিজিজ্ঞাসিতব্যম্—ছান্দোগ্য উ, ৭।৭।১ ]—‘সুখ বিষয়েই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসা করা উচিত’  
এই প্রকারে আরম্ভ করিয়া পরবর্তী বাক্যানিচয়দ্বারা বুঝাইলেন :—

(৫) সর্বজ্ঞ নারদের **সোহহং বিদ্বন্ প্রশোচামি শোকপারং নয়াত্রমাম্ ।**  
শোকিতাবিশয়ে নারদবাক্য  
ও সনৎকুমারের উপদেশ । **ইত্যুক্তঃ সুখমেবাস্ত্র পারমিত্যভ্যধাদৃষিঃ ॥ ২০**

অর্থ—‘হে বিদ্বন্ সঃ অহম্ প্রশোচামি, মাম্ অত্র শোকপারম্ নয়’ ইতি উক্তঃ সুখম্ এত  
অস্ত্র পারম্ ইতি ঋষিঃ অভ্যাসঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—‘হে তত্ত্বজ্ঞ সনৎকুমার, সেই সর্বশাস্ত্রজ্ঞ আমি শোকানুভব  
করিয়া থাকি; আমাকে এখানেই (অবিলম্বে) শোকের পরপারে উত্তীর্ণ করিয়া দিন’  
নারদকর্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইলে, ঋষি সনৎকুমার বলিলেন “সুখই  
( ভূম্বাই ) এই শোকের পার” । ২০

ভাল, গন্ধমালাদিজনিত অনেক সুখ থাকিতে “ন অল্পে সুখম্ অস্তি”—অল্পে (পরিচ্ছিন্নে) সুখ নাই, এইরূপ কথন ত’ অসঙ্গত—যদি এইরূপ আপত্তি কর, তবে বলি, ঐরূপ আপত্তি চলে না; কেননা, গন্ধমালাদি বিষয়সমূহ দুঃখসম্পর্কযুক্ত বলিয়া, বিষয়মিশ্রিত অম্মের দ্বারা তাহারা যে দুঃখরূপ, ইহাই মুনি সনৎকুমারের উক্তরূপ কথনের অভিপ্রায়; ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) অল্প অর্থাৎ পরি-  
চ্ছিন্ন বিষয়সুখ দুঃখরূপই।

সুখং বৈষয়িকং শোকসহশ্ৰেণাবৃতত্বতঃ ।

দুঃখমেবেতি মত্বাহ নান্নেহস্তি সুখমিত্যসৌ ॥ ২১

অর্থ—বৈষয়িকম্ সুখম্ শোকসহশ্ৰেণ আবৃতত্বতঃ দুঃখম্ এব, ইতি মত্বাহ অল্পে সুখম্ ন অস্তি ইতি অসৌ আহ ।

অনুবাদ ও টীকা—রূপরসাদিজনিত যে সুখ তাহা, সহস্র দুঃখের দ্বারা আবৃত বলিয়া দুঃখরূপই। এই অভিপ্রায়েই মুনি সনৎকুমার বলিয়াছিলেন—  
“অল্পে (পরিচ্ছিন্ন বিষয়ে) সুখ নাই”। ২১

ভাল, দ্বৈতে সুখাভাব মানিলাম, অদ্বৈতেও ত’ সেই সুখাভাব থাকিতে পারে, বাদী এইরূপ আশঙ্কা তুলিতেছেন :—

(৭) দ্বৈতে সুখাভাব  
হেতু অদ্বৈতে সুখাভাব-  
শঙ্কা ।

ননু দ্বৈতে সুখং মা ভূদদ্বৈতেহপ্যস্তি নো সুখম্ ।

অস্তি চেতুপলভ্যেত তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ ॥ ২২

অর্থ—ননু দ্বৈতে সুখম্ মা ভূৎ, অদ্বৈতে অপি সুখম্ নো অস্তি, অস্তি চেৎ উপলভ্যেত ; তথা চ ত্রিপুটী ভবেৎ ।

অনুবাদ—ভাল, পরিচ্ছিন্ন দ্বৈত পদার্থে সুখ না থাকুক ; অদ্বৈতেও সুখ নাই ; যদি থাকিত, তাহা হইলে সেই সুখের উপলব্ধি হইত। যদি বল অদ্বৈতে সুখের অনুভব হয়, তাহা হইলে (অদ্বৈতে) অনুভব-অনুভবিতা-অনুভাব্য এই ত্রিপুটী মানিতে হয়।

টীকা—অনুপলব্ধি নামক ষষ্ঠ প্রমাণ প্রয়োগে বাদী আশঙ্কা সিদ্ধ করিতেছেন—অদ্বৈতে যদি সুখ থাকিত তাহা হইলে বিষয়সুখাদির দ্বারা প্রতীত হইত ; যেহেতু প্রতীত হয় না, সেট হেতু নাই। যদি সিদ্ধান্তী বলেন অদ্বৈতে সুখের উপলব্ধি হয়, তবে তাঁহাকে বাদী বলিতেছেন—সেইরূপ সুখের অনুভব হইলে, ত্রিপুটী আসিয়া পড়ে, তাহাতে অনুভব অনুভবিতা ও অনুভাব্যের অপেক্ষা আছে বলিয়া অদ্বৈত সিদ্ধান্তের হানি হয় ; ইহাই অভিপ্রায়। ২২

অদ্বৈতবস্তু যে সুখের অধিকরণ নহে ; সিদ্ধান্তী তাহা মানিয়া লইতেছেন :—

(৮) অদ্বৈত সুখের আশ্রয়  
নহে : হেতু প্রদর্শন :—)

মাস্তু দ্বৈতে সুখং কিন্তু সুখমদ্বৈতমেব হি ।

কর্তৃত্ব প্রমাণনিরপেক্ষ-  
রূপে স্বপ্রকাশ ।

কিং মানমিতি চেন্নাস্তি মানাকাজ্জ্ঞা স্বয়ংপ্রভে ॥ ২৩

অথ—অদ্বৈতে সুখম্ না অন্ত, কিন্তু অদ্বৈতম্ হি সুখম্ এব; কিম্ মানম্ ইতি চেৎ? স্বয়ম্প্রভে মানাকাজ্ঞা ন অস্তি।

অমুবাদ—অদ্বৈতরূপ আশ্রয়ে সুখ না থাক, অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ। যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? তবে বলি, স্বয়ম্প্রকাশ অদ্বৈতে প্রমাণের অপেক্ষা নাই।

টীকা—অদ্বৈত যে, সুখের আশ্রয় নহে, সিদ্ধান্তী তাহা অঙ্গীকার করিয়া লইবার কারণ বলিতেছেন :—“অদ্বৈত যে নিজেই সুখরূপ”। “হি”—যেহেতু “অদ্বৈতম্ এব সুখম্”—অদ্বৈত নিজেই সুখরূপ, এইহেতু অদ্বৈত সুখের আশ্রয় নহে, ইহাই অর্থ। অদ্বৈত যে সুখরূপ এবিষয়ে প্রমাণ কি? এই আশঙ্কার অমুবাদ করিয়া বলিতেছেন—অদ্বৈত স্বয়ম্প্রকাশ বলিয়া প্রমাণ বিষয়ক প্রসঙ্গ করা অমুচিত—ইহাই বলিতেছেন :—“যদি বল তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি?” ইত্যাদি। ২৭

ভাল, অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ তদ্বিষয়েও প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কারীকে বলা যাইবে তোমার বচনই এবিষয়ে প্রমাণ :—

(ক) অদ্বৈত যে স্বপ্রকাশ স্বপ্রভত্তে ভবদ্বাক্যং মানং যস্মান্ভবানিদম্।  
তদ্বিষয়ে বাদীর বচনই  
প্রমাণ।  
অদ্বৈতমভ্যুপেত্যাস্মিন্মুখং নাস্তীতি ভাষতে ॥২৪

অথ—স্বপ্রভত্তে ভবদ্বাক্যম্ মানম্, যস্মাৎ ভবান্ ইদম্ অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্যাস্মিন্মুখম্ ন অস্তি ইতি ভাষতে।

অমুবাদ—অদ্বৈত যে স্বয়ম্প্রকাশ তদ্বিষয়ে তোমার বাক্যই প্রমাণ, কেননা, তুমি অদ্বৈতকে স্বীকার করিয়াই, ইহাতে সুখ নাই এইরূপ বলিতেছ।

টীকা—বাদীর বাক্য যে প্রমাণ তাহা উপপাদন করিতেছেন :—“কেননা, তুমি” ইত্যাদি দ্বারা। যেহেতু তুমি প্রমাণের অপেক্ষা না রাখিয়াই, “অদ্বৈতম্ অভ্যুপেত্য”—অদ্বৈতকে অঙ্গীকার করিয়া লইয়া সুখের আক্ষেপ অর্থাৎ নিবেদন করিতেছ, এইহেতু অদ্বৈতের স্বপ্রকাশতা বা প্রমাণের নিরপেক্ষতা (সপ্রমাণ হইতেছে); ইহাষ্টে অর্থ। ২৪

‘আমি ত’ অদ্বৈত স্বীকার করি নাই, কেবল আপনার অদ্বৈতের উক্তি শুনিয়া, তাহারই অমুবাদ করিয়া, তাহাতে দোষ দিতেছি মাত্র। এইহেতু আমার কথিত অদ্বৈত সিদ্ধ নহে; এই প্রকারে বাদী শঙ্কা করিতেছেন :—

(ট) বাদী, ‘অদ্বৈত অঙ্গী-  
কার করি নাই’ বলিলে  
বাদীর প্রতি সিদ্ধান্তীর  
প্রমাণ।  
নাভ্যুপৈম্যহমদ্বৈতং ত্বদ্বচোহনুত্ত দূষণম্।  
বচ্মৌতি চেত্তদা ক্রহি কিমাসৌদ্বৈততঃ পুরা ॥ ২৫

অথ—অহম্ অদ্বৈতম্ ন অভ্যুপৈমি; তত্চ: অনুত্ত দূষণম্ বচমি ইতি চেৎ তদা বৈততঃ পুরা কিম্ আসৌ ক্রহি।

অমুবাদ—( যদি বল ) ‘আমি ত অদ্বৈত স্বীকার করি নাই ; কেবল আপনাব  
বচনের অমুবাদ করিয়া পুনরাবৃত্তি করিয়া তাহাতে দোষ দেখাইয়াছি মাত্র’,—  
তবে হে বাদিন্, তোমাকে জিজ্ঞাসা করি—দ্বৈতের উৎপত্তির পূর্বে কি ছিল, বল ।

টীকা—তোমার অদ্বৈতের অস্বীকার যেহেতু বিকল্পসহ নহে, এইহেতু তাহা সিদ্ধ নহে  
অর্থাৎ টিকিবেনা ; ইহা মনে করিয়া সিদ্ধান্তী বাদীকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—“হে বাদিন্”  
ইত্যাদি । ২৫

‘কি ছিল’ ? এই ‘কি’ শব্দদ্বারা সূচিত বিকল্প প্রদর্শন করিতেছেন :—

(১) তিন বিকল্প  
করিয়া প্রথমটির  
দ্বিতীয়ার ও অপর  
দুইটির নিষেধ ।

কিমদ্বৈতমূত দ্বৈতমন্তো বা কোটিরন্তিমঃ ।

অপ্রসিক্তো ন দ্বিতয়োহনুৎপত্তেঃ শিষ্যতেহগ্রিমঃ ॥ ২৬

অর্থ—কিম্ অদ্বৈতম্ ? উত দ্বৈতম্ বা অন্তঃ কোটিঃ ; অস্তিমঃ অপ্রসিক্তঃ ; দ্বিতীয়ঃ ন  
অনুৎপত্তেঃ ; অগ্রিমঃ শিষ্যতে ।

অমুবাদ—তখন অদ্বৈত ছিল ? কি দ্বৈত ছিল ? কিহা তত্ক্ষণাভিন্ন বিলক্ষণ-  
রূপ অন্ত কিছুর ছিল ? এই তিন পক্ষই হইতে পারে । অস্তিম পক্ষ অর্থাৎ  
দ্বৈতাদ্বৈতবিলক্ষণ অন্ত কিছুর দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া তাহা অপ্রসিক্ত ।  
দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল বলিতে পার না, যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয়  
নাই ; পরিশেষে প্রথম পক্ষই থাকিয়া যায় অর্থাৎ তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা  
স্বীকার করিতেই হয় ।

টীকা—তৃতীয় পক্ষ বিষয়ে নির্ণয় করিতেছেন—“অস্তিম পক্ষ” ইত্যাদি । সংসারে দ্বৈতাদ্বৈত  
হইতে বিলক্ষণরূপ কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না বলিয়া অপ্রসিক্ত, ইহাই তাৎপৰ্য্য । ‘দ্বৈত  
ছিল’—এই দ্বিতীয় পক্ষের নিরাকরণ করিতেছেন :—দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ দ্বৈত ছিল না, তাহার  
কাৰণ বলিতেছেন যেহেতু তখন তাহার উৎপত্তি হয় নাই । দ্বৈতের তখন অর্থাৎ আপনাব  
পূর্বে, অনুৎপত্তি হেতু, ‘দ্বৈতের পূর্বে দ্বৈত ছিল’ এইরূপ দ্বিতীয় পক্ষ সম্ভব নহে, ইহাই অর্থ ।  
এইহেতু দ্বৈতের পূর্বে অদ্বৈতই ছিল, এই প্রথম পক্ষ পরিশিষ্ট থাকিয়া যায়, ইহাই বলিতেছেন—  
“তৎকালে অদ্বৈতের সত্তা স্বীকার করিতেই হয়” । ২৬

( শঙ্কা ) ভাল, উক্ত প্রকারে, অদ্বৈত যুক্তিদ্বারা অর্থাৎ অমুমান বলেই সিদ্ধ হইল,  
অমুভব দ্বারা সিদ্ধ হইল না ; বাদী এই প্রকারে পূর্বপক্ষ করিতেছেন :—

(২) ( শঙ্কা ) যুক্তিবলে  
অদ্বৈত সিদ্ধ হইলেও  
অদ্বৈত অমুভবের আগম্য ।  
যুক্তিবচন বিকল্প ।

অদ্বৈতসিদ্ধিযুজৈব্য নানুভূত্যোতি চেদ্বদ ।

নির্দৃষ্টান্তা সদৃষ্টান্তা বা কোট্যন্তরমত্র নো ॥ ২৭

অর্থ—অদ্বৈতসিদ্ধিঃ যুক্ত্যা এব, অমুভূত্যা ন ইতি চেৎ ? নির্দৃষ্টান্তা বা সদৃষ্টান্তা বদ.  
অত্র কোট্যন্তরমত্র নো ।

অনুবাদ—যদি বল, ‘আপনি যুক্তিবলে অদ্বৈত সিদ্ধ করিলেন বটে, কিন্তু তাহা ত’ অনুভবে পাওয়া যায় না’, তবে জিজ্ঞাসা করি—হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা সদৃষ্টান্ত? তাহা বল। ইহাতে ত’ অণু বিকল্প হইতে পারে না।

টিকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি যুক্তিবলেই হইল, বাদীর এইরূপ উক্তি বিকল্পসহ নহে বলিয়া টিকিবে না, এই মনে করিয়া সিদ্ধান্তী যুক্তিকে লইয়া বিকল্প করিতেছেন—“হে বাদিন্ এই যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য অথবা” ইত্যাদি। বিকল্পের ন্যূনতা নাই তাহাই দেখাইতেছেন—“ইহাতে ত’ অণু বিকল্প হইতে পারে না”; তৃতীয় বিকল্প অসম্ভব। ২৭

‘যুক্তি দৃষ্টান্তরহিত’—এইরূপ ২য়ম পক্ষের খণ্ডন, উপহাসপূর্ণক করিতেছেন :—

(চ) প্রথম বিকল্পের সোপ-  
হাস খণ্ডন; দ্বিতীয়  
বিকল্প সঞ্চক্ষে গ্রহণ।

নানুভূতিন দৃষ্টান্ত ইতি যুক্তিস্ত শোভতে।

সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে তু দৃষ্টান্তং বদ মে মতম্ ॥ ২৮

অর্থ—অনুভূতিঃ ন, দৃষ্টান্তঃ ন ইতি যুক্তিঃ তু শোভতে। সদৃষ্টান্তত্বপক্ষে মে মতম্ দৃষ্টান্তম্ বদ।

অনুবাদ—যদি বল যুক্তি দৃষ্টান্তশূন্য, তবে বলি অনুভবও নাই, দৃষ্টান্তও নাই, অথচ যুক্তি; এ যুক্তি অতি চমৎকার। যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে যুক্তি বলিয়া স্বাকার কর, তবে আমার অভিমত দৃষ্টান্ত দেখাও।

টিকা—অদ্বৈতের সিদ্ধি কেবল যুক্তিদ্বারাই করা হইল, এই বলিয়া বাদী প্রথমে অদ্বৈতের অনুভব অস্বীকার করিলেন; আর দৃষ্টান্ত ব্যতিক্রমে যুক্তি কিছুই সিদ্ধ করিতে পারে না; এই হেতু দৃষ্টান্ত নাই, এইরূপ উক্তি অত্যন্ত অসঙ্গত; ইহাই অভিপ্রায়। দ্বিতীয় পক্ষে অর্থাৎ দৃষ্টান্ত সহিত যুক্তি, ‘যুক্তি’পদবাচ্য; এই পক্ষে তোমার এবং আমার (সিদ্ধান্তীর) এই উভয় বাদীর সম্মত দৃষ্টান্ত দেখান চাই, ইহাই বলিতেছেন—“যদি সদৃষ্টান্ত বাক্যকে” ইত্যাদি। ২৮

তবে দৃষ্টান্ত দিয়াই অদ্বৈত সিদ্ধ করিব, এই প্রকারে পূর্বপক্ষী বা বাদী আপত্তি উত্থায়া দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(গ) বাদীর স্মৃতির দৃষ্টান্ত  
দিয়া অদ্বৈতসিদ্ধি। তাহাতে  
সিদ্ধান্তীর দুই বিকল্প, ও  
প্রথমের নিবেশ।

অদ্বৈতঃ প্রলয়ো দ্বৈতানুপলন্তেন সৃষ্টিবৎ।

ইতি চেৎ সৃষ্টিরদ্বৈতে তত্র দৃষ্টান্তমায়ম্ ॥ ২৯

অর্থ—প্রলয়ঃ অদ্বৈতঃ (প্রতিজ্ঞা), দ্বৈতানুপলন্তেন (হেতু)। সৃষ্টিবৎ (উদাহরণ), ইতি চেৎ, অদ্বৈতে সৃষ্টিঃ তত্র দৃষ্টান্তম্ দ্রেরয়।

অনুবাদ—প্রলয় দ্বৈতহীন, যেহেতু তাহাতে দ্বৈতের উপলক্ষি হয় না, যথা সৃষ্টি, যদি এইরূপ বলি? তদ্বত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“অদ্বৈত বিষয় ত’

(নিজেরই) সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত দিলে; তাহা যে দ্বৈতশূন্য তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বল।  
(তাহা অপরের অপ্রত্যক্ষ; তাহা আমার অভিমত দৃষ্টান্ত হইবে কিরূপে ?)

টীকা—“প্রলয়ঃ”—“প্রলয়” শব্দবাচ্য সৰ্বদ্বৈতের অভাবোপলব্ধিত ব্রহ্ম দ্বৈতরহিত হইবার যোগ্য, যেহেতু প্রলয় দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট; বাহা যাহা দ্বৈতের অনুপলব্ধিবিশিষ্ট, তাহা তাহা দ্বৈতরহিত, যেমন সুষুপ্তি, সেইহেতু এই অনুমান দৃষ্টান্তসহিত যুক্তি। তদুত্তরে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বাদিন, এই প্রকার যুক্তিদ্বারা অদ্বৈতসিদ্ধি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া, তুমি আপনার সুষুপ্তির দৃষ্টান্তই দিতেছ ? অথবা অন্তের সুষুপ্তিব দৃষ্টান্ত দিতেছ ? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথমপক্ষে অর্থাৎ ‘নিজের সুষুপ্তিবই দৃষ্টান্ত দিতেছি’ বলিলে নিজের সুষুপ্তি অন্তের অপ্রত্যক্ষ বলিয়া অসিদ্ধ; সেইহেতু নিজের সুষুপ্তিব সিদ্ধিব জন্ত অন্য দৃষ্টান্ত দেখান চাই। এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—“অদ্বৈত বিষয়ে ত’ (নিজেরই)’ ইত্যাদি। ২২

ভাল নিজের সুষুপ্তির দৃষ্টান্ত হইবে অন্তের সুষুপ্তি—দ্বিতীয় বিকল্প সম্বন্ধে বাদীর পক্ষে এইরূপ উত্তরের আশঙ্কা করিয়া সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

(৩) দ্বিতীয় বিকল্প লইয়া  
শঙ্কা এবং তাহারও  
উত্তর।

**দৃষ্টান্তঃ পরসুষুপ্তিচ্ছেদহো তে কৌশলং মহৎ।**

**যঃ স্বসুষুপ্তিং ন বেত্তাস্মৈ পরসুষুপ্তৌ তু কা কথা ? ॥৩০**

অর্থ—পরসুষুপ্তিঃ দৃষ্টান্তঃ চেৎ ? তে কৌশলং মহৎ অহো ! যঃ স্বসুষুপ্তিং ন বেত্তি, অস্মৈ পরসুষুপ্তৌ তু কা কথা ?

অনুবাদ—নিজ সুষুপ্তিবিষয়ে পরের সুষুপ্তি দৃষ্টান্ত হইবে—যদি এইরূপ বল, তবে তোমার কৌশল কি চমৎকার ! যে আপনার সুষুপ্তিকে জানে না (প্রত্যক্ষ বলিয়া মানে না)—এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তাহাতে আর কথা কি ?

টীকা—যে তুমি সুষুপ্তির অনুভবগম্যতা (পূর্বশ্লোকে) অস্বীকার করিয়াছ বলিয়া আপনার সুষুপ্তিকেও জান না, এইরূপ তোমার পরকীয় সুষুপ্তিবিষয়ে কি আর বলিবাব আছে ? তোমার পরকীয় সুষুপ্তির জ্ঞান যে হইতে পারে না, তদ্বিষয়ে বলিবার কিছুই নাই, ইহাই অর্থ। ৩০

বাদী শঙ্কা করিতেছে—ভাল, অনুমানদ্বারা ত’ (এইরূপে) পরকীয় সুষুপ্তিসিদ্ধি অর্থাৎ সুষুপ্তিব নিশ্চয় হইতে পারে :—

(৪) অনুমানদ্বারা পর-  
সুষুপ্তি সিদ্ধিশঙ্কা; তদ্বারা  
পরসুষুপ্তিব স্বপ্রকাশতা-  
সিদ্ধি।

**নিশ্চেষ্টত্বাৎ পরঃ সুপ্তৌ যথাহমিতি চেৎ তদা।**

**উদাহৰ্ত্ত্বঃ সুসুষুপ্তেষ্টে স্বপ্রভত্বং বলাদ্ভবেৎ ॥ ৩১**

অর্থ—পরঃ সুপ্তঃ, (প্রতিজ্ঞা), নিশ্চেষ্টত্বাৎ (হেতু), যথা অহম্ (দৃষ্টান্ত), ইতি চেৎ ? (সিদ্ধান্তীর উত্তর) তদা উদাহৰ্ত্ত্বঃ তে সুসুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্ বলাৎ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাদী আপত্তি উঠাইতেছেন—এইরূপ অনুমান ত’ হইতে পারে—



অপর (লোক) সুষুপ্তিমান্ (প্রতিজ্ঞা), যেহেতু নিশ্চেষ্ট (হেতু), যেমন আমি (উদাহরণ)। সিদ্ধান্তী উত্তর করিতেছেন—তাহা হইলে, উদাহরণদ্বারা তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা তোমার উদাহরণ বলেই সিদ্ধ হইয়া যায়।

টীকা—বিবাদের বিষয় যে অপর পুরুষ, সে সুষুপ্তিমান্ হইবার যোগ্য (প্রতিজ্ঞা); যেহেতু প্রাণাদিযুক্ত থাকিয়াও সে নিশ্চেষ্ট (হেতু); যেমন আমি (উদাহরণ)। এই অমুমানদ্বারা অপর পুরুষের সুষুপ্তির সিদ্ধি হইবে, ইহাই বাদীর শঙ্কা। সিদ্ধান্তীর উত্তর :—তাহা হইলে তোমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়—“তাহা হইলে উদাহরণদ্বারা তোমার” ইত্যাদি। “তদা উদাহৰ্ত্ত্বঃ তব”—তাহা হইলে আমার উদ্দেশ্যে সুষুপ্তিকে দৃষ্টান্ত করিয়া প্রদর্শনকারী তোমার “সুষুপ্তেঃ স্বপ্রভত্বম্”—সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা, “বলাৎ ভবেৎ”—তোমার সুষুপ্তির উদাহরণের সামর্থ্যেই আসিয়া যায়। ৩১

আমার সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা কি প্রকারে বলপূর্বক আসিয়া যায়? - বাদীর এইরূপ আশঙ্ক্য উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন :—

**নেদ্রিয়ানি ন দৃষ্টান্তস্তথাপ্যঙ্গীকরোষি তাম্।**  
(দ) বলপূর্বকসিদ্ধ স্বপ্রকাশতার বিবরণ।  
**ইদমেব স্বপ্রভত্বম্ যদ্ভানং সাধনৈর্বিনা ॥ ৩২**

অর্থ—ইন্দ্রিয়ানি ন, দৃষ্টান্তঃ ন, তথা অপি তাম্ অঙ্গীকরোষি; সাধনৈঃ বিনা ভানম্ যৎ ইদম্ এব স্বপ্রভত্বম্।

অনুবাদ—যে স্থলে জ্ঞানের তত্ত্ব উপায় নাই—কোনও ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধ নাই, কোনও দৃষ্টান্ত নাই তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ, সে স্থলে সেই সাধন বিনা যে ভান বা প্রকাশ তাহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা।

টীকা—“ইন্দ্রিয়ানি ন”—সুষুপ্তির গ্রাহক (বোধক) ইন্দ্রিয় নাই, কেননা, সেই ইন্দ্রিয়-সকল আপন কারণ অজ্ঞানে বিলীন হইয়া যায়; “দৃষ্টান্তঃ”—পর সুষুপ্তিরূপ দৃষ্টান্ত, উত্তরের (বাদী প্রতিবাদীর) অভিमत হয় না, কেনন, অল্প পুরুষের সুষুপ্তি যে অপ্রসিদ্ধ (অপর সকলেব অসম্ভবগম্য নহে) তাহা পূর্বেই (৩০ শ্লোকে) উক্ত হইয়াছে; তথাপি সেই সুষুপ্তিকে মানিয়া লইতেছ; তাহা হইলে “সাধনৈঃ বিনা”—জ্ঞানের সাধন বিনাই, “ভানম্”—প্রকাশ হওয়া, ইহাই সুষুপ্তির স্বপ্রকাশতা; ইহাই অর্থ। এস্থলে অমুমান এইরূপ :—বিবাদের বিষয় যে সুষুপ্তি তাহা স্বপ্রকাশ—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু জ্ঞানসাধন না থাকিলেও প্রকাশমান—(হেতু); সাংখ্যদিগের সম্মত আত্মার স্তায় অথবা প্রভাকরের মতামুপলব্ধিগণের সম্মত সঙ্ঘেননের (বৃত্তি-জ্ঞানের) স্তায়, অথবা বৌদ্ধদিগের সম্মত স্বাভাৱ স্তায়—(উদাহরণ)। যেমন সাংখ্যমতে আত্মা, প্রভাকরদিগের মতে বৃত্তিজ্ঞান এবং বৌদ্ধদিগের মতে স্বাভাৱ, অল্প সাধন বিনাই প্রকাশমান (স্বয়ংপ্রকাশ) বলিয়া গৃহীত হয়, সেই প্রকার আমার মতেও সুষুপ্তি দ্বারা উপলব্ধিত আত্মা অল্প সাধন বিনা প্রকাশমান বলিয়া স্বয়ংপ্রকাশ। পরন্তু সাংখ্যাদির মতে আত্মাদির

প্রকাশের নিমিত্ত আপনাব অপেক্ষা আছে, আমাদিগের মতে কিন্তু সেইরূপ নহে; আত্মা সর্বদাই প্রকাশমান বা নিরপেক্ষপ্রকাশ। ইহাই অর্থ। ৩২

### আনন্দের স্বরূপ বর্ণন ও তাহার বিচার।

#### ১। সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধি।

এইরূপে প্রলয়ের দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বপ্রকাশতা সিদ্ধ করিয়া, সেই সুষুপ্তিতে সুখের সিদ্ধি করিবার জন্য পূর্বপক্ষীয় আশঙ্কার উত্থাপন করিতেছেন :—

(ক) সুষুপ্তিতে সুখের স্তান্মদৈতস্বপ্রভত্তে বদ সুপ্তৌ সুখং কথম্।

অস্থিত্ববিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান।

শৃণু হুঃখং তদা নাস্তি ততস্তে শিষ্যতে সুখম্ ॥ ৩৩

অর্থ—(বানী) সুপ্তৌ অদৈতস্বপ্রভত্তে স্তান্, সুখম্ কথম্ বদ। (সিদ্ধান্তী) শৃণু, হুঃখম্ তদা নাস্তি ততঃ তে সুখম্ শিষ্যতে।

অনুবাদ—যদি বল সুষুপ্তির অদ্বৈতরূপতা ও স্বয়ংপ্রকাশরূপতা হউক, কিন্তু তাহাতে সুখ কি প্রকারে থাকে? তাহাই বলুন। (সিদ্ধান্তী তদন্তরে বলিতেছেন) শুন, যেহেতু তৎকালে হুঃখ নাই, সেইহেতু তোমার সুখই অবশিষ্ট থাকিয়া যায়।

টীকা—সুখের প্রতিযোগী (বিরোধী) হুঃখ সেই সুষুপ্তিকালে থাকে না বলিয়া সুখই পরিশেষরূপে থাকিয়া যায় ইহাই বলিতেছেন :—“শুন, যেহেতু” ইত্যাদি। সুখ এবং হুঃখ আলোক ও অন্ধকারের জায় পরস্পর বিরোধী বলিয়া, হুঃখের অভাব হইলে সুখই স্বীকার করিতে হয়, ইহাই অভিপ্রায়। ৩৩

সুষুপ্তিতে হুঃখাভাবের প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন, শ্রুতি ও অনুভবই প্রমাণ :—

(খ) সুষুপ্তিতে হুঃখাভাবের প্রমাণ।

অন্ধঃ সন্মপ্যনন্ধঃ স্মাদ্বিক্কেহ বিক্কেহথ রোগ্যপি।

অরোগীতি শ্রুতিঃ প্রাহ তচ্চ সর্বৈ জনা বিদুঃ ॥ ৩৪

অর্থ—অন্ধঃ সন্ অপি অনন্ধঃ জ্ঞাৎ বিদ্ধঃ অবিক্কেহ অথ রোগী অপি অরোগী, ইতি শ্রুতিঃ প্রাহ, সর্বৈ চ জনাঃ তৎ বিদুঃ।

অনুবাদ—তৎকালে অন্ধ অনন্ধ হয়, বিদ্ধ (শাস্ত্রাদিদ্বারা আহত অর্থাৎ হুঃখাদিসম্বন্ধী) থাকিলেও অবিক্কেহ (হুঃখাদিরহিত) হয়, এবং রোগীও অরোগী হয়,—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন; আর সর্বলোকেও তাহা জানে—অনুভব করে।

টীকা—[ তস্মাৎ বা এতম্ সেতুম্ তীৰ্ণা অন্ধঃ সন্ অনন্ধঃ ভবতি, বিদ্ধঃ সন্ অবিক্কেহ ভবতি, উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।৪।২ ]—সেইহেতু এই আত্মরূপ সেতুকে পাইয়া (পূর্বে দেহসম্বন্ধবশতঃ) অন্ধ থাকিলেও, (তখন দেহবিয়োগে অর্থাৎ দেহাভিমান না থাকায়) অনন্ধ হন অর্থাৎ তখন তাহার অন্ধত্ব বোধ চলিয়া যায়, পূর্বে (শাস্ত্রাদিদ্বারা) বিদ্ধ

অর্থাৎ ছুঃখাদিসম্বন্ধী থাকিলেও তখন অবিক্ত অর্থাৎ ছুঃখাদিরহিত হন এবং রোগাদিজনিত তাপ সংযুক্ত থাকিলেও তখন সেই উপতাপরহিত হন। [ তৎ যত্থপি ইদম্ ভগবঃ শরীরম অক্লম্ ভবতি, অনক্লঃ স ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৮।১০।৩ ]—ইন্দ্রে বলিলেন, হে ভগবন্ এই শরীর যদি অক্লম্ হয় তথাপি স্বপ্নাত্মা ( নিদ্রিত ব্যক্তি ) অনক্লম্ থাকে—ইত্যাদি প্রতিবচন সুস্থিতিতে দেহ-ভিমানজনিত অক্লম্ভাদি দোষের নিষেধ করিতেছে এবং ব্যাধি প্রভৃতির দ্বারা পীড়াপ্রাপ্ত জীবেরও সুস্থিকালে, সেই পীড়াজনিত ছুঃখের অক্লম্ভ হয় না, ইহা সর্বজন প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ৩৪

ভাল, 'যে স্থলেই ছুঃখের অভাব সে স্থলেই সুখ' এই ব্যাপ্তির অর্থাৎ সাধাসাধনের অব্যাহতি-চরিত সম্বন্ধের, লোষ্ট্র প্রভৃতিতে ব্যভিচার দেখা যায়—বাদী এইরূপে শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(গ) ছুঃখাভাবেই সুখ— ন ছুঃখাভাবমাত্রাণ সুখং লোষ্ট্রশিলাদিষু।

এই নিয়মে ব্যভিচারশঙ্কা  
ও সমাধান।

দ্বয়াভাবস্ত দৃষ্টাদিতি চৈদ্বিমমং বচঃ ॥ ৩৫

অর্থ—( বাদী ) ছুঃখাভাবমাত্রাণ সুখম্ ন, লোষ্ট্রশিলাদিষু দ্বয়াভাবস্ত দৃষ্টাদিতি ইতি চেৎ,  
( সিদ্ধান্তী ) বচঃ বিমমম্।

অনুবাদ ও টীকা—যদি বল ছুঃখের অভাবমাত্রাদ্বারা ই সুখের কল্পনা করা যায় না, কেননা, লোষ্ট্র শিলা প্রভৃতিতে সুখছুঃখ উভয়েরই অভাব দেখা যায়, তবে বলি, তোমার বচন বিষমতারূপ দোষদ্বারা দূষিত; ( তোমার দৃষ্টান্ত লোষ্ট্র শিলাদি এবং দার্ষ্টান্তিক 'পুরুষের সুস্থিতি,' এই দুইটি পরস্পর বিষম বলিয়া এরূপ বলা চলে না, এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন যে তোমার দৃষ্টান্তপ্রদর্শন দার্ষ্টান্তিকের অনুযায়ী হয় নাই, ইহাই উক্ত পরিহারের তাৎপর্য। ৩৫  
দৃষ্টান্তের দার্ষ্টান্তিকের সতি বিমমতার উপপাদন করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্তের  
বিষমতার উপপাদন।

মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্।

দৈন্যাত্তাবতো লোষ্ট্রে দুঃখাদ্যহো ন সম্ভবেৎ ॥ ৩৬

অর্থ—মুখদৈন্যবিকাসাভ্যাং পরদুঃখসুখোহনম্, লোষ্ট্রে দৈন্যাত্তাবতঃ ছুঃখাত্তঃ  
ন সম্ভবেৎ।

অনুবাদ—দৃষ্টান্ত অনুরূপ হয় নাই, কেননা, মুখের দীনতা প্রসন্নতারূপ চিহ্নদ্বারা যথাক্রমে অপরের ছুঃখ ও সুখের কল্পনা অর্থাৎ অনুমান হইয়া থাকে। কিন্তু লোষ্ট্রে দীনতাদির অভাববশতঃ ছুঃখাদির কল্পনার সম্ভব হয় না।

টীকা—অত্র পুরুষে স্থিত সুখ ও ছুঃখ যথাক্রমে সুখের প্রসন্নতা ও ছুঃখের দীনতারূপ চিহ্নদ্বারা অনুমিত হইবার যোগ্য। এই পুরুষটি দুঃখী—প্রতিজ্ঞা, যেহেতু এ খেদযুক্তবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ দুঃখী পুরুষের আয়—উদাহরণ। এই পুরুষ সুখী—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু এ প্রসন্নবদনবিশিষ্ট—হেতু; প্রসিদ্ধ সুখী পুরুষের আয়—উদাহরণ। ভাল, লোকব্যবহারে এই অনুমান ঠিক বটে কিন্তু

ইহার দ্বারা আলোচ্য লোষ্টাদি দৃষ্টান্তের অনন্বরূপতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন, “দৃষ্টান্ত অনন্বরূপ হয় নাই, কেননা” ইত্যাদি। লোষ্টাদিতে দীনতা ও প্রসন্নতাপ্রাপ্ত চিত্তের অভাবহেতু দুঃখ ও সুখের অনুমান সম্ভব নহে ; এইহেতু লোষ্টাদিতে দুঃখাভাবও নিশ্চয় করা যায় না। ৩৬

এক্ষণে অপরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিষয়তা দেখাইতেছেন :—

(৬) পরের সুখদুঃখ হইতে নিজের সুখদুঃখের বিষয়তা।

স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু নোহনীয়ে ততস্তয়োঃ।

ভাবো বেদ্যোহনুভূত্যেব তদভাবোহপি নান্যতঃ ॥

অর্থ—স্বকীয়ে সুখদুঃখে তু উহনীয়ে ন, ততঃ তয়োঃ ভাবঃ অনুভূত্যা এব বেদ্যঃ ; তদভাবঃ অপি, অন্যতঃ ন।

অনুবাদ—আপনার সুখদুঃখকে যেহেতু অনুমান করিয়া জানিতে হয় না, সেইহেতু তত্ত্বতরে সত্তা প্রত্যক্ষভাবে অনুভবদ্বারাই জানা যায়। সেই প্রকার তত্ত্বতরে অভাবও অনুভবদ্বারা জানা যায়, অতঃপ্রকারে অর্থাৎ অনুমানাদি দ্বারা জানিতে হয় না।

টীকা—আপনাতে অবস্থিত সুখদুঃখ যেহেতু অনুভবসিদ্ধ, সেইহেতু তাহাদিগকে অনুমান দ্বারা জানিতে হয় না; সেইহেতু সেই সুখদুঃখের “ভাবঃ”—সম্ভাব বা বিজ্ঞমানতা যে প্রকার “অনুভূত্যা এব বেদ্যঃ”—প্রত্যক্ষভাবে জানা যায়, সেই প্রকার “তদভাবঃ অপি”—সুখদুঃখের অভাবও ( প্রত্যক্ষগম্য ) ; “অন্যতঃ ন”—অতঃ উপায়ে অর্থাৎ অনুমানাদিদ্বারা তাহাদিগকে জানিতে হয় না কিন্তু প্রত্যক্ষভাবেই তাহাদিগকে জানা যায়। ৩৭

ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবোহনুভূতিতঃ।

(৭) ফলিতার্থ—সুষুপ্তিতে দুঃখাভাব ও সুখসিদ্ধি।

বিরোধিদুঃখরাহিত্যাং সুখং নির্বিঘ্নমিষ্যতাম্ ॥৩৮

অর্থ—তথা সতি সুষুপ্তৌ চ দুঃখাভাবঃ অনুভূতিতঃ বিরোধিদুঃখরাহিত্যাং নির্বিঘ্নম্ সুখম্ ইষ্যতাম্।

অনুবাদ—তাহা হইলে নিজ সুষুপ্তিকালে যে দুঃখের অভাব তাহা অনুভবদ্বারা প্রতীত হয়; সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের অভাববশতঃ সুখের নির্বিঘ্ন সত্তা স্বীকার করিতে হইবে।

টীকা—“তথা সতি”—তাহা হইলে অর্থাৎ নিজের সুখাদি অনুভবগম্য বলিয়া, আপনার সুষুপ্তিতে বিজ্ঞমান দুঃখের অভাব অনুভবদ্বারাই সিদ্ধ হয়। সেই দুঃখের অভাবদ্বারাই বা কি সিদ্ধ হইল ? তত্ত্বতরে বলিতেছেন :—“সুতরাং তৎকালে বিরোধিদুঃখের” ইত্যাদি। সুষুপ্তিতে সুখের বিরোধী দুঃখের অভাববশতঃ বাদ্যরহিত সুখ স্বীকার করিতেই হয়। ৩৮

শয্যা প্রভৃতি স্ব্থের সাধনের সম্পাদন, অসুস্থিতে স্ব্থ না থাকিলে অসম্ভব হয়; এইহেতু অসুস্থিতে যে স্ব্থ আছে, তাহা জানা যায়; ইহাই বলিতেছেন :—

১১৩ ১

(ছ) মানবের শয্যাাদি স্ব্থ-  
সাধন সম্পাদন হইতে  
অসুস্থিতে স্ব্থের সিদ্ধি  
হয়।

মহত্তরপ্রয়াসেন মূদুশয্যাাদিসাধনম্।

কুতঃ সম্পাদ্যতে সুপ্তৌ সুখং চেৎ তত্র নো ভবেৎ ॥

অর্থ—তত্র সুপ্তৌ সুখম্ নো ভবেৎ চেৎ, মহত্তরপ্রয়াসেন মূদুশয্যাাদিসাধনম্ কুতঃ সম্পাদ্যতে ?

অনুবাদ—যদি সেই অসুস্থিতে স্ব্থ না থাকে, তবে লোকে অতিশয় পরিশ্রম করিয়া কোমল শয্যাাদি সাধন কিহেতু সম্পাদন করিয়া থাকে ?

টীকা—সেই অসুস্থিতে যদি স্ব্থ না থাকে, তবে বহু প্রকারে ধনব্যয় করিয়া এবং শরীরের পীড়নাদি দ্বারা পরিশ্রম করিয়া, কোমল গদি পথ্যাদি প্রভৃতি স্ব্থের সাধন কি কারণে সম্পাদন করিয়া থাকে ? স্ব্থ বিনা অস্ত্র কোনও কারণবশতঃ হইতে পারে না; ইহাই অর্থ। ৩২

ভাগ, উক্ত শয্যাাদি সাধনের সম্পাদনের জ্ঞানরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা অস্ত্রপ্রকার (অর্থাৎ দুঃখনিবৃত্তি) সম্ভবও ত' হইতে পারে; বাদী এই প্রকার আশঙ্কা করিতেছেন :—

(জ) তদ্বিষয়ে শঙ্কা ও দুঃখনাশার্থমৈবৈতদিতি চেদ্রোগিগন্তুখা।

তাহার সমাধান।

ভবত্বরোগিগন্তুতৎ সুখায়ৈবেতি নিশ্চিন্ত ॥ ৪০

অর্থ—(শঙ্কা) এতৎ দুঃখনাশার্থম্ এব ইতি চেৎ ? (সমাধান) তথা রোগিগঃ ভবত্ব; অরোগিগঃ তু এতৎ সুখায় এব ইতি নিশ্চিন্ত।

অনুবাদ—তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক (হইতে পারে)। অরোগীর এই শয্যাাদি সম্পাদন সুখনিমিত্তই, এইরূপ নিশ্চয় কর।

টীকা—“এতৎ”—এই শয্যাাদি সাধনের সম্পাদন, “দুঃখনাশার্থম্”—দুঃখনিবৃত্তিকলক, “ইতি চেৎ”—যদি এইরূপ বলি ? এই শঙ্কার পরিহারার্থ সিদ্ধান্তী বলিতেছেন, এইরূপ নিয়ম হইতে পারে না—“তবে সেই দুঃখনাশরূপ প্রয়োজন রোগীরই হউক” ইত্যাদি। রোগাদি দুঃখ উপস্থিত হইলে সেই দুঃখের নিবৃত্তির জন্ত সেই শয্যাাদি সম্পাদন হউক, কিন্তু যখন তাহা না থাকে, তখন নিবর্তনীয় দুঃখের অভাব হেতু সেই শয্যাাদি সম্পাদন, স্ব্থের জন্তই, এইরূপ বুঝা যায়; ইহাই অর্থ। ৪০

ভাগ, অসুস্থির স্ব্থ যদি শয্যাাদিসাধনজনিতই হইল, তাহা হইলে সেই স্ব্থের আশঙ্করূপতার ত' ব্যাঘাত হইবে অর্থাৎ তাহাকে আশঙ্করূপ বলা যাইবে না; এইরূপে বাদী শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক) (শঙ্ক) সুষুপ্তির সুখ  
শয্যাশ্রিতবাহি উৎপাদিত।  
(সমাধান) দুই বিকল্প  
করিয়া আত্মের অঙ্গীকার।

তর্হি সাধনজন্মত্বাং সুখং বৈষয়িকং ভবেৎ ।

ভবত্বেবাত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বং শয্যাসনাদিজন্ম ॥ ৪১

অর্থ—(শঙ্ক) তর্হি সাধনজন্মত্বাং বৈষয়িকম্ সুখম্ ভবেৎ । (সমাধান) অত্র নিদ্রায়াঃ পূর্ব্বম্ শয্যাসনাদিজন্ম ভবতু এব ।

অনুবাদ—(শঙ্ক) তাহা হইলে শয্যাশ্রিত সাধনজনিত বলিয়া সেই সুষুপ্তির সুখকে বিষয়জনিত সুখই বলিতে হয়; তাহাকে নিত্যাস্বরূপ সুখ বলিতে পারেন না । (সমাধান) এস্থলে যে অবস্থায় সুষুপ্তির সম্মুখীন হওয়া যায়, নিদ্রায় সেই পূর্ব্ববর্তী অবস্থায় যে সুখ, তাহা শয্যাসনাদি বিষয়জনিত সুখই বটে ।

টীকা—সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—তুমি কি নিদ্রা আসিবার পূর্ব্বকালীন সুখকে শয্যাশ্রিত বিষয়জনিত সুখ বলিতেছ? অথবা নিদ্রাকালীন সুখকে বিষয়জনিত সুখ বলিতেছ? এই প্রকার দুইটি বিকল্প করিয়া প্রথম বিকল্প সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিয়া লইতেছেন—“এস্থলে যে অবস্থায়” ইত্যাদি । ৪১

দ্বিতীয় বিকল্পের নিরাস করিতেছেন :—

(ক) দ্বিতীয় বিকল্পের  
নিরাস. নিদ্রাস্থের  
জন্মতাবিষয়ে শঙ্ক ও  
সমাধান ।

নিদ্রায়াং তু সুখং যত্তজ্জন্মতে কেন হেতুনা ।

সুখাভিমুখধীরাদৌ পশ্চান্মজ্জেৎ পরে সুখে ॥ ৪২

অর্থ—নিদ্রায়াম্ তু যৎ সুখম্, তৎ কেন হেতুনা জন্মতে (উৎপাদিতে)? আদৌ সুখাভিমুখধীঃ (জনঃ) পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ ।

অনুবাদ—নিদ্রায় (সুষুপ্তিতে) যে সুখ অনুভূত হয়, তাহা কোন কারণদ্বারা উৎপাদিত হইতে পারে? এরূপ কোনও কারণ নাই । নিদ্রার পূর্ব্বকালে প্রথমাবস্থায় লোকে শয্যাশ্রিত বিষয়সুখাভিমুখবুদ্ধি হয় বটে, কিন্তু পরে সুষুপ্তিকালে জীব পরম সুখে নিমগ্ন হয় ।

টীকা—সুষুপ্তিকালে শয্যাশ্রিত সাধনের অনুসন্ধান না থাকায় সেই শয্যাশ্রিত সাধনদ্বারা সেই সুখের উৎপাদিত সম্ভবে না—ইহাই তাৎপর্য্য । (শঙ্ক) ভাল, নিদ্রাকালে যদি সেই অনুৎপাদিত সুখ বিদ্যমান, তাহা হইলে কেন তাহা বিষয় সুখের দ্বারা অনুভূত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তাহার সমাধানের অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—তৎকালে অনুভবিতা সেই সুখে নিমগ্ন হইয়া যায় বলিয়া, বিষয় সুখের দ্বারা সেই নিদ্রাকালীন সুখের অনুভব হয় না—“নিদ্রার পূর্ব্বকালে” ইত্যাদি দ্বারা । “আদৌ”—নিদ্রার পূর্ব্বকালে, জীব, “সুখাভিমুখধীঃ”—শয্যাশ্রিতদ্বারা উৎপাদিত সুখের ‘অভিমুখ’ (সম্মুখীন) হইয়াছে বুদ্ধি বাহার, এইরূপ হইয়া, “পশ্চাৎ পরে সুখে মজ্জেৎ”—পরে নিদ্রাকালে ‘পর সুখ’ যে উৎকৃষ্ট স্বরূপানন্দ, তাহাতে মগ্ন হইয়া যায় । ৪২

উক্ত অর্থের সংক্ষেপে পরিষ্কৃষ্টকরণ তিন শ্লোকে করিতেছেন :—

(ট) উক্ত অর্থের  
সংক্ষেপে পরিস্ফুটীকরণ

জাগ্রদ্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তো বিশ্রম্যাথ বিরোধিনি।  
অপনীতে স্বস্থচিত্তোহনুভবেদ্বিষয়ে সুখম্ ॥ ৪৩

অর্থ—জাগ্রদ্যাবৃত্তিভিঃ শ্রান্তঃ বিশ্রম্য অথ বিরোধিনি অপনীতে স্বস্থচিত্তঃ বিষয়ে  
সুখম্ অনুভবেৎ।

অনুবাদ—(জীব) জাগ্রৎকালে নানা ব্যাপারে শ্রান্ত হইয়া (প্রথমে শয্যা দিতে)  
বিশ্রাম করে; তাহার পর (সুখ-) বিরোধী দুঃখ অপনীত হইলে, স্বস্থচিত্ত হইয়া  
(প্রথমে) শয্যা দি বিষয়জনিত সুখ অনুভব করে।

টীকা—জীব, ‘জাগ্রদ্যাবৃত্তিভিঃ’—জাগ্রদবস্থায় অস্থিত বিবিধ প্রকার ব্যাপারদ্বারা  
“শ্রান্তঃ বিশ্রম্য”—পরিশ্রান্ত হইয়া যুৎ শয্যা দিতে শয়ন করিয়া, “অথ”—অনন্তর, “বিরোধিনি  
অপনীতে”—(সুখ-) বিরোধী ব্যাপারজনিত দুঃখ নিবারিত হইলে “স্বস্থচিত্তঃ”—অব্যাকুলমনা  
হইয়া, শয্যা দি বিষয়জনিত “সুখম্ অনুভবেৎ”—সুখের সাক্ষাৎকার লাভ করে। ৪৩

বিষয় সুখ কি প্রকার? এই প্রকার জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া, সেই বিষয় সুখের  
স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া পরসুখে নিমজ্জন হেতু সেই বিষয়সুখানুভবেও যে শান্তি অনুভব করে  
তাহাই দেখাইতেছেন :—

আত্মাভিমুখধীরভৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিস্মৃতি।  
অনুভূয়েনমত্রাপি ত্রিপুট্যা শ্রান্তিমাণ্মুয়াৎ ॥ ৪৪

অর্থ—আত্মাভিমুখধীরভৌ স্বানন্দঃ প্রতিবিস্মৃতি; অত্র আপি এনম্ অনুভূয় ত্রিপুট্যা  
শ্রান্তিম্ আণ্মুয়াৎ।

অনুবাদ—বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে তাহাতে স্বরূপানন্দ  
প্রতিবিস্মৃতি হয়। এ স্থলেও এই প্রতিবিস্মৃতি অনুভব করিয়া, ত্রিপুটীর বিষয়  
না হওয়ায় তদ্বারা অর্থাৎ তাহা অনুভব করিয়া জীব শ্রান্তিবোধ করে।

টীকা—অপ্রাপ্ত বিষয়ের সম্পাদন প্রভৃতি জনিত দুঃখ অনুভব করিয়া, সেই দুঃখের  
নিবৃত্তির জন্ত কোমল শয্যা দিতে শয়ন করিলে পুরুষের বুদ্ধি অন্তর্মুখ হয়। আর সেই অন্তর্মুখ  
বুদ্ধিবৃত্তিতে, আপনার সম্মুখস্থিত দর্পণে মুখের ভ্রায় স্বরূপভূত আনন্দ প্রতিবিস্মৃতি হয়। এই  
আনন্দ প্রতিবিস্মৃতি বিষয়ানন্দ। “অত্র”—এস্থলে অর্থাৎ এখনও, “এনম্ অনুভূয়”—এই বিষয়-  
ানন্দকে অনুভব করিয়া, অনুভবিতা, অনুভব এবং অনুভাব্য (বিষয়) এই আকারের “ত্রিপুট্যা  
শ্রান্তিম্ আণ্মুয়াৎ”—ত্রিপুটীর দ্বারা জীব খেদ প্রাপ্ত হয়। ৪৪

সেই ত্রিপুটীজনিত শ্রমপ্রাপ্তি হইলে কি হয়? তদন্তরে বলিতেছেন :—

তচ্ছ্রমস্তাপনুন্ত্যর্থং জীবো ধাবেৎ পরাত্মনি।  
তেনৈক্যং প্রাপ্য তত্রত্যো ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ং ভবেৎ ॥ ৪৫

অময়—তচ্ছিন্নত্ব অপমৃত্যুত্ব জীবঃ পরায়নি ধাবেৎ । তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য স্বয়ম্ তত্ত্বতাঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—সেই পরিশ্রমের অপনোদন জন্ত জীব পরমাত্মাভিমুখে ধাবিত হয় এবং তাহার সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়া নিজেই সেই সুষুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায় ।

টীকা—“তচ্ছিন্নত্ব”—সেই ত্রিপুটীদর্শনজনিত পরিশ্রমের, “অপমৃত্যুত্ব জীবঃ”—নিবারণ জন্ত সেই জীব “পরমায়নি”—আনন্দরূপ ব্রহ্মে, “ধাবেৎ”—শীঘ্র গমন করে; যাইয়া “তেন ঐক্যম্ প্রাপ্য”—সেই ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করিয়া, কেননা শক্তি বলিতেছেন—[ মতা সোম্য তদা সম্পন্নো ভবতি—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।১ ]—হে সোম্য, তখন ( নিদ্রাকালে ) সেই ( পুরুষ ) মতেব ( পরমাত্মার ) সহিত মিলিত হয় অর্থাৎ তখন জীব আপনার শ্রমাপনোদনের জন্ত পরদেবতারূপ স্বীয় আত্মাকে প্রাপ্ত হয়; “স্বয়ম্ অপি তত্ত্বতাঃ ব্রহ্মানন্দঃ ভবেৎ”—আর নিজেও সেই সুষুপ্তিতে অবস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায় । ৪৫

এই যে সুষুপ্তিকালীন আনন্দ উপপাদিত হইল, এবিষয়ে শ্রুতিতে শব্দানুপ্রাতি অনেক দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(১) সুষুপ্তিকালীন আনন্দ দৃষ্টান্তঃ শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারশ্চ মহানৃপঃ ।  
মহাব্রাহ্মণ ইত্যেতে সুষুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ॥৪৬

অময়—শকুনিঃ শ্যেনঃ কুমারঃ মহানৃপঃ চ মহাব্রাহ্মণঃ ইতি এতে দৃষ্টান্তাঃ সুষুপ্ত্যানন্দে শ্রুতীরিতাঃ ।

অনুবাদ—এই সুষুপ্তির আনন্দবিষয়ে শ্রুতি শকুনি, শ্যেন, কুমার, মহানৃপ ও মহাব্রাহ্মণ—এই সকলের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন ।

টীকা—শকুনি প্রভৃতি পাঁচটি দৃষ্টান্তদ্বারা শ্রুতি সুষুপ্তিকালীন আনন্দের উপপাদন করায় ‘সুষুপ্তিতে স্তব নাই’ এই মত নিরাকৃত হইল । ৪৬

তন্মধ্যে প্রথমে দুইটি শ্লোকদ্বারা—[ স যথা শকুনিঃ সূত্রেণ প্রবন্ধঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা যত্নঃ আয়তনম্ অলঙ্কা বন্ধনম্ এব উপাশ্রয়তে, এবমেব থলু সোম্য তৎ মনঃ দিশম্ দিশম্ পতিত্বা যত্নঃ আয়তনম্ অলঙ্কা প্রাণম্ এব উপাশ্রয়তে । প্রাণবন্ধনম্ হি সোম্য মনঃ—ছান্দোগ্য উ, ৬।৮।২ ]—সূত্রদ্বারা আবদ্ধ পক্ষী যেমন চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে করিতে অচ্যুত কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া ( বিশ্রামার্থ পুনর্স্মার ) সেই বন্ধন স্থানই অবলম্বন করে, হে সোম্য, তেমনি এই মনও অর্থাৎ মন উপাধিযুক্ত ( মনোমধ্যে প্রবিষ্ট ) এই জীবও নানাদিকে ভ্রমণ করিয়া অর্থাৎ জাগ্রৎ ও স্বপ্নাবস্থায় বিবিধ বিষয় গ্রহণ করিয়া অচ্যুত কোথাও বিশ্রাম স্থান না পাইয়া ( শান্তির অপনোদনার্থ ) প্রাণকে অর্থাৎ প্রাণ উপলব্ধিত পরমাত্মাকে আশ্রয় করে, কারণ, হে সোম্য, বেহেতু এই প্রাণই অর্থাৎ প্রাণোপলব্ধিত পরমাত্মাই মনের ( জীবের ) বন্ধন বা প্রকৃত



আশ্রয় স্থান। এইরূপে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক প্রতিপাদনে ব্যাপৃত ছান্দোগ্য আতিবাক্যের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ড) উক্ত দৃষ্টান্তপঞ্চকের **শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমঃ।**  
**অলঙ্কা বন্ধনস্থানং হস্তস্তস্তাত্ম্যাপাশ্রয়েৎ ॥ ৪৭**

অর্থ—শকুনিঃ সূত্রবদ্ধঃ সন্ দিক্ষু ব্যাপৃত্য বিশ্রমঃ অলঙ্কা বন্ধনস্থানং হস্তস্তস্তাদি উপাশ্রয়েৎ।

অনুবাদ—যে প্রকার সূত্রবদ্ধ শকুনি (পক্ষী) সকল দিকে উড়িতে চেষ্টা করিয়া কোনও দিকে আশ্রয় বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া শিকারীর হস্ত, স্তম্ভ প্রভৃতি বন্ধন স্থানকে আশ্রয় করে—

টীকা—হস্ত প্রভৃতি কোনও স্থানে আশ্রয় হস্তদ্বারা বদ্ধ পক্ষী আহারাদি গ্রহণের নিমিত্ত পূর্বে পশ্চিমা দিকে গমনের চেষ্টা করিয়া আশ্রয় বা বিশ্রামস্থান না পাইয়া হস্ত প্রভৃতি বন্ধন স্থানকেই পুনর্বার আশ্রয় করে। ৪৭

**জীবোপাধিমনস্তদ্বদ্ব্যর্থফলাশ্রয়ে।**

**অপ্নে জাগ্রতি চ ভ্রাত্বা ক্ষীণে কস্মিণ লীয়তে ॥ ৪৮**

অর্থ—তদ্বৎ জীবোপাধিমনঃ দ্ব্যর্থফলাশ্রয়ে অপ্নে চ জাগ্রতি ভ্রাত্বা কস্মিণ লীয়তে।

অনুবাদ—সেই প্রকার জীবের উপাধি মন, ধর্ম ও অধর্মের ফলভোগের জন্য স্বপ্নকালে ও জাগ্রতকালে ঘুরিয়া ঘুরিয়া, তদ্বৎকালে ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় করিয়া (সুশুপ্তির ব্রহ্মানন্দে) বিলীন হয়।

টীকা—“তদ্বৎ”—সেই প্রকার জীবের উপাধিরূপ মন ও পুণ্য ও পাপের ফল স্বপ্ন ও জাগ্রত অবস্থার অন্ত, স্বপ্ন ও জাগ্রতবস্থায় সেই সেই স্থানে, “ভ্রাত্বা”—ভ্রমণ করিয়া, ভোগপ্রদ কর্মের ক্ষয় হইলে, নিজের উপাদানরূপ অজ্ঞানে “(বি)লীয়তে” সেই মনোরূপ উপাধির লয় হইলে, সেই মনোরূপ উপাধিরূপ জীব পরমাআই হইয়া যায়—ইহাই অর্থ। ৪৮

এক্ষণে শ্রেন পক্ষীর দৃষ্টান্তের সবিস্তর বর্ণনে ব্যাপৃত [তৎ যথা অগ্নিন্ আকাশে শ্রেনঃ বা স্পর্শঃ বা বিপরিপত্তা শ্রান্তঃ সংহত্য পক্ষৌ সন্নয়ায় এব ত্রিয়তে, এবম্ এব অগ্নম্ পুরুষঃ এতস্মৈ অন্তায় ধাবতি যত্র স্তম্ভঃ ন কঞ্চন কামম্ কাময়তে ন কঞ্চন রূপম্ (স্বপ্নম্) পশ্যতি—বৃহদা উ, ৪।৩।১২]—শ্রেন কিস্বা সাধারণ পক্ষী যেমন আকাশমণ্ডলে পরিলম্বন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া পক্ষবৎ প্রসারিত করিয়া স্বীয় আশ্রয় নীড়াভিমুখে গমনে প্রবৃত্ত হয়, ঠিক তেমনি এই পুরুষও এই অন্তে (সুশুপ্তিস্থানে) প্রবেশের অন্ত ধাবিত হয়, সেখানে গমন করিয়া কোন ভোগ্য বিষয় কামনা করে না এবং কোনরূপ বস্তু (বা স্বপ্ন) দেখে না—এই বৃহদারণ্যাকোপনিষদার্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন :—

শ্যেনো বেগেন নীড়ৈকলম্পটঃ শয়িতুং ব্রজেৎ ।

জীবঃ সূপ্তো তথা ধাবেদ্রুক্ষানন্দৈকলম্পটঃ ॥ ৪৯

অর্থ—শ্যেনঃ শয়িতুং নীড়ৈকলম্পটঃ বেগেন ব্রজেৎ, তথা জীবঃ ব্রক্ষানন্দৈকলম্পটঃ সূপ্তো ধাবেৎ ।

অনুবাদ—যেমন শ্যেন পক্ষী ঘুমাইবার জন্য ( সকল স্থান পরিত্যাগ করিয়া ) কেবল আপনাই কুলায়ের কামনায় বেগে ধাবিত হয়, সেইরূপ, জীব ব্রক্ষানন্দের কামনায় কেবল সুষুপ্তির জন্য ধাবিত হয় ।

টীকা—যেমন আকাশে চারিদিকে বিচরণ করিয়া, শ্যেন অর্থাৎ সেই নামের পক্ষী, আকাশে সঞ্চরণজনিত পরিশ্রমের অপনোদন জন্য “শয়িতুং”—নিদ্রালাভ করিবার জন্য, “নীড়ৈকলম্পটঃ”—একমাত্র নিজ নীড়ের কামনায়, “ব্রজেৎ”—শীঘ্র গমন করে, ঠিক সেইরূপেই “জীবঃ”—মনোরূপ উপাধিযুক্ত চিদাভাসও, “ব্রক্ষানন্দৈকলম্পটঃ”—কেবলমাত্র ব্রক্ষানন্দের আকাঙ্ক্ষায়, “সূপ্তো”—সুষুপ্তি লাভ করিবার জন্য, “ধাবেৎ”—হৃদয়াকাশরূপ স্থানে শীঘ্র গমন করে, ‘হৃদয়াকাশরূপ স্থানে’—এই পদটি যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে । ৪৯

কুমারাদি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপ্ত বৃহদারণ্যকোপনিষদের বাল্যিক ব্রাহ্মণের অন্তর্গত [ সঃ যথা কুমারঃ বা মহারাজঃ বা মহাব্রাহ্মণঃ বা বাতিগ্রীম্ আনন্দন্ত গচ্ছা শয়ীতা এবম্ এব এষঃ এতৎ শেতে—বৃহদা উ, ২।১।১৯ ]—( পূর্ব প্রদর্শিত ) সেই কুমার বা মহাবাজ বা শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ যেমন ( স্বপ্নদশায় ) আনন্দের উৎকর্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এই বিজ্ঞানময়ও ঠিক সেইরূপে শয়ন করে ( অবস্থান করে ) । এই বাক্যটিকে তিনটি শ্লোকদ্বারা ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

অতিবালঃ স্তনং পীত্বা মূত্ৰশয্যাগতো হসন্ ।

রাগদ্বেষাচ্ছনুৎপত্তেরানন্দৈকস্বভাবভাক্ ॥ ৫০

অর্থ—অতিবালঃ স্তনম্ পীত্বা মূত্ৰশয্যাগতঃ হসন্ রাগদ্বেষাচ্ছনুৎপত্তেঃ আনন্দৈক-স্বভাবভাক্ ।

অনুবাদ—যেমন অতিশিশু স্তন পান করিয়া কোমল শয্যায় শয়ান হইয়া হাসিতে হাসিতে রাগদ্বেষাদির উৎপত্তি না হওয়ায়, কেবল আনন্দমাত্র উপভোগ করে—

টীকা—যেমন স্তনদ্বয় শিশুকে আকর্ষণ করিয়া পান করাইয়া কোমলতাদিশুণ্ণরূপ শয্যায় শয়ান করাইলে সে ‘আমি আমার’ ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য বলিয়া রাগদ্বেষাদিরহিত হইয়া মূর্ত্তিমৎ স্বরূপে অবস্থান করে—। ৫০

মহারাজঃ সার্বভৌমঃ সন্তুপ্তঃ সর্বভোগতঃ ।

মানুষানন্দসোমানং প্রাপ্যানন্দৈকমূর্ত্তিভাক্ ॥ ৫১

অর্থ—সার্বভৌম: মহারাজ: সর্বভোগত: সন্তুষ্ট: মানুযানন্দসীমানং প্রাপ্য আনন্দৈক-  
মুত্তীভাক্ ।

অনুবাদ—যেমন সর্বভূমির অধিপতি মহারাজ সর্বভোগদ্বারা পরিতৃপ্ত হইয়া  
মানুযানন্দের—মানবলভ্য ঐহিক আনন্দের অবধি লাভ করিয়া মূর্ত আনন্দরূপে  
অবস্থান করেন ;

টীকা—“মানুযানন্দসীমানম্”—[ যুবা শ্রাং সাধুযুবাধ্যাপকঃ, আশিষ্টঃ দ্রহিষ্টঃ বলিষ্টঃ,  
তস্ত ইয়ং পৃথিবী সৰ্বা বিত্তস্ত পূর্ণা শ্রাং স একঃ মানুযঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় ২।৮।১ ]—যদি কোন  
যৌবনদম্পত্য সাধুযুবা অধীতবেদবেদাঙ্গ, মাতৃপিতৃচার্য্যদ্বারা সুশিক্ষিত, সাতিশয় দৃঢ় ও বলবান  
পুরুষ সপ্তম সমুদ্রান্ত স্ত্রমেরুমধ্য বিত্তপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর সম্রাট হয় তখন তাহার সেই চিত্তগম্য  
সর্বমানুযানন্দের সমষ্টরূপ আনন্দের সীমা । ৫১

মহাবিপ্ৰো ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্ ।

বিদ্যানন্দস্ত পরমাং কাষ্ঠাং প্রাপ্যাবতিষ্ঠতে ॥ ৫২

অর্থ—মহাবিপ্ৰঃ ব্রহ্মবেদী কৃতকৃত্যত্বলক্ষণাম্ বিদ্যানন্দস্ত পরমাম্ কাষ্ঠাম্ প্রাপ্য অবতিষ্ঠতে

অনুবাদ—অথবা যেমন ব্রহ্মবেদী মহাব্রাহ্মণ কৃতকৃত্যত্বরূপ বিদ্যানন্দের  
পরম সীমা প্রাপ্ত হইয়া স্থির হইয়া থাকেন ;

টীকা—অথবা যেমন “মহাবিপ্ৰঃ”—মহাব্রাহ্মণ অর্থাৎ যিনি অন্তরাশ্রা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের  
সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন তিনি, ‘আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি’ এইরূপ “বিদ্যানন্দস্ত পরমাম্ কাষ্ঠাম্”  
—জীবমুক্ততা প্রাপ্ত হইয়া পরমানন্দস্বরূপ হইয়া অবস্থান করে, ‘স্বমুপ্তিপ্ৰাপ্ত পুরুষও সেই প্রকার  
আনন্দরূপ হইয়া অবস্থান করে’—এইরূপে বাক্য সমাপ্তি করিতে হইবে । ৫২

ভাল, কুমার প্রভৃতি কেবল এই তিনটিই কেন দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল ? অস্ত্র দৃষ্টান্ত কেন  
দেওয়া হইল না ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া এই তিনটি উদাহরণের তাৎপর্য্য  
বলিতেছেন :—

মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ লোকে সিদ্ধা সুখাত্মতা ॥

উদাহতানামন্তো তু হুঃখিনো ন সুখাত্মকাঃ ॥ ৫৩

অর্থ—উদাহতানাম্ মুগ্ধবুদ্ধাতিবুদ্ধানাম্ সুখাত্মতা লোকে সিদ্ধা ; অন্তো তু হুঃখিনঃ  
সুখাত্মকাঃ ন ।

অনুবাদ—উদাহরণরূপে অতিশিশু, মহারাজ ও তত্ত্বজ্ঞানী কেবল এই তিনটিরই  
উল্লেখ করিবার কারণ এই যে এই তিনটিরই সুখরূপতা—পরম সুখের অবস্থা  
সংসারে প্রসিদ্ধ ; তন্মধ্যে অতিশিশু অবিবেকী ; মহারাজ বুদ্ধ অর্থাৎ বিবেকী  
এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ অতিবিবেকী । এতদ্ভিন্ন অপর লোকে হুঃখভোগ করিয়া থাকে,  
তাহাদের সুখরূপতা বা পূর্ণসুখলাভ নাই ।

টীকা—বিবেকরহিত লোকের মধ্যে অতিশিথ স্ত্রী; বিবেকীদিগের মধ্যে অর্থাৎ ব্যবহারাদিকুশল জনগণের মধ্যে, সার্বভৌম অর্থাৎ সমাগরা পৃথিবীর অধিকার স্ত্রী এবং অতিবিবেকী জনগণের মধ্যে আনন্দরূপ আত্মসাক্ষাৎকারবান্ লোকই স্ত্রী, আর অপর সকলে সর্বদা রাগ-দেবাদিমুক্ত বলিয়া স্থখরহিত; এইহেতু তাহাদিগকে সুষুপ্তিমানের দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা হইল না; ইহাই তাৎপর্য্য! ৫৩

তাল, এই কুমারাদি তিনটিকে পরম স্ত্রী বলিয়া মানা গেল; এতদ্বারা আলোচ্য সুষুপ্তিমান পুরুষবিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া প্রতিবাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(৫) সুষুপ্ত জীবের ব্রহ্মানন্দ  
তৎপরতা বিষয়ে সদৃষ্টান্ত  
জ্যোতির্ব্রাহ্মণ বাক্যের  
অর্থ।

কুমারাদিবদেবায়ং ব্রহ্মানন্দৈকতং পরঃ।

স্রীপরিষত্ত্ববদেদ ন বাহুং নাপি চান্তরম্ ॥ ৫৪

অম্বয়—কুমারাদিবং এব অম্ব ব্রহ্মানন্দৈকতং পরঃ; স্রীপরিষত্ত্ববং বাহুং ন, চ আন্তরম্ অপি ন বেদ।

অম্ববাদ—কুমারাদির স্থায় এই সুষুপ্তিমান পুরুষ একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগে তৎপর হয়; সে নারীদ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের স্থায় তৎকালে বাহু বিষয় অথবা আন্তর বিষয় কিছুই জানিতে পারে না।

টীকা—“কুমারাদিবং”—কুমারাদি যেরূপ আনন্দ ভোগ করিয়া থাকে, এইরূপ, এই সুষুপ্ত পুরুষও, “ব্রহ্মানন্দৈকতং পরঃ”—একমাত্র ব্রহ্মানন্দ ভোগেই তৎপর হইয়া থাকে,—অর্থাৎ তাহাই ভোগ করিতে থাকে, ইহাই অর্থ। সুষুপ্ত পুরুষের একমাত্র ব্রহ্মানন্দতৎপরতা বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত, বৃহদারণ্যকের অন্তর্গত জ্যোতির্ব্রাহ্মণাগত বাক্য অর্থতঃ অম্বক্রমণ করিতেছেন। তাহাব অক্ষরতঃ পাঠ এইরূপ—[ তন্ যথা প্রিয়য়া প্রিয়া সম্পরিষত্ত্বঃ ন বাহুং কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্ এবম্ এব অম্ব পুরুষঃ প্রোজেন আত্মনা সম্পরিষত্ত্বঃ ন বাহুং কিঞ্চন বেদ ন আন্তরম্ বৃহদা উ, ৪।৩।২২ ]—তাহার অক্ষরার্থ এই—প্রিয়তমা স্ত্রীর সহিত সর্বতোভাবে আলিঙ্গিত হইয়া পুরুষ যেমন বাহু বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না—তন্ময় হইয়া যায়, ঠিক সেইরূপ এই পুরুষও প্রোজ পরমাত্মার সহিত সম্মিলিত হইয়া বাহু বা আন্তর কোনও বিষয় জানিতে পারে না। শ্লোকের অর্থ—“নারী দ্বারা আলিঙ্গিত পুরুষের স্থায়”—ইত্যাদি। যেমন সংসারে প্রিয় স্ত্রীর সহিত আলিঙ্গনপ্রাপ্ত কামী পুরুষ বাহ্যভাস্তরবিষয়ক জ্ঞানরহিত হইয়া স্তম্ভতির স্থায় হইয়া যায়, সেইপ্রকার সুষুপ্তিতে ‘প্রোজরূপ পরমাত্মার সহিত একতাপ্রাপ্ত হইয়া বাহ্যভাস্তর বিষয়গোচর জ্ঞানবহিত হইয়া আনন্দরূপই হইয়া যায়। ৫৪

এই দৃষ্টান্ত ও দাষ্টান্তিকরূপ বাক্যে স্থিত ‘বাহু’ ও ‘আন্তর’ শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অর্থ যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—

(৫) দৃষ্টান্ত দাষ্টান্তিকত  
বাহু ও আন্তর শব্দদ্বয়ের  
অর্থ।

বাহুং রথাদিকং বৃন্তং গৃহকৃত্যং যথান্তরম্।

তথা জাগরণং বাহুং নাড়ীস্থঃ স্বপ্ন আন্তরঃ ॥ ৫৫

অর্থ—যথা রথাদিকম্ বৃত্তম্ বাহুম্, গৃহকৃত্যম্ আস্তরম্ তথা জাগরণম্ বাহুম্ নাড়ীহঃ  
স্বপ্নঃ আস্তরঃ ।

অনুবাদ—(দৃষ্টান্ত) যেমন রথ্যা রথগমনযোগ্যা রাজমার্গে অথবা অনেক  
মার্গের মেলনস্থান প্রভৃতি বাহু বৃত্তান্ত বা বিষয় এবং গৃহের কার্য্য আস্তর বৃত্তান্ত  
(বিষয়) (দাষ্টার্ভিক) সেইরূপ জাগরণ বাহু বৃত্তান্ত এবং ‘হিতা’ নাড়ীতে  
অবস্থিত স্বপ্ন আস্তর বৃত্তান্ত ।

টীকা—জাগ্রদবস্থায় প্রাপ্ত সংস্কাররচিত ‘হিতা’ নাড়ীতে প্রতীক্ষমান প্রপঞ্চকে স্বপ্ন বলা  
হইতেছে । ৫৫

জীব সুষুপ্তিতে ব্রহ্মানন্দ রূপেই অবস্থিত হয়, এই বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনে ব্যাপৃত [অত্র পিতা  
অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা লোকাঃ অলোকাঃ..... তীর্ণঃ হি তদা সর্বান শোকান্ হৃদয়ন্ত ভবতি  
—বৃহদা উ, ৪।৩।২২]—এই সুষুপ্তি সময়ে পিতা অপিতা হন অর্থাৎ তাঁহার সুষুপ্ত পুত্রের সম্বন্ধে  
পিতৃত্ব থাকে না মাতার মাতৃত্ব থাকে না, স্বর্গাদি লোকেরও লোকত্ব (কাম্যত্ব) থাকে না.....  
তখন নিশ্চয়ই লোক হৃদয়ের সর্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখ বিমুক্ত হয়—ইত্যাদি  
শ্রুতিবচনের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

(ত) সুষুপ্তিতে জীবের  
ব্রহ্মানন্দরূপে স্থিতি বিষয়ে  
যুক্তি প্রদর্শক শ্রুতিবাক্যের  
তাৎপৰ্য্য ।

পিতাপি সুপ্তাবপিতেত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ ।

সুপ্তৌ ব্রহ্মেব নো জীবঃ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ ॥৫৬

অর্থ—সুপ্তৌ পিতা অপি অপিতা ইত্যাদৌ জীবত্ববারণাৎ সংসারিত্বাসমীক্ষণাৎ সুপ্তৌ  
ব্রহ্ম এব, জীবঃ নো ।

অনুবাদ—‘সুষুপ্তিতে পিতাও অপিতা হইয়া যান’ ইত্যাদি অর্থের শ্রুতিবচনে  
জীবভাব নিবারিত হয় এবং সংসারিভাব প্রতীত হয় না, বলা হইয়াছে বলিয়া,  
সুষুপ্তিতে জীব ব্রহ্মই হইয়া যায় তাহার জীবত্ব থাকে না ।

টীকা—‘সুপ্তৌ’—এই সুষুপ্তিতে অধ্যাসজনিত পিতৃত্বাদি জীবধর্ম্মের নিবৃত্তি শ্রুতিবাক্য  
উপদিষ্ট হইয়াছে বলিয়া “জীবত্বাসমীক্ষণাৎ”—জীবত্বের প্রতীতি হয় না বলিয়া ব্রহ্মভাবই অবশিষ্ট  
থাকিয়া যায়, ইহাই অর্থ । ৫৬

তাল, সুষুপ্তিতে পিতৃত্ব প্রভৃতি অভিমানের অভাব হইলে সুখিভাদিরূপ সংসার কেন না  
থাকিবে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া সংসার দেহাভিমানরূপ কারণমূলক বলিয়া সেই  
দেহাভিমানের অভাব হইলে সংসারের অভাব হয়, এই অভিপ্রায়ে আচাৰ্য্য সেই সংসারের অভাব  
প্রতিপাদক [তীর্ণঃ হি তদা সর্বান শোকান্ হৃদয়ন্ত ভবতি]—সুষুপ্তিতে নিশ্চয়ই লোকে অন্তঃকরণে  
নিহিত সর্ববিধ শোক অতিক্রম করে, অর্থাৎ দুঃখবিমুক্ত হয়, এইরূপে পূর্বোক্ত (৫৬ শ্লোকে)  
শ্রুতিবাক্যের শেষাংশের তাৎপৰ্য্য ব্যাখ্যা করিতেছেন :—

(৭) সৃষ্টিতে পিতৃহাদি  
বিষয়ক অভিমান না  
ধাকার শোকাদি সং-  
সাধা হাব।

পিতৃহাদিভিমানো যঃ সুখদুঃখাকরঃ স হি।

তস্মিন্নপগতে তীর্ণঃ সৰ্বাঞ্ছোকান্ ভবত্যয়ম্ ॥ ৫৭

অর্থ—যঃ পিতৃহাদিভিমানঃ সঃ হি সুখদুঃখাকরঃ, তস্মিন্ অপগতে অয়ম্ সৰ্বান্ শোকান্ তীর্ণঃ ভবতি।

অনুবাদ ও টীকা—ব্যবহারিক অবস্থায় যে পিতৃহাদির অভিমান তাহাই সকল সুখদুঃখের আকর ; তাহা নিবারিত হইলে জীব সমস্ত শোক অতিক্রম করে। ৫৭

ভাল, উদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহে, সৃষ্টিতে সুখপাপ্তি, শ্রুতিকর্তৃক নিজ মুখে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া ত' দেখা যাইতেছে না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেইরূপ সুখপ্রাপ্তির কণ্ঠতঃ বর্ণনে ব্যাপৃত, কৈবল্যাশ্রিতবচন [ সৃষ্টিকালে সকলে বিলীনে তমোভিভূতঃ স্বরূপমতি—কৈবল্যা উ, ১৫ ]—সৃষ্টিকালে আনন্দ ভোগাবসরে, সমস্ত বিশেষ বিজ্ঞান স্বভাবে বিলীন হইলে ( এই অংশে সৃষ্টি মোক্ষদশ হইলেও ) জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া অপ্রকাশমান আনন্দস্বরূপ প্রাপ্ত হয় ( এই অজ্ঞানাবরণহেতু সৃষ্টি মোক্ষ হইতে পৃথক )—ইহাই অর্থঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৮) সৃষ্টির স্থপ শ্রুতি  
নিচমুপে বর্ণন কবিশা-  
চেন। সেই শ্রুতিবচনের  
অর্থ।

সৃষ্টিকালে সকলে বিলীনে তমসাবৃতঃ।

স্বরূপমুপৈতীতি ক্রতে হাত্বর্ধ্বণী শ্রুতিঃ ॥ ৫৮

অর্থ—“সৃষ্টিকালে সকলে বিলীনে তমসা আবৃতঃ স্বরূপম্ উপৈতি” ইতি আত্মবর্ণী শ্রুতিঃ ক্রতে হি।

অনুবাদ—সৃষ্টিকালে জাগ্রদাদি প্রপঞ্চসকল বিলীন হইলে ( প্রকৃত্তিরূপ ) অজ্ঞানদ্বারা আবৃত হইয়া জীব স্বরূপ প্রাপ্ত হয়—এইরূপে অথর্ববেদের কৈবল্যা শ্রুতি ( কণ্ঠতঃ ) বর্ণনা করিতেছেন।

টীকা—“সকলে বিলীনে”—জাগ্রদাদিরূপ প্রপঞ্চসকল নিজ উপাদানভূত তমঃপ্রধান প্রকৃতিতে বিলয় প্রাপ্ত হইলে, “তমসা আবৃতঃ”—সেই প্রকৃতিরূপ তমোদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া জাব “স্বরূপম্ উপৈতি”—স্বরূপ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়, ইহাই উক্ত শ্রুতির অর্থ। ৫৮

পূর্বে মোকোক্ত অর্থ কেবল শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নহে, তাহা সকল লোকের অমুভবসিদ্ধও বটে, ইহাই বলিতেছেন :—

(৯) উক্ত অর্থ সর্বাসুতব  
দিক্।

সুখমস্বাস্মদ্রাহং ন বৈ কিঞ্চিদবেদিষম্।

ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামুশতি চোথিতঃ ॥ ৫৯

অর্থ—উথিতঃ “অত্র সুখম্ অহম্ অস্বাপম্, কিঞ্চিৎ ন অবদিষম্ বৈ” ইতি সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামুশতি।

অনুবাদ—সুপ্তি হইতে উথিত ব্যক্তি এইরূপ স্মরণ করে—এই কালে

(এতক্ষণ) আমি সুখে ঘুমাইতেছিলাম, কিছুই ত' জানিতে পারি নাই। সুশুপ্তির সুখ ও অজ্ঞান এই প্রকারে স্মৃতির বিষয় হয়।

টীকা—“উখিতঃ”—সুশুপ্তি হইতে উঠিয়া লোকে, “অত্র অহম্ সুখম্ অস্বাপম্ ন কিঞ্চিৎ অবৈদিসম্”—এতক্ষণ আমি সুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই—এই প্রকারে “সুপ্তে সুখাজ্ঞানে পরামৃশতি”—সুশুপ্তি কালের সুখ ও অজ্ঞান স্মরণ করে, এই কারণেও, সুশুপ্তিতে যে সুখ আছে, তাহা জানা যায়। ৫৯

ভাল, স্মরণজ্ঞান ত' প্রমাণরূপ নহে; সেই হেতু তাহার বলে সুশুপ্তিতে সুখসিদ্ধি কি প্রকারে হইতে পারে? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে স্মৃতিজ্ঞান প্রমাণরূপ না হইলেও তাহার মূলভূত অমুভবের বলে সুখের সিদ্ধি হয়, উক্ত বাক্যের এই অভিপ্রায় ধরিয়া বলিতেছেন :—

পরামর্শোহমুভূতেহস্মীত্যাসীদমুভবস্তদা।

চিদাত্মত্বাৎ স্মৃতো ভাতি সুখমজ্ঞানধীস্তুতঃ ॥ ৬০

অর্থ—পরামর্শঃ অমুভূতে অস্তি, ইতি তদা অমুভবঃ আসীৎ চিদাত্মত্বাৎ সুখম্ স্মৃতঃ ভাতি, ততঃ অজ্ঞানধীঃ।

অনুবাদ—অমুভূত বিষয়েরই স্মৃতি হয়; এইহেতু তৎকালে অমুভব হইয়াছিল (বুঝা যায়)। সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া, আপনার স্বরূপবশতঃই প্রকাশিত হয়, আর তদ্বারাই (সেই সুখাবরক) অজ্ঞানের অমুভূতি হয়।

টীকা—“পরামর্শঃ”—স্মরণজ্ঞান, “অমুভূতে অস্তি”—অমুভূত বিষয়েই হইয়া থাকে, অমুভূত বিষয়ে স্মরণ হয় না। “ইতি”—এই কারণে, “তদা”—সুশুপ্তিতে, “অমুভবঃ আসীৎ”—অমুভব হইয়াছিল, ইহা জানা যায়। ভাল, সুশুপ্তিতে মনসহিত জ্ঞানসাধন (ইন্দ্রিয়াদি) বিলীন হইয়া যায় বলিয়া কি প্রকারে অমুভবের সিদ্ধি হয়? এই আশঙ্কা করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন—তুমি কি বলিতে চাও, তখন সুখামুভবের সাধন থাকে না? অথবা অজ্ঞানামুভবের সাধন থাকে না? এই দুই বিকল্পই হইতে পারে। তন্মধ্যে প্রথম বিকল্পটি অসম্ভব; কেন না, সুখ স্বপ্রকাশ চৈতন্যরূপ বলিয়া সুখ সাধনের অপেক্ষা রাখে না, আর দ্বিতীয় বিকল্পও সম্ভব নহে, কেন না, স্বপ্রকাশ সুখের বলেই তাহার আবরক অজ্ঞানের প্রতীতি সিদ্ধ হয়। এই অভিপ্রায়েই বলিতেছেন—“সেই সুখ স্বপ্রকাশরূপ বলিয়া” ইত্যাদি। “ততঃ”—সেই স্বপ্রকাশরূপ সুখের দ্বারাই “অজ্ঞানধীঃ”—অজ্ঞানের প্রতীতি হয়। ৬০

ভাল, সুশুপ্তিকালীন সুখ স্বপ্রকাশ সুখ হইলেও “ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ম্ ভবেৎ”—নিজেই সেই সুশুপ্তিস্থিত ব্রহ্মানন্দ হইয়া যায় (৪৫ শ্লোকোক্ত) এই ব্রহ্মরূপত! তাহার সম্ভব হয় না, কেন না, তদ্বিশেষ কোনও প্রমাণ নাই। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহাট, ৩।২।২৮]—বিজ্ঞানও (কুটম্ব চিদাত্মরূপ বিজ্ঞপ্তিও) আনন্দস্বরূপ, অর্থাৎ বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয় সুখ হইতে ভিন্ন বিজ্ঞানও আনন্দস্বরূপ; আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম বিজ্ঞানাত্মক বলিয়া আপনি আপনাতে

অনুভব করিয়া থাকে—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবাক্য থাকিতে সেই স্বথ ব্রহ্মরূপ নহে, এইরূপ বলা চলে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) সৃষ্টির স্বপ্রকাশ  
স্বথ যে ব্রহ্মরূপ, তাহার  
প্রমাণ বৃহদারণ্যক  
শ্রুতিবাক্য।

ব্রহ্ম বিজ্ঞানমানন্দমিতি বাজসনেয়িনঃ ।

পঠন্ত্যতঃ স্বপ্রকাশং স্বথং ব্রহ্মৈব নেতরং ॥ ৬১

অর্থ—“বিজ্ঞানম্ আনন্দম ব্রহ্ম” ইতি বাজসনেয়িনঃ পঠন্তি; অতঃ স্বপ্রকাশম্ স্বথম্ ব্রহ্ম  
এব ইতরং ন ।

অনুবাদ ও টীকা—বিজ্ঞান অর্থাৎ জীবচেতন আনন্দরূপ ব্রহ্মই; এই প্রকারে  
বাজসনেয় শাখিগণ পাঠ করিয়া থাকেন। এই হেতু স্বপ্রকাশ স্বথ ব্রহ্মই, অন্য  
কিছু নহে। ৬১

ভাল, অনুভব ও স্মরণ এই দুই জ্ঞান একাত্ম্য বিশিষ্ট হইবেই এইরূপ নিয়ম থাকায়, ‘আমি  
হুখে ঘুমাইয়াছিলাম, কিছুই জানিতে পারি নাই’—এই প্রকারে স্মৃতিশীল স্বথ ও অজ্ঞান  
বিজ্ঞানময়কর্তৃক অর্থাৎ জীবদ্বারা স্মৃত হয়, এই হেতু সেই বিজ্ঞানময়কেই (জীবকেই) স্বথ ও  
অজ্ঞানের অনুভব কর্তা বলা উচিত (আনন্দস্বরূপকে নহে)। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া  
জীবের উপাধিরূপ অজ্ঞানকার্য্য অন্তঃকরণে বিলীন হইয়া যাওয়ায়, অন্তঃকরণোপাধিবিশিষ্ট জীবের  
স্বথ ও অজ্ঞানের অনুভবকর্তৃক সিদ্ধ হয় না। এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(প) স্মরণ ও অনুভবের  
সামান্যিকরণ্য নিয়মে  
বিরোধ শঙ্কা ও তাহার  
সমাধান।

যদজ্ঞানং তত্র লীনৌ তৌ বিজ্ঞানমনোময়ো ।

তয়োহি বিলয়াবস্থা নিদ্রাজ্ঞানং চ সেব হি ॥ ৬২

অর্থ—যৎ অজ্ঞানম্ তত্র তৌ বিজ্ঞানমনোময়ো লীনৌ হি তয়োঃ বিলয়াবস্থা নিদ্রা; সা চ  
অজ্ঞানম্ এব হি ।

অনুবাদ—এই যে অজ্ঞান, ইহাতে বিজ্ঞানময় ও মনোময় উভয়ই বিলীন হইয়া  
যায়। যেহেতু তদ্বস্তুর যে বিলয়াবস্থা তাহাকেই নিদ্রা বলে; তাহাকেই  
পণ্ডিতেরা অজ্ঞান বলিয়া ব্যবহার করেন।

টীকা—‘আমি কিছুই জানিতে পারি নাই’—এই প্রকার স্মরণ অন্তপ্রকারে অর্থাৎ স্মৃতিতে  
মুহূর্ত্ত অজ্ঞানরূপ বিষয় বিনা অসম্ভব—এইরূপ অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা “যৎ অজ্ঞানম্”—যে  
অজ্ঞানকে অবগত হওয়া যায়, “তত্র”—সেই অজ্ঞানে, “তৌ”—প্রমাতা ও প্রমাণরূপ বলিয়া  
এসিদ্ধ, “বিজ্ঞানমনোময়ো বিলীনৌ”—বিজ্ঞানময় ও মনোময় কোণ বিলীন হইয়া যায় অর্থাৎ  
বিজ্ঞানময় ও মনোময়রূপ আকার পরিত্যাগ করিয়া কারণ-অজ্ঞানরূপে অবস্থিত থাকে। এই হেতু  
সেই অজ্ঞানরূপ উপাধিবিশিষ্ট চেতনের অনুভবকর্তৃক নাই, ইহাই তাৎপৰ্য্য। তদ্বিবয়ে যুক্তি বা  
কারণ বলিতেছেন—“যেহেতু তদ্বস্তুর” ইত্যাদি। “হি”—যেহেতু, “তয়োঃ”—সেই বিজ্ঞানময়  
ও মনোময়ের, “বিলয়াবস্থা নিদ্রা”—বিলয়াবস্থাকে ‘নিদ্রা’ এই নাম দেওয়া হয়, “বিজ্ঞানবিরতিঃ



সুপ্তিঃ”—( আভিধানিক লক্ষণ ) বিজ্ঞান অর্থাৎ অন্তঃকরণ, তাহার যে বিরতি বা বিলম্বাবস্থা, তাহাই সুপ্তি, এইরূপ শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। তাহা হইলে নিদ্রাতেই বিলীন হইয়া যায়, বলিতে হইবে ( অজ্ঞানে নহে ) এই আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—সেই নিদ্রাকেই বিদ্বানগণ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া ব্যবহার করেন, ইহাই অর্থ। ৬২

ভাল, তাহা হইলে সুপ্তিকালীন সুখ ও অজ্ঞানের অনুভবকালে অবিদ্যমান বিজ্ঞানময় জাগ্রৎকালে কি প্রকারে সেই সুখ ও অজ্ঞানের স্মরণ কর্তা হয়? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—বিলম্বাবস্থাতেও তাহার ( সেই বিজ্ঞানাত্মার ) স্বরূপের নাশ হয় না বলিয়া, বিলম্বাবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট আনন্দময়রূপে অনুভবকর্তৃত্ব এবং বিজ্ঞানময় শব্দবাচ্য ঘনীভাবরূপ উপাধিবিশিষ্টরূপে স্মরণকর্তৃত্ব একই আত্মায় সম্ভব হয়; এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেনঃ—

(ক) স্মরণকর্তা বিজ্ঞান-  
ময় এবং অনুভবকর্তা  
আনন্দময় এবং (আত্মা) **বিলীনঘূতবৎ পশ্চাৎ স্ফাদ্বিজ্ঞানময়ো ঘনঃ ।**  
**বিলীনাবস্থ আনন্দময়সন্দেশেন কথ্যতে ॥ ৬৩**

অর্থ—বিলীনঘূতবৎ পশ্চাৎ বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ স্ফাৎ; বিলীনাবস্থাঃ আনন্দময়সন্দেশেন কথ্যতে।

অনুবাদ—যেমন তরল ঘূত পশ্চাৎ (ক্রমশঃ) ঘনীভূত হয়, সেইরূপ নিদ্রাকালে বিলীন বিজ্ঞানময় কোশ—পুনর্বার জাগ্রৎকালে ঘনীভূত হয়; তাহাই পূর্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়।

টীকা—যেমন অগ্নির সংযোগাদি দ্বারা ঘূত প্রগলিত হয় এবং পরে বায়ু প্রভৃতির সম্বন্ধবশতঃ ঘনীভাব প্রাপ্ত হয়, এইরূপ জাগ্রদাদি অবস্থায় ভোগপ্রদ যে কৰ্ম্ম, তাহার ক্ষয়বশতঃ নিদ্রারূপে বিলীন অন্তঃকরণ তাহাই আবার ভোগপ্রদ কৰ্ম্মরূপে জাগ্রদবস্থায়, বিজ্ঞানরূপ অন্তঃকরণের আকারে ঘনীভাব অর্থাৎ ঘূতবাব প্রাপ্ত হইয়া স্পষ্টতর আকার ধারণ করে। এই হেতু সেই অন্তঃকরণরূপ উপাধিবিশিষ্ট আত্মাও “বিজ্ঞানময়ঃ ঘনঃ”—বিজ্ঞানময়াকারে ঘন অর্থাৎ স্পষ্টতর হয়; সেই আত্মাই পূর্বের অর্থাৎ সুপ্তি-অবস্থায় বিলম্বাবস্থারূপ উপাধিবিশিষ্ট হইয়া “আনন্দময়” এই নামে অভিহিত হয়। ৬৩

“তাহাই পূর্বের বিলীনাবস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়”—এই পূর্ব শ্লোকের অর্থ স্পষ্ট করিতেছেনঃ—

**সুপ্তিপূর্বক্ষেণে বুদ্ধিবৃত্তির্যা সুখবিশ্বিতা ।**  
(ব) আনন্দময়ের স্বরূপ । **সেব তদ্বিশ্বসহিতা লীনানন্দময়ন্ততঃ ॥ ৬৪**

অর্থ—সুপ্তিপূর্বক্ষেণে বা বুদ্ধিবৃত্তিঃ সুখবিশ্বিতা, ততঃ তদ্বিশ্বসহিতা লীনা আনন্দময়ঃ।

অনুবাদ—সুপ্তির পূর্বক্ষেণে বুদ্ধিবৃত্তি যে সুখ-প্রতিবিশ্ব ধারণ করে, পরে সেই সুখ-প্রতিবিশ্ব সহিত, সেই বৃত্তি বিলীন হইলে সেই অবস্থায় আনন্দময় বলিয়া কথিত হয়।

টীকা—“স্বপ্তিপূর্বকণে”—স্বপ্তিপূর্ব অবাবহিত পূর্ববর্তী (অন্তবাবহিত) কণে যে অন্তর্মুখবুদ্ধিবৃত্তি স্বরূপভূত স্বপ্নের প্রতিবিম্বযুক্ত হয়, “ততঃ”—তদনন্তর, স্বপ্নের প্রতিবিম্ব সহিত সেই বৃত্তি নিদ্রারূপে বিনীত হইলে, ‘আনন্দময়’ এই নামে অভিহিত হয়। ৬৪

এই প্রকারে আনন্দময়ের স্বরূপ প্রদর্শন করিয়া সেই আনন্দময়েবই জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় রূপে অবর্ণকর্ত্ত্ব্য সিদ্ধি করিবার জন্য, সেই স্বপ্তিকালীন স্বপ্নানুভব বর্ণন করিতেছেন :—

(৮) আনন্দময়েবই  
বসন্তবাস্তব হয়।

অন্তর্মুখো য আনন্দময়ো ব্রহ্মস্বখং তদা।

ভুঙক্তে চিদ্ৰিম্বযুক্তাভিরজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ ॥ ৬৫

অর্থ—অন্তর্মুখঃ যঃ আনন্দময়ঃ, তদা (সঃ) ব্রহ্মস্বপ্নং চিদ্ৰিম্বযুক্তাভিঃ অজ্ঞানোৎপন্ন-  
বৃত্তিভিঃ ভুঙক্তে।

অনুবাদ—অন্তর্মুখ যে সেই আনন্দময়, তিনিই তৎকালে চৈতন্যপ্রতিবিম্বযুক্ত  
অজ্ঞানে উৎপন্ন বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মস্ব অন্মভব করেন।

টীকা—স্বপ্নের প্রতিবিম্বযুক্ত অন্তর্মুখ বুদ্ধিবুদ্ধিবা উৎপাদিত সংস্কার সহিত অজ্ঞানরূপ  
উপাদিযুক্ত যে আনন্দময়, “তদা”—সেই স্বপ্তিকালে, “ব্রহ্মস্বপ্নম্”—স্বরূপভূত স্বপ্নকে চিদাভাস  
সহিত, “অজ্ঞানোৎপন্নবৃত্তিভিঃ”—অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন স্বপ্নাদি বিষয়ক সমুদায়ের পৰিণামবিশেষরূপ  
বুদ্ধিসমূহদ্বারা, “ভুঙক্তে”—অন্মভব করিয়া থাকে। ৬৫

ভাল, তাহা হইলে ‘জাগরণের ছায় স্বপ্তিতে আমি স্বপ্ন অন্মভব করিয়া থাকি’ এই প্রকার  
অভিমান কি কারণে হয় না? একেই প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া, অবিজ্ঞাবুদ্ধিসমূহের বুদ্ধি-  
বৃত্তি হার স্পষ্টতা না থাকায়, এই প্রকার অভিমান হয় না—এই অভিপ्राয়ে বলিতেছেন :—

(৯) অজ্ঞানবৃত্তি সমূহের  
বিস্পষ্টতা ও বুদ্ধিবৃত্তি  
সমূহের স্পষ্টতা।

অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সুক্ষ্মা বিস্পষ্টা বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ।

ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি ॥ ৬৬

অর্থ—অজ্ঞানবৃত্তয়ঃ সুক্ষ্মাঃ, বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ বিস্পষ্টাঃ ইতি বেদান্তসিদ্ধান্তপারগাঃ প্রবদন্তি হি।

অনুবাদ ও টীকা—অজ্ঞানবৃত্তিসমূহ অতিসূক্ষ্ম অর্থাৎ অস্পষ্ট হয়; আর বুদ্ধিবৃত্তি-  
সমূহ বিস্পষ্ট অর্থাৎ স্পষ্ট হইয়া থাকে, বেদান্তসিদ্ধান্তপারগগণ এই প্রকার  
বলিয়া থাকেন। ৬৬

ভাল, আনন্দময় কোশ যে অতি সূক্ষ্ম অবিজ্ঞাবৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মানন্দকে ভোগ করেন (৬৫ শ্লোকে  
এইরূপ) বর্ণিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কি প্রমাণ আছে? তত্তত্তরে বলিতেছেন :—

(১০) আনন্দময় কোশ  
অসংস্পৃগ, অবিজ্ঞাবৃত্তি-  
দ্বারা তাহার ব্রহ্মানন্দ-  
ভোগ, তদ্বিষয়ে মাণ্ডুক্যাদি  
শ্রুতি প্রমাণ।

মাণ্ডুক্যাতাপনীয়াদিশ্রুতিষ্বেতদতিস্ফুটম্।

আনন্দময়ভোক্তৃৎ ব্রহ্মানন্দে চ ভোগ্যতা ॥ ৬৭

অর্থ—মাণ্ডুক্যাতাপনীয়াদিশ্রুতিঃ এতৎ অতিস্ফুটম্; আনন্দময়ভোক্তৃৎ চ ব্রহ্মানন্দে  
ভোগ্যতা।

অমুবাদ ও টীকা—মাণ্ডূক্য (নৃসিংহান্তর) তাপনীয় প্রভৃতি উপনিষদে একথা অতি স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে। আনন্দময়ের ভোক্তৃষ্ণ ও ব্রজানন্দে ভোগ্যতা—ভুক্ত হইবার যোগ্যতা আছে। ৬৭

এক্ষণে [সুষুপ্তস্থানঃ একীভূতঃ প্রজ্ঞানবনঃ এব আনন্দময়ঃ হি আনন্দভুক্ত চেতোময়ঃ—মাণ্ডূক্য উ, ৫]—‘এই সুষুপ্ত যাহার স্থান, (বাহ্য ও আন্তর সর্বপ্রকার বিষয়বিজ্ঞানঃ থাকায়) একীভাবপ্রাপ্ত কেবলই প্রকৃষ্ট জ্ঞানমূর্ত্তি প্রচুর আনন্দপূর্ণ ও আনন্দভোজী হইয়া বোধশক্তি যাহার মুখস্বরূপ, সেই প্রাজ্ঞ আত্মা, ইহার তৃতীয় পাদ’ ইত্যাদি মাণ্ডূক্য উপনিষদগত বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেনঃ—

একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাং গতঃ ।  
(রা) মাণ্ডুক্যানি শ্রুতিবচন-  
সমূহের অর্থ।

আনন্দময় আনন্দভুক্ত চেতোময়বৃত্তিভিঃ ॥ ৬৮

অম্বয়—একীভূতঃ সুষুপ্তস্থঃ প্রজ্ঞানঘনতাম্ গতঃ আনন্দময়ঃ চেতোময়বৃত্তিভিঃ আনন্দভুক্তঃ ।

অমুবাদ—সুষুপ্তিস্থিত একরূপতা ও প্রজ্ঞানঘনরূপতা প্রাপ্ত যে আত্মা তিনিই আনন্দময় ও চেতোময়বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভোজী হন অর্থাৎ স্বরূপানন্দ ভোগ করেন ।

টীকা—“সুষুপ্তস্থানম্”—সুষুপ্ত অর্থাৎ সুষুপ্তি তাহাতে যিনি অবস্থান করেন তিনি সুষুপ্তস্থ অর্থাৎ সুষুপ্তির অভিমাত্রী, “আনন্দময়ঃ”—আনন্দপ্রচুর, (প্রচুরার্থে ময়ট, যেমন জলম স্থান) ; “আনন্দভুক্তঃ”—(স্বরূপভূত) আনন্দকে যিনি ভোগ করেন, “চেতোময়বৃত্তিভিঃ”—চেতঃ অর্থাৎ চৈতন্য তন্ময় তৎপ্রচুর অর্থাৎ চৈতন্যের প্রতিবিম্ব সহিত এইরূপ যে বৃত্তিসকল তদ্বারা—চেতোময়ী বৃত্তিসমূহদ্বারা আনন্দভুক্ত হন, এইরূপে শব্দ বোঝনা করিতে হইবে । ৬৮

পূর্বশ্লোকবর্ণিত শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত ‘একীভূতঃ’ পদের অর্থ বলিতেছেনঃ—

(ল) উক্ত মাণ্ডুক্যশ্রুতি-  
গত ‘একীভূতঃ’ পদের  
অর্থ।

বিজ্ঞানময়মূর্থেযো রূপৈষু ভুতঃ পুরাধুনা ।

স লয়েনৈকতাং প্রাপ্তো বহুতগুলপিষ্টবৎ ॥ ৬৯

অম্বয়—যঃ পুরাঃ বিজ্ঞানময়মূর্থেযো রূপৈঃ যুক্তঃ সঃ অধুনা লয়েন একতাম্ প্রাপ্তঃ বহুতগুলপিষ্টবৎ ।

অমুবাদ—যে আত্মা পূর্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায় বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপ যুক্ত ছিলেন, তিনি এক্ষণে অর্থাৎ সুষুপ্তির বিলীনাবস্থায় বহুতগুলপিষ্টের (পিটিলির) ন্যায় একতা প্রাপ্ত হন ।

টীকা—“যঃ পুরাঃ”—যে আত্মা পূর্বে অর্থাৎ জাগরণাবস্থায়, “বিজ্ঞানময়মূর্থেযো”—বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপে, [সঃ বা অয়ম্ আত্মা ব্রহ্ম বিজ্ঞানময়ঃ মনোময়ঃ প্রাণময়ঃ চক্ষুরময়ঃ শ্রোত্রময়ঃ পৃথিবীময়ঃ আপোময়ঃ বায়ুময়ঃ আকাশময়ঃ তেজোময়ঃ অতেজোময়ঃ কামময়ঃ অকামময়ঃ ক্রোধময়ঃ অক্রোধময়ঃ ধর্ম্মময়ঃ অধর্ম্মময়ঃ সর্বময়ঃ তৎ-যৎ-এতৎ-ইদম্ অদোময়ঃ ইতি—বৃহদা উ, ৪।৪।৫]

—(এই সংসারী আত্মা যে সমস্ত উপাধিযোগে তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেই সমুদয়ের নিদেশ করিতেছেন) 'সেই আত্মা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মই বটে, কিন্তু উপাধিযোগে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধির সহিত অভিন্নরূপ) ও মনোময় (মনের সহিত অভিন্নরূপ) হন; এই প্রকার প্রাণময়, চক্ষুশ্রময়, শ্রোত্রময়, (পাণ্ডিবে শরীরে) পৃথিবীময়, (জলীয় শরীরে) আপোময়, বায়ুময়, আকাশময়, তেজোময়, অতেজোময়, কানময়, অকানময়, ক্রোধময়, অক্রোধময়, ধর্মময়, অধর্মময়, সপ্তময়, এবং বেহেতু প্রত্যক্ষ গ্রাহ্য বস্তুময়, সেইহেতু পরোক্ষ বস্তুময় বটে'—ইত্যাদি প্রতিবচনে বর্ণিত বিজ্ঞানময় প্রভৃতিরূপে যে আকাব, তদ্বারা "বুদ্ধিঃ"—ছিলেন, "সঃ এব অধুনা লগ্নেন"—সেই আত্মাই এক্ষণে অর্থাৎ স্মৃষ্টিকালে পরোক্ষ অর্থাৎ বুদ্ধি ও মনোরূপ উপাদির বিলম্ব হেতু "একতাং প্রাপ্তঃ"—একাকারতাবৃত্ত হন; তদ্বিবরে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন—“বহু ততুল পিষ্টের (পিটুনিব) ন্যায়” ইত্যাদি। বহু ততুলদ্বারা উপমায় যে পিটুনি, তাহার ন্যায় হন। তাৎপর্য এই, যেমন একই ব্যক্তি রন্ধন অধ্যাপনা প্রভৃতি ক্রিয়াভেদে 'পাচক' 'পাতক' ইত্যাদি রূপ হন, সেই প্রকার একই একাত্মা বিজ্ঞানময় প্রভৃতি উপাদির সহিত তাদাত্ম্যাদ্যাসবশতঃ সেই সেই রূপযুক্ত বলিয়া অভিহিত হন, ইহাই অর্থ। ৩৯

এক্ষণে 'প্রজ্ঞানঘন' শব্দের অর্থ বলিতেছেন:—

**প্রজ্ঞানানি পুরা বুদ্ধিবৃত্তয়োহথ ঘনোহভবৎ।**

(৩: ১৩) প্রতিবচনগত

'প্রজ্ঞানঘন' শব্দের অর্থ।

**ঘনত্বং হিমবিন্দুনা মুদগ্দেশে যথা তথা ॥ ৭০**

অর্থ—পুরা প্রজ্ঞানানি বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ অথ ঘনঃ অভবৎ যথা উদদেশে হিমবিন্দুনা মুদগ্দেশে তথা

অনুবাদ—পূর্ব্বে অর্থাৎ জাগ্রৎকালে প্রজ্ঞাননামক যে সকল বুদ্ধিবৃত্তি ছিল তাহারাই তৎপরে অর্থাৎ স্মৃষ্টিকালে ঘনীভূত হইল, যেমন উত্তরাখণ্ডে (হিমালয় প্রদেশে) হিমবিন্দুসকল ঘনরূপতা অর্থাৎ একীভাব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ।

টীকা—“পুরা”—পূর্বে জাগ্রদাদিকালে, “প্রজ্ঞানানি”—প্রজ্ঞানশব্দদ্বারা সূচিত ঘটাদি বিষয়ক, “বুদ্ধিবৃত্তয়ঃ”—যে বুদ্ধিবৃত্তিসকল ছিল, “অথ”—অনন্তর, স্মৃষ্টিকালে ঘটাদি বিষয়ের সম্বন্ধে, “ঘনঃ অভবৎ”—ঘন হইল অর্থাৎ চৈতন্যরূপে একরূপ হইল; তদ্বিবরে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন উত্তরাখণ্ডে” ইত্যাদি। ৭০

এক্ষণে “প্রজ্ঞানঘন” শব্দের অর্থের নিরূপণপ্রসঙ্গে উপস্থিত, কিছু অর্থের উল্লেখ করিতেছেন:—

**তৎঘনত্বং সাক্ষিভাবং হৃৎখাভাবং প্রচক্ষতে।**

**লৌকিকাস্তার্কিকা যাবদুঃখবৃত্তিবিলোপনাৎ ॥ ৭১:**

অর্থ—তৎ সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্ লৌকিকাঃ তার্কিকাঃ হৃৎখাভাবম্ প্রচক্ষতে, যাবদুঃখবৃত্তি-বিলোপনাৎ।

অনুবাদ—পূর্ব্বোক্ত সাক্ষিভাবরূপ ঘনরূপতাকে শাস্ত্রজ্ঞানশূন্য ও বৈশেষিকাদি তার্কিকগণ 'হৃৎখাভাব' বলিয়া থাকেন, কেননা স্মৃষ্টিতে যাবতীয় হৃৎখবৃত্তি বিলীন হইয়া যায়।

টীকা—এই যে বেদান্তশাস্ত্রে “সাক্ষিভাবম্ ঘনত্বম্”—সাক্ষিভাবরূপে বর্ণিত প্রজ্ঞানবনত তাহাকেই “লোকিকাঃ—শাস্ত্রসংস্কাররহিত জনগণ এবং “তাকিকাঃ”—বৈশেষিকাদি শাস্ত্রজগণ, “দ্বুঃখাভাবম্ প্রচক্ষতে”—দ্বুঃখাভাব বলিয়া উল্লেখ করেন। কেন এইরূপ বলেন? তদন্তবে বলিতেছেন—“কেননা সুষ্পৃগিতে যাবতীয়” ইত্যাদি। যতগুলি দ্বুঃখবৃত্তি আছে, সেই সকলগুলি বিলুপ্ত হইয়া যায় বলিয়া; ইহাই অর্থ। ৭১

এক্ষণে ৭১ শ্লোকে উক্ত যে মাণ্ড্য শ্রুতিবচন, তদন্তর্গত “চেতোমুখ” শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

(শ) উক্ত শ্রুতিবাক্য গত  
‘চেতোমুখ’ শব্দের অর্থ,  
আর সুষ্পৃগি হইতে  
জাগরণের কারণ।

অজ্ঞানবিস্তৃতা চিৎ স্যাম্মুখমানন্দভোজনে।

ভুক্তং ব্রহ্মসুখং ত্যক্ত্বা বহির্ঘাত্যথ কর্মণা ॥ ৭২

অর্থ—আনন্দভোজনে মুখম্ অজ্ঞানবিস্তৃতা চিৎ স্যৎ; অথ কর্মণা ভুক্তম্ ব্রহ্মসুখম্ ত্যক্ত্বা বহিঃ যাতি।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দভোজনে অজ্ঞানে প্রতিবিস্তৃতা চৈতন্যই মুখস্বরূপ হয়; পরে কর্মবশে ভুক্ত ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীব বাহিরে গমন করে।

টীকা—“আনন্দভোজনে”—সুষ্পৃগিত ব্রহ্মানন্দের আশ্বাদনে, “মুখম্”—সাদন, “অজ্ঞান-বিস্তৃতা চিৎ স্যৎ”—অজ্ঞানের দ্বারা প্রভূত প্রতিবিস্তৃতা চৈতন্যই মুখ অর্থাৎ সাদন হয়। ভাল, সুষ্পৃগিতে যদি আনন্দম্বরূপ জীবদ্বারা ব্রহ্মানন্দ ভুক্ত হয়, তবে তদনন্তবে সেই ব্রহ্মানন্দ পরিত্যাগ করিয়া জীব কি হেতু “দ্বুঃখালয়”রূপ জাগরণে ফিরিয়া আইসে? এইহেতু বলিতেছেন—“পরে কর্মবশে ভুক্ত” ইত্যাদি। পুণ্যপাপকর্ম কর্মদ্বারা বদ্ধ বলিয়া, তদ্বারা প্রেবিত অর্থাৎ আকৃষ্ট হইয়া, জীব ব্রহ্মানন্দের সাক্ষাৎকার করিয়া, তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া, তদনন্তর “বহিঃ যাতি”—বাহিরে যায়, অর্থাৎ জাগরণাদি প্রাপ্ত হয়। যেমন গৃহাবস্থিতা মাতার ক্রোড় হইতে উঠিয়া বালক বাহিরে বাইরা অত্র বালকদিগের সহিত খেলা করে, পরে যখন অত্র বালকগণ খেলার নিবৃত্তি হয়, তখন নিজেও শ্রান্তি অনুভব করিয়া ফিরিয়া আসিয়া মাতাক্রোড়ে বসিয়া গৃহস্থ অত্র অনুভব করে এবং শ্রমাপনয়ন করে, আবার অত্র বালক ডাকিলে বাহিরে যায়, সেই প্রকার সুষ্পৃগিরূপ গৃহে অবস্থিত অজ্ঞান বা কারণ-শরীররূপ মাতার বিক্ষেপশক্তিরূপ অংশদৃশ ক্রোড় হইতে উঠিয়া, চিদাভাসযুক্ত অন্তঃকরণরূপ বালক জাগ্রৎস্বপ্নরূপ ব্যাহ প্রদেশে বাইরা কর্ম করিবার জন্ত প্রারম্ভ কর্মরূপ অত্র বালকদিগের সহিত ব্যবহাররূপ ক্রীড়া করে। যখন জাগ্রৎস্বপ্নজনক ভোগপ্রদ কর্মের বিরতি হয়, তখন জাগ্রৎস্বপ্নের ব্যাপার জনিত বিক্ষেপরূপ পরিশ্রম অনুভব করিয়া অজ্ঞানরূপ মাতার ক্রোড়ে বিলীন হইয়া সুষ্পৃগিরূপ গৃহে স্বরূপভূত ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া জাগ্রৎস্বপ্ন ব্যাপারজনিত শ্রমের অপনোদন করে। আবার যখন ভোগপ্রদ কর্মরূপ অত্র বালক আনন্দ করে অর্থাৎ প্রেরণা করে, তখন জাগ্রৎস্বপ্নরূপ ব্যাহ প্রদেশে গমন করে, ইহাই তাৎপর্য। ৭২

কর্মদ্বারা ই যে জাগরণাদি সংঘটিত হয়, ইহা কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া [পুনঃ চ জয়াস্তরকর্মযোগাৎ সং এব জীবঃ স্বপ্নিত প্রবুদ্ধঃ—কৈবল্য উ, ১৩]—

পুনঃ অর্থাৎ আনন্দাস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াও আবার জন্মান্তরকৃত কন্মবশে, সেই স্মৃতিপ্রাপ্ত জীবই স্বপ্নে অবস্থিত হয় অথবা জাগরণ প্রাপ্ত হয়—এই অর্থের উক্ত শ্রুতিবচন হইতে জানিয়াছি ; ইহা বলিবার জন্য উক্ত শ্রুতি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন এবং তাহার অভিপ্রায় বর্ণন করিতেছেন :—

(৪) স্মৃতি হইতে জাগ-  
রণ বিদ্যে কৈবল্যাশ্রতি-  
বাক্যের অর্থতঃ পঠন ও  
তদুত্তীর্ণ্য বর্ণন ।

কন্ম জন্মান্তরে ভূতাত্তোগাদুধ্যতে পুনঃ ।

ইতি কৈবল্যাশাখায়াং কন্মজো বোধ ঈরিতঃ ॥ ৭৩

অর্থ—‘বৎ জন্মান্তরে কন্ম অভূত তত্তোগাং পুনঃ বুধ্যতে’ ইতি কৈবল্যাশাখায়াম্ কন্মজঃ বোধঃ ঈরিতঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—জন্মান্তরে জীবকর্তৃক যে কন্ম অচ্যুত হইয়াছিল, তাহারই বশে জীব জাগরণ প্রাপ্ত হয়, এইরূপে কৈবল্যাশাখায় জাগরণ কন্মজনিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ৭৩

স্মৃতিতে ব্রহ্মানন্দ যে অমুভূত হয়, তদ্বিষয়ক নিদর্শনও বর্ণনা করিতেছেন :-

(৫) স্মৃতিতে অমুভূত  
ব্রহ্মানন্দের নিদর্শন ।

কক্ষিকালং প্রবুদ্ধস্য ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা ।

অনুগচ্ছতস্তু ত্ব্ষীমাস্তে নিবিষয়ঃ স্মৃখী ॥ ৭৪

অর্থ—প্রবুদ্ধস্য কক্ষিকালং কালম্ ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা অনুগচ্ছতঃ ৭৪ঃ নিবিষয়ঃ স্মৃখী বসন্য আস্তে ।

অনুবাদ—জাগরিত হইলেও লোকের কিছুকাল পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার থাকিয়া যায়, যেহেতু জীব বিষয়শূন্য হইয়া কিছুকাল তৃষ্ণীম্ভাবে অবস্থান করে ।

টীকা—“প্রবুদ্ধস্য”—জাগরণ প্রাপ্ত হইলেও লোকের, “কক্ষিকালম্”—বিছকাল অর্থাৎ স্বল্পকাল পর্য্যন্ত, “ব্রহ্মানন্দস্য বাসনা”—স্মৃতিতে অমুভূত ব্রহ্মানন্দের সংস্কার “অনুগচ্ছতঃ”—পরে থাকিয়া যায় । ভাল, এইরূপে যে সংস্কার থাকে, তাহা কি প্রকারে জানিলেন ? তত্ত্বদেব বলিতেছেন—“যেহেতু জীব বিষয়শূন্য” ইত্যাদি । “বতঃ”—যেহেতু জাগরণের আদিতে, “নিবিষয়ঃ”—বিষয়ামুভব রহিত হইলেও লোকে, “স্মৃখী তৃষ্ণীম্ আস্তে”—স্মৃখী হইয়া চুপ করিয়া ( উদাসীনভাবে ) অবস্থান করে, এইহেতু তাহা জানা যায়, ইহাই অর্থ । ৭৪

তাহা হইলে পরেও লোকে সর্বদা চুপ করিয়াই কেন থাকিয়া যায় না ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন :—

(৬) প্রবৃত্ত ব্রহ্মানন্দকে  
বিশ্বতঃ ইত্যাবার কারণ ।

কন্মভিঃ প্রেরিতঃ পশ্চান্নানাত্ত্বাখানি ভাবয়ন্ ।

শনৈর্বিস্মরতি ব্রহ্মানন্দমেষোহখিলো জনঃ ॥ ৭৫

অর্থ—কন্মভিঃ প্রেরিতঃ এষঃ অখিলঃ জনঃ পশ্চাৎ নানাত্ত্বাখানি ভাবয়ন্ শনৈঃ ব্রহ্মানন্দম্ বিস্মরতি ।

অনুবাদ—( পূর্বোক্ত ) কর্মদ্বারা প্রেরিত হইয়া এই সকল লোকেই পবেনান্য প্রকার ছুঃখের অনুসন্ধান অর্থাৎ স্মরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ অল্পকাল মধ্যেই ব্রহ্মানন্দকে ভুলিয়া যায়।

টীকা—“কর্মভিঃ”—পূর্বে ৭২ শ্লোকে যে কর্মের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই ফলপ্রদানোন্মুখ কর্মদ্বারা ফলভোগে প্রেরিত হইয়া সকল প্রাণীই, “পশ্চাৎ”—পরে অনেক প্রকার ছুঃখের ( কর্তব্য কর্মের ) স্মরণ করিতে করিতে অল্পকালমধ্যেই অহুভূত ব্রহ্মানন্দ বিস্মৃত হয়। ৭৫

এই ( বক্ষ্যমাণ ) কারণেও স্মৃতিতে ব্রহ্মানন্দানুভববিষয়ে বিবাদ করা অহুচিত. ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মানন্দ লইয়া প্রাগুক্তমপি নিদ্রায়াঃ পক্ষপাতো দিনে দিনে।

বিবাদ অহুচিত ; তাহার কারণ।

ব্রহ্মানন্দে নৃণাং তেন প্রাজ্ঞোহস্মিন্ বিবদেত কঃ? ৭৬

অর্থ—দিনে দিনে নৃণাম্ নিদ্রায়াঃ প্রাক্উক্তম্ অপি ব্রহ্মানন্দে পক্ষপাতঃ, তেন অস্মিন্ কঃ প্রাজ্ঞঃ বিবদেত ?

অনুবাদ—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার পূর্বে ও পরে ব্রহ্মানন্দবিষয়ে পক্ষপাত ( আকর্ষণ ) হয়; সেই কারণেও ইহা লইয়া কোন্ পণ্ডিত বিবাদ করিবে ?

টীকা—প্রতিদিন লোকের নিদ্রার “প্রাক্উক্তম্ অপি”—প্রারম্ভে ও পরেও নিদ্রাবসানে, “ব্রহ্মানন্দে”—দেহ বা আকর্ষণ হয়, কেননা নিদ্রার আদিতে কোমল শয্যা প্রভৃতি রচনা কবে এবং নিদ্রার অবসানে সেই নিদ্রাস্থ পারিত্যাগ করিতে অসমর্থ হইয়া তুষ্টীস্তাবে অবস্থান করে। “তেন”—সেই কারণে, “অস্মিন্”—এই আনন্দ লইয়া কোন্ বুদ্ধিমান “বিবদেত ?”—বিবাদ করিবে ? কেহই করিবে না ইহাই অর্থ। ৭৬

২। তুষ্টীস্তাবে অবস্থানে ব্রহ্মানন্দ ভান হয় বলিয়া শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ব্যর্থ নহে। আনন্দ ত্রিবিধ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ।

বাদী বেদান্ত শাস্ত্রের উদ্দেশ্য লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(ক. গীতা) ভাল তুষ্টী-

স্তাবে অবস্থানে ব্রহ্মা-

নন্দের ভান হয় বলিয়া,

শাস্ত্রগুরুসেবাদি সাধন ত'

নিষ্ফলোজ্জন ?

নহু তুষ্টীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দশ্চেচ্ছ্রুতি লৌকিকাঃ।

অলসাস্চরিতার্থাঃ স্মৃঃ শাস্ত্রেন গুরুণাত্র কিম্? ৭৭

অর্থ—নহু তুষ্টীং স্থিতৌ ব্রহ্মানন্দঃ ভ্রুতি চেৎ অলসাঃ লৌকিকাঃ চরিতার্থাঃ স্মৃঃ। অত্র শাস্ত্রেন গুরুণ কিম্ ?

অনুবাদ—ভাল, তুষ্টীস্তাবে অবস্থানেই যদি ব্রহ্মানন্দের ভান অর্থাৎ অনুভব হয়, তবে সাধারণ অলস ব্যক্তিগণ ত' কৃতার্থ হইল ? তাহা হইলে ইহার জগৎ শাস্ত্রের ও গুরুর প্রয়োজন কি ?

টীকা—গুরুসেবাদিহারা লভ্য ব্রহ্মানন্দানুভব যদি কেবল তুষ্টীস্তাবে অবস্থান করিলেই

পাওয়া যায়, তাহা হইলে গুরুসেবাদিপূর্বক শ্রবণাদি সাধন ত' বুঝা হইয়া যায় ? ইহাই উক্ত শঙ্কার অভিপ্রায় । ৭৭

‘এইটিই ব্রহ্মানন্দ’—এইরূপে অমুভূত হইলেই কৃতার্থতা হয় । কিন্তু ‘এইটিই সেই ব্রহ্মানন্দ’ এইরূপে জানা গুরুশাস্ত্রাদি বিনা সম্ভব নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

বাচং ব্রহ্মেতি বিদ্যাশ্চৎ কৃতার্থাস্তাবতৈব তে ।

(৭) উক্ত শঙ্কার সমাধান ।

গুরুশাস্ত্রে বিনাত্যন্তগম্ভীরং ব্রহ্ম বোত্তি কঃ ? ৭৮

অর্থ—‘ব্রহ্ম’ ইতি বিদ্যা: চেৎ তাবতা এব তে কৃতার্থা: । বাচম্ ‘অত্যন্তগম্ভীরম ব্রহ্ম’ গুরুশাস্ত্রে বিনা কঃ বোত্তি ?

অনুবাদ—‘ইহাই ব্রহ্ম’ যদি তাহার। এইরূপে অনুভব করিতে পাবে; তাহা হইলে জন সাধারণে অলস হইয়া কৃতার্থ হইতে পাবে; একথা সত্য বটে, কিন্তু অত্যন্ত গম্ভীর ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র বিনা কে জানিতে পারে ?

টীকা—“অত্যন্তগম্ভীরম্”—দ্রব্যাগাহ অর্থাৎ বচনমনেব অণোচর অর্থাৎ অবয়ব, সর্গজ, সর্গান্তর সর্গাশ্রয়রূপ ব্রহ্মকে গুরুশাস্ত্র ছাড়িয়া অত্ কৌন উপায়ে লোকে জানিতে সমর্থ হইবে ? এইরূপ কোনও উপায় নাই । তাৎপর্য্য এই—চিন্তামণি অমূল্য পায়ণপণ্ডের সহিত মিলিত হইয়া পড়িয়া থাকিলে, কিম্বা স্ববর্ণাদি ভূগর্ভেই পড়িয়া থাকিলে, তদ্বদ্বা কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হয় না, কিন্তু ‘ইহাই চিন্তামণি’ এইরূপে চিনিতে পারিলে কিম্বা ভূগর্ভাভ্যন্তরে স্ববর্ণাদিকে ‘ইহা স্ববর্ণ’ ইত্যাদিরূপে চিনিতে পারিলে তবে অভীষ্ট সিদ্ধি হয় । সেই প্রকার স্বপ্নস্থিতে বিষয়স্বপ্নেব চয় সামান্যভাবে অমুভূত ব্রহ্মানন্দের দ্বারা ‘কর্তব্যমার্গভ্রমলাদিক্লেব’ সর্গকর্তব্যকপ অনর্থক নিরুদ্ভাবা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় না, কেননা অনর্থক কাবণরূপ অজ্ঞান থাকিয়াই যায়, কিন্তু এই স্বপ্নস্থিতি অনন্দমুহুরি নিত্য নিরতিশয় ব্রহ্ম জ্ঞানব নিজ রূপট—এই প্রকারে বিশেষরূপে অবগত হইলেই লোকের অজ্ঞাননিবৃত্তি হয়, এবং সেই অজ্ঞানজনিত কর্তব্যজ্ঞানকপ অনর্থক নিরুদ্ভাবা পুরুষার্থ প্রাপ্তি হয় । ৭৮

বাদী যদি সিদ্ধান্তীকে বলেন, ‘ভাল আপনার উক্ত বচনদ্বারাষ্ট ব্রহ্মানন্দ বুঝিলাম; তদ্বারা আমি আপনাকে ত’ কৃতার্থ বলিয়া অনুভব করিতেছি না’—বাদীর এই আশঙ্ক্যব অনুবাদ কবিতা সিদ্ধান্তী সোপহাস উত্তর দিতেছেন :—

(৭) সিদ্ধান্তীর উক্ত বাক্য দ্বারা ব্রহ্মানন্দজ্ঞানের অধিমান কবিলে অকৃতার্থতা; উপাখ্যানদ্বারা উপপাদন ।

জানাম্যহং ব্রহ্মজ্ঞাত্য কুতো মে ন কৃতার্থতা ।

শৃণু ব্রাহ্মণো ব্রহ্মং প্রাজ্ঞম্ভ্যশ্চ কস্মচিৎ ॥ ৭৯

অর্থ—‘অহম্ ব্রহ্মজ্ঞাত্য অথ জানামি, মে কৃতার্থতা কুতঃ ন ?’ অত্র ব্রাহ্মণঃ প্রাজ্ঞম্ভ্যশ্চ কস্মচিৎ ব্রহ্ম শৃণু ।

অনুবাদ ও টীকা—( বাদী যদি বলে, হে সিদ্ধান্তিন্ ) আপনার এই উক্তি



দ্বারাই ‘ইহাই ব্রহ্মানন্দ’ ইহা এক্ষণে জানিলাম, তাহা হইলে আমার কৃতার্থতা কেন হইতেছে না? (তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন,—হে বাদিন্) এ বিষয়ে তোমার মত এক পাণ্ডিত্যাভিমানী (বস্তুতঃ অপণ্ডিত) লোকের বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। ৭৯

সেই বৃত্তান্তের উপস্থাপন করিতেছেন :—

**চতুর্ষেদবিদে দেয়মিতি শৃণুন্নবোচত।**

**বেদাশ্চত্বার ইত্যেবং বেদ্বি মে দীয়তাং ধনম্ ॥ ৮০**

অর্থ—“চতুর্ষেদবিদে দেয়ম্” ইতি শৃণুন্ অবোচত “বেদাঃ চত্বারঃ” ইতি এতন্ বেদ্বি : মে ধনম্ দীয়তাম্।

অনুবাদ—‘চতুর্ষেদবেত্তাকে এই ধন দিতে হইবে’, ইহা শুনিয়া সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিলেন—বেদ চারিটি, আমি তোমার এই বাক্য হইতেই জানিলাম, সেই ধন আমাকে দাও।

টীকা—কোনও ধনী পুরুষ বলিলেন “চতুর্ষেদবিদে দেয়ম্”—চতুর্ষেদবেত্তা কোনও দানীস বিপ্রকে এই ধনরাশি দিতে হইবে, “ইতি শৃণুন্”—এই কথা শুনিয়া, সেই পাণ্ডিত্যাভিমানী বলিল “বেদাঃ চত্বারঃ”—‘বেদ চারিটি,’ তোমার বাক্য হইতেই আমি জানিয়াছি; এইহেতু আমাকেই সেই ধন দাও : হে বাদিন্ তুমিও ঠিক তাহারই ছায়। ৮০

(শঙ্ক।) ভাল, বেদ চারিটি, যে লোক ইহা জানে, সে বেদের সংখ্যাই জানে; যে বেদের স্বরূপ জানে না; এই প্রকারে বাদী পূর্বপক্ষ করিতেছেন :—

(৭) এই আখ্যানে **সংখ্যামৈবৈষ জানাতি ন তু বেদানশেষতঃ।**

অসঙ্গতি শঙ্কা : সঙ্গতি

দেখাইয়া তাহার সমাধান

**যদি তর্হি ত্বমপ্যেবং নাশেষং ব্রহ্ম বেৎসি হি ॥ ৮১**

অর্থ—এষঃ সংখ্যাম্ এব জানাতি, অশেষতঃ বেদান্ তু ন যদি; তর্হি এতন্ ত্বম্ অপি অশেষম্ ব্রহ্ম ন বেৎসি।

অনুবাদ—এই পুরুষ বেদের সংখ্যাই জানে, সম্পূর্ণরূপে বেদসমূহ জানে না, যদি এইরূপ বল, তবে তুমিও এইপ্রকার সম্পূর্ণ ব্রহ্মকে জান না।

টীকা—সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তের সমতা বা সঙ্গতি দেখাইয়া সমাধান করিতেছেন—এই চতুর্ষেদ জ্ঞানভিমানীর ছায় তুমিও “অশেষম্”—নিঃশেষরূপে, ব্রহ্মকে জান না। ৮১

ভাল, বেদের সংখ্যা যেমন বেদের স্বরূপ হইতে ভিন্ন, সেইরূপ ভেদ স্বগতাদিভেদশূন্য আনন্দরূপ ব্রহ্মে ত’ নাই; সেইহেতু ব্রহ্মের কোন অংশই অজ্ঞাত থাকিতে পারে না। অতএব আপনি যে আমার ব্রহ্মজ্ঞানকে অসম্পূর্ণ বলিয়া দোষারোপ করিতেছেন, তাহা ত’ সম্ভবে না, এই প্রকারে বাদী পূর্বপক্ষ করিতেছেন :—

(৬) বানীর শব্দ—ব্রহ্ম-  
জ্ঞানে অসম্পূর্ণতা  
অসম্ভব।

অখণ্ডৈকরসানন্দে মায়াতৎকার্যাবজ্জিতে ।

অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ ? ॥ ৮-১

অর্থ—মায়াতৎকার্যাবজ্জিতে অখণ্ডৈকরসানন্দে অশেষত্বসশেষত্ববার্ত্তাবসরঃ এব কঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—মায়া ও তৎকার্যাবজ্জিত অখণ্ড একরস অনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে সম্পূর্ণতা-অসম্পূর্ণতার কথার অবসর কোথায় ? ( একরূপ কথাই উঠিতে পারে না সুতরাং পূর্বোক্ত আখ্যানও দৃষ্টান্ত হইতে পারে না ) ॥ ৮-২

ব্রহ্মজ্ঞানেও যে অসম্পূর্ণতাদি থাকিতে পারে, তাহা দেখাইবার জন্ত, ‘আমি ব্রহ্ম জানি’ এইরূপ দণ্ডকারী বাদীকে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(৫) সিদ্ধান্তিকত্বক বিকল্প  
কবিধা উক্ত শব্দার  
সমাধান ।

শব্দানেনব পঠস্মাহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি ? ।

শব্দপাঠেহর্থবোধেষু সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ॥ ৮-৩

অর্থ—শব্দান্ এব পঠসি, আহো তেষামর্থঞ্চ পশ্যসি ? শব্দপাঠে তে অর্থবোধঃ সম্পাদ্যত্বেন শিষ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—তুমি কি কেবল অখণ্ডৈকরস অদ্বিতীয় সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম ইত্যাদি শব্দগুলিই পাঠ করিতেছ ? আহো—অথবা, সেই শব্দগুলির অর্থ স্বগতাদিভেদশূন্যতা প্রভৃতি অর্থও দেখিতেছ ? ( প্রথম পক্ষে তাহার ব্রহ্মজ্ঞানের অসম্পূর্ণতা দেখাইয়া, সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—) যদি শব্দপাঠমাত্রই করিতেছ তাহা হইলে অর্থবোধসম্পাদন এখনও অবশিষ্ট রহিয়াছে, এইহেতু তোমার ব্রহ্মজ্ঞান অসম্পূর্ণ ॥ ৮-৩

দ্বিতীয় পক্ষেও সেই অসম্পূর্ণতা দেখাইতেছেন :—

অর্থে ব্যাকরণাদ্বুদ্ধে সাক্ষাৎকারোহবশিষ্যতে ।

স্ম্যৎ কৃতার্থত্বধীর্ঘাবত্তাবদগুরুমুপাশ্ব ভোঃ ॥ ৮-৪

অর্থ—ব্যাকরণাৎ অর্থে বুদ্ধে সাক্ষাৎকারঃ অবশিষ্যতে ; বাবৎ কৃতার্থত্বধীঃ স্ম্যৎ তাবৎ ভোঃ গুরুম্ উপাশ্ব ।

অনুবাদ—ব্যাকরণের সাহায্যে অর্থবোধ হইলেও সাক্ষাৎকার অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । যতদিন পর্য্যন্ত না কৃতার্থতাবুদ্ধি আইসে, ওহে, ততদিন পর্য্যন্ত গুরুপাসনা কর ।

টীকা—মূলে যে “ব্যাকরণাৎ”—( ব্যাকরণ হইতে ) এই পদ রহিয়াছে, তাহা বেদাদিরও উপলক্ষণ ; এইহেতু ব্যাকরণ প্রভৃতির দ্বারা পরোক্ষজ্ঞান সম্পাদিত হইলেও সংশয় প্রভৃতির প্রবীকরণদ্বারা অপরোক্ষ করা অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । তাহা হইলে জ্ঞানের সম্পূর্ণতা কবে হইবে ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে সেট জ্ঞানের অবশিষ্ট প্রদর্শন করিতেছেন—“যতদিন পর্য্যন্ত না

কৃতার্থতাবুদ্ধি” ইত্যাদি। “কৃতার্থতাবুদ্ধিঃ”—যাহা কৰ্ত্তব্য ছিল করিয়াছি, যাহা প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি—এই প্রকার কৃতার্থতাবুদ্ধি যখন উৎপন্ন হইবে, তখন জ্ঞান সম্পূর্ণ হইল বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ। ৮৪

এই প্রকারে আটটি শ্লোকে প্রসঙ্গপ্রাপ্ত অর্থের পরিসমাপ্তি করিয়া ৭৬ শ্লোকোক্ত আলোচ্য বাসনানন্দের অনুসরণ করিতেছেন :—

আস্তামেতদ্ যত্র যত্র সুখং স্যাদ্বিষয়ৈবিনা ।

(ছ) বাসনানন্দের স্বরূপ ।

তত্র সৰ্বত্র বিদ্যোতাং ব্রহ্মানন্দস্য বাসনাম্ ॥ ৮৫

অর্থ—এতৎ আস্তাম্, যত্র যত্র বিষয়ৈঃ বিনা সুখং স্যৎ তত্র সৰ্বত্র ব্রহ্মানন্দস্য এতান বাসনাম্ বুদ্ধি ।

অনুবাদ—এই প্রসঙ্গাগত কথা থাকুক। যে যে অবস্থায় বিষয় বিনা সুখানুভব করিবে, সেই সেই অবস্থাতেই ইহাকে ব্রহ্মানন্দের বাসনা বলিয়া জানিবে।

টীকা—“যত্র যত্র”—যে যে কালে অর্থাৎ তৃষ্ণীভাবাদিকালে বিষয়ের অনুভব বিনা সুখানুভব হইবে, তখনই তখনই সুখ বিষয়জনিত নহে বলিয়া, এবং স্ফূর্ত্তাহকারদ্বারা আবৃত বলিয়া তাহা বাসনানন্দতা বুঝিয়া লইবে; ইহাই অর্থ। ৮৫

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দ ও বিষয়ানন্দ বুঝাইয়া, আনন্দ ত্রিবিধই হইতে পারে এইরূপ নিয়ম করিবার জন্য “বুদ্ধিবৃত্তি অন্তর্মুখী হইয়া আত্মার সম্মুখীন হইলে, তাহাতে স্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়”—এই ৪৪ শ্লোকোক্ত বিষয়ানন্দের অনুবাদ করিতেছেন :—

বিষয়েষ্বপি লক্বেষু তদিচ্ছোপরমে সতি ।

(জ) বিষয়ানন্দের স্বরূপ ।

অন্তর্মুখমনোবৃত্ত্যবানন্দঃ প্রতিবিম্বতি ॥ ৮৬

অর্থ—বিষয়েষু লক্বেষু অপি তদিচ্ছোপরমে সতি অন্তর্মুখমনোবৃত্তৌ আনন্দঃ প্রতিবিম্বতি ।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দ প্রাপ্ত হইলে তদ্বিষয়ক ইচ্ছার নিবৃত্তি হয়। তখন অন্তর্মুখী মনোবৃত্তিতে আনন্দ প্রতিবিম্বিত হয়।

টীকা—যখনই যখনই গন্ধমালাদি বিষয়লাভ হেতু, সেই সেই বিষয়ের ইচ্ছার “উপরমঃ”—অর্থাৎ নিবৃত্তি হয়, তখন মন অন্তর্মুখ হইলে, সেই মনে যে আত্মস্বরূপানন্দ প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বিষয়ানন্দ। যখনই বাঞ্ছিত বিষয়ের প্রাপ্তি ঘটে, তখনই ইচ্ছারূপ চঞ্চল রাজসী বৃত্তি নিবৃত্ত হয় এবং প্রাপ্ত বিষয়ের জ্ঞানরূপ সাত্ত্বিক বৃত্তিতে বিষয়োগহিত চৈতন্তের স্বরূপভূত আনন্দের ভান হয়, এই বৃত্তি বিষয়রূপ নিমিত্তবশতঃই উৎপন্ন হয়, এইহেতু সেই বৃত্তিকে বিষয়ানন্দ বলে। অথবা, বাঞ্ছিত বিষয়ের জ্ঞানদ্বারা ইচ্ছারূপ বৃত্তির নিবৃত্তি হয়, সেই ইচ্ছার নিবৃত্তিরূপ নিমিত্তবশতঃই অন্ত অন্তর্মুখবৃত্তি উৎপন্ন হয়, তদ্বারা অন্তঃকরণোগহিত আনন্দের ভান হয়। এই অন্তর্মুখবৃত্তি বা সেই বৃত্তিতে যে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব হয় তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে। তাহাকে প্রতিবিম্বানন্দ

বা লেশানন্দও বলে। এই আনন্দ ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিপীলিকা পর্যন্ত সর্ব জীবের উপজীব্য ; ইহাই অর্থ। ৮৬

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

**ব্রহ্মানন্দো বাসনা চ প্রতিবিশ্ব ইতি ত্রয়ম্।**

(খ) আনন্দের ত্রিবিধতা  
বিষয়ে প্রতিজ্ঞা।

**অন্তরেণ জগতাস্মিন্নানন্দো নাস্তি কশ্চন ॥ ৮৭**

অর্থ—ব্রহ্মানন্দঃ বাসনা চ প্রতিবিশ্বঃ ইতি ত্রয়ম্ অন্তরেণ অস্মিন্ জগতি কশ্চন আনন্দঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিশ্বানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই।

টীকা—৩৩ হইতে ৭৬ পর্যন্ত এই ৪৪টি শ্লোকোক্ত প্রকারে স্বপ্রকাশরূপে সূক্ষ্মপ্তে ভাসমান যে ব্রহ্মানন্দ এবং ৮৫ শ্লোকে বর্ণিত ভূমীভাবে অবস্থানে বিষয়ানন্দ বা বিনা যে বাসনানন্দ এবং ৮৬ শ্লোকে বর্ণিত, বাহ্যিক বিষয়ের লাভে অন্তর্মুখ মনে প্রতিবিশ্বিত যে বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন অন্য কোনও আনন্দ নাই।

( শঙ্ক ) ( ক ) ভাল, এই প্রকরণের ১১ শ্লোকে—“আনন্দ তিন প্রকার—ব্রহ্মানন্দ, “নিজানন্দ” ও বিষয়ানন্দ—এই প্রকারে আনন্দের ত্রিবিধতা বর্ণন করিয়াছেন; আবার এখন “ব্রহ্মানন্দ, “বাসনানন্দ” ও বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই” এইরূপ যে এই ( ৮৭ শ্লোকে ) পুঙ্খানুপুঙ্খ আনন্দত্রয় হইতে বিলক্ষণ আনন্দত্রয় উক্ত হইল, ইহাতে পূর্বোক্ত বিরোধ ঘটিতেছে।

( খ, গ ) অগ্রে ( ৯৮ শ্লোকে ) “অভ্যাসের পট্টাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিশ্বস্ত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়” এবং ( ১২১ শ্লোকে ) “সেই প্রকার লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া, তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দের ভাবনা করিতে থাকেন”—এই প্রকারে পুঙ্খানুপুঙ্খ ১১ শ্লোকোক্ত এবং ৮৭ শ্লোকোক্ত দুই প্রকার ত্রিবিধতা হইতে ভিন্ন “নিজানন্দ” ও “মুখ্যানন্দ” কথিত হইতেছে।

( ঘ ) আবার এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের “আত্মানন্দ” নামক দ্বিতীয়াধ্যায়ের ( পঞ্চদশীর দ্বাদশ প্রকরণের ) ৪ শ্লোকের শেষার্ধ্বে “মুহুর্ত্তি জিজ্ঞাস্তুকে কিস্ত আত্মানন্দ- ( বিচার- ) দ্বারা বুঝাইতে হয়”—এইরূপে পুঙ্খানুপুঙ্খ কয়েক প্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন “আত্মানন্দে”র কথা বলিতেছেন।

( ঙ ) ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে “যোগানন্দ” নামেও এক আনন্দ দেগা গাইতেছে।

( চ ) আবার ত্রয়োদশ প্রকরণের ১০৫ শ্লোকে ( ‘ব্রহ্মানন্দ’ নামক গ্রন্থের তৃতীয়াধ্যায়ে ) “যাহা বর্ণিত হইল, তাহা অষ্টতানন্দ” এইস্থলে “অষ্টতানন্দ” নামক অন্য এক আনন্দ দেখিতেছি।

এইষেতু “এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন এই জগতে আর কোনও প্রকার আনন্দ নাই”—

৮৭ শ্লোকের এই উক্তি বিরোধপ্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রকারে যদি শঙ্কা উঠাও তবে বলি তাহা ঠিক নহে, কেননা—

(ক) “বিজ্ঞানন্দ,” বিষয়ানন্দের দ্বায় অন্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত, ইহা অগ্রে চতুর্দশ প্রকরণের ২ শ্লোকে, “বিষয়ানন্দের দ্বায় বিজ্ঞানন্দ ও বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ” এইরূপে বিজ্ঞানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করায়, তাহাকে বিষয়ানন্দেরই অন্তর্ভূত বলা অভিপ্রেত। এইহেতু বিজ্ঞানন্দ, বিষয়ানন্দ হইতে ভিন্ন নহে। আর ‘নিজানন্দ’, ‘মুখ্যানন্দ’, ‘আত্মানন্দ’ ‘যোগানন্দ’ ও ‘অবৈতানন্দ’ ব্রহ্মানন্দ হইতে অভিন্ন বলিয়া ৮৭ শ্লোকের উক্তির সহিত বিরোধ নাই।

(খ) সেই প্রকার আরও দেখ “যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিস্মৃত হওয়া যায়”—এই প্রকারে (৯৮ শ্লোকোক্ত) যোগরূপ উপায়দ্বারা উপলব্ধ্য বলিয়া, নিজানন্দকেই ‘যোগানন্দ’রূপে বর্ণনা করা অভিপ্রেত। আবার সেই নিজানন্দই “যে অস্বাস্থ্য বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে, সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান অর্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন”—এইরূপে অগ্রে ১০০ শ্লোকে ব্রহ্মানন্দরূপে কথিত হওয়ার নিজানন্দ, ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন নহে।

(গ) সেই প্রকার মুখ্যানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ; কেননা অগ্রে ৮৮ শ্লোকে “তাহা হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান, তাহা ব্রহ্মানন্দই”—এই প্রকারে উৎপাদ্য বলিয়া, অমুখ্যরূপ যে বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ তাহাদের উৎপাদক ব্রহ্মীয়া বর্ণিত ব্রহ্মানন্দেরই অগ্রে (পূর্বোক্ত ১২১ শ্লোকে)—“সেই প্রকার শ্লোকে উদাসীন বা নিশ্চিন্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যানন্দেণ ভাবনা করে”—এই প্রকারে মুখ্যানন্দরূপতা কথিত হইয়াছে।

(ঘ, ঙ, চ) আর আত্মানন্দ ও অবৈতানন্দ উভয়ই যে ব্রহ্মানন্দ, ইহা ব্রহ্মানন্দগ্রন্থে তৃতীয়াধ্যায়ের (পঞ্চদশী ত্রয়োদশ প্রকরণের) প্রথম শ্লোকে—“পূর্বে যে যোগানন্দ উক্ত হইয়াছে, তাহাকে আত্মানন্দ বলিয়া জানিবে”—এই প্রকারে, যোগানন্দনামক প্রথমাধ্যায়ে পঞ্চদশী একাদশ প্রকরণে (যোগানন্দ বলিয়া অভিপ্রেত ব্রহ্মানন্দেরই যোগানন্দশব্দদ্বারা অনুবাদপূর্বক) আত্মানন্দতা কথিত হইয়াছে। তদনন্তর ত্রয়োদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকের দ্বিতীয়ার্ধে—“কিন্তু সেই সধিতীয় বস্তুর অধিতীয় ব্রহ্ম কিরূপে সম্ভব হয়? এইরূপ যদি বল”—এই প্রকারে প্রশ্ন উঠাইয়া ত্রয়োদশ প্রকরণের দ্বিতীয় শ্লোক “আকাশ প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া স্বদেহ পর্যন্ত” ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া কয়েকটি শ্লোকে অধিতীয় আত্মানন্দেরই ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদিত হইয়াছে; ইহা হইতে বুঝিতে হইবে আত্মানন্দ ও অবৈতানন্দ উভয়েই ব্রহ্মানন্দ। এই কারণে ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও প্রতিবিধানন্দ বা বিষয়ানন্দ, এই তিন প্রকার আনন্দ ভিন্ন স্বরূপে অগ্রে কোনও প্রকার আনন্দ নাই—এইরূপে আনন্দের ত্রিবিধতা কখন সুনির্ণীত হইয়াছে।

তাল, তাহা হইলে ষাট প্রকরণের প্রথম শ্লোকে “বৌদ্ধী উক্ত বীজরূপে বাসনানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ হইতে অতিরিক্ত নিজানন্দ অনুভব করান, কিন্তু মুক্ত ব্যক্তির সংসারে কি গতি হইবে।”—

এই প্রকারে নিজানন্দকে ব্রহ্মানন্দ ও বাসনানন্দ হইতে যে পৃথক্ করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহা চ' অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এইরূপ আশঙ্কা উঠান অশ্চর্য্য; কেননা, একই ব্রহ্মানন্দের জগৎ-কারণত্বরূপ উপাধি ধরিয়া, অথবা তাহা ছাড়িয়া—এইরূপ ভেদ ধরিয়া ভেদের বর্ণন সম্ভব হয়; যেহেতু দেখ—

(১) ব্রহ্মানন্দের নিকপণাবসরে [ আনন্দং হি এব ইমান ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয উ, ৩.৩.৬।১ ]—‘আনন্দ হইতেই—মারাবিশিষ্ট জগৎ হইতেই—এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়’—ইত্যাদি বাক্যদ্বারা জগৎকারণতা কথিত হওয়ায়, ব্রহ্মানন্দ যে মায়াসংশ্লিষ্ট তাহা জানা যায়, কেননা, মায়াবহিত হইলে জগৎকারণতা অসম্ভব হয়।

(২) আবার নিজানন্দের নিকপণকালেও “অভ্যাসের পট্টাবশতঃ যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিশ্বৃত হওয়া যায়”—এই প্রকার ৯৮ শ্লোক প্রভৃতি বাক্যদ্বারা কাবণ সাহিত অহঙ্কারের বিপর্য্য প্রতিপাদিত হওয়ায়—নিজানন্দও মায়াবহিত। এইরূপে সকল উক্তিই নির্দোষ। ৮৭

ভাল, এই অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দের বিচারই অভিপ্রেত বলিয়া অপর দুই আনন্দের অর্থাৎ বাসনানন্দের ও বিষয়ানন্দের প্রতিপাদন ত’ আলোচ্য বিষয়স্বক্ষে অসঙ্গত? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, উক্ত দুই আনন্দ ব্রহ্মানন্দ হইতেই উৎপন্ন হয় বলিয়া, সেই ব্রহ্মানন্দ ব্যুৎপত্তে তত্ত্বভয়ের উপযোগিতা আছে; সেইহেতু আলোচ্য বিষয়ের বিচারে তত্ত্বভয়ের প্রতিপাদন অঙ্গত নহে, যেমন অগ্নি হইতে উৎপন্ন ধূমের জ্ঞান, অগ্নির জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী এবং জল হইতে উৎপন্ন মীতলতার জ্ঞান জলের জ্ঞান বিষয়ে উপযোগী; এইহেতু তত্ত্বভয়ের নিকপণ অপ্রাসঙ্গিক নহে। এত অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

(৭) বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দের উৎপাদন  
প্রকাশ ব্রহ্মানন্দের বর্ণন।

তথা চ বিষয়ানন্দো বাসনানন্দ ইত্যমু।

আনন্দো জনয়নাস্তে ব্রহ্মানন্দঃ স্বয়ংপ্রভঃ ॥ ৮৮

অর্থ—তথা চ স্বয়ংপ্রভঃ, বিষয়ানন্দঃ বাসনানন্দঃ ইতি অমু আনন্দো জনয়নঃ ব্রহ্মানন্দঃ আস্তে।

অনুবাদ—তাহা হইলে যে স্বয়ংপ্রকাশ আনন্দ, বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই উভয় আনন্দকে উৎপাদন করিয়া বিদ্যমান তাহা ব্রহ্মানন্দই।

টীকা—“তথা চ”—এই প্রকারে আনন্দ ত্রিবিধ বলিয়া অবদারিত হওয়ায়, যে স্বপ্রকাশ আনন্দ বিষয়ানন্দ ও বাসনানন্দ এই দুইটিকে উৎপাদন করিয়া থাকে, সেই ব্রহ্মানন্দকে বুঝা আবশ্যক, ইহাই অর্থ। ৮৮

বাসনানন্দ ও নিজানন্দের বর্ণন; ক্ষণিক সমাধি সম্ভব হইলে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

১। জাগ্রদবস্থায় বাসনানন্দের সিদ্ধি করিয়া, অভ্যাসদ্বারা প্রতীত নিজানন্দের বর্ণন।

পূৰ্ণালোচিত বিষয়ের পুনর্বর্ণন করিয়া অগ্রে আলোচ্য বিষয়ের অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) পূর্ববর্ণিত বিষয়ের  
অনুবাদ করিয়া অগ্রে  
বর্ণয়িতব্য বিষয়ের অব-  
তারণা।

শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ স্বপ্রকাশচিদাম্বকে।

ব্রহ্মানন্দে সূপ্তিকালে সিদ্ধে সত্যত্বদা শৃণু ॥ ৮৯

অর্থ—শ্রুতিযুক্ত্যনুভূতিভ্যঃ সূপ্তিকালে স্বপ্রকাশচিদাম্বকে ব্রহ্মানন্দে সিদ্ধে সতি  
অত্বদা শৃণু।

অনুবাদ—শ্রুতি, যুক্তি ও অনুভবদ্বারা সূপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাম্বক  
ব্রহ্মানন্দ সিদ্ধ হইল, এক্ষণে অত্ব কালের অর্থাৎ জাগ্রৎস্বপ্নকালে সেই ব্রহ্মানন্দানু-  
ভবের উপায় শ্রবণ কর।

টীকা—“শ্রুতিভিঃ”—৫৮ শ্লোকের টীকায় উক্ত—[সূপ্তিকালে সকলে বিলীনে, তমোভ-  
ভূতঃ স্মরুপম্ এতি—কৈবল্য উ, ১৫]—‘সূপ্তিকালে সমস্ত বিশেষবিজ্ঞান স্বকারণে বিলীন  
হইলে, জীব অজ্ঞানাবৃত হইয়া স্বপ্রকাশমান আনন্দাস্বরূপ প্রাপ্ত হয়’—ইত্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খ  
শ্রুতিসমূহদ্বারা, “যুক্তিভিঃ”—“আমি স্মরণে ঘুমাইয়াছিলাম”—ইত্যাদিরূপ স্মরণ অত্বপ্রকারে অসম্ভব  
ইত্যাদিরূপ যুক্তিদ্বারা, —“অনুভূত্যা”—এবং অর্থাপত্তি প্রমাণদ্বারা কল্পিত (অনুমিত) সূপ্তির  
অনুভবদ্বারা, সূপ্তিকালে স্বপ্রকাশ চিদাম্বক ব্রহ্মানন্দ সাধিত হইল; এক্ষণে এই ৮৯ শ্লোকের  
পরে, “অত্বদা”—অত্বকালে অর্থাৎ জাগরণাবস্থাতেও (এবং স্বপ্নাবস্থাতেও) যে ব্রহ্মানন্দ-  
অনুভবের উপায় বর্ণিত হইবে, তাহা শ্রবণ কর, ইহাই অর্থ। ৮৯

ব্রহ্মানন্দ বুঝিবার উপায় প্রদর্শনের বে প্রতিজ্ঞা করা হইল, তাহার উপোদ্বাত (বা উপ-  
ক্রমণিকা) রূপে জীবের জাগ্রৎস্বপ্নরূপ অপর ছই অবস্থার প্রাপ্তি, নিমিত্তের উল্লেখ করিয়া প্রদর্শন  
করিতেছেন :—

(খ) জীবের অপর ছই য আনন্দময়ঃ সূপ্তৌ স বিজ্ঞানময়াত্মতাম্।

অবস্থার প্রাপ্তি ও তাহার  
নিমিত্তের বর্ণন।

গত্বা স্বপ্নং প্রবোধং বা প্রাপ্নোতি স্থানভেদতঃ ॥৯০

অর্থ—সূপ্তৌ যঃ আনন্দময়ঃ সঃ বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ গত্বা স্থানভেদতঃ স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্  
প্রাপ্নোতি।

অনুবাদ—সূপ্তিকালে যিনি আনন্দময়, তিনিই বিজ্ঞানময় রূপ ধরিয়া  
( বক্ষ্যমাণ ) স্থানভেদে স্বপ্নাবস্থা ও জাগ্রদবস্থা প্রাপ্ত হন।

টীকা—“সূপ্তৌ”—সূপ্তিকালে, “যঃ আনন্দময়ঃ”—৬৩ শ্লোকে “তাহাই পূর্বের বিলীনা-  
বস্থায় আনন্দময় শব্দে অভিহিত হয়” এইরূপে বর্ণিত যে আনন্দময়, “সঃ”—বিজ্ঞানময় শব্দদ্বারা  
হুচিত বুদ্ধিরূপ উপাধিবিশিষ্ট হওয়ায়, “বিজ্ঞানময়াত্মতাম্ প্রাপ্য”—বিজ্ঞানময়রূপ ধরিয়া, “স্থানভেদতঃ”—  
অগ্রে যাঁহা বর্ণিত হইবে সেই সেই স্থানবিশেষের যোগে “স্বপ্নম্ বা প্রবোধম্”—স্বপ্নাবস্থা  
বা জাগরণাবস্থা, কর্ম্মাহুসারে পাইয়া থাকেন। ৯০

এক্ষণে জাগ্রদাদি অবস্থার উপযোগী স্থান দেখাইতেছেন :—

(গ) ভ্রাতৃদ্বয় অর্থস্বরূপ  
উপযোগী স্থান ; নেত্রে  
জাগরণ শব্দের অর্থ।

নেত্রে জাগরণং কণ্ঠে স্বপ্নঃ সুপ্তির্হৃদম্বুজে ।

আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য জাগর্তি চেতনঃ ॥৯১

অর্থ—নেত্রে জাগরণং, কণ্ঠে স্বপ্নঃ, হৃদম্বুজে সুপ্তিঃ, আপাদমস্তকং দেহং ব্যাপ্য চেতনঃ জাগর্তি ।

অনুবাদ—নেত্ররূপ স্থানে জাগরণ, কণ্ঠরূপ স্থানে স্বপ্ন এবং হৃদয়কমলরূপ স্থানে সুপ্তি হয় ; চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া জীব জাগ্রৎকালে অবস্থান করে ।

টীকা—নেত্র শব্দ দেহের উপলক্ষণ মাত্র ; এই অভিপ্রায়ে “নেত্রে জাগরণ” বলা হইয়াছে । ইহাই যে উক্ত অংশের অর্থ তাহাই বলিতেছেন :—“চরণ হইতে মস্তক পর্য্যন্ত দেহ ব্যাপিয়া” ইত্যাদি । “চেতনঃ”—জীব । ৯১

“দেহ ব্যাপিয়া জাগ্রৎকালে জীব অবস্থান করে”—এই শব্দনিচয়দ্বারা অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন :—

বা দৃষ্টান্ত ও প্রমাণ  
হিত, জীবদ্বারা দেহ-  
বাপ্তির অর্থ।

দেহতাদাত্ম্যাপন্নস্তপ্তায়ঃপিণ্ডবত্ততঃ ।

অহং মনুষ্য ইত্যেবং নিশ্চিত্যেবাবতিষ্ঠতে ॥৯২

অর্থ—তপ্তায়ঃপিণ্ডবৎ দেহতাদাত্ম্যম্ আপন্নঃ ততঃ “অহং মনুষ্যঃ” ইতি এবম্ নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে ।

অনুবাদ—অগ্নি যেমন তপ্ত লৌহপিণ্ডের সহিত তাদাত্ম্যাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ জীব দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয় । সেইহেতু ‘আমি দেহ’ এইরূপ নিশ্চয় করিয়াই অবস্থান করে ।

টীকা—জীব যে, দেহের সহিত তাদাত্ম্যভাব প্রাপ্ত হয়, তদ্বিষয়ে প্রমাণ বলিতেছেন — ‘সেইহেতু ‘আমি দেহ’ এইরূপ’ ইত্যাদি । যেহেতু জীব মনুষ্যাদি জাতিবিশিষ্ট দেহের সহিত তাদাত্ম্য অর্থাৎ অভেদাদ্যাস প্রাপ্ত হয়, সেইহেতু ‘আমি হইতেছি মনুষ্য’ এই প্রকার “নিশ্চিত্য এব অবতিষ্ঠতে”—নিশ্চয় করিয়া অর্থাৎ সংশয়াদিরহিত জ্ঞানদ্বারা গ্রহণ করিয়া জীব গদস্থিত থাকে । ৯২

দেহে তাদাত্ম্যাত্মানজনিত অজ্ঞান অবস্থা দেখাইতেছেন :—

৬) দেহে তাদাত্ম্য-  
ভিমানজনিত অজ্ঞান  
বস্তু ।

উদাসীনঃ সুখী দুঃখীত্যবস্থাভ্রমমেত্যসৌ ।

সুখদুঃখে কর্মকার্য্যে হৌদাসীণ্যং স্বভাবতঃ ॥ ৯৩

অর্থ—উদাসীনঃ সুখী দুঃখী ইতি অবস্থাভ্রমম্ অসৌ এতি সুখদুঃখে কর্মকার্য্যে উদাসীন্যম্ স্বভাবতঃ ।

অনুবাদ—‘আমি উদাসীন’, ‘আমি সুখী’, ‘আমি দুঃখী’, এইরূপ তিন অবস্থা



প্রাপ্ত হয়। সুখ ও দুঃখ পুণ্যপাপরূপ কর্মের কার্য (ফল) আর ঐদামীত্ব স্বভাবতঃই আসিয়া থাকে।

টীকা—সেই তিন অবস্থার মধ্যে সুখি ও দুঃখি যে, কর্মজনিত ইহা বুঝিবার জন্য জীবের বিশেষণভূত অর্থাৎ জীবের স্বরূপে প্রবিষ্ট সুখদুঃখ যে কর্মরূপ হেতুবিশিষ্ট তাহাই দেখাইতেছেন :—“সুখ ও দুঃখ”—ইত্যাদি। ১৩

নিমিত্তভেদে সুখদুঃখ দুই প্রকার, ইহাই বলিতেছেন :—

(চ) সুখ ও দুঃখ দ্বিবিধ ;  
সুখদুঃখভোগের অন্তরালে  
ঐদামীত্ব।  
বাহ্যভোগান্ননোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে।  
সুখদুঃখান্তরালেষু ভবেত্তৃষ্ণীমবস্থিতিঃ ॥ ১৪

অর্থ—বাহ্যভোগাৎ মনোরাজ্যাৎ সুখদুঃখে দ্বিধা মতে! সুখদুঃখান্তরালেষু তৃষ্ণীম অবস্থিতিঃ ভবেৎ।

অনুবাদ—বাহ্যবিষয়ভোগ ও মনোরাজ্য হেতু সুখ ও দুঃখ দুই দুই প্রকারের বলিয়া স্বীকৃত হয়। সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তৃষ্ণীমভাবে অবস্থান তাহাকেই ঐদামীনতা বলা হয়।

টীকা—(প্রাতিভাসিক ও ব্যবহারিক দেহের সহিত তাদাত্ম্যাবশতঃ অবস্থার অবস্থাত্রয়ে বর্ণন করিতেছেন :—বাহ্য ভোগ ইত্যাদি।) তাহা হইলে ঐদামীত্ব কোন্ অবস্থায় ঘটে? ইহাও উত্তরে বলিতেছেন :—“সুখ ও দুঃখের অন্তরালে (সন্ধিস্থলে) যে তৃষ্ণীমভাবে অবস্থান, তাহাকেই” ইত্যাদি। “অন্তরালে” —সন্ধিস্থলসমূহে, এই যে বহুবচনের প্রয়োগ, ইহার দ্বারা তাহাদের আকারভেদ বঝানই উদ্দেশ্য। সুস্থিতি হইতে উত্থানকালে সুখ ও দুঃখের অভাব অনুভূত হয়, এই-হেতু তাহা ঐদামীত্বাবস্থা। এইরূপ জাগ্রৎকালেও যে যে অবস্থায় সুখ ও দুঃখ উভয়েরই অভাব, সেই সেই অবস্থাও ঐদামীন দশা। আবার যেখানে যেখানে সুখ, সেখানে সেখানে, “সুখানুশী” রাগ বা আসক্তি; আর যেখানে যেখানে দুঃখ সেখানে সেখানে “দুঃখানুশী” দ্বেষ হয়। এই-হেতু সুখদুঃখরূপ নিমিত্তজনিত রাগদ্বেষের অভাব কালকেও ঐদামীনতা বা তৃষ্ণীমস্থিতি বলা হয়। ১৪  
যে উদ্দেশ্যে জাগ্রদাদি অবস্থার কথার অবতারণা করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই উদ্দেশ্য বুঝাইতেছেন :—

(চ) জাগ্রদবস্তার নিজা-  
নন্দের ভান।  
ন কাপি চিন্তা মেহন্ত্যত্ম সুখমাস ইতি ক্রবন্।  
ঐদামীন্তো নিজানন্দভাবং বক্ত্যথিলো জনঃ ॥ ১৫

অর্থ—অখিলঃ জনঃ ‘অত্ম মে কা অপি চিন্তা ন অস্তি, সুখম্ আসে’—ইতি ক্রবন্।  
ঐদামীন্তো নিজানন্দভাবম্ বক্তি।

অনুবাদ—সকল লোকেই ‘এখন আমার কোনও চিন্তা নাই’ এই হেতু আমি এখন সুখে আছি’—এই বলিয়া ঐদামীন অবস্থায় নিজানন্দের ভাব বর্ণন করিয়া থাকে।

টীকা—সকল লোকেই ‘আমার এখন কোনও গৃহাদি বিষয় লইয়া চিন্তা নাই, এই হেতু আমি এখন “সুখম্”—সুখের অবস্থায় যেকণ থাকি যায় সেইরূপ রহিয়াছি’—এইরূপ বলিয়া উদাসীনতার অবস্থায় স্বরূপানন্দের সুবর্ণ বর্ণনা করিয়া থাকে। এইহেতু জাগরণাবস্থাতেও নিজানন্দের ভান হয় বুঝা যায়, ইহাই অভিপ্রায়। ৯৫

ভাল, উদাসীন দশায় যে আনন্দ প্রতীত হয়, তাহা নিজানন্দের রূপ বলিয়া এবং সেই নিজানন্দ ব্রহ্মানন্দ বলিয়া তাহা পূর্ণোক্ত (৮৫ শ্লোকোক্ত) বাসনানন্দ হইতে পাবে না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া উদাসীন দশায় প্রতীত আনন্দ, অহঙ্কারের সামান্য অর্থাৎ সূক্ষ্মভাবে দ্বাৰা আবৃত বলিয়, তাহার ব্রহ্মানন্দরূপতা নাই; এইরূপে পরিহার্য কবিত্তেছেন:—

জ। জাগরণের উদাসীন অহমস্মীত্যহংকারসামান্যচ্ছাদিতত্বতঃ।

বালে অমুভূত আনন্দ  
বাসনানন্দ।

নিজানন্দো ন মুখ্যোহয়ং কিন্তুসৌ তস্য বাসনা ॥ ৯৬

অর্থ—‘অহম্’ ‘অস্মি’ ইতি অহঙ্কারসামান্যচ্ছাদিতত্বতঃ; অয়ম্ নিজানন্দঃ মুখ্য ন। কিম্ তু অসৌ তস্য বাসনা।

অনুবাদ—‘আমি আছি’ এইরূপ অহঙ্কারসামান্য বা মুখ্যাহঙ্কারদ্বারা আচ্ছাদিত বলিয়া এই নিজানন্দ মুখ্য নহে, কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই বাসনা অর্থাৎ বাসনানন্দ।

টীকা—‘আমি দেবদত্ত’ ইত্যাদিরূপ বিশেষ্যকার রহিত বলিয়া ‘আমি আছি’ এইরূপ অহঙ্কার সামান্যাহঙ্কার; তদ্বারা আবৃত থাকে বলিয়া, “অসৌ”—এই উদাসীনকালে প্রতীয়মান নিজানন্দ মুখ্য নহে, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে উদাসীনকালে প্রতীয়মান সুখের রূপটি কি প্রকার? তত্ত্বত্বরে বলিতেছেন—“কিন্তু তাহা মুখ্য নিজানন্দেরই” ইত্যাদি। ৯৬

মুখ্য আনন্দ হইতে ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন:—

(শ্রী) মুখ্য নিজানন্দ হইতে  
ভিন্ন যে বাসনানন্দ আছে  
তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।

নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহে শৈত্যং ন তজ্জলম্।

কিন্তু নীরগুণস্তেন নীরসত্ত্বানুমীয়তে ॥ ৯৭

অর্থ—নীরপূরিতভাণ্ডস্য বাহে শৈত্যম্ তং জলম্ ন কিন্তু নীরগুণঃ; তেন নীরসত্ত্বানুমীয়তে।

অনুবাদ—যেমন জলপূর্ণ ঘাটের বাহিরে যে শীতলতা, তাহা স্বরূপতঃ জল নহে কিন্তু জলের গুণমাত্র। সেই শীতলতারূপ হেতুদ্বারা জলের সত্ত্বার অনুমান হয়।

টীকা—জলপূর্ণ ঘাটের বহির্দেশে স্পর্শদ্বারা যে শীতলতা অনুভূত হয়, তাহা যে জল নহে, তাহা প্রথমেই বুঝিতে পারা যায়: কেননা তাহাতে দ্রবত্ব প্রতীত হয় না; কেননা, তদ্বারা গোদুম চূর্ণাদি পিণ্ডভাবে প্রাপ্ত হয় না। তবে সেই শীতলতা কি? তত্ত্বত্বরে বলিতেছেন—“কিন্তু জলের গুণমাত্র”; তাহাই বা কি প্রকারে জানিলেন? তত্ত্বত্বরে বলিতেছেন—“সেই শীতলতারূপ

হেতুদ্বারা”—ইত্যাদি। বিবাদের বিষয় যে ঘণ্টের বহির্দেশে প্রতীয়মান শীতলতা, তাহা জনজনিতই হইবার যোগ্য—(প্রতিজ্ঞা); যেহেতু তাহা শীতলতা—(হেতু); জলে প্রতীয়মান শীতলতার স্থায়—(উদাহরণ), অনুমান এইরূপ হইবে। ৯৭

এই প্রকারে শীতলতা জলের অনুমানের হেতু হইল বটে, কিন্তু তদ্বারা আলোচ্য বাসনানন্দ-বিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—সেইরূপ বাসনানন্দও মুখ্যানন্দের অনুমানের হেতু :—

(ক) বাসনানন্দ মুখ্য-  
নন্দের অনুমাপক।

যাবদ্যাবদহঙ্কারো বিশ্বতোহভ্যাসযোগতঃ।

তাবত্তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টেনিজানন্দোহনুমীয়তে ॥ ৯৮

অর্থ—অভ্যাসযোগতঃ যাবৎ যাবৎ অহঙ্কারঃ বিশ্বতঃ তাবৎ তাবৎ সূক্ষ্মদৃষ্টেঃ নিজানন্দঃ অনুমীয়তে।

অনুবাদ—অভ্যাসের পটুতাদ্বারা যে যে পরিমাণে অহঙ্কারকে বিশ্বত হওয়া যায়, সেই সেই পরিমাণে সূক্ষ্মানুভবী পুরুষের নিজানন্দের অনুমান হয়।

টীকা—“অভ্যাসযোগতঃ”—[জ্ঞানম্ আত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎ তদ্ যচ্ছেৎ শান্ত আত্মনি—কণ্ঠ উ, ১৩।১৩]—সেই জ্ঞানশব্দবাচ্য অহঙ্কারকেও আবার (হিরণ্যগর্ভের উপাধিধরূপ) মহত্ত্বের সামান্যাহঙ্কারে নিয়মিত রাখিবেন এবং তাহাকেও আবার শান্ত (নিষ্ক্রিয়) আত্মাতে (পরমাত্মাতে) নিয়মিত করিবেন। \* এই শ্রুতিবর্ণিত নিরোধ সমাধির অভ্যাসযোগদ্বারা, “যাবৎ যাবৎ”—যে যে পরিমাণে ‘আমি’ প্রভৃতি বৃত্তির বিষয়বশতঃ চিন্তের সূক্ষ্মতা জন্মে, “তাবৎ তাবৎ”—সেই সেই পরিমাণে নিজানন্দের অভিব্যক্তি বা আবির্ভাব হয়—এইরূপ অনুমান করা যায়। এই স্থলে অন্তর্মান

\* [যচ্ছেৎবাঙমনসী প্রাজ্ঞস্তন্ যচ্ছেৎজ্ঞান আত্মনি। জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিযচ্ছেৎতদ্যচ্ছেৎশান্ত আত্মনি ॥]—এই মন্ত্রের শব্দরাচ্যাকৃত সত্যের অনুবাদ—(এই মন্ত্রের পূর্বে যে আত্মজ্ঞানলাভের উপায় বর্ণিত হইয়াছে) তাহা উপায় বলিতেছেন—“প্রাজ্ঞঃ” বিবেকবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি, “বাক্ (বাচম্) নিযচ্ছেৎ”—বাগিল্লিয়কে সংযমিত করিবেন, অস্ত্র বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্থাপন করিবেন; কোথায়? না মনে। এখানে বাক্ শব্দটি সমস্ত ইল্লিরের উপলক্ষার্থক অর্থাৎ সমস্ত ইল্লিরের বোধক (হতরাং সমস্ত ইল্লিরেরই মনে সংযমন করা বুঝাইতেছে); “মনসী”—(মনসি)—এখানে ছন্দের অনুরোধে, বা বৈদিক নিয়মামুসারে “ই”কার দীর্ঘ হইয়াছে। সেই মনকেও জ্ঞান অর্থাৎ প্রকাশস্বভাব (বুদ্ধি সাত্বিক বলিয়া বিষয় প্রকাশ করাই উহার স্বভাব, সেই) বুদ্ধিরূপ আত্মাতে নিয়মিত করিবেন। বুদ্ধিই মন প্রভৃতি করণ বর্ণকে (বিষয়গ্রহণোদ্দেশ্যে) প্রাপ্ত হয়, এই কারণে বুদ্ধি ইল্লিরগণের প্রত্যগাশ্রয়ধরূপ। (আত্মার লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়া থাকে—“বদাম্নোতি বদাদন্তে যচ্চান্তি বিষয়ানিহি। যচ্চান্ত সন্ততোভাবন্তুস্মাদান্তোতি কীর্ত্ততে”।—যেহেতু প্রাপ্ত হয়, যেহেতু আদান বা বিষয়গ্রহণ করে যেহেতু শব্দাদি বিষয়সমূহকে ভোগ করে এবং যেহেতু সর্বলীলা ইহার সভা রহিয়াছে সেই কারণে বোধকে আত্মা বলা হয়; সর্বব্যাপ্তি আত্মার একটি ধর্ম, বুদ্ধিও সমস্ত ইল্লিরকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, অর্থাৎ ইল্লিরসমূহের উপর আধিপত্য করে; এই কারণে ভাষা বুদ্ধিকে ইল্লিরগণের আত্মা বলিয়া নির্দেশ করা হইতেছে।) ‘সেই জ্ঞানপদবাচ্য বুদ্ধিকে প্রথমজাত মহৎ (মহত্ত্বধরূপ) আত্মাতে নির্মিত করিবেন অর্থাৎ ঐ বুদ্ধি বজ্ঞানকে প্রথমজাত (হিরণ্যগর্ভের উপাধিভূত) বুদ্ধির দ্বারা স্বচ্ছ নির্মল করিবেন। সেই মহৎ আত্মাকেও আগর সর্বপ্রকার বিশেষধর্ম রহিত বিকারশূন্য, সর্বান্তর্যবর্তী ও সর্বপ্রকার বুদ্ধিবিজ্ঞানের সাক্ষিধরূপ “মুখ্য আত্মাতে (চৈতন্যময়)

এইরূপ হইবে—অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতায়ুক্ত ক্ষণসমূহের মধ্যে দ্বিতীয়াদি ক্ষণরূপ যে ‘পক্ষ’—তাহা পূর্বক্ষণ হইতে অধিক নিজানন্দবির্ভাবযুক্ত (সাধ্য—প্রতিজ্ঞা), অহঙ্কারের সঙ্কোচের বিলক্ষণতায়ুক্ত কালরূপ বলিয়া—(হেতু); অহঙ্কারের সঙ্কোচযুক্ত প্রথমক্ষণের দ্বারা—(উদাহরণ)। ৯৮

বুদ্ধির হৃদয়তার অবধি কি অর্থাৎ কোথায়? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া তত্বতরে বলিতেছেন—সাক্ষাৎকারই সেই অবধি অর্থাৎ সমস্ত অনাত্মাকার রক্তির নিরোধ হইলে ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণে যে অহং—প্রত্যয় বা আমি-বুদ্ধি তাহাই সাক্ষাৎকার; তাহাই সেই বুদ্ধির হৃদয়তার অবধি :—

সর্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ সূক্ষ্মতাং পরমাং ব্রজেৎ ।  
(১) বুদ্ধির হৃদয়তার  
অবধি সাক্ষাৎকার । অলীনত্বান্ন নিদ্রয়া ততো দেহোহপি নো পতেৎ ॥

অর্থ—সর্বাত্মনা বিস্মৃতঃ সন্ পরমাম্ হৃদয়তাম্ ব্রজেৎ । অলীনত্বাৎ এষা নিদ্রা ন ; ততঃ দেহঃ অপি নো পতেৎ ।

অমুবাদ—অহঙ্কার চারিদিক হইতে বিস্মৃত হইতে থাকিলে পরম সূক্ষ্মাবস্থা প্রাপ্ত হয় ; তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না বলিয়া, সেই অবস্থা নিদ্রা নহে । সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না ।

টীকা—তাহা হইলে সেই অহঙ্কারহৃদয়তা নিদ্রাই হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“তাহা একেবারে বিলীন হইয়া যায় না” । সকল বৃত্তির বিলয় হইলেও অন্তঃকরণের স্বরূপ বিলয় হয় না বলিয়া, এই অহঙ্কারহৃদয়তা নিদ্রা নহে । কেননা আচার্য্য বলিয়াছেন—“বুদ্ধিঃ কাবণাত্মনা অনন্তানন্ম স্মৃপ্তিঃ\* ।” বুদ্ধি অজ্ঞানময় কারণরূপে অবস্থিত হইলে তাহাকে স্মৃপ্তি বলে; ইহাই অর্থ ।

নিশ্চয়িত করিবেন ।’ ইহাতে “মহত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করিবার” কোনও উপদেশ নাই । ‘অব্যাকৃত’, অব্যক্তেরই নামান্তর, কেন না, ভাস্কর্য্যকার পূর্ববর্তী একাদশ মন্দের ভাঙে লিখিতেছেন—(অমুবাদ) ‘সমস্ত জগতের বীজস্বরূপ অনভিব্যক্ত নাম রূপাত্মক, সর্বপ্রকার কাৰ্য্যকারণ শক্তির সমষ্টিরূপ অব্যক্ত অব্যাকৃত ( অক্ষুট ) ও আকাশাদি শব্দবাচ্য এবং ক্ষুদ্র বটবীজে যেরূপ বটবৃক্ষোৎপাদিকা শক্তি নিহিত থাকে, সেইরূপ পরমাত্মাতে ( ব্রহ্মতে ) ওতপ্রোত ভাবে আশ্রিত আছে ।’

বরং বিজ্ঞারণা মুনি “জীবমুক্তিবিবেকের”—“মনোনাশ”-নামক তৃতীয় প্রকরণে মহত্ত্বের অব্যক্ত লয়ের নিবেদন করিয়াছেন, তিনি অমুবাদ লিখিতেছেন—মহত্ত্ব আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু অব্যক্তে লীন হইয়া যায় । আর স্বপ্নের লয় করা ত’ পুরুষার্থ নহে, কেননা, তাহা আত্মদর্শনের অনুরূপযোগী \* \* \* আর প্রতিদিন স্মৃপ্তিতে আপনা হইতেই বুদ্ধির লয় হইয়া যায় বলিয়া তদ্বিষয়ে কোন প্রশ্নের অপেক্ষা নাই । ( মৎকর্তৃক সম্পাদিত “জীবমুক্তিবিবেক” পৃঃ ১২-২৩ ) ।—এই অবস্থায় আচার্য্য পীতাম্বর ‘মহত্ত্বকে অব্যাকৃতে লয় করা’ চতুর্থ সোপানরূপে কেন ব্যবস্থা করিলেন তাহা চিন্তার বিষয় । পঞ্চদশীর চতুর্থখণ্ডের ৪৮ শ্লোকের টীকায় এবিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হইয়া গিয়াছে । পীতার ১২৫এর মাধুসূদনী টীকাও প্রস্তাব ।

\* “জাগ্রৎস্বপ্নাভ্যুত্থানভোগপ্রদকক্ষৌপরমে সতি বিবিধদেহাভিমাননিবৃত্তিধারাবিশেষবিজ্ঞানোপায়মাত্মিক। বুদ্ধেঃ কাবণাত্মনা অবস্থিতিঃ স্মৃপ্তাবস্থা ।”

সেই অবস্থায় অন্তঃকরণের স্বরূপের বিলয় হয় না। তাহার লিঙ্গ বা হেতু বলিতেছেন—  
“সেই কারণে দেহও পড়িয়া যায় না।” যখন সুস্থিতি প্রভৃতি অবস্থায় অহঙ্কারের বিলয় হয়, তখন  
দেহের ভূমিতে পতন হয় দেখা যায়, কিন্তু এস্থলে ভূমিতে পতন হয় না বলিয়া, তাহা মূলভূত  
অজ্ঞানরূপে যে থাকিয়া যায়, তাহা বুঝা যায়। ৯৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ঠ) দলিতার্থের অর্থ। ন দ্বৈতং ভাসতে নাপি নিদ্রা তত্রাস্তি যৎ সুখম্ ।  
ব্রহ্মানন্দের বর্ণন। স ব্রহ্মানন্দ ইত্যাহ ভগবানর্জুনং প্রতি ॥ ১০০

অর্থ—দ্বৈতম্ ন ভাসতে, নিদ্রা অপি ন। তত্র যৎ সুখম্ অস্তি সঃ ব্রহ্মানন্দঃ ইতি  
ভগবান্ অর্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—যে অবস্থায় দ্বৈতের প্রতীতি হয় না, এবং যে অবস্থা নিদ্রাও নহে,  
সেই অবস্থায় যে সুখের অনুভব হয় তাহাই ব্রহ্মানন্দ—ইহাই ভগবান্ অর্জুনের  
প্রতি উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা—যে কালে দ্বৈতের অর্থাৎ ত্রিপুরার ভান নাই আর নিদ্রাও আইসে না, সেই কালে  
যে সুখ প্রতীত হয়, তাহাই ব্রহ্মানন্দ, ইহাই অর্থ। ভাল, ইহাই যে ব্রহ্মানন্দ তাহা আপনি  
কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের বচন হইতেই জানিয়াছি  
—“ইহাই ভগবান্ অর্জুনের প্রতি” ইত্যাদি। “গীতার ষষ্ঠাধ্যায়ে,” এইরূপ পদযোজনা করিয়া  
লইতে হইবে। ১০০

সেই স্থলে কোন্ কোন্ শ্লোকদ্বারা ভগবান্ ইহা কহিয়াছিলেন? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে  
পারে বলিয়া গীতার ষষ্ঠাধ্যায়গত সেই সেই শ্লোক অর্থক্রমানুসারে পাঠ করিতেছেন :—

(ড) সেই আনন্দই যে শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুক্ত্যা ধ্বতিগৃহীতয়া ।  
ব্রহ্মানন্দ তদ্বিশেষে গীতা-  
বাক্যই প্রমাণ। আব্রুসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ১০১

অর্থ—ধ্বতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা শনৈঃ শনৈঃ উপরমেৎ ; মনঃ আব্রুসংস্থম্ কৃত্বা কিঞ্চিৎ অপি  
ন চিন্তয়েৎ । ( গীতা ৬।২৫ )

অনুবাদ—ধৈর্য্যসম্বলিতা বুদ্ধিদ্বারা অর্থাৎ অবশ্যকর্তব্যতা নিশ্চয় করিয়া  
ধীরে ধীরে অর্থাৎ গুরুপদিষ্টে মার্গানুসরণে মনকে বিষয় হইতে উপরত করিবে ;  
মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া নিরুপাধিক প্রত্যগাত্মায় সমাপ্ত করিয়া, আত্মা বা অনাত্মা  
কিছুই চিন্তা করিবে না অর্থাৎ ইহা সম্প্রজ্ঞাত সমাধি বলিয়া অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির  
স্বৈর্ঘ্যের নিমিত্ত কোনও চিন্তাবৃত্তি উৎপাদন করিবে না।

টীকা—অর্থ এই—“ধ্বতিগৃহীতয়া বুদ্ধ্যা”—ধৈর্য্যযুক্ত বুদ্ধিরূপ সাধন দ্বারা, “শনৈঃ শনৈঃ”—  
মহা নহে ( অর্থাৎ বাঙনিবোধ, নির্মনতা, অহঙ্কাররাহিত্য ও মহত্ত্বস্বরাহিত্যরূপ জুনি চতুষ্টয়  
লাভের অন্ত অভ্যাসের তুলনায় ) ধীরে ধীরে, “উপরমেৎ”—মনের উপরতি করিবে। কতকাল

পর্যন্ত এই মনেব উপরতি করিতে হইবে? তত্ববে বলিতেছেন—“মনকে আত্মনিষ্ঠ করিয়া” ইত্যাদি। “মনঃ আত্মসংস্থম্ কৃত্বা”—মনের আত্মাধি স স্থা—সমাক্ স্থিতি করিয়া অর্থাৎ ‘এতৎ সমস্তই আত্মা, এতদ্বিন্ন অন্য কিছুই নাই’—এই প্রকাব আত্মায় সংস্থিত থাকিব, মনকে এইরূপ করিয়া, কিছুই চিন্তা করিবে না—ইহাই যোগের পরম অবস্থা। ১০১

যোগের এই পরম অবস্থি সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া যোগী প্রথমে কি প্রকাব সাধন করিবেন? ইহার উত্তরে বলিতেছেন ( গীতা ৩২৬ ) :—

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।

ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মান্যেব বশং নয়েৎ ॥ ১০২

অর্থঃ :—চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ যতঃ যতঃ নিশ্চরতি ততঃ ততঃ, নিয়মা এতৎ আত্মানং এব বশম্ নয়েৎ ।

অনুবাদ—( স্বভাবদোষে ) চঞ্চল মন, অধীর হইয়া ( নিদ্রাশেষ, বহুহার, শ্রম প্রভৃতি ) যে যে নিমিত্তবশতঃ সমাধিবিরোধিনী বৃত্তি উৎপাদন করিবে, সেই সেই লয় বিক্ষেপের নিমিত্ত হইতে মনকে নির্বৃত্তিক করিয়া স্বপ্রকাশ পরমানন্দঘন আত্মায় নিরুদ্ধ করিবে ।

টীকা—“চঞ্চলম্ অস্থিরম্ মনঃ”—স্বভাবদোষে চঞ্চল এবং এইহেতু এক বিষয়ে নিয়মিত থাকিতে অপ্রবৃত্ত, এই প্রকার মন যখনই যখনই, “যতঃ যতঃ”—যে যে শব্দাদি নিমিত্তবশতঃ, “নিশ্চরতি”—বাহিরে যায় ; “ততঃ ততঃ”—সেই সেই শব্দাদি হইতে, ইহাকে “নিয়মা”—নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ শব্দাদিতে মিথ্যাদ্বাদি দোষ দর্শন করিয়া, তাহাদিগকে আভ্যাসমাত্র ভাবিয়া, যোগ্যের ভাবনাদ্বারা নিরুদ্ধ করিয়া “এতৎ”—মনকে, “আত্মানি এব বশম্ নয়েৎ”—আত্মাতেই বশ করিবে অর্থাৎ আত্মাবিশয়ে নিয়মিত থাকিবার যোগ্যতা সম্পাদন করিবে । এই প্রকারে যোগাত্ম্যসীর মন অভ্যাসের বলে আত্মাতেই নিরতিশয় শান্তিলাভ করিবে । ১০২

মনের প্রশান্তিলাভ হইলে কি ফল হইবে? তত্বতরে বলিতেছেন ( গীতা ৩২৭ ) :—

প্রশান্তমনসং হেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্ ।

উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ১০৩

অর্থঃ—শান্তরজসম্ প্রশান্তমনসম্ ব্রহ্মভূতম্ অকল্মষম্ এনম্ যোগিনম্ উত্তমম্ সুখম্ উপৈতি হি ।

অনুবাদ—এই যোগীর রজোগুণ অর্থাৎ মোহাদি ক্রেশ্বরূপ বিক্ষেপকারণ নিবৃত্ত হইলে, তাঁহার মন প্রকৃষ্টরূপে শান্ত হয় এবং তিনি সংসারহেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদিরূপ বন্ধন বর্জিত হন ; তখন এই জীবন্মুক্ত এবং ‘সর্বত্র ব্রহ্ম’ নিশ্চয়বান্ যোগী নিরতিশয় সমাধিসুখ প্রাপ্ত হন ।

টীকা—“শান্তরজসম্”—প্রকৃষ্টরূপে ক্ষীণ হইয়াছে, মোহ প্রভৃতি ক্লেশরূপ মল বাক্যের তাঁহাকে, “ব্রহ্মভূতম্”—‘সকলই ব্রহ্ম’ এইরূপ নিশ্চয়বান্ বলিয়া জীবশূন্য এবং “অকল্মষম্”—অধর্মাদিবর্জিত, এইরূপ যোগীকে, “উত্তমম্”—ক্ষয় ও সাতিশয়াদি দোষবর্জিত, “স্বখম্ উপৈতি”—স্বখ প্রাপ্ত হয় (সেই সমাধিস্থ যোগীকে আপনা হইতেই প্রাপ্ত হয়।) মধুসূদন বলেন—“শান্তরজসম্” ও “অকল্মষম্” এই দুই বিশেষণদ্বারা যোগীর বিক্ষেপাভাব ও লয়াভাব সূচিত হইয়াছে। ১০৩

(এইরূপে) সংক্ষেপে কথিত অর্গের বিস্তার করণে ব্যাপৃত পাঁচটি শ্লোক গীতাব সেই ষষ্ঠাধ্যায় হইতেই পাঠ করিতেছেন :—

যত্রোপরমতে চিন্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া ।

যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাগ্নিনি তুষ্যতি ॥ ১০৪

অর্থ—চিন্তম্ যত্র যোগসেবয়া নিরুদ্ধম্ উপরমতে চ যত্র আত্মনা আত্মানম্ পশন্ আত্মনি এন তুষ্যতি । ( গীতা ৬২০ )

অনুবাদ ও টীকা—চিন্ত যে ক্ষণে ( বা যে অবস্থায় ) যোগের অনুষ্ঠান বলে নিরোধ প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ সমস্ত বিষয় হইতে নিবারিতপ্রচার হয় এবং যে ক্ষণে ( বা যে অবস্থায় ) সমাধিপরিশুদ্ধ অন্তঃকরণদ্বারা সর্বতঃ জ্যোতিঃস্বরূপ পর চৈতন্যকে উপলব্ধি করিয়া ( পরমানন্দঘন ) আত্মাতেই তুষ্টিলাভ করে অর্থাৎ দেহেন্দ্রিয়াদি সম্ভ্রাত্তে কিস্বা তাহার ভোগ্য বিষয়ে তুষ্টিলাভ করে না ।\* ১০৪

সুখমাত্যন্তিকং যন্তদ্বুদ্ধিগ্রাহমতীন্দ্রিয়ম্ ।

বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ১০৫

অর্থ—যত্র স্থিতঃ অয়ম্ আত্যন্তিকম্ বুদ্ধিগ্রাহম্ অতীন্দ্রিয়ম্ যৎ তৎ সুখম্ বেত্তি চ তত্ত্বতঃ ন এন চলতি । ( গীতা ৬২১ )

\* অনুবাদে গীতাভাষ্যাণুসারিণী রামকৃষ্ণ টীকায় সকল কথাই আসিয়া গিয়াছে বলিয়া টীকার পৃথক্ অনুবাদ প্রদত্ত হইল না। আচার্যকৃত বাখ্যানুসারে রামকৃষ্ণও লিখিয়াছেন “যত্র যস্মিন্ কালে”। শ্রীধর দুইটি “যত্র” পদের “তৎ যোগসংক্রিতং বিভাৎ”—এই ‘তৎ’ পদের সহিত অর্থ নির্দেশকালে লিখিয়াছেন—“যত্র—যস্মিন্ অবস্থাবিশেষে।” মধুসূদন শ্রীধরের পন্থা ধরিয়া আচার্যকৃত উক্ত বাখ্যাকে “অসাধু” বলিয়া দোষ দিয়াছেন, কিন্তু মধুসূদন আচার্যের ‘কাল’ শব্দ প্রয়োগের গভীর উদ্দেশ্যের প্রতি প্রতিধান করিলে অতিবাদী হইয়া উক্ত “অসাধু” ব্যবহার করিতেন না। পাতঞ্জল সূত্রে ( ৩৮ ) নিরোধের অর্থ “ব্যুত্থানবন্ধারের অভিব্যব এবং নিরোধবন্ধারের আবির্ভাব” বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এইহেতু বাচস্পতি উক্ত সূত্রের বাখ্যায় লিখিতেছেন—“চিন্তস্ত ধর্মিণঃ নিরোধক্ষণস্ত নিরোধাবসরস্ত দ্বয়োঃ অবস্থয়োঃ অবয়বঃ”, সুতরাং “নিরোধ ক্ষণে” উক্ত “অভিব্যবক্ষণ” ও “নিরোধক্ষণ” এই ক্ষণদ্বয়ই অতিশ্রুত বলিয়া, আচার্য “কাল” শব্দ প্রয়োগ না করিলে নিরোধের উক্ত অর্থ সঙ্কেতিত হইত না। ঐ ‘কাল’ শব্দের অর্থ অবশ্য উক্ত “ক্ষণদ্বয়বিশিষ্ট চিন্তা,” তাহাই শ্রীধরের “অবস্থাবিশেষে” পাওয়া যায়, এবং মধুসূদনকৃত আচার্যোক্তির আক্ষেপ নিরর্থক হইয়া যায়।

অনুবাদ - এবং যে কালে বা অবস্থায় এই যোগী আত্মায় অবস্থিত হইয়া, বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভীত নিরতিশয় সুখ অনুভব করেন, যাহা কেবল রজস্তুমো'নলশূন্য সদ্ভদ্রাবাহিনী আত্মাকারী বুদ্ধিদ্বারাই অনুভব করা যায়, এবং যখন বা যে অবস্থায় অবস্থিত হইয়া, আত্মা স্বরূপ হইতে প্রচ্যুত হন না ।

টীকা—“যত্র” - যে কালে, “স্থিতঃ” - আত্মায় স্থিত এই যোগী, “আত্মাত্তিকম্” - অতাস্ত হইলে যেরূপ হয় অর্থাৎ অনন্ত, “বুদ্ধিগ্রাহম্” - ইন্দ্রিয়নিবপেক্ষ বুদ্ধিদ্বারাই গ্রহণযোগ্য, “অতিশয়ম্” - ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইতে ভিন্ন অর্থাৎ বিষয়দ্বারা অজনিত, এইরূপ যে সুখ তাহাকে, “বৈত্তি” - জানিতে পারেন, বা অনুভব করেন এবং আত্মায় অবস্থিত এই যোগী, “তদ্বতঃ” - সেই আত্মস্বরূপ হইতে, “ন চলতি” - প্রচ্যুত হন না । ( ‘আত্মাত্তিক’ বিশেষণদ্বারা ব্রহ্মসুখের স্বরূপ কথিত হইল, ‘অতীন্দ্রিয়’-দ্বারা বিষয়সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি কথিত হইল, কেননা, তাহা বিষয়েন্দ্রিয়-সংযোগসাপেক্ষ, ‘বুদ্ধিগ্রাহ’-দ্বারা সুষৃপ্তি সুখ হইতে ব্যাবৃত্তি, কেন না, সুষৃপ্তিতে বুদ্ধি নীল হইয়া যায়, সমাধিতে নির্বৃত্তিক হইয়া থাকে । ) ১০৫

যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাদিকং ততঃ ।

যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥১০৬

অর্থ—চ যম্ লব্ধ্বা অপরং লাভম্ ততঃ অদিকম্ ন মন্যতে ; যস্মিন্ স্থিতঃ গুরুণা দুঃখেন অপি ন বিচাল্যতে । ( গীতা ৩২২ )

অনুবাদ—যে আত্মাকে লাভ করিলে অথ কোনও লাভকে তদপেক্ষা অদিক বলিয়া মনে হয় না এবং যে আত্মায় অবস্থিত হইলে, লোকে গুরুতর দুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয় না ।

টীকা—আত্মলাভ হইলে লাভান্তরকে কেহ আত্মলাভ হইতে অদিক বলিয়া মনে করেন না, কেননা, স্মৃতি বলিতেছেন—“কৃতম্ কৃত্যম্ প্রাপ্তম্ প্রাপণীয়ম্” ইত্যাদি এবং “আত্মলাভাৎ ন পবম্ বিদ্যতে” - “সকল কর্তব্য শেষ করিয়াছি, যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল পাইয়াছি,” ‘আত্মলাভ হইতে অথ উৎকৃষ্ট লাভ নাই ।’ যে আত্মতত্ত্বে পরম সুখময় নির্বৃত্তিক চিত্তাবস্থাবিশেষে অবস্থিত হইলে, লোকে শব্দপ্রহারাধিক্রম মহাত্ম্যেও ওল্লাদের ছায় অবিচলিত থাকে ; ( ক্ষুদ্র দুঃখে যে অবিচলিত থাকে তাহার কথাই নাই । ) দৈত্য হিরণ্যকশিপুর পুত্র ওল্লাদ অগ্নিদাহাদি অনেক দুঃখ পাইয়াও যেমন নিজ নিষ্ঠা হইতে বিচলিত হন নাই, সেইরূপ আত্মতত্ত্বে নিষ্ঠাপ্রাপ্ত পুরুষ অনেক মরণান্ত দুঃখ পাইয়াও আত্মনিষ্ঠাকে পরিত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন না, ইহাই অর্থ । ১০৬

এক্ষণে ১০১ শ্লোকে উপপাদিত যোগের সূচনা করিতেছেন ( গীতা ৩২৩ ) :—

তং বিদ্যাদুখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্ ।

স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোহনির্বিরূঢ়েতসাম্ ॥ ১০৭



অম্বয়—তন্ম দুঃখসংযোগবিরোগম্ যোগসংজ্ঞিতম্ বিজ্ঞাৎ। সঃ যোগঃ নিশ্চয়েন  
অনিবিশ্ল্যচেতসা যোক্তব্যঃ।

অনুবাদ—উক্ত প্রকার সেই যোগকে, উহা দুঃখসংযোগের বিরোগরূপ  
হইলেও, যোগ বলিয়া জানিবে; ('যোগ' শব্দের অনুরোধে কোনও প্রকার সম্বন্ধ  
বলিয়া বুঝিবে না।) উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগের, শাস্ত্রাচার্য্য বচনদম্বাহের তাৎপর্য্যের  
বিষয় বলিয়া, 'ইহা অবশ্য সত্য' এইরূপ বিশ্বাসের সহিত অভ্যাস করিতে হইবে।

টীকা—“শনৈঃ শনৈঃ” ইত্যাদি ১০১ শ্লোক হইতে আরম্ভ করিয়া যতগুলি বিশেষণদ্বারা  
নির্নীত আত্মার, (নির্বৃত্তিক পরমানন্দাব্যাজক) অবস্থাবিশেষরূপ যোগ বর্ণিত হইলছে,  
“তন্ম দুঃখসংযোগবিরোগম্”—তাহাকে, যাহা দুঃখের সংযোগবিশিষ্ট হইতে (সেই মন-  
দুঃখময় চিত্তবৃত্তি হইতে) বিরোগস্বরূপ, তাহা 'বিরোগ' শব্দার্থ হইলেও, বিপরীত লক্ষণদ্বারা  
অর্থাৎ শক্য সম্বন্ধের বিপরীত সম্বন্ধদ্বারা 'যোগ' এই নামে বুঝিবে, কেননা, পতঞ্জলি চিত্তবৃত্তি  
নিবোধকে যোগ বলিয়াছেন এবং ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন—“যোগো ভবতি দুঃখহা”। এই  
প্রকার যোগের অমুষ্ঠানবিসয়ে এক বিশেষ প্রকারের কর্তব্যতার সূচনা করিতেছেন—  
“উক্তরূপ ফলবিশিষ্ট যোগেব” ইত্যাদি। সেই পূর্ববর্ণিত যোগ “নিশ্চয়েন”—অদ্বাবসায়পূর্বক,  
“অনিবিশ্ল্যচেতসা”—নির্দোষদহিত চিত্তদ্বারা অর্থাৎ ‘এতদিন ধরিয়া অভ্যাস করিলাম তথাপি  
যোগ সিদ্ধ হইল না, ইহার পর আবও কত সহিতে বাকী’ এইরূপ অমুতাপরহিত চিত্তে এবং  
‘এ জন্মে সিদ্ধ না হউক জন্মান্তরে সিদ্ধ হইবে, অরার প্রয়োজন কি?’ এইরূপ চিন্তাবর্জিত ধৈর্য্যযুক্ত  
মনে, “যোক্তব্যঃ”—অমুষ্ঠেয়। ১০৭

এক্ষণে ১০১ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন (গীতা ৬২৮) :—

যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।

সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ১০৮

অম্বয়—বিগতকল্মষঃ যোগী সদা আত্মানম্ এবম্ যুজন্ সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শম্ অত্যন্তম্  
সুখম্ অশ্নুতে।

অনুবাদ—বিগতপাপ অর্থাৎ যোগবিম্বরূপ অন্তরায় রহিত যোগী নিরন্তর  
আত্মানুসন্ধানরত হইয়া অনায়াসে অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রণিধানদ্বারা সর্বান্তরায় নিবৃত্তি-  
বশতঃ আয়াসশূন্য হইয়া, সম্যক্ প্রকারে বিষয়ের অস্পর্শহেতু ব্রহ্মের সহিত  
তাৎক্ষণ্যভাবে স্পর্শরূপ নিরতিশয় আনন্দ অমুভব করেন।

টীকা—“বিগতকল্মষঃ”—( ধাতুভেদম্বা নিমিত্ত বিকারাদিরূপ ) ‘ব্যাপি’, ( আসনাদি  
কর্মে অযোগ্যতারূপ ) ‘স্ত্যান’, ( যোগসাধন কর্তব্য অথবা অকর্তব্য? এই উভয়কোটীপশি  
জ্ঞানরূপ ) ‘সংশয়’, ( বিষয়ান্তর ব্যাহতি হেতু যোগসাধনে ঔদাসীন্যরূপ ) ‘প্রমাদ’, ( তমোগুণ-  
জনিত কাগমনের গুরুতা হেতু যোগে অপ্রবৃত্তিরূপ ) ‘আলস্ত’, বিষয়বিশেষে ঐকান্তিক

অভিলাষরূপ) ‘অবিরতি’, ( যোগের অসাধনে সাধনতাবুদ্ধি এবং সাধনে অসাধনতাবুদ্ধিরূপ ) ‘ব্রাহ্মদর্শন’, ( একাগ্রতারূপ সমাধিভূমির অলাভরূপ অর্থাৎ ক্ষিপ্তমুচিবিক্ষিপ্তরূপ ! ‘অলঙ্ক-ভূমিকা’, ( সমাধিভূমিকা লাভ হইলেও প্রযত্নশৈথিল্যাহেতু সমাধিভূমিতে ) ‘অপ্রতিষ্ঠিত’,— এই নয়টি ‘যোগবিয়’রূপ অন্তরায়রহিত যোগী, “সদা আত্মানম্ এব যজ্ঞন”—সর্বদা আত্মাকে উক্ত প্রকারে স্মরণ করিতে করিতে বিনাশ্রমে ব্রহ্মের সংস্পর্শরূপ সূখ অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত অবিনশ্বর নিরতিশয় সূখ অমুভব করেন, ইহাই অর্থ । ১০৮

অনির্বেদপূর্বক অর্থাৎ খেদাহুভাবে অমুতাপ না করিয়া আফলোদয় প্রযত্নদ্বারা যোগাভ্যাস সাফল্যমণ্ডিত হয়—ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন ( গোড়পাদীয় কারিকা ৩৪১ ) :—

৩৫ খেদোপেক্ষাপূর্বক  
আফলোদয় যোগাভ্যাসে  
দৃষ্টান্ত ।

উৎসেক উদধৈর্যদ্বং কুশাগ্রেণৈকবিন্দুনা ।

মনসো নিগ্রহস্তদন্তবেদপরিখেদতঃ ॥ ১০৯

অর্থ—কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা উদধেঃ উৎসেকঃ যদ্বং তদ্বং মনসঃ নিগ্রহঃ অপরি-  
খেদতঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—কুশের অগ্রভাগদ্বারা এক এক বিন্দু করিয়া সমুদ্র সেচন যেমন,  
অখিলচিত্তে অধ্যবসায় সহকারে, মনের নিগ্রহ করণও ঠিক সেইরূপ ।

টীকা—“কুশাগ্রেণ একবিন্দুনা”—কুশের অগ্রভাগদ্বারা উদ্ধৃত এক এক বিন্দু করিয়া সম্পাদিত, “উদধেঃ উৎসেকঃ”—সমুদ্রের নিজখাত হইতে বহির্নিষ্কাশন, যদি খেদ বা শাস্তি না থাকে, অবিশ্রান্ত হইতে থাকে, “যদ্বং”—যেমন কালান্তরে নিষ্পন্ন হইবেই, সেইরূপ “মনসঃ নিগ্রহঃ”—মনের বৃত্তিনিরোধের আন্তরিক অমুষ্ঠান করিলে কালান্তরে, (ঈশ্বরাত্মগ্রহের অবতারণাদ্বারা) সিদ্ধ হইবেই । টিটিভের উপাখ্যান স্মরণ করিয়া গোড়পাদাচাৰ্য এই কথা লিখিয়াছেন :—এক টিটিভ পক্ষীর তীরস্থিত অণ্ডগুলিকে সমুদ্র তরঙ্গবেগে অপহরণ করিয়াছিল ; সেইহেতু ‘আমি সমুদ্র শোষণ করিব’ এইরূপ প্রবৃত্তি লইয়া সেই পক্ষী চঞ্চুদ্বারা এক এক দিন সমুদ্রজল তীরে নিক্ষেপ করিতে লাগিল । তখন অনেক পক্ষী আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিতে থাকিলেও, সে নিবৃত্ত হইল না । তখন যদৃচ্ছাক্রমে আগত নারদ আসিয়া তাহাকে নিবারণ করিলে সে বলিল, ‘এজ্ঞায় না হউক জ্ঞানান্তরে যে কোনও উপায়ে এই সমুদ্র শোষণ সম্পাদন করিব ।’ তখন ঈশ্বরাত্মগ্রহদ্বারা প্রেরিত হইয়া রূপালু নারদ গরুড়কে বলিলেন, ‘সমুদ্র তোমার জাতির নির্ধ্যাতন করিয়া তোমারই অবমাননা করিল ।’ ইহা শুনিয়া গরুড় উত্তেজিত হইয়া হৃদয় প্রসারিত পক্ষ সঞ্চালন করিয়া সমুদ্র শোষণে প্রবৃত্ত হইলেন । সমুদ্র ভয়ে ডিম্বগুলি পক্ষীকে প্রত্যর্পণ করিল । এই প্রকারে অধিক হইয়া মনোনিরোধরূপ পরম ধৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে ঈশ্বর যোগীকে রূপা করিয়া সিদ্ধি প্রদান করেন । ‘জীবমুক্তিবৈবক’ হইতে মধুহৃদন এই উপাখ্যান সঙ্গলন করিয়া গীতার টীকায় বর্ণন করিয়াছেন । ১০৯

একথা কেবল গীতাত্তেই নহে, মৈত্রেয়গীষ শাখাতেও উক্ত হইয়াছে :—

(গ) ১০০-ম্নোকোক্ত সূত্র- বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ শাকায়নো মুনিঃ সূত্রম্ ।

বিষয়ে যজুর্বেদের মৈত্রা-

য়ণীয় শাখার প্রমাণবচন ।

প্রাহ মৈত্রাখ্যশাখায়াং সমাধ্যুক্তিপূরঃসরম্ ॥ ১১০

অর্থ - মৈত্রাখ্যশাখায়াম্ শাকায়ন্যঃ মুনিঃ বৃহদ্রথস্য রাজর্ষেঃ সমাধ্যুক্তিপূরঃসরম্ সূত্রম্ ৩।১।

অনুবাদ—যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক শাখায় শাকায়ন্যনামক মুনি রাজর্ষি বৃহদ্রথকে সমাধির উপদেশ করিয়া ব্রহ্মসূত্র বর্ণনা করিয়াছিলেন ।

টীকা—যজুর্বেদের মৈত্রায়ণীয়নামক এক শাখায় শাকায়ন্যনামক কোন ঋষি আপনার শিষ্যরূপে সমাগত বৃহদ্রথনামক রাজর্ষিকে সমাধির বর্ণনাপূর্বক, [ অথ ভগবান্ শাকায়ন্যঃ সূত্রীতঃ অত্রবীৎ রাজানম্—মহারাজ বৃহদ্রথ ইক্ষ্বাকুবংশধরজ্ঞাশীর্ষাভ্যজঃ কৃতকৃত্যঃ অম্ মরম্নারঃ বিশ্রুতঃ অসি ইতি অমম্ বাব থনু আত্মা তে—মৈত্রায়ণীয় উ, ২।১ ]—এইরূপে ব্রহ্মসূত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন । ১১০

শাকায়ন্য ঋষি কি প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন ? এইরূপ আকাঙ্ক্ষা হইতে পারে বলিয়া, সেই ব্রহ্মসূত্রপ্রতিপাদক আটটি মন্ত্র মৈত্রায়ণীয় শাখা হইতে পাঠ করিতেছেন :—

(ভ) মৈত্রায়ণীয় শাখায়  
ব্রহ্মসূত্র বর্ণন ।

যথা নিরিক্কনো বহিঃ স্বযোনাবুপশাম্যতি ।

তথা বৃত্তিক্কয়াচ্চিদ্ভুং স্বযোনাবুপশাম্যতি ॥ ১১১

অর্থ—নিরিক্কনঃ বহিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি যথা, তথা চিত্তম্ বৃত্তিক্কয়াং স্বযোনৌ উপশাম্যতি । ( মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১ )

অনুবাদ—যেমন ইক্ষনের অবসান হইলে অগ্নি আপনার কারণ সূক্ষ্মতেজে আপনাই উপশান্ত হয়, সেইরূপ যোগাভ্যাসে বৃত্তিসমূহের ক্ষয় হইলে, চিত্ত আপনার কারণ সত্ত্বগুণমাত্রে উপশান্ত হয় ।

টীকা—“নিরিক্কনঃ”—নিঃশেষিত কাষ্ঠাদীক্ষন, “বহিঃ স্বযোনৌ উপশাম্যতি”—নিজকারণ রূপ সূক্ষ্মতেজে স্মৃতিজশিখাদিরূপ বিশেষাকার পরিত্যাগ করিয়া তেজোমাত্রে “যথা”—যে রূপ অবস্থান করে, “তথা”—ঠিক সেইরূপে “চিত্তম্ বৃত্তিক্কয়াং”—অস্তঃকরণ নিরোধ সমাধির অভ্যাসবশতঃ বৃত্তির ক্ষয় হইলে, অর্থাৎ নিরোধরূপ সমাধির অভ্যাসদ্বারা রাজসাদি বৃত্তিসমূহের বিনাশ ঘটিলে “স্বযোনৌ”—নিজকারণ সত্ত্বগুণমাত্রে, “উপশাম্যতি”—সত্ত্বগুণরূপে অবশিষ্ট থাকিয়া যায় । ইহাই অর্থ । ১১১

(খ) সত্ত্বগুণমাত্রে মন উপশান্ত হইলে তাহার

কল ।

স্বযোনাবুপশান্তস্য মনসঃ সত্যকামিনঃ ।

ইন্দ্রিয়ার্থবিমুক্ত্যানৃত্যঃ কৰ্মবশানুগাঃ ॥ ১১২

অর্থ—সত্যকামিনঃ স্বযোনৌ উপশান্তস্য ইন্দ্রিয়ার্থবিমুক্তস্য মনসঃ কৰ্মবশানুগাঃ অনৃত্যঃ ( সত্যঃ ) । ( মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।২ )

অনুবাদ—( কেবল ) সত্যাত্মবিষয়ে অভিল্যবী, আপনার কারণে উপশাস্ত্র এবং ইন্দ্রিয়ার্থবিষয়ে বিমুখ যে মন, তাহার কৰ্মবশে প্রাপ্ত উপকরণসহিত সুখাদি ফল, মায়িকতত্ত্বজ্ঞানহেতু অলৌক বলিয়া প্রতীত হয়।

টীকা—“সত্যকামিনঃ”—“সত্য” আত্মরূপ বিষয়ে ‘কাম’—ইচ্ছা আছে যাহার এইরূপ অর্থাৎ কালক্রয়দ্বারা অবাসিত ব্রহ্মাত্ম প্রাপ্তির জন্ত উৎকণ্ঠিত, “স্ববানো উপশাস্ত্র”—আপনার কারণ সত্ত্বগুণে উপশাস্ত্র হইলে এবং “ইন্দ্রিয়ার্থবিমুক্ত্য মনসঃ”—‘ইন্দ্রিয়াথে’ শব্দাদিবিষয়ে ‘বিমুক্ত’ বিমুখ অর্থাৎ জ্ঞানহীন হইলে, সেই মনের, (সংস্কারবশে কদাচিৎ ব্যুৎপিত হইলেও) “কৰ্মবশায়াঃ”—কৰ্মবশে উপস্থিত যে শব্দাদি নিমিত্তরূপ সাধনসহিত সুখাদি, “অনৃতঃ (হ্যঃ)”—মায়িকতত্ত্বজ্ঞানদ্বারা মিথ্যারূপ হইয়া যায়। অর্থাৎ কৰ্মবশে জীবের অমুগমন করিলেও (চিত্তসমাধানের অর্থপর্যন্ত সকল সুখই নিজের আবদ্ধাকল্পিত বলিয়া) মিথ্যা বলিয়া প্রতীত হয়। ১১২

ভাল, চিত্তের উপশাস্ত্র হইলে জগৎ মিথ্যা হইয়া যায়—একথা ত’ যুক্তিহীন, কেননা জগৎ ত’ চিত্তরূপ উপাদানজনিত নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—

চিন্তমেব হি সংসারস্তৎপ্রযত্নেন শোধয়েৎ ।

(৬ সংসার চিত্তরূপই।

যচ্চিন্তস্তন্ময়ো মর্ত্যো গুহ্যমেতৎ সনাতনম্ ॥ ১১৩

অর্থ—চিত্তম্ এব হি সংসারঃ, তৎ প্রযত্নেন শোধয়েৎ; মর্ত্যঃ যচ্চিন্তঃ তন্ময়ঃ; এতৎ সনাতনম্ গুহ্যম্। ( মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৩ )

অনুবাদ—যেহেতু চিত্তই সংসার, সেইহেতু চিত্তের শোধন সর্বপ্রকারে কর্তব্য, কারণ মানব যদ্বিষয়ে আসক্তচিত্ত হয়, সে তন্ময়ই হইয়া যায়; ইহাই অনাদিসিদ্ধ গুঢ় তত্ত্ব।

টীকা—যত্বেপি জগৎস্বরূপতা চিত্তরূপ উপাদানবিশিষ্ট নহে, তথাপি সেই জগতের ভোগ্যতা চিত্তরূপ কারণবিশিষ্ট! “হি”—যেহেতু, এই শব্দদ্বারা সকল লোকের অনুভবকেই প্রমাণ বলিয়া প্রতিপাদন করা হইতেছে, কেননা, সৃষ্টি প্রভৃতি কালে চিত্তের বিলয় হইলে ভোগ দেখা যায় না, ইহাই অভিপ্রায়। যেহেতু সংসার চিত্তরূপ, এইহেতু চিত্তকেই, “প্রযত্নেন”—অভ্যাস, বৈরাগ্য প্রভৃতিরূপ প্রযত্নদ্বারা, “শোধয়েৎ”—শোধন করিতে হয় অর্থাৎ রজস্তমোশূন্য করিয়া একাগ্র করিতে হয়। ভাল, মুক্তির জন্ত আত্মাকেই ত’ শোধন করা উচিত, চিত্তকে নহে; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন:—“কারণ মানব” ইত্যাদি। “মর্ত্যঃ”—মহুয়া, ইহা দেহধারিমাাত্রেরই উপলক্ষণ, “যচ্চিন্তঃ সঃ তন্ময়ঃ”—যে দেহী অপত্যাদিরূপ বিষয়ে দত্তচিত্ত, সে তন্ময় হইয়া যায়—কেননা, দেহী সেই সকল বিষয়ের সম্পূর্ণতা বা স্ফুটতা ও বিকলতা আপনাতোই সম্যগরূপে আরোপণ করিয়া থাকে। “এতৎ সনাতনম্”—ইহাই অনাদিসিদ্ধ রহস্য। এহলে ইহাই বলা অভিপ্রোত—যেহেতু স্বভাবসিদ্ধ আত্মার মেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃই সংসারভাব ঘটে, কেননা, শ্রুতি বলিতেছেন—[ ধ্যায়তি ইব লেলায়তি ইব—বৃহদা উ, ৪।৩।৭ ]—“চিন্তাসংসর্গ-

বশতঃ আত্মা যেন ধ্যান করে, যেন লীলা করে, এইহেতু চিত্তের শোধন দ্বারাই আত্মার সংসার নিবৃত্তি হয়। এখানে অনাদিসিদ্ধ রহস্যটি এই—যেমন শুদ্ধ জল নীলপীতাত্তি রংএর সহিত মিলিত হইলে তত্তরূপ প্রাপ্ত হয়, সেই প্রকার পঞ্চভূতের সাত্বিকাংশের কাৰ্য্য বলিয়া শুদ্ধ যে মন, তাহা যে যে প্রকারের ভাবনা করে, অভ্যাসের বশে সেই সেই আকারবিশিষ্ট হইয়া যায়। এইহেতু ‘আমি জীব’ এইরূপ ভাবনাদ্বারা জীবভাব, ‘আমি ঈশ্বর’ এইরূপ ভাবনাদ্বারা ঈশ্বরভাব, ‘আমি ব্রহ্ম’ ইত্যাদিরূপ ভাবনাদ্বারা ব্রহ্মাদির ভাব, ‘আমি দেহ’ এইরূপ ভাবনাদ্বারা দেহভাব, ‘আমি দাস’ এইরূপ ভাবনাদ্বারা দাসভাব, ‘আমি যেন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হই’ এইরূপ ভাবনাদ্বারা স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তিসাধনে তৎপর মন স্বর্গাদিলোক প্রাপ্ত হয়। ‘আমি শূন্য’—এইরূপ ভাবনার বলে বৃক্ষপাষণাদির শূন্যভাব (Self-consciousness-রহিত ভাব) প্রাপ্ত হয়; ‘আমি অন্তরাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্ম’ এইরূপ ভাবনার বলে মন ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয়। এই প্রকারে যে যে মতের অনুসরণে দৃঢ় ভাবনার দ্বারা মন যে যে পদার্থে তৎপর হয়, সেই সেই মতানুযায়ী ভাব প্রাপ্ত হয়, (এইহেতু বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মমতে আস্থাবান ব্যক্তি সেই সেই ধর্ম্মমতের সত্য-মূলকতা অনুভব করিয়া থাকে) কিন্তু বিশেষ এই—ব্রহ্মভিন্ন অন্যত্র বস্তুর ভাবনাদ্বারা যে যে ভাবপ্রাপ্তি হয়, সেই সেই ভাব দীপপ্রভায় মণিবুদ্ধির ত্রায় শুক্লিতে রজতবুদ্ধির ত্রায়, ধাতুতে সর্পবুদ্ধির ত্রায়, সাক্ষীতে স্বপ্নবুদ্ধির ত্রায় এবং সেই সেই বুদ্ধির বিষয়ের ত্রায় বিসম্বাদী ভ্রমরূপ। আর ব্রহ্মসাক্ষাত্কার না হইলেও গুরুশাস্ত্রদ্বারা পরোক্ষরূপে জ্ঞাত ব্রহ্মে ‘আমি ব্রহ্ম’ এই আকাবের নিষ্ঠুর গোপাসনারূপ দৃঢ় ভাবনার বলে, ধ্যানী পুরুষের যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয় তাহা মণিপ্রভায় মণিবুদ্ধির ও তাহার বিষয়ের ত্রায় সম্বাদী ভ্রমরূপ; (পূর্বে ব্যাখ্যাত ৯ অঃ ৬ শ্লোক, পৃঃ ৩৬৮ দ্রষ্টব্য) এবং গুরুমুখ হইতে শ্রুত মহাবাক্যজনিত, ‘আমি ব্রহ্ম’—মনের এই প্রকারের নিশ্চয়রূপ সাক্ষাত্কার দ্বারা যে ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি হয়, তাহা শুক্লি প্রভৃতির জ্ঞানদ্বারা প্রাপ্ত শুক্লি ও ভূত্বির ত্রায় পারমাধিক্যরূপ; এই অভিপ্রায়ে শ্রুতি বলিয়াছেন :—[বথাকৃত্যুঃ অস্মিন্ লোকে পুরুষঃ ভবতি, তথা ইতঃ প্রোত্য ভবতি—ছান্দোগ্য উ ৩।১৪।১]—পুরুষ ইহলোকে বাদৃশ নিশ্চয়সম্পন্ন হয়, এখান হইতে প্রেরণের পরেও সেইরূপই হইয়া থাকে; এবং ভগবানও (গীতা. ৮:৬) বলিয়াছেন—“যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যস্তে কলেবরম। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবতাবিতঃ ॥” ১১৩

তাল, অনাদিকালের জন্মপরম্পরাজিত সূত্বঃখণ্ড পুণ্যপাপ কর্ম্ম থাকিতে চিত্তের শোধন দ্বারা কি প্রকারে আত্মার সংসার নিবৃত্তি হইবে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে না, কেননা, চিত্তের প্রসাদন বা শোধনদ্বারা উপলব্ধিত ব্রহ্মানুসন্ধানদ্বারা সকল কর্ম্মক্ষয় সম্ভব :—

( ৭ ) ব্রহ্মানুসন্ধানরূপ চিত্তস্য হি প্রসাদেন হন্তি কর্ম্ম শুভাশুভম্।

প্রসাদদ্বারা চিত্তের সংসার নিবৃত্তি সম্ভব।

প্রসন্নাত্মানি স্থিত্বা সূখমক্ষয়ামশ্নুতে ॥ ১১৪

অর্থঃ—চিত্তস্য হি প্রসাদেন শুভাশুভম্ কর্ম্ম হন্তি। প্রসন্নাত্মা আত্মনি স্থিত্বা অক্ষয়ম্ সূখম্ অশ্নুতে। ( মৈত্রায়ণীয় উ. ৪।৩।৪ )

অনুবাদ—চিন্তের প্রসাদদ্বারা শুভাশুভ সমস্ত বস্তু ক্ষয়প্রাপ্ত হয়; পরে সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে অবস্থিত হইয়া অর্থাৎ ‘তাহাই আমি’ এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা অবিদম্বার সুখ অনুভব করেন।

টীকা—‘হি’ শব্দদ্বারা—[ তদ্ যথা ইযীকাতুলম্ অগৌ প্রোতম্ প্রদু্যেত এবং হ অন্ত সর্কে পাণানঃ প্রদু্যন্তে—ছান্দোগ্য ৫।২৪।৩ ]—যেমন ইযীকার ( শরাকৃতি তৃণবিশেষের ) তুলা অগ্নিতে প্রোত ( প্রক্ষিপ্ত ) হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, তেমনি ইহার ( সর্কাত্মভূত ও সর্কায়ত্তোক্তা বিদ্বানের ) বহুজন্মার্জিত এবং ইহজন্মেও জ্ঞানোদয়ের পূর্বে ও সমকালে সমুত ধর্মাদর্ম নামক সমস্ত পাপ নিঃশেষে দগ্ধ হইয়া যায়; এবং ‘উপপাতকেষু সর্কেষু পাতকেষু মহৎসু চ। এবিশ্ব রজনীপাদং ব্রহ্মণ্যানং সমাচরেৎ ॥’ সকল প্রকার উপপাতকে এবং মহাপাতকে প্রবেশ করিলে অর্থাৎ তত্ত্বপাতকগ্রস্ত হইলে, রাত্রির শেষপাদে ( শেষের তিন ঘণ্টাকালে ) ব্রহ্মজ্ঞানের সমাক্ষয়প্রাপ্ত করিবে—এইরূপ শ্রুতিবচনের ও স্মৃতিবচনের প্রাসঙ্গি দ্বারা ইহা প্রমাণিত হইতেছে। সেইরূপ চিত্তপ্রসাদের ফল কিরূপ ? তদন্তরে বলিতেছেন—“সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি” ইত্যাদি। “প্রসন্নাত্মা”—প্রসন্ন হইয়াছে আত্মা—চিত্ত বাহ্যার এইরূপ ব্যক্তি “আত্মনি”—স্ব-স্বরূপভূত অদ্বিতীয় আনন্দরূপ ব্রহ্মে, “স্থিত্য”—স্থিত হইয়া অর্থাৎ ‘আমিই সেই’ এইরূপ নিশ্চয়দ্বারা সমস্ত দৃশ্য বস্তুকে পরিত্যাগ করিয়া চিন্মাত্ররূপে অবস্থানের “অক্ষয়াম্”—অবিনাশী যে “স্বয়ম্”—স্বরূপভূত সুখ, তাহাই “অমৃতম্”—প্রাপ্ত হন, অনুভব করেন। ১১৪

পূর্ব শ্লোকে “সেই প্রসন্নাত্মা ব্যক্তি স্ব-স্বরূপভূত ব্রহ্মে” ইত্যাদি বাহা বলা হইল, তাহাই দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সমর্থন করিতেছেন :—

সমাসক্তং যথা চিন্তং জন্তোবিষয়গোচরে।

( ন ) দৃষ্টান্তদ্বারা উক্ত  
অর্থের সমর্থন।

যদ্যেবং ব্রহ্মণি স্যাত্তং কো ন মুচ্যেত বন্ধনাৎ ? ১১৫

অর্থ—জন্তোঃ চিন্তম্ বিষয়গোচরে যথা সমাসক্তম্, তৎ ব্রহ্মণি যদি এতন্ম স্যৎ কঃ বন্ধনাৎ ন মুচ্যেত ? ( মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৫ )

অনুবাদ—পশু যেমন বিষয়রূপ চারণভূমিতে স্বভাবতঃ সমাগাসক্ত, সেই প্রকারে জীবের চিত্ত যদি ব্রহ্মে সমাসক্ত হয়, তবে কোন্ ব্যক্তি সংসারবন্ধন হইতে না মুক্ত হয় ?

টীকা—প্রাণিগণের চিত্ত, “বিষয়গোচরে”—বিষয়রূপ ইন্দ্রিয়প্রবৃত্তিভূমিতে, “যথা”—যে প্রকার স্বভাবতঃ সমাগাসক্ত হয়, “তৎ”—সেই চিত্ত, “ব্রহ্মণি”—প্রত্যগভিন্ন পরমাত্মায়, “যদি এতন্ম স্যৎ”—যদি এইরূপ আসক্ত হয়, তাহা হইলে কে না সংসার হইতে মুক্ত হয় ? অর্থাৎ সকলেই মুক্ত হয়; ইহাই অর্থ। ১১৫

পূর্ব শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থনজন্য মনের অবাস্তবত্ব প্রদর্শন করিতেছেন :—

মনো হি দ্বিবিধং প্রোক্তং শুদ্ধং চাশুদ্ধমেব চ।

( প ) শুদ্ধাশুদ্ধভেদে মন  
বিবিধ।

অশুদ্ধং কামসম্পর্কচ্ছুদ্ধং কামবিরজিতম্ ॥ ১১৬

অথ—শুদ্ধম্ চ অশুদ্ধম্ এব চ মনঃ হি দ্বিবিধম্ প্রোক্তম্ কামসম্পর্কীং অশুদ্ধম্; কাম-  
বিবর্জিতম্ শুদ্ধম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।৩)

অমুবাদ—শুদ্ধ ও অশুদ্ধ ভেদে মন দুই প্রকার; কামক্রোধাদিসম্পৃক্ত মন  
অশুদ্ধ এবং কামাদিরহিত মন শুদ্ধ।

টীকা—দুই প্রকার হইবার কারণ বলিতেছেন :—“কামক্রোধাদিসম্পৃক্ত” ইত্যাদি।  
মূলের কামশব্দ ক্রোধাদির উপলক্ষণ। ১১৬

উক্ত দুই প্রকার মন যথাক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ, তাহা প্রতিবচনদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(ক, শুদ্ধাশুদ্ধ মন যথা- মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ।  
ক্রমে সংসার ও মোক্ষের কারণ।

বন্ধায় বিষয়াসক্তং মুক্ত্যৈ নির্বিষয়ং শ্রুতম্ ॥ ১১৭

অথ—মনুষ্যাণাম্ বন্ধমোক্ষয়োঃ কারণম্ মনঃ এব; বিষয়াসক্তম্ বন্ধায়, নির্বিষয়ম্  
মুক্ত্যৈ শ্রুতম্। (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।১১; শাট্যায়ণীয় উ, ১)

অমুবাদ ও টীকা—মনই মনুষ্যের বন্ধ ও মোক্ষের কারণ; মন বিষয়াসক্ত  
হইলে বন্ধের কারণ, নির্বিষয় হইলে সেই মনকেই মুক্তির কারণ বলা হয়। ১১৭

প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি ব্রহ্মরূপ আত্মার অবস্থিত হইলে যে অক্ষয় সুখ প্রাপ্ত হন (১১০ শ্লোক)  
তাহা শ্রুতি নিষেই (মৈত্রায়ণীয় উ, ৪।৩।২) এইরূপে বর্ণন করিয়াছেন :—

সমাধিনিধুঁতমলস্ত চেতসে

(খ) প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি  
আত্মার অবস্থিত হইলে  
যে অক্ষয় সুখলাভ করেন  
তদ্বিষয়ে প্রতিপ্রমাণ।

নিবেশিতস্তাত্মনি যৎ সুখং ভবেৎ।

ন শক্যতে বর্ণয়িতুং গিরা তদা

স্বয়ং তদন্তঃকরণেন গৃহ্যতে ॥ ১১৮

অথ—আত্মনি নিবেশিতস্ত সমাধিনিধুঁতমলস্ত চেতসঃ যৎ সুখং ভবেৎ, তদা গিরা বর্ণয়িতুম্  
ন শক্যতে, স্বয়ং তৎ অন্তঃকরণেন গৃহ্যতে।

অমুবাদ—সমাধিদ্বারা চিত্ত সর্বমলবিনিস্কৃত হইয়া আত্মায় প্রবেশ লাভ  
করিলে যে সুখানুভব হয়, তৎকালের সেই সুখকে বাক্যদ্বারা বর্ণনা করা যায় না;  
সেই স্বরূপভূত সুখ অন্তঃকরণই গ্রহণ করিতে পারে।

টীকা—“আত্মনি”—প্রত্যক্ষস্বরূপ আত্মার, “নিবেশিতস্ত সমাধিনিধুঁত- (পাঠান্তরে: নির্ধৌত-)  
মলস্ত”—অবস্থিত এবং প্রত্যগাত্মা ও ব্রহ্মের একতাবিষয়ী বৃত্তির আত্মিকরূপ সমাধিদ্বারা  
সম্পূর্ণরূপে নিবারণিত হইয়াছে বসন্তমোক্ষ বাহার এইরূপ “চেতসঃ”—চিত্তের, “তদা যৎ সুখং  
ভবেৎ”—সেই সমাধিকালে যে সুখ উৎপন্ন হয়, সেই সুখ “গিরা বর্ণয়িতুম্ ন শক্যতে”—বচনদ্বারা  
বর্ণন করিতে পারা যায় না, কেননা, সেই সুখ অলৌকিক, কিন্তু “স্বয়ং তৎ”—সেই স্বরূপভূত  
সুখ “অন্তঃকরণেন এব গৃহ্যতে”—অন্তঃকরণদ্বারা অনুভূত হয়। ১১৮

## ২। দুর্লভ সমাধি মনুষ্যের কণিকভাবে সম্ভব বলিয়া ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব।

ভাল, এই সমাধিই দুর্লভ বলিয়া ইহা দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দের নিশ্চয় সম্ভব হইতে পারে ?  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ক) কণিক সমাধিতে যত্নপ্যাসৌ চিরং কালং সমাধির্দুর্লভো নৃণাম্ ।  
তথাপি কণিকো ব্রহ্মানন্দং নিশ্চায়য়ত্যাসৌ ॥১১০

অর্থ—যত্নপি অসৌ সমাধিঃ চিরং কালং নৃণাম্ দুর্লভঃ তথাপি কণিকঃ অসৌ ব্রহ্মানন্দ  
নিশ্চায়য়তি ।

অনুবাদ—যত্নপি দীর্ঘস্থায়িতাবে এই সমাধি মানবের দুর্লভ, তথাপি তাহা  
কণিকভাবে হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দ নিশ্চয় করাইতে সমর্থ ।

টীকা—এই সমাধি নিরবচ্ছিন্নভাবে অসম্ভব হইলেও, তাহা কণিকস্থায়িতাবে সম্ভব হইতে  
পারে বলিয়া তাহা এই ব্রহ্মানন্দবিষয়ে নিশ্চয় উৎপাদন করিতে পারে ; ইহাই অভিপ্রায় । ১১০

ভাল, আত্মসাক্ষ্যকারের ক্ষমতা অবশ্যমিতি প্রযুক্ত হইলেও কেহ কেহ আনন্দবিষয়ে নিশ্চয়-  
রহিতই থাকিয়া যায় ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—শ্রদ্ধারহিত লোকদিগের  
সেই প্রকার নিশ্চয় না হইলেও শ্রদ্ধা, যত্ন প্রভৃতি সমন্বিত লোকের সেই আনন্দের নিশ্চয়  
হইতে পারে :—

(খ) বহিমুখ হইলেও শ্রদ্ধালুর্ব্যাসনৌ যোহত্র নিশ্চিনোত্যেব সর্বথা ।  
অত্যাগ্রহাষিত হইলে নিশ্চিতে তু সন্ধুস্তম্ভিন্ বিশ্বসিত্যন্যদাপ্যয়ম্ ॥ ১১০

অর্থ—শ্রদ্ধালুঃ ব্যাসনৌ যঃ (সঃ) অত্র সর্বথা নিশ্চিনোতি এব । তস্মিন্ সন্ধুস্তম্ভিন্ নিশ্চিতে  
তু অয়ম্ অন্তরাপি বিশ্বসিতি ।

অনুবাদ—যিনি শ্রদ্ধালু ও একান্ত আগ্রহাষিত, তাঁহার এই কণিক সমাধি-  
বিষয়ে নিশ্চয় অবশ্যই হইয়া থাকে । আর, একবার সেই নিশ্চয় জন্মিলে, তিনি  
অন্য সময়েও ( অর্থাৎ সকল সময়েই ) সেই ব্রহ্মানন্দে বিশ্বাস করেন ।

টীকা—“ব্যাসনী”—(ব্যাসন শব্দ সাধারণতঃ “কামজ-কোপজ” দোষ বুঝাইলেও এস্থলে  
সমাধিসুখরূপ শুভ কামজ এবং তদন্তরায়ের প্রতি স্মৃতিরূপ শুভ কোপজ ‘শুণ’ বুঝাইতেছে) ;  
এইহেতু ‘সর্বপ্রকারেই সমাধি সম্পাদন করিব’ এইরূপ যে আগ্রহ তদ্বিশিত । (অচ্যুতরায় বলেন—  
জাগ্রৎকালে যে বাহ্যকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে না, তাহাই তাহার ব্যাসন ; সেইহেতু  
‘ব্যাসনী’ বলিতে যমাদি যোগালাভ্যাস স্বভাব, যোগতৎপর) ।\* “অত্র”—এই সমাধিতে,  
“সর্বথা”—অবশ্যই । সেইরূপ নিশ্চয় জন্মিলে কি হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন—“আর, একবার

\* এই ব্যাসনকে নারীর ঠড়িহস্তের পর্বন দ্ব্যাকুলতা বলিতে দোষ কি ?



সেই' ইত্যাদি, “তস্মিন্ সৰ্বং নিশ্চিতে”—কণিক সমাধিতে সেই ব্রহ্মানন্দের একবার নিশ্চয়  
অনিলে, “অয়ম্ অমৃতদা অপি বিশ্বসিতি”—যিনি একবার এইরূপ নিশ্চয় লাভ করিয়াছেন, তিনি  
অমৃতকালেও ‘এই আনন্দ আছে’ এইরূপ বিশ্বাস করেন। ১২\*

অমৃতকালেও সেইরূপ বিশ্বাসলাভ হইলে কি হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(গ) সমাধিতে উক্তরূপ তাদৃক্ পুমানুদাসীনকালেহপ্যানন্দবাসনাম্ ।

বিশ্বাসলাভের প্রয়োজন ।

উপেক্ষ্য মুখ্যমানন্দং ভাবয়ত্যেব তৎপরঃ ॥ ১১১

অর্থ—তাদৃক্ পুমান্ উদাসীনকালে অপি আনন্দবাসনাম্ উপেক্ষ্য তৎপরঃ মুখ্য  
আনন্দম্ এব ভাবয়তি ।

অনুবাদ—সেই প্রকার লোকে নিশ্চিত্ত অবস্থাতেও আনন্দের বাসনাকে  
উপেক্ষা করিয়া তৎপর হইয়া মুখ্যআনন্দেরই ভাবনা করিতে থাকেন ।

টীকা—“তাদৃক্ পুমান্”—শ্রদ্ধাযত্নাদিসম্পন্ন পুরুষ একবার ব্রহ্মানন্দে লুক্কানিশ্চয় হইলে,  
“উদাসীনকালে অপি”—নিশ্চিত্তাবস্থায় প্রতীয়মান যে আনন্দের বাসনা পূর্বে ৮৫ শ্লোকে ) উক্ত  
হইয়াছে, তাহাতে অনাদর করিয়া মুখ্য আনন্দে তৎপর হইয়া, সেই মুখ্য আনন্দকেই “ভাবয়তি”—  
চিন্তা করেন । ১২১

‘ব্যবহারকালেও এই প্রকার নিজ্ঞানন্দের ভাবনা করেন’—এই বিষয়ে দৃষ্টান্ত  
বলিতেছেন :—

পরব্যসিনি নারী ব্যগ্রাপি গৃহকৰ্ম্মণি ।

(ঘ , ব্যবহারকালে  
নিজ্ঞানন্দভাবনার দৃষ্টান্ত ।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তঃ পরসঙ্গরসায়নম্ ॥ ১১২

অর্থ, অনুবাদ ও টীকা—নবম অধ্যায়ের ৮৪ শ্লোকে দ্রষ্টব্য ।

দৃষ্টান্তদ্বারা সিদ্ধ অর্থ দাষ্টাঙ্গিকে যোজনা করিতেছেন :—

(ঙ) দৃষ্টান্ত সিদ্ধ অর্থের  
দাষ্টাঙ্গিকে যোজনা ।

এবং তত্ত্ব পরে শুদ্ধে ধীরো বিশ্রান্তিমাগতঃ ।

তদেবাস্বাদয়ত্যন্তর্বহির্ব্যবহরমপি ॥ ১১৩

অর্থ—এবং শুদ্ধে পরে তত্ত্ব বিশ্রান্তিম্ আগতঃ ধীরঃ বহিঃ ব্যবহরন্ অপি অন্তঃ তং  
এব আস্বাদয়তি ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই প্রকার ধীর পুরুষ শুদ্ধ পরমাত্মতত্ত্ব বিশ্রামলাভ  
করিয়া বাহ্যব্যবহারে প্রবৃত্ত হইয়াও অন্তরে সেই পরমাত্মতত্ত্ব আস্বাদন  
করেন । ১২৩

পূর্ব শ্লোকোক্ত ধীর শব্দের অর্থ বলিতেছেন :—

ধীরত্বমক্ষপ্রাবল্যেহপ্যানন্দাস্বাদবাঞ্ছয়া ।

(চ) ‘ধীর’ শব্দের অর্থ ।

তিরস্কৃত্যাখিলাক্ষণি তচ্চিন্তয়াৎ প্রবর্তনম্ ॥ ১১৪

অর্থ—অক্ষপ্রাবল্যে অপি আনন্দাস্বাদবাহুয়া অখিলাক্ষণি তিরস্কৃত্য তচ্ছিত্তারাম্ প্রবর্তনম্ ধীরত্বম্ ।

অনুবাদ—ইন্দ্রিয়গণের প্রবলতা থাকিলেও ব্রহ্মানন্দাস্বাদনের অভিলାষী হইয়া সকল ইন্দ্রিয়ের নিগ্রহ করিয়া সেই আনন্দ চিন্তায় প্রবৃত্ত হইলে, সাধককে ‘ধীর’ বলা হয় ।

টীকা—ইন্দ্রিয়গণ বিষয়াভিমুখ হইয়া সাধককে আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইলেও স্বরূপস্বথের ইচ্ছাবশতঃ তাহার অনুসন্ধানে ঐহার প্রবৃত্তি হয়, তাঁহাকেই ধীর বলে । “বিকার-হেতৌ সত্ত্বি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এষ ধীরাঃ”—কালিদাস । এই লক্ষণে স্বরূপানুসন্ধান প্রবৃত্তির মাত্র অভাব । ১২৭

১২৩ শ্লোকে যে বিশ্রান্তি শব্দের উল্লেখ হইয়াছে, তাহার অভিপ্রেত অর্থ দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ছ) বিশ্রান্তি শব্দের  
অভিপ্রেত অর্থ, দৃষ্টান্ত  
দ্বারা প্রদর্শন ।

ভারবাহী শিরোভারং মুক্তান্তে বিশ্রমং গতঃ ।

সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃগ্‌বুদ্ধিস্ত বিশ্রমঃ ॥১২৫

অর্থ—ভাববাহী শিরোভারম্ মুক্তা বিশ্রমং গতঃ আন্তে সংসারব্যাপৃতিত্যাগে তাদৃক্‌ বুদ্ধিঃ তু বিশ্রমঃ ।

অনুবাদ—ভারবাহক যেমন মস্তকের ভার নামাইয়া বিশ্রাম প্রাপ্ত হয়, সাংসারিক ব্যাপারের পরিত্যাগ হইলে যে সেইপ্রকার ‘ভার নামিল’ এইরূপ বুদ্ধি তাহার নাম বিশ্রান্তি ।

টীকা—যেমন লোকে ভার বহন করিয়া অমহেতু মস্তকহিত ভার পরিত্যাগ করিয়া অমরহিত হয়, সেইপ্রকার সংসারের ব্যাপার পরিত্যাগ করিলে ‘অমরহিত হইলাম’ এইরূপ যে বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, তাহাই বিশ্রান্তি শব্দদ্বারা সূচিত হয় । ১২৫

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(জ) ফলিতার্থ—বিশ্রান্ত  
সাধক প্রারম্ভভোগ-  
কালেও স্বানন্দতৎপর  
থাকেন ।

বিশ্রান্তিং পরমাং প্রাপ্তস্তৌদাসীন্দ্ৰে যথা তথা ।

সুখদুঃখদশায়াঞ্চ তদানন্দৈকতৎপরঃ ॥ ১২৬

অর্থ—পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ (পুরুষঃ) ঔদাসীন্দ্ৰে যথা তথা সুখদুঃখদশায়াং তু চ তদানন্দৈকতৎপরঃ (ভবতি) ।

অনুবাদ—পরম বিশ্রামপ্রাপ্ত ধীর ব্যক্তি যেমন ঔদাসীনকালে অর্থাৎ নিশ্চিন্তাবস্থায় এক আনন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন, সেই প্রকার সুখদুঃখদশাতেও সেই এক নিজ্ঞানন্দাস্বাদনে তৎপর থাকেন । \*

টীকা—“পরমাম্ বিশ্রান্তিম্ প্রাপ্তঃ”—১২৫ শ্লোকোক্ত লক্ষণযুক্ত বিশ্রাম যিনি পাইয়াছেন, এইরূপ ব্যক্তি আপনার উদাসীন দশায় যেমন পরমানন্দান্বাদনে তৎপর হন, এইরূপ সুখদুঃখ-প্রাপ্তিকালেও অর্থাৎ প্রারম্ভ ভোগাবসরেও, সেই সুখদুঃখের অনুসন্ধান পরিত্যাগ করিয়া “তদানন্দৈকতৎপরঃ”—সেই নিজ্ঞানন্দের আশ্বাদনেই তৎপর হন, ইহাই অর্থ। ১২৬

ভাল, দুঃখের প্রতিকূল বলিয়া তাহার অনুসন্ধানে লোকেব ইচ্ছাভাব থাকিলেও, বিষয়জনিত সুখ অনুকূল বলিয়া সর্বলোকে প্রার্থিত হওয়ায়, সেই সুখের অনুসন্ধানেচ্ছা কেন না হইবে?— এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন, বিষয়জনিত সুখ বিষয়েব সম্পাদন-রক্ষণাদি দ্বারা অত্যন্ত বহিমুখতা ঘটাইয়া নিজ্ঞানন্দের অনুসন্ধানের বিরোধী হয় বলিয়া বিষয়সুখেচ্ছাও বিচারশীল পুরুষের উৎপন্ন হয় না :—

(ঝ) বিবেকীর বিষয়ানু-  
সন্ধানে ইচ্ছাভাব, দৃষ্টান্ত  
দ্বারা বর্ণন।

অগ্নিপ্রবেশহেতৌ ধীঃ শৃঙ্গারে যাদৃশী তথা।

ধীরম্ভোদেতি বিষয়েহনুসন্ধানবিরোধিনি ॥ ১২৭

অর্থ—অগ্নিপ্রবেশহেতৌ শৃঙ্গারে যাদৃশী ধীঃ তথা অত্র ধীঃ অনুসন্ধানবিরোধিনি বিষয়ে উদেতি।

অনুবাদ—যেমন অগ্নিপ্রবেশাদি দ্বারা অচিরে দেহপাতনেচ্ছা বলবতী হইলে, (সতীদাহাদির আনুষঙ্গিক) অলঙ্কারাদি দ্বারা দেহমৌর্খবসম্পাদন বিলম্বকারক বলিয়া বিরক্তির কারণ হয়, বিবেকী পুরুষের সেইপ্রকার বুদ্ধি ব্রহ্মানন্দবিরোধী বিষয়সুখে উৎপন্ন হইয়া থাকে অর্থাৎ সেই বিষয়সুখ বিরক্তির কারণ হয়।

টীকা—অচিরে দেহপরিত্যাগের ইচ্ছা দৃঢ়তরভাবে উৎপন্ন হইলে তাহাতে বিলম্বজনক অলঙ্কারাদি ধারণ অগ্নিপ্রবেশাদিকরণেচ্ছা ব্যক্তির বিবক্তিবুদ্ধি উৎপাদন করিয়া থাকে, এই প্রকার বৈরাগ্যাদিসাধনসম্পন্ন বিবেকীর, ব্রহ্মানুসন্ধানবিরোধী বিষয়সুখেও দোষদৃষ্টিকণ বুদ্ধি উৎপন্ন হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। ১২৭

বিবেকী পুরুষের বিরোধি-বিষয়সুখেচ্ছা হয় না বুঝা গেল : কিন্তু যে বিষয়, প্রযত্ন বিনা স্বেচ্ছা বলিয়া বহিমুখতার হেতু হয় না, সেটুকু বিষয়ে, কেন ইচ্ছা হইবে না? ততদ্বয়ে বলিতেছেন :—

(ঞ) স্বরূপানন্দে এবং  
তদবিরোধী বিষয়সুখে  
বুদ্ধির গমনাগমনের  
দৃষ্টান্ত দ্বারা বর্ণন।

অবিরোধিসুখে বুদ্ধিঃ স্বানন্দে চ গমাগমৌ।

কুর্কন্ত্যাস্তে ক্রমাদেবা কাকাক্ষিবদিতস্ততঃ ॥ ১২৮

অর্থ—অবিরোধিসুখে চ স্বানন্দে কাকাক্ষিবৎ ক্রমাৎ ইতঃ ততঃ গমাগমৌ কুর্কন্ত্যে এষা বুদ্ধিঃ আস্তে।

অনুবাদ ও টীকা—বিবেকীর বুদ্ধি, অবিরোধি-বিষয়-সুখে ও স্বরূপানন্দে

কাকাক্ষির স্থায় ক্রমাশ্রয়ে একবার এইদিকে একবার ত্রৈদিকে গমনাগমন করিয়া থাকে । ১২৮

পূৰ্ব্বশ্লোকোক্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

একৈব দৃষ্টিঃ কাকস্য বামদক্ষিণেনেত্রয়োঃ ।

(৫) দৃষ্টান্তের ব্যাখ্যা ।

যাতায়াত্যেবমানন্দদ্বয়ে তত্ত্ববিদো মতিঃ ॥ ১২৯

অর্থ—কাকস্য দৃষ্টিঃ একা এব বামদক্ষিণেনেত্রয়োঃ যতি আগতি এবম্ তত্ত্ববিদঃ মতিঃ আনন্দদ্বয়ে ।

অনুবাদ—কাকের দুইটি চক্ষু বা অক্ষিগোলক থাকিলেও প্রবাদ আছে রামের ইষীকাজ্রাঘাতের ফলে \* দৃষ্টি একটিমাত্র রহিয়া গেল । তাহা ক্রমাশ্রয়ে বামনেত্রে ও দক্ষিণনেত্রে গমনাগমন করিয়া থাকে । এইরূপে, তত্ত্বজ্ঞের বুদ্ধিও দুই আনন্দে যাতায়াত করে ।

টীকা—যেমন “কাকস্য দৃষ্টিঃ”—বাহ্য অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা দেখা যায় দৃষ্টিশব্দে সেই দর্শনসাধন ইন্দ্রিয়কেই বুঝিতে হইবে, তাহা একটিমাত্র অর্থাৎ তাহা মনুষ্যদৃষ্টির স্থায় যুগপৎ দুইটি গোলকে বিজ্ঞমান থাকিতে পারে না । তাহা “বামদক্ষিণেনেত্রয়োঃ”—বামাক্ষিগোলকে এবং দক্ষিণাক্ষিগোলকে পর্যায়ক্রমে গমনাগমন করে । এই বিবেকীর বুদ্ধিও পর্যায়ক্রমে আনন্দদ্বয়ে যাতায়াত করে । ( দর্শনকালে কাকের গ্রীবাভঙ্গ দ্বারা ইহা অনুমিত হয় । বাতশ্লেষ্মার প্রকোপে মনুষ্যেরও গ্রীবাস্তম্ভে এই লক্ষণ দেখা যায় । ) ১২৯

দাষ্টীপ্তিকের বর্ণন করিতেছেন :—

ভুঞ্জানো বিষয়ানন্দং ব্রহ্মানন্দং চ তত্ত্ববিৎ ।

(৬) দাষ্টীপ্তিকের বর্ণন ।

দ্বিভাষাভিজ্ঞবদ্বিত্বাভুভৌ লৌকিকবৈদিকৌ ॥ ১৩০

অর্থ—তত্ত্ববিৎ ভুঞ্জানঃ বিষয়ানন্দম্ চ ব্রহ্মানন্দম্ লৌকিকবৈদিকৌ উভৌ দ্বিভাষাভিজ্ঞবৎ বিদ্যাৎ ।

অনুবাদ—যিনি তত্ত্ববিৎ তিনি ( অবিরোধি-বিষয়সুখ ) ভোগ করিতে করিতে

\* ত্রিল্লিঃ কিল ন শ্বেষস্তথা বিদনার স্তনৌ দ্বিজঃ ।

প্রয়োপভোগচিহ্নসু পৌরভাগ্যমিবাচরন্ ॥ ২২

তদ্বিশ্বাত্মদ্বীকাস্থং বামো বামাববোধিতঃ ।

অস্বানং মুমুচে তস্মাদেকেনেত্রব্যয়েন স ॥ ২৩

প্রবাদ আছে ইন্দ্রপুত্র পক্ষী কাক ভাঁহার ( সীতার ) প্রিয়তমকৃত ভোগচিহ্ন নথাবাত্তিত স্তনদ্বয়ে দোষেক-দৃষ্টতার পরিচয় দিয়াই যেন আঁচড়াইয়াছিল । সীতা রামকে জাগাইয়া দিলে, তিনি কাকের প্রতি ইঙ্গীকান্ত নিক্ষেপ করিলেন, সেইহেতু কাক একটি নেত্ররূপ ধনদণ্ড দিয়া আপনাকে মুক্ত করিল । ( রঘুব ৭ দ্বাদশ সর্গ ) ।

(যথাক্রমে) লৌকিক ও বৈদিকরূপ বিষয়ানন্দ ও ব্রহ্মানন্দ এই উভয় আনন্দই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞের দ্বারা গ্রহণ করিতে পারেন।

টীকা—যিনি তত্ত্ববিৎ, তিনি অবিরোধি-বিষয় ভোগক্রমে সেই বিষয়জনিত বিষয়ানন্দ এবং উপনিষদ্বাক্য হইতে অবগত “ব্রহ্মানন্দ,” যথাক্রমে লৌকিক এবং বৈদিকরূপ এই উভয় আনন্দেরই ভাষাদ্বয়াভিজ্ঞ পুরুষের দ্বারা অনুভব করিয়া থাকেন। ১৩০

ভাল, দুঃখানুভবের দশায়—উদ্বিগ্ন অর্থাৎ দুঃখনিবারণে অসমর্থতা হেতু দুঃখানুভব দ্বারা বিচারিত দুঃখরূপ বিক্ষেপ হইলে, নিজানন্দের অনুভব কি প্রকারে হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ড) দুঃখানুভবের অবস্থায়  
অনুদ্বিগ্নহেতু তত্ত্বজ্ঞের  
নিজানন্দভোগের বাধা  
হয় না।

দুঃখপ্রাপ্তৌ ন চোদ্বিগ্নো যথাপূর্বং যতো দ্বিদৃক্।  
গঙ্গামল্লান্নিকায়ন্ত পুংসঃ শীতোষ্ণধার্যথা ॥ ১৩১

অর্থ—যতঃ দ্বিদৃক্ দুঃখপ্রাপ্তৌ যথাপূর্বং চ উদ্বিগ্নঃ ন যথা গঙ্গামল্লান্নিকায়ন্ত পুংসঃ শীতোষ্ণধীঃ।

অনুবাদ—যে হেতু বিবেকী দৃষ্টিদ্বয়সম্পন্ন, এইহেতু তাঁহার দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও, পূর্বের দ্বারা তাঁহার উদ্বিগ্ন হয় না; যেমন গঙ্গাজলে অর্দ্ধমগ্নদেহ পুরুষের এককালেই শীত ও উষ্ণের জ্ঞান হয়, সেইরূপ বিবেকী পুরুষের দুঃখানুভব এবং নিজানন্দানুভব উভয়েরই অনুভব হয়।

টীকা—“যতঃ”—যেহেতু, বিবেকী পুরুষ, “দ্বিদৃক্”—দুইদৃষ্টিসম্পন্ন অর্থাৎ লৌকিক ও বৈদিক এই উভয় ব্যবহারের বিজ্ঞাতা, এইহেতু, “দুঃখপ্রাপ্তৌ”—দুঃখপ্রাপ্তি হইলেও “পূর্বং”—অজ্ঞানদশায় যেরূপ সেইরূপ, “ন উদ্বিগ্নঃ”—তাঁহার উদ্বিগ্ন হয় না; কেননা তত্ত্বকালে বিবেক তাঁহাকে (বোধ্যমানত্বাৎ—এইরূপ পাঠে) প্রবোধ দিয়া থাকে, (বোধ্যমানত্বাৎ পাঠে) বিচার দ্বারা তাঁহার উদ্বিগ্ন বাধিত হইয়া যায়। এইহেতু দুঃখানুভব-কালেও তাঁহার নিজানন্দের অনুসন্ধান বিরোধপ্রাপ্ত হয় না। একই কালে দুঃখ ও নিজানন্দের অনুসন্ধান দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন—“যেমন গঙ্গাজলে” ইত্যাদি। ৩১

ফলিতার্থ বলিতেছেন—

(চ) ফলিতার্থ—জাগ্রতে ও ইথং জাগরণে তত্ত্ববিদো ব্রহ্মসুখং সদা।

অর্থে তত্ত্ববিদের ব্রহ্মসুখের  
জ্ঞান হয়।

ভাতি তদ্বাসনাজন্তে স্বপ্নে তদ্ভাসতে তথা ॥ ১৩২

অর্থ—ইথং তত্ত্ববিদঃ জাগরণে সদা ব্রহ্মসুখং ভাতি; তদ্বাসনাজন্তে স্বপ্নে তং তথা ভাসতে।

অনুবাদ—এইপ্রকারে তত্ত্ববিদের জাগ্রৎকালে সর্বদা ব্রহ্মসুখানুভব

হয় এবং সেই জাগ্রৎকালের সংস্কারবশতঃ যে স্বপ্ন হয়, তাহাতেও সেই ব্রহ্মানন্দ তদ্রূপ অনুভূত হয়।

টীকা—“সদা”—অর্থাৎ সুখদুঃখের অনুভবাবস্থায়, এবং তৃপ্তীভাবে অবস্থানকালে অর্থাৎ উদাসীনাবস্থায়—ইহাই অর্থ। কেবল জাগরণাবস্থাতেই সেই ব্রহ্মানন্দেব অনুভব হয় এরূপ নহে, কিন্তু স্বপ্নাবস্থাতেও ব্রহ্মানন্দের ভান হয়, ইহাই বলিতেছেন—“এবং সেই জাগ্রৎকালের” ইত্যাদি। “তদ্বাসনাজন্তে” এইটি “স্বপ্নে” ইহার হেতুগুৰ্বিশেষণ, অর্থাৎ তদ্বারা স্বপ্নের হেতুর নিদেশ করা হইয়াছে। এইহেতু স্বপ্ন জাগ্রৎকালের বাসনাজনিত বলিয়া, “স্বপ্নে তং তথা”—সেই স্বপ্নাবস্থাতেও, সেই ব্রহ্মহুত জাগ্রৎকালের স্থায়,—“ভাসতে” অনুভূত হয়। ১৩২

ভাল, স্বপ্ন আনন্দানুভবের সংস্কারজনিত বলিয়া, তাহাতে কি কেবল আনন্দানুভবই হয় ? দুঃখানুভব নহে ?—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, তদন্তরে বলিতেছেন :—

(৭) স্বপ্নে জ্ঞানীর  
অজ্ঞানীত্ব জায় সুখদুঃখানুভব হয়।  
অবিত্ত্যাবাসনাপ্যস্তীত্যতস্তদ্বাসনোথিতে।  
স্বপ্নে মূৰ্খবদেবৈষ সুখং দুঃখং চ বীক্ষতে ॥ ১৩৩

অম্বয়—অবিত্ত্যাবাসনা অপি অস্তি ইতি, অতঃ তদ্বাসনোথিতে স্বপ্নে মূৰ্খবৎ এব এষঃ সুখম্ চ দুঃখম্ বীক্ষতে।

অনুবাদ—অবিত্ত্য ( সংস্কারও ) স্বপ্নের হেতু, এইহেতু সেই অবিত্ত্য-সংস্কার হইতে উৎপন্ন স্বপ্নে এই জ্ঞানী মূৰ্খের স্থায় সুখ ও দুঃখ অনুভব করিয়া থাকেন।

টীকা—কেবল আনন্দের সংস্কারবলেই স্বপ্ন উৎপন্ন হয় না, কিন্তু “অবিত্ত্যাবলাং অপি”—অবিত্ত্যাব সংস্কারের বলেও স্বপ্ন উৎপন্ন হয়। এইহেতু—“তদ্বাসনোথিতে স্বপ্নে”—অবিত্ত্য-সংস্কার জনিত বলিয়া সেই স্বপ্নে, অজ্ঞানীত্ব জায় জ্ঞানীর সুখাদির অনুভব হয় অর্থাৎ সুখানুভব ইত্যেবই এরূপ নিয়ম নাই। ইহাই অর্থ। ১৩৩

এই সমগ্র প্রকরণ রচনা দ্বারা কথিত অর্থের উপসংহৃত বর্ণন করিতেছেন :—

(৩) সমগ্র প্রকরণের  
তাৎপৰ্য্য।  
ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্।  
যোগিপ্ৰত্যক্ষমধ্যায়ে প্রথমেহাস্মিন্দোরিতম্ ॥ ১৩৪

অম্বয়—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে অস্মিন প্ৰথমে অধ্যায়ে ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্ যোগিপ্ৰত্যক্ষম্ উদারিতম্।

অনুবাদ—ব্রহ্মানন্দ প্রতাপদক এই গ্রন্থের প্রথমোধ্যায়ে ( পঞ্চদশীর

একাদশাধ্যায়ে ) ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক যোগীর অপরোক্ষানুভব কথিত হইল।

টীকা—“ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রহে”-পাঁচ অধ্যায়ের সমষ্টিরূপ এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থ, “অম্বিন্ প্রথমাধ্যায়ে”—এই ‘ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ’ নামক প্রথমাধ্যায়ে—( পঞ্চদশী একাদশাধ্যায়ে ) সুস্থপ্তির অবস্থায় এবং ঔদাসীন্তের ( নিশ্চিন্ততার ) অবস্থাতেও সমাধির অবস্থায় এবং সুখজ্ঞাপনাবস্থাতেও, “ব্রহ্মানন্দপ্রকাশকম্”—স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ ব্রহ্মানন্দের প্রকাশক, “যোগিপ্রত্যক্ষম্ উদীকৃতম্”—যোগীর অনুভবরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান কথিত হইল। এই যোগিপ্রত্যক্ষ আগমরূপ ঋতি প্রভৃতিরও উপলক্ষণ, কেননা এই অধ্যায়ে আগমাদি প্রমাণও প্রদর্শিত হইয়াছে। ১৩৪

ইতি ব্রহ্মানন্দে ‘যোগানন্দ’ নামক প্রথমাধ্যায়, পঞ্চদশী একাদশাধ্যায়, সমাপ্ত হইল।

# পঞ্চদশী

## দ্বাদশাধ্যায়

### ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ ।

( প্রত্যগাত্মার স্বরূপভূত যে আনন্দ তাহার নাম আত্মানন্দ । এই প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অন্তর্গত সেই আত্মানন্দ প্রতিপাদিত হইয়াছে বলিয়া, ইহার নাম ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দ । )

নমঃ শ্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞানগমুনীশ্বরো ।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে আত্মানন্দো বিবিচ্যতে ॥

সন্ন্যাসিগণের উপদেষ্টা শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিদ্যাবণ্য এই মনিষ্যকে প্রণাম করিয়া ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে আত্মানন্দ নামক প্রকরণের বিচার কবিতেন্তি ।

আত্মানন্দের আধকারী, আত্মার সুখার্থেই সর্ববস্তু প্রিয়, আত্মা ত্রিবিধ ।

১ । আত্মানন্দের বিচারদ্বারা মন্দবুদ্ধি অধিকারীকে বুঝান যায় ।

এই প্রকারে ব্রহ্মানন্দে যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে ( পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায় ) বিবেকী পুরুষ কি প্রকারে যোগাভ্যাস দ্বারা নিজানন্দের অনুভব করিতে পারেন তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে । এক্ষণে এই অধ্যায়ে মন্দবুদ্ধি জিজ্ঞাসুর অর্থাৎ স্বরূপানন্দ জানিতে ইচ্ছুক—আত্মানন্দ শব্দবাচ্য ‘ত্বম্’-পদার্থের বিচার দ্বারা কি প্রকারে ব্রহ্মানন্দানুভব হইতে পারে তাহাই দেখাইবার জন্য শিষ্য প্রশ্নেব অবতারণা করিতেছেন :—

(ক) শিষ্যের প্রশ্ন—

‘ত্বম্’ গতি কিরূপ হইবে ?

নম্বেবং বাসনানন্দাদ ব্রহ্মানন্দাদপীতরম্ ।

বেত্তু যোগী নিজানন্দং মূঢ়স্তাত্তান্তি কা গতিঃ ॥১

অর্থ—নহু এতন্ম যোগী বাসনানন্দাং ব্রহ্মানন্দাং অপি ইতরম নিজানন্দম বেত্তু, অব মূঢ়স্ত কা গতিঃ অস্তি ?

অনুবাদ ও টীকা—ভাল, এই প্রকারে অর্থাৎ যোগানন্দ নামক প্রকরণে বর্ণিত প্রকারে, যোগিপুরুষ বাসনানন্দ ( সুপ্তোখিতের সংস্কারবশে কিছুকাল ধরিয়া অনুভূয়মান সুখবিশেষ ) ও ব্রহ্মানন্দ হইতে ভিন্ন যে নিজানন্দ ( ১১।৯৮ জষ্টব্য ) তাহার অনুভব করুন, কিন্তু এ সংসারে মূঢ় ব্যক্তির কি গতি হইবে ? ১

শিষ্যের এই প্রকার প্রশ্নে গুরু বলিতেছেন, অতিমূঢ় ব্যক্তির জ্ঞানে অধিকার নাই :—

(খ) অতিমূঢ় ব্যক্তির  
বদ্যে অর্থাৎ জ্ঞানলাভে  
অধিকার নাই ।

ধর্মান্ধর্শ্ববশাদেষ জায়তাং ম্রিয়তামপি ।

পুনঃ পুনঃ দেহলক্ষৈঃ কিন্নো দাক্ষিণ্যতো বদ ॥২



অধ্বয়—এবঃ ধর্ম্মাধর্ম্মবশাৎ দেহলক্ষ্যৈঃ পুনঃ পুনঃ জায়তাম্ অপি শ্রিয়তাম্ নঃ দাক্ষিণ্যতঃ কিম্ বদ ।

অমুবাদ—এই অতিমূঢ় ধর্ম্মাধর্ম্মের বশে পুনঃপুনঃ লক্ষ লক্ষ দেহ ধারণ করুক এবং মরুক; তাহার প্রতি আমাদের ঔদার্য্য প্রকাশের কি প্রয়োজন, বল ।

টীকা—“এবঃ”—এই অতিমূঢ়, অনাদি সংসারে পূর্ব্বজন্মে অমুষ্ঠিত পুণ্য ও পাপের বশে নানা প্রকার দেহ গ্রহণ করিয়া জন্মগ্রহণ করুক ও মৃত্যুমুখে পড়ুক । ( “দাক্ষিণ্যতঃ” সকল দ্বন্দ্বকে বুঝাইবার সামর্থ্যে অভিনিবেশবশতঃ ) । ২

আচার্য্য সকলের প্রতি অমুগ্রহ করিয়া থাকেন, সেইহেতু মূর্খের জন্যও তাহার কোন প্রকার গতিবিধান আবশ্যক—শিষ্য এইরূপ বলিতেছেন :—

(গ) যদি বল, দয়ালু গুরু  
দুর্ভাব মূর্খের প্রতি অমুগ্রহ  
করা, তবে সেই মূর্খ দুই  
প্রকারের কোন্ প্রকার ?

অস্তি বোহনুজিঘৃক্ষুত্বাদাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্ ।

তর্হি ক্রহি স মূঢ়ঃ কিং জিজ্ঞাসুর্ষা পরাঙমুখঃ ॥৩

অধ্বয়—বঃ অমুজিঘৃক্ষুত্বাৎ দাক্ষিণ্যেন প্রয়োজনম্ অস্তি । তর্হি সঃ মূঢ়ঃ কিম্ জিজ্ঞাসুঃ বা পরাঙমুখঃ ক্রহি ।

অমুবাদ—যেহেতু আপনারা সকলের প্রতি অমুগ্রহ করিতে ইচ্ছুক, সেইহেতু মূঢ়ের প্রতিও অমুগ্রহ করিয়া তাহাকে বুঝাইবার প্রয়োজন আছে । ( উত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন ) তাহা হইলে বল, সেই মূঢ় ব্যক্তি জিজ্ঞাসু অথবা তত্ত্বজ্ঞানে পরাঙ্গুখ ।

টীকা—“বঃ”—আপনাদিগের, “অমুজিঘৃক্ষুত্বাৎ”—অমুগ্রহ করিতে ইচ্ছু অমুজিঘৃক্ষু, তাহার ভাব অমুজিঘৃক্ষুত্ব, সেইহেতু; অমুগ্রহ করিতে—শিষ্যের উক্তার করিতে ইচ্ছাব্যুক্ততা-হেতু; “দাক্ষিণ্যতঃ”—ঔদার্য্যবশে মূঢ়দিগের উদ্ধারকরণরূপ প্রয়োজন আছে, ইহাই অর্থ । শিষ্যের এই কথা শুনিয়া গুরু বিকল্প করিয়া শিষ্যকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন—“তাহা হইলে বল”—ইত্যাদি । ৩

যদি মূঢ়ের জ্ঞান কোনও গতির ব্যবস্থা করিতে হয়, তাহা হইলে সেই মূঢ় বিষয়াসক্ত অথবা বিরক্ত তাহাই বল । এই দুই প্রকারই হইতে পারে । তন্মধ্যে সে যদি বিষয়াসক্ত হয়, তবে তাহার আসক্তির অন্তরগণে, তাহাকে কশ্মের বা উপাসনার উপদেশ করিতে হইবে । এই প্রকারে গুরু বা আচার্য্য প্রথম প্রকারের অর্থাৎ বিষয়াসক্ত মূঢ়ের প্রয়োজন সমাধান করিতেছেন :—

(ঘ) এক এক বিকল্পে দুই  
বিকল্প করিয়া অধিকারী  
অভিপ্রায়ানুসারে ব্যবস্থা ।

উপাস্তিৎ কন্ম বা ক্রয়াদিমুখায় যথোচিতম্ ।

মন্দপ্রজ্ঞং তু জিজ্ঞাসুমান্নানন্দেন বোধয়েৎ ॥৪

অধ্বয়—বিমুখায় যথোচিতম্ উপাস্তিৎ বা কন্ম ক্রয়াৎ; মন্দপ্রজ্ঞম্ জিজ্ঞাসু তু আত্মানন্দেন বোধয়েৎ ।

অমুবাদ—যে মূঢ় তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে যথোচিত উপাসনা বা কশ্মের

উপদেশ করিতে হয়। আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয় তবে তাহাকে আত্মানন্দ-বিচার দ্বারা উপদেশ করিতে হয়।

টীকা—“বিমুখায়”—যে তত্ত্বজ্ঞানে বিমুখ তাহাকে, অর্থাৎ বহিমুখকে; “যথোচিতম্”—যথা-যোগ্য, আর সে যদি ব্রহ্মলোককামী হয়, তাহা হইলে তাহাকে, “উপাস্তিৎ ক্রয়াৎ”—উপাসনার উপদেশ করিতে হয়; যদি স্বর্গাদিকামী হয় তবে তাহাকে, “কর্ম্য ক্রয়াৎ”—কর্মের উপদেশ করিবে। (দ্বিতীয় পক্ষে) আবার সে যদি জিজ্ঞাসু হয়, তবে সে অতিবিরেকী যথবা মন্দবুদ্ধি? এইরূপে বিকল্প করিয়া অতিবিরেকী হইলে, পূর্বাধায়ে অর্থাৎ ‘যোগানন্দে’ কথিত প্রকারে তাহার ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার হইবে, এই অভিপ্রায়ে মন্দবুদ্ধির জন্ত ব্রহ্মদর্শনের উপায় বলিতেছেন—“আবার সেই মন্দবুদ্ধি যদি জিজ্ঞাসু হয়”, ইত্যাদি। যে “মন্দপ্রজ্ঞ”—মন্দ অর্থাৎ জড় হইয়াছে প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি বাহার—সেই মন্দপ্রজ্ঞ, “জিজ্ঞাসুঃ”—(ব্রহ্ম) জানিতে ইচ্ছুক হইলে, তাহাকে, “আত্মানন্দেন বোধয়েৎ”—আত্মানন্দের বিচার দ্বারা বুঝাইতে হয়। ৪

এই প্রকারে আত্মানন্দের বিচার দ্বারা কোন্ গুণ কোন্ শিষ্টকে বুঝাইয়াছিলেন? তত্ত্বেরে বলিতেছেন :—

(৫) উক্ত অর্থে যাজ্ঞবল্ক্য।  
মৈত্রেয়ীর উদাহরণ।

বোধয়ামাস মৈত্রেয়ীং যাজ্ঞবল্ক্যো নিজপ্রিয়াম্।  
ন বা অরে পত্ন্যুর্থো পতিঃ প্রিয় ইতীরয়ন্ ॥ ৫

অর্থ—যাজ্ঞবল্ক্যঃ নিজপ্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্ “অরে পত্ন্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ ন বা” ইতি দ্ভীরয়ন্ বোধয়ামাস।

অনুবাদ—যাজ্ঞবল্ক্যমুনি মৈত্রেয়ীনাম্নী নিজ পত্নীকে এই প্রকারে উপদেশ করিয়াছিলেন—অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের নিমিত্ত কেহ পতির প্রতি প্রীতি করে না, ইত্যাদি (বৃহদা উ, ৪।৫।৬)।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্যঃ—কায় প্রভৃতি পঞ্চদশ শাখাবিশিষ্ট শুক্ল-যজুর্বেদের প্রবর্তক ঋষি বিশেষ। ইহার নামান্তর বাজসনেয় (বৃহদা উ, ৬।৩।৭, ৮)। সেই কারণে শুক্ল-যজুর্বেদকে বাজসনেয়ি বলা হয়। ‘বাজসনি হৃদ্য’, কেননা হৃদ্য অশ্বরূপ ধারণ করিয়া বাজ অর্থাৎ গ্রীবাস্থিত কেশর দ্বারা যজুর্বেদসমূহের ‘সনি’ অর্থাৎ দান করিয়াছিলেন। ‘বাজসনি’র উপাসনা করিয়া উক্ত বেদ পাইয়াছিলেন বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য ‘বাজসনেয়ি’ “প্রিয়াম্ মৈত্রেয়ীম্” মৈত্রেয়ী নাম্নী নিজ ভাধ্যাকে, “ন বা অরে পত্ন্যুঃ অর্থে পতিঃ প্রিয়ঃ”—[ন বা অরে পত্ন্যুঃ কাম্য পতিঃ প্রিয়ো ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬] অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের কামনায় পতি কখনই ভাধ্যার প্রিয় হয় না, কিন্তু ভাধ্যার নিজের প্রীতির জন্যই প্রিয় হয়—ইত্যাদি প্রকারে “দ্ভীরয়ন্”—বলিয়া, উপদেশ করিয়া “বোধয়ামাস” বুঝাইয়াছিলেন। ৫

২। সকল বস্তু আত্মার জন্যই প্রিয়—এই তত্ত্ববোধক শ্রুতির তাৎপর্য।

অগ্রে ( ৭২ শ্লোকস্থ ) “পরপ্রেমাস্পদত্বেন পরমানন্দ ইয্যতাম্”—সর্বাধিক প্রীতির আস্পদ বলিয়া সেই পরমাত্মা পরমানন্দরূপ, ইহা মানিতেই হইবে—এই বাক্যে ‘সর্বাধিক প্রীতি আস্পদ বলিয়া’—এই ‘হেতু’র দ্বারা আত্মার পরমানন্দরূপতা যিক করিতে ইচ্ছা করিয়া আচাৰ্য্য অগ্রে (৬ হইতে ৭২ পর্য্যন্ত শ্লোকে), “সর্বাধিক প্রেমের আস্পদ বা বিষয় বলিয়া” এই হেতুটির সমর্থনের জন্য পঞ্চম শ্লোকোক্ত প্রতিবাক্যটি উক্ত তাৎপর্য্যের ( বৃহদা উ, ৪।৫।৬ স্থিত ) অন্ত্যস্ত বাক্যের উপলক্ষণরূপ, ইহা বুঝাইবার অভিপ্রায়ে সেই প্রকরণের পতি, জায়া, পুত্র, বিভ ইত্যাদি বিষয়ক সকল পর্য্যায়রূপ বাক্যের তাৎপর্য্য বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত অর্থে গ্রন্থরূপ  
( বৃহদা উ ৪।৫।৬ মন্বন্তর )  
পতিজায়াদি সকল পর্য্যায়-  
বাক্যের তাৎপর্য্য ।

পতিজায়া পুত্রবিভে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ ।

লোকা দেবা বেদভূতে সৰ্ব্বং চাত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ॥৬

অর্থ—পতি: জায়া পুত্রবিভে পশুব্রাহ্মণবাহুজাঃ লোকাঃ দেবাঃ বেদভূতে চ সৰ্ব্বম্ আত্মার্থতঃ প্রিয়ম্ ।

অনুবাদ—পতি পত্নী পুত্র ধন গবাস্থাদি পশু, ব্রাহ্মণরূপ জাতি, ক্ষত্রিয়রূপ জাতি, স্বর্গাদি লোক, ঈশ্বরাদি দেব, ঋগাদি বেদ, ক্ষিত্যাদি ভূত—এই সমস্ত ভোগ্যজাত আত্মরূপ ভোক্তার জন্যই প্রিয় ।

টীকা—ভর্তা ভাষ্যা প্রভৃতিরূপ ভোগ্য সামগ্রী ভোক্তার শেষ অর্থাৎ উপকারক বলিয়া ভোক্তার সহিত সম্বন্ধবশতঃ প্রিয় হয়, নিজ নিজ স্বরূপে প্রিয় নহে, ইহাই অভিপ্রায় । ৬

“অরে মৈত্রেয়ি, পতির সুখের জন্য পতি কখনই ভাণ্ডার প্রিয় হয় না কিন্তু ভাণ্ডার নিজের প্রীতির ( সুখের ) জন্যই প্রিয় হয়”—এই অর্থের যে বাক্য পূর্বে উক্ত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য বিভাগ ( বিবেচনা ) করিয়া প্রদর্শন করিতেছেন :—

পত্যা বিচ্ছা যদা পত্ন্যাস্তদা প্রীতিং কৰোতি সা ।

ক্ষুদহুষ্ঠানরোগাষ্ট্রে স্তদা নেচ্ছতি তৎপতিঃ ॥ ৭

অর্থ—যদা পত্ন্যা: পতৌ ইচ্ছা তদা সা প্রীতিম্ কৰোতি । তৎপতিঃ ক্ষুদহুষ্ঠান-রোগাষ্ট্রে: তদা ন ইচ্ছতি ।

অনুবাদ—যখন পত্নীর পতির প্রতি ইচ্ছা হয়, তখনই সে প্রীতি করে, কিন্তু তৎকালে তাহার পতি যদি ক্ষুৎপিড়িত অহুষ্ঠানরত অথবা রোগগ্রস্ত থাকে, তবে সেই পতি তখন পত্নীর প্রতি অভিলাষী হয় না ।

টীকা—“যদা” যে সময়ে “পত্ন্যাঃ”—জায়া, “পতৌ”—পতি বিষয়ে, “ইচ্ছা”—কাম হয়, “তদা সা”—তখন সেই পত্নী ; “পতৌ প্রীতিম্ কৰোতি”—পতির প্রতি আদর-স্নেহ করে । যখন তাহার পতি ক্ষুধা প্রভৃতি হেতু ইচ্ছাভাব যুক্ত হয়, “তদা ন ইচ্ছতি”—তখন সেই পত্নীকে ইচ্ছা করে না । ৭

এইরূপ হইলে কি সিদ্ধ হইল? তত্ত্বের বলিতেছেন :—

ন পত্ন্যরথো সা প্রীতিঃ স্বার্থ এব করোতি তাম্।

পতিষ্ঠাত্বান এবার্থে ন জায়ার্থে কদাচন ॥ ৮

অর্থ—সা প্রীতিঃ পত্ন্যঃ অর্থ ন, তাম্ স্বার্থে এব করোতি; পতিঃ চ আত্মনঃ অর্থ এব, জায়ার্থে কদাচন ন।

অনুবাদ—জায়া যে প্রীতি করে তাহা পতির জ্ঞান নহে। কিন্তু সেই প্রীতি সে নিজের জ্ঞানই করে। আর পতিও আপনার জ্ঞানই প্রীতি করে, পত্নীর জ্ঞান কখনই নহে।

টীকা—ভাষা দ্বারা কৃত যে প্রীতি তাহা পতির প্রয়োজনের (সুখের) জন্য নহে। কিন্তু ভাষা সেই প্রীতি আপনার প্রয়োজনের (সুখের) জ্ঞানই করিয়া থাকে। [ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয় ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি (বৃহদা উ, ৪।৫।৩)—‘পত্নীর সুখের জ্ঞান পত্নী কখনই স্বামীর প্রিয়া হয় না, পরন্তু স্বামীর নিজের সুখের জ্ঞানই পত্নী প্রিয়া হয়’—এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া [ন বা অরে সর্বস্ত কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি]—অধিক কি, অরে মৈত্র্যেয়ি অপর কাহারও সুখের জ্ঞানই অপার কেহ কখনই অপরের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের সুখের জ্ঞানই সকলে সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই পথান্ত প্রতিবাক্যের তাৎপর্য্য ক্রমে ক্রমে বিভাগপূর্ব্বক দেখাইতেছেন—‘আর পতিও আপনার জ্ঞানই’ ইত্যাদি। “পতিঃ চ”—ভক্তাও নিজের প্রয়োজনের জ্ঞানই জায়াতে প্রীতি করে, (কখনই) জায়ার সুখের জ্ঞান নহে, ইহাই অর্থ। ৮

ভাল, পতি ও জায়া এই উভয়ের মধ্যে একে অনিচ্ছা অপরকে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, তাহাতে যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা যে নিজের জ্ঞানই ইহা মানা বাইতে পাবে; কিন্তু যখন একই কালে উভয়কে ইচ্ছা করিতে প্রবৃত্ত হয়, তখন যে প্রীতি দেখা যায়, তাহা ত পতি ও জায়া উভয়ের জ্ঞানই হইবে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পাবে বলিয়া বলিতেছেন :—

অন্যোন্তপ্রেরণেহপ্যেবং স্বেচ্ছয়ৈব প্রবর্তনম্। ৯

অর্থ—এবম্ অন্যোন্তপ্রেরণে অপি স্বেচ্ছয়া এব প্রবর্তনম্।

অনুবাদ—যখন উভয়ের পরস্পর প্রেরণা হয়, তখন ও নিজের (সুখের) ইচ্ছাবশতঃই প্রবৃত্তি হয়।

টীকা—“এবম্”—বর্ণিত প্রকারে, “স্বেচ্ছয়া এব”—নিজের কামনা পূরণের ইচ্ছাবশতঃই “প্রবর্তনম্”—পতি ও জায়া উভয়েরই প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। ৯

আপনার সুখের ইচ্ছাবশতঃই যে লোকে প্রবৃত্ত হয়, তাহাই দেখাইতেছেন :—

শ্মশ্রুকণ্টকবেধেন বালো রুদতি তৎপিতা।

চুম্বত্যেব ন সা প্রীতির্বালার্থে স্বার্থ এব সা ॥ ১০

(১০) শিশুর প্রতি প্রীতিও  
নিজের সুখের জ্ঞান।

অম্বয়—শুশ্রূকণ্টকবেধেন বালঃ রুদতি, তংপিতা চুষতি এব ; সা শ্রীতিঃ বালার্থে ন ; সা স্বার্থে এব ।

অম্বুবাদ—শুশ্রূকণ্টকতুল্য কেশ দ্বারা বিদ্ধ হইয়া বালক রোদন করিতে থাকিলেও পিতা চুষন করিতে বিরত হয় না । সেই শ্রীতি বালকের সুখের নিমিত্ত নহে, তাহা পিতার নিজের প্রয়োজনেই অর্থাৎ নিজের সুখের জন্ত ।

টীকা—পিতা যে পুত্রমুখাদি চুষন করে তাহা পুত্রের শ্রীতির ( সুখের ) জন্ত নহে, কেননা, পুত্র “শুশ্রূকণ্টকবেধেন”—পিতার দাড়ির কণ্টক সদৃশ কেশের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া রোদন করে ; এই হেতু সেই পুত্রের মুখাদিচুষন পিতার নিজের তৃপ্তির জন্তই বুঝিতে হইবে, ইহাই অর্থ । ১০

চেতন অর্থাৎ জন্মরূপ পতি, জায়া ও পুত্রের প্রতি যে ঐতি করা যায়, তাহাতে স্বার্থতা ও পরার্থতা লইয়া সন্দেহ উঠিতে পারে, কিন্তু ইচ্ছামাত্র রহিত যে অচেতন বা জড় ধনরূপ বিষয়, তাহাতে সেই স্বার্থতার শঙ্কাই নাই । এই উদ্দেশ্যে যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিলেন—[ ন বা অরে বিত্তস্ত কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় বিত্তম্ প্রিয়ম্ ভবতি ]—সেইরূপ ধনের শ্রীতির জন্ত ( ধনের সুখ সম্পাদন জন্ত ) ধন কখনও লোকের প্রিয় হয় না, পরন্তু নিজের শ্রীতির জন্তই ধন লোকের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

(গ) ধনে শ্রীতি নিজের জন্ত ।  
নিরিচ্ছমপি রত্নাদি বিত্তং যত্নেন পালয়ন্ ।

শ্রীতিং কৰোতি সা স্বার্থে বিত্তার্থত্বং ন শঙ্কিতম্ ॥১১

অম্বয়—নিরিচ্ছম্ অপি রত্নাদিবিত্তম্ যত্নেন পালয়ন্ শ্রীতিম্ কৰোতি ; সা স্বার্থে । বিত্তার্থত্বম্ শঙ্কিতম্ ন ।

অম্বুবাদ ও টীকা—রত্নাদিরূপ অচেতন বস্তুর নিজের ইচ্ছা বা শ্রীতি নাই ; লোকে তাহাকে যত্নপূর্বক রক্ষা করিয়া তাহাতে যে শ্রীতি প্রকাশ করে, সেই শ্রীতি নিজের জন্তই ; সেই শ্রীতি যে রত্নাদিরূপ বিত্তের সুখ সম্পাদন জন্ত এরূপ শঙ্কা উঠিতেই পারে না । ১১

চেতন হইলেও ভারবহনাদিতে ইচ্ছারহিত পশু লইয়া যে ঐতিবাক্য প্রবৃত্ত হইয়াছে—[ ন বা অরে পশূনাং কামায় পশবঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬ ]—অরে মৈত্রেয়ি, পশুগণের শ্রীতির ( সুখের ) জন্ত কখনই পশুগণ প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার শ্রীতির জন্তই পশুগণ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

যে বণিকের যে বলা-  
বর্দে শ্রীতি তাহা  
নিজের জন্ত ।  
অনিচ্ছতি বলীবর্দে বিবাহয়িষ্যতে বলাৎ ।  
শ্রীতিঃ সা বণিতার্থেব বলীবর্দার্থতা কুতঃ ? ॥ ১২

অর্থ—বলীবর্দে অনিচ্ছতি (সতি) বলাৎ বিবাহয়িসতে : সা প্রীতিঃ বণিতার্থা এব, বলীবর্দার্থতা কুতঃ ?

অনুবাদ—বৃষের ভার বহন করিবার ইচ্ছা না থাকিলেও বণিকেরা যে তাহাকে বলপূর্ব্বক ভার বহন করায়, সেই বৃষের প্রতি প্রীতি কেবল বণিকেরই প্রয়োজনে ; তাহা বৃষের প্রয়োজনে অর্থাৎ তাহার প্রীতির জন্ত কি প্রকারে হইতে পারে ?

টীকা—“বলীবর্দে অনিচ্ছতি সতি”—বৃষ ভার বহন কবিতে ইচ্ছা না কবিলেও, “বলাৎ বিবাহয়িসতে” তাহাকে যে বলপূর্ব্বক ভার বহন করাইবাব ইচ্ছা করা হয়—সেই বৃষের দ্বারা যে ভার বহন, শস্ত্রমদন, শকটাকর্ষণ, হল চালন, কূপ হইতে জলোত্তোলন—এমন কি যেরূপে বৎসোৎপাদন করা হয়, সেই ভাববহন হইতে বৎসোৎপাদন পথান্ত সকল বিষয়িনী প্রীতি, তাহা বণিকের নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত, তাহা বলীবর্দের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত নহে, কেননা, বলীবর্দের উক্ত ভারবহন হইতে বৎস পথান্ত বিষয়ে কোনও ইচ্ছা নাই। ১২

[ ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি আত্মনঃ তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ম্ ভবতি—বৃহদা উ, ৪।৫।৬ ] ‘অরে মৈত্রেয়, ব্রাহ্মণরূপ ( জড় ) জাতির প্রীতির ( সুখের ) জন্ত ব্রাহ্মণ কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির নিমিত্ত ব্রাহ্মণ প্রিয় হয়’—এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

(৬) ব্রাহ্মণাদি জাতিতে ব্রাহ্মণ্যং মেহস্তি পূজ্যোহহমিতি তুষ্যতি পূজয়া ।  
অচেতনায়া জাতেনো সন্তুষ্টিঃ পুংস এব সা॥ ১৩

অর্থ “ব্রাহ্মণ্যম্ মে অস্তি অহম্ পূজাঃ” হতি পূজয়া তুষ্যতি । সা সন্তুষ্টিঃ অচেতনায়াঃ জাতেঃ নো পুংসঃ এব ।

অনুবাদ—‘আমার ব্রাহ্মণরূপ জাতি আছে বলিয়া আমি পূজনীয়’—এই প্রকারে লোকে পূজাদ্বারা সন্তোষলাভ করে । সেই সন্তোষ ব্রাহ্মণরূপ জাতির নহে, যেহেতু জাতি জড় । সেই সন্তোষ পুরুষেরই ।

টীকা—ব্রাহ্মণরূপ জাতিরূপ নিমিত্ত জনিত পূজালাভ হেতু ‘আমি ব্রাহ্মণ’ এইরূপ অভিমানি ব্যক্তিই সন্তোষলাভ করে ; ব্রাহ্মণরূপ জাতি যাগ জড়, তাহা সন্তোষ লাভ করে না । ইহাই অর্থ । ১৩

“ন বা অরে ক্ষত্রিয় কামায় ক্ষত্রিয় প্রিয়ম্ ভবতি, আত্মনঃ তু কামায় ক্ষত্রিয় প্রিয়ম্ ভবতি—”( বৃহদা উ ৪।৫।৬ ) ‘অরে মৈত্রেয়, ক্ষত্রিয়রূপ জড়জাতির প্রীতির জন্ত ক্ষত্রিয় কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্তই ক্ষত্রিয় প্রিয় হয়’—এই বাক্যের তাৎপৰ্য্য বলিতেছেন :—

ক্ষত্রিয়োহহং তেন রাজ্যং করোমীত্যত্র রাজতা।  
ন জাতেবৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায়েদমীরিতম্ ॥১৪

অর্থ—“অহম্ ক্ষত্রিয়ঃ তেন রাজ্যম্ করোমি” ইতি অত্র রাজতা জাতে: ন। ইদম্ বৈশ্যজাত্যাদৌ যোজনায় ঈরিতম্।

অনুবাদ—‘আমি ক্ষত্রিয়, সেইহেতু রাজ্য ভোগ করি’—এই প্রকারে লোকের যে রাজরূপতাজনিত প্রীতি, তাহা জড় ক্ষত্রিয় জাতির নহে, ( তাহা পুরুষের নিজের প্রীতির জন্ত )। এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ বৈশ্য প্রভৃতি জাতিতে লাগাইবার জন্ত কথিত হইল।

টীকা—রাজ্যের উপভোগরূপ নিমিত্ত হইতে উৎপন্ন যে সুখ, তাহা ক্ষত্রিয়জাতি-বিশিষ্ট পুরুষেরই; তাহা ক্ষত্রিয়রূপ জাতির নহে, ইহাই অভিপ্রায়। এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ দ্বারা বৈশ্যাদি জাতিকেও বুঝিতে হইবে, ইহাই বলিতেছেন—“এই ক্ষত্রিয়ের উদাহরণ”—ইত্যাদি। ১৪

[ ‘ন বা অরে লোকানাম্-কাম্য লোকাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—’ বৃহদা উ ৪।৫।৭ ] অবৈশ্যে, স্বর্গাদি লোকের প্রীতির জন্য স্বর্গাদি লোকসমূহ কাহারও প্রিয় হয় না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্তই স্বর্গাদি লোকসমূহ সকলের প্রিয় হইয়া থাকে—এই বাক্যের তাৎ-পর্য্য বলিতেছেন :—

(৮) স্বর্গাদিলোকে প্রীতি স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ স্তাং মমেত্যভিবাঞ্ছনম্।  
নিজেরই জন্ত, সেই সেই লোকের জন্ত নহে।  
লোকয়োর্নোপকারায় স্বভোগায়ৈব কেবলম্ ॥ ১৫

অর্থ—‘স্বর্গলোকব্রহ্মলোকৌ মম স্তাম্’—ইতি অভিবাঞ্ছনম্ লোকয়োঃ উপকারায় ন, কেবলম্ স্বভোগায় এব।

অনুবাদ—‘স্বর্গলোক বা ব্রহ্মলোক আমি যেন প্রাপ্ত হই’—এইরূপ যে অভিবাঞ্ছা, তাহা সেই সেই লোকের উপকারের জন্ত নহে, তাহা কেবল নিজের সুখানুভবের জন্ত।

টীকা—স্বর্গলোক এবং ব্রহ্মলোক এই দুই লোকের যে গ্রহণ তাহা যথাক্রমে কর্মরূপ সাধন দ্বারা এবং উপাসনারূপ সাধন দ্বারা সম্পাদনীয় অপর সকল লোকেও ব্যুৎপন্ন জন্ত। ১৫

[ ন বা অরে দেবানাম্ কাম্য দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি, আত্মনঃ তু কাম্য দেবাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি—বৃহদা উ ৪।৫।৬ ]—‘অরে মৈত্রেয়ি, দেবগণের প্রীতির ( সুখের ) জন্ত কখনই দেবগণ প্রিয় হন না, কিন্তু আত্মার প্রীতির জন্তই দেবগণ প্রিয় হইয়া থাকেন’—এই প্রতিবচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ :—

(৬) বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতার  
যে প্রীতি, তাহা নিজেরই  
জন্ত, তাহা সেই সেই  
দেবতার জন্ত নহে।

ঈশবিষ্ণুদ্বাদয়ো দেবাঃ পূজ্যন্তে পাপনষ্টয়ে ।

ন তন্নিষ্পাপদেবার্থং তত্ত্ব স্বার্থং প্রযুজ্যতে ॥ ১৬

অর্থ—ঈশবিষ্ণুদ্বয়ঃ দেবাঃ পাপনষ্টয়ে পূজ্যন্তে; তং নিষ্পাপদেবার্থম্ ন, তং ত্ব  
স্বার্থম্ প্রযুজ্যতে ।

অনুবাদ—লোকে যে অন্তর্যামী বা শিব এবং বিষ্ণু প্রভৃতি দেবতাদিগের পূজা  
করে, তাহা নিজেরই পাপনাশের নিমিত্ত করে; সেই সেই ( নিষ্পাপ ) দেবতা-  
দিগের জন্য নহে, কিন্তু তাহা নিজের অর্থাৎ পূজাকর্তার প্রয়োজন সাধনের  
জন্ত উপযোগী ।

টীকা—“পাপনষ্টয়ে”—পাপ নিবৃত্তির জন্ত; ন নিষ্পাপদেবার্থম্—সেই পূজা নিষ্পাপ  
দেবতাগণের জন্ত নহে, যেহেতু তাঁহারা স্বতঃই পাপরহিত. তাঁহাদেব প্রয়োজন নিমিত্ত  
নহে, কিন্তু পূজাকর্তার নিজের প্রয়োজনের জন্ত । ১৬

“ন বা অরে বেদানাম্ কামায় বেদাঃ প্রিয়াঃ ভবন্তি” ইত্যাদি অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতি-  
বচনকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ :—

(৭) ঋক্ প্রভৃতি বেদের  
প্রতি যে প্রীতি তাহা  
নিজের জন্ত ।

ঋগাদয়ো হৃদীয়ন্তে হ্রস্বাক্ষণ্যানবাগ্নয়ে ।

ন তৎ প্রসজ্ঞং বেদেষু মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে ॥ ১৭

অর্থ—হ্রস্বাক্ষণ্যানবাগ্নয়ে ঋগাদয়ঃ হৃদীয়ন্তে হি; তৎ বেদেষু ন প্রসজ্ঞম্, মনুষ্যেষু প্রসজ্যতে ।

অনুবাদ—আর লোকে যে ঋগাদি বেদ অধ্যয়ন করিয়া থাকে, তাহা যাহাতে  
হ্রস্বাক্ষণতা প্রাপ্তি না হয়, সেই জন্ত । সেই অত্রাক্ষণতা প্রাপ্তি বেদের পক্ষে সম্ভব  
নহে, কিন্তু তাহার প্রাপ্তি মনুষ্যেই সম্ভব ।

টীকা—হ্রস্বাক্ষণ্যম্—ব্রাত্যতা ( শোক দ্রষ্টব্য ) ; সেই হ্রস্বাক্ষণতা, “মনুষ্যেষু”—মনুষ্যাগণের  
মধ্যে মনুষ্যরূপ যে ব্যাপক জাতি তাহার অন্তর্গত যে ব্রাক্ষণরূপ ব্যাপ্য জাতি তাহাতেই  
সম্ভব; সেই মনুষ্যরূপ জাতিরহিত বেদসমূহের সেই ব্রাত্যতা প্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই ।  
প্রাপ্ত দোষাদিরই নিবৃত্তি সম্ভব, অপ্রাপ্তের নিবৃত্তি হইতে পারে না । মনুষ্যরূপ যে  
জাতি তাহারই অন্তর্গত, জন্মাদি হেতু বশতঃ ব্রাক্ষণ হইবার যোগ্য যে সকল মনুষ্য  
তাঁহাদেরই বেদাধ্যয়নাদির অভাব বশতঃ ব্রাত্যতা বা হ্রস্বাক্ষণতা প্রাপ্তি সম্ভব; তাহাই  
বেদাধ্যয়নাদির দ্বারা নিবারণ হইতে পারে । বেদের মনুষ্য প্রভৃতি ব্যাপক ( More  
extensive ) জাতি নাই, সুতরাং ব্রাত্যরূপ ব্যাপ্য ( less extensive ) জাতিও নাই । ১৭

[ ন বা অরে ভূতানাম্ কামায় ভূতানি প্রিয়ানি ভবন্তি ইত্যাদি ]—অরে মৈত্রেয়ি, ভূতগণের  
প্রীতির জন্ত ভূতগণ কখনই লোকে প্রিয় হয় না ইত্যাদি—অনুরূপ শব্দনিবদ্ধ শ্রুতিবচনকে  
লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন, আরও দেখ :—



(ব) ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতে  
যে প্রীতি তাহা আত্মারই  
জ্ঞ।

ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি স্থানতুটপাকশোষণৈঃ।

হেতুভিচ্চাবকাশেন বাঞ্ছন্ত্যেবাং ন হেতবে ॥ ১৮

অর্থ—স্থানতুটপাকশোষণৈঃ ৫ অবকাশেন হেতুভিঃ ভূম্যাদিপঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি;  
এষাম্ হেতবে ন।

অনুবাদ—সকল প্রাণী অবস্থিতির জন্ত স্থান, পিপাসা নিবারণ, পাক, শোষণ  
ও অবকাশ এই সকল হেতুবশতঃই ক্ষিতি প্রভৃতি পঞ্চভূতকে কামনা করিয়া  
থাকেন; এই সকল ভূতের হেতু অর্থাৎ তাহাদের উপকারার্থে নহে।

টীকা—সকল প্রাণী নিবাসস্থান প্রদান, তৃষ্ণানিবারণ, পাককরণ, আত্মশোষণ, অবকাশ-  
প্রদান নামক—“হেতুভিঃ”—নিমিত্ত বশতঃ, পৃথিবী প্রভৃতি—“পঞ্চভূতানি বাঞ্ছন্তি”—পঞ্চ  
ভূতের অপেক্ষা রাখে,—“এষাম্ তু”—কিন্তু এই পৃথিব্যাদির,—“হেতবে ন”—প্রয়োজন সিদ্ধি  
জন্ত নহে, যেহেতু ইহাদিগের নিবাসস্থান প্রভৃতির বাঞ্ছারূপ নিমিত্ত নাই, এইহেতু পৃথিব্যাদি  
নিজে আকাঙ্ক্ষা করে না, ইহাই অর্থ। ১৮

এক্ষণে [ন বা অরে সর্বশ্চ কাম্য সর্বম্ প্রিয়ম্ ভবতি—ইত্যাদি, বৃহদা উ ৪।৫।৬]  
অরে মৈত্রেয়, অধিক আর কি বলিব, বস্তুমাত্রেয় প্রীতি জন্য বস্তুমাত্র প্রিয় হয় না, ইত্যাদি  
বাক্যের তাৎপর্য বলিতেছেন :—

(ক) ভূতাদির স্বাম্যাদিতে স্বামিভূতাদিকং সর্বং স্বেপকারায় বাঞ্ছন্তি।

এবং স্বাম্যাদির ভূতাদিতে  
প্রীতি আত্মারই জ্ঞ।

তত্ত্বংকৃতোপকারস্ত তস্ম তস্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৯

অর্থ—স্বামিভূতাদিকম্ সর্বম্ স্বেপকারায় বাঞ্ছন্তি; তত্ত্বংকৃতোপকারঃ তু তস্ম তস্ম  
ন বিদ্যতে।

অনুবাদ—লোকে স্বামী ভূত্য অমাত্য প্রভৃতি সমুদয়ই আপনার উপকারের  
নিমিত্ত ইচ্ছা করে, কিন্তু সেই স্বামিপ্রভৃতিকৃত উপকার সেই স্বামিপ্রভৃতির জন্ত  
নহে (কিন্তু তাহা নিজেরই জন্য)।

টীকা—ভূতাদি সমস্ত লোক স্বামিপ্রভৃতি সকলকে আপন আপন প্রয়োজনের  
বা উপকারের জন্ত ইচ্ছা করিয়া থাকে, এইরূপ স্বামিপ্রভৃতিও আপন আপন উপকারের  
জন্ত অমাত্য প্রভৃতির ইচ্ছা করিয়া থাকে। ১৯

ভাল, শ্রুতিতে এতগুলি উদাহরণ দিবার প্রয়োজন কি? এইরূপ আশঙ্কার  
উত্তরে বলিতেছেন :—

(ট) শ্রুতির ঋ উদাহরণ সর্বব্যবহৃতিষ্বেবমনুসন্ধাতুমীদৃশম্।

দিবার প্রয়োজন।

উদাহরণবাহুল্যং তেন স্বাং বাসয়েন্মতিম্ ॥ ২০

অর্থ—সর্বব্যবহৃতিষু এবম্ অহুসন্ধাতুম ঈদৃশম্ উদাহরণবাল্লাম্, তেন স্বাম্ মতিম্ বাসয়েৎ।

অমুবাদ—সকল প্রকার ব্যবহারেই যাহাতে মনুষ্য এই প্রকার অহুসন্ধান করিতে পারে সেই হেতু এই প্রকার উদাহরণ-বাল্লাম্; তদ্বারা অর্থাৎ সেই সেই দৃষ্টান্তানুসারে সকল ব্যবহারে আপনার বুদ্ধিকে সংস্কারাপন্ন করিবে— আত্মপ্রীতিবিষয়ক সংস্কারকে দৃঢ় করিবে।

টীকা—“সর্বেষু ব্যবহারেষু”—ইচ্ছাপূর্বক ভোজনাদিরূপ সকল ব্যবহারেই এইরূপ, “আত্মনঃ তু কাম্য সৰ্মম্ প্রিয়ম্ ভবতি”—আপনাবই উপকারের বা সুখের জন্য সকল বস্তু প্রিয় হয়, এইরূপ পূর্বশ্লোকোক্ত প্রকারে “অহুসন্ধাতুম”—চিন্তা কবিতাব জন্ম, “ঈদৃশম্”—পতিজ্ঞায়া প্রভৃতিবিষয়ে প্রীতির স্বরূপ দেখাটাবাব জন্ম, “উদাহরণবাল্লাম্”—বলল দৃষ্টান্ত কথিত হইয়াছে—এইরূপে শব্দ যোজনা কবিয়া অর্থ করিতে হইবে। “তেন”—সেই আত্মোপকার-রূপ কারণব্যাখ্যা, “স্বাম্ মতিম্ বাসয়েৎ”—নিজের বুদ্ধিকে বাসিত কবিবে অর্থাৎ সকল বস্তুকেই আত্মার উপকারক বলিয়া বুঝিবে, নিজের আত্মাই যে সৰ্ব্বোপেক্ষা প্রিয়—প্রিয়তম এবং সেই হেতু পরমানন্দের আশ্পদ, এইরূপ অহুসন্ধানপরায়ণ হইবে। ২০

৩। আত্মার প্রীতির স্বরূপবিচার ও আত্মার প্রিয়তমতা।

ভাল, আত্মার উপকারকরূপে সকল বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া আত্মাই প্রিয়তম, এইরূপ যে বলা হইল, তাহা ত’ উপপন্ন হয় না, কেননা, প্রীতিব বিকল্প কবিলে (শ্রুতান্ত) প্রীতির নিকরণ অসাধ্য হইয়া পড়ে, এই অভিপ্রায়ে বাদী প্রীতির স্বরূপ জিজ্ঞাসা করিতেছেন :—

(ক) আত্মবিষয়ক প্রীতির  
স্বরূপ চারি প্রকারেই  
হইতে পারে, তাহার নির্ণয়-  
পূর্বক সমাধান।

অথ কেয়ং ভবেৎ প্রীতিঃ শ্রুয়তে বা নিজান্মনি ।  
রাগো বন্ধাদিবিষয়ে শ্রদ্ধা যাগাদিকৰ্ম্মণি ॥ ২১

অর্থ—অথ (বা) নিজান্মনি প্রীতিঃ শ্রুয়তে, ইয়ম্ কা ভবেৎ? রাগঃ বন্ধাদিবিষয়ে,  
শ্রদ্ধা যাগাদিকৰ্ম্মণি ।

অমুবাদ—আচ্ছা, শ্রুতিমুখে নিজ আত্মায় যে প্রীতির কথা শুনা যায় এই প্রীতি (কিম্প্রকারক কিম্বিষয়ক) কিরূপ হইতে পারে? রাগনান্মী প্রীতি বধু প্রভৃতি বিষয়িণী, শ্রদ্ধানান্মী প্রীতি যজ্ঞাদি-কৰ্ম্মবিষয়িণী,—

টীকা—“অথ”—অনন্তরার্থক ‘অথ’ শব্দ এস্থলে প্রশ্নসূচক; সেই প্রশ্ন এইরূপ—“যা নিজান্মনি প্রীতিঃ শ্রুয়তে”—নিজ আত্মাবিষয়ে যে প্রীতি শ্রুতিমুখে শুনা যায়, “ইয়ম্ কা”—এই প্রীতি কিম্বিষয়ক, ইহা কি অন্নরাগরূপ অথবা শ্রদ্ধারূপ অথবা ভক্তিরূপ অথবা ইচ্ছারূপ—এই চারিপ্রকার বিকল্পই কিম্ (কি) শব্দের অর্থ। এই চারিটি বিকল্পে যে প্রীতি তাহা ত সর্ববিষয়ক হইতে পারে না—ইহাই বলিতেছেন—‘স্বী প্রভৃতি বিষয়ে’ ইত্যাদি

রাগরূপ যে প্রীতি তাহা বধু প্রভৃতিরূপ বিষয়েই হইতে পারে; তাহা রাগাদিবিষয়ে হইতে পারে না। আর শ্রদ্ধারূপ যে প্রীতি তাহা যাগাদিবিষয়েই হইবে, বধু প্রভৃতি বিষয়ে নহে। ২১

ভক্তিঃ স্মাদ গুরুদেবাদাবিচ্ছা ত্বপ্রাপ্তবস্তনি ।

তর্হ্যস্ত সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ সুখমাত্রানুবর্তিনী ॥ ২২

অর্থ—ভক্তিঃ গুরুদেবাদৌ স্মাৎ ইচ্ছা তু অপ্রাপ্তবস্তনি, তর্হি সুখমাত্রানুবর্তিনী সাত্ত্বিকী বৃত্তিঃ অস্ত্য ।

অমুবাদ—আর দেব, গুরু প্রভৃতিবিষয়ে যে প্রীতি তাহা ভক্তি, আর অপ্রাপ্ত বিষয়ে যে প্রীতি তাহা ইচ্ছা। (তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে অন্তঃকরণের যে সাত্ত্বিকী বৃত্তি কেবল সুখের অনুসরণে প্রবৃত্ত থাকে তাহাকেই সেই প্রীতি বলা যাইবে।

টীকা—আর “ভক্তিঃ”—ভক্তিরূপ যে প্রীতি, তাহা গুরু, দেবতা প্রভৃতি বিষয় লইয়াই প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, অন্ত বিষয়ে নহে; আর “ইচ্ছা”—ইচ্ছারূপ যে প্রীতি তাহা অপ্রাপ্ত বিষয়েই হইয়া থাকে, অন্ত বিষয়ে নহে; এইহেতু প্রীতি সমস্ত অনুকূল বস্তুকেই বিষয় করে, এরূপ বলা চলে না, ইহাই অর্থ। এক্ষণে সিদ্ধান্তী উক্ত চারি প্রকার হইতে ভিন্ন পক্ষ লইয়া উত্তর দিতেছেন অর্থাৎ এই প্রীতির স্বরূপ বলিতেছেন—“তাহা হইলে অন্তঃকরণের” ইত্যাদি। “তর্হি”—তাহা হইলে, অর্থাৎ প্রীতির অনুসরণাদিরূপ হওয়া সম্ভব না হইলে, “সুখমাত্রানুবর্তিনী”—কেবল সুখই ‘সুখমাত্র’, তাহাকে অনুসরণ করিয়া প্রবৃত্ত হয় বলিয়া সুখমাত্রানুবর্তিনী—একমাত্র সুখবিষয়িণী, —“সাত্ত্বিকী”—সত্ত্বগুণের পরিণামরূপ, “বৃত্তিঃ”—অন্তঃকরণবৃত্তি,—“অস্ত্য” তাহাই সেই প্রীতি হউক—তাহাকেই সেই প্রীতি বলা ২২

ভাল, তাহা হইলে ত’ সেই প্রীতি অর্থাৎ সুখমাত্রবিষয়িণী প্রীতি ইচ্ছাই হইবে, এইরূপ আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) উক্ত প্রীতি ইচ্ছা হইতে প্রাপ্তে নষ্টেহপি সত্ত্ববাদিচ্ছাতো ব্যতিরচ্যতে ।  
বিলক্ষণ; আর আত্মাও  
সুখসাধন নহে। সুখসাধনতোপাধেরনপানাদয়ঃ প্রিয়াঃ ॥ ২৩

অর্থ—প্রাপ্তে নষ্টে অপি সত্ত্ববাৎ ইচ্ছাতঃ ব্যতিরচ্যতে; অন্নপানাদয়ঃ সুখসাধনতোপাধেঃ প্রিয়াঃ ।

অমুবাদ—সুখ, প্রাপ্ত হইলে অথবা নষ্ট হইলেও সেই প্রীতিরূপিণী বৃত্তি থাকিয়া যায় বলিয়া তাহা ইচ্ছা হইতে ভিন্ন। (বাদীর শব্দ) অন্নপানাদি সুখের সাধনতারূপ উপাধিবশতঃ প্রিয় ।

টীকা—‘ইচ্ছা’ প্রথম অপ্রাপ্ত সুখাদিমাত্রকে বিষয় করিয়া থাকে, আর এই প্রীতি সমস্ত প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত সুখাদিকে বিষয় করিয়া থাকে, কেননা “প্রাপ্তে”—প্রাপ্ত সুখাদিবিষয়ে এবং “নষ্টে অপি”—নষ্ট হইলেও সেই সুখাদিবিষয়ে প্রীতি বিद्यমান থাকে বলিয়া, সেইহেতু সেই প্রীতি “ইচ্ছাতঃ”—ইচ্ছারূপ বৃত্তি হইতে, “ব্যতিরিক্যতে”—ভিন্ন হয়। এক্ষণে সুখের সাধনরূপ অন্নাদিতে যে রূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, আত্মাতেও সেইরূপ প্রীতি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, (বাদী পরবর্তী শ্লোকে বলিবেন) আত্মাও অন্নাদির স্তায় সুখের সাধন—ইহা বলিতে হইবে—বাদী এই প্রকার শঙ্কা করিতেছেন। ২৩

আত্মানুকূল্যাদন্নাদিসমশ্চেদমুনা কঃ ।

(৭, উক্ত শব্দের শেষ্ঠাঙ্ক-  
পুষ্টি ও তাহার সমাধান।

অনুকূলয়িতব্যঃ স্তান্নৈকস্মিন্ কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বা ॥ ২৪

অর্থ—আত্মা আনুকূল্যে অন্নাদিসমঃ চেৎ, অত্র অমুনা অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্তাৎ ? একস্মিন্ কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্বা ন (স্তাৎ)।

অনুবাদ—আত্মাও অনুকূল অর্থাৎ প্রিয়, সেইহেতু অন্নাদির সহিত সমান অর্থাৎ তুল্যরূপে সুখসাধন—(যদি এইরূপ বল তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মারূপ সুখসাধনদ্বারা কাহার অনুকূলতা করা হইবে? যদি বল আত্মা আপনার দ্বারা আপনাকে অনুকূল করিবেন, তবে বলি, একই বিষয়ে কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্ব-ভাব অসম্ভব, অর্থাৎ আত্মা একই কালে অনুকূলন ক্রিয়ার কৰ্ম্ম বা বিষয় এবং কৰ্ত্তা বা বিষয়ী হইতে পারে না।

টীকা—এস্থলে এই অসম্ভব হুতি হইতেছে:—বিবাদের বিষয় যে আত্মা তাহা সুখসাধন হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু আত্মা প্রিয়—হেতু; অন্ন প্রভৃতির স্তায়—উদাহরণ; বাদী যদি এইরূপ বলেন, তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন:—অন্নাদিবিষয়ে ভোগ্যতা অর্থাৎ ভোগের সাধনতা হইতেছে উপাধি; এইহেতু তাহাদের সুখসাধনতা আছে; আত্মার সেই ভোগ্যতারূপ উপাধি নাই, এইহেতু সুখের সাধনতাও নাই—এই অভিপ্রায় লইয়া সিদ্ধান্তী উক্ত শব্দের পরিহার করিতেছেন—“তাহা হইলে এই সংসারে সেই আত্মারূপ সুখসাধনদ্বারা”—ইত্যাদি। “অত্র”—এই সংসারে, “অমুনা”—সুখের সাধন বলিয়া অনুকূল আত্মার দ্বারা, “অনুকূলয়িতব্যঃ কঃ স্তাৎ”—অনুকূলতার বিষয় হইবার যোগ্য অর্থাৎ ভোক্তা কে হইবে? (উত্তর) ভোক্তা হইবার কেহই নাই, কেননা, আত্মা হইতে ভিন্ন ভোক্তা হইবে এরূপ অপর কেহই নাই। (বাদীর শঙ্কা) যদি বলি, আত্মা আপনাই আপনাকে অনুকূল করিবেন? তদন্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—“একই বিষয়ে কৰ্ম্মকৰ্ত্তৃত্ব-ভাব অসম্ভব” ইত্যাদি। অভিপ্রায় এই—একই আত্মার একই কালে উপকার্যতা অর্থাৎ উপকারের বিষয়তা ও উপকারকতা বা উপকারের কৰ্ত্তৃত্ব—এই দুই ধর্ম পরস্পর বিরুদ্ধ। ২৪

ভাল, আত্মা অন্নপানাদির দ্বায় সুখসাধন না হইলেও সুখের দ্বায় ভোক্তার উপকারক হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া—আত্মা ভোক্তার উপকারক এইরূপ বলা চলে না—এই বলিয়া শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(যে) আত্মা বিষয়জনিত  
সুখসদৃশ নহে।

সুখে বৈষয়িকে প্রীতিমাত্রমাত্মা ত্বতিপ্রিয়ঃ।

সুখে ব্যভিচার্যত্যাগা নাত্মানি ব্যভিচারিণী ॥ ২৫

অর্থ—বৈষয়িকে সুখে প্রীতিমাত্রম্ আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ। সুখে এষা ব্যভিচারিণী আত্মানি ন ব্যভিচারিণী।

অনুবাদ—বৈষয়িক সুখে যে প্রীতি তাহা প্রীতিমাত্র, আত্মাতে যে প্রীতি তাহা নিরতিশয় প্রীতি। বিষয়ানন্দরূপ সুখে প্রীতির ব্যভিচার হয়—কখন থাকে, কখন নাই; আত্মায় প্রীতি কিন্তু অব্যভিচারিণী—সর্বদাই একরূপ।

টীকা “বৈষয়িকে সুখে”—বিষয়জনিত অনন্দরূপ সুখে, “প্রীতিমাত্রম্”—কেবল প্রীতি, তাহা নিরতিশয় প্রীতি নহে; “আত্মা তু অতিপ্রিয়ঃ”—নিরতিশয় প্রেমের বিষয়, এইহেতু আত্মা বিষয়জনিত সুখসদৃশ নহেন—ইহাই অভিপ্রায়। সেই বিষয়জনিত প্রীতি ও আত্মগত নিরতিশয় প্রীতি, এতদ্বয়ের প্রভেদবিষয়ে যুক্ত দেখাইতেছেন :—“সুখে এষা”—বিষয়জনিত সুখে উৎপন্ন এই যে প্রীতি, “ব্যভিচারিণী”—কখন কখন অত্র সুখের প্রতি গমন করে, সেই একই বিষয়ে নিয়মিত থাকে না—“আত্মানি তু”—আর আত্মায় যে প্রীতি বিত্তমান তাহা, “ন ব্যভিচারিণী”—অব্যভিচারিণী অর্থাৎ বিষয়ান্তরে গমন করে না, এইহেতু আত্মগত প্রীতি নিরতিশয় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইহাই অর্থ। ২৫

সুখবিষয়িণী প্রীতিতে ব্যভিচার দেখাইতেছেন :—

একং ত্যক্ত্বানুদাদতে সুখং বৈষয়িকং সদা।

নাত্মা ত্যাজ্যো ন চাদেয়স্তস্মিন্ ব্যভিচারেণ কথম্ ? ॥ ২৬

অর্থ—একম্ বৈষয়িকম্ সুখম্ ত্যক্ত্বা অত্রং সদা আদতে; আত্মা ত্যাজ্যঃ ন, আদেয়ঃ চ ন, তস্মিন্ কথম্ ব্যভিচারেণ ?

অনুবাদ—বৈষয়িক প্রীতি বিষয়জনিত এক সুখ পরিত্যাগ করিয়া সর্বদাই বিষয়জনিত অত্র সুখকে গ্রহণ করিতে যায় এইহেতু ব্যভিচারিণী; আর আত্মা ত্যাগের যোগ্য নহেন, গ্রহণের যোগ্যও নহেন; সেই আত্মাবিষয়িণী প্রীতি কি প্রকারে ব্যভিচারিণী হইবে? কোন প্রকারেই হইতে পারে না।

টীকা—আত্মাবিষয়িণী প্রীতিতে যে ব্যভিচার নাই, ইহা দেখাইতেছেন :—“আর আত্মা

ত্যাগের" ইত্যাদি; "ন ত্যাজ্যঃ ন আদেয়ঃ"—গ্রহণ ও ত্যাগের অযোগ্য। ফলিতার্থ বলিতেছেন :—"সেই আত্মবিষয়ী প্রীতি" ইত্যাদি। ২৬

ভাল, আত্মা ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় না হইলেও, আত্মা তৃণাদির দ্বায় কেন উপেক্ষার বিষয় হইতে পারে না? বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন :—

(৬) আত্মা উপেক্ষার বিষয় হানাদানবিহীনেহস্মিন্মুপেক্ষা চেতুণাদিবৎ।

ত' হইতে পারেন, এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান। উপেক্ষিতুঃ স্বরূপত্বান্নোপেক্ষ্যত্বং নিজাত্মনঃ ॥ ২৭

অর্থ—হানাদানবিহীনে অস্মিন্ তৃণাদিবৎ উপেক্ষা চেৎ, উপেক্ষিতুঃ নিজাত্মনঃ স্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যত্বম্ ন।

অনুবাদ—(বাদী যদি বলেন) ত্যাগের ও গ্রহণের অযোগ্য হইলেও আত্ম-বিষয়ে ত' তৃণাদির দ্বায় উপেক্ষা হইতে পারে? (তত্বতরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) আত্মা উপেক্ষাকারীর নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা উপেক্ষণীয় হইতে পারেন না।

টীকা—"হানম্"—পরিত্যাগ "আদানম্"—গ্রহণ, "উপেক্ষা"—ঔদাসীন্ধ্য। আত্মা যেমন ত্যাগ-গ্রহণের বিষয় হইতে পারেন না, সেইরূপ উপেক্ষারও বিষয় হইতে পারেন না। কেননা, আত্মা উপেক্ষার অযোগ্য—এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত আশঙ্কার পরিহার করিতেছেন—"আত্মা উপেক্ষাকারীর" ইত্যাদি। "উপেক্ষিতুঃ"—উপেক্ষাকারী যে চিদাভাস তাহার "নিজাত্মা"—অর্থাৎ অবিনাশিস্বরূপ, "স্বরূপত্বাৎ উপেক্ষ্যম্ ন"—তাহার নিজ স্বরূপ বলিয়া আত্মা আপনা হইতে ভিন্ন, তৃণাদির দ্বায় উপেক্ষার বিষয় নহেন। ২৭

ভাল, আত্মা যে ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন না, এইরূপ যে পূর্ববর্তী শ্লোকে বলা হইল, তাহা ত' ঠিক নহে, কেননা, দ্বৈষবশতঃ আত্মার ত্যাজ্যতা দেখা যায়; এই বলিয়া বাদী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(৫) আত্মা দ্বৈষবশতঃ রোগক্ৰোধাভিভূতানাং মুমূর্ষা বীক্যতে কচিৎ।

তাজ্য হইতে পারেন— এইরূপ শঙ্কা ও তাহার সমাধান। ততো দ্বৈষান্তবেত্ত্যাজ্য আত্মেতি যদি তন্ন হি ॥ ২৮

অর্থ—রোগক্ৰোধাভিভূতানাং কচিৎ মুমূর্ষা বীক্যতে, ততঃ দ্বৈষাৎ আত্মা ত্যাজ্যঃ ভবেৎ, ইতি যদি—তৎ হি ন।

অনুবাদ—রোগ বা ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইলে, লোকের কোন কোনও সময়ে মরণের ইচ্ছা দেখিতে পাওয়া যায়; সেইহেতু দ্বৈষবশতঃ আত্মা ত্যাজ্য হইতে পারেন, (বাদী যদি এইরূপ বলেন, তত্বতরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন) এইরূপ শঙ্কা যুক্তিসহ নহে।

টীকা—যেহেতু “মুমূর্ষা দৃশ্যতে”—মরণেচ্ছা দেখা যায়, “ততঃ দ্বেষাৎ”—সেই কারণে আত্মায় দ্বেষের সম্ভাবনা হেতু বৃত্তিকাদির দ্বারা আত্মাও ত্যাজ্য হইবে এইরূপ যদি বল, তবে বলি সেই ত্যাগ আত্মা হইতে পৃথক্ দেহবিষয়ক বলিয়া, আত্মা ত্যাগের বিষয় হইতে পারেন এইরূপ বলা চলে না; এই প্রকারে সিদ্ধান্তী উক্ত শব্দের পরিহার করিতেছেন—“এইরূপ শব্দ” ইত্যাদি। ২৮

তজ্জুং যোগ্যস্য দেহস্য নাত্মতা ত্যজুর্বেব সা।

ন ত্যজ্যস্যস্তি স দ্বেষস্ত্যজ্যে দ্বেষে তু কা কৃতিঃ ॥ ২৯

অর্থ—তজ্জুং যোগ্যস্য দেহস্য আত্মতা ন, তজ্জুঃ এব সা ; সঃ দ্বেষঃ ত্যজ্যে ন স্তি ; ত্য্যজ্যে দ্বেষে তু কা কৃতিঃ ?

অনুবাদ—ত্যাগ করিবার যোগ্য দেহ আত্মরূপ নহে, ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ। ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে ; ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে কৃতি কি ? কোনও কৃতি নাই।

টীকা—“তজ্জুং যোগ্যস্য”—ত্যাগ করিবার যোগ্য যে দেহ তাহার আত্মতা নাই; তবে সেই আত্মতা কাহার ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ত্যাগকর্ত্তাই সেই আত্মরূপ।” ত্যাগের কর্ত্তা যে দেহ হইতে ভিন্ন জীব, তাহারই আত্মতা সেই আত্মরূপ। ভাল, ত্যাগকর্ত্তারই আত্মতা মানা গেল; তদ্বারা আলোচ্য দ্বেষবশতঃ আত্মার অত্যাজ্যতা বিষয়ে কি পাওয়া গেল ? তদন্তরে বলিতেছেন—“ত্যাগকর্ত্তার বিষয়ে উক্ত দ্বেষ নহে। এইহেতু আত্মার ত্যাজ্যতা নাই—ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, আত্মাবিশয়ে বিদ্বেষ হয় না মানা গেল, কিন্তু দেহবিষয়ে ত বিদ্বেষ দেখা যায়—এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“ত্যাগযোগ্য দেহবিষয়ে দ্বেষ হইলে কৃতি কি ?” “ত্যাগ্যে”—ত্যাগের যোগ্য দেহবিষয়ে, “দ্বেষে”—দ্বেষ হইলেও, “কা কৃতিঃ”—আত্মার ত্যাগ অসম্ভব—এইরূপ মতাবলম্বী বৈদান্তিক আমার কি হানি হইতে পারে ? কোনও হানি হইতে পারে না। ২৯

এইরূপে “অরে মৈত্রেরি ! পতির স্নেহের কামনাও, পতি কখনই ভাৰ্য্যার প্রিয় হয় না”—এই বচন হইতে আরম্ভ করিয়া “আপনার স্নেহের কামনায়ই বস্তুমাত্র প্রিয় হয়”—এই পর্য্যন্ত প্রতিবাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনার দ্বারা আত্মার প্রিয়তমত্ব প্রতিপ্রমাণদ্বারা উপপাদন করিয়া যুক্তির দ্বারাও তাহা উপপাদন করিতেছেন :—

আত্মার্থত্বেন সৰ্বস্য প্রীতেশ্চাত্মা হ্যতিপ্রিয়ঃ ।  
(হ) যুক্তির দ্বারা আত্মার  
প্রিয়তমতা প্রতিপাদন।  
সিদ্ধো যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্রঃ প্রিয়তরস্তথা ॥ ৩০

অর্থ—সৰ্বস্য আত্মার্থত্বেন প্রীতে: চ আত্মা হি অতিপ্রিয়: সিদ্ধ:, যথা পুত্রমিত্রাৎ পুত্র: প্রিয়তর: ; তথা ।

অনুবাদ—যেহেতু আত্মার প্রয়োজনে অর্থাৎ আত্মারই সুখের কামনায় সকল বস্তু প্রিয় হয়, সেইহেতু আত্মাই অতি প্রিয় অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা প্রিয় ইহাই সিদ্ধ হইল, যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা পুত্র প্রিয়তর, সেইরূপ।

টীকা—“সর্বত্র”—সুখ ও সুখসাধন পতিজায়া প্রভৃতির “আত্মার্থকেন”—আত্মার অর্থাৎ নিজের উপকারকতা বা প্রয়োজন-সাধকতা হেতু, “প্রীতে: চ”—সেই সেই বস্তু প্রিয় হয় বলিয়া, “আত্মা”—উপকার্য অর্থাৎ উপকারের বিষয় আত্মা নিজেই, “অতিপ্রিয়:”—অতিশয় অর্থাৎ সর্বোৎকর্ষে প্রিয়, “সিদ্ধ:”—ইহা সিদ্ধই হইল। ইহাই দৃষ্টান্তদ্বারা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন—“যেমন পুত্রের মিত্র অপেক্ষা”—ইত্যাদি। সংসারে “যথা পুত্রমিত্রাং”—পুত্রদ্বারা প্রীতির বিষয় পুত্রের মিত্ররূপ যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি হইতে, দেবদত্ত প্রভৃতি পুত্র অন্তরায়-রহিতভাবে অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রীতির বিষয় বলিয়া “প্রিয়:”—সেই মিত্র অপেক্ষা বিষুদত্ত প্রভৃতি পিতার অতিশয় প্রিয় হয়,—‘তথা’—সেই প্রকার নিজেব সহিত সম্বন্ধিতা হেতু প্রীতির বিষয় বলিয়া আত্মা অর্থাৎ নিজে অপর সকল বস্তু হইতে অতিশয় প্রিয়, ইহাই তাৎপর্য। এখানে নিগূঢ় তত্ত্ব এই—আত্মা নিত্যস্বরূপ বলিয়া অতি অমূল্য এবং এইহেতু অতিশয় প্রিয় একথা বিদ্বান্গণের অমুভবসিদ্ধ; কিন্তু ভ্রান্ত লোকে সেই স্বরূপ-ভূত নিত্যস্বথকে না চিনিয়া, যখন অন্তঃকরণ বিষয়লাভাদি নিমিত্তবশতঃ অন্তর্মুখ হয়, তখন তাহাতে যে আত্মানন্দের প্রতিবিম্বরূপ বিষয়ানন্দ জন্মে তাহাকেই পরম সুখ-স্বরূপ মনে করিয়া প্রিয়তম বলিয়া মানে। এইহেতু (আনন্দরূপ আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য হয় বলিয়া) অন্তঃকরণ, তাহার সমীপবর্তী ইন্দ্রিয় ও প্রাণেব সমষ্টিরূপ লিঙ্গ-দেহের আত্মার সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ আছে। এইহেতু তাহা প্রিয়। আর স্থূল দেহ ও ভূতি আত্মার প্রতিবিম্ব গ্রহণযোগ্য নহে; এইহেতু স্থূল দেহের সহিত আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, কিন্তু লিঙ্গদেহদ্বারা স্থূল দেহের এবং স্থূল দেহদ্বারা পুত্র-ভাণ্ডাদির এবং পুত্র-ভাণ্ডাদির দ্বারা পুত্রের মিত্রের এবং অল্প সম্বন্ধিগণের, আত্মার সহিত সম্বন্ধ হয়। এইহেতু তাহারা পূর্ব পূর্ব অপেক্ষা অল্পতর এবং উত্তরোত্তর অপেক্ষা অধিকতর প্রিয়। এই প্রীতির আধিক্যের ও ন্যূনতার অমুভব অগ্রে ৬০ শ্লোকে স্পষ্টতর ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। যতপি আনন্দরূপ আত্মা সর্বত্র ব্যাপক এবং সেইহেতু সকল পদার্থেরই আত্মার সহিত তাদাত্ম্যসম্বন্ধ থাকায়, সকল পদার্থেরই তুল্যরূপে প্রিয় হওয়া উচিত এবং অগ্রে ৫১ শ্লোকোক্ত প্রকারে প্রিয় দ্রব্য এবং উপেক্ষারূপে তাহাদের বিষম হওয়া উচিত নহে, তথাপি ঘটাদিরূপ সমস্ত অস্বচ্ছ পদার্থ আত্মার আভাসের গ্রাহক হয় না; এইহেতু তাহারা আত্মার সহিত সাক্ষাৎভাবে সম্বন্ধ প্রাপ্ত হয় না; কিন্তু অন্তঃকরণ স্বচ্ছ বলিয়া অন্তঃকরণ আত্মার আভাস গ্রহণ করিতে পারে; এইহেতু আত্মার সাক্ষাৎ সম্বন্ধী। সেই আভাসযুক্ত অন্তঃকরণবিশিষ্ট চৈতন্যরূপ ভোক্তার উপকারক বা অমূল্যরূপে যে পদার্থ সম্বন্ধপ্রাপ্ত হয়, সেই পদার্থই প্রিয় হয়। সেই উপকারকতা বা অমূল্যতার আধিক্য বা ন্যূনতারূপ উপাধির ভেদবশতঃ প্রিয়তার ভেদ বা তারতম্য ঘটে; আর উপকারকতার



অভাবরূপ কেবল প্রতিকূলতার দ্বারা অথবা অমূল্যতা ও প্রতিকূলতা উভয়ের অভাব দ্বারা আত্মার সহিত সম্বন্ধ লাভ করিলে সেই সেই পদার্থ যথাক্রমে দেহ বা উপেক্ষা বলিয়া প্রতীত হয়। এই প্রকারে অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে বিষমতা সিদ্ধ হইলেও, জ্ঞানীর দৃষ্টিতে, ভোক্ত-ভোগ্য-ভোগ ইত্যাদি প্রকারের ত্রিপুটরূপ দ্বৈতের অভাববশতঃ পরিপূর্ণানন্দরূপ আত্মার প্রতীতিতে বিষমতা নাই, কিন্তু একই আনন্দরূপ আত্মা সর্বত্র সমান প্রতীত হয়। ৩০

এই প্রকারে আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি, বাচা শ্রুতি ও যুক্তি দ্বারা উপপাদিত হইল। তাহাই আপনার অমূল্যব প্রদর্শনদ্বারা দৃঢ় করিতেছেন :—

(অ) শ্রুতি ও যুক্তির দ্বারা মান ভূবমহং কিন্তু ভূয়াসং সর্বদেত্যসৌ।

প্রদর্শিত প্রীতির স্বমুভব  
দ্বারা সমর্থন।

আশীঃ সর্বস্য দৃষ্টেতি প্রত্যক্ষা প্রীতিরাত্মনি ॥ ৩১

অর্থ—“অহম্ মা ভূবম্ ন কিন্তু সর্বদা ভূয়াসম্” ইতি অসৌ আশীঃ সর্বস্ত দৃষ্টা ইতি আত্মনি প্রীতিঃ প্রত্যক্ষা।

অনুবাদ—“আমার অসত্তা বা অভাব কখন যেন না হয়, আমি যেন সর্বদাই জীবিত থাকি,” এইরূপ আকাঙ্ক্ষা সকলেরই দেখা যায়, সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ।

টীকা—“অহম্ মা ভূবম্ ইতি ন”—আমি না থাকি এইরূপ অর্থাৎ আমার অসত্তা, কখনও যেন না ঘটে কিন্তু “সর্বদা ভূয়াসম্”—আমি যেন সর্বদা থাকি—আমার সত্তা যেন সর্বদা থাকে, এইরূপ “আশীঃ”—প্রার্থনা, “সর্বস্ত” সকলেরই অর্থাৎ প্রাণিমানুষস্বক্কেই, “দৃষ্টা”—দেখা যায়, সকলেই এইরূপ প্রার্থনা কবে, ইচ্ছাই অর্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—“সুতরাং আত্মাতে যে অতিশয় প্রীতি” ইত্যাদি, যেহেতু সকলেই এইরূপ প্রার্থনা করিয়া থাকে, এইহেতু “আত্মনি প্রীতিঃ”—আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি প্রত্যক্ষ অর্থাৎ অমূল্যবদ্বারা সিদ্ধ, ইচ্ছাই অর্থ। ৩১

৪। আত্মা পুত্রভার্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে ত্রিবিধ।

অত্যান্ত মতের অর্থাৎ আত্মা পুত্র-ভার্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গৌণ, এইরূপ মত সমূহের দোষ প্রদর্শন জন্য অতীত গ্রন্থের অর্থাৎ ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত শ্লোকের অর্থের অনুবাদ বা পুনর্গণন করিতেছেন :—

(ক) ৬ হইতে ৩১ পর্য্যন্ত ইত্যাদিভিস্তিভিঃ প্রীতৌ সিদ্ধায়ামেবমাত্মনি।

শ্লোকার্থের অনুবাদপূর্বক  
‘পুত্রই আত্মা’ এই মতের  
দূষণ।

পুত্রভার্যাদিশেষত্বমাত্মনঃ কৈশিচদৌরিতম্ ॥ ৩২

অর্থ—ইত্যাদিভিঃ ত্রিভিঃ এবম্ আত্মনি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্ কৈশিৎ আত্মনঃ পুত্র-ভার্যাদিশেষত্বম্ দৌরিতম্।

অনুবাদ—এই প্রকারে শ্রুতি, যুক্তি ও অমূল্যব এই তিন প্রকার প্রমাণদ্বারা

আত্মায় নিরতিশয় প্রীতি সিদ্ধ হইলেও, কেহ কেহ আত্মাকে পুত্রভাষ্যাদির শেষ বা উপকারকরূপে গোণ বলিয়া (এবং পুত্রভাষ্যাদিকে মুখ্য বলিয়া) বর্ণনা করিয়া থাকে।

টীকা—এস্থলে “ইতি” শব্দদ্বারা ৩১ শ্লোকোক্ত অমুভবকে লক্ষ্য করা হইতেছে এবং “হাদি” শব্দদ্বারা ৩০ শ্লোকোক্ত যুক্তি এবং ৬ হইতে ১২ পর্যন্ত শ্লোকবর্ণিত ঐতিবচন-সমূহকে লক্ষ্য করা হইতেছে। এইহেতু অমুভব-ঐতি-যুক্তিরূপ প্রমাণত্রয়দ্বারা, “এবম্”—উক্ত প্রকারে “আত্মানি প্রীতৌ সিদ্ধায়াম্”—আত্মায় প্রীতি প্রমাণিত হইলেও, “কৈশ্চিং”—ঐতি প্রভৃতির তাৎপর্যানভিজ্ঞ লোকদ্বারা “আত্মানঃ পুত্রভাষ্যাদিশেষত্বম্”—আত্মার পুত্র ভাষ্য ইত্যাদির শেষরূপতা অর্থাৎ পুত্রভাষ্যাদি সম্বন্ধে আপনাব উপসর্জনতা, অপ্ৰধানতা বা গোণতা বর্ণিত হইয়াছে। ৩২

পুত্র ভাষ্যাদির প্রতি আত্মা উপকারক বলিয়া অমুখ্য, এই কথা যে কেহ কেহ বলিয়া থাকে, তাহার প্রমাণ কি? আপনি কি প্রকারে জানিলেন? এইরূপ শঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন:—

(খ) উক্ত মতসমূহের  
উপজীব্য প্রমাণ প্রদর্শন।

এতদ্বিবক্ষ্যা পুত্রে মুখ্যাত্মত্বং শ্রুতীরিতম্।

আত্মা বৈ পুত্রনামেতি তচ্চোপনিষদি স্ফুটম্॥৩৩

অর্থ—এতদ্বিবক্ষ্যা “আত্মা বৈ পুত্রনামা”—ইতি পুত্রে মুখ্যাত্মত্বম্ শ্রুতীরিতম্; তৎ ৫ উপনিষদি স্ফুটম্।

অনুবাদ—তাহারা বলে, ‘এই কথা বলিবার অভিপ্রায়েই শ্রুতি [ আত্মা বৈ পুত্রনামাসি—কৌষীতিক উপনিষৎ ২।১১ ]—হে পুত্র, তুমি আত্মাই, পুত্র নাম ধরিয়াছ—এইরূপে পুত্রবিষয়ে মুখ্যাত্মতার বর্ণন করিয়াছেন; ইহা অগা উপনিষ-দেও স্পষ্টভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

টীকা—( আত্মার পূর্কোক্ত গোণতাবাদিগণ বলেন ) এই তত্ত্ব স্পষ্ট করিবার অভি-প্রায়ে [ আত্মা বৈ পুত্রনামাসি ] ‘হে পুত্র, তুমি পুত্রনামা আত্মাই হইতেছ’—ইত্যাদি ঐতিবচনদ্বারা পুত্রের মুখ্যাত্মরূপতা, “শ্রুতীরিতম্”—কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ, কিম্বা পুত্রের সেই মুখ্যাত্মতা ঐতরেয়োপনিষৎ প্রভৃতিতে, “স্ফুটম্”—স্পষ্টভাবে (“অভিহিতম্”) কথিত হইয়াছে; এই শব্দটি যোজনা করিয়া অর্থ বুঝিতে হইবে। ৩৩

ঐতরেয়োপনিষদে পুত্রের মুখ্যাত্মতা কোন্ কোন্ বাক্যদ্বারা কথিত হইয়াছে? এইরূপ জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে বলিয়া সেই বাক্যগুলি অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(গ) ঐতরেয়োপনিষদ্বক্ত  
প্রমাণের বর্ণন।

সোহস্মায়মাগ্না পুণ্যেভ্যঃ কৰ্ম্মভ্যঃ প্রতিধীয়তে।

অথাস্মৈতরু আত্মায়ং কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে ॥৩৪

অম্বয়—অন্ত্ৰ সঃ অয়ম্ আত্মা পুণোভ্যঃ কৰ্ম্মভাঃ প্রতীবীয়তে; অথ অন্ত্ৰ অয়ম্ ইত্যদঃ  
আত্মা কৃতকৃত্যঃ প্রমীয়তে । (ঐতরেয় উ, ২।১।৪)

অম্ববাদ—এই পিতার সেই এই পুত্ররূপ আত্মা পুণ্যকর্ম্মের জন্ত (অর্থাৎ তদনুষ্ঠানে) প্রতিনিধিরূপে নিয়োজিত হয়; পরে এই পিতার এই (পিতৃরূপ) অন্ত্ৰ (অম্বা) আত্মা পুত্র কৃতপুণ্যকর্ম্মদ্বারা কৃতকৃত্য হইয়া মরে (অর্থাৎ পুণ্যলোকে প্রয়াণ করে)।

টীকা—“অন্ত্ৰ”—এই পিতার, “সঃ”—[পুরুষে এব অয়ম্ আদিতঃ গর্ভঃ ভবতি, যদ্ এতদ্ রেতঃ—ঐতরেয় উ, ২।১।১]—(অবিচ্ছাদ্যকর্ম্মাভিমানবৃন্ত সংসারী পুরুষ কর্ম্মক্ষেত্রে চক্ষ্মণ্ডল হইতে প্রতিনিবৃত্তি হইয়া) প্রথমতঃ পুরুষশরীরে (পিতৃদেহে) গর্ভরূপী হয়। (গর্ভ কি তাহা বলিতেছেন—) যাহা এই প্রসিক্ত বেতঃ (শুক্রে) তাহাই এখানে গর্ভ নামে উক্ত হইয়াছে—এই ঋতিবচনদ্বারা উক্ত উপনিষদের দ্বিতীয়াধ্যায়ের প্রথম প্রকরণের আদিত্তে জনক-(পিতা-) রূপ যে পুরুষ তাঁহার দেহে যাহাকে গর্ভ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে—সেই “অয়ম্”—এই [অগ্রে এব কুমারং জন্মনঃ অগ্রে অধিভাবয়তি—ঐতরেয় উ, ২।১।৩]—(প্রথমে পত্নীর উদরে স্থানিষ্ট, কুমার ভূমিষ্ট হইলে পর) প্রথমেই স্বামী জাত-কর্ম্মাদি দ্বারা পুত্রের ভাবনা বা সংস্কার সম্পাদন করেন—এই ঋতিবাক্যে, অতিশয়রূপে পালনীয় বলিয়া যাহাকে বর্ণন করা হইয়াছে, এইরূপ যে পুত্ররূপ আত্মা, “পুণোভ্যঃ কর্ম্মভ্যঃ”—পুণ্যকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের নিমিত্ত, “প্রতীবীয়তে”—প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হয়, অর্থাৎ আপনার অভাবে আপনার স্থলে অনুষ্ঠানকর্ত্তারূপে নিয়োজিত হয়, “পিতাকর্ত্ত্বক”—এইরূপ শব্দযোজনাদ্বারা অর্থ বৃদ্ধিতে হইবে; “অথ”—অনন্তর অর্থাৎ পুত্রের প্রতিনিধিরূপে স্থাপিত হইবার পর, “অন্ত্ৰ”—এই পিতার, “অয়ম্”—যিনি প্রত্যক্ষভাবে পরিদৃষ্ট হন, “ইত্যদঃ”—পুত্র হইতে অন্ত্ৰ, “আত্মা”—জরাগ্রস্ত পিতৃরূপ আত্মা নিজে, “কৃতকৃত্যঃ”—কর্ম্মসমূহেব অনুষ্ঠান সমাপিত করিয়া “প্রমীয়তে”—মরিয়া যান; ইহাই অর্থ। ৩৪

পূর্ব শ্লোকত্রয়োক্ত অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনজন্ত, পুত্রহীনের পরলোকাভাব প্রদর্শনে প্রবৃত্ত “নাপুত্রস্য লোকোহস্তি”—এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

সত্যপ্যাত্মনি লোকোহস্তি নাপুত্রস্তাত এব হি ।  
(য) ‘পুত্রহীনের পরলোক নাই’—এই বাক্যের অর্থ ।  
অনুশিষ্টং পুত্রমেব লোক্যমান্বর্মনীষিণঃ ॥ ৩৫

অম্বয়—অতঃ এব আত্মনি সতি অপি অপুত্রস্ত লোকঃ ন অস্তি হি । মনীষিণঃ অনুশিষ্টম্ এব পুত্রম্ লোক্যম্ আহঃ ।

অম্ববাদ—এই কারণেই (স্বীয়) আত্মা থাকিতেও অপুত্রের পুণ্যলোকপ্রাপ্তি নাই; (পুত্র থাকিলেই পুণ্যলোকপ্রাপ্তি হয়) অতএব পণ্ডিতগণ বলিয়াছেন, অনুশিষ্ট পুত্র পুণ্যলোক প্রাপ্তির কারণ ।

টীকা—যেহেতু পুত্রেরই মুখ্যাত্মতা,—“অতঃ এব আত্মনি সতি অপি”—এইহেতু আপনি থাকিতেও, “অপুত্রস্ত”—পুত্ররহিত লোকের (পিতার), “লোকঃ নাস্তি হি”—পরলোক নাই, ইহা পুরাণাদিতে প্রসিদ্ধ, ইহাই অর্থ। ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অধরমুখে প্রতিপাদক “অমুশিষ্টম্ পুত্রম্ লোকাম্ আহঃ”—(বৃহদা উ, ১।৫।১৭) এই বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—এই জগ্গই পণ্ডিতগণ “অমুশিষ্ট”—পিতা হইতে অধ্যয়ন, যজ্ঞ, ও লোকজয়ের অনুশাসন প্রাপ্ত পুত্রকে “লোক্য”—পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল বলিয়া থাকেন—“অতএব পণ্ডিতগণ” ইত্যাদি। “মনীষণঃ”—শাস্ত্রার্থের জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ, “অমুশিষ্টম্ এব পুত্রম্”—অগ্রে ৩৬ শ্লোকে যাহা বর্ণিত হইবে [ ত্বম্ ব্রহ্ম ত্বম্ যজ্ঞঃ ত্বম্ লোকঃ—বৃহদা উ, ১।৫।১৭ ]—‘তুমি ব্রহ্ম (বেদ), তুমি যজ্ঞ, এবং তুমি পুণ্যলোক’—ইত্যাদি বেদমন্ত্রদ্বারা শিক্ষা প্রাপ্ত পুত্রকেই “লোক্যম্”—পরলোকবিষয়ে হিতাবহ অর্থাৎ পরলোক সাধন বলিয়াছেন—ইহাই অর্থ। ৩৫

এক্ষণে পুত্র যে ঐহিক সুখেরও হেতু, এই তত্ত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [সৌহর্যম্ মনুষ্যলোকঃ পুত্রেন এব জযাঃ ন অত্চেন এব কর্ম্মণা—বৃহদা উ, ১।৫।১৬]—‘তন্মধ্যে একমাত্র পুত্রদ্বারাই এই মনুষ্যলোক জয় করিতে পাবা যায়,—কিন্তু অল্প কর্ম্মদ্বারা নহে’—এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ পাঠ করিতেছেন :—

(৫) পুত্রের ঐহিক সুখ-  
হেতুতা প্রতিপাদক  
বাক্যের অর্থ।

মনুষ্যালোকো জযাঃ স্যাৎ পুত্রেণৈবেতরেন নো ।  
মুমূষু ম্নজয়েৎ পুত্রং ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ ॥৩৬॥

অধর—মনুষ্যালোকঃ পুত্রেন এব জযাঃ স্যাৎ ইত্যবেণ নো; ত্বং ব্রহ্মেত্যাদিমন্ত্রকৈঃ  
মুমূষুঃ পুত্রম্ মন্ত্রয়েৎ ।

অনুবাদ—কেবল পুত্রের দ্বারাই মনুষ্যালোকের সুখ জয় করা যায়; অল্প কিছুই অর্থাৎ কর্ম্মদ্বারা নহে; “তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)” ইত্যাদি মন্ত্রসমূহদ্বারা মুমূষু পিতা পুত্রকে অনুশাসন করিবেন—শিক্ষা দিবেন।

টীকা—“মনুষ্যালোকঃ”—মনুষ্যালোকের সুখ, “পুত্রেন এব জযাঃ”—পুত্রের দ্বারাই জয় করা যায়—সম্পাণ্ড হইতে পারে “ইতরেন নো”—কর্ম্মাদি অল্প সাধনদ্বারা নহে। যনাদি সুখসাধন হইলেও তাহা পুত্রহীনের বৈরাগ্যের উৎপাদকই হইয়া থাকে, ইহাই তাৎপর্য। ‘পিতা হইতে গৃহীতানুশাসন পুত্রই পিতার শুভলোকলাভের অনুকূল’—বৃহদারণ্যক উপনিষদত (১।৫।১৭) এই বাক্যে পুত্রের প্রতি অনুশাসন উপদিষ্ট হইয়াছে; এক্ষণে সেই শিক্ষার অবসর ও মন্ত্র-সমূহ প্রদর্শিত হইতেছে :—‘তুমিই ব্রহ্ম (বেদ)’ ইত্যাদি। ‘তুমিই ব্রহ্ম’—ইহা একটি মন্ত্রার্থ। ‘ইত্যাদির’—আদি শব্দদ্বারা “ত্বম্ যজ্ঞঃ”, “ত্বম্ লোকঃ” এই অপর দুইটি মন্ত্র লক্ষিত হইতেছে। এই তিনটি মন্ত্রদ্বারা “মুমূষুঃ”—মরণকালে পিতা, “পুত্রম্ মন্ত্রয়েৎ”—পুত্রের অনুশাসন করিবেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে (১।৫।১৭) সেই “সম্প্রতি” বিধির (সম্প্রতি—সম্প্রদান, পুত্রে আপনার কণ্ঠব্য

সম্পাদনের ভারার্ণ) — অবশিষ্টাংশ এইরূপে প্রদত্ত হইয়াছে :—“এবমিধ জ্ঞানসম্পন্ন পিতা যে সময় ইহলোক হইতে প্রস্থান করেন, সেই সময়ে তিনি এই সমুদয় প্রাণের সহিতই ( বাক্ মন ও প্রাণের সহিতই ) পুস্ত্রে প্রবেশ করেন ; পিতার কোনও কৰ্ম যদি ঘটনাক্রমে করা না হইয়া থাকে, তাহা হইলে পুস্ত্র নিজে অনুষ্ঠানপূৰ্ব্বক, সেই কৰ্ম পূরণ করিয়া এই সম্প্রতিকারী পিতাকে সেই কৰ্তব্যতাবন্ধন হইতে বিমোচিত করে। এইরূপে পিতার কৰ্তব্য পূরণ করে বলিয়া সন্তানের পুস্ত্রনাম প্রসিদ্ধ। সেই পিতা ( মৃত হইয়াও, ) এবমিধ উপদেশপ্রাপ্ত পুস্ত্রদ্বারা ইহলোকে বর্তমান থাকেন। মৃত্যুর পর সেই পিতাতে হিরণ্যগর্ভের এই সমুদয় অমর প্রাণ প্রবেশ করে অর্থাৎ তখন তাহার মর্ত্য্যভাব চলিয়া যায়। ৩৬

৩২ শ্লোক হইতে বর্ণিত অর্থ লইয়া সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতেছেন :—

(৫) শ্রুতান্ত অর্থ হইতে  
সিদ্ধান্তস্থাপন এবং সেই  
অর্থবিষয়ে লোকশ্রুতি।

ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ প্রাহুঃ পুস্ত্রভার্যাদিশেষতাম্ ।

লৌকিকা অপি পুস্ত্রস্ত প্রাধান্যমনুমম্বতে ॥ ৩৭

অম্বয়—ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ পুস্ত্রভার্যাদিশেষতাম্ প্রাহুঃ ; লৌকিকাঃ অপি পুস্ত্রস্ত প্রাধান্যমনুমম্বতে ।

অনুবাদ—এই প্রকারের শ্রুতিবচনসমূহ আত্মার পুস্ত্রভার্যাদির প্রতিশেষতা বা উপকারকতা ( অর্থাৎ আত্মার অপ্রধানতা ) বর্ণন করিতেছে, সাধারণ লোকেও পুস্ত্রের প্রাধান্য বা মুখ্যতা স্বীকার করিয়া থাকে ।

টীকা—এই অর্থ কেবল শ্রুতিসিদ্ধ নহে, ইহা লোকপ্রসিদ্ধও, ইহাই বলিতেছেন :—“সাধারণ লোকেও” ইত্যাদি । ৩৭

পুস্ত্রাদির উক্ত প্রাধান্যের উপপাদন অর্থাৎ তাহা সপ্রমাণ করিতেছেন :—

(৬) উক্ত লোকশ্রুতির  
উপপাদন ; কলিতার্থ ।

স্বস্মিন্ মূতেহপি পুস্ত্রাদিজীবৈবিত্তাদিনা যথা ।

তথৈব যত্নং কুরুতে মুখ্যঃ পুস্ত্রাদয়ন্ততঃ ॥ ৩৮

অম্বয়—স্বস্মিন্ মূতে অপি পুস্ত্রাদিঃ যথা বিত্তাদিনা জীবৈঃ তথা এব যত্নং কুরুতে ; ততঃ পুস্ত্রাদয়ঃ মুখ্যঃ ।

অনুবাদ—পিতা নিজের মৃত্যুর পরেও পুস্ত্রাদি যাহাতে ধনাদিদ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতে পারে, তদনুরূপ যত্ন করিয়া থাকেন ; সেইহেতু পুস্ত্রাদিই মুখ্য ( এবং পিতার আত্মা গোণ । )

টীকা—“স্বস্মিন্”—নিজে অর্থাৎ পিতাদি—পিতা প্রভৃতি ঔরসদাতা দত্তকগ্রহীতা, পিতৃব্য ইত্যাদি, “পুস্ত্রাদিঃ”—পুস্ত্র, ভার্য্যা ভ্রাতৃপুস্ত্র ইত্যাদি ; “বিত্তাদিনা”—ধন ক্ষেত্র প্রভৃতি দ্বারা । কলিতার্থ বলিতেছেন—“সেইহেতু পুস্ত্রাদিই মুখ্য” ইত্যাদি । যেহেতু লোকে নিজে

পরিশ্রম ক্রেশ সহন করিয়াও পুত্রাদির জীবনোপায়রূপ ধনাদি সম্পাদন করিয়া থাকে, সেইহেতু পুত্রাদিই মুখ্য বা প্রধান—ইহাই অর্থ । ৩৮

৩২ শ্লোকোক্ত প্রকারে বৈদিক এবং লৌকিক এই উভয় বিধ প্রসিদ্ধিধারা পদর্শিত পুত্রাদির প্রধানতা সিদ্ধান্তী অঙ্গীকার করিতেছেন :—

(জ) পুত্রাদির প্রধানতার  
আত্মার গোণতা মানিলেও  
ধরুপতঃ গোণত্ব নাই ;  
আত্মা ত্রিবিধ ।

বাচমেতাবতা নাত্মা শেষো ভবতি কস্মচিৎ ।

গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈরাত্মায়ং ভবতি ত্রিধা ॥ ৩৯

অর্থ—বাচম্, এতাবতা আত্মা কস্মচিৎ শেষঃ ন ভবতি ; গৌণমিথ্যামুখ্যভেদৈঃ  
অন্য আত্মা ত্রিধা ভবতি ।

অনুবাদ—সত্য বটে ( অর্থাৎ পুত্রাদির মুখ্যত্বতার অঙ্গীকার করা যাইতে পারে । ) কিন্তু ইহার দ্বারা আত্মা কাহারও শেষ বা উপকারক ( এবং সেইহেতু গোণ ) বলিয়া প্রতিপন্ন হয় না । গোণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে এই আত্মনশক তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয় ।

টীকা—ভাল, আপনি বাদ পুত্রাদির প্রধানতা স্বীকার করিলেন তাহা হইলে সাক্ষী আত্মার যে শেষরূপতা বা মুখ্যতা প্রতিপাদন করিতে চাহেন, তাহা ত' বিরোধ প্রাপ্ত হয় ; এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন : “কিন্তু ইহার দ্বারা” ইত্যাদি । “এতাবতা”—ইহার দ্বারা অর্থাৎ কোনও স্থলে পুত্রাদির প্রধানতা থাকিলেও তদ্বারা ; ভাল, প্রতিজ্ঞাদ্বারা ত', অর্থাৎ সাধনীয় অর্থের কেবল নির্দেশ দ্বারা ত' অর্থ সিদ্ধ হয় না — আপনার বচন বলেই তাহা মানিতে পারা যায় না এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—যে যে ব্যবহারে যাহার যাহার আত্মতা মানা অভিপ্রেত, সেই সেই ব্যবহারে সেই সেই রূপ আত্মার প্রধানতা আছে—ইহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উপোদ্ঘাতরূপে ( ৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য ) আত্মার ত্রিবিধতা বর্ণন করিতেছেন— “গৌণ, মিথ্যা ও মুখ্যভেদে” ইত্যাদি ; গৌণ আত্মা, মিথ্যা আত্মা ও মুখ্য আত্মা—এইরূপ ভেদে আত্মা তিন প্রকারের হইয়া থাকে । ( অপরোক্ষানুভূতি গ্রন্থে আত্মার ব্রহ্মত্বাদি বিচারে বিচারণ্য-কৃত টীকা দ্রষ্টব্য ) । ৩৯

তিন প্রকার আত্মার মধ্যে পুত্রাদিবে গৌণ আত্মা তাহা দেখাইবার জন্য লোকসমাজে “গৌণ” শব্দের প্রয়োগ—লক্ষ্যমাণ গুণবোগবশতঃ নিজাথ হইতে অন্তঃস্বত্ত্ব, উদাহরণদ্বারা দেখাইতেছেন :—

(খ) পুত্রাদির আত্মতা  
গৌণ ; দৃষ্টান্ত দ্বারা  
প্রদর্শন ।

দেবদত্তস্ত সিংহোহয়মিত্যেক্যং গৌণমেতয়োঃ ।

ভেদস্য ভাসমানত্বাৎ পুত্রাদেৱাত্মতা তথা ॥ ৪০

অর্থ—“অয়ম্ দেবদত্তঃ তু সিংহঃ” ইতি ঐক্যম্ গোণম্, এতয়োঃ ভেদস্তু ভাসমানত্বাৎ, তথা পুত্রাদেঃ আত্মতা ।

অমুবাদ—“এই দেবদত্ত হইতেছে সিংহ” —এই একতা যেমন গোণ, কেননা, মনুষ্য দেবদত্তের, পশু সিংহের সহিত ভেদ স্পষ্টই প্রতীত হয় ; পুত্রাদির আত্মতাও সেইরূপ ।

টীকা—“এই দেবদত্ত অর্থাৎ অমুক পুরুষ হইতেছে সিংহ” —এই বাক্যে দেবদত্তরূপ মনুষ্যের পশু সিংহের সহিত একতা গোণ অর্থাৎ উপচারমাত্র—গুণবৃত্তির দ্বারা কৃত বলিয়া আরোপিতমাত্র, বাস্তবিক নহে । মীমাংসকগণের মতে শব্দের শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি ভিন্ন এক তৃতীয় প্রকার গোণী বৃত্তি আছে ।\* শক্তিবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ শকার্থ বা বাক্যার্থ ; লক্ষণাবৃত্তির দ্বারা বোধিত অর্থ লক্ষ্যার্থ, ( “থ” পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ) এবং গুণবৃত্তিদ্বারা বোধিত অর্থ গোণার্থ । পদের বাচ্যার্থে যে গুণ আছে সেই গুণবিশিষ্ট অস্ত্রে অর্থাৎ অবাচ্যার্থে যে পদের বৃত্তি বা সম্বন্ধ, তাহাকে গোণী বৃত্তি বলে, যেমন “অগ্নিঃ মানবকঃ” বালকটি অগ্নি অর্থাৎ অগ্নিদ্রব্য তেজস্বী বা ক্রোধী । অগ্নি শব্দের বাচ্যার্থে যে তেজ বা দাহকতারূপ ( দুঃখদায়কতারূপ ) গুণ আছে, সেই গুণবিশিষ্ট মানবকে ( বালকে ), যাহা অগ্নিশব্দের বাচ্যার্থ নহে তাহাতে, অগ্নিপদের যে বৃত্তি তাহা গোণবৃত্তি । এইরূপ ‘আত্মা’ এই পদের বাস্তব বাচ্যার্থ সাক্ষী চৈতন্ত এইহেতু সাক্ষী চৈতন্তই মুখ্য আত্মা, কিন্তু তাহাতে আরোপিত হয় বলিয়া দেহেন্দ্রিয়াদি সজ্বাত, ‘আত্মা’ এই পদের মিথ্যা বাচ্যার্থ । সেই সজ্বাতেরই ঐহিক এবং পারত্রিক কৰ্ম্মপ্রবৃত্তিরূপ গুণ থাকিতে পারে । সেই গুণবিশিষ্ট পুত্রাদিতে, যাহা আত্মা পদের বাচ্যার্থ নহে, তাহাতে যে ‘আত্মা’ এই পদের বৃত্তি বা অর্থ তাহা গোণী বৃত্তিবশতঃই হইতে পারে । সেই গোণী বৃত্তিদ্বারা বোধিত যে পুত্রাদিরূপ অর্থ, তাহাকেই গোণ আত্মা বলা হয় । ৪০

এক্ষণে মিথ্যা আত্মা বুঝাইতেছেন :—

ভেদোৎপত্তি পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণো ন তু ভাত্যসৌ ।  
মিথ্যাত্বাততঃ কোশানাং স্থাণো নৌরাভ্যতা যথা ৪১

অর্থ—পঞ্চকোশেষু সাক্ষিণঃ ভেদঃ অস্তি ; অগৌ ন তু ভাতি ; অতঃ কোশানাং মিথ্যাত্বাতা, যথা স্থাণোঃ চৌরাভ্যতা ।

অমুবাদ—পঞ্চকোশে সাক্ষী হইতে ভেদ বিद्यমান থাকিলেও, সেই ভেদ প্রতীত

\* মীমাংসকগণ বলেন শব্দের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধই লক্ষণ, পরস্পরা সম্বন্ধ লক্ষণ নহে । সেইহেতু “গঙ্গায়া যোষ ( আভীর পদ্মা ) আচে” বলিলে গঙ্গাশব্দের গঙ্গাজলপ্রবাহরূপ শকার্থের সহিত তীরের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ । সেইরূপ “বেদপাসী” বালকটি অগ্নি” বলিলে, অগ্নির শকার্থের সহিত বালকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ সম্ভব নহে, কেবল সাদৃশ্যের পরস্পরা সম্বন্ধ হইতে পারে ; তাহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধ হইতে অতিরিক্ত বলিয়া, লক্ষণ হইতে অতিরিক্ত গোণীবৃত্তি মানিত হয় । নৈসর্গিকরূপ সাদৃশ্যকে সম্বন্ধ বোধে গণনা করেন বলিয়া গোণীবৃত্তিকে লক্ষণাবৃত্তি অন্তর্গত বলেন ।

হয় না ; এইহেতু পঞ্চকোশ মিথ্যা আত্মা, যেমন স্থাগুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও স্থাগু (অন্ধকারে) চোর বলিয়া গৃহীত হইলে, তাহার সেই চোরতা মিথ্যা, সেইরূপ ।

টীকা—“পঞ্চকোশেষু”—আনন্দময় হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটি কোশে, “সাক্ষিণঃ ভেদঃ”—সাক্ষী হইতে ভেদ বিজ্ঞান থাকিলেও তাহা স্পষ্টতঃ প্রতীত হয় না ; সেইহেতু পঞ্চকোশের মিথ্যাত্বরূপতা, ইহাই ভাবার্থ । পঞ্চকোশের মিথ্যাত্বতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন স্থাগুতে চোর হইতে ভেদ থাকিলেও” ইত্যাদি । বস্তুতঃ চোর হইতে ভিন্ন স্থাগুব চোররূপতা যেমন মিথ্যা পঞ্চকোশের আত্মরূপতাও সেইরূপ মিথ্যা, ইহাই অর্থ । ৪১

এইরূপে গোণ আত্মা ও মিথ্যা আত্মা উপপাদন করিয়া এক্ষণে সাক্ষিরূপ প্রত্যগাত্মার মুখ্যাত্মতা উপপাদন করিতেছেন :—

ন ভাতি ভেদো নাপ্যস্তি সাক্ষিণোহপ্রতিযোগিনঃ ।

(ট) সাক্ষীর মুখ্যাত্মতার  
উপপাদন ।

সর্বান্তরঙ্গাৎ তস্মৈব মুখ্যাত্মত্বমিষ্যতে ॥ ৪২

অর্থ—অপ্রতিযোগিনঃ সাক্ষিণঃ ভেদঃ ন ভাতি, ন অপি অস্তি ; সর্বান্তরঙ্গাৎ তস্মৈব মুখ্যাত্মত্বম্ ইষ্যতে ।

অনুবাদ—প্রতিযোগিরহিত\* (সম্বন্ধিরহিত) সাক্ষিচৈতন্যে কোনও ভেদ প্রতীত হয় না, বস্তুতঃ তাহাতে কোন ভেদ নাইও ; সেই সাক্ষী সর্বান্তরঙ্গতী বলিয়া তাহারই মুখ্যাত্মতা স্বীকৃত হইয়া থাকে ।

টীকা—পুত্রাদিরূপ গোণ আত্মায় যেমন ভেদ প্রতীত হয়, “সাক্ষিণঃ”—সাক্ষিরূপ আত্মায় কোনও বস্তু হইতে সেইরূপ ভেদ “ন ভাতি”—প্রতীত হয় না ; এবং দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মায় যেমন ভেদ আছে, সেইরূপ ভেদ নাইও বটে । সেই ভেদের অপ্রতীতি ও ভেদাভাব উভয় স্থলেই হেতু বলিতেছেন—“প্রতিযোগিবহিত” বলিয়া । “অপ্রতিযোগিঙ্গাৎ” এইটি হেতুগর্ভিত বিশেষণ, ‘অপ্রতিযোগী’—এই হেতুটি ইহার ভিতরে রহিয়াছে বলিয়া । এইহেতু অর্থাৎ প্রতিযোগিরহিত বলিয়া সাক্ষীর ভেদ প্রতীত হয় না, আর ভেদ নাইও বটে ; যেমন পুত্রাদির ও দেহাদির সাক্ষী নিজে প্রতিযোগী হইয়া বিজ্ঞান সেইরূপ সাক্ষীর নিজের কোনও বাস্তব প্রতিযোগী নাই, কেননা, দেহাদি সমস্তই আরোপিত—কল্পিত ; ইহাই তাৎপর্য্য । ভাল, ভেদাভাবরূপ হেতুবশতঃ সাক্ষীর গোণত্ব বা মিথ্যাত্ব নাই মানা গেল ; কিন্তু সাক্ষীর মুখ্যাত্মতা কি হেতু হইবে ? তদ্বত্তবে বলিতেছেন—সেই সাক্ষী “সর্বান্তরঙ্গতী বলিয়া” ইত্যাদি । পুত্রাদি সমস্ত দেহ হইতে

\* প্রতিযোগী—সম্বন্ধী, বাহার সম্বন্ধ যাহাতে থাকে, সেই তাহার প্রতিযোগী, যেমন রামের পুত্র ; এক্ষণে পুত্রের প্রতিযোগী রাম । সেইরূপ প্রতিযোগী সাক্ষিচৈতন্যের নাই । সাক্ষিচৈতন্য স্বয়ং নিজেই নিজে পণ্ডিত ; তিনি কাহারও নহেন । যদি বলা যায় সাক্ষিচৈতন্য ত’ দেহাদি সাক্ষ্যবস্তুর সম্বন্ধ হইতে পারেন তদ্বত্তবে বলা যাইবে দেহাদি আরোপিত-যাত্র, বস্তুবরূপ নহে ; বস্তুবরূপ সম্বন্ধী নাই বলিয়াই সাক্ষিচৈতন্যকে প্রতিযোগিরহিত বলা হইয়াছে ।



আন্তর বলিয়া অর্থাৎ তৎসমূহের অধিষ্ঠানরূপে তাহাদের ভিতর অবস্থিত বলিয়া সন্মসাকী প্রত্যগাত্মা সর্কাস্তররূপে প্রতীয়মান হন; সেইহেতু সেই সাক্ষীরই আত্মতা মুখ্য অর্থাৎ অনৌপচারিক বা অনারোপিত; “ইচ্ছতে”—স্বীকার করিতেই হইবে। এস্থলে এই অল্পমান হুচিত হইতেছে—বিবাদের বিষয় যে সাক্ষী, তিনিই মুখ্য আত্মা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা; যেহেতু তিনি সকলের আন্তর—হেতু; বাহা মুখ্য আত্মা নহে, তাহা সর্কাস্তরও নহে, যেমন ‘অহঙ্কার’দ। ইহা কেবল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত। ৪২

ভাল, আত্মা যে ত্রিবিধ, তাহা মানা গেল; ইহা দ্বারা পুত্রাদির শেষিতা বা মুখ্যতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদন্তরে বলিতেছেন:—

(৪) তিন প্রকার আত্মার মধ্যে যোগ্যেরই মুখ্যতা অপরের গোণতা। **সত্যেবং ব্যবহারেষু যেষু যস্তাত্মতোচিতা।**  
**তেষু তসৌব শেষিত্বং সর্বস্যান্যস্য শেষতা ॥৪৩**

অর্থ—এবম্ সতি যেষু ব্যবহারেষু যস্ত আত্মতা উচিতা, তেষু তস্ত এব শেষিত্বম্। অন্তস্ত সর্বস্ত শেষতা।

অনুবাদ—যখন আত্মা এইরূপ ত্রিবিধই হইলেন, তখন যে ব্যবহারে যাহার আত্মতা উচিত অর্থাৎ যোগ্য, সেই ব্যবহারে তাহারই শেষিত্ব বা মুখ্যতা; অপর সকলের শেষতা বা গোণতা।

টীকা—“এবম্ সতি অপি”—এই প্রকারে আত্মা ত্রিবিধ হইলেও, “যেষু ব্যবহারেষু”—যে যে ব্যবহারে অর্থাৎ গালন পোষণরূপ লৌকিক ব্যবহারবিশেষে এবং আত্মাহুতসন্ধানাদি-রূপ বৈদিক ব্যবহারবিশেষে “যস্ত আত্মতা উচিতা”—যে পুত্রাদির বা সাক্ষীর আত্মতা উচিত বা যোগ্য, “তেষু”—সেই সেই ব্যবহারে, “তস্ত”—তাহার পুত্রাদির অথবা সাক্ষীর “শেষিত্বম্”—প্রধানতা (স্বীকার করিতে হইবে); “অন্তস্ত সর্বস্ত”—তদ্ব্যতিরিক্ত অপর সকলের, “শেষতা”—উপসর্জনতা অর্থাৎ অপ্রধানতা, “ভবতি”—(হয়)—এই ক্রিয়াপদ যোজনাদ্বাৰা বাক্যশেষ করিতে হইবে। ৪৩

অতীত শ্লোকের অর্থ, ৪৪ হইতে ৪৮ এই পাঁচটি শ্লোকদ্বারা সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন:—

(৬) উক্ত অর্থের সবিস্তর বর্ণন। **মুমূর্ষোগৃহরক্ষাদৌ গোণাত্মবোপযুক্ত্যতে।**  
**ন মুখ্যায়া ন মিথ্যায়া পুল্লঃ শেষী ভবত্যতঃ ॥৪৪**

অর্থ—মুমূর্ষোঃ গৃহরক্ষাদৌ গোণাত্মা এব উপযুক্ত্যতে; মুখ্যায়া ন; মিথ্যায়া ন; অতঃ পুত্রঃ শেষী ভবতি।

অনুবাদ—মুমূর্ষু ব্যক্তির গৃহরক্ষাদিবিষয়ে গোণাত্মারূপ পুত্রই উপযোগী, সাক্ষিরূপ মুখ্যায়া নহে বা দেহাদিরূপ মিথ্যায়াও নহে; এই কারণেই পুত্র শেষী বা প্রধান হয়।

টীকা—“গৃহরক্ষাদিযু”—গৃহের রক্ষা প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ কক্ষে পুত্র-ভাষ্যাদিরূপে গোণ আত্মাই উপযোগী হয়; কেন না, পুত্রাদিই উত্তর কালে—ব্যক্তির মৃত্যুর পরে বাচিবীর ইচ্ছা রাখে। “মুখ্যায়া”—সাক্ষী আত্মা উপযোগী নহেন; কেননা, তিনি অবিকারী; মিথ্যা আত্মা যে দেহাদি তাহাও উপযোগী নহে, কেননা, তাহা মরণোন্মুখ, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন—“এই কারণেই” ইত্যাদি; অর্থ স্পষ্ট। ৪৪

উক্ত গৃহরক্ষাদি ব্যবহারে পিতা নিজে বিद्यমান থাকিলেও পুত্রকে যে (আত্মা বলিয়া) গ্রহণ করিতে হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

অধ্যোতা বহিরিত্যত্র সন্নপ্যগ্নিন্ গৃহতে ।

অযোগ্য্যত্বেন যোগ্য্যত্বাদুত্রেবাত্র গৃহতে ॥৪৫

অর্থ—“অধ্যোতা বহিঃ” ইতি অত্র সন্ অপি অগ্নিঃ অযোগ্য্যত্বেন ন গৃহতে; অত্র যোগ্য্যত্বাৎ ঋতুঃ এব গৃহতে ।

অনুবাদ—“এই অধ্যয়ন কৰ্ত্তা মানবক অগ্নি”—এই বাক্যে অগ্নি (শব্দ) নিকটে বিद्यমান থাকিলেও তাহা অযোগ্য্য বলিয়া (‘চ’ পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য) অর্থাৎ “অধ্যোতৃ” পদের অধ্যয়নকর্ত্তরূপ অর্থে অগ্নিপদের অর্থের প্রকৃত সংসর্গ নাই বলিয়া অগ্নি বুঝিতে হইবে না—কিন্তু অধ্যয়ন কৰ্ত্তা মানবককেই বুঝিতে হইবে।

টীকা—“এই অধ্যোতা হইতেছেন অগ্নি”—এই বাক্যের উচ্চারণে ‘অগ্নি’ স্বরূপতঃ বিद्यমান থাকিলেও, “অগ্নিঃ ন গৃহতে”—তাহাকে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া বুঝিতে হইবে না; কেননা, অগ্নির অধ্যোতৃত্ব অযোগ্য্য। কিন্তু মানবক বা বিদ্যাত্মী বালককেই, এই প্রয়োগে অগ্নি শব্দের অর্থ বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে, “যোগ্য্যত্বাৎ”—কেননা, সেই বালকই অধ্যয়ন কৰ্ত্তা হইবার যোগ্য্য, ইহাই অর্থ। ৪৫

এই প্রকারে পুত্রাদিরূপ গোণ আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া মিথ্যা আত্মার প্রধানতাবোধক স্থলের দৃষ্টান্ত দেখাইতেছেন :—

কুশোহহং পুষ্টিমাপ্স্যামীত্যাদৌ দেহান্নতোচিতা ।

ন পুত্রং বিনিযুক্তেহত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে ॥৪৬

অর্থ—“অহং কুশঃ পুষ্টিম্ আপ্স্যামি” ইত্যাদৌ দেহান্নতা উচিতা; অত্র পুষ্টিহেত্বন্নভক্ষণে পুত্রম্ ন বিনিযুক্তে ।

অনুবাদ—“আমি কুশ হইয়াছি, আমাকে পুষ্টিলাভ করিতে হইবে” ইত্যাদি স্থলে দেহেরই আত্মতা উচিত। এস্থলে পুষ্টির জন্য অন্নভক্ষণে কেহ পুত্রকে নিযুক্ত করে না।

টীকা—“অহম্ কৃশঃ”—‘আমি কৃশ হইয়াছি’ এইহেতু (অন্নভক্ষণাদি দ্বারা), “পুষ্টিম্ আপ্সামি”—‘পুষ্টিলাভ করিব,’ “ইত্যাদৌ”—ইত্যাদিরূপ লোকব্যবহারে, অন্নভক্ষণযোগ্য দেহেই “আত্মতা উচিতা”—আত্মরূপতা বুঝা উচিত। এই অর্থ লোকব্যবহার প্রদর্শন দ্বারা সমর্থন করিতেছেন—“এতলে পুষ্টির জন্ত” ইত্যাদি। এইহেতু দেহেরই মুখ্যতা। ৪৬

আরও বলিতেছেন :—

তপসা স্বর্গমেষ্যামীত্যাদৌ কত্রা ত্মতোচিতা।

অনপেক্ষ্য বপুর্ভোগং চরেৎ কৃচ্ছাদিকং ততঃ ॥৪৭

অর্থ—“তপসা স্বর্গম্ এষ্যামি” ইত্যাদৌ কত্রা ত্মতা উচিতা ; ততঃ বপুর্ভোগম্ অনপেক্ষ্য কৃচ্ছাদিকম্ চরেৎ।

অমুবাদ—আমি তপস্তা দ্বারা স্বর্গলাভ করিব ইত্যাদি স্থলে কর্ত্ত্বরূপ জীবের আত্মতা বা প্রাধান্য মানিতে হইবে। সেইজন্ত লোকে দেহের ভোগের ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কৃচ্ছ প্রাজাপত্যাদির অমুষ্ঠান করে।

টীকা—আবার লোকে যখন “আমি তপস্তা করিয়া স্বর্গ অর্জন করিব” এই প্রকার ব্যবহারে প্রবৃত্ত হয়, তখন কৰ্ত্তা বলিতে যে বিজ্ঞানময় কোশকে বুঝায়, তাহারই আত্মরূপতা বৃদ্ধিতে হয়, দেহাদির নহে ; ইহাই ভাবার্থ। হেতু প্রদর্শনপূর্বক সেই কথাই বলিতেছেন :—“সেইজন্ত লোকে” ইত্যাদি। যেহেতু দেহের আত্মতা বা দেহকে আত্মা বলিয়া বুঝা সঙ্গত নহে, সেইহেতু লোকে দেহের ভোগ পরিত্যাগ পূর্বক, কৰ্ত্তা যে বিজ্ঞানময় তাহার স্বর্গপ্রাপক বলিয়া উপকারক, কৃচ্ছচান্দ্রায়ণাদিরূপ তপস্তার অমুষ্ঠান করে। দ্বাদশ দিবসসাধ্য ব্রতবিশেষের নাম কৃচ্ছ। তাহা পাদকৃচ্ছ, প্রাজাপত্যকৃচ্ছ, অন্ধকৃচ্ছ, পাদোনকৃচ্ছ, অতিকৃচ্ছ, কৃচ্ছাতিকৃচ্ছ, সান্তপনকৃচ্ছ, মহাসান্তপনকৃচ্ছ, অতিসান্তপনকৃচ্ছ, তপকৃচ্ছ, শীতকৃচ্ছ ও পরাকৃচ্ছ, ভেদে দ্বাদশ প্রকার। এই সকল প্রকার কৃচ্ছেই আহারের একান্ত সংযমের ব্যবস্থা, অর্থাৎ ২৬ গ্রাসের অনধিক অন্নভক্ষণ, অন্ধাশন, উপবাস, উপর্যুপরি উপবাস, পঞ্চগব্যভক্ষণ, অষাচিতান্নভক্ষণ, একবার ভোজন, রাত্রিভোজন, প্রভৃতি নিয়ম, এই ব্রতের প্রকারভেদে পালন করিতে হয়। চান্দ্রায়ণ মাসসাধ্য ব্রত, ইহা যবমধ্য ও পিপীলিকামধ্য ভেদে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। শুক্লপ্রতিপদে একগ্রাস কুঙ্কুটাওসদৃশ অন্ন হইতে আরম্ভ করিয়া পৌর্ণমাসীতে পঞ্চদশ গ্রাস এবং কৃষ্ণপক্ষে এক এক গ্রাস কমাইতে কমাইতে অমাবস্তায় উপবাস—ইহাই যবমধ্য (অর্থাৎ মধ্যো ক্ষীত) চান্দ্রায়ণের নিয়ম। পিপীলিকামধ্য (অর্থাৎ মধ্যো কৃশ) চান্দ্রায়ণ ইহার বিপরীত। ধর্মশাস্ত্র সমূহে প্রায়শ্চিত্ত প্রকরণে ইহাদের সবিশেষ বর্ণনা আছে। পাপনিবৃত্তির জন্ত বেদবিহিত প্রায়শ্চিত্ত কর্ম্মের নাম তপঃ। সকাম ব্যক্তির দ্বারা অমুষ্ঠিত হইলে, ইহার স্বর্গাদি ফলপ্রদান করে ; নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা অমুষ্ঠিত হইলে, চিন্তাশুদ্ধির কারণ হয়। ৪৭

আবার যেস্থলে মুখ্য আত্মাকে বৃদ্ধিতে হইবে, সেই স্থলের দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

মোক্শোহমিত্যত্র যুক্তং চিদাত্মত্বং তদা পুমান্ ।  
তদেত্তি গুরুশাস্ত্রাভ্যাং ন তু কিঞ্চিচ্চিকীৰ্ষতি ॥৪৮

অর্থঃ—পুমান্ “অহম্ মোক্শে” ইতি তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্ তৎ বেত্তি কিঞ্চিং ন তু চিকীৰ্ষতি ;  
অত্র চিদাত্মত্বম্ যুক্তম্ ।

অনুবাদ—লোকে যখন ( আপনাকে বদ্ধ জানিয়া ) মনে করে ‘আমি মুক্ত হইব’, তখন গুরু ও শাস্ত্র দ্বারা সেই ব্রহ্ম চৈতন্যকেই অবগত হয় ; অন্য কোনও প্রকার কৰ্ম্ম করিতে ইচ্ছা করে না। সেই স্থলে শুদ্ধ চৈতন্যেরই আত্মতা যুক্ত, অর্থাৎ আত্ম শব্দে মুখ্য আত্মা বা শুদ্ধ চৈতন্য বুঝিতে হয় ।

টীকা—যখন “পুমান্”—লোকে ‘শমদমাদির অভ্যাস করিয়া মুক্তি সম্পাদন করিব’—এইরূপ বুদ্ধি বা সঙ্কল্প করে, “তদা গুরুশাস্ত্রাভ্যাম্”—তখন গুরু শাস্ত্র দ্বারা অর্থাৎ আচার্য্যকর্ত্তৃক উপদিষ্ট মহাবাক্যের অর্থের—ব্রহ্ম ও আত্মার একতার, বিচারজনিত অপরোক্ষ জ্ঞানদ্বারা,—“আমি কৰ্ত্তা প্রভূতিরূপ আত্মা নহি কিন্তু সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম” এই প্রকারে চিদাত্মাকে জানিতে পারে। এইরূপ ব্যবহারে সেই সাক্ষীর “চিদাত্মত্বম্”—শুদ্ধ চৈতন্যরূপতাই উচিত ; সেইস্থলে বিজ্ঞানময় কৰ্ত্তা প্রভূতিরূপ আত্মা বুঝা উচিত নহে, ইহাই ভাবার্থ। [ সত্যম্ জ্ঞানম্ অনন্তম্ ব্রহ্ম—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১ ]—সত্য-জ্ঞান-অনন্ত এই তিনটিই ব্রহ্মের স্বরূপ বিশেষণ। [ বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—বৃহদা উ, ১।২।৩৪ ]—ব্রহ্ম বিজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ—বৃত্তিজ্ঞান ও বিষয়মুখ হইতে ভিন্ন, [অনন্তরঃ অবাহ্যঃ কৃৎস্নঃ প্রজ্ঞানঘন এব—বৃহদা উ, ৪।৫।১৩]—অরে মৈত্রেয়ি, এই আত্মা ঐ ঠিক তরুণ প্রজ্ঞানঘনই ( জ্ঞান মুর্ত্তিই ) তাহাব অন্তরে বাহিরে কোন ভেদ নাই ; এই সকল প্রতিবচন সেই আত্মার ব্রহ্মরূপতা প্রতিপাদন করিতেছে। ৪৮

উক্ত তিন প্রকার আত্মার ব্যবহার বিশেষে ব্যবস্থার দ্বারা যে প্রধানতা তদ্বিশেষে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

৫) (৩৯.৪৩) এই পাঁচটি মোকোক্ত তিন আত্মার ব্যবহার বিশেষে প্রধানতা ব্যবস্থার দৃষ্টান্ত।

বিপ্রক্ষত্রাদয়ো যদ্বদ্ বৃহস্পতিসবাদিষু ।

ব্যবস্থিতাস্থখা গোণমিথ্যামুখ্যা যথোচিতম্ ॥ ৪৯

অর্থঃ—যদ্বৎ বিপ্রক্ষত্রাদয়ঃ বৃহস্পতিসবাদিষু ব্যবস্থিতাঃ তথা গোণমিথ্যামুখ্যাঃ যথোচিতম্ ।

অনুবাদ—যেমন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ব্যবস্থাদ্বারা যথাক্রমে বৃহস্পতিসব, রাজস্বয় ও বৈশ্যস্তোম যজ্ঞের অধিকার প্রাপ্ত, সেইরূপ গোণ, মিথ্যা ও মুখ্যরূপ আত্মার ( ব্যবহারবিশেষে ) যথায়োগ্য প্রধানতা ।

টীকা—যেমন [ ব্রাহ্মণঃ বৃহস্পতিসবেন যজ্ঞেত ]—ব্রাহ্মণই বৃহস্পতিসব যজ্ঞ

করিবেন এই বাক্যদ্বারা বৃহস্পতিসব নামক যজ্ঞে ব্রাহ্মণেরই অধিকার, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের অধিকার নাই; আবার [রাজা রাজহুয়েন যজ্ঞেত]—রাজা (ক্ষত্রিয়) রাজহুয় যজ্ঞ করিবেন, এইস্থলে ক্ষত্রিয়েরই অধিকার, ব্রাহ্মণ ও বৈশ্যের নহে, আবার [বৈশ্য বৈশ্যস্তোমেন যজ্ঞেত]—বৈশ্য বৈশ্যস্তোম নামক যজ্ঞ করিবেন—এইস্থলে বৈশ্যেরই অধিকার অপরের অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের নহে; এই প্রকার “গৌণমিথ্যামুখ্যাঃ”—গৌণ মিথ্যা ও মুখ্য ভেদে তিন প্রকার আত্মার, “যথোচিতম্ ব্যবস্থিতাঃ”—যথাযোগ্য অর্থাৎ নিজ নিজ উচিত ব্যবহারে প্রধানতা ব্যবস্থিত, ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৪২

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(৭) ফলিতার্থ—আত্মায়  
অতিশয় প্রীতি, আত্মার  
উপকারকে প্রীতি,  
অবশিষ্টে উভয়াভাব।

তত্র তত্রোচিতৈ প্রীতিরাত্মন্যেবাতিশায়িনী।

অনাত্মনি তু তচ্ছেষে প্রীতিরন্যত্র নোভয়ম্ ॥ ৫০

অর্থ—তত্র তত্র উচিতৈ আত্মনি এব প্রীতিঃ অতিশায়িনী, তচ্ছেষে অনাত্মনি তু প্রীতিঃ; অন্তত্ৰ উভয়ম্ ন।

অনুবাদ—সেই সেই ব্যবহারে যে আত্মা উচিত বা যোগ্য তাহাতেই অতিশয় প্রীতি হয়, আর সেই সেই আত্মার শেষে অর্থাৎ উপকারক অনাত্মায় প্রীতি হয়; আর অন্তবস্তুর উভয়েরই অভাব।

টীকা—যে যে ব্যবহারে যে যে আত্মা যোগ্য, “তত্র তত্র”—সেই সেই ব্যবহারে “উচিত আত্মনি এব”—উচিত বা উপযোগী বলিয়া প্রধানভূত আত্মাতেই “প্রীতিঃ অতিশায়িনী”—নিরতিশয় প্রীতি হয়; “তচ্ছেষে”—সেই আত্মার শেষভূত অর্থাৎ ভোগ্যরূপ অনাত্মায় প্রীতি মাত্র হয়, নিরতিশয় প্রেম নহে, ইহাই ভাবার্থ। “অন্তত্ৰ”—সেই আত্মা ও তাহার শেষ বা উপকারক ভিন্ন অন্ত বস্তুতে, “ন উভয়ম্”—উভয় প্রকার প্রেমই নাই। এস্থলে অভিপ্রায় এই—যে বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় তাহাকে অন্তকূল বলা হয়। সুখ, দুঃখাভাব এবং তত্ত্বজ্ঞের সাধনেই লোকের ইচ্ছা হয়, অন্ত কিছুতে নহে। সেইহেতু সুখ, দুঃখাভাব ও এই উভয়ের দুইটি সাধন—এই চারিটিই অন্তকূল। কিন্তু তন্মধ্যে বিশেষ—যেহেতু আত্মা নিরতিশয় সুখ ও দুঃখাভাবরূপ, এই হেতু অতিশয় হইতেও অতিশয় অন্তকূণ; এই কারণে পরম প্রেমের বিষয় বলিয়া প্রিয়তম। ঐহিক ও পারত্রিক বিষয়জনিত সুখ যেহেতু ক্ষয় ও অতিশয় (বা তারতম্য) যুক্ত এবং সেই হেতু শোক ও ঈর্ষ্যারূপ দুঃখের কারণ, সেইহেতু আত্মার দ্বারা নিরতিশয় অন্তকূল না হইলেও অতিশয় অন্তকূল বটে—কিন্তু তাহাদের সাধনাপেক্ষা অধিক প্রীতির বিষয় বলিয়া প্রিয়তর; আবার সুখ ও দুঃখাভাবের সাধন, যেহেতু স্বরূপতঃ সুখ বা দুঃখাভাবরূপ নহে, কিন্তু তাহাদের উৎপত্তি বা আবির্ভাবে উপযোগী, এই হেতু তাহারা অন্তকূল এবং সেই হেতু প্রীতি মাত্রের বিষয় বলিয়া প্রিয়। উক্ত চারিটি ভিন্ন অন্ত কোনও বস্তু ইচ্ছার বিষয় হয় না; এই হেতু অন্তকূল নহে। কিন্তু

আত্মার প্রিয়তমভাসিদ্ধি : যোগে ও বিচারে তুল্যরূপ পরমানন্দতা লাভ ১০২

অনুকূল ও প্রতিকূল হইতে ভিন্ন উদাসীন এবং প্রতিকূল। এই কারণে প্রীতির বিষয় নহে বলিয়া প্রিয়ও নহে ; কিন্তু উপেক্ষা ও দ্বেষের বিষয় হয় বলিয়া উপেক্ষা ও দ্বেষ। ৫০

আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধি ; সর্ববৃত্তিতে অপ্রতীতি পূর্বক নিরোধরূপ  
যোগে এবং বিচারে তুল্যরূপ পরমানন্দতা লাভ।

১। প্রিয়তম, প্রিয়, উপেক্ষা ও দ্বেষা ভেদে বস্তু চতুর্বিধ ; অনাত্ম বস্তুতে প্রীতিমানের প্রতি তত্ত্বজ্ঞানীর যথার্থবচন দ্বারা একই উপদেশ, শিষ্যের প্রতি হইলে বর অন্তের প্রতি হইলে অভিসম্পাত ; এইরূপে আত্মা প্রিয়তম।

আর ৫০ শ্লোকে যে কথিত হইয়াছে “অন্য বস্তুতে উভয়েরই অভাব”—এই স্থলে অত্যাশ্চর্য্য অর্থ, আত্মার ভেদের উল্লেখ করিয়া নিরূপণ করিতেছেন :—

(ক) ৫০ শ্লোকোক্ত অত্যাশ্চর্য্য অর্থ নির্ণয়কালে  
বস্তু চতুর্বিধতা।  
উপেক্ষ্যং দ্বেষ্যমিত্যান্যদ্বেষা মার্গতৃণাদিকম্।  
উপেক্ষ্যং ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যমেবং চতুর্বিধম্ ॥ ৫১

অস্বয় অন্তঃ উপেক্ষ্যম্ দ্বেষ্যম্ ইতি দ্বেষা ; মার্গতৃণাদিকম্ উপেক্ষ্যম্ ; ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্যম্ এবম্ চতুর্বিধম্।

অনুবাদ—অত্যাশ্চর্য্য বস্তু উপেক্ষা ও দ্বেষাভেদে দুই প্রকার ; পথের তৃণাদি উপেক্ষা আর ব্যাঘ্রসর্পাদি দ্বেষ্য। এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়, প্রিয়, উপেক্ষা ও দ্বেষা এই চারি প্রকারের বস্তু।

টীকা—“অন্য”—অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া ৫০ শ্লোকে যে যে বস্তু উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহা “উপেক্ষ্যম্”—উপেক্ষার বিষয় এবং “দ্বেষ্যম্”—দ্বেষের বিষয়, “ইতি দ্বেষা”—এইরূপে দুই প্রকারের হইয়া থাকে। সেই দুই প্রকারের উদাহরণ দিয়া উল্লেখ করিতেছেন : “পথের তৃণাদি” ইত্যাদি। পথে বিস্তারিত তৃণ ঢেলা প্রভৃতি উপেক্ষ্য, আর আপনার উপদ্রবের হেতু যে ব্যাঘ্রাদি তাহা দ্বেষ্য, ইহাই ভাবার্থ। এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—“এই প্রকারে নিরতিশয় প্রিয়” ইত্যাদি। ৫১

উক্ত চতুর্বিধতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(খ) উক্ত চতুর্বিধতা  
প্রদর্শন : প্রীতি অনুসারে  
উক্ত চতুর্বিধ বিভাগে  
বস্তু নিয়ম নাই।  
আত্মা শেষ উপেক্ষ্যং চ দ্বেষ্যং চেতি চতুষ্পি।  
ন ব্যক্তিনিয়মঃ কিন্তু তত্ত্বং কার্য্যানুত্থাতথা ॥ ৫২

অস্বয় আত্মা শেষঃ চ উপেক্ষ্য চ দ্বেষ্যম্ ইতি, চতুষ্পি অপি ব্যক্তিনিয়মঃ ন, কিন্তু তত্ত্বং কার্য্যানুত্থাতথা।

অনুবাদ—আত্মা প্রিয়তম, আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়, অবশিষ্ট উপেক্ষা ও দ্বেষ্য—এই চারি প্রকার বস্তু ; বস্তুর এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই

অর্থাৎ প্রিয়তমত্ব প্রভৃতির স্বরূপের নিয়ম নাই; কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্য দ্বারা সেই সেই প্রিয়তমাদিরূপে ব্যবহৃত হয়।

টীকা—ভাল, আত্মা প্রভৃতি উক্ত চারিটি বস্তুর মধ্যে প্রিয়তমত্বাদি কি নিয়মিত অথবা অনিয়মিত? এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে বলিতেছেন—“এই চারি প্রকারেও ব্যক্তিনিয়ম নাই” ইত্যাদি। ‘আত্মা প্রভৃতি চারিটি বস্তু বিষয়ে এইটাই প্রিয়তম, এইটাই প্রিয়, এইটাই উপেক্ষা এবং এইটাই দ্বেষ, অল্প কোনটাই সেই সেই রূপ নহে’—এইরূপ নিয়ম নাই, ইহাই অর্থ। তাহা হইলে কিরূপ? তত্ত্বত্তরে বলিতেছেন—“কিন্তু তাহাদের নিজ নিজ কার্যদ্বারা” ইত্যাদি। সেই সেই উপকারাদিরূপ কার্যের তারতম্যামুসারে সেই সেই প্রিয়াদিরূপতা হয়। ইহাই অর্থ। ৫২

সেই নিয়মাতাব সকল স্থলেই বুঝা যাইতে পারে, ইহা দেখাইবার জন্য, দ্বেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ ব্যাভ্রও সেই নিয়মাতাব দেখাইতেছেন :—

স্বাদ্যাত্মঃ সম্মুখো দ্বেষো হ্যুপেক্ষ্যন্তু পরাঙ্মুখঃ।  
(গ) দ্বেষ বলিয়া প্রসিদ্ধ  
ব্যাভ্রও নিয়মাতাব। লালনাদনুকূলশ্চেবিনোদায়েতি শেষতাম্ ॥ ৫৩

অর্থ—ব্যাভ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষঃ স্ত্রাং, পরাঙ্মুখঃ চেং উপেক্ষ্যঃ লালনাং অনুকূলঃ বিনোদায় হি, ইতি শেষতাম্।

অনুবাদ—ব্যাভ্র যদি সম্মুখীন হয় তবে দ্বেষ হয়; যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায়, তবে উপেক্ষা হয়; যদি লালনদ্বারা অনুকূল হয়, তবে চিত্ত-বিনোদনের জন্য সে শেষতাই প্রাপ্ত হয়—উপকারক বা আত্মসুখ সাধনই হয়।

টীকা—“ব্যাভ্রঃ সম্মুখঃ দ্বেষঃ”—ব্যাভ্র যখন আমাদের ভক্ষণ করিবার জন্য আগমন করে তখন দ্বেষের বিষয় হয়, সেই ব্যাভ্রই “চেং পরাঙ্মুখঃ”—যদি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যায় তখন “উপেক্ষ্যঃ ভবতি”—উপেক্ষার বিষয় হয়; আবার সেই ব্যাভ্রই “যদি লালনাং অনুকূলঃ”—যদি লালনদ্বারা আপনার অনুকূল বা সুখসাধন হয়, “তদা বিনোদায়”—তখন চিত্তবিনোদনের কারণ অর্থাৎ আত্মসুখ সাধন হয়; “ইতি”—এই প্রকারে “শেষতাম্”—নিজের উপকারক বলিয়া প্রিয়তা প্রাপ্ত হয়, ইহাই ভাবার্থ। ৫৩

ভাল, একই বস্তুর প্রিয়তা প্রভৃতি তিন ধর্ম অঙ্গীকার করিলে ব্যবহারের ত’ ব্যবস্থা হইবে না; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

ব্যক্তীনাম্ নিয়মো মা ভুল্লক্ষণান্তু ব্যবস্থিতঃ।  
(ঘ) প্রিয়াদি ব্যবহারের  
ব্যবস্থা ও লক্ষণ।  
আনুকূল্যং প্রাতিকূল্যং দ্বয়াভাবশ্চ লক্ষণম্ ॥ ৫৪

অর্থ—ব্যক্তীনাম্ নিয়মঃ মা ভূং, লক্ষণাং তু ব্যবস্থিতঃ; আনুকূল্যম্ প্রাতিকূল্যম্  
দ্বয়াভাবঃ চ লক্ষণম্।

অমুবাদ—ব্যক্তিগত নিয়ম না থাকিলেও (অমুকুলতাদিরূপ) লক্ষণদ্বারা সেই সেই ব্যবস্থা সিদ্ধ হয়; অমুকুলতা, প্রতিকূলতা ও তদুভয়ের অভাব, ইহাই প্রিয়ত্বাদির লক্ষণ।

টীকা—ব্যক্তির অর্থাৎ প্রিয়তা প্রভৃতির যে স্বরূপ তাহার নিয়মভাব হইলেও, লক্ষণানুসারে ব্যবস্থা হইবে, ইহাই অর্থ। প্রিয়তা প্রভৃতির লক্ষণ কি? এইরূপ জিজ্ঞাসা হইতে পারে বলিয়া, সেই প্রিয়, দ্বেষ ও উপেক্ষার লক্ষণ বলিতেছেন—অমুকুলতা, প্রতিকূলতা বা দুঃখসাধনতা দ্বেষের লক্ষণ; আর অমুকুলতা ও প্রতিকূলতা এই উভয়েবই অভাব উপেক্ষার লক্ষণ। ৫৪

৫১ হইতে ৫৪ পর্য্যন্ত এই কয়েকটি শ্লোক রচনা দ্বারা প্রতিপাদিত অর্থ মুমুক্শুগণ যাহাতে সহজে বুঝিতে পারে, সেইজন্য সংক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন—

(৬) প্রতিপাদিত অর্থের সংক্ষেপে বর্ণন। সেই আত্মা প্রেয়ান্ প্রিয়ঃশেষো দ্বেষোপেক্ষ্যে তদন্যয়োঃ ইতি ব্যবস্থিতো লোকো যাজ্ঞবল্ক্যমতং চ তৎ॥৫৫

অর্থ—আত্মা প্রেয়ান্, শেষঃ প্রিয়ঃ, তদন্যয়োঃ দ্বেষোপেক্ষ্যে, ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ তৎ চ যাজ্ঞবল্ক্যমতম্।

অমুবাদ—আত্মা হইতেছেন প্রিয়তম; আত্মার শেষ বা উপকারক প্রিয়; আর তদ্বিন্ন অপর সকল বস্তু দ্বেষ্য ও উপেক্ষ্য; এই প্রকারে লোক ব্যবহারে ব্যবস্থা আছে। আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও মত।

টীকা—“আত্মা”—প্রত্যক্ (আন্তর) আনন্দ, “প্রেয়ান্”—অতিমাত্র প্রিয়; “শেষঃ”—আত্মার সহিত সম্বন্ধ প্রাপ্ত বস্তু প্রিয়; “তদন্যয়োঃ”—সেই আত্মা এবং আত্মাব শেষ বা উপকারক এই উভয় হইতে ভিন্ন—ব্যত্ৰ ও পৃথক্ তৃণাদিরূপ, প্রতিকূলতার এবং অমুকুলতা-প্রতিকূলতা এতদুভয়ের রাহিত্যানুসারে যথাক্রমে দ্বেষ ও উপেক্ষ্য হয়; “ইতি লোকঃ ব্যবস্থিতঃ”—এই চারিপ্রকারে লৌকিক ব্যবহার ব্যবস্থা বা ভেদ প্রাপ্ত হয়। উক্ত চারি প্রকারের অতিরিক্ত আর কিছুই নাই, ইহাই অভিপ্রায়। এই অর্থ শ্রুতিরও অভিমত, ইহাই বলিতেছেন—“আর ইহা যাজ্ঞবল্ক্যের মত।” আত্মা প্রভৃতির যে প্রিয়তমত্বাদি তাহা যাজ্ঞবল্ক্যেরও সম্মত। ৫৫

বৃহদারণ্যকোপনিষদের কেবল মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণ নামক প্রকরণই আত্মার প্রিয়তমতা-বর্ণিত হইয়াছে এইরূপ নহে, “পুরুষবিধ” ব্রাহ্মণেও তাহা বর্ণিত হইয়াছে—ইহা দেখাইবার জন্য সেই পুরুষবিধ ব্রাহ্মণের বাক্যের অর্থ সংক্ষেপে বলিতেছেন—

(৫) আত্মার প্রিয়তমতা বিষয়ে বৃহদারণ্যকোপনিষদের অন্তর্গত ‘পুরুষবিধ’ ব্রাহ্মণবাক্যের অর্থ। অন্যত্রাপি শ্রুতিঃ প্রাহ পুত্রাদিত্তাত্তথান্যতঃ। সৰ্ব্বস্বাদান্তরং তত্ত্বং তদেতৎ প্রেয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্ ॥ ৫৬

অর্থ—“পুত্রাং বিভাৎ তথা অন্ততঃ সৰ্ব্বস্বাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম্, তৎ এতৎ প্রেয়ঃ ঈক্ষ্যতাম্”—অন্তত্র অপি শ্রুতিঃ প্রাহ।



অনুবাদ—“পুত্র বিত্ত এবং অগ্ন্যায় সমুদয় বস্ত্র ইহাতে আভ্যন্তর তত্ত্ব যে আত্মা, তাহাকেই এই প্রিয়তম বলিয়া দেখ অর্থাৎ জান”—শ্রুতি স্থানান্তরেও এইরূপ বলিয়াছেন।

টীকা—[ তৎ এতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ঃ বিত্তাৎ, প্রেয়ঃ অগ্ন্যাৎ সর্ক্স্যাৎ অন্তরতরম্ যদয়ম্ আত্মা—বৃহদা, উ, ১।৪।৮ ]—( অগ্ন বস্ত্র ত্যাগ করিয়া আত্মারই উপাসনা করিতে হইবে কেন, তাহার কারণ প্রদর্শনার্থ বলিতেছেন ) সর্কাপেক্ষা অন্তরতম অর্থাৎ সন্নিহিত যে এই আত্মাতত্ত্ব ইহা পুত্র অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষাও অধিক প্রিয়, এমন কি অগ্ন সমস্ত হইতেই অধিক প্রিয়—এই বাঞ্চাদ্বারা, পুত্র এবং গৃহ, ক্ষেত্র, পশু প্রভৃতিরূপ, “সর্ক্স্যাৎ আন্তরম্ তত্ত্বম্”—সমস্ত পদার্থ হইতে আন্তর আত্মাতত্ত্বের প্রিয়তমতা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৫৬

ভাল, শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তদ্বারা আলোচ্য বিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

(ছ) শ্রুতি বিচার দ্বারা  
আলোচ্য সাক্ষার  
মুখ্যাত্মাসিদ্ধি; সেই  
বিচারের স্বরূপ।

শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যয়ং সাক্ষ্যে বাত্মা ন চেতরঃ।  
কোশান্ পঞ্চ বিবিচ্যাত্তর্ক্সস্তদৃষ্টিবিচারণা ॥ ৫৭

অর্থ—শ্রৌত্যা বিচারদৃষ্ট্যা অয়ম্ সাক্ষী এব আত্মা; ইতরঃ চ ন। পঞ্চ কোশান্ বিবিচ্য অন্তর্ক্সস্তদৃষ্টিঃ বিচারণা।

অনুবাদ—শ্রুত্যানুসারিণী বিচারদৃষ্টিদ্বারা এই সাক্ষী চৈতন্যকেই আত্মা বলিয়া পাওয়া যায়, অত্ন কিছুকেই নহে, পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া যে অন্তর্ক্সস্ত-দর্শন, তাহাই বিচার।

টীকা—“বিচারদৃষ্ট্যা”—শ্রুত্যর্থের পর্যালোচনারূপ বিচার দ্বারা, সাক্ষীরই মুখ্যাত্মতা সিদ্ধ হয়, অত্নের অর্থাৎ পুত্রাদির নহে, ইহাই অর্থ। এস্থলে “বিচারদৃষ্ট্যা” এইরূপ যে বলা হইল, সেই বিচারের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—“পঞ্চকোশ হইতে পৃথক্ করিয়া” ইত্যাদি। অন্নময় প্রভৃতি “পঞ্চ কোশান্”—পঞ্চ কোশকে তৈত্তিরীয়োপনিষদে ( ভৃগুবলী ২য় হইতে ৬ষ্ঠ অনুবাকে ) বর্ণিত প্রকারে আত্মা হইতে পৃথক্ করিয়া সেই সেই কোশ সমূহের অভ্যন্তরে স্থিত আত্মার যে অনুভব, তাহাই বিচারণা শব্দের অর্থ। ৫৭

অভ্যন্তরে অবস্থিত বস্তুকে কি প্রকারে দর্শন করিতে হইবে তাহাই বলিতেছেন :—

জাগরস্বপ্নশুপ্তীনামাগমাপায়ভাসনম্।

(জ) অভ্যন্তর বস্তুর  
দর্শন প্রকার।

যতো ভবত্যসাবাত্মা স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ ॥ ৫৮

অর্থ—জাগরস্বপ্নশুপ্তীনাম্ আগমাপায়ভাসনম্ যতঃ ভবতি অসৌ স্বপ্রকাশ-চিদাত্মকঃ আত্মা।

অনুবাদ—জাগ্রৎ স্বপ্ন ও সুষুপ্তির আবির্ভাব ও তিরোভাব যাহা দ্বারা প্রকাশিত হয়, তিনিই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা।

টীকা—জাগ্রৎ প্রভৃতি অবস্থাসমূহের মধ্যে উত্তরোত্তর অবস্থার উৎপত্তি ও পূর্ব পূর্ব অবস্থার নিরুত্তি যে নিত্যচৈতন্য সাক্ষীর দ্বারা প্রকাশিত হয়, “অসৌ স্বপ্রকাশচিদাত্মকঃ আত্মা”—তাহাই স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ আত্মা, ইহাই অর্থ। ৫৮

৫৬ শ্লোকোক্ত প্রতিবচনের অর্থ সংক্ষেপে প্রদর্শন করিতেছেন :—

৪) আত্মার উপকারক

৭ হইতে ধন পর্যন্ত বস্তু-  
সমূহের আপেক্ষিক  
দ্বৈততা এবং তদনুসারে  
প্রীতির তারতম্য।

শেষাঃ প্রাণাদিবিভক্তাস্তা আসন্নাস্তারতম্যতঃ।

প্রীতিস্তুত্বা তারতম্যান্তেষু সর্বেষু বীক্ষ্যতে ॥ ৫৯

অর্থ—শেষাঃ প্রাণাদিবিভক্তাস্তাঃ তারতম্যতঃ আসন্নাস্তাঃ। তথা তেষু সর্বেষু তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে।

অনুবাদ—আত্মার শেষ বা উপকারক ভোগ্য সামগ্রীরূপ, প্রাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বিস্তৃত পর্য্যন্ত পদার্থ ন্যূনাধিকরূপে আত্মার সমীপবর্তী; সেই সামীপ্যের তারতম্যানুসারে সেই সকল পদার্থে লোকের প্রীতি ন্যূনাধিক দৃষ্ট হয়।

টীকা—সাক্ষী হইতে ভিন্ন “প্রাণাদিবিভক্তাস্তাঃ”—প্রাণ প্রভৃতি হইতে ধন পর্য্যন্ত যে সকল পদার্থ পরবর্তী শ্লোকে বর্ণিত হইবে তাহার, “তারতম্যেন”—ন্যূনাধিকরূপে আত্মার “আসন্নাস্তাঃ”—সমীপবর্তী। সেই ন্যূনাধিকরূপে সমীপবর্তিতাবিষয়ে (অনুভবরূপ) কারণ প্রদর্শন করিতেছেন—‘সেই সেই সামীপ্যের’ ইত্যাদি। যে পরিমাণে আসন্নতার অর্থাৎ আত্মসমীপতার তারতম্য, সেই পরিমাণেই “তেষু সর্বেষু”—সেই প্রাণাদিতে, “তারতম্যাৎ প্রীতিঃ বীক্ষ্যতে”—তারতম্যানুসারে সকল লোকের প্রীতি দেখা যায়, ইহাই অর্থ। ৫৯

প্রীতির তারতম্যানুসারে অনুভব স্পষ্ট করিয়া বর্ণন করিতেছেন :—

বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ পুত্রাৎ পিতৃঃ পিতৃান্তবেদ্রিয়ম্।

৫) প্রীতির তারতম্যতার

সঙ্গীকরণ।

ইন্দ্রিয়াচ্চ প্রিয়ঃ প্রাণঃ প্রাণাদাত্মা প্রিয়ঃ পরঃ ॥ ৬০

অর্থ—বিত্তাৎ পুত্রঃ প্রিয়ঃ, পুত্রাৎ পিতৃঃ, তথা পিতৃাৎ ইন্দ্রিয়ম্, ইন্দ্রিয়াৎ চ প্রাণঃ প্রিয়ঃ, প্রাণাৎ আত্মা পরঃ প্রিয়ঃ।

অনুবাদ—বিস্তৃত আপেক্ষা পুত্র প্রিয়, পুত্র আপেক্ষা পিতার দেহ প্রিয়; দেহ আপেক্ষা ইন্দ্রিয় প্রিয়; ইন্দ্রিয় আপেক্ষা প্রাণ অর্থাৎ তত্ত্বপলঙ্কিত মন প্রিয়; প্রাণোপলঙ্কিত মন আপেক্ষা আত্মা পরম প্রিয়।

টীকা—এস্থলে প্রাণপদ দ্বারা প্রাণোপলঙ্কিত মনকে বুঝিবার কারণ। এই যে, প্রথমতঃ নই বরূপানন্দের প্রতিবিষয়ের গ্রাহক এবং ইন্দ্রিয় সমূহের প্রেরক বলিয়া তাহাদের স্বামী;

বিত্যক্তঃ নেত্রাণি ইন্দ্রিয় বধন পীড়াবশতঃ মনের বিক্ষেপের কারণ হয় তখন লোক মনোহুত থাকিয়া বলে এই ইন্দ্রিয়টি তিরোহিত হইলেই আমি বাচি (স্থূখে থাকি), এইহেতু প্রাণনব দ্বারা মনকে বৃত্তিতে হইবে। কিন্তু মনের সঞ্চার বা মেহ হইতে বহির্গমন প্রাণকে পরিত্যাগ করিয়া হয় না; এইহেতু প্রাণেরই উল্লেখ হইয়াছে। যাহা হউক লোকটির অভিপ্রায় এই—সকল লোকেই পুত্রভাদ্রাদির বিপন্নিস্বরণের অন্তর ধন ব্যয় করিয়া থাকে এবং নিজদেহ রক্ষা করিবার অন্তর কখন কখন পুত্রাদিকেও দান বা বিক্রয় করিয়া থাকে; ইন্দ্রিয়ের বিলোপ পরিহার করিবার অন্তর তাড়ন বা অস্ত্রোপচারাদিরূপ দেহপীড়া স্বীকার করিয়া থাকে; আবার মরণ সম্ভাবনা ঘটিলে, তাহার পরিহারের অন্তর ইন্দ্রিয় বিকলতা বা অঙ্গাদির ছেদন (amputation) স্বীকার করে। এইহেতু ধন হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাণ পর্যন্ত পদার্থ সমূহে উত্তরোত্তর প্রিয়তার আধিক্য সকলেরই নিজ নিজ অমুভবসিদ্ধ। আর আত্মা যে নিরতিশয় প্রেমাম্পদরূপে প্রিয়তম তাহা বিদ্বান্দিগের অমুভবসিদ্ধ। ৬০

এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা শ্রোত প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ হইলেও, তদ্বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর মধ্যে বিবাদের নিবৃত্তি করিবার অন্তর শ্রুতি সেই বিবাদের বর্ণন করিয়াছেন, ইহাই বলিতেছেন :—

(৬) আত্মার প্রিয়তমতা  
বিষয়ে জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর  
মধ্যে বিবাদ, শ্রুতিবর্ণিত,  
বিবাদের সিদ্ধান্ত নির্ণয়।

এবং স্থিতে বিবাদোহত্র প্রতিবুদ্ধবিমুচয়োঃ ।  
শ্রুত্যোদাহারি তত্রাত্মা প্রেম্যানিত্যেব নির্ণয়ঃ ॥৬১

অর্থ—এবং স্থিতে অত্র প্রতিবুদ্ধবিমুচয়োঃ বিবাদঃ শ্রুত্যা উদাহারি; তত্র আত্মা প্রেম্যান্ ইতি এব নির্ণয়ঃ ।

অনুবাদ—এই প্রকারে আত্মার প্রিয়তমতা সিদ্ধ হইলেও এই প্রিয়তমতা লইয়া জ্ঞানীর ও অজ্ঞানীর মধ্যে যে বিবাদ, তাহা শ্রুতিকর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে; সেই বিবাদে আত্মাই যে নিরতিশয় প্রিয় ইহাই নির্ণীত হইয়াছে।

টীকা—সেই নির্ণয়ের বর্ণন করিতেছেন—সেই বিবাদে কি প্রকার নির্ণয় হইয়াছে? উত্তরে বলিতেছেন—“সেই বিবাদে”—ইত্যাদি। সেই বিবাদে আত্মা যে প্রিয়তম তাহাই উপপাদিত হওয়ার, আত্মার প্রিয়তমতা নির্ণয় হইয়াছে। ৬১

সেই বিবাদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

সাক্ষ্যেব দৃশ্যাদত্মাত্মাং প্রেম্যানিত্যাহ তত্ত্ববিৎ ।

(৪) জ্ঞানী ও অজ্ঞানীর

মধ্যে সেই বিবাদের বর্ণন

প্রেমান্ পুত্রাদিরেবেমং ভোক্তৃং সাক্ষীতি স্মৃত্বধীঃ ॥ ৬২

অর্থ—সাক্ষী এব অজ্ঞানঃ দৃশ্যং প্রেম্যান্ ইতি তত্ত্ববিৎ আহ । প্রেম্যান্ পুত্রাদিঃ এব, সাক্ষী ইত্যুদাহারঃ ইতি স্মৃত্বধীঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—তত্ত্বজ্ঞানী বলেন সাক্ষীই অগ্র দৃশ্য পদার্থ অপেক্ষা প্রিয় ; কিন্তু মূঢ় ব্যক্তি বলে পুত্রাদিই প্রিয়তম ; পুত্রাদিজনিত সুখভোগের নিমিত্তই সাক্ষিচৈতন্য প্রিয় । ৬২

আত্মতির বস্তুর প্রিয়তা লইয়া প্রেমকারীর বিভাগ করিয়া উত্তর দিবার জন্য সেইরূপ প্রেমকারীর (বানীর) বিভাগ বর্ণন করিতেছেন :—

ড) আত্মতির বস্তুর প্রিয়তা

বিষয়ে প্রথম শিরকণ্ঠক হইলে জ্ঞানীর উত্তর বর্ণ-  
বরণ, প্রতিবাদিকণ্ঠক হইলে, শাপবরণ।

আত্মনোহন্যং প্রিয়ং ক্রতে শিষ্যশ্চ প্রতিবাদ্যপি ।

তস্যোত্তরং বচোবোধশাপৌ কুর্য্যাস্তয়োঃ ক্রমাৎ॥৬৩

অর্থ—শিষ্যঃ চ প্রতিবাদী অপি আত্মনঃ অন্তম্ প্রিয়ং ক্রতে ; তয়োঃ তস্য উত্তরম্ বচঃ ক্রমাৎ বোধশাপৌ কুর্য্যাত্ ।

অনুবাদ—যাহারা আত্মব্যতীত বস্তুকে প্রিয় বলে, তাহারা হয় শিষ্য, না হয় প্রতিবাদী ; উক্ত প্রেমের জ্ঞানীর উত্তররূপ বচন, তত্ত্বজ্ঞের মধ্যে শিষ্যের পক্ষে জ্ঞানোৎপাদক, এবং অজ্ঞের পক্ষে অভিসম্পাতরূপ ।

টীকা—জ্ঞানীর উত্তর কখন তত্ত্বজ্ঞের নিকট কি প্রকার প্রতিভাত হয়, তাহাই বলিতেছেন—“উক্ত প্রেমের জ্ঞানীর উত্তর বচন”—ইত্যাদি ; “তয়োঃ”—শিষ্য ও প্রতিবাদী এতদ্ব্যতীত সৰ্ব্বদে ; “তত্ত্ব”—প্রমত্ত বচনের ; “উত্তরম্ বচঃ”—জ্ঞানিকণ্ঠক প্রত্যুত্তরবাক্য। “ক্রমেণ”—যথাক্রমে ; “বোধশাপৌ”—বোধরূপ ফল উৎপাদন করে কিবা অভিসম্পাতরূপ হয় । ৬৩

জ্ঞানীর প্রতিবচন প্রদানরূপ বাক্যটি [ সঃ যঃ অন্তম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ক্রবাণঃ ক্রমাৎ প্রিয়ম্ রোহততি ইতি, ভৈষ্যঃ হ তথা এব স্তাৎ—বৃহদা উ, ১।৪।৮ ]—আত্মতত্ত্ব লোক দৈব অর্থাৎ অলৌকিক শক্তিবিশেষ লাভ করিয়া থাকেন ; তিনি, যে ব্যক্তি আত্মতির বস্তুকে অধিকতর প্রিয় বলে, তাহাকে যদি বলেন, ‘তোমার অতিমত প্রিয় বস্তু “রোহততি”—নিরোধম্ শ্রাপ্ততি বিনশতি’—তাহা হইলে ঠিক সেইরূপই হইবে—ইহা ৬৩ শ্লোকোক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যাহতি পরবর্তী বাক্য—ইহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৬) জ্ঞানীর উত্তরের প্রিয়ং স্থাৎ রোহততীত্যেবমুত্তরং ব্যক্তি তত্ত্ববিৎ ।

আকার, শিষ্যের পুত্রাদি-  
বিষয়ে দ্বিগুণ কথিত

প্রিয়তার দোষদুষ্টি ।

স্বোক্তপ্রিয়স্য দৃষ্টত্বং শিষ্যো বোদ্ধি বিবেকতঃ ॥ ৬৪

অর্থ—উক্তবিৎ “প্রিয়ম্ স্বাম্ রোহততি” ইতি এবং উত্তরম্ ব্যক্তি ; শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়স্য বিবেকতঃ দৃষ্টত্বম্ বোদ্ধি ।

অনুবাদ—তত্ত্বজ্ঞানী এইরূপ উত্তর দেন ‘তোমার অতিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে

কাদাইবে \* ইহার দ্বারা শিষ্য আপনাত্মা অভিমত প্রিয় বস্তুর বিচারদ্বারা তাহাকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিয়া যান।

টীকা—“তত্ত্ববিতং” তত্ত্বজ্ঞানী, শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়ের প্রতি, যে শিষ্য, যে প্রতিবাদী “প্রিয়ম্”—তোমার অভিপ্রেত পুস্তাদিক্রম প্রিয়বস্ত্র, আপনাত্মা বিনাশদ্বারা, “যাম্”—তোমাকে অর্থাৎ শিষ্যকে অথবা প্রতিবাদীকে; “রোহিত্যন্তি”—‘রোহিত্যন্তি’ রোহিত্য করাইবে (?) “ইতি এবম্”—এই অর্থের বচনদ্বারা “উত্তরম্ ব্যক্তি”—প্রতিবচন দিয়া থাকেন, বলেন। এই একটীমাত্র বাক্য কি প্রকারে শিষ্য ও প্রতিবাদী এই উভয়েরই উত্তররূপ হইল? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, শিষ্যের প্রতি সেই বাক্য যে প্রকারে উত্তররূপ হইল, তাহাই সর্গ চারিটি শ্লোকে অর্থাৎ ৬৪ শ্লোকের শেষাঙ্গ হইতে ৬৮ শ্লোক পর্যন্ত বাক্য প্রদর্শন করিতেছেন—“ইহার দ্বারা শিষ্য আপনাত্মা অভিমত” ইত্যাদি। “শিষ্যঃ স্বোক্তপ্রিয়ন্ত”-শিষ্য নিজে যে পুস্তাদিকে প্রীতির বিষয় মনে করিয়া বর্ণনা করিলেন, তাহাই “বিবেকতঃ”—অর্থে (৬৫ শ্লোকে) বর্ণিত দোষের বিচারদ্বারা—“হুত্বম্ বেত্তি”—তাহাদিগকে দোষযুক্ত বলিয়া বুঝিতে পারেন। ৬৪ সেই দোষবিচারের প্রকার তিনটি শ্লোকদ্বারা দেখাইতেছেন:—

(৭) পুস্তাদিতে দোষ-  
দৃষ্টির বর্ণন।

অলভ্যমানস্তনয়ঃ পিতরৌ ক্লেশয়েচ্চিরম্।

লক্কোহপি গর্ভপাতেন প্রসবেন চ বাধতে ॥ ৬৭

অর্থ—তনয়ঃ অলভ্যমানঃ পিতরৌ চিরম্ ক্লেশয়েৎ; লক্কঃ অপি গর্ভপাতেন চ প্রসবেন বাধতে।

অনুবাদ ও টীকা—তনয় অপ্রাপ্ত থাকিলে অর্থাৎ না জন্মিলে, পিতামাতাকে দীর্ঘকাল ধরিয়া অর্থাৎ যতদিন না জন্মে ততদিন ধরিয়া মনঃক্লেশ প্রাপন করিয়া থাকে; আবার গর্ভে আসিলে গর্ভপাত ও প্রসব যন্ত্রণাদ্বারা মাতার পীড়া-দায়ক হয়। ৬৫

জাতস্য গ্রহরোগাদিঃ কুমারস্য চ মূৰ্ছতা।

উপনৌতেহপ্যবিদ্যত্মমুদ্বাহশচ পঞ্জিতে ॥ ৬৬

\* “প্রিয়ম্ যাম্ রোহিত্যন্তি”—মূলের এই শব্দত্রয়ের ব্যাখ্যা টীকাকার রামকৃষ্ণ ইহার অর্থ করিলেন ‘তোমার অভিপ্রেত পুস্তাদিক্রম প্রিয় নিম্নবিনাশদ্বারা তোমাকে কাদাইবে’—কিন্তু ভাষ্যকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—“প্রিয়ম্ তব অভিমতম্ পুস্তাদিক্রমম্ রোহিত্যন্তি আবরণম্ প্রাপনং রোহিত্যন্তি বিনাক্রান্তি ইতি—‘তোমার (অভিমত) প্রিয় পুস্তাদি নিরোধ প্রাপ্ত হইলে বিনষ্ট হইবে।’ ভাষ্যকার—“রোহিত্যন্তি” পদটি রূপ-ব্যতীত নিশ্চয় বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন; টীকাকার রামকৃষ্ণ লিখিতেছেন “রোহিত্যন্তি রোহিত্যন্তি”—রূপ-ব্যতীত (ভাষ্য) প্রয়োজ্য বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। বক্তব্যঃ ইহার অর্থ ‘তোমাকে নিম্নমুদ্বাহশচ, মোক্ষ পাইতে দিবে না’—এইরূপ অর্থই যুক্তিসঙ্গত হয়।

অধর—জাতস্ত গ্রহরোগাদিঃ, চ কুমারস্ত মূৰ্খতা, উপনীতে অপি অবিত্ত্বম্, চ পণ্ডিতে  
অমৃতাঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—অবিস্মে জাত বালকের বাল্যকালে গ্রহ ও রোগ (শনৈশ্চরাদি  
গ্রহবৈগুণ্য অথবা পেঁচোয় পাওয়া) এবং শৈত্যাদি জনিত রোগ (ঘুড়ি ইত্যাদি)—  
চিন্তার কারণ হয় ; আবার পাঁচ বৎসরের পর পৌগণ্ডাবস্থা প্রাপ্ত বালকের (অধ্যয়-  
নাভাবজনিত) মূৰ্খতা পিতামাতার হুশ্চিন্তার কারণ হয় ; আবার উপনয়ন  
সংস্কারের পর বালকের বিদ্যাহীনতা, আবার বালক বিদ্বান্ হইলে পর তাহার  
বিবাহ হইল না বলিয়া পিতামাতার হুশ্চিন্তার বিষয় হয় । ৬৬

পুনশ্চ পরদারাদি দারিদ্র্যং চ কুটুম্বিনঃ ।

পিত্রোহুঃখস্ত নাস্ত্যন্তো ধনী চোন্মুয়তে তদা ॥ ৬৭

অধর—পুনঃ চ পরদারাদি চ কুটুম্বিনঃ দারিদ্র্যম্ ধনী চেৎ তদা ত্রিয়তে ; পিত্রোঃ হুঃখস্ত  
ন অন্তঃ অস্তি ।

অমুবাদ ও টীকা—আবার বিবাহ হইলে পরও পুত্রের পরদারাত্যাসক্তি লইয়া  
কিন্তু বহুকুটুম্ব হইলে পুত্রের দরিদ্রতা লইয়া অথবা পুত্র ধনী হইয়া মরিলে তাহার  
মৃত্যু, পিতামাতার হুঃখের কারণ হয় । এই হেতু তাহাদের পুত্রজনিত হুঃখের  
অন্ত নাই । ৬৭

এই প্রকারে ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত পুত্রজনিত দোষসমূহের বর্ণন স্ত্রী, ধন প্রভৃতি  
সকল বিষয়ক দোষের উপলক্ষণ মাত্র বলিয়া বুঝিতে হইবে । ( ধন ও স্ত্রী বিষয়ক দোষের বর্ণন  
পূর্বে ৭।১৩২, ১৪০ শ্লোকে বর্ণিত হইয়া গিয়াছে ) :—

এবংবিবিচ্য পুত্রাদৌ প্রীতিং ত্যক্তা নিজাত্মনি ।

নিশ্চিত্য পরমাং প্রীতিং বীকতে তমহনিশম্ ॥ ৬৮

অধর—এবম্ পুত্রাদৌ বিবিচ্য প্রীতিম্ ত্যক্তা নিজাত্মনি পরাম প্রীতিম্ নিশ্চিত্য তম্  
অহনিশম্ বীকতে ।

অমুবাদ—এইরূপ বিচার দ্বারা পুত্র প্রভৃতিতে প্রীতি পরিত্যাগ করিয়া  
ঈয় আত্মায় পরম প্রীতি স্থির করিয়া, তাহাকেই নিরন্তর দর্শন করিতে হয় ।

টীকা—“এবম্”—এই অর্থাৎ ৬৪ শ্লোক হইতে বর্ণিত প্রকারে “পুত্রাদৌ”—পুত্র প্রভৃতি  
সমূহ বিষয়ে, “বিবিচ্য”—বিভিন্ন দোষসমূহকে বিভাগ করিয়া জানিয়া তাহাতে “প্রীতিম্  
পরিত্যজ্য”—প্রীতির পরিহার করিয়া, “নিজাত্মনি”—প্রত্যগাত্মরূপ সাক্ষীতে “পরমাম্ প্রীতিম্

নিশ্চিত্য” —নিরতিশয় প্রীতি নিশ্চয় করিয়া “তন্” —সেই প্রত্যগাত্মাকেই, “অহমিশ্ব” —সর্ব্বা  
“বীক্ষতে” —দেখিতে হয়, তাঁহারই অনুসন্ধান করিতে হয়। ৬৮

“তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু তোমাকে কঁদাইবে” —এই বাক্যটি প্রতিবাদীর প্রতি  
অভিসম্পাতরূপ হয় কি প্রকারে, তাহাই স্পষ্ট করিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ত) প্রতিবাদীর প্রতি **আগ্রহাদ্রক্ষ্যবিদ্যেবাদপি পক্ষমুখ্যতঃ।**  
জ্ঞানীর (৬৩ শ্লোকোক্ত  
বচন অভিসম্পাত স্বরূপ **বাদিনো নরকঃ প্রোক্তো দোষশ্চ বহুযোনিষু ॥ ৬৯**

অর্থ—আগ্রহাৎ ব্রহ্মবিদ্বৎ দোষাৎ অপি পক্ষম্ অমুখ্যতঃ বাদিনঃ নরকঃ চ বহুযোনিষু দোষঃ  
প্রোক্তঃ।

অনুবাদ—প্রতিবাদী যদি আগ্রহবশতঃ কিম্বা তত্ত্বজ্ঞের প্রতি দ্বেষবশতঃ  
নিজের পক্ষ (পুত্রাদির প্রিয়তারূপ পক্ষ) ত্যাগ না করে, তাহা হইলে তাহার  
নরকপ্রাপ্তি এবং তির্থাগাদি বহু জন্মে জন্মে পুত্রাদি ইষ্টবিয়োগরূপ অনিষ্ট প্রাপ্তি  
হয়; ইহা তত্ত্বজ্ঞানিকর্তৃক কথিত হইয়াছে।

টীকা—“আগ্রহাৎ”—প্রতিবাদী যদি ‘আমি যে বলিয়াছি, পুত্রাদিই প্রিয়তম, সেই  
পুত্রাদির প্রতি প্রীতি আমি ত্যাগ করিব না’—এইরূপ আগ্রহবশতঃ; “ব্রহ্মবিদ্বৎ দোষাৎ”—‘এই  
তত্ত্বজ্ঞানী যাহা বলিতেছেন, তাহা আমি উদ্ভাইয়া দিব’—এই প্রকার ব্রহ্মবেত্তার প্রতি দ্বেষবশতঃ,  
“পক্ষম্ অমুখ্যতঃ”—পুত্রাদির প্রিয়তাকথনরূপ পক্ষের পরিহার না করেন, তাহা হইলে “বাদিনঃ  
নরকঃ”—প্রতিবাদীর প্রতি নরকপ্রাপ্তি এবং “বহুযোনিষু দোষঃ প্রোক্তঃ”—তির্থাগাদিরূপ অনেক  
জন্মে পুত্রভাণ্ডাদিরূপ প্রিয়ের বিয়োগ এবং অনিষ্টপ্রাপ্তিরূপ দোষ, যে জ্ঞানী বলেন তোমার  
অভিমত প্রিয় তোমাকে কঁদাইবে, সেই জ্ঞানিকর্তৃক কথিত হইয়াছে। ৬৯

ভাল, তত্ত্বজ্ঞানীর দ্বারা কথিত একই বাক্য শিষ্যের প্রতি উপদেশরূপ এবং বাদীর প্রতি  
শাপরূপ, এই প্রকারে তাহার দুইটি বিকল্পরূপ কি প্রকারে ঘটিতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন  
হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন উত্তরদাতা তত্ত্বজ্ঞানী (যাহাকে প্রিয়তমতা বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়)  
ঈশ্বররূপ বলিয়া, তাঁহারই অভিপ্রায়ানুসারে তাঁহার উত্তরের উপদেশরূপতা এবং শাপরূপতা ঘটিবে  
এই অভিপ্রায় লইয়া উক্ত অর্থের প্রতিপাদক [ঈশ্বরঃ হ তথা এব শ্রীং]—আত্মতত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তি  
ঈশ্বর \* \* \* তিনি যদি বলেন তোমার অভিমত প্রিয় বস্তু বিনষ্ট হইবে, তাহা হইলে ঠিক সেই-  
রূপই হইবে; এই অব্যবহিত পরবর্তী বাক্যের অর্থ বলিতেছেন :—

(১) তত্ত্বজ্ঞানী ঈশ্বররূপঃ;  
সেই ঈশ্বরতাবিশেষে  
অব্যবহিত পরবর্তী  
প্রতির ভাষণার্থ।

**ব্রহ্মবিদ্বৎ পক্ষরূপত্বাদীশ্বরন্তেন বর্ণিতম্।**

**যত্নতত্ত্বত্বেইব স্মাত্তচ্ছিত্যপ্রতিবাদিনোঃ ॥ ৭০**

অর্থ—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপত্বাৎ ঈশ্বরঃ; তেন যৎ যৎ বর্ণিতম্ তৎ তৎ তচ্ছিত্যপ্রতিবাদিনোঃ  
তথা এব শ্রীং।

অনুবাদ—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মরূপ বলিয়া ঈশ্বর ; তাঁহার দ্বারা যাহা যাহা কথিত হয়, তাহা তাহা তাঁহার শিষ্য ও প্রতিবাদীর প্রতি সেইরূপেই হইয়া থাকে ।

টীকা—যেহেতু “ব্রহ্মবিদঃ”—তত্ত্বজ্ঞের, নিজের ব্রহ্মভাববশতঃ ঈশ্বরত্ব হয়, এইহেতু “তেন”—সেই ব্রহ্মবিৎকর্তৃক যে শিষ্যাদির প্রতি “যং যং”—যে যে ইষ্ট বা অনিষ্ট কথিত হয়, “তং তং তচ্ছিষ্যপ্রতিবাদিনোঃ”—সেই ব্রহ্মবিদের যে শিষ্য এবং যে প্রতিবাদী, তাহাদিগের সেই সেই “তথা এব জ্ঞাৎ”—ইষ্ট বা অনিষ্ট অবশ্যই হইবে। অভিপ্রায় এই—[ ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্ম এব ভবতি—মুণ্ডক উ, ৩।২।২ ]—‘ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই হইয়া যান’—এই শ্রুতিবচনানুসারে, এবং ব্রহ্মবিৎ নিজের অনুভবানুসারে ব্রহ্মস্বরূপই হন ; আর ব্রহ্মভিন্ন ঈশ্বর নাই : এইহেতু তত্ত্ববিৎ ঈশ্বরই হন। অথবা ব্রহ্মবিদের ঈশ্বরতা এইরূপে বুঝা যাইতে পারে—মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের অর্থাৎ ঈশ্বরের যে প্রকারে সকল আত্মার সহিত অভেদজ্ঞান দ্বারা আপনাব সমষ্টিতা ও নিন্তামুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয় সেই প্রকার ব্রহ্মবিদেরও সকল আত্মার সহিত আপনাব তাদাত্ম্যজ্ঞানদ্বারা সমষ্টিতা ও নিন্তামুক্তত্বাদি সিদ্ধ হয় ; আবার মায়াবিশিষ্ট চৈতন্যের বা ঈশ্বরের যে প্রকার নিজস্বরূপ-ব্রহ্মের নিরাবরণ ভান হয়, ব্রহ্মবিদেরও সেইরূপ হয়,—এই প্রকারে গুণসাদৃশ্যহেতু ব্রহ্মবিৎ হইতেছেন ঈশ্বর। এই বিষয়ে একটি রূপক প্রচলিত আছে :—এক বাজা ও রাণীর দুইটি পুত্র ; জ্যেষ্ঠপুত্র পিতা ও মাতার সর্ষধনের অধিপতি হইয়া রাজ্যপদ লাভ করিয়াছেন ; কনিষ্ঠ পুত্র মূর্খতাবশতঃ রাজ্যভোগে বঞ্চিত হইয়া সেবারুত্তির দ্বারা লোকমাত্রে নির্যাস করিতে বাধ্য হইলেন ; এই প্রকারে উভয়ের মহদন্তর ঘটিল। শেষে কনিষ্ঠ পুত্র সুবুদ্ধি নামী পত্নীর প্ররোচনায়, পিতা-মাতার সেবা করিয়া, স্বায় বিচারানুসারে পিতৃমাতৃধন বিভাগ করিয়া রাজ্যপদ প্রাপ্ত হইলেন। সেই প্রকার ব্রহ্মরূপ পিতার এবং মায়া রূপ মাতার ঈশ্বর ও জীব দুই পুত্র ( পঞ্চদশী ৬।৫৫ শ্লোক দ্রষ্টব্য। ) জ্যেষ্ঠ পুত্র ঈশ্বর সচ্চিদানন্দরূপ পিতৃধনে এবং সর্ষজ্ঞতা সর্ষশক্তিমত্তা জগৎকর্তৃস্বরূপ মাতৃধনের অধিকারী হইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র জীব অবিজ্ঞাবশতঃ উভয় ধনে বঞ্চিত হইয়া, শুভ কন্দরূপ সেবা এবং অন্তত কন্দরূপ অপরাধ করিয়া যথাক্রমে সুখভোগ এবং দুঃখভোগ করিতে করিতে অনাদি কাল হইতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইতে পৃথক্ হইয়া, পরে বিবেকাদি সাধন সম্পন্না সুবুদ্ধি লাভ করিয়া জীব ঈশ্বরকে কহিলেন—হে ঈশ্বর তুমি পিতা ব্রহ্মের গুণধন সচ্চিদানন্দরূপ সাধারণ সুখ ভোগ করিতেছ এবং মায়া মাতার সর্ষজ্ঞতাদি সর্ষশক্তিমত্তাদি ধন হইতে আমাকে পৃথক্ করিয়া দিয়া এক্ষণে “যং করোষি যদশ্রাসি যজ্জুহোষি দদাসি যং, যদপশ্যসি তে জীব তং কুরুষ মদর্পণম্” — বলিয়া আমাকে ভিক্ষাবৃত্তির পথ দেখাইতেছ ; তোমার বেকরূপ বচন দ্বারা আমাকে বলিতেছ, ‘বিত্ত কন্ধ্য কর, নিষিদ্ধ কন্ধ্য করও না,’ এইরূপে আমাকে তোমার আত্মাকারী করিতেছ ; আমি গুরুরূপ চায়াবীশ বিচাবপতি দ্বারা তোমাকে কূটস্থে সমর্পণ করিয়া তোমাব পবোক্ততা ও নিজের পরজ্ঞিততা ঘূড়াইয়া এক হইয়া তোমার স্থির ঐশ্বৰ্য্য কাড়িয়া লইব।’ এই প্রকারেও জ্ঞানীর ঈশ্বরভাব সম্ভব। ৭০

উক্ত শ্লোকে ব্যতিরেকমুখে প্রতিপাদিত অর্থের অর্থমুখে প্রতিপাদনপর শ্রুতিবচনের [ আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত ন ইহ অস্ত প্রিয়ম্ প্রমায়ুকম্ ভবতি—বৃহদা উ, ১।৪।৮ ]



(পূর্বোক্ত শ্রুতির শেষাংশ)—অতএব আত্মাকেই প্রিয় বুদ্ধিতে উপাসনা করিবে; সেই যে লোক আত্মাকে প্রিয় বলিয়া উপাসনা করেন, তাহার প্রিয় বস্তু (আত্মা) কখনই “প্রমাদ্যক” (মরণশীল) হয় না—ইহারই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

(দ) বাস্তবিক সূত্রে  
প্রতিপাদিত উক্ত অর্থের  
অধঃসূত্রে প্রতিপাদক  
শ্রুতিবচনের অর্থ।

যস্তু সাক্ষিণমাত্মানম্ সেবতে প্রিয়য়ত্তমম্ ।

তস্তু প্রেয়ানসাবাত্মা ন নশ্যতি কদাচন ॥ ৭১

অর্থ—যঃ তু সাক্ষিণম্ আত্মানম্ উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে তস্তু প্রেয়ান্ অসৌ আত্মা ন কদাচন নশ্যতি ।

অনুবাদ—যে ব্যক্তি সাক্ষী আত্মাকে পরম প্রিয় জানিয়া সেবা করে, তাহার সেই পরম প্রিয়রূপ যে আত্মা তিনি কখনই বিনাশ প্রাপ্ত হন না, (কিন্তু সর্বদাই আনন্দরূপে ভাসমান থাকেন ।

টীকা—“তু”—কিন্তু; এই ‘তু’ শব্দ পূর্ব শ্লোকে কথিত অর্থ হইতে, এই শ্লোককথিত অর্থের বিলম্বগত বৃদ্ধিহেতু; অনাত্মবস্তুর প্রিয়তাবাদী হইতে ভিন্ন “যঃ”—যে ব্যক্তি অর্থাৎ শিষ্য, “আত্মানম্ (এব) উত্তমম্ প্রিয়ম্ সেবতে”—আত্মাকেই নিরতিশয় প্রেমাম্পদ বলিয়া সেবা করেন অর্থাৎ নিরন্তর স্মরণ করেন, “তস্তু”—সেই শিষ্যাদির, “প্রেয়ান্ অসৌ”—প্রিয়তম বলিয়া অভিযত সেই আত্মা, প্রতিবাদীরা অভিযত পুত্রাদিরূপ প্রিয় বস্তুর স্থায়, “ন কদাচন নশ্যতি”—কোনও কালে বিনাশ প্রাপ্ত হয় না কিন্তু সর্বদাই আনন্দরূপে অথবা সদানন্দরূপে প্রতিভাত হয়। তাৎপর্য্য এই—প্রতিবাদী যে অনাত্মবস্তুকে প্রিয়তম বলিয়া মানে তাহা পুত্রাদিরূপ আত্মা বলিয়া ব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; তাহার প্রিয়তমতা ভ্রান্তিবশতঃই সিদ্ধ হইতে পারে; সেইহেতু তাহা কোনও সময়ে ঐ তিকূলতাদি নিমিত্তবশতঃ নষ্ট হয়; পক্ষান্তরে শিষ্য বাহাকে প্রিয়তম বলিয়া জানিয়াছে, সেই সাক্ষিরূপ আত্মা অব্যভিচারিণী প্রীতির বিষয়; সেইহেতু তাহার প্রিয়তমতা বাস্তবিক। সেই কারণে তাহা কোনও কালে কোনও নিমিত্তবশতঃ বিনষ্ট হয় না কিন্তু তাহা সদাই প্রতীত হয়। কেননা, গুরুপদেশজনিত তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা সেই আত্মাবিশয়ে ভ্রান্তি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ৭১

এই প্রকারে আত্মা পরম প্রেমের আম্পদ, ইহা প্রতিপ্রমাণ প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে আত্মার পরমানন্দরূপে কলিতার্থ বলিতেছেন:—

পরপ্রেমাম্পদত্বেন পরমানন্দ ইয্যতাম্ ।

(খ) আত্মা পরমানন্দ  
রূপ ।

সুখবুদ্ধিঃ প্রীতিবুদ্ধৌ সার্বভৌমাদিষু শ্রুত্যা ॥ ৭২

অর্থ—পর প্রেমাম্পদত্বেন পরমানন্দঃ ইয্যতাম্; সার্বভৌমাদিষু প্রীতিবুদ্ধৌ সুখবুদ্ধিঃ

শ্রুত্যা ।

অনুবাদ—পরমা আত্মা পরম প্রীতির আশ্রয় বলিয়া পরমানন্দস্বরূপ, ইহা মানিতেই হইবে। যাহাতে প্রীতিবৃদ্ধি হয় তাহাতেই সুখবৃদ্ধি। সার্বভৌমাদি হইতে হিরণ্যগর্ভ পর্য্যন্ত পদে সর্বত্র প্রীতির বৃদ্ধি দেখিয়া সুখের বৃদ্ধি, ইহা শ্রুতি কর্তৃক নিরূপিত হইয়াছে।

টীকা—এস্থলে অনুমান এইরূপ :—আত্মা পরমানন্দরূপ - প্রাতীজ্ঞা, নিরতিশয় প্রেমের বিষয় বলিয়া—হেতু; যাহা পরমানন্দস্বরূপ নহে, তাহা নিরতিশয় প্রেমের বিষয়ও নহে—যেমন ঘটাদি—কেবলব্যাতিরেকী দৃষ্টান্ত। পরমপ্রেমের বিষয়তাকপ হেতুর আত্মার পরমানন্দ-রূপতা সাধনে সামর্থ্য বৃদ্ধিবার জন্ত প্রীতি বৃদ্ধিতেই সুখবৃদ্ধির দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—“সার্বভৌমাদি হইতে” ইত্যাদি। যেহেতু সার্বভৌমপদ অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীস্বরূপ হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ-পদ পর্য্যন্ত যে যে ঐশ্বর্যযুক্ত বিবিধ স্থানে যেখানে যেখানে প্রীতির আদিক্য সেখানে সেখানে সুখের অভিবৃদ্ধি—একথা তৈত্তিরীয় উপনিষদে ( ব্রহ্মবল্লী ৮ম অধ্যায়ে ) এবং বৃহদারণ্যকোপ-নিষদে (৪।৩।৩৩ কথিত হইয়াছে ( অগ্রে চতুর্দশাধ্যায়ে ২১ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত শ্লোকেও বর্ণিত হইবে )। সেই সেই স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে রাজচক্রবর্তিপদ হইতে আ-স্ত করিয়া ব্রহ্মদেব পর্য্যন্ত পদে প্রীতির তারতম্যানুসারে সুখের তাবতম্য হয়। এইহেতু যথায় প্রীতিব নিরতিশয়তা তথায় আনন্দেরও নিরতিশয়তা বুঝা যাইতে পারে, ইহাই তাৎপর্য। ১২

২। সর্ববৃত্তিতে যেমন আত্মার চৈতন্যের পতীতি হয়, সেইরূপ পরমানন্দতার পতীতি হয় না।

ভাল, আত্মার পরমানন্দরূপতা ত’ সিদ্ধ নহে, কেননা তাহা হইলে অর্থাৎ আত্মা পরমানন্দ-স্বরূপ হইলে, চৈতন্যের স্রায় আত্মার স্বরূপভূত আনন্দের সকল বৃত্তিতে অনুবৃত্তি পাওয়া যাইত—এইরূপে পূর্বপক্ষী সিদ্ধান্ত লইয়া শঙ্কা উঠাইতেছেন :

(ক) চৈতন্যের স্রায় স্থপ  
যে আত্মার স্বভাবগত  
তদ্বিশেষে শঙ্কা।

চৈতন্যবৎ সুখং চাস্মৈ স্বভাবশ্চৈচ্ছিদাত্মনঃ।

ধীরভিত্তিস্বভবভেদেত সর্বাস্মপি চিত্তির্যথা ॥ ৭৩

অর্থ—চৈতন্যবৎ সুখম্ চ অস্ত চিদাত্মনঃ স্বভাবঃ চৈৎ সর্বাস্মৈ অপি ধীরভিত্তিঃ যথা চিত্তিঃ অনুবর্তেত।

অনুবাদ ও টীকা—( যদি বল, ) চৈতন্যের বা জ্ঞানের স্রায় সুখ বা আনন্দ যদি চিদাত্মার স্বভাবগত হইত, তাহা হইলে ত’ তাহাকে সকল বৃত্তিবৃত্তিতে চৈতন্যের স্রায় অনুবর্তমান দেখিতে পাওয়া যাইত—( তদ্বৃত্তিরে বলি )।

চৈতন্য ও আনন্দ উভয়ই আত্মার স্বরূপগত হইলেও সকল বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যেরই অনুবৃত্তি হয়, আনন্দের হয় না—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী দৃষ্টান্তাবলম্বন দ্বারাই উক্ত শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(খ) চৈতন্যের স্রায় সকল  
বৃত্তিতে, আনন্দের অনুবৃত্তি  
নাই বলিয়া দৃষ্টান্ত দ্বারা  
উক্ত শঙ্কার সমাধান।

মৈবমুখপ্রকাশাত্মা দীপস্তম্ভপ্রভা গৃহে।

ব্যাপ্নোতি নোক্ষতা তদ্ব্যক্তিতেবানুবর্তনম্ ॥ ৭৪

অম্বয়—মা এবম্ ; উষ্ণপ্রকাশাত্মা দীপঃ তস্ত প্রভা গৃহে ব্যাপ্নোতি, উষ্ণতা ন, তৎ চিত্তে: এব অম্ববর্তনম্ ।

অম্ববাদ—এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না ; দেখ, দীপ উষ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ হইলেও তাহার প্রভা অর্থাৎ প্রকাশই কেবল গৃহে ছড়াইয়া পড়ে, তাহার উষ্ণতা সেইরূপ ছড়াইয়া পড়ে না । সেই প্রকার বুদ্ধিবৃত্তিতে, চৈতন্যেরই অম্ববৃত্তি পাওয়া যায়, ( আনন্দের অম্ববৃত্তি পাওয়া যায় না । )

টীকা—যেমন উষ্ণ ও প্রকাশ এই উভয় স্বরূপযুক্ত দীপের প্রকাশই গৃহাদিতে ব্যাপ্ত ব অম্বহৃত হয়, উষ্ণতা ব্যাপ্ত হয় না, সেই প্রকার সকল বৃত্তিতে চৈতন্যেরই অম্ববৃত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, আনন্দের অম্ববৃত্তি ঘটে না, ইহাই অর্থ । ৭৪

ভাল, চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর অভিন্ন হইলেও, চৈতন্যের অভিব্যঞ্জিকা অর্থাৎ আবরণ নিবৃত্তি দ্বারা আবির্ভাব সঙ্গাদিকা বুদ্ধিবৃত্তিতে আনন্দাভিব্যঞ্জকতা ত' আছে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, যাহাতে চৈতন্যের আবির্ভাব হয় তাহাতে আনন্দের আবির্ভাব হইবেই এইরূপ নিয়ম নাই, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(গ) চৈতন্য আনন্দ হইতে  
অভিন্ন হইলেও চৈতন্যভি-  
ব্যঞ্জক বৃত্তিতে  
আনন্দাভিব্যঞ্জকতা নিগমিত  
ভাবে থাকে না ;  
তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ।

গন্ধরূপরসস্পর্শেপি সংস্পৃ যথা পৃথক্ ।

একাক্ষেণৈক এবার্থো গৃহ্যতে নেতরন্তথা ॥ ৭৫

অম্বয়—যথা গন্ধরূপরসস্পর্শেয়ু সংস্পৃ অপি একাক্ষেণ পৃথক্ একঃ এব অর্থঃ গৃহ্যতে ইतरঃ ন, তথা ।

অম্ববাদ—যেমন একই বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ এই সমুদয় গুণ থাকিলেও যেমন এক একটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা এক একটি গুণের গ্রহণ হয়, অত্নের নহে, সেইরূপ ।

টীকা—যেমন একই পুষ্পরূপ বস্তুতে গন্ধ রূপ রস স্পর্শ বিद्यমান থাকিলেও ঘ্রাণ প্রভৃতি এক একটি ইন্দ্রিয় দ্বারা যথাক্রমে এক একটিই গৃহীত হয় অত্ন কোনটি নহে, সেই প্রকার চৈতন্য ও আনন্দের মধ্যে চৈতন্যেরই ভান হয় আনন্দের নহে ; ইহাই অর্থ । ৭৫

গন্ধাদিরূপ দৃষ্টান্ত এবং চৈতন্যানন্দরূপ দার্ষ্টান্তের বৈষম্য লইয়া বাদী সিদ্ধান্ত বিষয়ে শঙ্কা করিতেছেন :—

(ঘ) দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তের  
বৈষম্য শঙ্কা, তদ্বিষয়ে  
বিকল্প ।

চিদানন্দো নৈব ভিন্নো গন্ধাত্মাস্তু বিলক্ষণাঃ ।

ইতি চেৎ তদভেদোহপি সাক্ষিগ্যান্যত্র বা বদ ॥ ৭৬

অম্বয়—চিদানন্দো নৈব ভিন্নো গন্ধাত্মা: তু বিলক্ষণা: ইতি চেৎ, তদভেদ: অপি সাক্ষিণি বা অন্তত্র বদ ।

অনুবাদ—যদি বল চৈতন্য ও আনন্দ পরস্পর ভিন্ন নহে, আর গন্ধ প্রভৃতি পরস্পর ভিন্ন, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি, বল ত' চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ তাহা কি সাক্ষীতে অথবা অগ্ৰত্ব ।

টীকা—“বিলক্ষণাঃ”—পরস্পর ভিন্ন ; বাদী উক্ত বৈষম্য পরিহার কবিবার জন্ত, দার্ষ্টান্তিকে চিৎ এবং আনন্দের যে অভেদ তাহা কি স্বাভাবিক অর্থাৎ স্বরূপতঃ অথবা উপাধিজনিত—এই প্রকারে সিদ্ধান্তী বিকল্প করিতেছেন—“চৈতন্যের ও আনন্দের যে অভেদ বলিতেছ” ইত্যাদি। “তদভেদঃ”—সেই চৈতন্য ও আনন্দের যে অভেদ অর্থাৎ ঐক্য, তাহা কি “সাক্ষীগণ” - আত্মস্বরূপে “বা অন্তত্ব”—অথবা অন্ত স্থানে অর্থাৎ আত্মার উপাধিরূপ রূপিতে আছে, হে বাদিন্ তুমি তাহাই বল । ৭৬

প্রথম পক্ষে অর্থাৎ যদি সাক্ষীতেই চৈতন্য ও আনন্দের অভেদ মান, তাহা হইলে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তের সমতায় বাধা নাই, ইহাও বলিতেছেন :—

(৬) উক্ত বিকল্পের নিষেধ-  
পক্ষ দৃষ্টান্ত দার্ষ্টান্তেব  
সমতা প্রতিপাদন।

আত্মে গন্ধাদয়োঃ প্যেবমভিন্নাঃ পুষ্পবত্তিনঃ ।

অক্ষভেদেন তত্ত্বেনে র্ব্যভভেদান্তয়োভিদা ॥ ৭৭

অর্থ—আত্মে পুষ্পবত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপ এবম্ অভিন্নাঃ ; অক্ষভেদেন তত্ত্বেনে র্ব্যভভেদান্তয়োভিদা ॥ ৭৭

অনুবাদ—প্রথমপক্ষে অর্থাৎ সাক্ষীতেই অভেদ মানিলে একই পুষ্পে গন্ধ ও রূপের অভেদ স্বীকার করিতে পার, আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে গন্ধাদির ভেদ মান, তাহা হইলে রুত্তিভেদে চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে ।

টীকা—“আত্মে”—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদাত্মক পক্ষে, “পুষ্পবত্তিনঃ গন্ধাদয়ঃ অপি”—পুষ্পে অবস্থিত গন্ধ প্রভৃতি গুণসমূহও, “এবম্”—চৈতন্য ও আনন্দের স্থায়, “অভিন্নাঃ”—পরস্পর ভেদরহিত ; কেননা তন্মধ্যে অপরকে অর্থাৎ রসাদিকে পরিত্যাগ করিয়া অপরকে ( এক গন্ধকে ) লইয়া যাইতে ( পৃথক্ করিতে ) পারা যায় না, ইহা তাৎপর্য্য । অন্তত্ব অর্থাৎ সাক্ষীর উপাধিভূত গুণসমূহে অভেদ এই দ্বিতীয় পক্ষেও দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিকের তুল্যতা বলিতেছেন—“আর যদি ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ে” ইত্যাদি । “অক্ষাণাম্ ভেদেন তত্ত্বেনে”—গন্ধাদির গ্রাহক ঘ্রাণাদি ইন্দ্রিয়ের ভেদবশতঃ গন্ধাদির ভেদ অস্বীকৃত হইলে ঠিক সেইরূপেই “রুত্তিভেদাৎ”—চৈতন্য ও আনন্দের আবির্ভাব কারণ যথাক্রমে রাজস ও সাত্তিকগুণের ভেদবশতঃ, “তয়োঃ ভিদা ( ভাদিষ্যতি )”—চৈতন্য ও আনন্দের ভেদ হইবে । ৭৭

তাল, তাহা হইলে চৈতন্য ও আনন্দের একতা কোণায় উপলব্ধি করা যাইতে পারে ? এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :—

(৮) চৈতন্য ও আনন্দের  
একতা প্রতিপত্ত্বল, এবং  
অন্ত রুত্তিতে ভেদের  
কারণ ।

সত্ত্বরুত্তৌ চিৎসুখৈক্যং তদ্ব্যভেদনির্ম্মলত্বতঃ ।

রজোরুত্তেস্ত মালিন্যাৎ সুখাংশোহত্র তিরস্কৃত্য ॥ ৭৮

অর্থ—সম্ভবতৌ চিংহুথৈক্যম্, তদ্ব্যক্তে: নির্মলত্বতঃ; রজোবৃত্তে: তু মালিন্যং অত্র  
স্থখাংশঃ তিরস্কৃতঃ ॥

অনুবাদ—সাম্বিকী বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়, কেননা,  
সাম্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ; কিন্তু রাজসী বৃত্তির মলিনতা বশতঃ তাহাতে আনন্দাংশ  
তিরোহিত থাকে।

টীকা—“সম্ভবতৌ”—শুভকর্ম দ্বারা সমাধিতে সম্ভবপর পরিণামরূপ বুদ্ধিবৃত্তিতে, “চিংহুথৈক্যম্”  
—চৈতন্য ও আনন্দের একতা প্রতীত হয়। তদ্ব্যক্তে উপপত্তি অর্থাৎ যুক্তিরূপ কারণ নির্দেশ  
করিতেছেন—“কেননা সাম্বিকী বৃত্তি স্বচ্ছ”; তাহা হইলে কি হেতু তদ্ব্যক্তের ভেদ প্রতীত হয়?  
তদ্ব্যক্তের বলিতেছেন:—“রাজসী বৃত্তির” ইত্যাদি। ৭৮

আনন্দাংশ বিজ্ঞান থাকিয়াও যে তিরোহিত থাকে তদ্ব্যক্তে দৃষ্টান্ত দিতেছেন:—

(ছ) আনন্দাংশ বিজ্ঞান  
থাকিলেও তাহার যে  
তিরোহিত হয়, তদ্ব্যক্তে  
দৃষ্টান্ত।

তিষ্ঠিণী ফলমত্যাগ্নং লবণেন যুতং যদা।

তদাম্লস্য তিরস্কারাদৌষদম্নং যথা তথা ॥ ৭৯

অর্থ—যথা অত্যাগ্ন তিষ্ঠিণীফলম্ যদ লবণেন যুতম্ তদা অম্লস্য তিরস্কারাৎ ঔষদম্নম্, তথা।

অনুবাদ—যেমন অতিশয় অম্ল তিষ্ঠিণী ফল লবণের সহিত মিলিত হইলে  
তাহার অম্লতার অভিভব হেতু ঔষদম্ন হইয়া যায়, সেইরূপ রজোবৃত্তির দ্বারা  
আনন্দাংশ অভিভূত বা তিরোহিত হয়।

টীকা—যেমন তিষ্ঠিণী ফলে লবণের সংযোগবশতঃ অত্যাগ্নতা তিরোহিত হয়, সেইরূপ  
রাজসীবৃত্তিতে আনন্দের তিরোহিত ঘটে। অভিপ্রায় এই যে, যেমন চিত্ত ব্যাকুল হইলে  
নেত্রসমীপে বিজ্ঞান দৃশ্যবস্তুরও ভান হয় না, সেইরূপ আনন্দাংশ বিজ্ঞান থাকিলেও রজোবৃত্তির  
চঞ্চলতাবশতঃ তাহার ভান হয় না, কিম্বা আত্মা পবন প্রেমাস্পদ বলিয়া আনন্দাংশের ভান  
সাধারণভাবে সর্কদাই হয় কিন্তু বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত হইলেই তাহার বিশেষভাবে ভান হয়। যেমন  
কোনও চঞ্চল দর্পণ বস্তুর আকার মাত্রেরই প্রতিবিম্ব গ্রহণ করে, তাহার শোভাংশের প্রতিবিম্ব  
গ্রহণ করে না সেইরূপ রাজসী তামসীবৃত্তিসমূহ চৈতন্যংশেরই প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয়, আনন্দাংশের  
প্রতিবিম্বের গ্রাহক হয় না। এই কারণে রাজসী তামসী বৃত্তির দ্বারা আনন্দাংশের বিশেষ ভান  
হয় না, কিন্তু লবণরূপ প্রতিবন্ধক দ্বারা তিষ্ঠিণী ফলের অম্লতা যেমন তিরোহিত হয়, সেইরূপ  
আনন্দাংশ বিজ্ঞান থাকিয়াও তিরোহিত হইয়া থাকে। ৭৯

৩। যোগ ও বিচারের তুল্যতা

বাদী সিদ্ধান্তীয় গুণাভিপ্রায় শঙ্কা করিতেছেন:—

নহু প্রিয়তমত্বেন পরমানন্দতাত্ত্বনি।

(ক) বাদিকর্তৃক গুণাভি-

প্রায় শঙ্কা।

বিবেক্তুং শক্যতামেবং বিনা যোগেন কিং ভবেৎ ॥ ৮০

অম্বয়—নমু এবম্ আত্মনি পরমানন্দতা প্রিয়তমত্বেন বিবেক্তৃম্ শক্যতাম্, যোগেন বিনা কিম্ ভবেৎ ?

অনুবাদ—ভাল, এই প্রকারে আত্মার নিরতিশয় প্রিয়রূপতা রূপ হেতু ধরিয়া বিবেচনা করিলে আত্মার পরমানন্দতা সিদ্ধ করিতে পারা যায় বটে কিন্তু তাহা হইলেও চিন্তাবৃত্তি নিরোধরূপ যোগ বিনা কি ফললাভ হইতে পারে ? কিছুই না।

টীকা—ভাল, কথিত প্রকারে “আত্মনি পরমানন্দতা”—আত্মা যে পরমানন্দরূপ তাহা, “আত্মার প্রিয়তমত্বেন”—পরমপ্রেমাম্পদতারূপ হেতু দ্বারা “বিবেক্তৃম্”—পুত্রাদিরূপ যে গোণ আত্মা এবং পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মা—এই প্রিয়, উপেক্ষ্য ও বেধ্য বস্তু হইতে বিচার দ্বারা পৃথক্ করিয়া জানা যাইতে পারে বটে, তথাপি এই বিবেক বা বিচার দ্বারা পৃথক্ করণ মুক্তির সাধন নহে, কেননা পূর্বে অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ে ২৭ প্রভৃতি শ্লোকে যোগকেই অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা মুক্তির হেতু বলা হইয়াছে—ইহাই বাদীর শঙ্কার গূঢ়াভিপ্রায়। ৮০

এক্ষণে সিদ্ধান্তী গূঢ়াভিসিক্তি লইয়া উত্তর দিতেছেন :

(যে, গূঢ়াভিসিক্তিই শঙ্কার উত্তর, শঙ্কা সমাধানেই গূঢ়াভিসিক্তির প্রকটতা।

যদ্যোগেন তদেবেতি বদামো জ্ঞানসিদ্ধয়ে।

যোগঃ প্রোক্তো বিবেকেন জ্ঞানং কিং নোপজায়তে॥৮১

অম্বয়—যং যোগেন তং এব ইতি বদামঃ, জ্ঞানসিদ্ধয়ে যোগঃ প্রোক্তঃ, বিবেকেন কিম্ জ্ঞানম্ উপজায়তে ?

অনুবাদ—যে ফল যোগদ্বারা সিদ্ধ হয়, সেই ফলই বিবেক দ্বারা সিদ্ধ হয়, ইহা আমরা বলি। ( অপরোক্ষ ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্তু যেমন যোগ উপদিষ্ট হইয়াছে, বিচার দ্বারা কি এইরূপ জ্ঞান উৎপন্ন হইতে পারে না ?

টীকা—যেমন যোগের অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদকতা শক্তি আছে, বিবেকের বা বিচারেরও সেই শক্তি আছে, ইহাই এস্থলে গূঢ়াভিসিক্তি। এক্ষণে প্রশ্ন ও উত্তরের অর্থাৎ শঙ্কা ও সমাধান এই উভয়েরই যে অভিসিক্তি তাহাই প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন—“( অপরোক্ষ ) জ্ঞানের উৎপাদনের জন্তু” ইত্যাদি। যেমন পূর্বে একাদশাধ্যায়ে যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানের সাধন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, সেই প্রকার এই দ্বাদশাধ্যায়েও গোণ প্রভৃতি তিন প্রকার আত্মার বিচার দ্বারা পঞ্চকোশরূপ যে মিথ্যা আত্মাকে বিবিক্ত ( পৃথক্ ) করা হইয়াছে তদ্বারাও জ্ঞান হইবেই, ইহাই অর্থ। ৮১

যোগ ও বিচার উভয়েই যে তুল্যরূপে জ্ঞানের হেতু, তন্নিম্নে প্রশ্ন কি ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন ( গীতা ৫।৫ ) :—

(গে) যোগ ও বিচারের যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তচ্ছৌচৈর্গম্যতে।

ফল একই; তন্নিম্নে গীতা প্রশ্ন।

ইতি স্মৃতং ফলৈকত্বং যোগিনাং চ বিবেকিনাম্ ॥৮২

অম্বয়—“সাংখ্যৈঃ যং স্থানম্ প্রাপ্যতে, তং যোগৈঃ অপি গম্যতে” ইতি যোগিনাম্ চ বিবেকিনাম্ ফলৈকত্বম্ স্মৃতম্।

অনুবাদ—জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসগণ (ঐহিক কৰ্ম্মমুষ্ঠানশূন্য হইলেও পূৰ্ব্বজন্মমুষ্ঠিত কৰ্ম্মদ্বারা শুদ্ধান্তঃকরণ হইয়া অবগাদি পূৰ্ব্বক জ্ঞাননিষ্ঠা বা বিচার দ্বারা) যে স্থান বা মোক্ষরূপ প্রচ্যুতি বিহীন অক্ষয় পদ লাভ করেন—আবরণাভাব মাত্রেই উপলব্ধি করেন, সেই স্থান যোগিগণও পাইয়া থাকেন অর্থাৎ যাঁহারা ভগবদর্পণ বুদ্ধিতে ফলাভিসন্ধিরহিত হইয়া শাস্ত্রবিহিত চিন্তাবৃত্তি নিরোধাদিরূপ কন্মের অনুষ্ঠান করেন তাঁহারাও অক্ষয় মোক্ষপদ লাভ করেন। এই প্রকারে যোগীর ও বিচার-পরায়ণ ব্যক্তির ফলের একতা স্মৃতিশাস্ত্রে অর্থাৎ গীতায় উক্ত হইয়াছে।

টীকা—“সাংখ্যঃ”—আত্মানুবিচারশীল ব্যক্তিদিগের কর্তৃক, “যং স্থানম্”—যে মোক্ষরূপ পদ, (স্থায়তে অত্র ন চ্যাবতে এইরূপ ব্যুৎপত্তি দ্বারা সিদ্ধ) লব্ধ হয়, “তং যোগৈঃ অপগম্যতে”—সেই মোক্ষপদ যোগীদিগের কর্তৃকও লব্ধ হয়; “ইতি”—এই প্রকারে, “যোগিনাম্ বিবেকিনাম্ চ কলৈকত্বম্”—যোগিগণের এবং বিচারপরায়ণ পুরুষগণের জ্ঞান দ্বারা মোক্ষরূপ ফলের একতা (গীতায়) কথিত হইয়াছে। ৮২

ভাল, বিচার এবং যোগ উভয়েরই যখন একই ফল, তখন শাস্ত্রে দুইটির মধ্যে একটিরই প্রতিপাদন করা উচিত, উভয়েরই প্রতিপাদন উচিত নহে, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন :— (বাশিষ্ঠ রামায়ণ নির্বাণপূর্ব প্রকরণ ১৩৮)

(ঘ) শাস্ত্রদ্বারা অধিকারি  
ভেদে, যোগ ও বিচার এই  
উভয় উপায়েরই প্রতি-  
পাদন যুক্তিসঙ্গত।

অসাধ্যঃ কশ্চচিদ্ যোগঃ কশ্চচিজ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ।

ইথং বিচার্য মাগৌ দ্বৌ জগাদ পরমেশ্বরঃ ॥৮৩

অর্থ—কশ্চচিৎ যোগঃ অসাধ্যঃ কশ্চচিৎ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ (অসাধ্যঃ); ইথং বিচার্য পরমেশ্বরঃ দ্বৌ মাগৌ জগাদ।

অনুবাদ—কোনও অধিকারীর পক্ষে যোগ অসাধ্য অর্থাৎ দুষ্কর; কোনও অধিকারীর পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। এইরূপ বিচার করিয়া পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ (অচ্যুতরায়-মতে শিব) যোগ ও বিচার এই উভয় মার্গেরই উপদেশ (গীতায় বা অশ্বত্থে) করিয়াছেন।

টীকা—জ্ঞাননিশ্চয় প্রবণ সাংখ্যের এবং চিন্তানিরোধ প্রবণ যোগীর ভেদ ধ্যানরূপে ১৩২-৩৩ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে। বাশিষ্ঠ রামায়ণের উপখণ্ড প্রকরণে ৮ম অধ্যায়ে ৮ম শ্লোকে নশিষ্ঠ শ্রীরামকে উপদেশ করিতেছেন—“দ্বৌ ক্রমৌ চিন্তনাশস্ত যোগো জ্ঞানঞ্চ রাঘব। যোগ-শূন্যং ত্রিরোধো হি জ্ঞানং সমাগবেক্ষণম্ ॥” হে রাঘব, চিত্ত বিনাশের দুইটি উপায় আছে; একটি বৃত্তিনিরোধ নামক যোগ, অপরটি সমাগদর্শন বা তত্ত্বজ্ঞান। আবার নির্বাণপূর্ব প্রকরণের উক্ত শ্লোকে—“অসাধ্যঃ কশ্চচিদ্ যোগঃ কশ্চচিজ্ জ্ঞাননিশ্চয়ঃ। মমত্বভিত্ত্যঃ সাধো সুসাধ্যো জ্ঞাননিশ্চয়ঃ ॥”

\* অচ্যুতরায় ধৃতপাঠ “জগাদ পরমঃ শিবঃ”।

এস্থলে জ্ঞাননিশ্চয়কে অসাধ্য বলিয়া রামচন্দ্রের নিকট তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।  
রামায়ণ চীকার ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন :—

প্রাপসংরোধসহনে অসমর্থ সুকুমারচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে হঠযোগ অসাধ্য; আবার  
বিচারে অকুশল কঠোরচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে জ্ঞাননিশ্চয় অসাধ্য। ( শুদ্ধচিত্ত বিচারকুশল  
ব্যক্তির পক্ষে ) জ্ঞাননিশ্চয় যে অসাধ্য ইহাই বশিষ্ঠের মত। ৮৩

ভাল, নিরায়াস ও সুলভ বিচার হইতে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য যোগের উৎকর্ষ ত' বলিতেই  
হইবে, এইরূপ আশঙ্কারীকে সিদ্ধান্তী জিজ্ঞাসা করিতেছেন—ভাল, যোগের সেই উৎকর্ষ কি  
যোগ অপরোক্ষ জ্ঞানোৎপাদক বলিয়া বলিতেছ অথবা রাগাদি নিবৃত্তির হেতু বলিয়া, অথবা  
দৈতের অপ্রতীতির কারণ বলিয়া? এইরূপে তিন বিকল্প করিয়া প্রথম পক্ষে যোগের ও  
বিচারের ফলের সমতা দেখাইতেছেন :—

(৬) অপরোক্ষ জ্ঞানোৎ-  
পাদকতা বিষয়ে ও  
রাগাদির নিবৃত্তি বিষয়ে  
যোগ ও বিচার তুল্যরূপ।

যোগে কোহতিশয়স্তুত্ৰ জ্ঞানমুক্তং সমং দ্বয়োঃ ।

রাগদ্বেষাভাবশ্চ তুল্যো যোগিববেকিনোঃ ॥৮৪

অর্থ—তত্র দ্বয়োঃ জ্ঞানম্ সমম্ উক্তম্, যোগে কঃ অতিশয়ঃ? রাগদ্বেষাভাবঃ চ যোগি-  
বিবেকিনোঃ তুল্যোঃ ।

অনুবাদ—তন্মধ্যে যোগের ও বিচারের ফল, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক একই  
বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এইহেতু হে বাদিন্ তোমার যোগের উৎকর্ষ কোথায়?  
রাগদ্বেষাদির অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ।

চীকা—“দ্বয়োঃ”—বিচার এবং যোগ উভয়েরই জ্ঞানরূপ ফল, “সমম্ উক্তম্”—তুল্যরূপ  
বলিয়া কথিত হইয়াছে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক গীতায় “যং সাংখ্যোঃ প্রাপ্যতে স্থানম্” ইত্যাদি  
( ৮২ শ্লোকে ) বিচারপরায়ণ ব্যক্তিগণ যে মোক্ষরূপ অক্ষয় পদ লাভ করেন, ইত্যাদি অর্থের  
বাক্য দ্বারা। এইহেতু হে বাদিন্ তোমায় যোগের উৎকর্ষ কোথায়? কোনও উৎকর্ষ নাই।  
দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া বলিতেছেন—রাগ দ্বেষের অভাব ত' যোগীতে ও বিবেকীতে তুল্যরূপ। ৮৪

বিচার পরায়ণের যে রাগাদির অভাব তাহাই প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(৮) বিচার পরায়ণে  
বাগাদির অভাব প্রতি-  
পাদন।

ন প্রীতিবিষয়েষ্বস্তি প্রেয়ানাশ্বেতি জ্ঞানতঃ ।

কুতো রাগঃ কুতো দ্বেষঃ প্রাতিকূল্যমপশ্যতঃ ॥৮৫

অর্থ—“আত্মা প্রেয়ান্” ইতি জ্ঞানতঃ ন বিষয়েষু প্রীতিঃ অস্তি। রাগঃ কুতঃ প্রাতিকূল্যম্  
অপশ্যতঃ দ্বেষঃ কুতঃ? ।

অনুবাদ—এই আত্মাই প্রিয়তম—ইহা যিনি জানেন, বিষয়ে তাঁহার প্রীতি  
নাই। এইহেতু দৃঢ়সংজ্ঞারূপ রাগ কোথা হইতে আসিবে? যিনি কোথাও  
প্রতিকূলতা দেখেন না, তাঁহার দ্বেষ কোথা হইতে আসিবে?



টীকা—যিনি আত্মাকে প্রিয়তম বলিয়া জ্ঞানেন, এই প্রকার বিবেকীর অর্থাৎ জ্ঞানীপুরুষের বিষয়ে প্রীতি আদৌ নাই। এই হেতু পরম প্রীতির বহির্ভূত বিষয়সমূহে রাগ বা আসক্তি হয় না, কেননা তাহাতে পরম সুখ-সাধনতরূপ আত্মকূল্য জ্ঞানের অভাব; তাহাতে দ্বেষও নাই, কেননা দ্বেষের হেতু যে প্রতিকূল্য জ্ঞান, তাহার অভাব; এই হেতু, রাগ, দ্বেষ, উভয়েরই অভাব। অভিপ্রায় এই—অজ্ঞান ভেদজ্ঞানের কারণ; আবার ভেদজ্ঞানের অত্মকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান কারণ, আবার অত্মকূলজ্ঞান প্রতিকূলজ্ঞান যথাক্রমে রাগ ও দ্বেষের কারণ। বিচারজনিত অপরাধ জ্ঞান যিনি লাভ করিয়াছেন, তাহার যেহেতু জ্ঞানদ্বারা অজ্ঞান বিনষ্ট হইয়াছে, সেইহেতু ভেদজ্ঞান ও তাহার কাণ্ড অত্মকূল জ্ঞান ও প্রতিকূল জ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে; এই হেতু রাগদ্বেষও তিরোহিত হইয়াছে। ৮৫

ভাল, বিচারবানের ব্যবহার দশায় দেহাদিতে উপদ্রবকারী বস্তু প্রভৃতির প্রতি ত'দেব দেখা যায়, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন যে তখন যোগী ও বিবেকী উভয়েরই সেই দ্বেষ তুল্যরূপ :—

(ছ) প্রতিকূল বস্তুতে  
যোগী ও বিবেকীর দ্বেষ  
তুল্যরূপ; প্রতিকূলে  
দেবী বস্তুতে যোগী নহে,  
সেইরূপ জ্ঞানীও নহে।

দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষস্তুল্যো দ্বয়োৱপি।

দেবং কুর্স্বন্ন যোগী চেদবিবেক্যপি তাদৃশঃ ॥ ৮৬

অর্থ—দেহাদেঃ প্রতিকূলেষু দ্বেষঃ দ্বয়োঃ অপি তুল্যঃ; দেবং কুর্স্বন্ন যোগী ন চেৎ, অবিবেকী অপি তাদৃশঃ।

অনুবাদ—দেহাদির প্রতিকূল বা হুঃখকর বস্তুতে যে দ্বেষ তাহা যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন তিনি যোগী নহেন, তবে বলি সেইরূপ দ্বেষকর্তা জ্ঞানীও নহেন।

টীকা—“প্রতিকূলেষু”—বৃশ্চিক প্রভৃতিতে দ্বেষকর্তার যোগিস্ব মানিব না, যদি এইরূপ বল, তাহা হইলে বলি প্রতিকূল বস্তুতে সেইরূপ দ্বেষকর্তার বিবেকিতাও (বিচারবত্তাও) তৎকালে মানিব না, ইহাই বলিতেছেন :—“যদি বল যিনি সেইরূপ দ্বেষ করেন” ইত্যাদি। “তাদৃশঃ”—সেইরূপ অর্থাৎ দ্বেষকর্তা পুরুষ যেমন চিন্তনিরোধবান্ যোগী নহেন, সেইরূপ দ্বেষকর্তা হইলে, পুরুষ বিচারবান্ও নহেন। তত্ত্বজ্ঞের জ্ঞান দ্বারা অজ্ঞানের নাশ হইলে প্রারম্ভিক প্রভিবদ্ধকবশতঃ প্রারম্ভভোগীবাসান পথান্ত অজ্ঞানের লেশ অবশিষ্ট থাকে (৭ম অধ্যায়ের ২৪৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। তাহারই ফলে অবিচার কালে বাধিতামুত্তিবেশে রাগদ্বেষাদিরূপ প্রপঞ্চের প্রতীতি হয়, এবং বিচারকালে তাহার তিরোধান ঘটে। এইহেতু জ্ঞানীও যখন রাগদ্বেষগ্রস্ত হন, তখন তিনি বিচারবান্ নহেন, কিন্তু তখন বিচাররহিত হন। ৮৬

ভাল, বিবেকীর দ্বৈতের অর্থাৎ প্রপঞ্চের দর্শন হয়, যোগীর তাহা হয় না, এইরূপে তৃতীয় বিকল্পে বিবেকী অপেক্ষায় যোগীর যে উৎকর্ষের কথা ৮৪ শ্লোকের পাতনিকায় বর্ণিত হইয়াছে

তাহা ত' অবশ্যই মানিতে হইবে—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, বিবেকীয় সেই দ্বৈতদর্শন কি ব্যবহার দশায় হইয়া থাকে বলা হইতেছে অথবা অন্য সময়ে, এইরূপে বিকল্প করিয়া বলিতেছেন যে প্রথম পক্ষে, যোগী ও বিবেকী উভয়েরই অবস্থা সমান :—

(ক) ব্যবহার দশায় দ্বৈত-

দর্শন, যোগীর সমাধি দশায়

এবং বিবেকীর বিবেক-

দশায় দ্বৈতের অদর্শন, যোগী

ও বিবেকীর তুল্যরূপ।

দ্বৈতস্য প্রতিভানং তু ব্যবহারে দ্বয়োঃ সমম্ ।

সমাধৌ নেতি চেত্তদস্মাদ্বৈততত্ত্ববিবেকিনঃ ॥ ৮৭

অর্থ—ব্যবহারে দ্বৈতস্য প্রতিভানম্ তু দ্বয়োঃ সমম্ । সমাধৌ ন ইতি চেৎ তৎৎ অদ্বৈততত্ত্ববিবেকিনঃ ন ।

অমুবাদ—ব্যবহার দশায় দ্বৈতের প্রতীতি যোগী ও বিবেকী উভয়েরই তুল্যরূপ। যদি বল—যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও তত্ত্ববিচারকালে দ্বৈতের ভান হয় না ।

টীকা—প্রতিবাদী দ্বিতীয় পক্ষ লইয়া শঙ্কা করিতেছেন :—( যদি বল ) যোগীর সমাধিকালে দ্বৈতের প্রতীতি হয় না—এইরূপে “উচ্যেত চেৎ”—‘যদি বল’ এই শব্দদ্বয়ের অধ্যাহার করিতে হইবে, তাহা হইলে বিবেকীরও বিবেক দশায় দ্বৈতের অদর্শন তুল্য, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—“তবে বলি অদ্বৈতবিবেকীরও” ইত্যাদি। যোগীর সমাধি দশায় আয়া “অদ্বৈত-বিবেকিনঃ” -অদ্বৈতই তত্ত্ব অর্থাৎ বাস্তব বস্তু ইহা শ্রুতি ও অমুমানাদিকপ যুক্তি দ্বারা বিবেচন-কারীর ও তৎকালে দ্বৈতের দর্শন নাই, ইহাই অর্থ। ৮৭

সেই দ্বৈত দর্শনাভাব কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অগ্রে ত্রয়োদশাধ্যায়ে সেই দ্বৈত দর্শনাভাব হেতু ও যুক্তির সহিত কথিত হইবে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—

(খ) অদ্বৈতানন্দ নামক

ত্রয়োদশাধ্যায়ে বিবেকীর

দ্বৈতদর্শনাভাব প্রতি-

পাদিত হইবে। ৮০০-৮৭

শ্লোকান্তে অর্থের সংক্ষেপে

অমুবাদ।

বিসংখ্যতে তদস্মাভিরদ্বৈতানন্দনামকে ।

অধ্যায়ে হি তৃতীয়েহতঃ সর্বমপ্যতিমঙ্গলম্ ॥ ৮৮

অর্থ—তৎ হি অদ্বৈতানন্দ নামকে তৃতীয়ে অধ্যায়ে অস্মাভিঃ বিসংখ্যতে। অতঃ সর্বম্ অপি অতি মঙ্গলম্ ।

অমুবাদ—যেহেতু সেই দ্বৈত দর্শনাভাব অগ্রে এই ব্রহ্মানন্দ গ্রন্থের অদ্বৈতানন্দ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে ( পঞ্চদশীর ত্রয়োদশাধ্যায়ে ) আমরা বর্ণন করিব, এই হেতু এ পর্য্যন্ত যে অর্থ প্রতিপাদন করিলাম, তাহা নির্দোষ ।

টীকা—( অচ্যুতরায় ) ভাল, “সেই বিচার জনিত সমাধিতে অদ্বৈততত্ত্ববিবেকীর দ্বৈতভান হয় না”—এই কথা কি প্রকারে সিদ্ধ হয়? এই হেতু বলিতেছেন—“যেহেতু” ইত্যাদি। “সর্বম্ অতিমঙ্গলম্”—প্রতিপাদন ক্রটিহীন। ৮৮

ভাল, বৈতাদর্শন সহিত আত্মদর্শনবান্ পুরুষ ত' যোগীই, এইরূপে বাদী শকা করিতেছেন:—

(এ) বৈতাদর্শন সহিত

আত্মজ্ঞানযুক্ত সাধক ত'

যোগী—এইরূপ শকা;

ইষ্টাপত্তিরূপে পরিহার।

সদা পশ্যন্নিজানন্দমপশ্যন্নিখিলং জগৎ ।

অর্থাত্ত্যোগীতি চেত্তর্হি সম্ভবো বর্দ্ধতাং ভবান্ ॥৮৯

অর্থ—নিজানন্দম্ সদা পশন্ নিখিলম্ জগৎ অপশন্ অর্থাৎ যোগী ইতি চেৎ ; তর্হি ভবান্ সম্ভবঃ বর্দ্ধতাম্ ।

অনুবাদ—‘যিনি নিরন্তর নিজানন্দানুভব মগ্ন থাকিয়া সমস্ত জগদর্শনে নিবৃত্ত থাকেন, তিনিও প্রকৃতার্থে যোগী’—যদি এইরূপ বলি, তত্বত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—‘হে বাদিন্, তবে তুমি সম্ভব থাকিয়া বৃদ্ধিলাভ কর । (এইরূপ ইষ্টাপত্তি করায় তোমার জয় হউক) ।

টীকা—সিদ্ধান্তী স্ব-বাহিতের সিদ্ধি লাভ করিয়া তদ্বারা শকার পরিহার করিতেছেন—‘হে বাদিন্’ ইত্যাদি । ৮৯

‘আত্মানন্দ’ প্রকরণরূপ এই অধ্যায়ের তাৎপৰ্য্য সংক্ষেপে দেখাইতেছেন :—

(ট) সংক্ষেপে আত্মানন্দ

নামক অধ্যায়ের

তাৎপৰ্য্য ।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে মন্দাগ্রহসিদ্ধয়ে ।

দ্বিতীয়াধ্যায় এতন্মিন্নাত্মানন্দে বিবেচিতঃ ॥ ৯০

ইতি পঞ্চদশ্যাং ব্রহ্মানন্দে আত্মানন্দঃ সমাপ্তঃ ।

অর্থ—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে এতন্মিন্ দ্বিতীয়াধ্যায়ে মন্দাগ্রহসিদ্ধয়ে আত্মানন্দঃ বিবেচিতঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দ নামক এই অধ্যায় পঞ্চকাত্মক গ্রন্থের দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) অন্তবুদ্ধি অধিকারীর প্রতি অনুগ্রহ করিয়া তাহাদের মোক্ষসিদ্ধির জন্ত আত্মানন্দের অর্থাৎ সর্বজীবের প্রত্যগাত্মস্বরূপভূত আনন্দের বিচার করা হইল । ৯০

ইতি সটীক পঞ্চদশী গ্রন্থের আত্মানন্দ নামক দ্বাদশাধ্যায়ের ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।



# পঞ্চদশী

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

অথ ব্রহ্মানন্দে অদ্বৈতানন্দ।

ব্রহ্মানন্দে তৃতীয়াধ্যায়।

ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; শক্তি ও শক্তিকার্যের অনির্কচনীয়তা।

১। আনন্দরূপ ব্রহ্মের বিবর্ত জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

ভাল, ব্রহ্মানন্দ, বিজ্ঞানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ ভিন্ন প্রকারই, এইরূপে ব্রহ্মানন্দের প্রথমাধ্যায়ে (পঞ্চদশীর 'যোগানন্দ' নামক একাদশাধ্যায়ে) সেই আনন্দ তিন প্রকার বলিয়া নির্দেশ করিয়া দ্বিতীয়াধ্যায়ে (পঞ্চদশীর দ্বাদশাধ্যায়ে) সেই তিন প্রকার আনন্দের অতিরিক্ত আত্মানন্দ নিরূপণ করায়, আনন্দের তিন প্রকার কখনে বিরোধ উপস্থিত হইল, এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) আনন্দের ত্রিবিধতা  
বিষয়ক উক্তিতে বিরোধ  
নাই। আত্মানন্দের  
সদ্বৈততা বিষয়ক শঙ্কা  
ও তাহার উত্তর।

যোগানন্দঃ পুরোক্তো যঃ স আত্মানন্দ ইষ্যতাম্।

কথং ব্রহ্মত্বমেতস্মৈ সদয়শ্চেতি চেচ্ছৃণু ॥ ১

অর্থ—যঃ পূরা উক্ত যোগানন্দঃ সঃ আত্মানন্দঃ ইষ্যতাম্; সদয়শ্চ এতস্মৈ ব্রহ্মত্বম্ কথম্ ইতি চেৎ শৃণু।

অনুবাদ—পূর্বে যে যোগানন্দ (একাদশাধ্যায়ে) উক্ত হইয়াছে তাহাকেই আত্মানন্দ বলিয়া মানিতে হইবে। (যদি বল) দ্বৈত সহিত এই আত্মানন্দের ব্রহ্মরূপতা কি প্রকারে হইতে পারে? তবে শ্রবণ করুন।

টীকা—যেমন যোগানন্দ নামক একাদশ প্রকরণের প্রথম শ্লোকে প্রতিজ্ঞাত 'ব্রহ্মানন্দই' যোগজনিত সাক্ষাৎকারের বিষয় হয় বলিয়া তাহাকে যোগানন্দ বলিয়া এবং নিরূপাধিক বলিয়া নিজ্ঞানন্দরূপে, ব্যবহার (পরিচালিত) করা হয়, সেইরূপ সেই ব্রহ্মানন্দই গোণ মিথ্যা ও মুখ্য আত্মার বিচার দ্বারা অবগত হইতে পারা যায়, ইহাই বলিবার অভিপ্রায়ে তাহারই আত্মানন্দরূপতা কথিত হয়; ইহাই ভাবার্থ। ভাল, আত্মা (আত্মরূপে) সজাতীয় সাক্ষিরূপ মুখ্য আত্মার সমান জাতীয় পুঙ্খ-ভাবাদিরূপ গোণ আত্মা হইতে মিথ্যা আত্মারূপ দেহাদি হইতে এবং বিলক্ষণ জাতি-বিশিষ্ট আকাশাদি হইতে বিভিন্ন এবং সেই হেতু সদয় বলিয়া আত্মানন্দের প্রথমাধ্যায়োক্ত অদ্বিতীয় যোগানন্দরূপতা সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন "(যদি বল) বৈত সহিত" ইত্যাদি। সজাতীয় বলিয়া স্বীকৃত যে পুঙ্খাদি গোণ আত্মা এবং

দেহাদিরূপ মিথ্যা আত্মা, তাহা তৈত্তিরীয় শ্রুত্যুক্ত আকাশাদি জগতের অন্তর্গত বলিয়া এবং আকাশাদি জগৎ আত্মানন্দ হইতে ভিন্ন সত্ত্বাহীন বলিয়া সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয়, এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বহুমানপুরঃসর উত্তর দিতেছেন :—“তবে শ্রবণ কর”। ১

আকাশাদিম্বদেহান্তং তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্ ।

জগন্নাশ্ত্যত্ৰাদানন্দাদবৈতব্রহ্মতা ততঃ ॥২

অর্থ—তৈত্তিরীয়শ্রুতীরিতম্ আকাশাদি স্বদেহান্তম্ জগৎ আনন্দাৎ অন্তং ন অস্তি ; ততঃ অবৈতব্রহ্মতা ।

অনুবাদ—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে, আকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া নিজের দেহ পর্য্যন্ত সমুদয় জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে ; সেই হেতু আত্মানন্দের অবৈতব্রহ্মরূপতা সিদ্ধ হয় ।

টীকা—[তস্মাৎ বা এতস্মাৎ আত্মনঃ আকাশঃ সমুতঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।১।১]—‘সেই ( মন্ত্রপ্রতিপাদিত ) বা এই ( ব্রাহ্মণ প্রতিপাদিত ) আত্মা হইতেই আকাশ উৎপন্ন হইল,’ এই প্রকারে তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন দ্বারা বর্ণিত যে “জগৎ”—তাহা যেহেতু স্ব-কারণভূত আত্মানন্দ হইতে “অন্তং ন অস্তি”—ভিন্ন নহে ; এই কারণে সেই আত্মানন্দের অদ্বিতীয়তা ইহাই অভিপ্রায় ।

ভাল, দ্বিতীয় শ্লোকে উল্লিখিত শ্রুতি বচনে আত্মারই কারণতা শুনা যায়, আনন্দের নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া আনন্দের কারণতা প্রতিপাদক শ্রুতিবচন [ আনন্দাৎ হি এব খলু ইমানি ভূতানি জায়ন্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১ ] আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—এই বাক্য অর্থতঃ পাঠ্য করিতেছেন :—

(খ) আনন্দ হইতেই সৃষ্টির

উৎপত্তি প্রতিপাদক

তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচন,

ফলিতার্থ আনন্দ হইতে

জগতের অভ্যুৎপত্তি ।

আনন্দাদেব তজ্জাতং তিষ্ঠত্যানন্দ এব তৎ ।

আনন্দ এব লীনং চেত্যানন্দাৎ কথং পৃথক্ ? ॥৩

অর্থ—তৎ আনন্দাৎ এব জাতম্, তৎ আনন্দে এব তিষ্ঠতি ; চ আনন্দে এব লীনম্ ইতি উক্তানন্দাৎ কথং পৃথক্ ?

অনুবাদ—আনন্দ হইতেই প্রসিদ্ধ এই জগৎ উৎপন্ন, আনন্দেই অবস্থিত, এবং আনন্দেই বিলীন হয়, এই প্রকারে শ্রুত্যাভিহিত আনন্দ হইতে জগৎ কি প্রকারে পৃথক্ হইতে পারে ? কোন প্রকারেই নহে ।

টীকা—এখানে এই অসুস্থ মান সূচিত হইয়াছে—বিবাদের বিষয় এই জগৎ আনন্দ হইতে ভিন্ন নহে—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা ( আনন্দের ) কাধা—হেতু ; যাহা বাহার কাধা তাহা তাহা হইতে ভিন্ন নহে, সেই প্রকার । ৩

ভাল, কুলাল হইতে উৎপন্ন ঘট সেই কুলালরূপ কারণ হইতে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়, এই

কারণে তৃতীয় শ্লোকোক্ত ‘যেহেতু তাহা কাৰ্য্য’—এই হেতুট অনৈকান্তিক অর্থাৎ ব্যভিচারী এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে কুলাল ঘটের নিমিত্ত কারণ বলিয়া আর এস্থলে—( উক্ত শ্রুতি বচনে ) আনন্দ উপাদানকারণ বলিয়া সমর্থিত ( কথিত ) হওয়ায় ব্যভিচার শঙ্কা হইতে পারে না :—

(গ) ঘট যেরূপ কুলাল  
হইতে ভিন্ন, জগৎ  
সেইরূপ আনন্দ হইতে  
ভিন্ন নহে।

কুলালাদ ঘট উৎপন্নো ভিন্নশ্চেতি ন শঙ্ক্যতাম্ ।  
মৃদুদেষ উপাদানং নিমিত্তং ন কুলালবৎ ॥ ৪

অর্থ—কুলালাৎ ঘটঃ উৎপন্নঃ চ ভিন্ন ইতি ন শঙ্ক্যতাম্, এষঃ মৃদুৎ উপাদানম্ কুলালবৎ নিমিত্তম্ ন।

অনুবাদ—ঘট কুম্ভকার দ্বারা উৎপন্ন হয়, এবং কুম্ভকার হইতে ভিন্ন, এইরূপ শঙ্কা করা উচিত নহে, কেননা, এই আত্মানন্দ মৃত্তিকার ন্যায় উপাদান ( কারণ ), কুলালের ন্যায় নিমিত্ত কারণ নহে।

টীকা—“এষঃ”—এই আত্মানন্দ “মৃদুৎ”—ঘটের উপাদান মৃত্তিকার ন্যায়, “উপাদানম্”—জগতের উপাদান কারণ, “কুলালবৎ”—ঘটের নিমিত্তকারণ কুলাল বা কুম্ভকারের ন্যায় “নিমিত্ত-কারণম্ ন ভবতি”—জগতের নিমিত্ত কারণ নহেন। ৪

ভাল, কুলালও কেন ঘটের উপাদান হইতে পারে না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে উপাদানের সক্ষণ—‘স্থিতি ও লয়ের আধারত্ব’ কুলালে খাটে না।

(ঘ) কুলাল ঘটের উপাদান  
হইতে পারে না, মৃত্তিকাই  
উপাদান; হেতু প্রদর্শন  
দ্বারা আলোচ্য দৃষ্টান্তে  
প্রয়োগ।

স্থিতির্যশ্চ কুম্ভস্য কুলালে শ্তো নহি কচিৎ ।

দৃষ্টৌ তৌ মৃদি তদ্বৎ স্যাৎপাদানং তয়োঃ শ্রুতেঃ ॥৫

অর্থ—হি কুম্ভস্য স্থিতিঃ লয়ঃ চ কুলালে কচিৎ ন শুঃ, তৌ মৃদি দৃষ্টৌ, তদ্বৎ উপাদানম্ ন্যায় তয়োঃ শ্রুতেঃ ।

অনুবাদ—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকারে কখনই সম্ভব হয় না, তদ্বৎ মৃত্তিকাতেই দেখা যায়; সেইহেতু মৃত্তিকাই উপাদান, কুম্ভকার নহে। সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই জগতের উপাদান। আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে এই মর্শ্বের শ্রুতিও রহিয়াছে।

টীকা—যেহেতু ঘটের স্থিতি ও লয় কুম্ভকাররূপ আধার বিশিষ্ট নহে এইহেতু কুলালে ঘটের উপাদানতা নাই। তাহা হইলে ঘটের স্থিতি ও লয় কোথায়? তদ্বৎ বলিতেছেন—“তদ্বৎ মৃত্তিকাতেই দেখা যায়।” সেই ঘটের স্থিতি ও লয় “মৃদি”—সেই ঘটের উপাদানরূপ মৃত্তিকাতেই দৃষ্ট হয় অর্থাৎ প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানা যায়। ভাল, তাহাই যেন হইল, তাহাতে আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ আনন্দের জগৎ কারণতাবিষয়ে কি পাওয়া গেল? তদ্বৎ বলিতেছেন :—“সেইরূপ মৃত্তিকার ন্যায় আনন্দই” ইত্যাদি। যেমন মৃত্তিকা ঘটের উপাদান সেইরূপ আনন্দও জগতের

উপাদান। আনন্দ যে জগতের উপাদান তদ্বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—“আর জগতের স্থিতি লয় বিষয়ে” ইত্যাদি। “তয়োঃ”—জগতের সেই স্থিতি লয় বিষয়ে [আনন্দাৎ হি এব ইত্যাদি, তৈত্তিরীয় উ, ৩।৬।১] আনন্দ হইতেই এই ভূতসকল ইত্যাদি; এই ঋতিবচনে জগতের স্থিতি লয় যে আনন্দ হেতুক বা আনন্দাধার তাহা শুনা যাইতেছে বলিয়া জগতের উপাদান আনন্দ ইহাই অর্থ। ৫

আনন্দ যে সিদ্ধান্তিসম্মত জগতুপাদান তাহাই বলিবার জন্ত উপাদানের অবাস্তব ভেদ বলিতেছেন :—

(৬) উপাদানতা তিন  
প্রকারের হইতে পারে,  
তন্মধ্যে দুই প্রকার  
নিরবয়ব পরব্রহ্মে অসম্ভব।

উপাদানং ত্রিধা ভিন্নং বিবর্ত্তি পরিণামি চ।

আরম্ভকং চ তত্রাত্ত্যো ন নিরংশেৎ অবকাশিনৌ ॥৬

অর্থ—বিবর্ত্তি চ পরিণামি চ আরম্ভকম্ উপাদানম্ ত্রিধা ভিন্নম্। তত্র অস্ত্যো নিরংশে ন অবকাশিনৌ।

অমুবাদ—বিবর্ত্তি উপাদান, পরিণামি উপাদান এবং আরম্ভক উপাদান—এইরূপ উপাদান ত্রিবিধ; তন্মধ্যে শেষোক্ত দুই প্রকারের উপাদান নিরবয়ব পরব্রহ্মে অবসরবিহীন অর্থাৎ অসম্ভব।

টীকা—সেই তিন পক্ষের মধ্যে বিবর্ত্তপক্ষকে অবশিষ্ট রাখিবার জন্ত অপর দুই পক্ষের দোষ দেখাইতেছেন :—“তন্মধ্যে শেষোক্ত” ইত্যাদি। “অস্ত্যো”—সেই তিন পক্ষের মধ্যে শেষের “আরম্ভ” ও “পরিণাম” নামক দুই পক্ষ “নিরংশে”—নিরবয়ব বস্তু যে আনন্দ তাহাতে “ন অবকাশিনৌ”—স্থানপ্রাপ্ত হয় না, অসম্ভব বলিয়া। উপাদানের অবয়ব সমূহের সম্বন্ধাদি দ্বারা তাহা হইতে ভিন্ন কার্যের উৎপত্তিকে ‘আরম্ভ’ বলে, যেমন পরমাণু ও কপালের (খপরের) সংযোগাদি দ্বারা ঘটের উৎপত্তি। আর উপাদানের অবয়বের অন্তর্থাভাবের (অর্থাৎ রূপান্তরাপত্তির) নাম পরিণাম, যেমন তড়াগাদির জলের প্রবাহরূপে এবং ছদ্মের দধিরূপে। এইরূপ লক্ষণ বিশিষ্ট আরম্ভ ও পরিণাম সাবয়ব উপাদানেই সম্ভব, জগতুপাদানরূপ নিরবয়ব আনন্দে সম্ভব নহে, কেননা সম্বন্ধপ্রাপ্ত ও অন্তর্থাভাবপ্রাপ্ত বিষয়ে অপেক্ষিত অবয়বের অভাব। কিন্তু আকাশের জ্ঞান নিরবয়ব আনন্দের বিবর্ত্তরূপে জগৎ সম্ভব হইতে পারে। আবার অধিষ্ঠান হইতে বিষম সত্তা-বিশিষ্ট যে অধিষ্ঠানের অন্তর্থাভাব তাহাকে বিবর্ত্ত বলে, যেমন রজুর বিবর্ত্ত সূর্য, আকাশের বিবর্ত্ত নীলতা। (আরম্ভ পরিণাম ও বিবর্ত্ত ৭-৯ শ্লোকে, ৪২-৫৩ শ্লোকে এবং ৫২ শ্লোকে বর্ণিত)। ৬

সেই আরম্ভ ও পরিণাম এই দুই পক্ষের আনন্দরূপ উপাদানে স্থান নাই, ইহাই দেখাইবার জন্ত প্রথমে আরম্ভবাদীর মতের অমুবাদ করিতেছেন :—

আরম্ভবাদিনোহন্যন্যাদন্যস্তোৎপত্তিমূচিরে।

(৮) আরম্ভবাদীর মতের  
বর্ণন।

তন্তোঃ পটস্য নিম্পত্তৌভিন্নৌ তত্তপটৌ খলু ॥ ৭

অর্থ—আরম্ভবাদিনঃ অন্তঃস্বাং অন্তঃস্বা উৎপত্তি উচিরে ; তন্তোঃ পটন্ত নিম্পত্তেঃ তন্তুপটৌ ধ্বং ভিন্নৌ ।

অনুবাদ—আরম্ভবাদী এক বস্তু হইতে অন্য বস্তুর উৎপত্তি স্বীকার করিয়া থাকে ; তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি হয়, দেখা যায় বলিয়া এইরূপ বলে । তাহাদের নিশ্চয় এই যে তন্তু ও বস্ত্র ভিন্ন ।

টীকা—“আরম্ভবাদিনঃ” অর্থাৎ বৈশেষিক প্রভৃতি মতাবলম্বিগণ । “অন্তঃস্বাং” অন্য হইতে স্বাং কার্যের অপেক্ষায়—বা কার্যকে ধরিয়া, তাহা হইতে ভিন্ন যে কারণ তাহা হইতে, “অন্তঃস্বাং”—কারণের অপেক্ষায় অন্ত যে কার্য তাহার “উৎপত্তি উচিরে”—উৎপত্তি বলেন অর্থাৎ মানেন । বৈশেষিকাদি কেন এইরূপ বলেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—“তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি” ইত্যাদি । “নিম্পত্তেঃ”—উৎপত্তির “দর্শন হয় বলিয়া”—এইরূপে শব্দযোজনা করিয়া বাক্যশেষ করিতে হইবে । ইহার দ্বারাই অর্থাৎ তন্তু হইতে পটের উৎপত্তি দেখিয়াই কার্যকারণের ভেদ সিদ্ধ হয় কি প্রকারে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“তাহাদের নিশ্চয় এই” ইত্যাদি । বিরুদ্ধ অর্থাৎ ভিন্ন পরিণাম বিশিষ্ট বলিয়া ও ভিন্ন বিরুদ্ধ অর্থাৎ অর্থ ক্রিয়াবিশিষ্ট—প্রয়োজন নিমিত্ত প্রবৃত্তি বিশিষ্ট বলিয়া তন্তু ও পট ভিন্ন ইহাই তাৎপর্য্য । ৭

এক্ষণে পরিণামের স্বরূপ বলিতেছেন :—

অবস্থান্তরতাপত্তিরেকশ্চ পরিণামিতা ।

(ছ) পরিণামেব স্বরূপ ।

স্বাং ক্ষীরং দধি মৃৎকুন্তঃ সুবর্ণং কুণ্ডলং যথা ॥ ৮

অর্থ—একশ্চ অবস্থান্তরতাপত্তিঃ পরিণামিতা ; যথা ক্ষীরম্ দধি, মৃৎকুন্তঃ, সুবর্ণম্ কুণ্ডলম্ স্বাং ।

অনুবাদ—এক বস্তুর অবস্থান্তরতাপ্রাপ্তির নাম পরিণামিতা ; যেমন দুগ্ধ দধিরূপ হয়, মৃত্তিকার ঘটরূপ হয় ; সুবর্ণ কুণ্ডল হয় ।

টীকা—একই বস্তুর পূর্বাৱস্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্যৱস্থা প্রাপ্তিকে পরিণাম বলে, ইহাটো অর্থ । সেই পরিণামের উদাহরণ দিতেছেন :—“যেমন দুগ্ধ” ইত্যাদি । যেমন দুগ্ধ মৃত্তিকা সুবর্ণ প্রভৃতির দুগ্ধাদিরূপে ব্যবহার যোগ্যতা পরিত্যাগ দ্বারা দধি প্রভৃতি রূপে ব্যবহারের যোগ্যতা প্রাপ্তি পরিণাম । ৮

এক্ষণে বিবর্তের লক্ষণ বলিতেছেন :—

(গ) বিবর্তের লক্ষণ ; অবস্থান্তরভানং তু বিবর্তো রজ্জুসর্পবৎ ।

নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত  
সম্ভব ।

নিরংশেহপ্যন্ত্যসৌ ব্যোম্মিতলমালিন্যকল্পনাং ॥ ৯

অর্থ—অবস্থান্তরভানম্ তু বিবর্তঃ রজ্জুসর্পবৎ । অসৌ নিরংশে অপি অস্তি ব্যোম্মি তল-মালিন্যকল্পনাং ।



অমুবাদ—কিন্তু অত্যাৱস্থা প্রতীতির নাম বিবর্ত, যেমন রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি—  
এই বিবর্ত নিরবয়ব পদার্থেও হয়, কেননা আকাশে কটাহতলরূপতা ও মলিনতার  
(নীলিমার) কল্পনা হয়।

টীকা—“তু’—কিন্তু, ইহা বিবর্তের পূর্বে উল্লিখিত দুই পক্ষ অর্থাৎ অর্থাৎ আবৃত্ত ও  
পরিণাম হইতে বিলক্ষণতা হ্রচনা করিতেছে। পূর্বাৱস্থা পরিত্যাগ না করিয়াই অত্যাৱস্থাপন্ন  
বলিয়া প্রতীত হওয়ার নাম বিবর্ত। সেই বিবর্তের উদাহরণ দিতেছেন :—“যেমন রজ্জুতে”  
ইত্যাদি; যেমন রজ্জুরূপে অবস্থিত বস্তুর সর্পরূপে ভান বা প্রতীতির নাম বিবর্ত। (শব্দা)  
ভাল, বিবর্তিত রূপপ্রাপ্ত রজ্জু প্রভৃতির সাবয়বতা দৃষ্ট হয়। তাহা হইলে নিরবয়ব বস্তুতে ত’ সেই  
বিবর্ত লক্ষণ খাটে না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—নিরবয়ব আকাশাদিতেও  
সেই বিবর্ত দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া উক্ত আশঙ্কা উঠিতে পারে না; ইহাই বলিতেছেন,—  
“এই বিবর্ত নিরবয়ব পদার্থেও” ইত্যাদি। “অর্দো”—এই বিবর্ত। “তলমালিন্মকল্পনাং”—  
অধোমুখ ইন্দ্রনীল কটাহ সাদৃশ্য-ভলতা : মালিন্ম-নীলবর্ণতা; তত্বের ‘কল্পনাং’—বাহ্যায়  
আকাশের স্বরূপ জানে না তাহাদিগের কর্তৃক আরোপিত হয় বলিয়া। ৯

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

(৯) নিরবয়ব আনন্দে  
জগতের কল্পিততা, এই  
ফলিতার্থ কথন; কল্পনার  
হেতু শক্তির দৃষ্টান্ত সহিত  
বর্ণন।

ততো নিরংশ আনন্দে বিবর্তো জগদ্ব্যতাম্।  
মায়াশক্তিঃ কল্পিকা স্মাদৈন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥১০

অর্থ—ততঃ জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্তঃ ইচ্ছাতাম্, মায়া শক্তিঃ কল্পিকাত্মা  
ঐন্দ্রজালিকশক্তিবৎ ॥

অমুবাদ—সেই হেতু নিরবয়ব আনন্দে জগদ্রূপ বিবর্ত মানিতে হইবে।  
ঐন্দ্রজালিকের শক্তির গ্ৰায় মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়।

টীকা—“ততঃ”—নিরবয়ব বস্তুতে বিবর্ত সম্ভব বলিয়া, “জগৎ নিরংশে আনন্দে বিবর্তঃ”—  
জগৎ নিরবয়ব আনন্দে কল্পিত, ইহা অস্বীকার করিতেই হইবে, ইহাই অর্থ। (শব্দা)  
ভাল, অদ্বিতীয় আনন্দে জগতের কল্পনা সিদ্ধ হয় না, কেননা কল্পনার হেতু বা কারণ  
নাই; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—“মায়াশক্তি সেই কল্পনার হেতু হয়”।  
(শব্দা) ভাল, শক্তি যে কল্পনার কারণ হয়, ইহা কোথায় দেখিতেছেন? তত্বের  
বলিতেছেন—“ঐন্দ্রজালিকের শক্তির গ্ৰায়”। যেমন ঐন্দ্রজালিক পুরুষে অবস্থিত মণিমন্ত্রাদিরূপ  
মায়াশক্তির গন্ধর্জনগরাদির কল্পিততা আছে সেইরূপ। ১০

(১০) শক্তিমান হইতে  
লৌকিক শক্তির ভেদ-  
অভেদ উভয়েরই অতাব।

শক্তিঃ শক্তাৎ পৃথক্ত্বান্ধি তদ্বদৃষ্টেন চাভিদা।  
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছজ্যভাবে তু কস্য সং ॥১১

(শক্তি) ভাল, আনন্দরূপ আত্মা অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তিকে ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করিলে বৈত আসিয়া পড়ে, অর্থাৎ অবৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয়। এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া মাযাকে অনির্বচনীয় বলিয়া মিথ্যা বলিবার জন্ত অগ্রে (অর্থাৎ ২০ হইতে পরবর্তী শ্লোকনিচয়ে) বর্ণিত যে লৌকিক অগ্ন্যাগ্নি শক্তি, প্রথমে (অর্থাৎ ১১ ও ১২ শ্লোকে) তাহার শক্তিমান হইতে ভেদরূপে অথবা অভেদরূপে বর্ণন করিতে পারা যায় না বলিয়া, তাহার অনির্বচনীয়তা দেখাইতেছেন :—

২। শক্তির অনির্বচনীয়তা, ধাত্রীর উপাখ্যান (বাশিষ্ঠ রামায়ণ হইতে)

(ক) শক্তিমান হইতে  
লৌকিক শক্তির ভেদ-  
অভেদ উভয়েরই অভাব।

শক্তিঃ শক্তাং পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদৃষ্টেণ চাভিদা ।  
প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাচ্ছক্ত্যভাবে তু কস্য সং ॥ ১১

অর্থ—শক্তিঃ শক্তাং পৃথঙ্ নাস্তি তদ্বদৃষ্টেঃ ; অভিদা ন চ, প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ, শক্ত্যভাবে তু সং কস্য ?

অনুবাদ—আনন্দস্বরূপ (শক্তিমান) ব্রহ্ম হইতে মায়াশক্তির পৃথঙ্ সত্তা নাই ; কেননা, সংসারে সেইরূপ দেখা যায়—অর্থাৎ দেখা যায় শক্তি বা শক্তিমান হইতে শক্তি ভিন্ন হইয়া নাই। আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে ; কেননা, সেই শক্তির প্রতিবন্ধ বা বাধাও দৃষ্ট হয় ; যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে সেই বাধা হইল কাহার ?

টীকা—“শক্তিঃ”—বাহ্য অগ্নি প্রভৃতিতে অবস্থিত থাকিয়া স্ফোটাব (স্ফোটার অথবা শব্দের) উৎপাদক, “শক্তাং” অগ্ন্যাগ্নির স্বরূপ হইতে “পৃথঙ্ নাস্তি”—ভিন্নরূপ নহে ; যদি বল শক্তি শক্তিমান হইতে কেন ভিন্ন নহে ; তদ্বত্তরে বলিতেছেন—“কেননা সংসারে সেইরূপ দেখা যায়” ইত্যাদি। “তদ্বৎ”—সেইরূপে অর্থাৎ শক্তিমান হইতে, ভিন্নরূপে, “দৃষ্টেঃ” ইত্যাদি—দেখা যায় বলিয়া ; অগ্ন্যাগ্নির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তির উৎপাদক বা প্রতীতি হয় না ; ইহাই অর্থ। আবার অগ্ন্যাগ্নি শক্তিমানের স্বরূপই শক্তি, এইরূপও নহে, তাহাই বলিতেছেন :—“অভিদা ন চ”—আবার শক্তিমান হইতে শক্তি অভিন্নও নহে। সেই অভেদের অভাব বিষয়ে হেতু বলিতেছেন—“প্রতিবন্ধস্য দৃষ্টত্বাৎ”—মণি মস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা শক্তির কার্যের —স্ফোট প্রভৃতির—প্রতিবন্ধ দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া, অগ্নি প্রভৃতি শক্তিমান হইতে স্বরূপতঃ পৃথগ্‌রূপে শক্তি দৃষ্টব্য বলিয়া, ইহাই অভিপ্রায়। ভাল, প্রতিবন্ধকের দর্শন হয় মানা গেল, তাহা হইলেও ত শক্তির শক্তিমানের স্বরূপ হইতে ভেদ না-ও হইতে পারে ; তাহাতে দোষ কি ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—“যদি অভিন্ন বল তবে শক্তির অভাব হইলে” ইত্যাদি। প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা সিদ্ধ যে অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ, তাহার নাশ বা তিরোধানরূপ প্রতিবন্ধক অসম্ভব, যেহেতু সেই অগ্নি প্রভৃতির স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি স্বীকার না করিলে প্রতিবন্ধক নির্বিষয় হয়, (তাহা ত বাহ্যিক নহে)। এই হেতু শক্তিমান হইতে ভিন্ন প্রতিবন্ধকের বিষয়-শক্তি মানিতে হইবে। ইহাই অভিপ্রায়। ১১

ভাল, শক্তি ত' ইন্দ্রিয়ের অগোচর, তাহার প্রতিবন্ধ কি প্রকারে জানা যাইতে পারে ?  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(খ) শক্তির প্রতিবন্ধ **শক্তেঃ কার্য্যানুমেষত্বাদকার্যো প্রতিবন্ধনম্ ।**  
জানিবার উপায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত । **জলতোহম্মেরদাহে স্ত্রান্নাদিপ্রতিবন্ধতা ॥ ১২**

অম্বয়—শক্তেঃ কার্য্যানুমেষত্বাৎ, অকার্যো প্রতিবন্ধনম্ ( অদগন্তব্যম্ ) জলতঃ অগ্নেঃ  
অদাহে স্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্ত্রাৎ ।

অনুবাদ—( শক্তিমান প্রত্যক্ষ হইলেও ) শক্তি কার্য্য দ্বারা অনুমেয়;  
সেই কার্য্য না হইলেই প্রতিবন্ধ বুঝিতে হইবে । প্রজ্বলিত অগ্নি যদি দাহ করিতে  
বিরত হয়, তাহা হইলে মস্ত্রাদির প্রতিবন্ধকতা স্বীকার করিতেই হয় ।

টীকা—শক্তি অতীন্দ্রিয় হইলেও, যেহেতু কার্য্যরূপ লিঙ্গ বা হেতু দ্বারা অনুমেয় এই  
হেতু “অকার্যো প্রতিবন্ধনম্”—কারণ থাকিতেও যদি কার্য্যের অনুৎপত্তি হয়, তাহা হইলে  
প্রতিবন্ধ ( “অবগন্তব্যম্” ) বুঝিতে হইবে এই শব্দটি আনিয়া বাক্য শেষ করিতে হইবে । এই  
অর্থটি দৃষ্টান্ত দেখাইয়া স্পষ্ট করিতেছেন—“প্রজ্বলিত অগ্নি যদি” ইত্যাদি দ্বারা । সংসারের  
স্বরূপতঃ “জলতঃ অগ্নেঃ”—প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে, “অদাহে”—দাহাদিরূপ কার্য্য উৎপন্ন না  
হইলে “মস্ত্রাদিপ্রতিবন্ধতা স্ত্রাৎ”—মস্ত্র মণি প্রভৃতির শক্তিপ্রতিবন্ধকতা মানিতে হইবে । ১২

এই প্রকারে লৌকিক শক্তি স্বরূপতঃ এবং প্রমাণতঃ সিদ্ধ করিয়া এক্ষণে মায়-  
শক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে ( তে ধ্যানযোগানুগতা অপশুন দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্—  
শ্বেতাস্থতর উ—১৩ )—‘সেই ( বেদার্থজ্ঞানসম্পন্ন পরোক্ষ ব্রহ্মতত্ত্বজ্ঞ ) মুনিগণ ধ্যানযোগ-  
তৎপর হইয়া ( ক্রগৎকারণ চিন্তনে সমাহিতবুদ্ধি বা অন্তর্মুখ হইয়া স্বয়ং-প্রকাশ আনন্দস্বরূপ  
আত্মার অবিদ্যা মায়ী ইত্যাদি নামধারিণী ) শক্তিকে দেখিতে পাইলেন ; সেই শক্তি নিজ  
সত্ত্ব-রজ-স্তমোগুণ দ্বারা আবৃত হইয়া অজ্ঞবুদ্ধি জীবের অগোচর হইয়া রহিয়াছেন ।’ এই  
শ্বেতাস্থতরোপনিষদ্বাক্য অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন ; আবার সেই উপনিষদেরই মন্ত্ররূপে স্থিত  
[ “পরো অশ্রু শক্তিঃ বিবিধা এব শ্রুতে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ”---( শ্বেতাস্থ উ—৩৮ ) ]  
এই সর্লকারণ আত্মার সকল শক্তি হইতে উৎকৃষ্টা শক্তি একাধিকরূপ অর্থাৎ অসংখ্যরূপা  
বলিয়া শাস্ত্র হইতে অবগত হওয়া যায় ; ( এই শক্তি আগন্তুক নহে ) ইহা স্বভাবতঃ সম্বদ্ধ  
বা অনাদিসিদ্ধ, ইহা জ্ঞানরূপা বা বস্তুপ্রকাশিকা, প্রাণরূপা বা উৎসাহরূপা এবং ব্যাপার  
মাত্ররূপা । এই বাক্যও অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(গ) মায়শক্তির অস্তিত্বে **দেবাত্মশক্তিঃ স্বগুণৈর্নিগূঢ়াং মুনয়োহবিদম্ ।**  
শ্বেতাস্থতর শ্রুতিবচন । **পরাশ্রু শক্তির্বিবিধা ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ॥ ১৩**

অম্বয়—মুনয়ঃ দেবাত্মশক্তিম্ স্বগুণৈঃ নিগূঢ়াম্ অবিদম্ ; অশ্রু পরো শক্তিঃ বিবিধা  
ক্রিয়াজ্ঞানবলাত্মিকা ।

অনুবাদ—মুনিগণ জানিতে পারিলেন স্বপ্রকাশ চিদাশ্রয় মায়াশক্তি নিজ সত্ত্বাদিগুণ দ্বারা ( অথবা আবরণ ও বিক্ষেপ দ্বারা ) আবৃত হইয়া রহিয়াছেন ; এবং চিদাশ্রয় ( ব্রহ্মের ) সেই পরাশক্তি একাধিকরূপা অর্থাৎ জ্ঞানরূপা, বলরূপা, ক্রিয়ারূপা ।

টীকা—“মুনিঃ”—যে মুনিগণ কাল, স্বভাব প্রভৃতি জগৎকারণ বাদে দোষ দর্শন করিয়া জগৎ কারণাবধারণের জন্য ধ্যানযোগে আত্মবান্ হইয়া অপরোক্ষ জ্ঞানান্বিত হইয়াছিলেন তাঁহারা “দেবাত্মশক্তি” —দেবের অর্থাৎ স্বপ্রকাশ চৈতন্যস্বরূপ প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মের মায়াশক্তি, “স্বশূন্যঃ” আপনাব আবরণ বিক্ষেপরূপ অথবা কাথাস্বয়ক স্থূল সূক্ষ্ম শরীররূপ গুণদ্বারা—“নিগূঢ়া” —নিরন্তর আবৃতরূপে “অবিদন” —সাক্ষাৎকার করিয়াছিলেন । “পরাস্ত শক্তিঃ”—চিদাশ্রয় ( ব্রহ্মের ) সেই পরাশক্তি ইত্যাদি—“অস্ত্র”—এই ব্রহ্মের “পরা”—উৎকৃষ্ট জগৎকারণভূতা শক্তি বিবিধ বলিয়া শ্রুত হয় ( বিবিধেব শ্রুতে ) এইরূপে বাক্য শেষ করিতে হইবে । ইহার বিবিধতা বর্ণন করিতেছেন সেই শক্তি কি প্রকার ? ক্রিয়ারূপ জ্ঞানরূপ ও বলরূপ ; ক্রিয়া ও জ্ঞান সর্বজনবিদিত ; বল ইচ্ছাশক্তির নাম, কেননা, ইচ্ছাশক্তি জ্ঞানশক্তির ও ক্রিয়াশক্তির সহচারী—সহায়ক অর্থাৎ একগুণে থাকে বলিয়া । ক্রিয়া প্রভৃতি শক্তিসমূহ হইয়াছে আত্মা বা স্বরূপ’ যাহার এইরূপ যে পরমেশ্বর শক্তি তাহা ক্রিয়া-জ্ঞান-বলরূপ । ক্রিয়াশক্তি তমোগুণপ্রধান ; জ্ঞানশক্তি সত্ত্বগুণপ্রধান, ইচ্ছাশক্তি রজোগুণপ্রধান । তমোগুণ এবং সত্ত্বগুণ উভয়ই কার্যোৎপাদক ; রজোগুণপ্রধান ইচ্ছাশক্তি যৎ কাথাহীন কিন্তু তত্ত্বভয়ের সহকারী—এই হেতু তাহা বলরূপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে । যেমন পুত্রবান দুই ভ্রাতার পুত্রদিগকে অপুত্রক তৃতীয় ভ্রাতা ক্রীড়া করাইয়া থাকে । \* বেদার্থজ্ঞ পরোক্ষ ব্রহ্মজ্ঞানী ব্রহ্মকে জগৎকারণরূপে শুনিয়া বিচার করিতেছেন—( যেতাস্থতরোপনিষদের প্রারম্ভ “কিং কারণং ব্রহ্ম কৃতং স্ব জাতাঃ” ইত্যাদি )—সেই ব্রহ্ম-কাবণ কি প্রকার ? তাহা কি ‘কাল’—নিমেষাদি পরাক্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যয়ের উৎপাদক বাহা কৃত-ভবিষ্যৎ বর্তমানরূপে লোকসমাজে ব্যবহৃত হয়, অথবা ‘স্বভাব’—সকল পদার্থের নিজ নিজ ভাব বা সমাধারণ কার্যকারিতা, যেমন অগ্নির দাহাদিকারিতা, জলের নিম্নদেশ গমনাদি, অথবা ‘নিয়তি’—সকল পদার্থে আকারের স্তায় অমুগত নিয়ম শক্তি, যেমন স্বত্বকালেই নারীগণের গর্ভধারণ, চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র বৃদ্ধি, কিসা পুষ্পাণুরূপ অবিষম নিয়ম বা অদৃষ্ট, অথবা ‘বদৃচ্ছা’—কাকতালীয়া ত্রায়ে সংযোগকারিণী এক প্রকার শক্তি, যেমন স্বত্বমতী নারীগণের মধ্যে কাহারও কোন স্বত্ব বিশেষে গর্ভধারণ ইত্যাদি ; অথবা “ভূতানি” পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় যেমন তৈলবস্তিক্যাদিসংযোগে প্রদীপ অথবা পান সুপারি খদির ও চূর্ণের জীবিত ব্যক্তির মুখবিবরে সংযোগ দ্বারা উৎপাদিত রক্তমা ও মদ ; এইরূপে ভূতের সংযোগ—এইগুলির সংযোগই কি যোনি বা কারণ অথবা

\* এখানে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের সংস্কারাপন্নগণ ক্রিয়ারূপা শক্তিতে kinetic energy, বলরূপা শক্তিতে potential energy এবং জ্ঞানরূপা শক্তিতে ( অধুনা অর্দ্ধাবিকৃত ) sentient energy-র ছায়া দেখিতে পাইবেন । এখানে ব্যাখ্যাত আচ্যবিজ্ঞান কিন্তু ভিন্নরূপ ।

অসঙ্গ উদাসীন চিদানন্দাত্মা কারণ ? এই ছয়টি পক্ষের মধ্যে পূর্ব পূর্ব পক্ষের দূর্বলতা-বশতঃ উত্তরোত্তর পক্ষের উৎপত্তি। ‘যোনি’—কারণ, এই শব্দটির পূর্বোক্ত ছয়টির সহিত সম্বন্ধ। প্রথম পক্ষ কাল বৈশেষিকাদি প্রসিদ্ধ পরমাণু প্রভৃতির কারণতা নিবারণ জন্য ; অর্থাৎ পরমাণু প্রভৃতি কারণ কাল ব্যতিরেকে কারণতা লাভ করিতে পারে না ; সেই হেতু কল্পনাগোরবাদি দোষ হেতু পরমাণু প্রভৃতি পক্ষসকল পরিত্যাগ করিয়া কালেরই কারণতা অঙ্গীকার করা কর্তব্য। কালও বস্তুর স্বভাব পরিত্যাগ করিয়া কারণ হইতে পারে না ; এই হেতু পূর্বের ত্রায় ‘স্বভাবই’ কারণ ; এইটি দ্বিতীয় পক্ষ। স্বভাবও নিয়তি বিনা কারণ হইতে পারে না ; সেই হেতু অঘট্যব্যতিরেক যুক্তির অন্বেষণে নিয়তিই কারণ, এইটি তৃতীয় পক্ষ। আবার নিয়তিও অনৈকান্তিক—ব্যভিচার দোষগ্রস্তা ; এইহেতু যদৃচ্ছা ; এইটি চতুর্থ পক্ষ ; যাদৃচ্ছিকতা সম্বন্ধে ভূত বিনা পদার্থের উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া পঞ্চভূত বা ভূতচতুষ্টয় পঞ্চম পক্ষ ; আবার ভূতদ্বারা উৎপন্ন পদার্থের চৈতন্য ব্যতিরেকে উৎপত্তি দেখা যায় না বলিয়া চেতন পুরুষই কারণ, এইটি ষষ্ঠ পক্ষ ; “কিং কারণম্”—এই প্রশ্নের অন্তর্গত কারণ শব্দের অন্তর্যুক্তি ধরিলে, যোনি এষ্ট পক্ষটিকে ষষ্ঠ পক্ষ ধরিতে হইবে। যোনি শব্দে পৃথিবী অন্ত ভূত নহে অথবা পুরুষস্বতন্ত্রা প্রকৃতি। ভূতসকলও কাৰ্য্য যেহেতু মূর্ত্ত ; সেই হেতু ভূতের কারণ প্রকৃতিকে মানিতেই হইবে, ইহাই অভিপ্রায়। প্রকৃতিও গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা ভূতের ত্রায় অচেতন বলিয়া, চেতন পুরুষই কারণ ইহাই সপ্তম পক্ষ ; কাল প্রভৃতি সাতটি বস্তুই ব্রহ্মশব্দের অর্থ হইতে পারে। যেহেতু এইরূপ, সেইহেতু চিন্তা করিতে হইবে কি ‘ব্রহ্ম’ শব্দ দ্বারা উক্ত সাতটির একটিকে বুঝিতে হইবে অথবা ‘অসৎ’, ‘অভাব’, ‘শূন্য’ ইত্যাদিরূপ জগৎ-কারণবাদিগণের অভিমত একটিকে বুঝিতে হইবে। (শঙ্কা) ভাল, এস্থলে চিন্তার বিষয় কি ? কাল প্রভৃতি সকলগুলির সম্বন্ধকেই কারণ বলা হউক না কেন ? তদন্তরে বলিতেছেন—ইহাদিগের সংযোগও কারণ হইতে পারে না, কেননা যাহাদের সংযোগের কথা বলা হইতেছে, তাহাদের কয়েকটি নরনিষাণ সদৃশ একান্ত অসৎ ; সেইহেতু তাহাদের সংযোগও অসৎ ; সেই সংযোগ সৎ হইলেও লোভাদির ত্রায় অচেতন বলিয়া তাহা কারণ হইতে পারে না। সংযোগের কারণ না হইবার অপর হেতু এই যে চেতন আত্মবস্তু (জীব) রহিয়াছে। তাৎপৰ্য্য এই—কাল হইতে পুরুষ বা জীব পর্য্যন্ত বিদ্যমান থাকিতে তাহাদের সংযোগই কারণরূপে কল্পনীয় কিন্তু চেতন পুরুষ ( বা জীব ) থাকিতে কালাদির ত্রায় সংযোগও নিস্প্রয়োজন। ভাল, তাহা হইলে পুরুষ বলিতে যে কর্তা, ভোক্তা, চেতন আত্মাকে বুঝায়, তাহাই কারণ হউক। তদন্তরে বলিতেছেন—তাহাও কারণ হইতে পারে না, কেননা সে “অনিশঃ”। জগৎকারণ চেতন হউক বা অচেতন হউক যাহাই অঙ্গীকার কর না কেন, তাহাকে নিয়ন্তা বলিয়া মানিতে হইবে। কিন্তু জীবরূপ আত্মা ঈশ্বর বা নিয়ন্তা নহে ; সে আপনার নিজের অনুকূলবেদনীরূপ স্রবের এবং প্রতিকূলবেদনীরূপ দুঃখের হেতু ধর্ম্মাধর্ম্মাদির নিয়ন্তা নহে ; এইহেতু স্বতন্ত্র চেতনকারণই ব্রহ্ম শব্দের অর্থ বুঝিতে হইবে।

নৈয়ায়িক বা বৈশেষিকগণ যে পরমাণুকে জগৎকারণ বলেন, তাহাদের সেই মতে,

অসম্ভবরূপ দোষ, কেননা নিরবয়ব জড় পরমাণুব সংযোগাদির দ্বারা জগন্নিষ্কাশন অসম্ভব। জ্যোতির্বিদগণ কালকে যে কারণ বলিয়া মানেন তাঁহাদের মতে অকারণতা প্রাপ্তিরূপ দোষ, কেননা কাল সর্বদাই বিদ্যমান থাকিলেও সকল কাষের সন্ধানই উৎপত্তি হয় না। লোকায়তিকগণ (চাৰ্বাকমতাবলম্বিগণ) স্বভাবকে যে কারণ বলেন, তাহাদের সেই মতে ‘ব্যভিচার’ দোষ, কেননা বীৰ্যাদির গৰ্ভাদিজনকতা স্বভাব বক্ষাদিতে ভঙ্গ হয়, দেখা যায়। মীমাংসকগণ নিয়তিক (অদৃষ্টকে) যে কারণ বলেন, তাঁহাদের মতে অদ্বয় ব্যতীবেকের ব্যভিচার দোষ, কেননা অমুক কারণ হইতে অমুক কাষ হইবে, অমুক কারণ হইতে হইবে না। এইরূপ নিয়ম নাই। প্রত্যক্ষবাদী বা নিরাশ্রয়গণ কাকতালীয় ভাষের ভাষ—‘যদৃচ্ছা’কেই কারণ বলে; তাহাদের মতে অসম্ভবদোষ, কেননা পৃথিব্যাদি ভূতরূপ ধর্মী বিনা কেবল যদৃচ্ছারূপ ধর্মের কারণতা অসম্ভব। প্রত্যক্ষপ্রমাণবাদী (জগন্নিষ্ঠবাদী) বলে পৃথিব্যাদি পঞ্চভূতই জগৎ-কারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ, কেননা বাদির ভাষ জড় ও সাবদ্বয় ভূত সকল অল্প কারণের অপেক্ষা রাখে বলিয়া তাহাদের কারণতা অসম্ভব। সাংখ্যমতে প্রকৃতিই কারণ; এই মতেও অসম্ভবতা দোষ; কেননা শকটেব ভাষ জড় প্রকৃতি চেতন দ্বারা অধিষ্ঠিত না হইলে কাষে প্রবৃত্ত হইতে পারে না। যোগমতাবলম্বিগণ হিরণ্যগর্ভাদিরূপ অসঙ্গ পুরুষকে কারণ বলেন; তাঁহাদের মতে অযোগ্যতারূপ দোষ; কেননা অসঙ্গ ও নিগুণ, সেইহেতু ব্যাপাররহিত পুরুষের কারণতা নাই। কেহ কেহ কালাদির সংযোগকেই কারণ বলে; তাহাদের মতে যে দুইটি দোষ আছে তাহা পূর্বেই সূচিত হইয়াছে। কেহ কেহ প্রতিবিম্বরূপ পরিণামী পুরুষকে বা জীবকে কারণ বলে, তাহাতে অযোগ্যতা দোষ, কেননা, জীবের স্মৃতিপ্রাপ্তি ও চ্যুতিনিবৃত্তিতে স্বতন্ত্রতা নাই। ব্রহ্মবাদী বৈদান্তিকগণ শুদ্ধ ব্রহ্মকেই কারণ বলেন, তাহাতে বিশেষণ ভঙ্গরূপ দোষ অর্থাৎ শুদ্ধ বা মায়াশক্তিরহিত ব্রহ্মের জগৎস্রষ্টৃ মানেলে অসঙ্গতা নির্বিকারতা ও নিরবয়বতার ভঙ্গ হয়।

অসংকারণতা, অভাব কারণতা, শূন্যকারণতা বাসভাষিতরূপ বলিয়া একান্ত উপেক্ষা; সেই হেতু মস্ত্রে উল্লিখিত হয় নাই। জগৎ অসংকারণ বা নিকারণ, এই মতে প্রত্যক্ষবিবাদ দোষ; কেননা ঘটাদি সকল কাষেরই কারণ প্রত্যক্ষ হয়। অভাবই জগৎতব কারণ এই মতেও দৃষ্টবিরোধ দোষ, কেননা অভাব বক্ষ্যাপুত্রের ভাষ অসং; সেই অভাব হইতে ভাবরূপ জগতের উৎপত্তি কখন, দৃষ্টবিরোধ দোষহুই। শূন্যকারণতাবাদ ও অসম্ভবতা দোষহুই; কেননা আকাশে কুম্মমোংপত্তি, বিনাবীজে ধাত্মোংপত্তি অসম্ভব। এই হেতু মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মই জগৎকারণ এই পক্ষ নির্দোষ।

এই কারণে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য এই—বেদার্থজ মূনিগণ শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মের জগৎকারণতা পরোক্ষভাবে জানিয়া এবং তাহার সম্ভবতা নির্ণয় করিবার জন্ত উক্তরূপে পূর্বপক্ষসমূহে দোষদর্শন করিয়া শ্রুত্যাগুহীত বলিয়া সিদ্ধান্তরূপ, গুরুবেদোপদিষ্ট—কেবল ব্রহ্ম তদাকার চিন্তাবৃত্তি প্রবাহরূপ ধ্যানের অহুষ্ঠান যোগশাস্ত্রবর্ণিত আসনাদি যোগাঙ্গের সাহায্যে করিতে করিতে, ব্রহ্মের মায়ারূপা শক্তির সাক্ষাৎকার করিলেন, দেখিলেন সেই শক্তি জ্ঞান-বলক্রিয়াত্মিকা। ১৩

উক্ত বাক্যদ্বয় কোথাকার ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত বাক্যদ্বয়  
প্রতিবচন ; ব্রহ্মের মায়া-  
শক্তি বিষয়ে বশিষ্ঠ  
সম্মতি।

ইতি বেদবচঃ প্রাহ বশিষ্ঠশ্চ তথাত্রবীৎ ।

সর্বশক্তি পরংব্রহ্ম নিত্যমাপূৰ্ণমদ্বয়ম্ ॥ ১৪

যয়োল্লসতি শক্ত্যাসৌ প্রকাশমধিগচ্ছতি ॥

অর্থ—ইতি বেদবচঃ প্রাহ ; তথা বশিষ্ঠঃ চ অত্রবীৎ । পরং ব্রহ্ম নিত্যম্ আপূৰ্ণম্  
অদ্বয়ম্ সর্বশক্তি, যয়া শক্ত্যা উল্লসতি অসৌ প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি ।

অনুবাদ—বেদবচন ( অর্থাৎ শুক্ল যজুর্বেদের অন্তর্গত শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ )  
এইরূপ বলিতেছেন এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে বলিতেছেন—যিনি পরমব্রহ্ম  
তিনি নিত্য পরিপূর্ণ, অদ্বয়, সর্বশক্তিমান ; তিনি যখন যে শক্তিদ্বারা উল্লসিত  
হন—বিকাশপ্রাপ্ত হন অর্থাৎ বিবর্তিত হন তখন তাঁহার সেই শক্তিই প্রকাশ পায় ।

টীকা—মায়াশক্তি কেবল শ্রুতিতেই প্রসিদ্ধ এরূপ নহে ; কিন্তু বশিষ্ঠ-রামায়ণরূপ স্মৃতিতেও  
প্রসিদ্ধ—ইহাই বলিতেছেন,—“এবং সেই কথা বশিষ্ঠও রামচন্দ্রকে” ইত্যাদি । শ্রুতি যেমন  
বিচিত্রা মায়াশক্তির কথা বলিয়াছেন, বশিষ্ঠও সেইরূপ বলিয়াছেন—অর্থাৎ বশিষ্ঠ রামায়ণের  
উৎপত্তিপ্রকরণে ১০০তম অধ্যায়ে,—পঞ্চমাদি শ্লোকে । বশিষ্ঠ রামায়ণের—সেই মায়াপ্রতি-  
পাদক শ্লোকগুলি হইতে কিছু কিছু\* পাঠ করিতেছেন—“যিনি পরমব্রহ্ম তিনি নিত্য পরিপূর্ণ  
অদ্বয় ইত্যাদি ।” “নিত্য, পরিপূর্ণ ও অদ্বয়”—ইহার দ্বারা ব্রহ্মের পারমাণবিক রূপ কথিত হইল  
এবং “সর্বশক্তি” প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা তাঁহার সোপাণিক রূপ কথিত হইল । রামায়ণ  
টীকাকার বলেন—সর্বজগৎ কারণতাও অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই, জ্ঞাত ব্রহ্মের নহে ; এই অভিপ্রায়ে  
অজ্ঞাত ব্রহ্মেরই সর্বশক্তিশালিতা উপপাদন করিতেছেন—‘সর্বশক্তি’ প্রভৃতি শব্দ দ্বারা ।  
“প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি”—কাথাকালে প্রকটিত হয় । ১৪, ১৫

একণে ভগবান বশিষ্ঠ মাদ্র্লোকে সেই অভিব্যক্তিরই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

চিচ্ছত্ত্বিরক্ষণো রাম শরীরেষু পলভ্যতে ।

স্পন্দশক্তিশ্চ বাতেষু দার্য্যশক্তিস্তথোপলে ।

দ্রবশক্তিস্তথাস্তঃসু দাহশক্তিস্তথানলে ॥ ১৬

অর্থ—হে রাম, শরীরেষু ব্রহ্মণঃ চিচ্ছক্তিঃ উপলভ্যতে ; চ বাতেষু স্পন্দশক্তিঃ তথা  
উপলে দার্য্যশক্তিঃ তথা অস্তঃসু দ্রবশক্তিঃ, তথা অনলে দাহশক্তিঃ ।

অনুবাদ—হে রাম, জয়ায়ুজাদি চতুर्वিধ ভূতশরীরে কিম্বা দেবতীর্থা-ও-  
মনুষ্যাদি শরীরে ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি অনুভূত হয় ; বায়ুতে তাঁহার স্পন্দনশক্তি ;

\* সে স্থলের ভট্ট শ্লোকটি এই—“সর্বশক্তির্ই ভগবান্ যৈব তস্মৈ হি রোচতে । শক্তিস্তামেব বিততাং  
প্রকাশয়তি সর্বগঃ”—ভগবান্ সর্বশক্তি ; যে শক্তিতে তাঁহার রুচি হয় সর্বত্র বিস্তারিত তিনি সেই শক্তিরই বিস্তৃতভাবে  
( সকলের নিকট ) প্রকাশ করিয়া থাকেন ।

পাষণে তাঁহার দৃঢ়তা শক্তি ; জলে ( পিণ্ডরচনার হেতু ) অবশক্তি, এবং অগ্নিতে দাহিকা শক্তি দৃষ্ট হয় ।

টীকা—হে রাম, দেবমহুয়াদি শরীবে চেতন বলিয়া ব্যবহাবেব হেতু ব্রহ্মের চৈতন্যশক্তি দৃষ্ট হয়, বায়ুতে স্পন্দশক্তি ;—বা চলনের হেতুরূপ শক্তি, “প্রকাশম্ অধিগচ্ছতি”—প্রকাশ পায় । এইরূপ শক্তি দ্বারা অপ্রকট অবস্থাতেও জগতের সত্তা ব্রহ্মে প্রদর্শিত হইতেছে । সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—নিত্য, নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক ও আত্যন্তিক ভেদে প্রলয় চাৰি প্রকার । দীপশিখার তায় প্রতিফল সকল পদার্থের উৎপত্তির পরেই যে নাশ তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে অথবা সূক্ষ্মপ্তিতে সকল পদার্থের অবিচ্ছায় যে লয় হয়, তাহাকে নিত্য প্রলয় বলে । আর ( চতুর্যুগ সমষ্টিরূপ ) মহাযুগ সহস্র পরিমিত ব্রহ্মদেবতার দিনেব ক্ষয় হইলে যে উক্ত সহস্র মহাযুগ পরিমিত রাত্রি উপস্থিত হয়, সেই নিমিত্ত বশতঃ সকল প্রাণিশরীর সহিত তিন লোকের যে নাশ হয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে । ব্রহ্মার শতবর্ষে পঞ্চমহাভূত, অহঙ্কার, মহত্ত্ব আপনার উপাদান প্রকৃতিতে যে লয়প্রাপ্ত হয়, তাহা প্রাকৃতিক প্রলয় । আর তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা কারণ সহিত সর্ব-প্রপঞ্চের যে বাধা তাহাকে আত্যন্তিক প্রলয় বা আত্যন্তিক নিবৃত্তি বলে । প্রথম তিন প্রকার প্রলয়ে, উপাদান সহিত কার্যের অভাব হয় না, কিন্তু উপাদানে কার্য সংস্কাররূপে থাকিয়া যায় আবার কালান্তরে তাহার উৎপত্তি হয় । এই হেতু অজ্ঞান দৃষ্টিতে জগৎ অপ্রকট অবস্থায় বা প্রকট অবস্থায় সদাই বিদ্যমান । চতুর্থ প্রকার প্রলয়ে উপাদান সহিত কার্যের যে নাশ হয়, তাহার পুনরুৎপত্তি হয় না । এই হেতু জ্ঞানদৃষ্টিতে জগতের প্রকট দশা বা অপ্রকট দশারূপ কোন সত্তাই নাই কিন্তু কারণ সহিত তিন কালেই অত্যন্তাভাব । ১৬ ।

শূন্যশক্তিস্তথাকাশে নাশশক্তির্বিনাশিনি ।

যথাণ্ডেহন্তর্মহাসর্পো জগদন্তি তথাত্মনি ॥ ১৭

অর্থ—তথা আকাশে শূন্যশক্তিঃ বিনাশিনি নাশশক্তিঃ যথা ংণ্ডে অন্তঃ মহাসর্পঃ তথা আত্মনি জগৎ অন্তি ।

অনুবাদ—সেই প্রকার আকাশে ব্রহ্মের শূন্যশক্তি দৃষ্ট হয় ; বিনাশিবস্তুরে নাশশক্তি দৃষ্ট হয় ; যেমন ংণ্ডের অভ্যন্তরে মহাসর্প থাকে, সেইরূপ ( অজ্ঞান দৃষ্টিতে ) পরমাত্মায় জগৎ সংস্কাররূপে অপ্রকটাবস্থায় থাকে ।

টীকা—আচার্য্য পীতাম্বর আকাশের শূন্যশক্তি শব্দে বুঝিয়াছেন যাহা পৃথিবী প্রভৃতি জগতের অভাব প্রতীতির হেতু । রামায়ণ টীকাকার বুঝিয়াছেন আকাশের যে শক্তি সকল বস্তুকে অনাবৃত করিয়া রাখে তাহাই শূন্যশক্তি ; তাহার অনাবরকতা দ্বারা সর্বাবরকতার অনুমান হয় । উৎপত্তির পূর্বে অপ্রকট জগতের অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন ংণ্ডের অভ্যন্তরে” ইত্যাদি \* । ১৭

\* এই দৃষ্টান্তটি বাশষ্ঠ রামায়ণের ( উ-প্র ) শততম অধ্যায়ে নাই । বস্তুতঃ পরবর্তী ১৮শ স্কন্ধে বীজে বস্তুত্বের উপমা দ্বারা এই দৃষ্টান্তটি নিম্নোক্তরূপে হইয়া গিয়াছে ।



বিচিত্ররূপ সেই জগতের ব্রহ্মে অস্তিত্ব বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবীটপমূলবান্ ।

নমু বীজে যথা বৃক্ষস্তুথৈদং ব্রহ্মণি স্থিতম্ ॥ ১৮

অর্থ—যথা ফলপত্রলতাপুষ্পশাখাবীটপমূলবান্ বৃক্ষঃ নমু বীজে, তথা ইদম্ ব্রহ্মণি স্থিতম্ । ( বা, রা, ১০০।১১ )

অমুবাদ ও টীকা—ফল, পত্র, লতা ( কোমল শাখা ), পুষ্প, নবাকুরিত শাখা এবং মূলসম্বলিত বৃক্ষ যেমন বীজেই বাস করে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই, সেইরূপ এই বিচিত্র জগৎ ব্রহ্মেই বিद्यমান । ১৮

ভাল, একই কালে সকল শক্তির অভিব্যক্তি কেন না হয় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

কচিৎ কাশিৎ কদাচিচ্চ তস্মাদ্ভ্যন্তি শক্তয়ঃ ।

দেশকালবিচিত্রত্বাৎ স্মাতলাদিব শালয়ঃ ॥ ১৯

অর্থ—দেশকালবিচিত্রত্বাৎ কচিৎ চ কদাচিৎ কাশিৎ শক্তয়ঃ তস্মাৎ উত্তন্তি স্মাতলাং শালয়ঃ ইব ।

অমুবাদ—দেশ এবং কালের বিচিত্রতা হেতু, কোনও স্থানে কোনও কালে কোনও শক্তি সেই ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত হয়, যেমন ভূতল হইতে কোনও দেশে কোনও কালে কোন কোন প্রকার ধাতু উৎপন্ন হয় ।

টীকা—“কচিৎ”—দেশ বিশেষে, “কদাচিৎ”—কালবিশেষে, “কাশিৎ”—কোনও কোনও শক্তি প্রভৃতি । সেই শক্তিসকল যে একই দেশে একই কালে আবির্ভূত হয় না তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন—“যেমন ভূতল হইতে” ইত্যাদি । যেমন ভূমিতে অবস্থিত সকল অর্থাৎ অনেক প্রকার বীজের মধ্যে দেশ বিশেষে কাল বিশেষে কোনও কোনও প্রকার বীজের অঙ্কুরোৎপত্তি হয়, সকল বীজের নহে, সেইরূপ ব্রহ্মের আশ্রিত মায়াশক্তির অন্তর্গত তৎসম্ভূত যে অনন্ত শক্তি তাহাই দেশভেদে কালভেদে উদ্ভূত হয়, এবং কার্যালিঙ্গক অমুমান দ্বারা বিদিত হওয়া যায় । ১৯

এক্ষণে জগৎ যে, কল্পনামাত্ররূপ ইহা দেখাইবার জন্ত সেই জগৎকল্পনাকারী মনের রূপ প্রথমে দেখাইতেছেন :—( বা, রা ; উ প্র, ১০০।১৪-১৫ )

স আত্মা সর্বগো রাম নিত্যোদিতমহাবপুঃ ।

যন্মনাঙ্গমননীশক্তিং ধত্তে তন্মন উচ্যতে ॥ ২০

অর্থ—হে রাম, সর্বগঃ নিত্যোদিতমহাবপুঃ সঃ আত্মা যৎ মনাক্ মননীশক্তিং ধত্তে তৎ মনঃ উচ্যতে ।

অমুবাদ—হে রাম, সেই সর্বব্যাপী নিত্য প্রকাশমান, সর্বপরিচ্ছদ-শূন্যরূপ আত্মা যখন (মায়াপ্রভাবে) ঈষৎ মননীশক্তি ধারণ করেন, তখন তিনি মন নামে অভিহিত হন।

টীকা—“নিত্যোদিমহাবপুঃ”—‘নিত্যোদিত’—সদাপ্রকাশমান, ‘মহৎ’—দেশকালাদি পরিদেহদৃশ্য; ‘বপুঃ’—শরীর বাহ্যার, এইরূপ যে আত্মা, তিনি, “যৎ”—যদা, যে সময়ে, ‘মনাক্’ ঈষৎ, ‘মননীম্’—আপনাকে ও অন্তকে বুঝাইতে সমর্থ—‘শক্তিম্’—মায়াব পরিণামরূপ মননীশক্তিকে, “ধত্তে”—ধারণ করেন, “তৎ”—তদা তখন, “মনঃ উচ্যতে”—মন এই নামে অভিহিত হন। রামায়ণ টীকাকার বলেন মায়াশক্তিকে পুরোবর্তিনী করিয়া দেখিলে সেই ব্রহ্মই ত্রাস্তি বশতঃ মন প্রভৃতি নামে অভিহিত হন, মন অল্প কিছুই নহে। ২০

এক্ষণে জগৎ কল্পনার প্রকার দেখাইতেছেন :—( বা, বা, উ-প্র ১০০।৪৩ )

আদৌ মনস্তদহ বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী,

পশ্চাৎ প্রপঞ্চরচনা ভুবনাভিধানা।

(৬) জগতের কল্পিততা  
বিষয়ে বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত  
ধাত্রী উপাখ্যান।

ইত্যাদিকা স্থিতিরিয়ং হি গতা প্রতিষ্ঠা-

মাখ্যায়িকা সূভগ বালজনোদিতৈব॥ ২১

অর্থ—হে সূভগ, আদৌ মনঃ তদহ বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টী পশ্চাৎ ভুবনাভিধানা প্রপঞ্চরচনা, ইত্যাদিকা ইয়ম্ স্থিতিঃ প্রতিষ্ঠাম্ হি গতা সূভগ বালজনোদিতা আখ্যায়িকা ইব।

অমুবাদ—হে সূভগ ( রাজকুমার ) রাম, প্রথমে মন উৎপন্ন হয়, তদনন্তর বন্ধমোক্ষের দৃষ্টি বা কল্পনা হয়; তদনন্তর চতুর্দশ ভুবন নামক প্রপঞ্চ রচনা হয়। এই প্রকারে জগতের স্থিতি বা বন্ধননিয়ম দৃঢ়মূলতা লাভ করিয়াছে, যেমন বালকদিগের জ্ঞান ধাত্রীকথিত আখ্যায়িকা প্রতিষ্ঠা বা বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল।

টীকা—“আদৌ”—প্রথমে, “মনঃ”—মননশক্তির উল্লাস বা প্রকটন দ্বারা মন উৎপন্ন হয়; “তদহ”—তদনন্তর “বন্ধবিমোক্ষদৃষ্টি”—বন্ধ ও বিমোক্ষের কল্পনা জন্মে; “পশ্চাৎ”—অনন্তর, বন্ধদৃষ্টিতেই, “ভুবনাভিধানা”—( চতুর্দশ ) ভুবন ইহাই অভিধান—নাম—বাহ্যার তরুণ “প্রপঞ্চ-রচনা”—গিরি-নগরী-নদী সমুদ্রাদি প্রপঞ্চের কল্পনা হয়; “ইত্যাদিকা”—এই প্রকারের, “ইয়ম্ ( জগতঃ ) স্থিতিঃ”—জগতের এই বন্ধননিয়ম “প্রতিষ্ঠাম্ গতা”—দৃঢ়মূলতা অর্থাৎ বাস্তবতা প্রত্যয় লাভ করিয়াছে। এস্থলে মনঃ শব্দ দ্বারা সমষ্টিমনরূপ হিরণ্যগর্ভকেই বুঝিতে হইবে; তিনিই প্রথমে উৎপন্ন হন, পরে বন্ধ ও মোক্ষের প্রতীতি হয়; পরে বন্ধপ্রতীতির বিষয় প্রপঞ্চরূপ বন্ধনের রচনা হয়, যে বন্ধের অপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ বাহ্যার সহিত সম্বন্ধ ধরিয়া মোক্ষপ্রতীতির বিষয় যে মোক্ষ তাহার কল্পনা অর্থাৎ সিদ্ধি হয়। ‘ইত্যাদিকা’—এস্থলে আদি শব্দ দ্বারা জগতের অন্তর্গত অনেক কল্পনা হয় বুঝিতে হইবে। কল্পিত প্রপঞ্চের বাস্তবতার প্রতীতি বিষয়ে

দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—“বালজেনোদিতা আখ্যায়িকা ইব”—যেমন বালকদিগকে বুঝাইবার জন্য ধাত্রী-কথিত আখ্যায়িকা বা কথা, তাহাদের বাস্তবতাবুদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সেই প্রকার এই জগৎ বাস্তবতাবুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে অর্থাৎ যেমন ধাত্রী মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতা-রোপ দ্বারা রচিত গল্প বালকদিগকে বলিয়াছিল এবং তাহা বালকবুদ্ধিতে সত্যতার প্রতীতি উৎপাদন করিয়াছিল, সেই প্রকার বিদ্বৎসম্মতা শ্রুতি মিথ্যাত্বের অভিসন্ধি লইয়া সত্যতারোপ দ্বারা যে জগৎ বর্ণন করিয়াছেন তাহা অজ্ঞানীর বুদ্ধিতে সত্যের স্থায় প্রতীতি হয়, কিন্তু তাহা বস্তুতঃ কিছুই নহে, ইহাই অভিপ্রায়। ২১

বাসিষ্ঠ রামায়ণে ( উৎপত্তি প্রকরণ ১০১ অধ্যায়স্থিত ) সেই আখ্যায়িকা বলিতেছেন :—

বালস্ত হি বিনোদায় ধাত্রী বক্তি শুভাং কথাম্ ।

কচিৎ সন্তি মহাবাহো রাজপুত্রাস্ত্রয়ঃ শুভাঃ ॥ ২১

অর্থ—হে মহাবাহো ( রামায়ণের পাঠ ‘মহাত্মানঃ’ ) বালস্ত বিনোদায় ধাত্রী শুভাম্ কথাম্ বক্তি ; কচিৎ ত্রয়ঃ শুভাঃ রাজপুত্রাঃ সন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—হে মহাবাহো রাম, ( আপনার রক্ষিত ) বালকের বিনোদন জন্য ধাত্রী এই মনোরঞ্জন আখ্যায়িকা বলিতেছে—এক দেশে তিনটি শূন্যর রাজপুত্র আছে। ২২

দ্বৌ ন জাতৌ তথৈকস্ত গৰ্ভ এব ন চ স্থিতঃ ।

বসন্তি তে ধর্মযুক্তা অত্যন্তাসতি পত্তনে ॥ ২৩

অর্থ—দ্বৌ ন জাতৌ, তথা একঃ তু গৰ্ভে এব চ স্থিতঃ ন,” তে ধর্মযুক্তাঃ অত্যন্তাসতি পত্তনে বসন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—তন্মধ্যে দুইটি ভূমিষ্ঠ হয় নাই, অপরটি গর্ভেই উপস্থিত হয় নাই। সেই তিনটি ধার্মিক রাজপুত্র অত্যন্তাসন্নগরে বাস করে।

স্বকৌশল্যচ্ছূন্যনগরান্নির্গত্য বিমলাশয়াঃ ।

গচ্ছন্তো গগনে বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ফলশালিনঃ ॥ ২৪

অর্থ—বিমলাশয়াঃ ( তে রাজপুত্রাঃ ) স্বকৌশল্যচ্ছূন্যনগরাৎ নির্গত্য গচ্ছন্তঃ গগনে ফলশালিনঃ বৃক্ষান্ দদৃশুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—বিমলমতি সেই রাজপুত্রগণ আপনাদের শূন্য নগর হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে ফলশালী বৃক্ষরাজি দর্শন করিলেন।

ভবিষ্যন্নগরে তত্র রাজপুত্রাস্ত্রয়োহপি তে ।

সুখমত্র স্থিতাঃ পুত্র মুগয়াব্যবহারিণঃ ॥ ২৫

অম্বয়—হে পুত্র, তে ত্রয়ঃ অপি রাজপুত্রাঃ অত্ৰ মৃগয়াব্যবহারিণঃ তত্র ভবিষ্যন্নগরে  
মুখম্ স্থিতাঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—হে বৎস, ভবিষ্যন্নগরে ( যে নগর আজও হয় নাই )  
তথায় সেই তিন রাজপুত্র ( শশশৃঙ্গ নিমিত কার্ম্মুকধারী ) মৃগয়াজীবী হইয়া  
আজও সুখে নিক্স করিতেছেন ।

ধাত্রেয়তি কথিতা রাম বালকাখ্যায়িকা শুভা ।

নিশ্চয়ং স যযৌ বালো নির্বিচারণয়া ধিয়া ॥ ২৬

অম্বয়—হে রাম, ইতি ধাত্রী শুভা বালকাখ্যায়িকা কথিতা ; সঃ বালঃ নির্বিচারণয়া  
ধিয়া নিশ্চয়ম্ যযৌ ।

অনুবাদ ও টীকা—হে রাম, ধাত্রী এই সুন্দর আখ্যায়িকা বালককে বলিয়া-  
ছিল ; আর বালকও নির্বিচার বুদ্ধিতে সেই আখ্যায়িকাকে সত্য বলিয়া  
গ্রহণ করিয়াছিল । ২৬

(চ) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের ইয়ং সংসাররচনা বিচারোজ্জ্বলিতচেতসাম্ ।

দাষ্টান্তে যোজনা । বালকাখ্যায়িকেবেথমবাস্থিতম্মুপাগতা ॥ ২৭

অম্বয়—ইথম্ ইয়ম্ সংসাররচনা বিচারোজ্জ্বলিতচেতসাম্ বালকাখ্যায়িকা ইব অবস্থিতম্  
উপাগতা ।

অনুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে এই সংসাররচনা বিচারাবগীনচিত্ত মানব-  
গণের নিকট, বালকদিগের জ্ঞান রচিত উক্ত আখ্যায়িকার আয়, প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ  
চিত্তে দৃঢ় স্থিতি লাভ করিয়াছে । ২৭

বাসিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহাব করিতেছেন :—

(ছ) বাসিষ্ঠ রামায়ণোক্ত অর্থের উপসংহার ; ইত্যাদিভিরূপাখ্যানৈর্মায়াশক্তেষ্ট বিস্তরম্ ।

মায়াশক্তির অনির্বচনীয়তা বসিষ্ঠঃ কথ্যামাস সৈব শক্তির্নিরূপ্যতে ॥ ২৮

অম্বয়—ইত্যাদিভিঃ উপাখ্যানৈঃ মায়াশক্তেঃ চ বিস্তরম্ বসিষ্ঠঃ কথ্যামাস । সা এব  
শক্তিঃ নিরূপ্যতে ।

অনুবাদ—এই প্রকার অনেক উপাখ্যান দ্বারা বসিষ্ঠ মায়াশক্তির বিস্তার  
বর্ণন করিয়াছেন । সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ করা হইতেছে ।

টীকা—এই প্রকারে মায়াশক্তির অস্তিত্ব বিষয়ে প্রতি-স্বত্তি-প্রমাণ উপস্থাপিত করিয়া  
মায়াশক্তির অনির্বচনীয়তা বর্ণন করিবার প্রতিজ্ঞা করিতেছেন :—“সেই শক্তিরই এস্থলে নিরূপণ  
করা যাইতেছে ।” ২৮

(জ) মায়া জগৎরূপ কার্য  
এবং ব্রহ্মরূপ আশ্রয়  
হইতে বিলক্ষণ ; দৃষ্টান্ত  
দ্বারা প্রতিপাদন ।

কার্যাদাশ্রয়তশ্চৈবা ভবেচ্ছক্তিবিলক্ষণা ।

ফোটাঙ্গারো দৃশ্যমানো শক্তিস্তব্রাহ্মীয়তে ॥ ২৯

অর্থ—এয়া শক্তিঃ কার্যাত্ ৮ আশ্রয়তঃ বিলক্ষণা ভবেৎ ; ফোটাঙ্গারো দৃশ্যমানো  
তত্র শক্তিঃ অনুমীয়তে ।

অনুবাদ—এই মায়াশক্তি আপন কার্য ও আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ ;  
( কার্যরূপ ) ফোট ( ফোকা ) এবং ( আশ্রয়রূপ ) অঙ্গার এই দুইটি প্রত্যক্ষ  
হয় কিন্তু শক্তিকে তদ্ব্যভিন্ন দ্বারা অনুমান করিয়া জানিতে হয়, ( এই হেতু  
শক্তি পৃথক্ ) ।

টীকা—“এয়া”—এই মায়াশক্তি, “কার্যাত্”—নিজের কার্যস্বরূপ জগৎ হইতে,  
“আশ্রয়তঃ”—আপনার আশ্রয় ব্রহ্ম হইতে, “বিলক্ষণা ( ভবেৎ )”—বিপরীত স্বভাববিশিষ্টা  
হইতেছেন । মায়াশক্তি আপনার কার্য হইতে ও আশ্রয় হইতে যে বিলক্ষণ তাহা দৃষ্টান্ত দ্বারা  
স্পষ্ট করিতেছেন :—( কার্যরূপ ) ফোট ইত্যাদি দ্বারা । অগ্নিগত শক্তির কার্যরূপ ফোট  
( ফোকা ) এবং আশ্রয়রূপ অঙ্গার, এই দুইটিকেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা জানিতে পারা যায়,  
“শক্তিঃ তু”—কিন্তু শক্তিকে কার্যালিঙ্গক অনুমান দ্বারা জানিতে পারা যায় ; এই হেতু তাহা  
কার্য ও আশ্রয় হইতে ভিন্ন । ২৯

অগ্নির শক্তিবিশয়ে যে নিয়ম অবিকৃত হইল, মৃত্তিকার শক্তিবিশয়ে সেই নিয়মের  
প্রয়োগ করিতেছেন :—

(খ) মৃত্তিকার শক্তিতে পৃথুবুধোদরাকারো ঘটঃ কার্যোহত্র মৃত্তিকা ।  
পৃথিবী আবিষ্কৃত নিয়মের  
যোজনা । শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈর্যুক্তা শক্তিস্তু তদ্বিধা ॥ ৩০

অর্থ—পৃথুবুধোদরাকারঃ ঘটঃ কার্যঃ ; শব্দাদিভিঃ পঞ্চগুণৈঃ যুক্তা মৃত্তিকা ; অত্র  
শক্তিঃ তু অতদ্বিধা ।

অনুবাদ—স্থূল বর্তুলোদরাকার বিশিষ্ট ঘট মায়াশক্তির কার্য এবং শব্দাদি  
পঞ্চগুণযুক্ত মৃত্তিকা আশ্রয় ; এতদ্ব্যভয়ে শক্তি কিন্তু তদ্রূপ নহে ।

টীকা—“পৃথুবুধোদরাকারঃ”—স্থূল এবং বর্তুল বা গোল উদর বাহ্যর তাহা ‘পৃথুবুধোদর’,  
সেই প্রকার আকার বাহ্যর তাহা ‘পৃথুবুধোদরাকার’ ; এইরূপ যে ঘট তাহা কার্য । আর শব্দ  
স্পর্শ রূপ রস গন্ধ নামক পঞ্চগুণযুক্তা যে মৃত্তিকা, তাহা আশ্রয় । “শক্তিঃ তু অতদ্বিধা”—শক্তি  
কিন্তু তদ্ব্যভয়ে হইতে বিলক্ষণ অর্থাৎ শক্তি যেহেতু স্থূল বর্তুলাকার উদরবিশিষ্ট নহে, সেইহেতু  
ঘটরূপ কার্য হইতে বিলক্ষণ ; আর শব্দাদি গুণযুক্ত নহে, সেইহেতু মৃত্তিকারূপ আশ্রয় হইতে  
বিলক্ষণ ; এই কারণে অনির্কটনীয় । ৩০

ঘটরূপ কার্য এবং মৃত্তিকারূপ আশ্রয় হইতে শক্তির বিলক্ষণ তাব বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) মৃত্তিকার শক্তিতে  
(ঘটরূপ) কার্যের এবং  
(মৃত্তিকারূপ) আশ্রয়ের  
রূপগুণাদির অভাব বলিয়া  
বিলক্ষণতা এবং শক্তির  
অনির্বচনীয়তা ।

ন পৃথাদিন' শব্দাদিঃ শক্তাবস্তু যথা তথা ।  
অতএব হৃচিৈন্ত্যেযা ন নির্বচনমহ'তি ॥ ৩১

অর্থ—শক্তৌ পৃথাদিঃ ন, শব্দাদিঃ ন, যথা তথা অস্তু ; অতঃ এব হি এষা অচিন্ত্যা,  
নির্বচনম্ ন অর্হতি ।

অনুবাদ—মৃত্তিকার শক্তিতে স্থূল বস্তুলাদি রূপ নাই এবং শব্দাদি গুণও  
নাই ; সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে ; এই কারণেই এই শক্তি অচিন্ত্যা,  
তাহা নির্বচনের অর্থাৎ ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া কোনরূপে নির্দেশযোগ্য নহে ।

টীকা—শক্তিতে স্থূল বস্তুলাদিরূপ কার্যদর্শ্য নাই ; এবং শব্দাদিরূপ আশ্রয়দর্শ্যও  
নাই ; এইহেতু শক্তি উভয় হইতে বিলক্ষণ, ইহাই অর্থ । তাহা হইলে সেই শক্তি কি প্রকার ?  
তদ্বত্তরে বলিতেছেন ; “সেই শক্তির যেরূপ স্বভাব তাহাই আছে” । “যেরূপ স্বভাব তাহাই”—  
এইরূপে কথিত অর্থ স্পষ্ট করিতেছেন—যেহেতু কার্য হইতে এবং আশ্রয় হইতে বিলক্ষণ,—  
সেইহেতু এই শক্তিকে চিন্তার বিষয় করা অসাধ্য । ভাল, তাহা হইলে সেই অচিন্ত্যতাই সেই  
শক্তির স্বরূপ হইবে । এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—“তাহা নিশ্চয়নের যোগ্য নহে”—  
সেই শক্তি ভেদরূপে বা অভেদরূপে বা ‘অচিন্ত্য’ প্রভৃতি বাক্য দ্বারা কোনওরূপে নির্বচন  
যোগ্য বা বচনপ্রকাশ্য নহে, ইহাই অর্থ । ৩১

ভাল, ঘটরূপ কার্যের ( উপাদান ) কারণ মৃত্তিকার স্বরূপ হইতে ভিন্ন শক্তি যদি থাকে,  
তাহা হইলে মৃত্তিকারূপ কারণের স্বরূপের দ্বাব'তাহা কেন প্রকাশিত বা প্রকট থাকে না ?  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—

(ট) কার্যের পূর্বে শক্তি কার্যোৎপত্তেঃ পুরা শক্তির্নিগূঢ়া মূঢ়বাস্তিতা ।  
নিগূঢ়, কার্যরূপেই  
প্রকট ।

কুলানাদি সহায়েন বিকারাকারতাং ব্রজেৎ ॥ ৩২

অর্থ—শক্তিঃ কার্যোৎপত্তেঃ পুরা যদি নিগূঢ়া অবাস্তিতা কুলানাদিসহায়েন বিকারা-  
কারতাম্ ব্রজেৎ ।

অনুবাদ—শক্তি কার্যের উৎপত্তির পূর্বে মৃত্তিকায় নিগূঢ় হইয়া থাকে,  
পরে কুস্তকার প্রভৃতির সহায়তায় ঘটাদি বিকারের আকার প্রাপ্ত হয় ।

টীকা—“শক্তিঃ”—যেমন মৃত্তিকার শক্তি, “কার্যোৎপত্তেঃ পুরা”—ঘটাদি কার্যের  
উৎপত্তির পূর্বে, “যদি নিগূঢ়া অবাস্তিতা”—মৃত্তিকায় নিগূঢ় বা প্রচ্ছন্ন হইয়া অবস্থান করে,—  
এই হেতু প্রকাশ পায় না । ভাল, নিগূঢ় হইয়া থাকিলেও কার্যোৎপত্তির পরেও, সেই শক্তি  
প্রকটভাবে প্রাপ্ত হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—হুৎকে যেমন নবনোত  
প্রচ্ছন্ন থাকে, পরে মন্ধানাদি দ্বারা প্রকটভাবে প্রাপ্ত হয় সেইরূপ মৃত্তিকায় নিগূঢ় শক্তি কুস্তকারাদির

ব্যাপার দ্বারা অভিব্যক্তি প্রাপ্ত হয় “পরে কুন্তকার প্রভৃতির সহায়তায়” ইত্যাদি। এখানে ‘প্রভৃতি’ শব্দ দ্বারা দণ্ড চক্র ইত্যাদিকে বুঝিতে হইবে। ৩২

৩। শক্তির কার্যের অনির্বচনীয়তা নিরূপণ।

ভাল, ঘটরূপ শক্তিকার্য্য মূক্তিকারূপ উপাদান কারণ হইতে ভিন্ন হইয়া থাকিলেও সেই কার্য্য-কারণের ভেদ কেন প্রতীত হয় না? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—  
ভেদপ্রতীতি হেতু যে বিকারাভাব তাহারই বলে কার্য্য-কারণের ভেদপ্রতীতি হয় না :—

(ক) বিচারাভাব বশতঃ

স্থূলবর্জুলোদাররূপ  
কার্য্য এবং মূক্তিকারূপ  
উপাদানকারণকে অভিন্ন  
ভাবিলে ঘটপ্রতীতি।

পৃথুহাদিবিকারান্তঃ স্পর্শাদিৎ চাপি মূক্তিকাম্।

একীকৃত্য ঘটং প্রার্ছবিচারবিকলা জনাঃ ॥ ৩৩

অর্থ—বিচারবিকলাঃ জনাঃ পৃথুহাদিবিকারান্তম্ ৩ স্পর্শাদিম্ মূক্তিকাম্ অপি  
একীকৃত্য ঘটম্ প্রাঃ।

অনুবাদ—বিচারবিহীন লোকে সেই স্থূল বর্জুলহাদি হইতে আরম্ভ করিয়া  
সমস্ত বিকার পর্য্যন্ত কার্য্যকে এবং স্পর্শাদিরূপ মূক্তিকাকে এক করিয়া ‘ঘট’ বলিয়া  
থাকে।

টীকা—যে ব্যক্তি অবৈকী সেই “পৃথুহাদিবিকারান্তম্”—স্থূল বর্জুলহাদি সমস্ত  
বিকাররূপ কার্য্যকে এবং শব্দস্পর্শাদিগুণক কারণস্বরূপ মূক্তিকাকে অবিচার বশতঃ “একীকৃত্য”—  
একটির মত করিয়া—“ঘট” এইরূপ বলে। ৩৩

পূর্ব্বশ্লোকে বর্ণিত ‘ঘট’-নাম ব্যবহার, বিচারাভাবরূপ কারণজনিত, ইহা কি প্রকারে  
হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তবে বলিতেছেন :—

কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বো যাবানংশঃ স নো ঘটঃ।

(গ) উক্ত অর্থের সমর্থন।

পশ্চাত্তু পৃথুবুধ্নাদিসত্ত্বে যুক্তা হি কুন্ততা ॥ ৩৪

অর্থ—কুলালব্যাপৃতেঃ পূর্ব্বঃ যাবান্ অংশঃ সঃ ঘটঃ নো, পশ্চাৎ পৃথুবুধ্নাদিসত্ত্বে তু  
কুন্ততা যুক্তা হি।

অনুবাদ—কুন্তকারের ব্যাপারের পূর্ব্ব যে সকল অংশ থাকে, তাহা ‘ঘট’  
নহে; পরে (কুন্তকারের ব্যাপার দ্বারা) স্থূল বর্জুলহাদি অর্থবিশিষ্ট হইলে  
তাহাতে ‘ঘট’শব্দের ব্যবহার উচিত হয়।

টীকা—কুন্তকারের ব্যাপারের পূর্ব্ব যে মূক্তিকাংশ অ-ঘটরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাকেই  
ঘটরূপে ব্যবহার করায়, সেই ব্যবহার অবিচারমূলক, ইহাই অভিপ্রায়। তাহা হইলে সেই ঘট  
কাহার! তদন্তরে বলিতেছেন—“পরে (কুন্তকারের ব্যাপার দ্বারা)” ইত্যাদি। কুন্তকারের  
ব্যাপারের পর স্থূল বর্জুলোদাররূপ আকারেরই ঘটশব্দব্যাচ্য হওয়া উচিত, কেননা সেই আকারের  
উৎপত্তির পরেই ঘটশব্দের উচ্চারণকণ ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাই তাৎপৰ্য্য। ৩৪

ভাল, যে ঘট পরমার্থিক অর্থাৎ বাস্তব, তাহাকে অনির্বচনীয় শক্তির কায়া বলা অসম্ভব—  
এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে ঘটেব পারমার্থিকতা বা বাস্তবতা অসম্ভব :—

(গ) ঘটের বাস্তবতা  
অসিদ্ধ।

স ঘটো ন মুদো ভিন্নো বিয়োগে সত্যনৌক্ষণাৎ ।  
নাপ্যভিন্নঃ পুরা পিণ্ডদশায়ামনবেক্ষণাৎ ॥ ৩৫

অর্থ—সঃ ঘটঃ মুদঃ ভিন্নঃ ন, বিয়োগে সতি অনৌক্ষণাৎ অর্ভিন্নঃ অপি ন, পুরা পিণ্ডদশায়াম্ অনবেক্ষণাৎ ।

অমুবাদ—সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে, কেননা মৃত্তিকা হইতে পৃথক্কৃত ঘট দেখিতে পাওয়া যায় না ; আবার সেই ঘট মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন অর্থাৎ মৃত্তিকারূপও নহে, কেননা পূর্ব্বের পিণ্ডদশায় সেই ঘটকে দেখিতে পাওয়া যায় না ।

টীকা—যাহাকে ঘট বলা হয় তাহাকে মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ করিয়া দেখান অসম্ভব, সেইহেতু তাহা মৃত্তিকা হইতে ভেদ পাইতে পারে না আবার ঘট মৃত্তিকারূপও নহে কেননা মৃত্তিকার পিণ্ডাবস্থায় ঘট প্রণয়মান হয় না । ৩৫

(ঘ) শক্তির স্থায় ঘটের  
অনির্বচনীয়তা ; তাহা  
হইতে সিদ্ধান্তনির্ণয় ও  
তাহার হেতু ।

অতোহনির্বচনীয়োহয়ং শক্তিবন্তেন শক্তিজঃ ।  
অব্যক্তত্বে শক্তিরুক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভূৎ ॥ ৩৬

অর্থ—অতঃ শক্তিবৎ অয়ম্ অনির্বচনীয়ঃ, তেন শক্তিজঃ অব্যক্তত্বে শক্তিঃ উক্তা ব্যক্তত্বে ঘটনামভূৎ ।

অমুবাদ—এই হেতু শক্তির স্থায় শক্তিজনিত বস্তুও অনির্বচনীয় ( কারণ হইতে ভিন্ন বা অভিন্ন বলিয়া নির্ণয় করা অসাধ্য ) ; সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ অব্যক্তাবস্থায় শক্তি নামে অভিহিত হয় ; ব্যক্ত হইলে তাহা ঘটাদি নাম ধারণ করে ।

টীকা—ফলিতার্থ বলিতেছেন :—“সেই কাবণে” ইত্যাদি । ভাল, শক্তি ও কায়া উভয়েই যদি অনির্বচনীয় হইল তাহা হইলে ‘শক্তি’ এবং ‘কায়া’ এইরূপ ভেদ ব্যবহার কেন হয় ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—“সেই কারণে শক্তিজ পদার্থ” ইত্যাদি । ৩৬

ভাল, পূর্বে অপ্রকটত মায়্যশক্তি পরে প্রকট হইল, এইরূপে প্রসিদ্ধ মায়্যরূপ ত দেখিতে পাওয়া যায় না, তদুত্তরে বলিতেছেন :—

(ঙ) প্রথমে শক্তির  
অভিব্যক্ততা, পরে  
অভিব্যক্ততা বিষয়ে ঐন্দ্র-  
জালিকের দৃষ্টান্ত ।

ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠাপি মায়া ন ব্যজ্যতে পুরা ।  
পশ্চাদ্ গন্ধর্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিশ্যাম্নুয়াৎ ॥ ৩৭

অর্থ—ঐন্দ্রজালিকনিষ্ঠা মায়া অপি পুরা ন ব্যজ্যতে, পশ্চাৎ গন্ধর্বসেনাদিরূপেণ ব্যক্তিম্ আপ্নুয়াৎ ।



অনুবাদ—ঐলজালিকের মায়াও কার্যোৎপত্তির পূর্বেই অভিব্যক্ত থাকে না, পরে গন্ধর্বসেনদিক্রমে অভিব্যক্তি লাভ করে।

টীকা—“পুরা”—মণিমন্ত্র প্রভৃতির প্রয়োগের পূর্বে। [ আনন্দ বেদান্তবাগীশ গন্ধর্ব সেনা অর্থে ‘গন্ধর্বপত্তন’ ( গন্ধর্বনগর ) বুঝিয়েছেন। সম্ভবতঃ গন্ধর্বসেন ঐলজালিকের অলৌকিক ( অদৃশ্য ) আদেশ পালক—ঐলজালিক Prospero বা Ariel-এর তায়। হিমানয়াকালে প্রচলিত এক কথায় আছে এক রজক, আপনার গর্দভ অসামান্য ভার বহন করিয়া নিজ কন্ঠের সহায়ক হইয়াছিল বলিয়া, আদর করিয়া তাহার গন্ধর্বসেন নাম দিয়াছিল ]। ৩৭

শক্তির কার্য ঘটাদি মিথ্যা এবং শক্ত্যধার মৃত্তিকাদিই সত্য, ইহা ছান্দোগ্যশ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে, ইহাই বলিতেছেন :—

(৫) শক্তিকার্যের মিথ্যাত্ব  
এবং আধারের সত্যতা  
বিষয়ে ছান্দোগ্য শ্রুতি-  
বচন।

এবং মায়াময়ত্বেন বিকারস্তানৃতাত্ম্যম্।

বিকারাদধারমৃদন্তুসত্যত্বং চাববৌদ্ধ্যুতিঃ ॥ ৩৮

অর্থ—এবম্ মায়াময়ত্বেন বিকারস্তানৃতাত্ম্যম্ চ বিকারাদধারমৃদন্তুসত্যত্বম্ শ্রুতিঃ অববৌৎ।

অনুবাদ—এই প্রকারে মায়াময় বলিয়া ঘটাদি বিকারের মিথ্যাত্ব এবং বিকারের আধার মৃত্তিকাদি বস্তুর সত্যতা শ্রুতি কর্তৃক বর্ণিত হইয়াছে।

টীকা—“মায়াময়ত্বেন”—মায়ার কার্যরূপ বলিয়া, “বিকারস্ত”—কার্যরূপ ঘটাদির, “অনৃতাত্ম্যম্”—মিথ্যাত্ব এবং ঘটাদি বিকারের আধারভূত, “মৃদঃ সত্যত্বম্”—মৃত্তিকাদির সত্যতা, [ বাচরসুপ্তম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।৪ ]—‘মৃত্তিকাই সত্যপদার্থ, বিকার বা কার্যপদার্থ বাক্যারজ্ঞ মাত্র অর্থাৎ শব্দমাত্রাবলম্বন। ( বিকার-কার নাশে ঘটের মৃত্তিকারূপেই পদ্যবসান—ছান্দোগ্য উপনিষৎ এইরূপই বলিতেছেন। ৩৮

পূর্বলোকে যে বিকার বা কার্যপদার্থ বাক্যারসুপ্ত মাত্র এই অর্থের ছান্দোগ্য শ্রুতি উদ্ধৃত হইল তাহাই অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৬) বাচরসুপ্ত শ্রুতির  
অর্থতঃ পাঠ।

বাঙ্গনিষ্পাত্ত্বং নামমাত্রং বিকারো নাস্ত্য সত্যতা।

স্পর্শাদিশুণ্যযুক্তা তু সত্য কেবলমৃত্তিকা ॥ ৩৯

অর্থ—বাঙ্গনিষ্পাত্ত্বং বিকারঃ নামমাত্রম্, অস্ত্য সত্যতা ন ( অস্তি ), স্পর্শাদিশুণ্যযুক্তা তু কেবল মৃত্তিকা সত্য।

অনুবাদ—বিকার বাঙ্গনিষ্পাত্ত্ব নাম মাত্র, তাহার সত্যতা নাই, কোল স্পর্শাদিশুণ্যযুক্ত মৃত্তিকাই সত্য।

টীকা—“নামমাত্রম্”—বিকার ( ঘটাদি ) বাগিত্রিয় দ্বারা উচ্চারিত নাম মাত্র; “অস্ত্য সত্যতা ন”—এই ঘটাদিরূপ বিকারের নাম ভিন্ন, অস্ত্র কোনও পারমাণ্বিক রূপ নাই, কিন্তু সেই ঘটাদির আধারভূত মৃত্তিকাই সত্য; ইহাই অর্থ। ৩৯

শক্তি ও শক্তিকার্যের অসত্যতার এবং সেই শক্তি ও শক্তিকার্যের আধারের সত্যতার কারণ বলিতেছেন :—

(জ) শক্তি ও শক্তিকার্য্য ব্যক্তাব্যক্তে তদাধার ইতি ত্রিষাদ্যয়োদ যোঃ ।  
মিথ্যা, আধারই সত্য,  
তদ্ব্যয়ের কারণ । পর্য্যায়ঃ কালভেদেন তৃতীয়স্তু নুগচ্ছতি ॥ ৪০

অর্থ—ব্যক্তাব্যক্তে তদাধারঃ ইতি ত্রিষু আত্ময়োঃ দ্বয়োঃ কালভেদেন পর্য্যায়ঃ, তৃতীয়ঃ তু অনুগচ্ছতি ।

অনুবাদ—ব্যক্ত এবং অব্যক্ত এবং তদ্ব্যয়ের আধার—এই তিনটিঃ মধ্যে প্রথম দুইটিরই কালভেদ থাকায় একটির পর একটি এই পর্য্যায়ক্রমেই হইয়া থাকে এবং তৃতীয়টি অর্থাৎ আধার সবদাই অনুগত থাকে ; ( সেইহেতু তাহাই সত্য পদার্থ ) ।

টীকা—“ব্যক্তম্”—অর্থাৎ ঘটাদিরূপ কার্য্য, “অব্যক্তম্” সেই ঘটাদির কাবৎকপ শক্তি, তদ্ব্যয় “ব্যক্তাব্যক্তে”, “তদাধারঃ”—সেই ব্যক্ত ও অব্যক্তকপ কার্য্য ও শক্তির আধারভূত মৃত্তিকা, “ইতি ত্রিষু”—এই তিনটির মধ্যে “আত্ময়োঃ দ্বয়োঃ”—প্রথমোক্ত দুইটির মধ্যে কার্য্য ও শক্তির সম্বন্ধী যে দুইটির কাল তাহাদের “ভেদেন”—ভেদ থাকায়, “পর্য্যায়ঃ”—একটির পর একটি হইয়া থাকে, “তৃতীয়ঃ তু”—অর্থাৎ তদ্ব্যয়ের আধার মৃত্তিকা কিন্তু, “অনুগচ্ছতি”—উভয়েই বা উভয় কালেই বিদ্যমান । অতিপ্রায় এই—শক্তি এবং কার্য্য কাদাচিৎক অর্থাৎ কোন কোন সময়ে আবির্ভূত হয় বলিয়া তাহা বা মিথ্যা, আর আধার তিন কালের অনুগামী বা বিদ্যমান বলিয়া সত্য । ৪০

এক্ষণে বিকারেরই অসত্যতাবিশয়ে তিনটি হেতু বলিতেছেন :—

(ক) কার্য্যরূপ বিকার নিস্তত্ত্বং ভাসমানং চ ব্যক্তম্ উৎপত্তিশালক ।  
অসত্য, তাহার হেতু তদ্ব্যপত্তৌ তস্য নাম বাচ্য নিষ্পাদ্যতে নৃভিঃ ॥ ৪১

অর্থ—ব্যক্তম্ নিস্তত্ত্বম্ ভাসমানম্ চ উৎপত্তিশালক তদ্ব্যপত্তৌ নৃভিঃ তস্য নাম বাচ্য নিষ্পাদ্যতে ।

অনুবাদ—ব্যক্ত ( ঘটাদি কার্য্য ) অসৎ হইয়াও ( সত্যের ত্রায় ) ভাসমান হয় ; তাহার উৎপত্তি ও বিনাশ ( প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হয় ) ; আর উৎপত্তির পর লোকে বচনদ্বারা তাহার নাম উৎপাদন করে ।

টীকা—“ব্যক্তম্”—ব্যক্ত শব্দবাচ্য যে ঘটাদি কার্য্য, তাহা স্বরূপঃ অসৎ হইয়াও ভাসমান বা প্রত্যক্ষগোচর হয়,—ইহা প্রথম হেতু ; এবং তাহা যে উৎপত্তি-বিনাশাল তাহাও দেখা যায়—ইহা দ্বিতীয় হেতু ; আবার উৎপত্তির পরে বাগিক্রিয়োৎপাদিত নামস্বরূপ হইয়া ব্যবহৃত হয়—ইহা তৃতীয় হেতু । ৪১

আরও বলিতেছেন :—

ব্যক্তে নষ্টেহপি নামৈতন্ বক্ত্রে স্বনুবর্ততে ।

তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাদ্যুক্তং তদ্রূপমুচ্যতে ॥ ৪২

অর্থ—ব্যক্তে নষ্টে অপি এতৎ নাম নুবক্ত্রে স্বনুবর্ততে ; ব্যক্তম্ তেন নাম্না নিরূপ্যত্বাৎ তদ্রূপম্ উচ্যতে ।

অনুবাদ—আর ব্যক্ত বা কার্য্য উৎপন্ন হইয়া বিনষ্ট হইলে এই নাম কেবল লোকমুখেই থাকিয়া যায় । ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাই নিরূপিত হয় বলিয়া, তাহাকে নামাত্মকই বলা হয় ।

টীকা—“ব্যক্তে নষ্টে অপি”—কার্য্যাত্মরূপ পদার্থ বিনষ্ট হইলেও, “এতৎ নাম”—কণ্য হইতে অভিন্ন এই নাম, “নুবক্ত্রে স্বনুবর্ততে”—শব্দপ্রযোক্তা মানবগণের মুখে থাকিয়া যায় । লোকের মুখে নাম থাকিয়া যাইলে কি হয় ? তদন্তরে বলিতেছেন :—“ব্যক্ত পদার্থ কেবল নাম দ্বারাষ্ট” ইত্যাদি । “ব্যক্তম্”—অর্থাৎ কার্য্য, “তেন নাম্না”—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা ব্যবহৃত নামাত্মক শব্দদ্বারা, “নিরূপ্যত্বাৎ”—ব্যবহৃত হয় বলিয়া, “তদ্রূপম্”—তাহার অর্থাৎ নামের রূপই হইয়াছে রূপ যাহার, এইপ্রকার নামস্বরূপে “উচ্যতে”—উক্ত হয় । ভাবার্থ এই—বিবাদের বিষয় যে ঘট তাহা শব্দরূপই হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; যেহেতু তাহা ঘট শব্দদ্বারা ব্যবহৃত হয়—হেতু, ‘ঘট’ শব্দের জ্ঞায়—দৃষ্টান্ত । ৪২

এই প্রকারে বিবাদের অসত্যতা সাধন তিনটি হেতু সিদ্ধ করিয়া এখানে অনুমান রচনার প্রকারের স্থচনা করিতেছেন :—

(ক) কার্য্যের অসত্যতা  
বিষয়ে অনুমান রচনা  
প্রকার ।

নিস্তত্ত্বাদ্বিনাশিত্বাদ্বাচারন্তণনামতঃ ।

ব্যক্তস্য ন তু তদ্রূপং সত্যং কিঞ্চিন্মৃদাদিবৎ ॥ ৪৩

অর্থ—নিস্তত্ত্বাৎ, বিনাশিত্বাৎ বাচারন্তণনামতঃ মৃদাদিবৎ ব্যক্তস্য রূপম্ তৎ তু কিঞ্চিং সত্যম্ ন ।

অনুবাদ—ব্যক্তের অর্থাৎ ঘটাদির সেই রূপ কিন্তু মৃত্তিকাদির জ্ঞায় কোনও সত্যবস্তু নহে, কেননা, তাহা নিস্তত্ত্ব অর্থাৎ বাধিত, তাহা নশ্বর এবং তাহা বচন-দ্বারা আরও নামস্বরূপ ।

টীকা—“ব্যক্তস্য”—ঘটাদিরূপ কার্য্যের, “রূপম্”—যে স্থূল বস্তুলোদয়কার রূপ আছে, “তৎ তু কিঞ্চিং সত্যম্ ন”—তাহা কিন্তু কোনও সত্য বস্তু নহে ; “নিস্তত্ত্বাৎ”—নিঃ—নির্গত হইয়াছে, “তত্ত্ব”—বাস্তব রূপ যাহা হইতে, তাহা নিস্তত্ত্ব, তাহার ভাব নিস্তত্ত্ব, —সেই হেতু, আর “বিনাশিত্বাৎ”—নশ্বর বলিয়া অর্থাৎ তাহা মৃত্তিকামাত্র হওয়ায়—বিনাশের প্রতিযোগী—বিনাশী বলিয়া “বাচারন্তণনামতঃ”—বাগিন্দ্রিয়দ্বারা উৎপাদিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া এই তিন হেতুতেই ‘মৃত্তিকার জ্ঞায়’—ইহা হইল ব্যতিরেকী দৃষ্টান্ত । এহলে অনুমান এইরূপ :—ঘটাদিরূপ কার্য্য অসত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; নিস্তত্ত্ব বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে,

তাহা নিস্তব্ধও নহে, যেমন ঘটাতির উপাদান মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত ; ইহা কেবল বাগ্‌বৈকী অমুমা না  
আবার দুই হেতুতেও এই প্রকারে প্রতিজ্ঞা—উদাহরণাদির যোজনা করিয়া লইতে হইবে, যথা—  
ঘটাদিরূপ কার্য্য অসৎ অর্থাৎ মিথ্যা হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ; বিনাশী বলিয়া—হেতু ; যাহা  
অসত্য নহে তাহা বিনাশীও নহে, যেমন মৃত্তিকা—দৃষ্টান্ত , আবার ঘটাতি কার্য্য অসত্য—প্রতিজ্ঞা ;  
বাগ্‌বৈকীজনিত শব্দমাত্র স্বরূপ বলিয়া—হেতু ; যাহা অসত্য নহে, তাহা বাগ্‌বৈকীজনিত শব্দমাত্র  
স্বরূপবিশিষ্টও নহে, যেমন আত্মা—দৃষ্টান্ত : এই দুই অমুমানও এস্থলে স্থচিত হইয়াছে । ৪৩

এই প্রকারে বিকারের অর্থাৎ কার্য্যের অসত্যতা উপপাদন করিয়া অর্থাৎ হেতু ও যুক্তি  
নির্দেশ পূর্বক সিদ্ধ করিয়া এখানে বিকারের অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকাব সত্যতা উপপাদন  
করিতেছেন :—

(ট) ঘটরূপ অসত্য  
বিকারের মৃত্তিকারূপ  
অধিষ্ঠানের সত্যতা  
উপপাদন ।

ব্যক্তকালে ততঃ পূর্বমুর্দ্ধমপোকরূপভাক্ ।

সতত্ত্বমবিনাশঞ্চ সত্যং মৃদস্ত কথ্যতে ॥ ৪৪

অর্থ—ব্যক্তকালে ততঃ পূর্বম্ উর্দ্ধম্ অপি একরূপভাক্ সতত্ত্বম্ চ অবিনাশম্ মৃদস্ত  
সত্যম্ কথ্যতে ।

অনুবাদ—কিন্তু ব্যক্তাবস্থায় এবং তাহার পূর্বে ও পরে যে অব্যক্তাবস্থা  
তাহাতেও একরূপ ধরিয়া থাকে বলিয়া ও বাস্তব বা অবিকার্য্য সত্তা হেতু, এবং  
অবিনাশী বলিয়া মৃত্তিকারূপ বস্তুকে ( বাচ্যবস্তুর ক্ষতিতে ) সত্যবস্তুর বলা হইয়াছে ।

টীকা—“ব্যক্তকালে”—অর্থাৎ কার্য্যের স্থিতিকালে, “ততঃ পূর্বম্”—তাহার পূর্বে অর্থাৎ  
ব্যক্তের উৎপত্তির পূর্বকালে, “উর্দ্ধম্ অপি”—ব্যক্তের বিনাশের পরবর্ত্তীকালে, “একরূপভাক্”—  
( মৃত্তিকাদিক্রূপ ) একই আকারধারী, “সতত্ত্বম্”—তত্ত্বের বাস্তব রূপের সহিত বিদ্যমান সতত্ত্ব  
অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যের ব্যক্তাদি অবস্থায় মৃৎত্বাদি লইয়া বিদ্যমান, —“অবিনাশম্”—বিকারের  
সহিত যাহা বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, এইরূপ যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহাকেই ক্ষতি সত্য বলিতেছেন ।  
এস্থলে অমুমান এইরূপ—বিবাদের বিষয় যে মৃত্তিকারূপ বস্তু তাহা সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ;  
বাস্তব স্বরূপ যুক্ত বলিয়া—হেতু ; আত্মার স্থায়—দৃষ্টান্ত ;—ইত্যাদিরূপ যোজনা হইবে—অর্থাৎ  
এস্থলে দুইটি অমুমান স্থচিত হইয়াছে—( প্রথম ) মৃত্তিকারূপ বস্তু সত্য হইবার যোগ্য—প্রতিজ্ঞা ;  
তিনকালেই একাকার বিশিষ্ট বলিয়া—হেতু ; আত্মার স্থায়—দৃষ্টান্ত ; ( দ্বিতীয় ) মৃত্তিকারূপ  
বস্তু সত্য, বাস্তব স্বরূপ বিশিষ্টবলিয়া, আত্মার স্থায় । ৪৪

ভাল, ঘটাদি কার্য্যসমূহ অসত্য বলিয়া, তাহাদের অধিষ্ঠান মৃত্তিকাব জ্ঞান দ্বারাই ত'  
নিবৃত্তি হওয়া উচিত, যেমন ( রজতরোপের ) অধিষ্ঠান শুক্লকার জ্ঞানদ্বারা রজতের নিবৃত্তি  
হয়—বাদী এইরূপ শঙ্কা করিতেছেন :—

(১) (শঙ্কা) ঘট অসত্য  
বলিয়া মৃত্তিকার জ্ঞানেই  
তাহার নিবৃত্তি হওয়া  
উচিত ।

ব্যক্তং ঘটো বিকারশ্চেত্যেতৈর্নামভিন্নৈরিতঃ ।

অর্থশ্চেন্দনৃতঃ কস্মিন্ন মৃদোদে নিবর্ত্ততে ॥ ৪৫

অম্বদ—ব্যক্ত, ঘটঃ, বিকারঃ চ ইতি এতৈঃ নামভিঃ দ্বৈরিতঃ অর্থঃ অনৃতঃ চেৎ, মূষণে কস্মাৎ ন নিবর্ততে ?

অম্ববাদ—ব্যক্ত, ঘট ও বিকার এই তিন নামদ্বারা কথিত যে বস্তু, তাহা যদি মিথ্যাই হইল, তাহা হইলে মৃত্তিকাজ্ঞান হইলে সেই ঘটজ্ঞানের নিবৃতি হয় না কেন ?

টীকা—ব্যক্ত প্রভৃতি তিন শব্দদ্বারা কথিত যে কাথ্যরূপ অর্থ, তাহার কারণাতিরিক্ত সত্তা নাই, এইরূপ অঙ্গীকার কবিলে মৃত্তিকারূপ কারণের জ্ঞান হইলে, তাহার নিবৃতি কেন হয় না ? ৪৫

( শিক্কাভী বাদীকে বলিতেছেন—যদি এইরূপ আপত্তি কর তবে বলি ) ইহা ইষ্টাপত্তি অর্থাৎ তোমার ভ্রম আপত্তির দ্বারা আমি যাহা চাই তাহা পাইলাম ; এই বলিয়া শব্দার পরিহার কবিতোছেন :—

(ড) ইষ্টাপত্তি বলিয়া

উক্ত শব্দার পরিহার।

নিবৃত্ত এব যস্মাত্তে তৎসত্যত্বমতিগতা ।

ঈদৃগ্নিবৃত্তিরেবাত্র বোধজ্ঞা ন ত্বভাসনম্ ॥ ৪৬

অম্বদ—নিবৃত্তঃ এন, যস্মাৎ তে তৎসত্যত্বমতিঃ গতা ; অত্র ঈদৃক্ এব বোধজ্ঞা নিবৃত্তিঃ, ন তু অভাসনম্ ।

অম্ববাদ—মৃত্তিকাজ্ঞানে তাহা নিবৃত্তই হইয়াছে, যেহেতু তোমার ঘটের সেই সত্যরজ্ঞান তিরোহিত হইয়াছে । এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে, ঘটজ্ঞানের অভাবরূপ নিবৃত্তি নহে ।

টীকা—তাহা যে নিবৃত্তই হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কারণ বলিতেছেন :—“যেহেতু তোমার” ইত্যাদি । “যস্মাৎ”—যে কারণে হে বাদিন্, তোমার ঘটাদি বিষয়ক সত্যাবুদ্ধি বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে, সেইহেতু সেই ঘট নিবৃত্তই হইয়াছে, ইহাই অর্থ । ( শব্দ ) ভাল, শুক্তি প্রভৃতিতে যে রজতাদি আরোপিত হয়, তাহাতে শুক্তি প্রভৃতি অধিষ্ঠানের জ্ঞানে রজতাদি রূপের অপ্রতীতিই দেখা যায় ; সেস্থলে রজতাদির কেবল সত্যতা বুদ্ধির নাশ নহে ;—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, সেই স্থলে ভ্রমটি নিরূপাধিক অর্থাৎ কেবল অজ্ঞানজনিত বলিয়া রজতাদির অপ্রতীতি হইতে পারে, কিন্তু এস্থলে ভ্রমটি সোপাধিক বলিয়া অর্থাৎ বিলক্ষণ নিমিত্ত-রূপ উপাধি সহিত অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাহাতে সত্যতা বুদ্ধির নাশই তাহার নিবৃত্তি, এইরূপ মানিতেই হইবে, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“এই স্থলে এই প্রকারেরই বোধজনিত নিবৃত্তি মানিতে হইবে ।” “অত্র”—এই স্থলে অর্থাৎ সোপাধিক ভ্রমের স্থলে, “ঈদৃক্ এব”—এই প্রকারই অর্থাৎ সত্যবুদ্ধির নাশরূপ নিবৃত্তিকেই, “বোধজ্ঞা নিবৃত্তিঃ”—অধিষ্ঠানের যথার্থ জ্ঞান-জনিত নিবৃত্তি বলিয়া মানিতে হইবে, “ন তু অভাসনম্”—স্বরূপের অপ্রতীতিক নহে । এস্থলে সূক্ষ্মাভিপ্রায় এই—ভ্রম দুই প্রকার—নিরূপাধিক ও সোপাধিক । কেবল অজ্ঞানজনিত ভ্রমকে নিরূপাধিক ভ্রম বলে,—যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, শুক্তিতে রজতের ভ্রম । আর যখন বিলক্ষণ

নিমিত্তরূপ উপাধিসহিত অজ্ঞানদ্বারা ভ্রম উৎপাদিত হয় তখন সেই ভ্রমকে সোপাধিক ভ্রম বলে, যেমন দর্পণের বা জলের সম্মিথিরূপ উপাধিসহিত মুখপ্রতিবিম্বের মুখভ্রম, যেমন ভ্রংশয়রূপ উপাধিবশতঃ তীরস্থিত পুরুষের বা বৃক্ষের অধোমুখতা ভ্রম, যেমন আকাশগত বায়ুস্তরাদির সম্বন্ধ বা refraction ( আলোকভঙ্গি ) বশতঃ আকাশে নীলতা ভ্রম, অথবা ভূগোলকের সম্বন্ধবশতঃ আকাশের কটাহতলাকারতা ভ্রম। এই সকল ভ্রম উপাধিসহিত অধিষ্ঠানের অজ্ঞানদ্বারা উৎপাদিত হয়, কেবল অধিষ্ঠানাজ্ঞান দ্বারা নহে।

যথাপি রজ্জু-সর্প প্রভৃতি ভ্রমে, রজ্জু প্রভৃতির সজ্জাতীয় সর্পাদির জ্ঞানের সংস্কার প্রমত্তগত দোষ, প্রমাণগত দোষ, প্রমেয়গত দোষ, অধিষ্ঠানের সামান্যতঃশের জ্ঞান অর্থাৎ এই-একটা-কিছুরূপ ইদন্তাজ্ঞান—এতগুলি নিমিত্তকারণ রজ্জুবিষয়ক অজ্ঞানের সহকারী হইয়া উপাধিরূপ হয়, তথাপি এইরূপ উপাধি এস্থলে অভিপ্রেত নহে, কেননা, নিমিত্তকারণ ছই প্রকারের হইয়া থাকে। এক প্রকারের নিমিত্ত কারণ ( ১ ) 'কাৰ্য্যকালবৃত্তি', অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণের সান্নিধ্য থাকিলেই কাৰ্য্য হয়, না থাকিলে কাৰ্য্য হয় না, যেমন দেওয়ালের উপর প্রতিফলিত সূর্য্যপ্রতিবিম্বরূপ কাৰ্য্য, দর্পণ জলপাত্রাদিরূপ উপাধির সান্নিধ্য থাকিলেই হয়, না থাকিলে হয় না, এইহেতু দর্পণ জলপাত্রাদির সান্নিধ্যাকপ নিমিত্তকারণ কাৰ্য্যকালবৃত্তিরূপ। অপব প্রকারের নিমিত্ত কারণ ( ২ ) কাৰ্য্যকাল পূৰ্ণবৃত্তি অর্থাৎ সেই নিমিত্তকারণ কাৰ্য্যের পূৰ্ণকালে থাকে, কাৰ্য্যকালে থাকে না। যেমন কুলালের দণ্ডচক্র ঘটরূপ কাৰ্য্যের পূৰ্ণকালে থাকে, সেই ঘটরূপ কাৰ্য্যের স্থিতিকালে থাকে না। জলাশয়তীবস্থিত পুরুষের অধোমুখতাদিরূপ ভ্রমে কাৰ্য্যকালবৃত্তিরূপ নিমিত্তকারণই উপাধি শব্দের অর্থ। সেইহেতু রজ্জ্বাদিতে সর্পাদি ভ্রম এবং মৃত্তিকাদিতে কুস্তাদি ভ্রম একজাতীয় ভ্রম নহে।

রজ্জু-সর্পাদিরূপ নিরূপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা, কাৰ্য্যসহিত আবরণ-বিক্ষেপোৎপাদক শক্তিযুক্ত অজ্ঞানের নাশ এবং বাধ উভয়ই হয়। এইহেতু সেই স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা কল্পিতের স্বরূপের অভাবই বাধের লক্ষণ। আর সোপাধিক ভ্রমের স্থলে আবরণ সহিত অজ্ঞানের আবরণ শক্তির নাশ ও বাধ উভয়ই হয় বটে, কিন্তু অজ্ঞানের উপাধিরূপ প্রারম্ভ প্রতিবন্ধকবশতঃ বিক্ষেপরূপ কাৰ্য্য সহিত বিক্ষেপোৎপাদক শক্তির নাশ বা স্বরূপের অভাব হয় না কিন্তু কেবল বাধই হয়—এবং তাহার স্বরূপ দৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান কিংবা দৃষ্ট দাত্তবীজের জ্ঞান কিছুকাল প্রতীত হয়। সপ্তমাধ্যায়ের ২৪৬ সংখ্যক শ্লোকের টীকায় ইহার কিঞ্চিৎ আলোচনা হইয়া গিয়াছে। এইহেতু সোপাধিক ভ্রমের স্থলে অধিষ্ঠানাবশেষতা বা আরোপিত স্বরূপের অভাব বাধের লক্ষণ নহে, কিন্তু মিথ্যাস্ব নিশ্চয় বা ত্রিকালে অভাব নিশ্চয়ই বাধরূপ নিবৃত্তির লক্ষণ। এই প্রকারে মৃত্তিকায় ঘটভ্রমের স্থলে, সূর্য্যের কুণ্ডল ভ্রমের স্থলে এবং অহঙ্কার প্রভৃতি বন্ধভ্রান্তিহুলেও সোপাধিকতা আছে, কেননা, সেই সেই স্থলে যথাক্রমে দণ্ড-চক্রাদির ভ্রামণ, হাতুড়ি প্রভৃতির দ্বারা আঘাত, এবং প্রারম্ভভোগরূপ উপাধি রহিয়াছে। এইহেতু সেই সেই স্থলেও মিথ্যাস্ব নিশ্চয়রূপ লক্ষণবিশিষ্ট নিবৃত্তিই মানিতে হয়, স্বরূপের অভাব-রূপ নিবৃত্তি নহে এবং অধিষ্ঠানের সত্যতানিশ্চয় সেই অধিষ্ঠানাবশেষতা মানিতে হইবে। ৪৬

এই প্রকার সত্যাবুদ্ধির নাশ কোথায় দেখিয়াছেন ? তদন্তরে বলিতেছেন :—

(৫) প্রতীত বস্তুর নিবৃত্তির পুমানধোমুখে নীরে ভাতোৎপ্যস্তি ন বস্তুতঃ ।  
দৃষ্টান্তঃ । ততঃস্বমর্ত্যবত্স্মিনৈবাস্থা কস্মাচ্চ কচিৎ ॥ ৪৭

অর্থ—নীরে অধোমুখঃ ভাতঃ আপি পুমান্ বস্তুতঃ ন অস্তি। কস্মাচ্চ তস্মিন্ ততঃস্বমর্ত্যবৎ  
আস্থা কচিৎ ন এব ।

অনুবাদ—জলে ( প্রতিবিম্বিত পুরুষ ) অধোমুখভাবে প্রতীত হইলেও  
বস্তুতঃ অধোমুখ পুরুষ নাই এবং কাহারও কোথাও বা কখনও সেই প্রতিবিম্বিত  
পুরুষে, তীরস্থ পুরুষের স্থায় আস্থা হয় না—সত্য বলিয়া প্রত্যয় হয় না ।

টীকা—জলে অধোমুখরূপে প্রতীয়মান পুরুষ বস্তুতঃ নাই—তদ্বিষয়ে লোকের অমূল্যবৎ  
প্রমাণ বলিতেছেন,—“এবং কাহারও কোথাও” ইত্যাদি । “কস্মাচ্চ”—কোনও বিবেকী বা  
অবিবেকী পুরুষের কখনও সেই অধোমুখবিশিষ্ট পুরুষে তীরস্থিত পুরুষের স্থায় সত্য বলিয়া  
অভিমানপ্রতীতিজনিত বিশ্বাস, “কচিৎ”—কোনও দেশে বা কালে, “ন এব”—কখনই হয় না । ৪৭

ভাল, আরোপিত বস্তুর অসত্যতার জ্ঞানমাত্রেই ত পুরুষার্থ সিদ্ধি হয় না—এইরূপ আশঙ্কা  
করিয়া বলিতেছেন :—

(৭) আরোপিতের ঐদৃগ্‌বোধে পুমর্থত্বং মতমদ্বৈতবাদিনাম্ ।  
অসত্যতা-জ্ঞানমাত্র পুরুষার্থ সিদ্ধি ; ঘটের আরোপিতের মূদ্রপশ্চাপরিত্যাগাদ্ বিবর্ত্তত্বং ঘটো স্থিতত্বং ॥ ৪৮  
অসত্যতা-বুদ্ধি সম্ভব ।

অর্থ—ঐদৃগ্‌বোধে অদ্বৈতবাদিনাম্ পুমর্থত্বম্ মতম্ মূদ্রপশ্চ অপরিত্যাগাৎ ঘটো  
বিবর্ত্তত্বম্ স্থিতত্বম্ ।

অনুবাদ—অদ্বৈতবাদিগণের মত এই যে, এই প্রকারে আরোপিত বস্তুর  
অসত্যতার জ্ঞানদ্বারাই পুরুষার্থসিদ্ধি হয় । মূর্ত্তিকারূপ পরিত্যাগ করে না  
বলিয়াই ঘট যে মূর্ত্তিকার বিবর্ত্ত, তাহা সিদ্ধ হয় ।

টীকা—অদ্বৈতবাদে আত্মানন্দ ভিন্ন সকল বস্তুর মিথ্যাও নিশ্চয় হইলে, অদ্বিতীয় আনন্দের  
আবির্ভাবরূপ পুরুষার্থের সিদ্ধি হয়, ইহাই অভিপ্রায় । ভাল, ঘট যে মূর্ত্তিকার বিবর্ত্ত তাহা সিদ্ধ  
হইলে, সেই মূর্ত্তিকার জ্ঞানদ্বারা ঘটের সত্যাবুদ্ধি নিবৃত্ত হয় বটে কিন্তু ঘটের বিবর্ত্তরূপতা ত'  
এ পর্য্যন্ত সিদ্ধ হয় নাট, এইরূপ আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন—“মূর্ত্তিকারূপ পরিত্যাগ  
করে না” ইত্যাদি । ৪৮

ঘট মূর্ত্তিকার স্বরূপ না পরিত্যাগ করিলেও ঘট ত' মূর্ত্তিকার পরিণাম হইতে পারে ;  
কেন ঘটকে মূর্ত্তিকার পরিণাম বলা যাইবে না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

পরিণামে পূৰ্ণরূপং ত্যজেত্ত্বং ক্ষীররূপবৎ ।  
(৩) ঘটকুণ্ডলাদি বিবর্ত্তরূপ মূৎস্বর্ণে নিবর্ত্তে তে ঘটকুণ্ডলয়োর্ন হি ॥ ৪৯

অম্বয়—পরিণামে ক্ষীররূপবৎ তৎ পূর্বরূপম্ ত্যজ্যেৎ; যৎসুবর্ণে ঘটকুণ্ডলয়োঃ ন হি নিবর্ত্তেতে।

অম্ববাদ—পরিণামস্থলে, দধির দুগ্ধরূপ পরিত্যাগের আয় পূর্বরূপের পরিত্যাগ হইয়া থাকে; কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে মৃত্তিকা ও সুবর্ণের নিবৃত্তি হয় না অর্থাৎ মৃত্তিকা সুবর্ণাত্মক পূর্বরূপের পরিত্যাগ হয় না।

টীকা—যে স্থলে দুগ্ধ প্রভৃতিতে পরিণাম অঙ্গীকার করা হয়, সেই স্থলে দুগ্ধাদি ভাবাত্মক পূর্বরূপের পরিত্যাগ দেখিতে পাওয়া যায়,—ইহাই অর্থ। ভাল, বিবর্ত্তে পূর্বরূপের অপরিত্যাগ কোথায় দেখিয়াছেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—মৃত্তিকা ও সুবর্ণে তাহা দেখা যায়, ইহাই বলিতেছেন—“কিন্তু ঘটে ও কুণ্ডলে” ইত্যাদি। মৃত্তিকা ও সুবর্ণের বিবর্ত্তরূপে উৎপন্ন ঘটে ও কুণ্ডলে তদ্বতয়ের কাবণভূত মৃত্তিকা ও সুবর্ণের রূপ নিবৃত্ত হয় না, ইহা সর্বজনবিদিত, ইহাই অর্থ। ৪২

ভাল, ঘটকে ত’ মৃত্তিকার বিবর্ত্ত বলা যুক্তিযুক্ত নহে, কেননা, ঘটের নাশ হইলে তাহা আবার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্ত হইল, এরূপ ত’ দেখা যায় না—বাদী এইরূপ শঙ্কা উঠাইতেছেন :—

(খ) উক্ত ( ৪১ শ্লোকে ) ঘটে ভগ্নে ন মৃদ্বাবঃ কপালানামবেক্ষণাৎ ।  
অর্থবিষয়ে শঙ্কা ও সমাধান । মৈবং চূর্ণেহিস্তি মৃদ্রপং স্বর্ণরূপং ত্বতিস্ফুটম্ ॥ ৫০

অম্বয়—( শঙ্কা ) ঘটে ভগ্নে মৃদ্বাবঃ ন, কপালানাম্ অবক্ষণাৎ, ( সমাধান ) মা এবম্, চূর্ণে মৃদ্রপম্ অস্তি ; স্বর্ণরূপম্ তু অতিস্ফুটম্ ।

অম্ববাদ—( শঙ্কা ) ভাল, ঘট ভগ্ন হইলে, তাহার মৃত্তিকাভাব প্রাপ্তি ত’ হয় না, কেননা, দেখা যায় তাহা কপালভাব ( খাপ্রা রূপতা ) প্রাপ্ত হইয়াছে, ( তাহা ত’ মৃত্তিকারূপ নহে )—তদ্বত্তরে সিদ্ধান্তী বলিতেছেন—না, এরূপ বলা চলে না, কেননা, কপাল চূর্ণ করিলে, তাহা মৃদ্রপই হয়, ( অত্ৰ কিছু হয় না )। ( সুবর্ণকুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার ) সুবর্ণরূপ ত’ অতি স্পষ্ট ।

টীকা—ঘট ভগ্ন হইলেই যে তাহার ( একেবারে ) মৃত্তিকারূপ প্রাপ্তি ঘটে না, তাহার কারণ বলিতেছেন—“কেননা, দেখা যায়” ইত্যাদি। কপাল সকলের নাশ হইলে—অর্থাৎ খাপরা চূর্ণ করিলে, তাহার মৃদ্বাব প্রাপ্তি হয়, এই বলিয়া পরিহার করিতেছেন—“না, এরূপ বলা চলে না” ইত্যাদি দ্বারা। কুণ্ডলের সুবর্ণ বিষয়ে কিন্তু এরূপ আশঙ্কার অবসর নাই, ইহাই বলিতেছেন—“সুবর্ণ কুণ্ডল ভগ্ন হইলে তাহার সুবর্ণরূপ” ইত্যাদি। ৫০

ভাল, পরিণামের দৃষ্টান্তরূপে কথিত দুগ্ধ, মৃত্তিকা, সুবর্ণ প্রভৃতির মধ্যে, আপনি যখন মৃত্তিকা ও সুবর্ণকে বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন, তখন ত’ সেইরূপেই দুগ্ধ বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত হইতে পারে—বাদী এইরূপ আশঙ্কা করিতেছেন :—

(গ) দুগ্ধাদির দধ্যাদিরূপে পরিণামিতাঃ তদ্বারা ক্ষীরাদৌ পরিণামোহস্ত পুংসন্তদ্রাববর্জনাৎ ।  
মৃত্তিকাদি বিবর্ত্ত ঘটাদির দৃষ্টান্তে হানি হয় না। এতাবতা মুদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বং ন হীয়তে ॥ ৫১



অম্বয়—স্বীকার্যো পরিণামঃ অস্ত, পুংসঃ তত্ত্বাববর্জনাৎ ; এতাবতা মৃদাদীনাং দৃষ্টান্তত্বম্  
ন হীয়তে ।

অম্ববাদ—দৃষ্টাদিবিষয়ে পরিণামই হইবে, কেননা, লোকে দধি প্রভৃতিতে  
দৃষ্টাদির ভাবনা করে না, দধিকে দৃষ্ট বলিয়া লয় না । আর দৃষ্টাদির এই পরিণামিত্ব-  
দ্বারা মৃত্তিকাদিকে বিবর্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া মানিলে, তাহাতে কোনও হানি হয় না ।

টীকা—দধি ঘট ও কুণ্ডলভাব প্রাপ্ত হইলে দৃষ্ট মৃত্তিকা ও স্ববর্ণে লোকের আর দৃষ্ট মৃত্তিকা ও  
স্ববর্ণের ভাবনা হয় না, কিন্তু দধি ঘট ও কুণ্ডলের ভাবনাই হয় । এইহেতু মৃত্তিকা স্ববর্ণাদির  
পরিণামিত্বও আছে । তাহা হইলে অর্থাৎ দৃষ্টাদির পরিণামিত্ব মানিলে মৃত্তিকা এবং স্ববর্ণও দৃষ্টে  
হ্রায় অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহাদিগকেও ত’ বিবর্তের দৃষ্টান্ত বলিয়া গ্রহণ করা চলে না —এইরূপ  
আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“আর দৃষ্টাদির এই পরিণামিত্বদ্বারা” ইত্যাদি । “এতাবতা”—  
ইহার দ্বারা অর্থাৎ দৃষ্টাদির পরিণামিত্বের দ্বারা “মৃদাদীনাং”—মৃত্তিকা স্ববর্ণ প্রভৃতির, “দৃষ্টান্তত্বম্” —  
বিবর্তদৃষ্টান্তরূপতা,—“ন হীয়তে”—নাশ হয় না । এস্থলে অভিপ্রায় এই—দৃষ্টের পূর্বরূপ পরিভাগ-  
পূর্বক অবস্থান্তর প্রাপ্তি ঘটে বলিয়া দৃষ্টের পরিণামিতা ; মৃত্তিকা ও স্ববর্ণের কিন্তু অবস্থান্তর প্রাপ্তি  
ঘটিলেও পূর্বরূপ পরিভাগ ঘটে না অর্থাৎ মৃত্তিকারূপতার ও স্ববর্ণরূপতার ব্যত্যয় হয় না বলিয়া  
তদ্ব্যয়ের বিবর্ততাও আছে । সূক্ষ্মতত্ত্ব এই—রজ্জুসর্পত্রমে রজ্জুর হ্রায় মৃত্তিকা ও স্ববর্ণকে  
অধিষ্ঠান অর্থাৎ বিবর্তোপাদান মানিয়া যে ঘট কুণ্ডলাদির বিবর্তত্ব স্বীকার করা হইয়াছে, তাহা  
স্থূল দৃষ্টিতেই করা হইয়াছে । কিন্তু সূক্ষ্মদৃষ্টিতে বিচার করিলে মৃত্তিকা প্রভৃতির, ঘটপ্রভৃতির  
অধিষ্ঠানতা সিদ্ধ হয় না, কেন না, বৈদাস্তিকের সিদ্ধান্তে এক কল্পিত বস্তুর পক্ষে অত্র কল্পিত  
বস্তুর অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না, কিন্তু চৈতন্যই সবলের অধিষ্ঠান । যেহেতু মৃত্তিকাদি স্বয়ং কল্পিত  
এই হেতু তাহাদের ঘটাদির অধিষ্ঠান হওয়া সম্ভবে না । কিন্তু রজ্জুজনিত চৈতন্য যেমন কল্পিত  
সর্পের অধিষ্ঠান, সেই প্রকার মৃত্তিকা স্ববর্ণাদিও অর্থাৎ তাহাদের নিজ নিজ উপাদানদ্বারা উপহিত  
চৈতন্য ঘটকুণ্ডলাদি কার্যের অধিষ্ঠান । এইহেতু ঘটকুণ্ডলাদির বিবর্তত্ব নির্বিবাদে সিদ্ধ  
হয় । প্রামাণিক গ্রন্থে এইরূপ মীমাংসা আছে । ৫১

ভাল, মৃত্তিকা ও স্ববর্ণের যেমন পরিণামিত্ব ও বিবর্তত্ব উভয়ই অঙ্গীকার করা হয়,  
সেইরূপ আরম্ভকতাও ( অনেক কারণ সংযোগবানের কার্যজনকতা, যেমন অনেক সূত্রসংযোগ-  
বিশিষ্টে বস্তুজনকতা ) কেন অঙ্গীকার করা হয় না ? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) মৃত্তিকা ও স্ববর্ণের  
আরম্ভকতা স্বীকারে  
নোষ ।

আরম্ভবাদিনঃ কার্যো মৃদো দৈগুণ্যমাপতেৎ ।

রূপস্পর্শাদয়ঃ প্রোক্তাঃ কার্য্যাকারণয়োঃ পৃথক্ ॥৫২

অম্বয়—আরম্ভবাদিনঃ কার্যো মৃদঃ দৈগুণ্যম্ আপতেৎ । রূপস্পর্শাদয়ঃ কার্য্যাকারণয়োঃ  
পৃথক্ প্রোক্তাঃ ।

অম্ববাদ—আরম্ভবাদীরা মতে ঘটাদি কার্য্যে মৃত্তিকার ( কার্য্যাকারণজনিত )

দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে, কেননা, আরম্ভবাদী বলেন, রূপস্পর্শাদি যে গুণ তাহা কার্যে ও কারণে ভিন্ন।

টীকা—নৈয়ায়িক প্রভৃতি আরম্ভবাদীর মতে ঘটাদিরূপ কার্যে মৃত্তিকা প্রভৃতি উপাদান দ্রব্যের কার্যের আকারদ্বারা এবং কারণের আকারদ্বারা দ্বিগুণতা প্রাপ্তি আসিয়া পড়ে। সেই প্রকার কাৰ্য্যকারণরূপদ্বারা মৃত্তিকার দ্বিগুণতা হইলে গুরুত্ব প্রভৃতিরও দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে—ইহাই তাৎপর্য। ভাল, এই গুরুত্বাদিব দ্বিগুণতা কি প্রকারে ঘটে? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—“কেননা, আরম্ভবাদী বলেন রূপস্পর্শাদি” ইত্যাদি। রূপ প্রভৃতি গুণ সকল “কার্য্য কারণয়োঃ পৃথক্”—কার্য্যে ও কাৰ্ণে ভিন্ন বলিয়া আবম্ভবাদিগণকর্তৃক অস্বীকৃত হওয়ায়, গুণের দ্বিগুণতা আসিয়া পড়ে। আরম্ভবাদিগণ বলেন ব্যবহারে সূত্রে বস্তুর কারণ এবং বস্তুকে তাহার কার্য্য বলিয়া ভেদ স্বীকৃত হয়। সেইরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কাৰ্য্যকারণের ভেদ প্রতীত হয়। এইহেতু একই কারণের কারণরূপদ্বারা এবং কাৰ্য্যরূপদ্বারা, কাৰ্য্যস্বরূপে কারণ দ্বিগুণতা প্রাপ্তি ঘটে। যখন কাৰ্ণের দ্বিগুণতা হইল তখন কারণগত শব্দস্পর্শরূপসাদি গুণ প্রভৃতি ধর্মসমূহ এবং কাৰ্য্যগত শব্দাদি গুণ প্রভৃতি লইয়া দ্বিগুণতা হওয়া চাই কিন্তু ‘এইগুলি সূত্রের রূপাদি’ ‘এইগুলি বস্তুর রূপাদি’—এই প্রকার প্রতীতি ও কথনরূপ ব্যবহারও দেখা যায় না এবং যেমন কাৰ্য্যস্বরূপ এবং কাৰ্ণস্বরূপ ব্যবহারের ভেদবশতঃ কাৰ্য্যকারণের অভেদ সিদ্ধ হয় না, সেই প্রকার সূত্র মৃত্তিকা প্রভৃতি কারণ হইতে ভিন্ন কথিয়া পটঘটাদি কাৰ্য্যসমূহের প্রতীতিও করান যায় না, সেইহেতু ভেদও সিদ্ধ হয় না; কিন্তু কাৰ্য্যকাৰ্ণের কল্পিতভেদ ও বাস্তব অভেদ-রূপ অনির্বচনীয় তাদাত্ম্য সম্বন্ধই সিদ্ধ হয়; এইহেতু আরম্ভবাদ অসঙ্গত। ৫২

ভাল, মৃত্তিকাও সূর্য এই দুইটি কি নিবর্ত্ত বিষয়ে দৃষ্টান্ত? উত্তর ‘না’; ইহাই বলিতেছেন :—

(ন) অত্যাঙ্ক তিনটি  
বিবর্ত্ত দৃষ্টান্তের বর্ণন,  
তাহাদের প্রয়োজন।

মুৎসূরবর্ণময়শ্চেতি দৃষ্টান্তত্রয়মাক্রণিঃ।

প্রাহাতো বাসয়েৎ কার্য্যানুতত্ত্বং সর্ববস্তুষু ॥ ৫৩

অর্থ—আক্রণিঃ মুৎসূরবর্ণম্ অয়ঃ চ ইতি দৃষ্টান্তত্রয়ম্ প্রাহ ; অতঃ সর্ববস্তুষু কার্য্যানুতত্ত্বম্ বাসয়েৎ।

অনুবাদ—আক্রণি মৃত্তিকা, সূর্য ও লৌহ এই তিনটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। এইহেতু সকল বস্তুকেই কার্য্যের মিথ্যাহসংস্কার স্থাপনের বিষয় করিবে।

টীকা—“আক্রণিঃ”—অক্রণের পুত্র উদালক নামক কোন ঋষি। ছান্দোগ্য উপনিষদে [যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন—৬।১।৪]—হে সোম্য একটি মাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই, যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায় অর্থাৎ জানা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার (কার্য্যপদার্থ) কেবল শব্দাত্মক নামমাত্র—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—

[ কার্যায়সম্ ইতোব সত্যম্ ]—হে সোম্য একটি যাত্র নখনিক্তন্তন ( নক্ষণ ) অর্থাৎ তৎকারণ কার্যায়সদ্বারা যেমন অপর সমস্ত কার্যায়স ( ইচ্ছাতবিকার ) বিজ্ঞাত হয় \* \* \* বস্তুতঃ কক্ষায়স হইতেছে সত্য পদার্থ,—এই পর্য্যন্ত বাক্যরাজিধারা কার্যের মিথ্যাত্ববিষয়ে, (মুৎসুর্বর্ণয়োক্রপম্) মুক্তিকা সুবর্ণ ও লৌহরূপ “দৃষ্টান্তত্রয়ম্”—তিনটি দৃষ্টান্ত দিয়াছেন, ইহাই অর্থ। ভাল, উদালক ঋষি কি উদ্দেশ্যে তিনটি দৃষ্টান্ত দিলেন? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“এইহেতু সকল বস্তুকেই” ইত্যাদি। ( ভাষ্যকার এই শ্রুতির ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—দার্ষ্টান্তিকগত বহু প্রকার ভেদের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষার জন্য এবং তদ্বিষয়ে দৃঢ়তর প্রতীতি সমুৎপাদনার্থ বহু দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে। বিচারণ্য মুনিও “অমুভূতিপ্রকাশ” গ্রন্থে ( পঞ্চদশীর প্রথম খণ্ডের ২১৪ পৃষ্ঠায় ‘গ’ পরিশিষ্টের ২৫ শ্লোকে ) বলিয়াছেন—ব্যাপ্তি বা সাধ্যসাধনের অবাভিচারিত সম্বন্ধ দেখাইবার উদ্দেশ্যেই শ্রুতি একাদিক দৃষ্টান্ত দিয়াছেন )। যেহেতু বর্ণিত প্রকারে মুক্তিকা প্রভৃতি বহু বস্তুতে তত্তৎ কার্যের মিথ্যাত্ব অমুভূত হয়, “অতঃ”—এইহেতু, “সকলবস্তু”—ভূতভৌতিকরূপ সর্ব বস্তুতে, “কাব্যানুতঙ্গ বাসগং” ( বাসিতম্ কণ্যং )—কাব্যেব অনূতঙ্গ ( মিথ্যাত্ব ) বাসিত করিবে অর্থাৎ বার বার অমুভব করিয়া, সেই অমুভবজনিত সংস্কারকে বুদ্ধির বিষয় করিবে; ইহা তাৎপর্য্য। ৫৩

কারণ জ্ঞানেই সকল কার্যের জ্ঞান ; ব্রহ্মস্বরূপাবধারণ ;

জগৎস্বরূপাবধারণ ; জগতের উপেক্ষা।

১। কারণ জ্ঞানেই তৎকার্য্য সমূহের জ্ঞান।

ভাল, কার্যের মিথ্যাত্বের অনুসন্ধান বা বিচারপক্ষক অবধারণ, কি নিমিত্ত বর্ণন করা হইতেছে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—কারণেব জ্ঞান হইতে কার্য্যজ্ঞানের সিদ্ধি করিবার জন্য ঐরূপ বর্ণন করিতেছেন। এই অভিপ্রায় লইয়া বলিতেছেন :—

(ক) কারণজ্ঞানেই কার্য্যেব জ্ঞান, তাহাব প্রমাণ ও তাহাতে শঙ্কা।

কারণজ্ঞানতঃ কার্য্যবিজ্ঞানং চাপি সোহবদৎ।

সত্যজ্ঞানেহনূতজ্ঞানং কথমত্রোপপত্ততে ॥ ৫৪

অর্থ—কারণজ্ঞানতঃ চ কার্য্যবিজ্ঞানম্ অপি সঃ অবদৎ, সত্যজ্ঞানে অনূতজ্ঞানম্ অত্র কথম্ উপপত্ততে ?

অনুবাদ ও টীকা- আর কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যের জ্ঞান হয়, এ কথাও সেই ঋষি বলিয়াছেন। সেই সত্যকারণবস্তুর জ্ঞান হইলে কার্য্যবস্তুকে কি প্রকারে মিথ্যা বলিয়া জানা যায়? ( পরে বলিতেছি )। ৫৪

কার্য্য সত্য ও অনূত এই উভয়াংশাত্মক। এইহেতু কারণের জ্ঞান হইতে কার্য্যগত সত্যংশের জ্ঞান হয়, এই অভিপ্রায়ে বলিতেছেন :—

সমুৎকম্ম বিকারম্ম কার্য্যতা লোকদৃষ্টিতঃ।

(খ) উক্ত শঙ্কার সমাধান।

বাস্তবোহত্র মৃদংশেহম্ম বোধঃ কারণবোধতঃ ॥ ৫৫

## কারণজ্ঞানে কার্যজ্ঞান; ত্রজ-জগৎস্বরূপাবধারণ; জগতের উপেক্ষা ১৬৩

অম্বয়—সমুৎকৃত্ত বিকারস্ত লোকদৃষ্টিতঃ কাৰ্য্যতা; অত্র বাস্তবঃ মদংশঃ অস্ত বোধঃ কারণবোধতঃ ।

অনুবাদ - প্রকৃতিকরূপ মৃত্তিকার সহিত ঘটরূপ বিকারকে লোকদৃষ্টিতে কার্য্য বলা হয়। ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব। কারণের জ্ঞানদ্বারাই এই বাস্তববাংশের জ্ঞান হয়।

টীকা—“সমুৎকৃত্ত বিকারস্ত”—অধিষ্ঠানরূপ মৃত্তিকাব সহিত আবোগিত\* ঘটাদিরূপ বিকারকে, “কাৰ্য্যতা” কাৰ্য্য শব্দের অর্থ বলিয়া জন সাধাবণে গ্রহণ করিয়া থাকে। ভাল, ইহা মানিয়া লইলাম, কিন্তু ইহার দ্বাৰা কাৰণজ্ঞান হইলেই কাৰ্য্যজ্ঞান হয় ইহা ত’ সম্ভব হয় না—এইরূপ আশঙ্কার পরিহার কি প্রকারে হইল? তদুত্তবে বলিতেছেন—ঘটরূপ কাৰ্য্যগত স্থূল-বৰ্ণুলোদয়াদি বিশিষ্টতাকরূপ অন্তাংশেব জ্ঞান না হইলেও কাৰ্য্যগত মৃত্তিকাকরূপ সত্যাত্মশেষের জ্ঞান হইয়া থাকে, এইরূপে তাহার পরিহাৰ হয় “ইহাতে মৃত্তিকাংশই বাস্তব” ইত্যাদি। “অত্র”—এই কাৰ্য্যে “যঃ বাস্তবঃ মদংশঃ”—মৃত্তিকা রূপ যে বাস্তব অংশটি আছে, “অস্ত”—এই বাস্তববাংশের —“বোধঃ”—জ্ঞান “কারণবোধতঃ—কারণজ্ঞান হইতে হইয়া থাকে, ইহাই অর্থ। (পঞ্চদর্শীর প্রথম খণ্ডে “গ” পৰিশিষ্টের ২২-২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য)। ৫৫

ভাল, কাৰ্য্যগত সত্যাত্মশেষের স্মার অন্তাংশ ত’ জানিবার যোগ্য,—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে অন্তাংশ নিস্প্রয়োজন বলিয়া জানিবার যোগ্য নহে :—

(গ) কাৰ্য্যে সত্যাত্মশেষ  
জ্ঞানই প্রয়োজনীয়,  
অন্তাংশের জ্ঞান  
নিস্প্রয়োজন।

অন্তাংশো ন বৌদ্ধব্যস্তদ্বোধানুপযোগতঃ ।

তত্ত্বজ্ঞানং পুমর্থং স্মান্নান্তাংশাববোধনম্ ॥ ৫৬

অম্বয়—অন্তাংশঃ ন বৌদ্ধব্যঃ, তদ্বোধানুপযোগতঃ তত্ত্বজ্ঞানম পুমর্থম, অন্তাংশাব-বোধনম্ (প্রয়োজনবৎ) ন স্মাৎ ।

অনুবাদ--কার্য্যের অন্তাংশ জানিবার যোগ্য নহে; কেননা, সেই অন্তাংশের জ্ঞান নিস্প্রয়োজন; তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তববাংশের জ্ঞানেই পুরুষের প্রয়োজন; অন্তাংশের জ্ঞানে পুরুষার্থ নাই।

টীকা—অন্তাংশের জ্ঞান কেন নিস্প্রয়োজন, তাহাই বুঝাইতেছেন—“তত্ত্বের অর্থাৎ বাস্তববাংশের জ্ঞানেই” ইত্যাদি। “তত্ত্বজ্ঞানম্”—তত্ত্বের অর্থাৎ অবাধিত বস্তুব জ্ঞান, “পুমর্থম্”—পুরুষের অর্থাৎ জ্ঞাতার অর্থ বা প্রয়োজন বাহাতে তাহা পুমর্থ, বহুব্রীহি সমাস; “অন্তাংশাব-বোধনম্ ন স্মাৎ”—অন্তাংশরূপ বিকারের অববোধন, জ্ঞান প্রয়োজনবিশিষ্ট নহে, ইহাই অর্থ। ৫৬

(বাদী শব্দা করিতেছেন) ভাল, তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কাৰ্য্যজ্ঞান হয়, এই অর্থটি শ্রোতার বুদ্ধিতে বিস্ময়াবহ হইবে, এই অভিপ্রায়ে কথিত হইলেও, কথ্যটির ত’ মেইরূপ ইহবার সম্ভাবনা নাই :—

(ঘ) (বাদীর শঙ্কা) তাহা  
হইলে কারণজ্ঞানেই  
কার্যজ্ঞান, ইহা কোন  
বিশ্বয়কর কথা নহে।

(ঘ) (বাদীর শপথ) তাহা  
ইহলে কারণজ্ঞানেই  
কার্যজ্ঞান, ইহা কোন  
বিশ্ময়কর কথা নহে।

অঘস্ব—তর্হি কারণবিজ্ঞানং কাথ্যজ্ঞানম্ ইতি ঈরিতে ‘মদ্বোধে মৃত্তিকা বৃদ্ধা’ ইতি  
উক্তম্ শ্রুত্ব, অত্র কঃ বিশেষঃ ?

অনুবাদ—তাহা হইলে কারণজ্ঞানেই কার্যাজ্ঞান হয়, এই প্রকার কথিত হইলে কথাটি দাঁড়ায়—মুক্তিকার জ্ঞানে মুক্তিকারই জ্ঞান হয়; ইহাতে বিশ্বয়ের কি আছে ?

টাকা - “কারণবিজ্ঞান” - মৃত্তিকা প্রভৃতিরূপ কারণের জ্ঞান হইলে, “কার্যজ্ঞান” - কার্যগত মৃত্তিকাদিরূপ সত্যাত্ম্যেরই জ্ঞান হয়, এইরূপ বলিলে, মৃত্তিকার জ্ঞানদ্বারা মৃত্তিকারই জ্ঞান - এইরূপই বলা হয়। তাহা হইলে অভিপ্রেত বিষয়কাকারিতা কেবল শব্দেই গণ্যবস্তু হইল, অর্থে নহে; ইহাই অর্থ। ৫৭

‘কার্যগত মত্যাংশই কারণের স্বরূপ’—এইরূপ বিচারমূলক জ্ঞান যাহার আছে, তাহার বিশ্বাস না হইলেও, সেই প্রকার বিচারবিহীন পুরুষের বিশ্বাস ত’ হইবেই—এই বলিয়া সিদ্ধান্তী বাদীর শঙ্কার পরিহার করিতেছেন :—

(ঙ) উক্ত শঙ্কার সমাধান  
—বিস্ময় অজ্ঞেরই  
হইবে।

(ঙ) উল্ল শব্দার সমাধান  
—বিস্ময় অজেরই  
হবে।

সত্যং কার্যেষু বস্তুংশঃ কারণাত্মেতি জ্ঞানতঃ ।  
বিস্ময়ো মান্দি হাজস্তা বিস্ময়ঃ কেন বার্য্যতে ৭৫৮

অস্বয়—সত্যম্ ; কাথোষু বসুংশঃ কার্ণায়া ইতি জানতঃ বিস্ময়ঃ মা অস্তু ; ইহ অজ্ঞস্ত  
বিস্ময়ঃ কেন বার্থ্যতে ?

অনুবাদ—ইহা সত্য বটে ; কার্যগত সত্যংশই কারণের স্বরূপ, ইহা যিনি জ্ঞানেন, তাঁহার বিস্ময় না হইতে পারে বটে, কিন্তু যে অজ্ঞানী অর্থাৎ যাহার এইরূপ জ্ঞান নাই, তাহার বিস্ময় কে নিবারণ করিবে ?

টাকা—“কার্যোষু”—বটানি কার্যে বিজ্ঞান, “বস্তুংশঃ”—যে বাস্তবংশ তাহাই,  
 “কারণাভ্যু”—যুক্তিকা প্রভৃতি কারণের স্বরূপ, “ইতি জ্ঞানতঃ”—এইরূপ যিনি জানেন, তাঁহার  
 বিষয় নাই হউক, অপরের অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানশূন্যের যে বিষয় উৎপন্ন হয়, তাহাকে নিবারণ করিতে  
 কেহই সমর্থ নহে, ইহাই অর্থ। ৫৮

‘মস্তানীর বিষয় হইবেই’ এইকণ যে পূর্ক শ্লোক বলা হইল, সেই কথাই সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(৫) পূর্ব প্রোক্ত  
বসন্তের বর্ণন।

আরম্ভী পরিণামী চ লৌকিকশৈচকারণে।  
জ্ঞাতে সৰ্বমতিং শ্রদ্ধা প্রাপ্ত বন্ত্যেব বিস্ময়ম্ ॥ ৫৯

অধ্যয় - আরস্তী চ পরিণামী চ লৌকিকঃ এককারণে জ্ঞাতে সৰ্বমতিম্ শ্রদ্ধা বিশ্বয়ম্  
প্রাপ্নু বন্তি এব।

অনুবাদ—আরস্তুবাদী পরিণামবাদী, এবং প্রাকৃত লোকে ‘এক কারণকে  
জ্ঞানিলেই সকল কার্য জ্ঞান হইয়া যায়’—এই বাক্য শুনিয়া বিশ্বয়াপন্ন হইবেই ত।

টীকা—“আরস্তী” সমবায়ী (অর্থাৎ উপাদান), অসমবায়ী ও নিমিত্ত এই তিন নামের  
তিনটি কারণ হইতে ভিন্ন কাৰণোৎপন্ন কার্যের উৎপত্তি বাহারা মানে, সেই নৈয়ায়িকাদি বাদিগণকেই  
“আরস্তী” এই শব্দদ্বারা সূচনা করা হইতেছে। “পরিণামী”—পূৰ্বরূপ পরিত্যাগ করিয়া অন্য  
অর্থাৎ বিপরীত রূপেব প্রাপ্তিরূপ পরিণাম বাহারা মানে, সেই সাংখ্য প্রভৃতি বাদিগণ, “পরিণামী”  
এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। “লৌকিকঃ”—বাহারা এই উভয় প্রকার প্রক্রিয়া জানে না,  
কেবল লোকবাহারমাত্রে তৎপব, তাহারা “লৌকিক” এই শব্দদ্বারা সূচিত হইতেছে। এই  
তিন প্রকার বাদীরই, একমাত্র কারণের জ্ঞানদ্বারাই অনেক কার্যের জ্ঞান হয়, এইরূপ বাক্য  
শ্রবণ করিলে বিশ্বয় হইবে, ইহাই অর্থ। ৫২

ভাল, শ্রুতিবচনের যথাশ্রুত অর্থ অর্থাৎ বচনগত শব্দ শুনিলেই যেরূপ অর্থের প্রতীতি হয়,  
সেই অর্থ পরিত্যাগ করিয়া এইরূপ ব্যাখ্যান করিবার কারণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে  
বলিতেছেন—সেইরূপ অর্থে শ্রুতির তাৎপর্য নহে; এই কারণে এইরূপ ব্যাখ্যাই করা হইয়াছে:—

(ছ) একমাত্র কারণজ্ঞান-  
দ্বাবাই একাধিক কার্য-  
জ্ঞানপ্রতিপাদক শ্রুতি-  
বচনের অভিপ্রায়।

অদ্বৈতেহ্ভিমুখী কৰ্ত্তুম্বেবাত্ৰৈকম্ বোধতঃ ।  
সৰ্ববোধঃ শ্রুতৌ নৈব নানাভ্যম্ বিবক্ষয়া ॥ ৬০

অধ্যয়—অদ্বৈতে অভিমুখী কৰ্ত্তুম্ এব অত্র শ্রুতৌ একম্ বোধতঃ সৰ্ববোধঃ ; নানাভ্যম্  
বিবক্ষয়া ন এব।

অনুবাদ—অদ্বৈততত্ত্বজ্ঞানে শ্রোতাকে অভিমুখ করিবার জন্য শ্রুতি বলি-  
য়াছেন—একের জ্ঞানে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, নতুবা কার্যনানাত্ব বৃথাইবার  
অভিপ্রায়ে সেইরূপ বলেন নাই।

টীকা—অদ্বৈতবিজ্ঞানে শিষ্যকে অভিমুখ করিবার জন্যই ছান্দোগ্য শ্রুতিতে, [ একম্  
বিজ্ঞানং ]—একমাত্র কারণের বিজ্ঞানেই সমস্ত কার্যের বিজ্ঞান কথিত হইয়াছে। অনেক কার্যের  
বিজ্ঞান সিদ্ধ করিবার জন্য সেইরূপ কথিত হয় নাই! অভিপ্রায় এই—অসং জড় ও হুংস্বরূপ অনেক  
অনাস্পদার্থের জ্ঞানদ্বারা পরমপুরুষার্থ সিদ্ধ হয় না বলিয়া শ্রুতি অনেক কাৰ্য্যরূপ পদার্থের জ্ঞান-  
সম্পাদনের জন্য একের জ্ঞানে অনেকের জ্ঞানের কথা বলেন নাই, কিন্তু ব্রহ্মরূপ কারণের জ্ঞানে  
প্রবৃত্তি উৎপাদনের জন্য ব্রহ্মজ্ঞানের স্তুতি করিয়াছেন। এইহেতু এই বাক্যটিকে অর্থবাদ বাক্য\*  
বলিয়া মানা হয়। কিম্বা জ্ঞানী ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন সাক্ষিরূপ বলিয়া তাঁহার জ্ঞাততাবিশিষ্ট বা  
অজ্ঞাততাবিশিষ্ট সকল পদার্থের সৰ্বদা জ্ঞান হয়, অথবা ব্রহ্মরূপ অধিষ্ঠানে কল্পিত সকল পদার্থের

ব্রহ্ম হইতে বাস্তব ভেদ নাই কিন্তু বাধসামান্যিকরণদ্বারা ব্রহ্ম হইতে সকল পদার্থের অভেদ ; এই হেতু এক ব্রহ্মের জ্ঞানদ্বারা অনেক পদার্থের জ্ঞান সম্ভব হয়, ইহাই অভিপ্রায় । ৬০

এক্ষণে এক কারণের বিজ্ঞানদ্বারা সমস্ত কার্য্যবিজ্ঞানের দৃষ্টান্ত প্রদর্শনে ব্যাপৃত [ যথা সোম্য একেন মৃৎপিণ্ডেন সৰ্বম্ মৃন্ময়ম্ বিজ্ঞাতম্ শ্রাং—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।৪ ]—হে সোম্য, একটিমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ মৃন্ময় পাত্র বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃন্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হইয়া যায়,—এই প্রতিবচনের অর্থ নিরূপণ করিয়া, দার্ষ্টান্তিক প্রদর্শনে ব্যাপৃত—[ উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্যঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্—ছান্দোগ্য উ, ৬।১।২-৩ ]—হে সোম্য শ্বেতকেতো, তুমি কি সেই আদেশটি ( আচার্য্যের উপদেশমাত্রলভ্য বিষয়টি ) আচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে, যাহাদ্বারা অর্থাৎ যাহা শুনিলে, মনন করিলে ও জানিলে পব, অপর অশ্রুতও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, এবং অবিজ্ঞাত বিষয়ও বিশেষরূপে জ্ঞাত—জ্ঞানগোচর হয় ?—এই বাক্যের অর্থ বুঝাইবার উদ্দেশ্যে একের জ্ঞানদ্বারা সর্ববস্তুর জ্ঞানরূপ আলোচনীয় বিষয়ে সিদ্ধান্তটি বলিতেছেন :—

(জ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্টান্তিক, ফলিতার্থ ।

একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সৰ্বমৃন্ময়ধীৰ্য্যথা ।

তথৈক ব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধির্বিভাব্যতাম্ ॥ ৬১

অর্থ—যথা একমৃৎপিণ্ডবিজ্ঞানাৎ সৰ্বমৃন্ময়ধীঃ তথা একব্রহ্মবোধেন জগদ্বুদ্ধিঃ বিভাব্যতাম্ ।

অনুবাদ—যেমন এক মৃত্তিকাপিণ্ডের জ্ঞান হইলে, সমুদায় মৃন্ময় পদার্থের জ্ঞান হয়, সেইরূপ একমাত্র ব্রহ্মজ্ঞানদ্বারা সমস্ত জগতের জ্ঞান হয়—এইরূপ বুদ্ধিয়া লইতে হইবে ।

টীকা—যেমন ঘট শরাবাদির উপাদান যে মৃত্তিকাপিণ্ড, তাহার জ্ঞানদ্বারা, সেই মৃত্তিকা-পিণ্ডের কার্য্য সমস্ত ঘটাদির জ্ঞান হয়, এইরূপ সকলের উপাদান যে এক ব্রহ্ম, তাহার জ্ঞানদ্বারা সেই ব্রহ্মের বিবর্তরূপ কার্য্য সম্পূর্ণ জগতের জ্ঞান হয়—এই প্রকার বুদ্ধিতে হইবে, ইহাই অর্থ । ৬১

২ । ব্রহ্মরূপ কারণের ও জগদ্রূপ কার্য্যের স্বরূপ ।

( শব্দ ) ভাল, ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ না জানিলে, ব্রহ্মজ্ঞান হইতে জগতের জ্ঞান হয় ইহা ত' বুদ্ধিতে পারা যায় না, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া, সেই কথাটি বুঝাইবার জন্য ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপ বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) সংক্ষেপে ব্রহ্ম ও জগতের স্বরূপবর্ণন ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দস্বরূপতাবিশেষে তাপনীয় প্রতিপ্রমাণ ।

সচ্চিদং সূত্ৰাত্মকং ব্রহ্ম নামরূপাত্মকং জগৎ ।

তাপনীয়ৈ শ্রুতং ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ॥ ৬২

অর্থ—সচ্চিদং সূত্ৰাত্মকম্ ব্রহ্ম, নামরূপাত্মকম্ জগৎ । তাপনীয়ৈ সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম শ্রুতম্ ।

অমুবাদ—ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ; জগৎ নামরূপাত্মক। নৃসিংহাস্তর তাপনীয়োপনিষদে শুনা যায় সং-চিং-আনন্দ ব্রহ্মের লক্ষণ।

টীকা—ব্রহ্ম যে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ এ বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া, নৃসিংহাস্তর তাপনীয় প্রভৃতি শ্রুতি এ বিষয়ে প্রমাণ, ইহা বলিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছেন—“নৃসিংহাস্তর তাপনীয়োপনিষদে” ইত্যাদি। অথর্ববেদবিদ্বাক্ষণগণকর্তৃক প্রথমে [ ব্রহ্ম এব ইদম্ সৰ্বম্ সচ্চিদানন্দরূপম্ (? সচ্চিদানন্দমাত্রম্ )—পূর্বে উল্লিখিত—নৃসিং উ, ৭ ]—এই সমস্ত জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দ স্বরূপ—ইত্যাদি স্থলে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দরূপতা উক্ত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬২

‘আদি’ (?) শব্দদ্বারা অভিপ্রেত অন্ত্যন্ত শ্রুতি বচন দেখাইতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মের উক্ত স্বরূপতা-  
বিষয়ে অস্ত্র শ্রুতি প্রমাণ।

সদ্রূপমাকরণিঃ প্রাহ প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম বহুচঃ।

সনৎকুমার আনন্দমেবমব্যুত্ৰ গম্যতাম্ ॥ ৬৩

অর্থ—‘আকরণিঃ’ সদ্রূপম্, বহুচঃ প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম, সনৎকুমারঃ আনন্দম্ প্রাহ, এবম্ অব্যুত্ৰ গম্যতাম্।

অমুবাদ—অরূপপুত্র উদ্বালক, ছান্দোগ্য শ্রুতিতে ব্রহ্মকে সংস্বরূপ বলিয়াছেন; ঋগ্বেদী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে ব্রহ্মকে প্রজ্ঞানরূপ বলিয়াছেন; সনৎকুমার ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মকে আনন্দস্বরূপ বলিয়াছেন। অব্যুত্ৰ অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও ব্রহ্মকে আনন্দরূপ ইত্যাদি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, বুঝিয়া লইতে হইবে।

টীকা—অরূপের পুত্র উদ্বালক ছান্দোগ্য শ্রুতিতে [ সং এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ—৬২।১ ]—অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সদ্রূপই ছিল—ইত্যাদি বচনদ্বারা ব্রহ্মকে সদ্রূপ বলিয়া নিরূপণ করিয়াছেন, আর বহুচগণ অর্থাৎ ঋগ্বেদশাখাধারী ব্রাহ্মণগণ ঐতরেয়োপনিষদে [ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠা, প্রজ্ঞানম্ ব্রহ্ম—ঐতরেয়োপনিষৎ ৫।৩ ]—প্রজ্ঞানই সমস্ত লোকের লয় স্থান প্রজ্ঞানই ব্রহ্ম এইরূপে ব্রহ্মের প্রজ্ঞানরূপতা প্রদর্শন করিয়াছেন। এইরূপে ( পূর্বে পঞ্চদশীর একাদশ প্রকরণে উক্ত ) ছান্দোগ্য শ্রুতিবচনও সনৎকুমারনামক গুরু, নারদনামক শিষ্যকে বিশেষরূপে, [ সুখম্ তু এব জিজ্ঞাসিতব্যম্—৭।২২।১ ]—সুখই বিশেষরূপে জিজ্ঞাসিতব্য এইরূপে—আরম্ভ করিয়, [ যঃ বৈ ভূমা তৎসুখম্—৭।২৩।১ ]—যাহা ভূমা অর্থাৎ সর্বাপেক্ষা মহৎ তাহাই সুখ, ( অল্পে—পরিচ্ছিন্ন বস্তুতে সুখ নাই )—এইরূপে ‘ভূমন্’ শব্দবাচ্য ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বর্ণিত হইয়াছে। এই স্ত্রটি অস্ত্র উপনিষদেও অতিদেশ করিতেছেন—প্রযোজ্য বলিয়া দেখাইতেছেন—“অন্ত্র অর্থাৎ তৈত্তিরীয়াদি উপনিষদেও” ইত্যাদি। “অন্ত্র”—তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে [ আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যজানাৎ—৩.৬ ]—বরূপের পুত্র ভৃগু ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বিজ্ঞাত হইয়াছিলেন।



এইরূপ অল্প শ্রুতিতেও ব্রহ্মের আনন্দরূপতা কথিত হইয়াছে, দেখিয়া লইতে হইবে—  
ইহাই অন্নিপ্রায় । ৬৩

ব্রহ্মের স্বরূপ সচ্চিদানন্দবিষয়ক শ্রুতির ত্রায় জগতের স্বরূপ নামরূপবিষয়ক শ্রুতি  
দেখাইতেছেন :—

(গ) জগতের স্বরূপ নাম-  
রূপ বিষয়ক শ্রুতি ।

বিচিন্ত্য সর্বরূপাণি কৃৎস্না নামানি তিষ্ঠতি ।

অহং ব্যাকরবাণীমে নামরূপে ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৬৪

অর্থ—“সর্বরূপাণি বিচিন্ত্য নামানি কৃৎস্না তিষ্ঠতি” । “অহং ইমে নামরূপে ব্যাকর-  
বাণি” ইতি শ্রুতেঃ ।

অনুবাদ—‘পরমেশ্বর দেবমহুম্বাদি সকল প্রকার আকার চিন্তা করিয়া  
তাহাদের নামকরণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন । এই অর্থের এবং ‘আমি  
( জগতের ) এই নামরূপ প্রকটিত করিব’, এই অর্থের শ্রুতিবচন রহিয়াছে ।

টীকা—তৈত্তিরীয় পুরুষসূক্তে ( ১৫।১ ) আছে—[ সর্বাণি রূপাণি বিচিন্ত্য ধীরঃ  
নামানি কৃৎস্না অভিবদন্ যদাস্তে । ]—যে ধীর অর্থাৎ বিরাট পুরুষ, দেবমহুম্বাদি সমস্ত শরীর  
বিশেষ বিশেষভাবে নিষ্পাদন করিয়া—এইটি দেব, এইটি মহুম্বা, এইটি পশু, এইরূপে  
ভিন্ন ভিন্ন নামদ্বারা তাহাদিগকে লইয়া ব্যবহার করিতেছেন ( এইরূপ সর্বগুণোৎকর্ষবান্  
আদিত্যবৎ প্রকাশমান বিরাট পুরুষকে আমি ( মন্ত্রদ্রষ্টা ) ধ্যানদ্বারা সর্বদা অমুভব করি—  
সায়ন ভাষ্যানুবাদ ) । ছান্দোগ্য উপনিষদে ( ৬।৩২ ) আছে—[ সা ইয়ম্ দেবতা ঐক্ষত হস্ত অহম্  
ইমাঃ তিস্রঃ দেবতাঃ অনেন জীবেন আত্মনা অমুপ্রবিষ্ট নামরূপে ব্যাকরবাণি ইতি ]—সেই এই  
সংস্বরূপ দেবতা আলোচনা করিয়াছিলেন যে, --‘বেশ, আমি এই জীবাত্মরূপে উক্ত তেজঃ, জল ও  
পৃথিবী এই ভূতত্রয়াত্মক দেবতার অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া নাম ও রূপ ( -বোধক শব্দ ও বিশেষ-  
বিশেষ আকৃতি ) ব্যক্ত করিব ।’ [ বৃহদারণ্যক উপনিষদেও ( ১।৪।৭ ) এই মন্ত্রের বচন আছে ]  
এইরূপে যে জগতের সৃজন করিতে হইবে সেই জগতে স্থিত নাম ও রূপ শ্রুতি দেখাইতেছেন,  
ইহাই অর্থ । ৬৪

সেই নামরূপবিষয়ে অল্প শ্রুতিবচন উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(ঘ) উক্ত অর্থে অল্পশ্রুতি-  
বচন এবং তদগত অব্যা-  
কৃত শব্দের অর্থ ।

অব্যাকৃতং পুরা সৃষ্টে রুদ্ধং ব্যাক্রিয়তে দ্বিধা ।

অচিন্ত্যশক্তির্মায়ৈষা ব্রহ্মণ্যব্যাকৃত্যভিধা ॥ ৬৫

অর্থ—সৃষ্টে: পুরা অব্যাকৃতম্ উৰ্দ্ধম্ দ্বিধা ব্যাক্রিয়তে, ব্রহ্মণি অচিন্ত্যশক্তি: মায়্যা এষা  
অব্যাকৃত্যভিধা ।

অনুবাদ—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ অব্যাকৃত অর্থাৎ অপ্রকট ছিল, পরে ইহা  
নাম ও রূপ এই দুই প্রকারে প্রকটিত হইয়াছে । ব্রহ্মে যে মায়ারূপ অচিন্ত্যশক্তি  
আছে, তাহারই নাম অব্যাকৃত ।

## কারণজ্ঞানে কার্যজ্ঞান; ব্রহ্ম-জগৎস্বরূপাবধারণ; জগতের উপেক্ষা ১৬৯

টীকা—উৎপাদিত জগৎ যে নামরূপাত্মক তাহা [ তং হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ অসীৎ তৎ নামরূপাভ্যাম্ এব ব্যাক্রিয়ত, অসৌনামা অয়ম্ ইদম্ রূপম্ ( ইতি এবম্ ) ব্যাক্রিয়ত ( স্বয়ম্ এব ব্যাকৃতম্—ব্যবহারযোগ্যম্ বভূব )—বৃহদা উ, ১৪।৭ ]—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে, অব্যাকৃত—নাম ও রূপাকারে অনভিব্যক্ত ছিল, অর্থাৎ বীজভাবে বর্তমান ছিল। সেই জগৎ নাম ও রূপাকারে অভিব্যক্ত হইল, দেবদত্ত যজ্ঞদত্ত প্রভৃতি নাম ও য়েতপীতাদি রূপবিশিষ্ট হইয়া প্রকাশ পাইল—এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিগণনে প্রদর্শিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। “সৃষ্টেঃ পুরা”—সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ, “অব্যাকৃতম্”—অব্যক্তনামরূপাত্মক ছিল; “উর্দ্ধম্”—সৃষ্টিকালে, বিধা—অর্থাৎ বাচ্যবাচকভাবে, “ব্যাক্রিয়তে”—ব্যাক্তীকৃত অর্থাৎ প্রকটিত হইল। ইহা শ্রোকের পূর্ববাক্যের অর্থ। এক্ষণে—[ তং হ ইদম্ তর্হি অব্যাকৃতম্ অসীৎ ]—সেই এই দৃশ্যমান জগৎ তৎকালে অব্যাকৃত ছিল,—এস্থলে এই ‘অব্যাকৃত’ শব্দের অর্থ বলিতেছেন—“ব্রহ্মে যে অচিন্ত্য মায়ারূপী শক্তি আছে,” ইত্যাদি। “এবা অব্যাকৃতাভিধা”—এহ বাক্যে ইহাই অব্যাকৃত শব্দদ্বারা কথিত হইয়াছে, ইহাই অর্থ। ৬৫

‘এই জগৎ নামরূপদ্বারা প্রকাশিত হইল’—ইহাব অর্থ বলিতেছেন :—

(৬) ‘সেই জগৎ নাম-রূপাকারে প্রকটিত হইল’ ইহার অর্থ। **অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা বিকারং যাত্যনেকধা ।**  
**মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনং তু মহেশ্বরম্ ॥ ৬৬**

অর্থ—অবিক্রিয়ব্রহ্মনিষ্ঠা অনেকধা বিকারম্ যাতি : মায়াম্ তু প্রকৃতিম্ বিদ্যাং মায়িনম্ তু মহেশ্বরম্ ( বিদ্যাং ) ।

অনুবাদ—নির্বিকার পরব্রহ্মে বিद्यমান সেই মায়াশক্তি নানা প্রকারে বিকার প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। মায়াকেই ‘প্রকৃতি’ বলিয়া জানিবে এবং মায়াশ্রয়কে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ( শ্বেতাশ্বতর উ, ৪।১০ )

টীকা—নির্বিকার ব্রহ্মে বিद्यমানা যে মায়া, যিনি “অনেকধা”—ভূতভৌতিক প্রপঞ্চরূপে অনেক প্রকারে “বিকারম্ যাতি”—পরিণাম প্রাপ্ত হ’ন। মায়া ব্রহ্মে বিद्यমান—এই বিষয়ে শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎজন প্রমাণ বলিতেছেন—“মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া” ইত্যাদি। “মায়াম্”—‘যাতি ইতি যা’ ( গত ) ; মীয়তে যা সা ‘মা’ ( প্রমা ) যথার্থ জ্ঞান, মায়াং গত মায়া ; যিনি পরমার্থ দৃষ্টিতে প্রমা হন না, তাঁহাকে, “প্রকৃতিম্”—বাহার দ্বারা “প্রকৃত” হয় তাহাই ‘প্রকৃতি’—উপাদান কারণ ; “বিদ্যাং”—জানিবে। “মায়িনম্”—যিনি মায়ার আশ্রয়রূপে মায়াযুক্ত, তাঁহাকে “মহেশ্বরম্”—মায়ানিয়ামক বলিয়া জানিবে। ‘জানিবে’—এই শব্দের অন্তর্ভুক্তি চলিতেছে। “মায়ার” সহিত এবং “মায়ীর” সহিত এই উভয় স্থলে যে “তু” ( কিন্তু ) শব্দের প্রয়োগ হইয়াছে, তাহা মায়া এবং মায়ী এই উভয়ের পরস্পর বিলক্ষণতা জানাইবার জন্ত। ৬৬

এক্ষণে মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্যের বর্ণনা করিতেছেন :—

(৭) মায়োপহিত ব্রহ্মের প্রথম কার্য আকাশের, কারণ হইতে প্রাপ্ত তিনটি ও বিশ্বের একটি রূপ। **আত্মো বিকার আকাশঃ সোহস্তি ভাত্যপি চ প্রিয়ঃ ।**  
**অবকাশস্তস্বরূপং তন্মিথ্যা ন তু তদ্রয়ম্ ॥ ৬৭**

অম্বয়—আত্মঃ বিকারঃ আকাশঃ, সঃ অস্তি, ভাতি অপি চ প্রিয়ঃ; তন্ত্ৰ রূপম্ অবকাশঃ; তৎ মিথ্যা; তৎ ত্রয়ম্ তু ন।

অনুবাদ—মাধোপহিত ব্রহ্মের প্রথম বিকার অর্থাৎ কার্য্য আকাশ; সেই আকাশ অস্তি, ভাতি, প্রিয়—(অর্থাৎ তাহার সত্তা, প্রকাশমানতা, ও প্রিয়তা আছে)। অবকাশ সেই আকাশের নিজ রূপ; সেই রূপটী অর্থাৎ অবকাশ মিথ্যা। আর সত্তা প্রভৃতি তিনটি রূপ মিথ্যা নহে, কিন্তু বাস্তব।

টীকা—সেই আকাশের কারণ যে ব্রহ্ম, তাহা হইতে প্রাপ্ত তিনটি রূপ বলিতেছেন—“সেই আকাশ অস্তি ভাতি”—ইত্যাদি অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ। সেই আকাশের প্রাতিষিদ্ধ অর্থাৎ স্বকীয় রূপ বলিতেছেন—“অবকাশ সেই আকাশের নিজরূপ”। সেই আকাশের পূর্ববর্তী অর্থাৎ কারণ ব্রহ্ম হইতে প্রাপ্ত তিন রূপ হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন করিতেছেন :—“সেই অবকাশ মিথ্যা” ইত্যাদি। সৎ (সত্তা) প্রভৃতি তিনটি বাস্তব। ৬৭

সেই আকাশের চতুর্থ রূপ যে অবকাশ, তাহার মিথ্যাবিষয়ে হেতু বলিতেছেন :—

(ছ) আকাশের চতুর্থরূপ  
অবকাশ যে মিথ্যা তাহার  
কারণ।

ন ব্যক্তেঃ পূর্বমন্ত্যেব ন পশ্চাচ্চাপি নাশতঃ।

আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্তমানেহপি তন্তুথা ॥ ৬৮

অম্বয়—ব্যক্তেঃ পূর্বম্ ন অস্তি এব চ পশ্চাৎ অপি নাশতঃ ন। আদৌ চ অস্তে যৎ ন অস্তি তৎ বর্তমানে অপি তথা। (মাণ্ড্যাকারিকা)

অনুবাদ—(আকাশের) প্রকটতাপ্রাপ্তির পূর্বে অবকাশরূপতা থাকে না; আর পরেও বিনাশ প্রাপ্ত হয় বলিয়া তাহা থাকে না; সুতরাং অবকাশ মিথ্যা। যে বস্তু আদিতে ও অন্তে থাকে না, তাহা বর্তমানেও তদ্রূপ অর্থাৎ অস্তিত্বহীন।

টীকা—ভাল, উৎপত্তি ও বিনাশ এই উভয়ের মধ্যবর্তীকালে প্রতীয়মান আকাশ কি প্রকারে মিথ্যা হইতে পারে? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—“যে বস্তু আদিতে ও অন্তে” ইত্যাদি। যেমন রজ্জুতে সর্প ও তাহার জ্ঞান আদিতে ও অন্তে অবিদ্যমান। এইহেতু মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমান। সেই প্রকার সৃষ্টিব পূর্বে এবং নাশের পরে অবিদ্যমান যে অবকাশ তাহা মধ্যে প্রতীত হইলেও অবিদ্যমানই বুঝিতে হইবে। ৬৮

এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের নাক্যকে (গীতা ২।২৮) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(জ) এ বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ-  
বাক্য প্রমাণ।

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভায়ত।

অব্যক্তনিধনান্যেবেত্যাহ কৃষ্ণোহর্জুনং প্রতি ॥ ৬৯

অম্বয়—ভারত, অব্যক্তাদীনি ব্যক্তমধ্যানি, অব্যক্তনিধনানি ভূতানি এব ইতি কৃষ্ণঃ অর্জুনম্ প্রতি আহ।

অনুবাদ—ভগবদগীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের প্রতি উপদেশ করিয়াছেন—হে ভারতবংশধর অর্জুন, আকাশাদি ভূত অথবা অণুজ জরায়ুজাদিভূত আদিতে অর্থাৎ

উৎপত্তির পূর্বে অব্যক্ত থাকে; অন্তে, অর্থাৎ নিধনকালে অব্যক্তেই প্রবেশ করে, কেবল মধ্যে প্রকটভাব প্রাপ্ত হয়। শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে এইরূপ উপদেশ করিয়াছিলেন।

টীকা— গীতাব্যাপ্যাবসরে মধুসূদন স্বামী—“অদর্শনাদাপতিতঃ পুনশ্চাদর্শনং গতঃ। ভূতসম্বৎঃ”...—(প্রাণিশরীরসমূহ কোথা হইতে আসিয়া উপস্থিত হয়—কেহ দেখিতে পায় না, আবার কোথায় চলিয়া যায় তাহাও দেখিতে পায় না) এই পুরাণবচনটি উদ্ধৃত করিয়া, গীতাপ্রবন্ধের তাৎপর্য বলিতেছেন—প্রাণিশরীরসমূহের উদ্দেশে শোক করা উচিত নহে, এই বলিয়া বলিতেছেন ‘অথবা আকাশাদি মহাভূতের উদ্দেশে এই শ্লোকের যোজনা করিতে হইবে’। ৬৯

অবকাশে যে সংপ্রভৃতি তিনটি রূপ আছে, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কি? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—অমুভবই প্রমাণঃ—

(খ) সং-প্রভৃতি অব-  
কাশের তিনটি রূপ-  
বিষয়ে অমুভবপ্রমাণ;  
অবকাশ বিনাও উক্ত  
তিনের অমুভব।

মুদন্তে সচ্চিদানন্দা অমুগচ্ছন্তি সর্বদা।

নিরাকাশে সদাদীনামমুভূতির্নিজাত্মনি ॥ ৭০

অর্থ—মুদন্তে সচ্চিদানন্দাঃ সর্বদা অমুগচ্ছন্তি; নিরাকাশে নিজাত্মনি সদাদীনাম্ অমুভূতিঃ।

অমুবাদ—(ঘটাদিতে অস্থিত) মৃত্তিকার ন্যায়, সং-চিং-আনন্দ সর্বদা অস্থিত থাকে এবং আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সং প্রভৃতি অমুভূত হয়।

টীকা—“মুদন্তং”—মৃত্তিকার ন্যায়, এই পদটি দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের জন্য; ঘটাদি বস্তুতে যেমন তিন কালেই মৃত্তিকার অমুভূতি আছে, অর্থাৎ মৃত্তিকা অমুহ্যত থাকে, সেই প্রকার আকাশেও সং প্রভৃতি তিনটি রূপ অমুগত আছে, ইহাই অর্থ। ভাল, অবকাশকে ছাড়িয়া দিলে সং প্রভৃতি তিনটি রূপ, কি প্রকারে অমুভবের বিষয় হইবে? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—

“আকাশশূন্য নিজ আত্মাতে সং প্রভৃতি” ইত্যাদি। ৭০

পূর্ব শ্লোকোক্ত অমুভব স্পষ্ট কবিতা বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) অবকাশ বিনাও  
সচ্চিদানন্দামুভবের উপ-  
পাদন; তদ্বিষয়ে শঙ্কার  
সমাধান।

অবকাশে বিস্মৃতেহথ তত্র কিংভাতি তে বদ।

শূন্যমেবেতি চেদন্তু নাম তাদৃগ্ভাতি হি ॥ ৭১

অর্থ—অবকাশে বিস্মৃতে অথ তত্র তে কিংভাতি বদ; শূন্যম্ এব ইতি চেৎ, অন্ত নাম; তাদৃক্ বিভাতি হি।

অমুবাদ—(সিদ্ধান্তীর প্রশ্ন) হে বাদিন, তুমি অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, সে অবস্থায় তোমার নিকট কি প্রতিভাত হয় বল। যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়, তবে বল তাহাই হউক; সেই শূন্য রূপেও ত’ কোন একটা বস্তুর প্রকাশ (অর্থাৎ অমুভব সর্বজনবিদিত এবং তোমাকে স্বীকার করিতে) হইতেছে।

টিকা—সিদ্ধান্তী পূর্ববাদের প্রশ্নের অনুবাদ করিতেছেন—“যদি বল শূন্যই প্রতিভাত হয়” ইত্যাদি। সিদ্ধান্তী তাহার অঙ্গীকার করিয়া পরিহার করিতেছেন,—“তবে বলি তাহাই হউক” অর্থাৎ তাহা শব্দতঃ ‘শূন্য’ হউক—তাহাকে শূন্য বলিতে চাও বল, তাহার অর্থ কিন্তু ‘অবকাশাভাব’ এই বিশেষণদ্বারা সূচিত বিশেষ্য অর্থাৎ সেই বিশেষণের আধাররূপে প্রতীয়মান কোনও বস্তু আছে, ইহা অঙ্গীকার করিতেই হয়; ইহাই বলিতেছেন—“সেই শূন্য রূপেও ত’ কোন একটা বস্তুর” ইত্যাদি। এখানে ‘হি’ শব্দ লোকপ্রসিদ্ধি বুঝাইবার জন্য প্রযুক্ত হইয়াছে। ৭১

ভাল, এইরূপ যেন হইল, অর্থাৎ অবকাশকে বিস্মৃত হইলে, কোনও একটা বস্তু অবশিষ্ট থাকিয়া যায় ইহা যেন মানিলাম, কিন্তু তদ্বারা আলোচ্য বিষয়ে অর্থাৎ অবকাশরহিত সচ্চিদানন্দের অনুভববিষয়ে কি পাওয়া গেল? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন যে বিশেষ্য-রূপে অর্থাৎ অবকাশের অভাবরূপ বিশেষণের আশ্রয়রূপে প্রতীয়মান বস্তুর স্বরূপ অর্থাৎ তদ্রূপ একটি বস্তু আছে, ইহা স্বীকার করা অনিবার্য হইয়া পড়ে :—

(ট) প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ তাদৃক্ভাদেব তৎ সত্ত্বমৌদাসীশ্চেন তৎসুখম্।  
বর্ণন; তাহা সজ্ঞপতা ও যন্তন্নিজং সুখম্ ॥ ৭২  
নজস্বরূপ।

অর্থ—তাদৃক্ভাৎ এব তৎসত্ত্বম্; ওদাসীশ্চেন তৎ সুখম্; আনুকূল্যপ্রাতিকূল্যহীনম্  
যং তং নিজম্ সুখম্।

অনুবাদ—সেইরূপ বলিয়া অর্থাৎ বিশেষ্যরূপে প্রতীয়মান হয় বলিয়া  
ভাষার সত্তা বা সজ্ঞপতা আছে; তাহার উদাসীনতা হেতু তাহা সুখস্বরূপ; যাহা  
অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত, তাহাই নিজসুখ।

টিকা—সেই বস্তুর স্বত্বস্বরূপতার বর্ণন করিতেছেন—“তাহার উদাসীনতা হেতু” ইত্যাদি।  
উদাসীনতার বিষয় হয় বলিয়া, সেই বস্তু স্বত্বস্বরূপ, ইহাই অর্থ। ভাল, অনুকূলতারহিত হইলে  
সেই বস্তু কি প্রকারে স্বত্বস্বরূপ হইতে পারে? এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“যাহা  
অনুকূলতা-প্রতিকূলতারহিত” ইত্যাদি। ৭২

সেই নিজসুখ উপপাদন করিতেছেন :—

(ঠ) পূর্ব শ্লোকান্ত নিজ আনুকূল্যে হর্ষধীঃ স্মাৎপ্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ।  
সুখের উপপাদন, দুঃখের দ্বয়াভাবে নিজানন্দো নিজদুঃখং ন তু কচিৎ ॥ ৭৩  
আস্বরূপতা নাই।

অর্থ—আনুকূল্যে হর্ষধীঃ, প্রাতিকূল্যে তু দুঃখধীঃ, দ্বয়াভাবে নিজানন্দঃ স্মাৎ। নিজ-  
দুঃখম্ তু কচিৎ ন।

অনুবাদ—বিষয়ের অনুকূলতায় হর্ষবুদ্ধি হয়, প্রতিকূলতায় দুঃখবুদ্ধি হয়;  
আর যাহা অনুকূলতা-প্রতিকূলতা উভয় রহিত, তাহা নিজানন্দ। নিজ দুঃখ  
কোথাও নাই অর্থাৎ দুঃখের আত্মরূপতা কুত্রাপি দেখা যায় না।

টিকা—ভাল, নিজানন্দের স্থায় নিজদুঃখ কেন হইবে না? ইহার উত্তরে—দুঃখবিষয়ে

কোথাও নিজরূপতা সিদ্ধ হয় না অর্থাৎ হুংখ কখন আত্মস্বরূপ হইতে পারে না বলিয়া, এইরূপ শব্দ হইতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন—“নিজ হুংখ কোথাও নাই” ইত্যাদি। তাৎপর্য্য এই—‘সুখ এই’ এইরূপ জ্ঞান বিনা সুখের সম্ভাবনা নাই, কখন হইতেও পারে না ; এইহেতু জ্ঞানরূপ আত্মা হইতে ভিন্ন সুখের স্বরূপ দৃষ্ট হয় না বলিয়া লৌকিক সুখও আত্মস্বরূপই ; বিষয়-দ্বারা যে ভান হয়, তাহা বৃত্তিরূপ উপাধিকৃত। এইরূপ হুংখ আত্মস্বরূপ নহে, কেন না, হুংখের আত্মস্বরূপতা বিষয়ে কোনও প্রত্যক্ষাদিরূপ প্রমাণ দেখা যায় না। (ভাবার্থ এই—আত্মকূল্য-প্রাতিকূল্যরহিত যে নিজানন্দরূপ সুখ, তাহা বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া (অথবা অবিচ্ছাদবৃত্তিবিশেষ দ্বারা) প্রতিভাত হইতে পারে কিন্তু প্রাতিকূল্যজনিত হুংখ, বৃত্তিসাপেক্ষ হইয়াই অর্থাৎ অন্তঃকরণবৃত্তিরূপেই প্রতিভাত হয়, বৃত্তিনিরপেক্ষ হইয়া পারে না ; সেইহেতু হুংখ আত্মস্বরূপ-ভূত নহে।) কোনও ব্যক্তি আমি হুংখরূপ এইপ্রকার অনুভব করে না ; আর সুখ যে আত্ম-স্বরূপ অর্থাৎ জ্ঞানরূপ তদ্বিষয়ে [বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম—তৈঃ, উঃ]—বিজ্ঞান আনন্দ ব্রহ্ম ইত্যাদি শ্রুতিবচনরূপ অনেক উৎকৃষ্ট প্রমাণ রহিয়াছে। আত্মা বা নিজে যে পরম প্রেমের আশ্রয় বা বিষয়, তাহা সর্ব্বানুভবসিদ্ধ ; তাহা আত্মার সুখরূপতা বিনা সম্ভব নহে ; এইহেতু আত্মা সুখরূপই বটে ; আর ‘আমার সুখ হউক’ এই প্রকারে সুখ যে বিষয়রূপে প্রতীত হয় তাহা-ভাস্তিসিদ্ধ, কেননা, যে ব্যক্তি অজ্ঞ সে শ্রুতি প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ সুখের আত্মরূপতা না জানিয়া সুখের ও আত্মার অর্থাৎ চিদংশের প্রতিবিশ্বধারিকা বৃত্তিদ্বারা এই সুখ ও আত্মার সম্বন্ধ পাইয়া সুখকে আত্মার মমতার বিষয় মানিয়া সম্ভ্রাম লাভ করে। সুখের জ্ঞান এই প্রকারে হুংখের আত্মস্বরূপতা সিদ্ধ হয় না বলিয়া ‘নিজহুংখ’ (হুংখের আত্মরূপতা) কোথাও অর্থাৎ লোকব্যবহারে বা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। ৭৩

ভাল, নিজানন্দ যেহেতু সদা আনন্দস্বরূপ, সেইহেতু হৃদয়ের সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকি চাই এবং শোকের বিদ্যমানতা কখনই উচিত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নিজানন্দ নিত্য হইলেও, সেই নিজানন্দের গ্রাহক মন ক্ষণিক বলিয়া সেই মনঃকৃত হর্ষ-শোকও ক্ষণিক :—

(ড) ক্ষণিক হর্ষশোক . নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োর্ব্যাত্যয়ঃ ক্ষণাৎ ।

মানসিক মাত্র।

মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োর্মানসতেষ্যতাম্ ॥ ৭৪

অর্থ—নিজানন্দে স্থিরে হর্ষশোকয়োঃ ক্ষণাৎ ব্যাত্যয়ঃ ; মনসঃ ক্ষণিকত্বেন তয়োঃ মানসতা ইচ্ছতাম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—নিজানন্দ (আত্মানন্দ) স্থিরভাবে বিদ্যমান থাকিতেও ক্ষণকাল মধ্যে হর্ষ ও শোকের যে ব্যত্যয় বা বিপরীত পরিণতি হয়, তাহার কারণ এই যে মন ক্ষণিক, সেইহেতু হর্ষশোককে কেবল মনোজনিত বলিয়া মানিতে হইবে। ৭৪

৭৩ শ্লোকে বর্ণিত নিজাত্মরূপ দৃষ্টান্তে সিদ্ধ অর্থ, দার্ষ্টান্তিক আকাশে যোজন্য করিতেছেন :—

(৫) দৃষ্টান্তসিদ্ধি অর্থের  
দাষ্টান্তে যোজনা ।  
অবকাশ লইয়া উপ-  
পাদিতব্য বায়ু হইতে  
সেহ পর্ধ্যন্তে অঙ্গীকার্য ।

আকাশেঃপ্যেবমানন্দঃ সত্তাভানে তু সম্মতে ।

বায়াদি দেহপর্য্যন্তং বস্তুষ্বেবং বিভাব্যতাম্ ॥ ৭৫

অর্থ—এবম্ আকাশে অপি আনন্দঃ ; সত্তাভানে তু সম্মতে । এবম্ বায়াদি দেহপর্য্যন্তম্ বস্তুষু বিভাব্যতাম্ ।

অনুবাদ—এই প্রকারে অর্থাৎ নিজাত্ত্ববিষয়ে যে প্রকারে সত্তা, প্রকাশ-  
মানতা ও প্রিয়তা সিদ্ধ হইল, সেই প্রকারে আকাশেও সত্তা, প্রকাশমানতা ও  
প্রিয়তা মানা হয় ; এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি হইতে স্থূল দেহ পর্য্যন্ত সমস্ত  
বস্তুতে বিচার করিয়া লইতে হইবে ।

টীকা—“এবম্”—এইরূপে অর্থাৎ নিজাত্ত্ববিষয়ে কথিত প্রকারে সত্তা ও ভান, ৭১ ও  
৭২ শ্লোকে তুমি অঙ্গীকার করিয়াছ ; এইহেতু তাহা এস্থলে উপপাদন যোগ্য নহে ; ইহাই  
অর্থ । আকাশবিষয়ে ৬৭ শ্লোকে প্রতিপাদিত যে অর্থ তাহা বায়ু প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া  
শরীর পর্য্যন্ত বস্তুতে মানিয়া লইতে হইবে—ইহাই বলিতেছেন—“এই প্রকারেই বায়ু প্রভৃতি  
হইতে” ইত্যাদি । ৭৫

তত্বে বায়ু প্রভৃতির অসাধারণ অর্থাৎ স্বকীয় ধর্মসমূহ দুইটি শ্লোকে প্রদর্শন  
করিতেছেন :—

(৭) বায়ু প্রভৃতির  
অসাধারণ ধর্ম ।

গতিস্পর্শো বায়ুরূপং বহ্নেদাহপ্রকাশনে ।

জলস্ত দ্রবতা ভূমেঃ কাঠিষ্ঠ্যং চেতি নির্ণয়ঃ ॥ ৭৬

অর্থ—গতিস্পর্শো বায়ুরূপম্, বহ্নেঃ দাহপ্রকাশনে, জলস্ত দ্রবতা, ভূমেঃ কাঠিষ্ঠ্যং  
ইতি নির্ণয়ঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—গতি ও স্পর্শ বায়ুর রূপ বা আকার ; দাহ ও প্রকাশ  
অগ্নির রূপ ; দ্রবত্ব জলের রূপ ; কাঠিষ্ঠ্য ভূমির রূপ ; ভূতসকলের অসাধারণ রূপ  
শাস্ত্রে এইরূপ নির্ণীত হইয়াছে । ৭৬

অসাধারণ আকার ওষধ্যন্নবপুষ্যপি ।

এবং বিভাব্যং মনসা তত্তজ্জপং যথোচিতম্ ॥ ৭৭

অর্থ—ওষধ্যন্নবপুষি অপি অসাধারণঃ আকারঃ । এবম্ তত্তজ্জপম্ যথোচিতম্ মনসা  
বিভাব্যম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—ওষধি অন্ন স্থূল শরীর প্রভৃতিতে অসাধারণ আকার  
অর্থাৎ নাম ও নিজ নিজ ধর্ম আছে । এই প্রকারে সেই সেই বস্তুর রূপের অর্থাৎ  
অসাধারণ আকারের যথাযোগ্য মনদ্বারা চিন্তা করিতে হইবে । ৭৭

একণে কলিতার্থ বলিতেছেন :—

(ত) ফলিতার্থ, সচ্চিদানন্দ  
সকল বস্তুতেই অনুভূত

অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চৈকধা ।

তিষ্ঠন্তি সচ্চিদানন্দা বিসম্বাদো ন কস্মচিৎ ॥ ৭৮

অর্থ—অনেকধা বিভিন্নেষু নামরূপেষু চ একধা সচ্চিদানন্দাঃ তিষ্ঠন্তি ; কস্মচিৎ বিসম্বাদঃ ন ।

অনুবাদ—বহুপ্রকারে বিভিন্ন সেই নামরূপে একই অভিন্নভাবে সচ্চিদানন্দ অবস্থিত রহিয়াছেন । এবিষয়ে কাহারও বিবাদ অর্থাৎ কোনও মতভেদ নাই ।

টীকা—ভিন্ন ভিন্ন নাম ও রূপের মধ্যে ব্যবহারকালে অস্তি-ভাতি-প্রিয়রূপে তুল্যভাবে ভাসমান সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের যে সামান্ত স্বরূপ তদ্বিষয়ে কোনও আন্তিক বা নাস্তিক বাদীর বা শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকের কোনও বিবাদ (মতভেদ) নাই, কেননা, তাহার ব্রহ্মের সেই সামান্ত স্বরূপ অঙ্গীকার না করিলে—ঘট আছে, ঘট প্রকাশ পাইতেছে, ঘট প্রিয়, ইত্যাদি প্রকারে নাম রূপের ব্যবহার অসিদ্ধ হইয়া পড়ে । ঘট জলধারণের উপযোগী এইহেতু প্রিয় (আনন্দ) ; সর্প সিংহাদিও সর্পিণী সিংহিনীর প্রিয় । ৭৮

৩ । ফলসহিত নামরূপাত্মক জগতের উপেক্ষা ।

তাহা হইলে প্রতীত নামরূপের কি দশা হইবে ? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন, কল্পিতত্বই নামরূপে প্রকৃত অবস্থা :—

(ক) নামরূপ কল্পিত  
(মিথ্যা) তদ্বিষয়ে হেতু  
ও দৃষ্টান্ত ।

নিস্তত্ত্বে নামরূপে দ্বে জন্মনাশযুতে চ তে ।

বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি বীক্ষ্য সমুদ্রে বুদ্ধুদাদিবৎ ॥ ৭৯

অর্থ—নামরূপে দ্বে নিস্তত্ত্বে, চ তে জন্মনাশযুতে, সমুদ্রে বুদ্ধুদাদিবৎ বুদ্ধ্যা ব্রহ্মণি, বীক্ষ্য ।

অনুবাদ—নামরূপ উভয়ই কল্পিত, কেননা, তাহাদের জন্ম আছে, নাশ আছে ; এইহেতু তদ্ব্যভিকারে বুদ্ধুদাদিফেনাদির ন্যায় বুদ্ধিপূর্বক ব্রহ্মে কল্পিত বা মিথ্যা আরোপিত বলিয়া অবধারণ কর ।

টীকা—“বুদ্ধুদাদিবৎ”—এস্থলে আদি শব্দদ্বারা ফেন তরঙ্গ প্রভৃতি বুঝিতে হইবে । যেমন বুদ্ধ প্রভৃতি সমুদ্রে হইতে ভিন্ন নহে অভিন্ন নহে, ভিন্নাভিন্ন উভয় রূপও নহে, এইহেতু অনির্কচনীয় বলিয়া ও উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া সমুদ্রে কল্পিত ; সেই প্রকার নামরূপও অনির্কচনীয় বলিয়া এবং উৎপত্তিনাশযুক্ত বলিয়া ব্রহ্মে কল্পিত । ইহাও ঘটে পূর্বসাধিত বিবর্ত্তত্ব বুঝাইবার অভিপ্রায়ে কথিত । ৭৯

সেই নামরূপের কল্পিতত্ব দ্বারা কি সিদ্ধ হয় ? তদ্বত্তরে বলিতেছেন :—

(খ) ব্রহ্মজ্ঞান হইলে  
নামরূপে স্বব্রজা আপনা  
হইতেই আসিয়া পড়ে ।

সচ্চিদানন্দরূপেহস্মিন্ পূর্ণে ব্রহ্মণি বীক্ষিতে ।

স্বয়মেবাবজানন্তি নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ৮০



অধ্বয়—সচ্চিদানন্দরূপে অগ্নি পূর্ণে ব্রহ্মাণি বীক্ষিতে নামরূপে শনৈঃ শনৈঃ স্বঃম্  
এব অবজানন্তি ।

অমুবাদ ও টীকা—সচ্চিদানন্দস্বরূপ পূর্ণ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হইলে  
মুমুক্শু অল্পে অল্পে নামরূপকে অবজ্ঞা অর্থাৎ পরিত্যাগ করিয়া থাকেন । ৮০

ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা বৈতের অবজ্ঞাদ্বারাই সাধিত হয় বলিয়া, শ্রবণাদির দ্বায়, মিথ্যা বলিয়া  
বৈতের অনাদরও জিজ্ঞাসুর পক্ষে কর্তব্য, ইহাই বলিতেছেন :—

(গ) ব্রহ্মজ্ঞানের দৃঢ়তা

সাধনের জ্ঞা যেমন

শ্রবণাদি কর্তব্য, সেই—

প্রকার নামরূপবৈতেরও

অবজ্ঞা কর্তব্য ।

যাবদযাবদবজ্ঞা স্মাত্তাবত্তাবদীক্ষণম্ ।

যাবদ্যাবদীক্ষ্যতে তত্তাবত্তাবদুভে ত্যজ্যেৎ ॥ ৮১

অধ্বয়—যাবৎ যাবৎ অবজ্ঞা স্মাৎ, তাবৎ তাবৎ তদীক্ষণম্ । যাবৎ যাবৎ তৎ দীক্ষ্যতে,  
তাবৎ তাবৎ উভে ত্যজ্যেৎ ।

অমুবাদ ও টীকা—যে যে পরিমাণে নামরূপাত্মক বৈতের অবজ্ঞা জন্মে,  
সেই সেই পরিমাণে ব্রহ্ম দর্শন হয়, এবং যে যে পরিমাণে ব্রহ্মদর্শন হয় সেই সেই  
পরিমাণে নামরূপ, এই উভয়ের ত্যাগ হয়, অর্থাৎ ব্রহ্মদর্শন ও বৈতাবজ্ঞা পরস্পর  
পরস্পরের হেতু । ৮১

নামরূপাবজ্ঞা ও ব্রহ্মদর্শন এই উভয়ের অভ্যাসের ফল বর্ণন করিতেছেন :—

(ঘ) বৈতাবজ্ঞা ও ব্রহ্ম-  
দর্শনভ্যাসের ফল  
জীবমুক্তি ।

তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়াময়ং পুমান্ ।

জীবন্মৈব ভবেন্মুক্তো বপুঃস্তু যথা তথা ॥ ৮২

অধ্বয়—তদভ্যাসেন বিদ্যায়াম্ সুস্থিতায়াম্ অগ্নম্ পুমান্ জীবন্মৈব ভবেন্মুক্তঃ ভবেন্, বপুঃ  
যথা তথা সন্তু ।

অমুবাদ ও টীকা—তত্ত্বভয়ের অভ্যাসদ্বারা বিদ্যা অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান সম্যক্  
প্রকারে প্রতিষ্ঠালাভ করিলে অর্থাৎ বিপরীত ভাবনার সংস্কাররূপ প্রতিবন্ধ  
নিবারিত হইলে এই মানব জীবদ্দশাতেই মুক্ত হয়, শরীর যে অবস্থায় থাকুক  
না কেন তাহাতে তাহার জীবমুক্তির বাধা হয় না; কেন না, সেই অবস্থা  
প্রারন্ধাধীন । ৮২

এক্ষেণে ব্রহ্মভ্যাসের স্বরূপ বলিতেছেন :—(বাশিষ্ঠ রামায়ণ উৎপত্তি প্রকরণ ২২।২৪) :—

তচ্চিন্তনং তৎকথনমন্যোন্যং তৎপ্রবোধনম্ ।

(ঙ) ব্রহ্মভ্যাসের স্বরূপ ।

এতদেকপরত্বং চ ব্রহ্মভ্যাসং বিদ্ববুধাঃ ॥ ৮৩

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা : জগতে অনুসৃত ব্রহ্মের নির্জগত্তা ১৭৭

[ এই শ্লোকের অর্থ অনুবাদ ও টীকা, তৃপ্তিদীপ নামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০৬ শ্লোকে ২২৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। এই শ্লোকটি “জীবমুক্তিবিবেকে”র বাসনাশ্রয়প্রকরণে বিচারগোষ্ঠ্যমীকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, ঐ গ্রন্থের মংকৃত বঙ্গানুবাদে ৯০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। ]

ভাল, অনাদি কাল হইতে আরম্ভ করিয়া যে দৈতের অর্থাৎ জগৎপ্রপঞ্চের প্রতীতি হইতেছে, কোনও এক সময়ে কিছুকালের জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা কি প্রকারে তাহার নিবৃত্তি হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ( পতঞ্জলিকৃত যোগসূত্রের সমাধিপাদের ১৪ সূত্রপদ্য-মুসারে ) বলিতেছেন যে দীর্ঘকাল ধরিয়া নিরন্তরভাবে অর্থাৎ অবিচ্ছেদে আদরপূর্বক অমৃষ্টিত অভ্যাসদ্বারা, অনাদিকালেরও দৈতপ্রপঞ্চ নিবৃত্ত হইয়া যায় :—

(৮) দীর্ঘকাল ধরিয়া  
অবিচ্ছেদে আদরপূর্বক  
অভ্যাসদ্বারা ই অনাদি  
দৈতবাসনার নিবৃত্তি  
সম্ভব।

বাসনানেককালীনা দীর্ঘকালং নিরন্তরম্।

সাদরং চাভ্যাস্মানে সর্বথৈব নিবর্ততে ॥ ৮৪

অর্থ—অনেককালীনা বাসনা দীর্ঘকালম্ নিরন্তরম্ চ সাদরম্ অভ্যাস্মানে সর্বথা এব নিবর্ততে।

অনুবাদ—( জগৎপ্রপঞ্চরূপ ) দৈতের বাসনা বা সংস্কার অনাদি কালের হইলেও দীর্ঘকালব্যাপী বিচ্ছেদবিহীন আদরপূর্বক ব্রহ্মভ্যাসের অনুষ্ঠানদ্বারা সম্পূর্ণরূপে নিবৃত্ত হইয়া যায়।

টীকা—যেমন পর্বতগুহাস্থিত অনাদিকালের অন্ধকার কোনও কালে কেহ দীপ আনিলে নিবৃত্ত হইয়া যায়, সেই প্রকার অনাদি কালের দৈতব্রহ্ম দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া অর্থাৎ দুই এক বৎসর ধরিয়া অবিচ্ছেদে—কোন দিন বাদ না দিয়া বা কোনও ব্যবহারে লিপ্ত না হইয়া—আদরপূর্বক ( ৮৩ শ্লোকে বর্ণিত ) জ্ঞানাভ্যাসদ্বারা নিবৃত্ত হয়। ৮৪

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।

জগতে অনুসৃত ব্রহ্মের নির্জগত্তা।

১। মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা সম্ভব।

ভাল, ব্রহ্ম ত’ একই; তাহার অনেকাকারবিশিষ্ট জগতের হেতু হওয়া ত’ সম্ভব নহে ; এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন,—ব্রহ্ম একই হইলেও মায়াসম্বলিত ব্রহ্মের অনেকাকার-বিশিষ্ট জগতের হেতুতা সম্ভব :—

(ক) একই ব্রহ্মের মূচ্ছত্তিবদ্ব্রহ্মশক্তিরনেকাননৃতান্ সৃজেৎ।

অনেকাকারতা দৃষ্টান্ত  
দ্বারা উপপাদন।

যদ্বা জীবগতা নিদ্রা স্বপ্নশািত্র নিদর্শনম্ ॥ ৮৫

অর্থ—মূচ্ছত্তিবৎ ব্রহ্মশক্তিঃ অনেকান্ অনৃতান্ সৃজেৎ ; যদ্বা অত্র জীবগতা নিদ্রা চ স্বপ্নঃ নিদর্শনম্।

অনুবাদ—যুক্তিকার শক্তির দ্বারা ব্রহ্মের শক্তি, মায়া অনেক অনৃত বস্তু

সৃজন করেন অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন (যথাক্রমে) এই মায়া ও মায়াকার্যের দৃষ্টান্ত।

টীকা—“অনৃতান্”—অনেক মিথ্যা মায়াকার্য। ভাল, মৃত্তিকার শক্তি মৃত্তিকার সহিত সমসত্তাবিশিষ্ট বলিয়া অনেক কার্যের হেতু হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি মিথ্যা বলিয়া, সেই শক্তির অনেক কার্যাহেতুতা অস্বীকার করিলে, এই মৃত্তিকা শক্তির দৃষ্টান্ত বিষম হইয়া পড়ে অর্থাৎ দাষ্টান্তানুসারী হয় না। এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে বলিয়া অল্প দৃষ্টান্তরূপ পক্ষ বলিতেছেন :—“অথবা জীবগণের নিদ্রা ও স্বপ্ন” ইত্যাদি। ৫১ শ্লোকের টীকা প্রদর্শিত প্রকারে মৃত্তিকোপহিত চৈতন্যই ঘটের বিবর্তোপাদান; তাহা পারমাণবিক সত্তাবিশিষ্ট, আর ঘটরূপে পরিণাম প্রাপ্ত মৃত্তিকার শক্তি ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট। এইহেতু উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট নহে। এই কারণে এই দৃষ্টান্ত বিষম নহে। তথাপি যিনি এই সিদ্ধান্ত জানেন না, সেই স্থূলদৃষ্টি ব্যক্তিরই এইরূপ শঙ্কা হইতে পারে। ৮৫

উক্ত দৃষ্টান্তকে পরিষ্কৃত করিতেছেন :—

(খ) দৃষ্টান্ত স্পষ্টীকরণ, নিদ্রাশক্তির্যথা জীবে দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী।

দাষ্টান্ত বর্ণন।

ব্রহ্মণোযা স্থিতা মায়া সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণী ॥ ৮৬

অর্থ—যথা জীবে নিদ্রাশক্তিঃ দুর্ঘটস্বপ্নকারিণী ব্রহ্মণি স্থিতা এষা মায়া সৃষ্টি-স্থিত্যন্তকারিণী।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন জীবনিষ্ঠা নিদ্রাশক্তি দুর্ঘট স্বপ্ন সজ্জটন করে, সেইরূপ ব্রহ্মে স্থিত এই মায়াশক্তি জগতের উৎপত্তি স্থিতি ও নাশ সংঘটন করিতে পারে। ৮৬

নিদ্রাশক্তির দুর্ঘটঘটনকারিতা প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) নিদ্রাশক্তির দুর্ঘট- স্বপ্নেবিরয়দ্যতিং পশ্যেৎ স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং যথা।

ঘটনকারিতা।

মূহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ মৃতপুত্রাদিকং পুনঃ ॥ ৮৭

অর্থ—যথা স্বপ্নে বিরয়দ্যতিং স্বমূর্দ্ধচ্ছেদনং চ মূহূর্ত্তে বৎসরৌঘঞ্চ, মৃতপুত্রাদিকং পুনঃ পশ্যেৎ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন স্বপ্নে লোকে আপনার আকাশগমন অনুভব করিয়া থাকে, নিজের ছিন্নমস্তক দেখে, মূহূর্ত্তকালমধ্যে কয়েকটি সম্বৎসর অতিক্রম করে, মৃতপুত্রাদির দর্শনলাভ করে। ৮৭

স্বপ্নের সেই দুর্ঘটঘটনকারিতার হেতু দেখাইতেছেন :—

(ঘ) স্বপ্নে দুর্ঘটঘটন- ইদং যুক্তমিদং নেতি ব্যবস্থা তত্র ভুল ভা।

কারিতার হেতু।

যথায়থেক্যতে যদ্যন্তত্তদ্যুক্তং তথা তথা। ৮৮

অর্থ—ইদং যুক্তম্ ইদং ন ইতি ব্যবস্থা তত্র ভুল ভা। যৎ যৎ যথা যথা ঈক্ষ্যতে তৎ তৎ যুক্তম্ তথা তথা (গৃহ্যতে)।

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা ; জগতে অনুসৃত ব্রহ্মের নির্জগতা ১৭৯

অনুবাদ ও টীকা—ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব এইরূপ ব্যবস্থা করিবার সামর্থ্য যেমন তৎকালে পাওয়া যায় না, যে যে বস্তু যে যে প্রকারে দৃষ্ট হয়, সেই সেই বস্তু সেই সেই প্রকারেই সত্য বলিয়া গৃহিত হয়। ৮৮

কৈমুতিক হ্রায়ে উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ করিতেছেন :—

(৬) কৈমুতিক হ্রায়ে  
উক্ত অর্থের স্পষ্টীকরণ।  
ঐদৃশো মহিমা দৃষ্টো নিদ্রাশক্তের্যদা তদা।  
মায়াশক্তেরাচিন্ত্যোহয়ং মহিমেতি কিমদ্ভুতম্ ॥ ৮৯

অর্থ—যদা নিদ্রাশক্তেঃ ঐদৃশঃ মহিমা দৃষ্টা তদা মায়াশক্তেঃ অয়ম্ অচিন্ত্যঃ মহিমা ইতি কিম্ অদ্ভুতম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যখন জীবের নিদ্রাশক্তির এইরূপ মহিমা দেখিতে পাওয়া যায়, তখন পরব্রহ্মের মায়াশক্তির এই অচিন্ত্য মহিমা থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? কিছুই আশ্চর্য্য নাই। ৮৯

ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তি প্রযত্নরহিত অর্থাৎ ক্রিয়াহীন, তথাপি সেই মায়াশক্তি জগতের কারণ ; এ বিষয়ে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(৮) ব্রহ্মাশ্রিত মায়াশক্তির  
জগৎকারণতা বিষয়ে  
দৃষ্টান্ত।  
শয়ানে পুরুষে নিদ্রা স্বপ্নং বহুবিধং সৃজেৎ  
ব্রহ্মণ্যেবং নির্বিকারে বিকারান্ কল্পয়ত্যসৌ ॥ ৯০

অর্থ—শয়ানে পুরুষে নিদ্রা বহুবিধম্ স্বপ্নম্ সৃজেৎ, এতন্ম নির্বিকারে ব্রহ্মণি অসৌ বিকারান্ কল্পয়তি।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন নিদ্রাগত জীব নিদ্রিতাবস্থায় বহু প্রকার স্বপ্নের সৃষ্টি করে, সেইরূপ নির্বিকার নিষ্ক্রিয় পরব্রহ্মে এই মায়া অনেক প্রকারের বিকাৰ বা কার্য্য কল্পনা করিয়া থাকেন। ৯০

মায়াদ্বারা সৃষ্ট পদার্থসমূহ দেখাইতেছেন :—

(৯) জড় চেতন ভেদ-  
সহিত মায়াশ্রিত পদার্থ।  
খানিলাগ্নিজলোৰ্ম্ম্যঙুলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ।  
বিকারাঃ প্রাণিধীষুন্তশ্চিচ্ছায়া প্রতিবিস্তিতা ॥ ৯১

অর্থ—খানিলাগ্নিজলোৰ্ম্ম্যঙুলোকপ্রাণিশিলাদিকাঃ বিকারাঃ ; প্রাণিধীষু অন্তঃ চিচ্ছায়া প্রতিবিস্তিতা।

অনুবাদ—আকাশ বায়ু অগ্নি জল পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ড চতুর্দশ লোক প্রাণী অর্থাৎ জঙ্গম জীব এবং শিলা প্রভৃতি স্থাবর—ইহারা মায়ার কার্য্যরূপ বিকার। তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতেই চৈতন্যের ছায়া প্রতিবিস্তৃত হয়।

টীকা—ভাল, সমস্ত চরাচর দেহ তুল্যরূপে পঞ্চভূতবিকার হইলেও, কি কারণে কয়েক প্রকার শরীর চৈতন ও অপর কয়েক প্রকার শরীর জড়? এইরূপ প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন—“তন্মধ্যে প্রাণিগণের বুদ্ধিতে” ইত্যাদি। প্রাণিশরীর সমূহের মধ্যে যে অন্তঃকরণ থাকে তাহাতে চৈতন্য প্রতিবিম্বিত হয় বলিয়া তাহারা চৈতন, আর অন্ত্র অর্থাৎ অপ্ৰাণিগণে সেইরূপ হয় না বলিয়া তাহারা জড়, ইহাই অর্থ। এস্থলে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া এইরূপে বୁঝিতে হইবে :—মায়া-বিশিষ্ট চৈতন্যরূপ মহেশ্বর হইতে প্রথমে অপঙ্কীকৃত হৃদয় পঞ্চভূতের উৎপত্তি হয়; তাহা হইতে ষোড়শকল অর্থাৎ দশেন্দ্রিয় পঞ্চপ্রাণ ও মনের সমষ্টিরূপ হৃদয়শরীরের উৎপত্তি হয়। সমষ্টিরূপ হৃদয় শরীরের অভিমাত্রী হইলে, মহেশ্বর, হিরণ্যগর্ভ, সূত্রাত্মা প্রভৃতি নামে অভিহিত হন। সেই হিরণ্যগর্ভ জলপ্রধান পঞ্চস্থূলভূত রচনা করিয়া তাহাতে আপন বীর্ঘ নিষ্ক্ষেপ করিলেন। সেই বীর্ঘ উপাসকদিগের কর্তৃক অনুষ্ঠিত কন্ম ও উপাসনার হৃদয়পরিণামরূপ উপাদান রচিত। সেই বীর্ঘ জলপ্রধান পঞ্চভূতের উপর পড়িয়া দধিখণ্ডের মত থাকে। পরে কালক্রমে ঘন ও কঠিনরূপ ধারণ করে। তাহাই কঠিন “পৃথিবী” হয়; তাহা হইতে বিনির্গত সার পদার্থ বিশাল ব্রহ্মাণ্ডগোলকরূপে পরিণত হয়। তাহা কুকুটীণ্ডের আকৃতি ধারণ করে, তাহাতে সম্বলোক অবস্থিত হয়। তাহা শুষ্ক অলাবফলের ছায় বায়ুর দ্বারা তাড়িত হইতে থাকে। পরে সেই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্মদেবের সন্মতসরকালে ফোটাইত হয়। তাহার ভিতর হইতে সম্বলোকরূপ শরীরধারী বিরাটপুরুষ প্রকাশ পান। (পুরাণমুখে এইরূপ বার্তা শুনা যায়)। ১১

২। জড়চৈতন্যরূপ জগতে অনুস্মৃত ব্রহ্ম, বস্তুতঃ জগৎপ্রাপঞ্চ নাই এবং তাহার ফলও নাই।

ভাল, জড় ও চৈতন্যের যে ভেদ তাহা চৈতন্যরূপ ব্রহ্মকৃত কেন নহে? এইরূপ প্রশ্নকার হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, ব্রহ্ম জড় ও চৈতন্য সকলেরই উপাদান বলিয়া সর্বত্র সমান; এইহেতু উক্ত শব্দা উঠিতে পারে না :—

চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ।

(ক) জড়চৈতন্যের বিভাগ ব্রহ্মরচিত নহে।

সমানং ব্রহ্ম ভিद्यেতে নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১২

অর্থ—এষু চেতনাচেতনেষু সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ব্রহ্ম সমানম্। নামরূপে পৃথক্ পৃথক্ ভিद्यেতে।

অনুবাদ—এই চেতন অচেতন সকল বস্তুতে সচ্চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম সর্বত্র সমান, নামরূপ কেবল পৃথক্ পৃথক্ বস্তুতে ভিন্ন ভিন্ন।

টীকা—যেমন একই রঙের দশটি পুরুষের তিন ভিন্ন রূপ ভ্রাস্তি হইতে পারে, কাহারও সর্পভ্রম, কাহারও জলধারা ভ্রম, কাহারও ভূমির ফাটল ভ্রম, কাহারও ঘাঁড়ের মূত্ররেখা ভ্রম ইত্যাদি। সেই সেই স্থলে সর্পাদি কল্পিত বিশেষ বিশেষ অংশ পরস্পর ব্যভিচারী বলিয়া ভিন্ন ভিন্ন; আর ‘এই-একটা-কিছু’-রূপ সামান্যংশ অব্যভিচারী বলিয়া সকল ভ্রাস্তিতে সমান।

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা ; জগতে অনুসৃত ব্রহ্মের নির্জগত্তা ১৮১

সেই প্রকার কল্পিত বিশেষাংশ যে নামরূপ তাহা পরস্পর পরস্পর ব্যাভিচারী হওয়ায় ভিন্ন ভিন্ন ;  
আর সচ্চিদানন্দ স্বরূপ সামান্যরূপ যে ব্রহ্ম তিনি অব্যভিচারী বলিয়া সর্বত্র সমান । ৯২

অর্থাৎ চেতনে ব্রহ্মের সাধারণতার অর্থাৎ সমানতার হেতু বলিতেছেন :—

(খ) জড় ও চেতন ব্রহ্মণ্যেতে নামরূপে পটে চিত্রমিবস্থিতে ।

উভয়ত্র ব্রহ্ম সাধারণ,  
তাহার হেতু।

উপেক্ষ্য নামরূপে দে সচ্চিদানন্দধীভবেৎ ॥ ৯৩

অর্থ—পটে চিত্রম্ ইব ব্রহ্মণি এতে নামরূপে স্থিতে ; নামরূপে দে উপেক্ষ্য সচ্চিদা-  
নন্দধীঃ ভবেৎ ।

অনুবাদ—পটে চিত্র যেমন কল্পিত হইয়া অবস্থিত, ব্রহ্মে নামরূপ সেই  
প্রকার কল্পিত হইয়া অবস্থিত । নামরূপ এই উভয়কে উপেক্ষা করিলে অর্থাৎ  
তাহাদের মিথ্যাত্বহেতু তাহাদিগকে ত্যাগ করিলে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের  
প্রতীতি হয় ।

টীকা—ব্রহ্ম সর্বকল্পনার আধার বলিয়া ব্রহ্ম সর্বগত, ইহাই অর্থ । সেই সর্বগত ব্রহ্মকে  
কি প্রকারে জানা যায় ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া তদ্বত্তরে, কল্পিত নামরূপের  
ত্যাগ হইলে অধিষ্ঠান ব্রহ্মকে জানা যায় ইহাই বলিতেছেন—“নামরূপ এই উভয়কে উপেক্ষা  
করিলে” ইত্যাদি । ৯৩

উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত বলিতেছেন :—

(গ) উক্ত অর্থে দৃষ্টান্ত ।  
জলস্নেহধোমুখে স্বস্ত দেহে দৃষ্টেহপ্যুপেক্ষ্য তম্ ।  
তীরস্থ এব দেহে স্নে তাৎপর্য্য সাদ্রুথা তথা ॥ ৯৪

অর্থ—জলস্নেহ অধোমুখে স্বস্ত দেহে দৃষ্টে অপি তম্ উপেক্ষ্য তীরস্থে স্নে দেহে এব  
তাৎপর্য্যম্ যথা স্নাত্য, তথা ।

অনুবাদ—জলে প্রতিবিম্বিত স্বদেহকে অধোমুখ বলিয়া প্রত্যক্ষ করিলেও  
লোকে যেমন সেই জলপ্রতিবিম্বিত দেহকে উপেক্ষা করিয়া তীরস্থিত ( উর্দ্ধ-  
শিরস্ক ) দেহেই তাৎপর্য গ্রহণ করে—সত্য দেহ বলিয়া মানে, সেই প্রকার ।

টীকা—জলে, “অধোমুখে স্বস্ত দেহে দৃষ্টে অপি”—নিজের দেহ অধোমুখভাবে পরিদৃষ্ট হইলেও,  
সেই জলগত দেহবিষয়ে আদর করা অর্থাৎ সত্য বলিয়া গ্রহণ ত্যাগ করিয়া, “তীরস্থে স্বদেহে”—  
তীরে দণ্ডায়মান তদ্বিপরীত অর্থাৎ উর্দ্ধমুখবিশিষ্ট নিজদেহকে লোকে যেমন ‘আমার’ বলিয়া মনে  
করে, সেই প্রকার নামরূপ পরিদৃষ্ট হইতে থাকিলেও, তাহাতে সত্যতাবুদ্ধিরূপ আদর পরিত্যাগ  
করিয়া ( তদাধার ) সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে ‘আমি’ বুদ্ধি করিতে হয়, ইহাই অর্থ । ৯৪

একণে ( কণিকতা হেতু উপেক্ষ্য বলিয়া ) সর্বজন প্রসিদ্ধ অপর এক দৃষ্টান্ত  
দিতোছেন :—

(ঘ) সৰ্বজন বিদিত সহস্রশো মনোৰাজ্যে বৰ্ত্তমানে সদৈব তৎ ।

অপর দৃষ্টান্ত ।

সৰ্বৈরূপেক্ষ্যতে যদ্বত্পেক্ষা নামরূপয়োঃ ॥ ১৫

অর্থ—যদ্বৎ সহস্রশঃ মনোৰাজ্যে বৰ্ত্তমানে, তৎ সৰ্বৈঃ সদা এব উপেক্ষ্যতে, ( তদ্বৎ ) নামরূপয়োঃ উপেক্ষা ।

অনুবাদ—যেমন হাজার হাজার মনোৰাজ্য বা কল্পনারচিত বস্তু বিদ্যমান থাকিলেও, লোকে তৎসমুদয়কে সৰ্বদাই উপেক্ষা করিয়া থাকে, নামরূপকেও সেইরূপে উপেক্ষা করিতে হয় ।

টীকা—এস্থলে উপেক্ষা শব্দের পর “কর্তব্য” বা করিতে হয়—এইরূপ শব্দ যোজনা করিয়া অর্থ করিতে হইবে । ১৫

প্রপঞ্চের বিচিত্রতা বিষয়ে দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(ঙ) প্রপঞ্চের বিচিত্রতা ক্ষণে ক্ষণে মনোৰাজ্যং ভবত্যেবাশ্চত্যাশ্চ ।

বিষয়ে দৃষ্টান্ত ও সিদ্ধান্ত ।

গতং গতং পুনর্নাস্তি ব্যবহারো বহিস্ততা ॥ ১৬

অর্থ—ক্ষণে ক্ষণে অন্তথা অন্তথা মনোৰাজ্যম্ ভবতি এব, গতম্ গতম্ পুনঃ ন অস্তি তথা বহিঃ ব্যবহারঃ ।

অনুবাদ—মনোৰাজ্য প্রতিক্ষণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ ধরিয়া অর্থাৎ নূতন নূতন আকারে উথিত হয়, আর যে সকল মনোৰাজ্য চলিয়া যায় তাহারা আর ফিরে না ; বাহ্য ব্যবহারকেও সেইরূপ বুঝিবে ।

টীকা—দৃষ্টান্ত বর্ণন করিয়া দাষ্টান্তিকের বর্ণনা করিতেছেন—“বাহ্য ব্যবহারকেও” ইত্যাদি । ১৬

এক্ষণে পূর্বগত দৃষ্টান্তসূচিত দাষ্টান্তের বর্ণন করিতেছেন :—

(চ) সিদ্ধান্ত বিবৃতি ; ন বাল্যং যৌবনে লক্ষম্ যৌবনং স্থাবিরে তথা ।

(চ) সিদ্ধান্ত বিবৃতি ;

মৃতঃ পিতা পুনর্নাস্তি নায়াত্যেব গতং দিনম্ ॥ ১৭

অর্থ—বাল্যম্ যৌবনে ন লক্ষম্ ( ভবতি ) ; তথা যৌবনম্ স্থাবিরে ( ন লক্ষম্ ভবতি ) ; মৃতঃ পিতা পুনঃ ন অস্তি ; গতম্ দিনম্ ন আয়াতি এব ।

অনুবাদ ও টীকা—বাল্যাবস্থাকে যৌবনে পাওয়া যায় না ; সেই প্রকার যৌবনকেও বৃদ্ধাবস্থায় পাওয়া যায় না ; মৃত পিতা আর ফিরিয়া আসেন না এবং যে দিন চলিয়া গিয়াছে তাহা আর ফিরে না । ১৭

দ্বৈত প্রপঞ্চের ক্ষণিকতা বর্ণনের উপসংহার করিতেছেন :—

মায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা ; জগতে অনুসৃত ব্রহ্মের নির্জগত্তা ১৮৩  
 (ছ) জগতের  
 ক্ষণভঙ্গুরতার  
 বর্ণনোপসংহার ;  
 মাধনে ক্ষণ-  
 কতার প্রয়োজন ।  
 মনোরাজ্যাৎ বিশেষঃ কঃ ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে ।  
 অতোহস্মিন্ ভাসমানেহপি তৎসত্যত্বাধিগম্য ত্যজেৎ ॥ ১৮

অর্থ—ক্ষণধ্বংসিনি লৌকিকে মনোরাজ্যাৎ কঃ বিশেষঃ ? অতঃ অস্মিন্ ভাসমানে অপি  
 তৎসত্যত্বাধিগম্য ত্যজেৎ ।

অনুবাদ—ক্ষণমাত্রে বিনাশশীল যে লৌকিক বাহ্য ব্যবহার, মনোরাজ্য  
 হইতে তাহার প্রভেদ কোথায় ? ( কোথাও নাই ) এইহেতু এই জগৎপ্রপঞ্চ  
 প্রতীত হইতে থাকিলেও, ইহাতে সত্যতাবুদ্ধি পরিত্যাগ করিতে হয় ।

টীকা—জগতের ক্ষণিকত্ব মাধনে প্রয়োজন বলিতেছেন :—“এইহেতু এই জগৎ  
 প্রপঞ্চ” ইত্যাদি । ১৮

ভাল, লৌকিক বাহ্য ব্যবহারে উপেক্ষা জন্মিলে তাহাতে লাভ কি ? এইরূপ আশঙ্কার  
 উদ্ভবে বলিতেছেন, তাহাতে ব্রহ্মে বুদ্ধির স্থিরতা লাভ হয় :—

(জ) লৌকিক ব্যবহারের  
 উপেক্ষা ব্রহ্মবুদ্ধির  
 স্থিরতা লাভ । এইরূপ  
 অবস্থাতেও জ্ঞানীর  
 ব্যবহার সম্ভব ।  
 উপেক্ষিতে লৌকিকে ধীর্নির্দিষ্টা ব্রহ্মচিন্তনে ।  
 নটবৎ কৃত্রিমাশ্রয়াৎ নিবহত্যেব লৌকিকম্ ॥ ১৯

অর্থ—লৌকিকে উপেক্ষিতে ধীঃ ব্রহ্মচিন্তনে নির্দিষ্টা ( ভবতি ), নটবৎ কৃত্রিমাশ্রয়াম্  
 লৌকিকম্ নিবহতি এব ।

অনুবাদ—লৌকিক ব্যবহার উপেক্ষিত হইলে, পরব্রহ্মচিন্তায় বুদ্ধি বিম্ব-  
 শূণ্য অর্থাৎ স্থির হয়—এই লাভ । তখন জ্ঞানী নটের স্থায় কৃত্রিমাশ্রয়  
 অর্থাৎ কল্পিত সত্য বুদ্ধিতে লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করেন ।

টীকা—ভাল, জগৎপ্রপঞ্চে জ্ঞানীর উপেক্ষা জন্মিলে জ্ঞানীর ব্যবহার কি প্রকারে চলিবে ?  
 তদ্বত্তরে বলিতেছেন “তখন জ্ঞানী” ইত্যাদি । “নটবৎ”—ছদ্মবেশধারীর স্থায়, “কৃত্রিমা-  
 শ্রয়াম্”—কল্পিত সত্যতাবুদ্ধি লইয়া লৌকিক ব্যবহার নির্বাহ করেন । যেমন নটজীবিকা  
 নির্বাহের জন্য ব্যাব্রমূর্ত্তি ধরিয়া বালকগণকে ভয় দেখায়, কিন্তু কোনও বালককে ধরিয়া ভক্ষণ  
 করিবার ইচ্ছা তাহার নাই ; কিম্বা স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া যখন সে বলে—‘আমি হইতেছি নারী,’  
 তখন তাহার পতিসংগ্রহের ইচ্ছা থাকে না, কিন্তু কেবল বাহ্যতঃ স্ত্রীব্যবহার প্রদর্শন করে,  
 সেইরূপ জ্ঞানী দেহেন্দ্রিয়মনদ্বারা, আমি মনুষ্য, আমি ব্রাহ্মণ, আমি দেখিতেছি, আমি শুনিতেছি,  
 আমি কর্ত্তা, আমি ভোক্তা, আমি সুখী, আমি দুঃখী, আমি জানিতেছি, আমি জানি না—ইত্যাদি  
 রূপ আধ্যাত্মিক ব্যবহার বাহ্যতঃই করিতে থাকেন ; কিন্তু অন্তরে আপনাকে অসঙ্গ নির্বিকার  
 কর্ত্তৃত্বাধিপত্যরহিত, প্রত্যগাত্মা হইতে অভিন্ন ব্রহ্মরূপ বলিয়া মানেন ; এইহেতু ব্যবহারকালেও  
 জ্ঞানী নির্বিকার থাকেন । ১৯

ভাল, ‘জ্ঞানীর ব্যবহার সম্ভব’ মানিলে জ্ঞানীর বিকারিত্ব আসিয়া পড়িবে—এইরূপ



আশঙ্কর উত্তরে বলিতেছেন যে, জ্ঞানীর বুদ্ধি যখন ব্যবহারব্যাপ্ত হয়, তখন সেই বুদ্ধির সাক্ষী নির্বিকার থাকেন ; ইহাই দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইতেছেন :—

(ক) জ্ঞানীর ব্যবহারকালে প্রবহতাপি নীরেধঃ স্থিরা প্রৌঢ়শিলা যথা ।

সাক্ষী আত্মা নির্বিকার থাকেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ।

নামরূপাত্ম্যথাহেপি কূটস্থং ব্রক্ষ নাশ্রুথা ॥ ১০০

অর্থ—নীরে প্রবহতি অপি অধঃ। প্রৌঢ়শিলা যথা স্থিরা, নামরূপাত্ম্যথাহেপি কূটস্থং ব্রক্ষ অশ্রুথা ন ।

অমুবাদ—যেমন জলস্রোত প্রবল বেগে বহিয়া যাইতে থাকিলেও তাহার নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে ; সেই প্রকার নাম-রূপের নানাপ্রকার পরিবর্তন ঘটতে থাকিলেও কূটস্থের অর্থাৎ নির্বিকার ব্রহ্মের অশ্রুতাভাব হয় না ।

টীকা—উপরে জলস্রোত প্রবাহিত হইতে থাকিলেও তন্নিম্নে অবস্থিত বিশাল শিলাখণ্ড যেরূপ নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, এই প্রকার বুদ্ধি ব্যবহাররত হইলেও ব্রহ্মাত্মস্বরূপ জ্ঞানী ব্যবহাররত হন না ; ইহাই অর্থ । ১০০

ভাল, অখণ্ড ব্রহ্মে, সেই ব্রহ্ম হইতে বিপরীত স্বভাব জগতের যে ভান হয়, তাহা কি প্রকারে হইতে পারে ? এই প্রকার আশঙ্কর উত্তরে বলিতেছেন, যেমন নিশ্চিদ্র দর্পণে সাবকাশ বা সচ্ছিদ্র বস্তুর ভান হয়, সেই প্রকার অখণ্ড ব্রহ্মে ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয় :—

(ঞ) অখণ্ড ব্রহ্মে যে নিশ্চিদ্রে দর্পণে ভাতি বস্তুগর্ভং বৃহদ্বিয়ং ।

ব্রহ্মবিলক্ষণ জগতের ভান হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত ।

সচ্চিদ্রদ্বনে তথা নানা জগদগর্ভমিদং বিয়ং ॥ ১০১

অর্থ—নিশ্চিদ্রে দর্পণে বস্তুগর্ভম্ বৃহৎ বিয়ং ভাতি, তথা সচ্চিদ্রদ্বনে নানাজগদগর্ভম্ ইদম্ বিয়ং ( ভাতি ) ।

অমুবাদ ও টীকা—যেমন অবকাশরহিত বা নিশ্চিদ্র দর্পণে, ঘটাদি রূপ বস্তুকে গর্ভে লইয়া বৃহৎ আকাশ প্রকাশিত হয়, সেই প্রকার সচ্চিদ্রদ্বনে ব্রহ্মে পৃথিবী প্রভৃতি অনেক জগৎকে গর্ভে লইয়া এই আকাশ প্রকাশিত হইতেছে । ১০১

ভাল, অদৃশ্য ব্রহ্মে কি প্রকারে জগতের প্রতীতি হইতে পারে ? এই আশঙ্কর উত্তরে দৃষ্টান্ত দিয়া বলিতেছেন—সচ্চিদ্রদ্বানের প্রতীতিকে অগ্রবর্তী করিয়াই জগতের প্রতীতি হয় :—

(ট) অদৃশ্য ব্রহ্মে দৃশ্য অদৃষ্টা দর্পণং নৈব তদন্তস্থে ক্ষণং তথা ।

জগৎ কি প্রকারে প্রতীত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত ।

অমত্বা সচ্চিদ্রদ্বানন্দং নামরূপমতিঃ কুতঃ ॥ ১০২

অর্থ—দর্পণম্ অদৃষ্টা তদন্তস্থে ক্ষণম্ ন এব, তথা সচ্চিদ্রদ্বানন্দম্ অমত্বা নামরূপমতিঃ কুতঃ ( ভবেৎ ) ?

দ্বায়াদ্বারা একই ব্রহ্মের অনেকাকারতা ; জগতে অমুসূত ব্রহ্মের নির্জগতা ১৮৫

অমুবাদ ও টীকা—যেমন দর্পণকে না দেখিলে দর্পণগত ( দর্পণে প্রতিবিম্বিত ) বস্তুর দর্শন হয় না, ঠিক সেইরূপেই সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মের মনন না হইলে—সঙ্কল্পাধাররূপে গৃহীত না হইলে—নামরূপের বুদ্ধি বা ধারণা কি প্রকারে হইতে পারে ? কোম প্রকারেই হইতে পারে না। কেননা, অধিষ্ঠানের সামান্যজ্ঞান না হইলে, অধ্যাস্তের বিশেষজ্ঞান সম্ভব হয় না। ১০২

ভাল, ( ব্রহ্মোপলব্ধির সহিত ) নামরূপেরও প্রতীতি হইতে থাকিলে, নিম্নপঞ্চ ব্রহ্মের প্রতীতি বা উপলব্ধি কি প্রকারে হইবে ? এই প্রকার আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া ব্রহ্মোপলব্ধির উপায় বলিতেছেন :—

(১) নামরূপ প্রতীতি-  
গোচর থাকিতেও  
নির্বিশেষ ব্রহ্মোপলব্ধির  
উপায়।

প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানহর্থ তাবতা।

বুদ্ধিংনিয়ম্য নৈবোদ্ধিৎ ধারয়েন্নামরূপয়োঃ। ১০৩

অর্থ—প্রথমং সচ্চিদানন্দে ভাসমানে অর্থ তাবতা বুদ্ধিঃ নিয়ম্য উদ্ধিৎ নামরূপয়োঃ ন এব ধারয়েৎ।

অমুবাদ—প্রথমে সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে ভাসমান হইলে অনন্তর তাহাতেই বুদ্ধিকে নিয়মিত করিয়া অর্থাৎ তাহাকেই গ্রহণ করিয়া তাহার পর নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই।

টীকা—“সচ্চিদানন্দে”—সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্মে, কল্পিত যে নামরূপময় প্রপঞ্চ, তাহাকে কেবল সচ্চিদানন্দ বুদ্ধিতে গ্রহণ করিয়া, নামরূপে বুদ্ধির ধারণা করিতে নাই। যেমন ময়দানব-রচিত সভামণ্ডলের পুরোবর্তী দেওয়ালে সংলগ্ন দর্পণে ( প্রতিবিম্বিত ) সভামণ্ডল দেখিয়া দ্রুহ্যোধন তাহাতে সত্যতাবুদ্ধি করিয়া প্রবেশ করিতে যাইলে, তাহাতে মাথা ঠুকিয়া, ‘এইটি দর্পণ’ এইরূপে সেই প্রতিবিম্বাধিষ্ঠানের জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন এবং তদ্বারা দর্পণনিষ্ঠ অবিজ্ঞার আবরণকারিণী শক্তির নাশ হইলে, প্রতিবিম্বের তাঁহার সত্যতাবুদ্ধি নিবৃত্ত হইয়াছিল নাট, কিন্তু দর্পণ ও বিষয়গৃহের সন্নিধিরূপ প্রতিবন্ধ বাধিত হইয়াও বিক্ষেপহেতু—শক্তির বিজ্ঞানতা হেতু, প্রতীতি হইতে লাগিল। সেই স্থলে যেমন দ্রুহ্যোধন প্রতীয়মান প্রতিবিম্বকে অনাদর করিয়া দর্পণের ধারণা করিতে লাগিলেন সেইরূপ প্রতীয়মান নামরূপকে অনাদর করিয়া সচ্চিদানন্দমাত্রের বুদ্ধির স্থিরতা সম্পাদন করিতে হয়। ১০৩

এক্ষণে ফলিতার্থ বলিতেছেন :—

এবঞ্চ নির্জগদব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্।

অদ্বৈতানন্দ এতন্নিম্ন বিশ্রাম্যন্তু জনাশ্চিরম্ ॥ ১০৪

অর্থ—এবং চ নির্জগৎ ব্রহ্ম সচ্চিদানন্দলক্ষণম্ ( ভাবতি ) ; এতন্নিম্ন অদ্বৈতানন্দে জনাঃ চিরম্ বিশ্রাম্যন্তু।

অমুবাদ ও টীকা—এই প্রকারে, নির্জগৎ পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-  
স্বরূপ । এই অদ্বৈতানন্দে জিজ্ঞাসুগণ দীর্ঘকাল ধরিয়া বিশ্রাম করিতে থাকুন । ১০৪  
এক্ষণে অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণের উপসংহার করিতেছেন :—

(ড) এই প্রকরণপ্রতি- ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়াধ্যায়ঃ জৈরিতঃ ।  
পাদিত অর্থের অদ্বৈতানন্দ এব স্রাজ্জগন্নিধ্যাষ্চিন্তয়া ॥ ১০৫  
উপসংহার ।

অর্থ—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে তৃতীয়ঃ অধ্যায়ঃ জৈরিতঃ, জগন্নিধ্যাষ্চিন্তয়া অদ্বৈতানন্দঃ  
এব স্রাজ্জ ।

অমুবাদ ও টীকা—ব্রহ্মানন্দনামক গ্রন্থে এই তৃতীয়াধ্যায় বর্ণিত হইল ।  
জগতের নিধ্যাষ্চিন্তা করিতে থাকিলে অদ্বৈতানন্দই উপলব্ধ হইয়া থাকে । ১০৫  
ইতি সটীক অদ্বৈতানন্দনামক ত্রয়োদশ প্রকরণ ও তাহার ব্যাখ্যা সমাপ্ত হইল ।

# পঞ্চদশী

চতুর্দশ অধ্যায়—‘ব্রহ্মানন্দে বিজ্ঞানন্দ’

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

নমস্শ্রীভারতীতীর্থবিজ্ঞারণ্যমুনিষ্মরো ।

ব্রহ্মানন্দাভিধেগ্রহে বিজ্ঞানন্দো বিবিচ্যতে ॥

সন্ন্যাসিগণের গুরু শ্রীভারতীতীর্থ ও শ্রীবিজ্ঞারণ্য এই মুনিদ্বয়কে প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মানন্দ-  
নামক গ্রহে বিজ্ঞানন্দনামক চতুর্থাধ্যায়ের বিচার করা যাইতেছে ।

বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ । তদ্বারা নিবর্তনীয় দুঃখের বিভাগ ।

১ । বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ ও তাহার অবাস্তুর ভেদ ।

এক্ষণে একাদশ অধ্যায় হইতে অপৰ্য্যন্ত বর্ণিত অর্থের সহিত এই চতুর্দশ প্রকরণ বর্ণিত  
অর্থের সম্বন্ধ বলিতেছেন :—

(ক) পূর্বোক্তর গ্রহের যোগেনাত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাভ্ৰুচিন্তয়া ।

সম্বন্ধ বর্ণন । ব্রহ্মানন্দং পশ্যতোহথ বিজ্ঞানন্দো নিরূপ্যতে ॥১

অর্থ—যোগেন আত্মবিবেকেন দ্বৈতমিথ্যাভ্ৰুচিন্তয়া ব্রহ্মানন্দম্ পশ্যতঃ অথ বিজ্ঞানন্দঃ  
নিরূপ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—যোগ, আত্মবিচার এবং দ্বৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাভ্ৰুচিন্তন  
দ্বারা যিনি বিজ্ঞানন্দ সাক্ষাৎকার করেন, তাঁহার যে বিজ্ঞানন্দের অনুভব হয়,  
তাহাই এই প্রকরণে নিরূপিত হইতেছে । ১

বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ বলিতেছেন :—

(খ) বিজ্ঞানন্দের স্বরূপ বিষয়ানন্দবদ্বিজ্ঞানন্দো ধীবৃত্তিরূপকঃ ।

ও তাহার চারিটি  
অবাস্তুর ভেদ ।

দুঃখাভাবাদিরূপেণ প্রোক্ত এষ চতুর্বিধঃ ॥ ২

অর্থ—বিষয়ানন্দবৎ বিজ্ঞানন্দঃ ধীবৃত্তিরূপকঃ ; দুঃখাভাবাদিরূপেণ এষঃ চতুর্বিধঃ প্রোক্তঃ ।

অনুবাদ—বিষয়ানন্দের স্থায় বিজ্ঞানন্দও বুদ্ধিবৃত্তিরূপ ; এই বিজ্ঞানন্দের  
দুঃখাভাব প্রভৃতি চারিটি অবাস্তুর ভেদ থাকায়, ইহা চারি প্রকারের বলিয়া  
বর্ণিত হয় ।

টীকা—যত্বাপি পূর্বে ‘ব্রহ্মানন্দগত যোগানন্দ’ প্রকরণে, অর্থাৎ একাদশাধ্যায়ের ৮৭ শ্লোকে, বর্ণিত প্রকারে, ব্রহ্মানন্দ, বাসনানন্দ ও বিষয়ানন্দ ভেদে আনন্দ এই তিন প্রকার বলিয়া এবং এই তিন আনন্দ ভিন্ন অত্র আনন্দ নাই—এইরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে এবং সেইস্থলে বিজ্ঞানন্দকে বুদ্ধিবৃত্তিরূপ বলিয়া বিষয়ানন্দেরই মধ্যে পরিগণিত করা হইয়াছে তথাপি বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বিজ্ঞানন্দ উক্ত তিনপ্রকার আনন্দ হইতে ভিন্ন, চতুর্থ প্রকারের এক বিলক্ষণ আনন্দ, কেননা, বিষয়ানন্দের অমুভব পূর্বে ব্রহ্মা প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া কীট পর্যন্ত জন্তুগণ অনেক জন্ম ধরিয়া করিয়াছে এবং সেই প্রকার সৃষ্টিগত ব্রহ্মানন্দের এবং তৃষ্ণাংস্থিতিগত বাসনানন্দের অমুভবও অনেক জন্মগত সৃষ্টিতে ও তৃষ্ণাংস্থিতিতে করিয়াছে কিন্তু ব্রহ্মানন্দের অমুভব পূর্বে কোনও কালে করে নাই কিন্তু তাহা প্রথমে এই জ্ঞানিশরীরেই করে। এইহেতু সেই বিজ্ঞানন্দ বিলক্ষণ প্রকারের আনন্দ—নিরাবরণ, পরিপূর্ণ এবং সর্বভিত্তিক আনন্দ তাহাকেই বিলক্ষণানন্দ বলা যায় ; বিজ্ঞানন্দ তদ্রূপই। সেই বিলক্ষণানন্দের উক্ত লক্ষণের পদকৃতি পরীক্ষা এইরূপে হইবে :—পূর্বে অজ্ঞান কালে অনেক দেহ পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে বিস্তর বিষয়ানন্দামুভবও হইয়াছিল কিন্তু স্বরূপানন্দের অমুভব কখনও হয় নাই ; কেননা, তৎকালে মূলজ্ঞানরূপ প্রতিবন্ধ ছিল। আর পরে বিদেহমোক্ষেও সর্কছুঃখের নিবৃত্তিপূর্বক নিরাবরণ পরিপূর্ণ আনন্দস্বরূপে অবস্থিতি হইবে বটে, কিন্তু অস্তি ব্যবহারের হেতু যে বৃত্তি তাহা থাকিবে না বলিয়া জীবমুক্তির বিলক্ষণানন্দের অমুভব হইবে না ; এইহেতু জ্ঞানযুক্ত দেহেই জীবমুক্তির বিলক্ষণানন্দরূপ বিজ্ঞানন্দের অমুভব সম্ভবপর হয়। সেইহেতু সুখাভিলাষী বিদ্বানকর্তৃক বিষয়ানন্দ পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মবিচারদ্বারা পূর্বোক্ত আনন্দের তমুভব অবশ্য কর্তব্য। যত্বাপি সৃষ্টি প্রভৃতি অবস্থায় সেই আনন্দ বিজ্ঞমান, তথাপি তাহা নিরাবরণ পরিপূর্ণ সর্বভিত্তিক নহে, সেইহেতু তাহা বিলক্ষণ স্রবের হেতু নহে। যে আনন্দ নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সর্বভিত্তিক, তাহাই বিলক্ষণানন্দ। এই লক্ষণের পদকৃতি এইরূপ—সৃষ্টিতে যে আনন্দ তাহা আবরণ সহিত ; বিষয়ে যে আনন্দ তাহা নিরাবরণ বটে, কিন্তু বিষয়েও প্রাপ্তিক্ষণে যখন বৃত্তি অন্তর্মুখী হয় তখনই তাহাতে স্বরূপানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, ক্ষণান্তরে পড়ে না। এইহেতু তাহা পরিপূর্ণ নহে, কিন্তু একদেশবৃত্তি বলিয়া পরিচ্ছিন্ন। সেইপ্রকার পূর্ণানন্দ অজ্ঞানীরও স্বরূপ, তথাপি তাহা নিরাবরণ ও অভিমুখবৃত্তিসহিত নহে। আবার বিদেহমুক্তিতে যে নিরাবরণ পূর্ণানন্দ, তাহা সর্বভিত্তিক নহে, কিন্তু অবৃত্তিক। এইহেতু ‘নিরাবরণ পরিপূর্ণ ও সর্বভিত্তিক আনন্দকে বিলক্ষণানন্দ বলে’—এইরূপ লক্ষণ করিলে তাহাতে অতিব্যাপ্তি প্রভৃতি দোষের আশঙ্কা নাই। ২

বিজ্ঞানন্দ যে চারিপ্রকারের, তাহাই দেখাইতেছেন :—

(গ) বিজ্ঞানন্দের অন্তর্গত চারিটি অবাস্তব ভেদের স্বরূপ।

দুঃখাভাবশ্চ কামাশ্চ কৃতকৃত্যোহহমিত্যসৌ।

প্রাপ্তপ্রাপ্যোহহমিত্যেব চাতুর্বিধ্যমুদাহৃতম্॥ ৩

অর্থ—দুঃখাভাব, চ কামাশ্চ : ‘অহম্ কৃতকৃত্যঃ’ ইতি অসৌ ‘অহম্ প্রাপ্তপ্রাপ্যঃ’

ইতি এব চাতুর্বিধ্যম্ উদাহৃতম।

অমুবাদ—(১) ছুঃখের অভাব (২) কামাপ্তি, অর্থাৎ সর্বভোগপ্রাপ্তিরূপ পূর্ণকামতা, (৩) কৃতকৃত্যতা অর্থাৎ ‘আমি কৃতকৃত্য হইয়াছি’ এই অংকারের অমুভব (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্ত্যবাতা- যাহা কিছু লাভ করিবার ছিল সকলই পাইয়াছি এইরূপ অমুভব—বিজ্ঞানমন্দের এই চারিপ্রকার ভেদ কথিত হয়।

টীকা—বিজ্ঞানরণ্যাস্বামী—“জীবশ্রুতিবিবেকের” স্বরূপসিদ্ধিপ্রয়োজননামক চতুর্থ প্রকরণে (মংকৃত অমুবাদ পৃঃ ৩৪৮) ছুঃখনাশকে জীবশ্রুতির চতুর্থ প্রয়োজন ও সুখাবির্ভাবকে জীবশ্রুতির পঞ্চম প্রয়োজন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং কামাপ্তি, কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্তপ্রাপ্ত্যবাতাকে সুখাবির্ভাবের তিনটি অবাস্তরভেদ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন\*। ৩

২। বিজ্ঞানদ্বারা নিবর্তনীয় ছুঃখের স্বরূপ ; আত্মার ভেদ।

এক্ষণে যে ছুঃখের নিবৃত্তি করিতে হইবে, তাহারই বিভাগ করিতেছেন :—

(ক) নিবর্তনীয় ছুঃখের বিভাগ ; বিজ্ঞানদ্বারা ঐহিক ছুঃখনিবৃত্তি, তদ্বিষয়ে বৃহদারণ্যকবচনসম্মতি।

ঐহিকং চামুশ্মিকং চেত্যেবং ছুঃখং দ্বিধৈরিতম।  
নিবৃত্তিমৈহিকস্তাহ বৃহদারণ্যকবচঃ ॥ ৪

অম্বয়—ঐহিকম্ চ আমুশ্মিকম্ চ ইতি এবম্ ছুঃখম্ দ্বিধা ঈরিতম্। ঐহিকস্ত নিবৃত্তিম্ বৃহদারণ্যকম্ বচঃ আহ।

অমুবাদ ও টীকা—ঐহিক ও আমুশ্মিক ভেদে ছুঃখ দুইপ্রকার বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। তন্মধ্যে ঐহিক ছুঃখের নিবৃত্তি অর্থাৎ নিবৃত্তির উপায় বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন উপদেশ করিয়াছেন। ৪

তৃপ্তিদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ে যে বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচনের ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাই পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত বৃহদারণ্যক আত্মানং চেদ্বিজ্ঞানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।  
কিমিচ্ছন্ কস্ত কামায় শরীরমহুসঞ্জুরেৎ ॥ ৫

অম্বয় অমুবাদ—তৃপ্তিদীপনের প্রথম শ্লোকে ১৫৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য। এই মন্ত্রের শাস্ত্রের ভাষ্যের অমুবাদ জীবশ্রুতি বিবেকের মংকৃত অমুবাদের ৩৪ পৃষ্ঠায় পাদ-টীকায় দ্রষ্টব্য। ৫

আত্মার শোকসম্বন্ধ বুঝাইবার জন্য আত্মার ভেদ প্রদর্শন করিতেছেন :—

\* সেই প্রসঙ্গে তিনি আলোচ্য পঞ্চদশীর এই চতুর্দশাধ্যায়কে, ‘ব্রহ্মানন্দ’ গ্রন্থের চতুর্থাধ্যায় বলিয়া বর্ণনা করায়, পঞ্চদশীর শেষের চারিটি অধ্যায় ব্রহ্মানন্দ নামক একখানি পৃথক গ্রন্থ বলিয়াই প্রতিভাত হয়।

(গ) আত্মার শোক জীবাত্মা পরমাত্মা চেত্যাভ্যা দ্বিবিধ ঈরিতঃ ।  
সম্বন্ধ প্রদর্শনার্থ, আত্মার  
ভেদ কথন । আত্মার চিত্তাদাত্ম্যাং ত্রিভির্দেহৈর্জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ  
জীবত্বের কারণ ।

অর্থ—জীবাত্মা পরমাত্মা চ ইতি আত্মা দ্বিবিধঃ ঈরিতঃ ; ত্রিভিঃ দেহৈঃ চিত্তাদাত্ম্যাং  
জীবঃ সন্ ভোক্তৃতাং ব্রজেৎ ।

অনুবাদ—জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই দুই প্রকার আত্মা ( বেদান্তে ) উক্ত  
হইয়াছে । চিং বা ব্রহ্মচৈতন্যই স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ এই তিন শরীরের সহিত  
তাদাত্ম্যাবশতঃ জীব হইয়া ভোক্তৃতা প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ ভোক্তা হইয়াছেন ।

টীকা—আত্মার জীবত্বের কারণ বলিতেছেন—“চিং বা ব্রহ্মচৈতন্য” ইত্যাদি । চৈতন্যের  
স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণরূপ তিন শরীরের সহিত তাদাত্ম্য ভ্রম হইলে চৈতন্যের ভোক্তৃত্ব জন্মে ; তখন  
তাহাকে ভোক্তা জীব বলা হয় । ৬

এক্ষণে পরমাত্মার স্বরূপ বলিতেছেন :—

(ঘ) পরমাত্মার স্বরূপ, পরাত্মা সচ্চিদানন্দস্তাদাত্ম্যাং নামরূপয়োঃ ।  
ভোগ্যরূপতা প্রাপ্তি-  
প্রকার ; ভোক্তৃত্বাদির  
স্তিরোভাবের কারণ । গত্বা ভোগ্যত্বমাপন্নস্তদ্বিবেকে তু নোভয়ম্ ॥ ৭

অর্থ—পরাত্মা সচ্চিদানন্দঃ ; নামরূপয়োঃ তাদাত্ম্যম্ গত্বা ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ ; তদ্বিবেকে  
তু উভয়ম্ ন ।

অনুবাদ—পরমাত্মা সচ্চিদানন্দ স্বরূপ, সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত  
তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া ভোগ্যরূপ হইয়াছেন । তাহা হইতে আপনার পার্থক্যজ্ঞান  
করিতে পারিলে ভোক্তৃত্ব ও ভোগ্যত্ব এই দুই-ই থাকে না ।

টীকা—সেই পরমাত্মা কি প্রকারে ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হইলেন—তাহাই বলিতেছেন,  
“সেই পরমাত্মা নাম ও রূপের সহিত” ইত্যাদি । নামরূপ কল্পনার অধিষ্ঠান হইয়া—“তৎ  
তাদাত্ম্যম্ প্রাপ্য”—সেই নামরূপের সহিত একতাব্রম প্রাপ্ত হইয়া,—“ভোগ্যত্বম্ আপন্নঃ”—  
ভোগ্যরূপতা প্রাপ্ত হন । ভোক্তৃত্ব-ভোগ্যত্বের অভাবের কারণ বলিতেছেন, “তাহা হইতে  
পার্থক্যজ্ঞান করিতে পারিলে” ইত্যাদি । অর্থাৎ সেই তিন শরীর এবং জগৎ হইতে ভেদজ্ঞান  
সিদ্ধ করিলে পর ভোক্তৃরূপতা ও ভোগ্যরূপতা এই দুইই থাকে না, ইহাই অর্থ । ৭

সপ্তম শ্লোকোক্ত অর্থই পাঁচটি শ্লোকে সবিস্তর বর্ণন করিতেছেন :—

(ঙ) পূর্বশ্লোকোক্ত অর্থের ভোগ্যমিচ্ছন্ ভোক্তুরর্থৈ শরীরমহুসঞ্জয়েৎ ।  
বিভার । জরাশ্রিয়ুশরীরেষু স্থিতা ন ত্বাত্মনো জরাঃ ॥ ৮

দুঃখনিবৃত্তি, সৰ্বকামাবাপ্তি এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের অবাস্তব ভেদ ১১১

অর্থ—ভোক্তা: অর্থে ভোগ্যম্ ইচ্ছন শরীরম্ অহুসঙ্গুয়েৎ ; অরা: ত্রিষু শরীরেষু স্থিতা:, আশ্বন: তু অরা: ন ।

অনুবাদ ও টীকা—ভোক্তার জন্ম ভোগ্যবস্তু কামনা করিয়া অর্থাৎ বিষয় ইচ্ছা করিয়া জীব শরীরের অনুবৃত্ত হইয়া অরভোগ করে ; সেই অর তিন শরীরেই অবস্থিত ; আত্মার অর নাই অর্থাৎ কোন অরই আত্মাকে বিষয় করিতে পারে না । ৮

কোন শরীরে কোন প্রকার অর হয় ? এইরূপ আকাজ্ঞা হইতে পারে বলিয়া স্থূল শরীরে বিদ্যমান অরসমূহ দেখাইতেছেন :—

(৫) তিন শরীরগত  
অরের বিভাগ ।

ব্যাধয়ো ধাতুবৈষম্যে স্থূলদেহে স্থিতা অরা: ।

কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে দ্বয়োবীজং তু কারণে ॥ ৯

অর্থ—ধাতুবৈষম্যে ব্যাধয়ঃ স্থূলদেহে স্থিতা: অরা: ; কামক্রোধাদয়ঃ সূক্ষ্মে, দ্বয়ো: বীজম্ তু কারণে ।

অনুবাদ—বায়ু-পিত্ত-কফরূপ ধাতুর বিষমতা ঘটিলে যে রোগ হয়, তাহাই স্থূল দেহে অবস্থিত অর । কামক্রোধাদি, সূক্ষ্ম শরীরাবস্থিত অর । স্থূল দেহগত ও সূক্ষ্ম দেহগত উভয় প্রকার অরের যে বীজ বা সংস্কার তাহাই কারণ দেহগত অর ।

টীকা—লিঙ্গ দেহগত ও কারণ দেহগত অরের বর্ণন করিতেছেন :—“কাম ক্রোধাদি” ইত্যাদি । ৯

দুঃখনিবৃত্তি ও সৰ্বকামাবাপ্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের অবাস্তব ভেদ ।

১ । দুঃখাভাব ।

এক্ষণে পঞ্চম স্লোকে উদাহৃত ক্রতিবচনের তাৎপর্য কথনকে উপলক্ষ করিয়া পূর্ববর্ণিত অর্থকে অর্থাৎ আত্মানন্দকে ও অদ্বৈতানন্দকে পরিষ্কৃত করিতেছেন :—

অদ্বৈতানন্দমার্গেন পরাত্মনি বিবেচিতে ।

(ক) পূর্ববর্ণিতের স্পষ্টী-  
করণ ।

অপশ্যন্ বাস্তবং ভোগ্যং কিং নামেচ্ছেৎ পরাত্মবিৎ

অর্থ—অদ্বৈতানন্দমার্গেন পরাত্মনি বিবেচিতে ভোগ্যম্ বাস্তবম্ অপশ্যন্ পরাত্মবিৎ কিম্ নাম ইচ্ছেৎ ?

অনুবাদ—বর্ণিত অদ্বৈতমার্গে পরমাত্মার বিচার করিলে পর পরমাত্মতত্ত্বজ্ঞ ভোগ্য জগত্তের বাস্তবতা দেখিতে পান না । তখন তাহাতে কোন ভোগ্য বিষয়ের ইচ্ছা সম্ভব হয় ?

টীকা—অদ্বৈতানন্দনামক তৃতীয়াধ্যায়োক্ত প্রকারে মায়ার কাৰ্য্য নামরূপ হইতে সচ্চিদানন্দ-রূপ “পরমাত্মনি”—পরমাত্মাকে পৃথক করিয়া জানিবার পর, সমস্ত প্রপঞ্চই মিথ্যা, এইরূপ জানিয়া তত্ত্বজ্ঞ আবার কোন ভোগ্যের ইচ্ছা করিবেন, বল । কোন ভোগ্যেরই ইচ্ছা করেন না ।



জ্ঞানীর ভোগা বিষয় থাকে না বলিয়া ভোগ্যের ইচ্ছার অভাব হয়, ইহা তৃত্বদীপ প্রকরণে ১৩৭ হইতে ১৩১ শ্লোকে সবিশেষ বর্ণিত হইয়াছে । ১০

সেই অর্ধতানন্দ নামক তৃতীয় অধ্যায়ের পূর্ববর্তী আত্মানন্দনামক দ্বিতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত প্রকারে জীবাশ্মার স্বরূপ অসঙ্গ কুটস্থ চৈতন্যরূপ বলিয়া নিশ্চিত হইলে পর কামনাকারী থাকে না বলিয়া জরাদির সহিত সম্বন্ধই ঘটে না—এই কথাই বলিতেছেন :—

(খ) জ্ঞানীর জরাদি সম্বন্ধ নাই।  
**আত্মানন্দোক্তরীত্যস্মিন্ জীবাশ্মাব্যবধারিতে ।**

**ভোক্তা নৈবাস্তি কোহপ্যত্র শরীরে তু জ্বরঃ কুতঃ ॥১১**

অর্থ—আত্মানন্দোক্তরীত্যা অস্মিন্ জীবাশ্মনি অবধারিতে অত্র শরীরে কঃ অপি ভোক্তা ন এব অস্তি ; তু জ্বরঃ কুতঃ ?

অনুবাদ—আত্মানন্দনামক দ্বাদশ প্রকরণোক্ত প্রকারে এই জীবাশ্মা নির্ণীত হইলে অর্থাৎ ইহার স্বরূপ অবধারিত হইলে এই শরীরে কোনও ভোক্তাদি পাওয়া যায় না সেইহেতু শরীরাত্মুরাক্তপ্রযুক্ত জ্বর কি প্রকারে হইতে পারে ?

টীকা—তৃত্বদীপনামক সপ্তমাধ্যায়ের ১০২—২২২ পর্যন্ত শ্লোকসমূহে ভোক্তার অভাব সবিশেষ নিরূপিত হইয়াছে । ১১

এক্ষণে পরলোক সম্বন্ধীয় জ্বরের অর্থাৎ তাপের স্বরূপ প্রদর্শন করিতেছেন :—

(গ) পারলৌকিক জ্বরের স্বরূপ; ব্রহ্মানন্দে  
**পুণ্যাপাদ্বয়ে চিন্তা হৃৎখমাম্মুদ্বিকং ভবেৎ ।**

এই পারলৌকিক জ্বরাভাব বর্ণিত।  
**প্রথমাধ্যায় এবোক্তং চিন্তা নৈনং তপেদিতি ॥১২**

অর্থ—পুণ্যাপাদ্বয়ে চিন্তা আম্মুদ্বিকং হৃৎখম্ ভবেৎ । প্রথমাধ্যায়ে এব “এনম্ চিন্তা ন তপেৎ” ইতি উক্তম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—পুণ্য ও পাপ এই উভয় বিষয়েই যে চিন্তা তাহার নাম আম্মুদ্বিক বা পারলৌকিক হৃৎখ । ‘ব্রহ্মানন্দ’ গ্রন্থের প্রথমাধ্যায়ে ( পঞ্চদশীর একাদশাধ্যায়ে ) উক্ত চিন্তা জ্ঞানীকে সম্ভাপিত করে না—এই প্রকারে ৫ হইতে ৯ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । ১২

ভাল, জ্ঞানীর প্রারম্ভিকবিষয়ক চিন্তা নাই হউক, কিন্তু আগামী বা ক্রিয়মাণ কর্ম বিষয়িনী চিন্তা তা’ আসিবেই—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া [ যথা পুঙ্করপলাশে আপঃ ন স্নিগ্ধস্তে এবম্ এবম্বিদি পাপম্ কর্ম ন স্নিগ্ধতে ইতি—ছান্দোগ্য উ, ৪।১৪।৩ ]—‘পদ্মপত্র যেনম্ জলের সহিত সংশ্লিষ্ট ( সম্মিলিত ) হয় না তেমনি এই প্রকার জ্ঞানবান লোকেও পাপকর্ম দ্বারা লিপ্ত হয় না,—এই ভ্রমবিচলনদ্বারা জ্ঞানীর আগামিকর্মের সহিত সম্বন্ধাভাব নির্ণয় করা হইয়াছে বলিয়া, সেই আগামিকর্মবিষয়িনী চিন্তাও উঠেনা,—ইহাই বলিতেছেন :—

দুঃখনিবৃত্তি, ও সৰ্বকামাবাপ্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানম্ভের অবাস্তর ভেদ ১২৩

(ঘ) জ্ঞানীর  
কৰ্মবিবৰ্ত্তিনী  
অভাব।

যথা পুঙ্করপর্ণেহস্মিন্ণপামল্লেষণং তথা ।

বেদনাদূৰ্দ্ধমাগামিকৰ্ম্মণোহল্লেষণং বুধে ॥ ১৩

অর্থ—যথা পুঙ্করপর্ণে অপাম ল্লেষণং তথা বেদনাং উৰ্দ্ধম্ বুধে আগামি-  
কৰ্ম্মণঃ অল্লেষণম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—যেমন এই অর্থাৎ সৰ্বজনবিদিত পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন  
হয় না, সেই প্রকার জ্ঞানলাভের পর তৎক্ষণে আগামিকৰ্ম্মের সংস্পর্শ হয় না । ১৩

[ তৎ যথা ইষীকাতুলম্ অগ্নৌ প্রোতম্ প্রদু্যেত, এবম্ হ অগ্ন সর্কে পাপুমানঃ প্রদু্যন্তে—  
ছান্দোগ্য—উ, ৫।২৪।৩ ]—ইষীকার তুলা—কুশকান্দশব্দেব মধ্যগত দণ্ডের অগ্রভাগস্থ তুলাদৃশ  
কেশর—যেমন অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হইলে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ হইয়া যায়, এই প্রকার এই জ্ঞানীর সমস্ত  
পাপ দগ্ধ হইয়া যায়—এই শ্রুতিপ্রদত্ত উপমাৱচনের সাহায্য লইয়া দেখাইতেছেন যে সঞ্চিত  
কৰ্ম্মবিবৰ্ত্তিনী চিন্তাও জ্ঞানীর নাই :—

(ঙ) জ্ঞানীর সঞ্চিত  
কৰ্ম্ম বিবৰ্ত্তিনী চিন্তাও  
নাই ।

ইষীকাতুলম্ বহুদাহঃ ক্ষণাদযথা ।

তথা সঞ্চিতকৰ্ম্মাস্ত দগ্ধং ভবতি বেদনাং ॥ ১৪

অর্থ—যথা ইষীকাতুলম্ বহুদাহঃ তথা অগ্ন সঞ্চিতকৰ্ম্ম বেদনাং দগ্ধম্  
ভবতি ।

অনুবাদ—যেমন ইষীকাতুল তুলা নিমেষমধ্যে দগ্ধ হইয়া যায়, সেইপ্রকার  
জ্ঞানীর সঞ্চিত কৰ্ম্মসকল তৎক্ষণপ্রভাবে ফলদানে অসমর্থ হইয়া যায় ।

টীকা—মহাশূন্যত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম নামক কৰ্ম্ম তিনভাগে বিভক্ত—সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ ।  
ক্রিয়মাণকে আগামীও বলে । তন্মধ্যে পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্ব জন্মে, যে সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্ম উৎপন্ন হইয়া ফলদানের  
জন্য কালপ্রতীক্ষা করিতেছে, তাহাদিগকে সঞ্চিত বলে ; আর পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বজন্মার্জিত যে সমস্ত  
কৰ্ম্মের ফলে বর্ত্তমান দেহ আরব্ধ হইয়াছে এবং ক্রমাগ্রে ফলদান করিতেছে, তাহাদিগকে প্রারব্ধ  
বলে । আর যে সমস্ত ধৰ্ম্মাধৰ্ম্মরূপ কৰ্ম্ম বর্ত্তমান দেহে উৎপন্ন হইতেছে, তাহাদিগকে ক্রিয়মাণ  
বলে । জ্ঞানোদয় হইলে সঞ্চিত ও ক্রিয়মাণ কৰ্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যায়, প্রারব্ধ কৰ্ম্মসকল বর্ত্তমান দেহে  
ভোগদ্বারা বিনষ্ট হয় । ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত বাণ যেমন বেগনিবৃত্তি না হওয়া পর্যন্ত চলিতে  
থাকে, প্রারব্ধ কৰ্ম্মও তেমনি ভোগসমাপ্তি না হওয়া পর্যন্ত চলিতে থাকে । ( তুগীরে সঞ্চিত  
বাণ যেমন নিক্ষেপের অপেক্ষায় থাকে, সঞ্চিত কৰ্ম্মও তেমনি ফলদানের অপেক্ষায় থাকে । ধনুতে  
যোজিত বাণ ক্রিয়মাণ কৰ্ম্মের অল্পরূপ । ) ১৪

ষাটশ লোকো জ্ঞানীর যে কৰ্ম্মাভাব উক্ত হইয়াছে তদ্বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বচন ( গীতা  
৪।৩৭ এবং ১৮।১৭ ) প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিতেছেন :—

(৫) উক্ত অর্থে শ্রীকৃষ্ণ.  
বচন প্রমাণ।

যথৈধাংসি সমিদ্রোহগ্নিভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।

জ্ঞানাগ্নি সর্বকর্মাগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ১৫

অর্থ—অর্জুন, যথা সমিদ্রঃ অগ্নিঃ। এধাংসি ভস্মসাৎ কুরুতে, তথা জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাগ্নি ভস্মসাৎ কুরুতে।

অনুবাদ—হে অর্জুন, যেমন সমাক্ষ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি ইন্ধনসমূহকে ভস্মসাৎ করে, সেই প্রকার জ্ঞানাগ্নি সমস্ত কর্মকে ভস্মসাৎ করে।

টীকা—শ্রীভগবান যে “সর্বকর্মাগ্নি” এইরূপে সমস্ত কর্মের উল্লেখ করিয়াছেন তদ্বারা অনেক আচার্য্য কেবল সমস্ত সঞ্চিত কর্মকেই বুঝেন। আবার কোন কোন আচার্য্য সঞ্চিত, প্রারব্ধ ও ক্রিয়মাণ এই তিন প্রকার কর্মকেই বুঝেন; আর জ্ঞানোৎপত্তির পর জ্ঞানীর যে দেহাদি জগতের প্রতীতি হয়, তাহা ঈশ্বরের অবতার শরীরের হায়, নিজ প্রারব্ধ কর্ম বিনাই, অল্প সজ্জন দুর্জ্জন পুরুষের শুভাশুভ কর্মাবশতঃই হইয়া থাকে। সেই কর্মনিবৃত্তিকালেই জ্ঞানীর দেহাদি প্রতীতির অভাব ঘটে; তখন অত্যাৎমদৃষ্টিতে জ্ঞানী বিদেহমুক্ত হইলেন এইরূপ কথিত হইয়া থাকে, কিন্তু জ্ঞানীর নিজদৃষ্টিতে জ্ঞানী জ্ঞানসমকালেই জীবমুক্ত ও বিদেহমুক্ত হন। এই পক্ষে জীবমুক্তির ও বিদেহমুক্তির ভেদ নাই। (“জীবমুক্তি বিবেকে”র মংকৃত অনুবাদের ৩৩ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। কিন্তু বিচারণ্যস্বামী তদুভয়ের ভেদ—[ বিমুক্তস্ত বিমুচ্যতে—কঠ উ, ৫।১ ] এই প্রতিবচন দিয়া সিদ্ধ করিয়াছেন)। ১৫

যশ্চ নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্য়াম্য ন লিপ্যতে।

হত্বাপি স ইমান্লোকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৬

অর্থ—যশ্চ অংকৃতঃ ভাবঃ ন, যশ্চ বুদ্ধিঃ ন লিপ্যতে, সঃ ইমান্ লোকান্ হত্বা অপি ন হন্তি, ন নিবধ্যতে।

অনুবাদ—যে ব্যক্তির ‘আমি কর্তা’ এইরূপ প্রত্যয় নাই, এবং যাহার বুদ্ধি শুভ ও অশুভ কর্মের ফলে যথাক্রমে আসক্ত ও লিপ্ত অথবা সংশয়যুক্ত হয় না, তিনি এই চরাচর সমস্ত লোককে হত্যা করিলেও বস্তুতঃ হত্যা করেন না এবং তাহার ফল নরকছুঃখের দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না।

টীকা—গীতার এই শ্লোকটি জীবমুক্তিবিবেকের প্রথম প্রকরণের অন্তর্গত বিদ্যৎশাস্য বিচারে এবং বাশিষ্ঠ রামায়ণোক্ত জীবমুক্তির বিচারে (মংকৃত অনুবাদের ২১ ও ৩৮ পৃষ্ঠায়) স্বয়ং বিচারণ্য স্বামিকর্তৃক বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। সেস্থলে বুদ্ধিলেপ হর্ষবিষাদজনিত বলিয়া এবং সংশয়জনিত বলিয়া এই উভয় রূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই—যত্বেপি লৌকিক দৃষ্টিতে, তিনি হত্যা করিতেছেন এইরূপ দেখা যায় বটে, তথাপি পারমাধিক দৃষ্টিতে সেই এক-ত্রীত্বদর্শী হত্যা করেন না এবং সেই হননক্রিয়া দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হন না। আচার্য্যপাদ এই

শ্লোকের ভাষ্যে বলিয়াছেন “অবিক্রিয় আত্মার অস্ত্র কিছুই বা কাহারও সহিত সম্মেলন হয় না ; এইহেতু অস্ত্র কিছুই বা কাহার সহিত সম্মিলিত হইলেনও কর্তা হন না ; আর কেবলতা আত্মার স্বভাব ।” ষাধা হটক অৰ্জুনাদি রাজকৃত পরহিংসাকে লক্ষ্য করিয়াই এই হিংসাতাব উপদিষ্ট হইয়াছে । অন্তরূপ পরহিংসাকে লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলা হয় নাই । ১৬

এই অর্থাৎ ত্রয়োদশ শ্লোকোক্ত অর্থে—[সং যঃ মাং বিজ্ঞানীয়াৎ ন অস্ত্র কেন চ কংগণা লোকঃ মীয়তে, ন মাতৃবধেন ন পিতৃবধেন ন স্ত্রেয়েন ন জগৎপাণা ন অস্ত্র পাপম্ চন চক্রুঃ (কল্পপ্রত্যয়াস্তঃ) মুখাং নীলম্ বা --কৌষীতকী ব্রাহ্মণোপনিষৎ ৩।১]—যিনি আমাকে জানেন তাঁহার লোক বা গন্তব্যস্থান কোন কৰ্মদ্বারাই মিত হয় না অর্থাৎ তাঁহার মুক্তির ব্যাঘাত হয় না মাতৃ-বধ দ্বারাও নহে, পিতৃবধদ্বারাও নহে, চৌর্যাচরণ দ্বারাও নহে, গৰ্ভপাতন দ্বারাও নহে, পাপ করিলেও ইহার পাপ হয় না, তাঁহার মুখ নীলও হয় না । (বিজ্ঞানব্যাস স্বামী অষ্টভূতিপ্রকাশে চ।১৮-১৯ শ্লোকে ইহার অর্থ লিখিতেছেন :—বাচ। বা মনসা মাতৃপাদীন কুরুতে যদি । তথাপি জ্ঞানিনো মোক্ষো ন হেতৈর্বিবিধার্থ্যতে ॥ পাপং কৃতবতোহপ্যস্ত্র মুখে হর্ষক্ষয়ো ন হি । ন মুক্তিনশ্চ তী-ত্যেবং শাষ্ট্রেশ্বরস্ত্রা বিনিশ্চয়াৎ ॥ জ্ঞানী বচনদ্বারা অথবা সম্বলদ্বারা মাতৃবধ প্রভৃতি পাপ যদি করেন তাহা হইলেও তাঁহার মোক্ষ এই সকল কৰ্মদ্বারা বিনিবারণিত বা নিরুদ্ধ হয় না । ইনি পাপ করিলেও, ইহার মুখে হর্ষক্ষয় হয় না ; তাঁহার মুক্তি যে বিনষ্ট হয় না, তাহা শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে । )—এই কৌষীতকী শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(৬) জ্ঞানীর আগামী  
কৰ্মফলবিধিরূপে চিন্তাভাব  
সম্বন্ধে কৌষীতকী শ্রুতি-  
বাক্যের অর্থতঃ পাঠ ।

মাতাপিত্রোর্বধঃ স্ত্রেয়ং জগৎপাণ্যদৌদৃশম্ ।

ন মুক্তিং নাশয়েৎপাপং মুখকান্তির্ন নশ্যতি ॥ ১৭

অর্থ—মাতাপিত্রোঃ বধঃ স্ত্রেয়ং জগৎপাণ্য অস্ত্রং দৌদৃশম্ পাপম্ মুক্তিম্ ন নাশয়েৎ ; মুখকান্তিঃ ন নশ্যতি ।

অনুবাদ—মাতৃবধ পিতৃবধ চৌর্যাচরণ জগৎপাণ্য অথবা এইকপ অস্ত্র কোনও পাপ তাঁহার মুক্তিকে বিনাশ করিতে পারে না ; তাঁহার মুখের কান্তিও বিনষ্ট হয় না ।

টিকা—শ্রুতিবচনের অন্তর্গত ‘চন’—ইহা একটি পদ, ‘নীলম্’—নীলকান্তিবিশিষ্ট । ১৭

## ২। সৰ্বকামপ্রাপ্তি ।

তৃতীয় শ্লোকে বিজ্ঞানন্দের যে চারিটি প্রকার কথিত হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম প্রকারের বর্ণনা সমাপ্ত হইল ; এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকারের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) সৰ্বকাম প্রাপ্তির  
বর্ণন ।

দুঃখাভাববদেবাস্ত্র সৰ্বকামাপ্তিরূপিতা ।

সর্বান্ কামানসাপ্তা হ্যমৃতোহভবদিত্যতঃ ॥ ১৮

অমৃত—অমৃত দুঃখাতাববৎ এব সর্বকামাপ্তিঃ স্ফুরিতা “অসৌ সর্বান্ কামান্ আপ্তা। হি অমৃতঃ অভবৎ” ইতি অতঃ ।

অনুবাদ—জ্ঞানী ব্যক্তির এই ( অর্থাৎ দশম শ্লোক হইতে বর্ণিত ) দুঃখ-  
ভাবের স্থায় সর্বকামপ্রাপ্তিও ঐতরেয় শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, যথা—“তিনি  
সমস্ত কাম্য বস্তু প্রাপ্ত হইয়া অমৃত হন ।”

টীকা—“স্ফুরিতা” - কথিত হইয়াছে, ঐতরেয় শ্রুতিকর্তৃক । এই সর্বকামপ্রাপ্তি বিষয়ে  
[ সর্বান্ কামান্ আপ্তা অমৃতঃ সমভবৎ—ঐত উ, ৫।৪ ]—সেই বামদেব স্বামি এই প্রকারে  
আত্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বর্তমান দেহনাশের পর উচ্ছলোকে উৎক্রমণ পূর্বক ইন্দ্ৰিয়াতীত  
স্বপ্রকাশ পরমাত্মভাবে অবস্থান করতঃ সর্বকাম লাভ করিয়া অর্থাৎ ঈশ্বরের স্থায় পূর্বকাম  
হইয়া অমৃত ( মরণরহিত—বিমুক্ত ) হইয়াছিলেন—ঐতরেয়োপনিষদের ( ৫।৪ ) মন্ত্র অর্থতঃ পাঠ  
করিতেছেন—“সর্বান্ কামান্”—“তিনি সমস্ত কাম্য বস্তু” ইত্যাদি । ১৮

[ জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভিঃ বা যাতনৈঃ বা জ্ঞানিভিঃ বা অজ্ঞানিভিঃ বা বয়শ্চৈঃ বা\* ন  
উপজনন্ স্মরন্ ইদম্ শরীরম্ ইতি\* ছান্দোগ্য উ, ৮।১১।৩ ]—উত্তম পুরুষ বা পুরুষোত্তম স্বরূপা-  
পন্ন সেই সম্প্রসাদ পরমাত্মাতে অবস্থিত হইয়া ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে  
ব্রহ্মলোকাদিগত সঙ্কল্পরচিত মনোময় স্ত্রীদিগের সহিত অথবা অশ্বাদিয়ানের সহিত অথবা বন্ধুগণের  
সহিত ( মনে মনে ) আমোদ উপভোগ করিতে করিতে আত্মসম্মিহিত এই শরীরকে স্মরণ না করিয়া  
অবস্থান করেন—এই ছান্দোগ্য শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত সর্বকামাপ্তি-  
রূপ অর্থে ছান্দোগ্য  
শ্রুতিবচনের অর্থতঃ  
পঠন ।

জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রতিং প্রাপ্তঃ স্ত্রীভির্যানৈস্তথৈতরৈঃ ।

শরীরং ন স্মরেৎ প্রাণঃ কৰ্ম্মণা জীবয়েদম্মম ॥ ১৯

অর্থ—জক্ষন্ ক্রীড়ন্ স্ত্রীভিঃ যাতনৈঃ তথা ইতরৈঃ রতিম্ প্রাপ্তঃ শরীরম্ ন স্মরেৎ, প্রাণঃ  
কৰ্ম্মণা অম্ম জীবয়েৎ ।

অনুবাদ জ্ঞানী, ভোজন করিতে করিতে ক্রীড়া করিতে করিতে নারীগণ  
লইয়া অথবা অশ্বাদি যান লইয়া অথবা অপরের সহিত আমোদ উপভোগ করিতে  
করিতে নিজ শরীরকে স্মরণ করেন না ; প্রাণই প্রারব্ধকৰ্ম্মযোগে তাঁহাকে  
জীবিত রাখে ।

টীকা—‘জক্ষন্’ পাঠ ব্যাকরণ দৃষ্ট । বিজ্ঞানগাম্যমি স্বয়ং এই অর্থ স্বরচিত “অমৃতত্ব  
প্রকাশ” গ্রন্থে প্রজাপতিবিজ্ঞা নামক পঞ্চমাধ্যায়ে ৬৮ হইতে ৭৫ শ্লোকে বর্ণন করিয়াছেন ।  
সেই শ্লোকসমূহ চিত্রাঙ্গীর ২৭ঃ শ্লোকের টীকায় ( প্রথম খণ্ডের ১৪৬ পৃষ্ঠায় ) উদ্ধৃত হইয়াছে ।  
তথায় তাহাদের অনুবাদও প্রদত্ত হইয়াছে । ১৯

সেই সর্বকামপ্রাপ্তি বিষয়েই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবাক্য [ সঃ অম্মুতে সর্বান্ কামান্ সহ—

\* রামকৃষ্ণকৃত টীকায় উক্ত ছান্দোগ্য উ ৮।১১।৩ এর পাঠ । ইহা বঙ্গদেশীয় অথবা মুন্সীর দেশীয় কোনও সংস্করণ  
পাওয়া খেল না, সেইস্থলের পাঠ “জ্ঞানিভিঃ” ইত্যাদি হলে ‘জ্ঞানিভিঃ বা ন উপজনন্’ ইত্যাদি ।

**দুঃখনিবৃত্তি ও সৰ্বকামাপত্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের অবাস্তব ভেদ ১১৭**

তৈত্তিরীয় উ ২।১।১ ]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও বিপশ্চিৎ ( সৰ্বজ্ঞ ) ব্রহ্মাত্মরূপে সমস্ত কামাবিষয় যুগপৎ ভোগ করেন অর্থাৎ বিমল জ্ঞানে অধিকৃত করেন—অর্থাৎ পাঠ করিতেছেন:—

(গ) উক্ত অর্থেই তৈত্তিরীয় শ্রুতিবচনের অর্থতঃ পাঠ।

**সৰ্বান্ কামান্ সহাপ্নোতি নান্যবজ্জন্মকৰ্ম্মভিঃ ।**

**বৰ্ত্তন্তে শ্রোত্রিয়ে ভোগা যুগপৎ ক্রমবর্জিতাঃ ॥২০**

অর্থ—‘সৰ্বান্ কামান্ সহ আপ্নোতি’। শ্রোত্রিয়ে অন্তবৎ জন্মকৰ্ম্মভিঃ ভোগাঃ ন বৰ্ত্তন্তে যুগপৎ ক্রমবর্জিতাঃ ।

অমুবাদ- জ্ঞানী সমস্ত কামাবস্তাই এককালে উপভোগ করেন। শ্রোত্রিয়ে ( জ্ঞানীতে ) অন্তের অর্থাৎ অজ্ঞব্যক্তির জায় জন্ম ও কৰ্ম্মদ্বারা উপভোগ হয় না কিন্তু কৰ্ম্মভোগসকল ক্রমবর্জিত হইয়া একই কালে জ্ঞানীতে উপস্থিত হয়।

টীকা—ভাল, জ্ঞানীর কৰ্ম্মফলভোগরূপ সমস্ত কামপ্রাপ্তি মানিলে, জন্মান্তবপ্রাপ্তিও মানিতে হয়—এইরূপ আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন—“শ্রোত্রিয়ে ( জ্ঞানীতে ) অন্তের” ইত্যাদি। জ্ঞান দ্বারা সঞ্চিত কৰ্ম্ম দগ্ধ হইয়া যায় এবং প্রারব্ধ কৰ্ম্ম ভোগদ্বারা ক্ষয়প্রাপ্ত হয় বলিয়া এবং আগামী কৰ্ম্মের ফলের অস্পর্শ ঘটে বলিয়া জ্ঞানীর অজ্ঞজনের জায় জন্ম হয় না—ইহাই অর্থ। ২০

এক্ষণে উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় শ্রুতির ও বৃহদারণ্যক শ্রুতির বচনদ্বয় সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন:—

[ যুবা শ্রাব্য সাধুযুবাধায়কঃ আশিষ্ঠঃ দ্রুচিষ্ঠঃ বলিষ্ঠঃ ; তস্য ইয়ম্ পৃথিবী সৰ্ব্বা বিত্তস্ত পূর্ণা শ্রাব্য সঃ একঃ মাহুষঃ আনন্দঃ—তৈত্তিরীয় উ, ২।৮।১ ]—যদি কোন যুবা—সাধুযুবা অধীত দেবেদাদ্য, ক্ষিপ্ৰকারী অথবা যথাক্রমে মাতাপিতা ও আচার্য্য কর্তৃক শিক্ষিত, অতিশয় দৃঢ়, অতিশয় বলবান—এইরূপ আভ্যন্তর সাধনসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, এবং সপ্তসমুদ্রান্ত স্তম্ভকুমারিক! ধনপূর্ণা পৃথিবী যদি তাঁহার বশে থাকে—অর্থাৎ এইরূপ বাহ্যসম্পত্তিসম্পন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার চিত্তপ্রসাদ সমস্ত মাহুষানন্দের সমষ্টিরূপ—ইহাই উক্ত তৈত্তিরীয় শ্রুতি হইতে পাঠ করিতেছেন:—

(ঘ) উক্ত অর্থে তৈত্তিরীয় ও বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন-দ্বয়ের সংক্ষেপে অর্থতঃ পাঠ।

**যুবা রূপী চ বিজ্ঞাবান্ নীরোগো দৃঢ়চিত্তবান্ ।**

**সৈন্তোপেতঃ সৰ্ব্বপৃথ্বীং বিত্তপূর্ণাং প্রপালয়ন্ ॥২১**

অর্থ—যুবা রূপী চ বিজ্ঞাবান্ নীরোগঃ দৃঢ়চিত্তবান্ সৈন্তোপেতঃ বিত্তপূর্ণাং সৰ্ব্বপৃথ্বীং প্রপালয়ন্—

অমুবাদ ও টীকা—যৌবনসম্পন্ন রূপবান্ বিজ্ঞাবান্ নীরোগ দৃঢ়চিত্তযুক্ত, সৈন্তসম্বিত্ত ধনপরিপূর্ণ সমস্ত পৃথিবীর পালনকর্তা—‘যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দ ব্রহ্মবিৎ প্রাপ্ত হন’—এইরূপে পরবর্ত্তী শ্লোকের সহিত এই শ্লোকটি অম্বিত।

( এই অধ্যয় সূচনা করিবার জন্য ২২ শ্লোকের পাতনিকায় টীকাকার জ্ঞানীভে কি প্রকারে সমস্ত আনন্দ সম্ভব—এইরূপ প্রশ্ন উঠাইয়াছেন । ) ২১

ভাল, সার্কভৌম অর্থাৎ রাজচক্রবর্তী হইতে আরম্ভ করিয়া হিরণ্যগর্ভ অর্থাৎ সমষ্টিব্রহ্ম-দেহাভিমাত্রী পর্য্যন্ত জীব অবস্থিত যে আনন্দ—সেই সমস্ত আনন্দ কি প্রকারে জ্ঞানীভে সম্ভব হয় ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া উরু অর্থে—[ সর্কৈঃ মানুয্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নতমঃ—বৃহদা উ, ৪।৩।৩০ ]—সকল আনন্দই জ্ঞানিদ্বারা প্রাপ্ত ব্রহ্মানন্দের অংশ অর্থাৎ আভাসরূপ বলিয়া সকল আনন্দ জ্ঞানীভে সম্ভব এই বৃহদারণ্যক শ্রুতিবচন অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(ঙ) সার্কভৌমাদির আনন্দ  
ব্রহ্মবিদে সম্ভব ।  
**সর্বৈমানুয্যকৈর্ভোগৈঃ সম্পন্নস্তৃপ্তভূমিপঃ ।**  
**যমানন্দমবাপ্নোতি ব্রহ্মবিচ্চ সমশ্লুতে ॥ ২২**

অধ্যয়—সর্কৈঃ মানুয্যকৈঃ ভোগৈঃ সম্পন্নঃ তৃপ্তভূমিপঃ যন্ আনন্দন্ অবাপ্নোতি তন্ চ ব্রহ্মবিৎ সমশ্লুতে ।

অনুবাদ—সর্বমানুয্যানন্দের সমষ্টিরূপ আনন্দপ্রদ ভোগসম্পন্ন, তৃপ্ত সার্ক-ভৌম রাজা যে আনন্দ প্রাপ্ত হন, সেই আনন্দকেও ব্রহ্মবিৎ পাইয়া থাকেন ।

টীকা—“সেই আনন্দকেও”—এই ‘ও’ শব্দদ্বারা গন্ধর্বদিগের আনন্দ হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মার আনন্দ পর্য্যন্ত অপর আনন্দকে বুঝিতে হইবে । এইহেতু রাজার আনন্দের ভ্রায় অস্ত্র আনন্দও জ্ঞানী পাইয়া থাকেন—ইহাই এস্থলে সংক্ষেপে সূচনা করিয়া অগ্রে ২৩ হইতে ৩৭ শ্লোকে তাহার সবিস্তার বর্ণন করিবেন । ২২

ভাল, রাজচক্রবর্তীর ও জ্ঞানীর বিষয়গ্রহণ ত’ তুল্যরূপ নহে । তাহা হইলে আনন্দের প্রাপ্তি কি প্রকারে তুল্যরূপ হইবে ? এইরূপ প্রশ্ন হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে, নির্যপেক্ষতা বা ইচ্ছাভাব উভয়ত্র তুল্যরূপ বলিয়া তৃপ্তি বা আনন্দপ্রাপ্তিও তুল্যরূপ :—

(চ) সার্কভৌমের ( রাজ-  
চক্রবর্তীর ) তৃপ্তি ও  
জ্ঞানীর তৃপ্তি তুল্যরূপ ;  
তাহার হেতু ।  
**মর্ত্যভোগে দ্বয়োর্নাস্তি কামস্তৃপ্তিরতঃ সমা ।**  
**ভোগান্নিকাম্যতৈকস্ম্য পরম্ভাপি বিবেকতঃ ॥ ২৩**

অধ্যয়—দ্বয়োঃ মর্ত্যভোগে কামঃ ন অস্তি, অতঃ তৃপ্তিঃ সমা । একস্ত ভোগাৎ নিকামতা পরম্ভ অপি বিবেকতঃ ।

অনুবাদ—রাজচক্রবর্তী ও বিবেকী উভয়েরই লৌকিক ভোগে স্পৃহা নাই ; এইহেতু তৃপ্তি বা আনন্দভোগ উভয়েরই সমান । তন্মধ্যে একজনের অর্থাৎ ভূপতির ভোগজনিত স্পৃহাভাব এবং অপরের অর্থাৎ জ্ঞানীর বিচারজনিত স্পৃহাভাব । এইহেতু ইচ্ছানিবৃত্তিজনিত তৃপ্তি তুল্যরূপ ।

টীকা—তৃপ্তির তুল্যরূপ হইবার হেতু বলিতেছেন :—“তন্মধ্যে একজনের”—ইত্যাদি । ২৩

জ্ঞানীর যে বিচারজনিত স্পৃহাভাবের কথা বলা হইল তাহার বর্ণন করিতেছেন :—

(৬) বিচারজনিত স্পৃহা-শ্রোত্রিয়ত্বাদেদশাষ্টৈ বোগদোষানবেক্ষতে ।  
ভাবের সবিস্তর বর্ণন ।  
তদ্বিষয়ে প্রমাণ । রাজা বৃহদ্রথো দোষাংস্তান্ গাথাভিরুদাহরৎ ॥ ২৪

অর্থঃ শ্রোত্রিয়ত্বাৎ বেদশাষ্টৈঃ বোগদোষান্ অবক্ষতে । বৃহদ্রথঃ রাজা তান্ দোষান্ গাথাভিঃ উদাহরৎ ।

অনুবাদ—জ্ঞানী শ্রোত্রিয় অর্থাৎ শ্রুতিতত্ত্বজ্ঞ বলিয়া বেদশাস্ত্র প্রভৃতির সাহায্যে ভোগ্যবস্তুতে দোষদর্শন করেন । বৃহদ্রথ রাজা সেই সকল বিষয়গত দোষ কয়েকটি গাথায় বর্ণন করিয়াছেন ।

টীকা—বিষয়গত দোষসমূহ (বেদের) কোন্ শাখায় কোন্ বস্তুর দ্বারা নিরূপিত হইয়াছে? এইরূপ আকাজ্ঞা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন :—মৈত্রায়ণীয় নামক শাখায় (১-৩-৪) কয়েকটি গাথায় অর্থাৎ সুভাষিত বলিয়া সকলেরই নিকট গৌরবপূর্ণ আদরণীয় শব্দ-নিচয়ে সেই বিষয়গত দোষসমূহ কীৰ্ত্তন করিয়াছেন । ইহাট বলিতেছেন—‘বৃহদ্রথ রাজা’ ইত্যাদি । [রাজা ইমাম্ গাথাম্ জগাদ—ভগবন্ অস্থিচক্ষ্মন্নয়ুমজ্জমাংসশুক্ৰশোনিতপ্লেয়াহশ্রদ্বিতে বিগ্নত্রয়াতপিত্তকফসংঘাতে দুর্গন্ধে নিঃসাবে অগ্নিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ । কাম-ক্রোধলোভমোহভয়বিষাদেষ্টেবিয়েোগানিষ্টসংযোগক্ষুৎপিপাসাজরামৃতারোগশোকাত্ত্বৈঃ অভিহতে অগ্নিন্ শরীরে কিম্ কামোপভোগৈঃ ॥ মৈত্রায়ণী উ, ১।৩ (সন্ধিবিচ্ছেদে গাথাভজ্ঞ)]—হে ভগবন্ অস্থি-চক্ষ্ম-শিরা-মজ্জা-মাংস-শুক্ৰ-শোনিত-প্লেয়া-হশ্র দ্বারা ক্লিষ্ট, বিষ্ঠা, মূত্র, বায়ু পিত্ত ও কফের সমষ্টিভূত দুর্গন্ধ নিঃসার এই অপবিত্র ও অনিত্য (স্থূল) শরীরে (শ্রু চক্ষ্মাদি দেবভোগ্য পবিত্র) কাম্য বস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, অপবিত্র বস্তুর সংসর্গে তাহাও অপবিত্র হইয়া যায় । কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, বিষাদ, দ্বেষা, ইষ্টবিয়েোগ, অনিষ্টসংযোগ, ক্ষুধা, পিপাসা, জবা-মৃত্যু-রোগ-শোক প্রভৃতি দ্বারা অভিহত (আক্রান্ত ও অভিভূত) এই হুম্ম শরীরে কাম্যবস্তুর উপভোগের প্রয়োজন কি? কেননা, রজস্তমোগুণদ্বারা অভিভূত হুম্মশরীরে সত্ত্বাবিভাবরূপ সুখ ক্লিকি [সর্বম্ চ ইদম্ ক্ষয়িষু পশ্যামঃ যথা ইমে দংশমশকাদয়ঃ তৃণবনস্পত্যয়ঃ অদ্ভুতপ্রধ্বংসিনঃ । মৈত্রায়ণী উ, ৪]—পরিদৃশ্যমান (ভোগ্য) এই জগৎকেও ক্ষয়িষু দেখিতেছি; যেমনি এই দুঃখভোগপ্রদ দংশমশক, তেমনি এই সুখভোগপ্রদ তৃণশৃঙ্গবনস্পতি সকল ইহাদের বিশেষ বিশেষ আবির্ভাবক ঋতুর তিরোভাবে ইহাদের তিরোভাব । [অথ কিম্ এতৈঃ বা, পরে অস্ত্রে মহাধনুধরাঃ চক্রবর্তিনঃ কেচিৎ সূদ্রাম-ভূরিদ্রাম-ইন্দ্রদ্রাম-কুবলয়াশ্ব-ঘোবনাশ্ব-বদ্রাশ্ব-অশ্বপতি-শশবিশু-হরিশ্চক্স-অশ্বরীষ-ননকু-সর্ঘ্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেনাদয়ঃ । অথ মরুতভরতপ্রভৃতয়ঃ শশবিশু-হরিশ্চক্স-অশ্বরীষ-ননকু-সর্ঘ্যাতি-যযাতি-অনরণ্য-অক্ষসেনাদয়ঃ । অথ মরুতভরতপ্রভৃতয়ঃ রাজানঃ মিশতঃ বজ্রবর্গস্ত মহতীম্ শ্রিয়ম্ ত্যক্তা অস্মাৎ লোকাং অস্মন্ লোকম্ প্রযাভাঃ ইতি ।—মৈত্রায়ণী উ, ৪]—অথবা ইহাদের কথায় প্রয়োজন কি? আরও কত বড় বড় মহাধনুধর কেহ কেহ চক্রবর্তী—যেমন সূদ্রাম, ভূরিদ্রাম, ইন্দ্রদ্রাম, কুবলয়াশ্ব, ঘোবনাশ্ব, বদ্রাশ্ব, অশ্বপতি-শশবিশু-হরিশ্চক্স-



অধরীষ-ননকু-সর্ঘ্যতি-যযাতি-মনরপা-অক্ষসেন প্রভৃতি তিরোহিত হইলেন আবার মরুত ভরত প্রভৃতি যাহারা রাজা ছিলেন, তাহারা বন্ধুগণের নয়ন সমক্ষে, তাহাদিগকে উপেক্ষা করিয়া মহারাজলক্ষ্য পরিভ্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে পরলোকে বা স্বর্গলোকে চলিয়া গেলেন। [ অথ কিম্ এতৈঃ বা পরে অস্তে গন্ধর্বা-অমর-যক্ষ-রাক্ষসভূতগণপিশাচ-উরগগ্রহাদীনাম্ নিরোধম্ পশ্যামঃ । ঐ, ৪ ]—অথবা ইহাদের কথা ছাড়িয়া দাও, আরও কত বড় গন্ধর্ব্ব অমর যক্ষ রাক্ষস ভূতগণ পিশাচ উরগ গ্রহ প্রভৃতিরও প্রণয় দেখিতেছি। [ অথ কিম্ এতৈঃ বা অস্তানাম্ শোষণম্ মহার্ঘ্যনাম্ শিখরিনাম্ প্রপতনম্ ধ্রুবস্ত প্রচলনম্ ব্রহ্ম বাতজঙ্ঘনাম্ নিমজ্জনম্ পৃথিবাঃ স্থানাৎ অপসরণম্ সুরাণাম্ ইতি এতদ্বিধে অগ্নিন্ সংসারে কিম্ কামোগতোগৈঃ । ঐ, ৪ ]—অথবা ইহাদিগেরও কথা ছাড়িয়া দাও, অস্তের অবস্থা দেখ, মহার্ঘ্যও শুকাইয়া যায়, উত্তুঙ্গ পর্ব্বতেরও পতন হয় ধ্রুবও স্থানচ্যুত হয়, বাতরজ্জুগণও অর্থাৎ শিশু-মারুচক্র বন্ধন বাতময় রজ্জুসমূহও ছিন্ন হইয়া যায়, পৃথিবীও একাধারে ডুনিয়া যায়, দেবতাগণও স্বর্গ হইতে বিতাড়িত হন। অতএব এই প্রকার সংসারে কামা বস্তুর উপভোগে কি চিরন্তনী তৃপ্তি আসিতে পারে? ২৪

(ক) বিবেকীর কামনার দেহদোষাংশ্চিন্তদোষান্ ভোগ্যদোষাননেকশঃ ।  
উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত।  
শুন্য বাস্তবে পায়সেনো কামস্তদ্বিবেকিনঃ ॥ ২৫

অর্থ—(এবং বৃহদ্রথঃ) দেহদোষান্ চিন্তদোষান্ অনেকশঃ ভোগ্যদোষান্ উদাহরৎ ।  
শুন্য বাস্তবে পায়সে কামঃ নো, তদ্বৎ বিবেকিনঃ ।

অনুবাদ—এইরূপে সেই রাজা বৃহদ্রথ দেহদোষ, চিন্তদোষ এবং অনেক প্রকার বিষয়দোষ বর্ণনা করিয়াছেন। কুকুর পায়স (ভোজন করিয়া) বমন করিলে তাহাতে অর্থাৎ তাহা ভোজন করিতে যেমন কাহারও প্রবৃত্তি হয় না, সেইরূপ বিবেকী ব্যক্তিরও বিষয়ভোগে প্রবৃত্তি হয় না।

টীকা—বিবেকীর যে ভোগপ্রবৃত্তির উদয় হয় না, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্ত—“কুকুর”—ইত্যাদি। ২৫

১. সার্কভৌম হইতে শ্রোত্রিয়ের অর্পণ জানীর যে উৎকর্ষ তাহা বর্ণন করিতেছেন:—

নিকামত্বে সমেহপ্যত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে ।

(খ) সার্কভৌম হইতে  
জানীর উৎকর্ষ।  
দুঃখমাসৌদ্ভাবিনাশাদিতি ভীরুবর্জতে ॥ ২৬

নোভয়ং শ্রোত্রিয়স্তাত স্তদানন্দোহধিকোহন্যতঃ ।

অর্থ—নিকামত্বে সমে অপি অত্র রাজ্ঞঃ সাধনসঞ্চয়ে দুঃখম্ আসীৎ ইতি ভাবিনাশাৎ ভীঃ  
অনুভবতঃ । শ্রোত্রিয়স্ত উভয়ম্, ন অতঃ তদানন্দঃ অন্ততঃ অধিকঃ ।

দুঃখনিবৃত্তি ও সৰ্বকামাপ্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের অবাস্তব ভেদ ২০১

অনুবাদ—সার্বভৌম রাজা ও জ্ঞানী উভয়ের নিষ্কামতা সমান হইলেও এই নিষ্কামতাজ্ঞানের পূর্বে রাজাকে ভোগসাধন সঞ্চয়ের জন্ত আয়াস স্বীকার করিতে হয় এবং সেইহেতু ভবিষ্যতে পাছে সেই সাধনসমূহ বিনষ্ট হয়, সেইজন্য ভয়ও থাকিয়া যায়। জ্ঞানীর কিন্তু উক্ত উভয় প্রকার দোষই নাই; এইহেতু জ্ঞানীর আনন্দ সার্বভৌমের আনন্দাপেক্ষা অধিক।

টীকা—রাজার সার্বভৌমতা অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীর অধীশ্ববতা জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞরূপ অথবা যুদ্ধরূপ সাধনসাধা এবং পরে তাহার নাশের ভয়ও আছে; এইহেতু দুইটি দোষাক্রান্ত, এইরূপে নান। জ্ঞানীতে কিন্তু তদুভয়ের কোনটিই নাই এইহেতু জ্ঞানীর উৎকর্ষ। ২৬

জ্ঞানীর অন্তঃপ্রকার উৎকর্ষের বর্ণনা করিতেছেন :—

(ক) সার্বভৌম হইতে জ্ঞানীর আরও উৎকর্ষ। গন্ধর্বানন্দ আশাস্তি রাজ্ঞো নাস্তি বিবেকিনঃ ॥ ২৭

অর্থ—রাজ্ঞঃ গন্ধর্বানন্দে আশা অস্তি বিবেকিনঃ ন অস্তি।

অনুবাদ—রাজা গন্ধর্বানন্দের আশা পোষণ করেন, বিবেকী কিন্তু সেইরূপ কোন আশা পোষণ করেন না। এইহেতু জ্ঞানীর অন্তঃপ্রকার উৎকর্ষ।

[ টীকা—ভাগবতে (১১।৮।৪৪) আছে—“আশা হি পরমং হৃৎখং বৈরাগ্যং পরমং সূখম্। যথা সংছিদ্যা কান্তাশাং সূখং সূষাপ পিজলা ॥” আশাই পরম হৃৎখ, আশারাহিতাই পরম সূখ; যেমন উপপতির আগমনের আশা পরিত্যাগ করিলে পর জাগরণ ক্লেশ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া বেস্তা পিজলা সূখে ঘুমাইতে পারিয়াছিল। ২৭ ]

গন্ধর্বানন্দ যে দুইপ্রকার তাহা দেখাইবার জন্ত এখানে দুই শ্লোকদ্বারা গন্ধর্বের প্রকারভেদ দেখাইতেছেন :—

অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ।

(ট) গন্ধর্বানন্দের প্রকার ভেদ। গন্ধর্বত্বং সমাপনো মর্ত্যগন্ধর্ব উচ্যতে ॥ ২৮

পূর্বকল্পে কৃতাত্ পুণ্যাৎ কল্পাদাবেব চেদ্রবেৎ।

গন্ধর্বত্বং তাদৃশোহত্র দেবগন্ধর্ব উচ্যতে ॥ ২৯

অর্থ—অস্মিন্ কল্পে মনুষ্যঃ সন্ পুণ্যপাকবিশেষতঃ গন্ধর্বত্বম্ সমাপনঃ মর্ত্যগন্ধর্বঃ উচ্যতে। পূর্বকল্পে কৃতাত্ পুণ্যাৎ কল্পাদৌ এব গন্ধর্বত্বম্ ভবেৎ চেৎ, তাদৃশঃ অত্র দেবগন্ধর্বঃ উচ্যতে।

অনুবাদ—বর্তমান কল্পে যিনি মনুষ্য থাকিয়া পুণ্যের ফলবিশেষদ্বারা গন্ধর্বত্ব লাভ করিয়াছেন তিনি মনুষ্যগন্ধর্ব, আর পূর্বকল্পে অসৃষ্টিত পুণ্যের ফলে যিনি

বর্তমান কল্পের আদিত্যে গন্ধর্ব্বলাভ করিয়াছেন, সেইরূপ গন্ধর্ব্বকে শাস্ত্রে দেব-  
গন্ধর্ব্ব বলা হইয়াছে।

টীকা—‘মহুগানন্দাপেক্ষা মহুগগন্ধর্ব্বানন্দ শতগুণ’—সুরেশ্বরচাৰ্য্য এই প্রসঙ্গে মহুগগন্ধর্ব্বের  
স্বরূপ বর্ণন করিয়াছেন—“সুগন্ধিনঃ কামরূপা অস্তধানাদিশক্তয়ঃ। নৃত্যগীতাদিকুশলা গন্ধৰ্ব্বাঃ  
স্থানুলোকিকাঃ।” ( তৈত্তিরীয়োপনিষদাষ্ট্যবাস্তিক ৫০২ ) ঐহাদের দেহ সুগন্ধসম্পন্ন, ঐহারা  
ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পারেন, অস্তধানাদি শক্তি ধারণ করেন এবং নৃত্যগীতাদিকুশল তাঁহা-  
দিগকে মহুগগন্ধর্ব্ব বলে। ২৮—২৯

চিরলোকবাসী পিতৃগণের আনন্দ বুঝাইবার জন্ত চিরলোকবাসী পিতৃগণের বর্ণনা  
করিতেছেন :—

(১) পিতৃলোক ও দেবতা-  
অগ্নিস্বাত্তাদয়ো লোকে পিতরশ্চিরবাসিনঃ।

দিগের মধ্যে ভেদ

কল্পাদাবেব দেবতং গত্বা আজানদেবতাঃ ॥ ৩০

অর্থ—লোকে চিরবাসিনঃ অগ্নিস্বাত্তাদয়ঃ পিতরঃ কল্পাদৌ এব দেবতং গতঃ আজানদেবতাঃ।

অনুবাদ—আপনাদের লোকে অর্থাৎ পিতৃলোকে চিরকাল ধরিয়া ঐহারা  
নিবাস করেন, সেই অগ্নিস্বাত্তা প্রভৃতিকে পিতৃগণ বলে। কল্পের আদিত্যে ঐহারা  
দেবতলাভ করিয়াছেন অর্থাৎ দেবতা হইয়া আসিয়াছেন তাঁহারা আজানদেবতা।

টীকা—যাজ্ঞবল্ক্য বলেন—“বসুধৈব কুটুম্বিতাঃ পিতরঃ প্রাকদেবতাঃ। গ্রীণয়ন্তে মহুগাণাং  
পিতৃন প্রাকেন তপিতাঃ” ॥ ( যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি ১।২৬৮ )—বসু রুদ্র আদিত্য, ঐহারাই প্রাকদেবতা  
পিতৃগণ। প্রাকদেবতারা ঐহারা তপিত হইলে ঐহারা মহুগগণের পিতৃদিগকে তুষ্ট করিয়া থাকেন।  
দেবতাদিগের আনন্দ তিনপ্রকার, তাহা বুঝাইবার জন্ত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে দেবতাব বর্ণন  
করিতেছেন :—“কল্পের আদিত্যে” ইত্যাদি। সুরেশ্বরচাৰ্য্য বলেন ( তৈত্তিরীয়োপনিষদাষ্টিক  
৫১৬ )—“আজানো দেবলোকঃ স্ত্রাৎ তজ্জা আজানজাঃ স্তুতাঃ। স্মার্তকর্ম্মকৃতস্তত্র জায়ন্তে দেব-  
ভূমিষ্ণু” —আজান শব্দের অর্থ দেবলোক ; সেইস্থানে ঐহারা জন্মগ্রহণ করেন তাঁহারা আজানজ  
বলিয়া স্বীকৃত হন। ঐহারা স্মার্তকর্ম্ম করেন অর্থাৎ বাপী কুপ তড়াগাদি নির্মাণরূপ সংকাণ্ড  
করেন, তাঁহারা দেবভূমিতে জন্মগ্রহণ করেন। ৩০

অগ্নিন্ কল্পেহশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্।

অবাপ্যাজানদেবৈর্যাঃ পূজ্যাস্তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ ॥ ৩১

অর্থ—অগ্নিন্ কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম কৃত্বা মহৎ পদম্ অবাপ্য যাঃ আজানদেবৈঃ পূজ্যাঃ  
তাঃ কর্ম্মদেবতাঃ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বর্তমান কল্পে অশ্বমেধাদি কর্ম্ম করিয়া ঐহারা মহৎ  
পদ অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যযুক্ত স্থান লাভ করিয়া আজান দেবগণের পূজ্য—সেবার যোগ্য  
হইয়াছেন, তাঁহারা কর্ম্মদেবতা। ৩১

দুঃখনিবৃত্তি ও সৰ্বকামাবাপ্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানন্দের অবাস্তব ভেদ ২০৩

যমায়িমুখ্যাঃ দেবা স্ম্য জ্ঞাতাবিন্দ্রবৃহস্পতী ।

প্রজাপতি বিরাট প্রোক্তো ব্রহ্মাসূত্রাত্মনামকঃ ॥ ৩২

অর্থ—যমায়িমুখ্যাঃ দেবাঃ স্মাঃ, ইন্দ্রবৃহস্পতী জ্ঞাতো ; প্রজাপতিঃ বিরাট প্রোক্তঃ :  
ব্রহ্মসূত্রাত্মনামকঃ ।

অনুবাদ—যম অগ্নি প্রভৃতি মুখ্যদেব । ইন্দ্র ( দেবরাজ ) ও বৃহস্পতি ( দেবগুরু )—ইহারা দুই জ্ঞাত অর্থাৎ প্রখ্যাত । প্রজাপতি বিরাট নামে কথিত হইয়া থাকেন । ব্রহ্মা সূত্রাত্মা অর্থাৎ হিরণ্যগর্ভ নামে অভিহিত হন ।

[ টীকা—যমায়িমুখ্যাঃ দেবাঃ—ইহার অর্থ তিন প্রকাব হইতে পারে, যথা ( ১ ) যম-  
অগ্নি প্রভৃতি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত যে দেবগণ তাঁহারা ই “মুখ্যদেব,” অথবা ( ২ ) যম  
অগ্নি এবং তদুপলক্ষিত বায়ু সূর্য্য, চন্দ্র, রুদ্র প্রভৃতি যে প্রধান দেবগণ তাহারা ই “মুখ্যদেব” ।  
( ৩ ) অথবা “ধরো ঋণতপা সোম আপশ্চিবানিলোহনলঃ । প্রত্নাযশ্চ প্রভাতশ্চ বসবোহষ্টৌ  
প্রকীর্তিতাঃ ॥” ( মিতাক্ষর ২।১০০ )—এই অষ্টবসু, এবং—‘ব্রাহ্মণাংশে’ উল্লিখিত “ধাতা  
মিত্রোহধিমা রুদ্রো বরুণঃ সূর্য্য এব চ । ভগো বিবস্বান্ পুষা চ সবিতা দশমঃ স্মৃতঃ । একাদশতুথা  
তষ্টা বিষ্ণুর্দ্বাদশ উচ্যতে ।”—এই দ্বাদশ আদিত্য বাহারা প্রলয় কালে যুগপৎ উত্থিত হইবেন,  
এবং একাদশ রুদ্র, যথা—অজৈকপাদ, অহিব্রধ, বিরূপাক্ষ, সূর্য্যেখর, জয়ন্ত, বহুরুপ, ত্রাশ্বক,  
অপরাজিত, বৈবস্বত, সাবিত্র ও হর—এই একত্রিশ “মুখ্যদেব” নামে অভিহিত । ] ৩২

সাক্ষভৌমাদি হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মা পর্য্যন্ত সকলেই জ্ঞানী অপেক্ষা নূন, ইহা বুঝাই-  
বার জন্য বলিতেছেন :—

(ড) সাক্ষভৌম । রাজা  
হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত  
সকলেই শ্রোত্রিয়াপেক্ষা  
নিম্নতঃ ।

সাক্ষভৌমাদিসূত্রাত্মা উত্তরোত্তরকামিনঃ ।

অবাস্তবনসগম্যোহয়মাত্মনন্দন্ততঃ পরম্ ॥ ৩৩

অর্থ—সাক্ষভৌমাদিসূত্রাত্মাঃ উত্তরোত্তরকামিনঃ : অবাস্তবনসগমাঃ অয়ম্ আত্মানন্দঃ  
ততঃ পরম্ ।

অনুবাদ—সাক্ষভৌম অর্থাৎ সমস্ত পৃথিবীপতি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত  
উত্তরোত্তর অধিক আনন্দের প্রার্থী কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর এই আত্মানন্দ  
তৎসমুদয় হইতে শ্রেষ্ঠ ।

টীকা—সাক্ষভৌমাদি হইতে সূত্রাত্মা পর্য্যন্ত সকলের আনন্দ হইতে অধিক আনন্দের বর্ণনা  
করিতেছেন, “কিন্তু বাক্য ও মনের অগোচর” ইত্যাদি । যেহেতু এই আত্মানন্দ বাণী ও মনের  
অগোচর, এতহেতু ইহা উক্ত সকল আনন্দাপেক্ষা অধিক ; ইহাই অর্থ । ৩৩

সাক্ষভৌমাদি সকলের আনন্দ শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান, কেননা, শ্রোত্রিয় সেই সকল আনন্দেই  
নিপুণ । এক্ষণে ইহাই বলিতেছেন :—

(৫) সার্বভৌমাদির  
আনন্দ জ্ঞানীতে বিভ-  
মান ; তাহার হেতু ।

তৈত্তৈঃ কাম্যেষু সর্বেষু স্মৃথেষু শ্রোত্রিয়ো যতঃ ।  
নিষ্পৃহস্তেন সর্বেষামানন্দাঃ সন্তি তস্ম্য তে ॥ ৩৪

অর্থ—তৈঃ তৈঃ কাম্যেষু সর্বেষু স্মৃথেষু শ্রোত্রিয়ঃ যতঃ নিষ্পৃহঃ তেন সর্বেষাম্ তে  
আনন্দাঃ তস্ম্য সন্তি ।

অনুবাদ ও টীকা—সেই সেই সার্বভৌম গন্ধর্ব্বাদির কাম্য সকল প্রকার  
স্মৃথে শ্রোত্রিয় নিষ্পৃহ বলিয়া, রাজা প্রভৃতি সকলেরই উক্ত সকল প্রকার আনন্দ  
শ্রোত্রিয়ে বিদ্যমান অর্থাৎ জ্ঞানীর অনুভবগোচর । ৩৪

অষ্টাদশ শ্লোকে যে সর্বকামাপ্তিরূপ অর্থ উপপাদিত হইয়াছে, তাহারই উপসংহার  
করিতেছেন :—

(৭) উপপাদিত অর্থের  
উপসংহার ; সর্বকামাপ্তির  
পক্ষান্তর ।

সর্বকামাপ্তিরেষোক্তা যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা ।  
স্বদেহবৎ সর্বদেহেষ্বপি ভোগান্বেক্ষতে ॥ ৩৫

অর্থ—এবা সর্বকামাপ্তিঃ উক্তা ; যদ্বা সাক্ষিচিদাত্মনা স্বদেহবৎ সর্বদেহেষু অপি  
ভোগান্বেক্ষতে ।

অনুবাদ—এইরূপে সর্বকামাপ্তি বর্ণিত হয় । অথবা সাক্ষিচৈতন্যস্বরূপে  
জ্ঞানী আপনার এই অর্থাৎ লিঙ্গদেহ সম্বন্ধীয় দেহের ছায়, সমস্ত দেহেই ভোগ-  
সমূহকে অবক্ষণ করেন—অনুভব করেন অর্থাৎ অজ্ঞাতস্বরূপে ও অজ্ঞাতস্বরূপে  
সমস্তই সাক্ষিভাষ্য এই সিদ্ধান্তানুসারে অজ্ঞাতস্বরূপে ভোগসমূহের অনুসন্ধান  
করেন ।

টীকা—সর্বকামাপ্তি বিষয়ে অজ্ঞান পক্ষের বর্ণনা করিতেছেন—“অথবা সাক্ষিচৈতন্য  
স্বরূপে” ইত্যাদি । জ্ঞানী যেমন আপন দেহে আনন্দাকার বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, সেই  
প্রকার সার্বভৌমাদি দেহসমূহেও আনন্দাকার বুদ্ধির সাক্ষী হইয়া আনন্দী হন, ইহাই অর্থ । ৩৫

( শঙ্কা ) ভাল, ৩৫ শ্লোকোক্ত প্রকারে অজ্ঞানীরও ত’ সর্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, কেননা,  
সেও স্বরূপতঃ সাক্ষিচৈতন্যরূপ । ( সমাধান ) এইরূপ অশঙ্কা হইতে পারে না ; কেননা, ‘সকল  
দেহে সদবুদ্ধির সাক্ষী হইতেছি আমি’—এই প্রকার জ্ঞান তাহার নাই । সেইহেতু তাহার  
সর্বানন্দ প্রাপ্তি হইবে, এইরূপ আশঙ্কা উঠিতে পারে না, ইহাই বলিতেছেন :—

(৩) অজ্ঞানীর ৩৫  
শ্লোকোক্ত প্রকারে  
সর্বানন্দ প্রাপ্তি নাই ;  
সর্বানন্দ প্রাপ্তি বিষয়ে  
তৈত্তিরীয় শ্রুতির প্রমাণ ।

অজ্ঞান্যাপ্যেতদন্ত্যেব ন তু তৃপ্তিরবোধতঃ ।  
যো বেদ সোহশ্বুতে সর্বান্ কামানিত্যববীক্ষুতিঃ

অর্থ—অজ্ঞান্য অপি এতৎ অন্তি এব ( ইতি চেৎ ) অবোধতঃ তৃপ্তিঃ তু ন । যঃ বেদ  
সঃ সর্বান্ কামান্ অশ্বুতে ইতি শ্রুতিঃ অববীক্ষুতিঃ ।

দুঃখনিবৃত্তি ও সর্বকামাপ্তি—এই দুইটি বিজ্ঞানম্ভের অবাস্তব ভেদ ২০৫

অমুবাদ—অজ্ঞানীও এই সাক্ষিরূপ বলিয়া তাহারও ত' সর্বানন্দ প্রাপ্তি আছেই—যদি এইরূপ বল তবে বলি, তাহার নিজ সাক্ষিরূপতাব জ্ঞান না থাকায় তাহার তৃপ্তি ত' নাই। (তৈত্তিরীয়) ঋতি বলিয়াছেন, যিনি (এই পঞ্চকোশরূপ গুহ্যস্থিত পরমাত্মাকে) জানেন, তিনি সকল প্রকার কামাবস্থা লাভ করিয়া থাকেন।

টীকা—ঋতিবচনটি এই [ যো বেদ নিহিতং গুহ্যায়াম্ পরমে যোমন্ সঃ অশ্রুতে সৰ্বান কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ইতি—তৈত্তিরীয় উ, ২।১ ]—সেই বুদ্ধিরূপ গুহ্যমধ্যে অবস্থিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন তিনি নিজেও বিপশ্চিতং—সৰ্বজ্ঞঃ; তিনি ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কামা বিষয় উপভোগ করেন, অর্থাৎ বিমলজ্ঞানে অধিকৃত হইবেন, এইরূপ অর্থের অমুসরণে, অমুয় করিতে হইবে। ৩৬

এক্ষণে সর্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার বলিতেছেন :—

(৫ সর্বকামাপ্তির তৃতীয় প্রকার।) যদা সৰ্বাত্মতাং স্বস্ম সান্না গায়তি সৰ্বদা ।

অহমন্ তথান্নাদশ্চেতি সাম হৃদীয়তে ॥ ৩৭

অমুয়—যদা স্বস্ম সৰ্বাত্মতাং সান্না (ব্রহ্মস্বরূপেণ) সৰ্বদা গায়তি—অহম্ অমন্ তথা  
৫ অন্নাদঃ ইতি সাম হি অদীয়তে ।

অমুবাদ—অথবা জ্ঞানী নিজের সৰ্বাত্মতা, “সান্না”—ব্রহ্মস্বরূপে অর্থাৎ আপনার ব্রহ্মরূপতা স্থাপন করিয়া সৰ্বদা গান করেন—“অহম্ অমন্ অহম্ অমন্ অহম্ অন্নাদঃ অহম্ অন্নাদঃ”—আমি সর্বভোগ্যরূপ অন্ন এবং সর্বভোক্তরূপ অন্নাদঃ—এইরূপে ‘সাম’ অর্থাৎ সমরূপ ব্রহ্মই অদীত অর্থাৎ গীত হইয়া থাকেন।

টীকা—[ ইমান্ লোকান্ কামান্না কামরূপী অমুসংকরন্ এতৎ সাম গায়ন্ আশ্তে—তৈত্তিরীয় উ, ৩।১৬—৭ \* ] (যিনি জীবাত্মার ও পবমাত্মার অভেদ জানেন তিনি) ‘কামান্না’—অভিলাষামুরূপ অন্ন লাভ করিয়া, কামরূপী—অভিলাষামুরূপ রূপধারী হইয়া এই শাস্ত্র প্রসিদ্ধ ভূবাদিলোক সকলকে আত্মরূপে অমুভব করিয়া, এই আলোচ্য সামকে—সম বলিয়া সমস্ত বস্তু হইতে অভিন্নরূপ ব্রহ্মকে, গান করিয়া অর্থাৎ লোকান্তরগ্রহ করিবার জন্য আপনার কৃতার্থতা

\* এই মন্ত্রটি কৃষ্ণ যজুর্বেদীয় তৈত্তিরীয়োপনিষদের অন্তর্গত। ইহা যে সামবেদের অন্তর্গত নহে তাহা বৃথাইবার জন্য ভাষ্যকার—“এতৎ সাম গায়ন্ আশ্তে” ইহার ব্যাখ্যায় লিখিতেছেন সমস্তাৎ ব্রহ্মেব সাম সর্বান্নিরূপং (সর্বভিন্নরূপম্) গায়ন্ শব্দগুণ আত্মৈকত্বং প্রখ্যাপয়ন্ লোকান্তরগ্রহার্থং তদ্বিজ্ঞানফলং চ অর্থাৎ কৃতার্থত্বং গায়ন্ আশ্তে তিষ্ঠতি”। টীকার রামকৃষ্ণ ঋতিবচনটি বিকৃত ভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। তিনি “কামান্না কামরূপী” স্থলে “কামান্নিকামরূপী” পাঠ করিয়াছেন Col Jacob এই শেবোক্ত পাঠ পান নাই। মূলের ভাষামুবাদকগণও ব্রহ্মের প্রকৃতপাঠ না দেখিয়া “সান্না”—‘সামবেদের মন্ত্রধারা’ এইরূপ অমুবাদ করিয়াছেন অথবা গ্রন্থকার স্বয়ং প্রাকৃত্যকার ব্যাখ্যায় প্রনিধান না করিয়া উক্তরূপ অর্থ বুঝিয়াছেন।



বিভাগমন্দের অবাস্তব ভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা ২০৭

অনুবাদ ও টীকা—পূর্বের অজ্ঞানদশায় এই জ্ঞানীর ঐহিক ও পারত্রিক ভোগসমূহের সিদ্ধির জন্য এবং মুক্তির সিদ্ধির জন্য অনেক কঠব্য ছিল। এক্ষণে এই জ্ঞানদশায় সেই সমস্তই নিষ্পন্ন হইয়া গিয়াছে (তৃপ্তিদীপ, সপ্তমাধ্যায় ২৫৩ শ্লোকের অনুবাদ ও টীকা দ্রষ্টব্য)। ৪০

৭) বর্তমান কৃতকৃত্যতা ও পূর্বের কঠব্য প্রাচুর্য স্বরণ করিয়া জ্ঞানীব তৃপ্তি।

তদেতৎ কৃতকৃত্যত্বং প্রতিযোগিপূরঃসরম্।

অনুসন্দধদেবায়মেবং তৃপ্যতি নিত্যশঃ ॥ ৪১

অর্থ—অয়ম তৎ তেতৎ কৃতকৃত্যত্বম্ প্রতিযোগিপূরঃসরম্ অনুসন্দধৎ এব, এতম্ নিত্যশঃ তৃপ্যতি।

অনুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী সেই (পূর্বের সংক্ষেপে উক্ত) এই (এক্ষণে সবিশেষ বর্ণনীয়) কঠব্যাব্যভাব, পূর্বের কঠব্য প্রাচুর্যের সহিত স্বরণ করেন এবং এইরূপে সর্বদা তৃপ্তিলাভ করেন। ৪১

(৬) জ্ঞানীর ঐহিক কঠব্যাব্যভাব।

দুঃখিনোহজ্ঞাঃ সংসরন্তু কামংপুত্রাণ্যপেক্ষয়া।

পরমানন্দপূর্ণোহহং সংসরামি কিমিচ্ছয়া ॥ ৪২

অর্থ—দুঃখিনঃ অজ্ঞাঃ কামং পুত্রাণ্যপেক্ষয়া, সংসরন্তু; পরমানন্দপূর্ণঃ অহম্ কিমিচ্ছয়া সংসরামি ?

অনুবাদ ও টীকা—দুঃখী অজ্ঞানিগণ যথেষ্ট পুত্রাদি কামনা করিয়া জন্ম-মৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত থাকুক, কিন্তু পরমানন্দপূর্ণ আমি কিসের ইচ্ছায় এই জন্মমৃত্যুপ্রদ ব্যবহারে লিপ্ত হইব ? ৪২

৮) জ্ঞানীর পারলৌকিক কঠব্যাব্যভাব।

অনুতিষ্ঠন্তু কৰ্ম্মাণি পরলোকযিযাসবঃ।

সৰ্বলোকাত্মকঃ কৰ্ম্মাদনুতিষ্ঠামি কিং কথম্ ॥ ৪৩

অর্থ—পরলোকযিযাসবঃ কৰ্ম্মাণি অনুতিষ্ঠন্তু, সৰ্বলোকাত্মকঃ (অহম্) কৰ্ম্মাৎ কিম্ কথম্ অনুতিষ্ঠামি ?

অনুবাদ ও টীকা—পরলোক গমনেচ্ছ লোকে কৰ্ম্মানুষ্ঠান করুক; আমি স্বয়ং সৰ্বলোকস্বরূপ হইয়া কি কারণে, কোন কৰ্ম্ম, কি প্রকারে অনুষ্ঠান করিব ? ৪৩

৯) জ্ঞানীর লোকানুগ্রহ বিষয়ে কঠব্যাব্যভাব।

ব্যচক্ষতাং তে শাস্ত্রাণি বেদানধ্যাপয়ন্তু বা।

যেহত্রাধিকারিণো মে তু নাধিকারোহক্রিয়ত্বতঃ ॥ ৪৪



অম্বয়—যে অত্র অধিকারিণঃ তে শাস্ত্রাণি ব্যাচকতাম্ বা বেদান্ অধাপয়ন্তঃ ; মে তু অক্রিয়ত্বতঃ অধিকারঃ ন ।

অনুবাদ ও টীকা—যে সকল আচার্য্য লোকপ্রবর্তনে অধিকারী তাঁহারা শাস্ত্র ব্যাখ্যান করুন বা বেদের অধাপনা করুন । আমি যেহেতু ক্রিয়াজীন, সেইহেতু লোকপ্রবর্তনায় আমার অধিকার নাই । ৪৪

(জ) জ্ঞানীর দেহ-

নিকাঁহক ভিক্ষাদি-

কর্ণের স্বরূপতঃ অভাব ।

লোকের কল্পনায় জ্ঞানীর

কর্তৃবৃত্তি নাই ।

নিদ্রাভিক্ষে জ্ঞানশৌচে নেচ্ছামি ন করোমি চ ।

দ্রষ্টারশ্চেৎ কল্পয়ন্তি কিং মে স্মাদন্যকল্পনাৎ ॥ ৪৫

অম্বয়—নিদ্রাভিক্ষে জ্ঞানশৌচে ন ইচ্ছামি ন চ করোমি ; দ্রষ্টারঃ চেৎ ( তৎ তৎ ) কল্পয়ন্তি, অন্তকল্পনাৎ মে কিম্ স্মাৎ ?

অনুবাদ ও টীকা—চিদাত্মস্বরূপ আমার স্বরূপতঃ নিদ্রা ভিক্ষা জ্ঞান শৌচ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ইচ্ছা নাই । লোকে যদি সেই সকল কৰ্ম্ম দেখিয়া, আমাতে কল্পনা করে, তাহাতে আমার কি হানি হইতে পারে ? ৪৫

(খ) লোককৃত এইরূপ

কল্পনা বার্থ : দৃষ্টান্ত ।

গুণ্ণাপুণ্ণাদি দহ্যেত নান্যারোপিতবাহিনা ।

নান্যারোপিতসংসারধৰ্ম্মানৈবমহং ভজে ॥ ৪৬

অম্বয়—গুণ্ণাপুণ্ণাদি অন্ত্যারোপিতবাহিনা ন দহ্যেত , এবম্ অন্ত্যারোপিতসংসারধৰ্ম্মান্ অহম্ ন ভজে ।

অনুবাদ ও টীকা—শীত নিবারণের জন্ত বানরাদি ( অগ্নিভ্রমে ) গুণ্ণাফল ভূপ সংগ্রহ করিয়া তাহাতে অগ্নিহ আৰোপ করিলেও, তাহা দহ্ম হইয়া যায় না । সেই প্রকার অজ্ঞলোকে আমাতে সংসার ধৰ্ম্মেব আৰোপ করিলেও আমি তাহা পাইয়া সংসারধৰ্ম্মবান্ হইয়া যাই না । ৪৬

(ঞ) জ্ঞানীর শ্রবণ

মননেও কর্তব্যাত্মক ।

শৃণুত্বজ্ঞাততত্ত্বাস্তে জ্ঞানন্ কস্মাৎ শৃণোম্যহম্ ॥

মন্যন্তাং সংশয়াপন্নান ন মন্যেহহমসংশয়ঃ ॥ ৪৭

অম্বয়—অজ্ঞাততত্ত্বাঃ তে শৃণুত্ব । অহম্ জ্ঞানন্ কস্মাৎ শৃণোমি ? সংশয়াপন্নঃ মন্তস্তাম্ ; অহম্ অসংশয়ঃ ন মন্তে ।

অনুবাদ ও টীকা—যাহারা তত্ত্বজ্ঞানলাভ করে নাই তাহারাই শ্রবণ করুক । আমি তত্ত্ব জানিয়া কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্ত শ্রবণ করিব ? যাহারা সংশয়াপন্ন তাহারাই মনন করুক । আমি সংশয় পরিশূণ্য হইয়াছি বলিয়া মনন করি না । ৪৭

বিজ্ঞানেন্দ্রের অবাস্তব ভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা ২০২

(ট) জ্ঞানীর নিদিধা-  
সনেও- কৰ্ত্তব্যাত্তাব।  
কারণ জ্ঞানী বিপর্যয়-  
জ্ঞানপরিপূর্ণ।

বিপর্য্যস্তো নিদিধ্যাসেৎ কিং ধ্যানমবিপর্য্যয়াৎ ।

দেহাত্মত্ববিপর্য্যাসং ন কদাচিদ্ভুজাম্যহম্ ॥ ৪৮

অর্থ—বিপর্য্যাস্তঃ নিদিধ্যাসেৎ অহম্ দেহাত্মত্ব বিপর্য্যাসম্ কদাচিৎ ন ভুজামি ; অবি-  
পর্য্যয়াৎ কিম্ ধ্যানম্ ?

অনুবাদ ও টীকা—যে ব্যক্তি বিপর্য্যয় ( বিপরীত জ্ঞান ) যুক্ত সেই  
নিদিধ্যাসন করুক। দেহে আত্মতাজ্ঞানরূপ বিপর্য্যয় জ্ঞান আমার কখনই নাই।  
যখন আমার বিপর্য্যয় জ্ঞানই নাই তখন কোন্ ধ্যান আমার কৰ্ত্তব্য ? কোন  
ধ্যানই নহে। ৪৮

(ঠ) ‘আমি মনুষ্য  
ইত্যাদিরূপ ব্যবহার  
বিপর্য্যয় জ্ঞানজনিত না  
হইলেও, চিরাভ্যন্তবাসনা-  
জনিত হইতে পারে।

অহং মনুষ্য ইত্যাদিব্যবহারো বিনাপ্যমুম্ ।

বিপর্য্যাসং চিরাভ্যন্তবাসনাতোহবকল্পতে ॥ ৪৯

অর্থ—অহম্ মনুষ্যঃ ইত্যাদিব্যবহারঃ অমুম্ বিপর্য্যাসম্ বিনা অপি চিরাভ্যন্তবাসনাতঃ  
অবকল্পতে ।

অনুবাদ ও টীকা—‘আমি হইতেছি মনুষ্য’—ইত্যাদিরূপ ব্যবহার এই বিপর্য্যয়  
জ্ঞান বিনাও অনাদিকালের অভ্যাসবশতঃ সংস্কাররূপ বাসনা হইতে জন্মিতে  
পারে। ৪৯

(ড) ব্যবহার প্রারম্ভ-  
জনিত বলিয়া তাহার  
নিবৃত্তির জন্ত ধ্যান  
নিষ্পন্ন।

প্রারম্ভকর্মাণি ক্ষীণে ব্যবহারো নিবর্ত্ততে ।

কর্মাঙ্কয়ে ত্বসৌ নৈব শাম্যোদ্ধ্যানসহস্রতঃ ॥ ৫০

অর্থ—প্রারম্ভকর্মাণি ক্ষীণে ব্যবহারঃ নিবর্ত্ততে । কৰ্ম্মাঙ্কয়ে তু অসৌ ধ্যানসহস্রতঃ  
ন এব শাম্যেৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—প্রারম্ভ কৰ্ম্মের ক্ষয় হইলেই ব্যবহারের নিবৃত্তি হইবে।  
আর কৰ্ম্মের নাশ না হইলে, এই ব্যবহার হাজার ধ্যান করিলেও নিবৃত্ত  
হইবে না। ৫০

(ঢ) ব্যবহারের হ্রাস  
শাখনের জন্ত ধ্যান জ্ঞেয়ঃ  
হইলেও, ব্যবহার জ্ঞানীর  
অবাধক বলিয়া জ্ঞানীর  
ধানে কৰ্ত্তব্যতাভাব।

বিব্রলত্বং ব্যবহৃত্তেরিষ্টং চেদ্ধ্যাননস্ত তে ।

অবাধিকাং ব্যবহৃত্তিং পশ্যন্ ধ্যানাম্যহং কুতঃ ॥ ৫১

অর্থ—ব্যবহৃতঃ বিরলত্ব ইষ্টম্ চেৎ তে ধ্যানম্ অস্ত অহম্ ব্যবহৃত্তিম্ অবাধিকাম্  
পশ্চন্ কৃতঃ ধ্যায়ামি ?

অমুবাদ ও টীকা—জীবমুক্তির বিলক্ষণ সুখের জ্ঞান যদি ব্যবহারের হ্রাস  
সাধন তোমার বাঞ্ছিত হয়, তাহা হইলে ধ্যানামুষ্ঠান হউক। আমি কিন্তু ব্যবহারকে  
আত্মজ্ঞান ও মোক্ষের অবাধক দেখিয়া কেন ধ্যানে প্রবৃত্ত হইব ? ৫১

(গ) সমাধির অনাব-  
শ্যকতা, কেননা সমাধি  
ও বিক্ষেপ উভয়ই  
মনোধর্ম।

বিক্ষেপো নাস্তি যস্মাৎমে ন সমাধিস্তুতো মম।

বিক্ষেপো বা সমাধির্বা মনসঃ স্রাদ্বিকারিণঃ ॥ ৫২

অর্থ—যস্মাৎ মে বিক্ষেপঃ ন অস্তু, ততঃ মম সমাধিঃ ন। বিক্ষেপঃ বা সমাধিঃ বা  
বিকারিণঃ মনসঃ স্রাৎ।

অমুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার বিক্ষেপ নাই, সেইহেতু আমার সমাধিও  
( বা তাহার আবশ্যকতাও ) নাই। চঞ্চলতারূপ বিক্ষেপ এবং একাগ্রতারূপ  
সমাধি এই দুইটিই বিকারী মনের ধর্ম। ৫২

(ত) অমুভবের জ্ঞাত  
জ্ঞানীর সমাধি কর্তব্য  
নহে। কৃতকৃত্যতা ও  
প্রাপ্তপ্রাপ্তা অরূপ  
করিয়াই জ্ঞানীর তরুণ  
নিশ্চয় হয়।

নিত্যানুভবরূপস্য কো মে বাহুভবঃ পৃথক্।

কৃতং কৃত্যং প্রাপনীয়ং প্রাপ্তমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৫৩

অর্থ—( এইটি সপ্তমাধ্যায় বা তৃপ্তিদীপের ২৬৬ শ্লোকরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে ) নিত্যানু-  
ভবরূপস্য মে কঃ বা পৃথক্ অমুভবঃ ? “কৃত্যম্ কৃতম্”, “প্রাপনীয়ম্ প্রাপ্তম্” ইতি এব নিশ্চয়ঃ।

অমুবাদ ও টীকা—নিত্যানুভবরূপ আমার আবার কোন পৃথক বা সম্পা-  
দনীয় অমুভবের অপেক্ষা আছে। কোনও অমুভবের অপেক্ষা নাই। যাহা  
কর্তব্য ছিল, তাহা সম্পাদিত হইয়াছে ; যাহা প্রাপনীয় ছিল তাহা প্রাপ্ত বা  
অধিগত হইয়াছে, ইহাই আমার নিশ্চয়। ৫৩

(খ) প্রারূপপ্রাপ্ত উত্ত-  
মাত্ম ব্যবহার জ্ঞানীর  
ক্ষতিকারক নহে।

ব্যবহারো লৌকিকো বা শাস্ত্রীয়ো বাচ্যথাপি বা।

মমাকর্তুরূপেপশ্য যথারক্ণং প্রবর্ততাম্ ॥ ৫৪

অর্থ—লৌকিকঃ বা শাস্ত্রীঃ বা অজ্ঞথাপি বা ব্যবহারঃ অকর্তৃঃ অলেপশ্চ মম  
যথারক্ণং প্রবর্ততাম্।

অমুবাদ ও টীকা—আমি অকর্তা এবং নিলেপ অর্থাৎ অভোক্তা। লৌকিক

বিজ্ঞানেন্দ্রের অবাস্তবভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্যতা ২১১

বা শাস্ত্রীয় অথবা তদুভয়ভিন্ন ব্যবহার প্রারম্ভবশে আমায় ঘটুক না কেন, তাহাতে আমার ক্ষতি নাই। ৫৪

(দ) লোকানুগ্রহ কামনায় অথবা কৃতকৃত্যোহপি লোকানুগ্রহকাময়া।  
জ্ঞানী শাস্ত্রীয় মার্গে শাস্ত্রীয়েনৈব মার্গেণ বর্তেহহং মম কা ক্ষতিঃ ॥ ৫৫

অর্থ—অথবা অহম্ কৃতকৃত্যঃ অপি লোকানুগ্রহকাময়া শাস্ত্রীয়েণ মার্গেণ এব বর্তে, মম কা ক্ষতিঃ ?

অনুবাদ ও টীকা—অথবা 'আমি কৃতকৃত্য হইয়াও লোকানুগ্রহকামনায় শাস্ত্রীয় পথেই প্রবৃত্ত আছি। তাহাতেই বা আমার ক্ষতি কি? কোনও ক্ষতি নাই। ৫৫

(ধ) উত্তম শাস্ত্রীয় ব্যবহারে দেবার্চনস্নানশৌচভিক্ষাদৌ বর্ততাং বপুঃ।  
প্রবৃত্ত হইলেও জ্ঞানী তারং জপতু বাক্ তদ্বং পঠত্বান্মায়মস্তকম্ ॥ ৫৬

অর্থ—দেবার্চন স্নানশৌচভিক্ষাদৌ বপুঃ বর্ততাম্। বাক্ তারম্ জপতু, তদ্বং আয়ায়-মস্তকম্ পঠতু।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা দেবার্চন স্নান শৌচ ও ভিক্ষাদিতে শরীর প্রবৃত্ত থাকুক অথবা বাগিল্লিয় প্রণব জপ করুক বা বেদান্তশাস্ত্রাধায়ে প্রবৃত্ত হউক। ৫৬

বিষ্ণুং ধ্যায়তু ধীর্যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম্।  
সাক্ষ্যহং কিঞ্চিদপ্যত্র ন কুর্ষে নাপি কারয়ে ॥ ৫৭

অর্থ—ধীঃ বিষ্ণুং ধ্যায়তু যদ্বা ব্রহ্মানন্দে বিলীয়তাম সাক্ষী অহম্ অত্র কিঞ্চিং অপি - কুর্ষে ন অপি কারয়ে।

অনুবাদ ও টীকা—বুদ্ধি বিষ্ণুধ্যান করুক অথবা ব্রহ্মানন্দে বিলীন থাকুক, সাক্ষিস্বরূপ আমি এ বিষয়ে কিছুই করি না অথবা কাহাকেও করাই না। ৫৭

২। প্রাপ্তপ্রাপ্যতা।

(ক) পূর্ণাপর অরণ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া পুনঃ।  
করিয়া জ্ঞানীর তৃপ্তি। তৃপ্যন্নেবং স্বমনসা মন্যতেহসৌ নিরন্তরম্। ৫৮

অর্থ—অসৌ কৃতকৃত্যতয়া তৃপ্তঃ পুনঃ প্রাপ্তপ্রাপ্যতয়া তৃপ্যন্ স্বমনসা নিরন্তরম্ এবম্ মন্ততে।

অমুবাদ ও টীকা—এই জ্ঞানী কৃতকৃত্যতায় তৃপ্ত হইয়া, আবার প্রাপ্ত-প্রাপ্যতায় তৃপ্ত হইয়া নিরন্তর আপনার মনে এইরূপ চিন্তা করিতে থাকেন। ৫৮

ধন্যোহহং ধন্যোহহং নিত্যং স্বাত্মানমঞ্জসা বেদ্বি।

(খ) জ্ঞান ও জ্ঞানফল-

রূপ আনন্দ প্রাপ্তি দ্বারা

জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং ব্রহ্মানন্দো বিভাতি মে

স্পষ্টম্ ॥ ৫৯

অর্থ—নিত্যম্ স্বাত্মানম্ অঞ্জসা বেদ্বি ; অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ; মে ব্রহ্মানন্দঃ স্পষ্টম্ বিভাতি । অহম্ ধন্যঃ ; অহম্ ধন্যঃ ॥

অমুবাদ ও টীকা—আমি আপনার আত্মাকে নিত্য সাক্ষাৎভাবে অনুভব করিতেছি ; এই হেতু আমি ধন্য ; আমি ধন্য ; এবং যেহেতু ব্রহ্মানন্দ আমার নিকট স্পষ্ট প্রতিভাত হইতেছে এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য । ৫৯

(গ) অনর্থ নিবৃত্তি হেতু জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং দুঃখং সাংসারিকং ন বৌক্ষেহহ্য।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং স্বস্ত্যাজ্ঞানং পলায়িতং ক্রাপি ॥

অর্থ—অহা সাংসারিকম্ দুঃখম্ ন বৌক্ষে . অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ . স্বস্ত্য অজ্ঞানম্ ক্রাপি পলায়িতম্ । অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—যেহেতু এক্ষণে সাংসারিক দুঃখ আর দেখিতেছি না, এইহেতু আমি ধন্য (কৃতার্থ) । যেহেতু আত্মবিষয়ক অজ্ঞান কোথায় পলাইয়া গিয়াছে, এইহেতু আমি ধন্য ।

(ঘ) কৃতকৃত্যতা ও প্রাপ্ত-প্রাপ্যতা বশতঃ জ্ঞানীর তৃপ্তি।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং কর্তব্যং মেন বিদ্রতে কিঞ্চিৎ।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং প্রাপ্তব্যং সৰ্ব্বমহ্য সম্পন্নম্ ॥ ৬১

অর্থ—মে কিঞ্চিৎ কর্তব্যম্ ন বিদ্রতে ; অহম্ ধন্যঃ, অহম্ ধন্যঃ । অহা প্রাপ্তব্যম্ সৰ্ব্বম্ সম্পন্নম্ । অহম্ ধন্যঃ অহম্ ধন্যঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—যেহেতু আমার কোন কর্তব্যই নাই, এইহেতু আমি ধন্য । যেহেতু যাহা কিছু প্রাপ্তব্য ছিল, সমস্তই পাইয়াছি, এইহেতু আমি ধন্য, আমি ধন্য । ৬১

(ঙ) জ্ঞানীর নিজ অনুভব নিরূপিত তৃপ্তি অর্জন করিয়া তৃপ্তি।

ধন্যোহহং ধন্যোহহং তৃপ্তমে কোপমা ভবেল্লোকে ॥

ধন্যোহহং ধন্যোহহং ধন্যো ধন্যঃ পুনঃ পুনর্ধন্যঃ ॥

বিজ্ঞানম্দের অবান্তর ভেদ—(৩) কৃতকৃত্যতা, ও (৪) প্রাপ্তপ্রাপ্তব্যতা ২১৩

অর্থ—অহম্ ধাতুঃ অহম্ ধাতুঃ মে তপ্তেঃ লোকে কা উপমা ভবেৎ ? অহম্ ধাতুঃ অহম্  
ধাতুঃ ধাতুঃ পুনঃ পুনঃ ধাতুঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—আমি ধাতু, আমি ধাতু ; সংসারে আমার তৃপ্তির উপমা  
কি হইতে পারে ? এরূপ কিছুই নাই। আমি ধাতু, আমি ধাতু, ধাতু ধন্য বার বার  
ধাতু । ৬২

(৫) এই (শ্লোক  
চতুঃষোক্ত ) ফলের উৎ-  
পাদক পুণ্য ও তৎ-  
সম্পাদক আপনাকে  
স্মরণ করিয়া জ্ঞানীর  
তৃপ্তি ।

অহো পুণ্যমহো পুণ্যং ফলিতং ফলিতং দৃঢ়ম্ ।  
অস্ম পুণ্যস্ম সম্পত্তে রহো বয়মহো বয়ম্ ॥ ৬৩

অর্থ—পুণ্যম্ অহো পুণ্যম্ অহো, দৃঢ়ম্ ফলিতম্ ফলিতম্ অস্ম পুণ্যস্ম সম্পত্তেঃ বয়ম্  
অহো বয়ম্ অহো ।

অনুবাদ ও টীকা—আমার পুণ্য কি বিস্ময়কর, কি বিস্ময়কর—যে পুণ্যের  
অবিনশ্বর ফল ফলিয়াছে ; ফল ফলিয়াছে ; এই পুণ্যাজ্জনকাবী আমি কি  
বিস্ময়কর ! আমি কি বিস্ময়কর ! ৬৩

৭ শাস্ত্র গুরু জ্ঞান  
ও স্মরণ করিয়া  
জ্ঞানীর হৃৎ ।

অহো শাস্ত্রমহো শাস্ত্রমহো গুরুরহো গুরুঃ ।  
অহো জ্ঞানমহো জ্ঞানমহো সুখমহো সুখম্ ॥ ৬৪

অর্থ—শাস্ত্রম্ অহো, শাস্ত্রম্ অহো, গুরুঃ অহো, গুরুঃ অহো ; জ্ঞানম্ অহো, জ্ঞানম্  
অহো ; সুখম্ অহো, সুখম্ অহো ;

অনুবাদ ও টীকা—( বেদান্ত ) শাস্ত্র কি বিস্ময়কর ; কি বিস্ময়কর ; গুরুব  
কি বিস্ময়কর প্রভাব ; কি বিস্ময়কর প্রভাব ; জ্ঞানের মহিমা কি বিস্ময়কর, কি  
বিস্ময়কর ; অহো আনন্দ , অহো আনন্দ ! ৬৪

( ৬ ) অধ্যায়ের উপ  
সংহার ।

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে চতুর্থোধ্যায়ঃ ঈরিতঃ ।  
বিজ্ঞানন্দস্তদ্বৎপত্তিপৰ্য্যন্তোহভ্যাস ইষ্যতাম্ ॥ ৬৫

এই বিজ্ঞানন্দ প্রকরণের অর্থ সমাপ্ত করিতেছেন :—

অর্থ—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে বিজ্ঞানন্দঃ চতুর্থঃ অধ্যায়ঃ ঈরিতঃ । তদ্বৎপত্তিপৰ্য্যন্তঃ  
অভ্যাসঃ ইষ্যতাম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—অধ্যায়পঞ্চকায়ক এই ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিজ্ঞানন্দ নামক চতুর্থ অধ্যায় কথিত হইল। যে পর্য্যন্ত না সেই বিজ্ঞানন্দ উৎপন্ন হয়, সেই পর্য্যন্ত জ্ঞান-মননাদিরূপ অভ্যাস করিতে হইবে—ইহাই অঙ্গীকৃত হইল।

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিজ্ঞানন্দ নামক চতুর্থোধ্যায় বা

পঞ্চদশীর চতুর্দশাধ্যায় সমাপ্ত হইল।

---

# পঞ্চদশী

পঞ্চম অধ্যায়—ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ

শ্রীগণেশায় নমঃ ।

এই প্রকরণের নাম বিষয়ানন্দ । বিষয়লাভাদি বশতঃ বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে, সেট বৃত্তিসমূহে যে বিষয়রূপ !ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকেই বিষয়ানন্দ বলে । তাহাকে ব্রহ্মানন্দের অংশ বা লেশানন্দ বলিয়াও বর্ণনা করা হয় । এষ্ট প্রকরণে প্রধানতঃ সেট বিষয়ানন্দের প্রতিপাদক বলিয়া ইহাকে 'বিষয়ানন্দ' এই নাম দেওয়া হইয়াছে ।

সপ্রপ্রাঞ্চ ব্রহ্মের স্বরূপ বর্ণন ।

১ । ব্রহ্মজ্ঞানে বিষয়ানন্দ নিরূপণের উপকারিতা । বিষয়ানন্দের উপাধিভূত বৃত্তিসমূহের বিভাগ ।

পঞ্চমাধ্যায়ে প্রতিপাদ্য অর্থের বর্ণন করিতেছেন :—

(ক) ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ

ও তাহার জ্ঞানের স্বা-  
স্বরূপ বিষয়ানন্দের নিরূ-  
পণপ্রতিজ্ঞা । তাহা যে  
ব্রহ্মানন্দের অংশ তদ্বিষয়ে  
শ্রুতিপ্রমাণ ।

অথাত বিষয়ানন্দো ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ ।

নিরূপ্যতে দ্বারভূতস্তদংশত্বং শ্রুতির্জগৌ ॥ ১

অর্থ—অথ অত্র ব্রহ্মানন্দাংশরূপভাক্ দ্বারভূতঃ বিষয়ানন্দঃ নিরূপ্যতে ; শ্রুতিঃ  
তদংশত্বম্ জগৌ ।

অনুবাদ—অনন্তর এই পঞ্চদশ প্রকরণে ব্রহ্মানন্দের অংশরূপ বিষয়ানন্দের  
নিরূপণ করা হইতেছে ; কেননা সেই বিষয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দ জ্ঞানের সাধনস্বরূপ ;  
তাহা যে, ব্রহ্মানন্দের অংশ তাহা শ্রুতি বর্ণন করিয়াছেন ।

টীকা—( শঙ্ক ) ভাল, বিষয়ানন্দ সৰ্বলোকবিদিত বা লোকব্যবহারলভ্য বলিয়া  
মোক্ষশাস্ত্রে তাহার নিরূপণ বৃত্তিযুক্ত নহে, এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন যে  
বিষয়ানন্দ লোকপ্রসিদ্ধ হইলেও তাহা ব্রহ্মানন্দের একাংশরূপ বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞানে তাহার উপ-  
যোগিতা ; তাহার নিরূপণ অযুক্ত নহে । সেই ব্রহ্মানন্দ কি প্রকার ? তদ্বস্তুরে বলিতেছেন  
“দ্বারভূতঃ”—ব্রহ্মানন্দের জ্ঞানের সাধনস্বরূপ অর্থাৎ যেমন দর্পণে প্রতীয়মান মুখপ্রতিবিম্ব,  
বিদ্যমান মুখরূপ বিষয়ে যথাযথরূপে জানিবার দ্বারস্বরূপ সাধন, সেইরূপ বৃত্তিসমূহে প্রতীয়মান



ব্রহ্মানন্দ প্রতিবিম্বরূপ যে বিষয়ানন্দ, তাহা বিজ্ঞান ব্রহ্মানন্দকে যথার্থরূপে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দ-রূপে আনিবার দ্বাররূপ সাধন। এইহেতু এই বিষয়ানন্দের নিরূপণ করা হইতেছে। ১

সেই শ্রুতির আক্ষরিক পাঠ—[ এষঃ অস্ত পরমঃ আনন্দঃ, এতস্ম এষ আনন্দস্য অস্থানি ভূতানি মাত্রাম্ উপজীবন্তি—বৃহদা উ, ৪।৩।৩২ ]—ইহাই ইহার সর্বোত্তম আনন্দ ; অবিদ্যাবশতঃ ব্রহ্ম হইতে পৃথগ্ভাবে প্রকটিত প্রাণিগণ এই পরমানন্দেরই অংশমাত্র উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাই অর্থাৎ পাঠ করিতেছেন।

(খ) উক্ত শ্রুতির অর্থতঃ **এষোহস্ম পরমানন্দো যোহখণ্ডৈকরসাত্মকঃ।**  
পাঠ।

**অন্যানি ভূতান্যেতস্ম মাত্রামেবোপভূঞ্জতে ॥ ২**

অর্থ—যঃ অখণ্ডৈকরসাত্মকঃ এষঃ অস্ত পরমানন্দঃ ; অস্থানি ভূতানি এতস্ম মাত্রাম্ এষ উপভূঞ্জতে।

অমুবাদ ও টীকা—যাহা অখণ্ড একরসস্বরূপ ইহাই ( তাহাই ? ) এই ব্রহ্মের স্বরূপভূত পরমানন্দ। অস্ত অর্থাৎ অবিদ্যাবশতঃ পৃথগ্ভাবে স্থিত প্রাণিগণ এই ব্রহ্মানন্দেরই মাত্রা বা লেশ অনুভব করিয়া থাকে ? ২

এক্ষণে বিষয়ানন্দ যে ব্রহ্মানন্দের লেশ, তাহা দেখাইবার জন্য সেই বিষয়ানন্দের উপাধি অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহের বিভাগ করিতেছেন :—

গো. অন্তঃকরণ বৃত্তিসমূহ  
গুণত্রয় ভেদে ত্রিবিধ  
শান্ত নামক সার্বিক বৃত্তি  
সমূহের বর্ণন।

**শান্তা ঘোরাস্তথা মূঢ়া মনসো বৃত্তয়স্তিধা।**

**বৈরাগ্যং ক্ষান্তিরৌদার্যামিত্যাভ্যাং শান্তবৃত্তয়ঃ ॥ ৩**

অর্থ—শান্তাঃ ঘোরাঃ তথা মূঢ়াঃ মনসঃ বৃত্তয়ঃ ত্রিধা। বৈরাগ্যম্ ক্ষান্তিঃ ঔদার্যম্ ইত্যাত্মাঃ শান্তবৃত্তয়ঃ।

অমুবাদ—মনের বৃত্তিসমূহ শান্ত, ঘোর ও মূঢ় ভেদে অর্থাৎ সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক ভেদে ত্রিবিধ। বৈরাগ্য, ক্ষান্তি—বিচার বলে হৃৎসহিস্কৃতা, ঔদার্য ইত্যাদি বৃত্তিকে শান্তবৃত্তি বলে।

টীকা—সেই শান্তাদি ত্রিবিধ বৃত্তি যথাক্রমে প্রদর্শন করিতেছেন :—বৈরাগ্য, ক্ষান্তি ইত্যাদি। এই ‘ইত্যাদি’ শব্দদ্বারা গীতোক্ত “অধেষ্ট্‌য়” “অমানিত্‌য়” “অভয়ত্‌য়” ইত্যাদি হৃদিত হইতেছে। শান্তবৃত্তিসমূহ দ্বিতীয় প্রকরণ ‘পঞ্চভূতবিরেকের’ ১৪শ শ্লোকে লক্ষিত হইয়াছে এবং ‘রত্নপিটক গ্রন্থাবলীর’—জীবমুক্তিবিরেকের ৯৩ পৃষ্ঠায় বর্ণিত আছে, অত্র দ্রষ্টব্য। ৩

ব. ঘোর বা রাজসী ও  
মূঢ় বা তামসী বৃত্তির  
বর্ণন।

**তৃষ্ণা স্নেহো রাগলোভাবিত্যাভ্যাং ঘোরবৃত্তয়ঃ।**

**সম্মোহো ভয়মিত্যাভ্যাং কথিতা মূঢ়বৃত্তয়ঃ ॥ ৪**

অর্থ—তৃষ্ণা স্নেহঃ রাগলোভো, ইত্যাত্মাঃ ঘোরবৃত্তয়ঃ, সম্মোহঃ, ভয়ম্ ইত্যাত্মাঃ মূঢ়বৃত্তয়ঃ কথিতাঃ।

অমুবাদ ও টীকা—তৃষ্ণা বা বিষয়াভিলাষ, স্নেহ বা চৈতন্যবিষয়ক প্রেম, রাগ বা দীর্ঘকাল নৈরন্তর্য্যসংকারসেবিত সেই চৈতন্যবিষয়ক প্রেম, লোভ বা বিত্তলালসতা, ইত্যাদি অর্থাৎ দম্ভ-দর্পাদি—‘ঘোর’বৃত্তি এবং সম্মোহ, ভয় ইত্যাদি অর্থাৎ আলস্য প্রভৃতি মূঢ়বৃত্তি বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকে । [ ঘোর ও মূঢ়বৃত্তি-সমূহ—( ভূতবিবেকে ১৪শ ও ১৫শ শ্লোকে লক্ষিত )—ও তাহাদের বিভাগ জীবমুক্তিবিবেকের উক্ত স্থলে দ্রষ্টব্য । ] ৪

২। সকল বৃত্তিতেই চিদংশের ভান, এবং কোন কোন বৃত্তিতে আনন্দের ভান, প্রতিবিম্বস্বরূপ হয় ।

তৃতীয় শ্লোক হইতে উদাহরণ দ্বারা যে বিবিধ প্রকার বৃত্তি বর্ণিত হইল, সেই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চৈতন্যরূপতা প্রতিবিম্বিত হয়, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) সকল বৃত্তিতে  
চিদংশের ভান হয় এবং  
শান্তবৃত্তিসমূহে আনন্দের  
ভান হয় ।

বৃত্তিস্থেতাস্ম সর্বাস্ম ব্রক্ষণশ্চিৎস্বভাবতা ।

প্রতিবিস্বতি শান্তাস্ম সুখঞ্চ প্রতিবিস্বতি ॥ ৫

অর্থ—এতাস্ম সর্বাস্ম বৃত্তিস্থ ব্রক্ষণঃ চিৎস্বভাবতা প্রতিবিস্বতিঃ শান্তাস্ম সুখঞ্চ প্রতিবিস্বতি ।

অমুবাদ—এই সকল বৃত্তিতেই ব্রহ্মের চিদ্রূপতা প্রতিবিম্বিত হইয়া থাকে ; আর শান্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের আনন্দরূপতা বা সুখরূপতাও প্রতিবিম্বিত হয় ।

টীকা—শান্ত নামক সাত্ত্বিক বৃত্তিসমূহে অস্তান্ত বৃত্তি হইতে বিলক্ষণতা বর্ণন কবিতেন—“আর শান্তবৃত্তিসমূহে” ইত্যাদি । মূলে “সুখং চ” এই যে “চ” ( ও ) শব্দের প্রয়োগ তাহা অকণিতা অংশের সংযোজন জ্ঞাত ; এইহেতু শান্তবৃত্তিসমূহে সুখ ও চৈতন্য এই উভয়ই প্রতিবিম্বিত হয় । ৫

পঞ্চম শ্লোকোক্ত অর্থের সমর্থক [ তদেতৎ স্বাষিঃ পশুন্ অবাচ্যং—রূপং রূপং প্রতিকূপো বভূব, তদন্ত রূপং প্রতিচক্ষণায়—বৃহদা উ, ২।৫ ;—মস্ত্ররূপী স্বাষি ইহা দর্শন করিয়া বলিলেন—পরমেশ্বর প্রত্যেক বস্তুর অমুরূপ হইয়াছিলেন ; জগতে আপনার রূপ প্রকাশনার্থ তাঁহার সেই সমস্ত রূপ প্রকটিত হইয়াছিল ] এই শ্রুতিবচন, এবং [ “অতএব চোপমা সূর্য্যাদিবৎ” ( ব্রহ্মসূত্র ৩।২।১৮ )—যেহেতু নিবিশেষ ব্রহ্মই তত্ত্ব সেই হেতু শাস্ত্রে জলসূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, “জলসূর্য্য”—জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্বঃ সূর্য্য এক কিন্তু বিভিন্নাদারস্থ জলরূপ উপাধির দ্বারা তাহার বহুত্ব-ভ্রম হয় । অদ্বয় ব্রহ্মেরও জীব বুদ্ধাদিরূপ উপাধি বশতঃ বহুত্ব-ভ্রম উক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা নিশ্চিত হয় । ] এই ব্রহ্মসূত্রোক্ত অর্থতঃ পাঠ করিতেছেন :—

(খ) উক্ত অর্থের  
সমর্থিকা শ্রুতির অর্থতঃ  
পাঠ এবং ব্রহ্মসূত্রের  
একাল পাঠ ।

রূপং রূপং বভূবাসৌ প্রতিকূপ ইতি শ্রুতিঃ ।

উপমা সূর্য্যাকেত্যাদি সূত্রয়ামাস সূত্রকৃৎ ॥ ৬

অম্বয়—অসৌ রূপম্ রূপম্ প্রতিক্রপঃ বহুভুতীতি শ্রুতিঃ ‘উপমা স্বর্ধ্যক’ ইত্যাদি সূত্রকৃৎ সূত্রায়ামাস ।’

অনুবাদ—এই পরমায়া ভিন্ন ভিন্ন দেহের অনুসরণে তত্তদেহে প্রতিবিম্বরূপ হইলেন—শ্রুতি এইরূপ বলিতেছেন । ব্রহ্মসূত্রকার ভগবান্ ব্যাস সূত্র করিয়াছেন—‘এই হেতু শাস্ত্রে জলস্বর্ধ্যাদির উপমা বা দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে ।’

টীকা—এই ব্রহ্মসূত্রের পূর্বভাগ “অতএব চ ।” আচার্য্য পীতাম্বর এই সূত্রের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার অনুবাদ—‘যেহেতু জীব নিরংশ ব্রহ্মের অংশ হইতে পারে না, এই কারণে জীব জলপ্রতিবিম্বিত স্বর্ধ্যাদির সহিত উপমিত হইতে পারে ।’—এই ব্যাখ্যা কিন্তু ভাষ্যাত্ম-মোদিত নহে । ভাষ্যের অনুবাদ এই—‘যেহেতু আত্মা চৈতন্যস্বরূপ, নির্বিশেষ, বাক্যমানের অগোচর এবং ‘ইহা নহে, ইহা নহে’ বলিয়া যাবতীয় অনাস্ব্যবস্থাব প্রতিবেদ দ্বারা উপদেশ্য ।’ সেই তাঁহার উপাধিজনিত অ-পারমার্থিক বা মিথ্যা বিশেষবত্তা ( বিশেষযুক্ততা ) দেখাইবার জন্য মোক্ষশাস্ত্রে জলস্বর্ধ্যের দৃষ্টান্ত গৃহীত হইয়াছে, যথা—“যথা হুয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানাপো ভিন্না বহুধৈকোহমুগচ্ছন্ । উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষেবমজোহয়মাত্মা”—“যেমন এই জ্যোতির্ময় স্বর্ধ্য এক অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে প্রতিবিম্বিত হইয়া অনেক হইয়া যান, সেইরূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও মায়ারূপ উপাধি দ্বারা অনেক ক্ষেত্রে বা দেহে অমুগত হইয়া বহুরূপ হইতেছেন ।” ইহার পর ভাষ্যকার ব্রহ্ম-বিন্দুপনিষৎ হইতে দ্বাদশ মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা বিস্তারণা স্বামী কর্তৃক এই অধ্যায়ে সপ্তমশ্লোকরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে । ৬

স্বরূপতঃ এক বা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপাধিসম্বন্ধবশতঃ নানাত্ব বিষয়ে শ্রুতিবচন পাঠ করিতেছেন :—

(গ) স্বরূপতঃ এক  
হইয়াও উপাধিবশতঃ  
নানা হইতে পারে, এই  
অর্থের শ্রুতিবচন পাঠ ।

এক এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ।

একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ৭

অম্বয়—একঃ এব হি ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ ; জলচন্দ্রবৎ একধা চ বহুধা এব দৃশ্যতে ।

অনুবাদ ও টীকা—ভূতাত্মা অর্থাৎ সর্বভূতের নিজরূপ ব্রহ্ম একমাত্র বা অদ্বিতীয় হইয়াও সকল প্রাণিশরীরে অবস্থিত রহিয়াছেন । চন্দ্র যেমন এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন আধারস্থিত জলে অনেক হইয়া প্রতিবিম্বিত হন, সেইরূপ ব্রহ্ম এক হইয়াও জীবরূপে বহু প্রকারের বলিয়াই দৃষ্ট হন । ৭

ভাল, নিরবয়ব বা বিভাগরহিত ব্রহ্মের কোথাও অর্থাৎ রাজস তামস বৃত্তিতে কেবল চৈতন্যের ভান অন্তর্য্য অর্থাৎ সাত্বিক বৃত্তিতে চৈতন্য ও আনন্দ উভয়েরই ভান হয়, এইরূপ বিভাগ-করণ যুক্তিযুক্ত নহে—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া চন্দ্রের দৃষ্টান্ত দ্বারা পরিহার করিতেছেন :—

(ঘ) বৃত্তিসমূহের ভেদ  
বশতঃ ব্রহ্মের বিরূপতা;  
তদ্বিবয়ে দৃষ্টান্ত।

জলে প্রবিষ্টঃ চন্দ্রোহয়ম্পষ্টঃ কনুযে জলে ।

বিস্পষ্টো নির্মলে তদ্বদ্বৈধা ব্রহ্মাপি বৃত্তিষু ॥ ৮

অর্থ—জলে প্রবিষ্টঃ অয়ম্ চন্দ্রঃ কনুযে জলে অস্পষ্টঃ নির্মলে বিস্পষ্টঃ তদ্বৎ ব্রহ্ম  
অপি বৃত্তিষু বৈধা ।

অনুবাদ—যেমন জলে প্রবিষ্ট অর্থাৎ প্রতিবিস্তৃত এই চন্দ্র, জল মলিন হইলে  
অস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হন এবং জল নিষ্কল হইলে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হন,  
সেই প্রকার ব্রহ্মও বৃত্তিসমূহে দুই প্রকারে প্রতীয়মান হন ।

টীকা—দৃষ্টান্ত দ্বারা উক্ত অর্থ দার্ষ্টান্তিক যোজনা করিতেছেন—“সেই প্রকার” ইত্যাদি । ৮

উক্ত অষ্টম শ্লোকোক্ত অর্থ বৃত্তি দ্বারা প্রতিপাদন করিতেছেন :—

(ঙ) বৃত্তি দ্বারা উক্ত  
অর্থের প্রতিপাদন ।

ঘোরমূঢ়াসু মালিত্যাং সুখাংশচ তিরোহিতঃ ।

ঈষন্নৈর্মল্যাতত্ত্ব চিদংশপ্রতিবিস্বনম্ ॥ ৯

অর্থ—ঘোরমূঢ়াসু মালিত্যাং সুখাংশঃ চ তিরোহিতঃ ; ঈষন্নৈর্মল্যাতঃ তত্ত্ব চিদংশ-  
প্রতিবিস্বনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে মলিনতা হেতু ব্রহ্মের আনন্দাংশ  
তিরোহিত হয় এবং ঈষন্নৈর্মলতা হেতু সেই ঘোর ও মূঢ় বৃত্তিসমূহে চিদংশ  
প্রতিবিস্তৃত হয় । ৯

ভাল, উক্ত দৃষ্টান্তে চন্দ্রের উপাধিরূপ জল দুই প্রকার বলিয়া, আংশিক ভান উপপন্ন  
হয় বটে, কিন্তু আলোচ্য বিষয়ে উপাধিভূত অন্তঃকরণ এক বলিয়া একাংশের ভান ত’ যুক্তিযুক্ত  
হয় না—এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া অত্র দৃষ্টান্ত দিতেছেন :—

(চ) অষ্টম শ্লোকোক্ত  
অর্থ অত্র দৃষ্টান্ত ।

যদ্যপি নির্মলে নীরে বহ্নেরৌষ্যস্ত সংক্রমঃ ।

ন প্রকাশস্ত তদ্বৎ স্ফাচ্চিন্নাত্রোদ্ভূতিরৈব চ ॥ ১০

অর্থ—যদ্যপি নির্মলে নীরে অপি বহ্নেঃ ঔষ্যস্ত সংক্রমঃ প্রকাশস্ত ন, তদ্বৎ চিন্নাত্রোদ্ভূতিঃ  
এব চ স্ত্যৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—অথবা যেমন নির্মল জলেও ( প্রক্ষিপ্ত ) বহ্নির কেবল  
উষ্ণতাই সংক্রামিত হয়, প্রকাশ সংক্রামিত হয় না, সেই প্রকার ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিসমূহে  
কেবল চিদংশেরই আবির্ভাব বা ভান হয়, আনন্দাংশের ভান হয় না । ১০

(ছ) শাস্ত্রবৃত্তি সমূহে  
চৈতন্য ও আনন্দ  
উভয়েরই প্রতীতি হয় ;  
তদ্বিবয়ে দৃষ্টান্ত ।

কার্ঠে হৌষ্যপ্রকাশৌ দাবুদ্ধবৎ গচ্ছতো যথা ।

শান্তাসু স্খচৈতন্যে তথৈবোদ্ভূতি মাপ্নুতঃ ॥ ১১

অঘর—কাঠে তু যথা ঔক্ষ্যপ্রকাশো যৌ উত্তরম্ গচ্ছতঃ, তথা এব শাস্তাসু স্মৃচৈতন্তে  
উত্ত্বতিম্ আপ্নুতঃ ।

অমুবাদ ও টীকা—কিন্তু কাঠে যেমন অগ্নির উষ্ণতা ও প্রকাশ উভয়ই  
আবির্ভাব প্রাপ্ত হয় সেই প্রকার শাস্তবৃত্তিসমূহে আনন্দ ও চৈতন্ত্য উভয়ই আবির্ভাব  
প্রাপ্ত হয় । ১১

ভাল, দৃষ্টান্তে, জল ও কাঠ উভয়ই তুল্যরূপে ভৌতিক বা জড় ; তন্মধ্যে জলে অগ্নির  
আংশিক প্রবেশ হয়, কাঠে পূর্ণ প্রবেশ হয় ; আবার দাঠ্যাস্তে, ঘোর-মূঢ়বৃত্তি ও শাস্তবৃত্তি  
উভয়ই তুল্যরূপে বৃত্তি ; তন্মধ্যে ঘোর-মূঢ়বৃত্তিতে ব্রহ্মের আংশিক প্রবেশ, শাস্তবৃত্তিতে পূর্ণ  
প্রবেশ—এইরূপ ব্যবস্থা কি প্রকারে করিতে পারেন ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে  
বলিয়া বলিতেছেন :—

(জ) উক্ত ব্যবস্থার বা  
নিয়ম স্থাপনের কারণ ;  
আর নিজ অমুভূতিই  
নিয়ামক প্রমাণ ।

বস্তুস্বভাবমাশ্রিত্য ব্যবস্থা তুভয়োঃ সমা ।

অমুভূত্যানুসারেণ কল্যাতে হি নিয়ামকম্ ॥ ১২

অঘর :—বস্তুস্বভাবম্ আশ্রিত্য তু উভয়োঃ ব্যবস্থা সমা ; অমুভূত্যানুসারেণ হি নিয়ামকম্  
কল্যাতে ।

অমুবাদ—দৃষ্টান্ত দাঠ্যাস্ত উভয় স্থলেই জল কাঠাদিরূপ এবং ঘোর-শাস্তাদি-  
বৃত্তিরূপ বস্তুর স্বভাব ধরিয়া তুল্যরূপ ব্যবস্থা হইয়া থাকে । নিজ অমুভূতি  
অনুসারেই সেই সেই ব্যবস্থার নিয়ামক\* প্রমাণ কল্পিত হয় ।

টীকা—সেই তুল্যরূপ ব্যবস্থার নিয়ামক প্রমাণ কি হইবে ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে  
পারে বলিয়া বলিতেছেন—“নিজ অমুভূতি অনুসারেই” ইত্যাদি । ১২

৩। শাস্ত এবং ঘোর মূঢ় বৃত্তিসমূহে যথাক্রমে স্মৃৎ ও চুঃখের অনুভব :  
তদনুসারে ব্রহ্মের সং-চিৎ-আনন্দ রূপ তিন অংশের ব্যবস্থাপূর্বক বর্ণন ।

এক্ষণে উক্ত অমুভূতি প্রদর্শন করিতেছেন :—

(ক) উক্ত অমুভূতির  
মধ্যে, শাস্ত বৃত্তিতে  
কোথাও কোন স্বখের  
আভিলাষ ।

ন ঘোরাস্ম ন মূঢ়াস্ম স্মৃথানুভব ইক্ষ্যতে ।

শাস্তাস্মপি ক্ৰাচিৎ ক্রাচিৎ স্মৃথাতিশয় ইক্ষ্যতাম্ ॥ ১৩

\* দৃষ্টান্তে নিয়ামক হইতেছে—বস্তুস্বভাব যাহা প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ দ্বারা নিরূপিত হয়। দাঠ্যাস্তে নিয়ামক  
হইতেছে—অমুভূতির অশ্রুতা অমুপ পত্তিরূপ অর্থাৎ পত্তি প্রমাণ অর্থাৎ শাস্তবৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের পূর্ণতর প্রকাশ বিনা স্মৃ-  
ভূতি অনুপপন্ন হয়। স্বভাব বাদে যথা কাঠে যে ঔক্ষ্যপ্রকাশের আবির্ভাব তাহা অশ্রুতা উপপন্ন হইতে পারে।  
এইরূপে অমুভবানুসারে প্রমাণ করিয়া আচার্য্য পীতাম্বর “তুভয়োঃ” হলে “তুভয়োঃ” পাঠ ধরিয়াছেন। তিনি বোধহয়  
“তুভয়োঃ” দ্বারা জল ও কাঠরূপ ভূত বা বুলভূত কার্য্যের বর্ণনাছেন অথবা জল কাঠাদির উপাদান হস্তভূত এবং  
শাস্তাদি বৃত্তির উপাদান হস্তভূত এই দুই ভূত বুঝাইতে চাহেন। বাহা হউক সর্ব্বত্র গৃহীত “উত্তরোঃ” পাঠই  
বিধকত্তর সমীচীন ।

অন্থয়—ন ঘোঁৰাস্থ ন মূঢ়াস্থ সুখানুভবঃ স্ৰীক্যাতে । শাস্তাস্থ অপি কচিৎ কশ্চিৎ সুখাতি-  
শয়ঃ স্ৰীক্যতাম্ ।

অনুবাদ—ঘোঁৰবৃত্তিসমূহে এবং মূঢ়বৃত্তিসমূহে সুখানুভব দেখিতে পাওয়া যায় না । শাস্তবৃত্তিসমূহেও কোথাও (কোন বৃত্তিতে) কোথাও সুখের আশ্বিক্য কোথাও ন্যূনতা এইরূপ জানিতে হইবে ।

টীকা—শাস্ত বৃত্তিসমূহেও যে আনন্দানুভব হয়, তাহা কোন স্থলে ইচ্ছা বস্তুর অরণে বা দৰ্শনে বা লাভসম্ভাবনায় অন্তঃস্থ, কোথাও বা তাহার লাভে 'মোদ' বা অধিক সুখ, কোথাও বা তাহার ভোগে 'প্ৰমোদ' বা অধিকতর সুখ এইরূপে সুখের ভাবতমোর ভান হয়, ইহাই অর্থ । ] ১৩

চতুৰ্থ শ্লোকে ঘোঁৰ ও মূঢ় বৃত্তিতে যে সুখাভাব বৰ্ণিত হইয়াছে, তাহাকেই দৃষ্টান্ত দ্বারা আকার দিয়া দেখাইতেছেন :—

গৃহক্ষেত্ৰাদিবিষয়ে যদা কামো ভবেত্তদা ।  
গৃহে ঘোঁৰ ও মূঢ়বৃত্তিতে  
সুখের অভাব এবং  
দুঃখাদির সম্ভাব ।  
রাজসম্ভ্ৰাম্য কামস্ৰ ঘোঁৰদ্ব্যন্তত নো সুখম্ ॥ ১৪

অন্থয়—গৃহক্ষেত্ৰাদিবিষয়ে যদা কামঃ ভবেৎ তদা বাজসম্ভ্ৰাম্য অস্ৰ কামস্ৰ ঘোঁৰদ্ব্যন্ত  
তত্ৰ সুখম্ নো ।

অনুবাদ ও টীকা—গৃহক্ষেত্ৰাদিবিষয়ে যখন ইচ্ছা জন্মে, তখন রজ্জোপ্তণের  
কাৰ্য্য এই কাম ঘোঁৰবৃত্তি বলিয়া তাহাতে সুখানুভব হয় না । ১৪

সিধ্যেন্ন বেত্যন্তি দুঃখমসিকৌ তদ্বিবদ্ধতে ।  
প্ৰতিবন্ধে ভবেৎ ক্ৰোধো দ্বেষো বা প্ৰতিকূলতঃ ॥ ১৫

অন্থয়—সিধ্যেন্ন বা ন ইতি দুঃখম্ অস্তি, অসিকৌ তৎ বিবদ্ধতে, প্ৰতিবন্ধে ক্ৰোধঃ ভবেৎ  
বা প্ৰতিকূলতঃ দ্বেষঃ ।

অনুবাদ ও টীকা—এই বিষয়জনিত সুখ সিদ্ধ হইবে কি না, এইরূপ  
সংশয় হইলে দুঃখ উপস্থিত হয় ; অসিদ্ধ হইলে, সেই দুঃখ বন্ধি পায় ; তাহাতে  
প্ৰতিবন্ধ বা নিষেধ ঘটিলে ক্ৰোধ উৎপন্ন হয় কিম্বা সুখ-প্ৰতিকূল দুঃখের প্ৰতি  
দ্বেষ উৎপন্ন হয় ।

টীকা—সুখাভাব বিষয়ে অস্ত্ৰ কাৰণ বলিতেছেন—সেই সুখ প্ৰতিবন্ধ মথো সুখ প্ৰতিকূল  
যে দুঃখ তাহা থাকিয়া যাইলে দ্বেষ উৎপন্ন হয়, ইহাই অর্থ । ১৫

সুখপ্ৰতিবন্ধ নিবারণের উপায় অসাধ্য হইলে যে বিষাদ বা খেদ জন্মে, তাহা তামস-  
গতি বলিয়া তাহাতে সুখ নাষ্ট, ইহাই বলিতেছেন :—

অশক্যশ্চেৎ প্রতীকারো বিষাদঃ স্রাৎ স তামসঃ ।

ক্রোধাদিষু মহদুঃখং সুখশঙ্কাপি দূরতঃ ॥ ১৬

অর্থ—প্রতীকারঃ অশক্যঃ চেৎ, বিষাদঃ স্রাৎ সঃ তামসঃ । ক্রোধাদিষু মহৎ দুঃখং সুখশঙ্কা অপি দূরতঃ ( তিষ্ঠতি ) ।

অনুবাদ—প্রতিবন্ধের প্রতিকার বা নিবৃত্তির উপায় যখন অসাধ্য হয় তখন বিষাদ জন্মে ; তাহা ত তমোগুণের কার্য্য ; ক্রোধাদিতে দুঃখ অত্যন্ত, সুখের সম্ভাবনাও সুদূর ।

টীকা—শ্লোকের শেষাঙ্গে অর্থ স্পষ্ট । ১৬

(গ) শান্তবৃত্তিসমূহে কাম্যলাভে হর্ষবৃত্তিঃ শান্তা তত্র মহৎ সুখম্ ।  
সুখের ভারতম্য ।

ভোগে মহত্ত্বং লাভপ্রসক্তাবীষদেব হি ॥ ১৭

অর্থ—কাম্যলাভে শান্তা হর্ষবৃত্তিঃ, তত্র মহৎ সুখম্ ; ভোগে মহত্ত্বম্ ; লাভপ্রসক্তো দ্বেষৎ এব ।

অনুবাদ ও টীকা—বাহিত বস্তুর লাভ হইলে হর্ষরূপ শান্তবৃত্তি হয় ; তাহাতে মহৎ সুখ জন্মে ; তাহার ভোগে সুখ মহত্ত্ব ; তাহার লাভ সম্ভাবনায় সুখ অল্প । ১৭

(ঘ) সুখমাত্রই ব্রহ্ম-মহত্ত্বমং বিরক্তৌ তু বিজ্ঞানন্দে তদীরিতম্ ।  
প্রতিবিম্ব । অন্তর্মুখ শান্তবৃত্তিসমূহে সেই এবং ক্ষান্তৌ তথৌদার্য্যো ক্রোধলোভানিবারণাৎ  
প্রতিবিম্ব প্রসিদ্ধ ।

অর্থ—বিরক্তৌ তু মহত্ত্বমং, তৎ বিজ্ঞানন্দে ঈরিতম্ এবম্ ক্ষান্তৌ তথা ওদার্য্যো ক্রোধলোভানিবারণাৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—বিষয়ে বৈরাগ্য জন্মিলে যে মহত্ত্বম সুখ উৎপন্ন হয়, তাহা বিজ্ঞানন্দ নামক চতুর্দশ প্রকরণে ২১ হইতে ৩৪ শ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । এই প্রকার ক্রোধ ও লোভের অভাব হেতু ক্ষান্তি ও ওদার্য্যো মহত্ত্বম সুখ হয় । ১৮

যত্নং সুখং ভবেত্তত্তদব্রহ্মৈব প্রতিবিম্বনাৎ ।

বৃত্তিষ্বন্তর্মুখাস্থ্য নিব্বিঘ্নং প্রতিবিম্বনম্ ॥ ১৯

অর্থ—যৎ যৎ সুখম্ তৎ তৎ ব্রহ্ম এব, প্রতিবিম্বনাৎ ভবেৎ । অন্তর্মুখাস্থ বৃত্তিষু অস্ত্র নিব্বিঘ্নম্ প্রতিবিম্বনম্ ।

অনুবাদ—যাহা যাহা সুখ অর্থাৎ সুখ যে কোন প্রকারেই হউক না কেন,

তাহা ব্রহ্ম, কেননা তাহা (বৃত্তিতে) ব্রহ্মেরই প্রতিবিম্বন। বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে এই ব্রহ্মের অর্থাৎ ব্রহ্মানন্দের প্রতিবিম্ব বিঘ্নশূন্য স্পষ্ট হয়।

টীকা—এই প্রকারে (বৃত্তিতে) ব্রহ্মপ্রতিবিম্বই যে সুখ, ইহা ক্ষমা পভূতি অন্তর্মুখ বৃত্তিসমূহে প্রসিদ্ধ, ইহাই বলিতেছেন—“বৃত্তিসকল অন্তর্মুখ হইলে” ইত্যাদি। ১৯

এক্ষণে সর্বত্র ব্রহ্মের স্বরূপের অমুভব দেখাইবার জন্ত, ব্রহ্মের স্বরূপ স্মরণ করিতেছেন :—

(ঙ) ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ  
স্বরূপের স্মরণ ; তন্মধ্যে  
শিলাদি জড়ে কেবল  
সং-রূপেরই সিদ্ধি।

সত্তা চিতিঃ সুখং চেতি স্বভাবা ব্রহ্মণস্তয়ঃ।

মুচ্ছিলাদিষু সন্তৈব ব্যজ্যতে নেতরদ্বয়ঃ ॥ ২০

অর্থ—সত্তা চিতিঃ সুখম্ চ ইতি ত্রয়ঃ স্বভাবাঃ ব্রহ্মণঃ। মুচ্ছিলাদিষু সত্তা এব  
ব্যজ্যতে, ইত্যয়ং দ্বয়ম্ ন।

অনুবাদ ও টীকা—সত্তা, চৈতন্য ও সুখ—এই তিনটি ব্রহ্মের স্বভাব। তন্মধ্যে  
যুক্তিকা প্রস্তর প্রভৃতি জড়ে সত্তাই ব্যক্ত ; অপর দুইটি অর্থাৎ চৈতন্য ও আনন্দ  
ব্যক্ত নহে। ২০

(চ) ঘোর ও মূঢ়রূপ বুদ্ধি-  
বৃত্তিতে সং চিৎ উভয়ের  
এবং শাস্ত্রবৃত্তিতে তিনেরই  
আবির্ভাব—এইরূপে  
সম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন

সত্তা চিতির্দ্বয়ং ব্যক্তং ধৌরন্ত্যোর্ঘোরমূঢ়য়োঃ।

শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ং ব্যক্তং মিশ্রং ব্রহ্মেখমোরিতম্ ॥ ২১

অর্থ—ঘোরমূঢ়য়োঃ ধৌরন্ত্যোঃ সত্তা চিতিঃ দ্বয়ম্ ব্যক্তম্ শান্তবৃত্তৌ ত্রয়ম্ ব্যক্তম্, ইখম্  
মিশ্রম্ ব্রহ্ম দৈরিতম্।

অনুবাদ ও টীকা—ঘোর মূঢ়রূপ বুদ্ধিসমূহে সত্তা ও চৈতন্য এই দুইটিরই  
আবির্ভাব এবং শান্তবৃত্তিসমূহে সত্তা, চৈতন্য ও আনন্দ এই তিনেরই আবির্ভাব।  
এই প্রকারে মিশ্র অর্থাৎ বৃত্তাদি প্রপঞ্চ সহিত ব্রহ্ম কথিত হইল।

টীকা—সম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন হইল, ইহাই বলিতেছেন “এই প্রকাবে” ইত্যাদি। ২১

নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের জ্ঞানের উপায়—মায়াকে পৃথক্ করিয়া।

ব্রহ্মবিচাররূপ ব্রহ্মের ধ্যান।

১। নিম্প্রপঞ্চ ব্রহ্মের বর্ণন ; মায়াস্বরূপের বিভাগ।

ভাল, অমিশ্র ব্রহ্মকে কি উপায়ে জানা যাইবে ? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—

(ক) অমিশ্র ব্রহ্মজ্ঞানের  
উপায়, - জ্ঞান ও যোগের  
বর্ণন।

অমিশ্রং জ্ঞানযোগাভ্যাং তৌ চ পূৰ্ব্বমুদীরিতৌ।

আত্মেহধ্যায়ে যোগচিন্তা জ্ঞানমধ্যায়য়োর্দ্বয়োঃ ॥ ২২

অর্থ—অমিশ্রম্ জ্ঞানযোগাভ্যাম্ তৌ চ পূৰ্ব্বম্ উদীরিতৌ। আত্মে অধ্যায়ে যোগচিন্তা,  
দ্বয়োঃ অধ্যায়য়োঃ জ্ঞানম্।



অনুবাদ—অমিশ্র ব্রহ্মকে জ্ঞান ও যোগ দ্বারা জানিতে হয় ; সেই দুই উপায় পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে। যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে যোগের বিচার করা হইয়াছে ; এবং আত্মানন্দ নামক ও অদ্বৈতানন্দ নামক পরবর্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান উপদিষ্ট হইয়াছে।

টীকা—জ্ঞান ও যোগ পূর্ব্বে কোথায় কথিত হইয়াছে ? তদন্তরে বলিতেছেন—“যোগানন্দ নামক প্রথমাধ্যায়ে” ইত্যাদি। তাহার পরবর্তী দুই অধ্যায়ে জ্ঞান বর্ণিত হইয়াছে, ইহাট বলিতেছেন—“এবং আত্মানন্দ নামক” ইত্যাদি। ২২

ভাল, সং চিং আনন্দ ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝা গেল। মায়ার রূপ কি প্রকার ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(খ. মায়ার স্বরূপ. অসত্তাজাদ্যদুঃখে দে মায়ারূপং ত্রয়ং ত্বিদম্।

তাহাতে অসত্তা ও

জড়তার সমাবেশ।

অসত্তা নরশৃঙ্গাদৌ জাদ্যং কাষ্ঠশিলাদিষু ॥ ২৩

অর্থ—অসত্তাজাদ্যদুঃখে দে ইদম্ ত্রয়ম্ তু মায়ারূপম্ নরশৃঙ্গাদৌ অসত্তা, কাষ্ঠ-শিলাদিষু জাদ্যম্।

অনুবাদ ও টীকা—অসত্তা এবং জড়তা ও দুঃখ এই দুইটি, মোট তিনটি মায়ার রূপ। তন্মধ্যে অসত্তা মনুষ্যশৃঙ্গ প্রভৃতিতে উপলব্ধ হয়, জড়তা কাষ্ঠ-শিলা প্রভৃতি অনির্বচনীয় বস্তুতে (এইরূপে বিচার পূর্ব্বক) বুঝিতে হইবে। ২৩

দুঃখ কোথায় আছে ? এই আশঙ্কার উত্তরে বলিতেছেন :—

(গ. মায়ার দুঃখের সমা-

বেশ ; মায়ার অহন্তব্য

করিয়া শাস্তাদি বৃত্তিতে

মিশ্রব্রহ্মের অনুভবের

উপায়।

ঘোরমূঢ়ধিয়োর্দুঃখমেবং মায়া বিজৃম্বিতা।

শাস্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যেক্যামিশ্রং ব্রহ্মেতি কীৰ্ত্তিতম্ ॥ ২৪

অর্থ—ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্ ; এবম্ মায়া বিজৃম্বিতা, শাস্তাদিবুদ্ধিবৃত্ত্যেক্যামিশ্রং “মিশ্র ব্রহ্ম” ইতি কীৰ্ত্তিতম্।

অনুবাদ—ঘোর ও মূঢ়বুদ্ধিতে দুঃখ, এইরূপে মায়ার প্রকাশ। শাস্তাদি বুদ্ধিবৃত্তির সহিত অভেদবশতঃ ( ব্রহ্মকে একস্থলে ) মিশ্র ব্রহ্ম বলা হইয়াছে।

টীকা—এই প্রকারে মায়া সর্বত্র প্রকাশিত ইহাই বলিতেছেন। শাস্তাদি বৃত্তিসমূহে ব্রহ্মের মিশ্রতা বা সপ্রপঞ্চতা যাহা পূর্ব্বে ২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে তাহার কারণ কি ? তদন্তরে বলিতেছেন—“শাস্তাদি বুদ্ধির সহিত” ইত্যাদি। ২৪

২। ব্রহ্ম ধ্যান—স্বস্তিক তিন প্রকার, অবস্তিক এক প্রকার।

এই ২৩ শ্লোকে যাহা বলা হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন কি ? এইরূপ আশঙ্কা হইতে পারে বলিয়া বলিতেছেন—ব্রহ্মধ্যানই তাহার প্রয়োজন :—

(ক) ২৩ শ্লোকে মায়া-  
বরূপাদি বর্ণনের প্রয়ো-  
জন—ব্রহ্মধ্যান ; তাহার  
প্রকাব।

এবং স্থিতেহত্র যো ব্রহ্ম ধ্যাভূমিচ্ছেৎ পুমানসৌ ।

নৃশৃঙ্গাদিমূপেক্ষেত শিষ্ঠং ধ্যায়েচ্ছাযথম্ ॥ ২৫

অর্থ—এবম্ স্থিতে অত্র যঃ ব্রহ্ম ধ্যাভূম্ ইচ্ছেৎ অসৌ পুমান্ নৃশৃঙ্গাদিম্ উপেক্ষেত ;  
শিষ্ঠম্ যথাযথম্ ধ্যায়েৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—ব্রহ্ম ও মায়াৰ স্বরূপ যখন এইরূপ অবধারিত হইল,  
তখন এ বিষয়ে যে অধিকারী মন্দবুদ্ধি, অথচ ব্রহ্মধ্যান করিতে ইচ্ছু, তিনি  
একান্ত অসৎ মনুষ্য-শৃঙ্গ প্রভৃতি উপেক্ষা করিয়া অর্থাৎ বিস্মৃত হইয়া, অত্র ( সৎ )  
ব্রহ্মের যথাযোগ্য ধ্যান করিবেন—নিরন্তর চিন্তা করিবেন । ২৫

‘অনন্ত ধ্যান করিবেন’ এইরূপ যে বলা হইল, তাহাতে জিজ্ঞাস্য এই—কোথায় কি প্রকারে  
ধ্যান করিতে হইবে ? তদন্তরে বলিতেছেন—

শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্তা সন্মাত্রচিন্তনম্ ।

ত্যক্তা দুঃখং ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ সচ্চিদ্বিচিন্তনম্ ॥ ২৬

অর্থ—শিলাদৌ নামরূপে দ্বে ত্যক্তা সন্মাত্রচিন্তনম্ । ঘোরমূঢ়ধিয়োঃ দুঃখম্ ত্যক্তা  
সচ্চিদ্বিচিন্তনম্ ।

অনুবাদ ও টীকা—শিলা প্রভৃতিতে নামরূপ এই উভয়কে পরিত্যাগ করিয়া  
‘সৎ’মাত্রেরই চিন্তা করিতে হয় এবং ঘোর ও মূঢ়বৃত্তিতে দুঃখ পরিত্যাগ করিয়া  
সত্তা ও চৈতন্যের চিন্তা করিতে হয় । ২৬

সাস্ত্বিক বৃত্তিসমূহে সৎ চিং আনন্দ এই তিনেরই ধ্যান করা উচিত, ইহাই বলিতেছেন :-

শান্তাস্থ সচ্চিদানন্দাংস্ত্রীনপ্যেবং বিচিন্তয়েৎ ।

কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টস্ত্রিংশ্চিন্তাঃ ক্রমাদিমাঃ ॥ ২৭

অর্থ—এবম্ শান্তাস্থ সচ্চিদানন্দান্ ত্রীন্ অপি বিচিন্তয়েৎ ; ইমাঃ ত্রিংশ্চিন্তাঃ ক্রমাৎ  
কনিষ্ঠমধ্যমোৎকৃষ্টাঃ ।

অনুবাদ—এইরূপে শান্তবৃত্তিসমূহে সৎ চিং ও আনন্দ এই তিনেরই চিন্তা  
করিতে হয় । এই ( পূর্ব শ্লোকোক্ত ) তিন প্রকার ধ্যান যথাক্রমে কনিষ্ঠ মধ্যম  
ও উত্তম ।

টীকা—এই তিন প্রকার ধ্যান কি তুল্যরূপ ? তদন্তরে বলিতেছেন—না, “এই তিন  
প্রকার ধ্যান যথাক্রমে” ইত্যাদি । ২৭

এক্ষণে যে ব্যক্তি নিষ্ঠুর ধ্যানের অধিকারী নহেন, তাঁহার প্রতি অল্পগ্রহ করিবার জন্ত—তাঁহার মিশ্র ব্রহ্মধ্যানে অধিকার আছে—এই অতিপ্রার লইয়া বলিতেছেন :—

(খ) নিষ্ঠুর ব্রহ্মধ্যানে মন্দস্য ব্যবহারেহপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ ।  
অনধিকারীই ২৬ শ্লোকোক্ত  
ধ্যানে অধিকারী । উৎকৃষ্টং বক্তুমেবাত্র বিষয়ানন্দ ইরিতঃ ॥ ২৮

অর্থ—মন্দস্য ব্যবহারে অপি মিশ্রব্রহ্মণি চিন্তনম্ উৎকৃষ্টম্ বক্তুমেব অত্র বিষয়ানন্দঃ  
ইরিতঃ ।

অনুবাদ—স্কুলবুদ্ধি পুরুষের ব্যবহারে ও মিশ্রব্রহ্মবিষয়ক চিন্তন উৎকৃষ্ট,  
ইহা বলিবার জন্ত এই প্রকরণে ‘বিষয়ানন্দ’ কথিত হইল ।

টীকা—তাৎপর্য এই যে—যে স্তম্ভবুদ্ধি অধিকারীর বিচারবলে বৃত্তিপ্রভৃতি প্রপঞ্চের  
নিষেধ করিয়া শুদ্ধ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকে জানিবার শক্তি নাই, তিনি বৃত্তি প্রভৃতি প্রপঞ্চরূপ  
ব্যবহারেও যথাক্রমে সং চিং আনন্দের চিন্তা করিয়া পরে সেই অভ্যাসবলে সর্বত্র সচ্চিদানন্দকে  
জানিতে পারিবেন, এই হেতু এই প্রকরণে ‘বিষয়ানন্দ’ বর্ণিত হইল । ২৮

এই প্রকারে সর্বত্র তিন প্রকার ধ্যান বর্ণন করিয়া অবৃত্তিক ধ্যান বর্ণন করিতেছেন :—

(গ) অবৃত্তিক ধ্যান,—  
তাহা ২৬ শ্লোকোক্ত  
তিন প্রকার ধ্যানের  
অপেক্ষায় চতুর্থ । ঔদাসীন্তে তু ধীরত্তেঃ শৈথিল্যাভ্যুত্তমোত্তমম্ ।  
চিন্তনং বাসনানন্দে ধ্যানমুক্তং চতুর্ধ্বম্ ॥ ২৯

অর্থ—ঔদাসীন্তে তু ধীরত্তেঃ শৈথিল্যাং বাসনানন্দে চিন্তনম্ উত্তমোত্তমম্ । চতুর্ধ্বম্  
ধ্যানম্ উক্তম্ ।

অনুবাদ—উক্ত মিশ্র ধ্যান দ্বারা ঔদাসীন্ত জন্মিলে, বুদ্ধিবৃত্তির শিথিলতা  
বশতঃ বাসনানন্দ বিষয়ক ধ্যান জন্মে, তাহা উত্তমোত্তম অর্থাৎ তিন প্রকার ধ্যান  
অপেক্ষাও অধিক । এইরূপে চারিপ্রকার ধ্যান কথিত হইল ।

টীকা—২৬ শ্লোকোক্ত অর্থের উপসংহার করিতেছেন—“এইরূপ চারিপ্রকার” ইত্যাদি । ২৯

৩ । উক্ত চারি প্রকার ধ্যান (পাতঞ্জলোক্ত) ধ্যানের অবাস্তুর ভেদ  
নহে—ইহা ব্রহ্মবিজ্ঞা ।

ভাল, ইহা কি “ধ্যানের” অবাস্তুর ভেদ ? না, এইরূপ নহে, ইহাই বলিতেছেন :—

(ক) উক্ত ধ্যান যোগ-  
শাস্ত্রোক্ত ধ্যানের অবাস্তুর  
ভেদ নহে—তাহা ব্রহ্ম-  
বিজ্ঞা ; তাহার উৎপত্তি-  
প্রকার । ন ধ্যানং জ্ঞানযোগাভ্যাং ব্রহ্মবিজ্ঞৈব সা খলু ।  
ধ্যানে নৈকাগ্র্যমাপন্যে চিন্তে বিজ্ঞা স্থিরীভবেৎ ॥ ৩০

অর্থ—জ্ঞানযোগাভ্যাম্ ধ্যানম্ ন, সা খলু ব্রহ্মবিজ্ঞা এব । ধ্যানে নৈকাগ্র্যমাপন্যে  
চিন্তে বিজ্ঞা স্থিরীভবেৎ ।

অমুবাদ—এই ধ্যানে জ্ঞান ও যোগ উভয়ই থাকায়, ইহা ধ্যান নহে, ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। ধ্যান দ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে সেই সেই বিদ্যা স্থির অর্থাৎ সংশয়-বিপর্যায়রহিত হয়—অজ্ঞানাদি বাধদক্ষা হয়।

টীকা—তাহা যদি ধ্যান না হইল, তবে তাহা কি? এই প্রশ্নকাবে উত্তরে বলিতেছেন— ইহা নিশ্চিতই ব্রহ্মবিদ্যা। এই ব্রহ্মবিদ্যা কি প্রকারে উৎপন্ন হয়? তদুত্তরে বলিতেছেন— “ধ্যানদ্বারা একাগ্রতাপ্রাপ্ত” ইত্যাদি। ৩০

এই ধ্যানরূপী বিদ্যা যে ব্রহ্মবিদ্যা তাহার হেতু :—

বিদ্যায়াম্ সচ্চিদানন্দা অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্।

খ) এই ধ্যান যে ব্রহ্ম-  
বিদ্যা তাহার হেতু।

প্রাপ্য ভাস্তি ন ভেদেন ভেদকোপাধিবর্জ্জনাৎ ॥ ৩১

অর্থ—বিদ্যায়াম্ সচ্চিদানন্দাঃ অখণ্ডৈকরসাত্মতাম্ প্রাপ্য ভাস্তি, ভেদেন ন; ভেদ-  
কোপাধিবর্জ্জনাৎ।

অমুবাদ—এই বিদ্যায় (জ্ঞানে) সং-চিৎ-আনন্দ যাহারা ব্রহ্মস্বভাব, তাহারা অখণ্ড একরসরূপতা প্রাপ্ত হইয়া প্রকাশ পায়, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন হইয়া প্রকাশ পায় না; কেননা, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়।

টীকা—তাৎপর্য এই—প্রথম ধ্যানকালে সং চিৎ আনন্দ—যাহারা ব্রহ্মের স্বভাব তাহারা উপাধিভেদে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া প্রতীত হয়। পরে ধ্যানভাস বশতঃ একাগ্রতাপ্রাপ্ত চিত্তে বিচার দ্বারা উপাধিসমূহ নিবারিত হইলে সং চিৎ ও আনন্দ অখণ্ড একরস হইয়া প্রকাশ পায়। এই হেতু ইহা ব্রহ্মবিদ্যাই, ধ্যান অর্থাৎ উপাসনা নহে; ইহাই অর্থ। ৩১

পূর্বে শ্লোকে যে বলা হইল, ভেদোৎপাদক উপাধিসমূহ তিরোহিত হইয়া যায়। তন্মধ্যে সেই ভেদোৎপাদক উপাধি কি কি তাহাই বলিতেছেন :—

শাস্তা ঘোরাঃ শিলাচ্চাশ্চ ভেদকোপাধয়ো মতাঃ।

গ) ব্রহ্মাণ্ডের ভেদক  
উপাধি হইতেছে বৃষ্টি।

যোগাদ্বিবেকতো বৈষাম্যুপাধোনামপকৃতিঃ ॥ ৩২

অর্থ—শাস্তাঃ ঘোরাঃ চ শিলাচ্চাঃ ভেদকোপাধয়ঃ মতাঃ। যোগাৎ বা বিবেকতঃ এষাম্  
উপাদীনাম্ অপকৃতিঃ।

অমুবাদ—শাস্তবৃষ্টি, ঘোরবৃষ্টি ও বাহ্যবিষয় শিলাদি ইহাদিগকে ভেদক উপাধি বলা হয়। যোগদ্বারা অথবা বিবেক দ্বারা এই সব উপাধি দূরীভূত হয়।

টীকা—এই সকল উপাধির নিবারণের উপায় কি? এই প্রশ্নকার উত্তরে বলিতেছেন :—  
চিত্তের একাগ্রতারূপ যোগ দ্বারা বা বিচার দ্বারা এই উপাধিসমূহ নিবারিত হইয়া থাকে। ৩২

এক্ক্ষেণে কলিতার্থ বলিতেছেন :—

নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে স্বয়ম্প্রভে ।

(ঘ) কলিতার্থ ।

অদ্বৈতে ত্রিপুটী নাস্তি ভূমানন্দোহত । উচ্যতে ॥ ৩৩

অর্থ—স্বয়ংপ্রভে অদ্বৈতে নিরুপাধিব্রহ্মতত্ত্বে ভাসমানে ত্রিপুটী নাস্তি, অতঃ ভূমানন্দঃ উচ্যতে ।

অনুবাদ—স্বয়ংপ্রকাশ নিরুপাধিক অদ্বৈত ব্রহ্মতত্ত্ব অবভাসিত হইলে, তাহাতে আর ত্রিপুটী থাকে না ; এই হেতু তাহাকে ভূমানন্দ বলা হয় ।

টীকা—ত্রিপুটীর ভান হয় না বলিয়া অর্থাৎ তাহাতে জ্ঞান জ্ঞেয় জ্ঞাতা এই ত্রিপুটী অন্তর্ভূত হয় না বলিয়া ইহাকে ভূমানন্দ অর্থাৎ দেশ কাল বস্তুকৃত পবিচ্ছেদ-রহিত বলা হয়, ইহাই অর্থ । ৩৩

এক্ষণে গ্রন্থের উপসংহার করিতেছেন :—

ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমোহধ্যায়ঃ স্মরিতঃ ।

(ঙ) গ্রন্থসমাপ্তি ।

বিষয়ানন্দ এতেন দ্বারেণান্তঃ প্রবিশ্যতাম্ ॥ ৩৪

অর্থ—ব্রহ্মানন্দাভিধে গ্রন্থে পঞ্চমঃ অধ্যায়ঃ স্মরিতঃ বিষয়ানন্দঃ, এতেন দ্বারেণ অন্তঃ প্রবিশ্যতাম্ ।

অনুবাদ—অধ্যায় পঞ্চকাত্মক ব্রহ্মানন্দ নামক গ্রন্থে বিষয়ানন্দ নামক এই পঞ্চম অধ্যায় কথিত হইল । এই বিষয়ানন্দরূপ দ্বারের সাহায্যে ব্রহ্মানন্দে প্রবেশ কর ।

টীকা—এই শ্লোক স্পষ্টার্থ বলিয়া ইহার ব্যাখ্যা নিম্নয়োজন । ৩৪

প্রীয়াদ্ধরিহরোহনেন ব্রহ্মানন্দেন সর্বদা ।

(চ) গ্রন্থাবসানে আশী-

কীদান্নক মঙ্গলাচরণ ।

পায়াচ্চ প্রাণিনঃ সর্বান্ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ ॥ ৩৫

অর্থ—অনেন ব্রহ্মানন্দেন হরিহরঃ সর্বদা প্রীয়াৎ চ স্বাশ্রিতান্ শুদ্ধমানসান্ সর্বান্ প্রাণিনঃ পায়াৎ ।

অনুবাদ ও টীকা—আমাদের এই ব্রহ্মানন্দ নিরূপণ প্রয়াস দ্বারা অভিন্নাত্ম হরিহর নিত্য প্রসন্ন থাকুন এবং আপনার আশ্রিত শুদ্ধচিত্ত প্রাণিগণকে জন্ম-জরামরণাদি দুঃখরূপ সংসার হইতে রক্ষা করুন । ৩৫

ইতি ব্রহ্মানন্দে বিষয়ানন্দ নামক পঞ্চম অধ্যায় সমাপ্ত ।

পঞ্চদশীর পঞ্চদশ প্রকরণ সমাপ্ত ।

পঞ্চদশী সমাপ্ত ।

ওঁতৎসৎ ।

# পঞ্চদশী

## পরিশিষ্ট ঘ

(সমুদায়ের পঞ্চমস্তোত্রের সহিত পাঠ)

ভ্রম বা অধ্যাসের স্বরূপ নিরূপণ।

যে জ্ঞান সংশয় নহে অর্থাৎ ‘সংশয়’ হইতে ভিন্ন, তাহার নাম নিশ্চয়। (সংশয়ের স্বরূপ ও ভেদ অগ্রে ১১।৭ টীকায় দ্রষ্টব্য)। শুক্তির শুক্তিধরূপে যথার্থজ্ঞান এবং শুক্তির রজতধরূপে ভ্রমজ্ঞান, উভয়ই সংশয় হইতে ভিন্ন জ্ঞান বলিয়া—‘নিশ্চয়’রূপ।

ভ্রমের লক্ষণ—‘স্বাভাবাধিকরণাবভাস’—অর্থাৎ যাহাতে যে বস্তু নাই তাহাতে সেই বস্তুর অবভাসকে ‘ভ্রম’ বলে, যেমন শুক্তিতে রজত ভ্রমের স্থলে, “স্ব” শব্দের অর্থ রজত ও রজতের জ্ঞান, তাহার “অভাব” অর্থে শুক্তিতে পারমাধিক ও ব্যাবহারিক ভাবে যে রজতের অভাব তাহার “অধিকরণ” অর্থাৎ অধিষ্ঠান শুক্তি বা শুক্তি-বিশিষ্ট চৈতন্য বা শুক্তিদ্বারা উপহিত চৈতন্য বা ইদমাকার (এই একটা কিছু এই আকারের) বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য ; “অবভাস” অর্থে রজত ও তাহার জ্ঞান, তাহাকেই ভ্রম (বা অধ্যাস) বলা হয়। অথবা অধিষ্ঠান হইতে ভিন্ন সত্তা বিশিষ্ট (সত্তা অগ্রে ব্যাখ্যাত হইতেছে) অবভাসকে ভ্রম ও অধ্যাস বলে। ব্যাকরণের নিয়মানুসারে অর্থাৎ কণ্ববাচ্যে ও ভাববাচ্যে ব্যুৎপত্তি করিলে ‘অধ্যাস’ পদের এবং অবভাস পদের বাচ্যার্থ বিষয় (বা অর্থ) ও জ্ঞান উভয়ই ; তদনুসারে অধ্যাস প্রধানতঃ দুই প্রকারের—অর্থাধ্যাস ও জ্ঞানাধ্যাস। তন্মধ্যে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের ; যথা (ক) কেবল সম্বন্ধ মাত্রের অধ্যাস—যে স্থলে অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস হয়, সে স্থলে কেবল সম্বন্ধাধ্যাস ; যেমন ‘আমি বুঝিতেছি’—এস্থলে বুদ্ধিরূপ অনাত্মায় আত্মার সহিত তাদাত্মা সম্বন্ধ মাত্র অধ্যাস্ত হইয়াছে ; আত্মার সচ্চিদানন্দরূপতা অধস্ত হয় নাই।

(খ) সম্বন্ধ বিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—যে স্থলে আত্মায় অনাত্মার সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যাস্ত হয়, সেই স্থলে সম্বন্ধবিশিষ্ট সম্বন্ধীর অধ্যাস—“আমি মরিলাম কেননা আমার ধেনুটি মরিয়াছে।” এস্থলে আত্মার অনাত্মা ধেনুর সম্বন্ধ ও স্বরূপ উভয়ই অধ্যাস্ত হইয়াছে।

(গ) কেবল ধর্মের অধ্যাস—আমি গৌর আমি অন্ধ,—এস্থলে দেহধর্ম গৌরতা, নেত্রেন্দ্রিয়ের অপটুতা আত্মায় অধ্যাস্ত হইয়াছে ; সমগ্র দেহ বা সমস্ত ইন্দ্রিয় অধ্যাস্ত হয় নাই ।

(ঘ) ধর্মবিশিষ্ট ধর্মীর অধ্যাস—আমি কর্তা, আমি ভোক্তা এই স্থলে আত্মায় কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বরূপ অস্তঃকরণ ধর্মের ও অস্তঃকরণের এই উভয়েরই অধ্যাস ।

(ঙ) অন্তোক্তাধ্যাস—“তপ্তায়ঃপিণ্ডে” লৌহ ও অগ্নির গ্রায় আত্মায় অনাত্মার ( যেমন দেহের ) এবং অনাত্মায় ( যেমন দেহে ) আত্মার অধ্যাস ।

(চ) অগ্ন্যতরাধ্যাস—ইহা দুই প্রকারের হইয়া থাকে :—(১) আত্মায় অনাত্মার অধ্যাস, (২) অনাত্মায় আত্মার অধ্যাস । অনাত্মায় আত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয় না । কিন্তু আত্মায় অনাত্মার স্বরূপের অধ্যাস হয় । ইহাই অগ্ন্যতরাধ্যাস । দুইয়ের মধ্যে একের অধ্যাস হইলে অগ্ন্যতরাধ্যাস হয় । এইরূপে অর্থাধ্যাস অনেক প্রকারের হইয়া থাকে । পূর্বেবাক্ত অধ্যাস লক্ষণ উক্ত সকল স্থলেই খাটে, কোনও ব্যতিক্রম হয় না ।\* অদ্বৈত বেদান্ত সিদ্ধান্তে সকল অধ্যাসের অধিষ্ঠান—চৈতন্য । যেস্থলে রজ্জুতে সর্পপ্রতীতি হয় ; সেস্থলেও “এই-একটা-কিছু” আকারের বৃত্তি দ্বারা অবচ্ছিন্ন চৈতন্য হইতে অভিন্ন ‘রজ্জ্ববচ্ছিন্ন’ চৈতন্যই † সর্পের অধিষ্ঠান ; রজ্জু অধিষ্ঠান নহে । কেননা সর্পের গ্রায় রজ্জুও কল্পিত, এ কল্পিত বস্তু অগ্ন্য কল্পিত বস্তুর অধিষ্ঠান হইতে পারে না । রজ্জুবিশিষ্ট চৈতন্যকে যদি অধিষ্ঠান বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে রজ্জু ও চৈতন্য উভয়কেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয় । আর রজ্জু নিজেই কল্পিত বলিয়া রজ্জুভাগের অধিষ্ঠানতা বাধিত । এই হেতু রজ্জুপহিত চৈতন্যকেই অধিষ্ঠান বলিয়া মানিতে হয় । সেই প্রকার সর্পভ্রমণেও অধিষ্ঠান সাক্ষিচৈতন্য ।

চৈতন্যের সত্তা পারমাণবিক সত্তাই বটে, কিন্তু কাহারও মতে উপাধি রজ্জু ব্যবহারিক বলিয়া, রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যের সত্তাকে ব্যবহারিক সত্তা বলাই সঙ্গত ।

রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্যে চৈতন্যের সত্তা পারমাণবিক হউক বা ব্যবহারিক হউক,

\* উক্ত দৃষ্টান্তসকল অসঙ্গীর্ণ নহে । ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিতে একই দৃষ্টান্তে দুই তিন প্রকারের অধ্যাস পরিলক্ষিত হয় । পরে দেখান যাইবে ।

† অবচ্ছেদ শব্দের অর্থ ( প্রধানতঃ ) অর্থাৎ উপলক্ষণের কথা না ধরিলে বিশেষণ অথবা উপাধি দ্বারা বিশেষ-করণ । কিন্তু এস্থলে “রজ্জ্ববচ্ছিন্ন চৈতন্য”—পদে রজ্জুকে চৈতন্যের ‘বিশেষণ’ বলিয়া বুঝিতে হইবে না অর্থাৎ রজ্জুকে চৈতন্যের ‘স্বরূপে প্রদর্শিত’ বলিয়া বুঝিতে হইবে না । রজ্জু বিশিষ্ট চৈতন্য নহে । রজ্জু চৈতন্যের উপাধি, অর্থাৎ চৈতন্যের স্বরূপে প্রদর্শিত । চৈতন্য ‘রজ্জুপহিত’ । দণ্ড দণ্ডীর বিশেষণ । ‘দণ্ডী গমন করিতেছে’ বলিলে, দণ্ডও গমন করিতেছে বুঝিতে হয় । দণ্ডত্যাগে দণ্ডিত্ব থাকে না

সর্পের এবং সর্পজ্ঞানের সত্তা। প্রাতিভাসিক সত্তা বলিয়া অধিষ্ঠানের সত্তা হইতে তাহাদের বিষম সত্তা। এই হেতু তাহাবা উভয়েই ‘অধ্যাস’।

সত্তা তিন প্রকারেরই হইয়া থাকে ; যথা প্রাতিভাসিক, ব্যাবহারিক ও পারমাণ্বিক। ব্রহ্মজ্ঞান বিনা যে পদার্থের বাধ ( অপরোক্ষ মিথ্যাত্ব নিশ্চয় ) হয় না, কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে ব্যাবহারিক সত্তা বলে। ঈশ্বর সৃষ্টিতেই সেই ব্যাবহারিক সত্তা ; কেননা দেহেন্দ্রিয়াদি প্রপঞ্চ যাহা ঈশ্বর সৃষ্টি, ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না ; ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারাই তাহার বাধ হয়। ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের ব্রহ্মজ্ঞান বিনা নাশ হইতে পারে কিন্তু ব্রহ্মজ্ঞান বিনা তাহার বাধ হয় না। ব্রহ্মজ্ঞানের প্রথমাবস্থায় কাহারও ঈশ্বর সৃষ্টির পদার্থের সেই বাধ বা মিথ্যাত্ব নিশ্চয় হয় না, তাহা ব্রহ্মজ্ঞানের পরেই হইয়া থাকে। সেই হেতু মূল্যবিচার কার্য্য যে জাগ্রদবস্থার পদার্থরূপ ঈশ্বর সৃষ্টি তাহারই ব্যাবহারিক সত্তা। জন্ম-মরণ বন্ধমোক্ষ প্রভৃতি ব্যবহারসাধিকা যে সত্তা বা অবস্থিতি তাহার নাম ব্যাবহারিক সত্তা।

ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই যাহার বাধ হয়, সেই পদার্থের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে। যেমন ব্রহ্মজ্ঞান বিনাই শক্তি, রজু ও মরুভূমির জ্ঞান দ্বারা যথাক্রমে রৌপ্য, সর্প ও জলের বাধ হয়, সেই হেতু রৌপ্যাদিভয়ের প্রাতিভাসিক সত্তা অর্থাৎ যে সত্তা প্রতিভাস বা প্রতীতিমাত্র ( ব্যাবহারিক বা জাগ্রদবস্থার অজ্ঞাননিষ্ঠ নহে ) ; রৌপ্যাদি তুলা অবিচার কার্য্য, অর্থাৎ যে অবিচ্ছা ঘটাদি জড় পদার্থোপহিত চৈতন্যকে আচ্ছাদন করিয়া রাখে তাহারই ফল। এই হেতু তাহাদের সত্তা প্রতীতি মাত্র। তাহাদের সত্তাকে প্রাতিভাসিক সত্তা বলে।

আর কালক্রমে যাহার বাধ হয় না, তাহার সত্তাকে পারমাণ্বিক সত্তা বলে। চৈতন্যের বাধ কোন কালেই হয় না। এই হেতু চৈতন্যের সত্তা পারমাণ্বিক সত্তা। শক্তির ব্যাবহারিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত রজতের প্রাতিভাসিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। ব্রহ্মের পারমাণ্বিক সত্তা এবং তাহাতে আরোপিত জগতের ব্যাবহারিক সত্তা পরস্পর বিষম সত্তা। এই প্রকারে সকল অধ্যাসেই আরোপিত পদার্থ হইতে অধিষ্ঠানের বিষম সত্তা।

যে পদার্থে আধারতা প্রতীত হয় তাহাকেই অধিষ্ঠান বলে। এই আধারতা পারমাণ্বিক হইতে পারে অথবা আরোপিত হইতে পারে। সেই আধারতা পারমাণ্বিকই হইবে, এইরূপ আগ্রহ বা নির্বন্ধ নাই, কেননা আত্মার যেরূপ অনায়াস অধ্যাস হয়—সেইরূপ আত্মাতেও আত্মার অধ্যাস হইয়া থাকে। আর



অনাত্মীয় পারমাণ্বিক ভাবে আত্মার আধারতা নাই, কিন্তু আরোপিত আধারতাই আছে। এই হেতু এই প্রসঙ্গে আধারতাকেই অধিষ্ঠান বলা হয়।

যত্বেপি অনাত্মাকে আত্মার অধিষ্ঠান বলিলে, আত্মাও আরোপিত বলিয়া কল্পিত হইয়া পড়েন, তথাপি ভাষ্যকার শারীরক ভাষ্যের প্রারম্ভে “তমেবমবিত্খা-খামাত্মনোরিতরেতবাধ্যাসামপুরস্কৃত” এইরূপে আত্মা ও অনাত্মার অত্মোত্থাধ্যাসের কথা বলিয়াছেন। এই হেতু অনাত্মায় আত্মার অধ্যাসের নিষেধ করা চলে না। পরস্পর অধ্যাসকে অত্মোত্থাধ্যাস বলে, এই হেতু অনাত্মায় আত্মাধ্যাস মানিলে, উক্ত শব্দের সমাধান অনিবার্যরূপে আবশ্যক হইয়া পড়ে। সেই সমাধান এই প্রকার হইবে:—অধ্যাস দুই প্রকারেই হইতে পারে। প্রথম—স্বরূপাধ্যাস, দ্বিতীয়—সংসর্গাধ্যাস। যে পদার্থের স্বরূপ অনির্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয় তাহাকে স্বরূপাধ্যাস বলে। যেমন শুক্লিতে রজতের স্বরূপাধ্যাস হয়, আত্মায় অহঙ্কারাদি অনাত্মার স্বরূপাধ্যাস হয়। আবার যে যে পদার্থে স্বরূপ প্রথম হইতে ব্যবহারিক বা পারমাণ্বিক বলিয়া সিদ্ধ তাহাদের মধ্যে যদি অনির্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে সেই সম্বন্ধকে ও সম্বন্ধের জ্ঞানকে সংসর্গাধ্যাস বলা হয়। যেমন মুখের সহিত দর্পণের কোন সম্বন্ধ নাই; আর দুই পদার্থই ব্যবহারিক; সেস্থলে দর্পণে মুখের সম্বন্ধ প্রতীত হয়, এই হেতু অনির্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয়। এই প্রকারে অনেক স্থলে ব্যবহারিক সম্বন্ধীর মধ্যে, যে সম্বন্ধ ও সম্বন্ধের জ্ঞান অনির্বচনীয়ভাবে উৎপন্ন হয়, তাহাদিগকে সংসর্গাধ্যাস বলে। সেই প্রকারে চৈতন্যের অহঙ্কারে অধ্যাস হয় না; চৈতন্য পারমাণ্বিক বলিয়া—তাহার সম্বন্ধেই অহঙ্কারের অধ্যাস হয়। আত্মতা চৈতন্যে বিজ্ঞমান আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মার তাদাত্মা চৈতন্যেই আছে আর প্রতীত হয় অহঙ্কারে। এই হেতু আত্মচৈতন্যের তাদাত্মা সম্বন্ধ অহঙ্কারে অনির্বচনীয়। অথবা আত্মবৃত্তি তাদাত্ম্যের অহঙ্কারে অনির্বচনীয় সম্বন্ধ। এই হেতু চৈতন্য কল্পিত নহেন, কিন্তু চৈতন্যের অহঙ্কারে তাদাত্মা সম্বন্ধ অথবা আত্মচৈতন্যের তাদাত্ম্যের সম্বন্ধ কল্পিত।

এই প্রকারে যে স্থলে পারমাণ্বিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও, তাহার প্রতীতি যাহাতে হয় তাহাতে পারমাণ্বিক পদার্থের ব্যবহারিক পদার্থে অনির্বচনীয় সম্বন্ধ উৎপন্ন হয় এবং তাহার অনির্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর ব্যবহারিক পদার্থের অভাব সত্ত্বেও যেস্থলে প্রতীতি হয়, সেস্থলে অনির্বচনীয় সম্বন্ধীই উৎপন্ন হয় এবং সম্বন্ধীর অনির্বচনীয় জ্ঞানও উৎপন্ন হয়। আর কোনও স্থলে

সম্বন্ধমাত্র ও সম্বন্ধের অনির্বচনীয় জ্ঞান উৎপন্ন হয়। সকল প্রকার অধিষ্ঠান হইতেই অধ্যস্তের বিষম সত্তা ; এবং সেই সত্তা অনির্বচনীয় সত্তা ।

যে স্থলে আত্মার অনাত্মীয় অধাস হয়, সেস্থলেও অধিষ্ঠান অনাত্ম ব্যবহারিক, আর আত্মা অধ্যস্ত হয় না। কিন্তু আত্মার সম্বন্ধ অনাত্মীয় অধ্যস্ত হয়। এই হেতু তাহা অনির্বচনীয়। অনির্বচনীয় শব্দেব অর্থ—যাহা সং এবং অসং হইতে বিলক্ষণ ।

এই প্রসঙ্গে চারিটি শব্দ উপস্থিত হইতে পারে ; প্রথম শব্দ :—সাক্ষীকে যে স্বপ্নপ্রপঞ্চের অধির্বাদন বলা হয়, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অধিষ্ঠানে যাহা আরোপিত হয়, তাহা সেই অধিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয় ; যেমন শুক্লিতে যখন রজত আরোপিত হয় তখন ‘ইহা রজত’ এই প্রকারে শুক্লির “ইহা” রূপতার সহিত সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয়। আত্মার যখন কর্তৃহাদি আরোপিত হয় তখন ‘আমি কর্তা’ এই প্রকারে সম্বন্ধ হইয়া প্রতীত হয়, সেই প্রকারে স্বপ্নের গজাদি যখন সাক্ষীতে ( আত্মায় বা আমাতে ) আরোপিত হয় তখন ‘আমি গজ’ বা ‘আমাতে গজ’ এই প্রকার সাক্ষীর সহিত সম্বন্ধ হইয়া গজাদির প্রতীতি হওয়া চাই। দ্বিতীয় শব্দ—‘শুক্লিতে রজতাবাব ব্যবহারিক এবং পারমাণ্বিক’—ইহা পূর্বে কথিত হইয়াছে, তাহা অসম্ভব ; কেননা, অদ্বৈতবাদে একমাত্র চৈতন্যই পারমাণ্বিক। তাহা হইতে যাহা ভিন্ন তাহাকে যদি পারমাণ্বিক বলিয়া মানা যায় তাহা হইলে অদ্বৈতসিদ্ধান্ত ভঙ্গ হয় ; কেননা পারমাণ্বিক রজত নাই ; সেই হেতু ‘পারমাণ্বিক রজতের অভাব আছে বলিলে’, তাহার কখন সম্ভব হইতে পারে বটে কিন্তু ‘পারমাণ্বিক অভাব আছে’ এইরূপ কখন সম্ভব নহে। তৃতীয় শব্দ—শুক্লিতে অনির্বচনীয় রজত ‘উৎপন্ন’ হয় বলা হইয়াছে ; তাহা হইলে তাহা নশ আছে বলিতে হয়। কিন্তু এরূপ কখন সম্ভব নহে ; কেননা, রজতের উৎপত্তি নশ হয় বলিলে, সেই উৎপত্তি-নশের, ঘটের উৎপত্তি-নশের জ্ঞান প্রতীত হওয়া চাই অর্থাৎ যখন ঘট উৎপন্ন হয় তখন ‘ঘট উৎপন্ন হইতেছে’—এই প্রকারে ঘটের উৎপত্তি প্রতীত হয় এবং যখন ঘটের নশ হয়, তখন ‘ঘটের নশ হইল’ এই প্রকারে ঘটের নশ প্রতীত হয়—সেই প্রকার যখন শুক্লিতে রজতের উৎপত্তি হয় তখন ‘রজতের উৎপত্তি হইল’ এই প্রকারে উৎপত্তি প্রতীত হওয়া চাই এবং জ্ঞান দ্বারা যখন রজতের নশ হয় তখন ‘রজতের শুক্লিদেশে নশ হইল’, এই প্রকারে রজতে নশ প্রতীত হওয়া চাই, আর শুক্লিদেশে কেবল রজতই প্রতীত হয়, তাহার উৎপত্তি-নশ প্রতীত হয় না। এই কারণে নৈয়ায়িক বৈশেষিকের অগ্ৰথাখ্যাতি\*

\* নৈয়ায়িক ও বৈশেষিকগণ গ্রাহ্য বলেন তাহা স্থূলতঃ এই—বস্তুাদি দেশে আছে ;

শূন্যবাদীর অসংখ্যাতি, ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর আত্মখ্যাতি, সাংখ্য ও প্রভাকরের অখ্যাতি, এই সকল মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়, অনির্বচনীয় খ্যাতি অর্থাৎ অনির্বচনীয়ভাবে রজতের উৎপত্তি সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

চতুর্থ শঙ্কা এই—পূর্বে যে উক্ত হইয়াছে সং-অসং হইতে বিলক্ষণ অনির্বচনীয় রজতাদির উৎপত্তি হয়, তাহা একেবারে অসঙ্গত; কেননা, যাহা ‘সং’ হইতে বিলক্ষণ, তাহা ‘অসং’ হইবে, যাহা ‘অসং’ হইতে বিলক্ষণ তাহা ‘সং’ হইবে। সং হইতে বিলক্ষণ অথচ অসং নহে, একথা বিরুদ্ধ, এবং অসং হইতে বিলক্ষণ অথচ সং নহে—একথাও বিরুদ্ধ।

নেত্রদোষ বশতঃ তাহাই ভীতি প্রভৃতি অন্তরালবর্তী বস্তুর সহিত সম্মুখস্থ রজু প্রভৃতিতে প্রতীত হয়। “সুস্থ নেত্র দ্বারা যাহা সম্ভব নহে, দোষযুক্ত নেত্র দ্বারা তাহা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? অর্থাৎ সুস্থনেত্র কি প্রকারে অন্তর্দেশস্থিত বস্তুকে ভীতি প্রভৃতির সহিত সম্মুখে উপস্থাপিত করে?—এইরূপ আপত্তির উত্তরে বলা হয়—কোন কোন রোগে যেমন ক্ষুধা বৃদ্ধি পাইয়া থাকে, সেইরূপ তিমিরাদি দোষ বশতঃ চক্ষুর সামর্থ্য বাড়িয়া যায়। এই মতের নাম ‘অন্তথাখ্যাতি’—অর্থাৎ একদেশে স্থিত বস্তুর অন্য দেশে প্রতীতির নাম অন্তথাখ্যাতি। নব্য নৈয়ায়িক চিন্তামণিকার, এই মতে দোষ দিয়া কহেন—তাহা হইলে বন্ধোকাদিরও রজুদেশে প্রতীতি হওয়া উচিত। তাঁহার মতে দোষযুক্ত নেত্রদ্বারা রজুবই সর্পরূপে প্রতীতি হয়। এক বস্তুর অন্তরূপে প্রতীতির নাম (যথা রজুব সর্পরূপে প্রতীতির নাম) অন্তথাখ্যাতি। নব্য নৈয়ায়িকগণের মতে রজুব ধর্মের সহিত নেত্রের সংযুক্ত সমবায় সম্বন্ধ। দোষ হেতু রজুর প্রকাশ পায় না, সর্পই পায়। পূর্নদৃষ্ট সর্পের উদ্ভূত সংস্কার সহকারী হয়।

শূন্যবাদী বলেন রজুতে সর্পের ভ্রম হয়—তাহা রজুতে নাই বা অন্য কোথাও নাই। সেই সর্প একান্ত অসত্য বলিয়া শূন্যবাদীর এই মতকে অসংখ্যাতি বলে। আর এক শ্রেণীর শূন্যবাদী বলেন—রজুতে অসং সর্প সমবায়েরই প্রতীতি হয়।

ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদী বলেন—সেই সর্পরজু দেশে নাই এবং বুদ্ধির বাহিরে অন্তরও নাই। ক্ষণিকবিজ্ঞানরূপ বুদ্ধি অর্থাৎ তাঁহাদের আত্মা যাহা প্রতিক্রম উৎপত্তি-বিনাশবিশিষ্ট, সকল পদার্থের আকার ধারণ করে, তাহাই সর্পরূপে প্রতীত হয়। এই হেতু ক্ষণিকবিজ্ঞানবাদীর এই মতকে আত্মখ্যাতি বলে। “আত্মখ্যাতি” পদের অর্থ—আত্মার অর্থাৎ বুদ্ধিরই সর্পরূপে ভ্রান।

সাংখ্য ও প্রভাকর—অসংখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, “একান্ত অসত্যোয়” প্রতীতি হইলে, বক্ষ্যাপুত্র ও শশশৃঙ্গেরও প্রতীতি হওয়া চাই। আত্মখ্যাতি-বাদে দোষ দিয়া বলেন, ক্ষণিক-বিজ্ঞানবাদীর মতে আত্মা প্রতিক্রম উৎপত্তিবিনাশীল বলিয়া সর্পের অধিককাল ধরিয়া স্থির প্রতীতি হইত না। অন্তথাখ্যাতি মতে দোষ দিয়া তাঁহারা বলেন যে, তাহাতে চিন্তামণিকার গ্লান দোষ ত’ আছেই অধিকন্তু অন্য দোষ এই—যখন জ্ঞেয়ের অনুসারেই জ্ঞান হয়, তাহাই নিয়ম, তখন

এই চারিটি শব্দের সমাধান এইরূপ হইবে :—প্রথম শব্দের সমাধান—  
যদি সাক্ষী আত্মায় স্বপ্নাধ্যাস হইত তাহা হইলে ‘আমি গজ’ ‘আমাতে গজ’—  
এইরূপ প্রতীতি হইত, ইহার উত্তর এই—পূর্বানুভবজনিত সংস্কার হইতেই অধ্যাস  
হয়। পূর্বানুভব যে প্রকার হইবে, সংস্কারও সেই প্রকার হইবে এবং সংস্কারের  
সমান অধ্যাস হইবে।

উপাদানকারণ অবিজ্ঞা সকল অধ্যাসেই সমান কিন্তু নিমিত্তকারণ—  
পূর্বানুভবজনিত সংস্কার তাহা প্রতি অধ্যাসে বিলক্ষণ। অনুভবজনিত সংস্কার  
যে প্রকার হয়, অবিজ্ঞার পরিণামও তদনুরূপ হয়। যে পদার্থের অহমাকারে  
অনুভবজনিত সংস্কার অবিজ্ঞার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের অহমাকারে  
অবিজ্ঞা পরিণামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের সমাকাবে অনুভবজনিত  
সংস্কার অবিজ্ঞার সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের সমাকাবে অবিজ্ঞা পবি-  
নামরূপ অধ্যাস হইবে। যে পদার্থের ইদমাকারে অনুভবজনিত সংস্কার অবিজ্ঞার  
সহিত মিলিত হইবে, সেই পদার্থের ইদমাকারে অবিজ্ঞাপরিণামরূপ অধ্যাস হইবে।  
স্বপ্নের গজাদির পূর্বানুভব ইদমাকারেই হইয়াছে, অহমাকারে হয় নাই। এই  
হেতু গজাদিবিষয়ক অনুভবজনিত সংস্কারও ইদমাকারেই হয়। এই হেতু ‘এই  
গজ’ এই আকারেই প্রতীতি হয়। ‘গজ আমাতে’ বা ‘আমিই গজ’ এইরূপ প্রতীতি  
হয় না।

অনুমান দ্বারা সংস্কারের নিরূপণ হইতে পারে। যে সংস্কার ফলের  
অনুকূল অর্থাৎ যে সংস্কার দ্বারা উক্ত ফল সম্ভব তাহারই অনুমিতি হয়।

চিন্তামণিতে জ্যেষ্ঠ রজ্জুতে সর্পের জ্ঞান অত্যন্ত অসঙ্গত। তাঁহাদের মতে রজ্জুর নেত্রবিন্দু  
সহিত সম্বন্ধ হইলে রজ্জুর “ইদং”রূপে সামান্য জ্ঞান ও সর্পের স্থিতি, অর্থাৎ সামান্য  
প্রত্যক্ষজ্ঞান ও স্মৃতিজ্ঞান এই দুইটি মিলিয়া “এইটি সর্প” এইরূপ ভ্রম হয়। প্রমাতায়  
ভ্রম দোষ এবং প্রমাণে তিমিরাদি দোষ বশতঃ উক্ত দুইটি পৃথগ্জ্ঞানের বিবেক হয় না।  
সেই অবিবেকের নাম ভ্রম। তাঁহাদের এই মতের নাম অখ্যাতি বা বিবেকাভাব।  
অদ্বৈতসিদ্ধান্তী—( অনির্কচনীয় খ্যাতিবাদী ) বলেন—

অন্তঃকরণবৃত্তি নেত্রদ্বারা বহির্গত হইয়া আলোকের সাহায্যে বিষয়াকার প্রাপ্ত হয় ;  
তদ্বারা আবরণ ভঙ্গ হইলে বিষয়ের প্রতীতি হয়। বৃত্তি যদি তিমিরাদি দোষ বশতঃ বিষয়াকার  
প্রাপ্ত না হয় তবে আবরণ ভঙ্গ হয় না। তখন রজ্জুতেতত্তে অবস্থিত অবিজ্ঞার ক্রোভ উৎপন্ন  
হইলে তদ্বারা অবিজ্ঞার সর্পাকার পরিণাম হয়। সেই সর্পজ্ঞান রজ্জুজ্ঞান দ্বারা বাধিত হয়  
বলিয়া ‘সৎ’ নহে, এবং বক্ষাপুত্রাদির দ্বায় অপ্রতীত নহে বলিয়া ‘অসৎ’ নহে, এই হেতু  
অনির্কচনীয় অর্থাৎ বাধ যোগ্য স্বরূপবান্

সংস্কারের উৎপাদক পূর্বানুভবও অধ্যাসরূপ হইতে পারে এবং তাহার উৎপাদক সংস্কারও ইদমাকারেই হইতে পারে। সেই অধ্যাসপ্রবাহ অনাদি। এই হেতু প্রথমানুভবের ইদমাকারতার হেতু কি? এইরূপ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। কেননা, অনাদি পক্ষে কোন অনুভবই প্রথম নহে। সকল অনুভবই পূর্ব পূর্ব অনুভবের পরবর্তী।

দ্বিতীয় শঙ্কার তাৎপর্য্য এই—অভাবকে পারমাধিক মানিলে, অর্থাৎ অভাবরূপ দ্বিতীয় পদার্থ স্বীকার করিলে, অদ্বৈতসিদ্ধান্তের হানি। ইহার সমাধান এই :—অদ্বৈতসিদ্ধান্তে সকল পদার্থই কল্পিত। তাহাদের অভাব পারমাধিক, তাহা ব্রহ্মরূপই। ইহা ভাষ্যকারসম্মত। তাহার মতে কল্পিতের নিবৃত্তি অধিষ্ঠানরূপই; যেমন মোক্ষ অর্থাৎ সংসারের নিবৃত্তি বা অভাব ব্রহ্মরূপই। এই কারণে অদ্বৈতের হানি হয় না।

তৃতীয় শঙ্কা এই :—শুক্তিতে যদি রজতের ‘উৎপত্তি’ মানা যায় তাহা হইলে, উৎপত্তি প্রতীত হইয়া চাই, ইহার সমাধান এইরূপ—শুক্তিতে তাদাত্ম্য-সম্বন্ধে রজত অধ্যাস্ত আর শুক্তির ইদন্তা বা ‘একটা কিছু’রূপতা সম্বন্ধে রজতে অধ্যাস্ত। ( তাহা না হইলে মিথ্যা রজত সত্তা লাভ করিতে পারে না )। এই হেতু ‘ইহা রজত’ এই প্রকারে রজত প্রতীত হয়। যেমন শুক্তির ‘ইদন্তার’ সম্বন্ধে রজতে অধ্যাস্ত হয়, সেই প্রকার শুক্তিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধ স্বর্ষ্য বিद्यমান, তাহার সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হইয়া থাকে। রজত প্রতীতি কালের পূর্বে সিদ্ধকে ‘প্রাক্‌সিদ্ধ’ বলা হইতেছে; রজত প্রতীতি কালের পূর্বে সিদ্ধ হইতেছে শুক্তি; এই প্রকারে শুক্তিতে প্রাক্‌সিদ্ধ স্বর্ষ্য বিদ্যমান। সেই প্রাক্‌সিদ্ধ স্বর্ষ্যের সম্বন্ধের অধ্যাসও রজতে হয় বলিয়া ‘এক্ষণে রজত’ এইরূপ প্রতীতি হয় না; ‘প্রাক্‌সিদ্ধি বা প্রাগ্‌জাত রজত দেখিতেছি’ এই প্রতীতিই হইয়া থাকে। এই প্রতীতির বিষয় যে প্রাগ্‌জাতত্ব, তাহা রজতে নাই কিন্তু রজতে ‘ইদানীং জাতত্ব’ আছে, আর প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হইতেছে।

শুক্তিতে প্রাগ্‌জাতত্ব বিद्यমান থাকিতে রজতে অনির্বচনীয় প্রাগ্‌জাতত্ব উৎপন্ন হইল এইরূপ মানিলে গৌরবদোষ হইবে। আবার শুক্তির প্রাগ্‌জাতত্ব রজতে প্রতীত হয় এইরূপ মানিলে, অগ্ৰথাখ্যাতি মানিতেই হইবে আর এই সকল স্থলে অগ্ৰথাখ্যাতি মানাই হইয়াছে, তথাপি শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধ স্বর্ষ্যের অনির্বচনীয় সম্বন্ধে রজতে উৎপন্ন হয়, এই পক্ষই সমীচীন।

এই প্রকারে শুক্তির প্রাক্‌সিদ্ধত্বের সম্বন্ধের প্রতীতি হইতে রজতের

উৎপত্তির প্রতীতির প্রতিবন্ধ ঘটে, কেননা প্রাক্সিদ্ধতা ও বর্তমান উৎপত্তি পরস্পর বিরুদ্ধ। যেস্থলে প্রাক্সিদ্ধতা বিद्यমান সেস্থলে অতীত উৎপত্তিই হইয়া থাকে। যেস্থলে বর্তমান উৎপত্তি সেস্থলে প্রাক্সিদ্ধতা হয় না।

এই প্রকারে শুক্তিবৃত্তির অর্থাৎ শুক্তির আস্তিত্বের প্রাক্সিদ্ধত্বের স্বাক্ষরের প্রতীতি বশতঃ উৎপত্তি প্রতীতির প্রতিবন্ধ বটে বলিয়া, রজতের উৎপত্তি হইলেও সেই উৎপত্তির প্রতীতি হয় না।

অবশিষ্ট আপত্তি রহিল—রজতের নাশ হইলেও সেই নাশের প্রতীতি হওয়া চাই। তাহার সমাধান এইরূপে হইবে—যখন অধিষ্ঠানের ( শুক্তির ) জ্ঞান হয় তখন রজতের নাশ হয়, আর সেই অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইতেই রজতের বাধনিশ্চয় হয়। শুক্তিতে ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এই তিন কালেই রজত নাষ্ট, এইরূপ নিশ্চয়কে বাধ বলা হইতেছে। এইরূপ নিশ্চয় নাশপ্রতীতির বিরোধী—কেননা, যে প্রতিযোগী নাশে কারণ হয়, বাধে সেই প্রতিযোগীর সর্বদাই অভাব প্রতীত হয় ( রজত, রজত নাশের প্রতিযোগী, বাধে সেই প্রতিযোগী রজতের সর্বদাই অভাব প্রতীত হয় )। যে বস্তুর ‘সর্বদাই অভাব’ এইরূপ জ্ঞান হয়, তাহার নাশ-বুদ্ধি সম্ভব হয় না। অথবা যেমন মুদগরাদি দ্বারা ঘটাদির চূর্ণীভাবরূপ নাশ হয়, কল্লিত বস্তুর সেইরূপ নাশ হয় না। কিন্তু অধিষ্ঠানের ভোগ দ্বারাই অজ্ঞানরূপ উপাদান সহিত কল্লিতের নিবৃত্তি হয়। অধিষ্ঠান মাত্রের অবশেষই অজ্ঞানসহিত কল্লিতের নিবৃত্তি। সেই অধিষ্ঠান হইতেছে—শুক্তি। শুক্তির অবশেষরূপই যে রজতের নাশ ইহা অনুভবসিদ্ধ। এই হেতু রজতের নাশের প্রতীতি হয় না—এইরূপ কখন অবিমুগ্ধকারিতার নিদর্শন।

চতুর্থ শঙ্কা এই ;—‘সৎ অসৎ হইতে বিলক্ষণ’—এইরূপ উক্তি বিরুদ্ধ বচন। তাহার সমাধান এইরূপ হইবে :—যদি, সদ্ধিলক্ষণ শব্দের অর্থ ‘স্বরূপ রহিত’ হইত, এবং অসদ্ধিলক্ষণ শব্দের অর্থ ‘বিद्यমানস্বরূপ’ হইত, তাহা হইলে বিরোধের সম্ভাবনা হইত ; কেননা, একই পদার্থে স্বরূপরাহিত্য ও স্বরূপসাহিত্য হইতে পারে না। সেই হেতু সদসদ্ধিলক্ষণ শব্দের অর্থ উক্তরূপ নহে, কিন্তু কালক্রমে যাহার বাধ হয় না তাহাকেই ‘সৎ’ বলা হয়। যাহার বাধ হয় তাহাকে ‘সদ্ধিলক্ষণ’ বলা হয়। যাহা শশশৃঙ্গ, বক্ষ্যাপুত্র ইত্যাদির স্বরূপহীন তাহাকে অসৎ বলা হয়। তাহা হইতে বিলক্ষণ স্বরূপবান্ই হইতে পারে। এই হেতু ‘সদসদ্ধিলক্ষণ’ শব্দের অর্থ বাধযোগ্য স্বরূপবান্। ‘স্বরূপবান্’ এই মাত্রই অসদ্ধিলক্ষণ শব্দের অর্থ। এই প্রকারে যে স্থলে ভ্রমজ্ঞান হয় সেই স্থলে অনির্বচনীয় পদার্থ

সকলেরই উৎপত্তি হয়। কোথাও সম্বন্ধীর উৎপত্তি হয়, যেমন শুক্লিতে রজতের উৎপত্তি হয় ও রজতে শুক্লিবৃত্তি-তাদাত্ম্যের সম্বন্ধের উৎপত্তি হয়, এবং শুক্লিবৃত্তি-তাদাত্ম্যের রজতে অগ্ন্যথাখ্যাতি নহে, সেই প্রকার শুক্লিতে যে প্রাক্‌সিদ্ধ ধর্ম আছে তাহার অনির্বচনীয় সম্বন্ধের রজতে উৎপত্তি হয়, তাহারও অগ্ন্যথাখ্যাতি নহে। এই প্রকারে, ইহা অগ্ন্যোক্তাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধাধ্যাসেরও উদাহরণ, সম্বন্ধী অধ্যাসেরও উদাহরণ। অনির্বচনীয় বস্তুর প্রতীতিকে জ্ঞানাধ্যাস বলে এবং জ্ঞানের অনির্বচনীয় বিষয়কে অর্থাধ্যাস বলে। এই হেতু জ্ঞানাধ্যাস অর্থাধ্যাসেরও এই উদাহরণ ; আর রজতত্ব ধর্মবিশিষ্ট রজতের শুক্লিতে অধ্যাস হয় ; এই হেতু ধর্মী অধ্যাসেরও এই উদাহরণ।

যে স্থলে অগ্ন্যোক্তাধ্যাস হয়, সে স্থলে উভয়ের পরস্পর স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না। কিন্তু আরোপিতের স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় আর সত্য বস্তুর ধর্ম অথবা সম্বন্ধ অধ্যাস্ত হয়। সম্বন্ধাধ্যাসও দুই প্রকারের হইয়া থাকে। কোথাও ধর্মের সম্বন্ধের অধ্যাস হইয়া থাকে, যেমন উক্ত উদাহরণে শুক্লিবৃত্তি ইদন্তরূপ ধর্মের সম্বন্ধের রজতে অধ্যাস হয় ; আর “রক্তপট” ( লালবস্ত্র ) এই স্থলে কুসুমফুলনিষ্ঠ ধর্মের সম্বন্ধের পটে অধ্যাস হয় ; আর দর্পণে মুখের সম্বন্ধের অধ্যাস হয়।

আবার অন্তঃকরণের আত্মায় স্বরূপতঃ অধ্যাস হয়, আর অন্তঃকরণে আত্মার স্বরূপতঃ অধ্যাস হয় না কিন্তু আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস হয় বলিয়া আত্মার সংসর্গাধ্যাস। আত্মাই জ্ঞানস্বরূপ, অন্তঃকরণ নহে। আর জ্ঞানের সম্বন্ধ অন্তঃকরণে প্রতীত হয় ; এই হেতু আত্মার সম্বন্ধের অন্তঃকরণে অধ্যাস হয়। সেই প্রকার ‘ঘট প্রকাশিত হইতেছে’ ‘পট প্রকাশিত হইতেছে’,—এই প্রকারে ক্ষুরণ-সম্বন্ধ সকল পদার্থেই প্রতীত হয়। ইহাই নিখিল পদার্থে আত্মসম্বন্ধের অধ্যাস।

আত্মায় অঙ্কবাди ইন্দ্রিয়-ধর্ম প্রতীত হয় ; এই হেতু অঙ্কবাди ইন্দ্রিয়-ধর্মের আত্মায় অধ্যাস হয়। কিন্তু ইন্দ্রিয়সকলের আত্মায় তাদাত্ম্যাধ্যাস হয় না ; কেননা, ‘আমি অঙ্ক’ এইরূপ প্রতীতিই হইয়া থাকে, ‘আমি চক্ষু’ এইরূপ প্রতীতি হয় না। এই হেতু চক্ষুর ধর্ম—অঙ্কত্বের, আত্মায় অধ্যাস হয়, চক্ষুর অধ্যাস হয় না ,

যত্বপি চক্ষু প্রভৃতি নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস আত্মায় হয়, তথাপি ব্রহ্ম চৈতন্ত্যে সমগ্র প্রপঞ্চের অধ্যাস হয়। যাহা ‘ঐম্’ পদের অর্থ ( জীবাত্মা ) তাহাতে নিখিল প্রপঞ্চের অধ্যাস হয় না। অবিস্তার এইরূপ অদ্ভুত মহিমা। একই পদার্থের একধর্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয়, অপর ধর্মবিশিষ্টতার অধ্যাস হয় না,—

যেমন ব্রাহ্মণ্যাদি ধর্মবিশিষ্ট শরীরের আত্মায় তাদাত্ম্যাদ্যাস হয় কিন্তু শরীরবিশিষ্ট শরীরের অধ্যাস হয় না। এই কাবণে বিচারশীল ব্যক্তিও ‘আমি ব্রাহ্মণ’, ‘আমি মনুষ্য’, এইরূপ বাক্য ব্যবহার করে কিন্তু ‘শরীর আমি’ এইরূপ বাক্য ব্যবহার বিবেকী করেন না। এই হেতু অবিচার অদ্বিত মাহিমা বশতঃ ইন্দ্রিয়ের অধ্যাস বিনাই আত্মায় অঙ্কাদি ধর্মের অধ্যাস সম্ভব হয়। ইহাই ধর্মাদ্যাসের উদাহরণ।

এই হেতু সকল ভ্রমেই ‘স্বাভাবাধিকরণাবভাস ভ্রম’ এবং ‘অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অবভাস ভ্রম’ ভ্রমের পূর্বোক্ত দুইটি লক্ষণই খাটে কিন্তু পরোক্ষ ও অপারোক্ষ ভেদে ভ্রম দুই প্রকার। (যেস্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদি প্রত্যক্ষ হয় এবং ‘এই সর্প দেখিতেছি’ এইরূপ প্রত্যক্ষের জ্ঞান হয়, সেই স্থলে ভ্রম অপারোক্ষ। আর যেস্থলে সর্পাদি অনুমান ও শব্দপ্রমাণাদি দ্বারা সিদ্ধ হয়, প্রত্যক্ষগোচর হয় না, সেস্থলে ভ্রম পরোক্ষ)। পূর্বের রজ্জু সর্পাদি যে সকল ভ্রমের দৃষ্টান্ত প্রদত্ত হইয়াছে, সেগুলি অপারোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ত। আব যে স্থলে, দুই অনুমানবশতঃ অর্থাৎ বহি প্রভৃতি শৃংখলায় রন্ধনশালায় প্রভৃতি রূপ হেতু দ্বারা বহি প্রভৃতির (ব্রাহ্ম) অনুমিতি জ্ঞান হয়, কিম্বা দুই শব্দ প্রমাণ দ্বারা অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বাক্যবলে, ‘বিশ্ববৃক্ষের অভ্যন্তরে বহি আছে’ এইরূপ ভ্রমজ্ঞান হয়, সে স্থলে ভ্রম পরোক্ষ। সেই সকল স্থলে নৈয়ায়িক প্রভৃতি “অগ্ৰথাখ্যাতি” দ্বারা পরোক্ষ ভ্রমের কারণ নির্দেশ করেন। অদ্বৈতবাদী তাহাদিগের ব্যাখ্যা বা নির্দেশ হইতে পৃথক্ কিছু বলিবার আগ্রহ করেন না। কেননা, তাঁহার অধ্যাস লক্ষণ, পরোক্ষ ভ্রম বিষয়েও অতিব্যাপ্তি দোষদুঃস্থ হয় না। তিনি অপারোক্ষ অধ্যাস বিষয়েই তাঁহার পারিভাষিক অধ্যাসের বিলক্ষণতা মানেন; কেননা আত্মার কর্তৃত্বাদি অনর্থের ভ্রম, অপারোক্ষ। তাহা যে স্বরূপতঃ জ্ঞান দ্বারা দূরীকরণযোগ্য, ইহাই বুঝাইবার জন্য তাঁহার অধ্যাসের নিকৃপণ। এই হেতু অপারোক্ষ ভ্রমের দৃষ্টান্ততা দেখাইয়া তাহারই অধ্যাসতা প্রতিপাদন জন্য তাঁহার আগ্রহ। পরোক্ষ ভ্রম বিষয়ে শাস্ত্রাস্তর হইতে বিলক্ষণ কিছু বলা তাঁহার উদ্দেশ্য নহে, আর অপারোক্ষ ভ্রম বিষয়ে প্রদর্শিত প্রকারে অধ্যাসলক্ষণের সমন্বয় হয়।

এ বিষয়ে অনির্বচনীয় খ্যাতিই অদ্বৈতবেদান্তের সিদ্ধান্ত। তাহা এইরূপে প্রতিপাদিত হয়—যে স্থলে রজ্জু প্রভৃতিতে সর্পাদির ভ্রম হয়, সে স্থলে প্রথম ক্ষণে সর্পাদির সংস্কার সহিত পুরুষের তিমিরাদি দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জু প্রভৃতির সহিত সম্বন্ধ ঘটে; তখন রজ্জু প্রভৃতির বিশেষ ধর্ম রজ্জু প্রভৃতি অপ্ৰকাশ থাকে অর্থাৎ রজ্জুতে যে শণ পাট প্রভৃতি রূপ অবয়ব আছে তাহা প্রকাশিত হয় না। তাহার



পর দ্বিতীয় ক্ষণে রজ্জুর যে সামান্য ধর্ম—ইদন্তা বা একটা-কিছু-রূপতা, তাহাই প্রকাশিত হয়। সেই ইদন্তার অর্থ বর্তমান কাল ও পুরোবর্তী দেশের সহিত সম্বন্ধ। তাহাকে 'সামান্যংশ' বা 'আধার'ও বলা হয়। আর শব্দরূপ ত্রিবলয়াকার রজ্জ্ব ধর্মবিশিষ্ট যে রজ্জু তাহাকে বিশেষাংশ বলা হয়। তাহাকে অধিষ্ঠানও বলে। সেই অধিষ্ঠানের সামান্য জ্ঞানও (জাতিত্বের জ্ঞানও) অধ্যাসের হেতু। সেই সামান্য জ্ঞান দোষযুক্ত নেত্ররূপ প্রমাণ দ্বারা উৎপন্ন হয়। এই হেতু তাহা প্রমা। এই হেতু নেত্র দ্বারা অন্তঃকরণ রজ্জুকে প্রাপ্ত হইয়া ইদমাকার (এই একটা-কিছুর আকার)-রূপ পরিণাম প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তৃতীয় ক্ষণে দোষজনিত ইদমাকার বৃত্তি দ্বারা উপহিত চৈতন্য যে অবিজ্ঞা অবস্থিত, তাহাতে ক্ষোভ হয় অর্থাৎ অবিজ্ঞারূপ উপাদান কার্য্যভিমুখ হয়। আর চতুর্থক্ষেণে সেই অবিজ্ঞার তমোগুণ-রূপ অংশ এবং সত্ত্বগুণরূপ অংশ এই দুইটি সর্পাদি বিষয়াকার ও জ্ঞানাকার পরিণাম প্রাপ্ত হয়। সেই সর্পাদি ও তাহার জ্ঞান অবিজ্ঞার পরিণাম আর চৈতন্যের বিবর্ত। এই হেতু একই সর্পাদি ও জ্ঞানরূপ ধর্ম্মীতে দুই ধর্ম্ম থাকে। যেমন একই পুরুষরূপ ধর্ম্মীতে নিজ পিতার অপেক্ষায় পুত্রত্ব ও পিতামহের অপেক্ষায় পৌত্রত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে, সেইরূপ এস্থলে সর্প হইতে আরম্ভ করিয়া আকাশাদি সকল প্রপঞ্চ বিকারী অবিজ্ঞার অপেক্ষায় পরিণামিত্ব এবং রজ্জু প্রভৃতির দ্বারা উপহিত বা মায়েপহিত চৈতন্যরূপ অধিষ্ঠানের অপেক্ষায়, বিবর্তত্ব এই দুই ধর্ম্ম থাকে।

উপাদানের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট এবং অজ্ঞ প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে পরিণাম বলে। যেমন দধিকে, আপন উপাদান ছুঙ্কের সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, কিন্তু ছুঙ্কের মিষ্টতাস্বরূপ হইতে ভিন্ন স্বরূপ অর্থাৎ অম্লতাস্বরূপ বলিয়া অজ্ঞতাস্বরূপ হওয়ায়, ছুঙ্কের পরিণাম বলে, সেইরূপ উক্ত প্রপঞ্চকেও অবিজ্ঞার সহিত সমান সত্তাবিশিষ্ট অর্থাৎ প্রাতিভাসিক বা ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট কিন্তু অবিজ্ঞার অরূপ স্বভাবতা হইতে ভিন্ন অর্থাৎ সরূপস্বভাবতা হেতু অজ্ঞতাস্বরূপ হওয়ায়, অবিদ্যার পরিণাম বলে।

অধিষ্ঠান হইতে বিষমসত্তাবিশিষ্ট অজ্ঞ প্রকার স্বরূপ হইলে তাহাকে বিবর্ত বলে। যেমন রজ্জুপহিত চৈতন্য ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়েপহিত চৈতন্য পারমার্থিক সত্তাবিশিষ্ট। সর্পাদি প্রপঞ্চ, রজ্জুপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ প্রাতিভাসিক সত্তাবিশিষ্ট এবং মায়েপহিত চৈতন্য হইতে বিষম (বিলক্ষণ) অর্থাৎ ব্যাবহারিক সত্তাবিশিষ্ট, হওয়ায় আর সংসার দশায়

অবাধিত উক্ত উভয় প্রকার চৈতন্য দ্বারা বাধিত হয় বলিয়া ভিন্ন স্বরূপ হওয়ায় চৈতন্যের বিবর্ত ।

এই প্রকারে সর্প, দণ্ড, মালা, বলীবদ্দ মূত্রধারা, ভূতলের ফোটন ইত্যাদি প্রকারের নানা পদার্থের মধ্যে যে যে পদার্থের সংস্কারযুক্ত পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের, রজ্জুর সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া ইদমাকারের বৃত্তি হইবে তাহারই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যস্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং তাহার জ্ঞানরূপ, পরিণাম যুগপৎ উৎপন্ন হইবে । যে স্থলে এক রজ্জুতেই উক্ত সর্পাদির মধ্যে একই পদার্থের সংস্কারযুক্ত দশজন পুরুষের দোষযুক্ত নেত্রের উক্ত রজ্জুর সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া ইদমাকার বৃত্তি হইবে, সেই স্থলে সকলেরই বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে স্থিত অবিদ্যার সেই সেই পদার্থরূপ এবং সেই সেই পদার্থের জ্ঞানরূপ পরিণাম যুগপৎ হইবে এবং যে স্থলে একই রজ্জুতে দশজনের দোষযুক্ত নেত্রের রজ্জুর সহিত সঙ্ঘর্ষ হইয়া সর্প দণ্ড মালা ইত্যাদির এক এক ভিন্ন ভিন্ন রূপ ভ্রম হইবে, সেই স্থলে, যাহার বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে যে বিষয় উৎপন্ন হইবে তাহা তাহারই প্রতীত হইবে, অণ্ডের নহে ।

এই প্রকারে উক্তরূপ যে ভ্রমজ্ঞান তাহা ইন্দ্রিয়জনিত নহে কিন্তু অবিদ্যারই বৃত্তিরূপ । কিন্তু বৃত্ত্যুপহিত চৈতন্যে অবস্থিত অবিদ্যার যে পরিণাম ভ্রম সেই ( পরিণাম ) ইদমাকার বৃত্তি নেত্র দ্বারা রজ্জু প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্ঘর্ষ হইতেই হয় । এই হেতু ভ্রমজ্ঞান ইন্দ্রিয়জনিত বলিয়া প্রতীত হওয়ায়, নৈয়ায়িকগণ এই ভ্রমজ্ঞানকে ইন্দ্রিয়জনিত মনে করিয়া ভ্রমে পতিত হইয়াছেন । আর কয়েকজন বৈদান্তিকও ইহা অঙ্গীকার করেন কিন্তু তাঁহাদের ঐরূপ কথন যুক্তি ও অমুভবের বিরুদ্ধ, এইহেতু সমীচীন নহে ।

এই প্রকারে বেদান্ত সিদ্ধান্তে গ্রহণীয় অনির্বচনীয় খ্যাতির বিচার সংক্ষেপে উক্ত হইল ।

# পঞ্চদশী

## পারিশিষ্ট ৩

( সপ্তমাধ্যায় তৃপ্তিদীপ ১০১ শ্লোকের সহিত পাঠ )

শ্রুতি যড়লিঙ্গ ।

প্রথমাধ্যায়ের ৫৩ শ্লোকে যে ‘শ্রবণে’র লক্ষণ করা হইয়াছে, সেই শ্রবণ জীবব্রহ্মের অভেদরূপ মহাবাক্য তাৎপর্যের অবধারণ । সেই শ্রবণ অঙ্গী । তাহার অঙ্গরূপ অপর এক প্রকার শ্রবণ আছে । তাহার ফল, শ্রুতি যড়লিঙ্গের সাহায্যে, অদ্বৈতব্রহ্মেই শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্যাবধারণ । এই ৭।১০১ শ্লোকে, সেই দ্বিতীয় প্রকার শ্রবণই অভিপ্রেত । সেই শ্রুতি যড়লিঙ্গ কি কি ? লিঙ্গ বলিতে বুঝিতে হইবে—ব্যাপ্তিবলে যাহা যাহার বোধক তাহা তাহার লিঙ্গ ; যেমন পর্কিতে ধূম দেখিয়া বহির অমুমান স্থলে, ধূম বহির লিঙ্গ । সেইরূপ যে সকল লিঙ্গ দেখিয়া বৈদিক বাক্যসমূহের তাৎপর্য জ্ঞান হয় তাহার শ্রুতিতৎপর্য লিঙ্গ । তাহার সংখ্যায় ছয়টি । বেদান্তসারে ৯৭—১০৩ কণ্ডিকায় সেই ছয়টি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে :—

উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্বতাকলম্ ।

অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যনির্ণয়ে ॥

এই ছয়টি লিঙ্গের জ্ঞানকাণ্ডরূপ উপনিষৎ ভিন্ন কর্মকাণ্ড বোধক বেদবাক্যসমূহের তাৎপর্য নির্ণয়েও উপযোগিতা আছে । তাহা জৈমিনিকৃত দ্বাদশাধ্যায়িকরূপ পূর্ববমীমাংসায় স্পষ্টতঃ দেখিতে পাওয়া যায় । ব্রহ্মবোধক বেদবাক্যসমূহরূপ উপনিষদ্বন্দ্বের অদ্বৈতব্রহ্মে তাৎপর্য নির্ণয়ে এই ছয়টি লিঙ্গের উপযোগিতা ভাষ্যকার ব্রহ্মসূত্র ব্যাখ্যানাবসরে ভাষ্যে নানা স্থানে প্রদর্শন করিয়াছেন । আনন্দগিরিও তত্ত্বালোক নামক গ্রন্থে এই ছয়টি লিঙ্গের ব্যাখ্যা করিয়াছেন । ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকের তাৎপর্য নির্ণয়রূপ উদাহরণ লইয়া এই ছয়টি লিঙ্গের অর্থ ও প্রয়োগ বেদান্তসারে এইরূপ প্রদর্শিত হইয়াছে । [ মং রাং গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত “অনুভূতি প্রকাশের” স্বতন্ত্রেতু বিজ্ঞাপ্রকাশ নামক তৃতীয়াধ্যায়ে সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের যে অনুবাদ প্রদত্ত হইবে তাহার সাহায্যে এই যড়লিঙ্গের উপযোগিতা সবিশেষ বোধগম্য হইবে ] । (১) সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, সেই প্রকরণ প্রতিপাদ্য অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপ বস্তু, “সং এব সোম্য ইদম্ অগ্রে আসীৎ একম এব

অদ্বিতীয়ম্”—( ২য় খণ্ড, ১ )—তে সোমা । সৃষ্টির পূর্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সংস্করণই ছিল—এই উপক্রমে, জগৎকারণ বলিয়া প্রতিপাদিত হইয়াছে । আবার উপসংহারে ( ৯ম খণ্ডের চতুর্থ মস্ত্বে এবং ১০ম হইতে ১৬শ খণ্ডের তৃতীয় মস্ত্বে )—“ঐতদাত্ম্যম্ ইদম্ সর্বম্”—এই সমস্ত জগৎ তদাত্মক অর্থাৎ সেই সজ্জপ আত্মস্বরূপ—এই বাক্যদ্বারা সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মই প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাই উপক্রমোপসংহারের একতরূপ প্রথম লিঙ্গ । যেমন নহবতের সানাই-বাদক সীবাভী সুরে বাণ্ড আরম্ভ করে, মধ্যে মূর্ছনাদি দ্বারা বিবিধ আলাপ করিয়া পরিশেষে সেই সুরেই উপসংহার করে এবং তদ্বারা সেই সুরেই বাদনের তাৎপর্য জানায় ; সেইরূপ । উদাহৃত স্থলে উপক্রমোপসংহারের অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উল্লেখের মধ্যে সৃষ্টি প্রভৃতি প্রতিপাদিত হইলেও সেই উপক্রমোপসংহারের এক-রূপতার বলে অদ্বিতীয় ব্রহ্মেই সেই সৃষ্টি প্রতিপাদনের তাৎপর্য—ইহা নিশ্চয় করিতে হইবে ।

( ২ ) প্রকরণ প্রতিপাঠ স্তুর সেই প্রকরণ মধ্যে পুনঃ পুনঃ প্রতিপাদনের নাম অভ্যাস । যেমন ছান্দোগ্যোপনিষদের ষষ্ঠ প্রপাঠকে নবম খণ্ডের চতুর্থ মস্ত্বে এবং দশম হইতে ষোড়শ খণ্ডের তৃতীয় মস্ত্বে,—“তৎ ত্বম্ অসি”—তুমি হইতেছ তাহাই, এই বাক্য দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদিত হইয়াছে । ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ । যেমন ভিক্ষুক বা পণ্যবিক্রেতা, একই কথা ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে বার বার উল্লেখ করিয়া, সেই কথার তাৎপর্যো ভিক্ষালাভ বা পণ্য বিক্রয়ে নিজ প্রয়োজন বুঝায় সেই প্রকার শ্রুতি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তি দ্বারা নয়বার অদ্বিতীয় ব্রহ্ম প্রতিপাদন করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মবোধনে নিজ তাৎপর্য জানাইতেছেন ।

( ৩ ) প্রকরণ প্রতিপাঠ বস্তু সেই শাস্ত্র ভিন্ন অণু প্রমাণের অবিসয় হইলে অর্থাৎ অণু প্রমাণ দ্বারা অজ্ঞেয় হইলে, সেই প্রমাণান্তরাঙ্কেয়তাকে অপূর্বতা নামক তৃতীয় লিঙ্গ বলে । যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকে, অদ্বিতীয় ব্রহ্ম উপনিষত্ত্বিন্ন অণু প্রমাণের অবিসয় রূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে, ( অথবা যেমন বৃহদারণ্য-কোপনিষদের ৩৯২৬ মস্ত্বে ) তম্ ত ঔপনিষদম্ পুরুষম্ পৃচ্ছামি—( হে শাকলা ) আমি তোমাকে সেই একমাত্র উপনিষদ্বিজ্ঞেয় ( অশনাদি বজ্জিত ) পুরুষের কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই শ্রুতিবচন দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের উপনিষদ্রূপ শব্দ-প্রমাণ ভিন্ন প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের অবিসয়তারূপ অলৌকিকতা কথিত হইয়াছে, অথবা ব্রহ্ম স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া আপনার ব্যবহার বিষয়ে অণু প্রমাণের অপেক্ষা

রাখেন না। যেমন কোন পণ্যবিক্রেতা পণ্যবিশেষের অপূর্বতা বা অমূল্য অলভ্যতা বর্ণন করিলে, গ্রাহক দ্বারা তাহার ক্রয়করণেই তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় সেইরূপ শ্রুতিবাক্য যে অর্থের অপূর্বতা বর্ণন করেন সেই অর্থেই তাহার তাৎপর্য বুঝিতে হয়।

( ৪ ) যে প্রকরণে যাহা প্রতিপাদ্য, সেই প্রকরণে তাহার বা তদমুষ্ঠানের জয়মাণ প্রয়োজনকে ফল নামক চতুর্থ লিঙ্গ বলে। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের চতুর্দশ খণ্ডের দ্বিতীয় মস্ত্রে “আচার্য্যাবান্ পুরুষঃ বেদ” “তত্ত্ব তাবৎ এব চিরম্ যাবৎ ন বিমোক্ষ্যে অথ সম্পৎশ্রে”—আচার্য্যাবান্ বা সদগুরুসম্পন্ন লোকে জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে জানিতে পারেন ; তাহার মোক্ষলাভ করিতে সেই পর্য্যন্তই বিলম্ব, যে পর্য্যন্ত না প্রারব্ধ কর্মের ক্ষয় হয় ; তাহার পর দেহপাতের সঙ্গেই তিনি বিমুক্ত হইয়া যান—এই বাক্যদ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের ফলে জন্মাদিরূপ অনর্থ-নিবৃত্তি এবং কৈবল্যপ্রাপ্তিরূপ ফল কথিত হইয়াছে। যেমন বিবিধ প্রকার অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্যবর্ণন প্রসঙ্গে তাহাদের নিজ নিজ ফলশ্রুতি দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সেই অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করানই সেই সেই ফলশ্রুতির তাৎপর্য। এইরূপ উপনিষদেও সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে জানিবার ফল বর্ণিত হইয়াছে ; সেই ব্রহ্মের জ্ঞানলাভেই তাহার তাৎপর্য।

( ৫ ) শীঘ্র প্রবৃত্তির জন্ত যে স্তুতি প্রভৃতির দ্বারা বিহিতার্থে প্রশংসা অথবা শীঘ্র নিবৃত্তির জন্ত নিষিদ্ধার্থের নিন্দা তাহাই অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মস্ত্রে—“উত তম্ আদেশম্ অপ্রাক্ষঃ যেন অশ্রুতম্ শ্রুতম্ ভবতি, অমতম্ মতম্ অবিজ্ঞাতম্ বিজ্ঞাতম্”—( গুরুমুখ হইতে ) যে উপদেশটি ( অর্থাৎ ব্রহ্মোপদেশ ) শুনিয়া মনন করিলে এবং যাহার তাৎপর্য্য অনুভব করিলে অপর যাহা কিছু অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগদ্বিষয়ক অশ্রুত থাকে, তাহা শুনা কথার মত হইয়া যায়,—অচিন্তিত সকল বস্তুই চিন্তিতের মত হইয়া যায় এবং যাহা কিছু অবিজ্ঞাত ছিল, তাহা বিজ্ঞাত হইয়া যায়—সেই উপদেশটি কি তুমি আচার্য্যের নিকট চাহিয়াছিলে ?—এই বাক্য দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতি করা হইয়াছে। ইহাই অর্থবাদরূপ পঞ্চম লিঙ্গ। যেমন কেহ অমূল্য পুরুষের নিকট অপর তৃতীয় পুরুষের প্রশংসা করিলে, সেই তৃতীয় পুরুষে গুরুমিত্রাদি ভাব স্থাপনেই তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় হয়, সেইরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মের জ্ঞানের স্তুতিকারক শ্রুতিবাক্যের অদ্বিতীয় ব্রহ্মপ্রতিপাদনেই তাৎপর্য্য বুঝিতে হয়।

( ৬ ) প্রকরণ প্রতিপাদিত অর্থের সিদ্ধির জন্ত দৃষ্টান্তাদিরূপ অনুকূল যুক্তির

নাম উপপত্তি, তাহাই ষষ্ঠ লিঙ্গ ; যেমন সেই ষষ্ঠ প্রপাঠকের—যথা সোম্য একেন মূৰ্ণিপুণেন সৰ্বং মূৰ্ণয়ং বিজ্ঞাতং স্তাৎ বাচাবস্তনম্ বিকারঃ নামধেয়ম্ মৃত্তিক্য ইত্যেব সত্যম্—( ঘটাদির কারণরূপ ) একটি মাত্র মূৰ্ণিপুণকে জানিলেই যেমন সমস্ত মূৰ্ণয় পদার্থ বিজ্ঞাত হওয়া যায় অর্থাৎ বুঝা যায় যে মৃত্তিকাই সত্য পদার্থ, বিকার অর্থাৎ ঘটাদি কার্য্যরূপ পদার্থ কেবল শব্দময় ( শব্দ হইতে উৎপন্ন ) নাম মাত্র,—এইরূপ আরও সুবর্ণাদির দৃষ্টান্ত দ্বারা কার্য্যরূপ জগতের কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে অভেদ প্রতিপাদিত হইয়াছে। সেই অভেদ প্রতিপাদক দৃষ্টান্ত এস্থলে উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ। যেমন লোকে যে অর্থের সিদ্ধির জন্য দৃষ্টান্তাদি যুক্তি প্রদর্শন করে সেই অর্থের দৃঢ়তা সম্পাদনই তাহার তাৎপর্য্য, সেইরূপ উপ নিষৎ-সমূহে অদ্বৈত ব্রহ্মপ্রতিপাদনের অনুকূল যে দৃষ্টান্তাদি কথিত হইয়াছে, অদ্বৈত-ব্রহ্ম প্রতিপাদনেই তাহাদের তাৎপর্য্য।

বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য নির্ণয়।

এই প্রকারে শ্রুতি ষড়্‌লিঙ্গের উদাহরণ ছান্দোগ্যের ষষ্ঠাধ্যায় অবলম্বন করিয়া বেদান্তসূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। সেই ষড়্‌লিঙ্গরূপ যুক্তির প্রয়োগে অদ্বৈত-ব্রহ্মে যে সমস্ত উপনিষদের তাৎপর্য্য তাহা নির্ণয় করা যাইতে পারে। “বিদ্বন্মনো-রঞ্জিনী”কার বৃহদারণ্যকোপনিষদের তাৎপর্য্য এইরূপে নির্ণয় করিয়া দেখাইয়াছেন:—

প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—আত্মা ইতি এব উপাসীত ; অত্র হি এতে সৰ্ব্বে একম্ ভবন্তি—আত্মা বলিয়াই অর্থাৎ প্রাণাদিরূপ উপাধিকৃত ভেদ পরিত্যাগ করিয়াই তাঁহার উপাসনা করিবে। ইহাতেই ( এই আত্মাতেই ) উক্ত ঔপাধিক গুণসমূহ একীভাব প্রাপ্ত হইয়া থাকে—ইহা হইল উপক্রম আর পঞ্চমাধ্যায়ের প্রথম ব্রাহ্মণের প্রথম কণ্ডিকায় “পূৰ্ণম্ অদঃ পূৰ্ণম্ ইদম্ পূর্ণাৎ পূৰ্ণম্ উদচ্যতে। পূৰ্ণস্ত পূৰ্ণম্ আদায় পূৰ্ণম্ এব অবশিষ্ট্যতে।” -“অদঃ”—ইন্দ্রিয়ের অগোচর কারণস্বরূপ ব্রহ্ম পূর্ণ, এবং “ইদম্”—কার্য্যাত্মক ব্রহ্মও পূর্ণ। পূর্ণ জগৎ কাণ্ডেই পূর্ণ কারণ হইতে অভিব্যক্ত হয়। অবশেষে এই পূর্ণের পূর্ণত্ব লইয়া অর্থাৎ পরিপূর্ণস্বরূপ এই কার্য্যজগৎ তাহাতে বিলীন হইলে পর সেই পূর্ণ ই অবশিষ্ট থাকে অর্থাৎ তাহার কোনও প্রকার বিকৃতি ঘটে না—ইহা হইল উপসংহার। আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় এবং চতুর্থ্যাধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায়, চতুর্থ ব্রাহ্মণের ১২ কণ্ডিকায়, পঞ্চম ব্রাহ্মণের ১৫ কণ্ডিকায় উল্লিখিত হইয়াছে—সঃ ষষঃ নেতি নেতি আত্মা অগৃহ্যঃ নহি গৃহ্যতে, অশীধ্যঃ নহি শীধ্যতে,

অসঙ্গঃ নহি সজাতে, অসিতঃ ন বাথতে ন রিষ্যতি—প্রাণাদি সমস্ত জগৎ যাহাতে ওতপ্রোত রহিয়াছে এবং পূর্বোক্ত মধুকোণে ‘নেতি’ ‘নেতি’ বলিয়া যাহার উল্লেখ রহিয়াছে সেই এই আত্মা অগৃহ্য—অগ্রাহ্য ; অতএব কোন ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না, অশীধ্য—শীর্ণ হইবার অযোগ্য, এই কারণে শীর্ণ হয় না, অসঙ্গ—নির্লেপ, এইজন্ত কোথাও আসক্ত হন না ; নিরবয়ব বলিয়া অসিত—আবদ্ধ ; এই হেতু কিছু দ্বারা ব্যথিত ( আবদ্ধ ) হন না, এবং কোনও প্রকারে হিংসিত হন না ।—ইহাই অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ । আবার তৃতীয়াধ্যায়ের নবম ব্রাহ্মণের ২৬ কণ্ডিকায় আছে “তন্ তু ঔপনিষদম্ পৃচ্ছামি”—আমি তোমার নিকট সেই উপনিষদ অর্থাৎ একমাত্র উপনিষদেই যাহার তত্ত্ব জানিতে পারা যায়, সেই পুরুষের তত্ত্ব জিজ্ঞাসা করিতেছি । ইহার দ্বারা অপূর্বতা রূপ তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে । আবার চতুর্থীধ্যায়ের দ্বিতীয় ব্রাহ্মণের চতুর্থ কণ্ডিকায় আছে—অভয়ম্ বৈ জনক প্রাপ্তঃ অসি ইতি হ উবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ—যাজ্ঞবল্ক্য বলিলেন, হে জনক ! তুমি অভয় ( জন্মমরণাদি ভয় নিবারণ ব্রহ্ম ) প্রাপ্ত হইয়াছ । চতুর্থ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ কণ্ডিকায় আছে “ব্রহ্ম এব সন্ ব্রহ্ম অপোতি”—( তিনি আপ্তকাম তাঁহার প্রাণসমূহ উৎক্রমণ করে না, পরন্তু ) তিনি ব্রহ্মস্বরূপই বটে, এইজন্ত শেষে ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হন—ইত্যাদি ফলরূপ চতুর্থ লিঙ্গ । আবার প্রথমাধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের দশম কণ্ডিকায় আছে—তৎ যঃ যঃ দেবানাম্ প্রত্যবুধ্যত সং এং তদভবৎ তথা ঋষীণাম্ তথা মনুষ্যাণাম্—দেব ঋষি ও মনুষ্যাগণ মধ্যে যিনি যিনি ব্রহ্মকে বুঝিয়াছিলেন, তিনিই সেই ব্রহ্ম হইয়াছিলেন—ইত্যাদি অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ । আবার দ্বিতীয়াধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণের সপ্তম কণ্ডিকায় আছে—সং যথা ছন্দুভেঃ হনুমানশ্চ ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্রুয়াৎ গ্রহণায়, ছন্দুভেঃ তু গ্রহণে ছন্দুভাষাতস্য বা শব্দে গৃহীতঃ—যেমন ছন্দুভি বাহ্য বাজাইলে, বাহিরের অশব্দ গ্রহণ করা যায় না অর্থাৎ পৃথক্ বলিয়া ধরা যায় না, পরন্তু ছন্দুভির কিম্ব ছন্দুভি শব্দের গ্রহণে অন্য শব্দও গৃহীত হইয়া থাকে অর্থাৎ অপর যত শব্দ তৎকালে থাকে তৎসমস্তই ছন্দুভিশব্দের সহিত মিলিত থাকিয়া তাহার সঙ্গে সঙ্গতিগোচর হয় তদ্রূপ । ইহা হইল উপপত্তি নামক ষষ্ঠ লিঙ্গ ।

তৈত্তিরীয়োপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয় ।

উক্ত উপনিষদের ব্রহ্মবল্লীর প্রথমানুবাকের প্রথম মন্ত্রের “ব্রহ্মবিৎ আপোতি পরম্”—যিনি পরব্রহ্ম অবগত হন তিনি পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন—ইহা হইল উপক্রম ; ভৃগুবল্লীর ষষ্ঠানুবাকের প্রথম মন্ত্রের “আনন্দঃ ব্রহ্ম ইতি ব্যক্তানাং”—

‘মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বররূপ আনন্দকে কারণরূপে লক্ষিত বিমুক্ত আনন্দরূপ ব্রহ্ম বলিয়া জানিলেন’—ইহা হইল উপসংহার। আবার ব্রহ্মবল্লীর অষ্টমাস্ত্রবাক্যের দ্বাদশমস্ত্রে আছে, ( ভৃগুবল্লীর দশমাস্ত্রবাক্যের ষষ্ঠ মস্ত্রেও আছে ) যঃ চ অয়ম্ পুরুষে যঃ চ অয়ম্ আদিত্যে .সঃ একঃ—গুহানিহিত বলিয়া বর্ণিত এই অপরোক্ষ প্রত্যগাত্মা যাহা ব্যাধুপাধিপুরুষে বিদ্যমান তাহা, এবং যাহা বিদ্যৎপ্রত্যক্ষ লৌকিকানন্দের চরম সীমা বলিয়া মীমাংসিত মায়াবচ্ছিন্ন পরমানন্দাত্মা আদিত্যে অর্থাৎ সূত্রাত্মায় সমষ্টি লিপ্যোপাধিতে বিদ্যমান এই দুইটি ভিন্ন প্রদেশস্থ ঘটাকাশ ও মঠাকাশে অবকাশরূপে যেমন এক, সেইরূপ এক এবং বস্তুতঃ ভেদহীন,—ইহা অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর প্রথমাস্ত্রবাক্যের প্রথম মস্ত্রে আছে—যঃ বেদ নিহিতম্ গুহায়াম্ পরমে ব্যোমন্ সঃ অশ্বুতে সর্বদান্ কামান্ সহ—হৃদয়াকাশস্থিত বুদ্ধিরূপ গুহামধ্যে নিহিত সেই ব্রহ্মকে যিনি জানেন, তিনি নিজেও সর্বজ্ঞ ব্রহ্মাত্মস্বরূপে সমস্ত কাম্য বিষয় যুগপৎ ভোগ করেন ;—ইহার দ্বারা অপূর্বভাজন তৃতীয় লিঙ্গ সূচিত হইয়াছে। আবার ব্রহ্মানন্দবল্লীর সপ্তমাস্ত্রবাক্যের প্রথম মস্ত্রে আছে—অভয়ম্ প্রতিষ্ঠাম্ বিন্দতে, অথ সঃ অভয়ংগতো ভবতি—যেহেতু এই সাধক বিভাবস্থায় এই ব্রহ্মে ভয়শূন্য হইয়া প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ আত্মভাব লাভ করেন, তদনন্তর ( সেই হেতু ) তিনি তখন ব্রহ্মবিজ্ঞ হইয়া অভয়ংগত বা ব্রহ্মানন্দ প্রাপ্ত হন—ইহা হইল ফলশ্রুতিরূপ চতুর্থ লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠাস্ত্রবাক্যের প্রথম মস্ত্রে আছে—সঃ অকাময়ত বহু স্ত্যাম্ প্রজায়েৎ—সেই পরমাত্মা কামনা করিলেন কি প্রকারে আমি বহু হই। ইহা হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ। আবার ব্রহ্মবল্লীর ষষ্ঠাস্ত্রবাক্যে আছে—অসন্ এব স ভবতি অসৎ ব্রহ্ম ইতি বেদ চেৎ। অস্তি ব্রহ্ম ইতি চেৎ বেদ, সন্তম্ এনম্ ততঃ বিদ্বঃ ॥ সর্বব্যবহারের অতীত বলিয়া, যদি কেহ ‘ব্রহ্ম নাই’ এইরূপ মনে করে, সেই ব্যক্তি তদ্রূপ ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা ‘অসৎ’ অর্থাৎ পুরুষার্থ শূন্য হইয়া যায়, অথবা সে অশ্রদ্ধাহেতু নাস্তিক। সর্ব দ্বৈতের অধিষ্ঠান বলিয়া সর্বজগৎকর্তা সর্বলয়াধার ব্রহ্ম আছেন, যদি কেহ এইরূপ ব্রহ্মকে জানেন, ব্রহ্মবিদগণ তাঁহাকে ব্রহ্মস্বরূপ পরমাণু সদাত্মভাবাপন্ন বলিয়া জানেন—এই বচনটি এবং ব্রহ্মবল্লীর সপ্তমাস্ত্রবাক্যের প্রথম মস্ত্র—কঃ হি এব অন্ত্যঃ কঃ প্রাণ্যঃ যৎ এষঃ আকাশঃ আনন্দঃ ন স্ত্যঃ—যদি আকাশে পরম ব্যোমরূপ গুহায় নিহিত আনন্দ না থাকিত, তাহা হইলে ( সংসারে ) কে-ই বা অপান চেষ্টা করিত ( নিঃশ্বাস ফেলিত ) কে-ই বা প্রাণ চেষ্টা করিত ( উচ্ছ্বাস পাইত ) ? ইত্যাদি উপপত্তিরূপ ষষ্ঠ লিঙ্গ।



### মুণ্ডকোপনিষদের তাৎপর্য নির্ণয় ।

মুণ্ডকোপনিষদের প্রথম মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম মন্ত্রের—“অথ পরা যয়া তদক্ষরম্ অধিগম্যতে”—যে পরবিদ্যা দ্বারা অক্ষরব্রহ্মকে লাভ করা যায় ইত্যাদি উপক্রম এবং দ্বিতীয় মুণ্ডকের একাদশ মন্ত্রে আছে :—ব্রহ্ম এব ইদম্ অমৃতম্ পুরস্তাৎ—অগ্রে বিद्यমান এই বস্তুজাত অবিনাশিরূপ ব্রহ্মস্বরূপ ইত্যাদি উপসংহার । প্রথম মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ত্রয়োদশ মন্ত্রে—যেন অক্ষরম্ পুরুষম্ বেদ সত্য, প্রোবাচ তাম্, তদ্বতঃ ব্রহ্মবিদ্যাম্—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর অর্থাৎ অদ্রেশ্যাদি বিশেষণযুক্ত ব্রহ্মরূপ পুরুষকে—পূর্ণ সত্যকে—ত্রিকালারাধ্যস্বরূপ পুরুষকে শিষ্য জানিতে পারে ; দ্বিতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় মন্ত্রে তৎ এতৎ অক্ষরম্ ব্রহ্ম স প্রাণঃ—তোমার দৃষ্ট এই সর্বাধারভূত স্রবণরহিত ব্রহ্ম প্রাণাদিরূপ ; এবং তত্রত্য পঞ্চম মন্ত্রে “তম্ এব একম্ জানথ আত্মানম্” হে শিষ্যগণ, সেই আধারভূত এক সজাত্যাদি ভেদরহিত প্রত্যক্ষরূপ আত্মাকে জান ইত্যাদি অভ্যাস নামক দ্বিতীয় লিঙ্গ । আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের অষ্টম মন্ত্রে আছে—ন চক্ষুষা গৃহ্যতে ন অপি বাচা—আত্মস্বরূপকে চক্ষুদ্বারা গ্রহণ করিতে পারা যায় না—এই স্থল হইতে আরম্ভ করিয়া—“বেদান্তবিজ্ঞান সুনিশ্চিতার্থাঃ” ইত্যাদি ‘মহাবাক্যজনিত বিজ্ঞানের অর্থরূপ পরমাত্মাকে যাহারা সংশয় বিপর্যয় রহিত হইয়া জানিয়াছেন তাঁহারা লিঙ্গশরীর ভঙ্গরূপ চরম মরণ সময়ে উপাধি পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মের সহিত একতা প্রাপ্ত হইয়াছেন—ইত্যাদি অর্থের তৃতীয় মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের ষষ্ঠ মন্ত্র পর্য্যন্ত মন্ত্রসকল অপূর্বতাসূচক তৃতীয় লিঙ্গ । আবার তৃতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মন্ত্র—তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়, নিরঞ্জনঃ পরমম সাম্যম্ উপৈতি—সেই জ্ঞান কালে আত্মজ্ঞানী শুভাশুভ কৰ্ম্ম, মূল সহিত বিসর্জন দিয়া অবিদ্ধা ক্লেশরহিত হইয়া নিরতিশয় নামরূপ রহিত ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হন ; সেই মুণ্ডকের দ্বিতীয় খণ্ডের নবমমন্ত্র সঃ যঃ হ বৈ তৎ পরমম্ ব্রহ্মবেদ ব্রহ্ম এব ভবতি—যে কেহ নিঃসন্দেহ হইয়া সেই সর্বোৎকৃষ্ট ব্রহ্মকে জানেন, তিনি ব্রহ্মস্বরূপই হইয়া যান—ইত্যাদি ফলশ্রুতি ফলনামক চতুর্থ লিঙ্গ । আবার দ্বিতীয় মুণ্ডকের প্রথম খণ্ডের প্রথম মন্ত্রের—“যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাং বিষ্ফুলিঙ্গাঃ সহস্রশঃ ভবন্তি সৰূপাঃ তথা অক্ষরাং বিবিধাঃ সোম্যভাবা প্রজায়ন্তে তত্র চ এব অপি যন্তি—যেমন সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে সহস্র সহস্র তুলা জ্যোতিঃস্বরূপ বিষ্ফুলিঙ্গ নিঃসৃত হয়, সেই প্রকার হে প্রিয়দর্শন অক্ষর অর্থাৎ মায়াক্রিয়যুক্ত ব্রহ্ম হইতে নানা জীব উৎপত্তি লাভ করে—ইহাই হইল অর্থবাদ নামক পঞ্চম লিঙ্গ । আবার প্রথম

দ্রুতের প্রথম খণ্ডের তৃতীয় মস্ত্রে আছে—কস্মিন্ হু ভগবঃ বিজ্ঞাতে সৰ্ব্বম্  
ইদম্ বিজ্ঞাতম্ ভবতি—হে ভগবন! কোন্ বস্তুটিকে বিশেষরূপে জানিলে এই  
কার্য্যজ্ঞাত সমস্তই বিশেষরূপে অবগত হওয়া যায় অর্থাৎ সৰ্ববিজ্ঞানহেতু বিজ্ঞানপ্রদ  
যে একটি বস্তু তাহাই আমাকে বলুন—এস্থলে এই এক বিজ্ঞান প্রতিজ্ঞারূপাদি  
উপপত্তিনামক ষষ্ঠ লিঙ্গ।

ঐতরেয়াদি উপনিষদে এবং বেদের অন্যান্য শাখায় এইরূপে উপক্রমাদি  
বুঝিয়া লইতে হইবে।

## পঞ্চদশী

### পারিশিষ্ট চ

[ সপ্তম অধ্যায় ( ২২৩ পৃঃ ) ১০২ শ্লোকের সহিত পঠিতব্য ]

অদ্বৈত সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক পরিচয়।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য অদ্বৈত মতবাদের প্রধান পরিপোষক বলিয়া খ্যাত।  
তঁাহার সময় হইতেই অদ্বৈতবাদের ধারাবাহিক ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। তঁাহার  
পূর্বেও বহু আচার্য্য এ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। টঙ্ক, ভ্রমিড়  
প্রভৃতির নামোল্লেখ তঁাহার ভাষ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। শঙ্করাচার্য্য তঁাহাদেরই  
মতবাদের পরিপুষ্টি করিয়াছেন এবং বৌদ্ধ প্রভৃতি বিরুদ্ধ মতবাদ দ্বারা অদ্বৈতবাদ  
আক্রান্ত হইলে তিনি বহু গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদি রচনা করিয়া তৎসমুদয় বিরুদ্ধ  
মতের নিঃশেষে খণ্ডন করিয়া অদ্বৈতবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করেন। তৎপরবর্তী  
কালেও বৌদ্ধ, জৈন, ঐহিকাদ্বৈতবাদী, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদী, নৈয়ায়িক প্রভৃতি বিরুদ্ধ-  
মতবাদী বহু প্রথিতযশা মনীষী কর্তৃক বার বার অদ্বৈতবাদ আক্রান্ত হইলে তৎ-  
সমুদয়ের খণ্ডনার্থে পুনঃ পুনঃ বিশিষ্ট বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী আচার্য্যবৃন্দের আবির্ভাব  
হইয়াছে এবং তঁাহাদের রচিত অসংখ্য গ্রন্থ, টীকা, ভাষ্যাদিতে অদ্বৈত সাহিত্য

বিস্তর সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে। আধুনিক কালেও বহু বিজ্ঞ লেখকের অতি উজ্জ্বল বিস্তর অধৈত গ্রন্থাদি প্রকাশিত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন ও আধুনিক সমুদয় গ্রন্থের ও গ্রন্থকর্তাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর নয়। নিম্নমুখি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া কতিপয় প্রধান প্রধান আচার্যের নাম ও গ্রন্থাদির নাম উল্লেখ করা হইল।

১। মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস—মহাভারত, পুরাণ, ব্রহ্মসূত্র প্রভৃতি প্রণেতা।\*

২। শুকদেব (ব্যাসদেবের পুত্র) শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ বিবৃত করিয়া বলিয়া কথিত হন।

৩। গোড়পাদাচার্য, শুকদেবের শিষ্য, মাণ্ডূক্যকারিকা, সাংখ্যকারি ভাষ্য, শ্রীবিষ্ণুরসুত্র প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা।

৪। গোড়পাদের শিষ্য গোবিন্দপাদ।

৫। গোবিন্দপাদ শিষ্য শ্রীশঙ্করাচার্য, অদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে বহু গ্রন্থাদি রচনা করিয়া ইহার ধারাবাহিকরূপে বিস্তারের মূল প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মসূত্রভাষ্য, ঈশাদি দশোপনিষদ্ভাষ্য, গীতাভাষ্য, গোড়পাদ কারিকাভাষ্য উপদেশসাহস্রী, বিবেকচূড়ামণি, অপরোক্ষানুভূতি, শারীরকভাষ্য, আত্মবোধ প্রভৃতি ইহার অতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৬। শঙ্করশিষ্য পদ্মপাদাচার্য—বিজয়াভিধানী, পঞ্চপাদিকা প্রভৃতি ইহার গ্রন্থ।

৭। শঙ্করশিষ্য সুরেশ্বরচার্য—কৃত নৈকর্ষ্যাসিদ্ধি, স্বরাজ্যাসিদ্ধি, বৃহদারণ্যভাষ্য বার্তিক প্রভৃতি।

৮। সুরেশ্বরচার্য শিষ্য সর্বজ্ঞানমূনির সংক্ষেপ শারীরক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ।

৯। সুরেশ্বরশিষ্য বোধঘনাচার্য কৃত তত্ত্বসিদ্ধি।

১০। বাচস্পতি মিশ্র (ত্রিলোচন শিষ্য)—ব্রহ্মসূত্রশঙ্করভাষ্য টীকা ভামতী প্রভৃতি প্রণেতা।

১১। প্রকাশান্ন যতি (অনন্তানুভব শিষ্য)—পঞ্চপাদিকা বিবরণ প্রণেতা।

১২। শ্রীহর্ষাচার্যকৃত খণ্ডন-খণ্ড্য প্রভৃতি গ্রন্থ।

১৩। শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র যতি—প্রবোধচন্দ্রোদয় নাটক প্রভৃতি।

---

\* বেদান্তদর্শন, উত্তর-নীমাংসা, শারীরক সূত্র, ব্যাসসূত্র প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের নামান্তর।

১৪। চিহ্নিলাস বা অদ্বৈতানন্দ—শঙ্করভাষ্য টীকা ব্রহ্মবিজ্ঞানভরণ।

১৫। অখণ্ডানন্দ সন্ন্যাসী কৃত বিবরণতত্ত্বদীপন।

১৬। আনন্দপূর্ণ বিজ্ঞানাগর ( অভয়ানন্দ শিষ্য )—খণ্ডনখণ্ডাত্ম টীকা, পঞ্চপাদিকা টীকা, বিবরণ টীকা প্রভৃতি।

১৭। জ্ঞানোত্তমাচার্য্য বা গোড়েশ্বরীচার্য্য—নৈষ্কর্ষ্যাসিদ্ধি টীকা প্রভৃতি।

১৮। জ্ঞানোত্তমের শিষ্য চিৎসুখাচার্য্যকৃত বিবরণ-তাৎপর্য্যদীপিকা, প্রত্যকৃত্ত্বদীপিকা বা চিৎসুখী প্রভৃতি।

১৯। শঙ্করানন্দকৃত সূত্রবৃদ্ধি, আত্মপুরণ প্রভৃতি।

২০। ভারতীতীর্থ—বেদান্তদর্শনের অধিকরণ মালা প্রভৃতি।

২১। সায়নাচার্য্য—চতুর্বেদভাষ্য, সর্বদর্শন সংগ্রহ ইত্যাদি।

২২। বিজ্ঞানরণ্য—পঞ্চদশী, বিবরণপ্রমেয় সংগ্রহ প্রভৃতি।

২৩। শ্রীধরস্বামী—গীতা ও ভাগবতের প্রসিদ্ধ টীকাকার।

২৪। আনন্দগিরি স্বামীর—আনন্দগিরি নামক বহু টীকা আছে।

২৫। নৃসিংহাশ্রমকৃত—পঞ্চপাদিকাটীকা।

২৬। অমলানন্দস্বামী কৃত—কল্পতরু, শাস্ত্রদর্পণ প্রভৃতি।

২৭। অগ্ন্য দীক্ষিত—কল্পতরু পরিমল, সিদ্ধান্তলেশ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ

রচয়িতা।

২৮। রামাশ্রমকৃত—রত্নপ্রমাণক প্রভৃতি।

২৯। মধুসূদন স্বামী—অদ্বৈতসিদ্ধি, গীতার টীকা প্রভৃতি।

৩০। নারায়ণ ভট্টকৃত সূত্রবৃদ্ধি।

৩১। ভৈরবদত্ত পণ্ডিত—ব্রহ্মসূত্র তাৎপর্য্য।

৩২। রামানন্দ সরস্বতী কৃত—বিবরণোপন্যাস, ব্রহ্মায়ত্তবর্ষিণী প্রভৃতি।

৩৩। গঙ্গাধরস্বামী কৃত—স্বারাজ্যাসিদ্ধি।

৩৪। রঘুনাথ শাস্ত্রী—শঙ্করপাদভূষণ টীকা।

৩৫। অনুপনারায়ণ কৃত—সমঞ্জসা।

৩৬। অন্নম্ভট্ট কৃত—মিতাক্ষরা।

৩৭। জ্ঞানেন্দ্রস্বামী কৃত—ব্রহ্মসূত্রার্থ প্রকাশিকা।

৩৮। নাগেশ কৃত—ব্রহ্মসূত্রেন্দ্রশেখর।

৩৯। ব্রহ্মানন্দ সরস্বতী কৃত—বেদান্তসূত্রমুক্তাবলি।

৪০। ভবদেব কৃত—সূত্রবৃদ্ধি।

৪১। রঙ্গনাথ কৃত—বিদ্বজ্জনমনোহরা ।

৪২। স্বয়ং প্রকাশানন্দকৃত—বেদান্তবচন ভূষণ ।

৪৩। জগন্নাথ যতি কৃত—ভাষ্যদীপিকা ।

এতদ্ব্যতীত নীলকণ্ঠ সুরি, নরহরি, ধনপতি সুরি প্রভৃতি প্রাচীন পণ্ডিতদের অতি উপাদেয় বহু গ্রন্থ ও টীকা প্রচলিত আছে। বর্তমান সময়েও অনেক বিশিষ্ট বৈদাস্তিক পাণ্ডিত্যপূর্ণ বহু গ্রন্থ, নিবন্ধ, টীকা ও ভাষ্যাদি রচনা করিয়া অদ্বৈত সাহিত্যের পরিপুষ্টি সাধন করিতেছেন।

—:০:—

## পঞ্চদশী

### পরিশিষ্ট ছ

জ্ঞানীর কৃতকৃত্যতা ও তজ্জনিত কর্তব্য নিঃশেষতা বিষয়ক নিশ্চয়—

“বোধসারে” ( পৃ: ৫৭৬ ) ‘জ্ঞানিগজগজ্জন’ নামক প্রবন্ধের

৩৫ শ্লোকে এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

৭২৬৬ শ্লোকের টীকায় উক্ত শ্লোকের অর্থ :—

( জ্ঞেয়রূপ বিষয় এবং তদুপাদান অজ্ঞান নিরস্ত হইয়াছে বলিয়া ) বিশুদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ আত্মার সর্বত্র স্ফুরণ হইতেছে। ( সেইরূপ স্ফুরণ বশতঃ আপনাকে, আরোপিত জীব ঈশ্বর ও জগতের অধিষ্ঠানরূপে অনুভব করিতেছি এবং অনারোপিত স্বরূপ আত্মায় ) করস্থিত বদরী ফলের গ্রায় সাক্ষাদভাবে অনন্ত সচ্চিদানন্দরূপ ব্রহ্ম-লক্ষণ অনুভূত হওয়ায় আমার কিছুই কর্তব্য অবশিষ্ট নাই—( আমি “প্রাপ্ত-প্রাপ্তব্য” হইয়াছি, জীবমুক্তি বিবেকের বঙ্গানুবাদের ৩৫০ পৃ: দ্রষ্টব্য )। যেহেতু বিষয়সমূহের মিথ্যা নিশ্চয় হওয়ায় আমার চিন্ত হইতে বাসনার চিন্তসকল বিধৌত হইয়া গিয়াছে ( আমার বাসনাক্ষয় সাধনের প্রয়োজন নাই, জী, বি, ৩০৭ পৃ: দ্রষ্টব্য )। চিন্ত নষ্ট হইয়া যাওয়ায়—মিথ্যা বলিয়া নিশ্চিত হওয়ায়—( মনো-নাশের জন্ত যোগাদি সাধনের প্রয়োজন নাই। ) সকল বিষয়ে বিরসতা উৎপন্ন

হওয়ায় (বৈরাগ্য সাধনের প্রয়োজন নাই)। কৰ্মপাশসমূহ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাওয়ায় (সন্ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই)। ভেদ বিলুপ্ত হইয়া যাওয়ায় (দ্বৈত নিরাসেরও প্রয়োজন নাই)। (সকল সুখ ব্রহ্মসুখের অন্তর্ভূত বলিয়া এবং) সেই সুখ পাইয়াছি বলিয়া (সুখ সাধনের প্রয়োজন নাই); কল্পনাকে—আত্মায় অনাত্মারোপ বুদ্ধিকে—দূরে ফেলিয়াছি বলিয়া (কল্পনা ত্যাগের প্রয়োজন নাই)—অতঃপর যদি বল আমার কর্তব্য শেষ রহিয়াছে তবে জিজ্ঞাসা করি সেই কর্তব্য কৰ্মের অনুষ্ঠান স্বার্থে অথবা পরার্থে? যদি বল ‘স্বার্থে’ তবে জিজ্ঞাসা করি ঐহিক ফলের জ্ঞান অথবা পারত্রিক ফলের জ্ঞান? যদি বল ঐহিক ফলের জ্ঞান, তাহা হইলে জিজ্ঞাসা করি শরীর রক্ষার্থ অথবা পুত্রশিষ্যাদিক্রম কুটুম্ব পোষণার্থ অথবা লীলার জ্ঞান? শরীর রক্ষণার্থ হইতে পারে না—কেননা আচার্য্যপাদ বিবেকচূড়ামণি গ্রন্থে ২৮০ শ্লোকে বলিতেছেন—“প্রারব্ধং পুণ্যতি বপুরিতি নিশ্চিত্য নিশ্চলঃ। ধৈর্য্যমালম্ব্য যত্নেন স্বাধ্যাসাপনয়ং কুরু ॥” প্রারব্ধই দেহকে পোষণ করে, এইরূপ নিশ্চয় করিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয় ও কৰ্ম্মেন্দ্রিয় সমূহকে স্থির করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্বক যত্নের সহিত আত্মায় দেহাদির অধ্যাস দূর কর, এবং বিফলভাবতে শ্রীশুক বলিতেছেন—(২।২।৩) অতঃ কবিনামসু যাবদর্থঃ স্মাদপ্রমত্তো ব্যবসায়বুদ্ধিঃ। সিদ্ধে-হন্থথার্থে ন যতেত তত্র পরিশ্রমং তত্র সমীক্ষমাণঃ ॥ (সর্বপ্রকারে কৰ্মফল ত্যাগ করিলে সত্ত্ব দেহপাত হইবার সম্ভাবনা) এইহেতু জ্ঞানী, যে পরিমাণ ভোগ্য স্বীকার করিলে দেহনির্বাহরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহাতেও অনাসক্ত হইয়া এবং তাহাও সুখকর নহে, এইরূপ নিশ্চয়যুক্ত হইয়া (তাহার অর্জ্জনে পরিশ্রম দেখিয়া তাহার জ্ঞান) যত্ন করিবেন না, কেননা তাহা অন্য প্রকারে অপূর্ব কল্পিত ভিক্ষা প্রত্যাগ্রহাদির দ্বারাও সিদ্ধ হয়। পুত্রাদি কুটুম্ব পোষণার্থও নহে, কেননা ঋতি (বৃহদা উঃ ৩।৫।১) বলিতেছেন—ব্রাহ্মণগণ এই আত্মাকেই অবগত হইয়া পুত্রৈষণা, বিষ্টৈষণা ও লোকৈষণা হইতে ব্যথিত হইয়া অর্থাৎ পুত্রবিস্তাদি বিষয়ে কামনা পরিত্যাগ করিয়া ভিক্ষার্চ্যা (সন্ন্যাস) অবলম্বন করিয়া থাকেন। পুত্রাদি পরিগ্রহ নাই বলিয়া তজ্জ্ঞান কৰ্ম্মও অসম্ভব। লীলার জ্ঞানও নহে, কেননা জ্ঞানী “আত্মক্ৰীড়ঃ আত্মরতিঃ” (মুণ্ডক ৩।১।৪), অত্যা তিনি রতি প্রাপ্ত হন না।

যদি বল পারত্রিক ফলের জ্ঞান, তবে জিজ্ঞাসা করি স্বর্গার্থে বা অপবর্গার্থে অথবা আত্মশোধনার্থে। জ্ঞানী “পর্যাপ্তকাম কৃতাত্মা (মুণ্ডক ৩।২।২), তাহাতে “সর্বকাম” বলীন হইয়া গিয়াছে, বলিয়া স্বর্গ কামনা অসম্ভব। অপবর্গার্থে নহে,

কেননা কৰ্ম্ম অপবৰ্গসাধন নহে। ( “ন কৰ্ম্মণা” ইত্যাদি কৈবল্য উ, ২ ; মহা না-  
উঃ ১০।৫ ) যদি বল আত্মশোধনার্থে, তবে জিজ্ঞাসা—‘আত্মা’ বলিতে বুঝি কি ?  
চিত্ত, অথবা আত্মা ( আত্মচেতন্য )। শরীর শোধন অসম্ভব, কেননা শুক্ৰ-  
শোণিতোপাদানক ও মলমূত্র পূর্ণ বলিয়া ইহা সদাই অশুদ্ধ। চিত্তশোধন জ্ঞানীর  
নিম্প্রয়োজন, শুদ্ধচিত্ত হইয়াই জ্ঞানী হইয়াছেন ; “যতয়ঃ শুদ্ধসত্ত্বাঃ” ( মুণ্ডক উঃ,  
৩।২।৬ ) আর আত্মচেতন্ত্ব স্বভাবতঃ শুদ্ধ, “অস্মাবিরং শুদ্ধম্” ( ঈশাवास উ, ৮ )  
এবং নিরবয়ব বলিয়া শুদ্ধির অযোগ্য।

যদি বল জ্ঞানীর কৰ্ম্মানুষ্ঠান পরার্থে, তবে জিজ্ঞাসা করি সেই জ্ঞানী  
অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন অথবা পরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন হইলে  
সন্ন্যাসী অথবা গৃহস্থ ? অপরোক্ষ জ্ঞানসম্পন্ন সন্ন্যাসীর পরার্থে কৰ্ম্মপ্রবৃত্তি সম্ভব  
নহে, কেননা তাঁহার কর্তৃত্বাভিমান নাই এবং তিনি সসাধন সৰ্ব্বকৰ্ম্ম ত্যাগ  
করিয়া সন্ন্যাসী হইয়াছেন ; আর যিনি ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান লাভ করিয়া  
স্বাত্মারাম হইয়াছেন তাঁহার পক্ষে যে ছয়টি প্রবৃত্তির বীজ অর্থাৎ (১) বর্ণাশ্রমাদিতে  
“আমি আমার” অভিমান, (২) প্রপঞ্চে সত্যতা বুদ্ধি, (৩) অর্থিতা বা ইচ্ছা সম্পন্নতা,  
(৪) কর্তব্যতা বুদ্ধি, (৫) অকারণে প্রত্যবায়ভয় এবং (৬) শাস্ত্রভয়, ইহাদের মূল  
সহিত, তাঁহার মুখে আনিবার ( উচ্চারণ করিবার ) সম্ভাবনা নাই, কেননা তিনি  
আত্মাতিরিক্ত কিছুই দেখেন না—যেহেতু তিনি সৰ্ব্বভূতস্থ ও সৰ্ব্বাত্মা। এই কথা  
মুণ্ডকশ্রুতি ( ৩।১।৪ ) এইরূপে বলিয়াছেন—“প্রাণো হ্রেয়ঃ যঃ সৰ্ব্বভূতৈবিত্তাতি,  
বিজ্ঞানন্ বিদ্বান্ ভবতে নাতিবাদী”—এই প্রাণের প্রাণ পরমেশ্বর যিনি সৰ্ব-  
ভূতপলক্ষিত হইয়া প্রকাশমান, ‘তিনিই আমি’, এইরূপ যিনি অমুভব করিয়াছেন,  
তাঁহার পক্ষে আত্মাতিরিক্ত বস্তুর কথন অসম্ভব।

আবার অপরোক্ষ জ্ঞানী গৃহস্থের লোকের জন্ম কৰ্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব  
নহে ; তাহার কারণ এই সহস্র সহস্র জন্মে অমুষ্ঠিত পুণ্যকৰ্ম্মপুঞ্জের পরিপাক  
বশতঃ এবং ঈশ্বরের অমুগ্রহ বশতঃ সৰ্বদৃশের মিথ্যাৎ নিশ্চয় পূর্বক, ‘ব্রহ্মই  
আমি’ এই প্রকার, ব্রহ্ম ও আত্মার একতা বিজ্ঞান প্রতিবন্ধ রহিত হইয়া যখন  
উৎপন্ন হয়, তখন গৃহস্থও যাজ্ঞবল্ক্যাদির দ্বায় ষষণাত্মক হইতে বৃথিত হন এবং  
আমি ও আমার এইরূপ ব্যবহারের যোগ্যতা রহিত হইয়া যান, কেননা অনাত্ম  
দেহাদিতে অহঙ্কার এবং অজ্ঞ পদার্থে মমতাব এই যে দুই প্রকার ক্লেশতা সংসার  
ব্যবহারের কারণ, সেই দুইটি ভূমার ( ব্রহ্মের ) ও আত্মার একতা বিজ্ঞান দ্বারা  
বিনষ্ট হইয়া যাওয়ায় তিনি আর সংসার ব্যবহারে সমর্থ থাকেন না। ‘ব্রহ্মই

‘আমি’ এইরূপ বিজ্ঞান এবং ‘আমি ব্রাহ্মণ, ইহা আমার’ এইরূপ বুদ্ধি আলোক ও অন্ধকারের স্রায় পরস্পর বিরুদ্ধ বলিয়া একাধারে থাকিতে পারে না। সেইহেতু ব্রহ্মতত্ত্ব বিজ্ঞানরূপ খড়্গাঙ্গারা যাহার হৃদয়গ্রাস্থ ছিন্ন হইয়াছে এইরূপ তত্ত্বজ্ঞের সংসরণ বা আমি আমার বুদ্ধি সংঘটন সম্ভব হয় না। এইহেতু গৃহস্থ বিদ্বান্ সংসার হইতে ব্যুত্থিতই হন এবং যতদিন না তাঁহার ব্যুত্থান হয়, ততদিন তাঁহার সেই অব্যুত্থান তাঁহার অজ্ঞানের এবং অজ্ঞান কার্য্যগ্রস্ততার পরিচায়ক হয়।

## পঞ্চদশী পরিশিষ্ট জ

তত্ত্বচিন্তামণি গ্রন্থে বৃত্তির লক্ষণ এইরূপ প্রদত্ত হইয়াছে—“শাব্দবোধহেতু-পদার্থোপস্থিত্যনুকূলঃ পদপদার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ”—পদ ও পদার্থের যে সম্বন্ধ শাব্দ বোধের হেতু পদার্থের উপস্থিতির অর্থাৎ স্মরণের অনুকূল, সেই সম্বন্ধকে বৃত্তি বলে। ইহার অপর নাম পদবৃত্তি। তাহা সাধারণতঃ দুই প্রকারেরই হইয়া থাকে—যথা শক্তিবৃত্তি ও লক্ষণাবৃত্তি। কেহ কেহ নিকটলক্ষণা নামে তৃতীয় বৃত্তি স্বীকার করিয়া থাকেন, তাহা কার্য্যতঃ লক্ষণারই প্রকার ভেদ। এই দুই বৃত্তির জ্ঞান বাক্যার্থের জ্ঞানের কারণ এবং আকাজক্ষা জ্ঞান, যোগ্যতা জ্ঞান, তাৎপর্ধ্য জ্ঞান ও আসক্তি এই চারিটি তাহার সহকারী।

(১) আকাজক্ষা—‘যস্য পদস্য যেন পদেন বিনা অস্বয়বোধজনকত্বং নাস্তি, তস্য পদস্য তেন পদেন সমভিব্যাহারঃ আকাজক্ষা’ (তর্ককৌমুদী)—কোনও পদ যে পদ বিনা অস্বয়ের বোধ উৎপাদন করিতে না পারিয়া সেই পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা রাখে, তাহার সেই অপেক্ষাকে আকাজক্ষা বলে। যেমন ‘গাম্’ (গরুটিকে) এই পদে অস্বয়বোধকতা উৎপাদনের জন্ত, ‘আনয়’, ‘পশ্য’, ‘স্পৃশ’ ইত্যাদি কোনও পদের সহিত একত্র উচ্চারিত হইবার অপেক্ষা আছে; সেই অপেক্ষার নাম আকাজক্ষা।

(২) যোগ্যতা—অর্থাবাধঃ (তর্কসংগ্রহঃ) বা “অবাধিতার্থকত্বম্” (গদাধর অবচ্ছেদবাদ)—যেমন ‘জল দ্বারা স্থলে সেচন করিতেছে’ এস্থলে অর্থের বাধা হয় না কিন্তু ‘অগ্নির দ্বারা সেচন করিতেছে’ বলিলে অর্থের বাধা হয়।



(৩) তাৎপর্য—‘ইদম্ এতস্মিন্ অর্থে অশ্ব অশ্বয়ম্ প্রত্যায়য়তু ইতি প্রয়োক্তুঃ ইচ্ছা’—( শ্রায়সিক্কান্তমঞ্জরী )। এই পদ এই অর্থে ইহার অশ্বয় বা সম্বন্ধ বুঝিবে, বাক্য প্রয়োগ কর্তার এইরূপ ইচ্ছা। সেই ইচ্ছা লৌকিক বাক্যে “সংযোগে বিপ্রয়োগশ্চ সাহচর্যং বিরোধিতা। অর্থঃ প্রকরণং লিঙ্গং শব্দস্তাত্ত্ব্য সন্নিধিঃ। সামর্থ্যমোচিভী দেশঃ কালো ব্যক্তিঃ স্বরাদয়ঃ ॥ শব্দার্থস্থানবচ্ছেদে বিশেষ-স্মৃতিহেতবঃ ॥” ( ভট্টহরি )—এইগুলির বিচার করিয়া বুঝিতে হয়। বৈদিক বাক্যে কিন্তু—“উপক্রমোপসংহারাবভ্যাসোহপূর্ব্বতাকলম্। অর্থবাদোপপত্তী চ লিঙ্গং তাৎপর্যানির্ণয়ে ॥”—( অগ্রে ও পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য। ) পাকশালারূপ দেশে “সৈন্ধবমানয়” বলিলে সৈন্ধব শব্দে লবণ বুঝায়; যুদ্ধক্ষেত্ররূপ দেশে সিদ্ধ-দেশীয় অশ্ব বুঝিতে হয়।

আসত্তি—‘যৎপদার্থেন সহ যৎপদার্থস্ত অশ্বয়ঃ অপেক্ষিতঃ তয়োঃ অবাব-ধানেন উপস্থিতিঃ’ ( শ্রায়সিক্কান্তমুক্তাবলী )। যে পদের অর্থের সহিত যে পদের অশ্বয় অপেক্ষিত সেই দুই পদের সমীপতা বা অনন্তর স্মৃতির নাম ‘আসত্তি’ অথবা “বৃত্ত্যা—( শক্তিলক্ষণাত্তরসম্বন্ধেন ) পদজ্ঞপদার্থোপস্থিতিঃ” ( শ্রায়-সিক্কান্তমঞ্জরী ) বা “পদানামবিলম্বেনোচ্চারণম্” ( তর্কসংগ্রহ )—যোগ্য পদের শক্তিবৃত্তি বা লক্ষণাবৃত্তিরূপ সম্বন্ধ বশতঃ অন্তরায়রহিত পদসমূহের অর্থের স্মৃতির নাম আসত্তি। যেমন ‘গাম্ আনয়’—এই দুই পদের সমীপতা অর্থাৎ শক্তি-বৃত্তিবশতঃ ‘গরুকে’ এবং ‘আন’—এই দুই পদের অন্তরায়রহিত স্মৃতি। এইগুলির মধ্যে আকাঙ্ক্ষা যোগ্যতা তাৎপর্যজ্ঞান এবং আসত্তির জ্ঞান বা আসত্তি লৌকিক বৈদিক সকল বাক্যার্থের বোধের কারণ। এই চারিটি বিনা বাক্যার্থের বোধ হইতেই পারে না।





